সংখ্যা - ১ - ৫০
১৩৪৩ — ১৩৪৪

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

পরমার্থ এবং ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাদি অপরা বিদ্যার সমালোচনা

পরমাহিত্য-পরিষদের সাপ্তাহিক পত্র

পঞ্চদশ বর্ষ—পূর্ব্বার্দ্ধ

(১৩৪৩ শ্রাবণ হইতে মাঘ ১৩৪৩)

—:o:—

সম্পাদক

মহামহোপদেশক

শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

সমস্ত-সম্পাদক

মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

—:o:—

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্-যন্ত্রে
শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি, এ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

—:o:—

শ্রীগৌরাব্দ ৪৫০

২৩৬৭।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ 'গৌড়ীয়' পূর্ব্বার্দ্ধের

প্রবন্ধসূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
ছায়নোদ্ঘাত [শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ]	১।১
বর্ষারম্ভে মঙ্গলাচরণ	১।৩
বিদ্যা ও বেদনা [ঃ ঃ শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী]	
বক্তৃতায় শ্রীল প্রভুপাদ [২৪শে জুলাই, ১৯৫৬ শুক্রবার সন্ধ্যা]	
"অভিমন্থন" [শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতায় গুরু-সমার্পণোপলক্ষে বক্তৃতাস্থলী হিন্দু-সাধারণের পক্ষ হইতে]	
"আত্মনিবেদন" [শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত গৌরীন্দ্রনাথ সরকার মহোদয়ের গৃহে গুরুবিরোপলক্ষে সরকার মহোদয়ের বিজ্ঞপ্তি]	
চয়ন ['অমৃতবাজার পত্রিকা' ১৪।৭।৫৬—"Gaudiya Math Preachers at Rangpur", 'এ, বি পত্রিকা' ১৩।৭।৫৬—"Evolution of Bhakti" সম্বন্ধে ডাঃ দাসের ভবেন্‌স্ হোটেলে বক্তৃতা]	
শ্রীল প্রভুপাদ [২৩।৭।৫৬ বক্তৃতা হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ এবং ১।৮।৫৬ কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগর]	
সাময়িক প্রসঙ্গ ["ধর্ম্ম-সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের অধিকার"—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উক্তি ; "ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা-সমালোচনা"—অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের 'Evolution of Hindu Religion' বক্তৃতা-সম্বন্ধে ; "শ্রীরাধাগোবিন্দ-ভজন ঐতিহাসিক, প্রমাণ, আধ্যাত্মিক বা অশ্লীল নহে"—ঐ , "দক্ষিণভারতে গোপাল মূর্ত্তির উপাসনা" — ঐ , "উড়ুপীর অষ্ট মঠের সন্ন্যাসিগণের শ্রীকৃষ্ণপূজা-পদ্ধতি" —ঐ , "শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি ও শ্রীরামানন্দ-কবিরাজির সিদ্ধভক্তিবাদ কি এক ?"—ঐ , "শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার শিক্ষা-সম্বন্ধে মার্কনীয় তার সরকার"—২৪।৪।০৬ তারিখের 'Roy's Weekly' পত্রে প্রকাশিত 'Chaitanya and His Teachings' প্রবন্ধের সমালোচনা , "শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ কি অশ্লীল ?" — ঐ , "মৈমিষ মহীয়া-প্রকাশে (৯।৭।০৬ তারিখের) প্রতিবাদ"—ঐ , "মত মত তত পথ" মতবাদ খণ্ডনের প্রতিধ্বনি"—অমৃতবাজার, আনন্দবাজার, পোঃ হরিভলা হইতে ডাঃ অজিতকুমার দত্ত মহাশয়ের উক্তি , "প্রচ্ছন্ন মায়াবাদই কি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ?"—ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের 'প্রবর্ত্তক' পত্রে লিখিত 'ভারতে ব্রহ্মবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধের সমালোচনা , "মায়াবাদীর অযৌক্তিক মতবাদ"—ঐ , 'মায়া', 'উপাসনা' ও 'আত্মসমর্পণ'—ঐ , "শ্রীমন্মহাপ্রভু কি চিন্ময়ত্বসমন্বয়বাদ সমর্থক ?"—ঐ]	২।১৭-২৪
'চিত্রে নবদ্বীপ'এর 'পরিচয়'সম্বন্ধে কুতর্ক [১৩৫৩ বৈশাখ সংখ্যা কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত "শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের অন্বেষণ" প্রবন্ধের সমালোচনা ও উক্ত পত্রিকার ১৩৫৩ আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহোদয়ের স্বাক্ষরিত উক্তি]	২।২৫
শ্রীশ্রীকৃষ্ণ জন্মস্তী	২।৩৫
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গবাণী-প্রচার [শ্রীপাদ বন মহারাজের প্রচার—১৩শ বর্ষ, ৫০তম সংখ্যার পর,—ঢোলপুরের মহারাজ , বিকানীর, কোটা, টেহরি ও ভূপবিহারের রাজপ্রাসাদে ।	

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
দিল্লী মঠে আগমন, দ্বিতীয় চীফ্ কমিশনার সাহেব, পাঞ্জাব মহারাজ বাহাদুর, নেপাল রাজন, জিন্দাকুরের মহারাজ বাহাদুর; দিল্লী গৌড়ীয় মঠে নৃসিংহ-চতুর্দশী, শ্রীরাধাকুণ্ড, সিমলা, কুরুক্ষেত্র—১৪ই এপ্রিল, ১৯৩৬ হইতে ২২শে মে, ১৯৩৬]	২।৫৩
শ্রীল প্রভুপাদ [৩৮।৩৬ কৃষ্ণনগর হইতে কলিকাতা]	
বিবিধ প্রসঙ্গ ["শ্রীল প্রভুপাদ"—কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে ২৬।৭।৩৬ হইতে ৩১।৭।৩৬ (২৮।৭।৩৬ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এবং ২৯।৭।৩৬ কবিরাজ অনাথ নাথ রায়, জমিদার নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, পণ্ডিত আশা দত্ত শর্মা, বক্তৃতার কতিপয় সজ্জন প্রভৃতিসমীপে হরিকথা ; ৩০।৭।৩৬ প্রাতে Capitalism ও Communism প্রসঙ্গ, রাত্রে রায় বাহাদুর এ, টি ঘোষ, ভাগ্যকুলের জনৈক সজ্জন, আমিকাটির শ্রীযুক্ত নীলকান্ত মিত্র মহাশয়ের পুত্র প্রভৃতির প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দন ; ৩১।৭।৩৬ প্রত্যুষের অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটী অ্যাকাউন্টেন্ট্ জেনারেল রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ রায় মহোদয়ের নিকট প্রভুপাদের হরিকথা) ; কৃষ্ণনগর-শ্রীকুঞ্জকুটীরে—১।৮।৩৬ ; শ্রীধাম মায়াপুরে—২রা হইতে ৩রা আগষ্ট (২।৮।৩৬ কুঞ্জকুটীর হইতে সুবর্ণবিহার ও গোদ্রুমস্থ মঠ পরিদর্শন-পূর্ব্বক শ্রীধাম-মায়াপুর বিজয় ও হরিকথা, ৩।৮।৩৬ শ্রীবলদেবাবির্ভাবোৎসব - বাসরে প্রাতে প্রভুপাদের হরিকথা, অপরাহ্ণে নৌকাযোগে শ্রীরুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয় মঠ, শ্রীসমাধি-গৌড়ীয় মঠ, শ্রীবাস অঙ্গন, অদ্বৈতকুলীনপাড়ায় ও শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির পরিদর্শন এবং সন্ধ্যায় ভক্তিবিজয়ভবনে হরিকথা) ; কৃষ্ণনগর-শ্রীকুঞ্জকুটীরে—৪।৮।৩৬ (পূর্ব্বাহ্ণে গোদ্রুম হইয়া কৃষ্ণনগর যাত্রা),	৩।৫৩
প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠে—৫।৮।৩৬ হইতে ১২।৮।৩৬ (৫।৮।৩৬ সন্ধ্যায় হরিকথা—অপ্রাকৃত জগতে অনুক্ষণ-বর্দ্ধমান চেতনপ্রবাহ হইয়াও অচেতন, ৭।৮।৩৬ শ্রীরূপানুগ ভক্তি-বিনোদধারা-সংরক্ষণে উৎসাহ দান, সুধীর প্রাঞ্জ বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত পুলিন বাবুর সহিত হরিকথা, ৯।৮।৩৬ জন্মাষ্টমীর অধিবাস—ভক্ত-সম্মেলন ও প্রভুপাদের উপদেশ, ১০।৮।৩৬ শ্রীকৃষ্ণাষ্টমী-বাসরে প্রভুপাদের অহোরাত্র হরিকথা, সম্রীক প্রাঞ্জ মহোদয়, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, কবিরাজ অনাথনাথ রায় প্রমুখ সজ্জনগণের আগমন, ১১।৮।৩৬ শ্রীমহোৎসব —ক্যাপ্টেন ব্যানার্জ্জী, রায় বাহাদুর তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য, হ্যাড্কোয়ার্টার্স কেশব-চন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি-সহ প্রভুপাদের হরিকথা) ;	
শ্রীল প্রভুপাদের মথুরা-যাত্রা (১২।৮।৩৬ কলিকাতা হইতে যাত্রা, ১৩।৮।৩৬ মথুরায় শুভবিজয়)]	৩।৪৩-৫০, ৪।৬১
নির্য্যাণ-সংবাদ [নিত্যধামে শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র-কুমার দাশাধিকারী—১৩।৮।৩৬ রাত্রি ১১টা]	৩।৫০
শ্রীবৃন্দাবনে পুরুষোত্তম-কীর্ত্তন-ব্রতোৎসব (১৭।—৩০শে ভাদ্র, ১৩৫৩)	৪।৫১
শ্রীমদ্ভাগবত কি ব্যভিচারের প্রশ্রয়দাতা ? [শ্রীচৈতন্যচরিত-সম্বন্ধে ডক্টর এন্, এন্, সরকারের মন্তব্যের প্রতিবাদ]	
সম্বন্ধজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা (শ্রীঅনীমা দেবী)	
বিবিধ প্রসঙ্গ ['মথুরায় শ্রীল প্রভুপাদ' —১৩।৮।৩৬, ভ্যাম্পিয়ার পার্ক 'শিবালয়'-ভবনে প্রভুপাদের অবস্থিতি, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মঠে পুরুষোত্তমব্রতোৎসব, মধুমঙ্গলকুঞ্জ ও মদনমোহন-কুণ্ডে পাঠাদির ব্যবস্থা, ১৬।৮।৩৬ প্রভুপাদের শ্রীরাধাকুণ্ড-বিজয়, ১৮।৮।৩৬ বৃন্দাবনে প্রভুপাদের হরিকথা, ১৯।৮।৩৬ প্রভু-পাদের অসুস্থতা ও মথুরায় মঠ পরিবর্ত্তন,	

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

২০।৮।০৬ বৃন্দাবনে শ্রীরূপপাদের হরিকথা। কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ (পূর্ব্বপ্রকাশিত) —১০ই ও ১১ই আশ্বিন শ্রীজন্মাষ্টমী ও শ্রীজন্মোৎসব-বাসরে। 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণের কুলদেবযাত্রা' (৩০।৭।০৬), 'শ্রীবলদেবাবির্ভাব' (৩৮।০৬), 'শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী' (১০।৮।০৬) — শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর শ্রীবিগ্রহ ও পৌত্তলিকতা-সম্বন্ধে হরিকথা, মহারাজে শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজের শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-লীলা ব্যাখ্যা, "প্রধর্ম্মনী" — বৃত্তান্তক, "শ্রীজন্মোৎসব"—১১।৮।০৬ শ্রীগৌড়ীয়মঠে ও শ্রীধাম মায়াপুরে, "শ্রীধাম মায়াপুরে বিনিষ্ট দর্শন" (১৩।৮।০৬ বঙ্গ ও আসাম বিভাগের সি, এস্, ডি মিঃ সি, এন্ মুখার্জ্জী, কলিকাতা সহরের সার্কেল অফিসার মিঃ এন্ মুখার্জ্জী, ২১।৮।০৬ ডি, আই, জি অব্ পুলিশ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত শ্রীমন্তকুমার দাস গুপ্ত, নদীয়ার এস্, পি শ্রীযুক্ত সুরেশ গুপ্ত প্রভৃতি)] ৪।৮৮-৬৪

প্রচার-প্রসঙ্গ [শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ—৪।৮।০৬ রঙ্গপুর হইতে কলিকাতা, অতঃপর ৬।৮।০৬ হইতে ১৩।৮।০৬ চাকা, বালিয়াটি, শ্রীমায়াপুর, শ্রীগোদ্রুম, কলিকাতা, দার্জ্জিলিং, বগুড়া, পাটনা, গয়া, কাশী প্রভৃতি হইয়া মথুরা-যাত্রা; শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ—৪।৭।০৬ হইতে ১১।৮।০৬ বেলতৈল, নরিনা, শিয়ালগড় চাউল, বৈদ্যবাম-তৈল, উল্লা পাড়া, যোগবাণা, মুণ্ডিয়া বেড়া, হাটুরিয়া জগন্নাথপুর, পইবাড়া, চাদাইল প্রভৃতি]

শ্রীল প্রভুপাদ ও অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় [শ্রীল প্রভুপাদের

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

প্রত্যক্ষাদি তত্ত্ব-সম্বন্ধে হরিকথা—শ্রীগৌড়ীয়-মঠ ২৮।৭।০৬]

শ্রীপুরুষোত্তম-কীর্ত্তন-ব্রতোৎসবে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা [মথুরা, শিবালয়-ভবন ১৮।৮।০৬—সাধুসভাদি পঞ্চাঙ্গ সাধন-সম্বন্ধে]

শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীপুরুষোত্তমমাস-ব্রতকালীন দৈনন্দিন নিয়ম-সেবা

শ্রীধাম বৃন্দাবনে ও মথুরায় পুরুষোত্তম-ব্রতের দৈনিক পদ্ধতি [শ্রীল প্রভুপাদের ১৩।৮।০৬ মধুমঙ্গলকুঞ্জে, ডাঃ বলাইচাঁদ দাস ও সত্যচরণ গুহ মহাশয়ের ভবনে গুরুবিরহ ও হরিকথা, ১৮।৮।০৬ মধুমঙ্গলকুঞ্জে হরিকথা এবং সেবা-কুঞ্জে পরিক্রমা ও কীর্ত্তনোপদেশ, ২০।৮।০৬ বৃন্দাবনে হরিকথা, ২১।৮।০৬ শ্রীগোবর্দ্ধন-যাত্রা, গোবর্দ্ধনের পুলিসসাব-ইন্‌স্পেক্টর ও ডি, বি বেঙ্গর পণ্ডিত রামলিং পাঠক সমীপে হরিকথা, সন্ধ্যায় 'শিবালয়' ভবনে বোম্বাইএর শ্রীপুরুষোত্তমদাস নরোত্তম-দাস মহাশয়-সহ হরিকথা, ২২।৮।০৬ মধু-মঙ্গলকুঞ্জে হরিকথা, ২৩।৮।০৬ 'শিবালয়' ভবনে শ্রীপুরুষোত্তম দাসকে কৃপা, ২৪।৮।০৬ মধুমঙ্গলকুঞ্জে হরিকথা]

শ্রীব্রজধামপ্রচারিণী সভা

প্রচার-প্রসঙ্গ [শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ—২৭।৬৩৬-২৯।৭।০৬—বাঙ্গিপাতা, কটক, কলিকাতা, শ্রীমায়াপুর, চট্টগ্রাম; শ্রীপাদ বামন মহারাজ ১৯।৬।০৬-২৭।৭।০৬—গয়া হইতে কলিকাতা, পুরী, চাকদহ, শ্রীমায়াপুর, গয়া]

বার্ষিক হরিস্মরণ-মহোৎসব (শ্রীগৌড়ীয় মঠের—বিজ্ঞাপন)

মুদ্রাকর-প্রমাদ [১৫।৪।৫৫ পৃঃ 'লৌহিত্য' স্থলে 'লৌঅ', ঐ ৬১পৃঃ 'মধ্যে মধ্যে দুই একদিন' স্থলে 'দুই একদিনের মধ্যে']

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
সাময়িক প্রসঙ্গ ['গৌড়ীয়ে'র 'যত মত তত পথে'র প্রতিবাদের প্রতিধ্বনি—'এপিফেনী' ২৪।১০৬ সংখ্যা ; শান্তিপুরের (১৩৪৩, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা) "দীপক" পত্রের "শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ ; শ্রীধাম বৃন্দাবনে পুরুষোত্তমব্রত ; শ্রীল গুরু-পাদের ৩০।৮।৩৬ মথুরা হইতে গোবর্দ্ধন হইয়া শ্রীরাধাকুণ্ড-যাত্রা, শ্রীকৃষ্ণবিহারী মঠ ও শ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দিরের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ, শ্রীব্রজমোহনজীউতে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পুষ্পসমাধিমন্দির দর্শন, তথায় জনৈক ব্রাহ্মণ যুবককে হরি-নামোপদেশ-প্রদানকালে নামমাহাত্ম্য-সম্বন্ধে হরিকথা, ব্রজবাসীর স্বভাব-বর্ণনকালে প্রভু-পাদের ভাবাবেশ, ঘোল যাচ্ঞা ও পান-লীলা, ৩১।৮।৩৬ তারিখে শ্রীরাধাকুণ্ডে উৎ-সবের কথা উপদেশ এবং বেলা ১১ ঘটিকায় (১০।৮।৩৬) শ্রীকৃষ্ণবিহারী মঠের নিকটস্থ পুষ্পোদ্যান ও ভজনকুটীর দর্শন করিয়া মথুরা-যাত্রা]	৬।৮৩
শ্রীপুরুষোত্তম-কীর্ত্তন-ব্রতোৎসবে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা [শ্রীবৃন্দাবন, মধু-মঙ্গলসূত্র ২৪।৮।৩৬—শ্রীগুরুতত্ত্ব ও রসলক্ষণ]	৬।৮৬
শ্রীমথুরামণ্ডলে শ্রীল প্রভুপাদ [শ্রীল প্রভুপাদের ২৪।৮।৩৬ মথুরা হইতে বৃন্দাবন-গমনপথে অনেক প্রাচীন ইতিহাস বর্ণন, অপরাহ্ণে মথুরা 'শিবালয়' ভবনে হরিকথা, ২৫।৮।৩৬ প্রভাতের উদ্বেগ বিষয়ে উপদেশ, ২৬।৮।৩৬ মথুরা হইতে কোসি হইয়া দেহলীয়ে যাত্রা, গোঠবিহারী মঠে হরিকথা, পুনরায় কোসি হইয়া নন্দগ্রাম, সংকেত, বর্ষাণা মঠ দর্শন-পূর্ব্বক সংকেত ও কোসি হইয়া মথুরা-প্রত্যা-বর্ত্তন ; ২৭।৮।৩৬ মথুরায় শ্রীযুক্ত মাধো-প্রসাদের নিকট হরিকথা, ২৮।৮।৩৬ অপ-রাহ্ণে মথুরা 'শিবালয়' ভবনে ও প্রাতে শিবালয়ভবনে হরিকথা]	
শ্রীধাম বৃন্দাবন ও মথুরায় পুরুষোত্তম-ব্রতের দৈনিক পন্থা [২৬।৮।৩৬-২৯।৮।৩৬ প্রত্যহ শ্রীধাম পরিক্রমা, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রুতি, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ব্যাখ্যা, ২৮।৮।৩৬ অপরাহ্ণে মধু-মঙ্গলসূত্রে ও সন্ধ্যায় 'শিবালয়'-ভবনে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা]	
দার্জ্জিলিংএ শ্রীল প্রভুপাদ [১২।৭।৩৬ দার্জ্জিলিংএর ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট হরিকথা]	
বিবিধ প্রসঙ্গ ['ভুবনমঙ্গল রাজর্ষি শরদিন্দু নারায়ণ'—রাধাদেবের তমলোভন-প্রসঙ্গ, 'চিত্রে নবদ্বীপ ও 'মধুমঙ্গলসূত্র' প্রসঙ্গ ; "তব দেব প্রসাদের বার্ষিক পূর্ত্তিসভায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে" —২২।৮।৩৬ ; "বঙ্গদেশে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভাব"—১৪।৮।৩৬ ; "বঙ্গদেশে পণ্ডিত বিধুভূষণ শাস্ত্রী" ২৮।৭।৩৬ ; "বঙ্গদেশে ভাগবতকুমার শাস্ত্রী" —২৮।৩৬ হাজিরাদেশে]	
প্রচার-প্রসঙ্গ [শ্রীপাদ গিরি মহারাজ ১৯।৭।৩৬-২।৮।৩৬—দিল্লী, শিমলা (Mr. J. G. Laithwaite, Sir Frank Noyce প্রভৃতি সহ সাক্ষাৎ), কুরুক্ষেত্র, কলিকাতা, যেসুর, শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজ—২৩।৫।৩৬-২।৮।৩৬ চিকলিয়া মঠের বার্ষিক উৎসব এবং মেদিনী-পুর ও উড়িষ্যার বহু স্থানে প্রচার]	
ভ্রম-সংশোধন [১৫।৪।৩০ পৃঃ ২য় স্তম্ভে 'অবদর্শন' ও 'সাধন' স্থানে যথাক্রমে 'নিজদর্শন' ও 'ভজন']	৬।৯৮
শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক হরিস্মরণ-মহোৎসবের নিমন্ত্রণ-পত্র	
'হরিকথা শুনিলেই সন্দেহ আসে !'	
শ্রীপুরুষোত্তম-কীর্ত্তন-ব্রতোৎসবে শ্রীল-	

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
প্রভুপাদের হরিকথা [২০।৮।৩৬ মধুমঙ্গলকুঞ্জে—'নাহং বিপ্রো' শ্লোকাবলম্বনে]	
শ্রীমথুরামণ্ডলে শ্রীল প্রভুপাদ [শ্রীল প্রভুপাদের ৩১।৮।৩৬ অপরাহ্ণে মধুমঙ্গলকুঞ্জে 'বৈরাগ্যবিদ্যা' শ্লোক ব্যাখ্যা, ঐ কুঞ্জে মথুরায় মিঃ জি, ডি নাগার, ডাঃ হরি প্রভৃতি-সহ হরিকথা ; ১।৯।৩৬ মথুরায় পঞ্চাঙ্গ সাধন-সম্বন্ধে হরিকথা, অপরাহ্ণে শ্রীরাধাকুণ্ড যাত্রা, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকীর্তন ও শ্রীব্রজপত্তনকুঞ্জে রাত্রিবাস ; ২।৯।৩৬ শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে গোবর্দ্ধন-যাত্রা, গোবর্দ্ধনে স্নান-সংপ্রদ, 'গোবর্দ্ধনাশ্রয়দশকম্' ও 'গোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশকম্' কীর্তন, শ্রীরাধাকুণ্ডে সংকীর্তন-মহোৎসব সম্পাদন, 'ভবদাবা'র 'রাধে জয় জয়' প্রভৃতি কীর্তন শ্রবণ, অপরাহ্ণে মথুরা-প্রত্যাবর্তন ; ৩।৯।৩৬ কোশি, নন্দগ্রাম হইতে সঙ্কেত যাত্রা, সঙ্কেতবিহারীমঠে বিহার-সংকীর্তনোৎসব সম্পাদন, শ্রীগোপাল ভট্ট-নাথের কথা কীর্তন, শ্রীভট্টনাথের সমাধিসমীপে ধর্ম্মশালা ডাঃ ওঙ্কারনাথকে কৃপা, কিষণ সিং, লক্ষ্মীনারায়ণ বিড়লের প্রভৃতি সমীপে হরিকথা ; ৪।৯।৩৬ মথুরায় হরিকথা, ৫।৯।৩৬ গোবর্দ্ধন ও রাধাকুণ্ডে গমন, গোবর্দ্ধনে কৃষ্ণবর্ণ-গোসদেশ, ৬।৯।৩৬ প্রাতে বৃন্দাবনমঠে বহু ব্যক্তিকে কৃপা, (ঐ দিবস অপরাহ্ণে মিঃ সুলুজের চম্পা আগরওয়াল ইন্টারকলেজে বক্তৃতা,) অপরাহ্ণে "The Curzon Museum of Archaeology" পরিদর্শন (শ্রীমান্ বাসুদেবসহ আগরওয়ালার যৌথ), ৭।৯।৩৬ প্রাতে মথুরা হইতে মোটরযোগে কোশি ও শেষ-শায়ী হইয়া দিল্লী-গৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় ও হরিকথা, ৮।৯।৩৬ প্রাতে কলিকাতাযাত্রা ও ৯।৯।৩৬ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয়]	৭।১০৮
শ্রীধাম বৃন্দাবন ও মথুরায় পুরুষোত্তম-ব্রতের বৈমিক পন্থা [২৯।৮।৩৬-৩।৯।৩৬—২৯।৮।৩৬ 'বিরাগের' ভবনে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা ও বৃন্দাবন, শ্রীরাধাকুণ্ড ও সঙ্কেতে মহোৎসব]	
শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক হরিস্মরণ-মহোৎসব (১৬।৯।৩৬ হইতে ৩০।৯।৩৬ পর্য্যন্ত)	
নগর-সঙ্কীর্ত্তন (১৩৪, ২০শে ও ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬ দিবসত্রয়)	
সাত্বত-শ্রাদ্ধ (নিত্যধামগত শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্রকুমার দাসাধিকারী মহোদয়ের—২৩।৯।৩৬ চাকায়)	
প্রচার-প্রসঙ্গ [শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ ও তৃতীয়ার প্রভু ২৯।৭।৩৬ হইতে ৩১।৮।৩৬—কলিকাতা হইতে চাঁদপুর, চৌমোহনী ও চট্টগ্রাম, শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজ—উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থান, ৩১।৮ কলিকাতা]	৭।১১৬
সাময়িক প্রসঙ্গ [১২।৯।৩৬ বৃন্দাবনে মহোৎসব, অধিবাস-নিবৃত্তি, শ্রীল প্রভুপাদের ব্রজমণ্ডলে শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনোৎসব ও হরিকথা-প্রচার, পাঞ্জাব ও সংযুক্ত প্রদেশের বিভিন্ন মঠে শক্তি-সঞ্চার ; আচার্য্যের পরদুঃখ-দুঃখিতা — কুসঙ্গের ঘোরে পরমত্ত-প্রাপ্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার ; হাজারীবাগের দুর্দ্দৈবগ্রস্ত ব্যক্তির দুর্দ্দৈব, শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব, ১৮তম ভক্তিবিনোদিরাব্দ আরম্ভ, শ্রীরাধাবির্ভাব ও শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাবোৎসবের আবশ্যকী রীতি]	
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ [৭] (চতুর্দ্দশ প্রবন্ধ, 'গৌড়ীয়' ১০ম বর্ষ ১০ম-৪১শ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের পরবর্ত্তী অংশ—'বিশ্ব-বিবর' কথা)	
বগুড়ায় শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা (২৫।৭।৩৬—"নাহং বিপ্রো' শ্লোকাবলম্বনে)	৮।১২৭

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পৃষ্ঠা
শ্রীধাম বৃন্দাবনে পুরুষোত্তম-ব্রতের দৈনিক পঞ্জী [৪।৯।০৬-১৭।৯।০৬ — ১৭।৯।০৬ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে সাধারণ মহোৎসব, ঐ দিবস ও পরদিবস অপরাহ্ণে শ্রীমদনগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজের নিকট পাঠ ও হরিকথা-শ্রবণ]	৮।১২৯
কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক হরিস্মরণ-মহোৎসবের দৈনন্দিন পঞ্জী [১৫।৯।০৬ অধিবাস, সন্ধ্যায় শ্রীল মহোদয়ের নিকট শ্রীরাধা-কুসুমন-সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা]	৮।১৩৯
নগর-সঙ্কীর্তন [১৩।৯।০৬ শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে কৃষ্ণকৃষ্ণ]	৮।১৩৯
সাময়িক প্রসঙ্গ [২৯।৯।০৬ শ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-মহোৎসব, "বিশ্বে শ্রীচৈতন্যবাণী" ১৯।৯।০৬ তারিখে শ্রীআনন্দ ব্রহ্মচারীর "Where East and West can meet" বক্তৃতা-সম্বন্ধে মন্তব্য, ১৩৪৩ ভাদ্র মাসের 'রঙ্গমতী'তে শ্রীসতীশ বসুর নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর-সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের প্রতিবাদ, ১৩৪৩ আশ্বিনের 'ভারতবর্ষী' 'শিক্ষা ও পরিভ্রমণ' প্রবন্ধে শ্রীমায়াপুর-ভ্রমণ-সংবাদ]	৯।১০০
সাহিত্য-সমালোচনা ['প্রবাসী' পত্রে অধ্যাপক উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-লিখিত 'মঠ ও আশ্রম' (১৩৪২ অগ্রহায়ণ) এবং 'সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসী' (১৩৪৩ আশ্বিন) শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ের সমালোচনা]	৯।১০৫
শ্রীগৌড়ীয়মঠসেবক ভার্গবগণমহারাজের বক্তৃতা [মিঃ হুক্সলের 'Where East & West Can meet' সম্বন্ধে বক্তৃতা, ডাঃ নকানন নিয়োগীর উক্ত প্রশংসা, শ্রীভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর বক্তব্য প্রধান—সভাপতি মুখার্জি এইচ্ ডে মিঃ বাবাজক]	৯।১০৮
শ্রীগৌড়ীয়মঠের হরিস্মরণোৎসবের পঞ্জী [১৭।৯।০৬—শ্রীমন্তাগবতপারায়ণারম্ভ, সন্ধ্যায় বালুরঘাটের রায় বাহাদুর বসন্তকুমার মৌলিক প্রভৃতি-কর্তৃক শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা, ১৮।৯।০৬ সন্ধ্যায় পণ্ডিত ভক্তিসুন্দর ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন মহাশয়ের আবাহন ও সংস্কৃত শ্লোক-দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের স্তুতিগান, শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা, ১৯।৯।০৬ মিঃ হুক্সলের বক্তৃতা, তৎপর শ্রীপাদের হরি-কথা, ২০।৯।০৬ নগর-সঙ্কীর্তন, ২১।৯।০৬ রাত্রে শ্রীবাসুদেব প্রভুর হরিকথা—মৌলিক শ্রীগুরুবাণীর সম্বন্ধে বিচার]	৯।১১৩
বিবিধ প্রসঙ্গ "শ্রীপুরুষ মহারাজের সম্বর্ধনা" —১৩৪৩ মুরোত্তমমাসে প্রাতঃস্নান-কালে গোপীগীতের]	৯।১৩৮
নির্য্যাণ [শ্রীপাদ মদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীমায়াপুর —১৭।৯।০৬]	
সাময়িক প্রসঙ্গ [দুর্গোৎসব (?) উদ্দেশ্যে আত্মহত্যা —'দিব্য জ্ঞানপ্রকাশ' পত্রে প্রকাশিত ৯।৯।০৬ তারিখের সত্য ঘটনা ; ২২।৯।০৬ মিস্রোপাধ্যায় M. M. C. A. স্কুলে শ্রীল গোপাল আচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রেমবিবর্ত্তক বক্তৃতা-সম্বন্ধে মন্তব্য ; জনৈক 'গৌড়ীয়'-পাঠকের Creedal Religion ও Cultural Religion প্রভৃতি মতবাদের সমালোচনা ; 'হিন্দু' পত্রের জনৈক পত্রলেখকের শ্রীযুক্ত জহরলাল ও মতিলাল নেহেরুর 'পণ্ডিত' উপাধি-সম্বন্ধে প্রতিবাদ, 'পণ্ডিত' সম্বন্ধে গৌড়ীয়ের সিদ্ধান্ত]	
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা [২০।৯।০৬ মিঃ হুক্সলের বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ব্যাড্‌ভোকেট্ রবীন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ সজ্জন-সমীপে]	
শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসবের পঞ্জী [১৯।৯।০৬-২৯।৯।০৬—১৯।৯।০৬ মিঃ	

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
ভূদেবের বক্তৃতা ও শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা, ২০।৯।৩৬ নৃসিংহচতুর্দ্দশী, ২২।৯।৩৬ শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর হরিকথা—গৌরাবির্ভাব সম্বন্ধে আলোচনা ও 'প্রাকৃত কর্ত্তাভজার বিচার' বৈশিষ্ট্য, ২৩।৯।৩৬ শ্রীযুক্ত [illegible] মিঃ আর এন চক্র এম্‌-এ, রায় বাহাদুর [illegible] এন্ রায় চৌধুরী প্রভৃতির আগমন, শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা; [illegible] রাজ শ্রীবাসের কীর্ত্তনাঙ্গন আগমন, ১০ম শ্রেণীতে শ্রীযুক্ত [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের তথায় [illegible] অন্যান্যে ডাঃ [illegible] সিবপর অট্টাচার্য্য, [illegible] Narayanji Sangani প্রভৃতির আগমন, অনন্তরে 'নামসঙ্কীর্ত্তন', ২৪।৯।৩৬ সারস্বতমহোৎসব—শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর কথিকথা, 'চাকলা শ্রীমায়াপুর-গৌড়ীয়মঠে পরিচক্রি বিনোদাবির্ভাবোপলক্ষে [illegible] কীর্ত্তন' সম্পাদকের 'বিশেষ [illegible] বিনোদ' স্মরণ] ৯।১।৪৫
'গৌড়ীয়ের পাঠক' শ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁর বহুবিচারপূর্ণ কুতর্কপূর্ণ সমালোচনা] ১৯।১৫০
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথার মর্ম্ম [শ্রীবাস অঙ্গন মধুরমণ্ডলকুঞ্জ ২২।৮।৩৬—'নামাক্ষর', 'বৈষ্ণব-বিদ্যা', 'কালাহরি' প্রভৃতি শ্লোক অবলম্বনে] ১১।১৭০
কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে [২৯।৯।৩৬ শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-বাসরে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা; ৩০।৯।৩৬ শ্রীল প্রভুপাদের 'তাহল সৈকতে' কীর্ত্তনমুখে হরিকথা, 'অনুরোধ কারে কি?', ১।১০।৩৬ শ্রীল প্রভুপাদের আদ্যার বার্ষিকহরিকথা-প্রসঙ্গে 'রাধাকুণ্ডতটকুঞ্জকুটীর' প্রীতি কীর্ত্তন; ৩।১০।৩৬ রাত্রে বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন	

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
সান্যাল-সমীপে মুক্ত ও বদ্ধ বৈরাগ্য-দ্বয় ও এবং শ্রীযুক্ত পূর্ণিনবিহারী মিত্র-সমীপে 'বৈষ্ণবের বিচারে স্ত্রীবর্জ্জন নিষিদ্ধ নহে' এবিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা] ১১।১৭৬
শ্রীপাদ্যাত্রাসময়ে প্রভুর হরিকথার মর্ম্ম [শ্রীবর্ষাণ প্রভু শ্রীল-বিলাসী ভাই বিরক্ত-সঙ্গের শ্রীল চিরন্তন শ্রীল প্রভুপাদের ভোগ-ত্যাগ-ছলন ও আলালনাথ-সেবনাশী-কোণ-কবিচার-বৈশিষ্ট্য, কন্যাকুমারী-তত্ত্ব, ভক্তি-মোক্ষ ঠাকুর, ও প্রভুপাদের কৃপা-বৈশিষ্ট্য, রামায়ণ, মনু ও মহাপ্রভুর বিষয় ও মাদ্রাজবিচার-বৈশিষ্ট্য]
শ্রীযাত্রা-সংক্ষেপ [শ্রীপাদ হরিগোবিন্দদাস বাবাজী—৪।১০।৩৬ পুরী, চটকপর্ব্বত শ্রীমদ্ উদ্ধবদাসাধিকারী—২।১০।৩৬ রঘুনাথ শ্রীল দুর্গাদাসপালী, আলাবিকারী—৩।১০।৩৬ গ্রাম মাহিষ্যর শ্রীনগরকীর্ত্তন] ৯।১।৭৩
শ্রীবিজয়া-উৎসব [শ্রীগৌড়ীয় মঠে উৎসব-সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদসমীপে প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যায় দুই ব্যক্তি শ্রীপাদ ঊর্দ্ধ মহারাজের মধুময় পাঠ-কীর্ত্তন] ১১।১৮০
শারিয়াযোৎসব ১২।১৮২
বক্তৃতায় শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা [২৩।৭।৩৬] ১২।১৮৮
শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা [১২।১০।৩৬ কপটভক্তি ও তথা তথাকথিত গ্রাম্যকথাপ্রিয় লোকের হরিকথায় অপ্রীতি, শ্রীরূপ রঘুনাথের কথায় প্রত্যেকের [illegible] হইলে বাস্তবমঙ্গল লাভ নহে, শ্রীমদ্ভাগবত সহিত 'তত্ত্বাবিদঃ', 'বিরহ মহিমা' প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যা, নিত্য [illegible] 'গার্হা'তে 'গার্হে'-কৃত গীতার অনুবাদ; পুনর্জ্জন্মবাদ খণ্ডন, উপনিষদ ও বেদালোচনা, তন্ত্র প্রসঙ্গ, ইন্দ্রিয়ার্থ, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতির বৈষ্ণবদর্শনালোচনা] ৯।১।৭৭

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

প্রভৃতি প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের ভক্তিদর্শন-সম্বন্ধে হরিকথা ; ১৪।১০৩৬ শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রীচৈতন্যবিগ্রহ, তাঁহার নবদ্বীপ-অবতার-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা ; ১৪।১০৩৬ শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রীচৈতন্যবিগ্রহ, তাঁহার নবদ্বীপ-অবতার-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা]

শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর হরিকথার অংশ [৭।১০।৩৬—শ্রীভক্তিবিনোদধারা, শ্রীভক্তিবিনোদবাণী, রুচি ও চিন্তাধারা, শ্রীল প্রভুপাদের "Proper adjustment ও dovetailed হওয়া সম্বন্ধে বাক্যসমূহের তাৎপর্য, 'গুরুদেবের ন্যায় বিচার, অতি ছোট মুদ্রণাচার্য্য জ্ঞাতব্য-বাণীর প্রতিমূর্ত্তি সত্ত্ব ও switch-off অবস্থায়, Electric fan-এর দৃষ্টান্ত, কুলীনদের ব্রাহ্মণত্বের মধ্যে শ্রীভক্তির জাতিবিচার প্রভৃতি] ৬২।১২৫

বিবিধ-প্রসঙ্গ [৩।১০।৩৬—৩৪৮ শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভবানীপুর মহেন্দ্রবোস্ লেনস্থ নূতন রোড প্রভৃতি খরিদ, শ্রীমঠের সম্পত্তি বিচার, বক্তৃতায় সাম্প্রদায়িক মহাপুরুষের নিকট শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা] ১২।১২৬

ঢাকা-শ্রীগৌড়ীয় মঠে কার্ত্তিক উৎসব [৪।১০।৩৬—২৯।১১।৩৬] ১২।১২৬

ভক্তি-উপাসনা ১৩।১১০

কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবাদ ও শুদ্ধভাগবত-সিদ্ধান্ত [শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রকুমার মুখোপাধ্যায় ও তদ্ভাতার শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ তর্কতীর্থ] ১৩।১১১, ১৪।১৩৩

"অভিনন্দন" ('গৌড়ীয়'পত্রপতি ও শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভুর পাশ্চাত্যদেশে শুভবিজয়োপলক্ষে) ১৩।১১৯

লণ্ডন-যাত্রা [শ্রীভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি-প্রভুর ২৪।১০।৩৬ কলিকাতা হইতে ৩১।১০।৩৬ বম্বে হইয়া 'Sphinx' জাহাজে] ১৩।১১৯

বিবিধ-প্রসঙ্গ [পুরুলিয়া, ধনবাদ, ঝরোনি, শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় প্রভুর ভজন, ইণ্ডিয়ান রোড প্রভৃতি স্থানে প্রচার ; শ্রীল প্রভুপাদের ১১।১১।৩৬ বক্তৃতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সমীপে জমী ক্রয়ের কথা, ১৩।১১।৩৬ রায় আশুতোষ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র সেন-মহাশয় 'মন্ত্রের চৈতন্য' প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা—ইউরোপ-সফরে শুভসঙ্গল ও অন্যান্য বৈষ্ণবগ্রন্থের বিচার-চেষ্টা, উপাসনা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তির অর্থ প্রভৃতি সম্বন্ধে হরিকথা ; পূজ্যপাদ শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ-মহারাজ নিত্যধাম প্রাপ্ত, রাসপূর্ণিমা-বিচার, বাঙ্গালী ও অন্যান্য বিভাগের বিচার] ৬।১১

প্রচার-প্রসঙ্গ [মেদিনীপুর, নারায়ণগড়, ত্রিবেণী, হাজারীবাগ, কলাগাছি, শান্তিপুর, কোন্নগর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি] ৩।১২

শ্রীমূর্ত্তি-প্রাকট্য [৩।১০।৩৬—শ্রীযুক্ত উমাপতি বাবুর মাতা, শ্রীমৎ উদ্ধবদাস বাবাজী ও বৈষ্ণবাদি দাস] ৩।১২

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব (চিত্রাঙ্কন) ১৩।১২

সাময়িকী-প্রসঙ্গ ["বিজয়াবদনী ও দীপালি" "বিজয়ার সম্ভাষণ", "চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি —শুদ্ধভক্ত বিভক্তক বা সকোপাসক নহেন", "শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতি চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী ?"—(৭ই কার্ত্তিক আহ্বানে সংখ্যা 'বঙ্গবাসী'র 'মহাপূজা'-প্রবন্ধের প্রতিবাদ), "জীব ও জীবতত্ত্ব"—ঐ ; "বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কি পশুবলির সমর্থক ?"—(৭ই কার্ত্তিক 'বঙ্গবাসী'র "শাস্ত্রীয় পশুবলির সমর্থন" প্রবন্ধের প্রতিবাদ), "সাহজ-সম্প্রদায়ের তথ্যে অনভিজ্ঞতা"—ঐ, "বৈষ্ণবধর্ম্মাশ্রম ও আসুরবর্ণাশ্রম"—(৭ই কার্ত্তিক 'বঙ্গ-

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
বাসী ; "মায়ের [illegible] প্রবন্ধের সমা- লোচনা), "আত্মার্থের দল্লা কাহিনী" —ঐ, "ধ্রুবকৃষ্ণের দুইজন"—ঐ; কলিকাতা- গৌড়ীয়মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মোৎসব ...	১৪।৪৩
অভিনন্দন-সভা [১৩৩৯ রাত্রে শ্রীপাদ ভক্তিদয়িত গোস্বামি-প্রভুর শ্রীমুখ-নিসৃত শ্রীমুখে শ্রীগৌড়ীয়মঠে অভিনন্দন-সভা, ঐল প্রভুপাদের সভাপতিত্ব, কৃপাশীর্ব্বাদ ও অভিভাষণ, ভক্তিদয়িত প্রভুর উত্তর]	১৪।২২২
শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রভুপাদ ও গুরুনীতিমুখে গৌড়ীয়-নরপতি [২৪।১০।৩৬ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুরলী রোল, পরম প্রভুপাদের [illegible] হইতে [illegible]-রোল, ২৪।১০।৩৬ মহারাজ উপাধি, ১।১।৩৬ শ্রীবিষ্ণুমঠের সভা, রাজে কলহে-জয়, ১।১।৩৬ 'Sphinx' আখ্যায় সভাপতি-বরণ, ঐল প্রভুপাদের ভক্তিদয়িত শ্রীমুখে অপ্রাকৃত উক্তির প্রধান, চক্র- চিহ্নিতচিহ্নের সর্ব্বত্র-প্রচার-সম্বন্ধে আশীর্বাদ, কীর্ত্তনমুখে সাধিব পূজার শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশ্বের সর্ব্বিবাদসম্মত প্রচার]	১৪।২২৯
পুরীতে শ্রীবিষ্ণুসম্বোধনিক ও ভক্তি- বিনোদি-গৌরবাণী	১৪।২২৭
নিধন [হিঁয়ওয়াসী শ্রীভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ—১।১।৩৬ রাত্রিশেষে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীবাসভবনে]	১৪।২২৭
মুদ্রাকর-প্রমাদ [১৪।১৩।২০-১০ পৃঃ ৪র্থ ও ৫ম অনুচ্ছেদে 'ভক্তিবিনোদবাণী' স্থলে 'ভক্তি- বিনোদগৌরবাণী']	
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা [শ্রীপুরুষোত্তম- মঠ—২৪।১০।৩৬ ইংরাজের শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীসুধীরচন্দ্র বসু এম্ এ, শ্রীসুধাংশুকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ, বি-টি, শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত উকীল ও অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সজ্জন-সমীপে প্রভাতাদি সম্বন্ধে হরি- কথা, ভক্তাবলী ও স্তবমালার রোলকীর্ত্তন]	২৪।১০।৩৬
শ্রীভক্তিবিনোদবিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউট হইতে শ্রীপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের শ্রীমুখে ব্যাখ্যা- প্রকাশ-প্রসঙ্গ, 'বেদবিদ্যা' শব্দের তাৎপর্য্য, শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীগুরুকৃপায় গীতা-প্রকাশ- প্রসঙ্গ, বক্তৃতার পরে শ্রীমদ্ভাগবত, প্রশ্নোত্তরে গুরুকার্য্যের আবশ্যকতা প্রভৃতি কীর্ত্তন]	৪।১১।৩৬
শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাগোবিন্দ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসেবক- গণ-সমীপে "অভিন্নত্বান্নাম নামি" শ্লোক- ব্যাখ্যা সূত্রে "নির্ব্বিশেষবাদের ন্যায় কাটা' বৃদ্ধি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর জগন্নাথ-দর্শন ও শ্লোক-সংখ্যক অপরোক্ষবাদীর জগন্নাথ- দর্শনের পার্থক্য, প্রতিনিধিত্বের সেবা-কার্য্যে সেবা-বৈধিদাস, বৃন্দাবনিক-কৃষ্ণের সঙ্গ ও সম্বন্ধিত্বের পার্থক্য, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-কথন, শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্য- চরিতামৃত, গোবিন্দবাক্য, ষট্‌সন্দর্ভ ও শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে গুরু-প্রকাশ, পরমা জমান' বা document করা সম্বন্ধে প্রভু- পাদের বিচার, সৌভাগ্যে প্রাণই সত্যের প্রচারক-প্রভৃতি-কীর্ত্তন]	১৪।২২৯
অভিবাদী প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায়ের অপসিদ্ধান্ত। [১৩৩৩ বৈশাখ মাসের কোন গৃহব্রত-পত্রিকায় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আনুগত্যের ছলনায় ঠাকুরের ভক্তিবিচার-বিরোধের তীব্র প্রতিবাদ]	
"অভিনন্দন পত্র" [ওঁ শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত গোস্বামি-প্রভুর জন্মবাসরে প্রাক্কালে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে]	১৪।২৩৩
চয়ন [মুদ্রাঙ্কন-ত্রুটিতে যে সকল গোষ্ঠীপ্রভু, প্রভুবাক্য-উদ্ধৃতি অতি-	

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

নন্দন-সভার সংবাদ—৩০।১০।০৬ তারিখের 'যাত্রাজ মেল', 'লাহিস্' ও 'হিন্দু' পত্র হইতে উদ্ধৃত] ১৩।৫৯

বিবিধ-সংবাদ [শ্রীপুরুষোত্তমমঠে ঊর্দ্ধস্রোতঃ সহ, কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির ২৬।১০।০৬ শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ ও ভক্তিসুধাকর প্রভু-সমীপে শ্রীগৌড়ীয় মঠের জনহিতচেষ্টার বৈশিষ্ট্য-শ্রবণ এবং ৩১।১০।০৬ শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা-শ্রবণ, ২৬।১০।০৬ মিঃ এন্ সত্যজ্ঞা আইয়ার মহোদয়ের মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ ভক্তিবিলাসতীর্থ প্রভুর নিকট বৈষ্ণবধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য শ্রবণ; ৩০।১০।০৬ কলম্বো হইতে লিখিত ভক্তি-সারঙ্গ প্রভুর ইংরেজী পত্র, ৩০।১০।০৬ বুলেক্, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ৫ই ৩০।১০।০৬ কটকস্থ ডেপুটিমোক্তারগণ, ১৯।১০।০৬ শ্রীযুক্ত মিঃ কে, এম্ মুখার্জী, শ্রীপাদ দামোদর-বিহারী ভক্তিজ্যোতিঃ প্রভৃতির শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে শ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাৎ রীতি; ৩০।১০।০৬ শ্রীপদ্মলোচন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চক্রতীর্থস্থ ভবনে পাঠ ও ২।১১।০৬ পুরীর কুষ্ঠাশ্রমে মিঃ কে, এম্ মুখার্জীর সহ-ধর্ম্মিণী এবং শ্রীপাদ ভক্তি-আলোক প্রভু, শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক ও শ্রীপাদ গীতানন্দ প্রভুর বক্তৃতা; ২রা, ৩রা ও ৪ঠা নবেম্বর প্রাতে চটকপুরীতে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা; ৩।১১।০৬, শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীজগন্নাথদেব এবং শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের প্রাকারান্তর্গত যাবতীয় মন্দির ও 'ভক্তিভবন' প্রভৃতি দর্শন, রাত্রে হরি-কথা; ৪।১১।০৬ শ্রীমদনমোহন পট্টনায়ক-সমীপে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীজগন্নাথোপলক্ষি-বিষয়ে হরিকথা; মদনমোহন বাবুর গৃহে ৪।১১।০৬ শ্রীলপ্রভুপাদের পদার্পণ, তৎকালে মদনবাবুর বন্ধুর জগন্নাথস্থ-গৃহে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে সমর্পণ-সূত্র; ১০।১১।০৬ বঙ্গবাসী শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ বাবুর নিকট শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা; ৯।১১।০৬ তারিখের মিলী-ষ্টেট্ সমাচার পত্রে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর লণ্ডন-যাত্রার সংবাদ; শ্রীযুক্ত বিনোদ-বিহারী যে মহাশয়ের কন্যার সেবোন্মুখতা] ১৫।২৪২

সাময়িক প্রসঙ্গ ["শ্রীগৌরকিশোরবিরচিতি"—২৪।১১।০৬; "চটকপর্ব্বতে অন্নকূট"—শ্রীরূপানুগভক্তিতে শ্রীল প্রভুপাদের গৌরবর্দ্ধন-পূজার্থে, চটকপর্ব্বতে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীগোপালদেবের শ্রীমন্দিরনির্ম্মাণ পরিকল্পনা, গোলোক ও বৈকুণ্ঠকোটিশীর্ষা; "কলি-কাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠে অন্নকূট-মহোৎসব"—১৪।১১।০৬; "সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম মানবস্থ ধর্ম্ম নহে"—"হিন্দু ও অহিন্দুধর্ম্মের মিশ্রণে বৈষ্ণবধর্ম্মোৎপত্তি" মতবাদের প্রতিবাদ; "নিখিলেশদাস বৈষ্ণবধর্ম্মের ভিত্তি নহে"; "লণ্ডনে ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু" (তারের সংবাদ)] ১৯।২৪২

চটকপর্ব্বতে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ১৬।২৪৩

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা [শ্রীচটকপর্ব্বতে—১০।১১।০৬—বঙ্গবাসী শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ সরকার-সমীপে শ্রীল প্রভুপাদের 'বিপ্রলিপ্সা'-অবলম্বনে হরিকথা, বঙ্গাব্দ ১৩১২ সালের চৈত্র বা ১৩১৩ সালের বৈশাখে শ্রীল প্রভুপাদের ভূনিয়ার 'কলিকাতায় আবদ্ধীয় দ্বিবিধ বৈষ্ণবাধিকার কীর্ত্তন-মুখে উত্তমাধিকার-কীর্ত্তনকালে শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের অকস্মাৎ আবির্ভাব-লীলা-প্রসঙ্গ] ১৯।২৪৩

'তিতা বেহায়া' (শ্রীঅশ্বিনী দেবী) ১৯।২৫৭

বিবিধ সংবাদ [১৭।১১।০৬—শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে ডাঃ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত সেন-সমীপে শ্রীল প্রভুপাদের ঈশ্বর, গুরু, জীব ও জগৎ সম্বন্ধে হরিকথা। গোবর্দ্ধনের কুটীর ও শ্রীযুক্ত-বিহারী মঠের শ্রীমন্দিরনির্ম্মাণ-কার্য্য-

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

সমাপ্ত; দার্জিলিং-গৌড়ীয় মঠে অষ্টম মহোৎসব, নগরসংকীর্তন ও মঠের উৎসবানুষ্ঠান; ঢাকা শ্রীমদ্গৌড়ীয় মঠে ত্রয়োদশ মন্দিরপ্রবেশ ও বার্ষিক উৎসব সমাপ্তি; ইং ১৯২১ সালে শ্রীগৌরকিশোরদাসের প্রতি শ্রীল প্রভুপাদ-কর্তৃক ঢাকা-মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ প্রকটন; নারায়ণগঞ্জে প্রচার, এলাহাবাদ-হাইকোর্টে ভূতপূর্ব জজ শ্রীযুক্ত লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাণী-মঠে শ্রীবিষ্ণু, শ্রীল ও শ্রীল প্রভুপাদের বাষ্টিতে অন্ন-প্রসাদ; "বোম্বে গৌড়ীয়-মঠের স্থান পরিবর্তন"] ১৬।২৫৮

পুরলোকে [ভক্ত শ্রীগৌরপ্রসাদ—সিংড়িয়া, গৌরমঠ, রঙ্গপুর ১৯।১০।২৬ মাডুয়া-ডেকেট শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বি,এল্,কাছাড়-হাইলাকান্দি—১৯।১১।২৬] ১৬।২৬০

ভ্রম-সংশোধন [১৫।৩।২৬ পৃঃ ১ম স্তং ৪র্থ প "ভক্তপ্রকাশিকা" স্থলে "ভক্তপ্রকাশিকা"] ১৬।২৬০

রাসোৎসব ১৭।২৬১

অন্তর্হিত ১৭।২৬৮

বিবিধ সংবাদ [শ্রীপুরুষোত্তম-প্রবন্ধ—১৯।১১।২৬ প্রভৃতি শ্রীল প্রভুপাদ-কর্তৃক "কৃষ্ণ যদি ছুটে" ও "কৃষ্ণ করে আমা ভজে, আমি বিদ্ধ সেই মূর্খে" ইত্যাদি সম্প্রদায়ের চিৎ-প্রাণরক্ষা প্রবন্ধ, পাঠার হরিকথা; ২০।১১।২৬ শ্রীল প্রভুপাদের 'ভক্তিকুটী' বর্ষণী শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের সমাধি দর্শন, শ্রীবাস বাসুদেব প্রভুর মহাত্ম কীর্তন, ২১।১১।২৬ প্রয়াগের ভক্তবৃন্দ-সমীপে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা; ২৫।১১।২৬ শ্রীল প্রভুপাদ-কর্তৃক চট্টকপর্বতোপরি প্রস্তাবিত শ্রীমন্দিরের ভূমি-নির্ধারণোপদেশ; পুরীর বিভিন্নস্থানে প্রচার; "লভহে ভক্তিসারত্ন গোস্বামী"—২০।১১।২৬ গোস্বামীর সদাচারনিষ্ঠা, নগর-মঠে প্রেমতীর্থ, শ্রীগিরিধারী অর্চাবতারের কীর্তন-মুখে সেবাচেষ্টান; গোস্বামীর ৪।১২।২৬ তারিখের হৈরুপূর্ণ পত্র, "শ্রীশ্রীগৌরকিশোর-বিরহোৎসব"—২৪।১১।২৬ ঢাকা, কলিকাতা ও পুরীমঠে ঢাকা-মঠে শ্রীগৌরকিশোরদাসের বক্তৃতা] ১৭।২৭৫

ভ্রম-সংশোধন [১৫।১২।২৪৯ পৃঃ ১ম স্তং ১২শ পং "তথাকার কথিত" স্থলে "তথা-কথিত", ঐ ২৫১পৃঃ ১ম স্তং ১৪শ পং "গৌর-পরিবারের সহিত মহাপ্রভু" স্থলে "পরিবারের সহিত মহাপ্রভু"] ১৭।২৭৬

প্রাকৃত ঈশ্বর ও অপ্রাকৃত ঈশ্বর [পুরীতে শ্রীল প্রভুপাদ-কথিত উপদেশামৃতবচনে] ১৮।২৭৭

পুরুষোত্তমে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা [স্থান চটকপর্বত—১৭।১১।২৬ ডাঃ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত সেন মহাশয়ের ঈশ্বর, গুরু, জীব ও জগৎ প্রবন্ধে পরিপ্রশ্নোত্তরে, ১৮।১১।২৬ মঠবাসীর কৃত্য, সেবা হইতে বিচ্যুত সন্তানের প্রতি কৃত্য-প্রবন্ধে, ১৯।১১।২৬ "কৃষ্ণ যদি ছুটে" এবং "কৃষ্ণ করে, আমি বিদ্ধ" প্রভৃতি শ্লোকের মর্মোদ্ঘাটক-প্রবন্ধে; ২০।১১।২৬ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের সমাধি-দর্শন, শ্রীবাস বাসুদেব প্রভুর মহাত্ম কীর্তন, প্রয়াগের ভক্তবৃন্দ-সমাগম, অনুকূল হরিকথা; ডাঃ শ্রীযুক্ত নীলমণি-সেন, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র-কুমার রক্ষিত ও অন্য অন্যান্য শ্রীযুক্ত অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপে শ্রীল প্রভুপাদের "ধর্মঘটরাজ ও মাষ্টার হাল, ইস্কুল-পৌরাণ ধরকার এক তার ছাড়ে [illegible] প্রবন্ধ; ২৫।১১।২৬ ইংরাজী একাদশী বাসরে শ্রীল প্রভুপাদের বৈরাগ্য-সম্বন্ধে হরিকথা, গোবর্ধন, রাধাকুণ্ড, যমুনা, বৃন্দাবন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলার শ্রীপুলিনে অভিনয়, ডাঃ শ্রীযুক্ত শ্রীমণি মিত্র এম্ বি ও শ্রীযুক্ত শ্যামমোহন গট-

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
নায়ক মহাশয় সমীপে হরিকথা, অপরাহ্নে সাধুনিবাসে শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামি-মহারাজের বিরহ সভা, শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা, তৎপর শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর আরাত্রিক ও কীর্ত্তনাদি, ২৬।১১।০৬ অপরাহ্নে সভা ও মহাপ্রসাদ-বিতরণ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিচরণ দাস মহাশয়ের সেবানুকূল্য]	
শ্রীল প্রভুপাদের একটি পত্র [১৯।১১।০৬ খ্রীচটক পর্ব্বত হইতে দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠে অনৈক উকীল মহাশয়ের প্রাপ্তিস্বীকার বিজ্ঞান-সম্পর্কে লিখিত]	১৮।২৮৯
শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোর গুরুবরাষ্টকম্	১৮।২৮৯
শ্রীভক্তিরঞ্জন-বিরহস্মৃতি (বিজ্ঞাপন)	১৮।২৮৯
বিবিধ সংবাদ ["শ্রীল গৌরকিশোর-বিরহোৎসব"—২৫ ও ২৬।১১।০৬ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে, "শ্রীবাগগৌড়ীয় মঠের সাধারণ মহোৎসব", "হরিকথা প্রচার"—৩০।১১।০৬ শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, ১৯।১১।০৬ ও ২৯।১১।০৬ ভবানীপুর চক্র-বেড়িয়া রোডস্থ অবদর প্রাপ্ত সেসন জজ শ্রীযুক্ত মন্মথকুমার ঘোষ, ২৩।১১।০৬ বাঁশ-বেড়িয়ার রাজা শ্রীযুক্ত কিতীন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি সজ্জনবৃন্দ সমীপে, ১৩।১০।০৬-৩০।১১।০৬ পুরুলিয়া, ধানবাদ প্রভৃতি স্থানে, ৭।১০।০৬-১৯।১১।০৬ যশোহর ও ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে, ২২।১১।০৬ ঢাকার ডাঃ জ্যোতিষগোবিন্দ সেন মহাশয়-সমীপে:]	১৮।২৯০
সিদ্ধি হইতেছে না কেন ?	১৯।২৯০
সাময়িক প্রসঙ্গ [শ্রীল অপবন্ধুর যাত্রাবিধি বিরহ-তিথি, ত্রিপাদ্যের শ্রীনামনাম-বিষয়ে অস্পষ্টতা—আন্দোলনকারিগণের শ্রীবাসু-গোপাল ভক্তমূর্ত্তি-সম্পর্কিতমানে শ্রীগৌড়ীয়ের বিচার, ৩০।১১।০৬ লণ্ডনের প্রমোদ-প্রাসাদ "The Crystal Palace" ভস্মসাতে মন্তব্য,	

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
অনৈক বৃদ্ধ কবিরাজের অপ্রকাশচর্ম্ম ও তৎ-সমীপে হরিনাম প্রচারের আদেশপ্রাপ্তিরূপ স্বপ্ন বৃত্তান্ত প্রভৃতি বার্ত্তা-শ্রীগিরিধারী ও শ্রীগোবর্দ্ধনবিহারীর লীলা অবিপূর্ণ মাধুর্য্য-ময়ী, এতৎসম্বন্ধে শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ীর সিদ্ধান্ত]	১৯।২৯৯
শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার মর্ম্ম [২৪।১১।০৬ ৫টাঅপর্য্যন্ত শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামি-মহারাজের অপ্রকট বাসরে]	
শ্রীপুরুষোত্তম-প্রসঙ্গ [২৬।১১।০৬ পরাৎ-বানী অনৈক ভক্তসমীপে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা, ২৮।১১।০৬ কল্পিত ছড়া গান কীর্ত্তনের প্রতি শ্রীগৌর নিজজনের স্বাভাবিকী বিরক্তি, ছড়া কীর্ত্তনকারি-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহা-রাজের শ্রীবিহারী দাসবাবাজীর প্রতি উক্তি, শ্রীল প্রভুপাদের শুদ্ধনাম-কীর্ত্তনোপদেশ, ১।১২।০৬ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রণালী-বিষয়ে হরিকথা]	
বিবিধ সংবাদ ["কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শ্রীল প্রভুপাদ"—৭।১২।০৬ প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদের পুরী হইতে কলিকাতা-মঠে শুভবিজয় ও হরিকথা, পুরী হইতে মঃ মঃ কবিরাজ পদনাথ সেন, কবিরাজ পূর্ণচন্দ্র দত্ত, ইঞ্জিনীয়ার রাধিকাপ্রসাদ ভাঁই প্রভৃতি সজ্জনগণের শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, সন্ধ্যায় ঢাকার শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন ঘোষ, বাঁশবেড়িয়ার রাজা কিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয় প্রভৃতি সজ্জন-সমীপে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা, ৮।১২।০৬ শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর পুরী হইতে কটক হইয়া কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠে শুভাগমন]	১৯।৩০৭
আরসিকী সেবা	২০।৩০২
শ্রীভক্তিরঞ্জন বিরহস্মৃতি-সভা (বিজ্ঞাপন)	২০।৩১৪
শ্রীভক্তিরঞ্জন-বিরহ-স্মৃতি-সভায় শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা [১৩।১২।০৬	

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
শ্রীভক্তিরঞ্জন-বিরহতিথি উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের দারুব্রহ্ম-প্রবণ-স্মরণে]	৯-১৩১৫
বিশ্বভোক্তা (শ্রীঅর্পণা দেবী)	২০৩১১
বিবিধ প্রসঙ্গ ['শ্রীভক্তিরঞ্জন বিরহ-তিথি'—১৩।১২।৩৫, 'কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠ'—শ্রীল প্রভুপাদের ৮।১২।৩৬ শ্রীকৃষ্ণ প্রাণ মহোদয়-সমীপে, ৯।১২।৩৬ শ্রীমৎ সদানন্দ ব্রহ্মচারীজীর নিকট এবং ১০।১২।৩৬ শ্রীমৎ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারীজীর উত্থাপিত অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের 'Soul elastic' সিদ্ধান্তের কথা-প্রসঙ্গে, আত্মার স্বরূপ ধর্ম-সম্বন্ধে এবং ১১।১২।৩৬ পরলোকগত কালী-পদ বিশ্বাসের শোকার্ত্ত মাতাপিতার নিকট নিত্য ও অনিত্য প্রকৃতিনিবেশ সম্বন্ধে হরিকথা, ১৪।১২।৩৬ পরলোকগত র‍্যাড্-ভোকেট শরচ্চন্দ্র বসু-মহাশয়ের শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের হরিকথা]	
স্বধামপ্রাপ্তি [১৪।১২।৩৬ শ্রীরাধাকুণ্ডে গৃহস্থ-ভক্ত ভাকার বতীন্দ্রনাথ রায়]	
ভ্রম-সংশোধন [১৪।১১।৩৫ পৃঃ ১ম স্তম্ভ ২৭শ পং 'প্রাতে' স্থলে 'প্রাতঃ', ঐ ৩৩৩পৃঃ ২য় স্তম্ভ ১৫-১৬শ পং 'রাধাগিরিস্থতৌ ব্রজে' স্থলে 'রাধা গিরিস্থতোব্রজে' এবং ১৪।১৭। ৪৬৬পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভ ২২শ পং 'শ্রীরাধা নিজ-কান্তাকে' স্থলে 'শ্রীরাধা নিজকান্তকে']	২০।০২৪
বিনোদবাণী-গৌরসেবা কি ত্যাগ করিব ?	২১।০২৫
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা [৭।১২।৩৬ প্রাতে পুরী হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে পদার্পণ করিবামাত্র]	২১।০৩২
পত্রপ্রেরকগণের প্রতি [(১) ৫০১নং 'গৌড়ীয়'-গ্রাহক শ্রীযুক্ত অমাধিচরণ দত্ত মহাশয়ের বার্ত্তাকু, অলাবু, কুলখীশাক প্রভৃতি ভোজনবিধি সম্বন্ধে, (২) প্রয়াগ-নিবাসী শ্রীউমাচরণ বেদবৃত্তি মহাশয়ের	

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
গুরু ও তত্ত্বৈকসম্প্রদায়ের স্বরূপ-বিচারে সংশয়-সম্বন্ধে]	২১।০৩৬
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথার মর্ম্ম [১৭।১২।৩৬ শ্রীযুক্ত যোগিলাল ঘোষ মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া]	২১-২২।০৩৯—৪৪০
দৃশ্য ও দ্রষ্টা (শ্রীঅর্পণা দেবী)	২২।০৪৩
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ [মমনসিংহ (মহেতা পোঃ, ছাওয়ালীদালালবাড়ী) নিবাসী, শ্রীবিদ্যাবিনোদ কবীন্দ্রবরেণ্য দীক্ষিত ডাঃ শ্রীউমাচরণ বেদ-বৃত্তি মহাশয়ের (১) শ্রীগৌড়ীয় মঠস্থিত দাস্তরাধিকার প্রবণের পরিবর্ত্তে অন্য যে কোন আশ্রমী গোস্বামীর নিকট প্রাপ্ত মহা-নাম (?) জীব-হৃদয়ে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের আবির্ভাব করাইতে পারে কিনা ? (২) যাঁহারা আপনাদের সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন, অথচ গৌরভক্ত, তাঁহাদিগকে আপনারা বৈষ্ণবোচিত-সম্মান প্রদান করেন কিনা ? (৩) শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী যোগাভ্যাসগণের সহিত আপনারা মৈত্রী স্থাপন করেন কিনা ? (৪) অন্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত ভক্তভক্তিদিগকে আপনারা 'ভাগবতোত্তম' বলিয়া সম্মান করেন কিনা, না তাঁর যিনি এই-রূপ ব্যবহার করেন, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর]	২২।০৪৬
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিশান্তলীলা-প্রবেশ [১৬ই পৌষ (১৩৪৩), ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৩৬) নিশান্তে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিশান্তলীলা প্রবেশ, ১৭ই পৌষ জন্মবার শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মের সোন্যাল-ষ্টেশে ফাষ্টক্লাস কম্পার্টমেন্টে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ-বিরহ ও রাত্রি-যোগে অভিসংকীর্ত্তন শ্রীচৈতন্যমঠে সমাধি]	২২।০৪৩
শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের অন্তর্ধান ও প্রাণ-মন্ত্র [সম্পাদক]	২৩—৪০।০৪১

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
শ্রীল প্রভুপাদের বাণী [কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে ২৩।১২।৩৬ প্রাতে ভক্তবৃন্দকে শ্রীরূপানুগগণের আনুগত্যে কৃষ্ণভজনোপদেশ]	২৩-২৪।২
'গৌড়ীয়'-সেবকগণের প্রতি প্রভুপাদের অপ্রকটকালীন আশীর্ব্বাণী [অপ্রকট-কাল—১৮ই পৌষ, ১৩৪৩ নিশান্ত; নিশান্তলীলা-প্রবেশের প্রৌঢ়বাণী; শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মের কৃপাশীর্ব্বাদ—শ্রীবরূপপাদানুগমাত্রে বিনোদ-বাণীগৌরসেবা ও সেবায়ন বৈষ্ণব-মহুয়ার সংরক্ষণ, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রকটলীলার পর সজ্জনতোষণী-সম্পাদন-কালে শ্রীল প্রভুপাদের বাণী, কৃষ্ণপ্রিয়া সরস্বতীই বিনোদের বৈভব; বিরহসংখ্যা 'গৌড়ীয়'-প্রকাশে বিলম্ব, মুদ্রাকর-প্রমাদ ও মনোহভীষ্ট বিষয়ে ত্রুটী স্বীকার; অপ্রকট-কাল-নির্দ্দেশ; মুদ্রাকর-প্রমাদ ১৭পৃষ্ঠার শেষাংশে 'ঠিক ছয় বর্ষ পূর্ব্বে' স্থানে 'ঠিক ছয় বর্ষ পরে']	২৩-২৪।৪-৫
বিলাপকুসুমাঞ্জলিঃ [ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামিচরণানাং নিত্যলীলাপ্রবেশমুদ্দিশ্য]	২৩-২৪।৬
শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীকরাঙ্কিত 'গৌড়ীয়'-প্রবন্ধে তাঁহার মনোহভীষ্ট ও আশীর্ব্বাণী	২৩-২৪।৬৭
শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী (ষট্‌ত্রিংশৎ উপদেশ-সঙ্কলন)	২৩-২৪।৭
আচার্য্যচরিত ['পুরীধামে আবির্ভাব', 'শিশুর রুচি'—৯পৃষ্ঠা; 'হরিনাম ও নৃসিংহমন্ত্রগ্রহণ', 'শ্রীগুরুদেবের অর্জ্জন', 'জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রতিভা', 'সিদ্ধান্ত সরস্বতী', 'বিশ্ববৈষ্ণব-সভা'—১০পৃঃ; 'অসৎসঙ্গ ও অরুচিতায় অরুচি', 'শাস্ত্রে জ্ঞানেন্দ্রী', 'সংস্কৃত-কলেজে', 'শ্রীমদ্ভাগবত চতুষ্পাঠী', 'অরুচিজ-র্জ্জন-পরিত্যাগ', 'ত্রিপুরারি'—১১পৃঃ; 'ভক্তি-বিনোদ-সঙ্গে তীর্থ-ভ্রমণ', 'শ্রীগুরুদেবের দর্শন'—১২পৃঃ; 'পাতানন মঠ' 'ভক্তিকুটী', 'পুরীতে চরিতামৃত ব্যাখ্যা'—১৩পৃঃ; 'বহুবার উপকরণ-সংগ্রহ', 'কথায় বাণীদান', 'পুরীতে প্রচার', 'শ্রীগুরুদাসের তথ্যালোচনা' —১৪পৃঃ; 'জ্যোতিষশাস্ত্রে বিগ্বিজয়', 'তীর্থ-ভ্রমণ', 'শ্রীমায়াপুরে বাস', 'শতকোটি মহা-মন্ত্র-গ্রহণ-ব্রত'—১৫পৃঃ; 'ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব', 'নবদ্বীপে 'গৌরমন্ত্রের'-সভা', 'কাশিমবাজার-সম্মিলনী', 'গৌরজন্মলীলাক্ষেত্র-ভ্রমণ ও প্রচার', 'তাপত্রয়হর ও অনুভাষ্য', 'সজ্জন-তোষণী সম্পাদন', 'গৌরকিশোর প্রভুর তিরোভাব', 'ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণলীলা ও শ্রীচৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠা'—১৬পৃঃ; 'শ্রীক্ষেত্র-মণ্ডল ভ্রমণ', 'প্রতীপের বিদ্যা-অর্জ্জন', 'ভক্তিবিনোদ-আসন ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা', 'পূর্ব্ববঙ্গে বিজয়'—১৭পৃঃ, 'শ্রীগৌড়ীয়-মঠ প্রকাশ', 'বৈষ্ণব-মহুয়া', 'ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস দান', 'শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা'—১৮পৃঃ; 'পূর্ব্ববঙ্গে প্রচার ও মঠ স্থাপন,' 'শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ', 'গৌড়ীয়', 'শ্রীব্রজমণ্ডলে'—১৯পৃঃ; 'শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীমন্দির', 'পুরীতে', 'শ্রীমদ্ভাগবত প্রচার', 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', 'ত্রিদণ্ডিমঠ ও ভারতে-আসন'—২০পৃঃ; 'বাঙ্গালা গৌড়ীয় সিদ্ধান্ত বিচার', 'কাশী-বিশ্ব-বিদ্যালয়ে', 'গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা', 'মদন-মোহন যাত্রা', 'শ্রীবিদ্যানন্দ মহোৎসব ও ভাগবতত্রয়নামক মঠ'—২১পৃঃ; 'ভারত-ভ্রমণ ও প্রচার', 'পরমহংসমঠ ও পরিব্রাজ-কাশ্রম', 'হারমনিষ্ট', 'ভারতভ্রমণে'—২২পৃঃ; কলিকাতা-'বাগ্‌বাজারে শ্রীগৌড়ীয়মঠের মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন', 'কুরুক্ষেত্র সূর্য্য-গ্রহণে', 'একায়নমঠ-প্রতিষ্ঠা', অধ্যাপক নাগার্জ্জুন সহ হরিকথা, দিল্লী গৌড়ীয় মঠ স্থাপন, 'কলিকাতা টাউনহলে বক্তৃতা', 'শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ'—২৩পৃঃ; 'ভারতের সর্ব্বত্র	২৩-২৪।৭-৮

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

পরিব্রাজকরূপে প্রচার', 'শ্রীমায়াপুর তাৎপর্য', 'ঘর ঘর হরিনাম শাস্ত্রী', প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভ কালে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ-প্রকাশ, 'শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপপ্রদর্শনী' —২৪পৃঃ; 'পারমার্থিক সম্মিলনী', 'ভক্তি-বিনোদ ইন্‌স্টিটিউট'—২৫পৃঃ; 'কলিকাতায় নবদ্বীপধাম-প্রদর্শনী', 'হিন্দি 'ভাগবত' পত্র' —২৬পৃঃ; 'মাদ্রাজ, উটকামণ্ড, মহীশূর ও বঙ্গলুরে'—২৮পৃঃ; 'শ্রীল গৌরকিশোর-দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব' — ২৯ পৃঃ; 'শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা', 'চাকায় সংকীর্তন-প্রদর্শনী'—৩০পৃঃ; 'য়ুরোপে প্রচারক প্রেরণ', 'বোম্বাই, করাচী ও লণ্ডনে প্রচার' —৩১পৃঃ; 'জার্মেনীতে প্রচারক-প্রেরণ'—৩২পৃঃ; 'শ্রীগৌড়ীয়মঠ ত্রিপুরাবাস', 'চাটুরি পুরুলিয়ায়', 'বোম্বাইয়ে নূতন মন্দির', 'লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটি', 'পুরীতে'—৩৩পৃঃ; 'অধোক্ষজ বিষ্ণুমূর্তির আবির্ভাব', 'পাটনা-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা', 'সরস্বতী-জয়শ্রী' ও নব পর্য্যায়ের 'হারমনিষ্ট' পাক্ষিক পত্র, 'বৃন্দাবন কার্ত্তিকব্রত' —৩৪পৃঃ; শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর গোপাল-দর্শনস্থানাবিষ্কার, 'ভোলেভজাবার শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত', 'শ্রীমায়াপুরে বঙ্গের গভর্ণর', 'ত্রিপুরাধীশকর্তৃক মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন'—৩৫পৃঃ; 'পূর্ব্ববঙ্গে হরিকীর্ত্তন ও শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ', 'পরাগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা', 'রেডিও-যোগে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার' — ৩৬পৃঃ; 'শ্রীরাধাকুণ্ডে নিয়মসেবা ও ব্রজধামপ্রচারিণী সভা', 'শ্রীকৃষ্ণবিহারীমঠ ও ব্রজধামস্থ-সুখদকুঞ্জ', 'প্রয়াগে প্রদর্শনী', 'কাকাইনাড়া-গ্রাম ও বৈষ্ণবর্ণাশ্রমসঙ্ঘ', বেহুর-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়, 'উৎকলে সপ্তাহব্যাপী কীর্ত্তনোৎ-সব'—৩৭পৃঃ, 'বালিগঞ্জে গৌড়ীয় মিশন ও বক্তৃতা', 'শ্রীবৃন্দাবনে পুরুষোত্তমব্রত', 'গৌড়ীয়-সজ্ঘপরিচয়ে বিলাতে প্রচারার্থ প্রেরণ'—৩৮পৃঃ; 'অপ্রকটলীলায় পূর্ণাভাস ও আবির্ভাব' — ৩৯ পৃঃ; 'নিত্যলীলায় প্রবেশ', 'ভাগবত-পরম্পরা'—৪০ পৃঃ] ২৩-২৪।৪-৫০

শ্রীল প্রভুপাদের রচিত ও সম্পাদিত কতিপয় গ্রন্থ ও সাহিত্য [স্বরচিত গ্রন্থ; সজ্জনতোষণী, গৌড়ীয়, নবীনপ্রকাশ, হার্মনিষ্ট পত্রাদিতে প্রবন্ধ; "শ্রীল প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভক্তিবিনোদগ্রন্থাবলী", "শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্কলিত কতিপয় গ্রন্থ", "শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত বঙ্গীয় গ্রন্থ", "প্রভু-পাদের সম্পাদিত ও প্রবর্ত্তিত সাময়িক পত্র", "প্রভুপাদের কীর্ত্তনাদি মুদ্রাযন্ত্র বা বৃহদ্মৃদঙ্গ"] ২৩-২৪।৪১-৪৪

শ্রীল প্রভুপাদের প্রকাশিত ও সেবা-সম্বন্ধিত শুদ্ধভক্তিমঠ, মঠালয় ও হরিসেবাপ্রতিষ্ঠানসমূহ ২৩-২৪।৪৪ক

শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ ২৩-২৪।৪৪খ

শ্রীলপ্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত কতিপয় প্রচার-প্রতিষ্ঠান, সভা, সম্মিলনী ও সঙ্ঘ ২৩-২৪।৪৪ঘ

শ্রীল প্রভুপাদের প্রদর্শিত পারমার্থিক প্রদর্শনীসমূহ ২৩-২৪।৪৪ঙ

সমবেদনা (পত্র, টেলিগ্রাম ও সংবাদ-পত্রাদি) ২৩-২৪।৪৪চ

বর্ষার্দ্ধশেষে আশীর্ব্বাদ-প্রার্থনা ২৪।৩৫৭

ভক্তিরঞ্জনবিরহস্মৃতিসভা, — ঘূর্ণিবার্য্য-কারণে সম্প্রতি স্থগিত ২৪।৩৫৮

ডাঃ ধীরেশচন্দ্র সেন মহোদয়ের পত্র ২৪।৩৫৯

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব (বিজ্ঞাপন) ২৪।৩৬০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদপ্রতিষ্ঠিত

পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

পঞ্চদশ বর্ষ—উত্তরার্দ্ধ

(১৩৪৩ মাঘ হইতে শ্রাবণ ১৩৪৪)

—:•:—

সম্পাদক

মহামহোপদেশক

শ্রীপাদ অতুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

সহকারী-সম্পাদক

মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

—:•:—

শ্রীগৌরাব্দ ৪৫১

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পঞ্চদশ বর্ষ 'গৌড়ীয়' উত্তরার্দ্ধের

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
শ্রীল প্রভুপাদের বাণী	২৬।৩৬১, ২৭।৩৭৭, ৮৮।৩৯০, ৩৩।৪৫৩
উত্তরার্দ্ধের মঙ্গলাচরণ	২৬।৩৬১
শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট-সেবা	২৬।৩৬৩
আচার্য্য বিরহে (পদ্য)	২৬।৩৬৯
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা [স্থান—কলিকাতা-গৌড়ীয় মঠ, ৭।১২।৩৮ ; ঢাকার শ্রীযুক্ত স্থপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল ; শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ; বাঁশ-বেড়িয়ার রাজা শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয় ; শ্রীযুক্ত সনানন্দ ব্রহ্মচারী এবং শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ প্রমুখ মঠবাসী ভক্তবৃন্দ-সমীপে]	২৬।৩৭১
শ্রীধাম-মায়াপুরে টেলিগ্রাফ অফিস	২৬।৩৭৬
শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলাকালে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ	২৬।৩৭৬
শ্রীব্যাসপূজার নিমন্ত্রণ-পত্র	২৭শ সংখ্যার ক্রোড়পত্র
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণের বিরাট্ সভা (বিজ্ঞাপন)	২৭শ সংখ্যার ক্রোড়-পত্র
গৌরজন ও কর্ম্মবীর	২৭।৩৭৮
শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্ম-স্মরণে সভা-সমিতি [পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে, কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে, মাদ্রাজ-'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-হলে' বিরাট্ সভা—মাদ্রাজ-কর্পোরেশনের প্রস্তাব, কৃষ্ণনগর-মিউনিসিপ্যালিটীর সভা ও প্রস্তাব, কলিকাতা-কর্পোরেশনের প্রস্তাব, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সম্পাদকীয় মন্তব্য, বেঙ্গুন-কর্পোরেশনের প্রস্তাব—রেঙ্গুনে বিরাট সভা, বক্তৃতার সভা]	২৭।৩৮০
সমবেদনা [শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-বার্ত্তা-শ্রবণে বিভিন্ন স্থান হইতে সজ্জনগণের শ্রীগৌড়ীয় মঠে সমবেদনা সূচক প্রেরিত পত্রসমূহের মধ্যে কএকখানি পত্র]	২৭।৩৮৭, ২৮।৪০১-৪০৫, ৩৪।৪৭১
শ্রীগৌড়ীয়মঠে স্যর ক্লাড মরেস্ ও স্যর বি, এল্ মিত্র [এতদুপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠে একটি অভ্যর্থনা-সভার অধিবেশন, স্যর ক্লাড মরেস্ মহোদয়ের বক্তৃতা, শ্রীযুক্ত সনানন্দ ব্রহ্মচারীজীর (মিঃ মুলুকের) ধন্যবাদ]	২৭।৩৮৭
বিবিধ সংবাদ [শ্রীমায়াগৌড়ীয় মঠে শ্রীব্যাসপূজা, 'গৌড়ীয়'—'পাক্ষিক সংখ্যা' ও 'শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা', সম্রাট ভক্তিপ্রকাশ মহোদয়ের সেবাপ্রাপ্ততা, ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা, লক্ষ্ণৌ নগরে শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু, নূতন-গৌড়ীয়মঠের সংবাদ, কলাবিদ্যার সার্থকতা, বোম্বে-নগরে বিরাট্ সভা, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটে সংবাদপত্রসমূহ, শ্রীপাট চাকদহে বার্ষিক মহোৎসব, শ্রীপাদ পদ্মপত্র ব্রহ্মচারী প্রভুর নির্য্যাণ-সংবাদ]	২৭।৩৯৯-৩৯২
শ্রীগুরুপাদপদ্মই অশোক-অভয়-অমৃত-আধার [ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ লিখিত]	২৮।৩৯৪
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত	২৮।৩৯৫
বঞ্চনা ও অমায়ার কৃপা	২৮।৩৯৬
ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের বক্তৃতা ("বাস্তব-জীবন ও ধর্ম্ম"-সম্বন্ধে)	২৮।৪০৫
কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলা-আবিষ্কারাদ্যুৎসব : কএকদিনের সংক্ষিপ্ত পঞ্জী	২৮।৪০৬
ত্রিবিধ অধিকার (উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠাধিকার) [ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত]	২৯।৪১১
ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গৌড়ীয়'সম্পাদকের অভিভাষণ ["বাস্তব-জীবন ও ধর্ম্ম" এবং "গীতার শিক্ষা" সম্বন্ধে—ঢাকা হইতে জনৈক সংবাদ-দাতা-প্রেরিত]	২৯।৪১৫

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

আচার্য্যপাদপদ্ম-স্মরণে সভা-সমিতি [নবদ্বীপ-পরিক্রমা বোর্ডের সভা ও প্রস্তাব, মায়াপুর-কলেজ-প্রতিষ্ঠানের সভা ও প্রস্তাব, বোম্বে গৌড়ীয়মঠে বিরাট্ সভা] ২৯।৪১৭

আত্মরাজে স্বামী বন ২৯।৪১৯

কলিকাতার নাগরিকগণ-কর্ত্তৃক আচার্য্যের স্মৃতি-সভা ২৯।৪২০

বিবিধ প্রসঙ্গ [লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচার কার্য্য, রাজা রাণা যোগেন্দ্র বাহাদুর, শ্রীমায়াপুর-গৌড়ীয়মঠে, শ্রীমায়াপুরে, শ্রীযুক্ত সদানন্দব্রহ্মচারীজীর বক্তৃতা] ২৯।৪২১

নিমন্ত্রণ-পত্র [শ্রীনিত্যানন্দ-মহোৎসব, নবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-মহোৎসব] ২৯।৪২৩

শ্রীল প্রভুপাদের প্রণাম ৩০।৪২৫

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ত্রিষষ্টিতমা প্রকট তিথিতে "অশ্রু-অর্ঘ্য" [ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ লিখিত] ৩০।৪২৭

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ত্রিষষ্টিতম-আবির্ভাব-তিথি-বাসরে ভক্তিকুসুমাঞ্জলি ৩০।৪২৯

ত্রিষষ্টিবর্ষ-পূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথি-উপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদের দানের বৈশিষ্ট্য-কীর্ত্তন ৩০-৩১।৪৩১-৪৪১

বিভিন্ন বর্ষে অনুষ্ঠিত আচার্য্য-প্রকট-তিথি-পূজার অধিবেশন-পঞ্জী ৩০-৩১।৪৪১

শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের বিরহ-মহোৎসবে স্মৃতি-পরিক্রমা [শ্রীঅপর্ণা দেবী] ৩২।১

দাতা শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন ৩২।৪-১১

শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ [শ্রীল প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক শ্রীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনকে প্রদত্ত] ৩২।১৭

প্রবীণ ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভাগবত মহারাজের পত্র ৩৩শ সংখ্যার ক্রোড়পত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বাণী [ভাঃ ১১।১।৮, ভাঃ ১১।১।১৫ ও ভাঃ ৩।৪।১৭ শ্লোকের বিবৃতি হইতে উদ্ধৃত— শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষিগণের পরিণাম, আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তিগণকে আচার্য্য-বিদ্বেষিগণের প্রতি ব্যবহার-বিষয়ে উপদেশ] ৩৩।৪৫৩

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

পরিক্রমা ও প্রকট পূর্ণিমা ৩৩।৪৫৪

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটে কলিকাতা ভালহাউসী ইন্‌ষ্টিটিউট-হলে কলিকাতার সমস্ত নাগরিকগণের বিরাট্ সভা [সভাআহ্বানকারী সজ্জনবৃন্দের নাম; বর্দ্ধমান-মহারাজের সভাপতিত্ব-গ্রহণ; শ্রীল প্রভুপাদের মূর্ত্তিরক্ষা-সমিতি-সম্বন্ধীয় তিনটি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত; মূর্ত্তিরক্ষা-সমিতির সভ্যগণ; মঃ মঃ প্রবন্ধনাথ তর্কভূষণ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্-এ বি-এল এম্-এল্-সি, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মঃ মঃ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, সভাপতি মহারাজ বাহাদুর, 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক ও বন মহারাজের বক্তৃতা; বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে সভার বিবরণ; 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় আচার্য্যপ্রশস্তি, ত্রিপুরাধিপতির টেলিগ্রাম, লণ্ডনের তার] ৩৩।৪৫৮

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ-দর্শনে স্যর ব্রজেন্দ্র মিত্র হাজব্যাণ্ড ৩৩।৪৭২

স্মারক লিপি [শ্রীধাম নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর প্রভু-লিখিত] ৩৩।৪৭৩

ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদবিহারীজীউর নব-মন্দির-প্রবেশোৎসব ও শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব ৩৩।৪৭৪

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীগোস্বামি-চরণাণাং ত্রিষষ্টিতমবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-বাসরে শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে প্রপত্ত্যার্ত্তি-পুষ্পাঞ্জলিরিয়ম্ [শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিতানাম্] ৩৪।৪৭৮

শ্রীব্যাসপূজার অঞ্জলি [কটক হইতে প্রেরিত] ৩৪।৪৮০

আচার্য্যানুগত্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি [কটক হইতে প্রেরিত] ৩৪।৪৮১

তড়িদ্‌বার্ত্তায় শ্রীব্যাসপূজার অঞ্জলি [রেঙ্গুন ও কটক হইতে প্রেরিত] ৩৪।৪৮৫

শ্রীজগবন্ধু-স্মৃতিসভা ৩৪।৪৮৫

শ্রীব্রহ্মমাধবগৌড়ীয়ারাত্রায়ের দশমাধস্তনাচার্য্য শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

প্রভু [শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী-লিখিত] ৪।৪৮১

শ্রীধাম-মায়াপুরের ভার [বর্ত্তমান আচার্য্যদেব শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর প্রকটকাল, গোদ্রুম ও শ্রীধাম-মায়াপুরে লুপ্তচর্চ্চা-বিষয়ে] ৩৪।৪৯১

শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব [শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শ্রীপরমহংসমঠ, নগুন-গৌড়ীয়মঠ ও ভক্তযোগে] ৩৪। ৪৯১

প্রচার-প্রসঙ্গ [নগুন-গৌড়ীয়মঠের প্রচার, বোম্বে গৌড়ীয়মঠের প্রচার ও শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারীজীর 'বোম্বে-ক্রনিকল্'পত্রে প্রকাশিত পত্র] ৩৪।৪৯৪

বিবিধ প্রসঙ্গ [মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের নবমন্দিরে শ্রীবিগ্রহ-প্রবেশ-মহোৎসব, শ্রীব্যাসপূজার অঞ্জলি, সংবাদপত্র-সমূহ] ৩৪।৫০৭

পারমার্থিক সাময়িক পত্রের আদর্শ ও নীতি [ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের 'সজ্জনতোষণী'পত্রে লিখিত প্রবন্ধ] ৩৪।৪৯৯

শ্রীগৌর-জন্মোৎসব ও নবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা (পণ্ডিত শ্রীপাদ নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সংগৃহীত) [আচার্য্যের অনুধ্যান-যোগ্যতা, আচার্য্যাভিন্ন প্রভুর আনুগত্যে গৌড়ীয় ভক্তগণ, গৌরজন্মোৎসবের আগমনী রীতি, শ্রীযোগপীঠে বিরাট্ সভা, সভাপতি নির্ব্বাচন, সভ্য-নির্ব্বাচন, পরিব্রাজকাচার্য্যের উত্তীর্ণ ছাত্রগণ, বিরহ-প্রসঙ্গ, শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-বিধুরতা কি ? আচার্য্যের মহাবদান্যতা, পূর্ব্বাচার্য্যগণের শিক্ষা ও আদর্শ, শ্রীমদ্ভাগবতের দৃষ্টান্ত, হরিকীর্ত্তনের যোগায় ধরাই গুরুসেবা, সেবানুকূল্যকারিগণের প্রতি ধন্যবাদ-প্রদান, সভাপতি আচার্য্যের অভিভাষণ] ৩৪।৫০৪-৩৬।৫২৪

নগুনে গৌড়ীয়-সম্পাদকসঙ্ঘপতির আচার্য্য ও প্রচার [শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ গোস্বামিপ্রভুকে শ্রীল প্রভুপাদের আশীর্ব্বাদ, প্রভুপাদের অভিভাষণের কএকটি গূঢ় কথা, শ্রীল প্রভুপাদের স্ব-রচিত 'বড় আমি ও ভাল আমি' প্রবন্ধের উপদেশ, ভক্তিপ্রমোদ

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

গোস্বামি-প্রভুর প্রেরিত পত্রের বৈদ্যোক্তি ও নগুনে বক্তৃতার বিবরণ] ৩৭।৫২৫

প্রেরিত পত্র [শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকে সকলে আচার্য্যরূপে বরণ করার সংবাদ-শ্রবণে দেওয়ান-পত্র নিবাসী শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামীজীর আন্তরিক আনন্দ জ্ঞাপক প্রেরিত পত্র] ৩৬।৫২৮

বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে "শ্রদ্ধাঞ্জলি" [শ্রীপাদ রাধা-চরণ গোস্বামী] ৩৬।৫২৮

মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের নবমন্দিরে শ্রীবিগ্রহ-বিজয়োৎসব [রয়াপেট্টা হইতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণস্বামী আইয়ার কর্ত্তৃক তারযোগে প্রেরিত] ৩৬।৫২৯

প্রচার-প্রসঙ্গ [গৌড়ীয়মঠের ত্রিদণ্ডিপাদগণের ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচার] ৩৬।৫২৯

ভক্তিশাস্ত্রী প্রবেশিকা-পরীক্ষার প্রশ্ন [গৌরাব্দ ৪৫০ পূর্ত্তি—গৌরপূর্ণিমা-বিবরণ] ৩৬।৫৩০

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথার মর্ম্ম [স্থান—শ্রীমুরারি-গুপ্তের শ্রীপাট, শ্রীমায়াপুর, কাল—১৯।১।৩৬—গায়ত্ত্ব, ঘৃণা, বৈভব, অন্যধর্ম্মী ও অর্চ্চা-সম্বন্ধে] ৩৭।৫০১

নিত্যসিদ্ধ ৩৭।৫০৬

আচার্য্যের আচরণ [শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীল বাসুদেবপ্রভুর হরিকথাশ্রবণে শ্রীপাদ ঔড়ুলোমি মহারাজ কর্ত্তৃক লিখিত] ৩৭।৫৪১

আচার্য্যের অবদানের বৈশিষ্ট্য [৩।৪।৩৭ তারিখে ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে সাপ্তাহিক গীতার অধিবেশনে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-প্রদত্ত বক্তৃতার সারমর্ম্ম] ৩৭।৫৪৩

চয়ন [গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য—"আনন্দবাজার পত্রিকা"-ঢাকা, ১লা বৈশাখ, ১৩৪৪ সাল, ইং ১৪ই এপ্রিল, ১৯৩৭ সন] ৩৭।৫৪৬

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা [স্থান—কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কাল—১৬।১।৩৬ ; "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং", "চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং," "বৈরাগ্য-যুগ্ ভক্তিসং," "কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাৎ" প্রভৃতি শ্লোক অবলম্বনে] ৩৮।৫৫৭

আত্মার ও আচার্য্য ৩৮।৫৫১

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
নওমে শ্রীব্যাসপূজা [শ্রীল প্রভুপাদের ত্রিদণ্ডিস্বামী-পূর্তি-বাসরে গৌড়ীয়-সম্রাটপতি শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর নওন-গৌড়ীয়মঠে প্রদত্ত ইংরাজী বক্তৃতার অনুবাদ]	৩৮।৪৪৪
শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়-সংরক্ষক সহজ-পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যা-ভূষণ প্রভুর 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইন্‌স্টিটিউটে' শুভাগমনোপলক্ষে অভিনন্দন-পত্র [ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের ছাত্রবৃন্দ-প্রদত্ত]	৩৮।৪৫৮
বিবিধ সংবাদ [শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইন্‌স্টিটিউটে শ্রীআচার্য্যাভিনন্দন-সভা, ঢাকা-শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা, শ্রীগৌরধামের মঠে শ্রীরাম-নবমী উৎসব]	৩৮।৪৬০
চয়ন [গৌড়ীয়-মিশনের নূতন আচার্য্য—"আনন্দবাজার" —১৪ই চৈত্র, ১৩৪৩ রবিবার সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত ; গৌড়ীয়-মিশনের আচার্য্য-মনোনয়ন—"বসুমতী"—১৪ই চৈত্র, ১৩৪৩, রবিবার সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত ; গৌড়ীয়মঠের আচার্য্য অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ—"আনন্দবাজার"—১২ই বৈশাখ ১৩৪৪, রবিবার সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]	৩৮।৪৬১
প্রচার-প্রসঙ্গ [মাদ্রাজ হইতে প্রাপ্ত]	৩৮।৪৬১
সেবা	৩৯।৪৬৩
শ্রীরামানুজের আচার্য্যত্ব-প্রকাশ	৩৯।৪৭৫
বিবিধ সংবাদ [শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যের মায়াপুরে শুভবিজয়, শ্রীদমাইগৌরাঙ্গমঠে বার্ষিক উৎসব]	৩৯।৪৭৮
নির্য্যাণ [শ্রীপাদ শ্রীদাস ব্রহ্মচারী প্রভু]	৩৯।৪৭৮
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা [স্থান—শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর—২০।১।১৯৩৬ ; "বন্দে গুরূনীশভক্তান্", "অচিন্ত্যাদ্ভুতরূপায়", "যাবানহং যথা ভাবো", "আত্মত্বয়ঃ প্রভুঃ", "যদ্যদ্বৈতৎ ব্রহ্মোপনিষদি", "যদ্যপি শুদ্ধবিষ্ণুভক্ত", "যা যা প্রতির্জায়তি", "ন তত্র বার্য্যং", "যেহন্যেঽরবিন্দাক্ষ", "অচিন্ত্যাদ্ভুতরূপায়", "অজ্ঞাতি-নাবিতা-মূরং" প্রভৃতি শ্লোক অবলম্বনে]	৪০।৪৭১
মুক্তি কি ভক্তি ? [নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ কর্ত্তৃক শ্রীমায়াপুর ট্রান্সিট্রার পার্কস্থ 'শিবাশ্রমে' সংশোধিত ও বিশেষ প্রশংসিত]	৪০।৪৮৩
বৈরাগ্য—যুক্ত ও ফল্গু [প্রাপ্ত]	৪০।৪৮৯
বিবিধ সংবাদ [শ্রীমায়াপুরে টেলিগ্রাফ অফিস, নওন ক্যাম্পটন-হলে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর বক্তৃতা]	৪০।৪৯২
চয়ন [শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্য—"বঙ্গেমাতরম্"—২০শে বৈশাখ, ১৩৪৪ ; শ্রীগৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য—"কেশরী"—২৩শে বৈশাখ, ১৩৪৪ ; শ্রীধাম-মায়াপুরে টেলিগ্রাফ অফিস—"আনন্দবাজার"—১২ই বৈশাখ, ১৩৪৪ ; শ্রীমায়াপুরে টেলিগ্রাফ অফিস—"কেশরী"—২১শে বৈশাখ, ১৩৪৪ ; শ্রীমায়াপুরে টেলিগ্রাফ অফিস—"বঙ্গেমাতরম্"—২১শে বৈশাখ, ১৩৪৪ , "Mayapur Telegraph office opend by President Acharya of Gaudiya math"—"অমৃতবাজার-পত্রিকা" ৯ই মে, ১৯৩৭ ; মায়াপুরস্থিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য—"বঙ্গেমাতরম্"—২৮শে বৈশাখ, ১৩৪৪ ; টাঙ্গাইলে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য—"আনন্দবাজার পত্রিকা" —২৮শে বৈশাখ, ১৩৪৪ ; দৈনিক বসুমতী"—২৮শে বৈশাখ, ১৩৪৪]	৪০।৪৯৩
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা স্থান—শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর ; ২১।১।৩৬ ইং। "যোজনগীতা দ্বিজো", "যদ্ যদাচরতি", "শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহীষ্যন্তি", "তাপাদি-পঞ্চসংস্কারী", "তাপঃ পুণ্ড্রং", "শঙ্খচক্রাদ্যঙ্কপুণ্ড্রং", "স্নানাভিলাষী তপসি", "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং" "অন্যাপূতার্চকরণাং", "কথং কথং বদসি", "চীরাণি কিং পথি", "কৃষ্ণং স্মরন্", "বেদাং স এব", "তে তৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি", "ঈশা যস্য", "নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্-ভজনোন্মুখস্য" প্রভৃতি শ্লোকের উদ্ধিষ্ট বিষয়-সম্বন্ধে]	৪১।৫২
হরিজন	৪১।৬০১
শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস শ্রীল অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুসহ গৌড়ীয়-বৈষ্ণববৃন্দের অলোয়া গ্রামে শুভপদার্পণো-	

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

পলক্ষে "প্রণতিপুষ্পাঞ্জলি" [শ্রীনটবরদাস অধিকারী প্রদত্ত] ৪১।৬০৫

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি শ্রীল অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর অলোয়া-গ্রামে কৃপা পদার্পণোপলক্ষে স্থানীয় অধিবাসিগণের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন ৪১।৬০৭

চয়ন [গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য—"স্বাগতপাসন"—১৮ই বৈশাখ, ১৩৪৪ ; শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের প্রচার-কার্য্যে ময়মনসিংহে পরিভ্রমণ—"কেশরী"—১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪ ; গৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষের বিপুল সম্বর্দ্ধনা,—অলোয়াতে মহতী জনসভায় অভিনন্দন-পত্র লাভ—"ধর্ম্মরাজ্য"—২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪ অলোয়ায় গৌড়ীয়মঠের সভাপতি—"কেশরী"—২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪ ; "Acharyya of Gaudiya Math—Tour in Mymensing—"অমৃতবাজার পত্রিকা" ১৭ই মে, ১৯৩৭ ও "হরকরা"—১৭ই মে, ১৯৩৭ ; Sree Mayapur Telegraph Office opened by President Acharyya of Gaudiya Math—'হরকরা' ১৭।৫।৩৭] ৪১।৬০৮

ময়মনসিংহে জেলার অলোয়া গ্রামে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের শুভবিজয়—বিভিন্ন স্থানে বিপুল সম্বর্দ্ধনা ৪১।৬১১

প্রচার-প্রসঙ্গ [মেদিনীপুর ও চব্বিশপরগণার বিভিন্ন স্থানে শ্রীমদ্ভক্তি বল্লভ তীর্থ মহারাজের প্রচার] ৪১।৬১২

ঢাকায় শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য ৪২।৬১৩

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে আচার্য্যাভিনন্দন-সভা ৪২।৬১৫

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয়োপলক্ষে "প্রণতি-পুষ্পাঞ্জলি" [শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে প্রদত্ত] ৪২।৬২০

আচার্য্যবর শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর ঢাকা-নগরীতে শুভাগমনোপলক্ষে "প্রজ্ঞাভিনন্দন" [ঢাকাবাসিনী মহিলাগণের পক্ষে শ্রীসুষমা দেবী ও শ্রীঅপর্ণা দেবী-প্রদত্ত] ৪২।৬২৪

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুরের ঢাকায় শুভাগমনোপলক্ষে অভিনন্দন [ঢাকাবাসী সজ্জনবৃন্দ-প্রদত্ত] ৪২।৬২৫

বিবিধ প্রসঙ্গ [শ্রীল আচার্য্যদেবের ঢাকা-শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে শুভবিজয়োপলক্ষে প্রচারিত নিমন্ত্রণ-পত্র ও বিজ্ঞাপনাদি ; শ্রীধাম-মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠের ছাত্রগণের পরীক্ষার ফল] ৪২।৬২৭

নারায়ণগঞ্জে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ৪৩।৬২৯

ময়মনসিংহ টাউনহলে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণ ৪৩।৬৩২

গৌড়ীয়াচার্য্য-কেশরী পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্ত-বাসুদেব প্রভুর শুভপদার্পণোপলক্ষে "আর্ত্তি-নিবেদন" [শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত নারায়ণগঞ্জ-বাসী সেবকবৃন্দ-প্রদত্ত] ৪৩।৬৩৪

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর নারায়ণগঞ্জে শুভাগমনোপলক্ষে স্থানীয় অধিবাসিগণের "প্রজ্ঞাভিনন্দন" ৪৩।৬৩৫

শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সংরক্ষকবর শ্রীশ্রীমদনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু-বরের শ্রীচরণকমলে "ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি" [ময়মনসিংহ শ্রীগদাধর-গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ-প্রদত্ত] ৪৩।৬৩৮

শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রী-শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর ময়মনসিংহে শুভাগমনোপলক্ষে "প্রজ্ঞাভি-নন্দন" [ময়মনসিংহবাসী সজ্জনগণ-প্রদত্ত] ৪৩।৬৩৮

বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর শুভাগমনোপলক্ষে "অভিনন্দন পত্র" [ঢাকা কমলাপুর শ্রীগোপালজী মঠের সেবকবৃন্দ ও কমলাপুর গ্রামের সজ্জনবৃন্দ-প্রদত্ত] ৪৩।৬৩৯

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় ৪৩।৬৪০

বিবিধ প্রসঙ্গ [নওনগৌড়ীয়মিশন-প্রচারকবরের রাধ-

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

সম্পাদি স্বর্ধনাগ আমন্ত্রণ, The Gaudiya Mission, London] ৪৩।৬৪৩

লণ্ডনের পত্র [Miss Cella Bowtell কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট লিখিত, শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু-সমীপে তার ফ্রান্সিস্ বৈরং হাজরাতে মহোদয়ের পত্র—অক্সফোর্ডের বিশ্বধর্ম্ম-মহাসভায় গোস্বামী প্রভুর বক্তৃতা] ৪৩।৬৪৪

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে দৈনিক হরিকথা-কীর্ত্তনের তালিকা ৪৩।৬৪৫

চয়ন—[Gaudiya Mission in London—Lord Zetland's Tribute to Pandit Goswami—"পাইওনীয়ার"—২৪শে মে, ১৯২৭ ; ঢাকায় গৌড়ীয়-মঠাচার্য্য—"বাস্তবসাধন"—৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪] ৪৩,৬৪৬

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা [স্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, ২২।১।৩৬ ; "বন্দে গুরুন্" শ্লোক অবলম্বনে গুরুতত্ত্ব বিচার ; অন্যান্য আচার্য্যগণ অপেক্ষা মহাপ্রভুর বিচারের গুরুত্ব] ৪৪।৬৪৭

পরমহংস ৪৪।৬৫১

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য সহজপরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বান্ধবদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর মন্নমনসিংহে শুভাগমনোপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি [ময়মনসিংহবাসী গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণ-পক্ষে শ্রীসচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী] ৪৪।৬৫৮

বিবিধ প্রসঙ্গ [শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ময়মনসিংহে শুভবিজয় ; নারায়ণগঞ্জে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ; কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য] ৪৪।৬৫৯

বিজ্ঞাপন [কলিকাতায় এল্‌বার্টহলে "গৌড়ীয়" সম্পাদকের "শ্রীচৈতন্য ও শ্রৌতপথ" বিষয়ে অভিভাষণ] ৪৪।৬৬২

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা [স্থান—শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর, ২৪।১।৩৬ ; 'বন্দে গুরুন্' , 'জয় যোগমায়ে', 'জেনে ব্রহ্ম হয়', 'কালেন নষ্টা', 'বিদ্যাং জ্ঞানং', 'ন গৃহং গৃহমিত্যাহুঃ', 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন', 'যস্মিন্ ভুক্তে', 'ঈশাবাস্যমিদং', 'বর্ণাশ্রমাচারবতা', 'সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং', 'অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি', 'ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য', 'পরমস্যাবকর্ণাদি', 'অপি চেৎ সুদুরা-

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

চারঃ', 'দুষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈঃ', 'সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ', 'অর্চ্চায়ামেব হরয়ে', 'প্রথমং কীর্ত্তনং', 'দেহেন্দ্রিয়বিষাক্ষ', 'তদ্বিজ্ঞানার্থং', 'অবরুদ্ধসতাকারং', 'অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য', 'প্রায়ঃ শ্রীমদ্যজীপে', 'নিষ্কিঞ্চন', 'কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য', 'অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি', 'তৎকথা মামতিক্রান্তি', 'হন্ত,ন্ ভুজমুচ্য', 'মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা', 'যথা যথাত্মা পরত', 'যস্যাস্তি ভক্তির্', 'তথা ন্যূনাধিক্যাদি', 'শ্রীবিষ্ণোঃ স্মরণে', 'তে বৈ বিদন্তি', 'শ্রৌতং যত্র পরোধর্ম্মে', 'নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু', 'আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ',—প্রভৃতি শ্লোকসমূহের উদ্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে] ৪৪।৬৬৩

শ্রীগৌড়ীয়মঠে আচার্য্যাভিনন্দন ৪৪।৬৭২

আচার্য্য-বন্দনা ['শ্রীল আচার্য্য-প্রণতিঃ', 'শ্রীল-প্রভুপাদ-প্রণতিঃ', 'শ্রীল-গৌরকিশোর-প্রণতিঃ', 'শ্রীল-ভক্তি-বিনোদ-প্রণতিঃ', শ্রীল-জগন্নাথ-প্রণতিঃ'] ৪৪।৬৭৫

শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুবরাণাং শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয়-বাসরে অভিনন্দন-পত্রমিদম্[শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবকবৃন্দেন পরিকল্পিতম্] ৪৪।৬৭৫

নিবেদন [আচার্য্যবিরোধিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও তাহাদের নামের তালিকা) ৪৪।৬৭৭

Gaudiya Mission, London

[Invited By His Majesty King-Emperor.] ৪৫।৬৭৮

গৌড়ীয় মিশন, লণ্ডন [মহামান্য সম্রাটের আহ্বানে] ৪৫।৬৭৮

বিবিধ প্রসঙ্গ ৪৫।৬৭৮

স্ত্রী-সম্ভাষণ ৪৬।৬৭৯

শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যাভিনন্দন-সভায় বক্তৃতা [শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের প্রত্যভিভাষণ, শ্রীযুক্ত অন্নদা মহারাজের বক্তৃতা] ৪৬।৬৮৪

কলিকাতা এল্‌বার্ট হলে বিরাট্ সভা ['গৌড়ীয়'-সম্পাদকের "শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রৌতপথ" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রধান, সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, সভাপতির অভিভাষণ, সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণের নাম] ৪৬।৬৮৭

অভাবনীয় অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক দৈবানুগ্রহ

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

[গগনে স্বয়ংপ্রকাশ ইষ্টদেবের মূর্ত্তিতে আবির্ভাব—শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর পত্র ৪৬।৬৯০

শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুচরণের শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যরূপে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুভাগমনোপলক্ষে 'ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি' [শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ প্রদত্ত] ৪১।৬২৫

গগনে সম্রাট্-কল্পতি, সম্রাট্-জননী ও শ্রীমদ্ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ৪৬।৬৯৫

চয়ন ['গাইডনীয়ার' ২০।৩।২৭—Gaudiya Mission Preacher, Invitation to Buckingham Palace, London] ৪৬।৬৯৫

বিবিধ-সংবাদ [চরিবার শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয়মঠ, শ্রীপুরুষোত্তমমঠের বার্ষিক উৎসব, প্রচার-প্রসঙ্গ] ৪৬।৬৯৫

মহান্তগুরু ও 'মহান্তগিরি' ৪৭।৬৯৭

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ [ভগবৎপার্ষদ, আচার্য্য ও মহাপুরুষগণের পার্থিব ও রহস্যোদ্ঘাটী তত্ত্বপ্রদের ও শ্রিয়-জনগণের, জীবন্মুক্ত পুরুষগণের পতন এবং হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিরোধিতা সম্ভব কি? দিঙ্মাত্রপ্রাপী প্রাপ্ত হইলেও তাহাতে অসিদ্ধ বা অমুক্তাবস্থার চিন্তাস্রোতঃ উপস্থিত হয় কি?] ৪৭।৭০৩

ওঁ শ্রীআচার্য্যাষ্টক শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য পরম হংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ-প্রভুবরস্য স্তুত-বিজয়াভিনন্দনপত্রমিদং সমর্পিতম্ [শ্রীমায়াপুর-চৈতন্যমঠ-কলিকাতা-গৌড়ীয়-মঠস্থ সেবকবৃন্দেন] ৪৭।৭০৯

চয়ন [গগন-গৌড়ীয়মিশন,—সম্রাট্ কল্পতির সহিত প্রচারকের সাক্ষাৎকার—"কেশরী"—১১ই আষাঢ় ১৩৪৪; ভারত-সম্রাট্-সমীপে গৌড়ীয়মিশনের প্রচারক—"দৈনিক বসুমতী"—১৫ই আষাঢ় ১৩৪৪; শ্রীগোপালগৌড়ীয়মঠে বার্ষিক উৎসব—"আনন্দ-বাজার"—১২ই আষাঢ় ১৩৪৪] ৪৭।৭১০

বিবিধ সংবাদ [গৌড়ীয়মঠের প্রচার, বেঙ্গুনে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রভু ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দবিগ্রহ প্রেরণ, শ্রীপুরুষোত্তমমঠের বার্ষিক মহোৎসব, শ্রীমায়াপুর-গৌড়ীয়-মঠে বক্তৃতা] ৪৭।৭১১

গৌড়ীয়মিশন সম্পর্কে সাধারণের প্রতি সবিনয় নিবেদন [শ্রীনিবিকার সান্যাল এম্-এ, সম্পাদক গৌড়ীয় মিশন লিখিত] ৪৭।৭১২

আচার্য্য কে? ৪৮।৭১৩

"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" ৪৮।৭২০

ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রী ৪৮।৭২৫

বিবিধ প্রসঙ্গ [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট-মহোৎসব, শ্রীগৌড়ীয়মঠ] ৪৮।৭২৮

ভ্রম সংশোধন [৪৭শ সংখ্যা গৌড়ীয়ের ৭০১ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভে ২০শ পংক্তিতে "(১৮ই ডিসেম্বর ১৯০৫, প্রাতঃকালে)" স্থলে "(১৮ই ডিসেম্বর ১৯০৬, প্রাতঃকালে)" এইরূপ হইবে] ৪৮।৭২৮

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা [শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠ—২৪।১।৩৬ ইং,—'বন্দে গুরূন্' শ্লোকের ব্যাখ্যা-মুখে 'নামচিন্তামণিঃ' শ্লোকের বিশেষ ব্যাখ্যা, প্রসঙ্গতঃ 'দ্বা সুপর্ণা', 'সুখমাত্যন্তিকং', 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি', 'অর্চ্চায়ামেব', 'প্রাণিপাতেন মনোবাক্যে', 'যেষাং স এষ', 'ঈশ্বরে তদধীনেষু, শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং', 'অর্চ্চে বিষ্ণৌ', 'প্রাকৃত করিয়া মানে', 'যোগঃ সমা', 'আচার্য্যং মাং', 'কৃষ্ণ সে তোমার', 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি', 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা', 'দীব্যন্ বৃন্দারণ্যে', 'শ্রীমান্ রাস', 'কায় কৃষ্ণসেবাপণে' ইত্যাদি শ্লোকালোচনা] ৪৯।৭২৯

'নির্ম্মৎসর ভাগবতধর্ম্ম ও মৎসরতা' [আচার্য্যের নামের পূর্ব্বে ওঁ বিষ্ণুপাদ, পরমহংস, চিরিবাস, অষ্টোত্তর-শতশ্রী, গোস্বামী, প্রভুপাদ প্রভৃতি শব্দের সার্থকতা-সম্বন্ধে সন্দিহান ব্যক্তিগণের মাৎসর্য্যের সমালোচনা] ৪৯।৭৩৫

সাময়িক সংবাদ ['গভর্ণিং বডির মন্তব্য'—৩রা জুন, ১৯৩৭ তারিখের সভার Resolutions—বিরুদ্ধ প্রচারের প্রতিবিধান, সেক্রেটারী, জেনারেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী ও মঠরক্ষক নির্ব্বাচন; 'শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য', 'পাক্ষিক গৌড়ীয়', মিশনের কার্য্যাদি পরিদর্শনে শ্রীপাদ ভক্তিরত্ন

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
প্রভু ; শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহ-মহোৎসব—শ্রীগোদ্রুমে, কলিকাতা (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয় মঠে, শ্রীপুরুষোত্তম মঠে, মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠে, ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠে, ভুবনেশ্বর ত্রিদণ্ডিগৌড়ীয় মঠে ; প্রচার-প্রসঙ্গ — আসামবেঙ্গলে প্রচার, কলিকাতায় কবিরাজ শ্রীলোচনানন্দ ঠাকুরের গৃহে]	৪৯।১০৯
চরম [ফাল্গুনের ৯ই মে, ১৯০৭ Civil & Military Gazette' পত্র হইতে লণ্ডন Caxton Hall-এ মর্ড ফেটলাণ্ড মহোদয়ের সভাপতিত্বে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর বক্তৃতা]	৪৯।১৪৩
নিমন্ত্রণ-পত্র—[কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক মহোৎসবের]	৪৯।১৪৪
পঞ্চদশ বর্ষশেষে	৫০।১৪৫
চরম ["Preacher-In-Charge of Gaudiya Mission	
প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
—A. B. Goswami Presented to their Majesties"—"বোম্বে সেন্টিনেল" ও "বোম্বে ক্রনিকল্", ১লা জুলাই, ১৯০৭ বৃহস্পতিবার সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত; "গৌড়ীয় মহাত্মা ধর্ম্মোপদেষ্টাকে"—"লোকমান্য" —১লা জুলাই, ১৯০৭ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]	৫০।১৪৮
লণ্ডনে অপ্রাকৃত ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী প্রচার [লণ্ডনের বিখ্যাত "City Temple"-এ "Fellowship of Worship" সম্বন্ধে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর শ্রোত-সংবেদনাময়ী বক্তৃতা]	৫০।১৪৯
বিবিধ সংবাদ [শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকবর্গের বিভিন্ন স্থানে প্রচার ; গত ১৮।৬।০৭ তারিখে শ্রীল আচার্যাদেবের কতিপয় ভক্তসমীপে হরিকথা]	৫০।১৬৯
নির্য্যাণ [শ্রীপাদ জগদ্গোপাল দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে—১৫।৭।০৭]	৫০।১৭০

—:o:—

পঞ্চদশ বর্ষের গৌড়ীয়ের চিত্রসূচী

চিত্র	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাস বাবাজী	১১।১৭৯
শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী	১৪।২৫৫
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ	১৪।২৫৭
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামি-মহারাজ	১৫।২৯৫
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ	২২।৩৫৩
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ (ট্রাইকলার)	২৩শ সংখ্যার ফ্রোড়পত্র
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ	২৩।২
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ (২৩ সংখ্যার ৬ষ্ঠ ও ৭ম পৃষ্ঠার মধ্যে)	
পুরীর শ্রীমন্দির	২৩।৯
শ্রীল প্রভুপাদ	২৩।৯
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ	২৩।৯
চাতুর্মাস্যে শ্রীল প্রভুপাদ	২৩।১২
শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু	২৩।১২
শ্রীল গৌরকিশোরের ভজনকুটী	২৩।১৩
ভক্তিকুটী (পুরী)	২৩।১৩
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ	২৩।১৩
শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ	২৩।১৪
শ্রীরাধাকুণ্ডতীর	২৩।১৫
শতকোটি মহামন্ত্র-গ্রহণব্রত শ্রীল প্রভুপাদ	২৩।১৫
ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিবেশে শ্রীল প্রভুপাদ	২৩।১৭
কলিকাতায় নগর-সঙ্কীর্ত্তন	২৩।১৮
শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীবিগ্রহ	২৩।১৮
শ্রীনবদ্বীপ-ধামপরিক্রমা	২৩।১৯
"অন্যাভিলাষিতা"-শ্লোক ব্যাখ্যাকালে শ্রীল প্রভুপাদ	২৩।১৯
শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দির	২৩।২০
কাশীতে শ্রীচৈতন্যের অবস্থান-ক্ষেত্র	২৩।২১
শ্রীমধ্বাচার্য্য	২৩।২২
শ্রীচৈতন্যমঠ (শ্রীধাম-মায়াপুর)	২৩।২২

চিত্র	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
নৈমিষারণ্য—চক্রতীর্থ	২৪।২৩
শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী	২৪।২৪
শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির (কলিকাতা)	২৪।২৪
শ্রীচৈতন্যজন্মপীঠ	২৪।২৪
ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ-ইন্‌স্টিটিউট্‌	২৪।২৫
শুক্লাম্বরে শ্রীল প্রভুপাদ	২৪।২৬
বিশ্বে গৌড়ীয়মঠের শ্রীবিগ্রহ	২৪।২৭
মাদ্রাজ-কর্পোরেশন-কর্তৃক শ্রীল প্রভুপাদকে অভিনন্দন-প্রদান	২৪।২৮
মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির	২৪।২৯
শ্রীল গৌরকিশোর-সমাধি-মন্দির (শ্রীমায়াপুর)	২৪।২৯
শ্রীরাধা-ললিতাকুণ্ডের তীরে ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমাকারিগণকে উপদেশ-প্রদানরত প্রভুপাদ	২৪।৩০
চাকায় সংলিখা-প্রদর্শনী-উদ্বোধনকালে সমাগত প্রভুপাদ	২৪।৩১
ভক্তি-বিজয়-ভবন—শ্রীধাম-মায়াপুর	২৪।৩৩
শ্রীঅধোক্ষজ বিষ্ণুবিগ্রহ	২৪।৩৪
শ্রীশ্রীগৌরবিনোদ-গোবিন্দানন্দকুটী	২৪।৩৪
শ্রীমায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ ও বঙ্গের গভর্নর	২৪।৩৫
শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠের শ্রীমন্দির	২৪।৩৬
গোদ্রুমে শ্রীভক্তিবিনোদ-সমাধি-সমীপে শ্রীল প্রভুপাদ	২৪।৩৮
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে শ্রীল প্রভুপাদ	২৪।৩৮
চটকপর্বতে প্রভুপাদের ভজন-কুটীর	২৪।৩৯
শ্রীল প্রভুপাদ	২৪।৪০
শ্রীশ্রীআচার্যপাদপীঠ—শ্রীধাম-মায়াপুর, শ্রীচৈতন্যমঠ	৩০-৩১।৪২৬
শ্রীল প্রভুপাদ	৩০-৩১।৪২৭
কলিকাতা ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন-রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রাঙ্গণে শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে ভক্তগণসহ প্রভুপাদ	৩০-৩১।৪৩২
শ্রীমায়াপুর মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তিস্থাপনকালে প্রভুপাদ	৩০-৩১।৪৪২

চিত্র	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	৩০-৩১ সংখ্যার শেষাংশ
বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ	৩০-৩১ সংখ্যার শেষাংশ
শ্রীল প্রভুপাদ	৩০-৩১ সংখ্যার শেষাংশ
শ্রীল গৌরকিশোর	৩০-৩১ সংখ্যার শেষাংশ
শ্রীল প্রভুপাদের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্নাবস্থার চিত্রাবলী	৩০-৩১ সংখ্যার শেষে ৯ পৃষ্ঠা
শ্রীল প্রভুপাদ	৩১ সংখ্যার ক্রোড়পত্র
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা	৩১।৪
শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন	৩১।৫
শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরের চূড়া	৩১।৭
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা	৩১।৯
শ্রীল প্রভুপাদ	৩১।১০
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	৩১।১০
শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক ও শ্রীজগবন্ধু	৩১।১২
শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীবিগ্রহ	৩৪।৪২৮
বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ	৩৫ সংখ্যার ক্রোড়পত্র
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	৩৫ সংখ্যার ক্রোড়পত্র
শ্রীল গৌরকিশোর	৩৫ সংখ্যার ক্রোড়পত্র
গৌড়ীয় মঠাচার্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু	৩৫ সংখ্যার ক্রোড়পত্র
শ্রীল প্রভুপাদ	৩৫ সংখ্যার ক্রোড়পত্র
গৌড়ীয় মঠাচার্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু (দণ্ডায়মান পরিবেষ্টিত)	৩৫ সংখ্যার ক্রোড়পত্র
কোলদ্বীপ-পরিক্রমায় বর্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য শ্রীল অনন্ত-বাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু	৩৫।৫০৩
গৌড়ীয়মঠাচার্য শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু	৩৫।৫০৬
শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিপীঠ	৩৫।৫০৮
ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে ভক্তগণ-পরিবেষ্টিত ও বিদূষাদ পরমহংস শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু	৩৬ সংখ্যার ক্রোড়পত্র
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	৪৮।৭২৮

১৭শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৪৩, ১লা আগষ্ট, ১৯৩৬ | ১ম সংখ্যা

হায়নোদ্ঘাত

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

কালগতিতে 'গৌড়ীয়'-সাময়িক-পত্রার্চ্চার পঞ্চদশ-পর্য্যায় আবির্ভূত হইল। সার্দ্ধচতুঃশতবর্ষ পূর্ব্বে গৌড়ীয়নাথ অসমোর্দ্ধ করুণাবশতঃ গৌড়ীয়গণের তমোরাশি-বিনাশার্থ শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।"—শ্লোকতাৎপর্য্য-বিগ্রহ-রূপে গৌড়ীয়াবতার মুক্তপুরুষগণের নিকট আত্ম-প্রকাশ করেন।

মুমুক্ষু ও বুভুক্ষুগণ নিজ-নিজ-অনাবৃত-স্বরূপের বৃত্তির প্রতি উদাসীন হইয়া নিঃশ্রেয়স লাভ করিবার সুযোগ পান; কিন্তু গৌড়ীয়নাথের করুণার সুযোগ পৃথিবীর ইতিহাসে সুদুর্ল্লভ। অধোক্ষজ-সেবায় নিতান্তস্বাভাবগত রুচিবশে ও বদ্ধজীবের দুঃখ-নিরসনোদ্দেশে পার্ষদগণ, ভগবদ্ভক্ত, উপাঙ্গগণ এবং অস্ত্রসহ শ্রীচৈতন্য-সেবার আদর্শ প্রকাশ করেন; মুমুক্ষুরূপা সর্ব্বাকর্ষিণী ব্যাঘ্রীর করাল বদন-ব্যাদানকে ধ্বংস করিবার জন্য মায়াধীশ যোগমায়া-পুরচন্দ্রপীঠে অস্ত্র-সহ মায়াতীত বৈকুণ্ঠ অবতরণ করিয়াছিলেন ভক্তিবিরোধিনী, মতিসর্ব্বস্বহরণী, ব্যভিচারিণী গ্রাম্যকথারূপা বুভুক্ষার বিলো

সাধনার্থ হরিকথাসঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞমহোৎসবের অবতারণা করাইয়াছিলেন—তাঁর পরমমঙ্গলদায়িনী বিষ্ণু-ভক্তির সর্ব্বোত্তমতার গৌরব অপেক্ষাও তটস্থতর-তমতার কৃষ্ণসেবামাধুর্য্যের উপাদেয়তার অবতরণ করাইয়াছিলেন।

অমন্দোদয়দয়ার অবতারী গৌড়ীয়নাথ ব্রহ্ম-জ্ঞান ও পরমাত্মলাঞ্ছিত্যের স্বল্পতা প্রদর্শনের জন্য ভগবত্তার চরমমূর্ত্তি সাক্ষাৎরূপে কীর্ত্তন, শ্রবণ ও স্মরণ করাইয়া মায়াবদ্ধ ভাগ্যহীন-জীবকে সৌভাগ্যবান্ করিয়া স্বীয় চিন্ময়-বিলাসগত কমনীয়তা দেখাইয়াছেন। মায়াবদ্ধ-জীবের গতি বিপরীতদিকে অর্থাৎ বুভুক্ষা ও মুমুক্ষার পশ্চাতে ধাবমানা হইতেছিল। গৌড়ীয়নাথ স্বীয় পার্ষদসমূহের লোকাতীত চরিত্রে স্বীয় বৈকুণ্ঠ নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলাকথাসমূহ উদ্ঘাটনপূর্ব্বক ভুক্তি ও মুক্তি-পিশাচীরূপা প্রতিষ্ঠার পূজা হইতে ভোগী ও ত্যাগীকে উদ্ধার করিয়াছেন।

ভোগীর উদ্দাম-ইন্দ্রিয়-তর্পণাকাঙ্ক্ষা যখন হৃষীকেশের অস্তিত্ব লোপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখন শিশুপাঠ্য উপনিষৎশ্রুতি প্রচার করিয়া সেই অচ্যুত ভগবান্ মন্দভাগ্য ভোগিকুলের মঙ্গল বিধান করাইয়াছিলেন। ভোগিকুলের ভোগ্য বিশ্বদর্শন-জনিত জড়প্রতিষ্ঠালাভের দুরাকাঙ্ক্ষার গতি-পরিবর্ত্তন ঈশোপনিষদ্গ্রন্থে এবং ইন্দ্রিয়শক্তির অপব্যবহারজনিত ভোগ ও ত্যাগবিচারের বিকৃতিপরিবর্ত্তনরূপ হৃষীকেশ-প্রকাশের সম্বন্ধজ্ঞান কেনোপনিষদ্গ্রন্থে অবতারণা করাইয়াছিলেন।

বিষ্ণুস্বামিত্রয়, নিম্বার্কাচার্য্য, রামানুজ ও আনন্দ-তীর্থ প্রভৃতি ভক্ত আচার্য্যকুলের অবতারণাও প্রেমপ্রধান-লীলার পূর্ব্বাভাস বলিয়াই গৌড়ীয়নাথ হৃষীগণের বিচার-বুদ্ধিতে দান করিয়াছিলেন। এই অবতারণা মহাবদান্য গৌরসুন্দরের দ্বিতীয়-স্বরূপ দামোদরস্বরূপের পূর্ব্ব-পর্য্যায়ের গৌড়ীয়গণের অবতারণা। দামোদর-স্বরূপের মিত্র-পর্য্যায়ে আমরা গৌড়ীয়গণের ছয়টি বিশিষ্ট তারকা (ষড়্গোস্বামী) রাকাপতির (গৌরচন্দ্রের) পারিপার্শ্বিকতায় (পার্ষদরূপে) লক্ষ্য করি।

ভগবানের নামবিলাস সনাতনপ্রকাশে, রূপ-বিলাস রূপপ্রকাশে, গুণবিলাস দাক্ষিণাত্য ভট্ট-প্রকাশে, পরিকরপ্রকাশদ্বয় ভট্ট রঘুনাথ ও শ্রীজীব-বিলাসের এবং লীলাবিলাস দাস-গোস্বামীর প্রকাশ-বিগ্রহে অবতারণা করাইয়াছেন। গৌড়ীয়গণের এই ভগবদ্বিলাস-সম্পৎ অনেক ভোগী ও ত্যাগীর কাম-ক্রোধ-লোভ-মদ-মোহ-মৎসরতা-বর্দ্ধনের সুযোগ দিয়াছে যে-কালে মৎসরকুল ভারতাপ্তর্গত গৌড়দেশ ও গৌড়ের দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে মৎসরতার বলে ধর্ম্মধ্বজিতার অভিনয় করিতেছিল, তখনই অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন স্বজন-বিজন-প্রয়োজনাবতারি-রূপে স্ব-প্রাকট্য বিধান করেন। আজ সেই বিপুল গোলোক-সম্পদ্-দর্শনের লোকলোচন কুজ্ঝটিকাবৃত করিয়া মায়াদেবী কতই না ধ্বান্তবিক্রম প্রদর্শন করিতেছেন! সকলই ভগবদিচ্ছা।

শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত তাঁহার অঙ্গ—সেনাপতিদ্বয় নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত, উপাঙ্গ-অস্ত্র-পার্ষদাদি অবয়ব, শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ সেনাপতিদ্বয় ও শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীশ্রীজীব, শ্রীরঘুনাথদাস তথা শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ সেনাসমূহের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া—দ্বিতীয় পর্য্যায়ে আচার্য্য শ্রীনিবাস, ঠাকুর নরোত্তম ও শ্যামানন্দ বিশ্বের ভোগিকুলের বিচার এবং মায়াবাদী, কর্ম্মনিষ্ঠ, নিন্দক, পাষণ্ড, নিষিদ্ধাচারী, কৌটিল্যনট, জীবহিংসক, লাভোত্তোলনকারী, পূজাকাঙ্ক্ষী, প্রতিষ্ঠাশাজীবী হরিসেবাবিমুখ আত্মঘাতিগণের নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষার উত্তরাধিকারিসূত্রে পারমার্থিক গৌড়ীয়ের স্বত্বাধিকার রক্ষা করিয়াছিলেন।

ঠাকুর নরোত্তমের ধারায় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীশ্যামানন্দ-ধারায় শ্রীরসিকমুরারি ও বেদান্তাচার্য্য

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রমুখ গৌরসুন্দরের অপর পর্য্যায়ের সেনাপতিসমূহ গৌড়ীয়গণের শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার শোভা বর্দ্ধন করিতেছিলেন। শ্রীচৈতন্য-দেবের চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে পঞ্চম শতাব্দীতে শুদ্ধভক্তির প্রবর্ত্তমান প্রচারাঙ্কুর ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-সভার পুনরাবির্ভাব হইতে বিকাশ লাভ করিয়াছে।

নিরপেক্ষ-পারমার্থিকতা নানাভাবে বিপন্ন ও আবৃত হইয়াছিল। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শুদ্ধধারণামূলে ভজনানুষ্ঠান ভারত ও অন্যান্য স্থানের সাধকগণের সুপ্তানুভূতিতে ভোগ ও ত্যাগ-ধারণায় পর্য্যবসিত হইয়া পড়িয়াছিল। অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে ঐ সকল আকস্মিকী ধারণা নিরাস করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণীর অসমোর্দ্ধ পরম-সত্যের প্রচার বর্ত্তমানযুগে গৌড়ীয়মঠের দ্বারাই সাধিত হইতেছে গৌড়ীয়মঠের মুখপত্রস্বরূপ কতিপয় সাময়িক পত্র ও শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের ব্যাখ্যাসহ গ্রন্থাদি-প্রকাশের ফলে এবং স্থানে স্থানে ত্রিদণ্ডিগণের আনুষ্ঠানিক মঠ-মন্দিরাদি প্রকাশ ও কীর্ত্তন ভাগ্যবন্ত জীবগণকে গৌড়ীয়মঠে যোগদানের সুযোগ ও পারমার্থিক জীবন-যাপনের দিক্ নির্ণয় করাইতেছে।

'গৌড়ীয়'পত্র আজ পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। চতুর্দ্দশবর্ষ-যাবৎ গোলোকের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের কীর্ত্তন শ্রীরামসেবায় লক্ষ্মণের চতুর্দ্দশবর্ষ-ব্রত-পালনের ন্যায় উদ্‌ঘাপিত হইয়াছে। পঞ্চদশবর্ষ গৌড়ীয়তরুর শুভফলাস্বাদনে পাঠকগণ ও শ্রোতৃবর্গ নিত্যানন্দ লাভ করুন। মার্কিণদেশেও যাহাতে 'গৌড়ীয়ে'র বিচার বিস্তৃতি লাভ করে, তজ্জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের করুণাপ্রার্থী হওয়াও প্রার্থনীয়। তাঁহার কৃপায় য়ুরোপে বিশেষতঃ লণ্ডনে গৌড়ীয়-কথা আলোচিত হইতেছে। মার্কিণদেশ কেন আর বাকী থাকে?

'ঠাকুর নরোত্তমের প্রার্থনা'র গভীর মর্ম্ম এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রচারিত গীতিগুচ্ছ ও পরমার্থ-সাহিত্য বঙ্গদেশ, উৎকল ও অসমীয় ভূমিতে প্রচুর-পরিমাণে কীর্ত্তিত হউক তামিল ভাষায় 'শরণাগতি', আন্ধ্র-ভাষায় 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত'-প্রচারফলে তত্তদ্দেশবাসী নিশ্চয়ই পরমার্থ-পথের সন্ধান পাইতে পারিবেন।

গৌড়ীয় ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদগণ গৌড়ীয়ের আনন্দ বর্দ্ধন করুন। সকল আশ্রমের গৌড়ীয়গণ শ্রীচৈতন্য সেবায় দৃঢ়তা লাভ করুন। "পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্ম-নামে চলে। ভাগবত কহে, তাহা পরিপূর্ণ ছলে॥"—এই কথা সমগ্র মানবজাতির নিরপেক্ষ-ধর্ম্মের নিদর্শন হউক। 'জৈবধর্ম্ম' ও 'শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত' বিশ্বের সুধীগণের আরাধ্যবস্তু হউক। তাঁহারা নিরপেক্ষধর্ম্মের বিজয়পতাকা বহন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীহরিনাম ও শ্রীভাগবতগ্রন্থকে একই বস্তু জানুন। অনুক্ষণ ভাগবত-শ্রবণ-কীর্ত্তন ও তদ্‌বিচারপরা স্মৃতি গৌড়ীয়গণের ও বিশ্ববাসীর অনুশীলনীয় হউন। যাবতীয় ছলবিচারের কুজ্ঝটিকা আপনা হইতেই ভাগবতার্ক-মরীচিমালার সম্পাতে মানবহৃদয় হইতে বিদূরিত হইবে।

বর্ষারম্ভে মঙ্গলাচরণ

'গৌড়ীয়ে'র ১৫শ বর্ষ আরম্ভ হইল। বর্ষ-প্রবেশে পরমারাধ্য আচার্য্যবর্য্য প্রতি বৎসরই 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-সঙ্ঘের প্রতি প্রবন্ধাকারে যে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ ও শক্তি সঞ্চার করেন, তাহাতেই সম্বৎসরের সেবাধিকার বহন করিবার যোগ্যতা লাভ হয়। কিন্তু আমরা, কেহ কেহ, আচার্য্যের প্রবন্ধকে 'দুর্ব্বোধ্য' মনে করিয়া অনেক সময় তাহার

সাংখ্যী অনুসরণ হইতে দূরে থাকি। আমাদের এক পরম শ্রদ্ধাস্পদ বিশিষ্ট বন্ধু জানাইয়াছেন—"হায়নোদ্ঘাত" এই নামটি দেখিয়াই অনেকে চমকিত হইয়া এই প্রবন্ধ হইতে দূরে থাকিবেন। কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবরের আশঙ্কাও ইহা প্রমাণ করিবে যে, শব্দের কাঠিন্য বা পরিভাষার বৈশিষ্ট্যই সকল সময় প্রবন্ধের তাৎপর্য্য উদ্ধারের পক্ষে বিঘ্নকর হয় না; বস্তুতঃ কোন বিশিষ্ট আচার্য্য বা শ্রৌতধারার অবতীর্ণ আচার্য্যগণ যে চমৎকারা ও ভাবধারা সাধারণ বাঙ্ময় পোষাকের মধ্য দিয়া ব্যক্ত করেন, সেই চিন্তা ও ভাবধারার অনুসরণের অভাবে, বিশেষতঃ সেই ভাবধারার পথে অভিগমনের প্রতিবন্ধক-স্বরূপ পার্থিব অভিজ্ঞতা-বাদ, চঞ্চলতা, অন্যমনস্কতা ও বিক্ষেপই প্রবন্ধের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবধারণে অযোগ্যতা আনয়ন করে। অতএব গৌড়ীয়ের প্রবন্ধ বুঝিতে হইলে প্রাকৃত শব্দজাল বা অভিধানের গহনকাননে প্রবেশের আবশ্যকতা নাই, মুখ মহেশ বা কবিবরের জোরাই দিয়া গলির যাথাকথনকে সমর্থন করিবারও প্রয়োজনীয়তা নাই, কিন্তু কতিপয় গ্রাম্য উপমাবহুল সহজবোধ্য ভাষার পিচ্ছিল পথে-ভোগ ও যাচাবাদের সমন্বয়ের পক্ষে নিয়ন্ত্রিত হইবারও দরকার নাই। অকপটভাবে শ্রৌতধারীর সেবায় অভিগমনের চেষ্টাই "গৌড়ীয়ে" 'দুর্ভেদ্য' ভাবদুর্গোদ্ঘাটনের একমাত্র কুঞ্চিকা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরিচায়ার 'হায়ন' শব্দে 'বর্ষ' বুঝায়। 'সম্ব' শব্দযুক্ত 'হায়ন' শব্দের সহিত আমরা পরিচিত। বালক বা অশিক্ষিত ব্যক্তিও 'অগ্রহায়ণ' শব্দটি বুঝিতে পারে; কিন্তু কেবল 'হায়ন' বলিলেই তাহার অর্থ বুঝা কঠিন হয়। অতএব যে শব্দ বা যে-সকল কথা, কিম্বা ভাবধারা অধিক প্রচারিত, তাহাই সুবোধ্য। তদ্রূপ বাস্তবসত্যের কথাও জগতে প্রচার সুবিরল, তাহার শ্রাবকও জগতে নাই বলিলেই হয়। কাজেই বাস্তবসত্যের ভাবধারা জগতে দুর্বোধ্য; কিন্তু মনোধর্ম্মের ভাবধারা জগতে সুপ্রচারিত বলিয়া সুবোধ্য ও সুসুবোধ্য।

আমরা অনেকে 'উদ্ঘাটন' বুঝি, কিন্তু 'উদ্ঘাত' বুঝি না; কেন না, তাহার প্রয়োগ বা প্রচার কম। 'উদ্ঘাত' শব্দের অর্থ—উপক্রম বা আরম্ভ। 'হায়নোদ্ঘাত' অর্থে—বর্ষারম্ভ। প্রত্যেক আচার্য্যেরই একটি বিশিষ্ট ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গি আছে, তাঁহার সেই পন্থা সম্বন্ধেই শ্রোতৃমণ্ডলীর নিরন্তর অভিযোগ অধিকার নাই। তৎপ্রতি অভিগমনের চেষ্টাই প্রকৃত অনুসরণ বা আচার্য্যবিশেষের বাণী উপলব্ধির পন্থা। আচার্য্য রামানুজের ভাষা কেন দুর্বোধ্য ছিল, আর মায়াবাদাচার্য্য শঙ্করের ভাষা সুবোধ্য ও সুসুবোধ্য বলিয়া কেনই বা অনুমোদন মতবাদ প্রচার করিল, তাহার কারণ প্রকৃত সারগ্রাহিগণই বলিতে পারেন। শ্রীচৈতন্যদেব জানাইলেন যে, ব্যাসের সূত্র—যাহা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও মনীষিবৃন্দের নিকটও দুর্বোধ্য, তাহা তাঁহার নিকট সুবোধ্য; কিন্তু আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্য—যাহা সাধারণের নিকট সুবোধ্য, তাহা নির্ম্মল-বোধ ও স্বপ্রকাশ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মসূত্রের উপর তিমিরাবরণ—

প্রভু কহে,—সূত্রের অর্থ রহিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি' মন হয় ত' বিকল॥
ব্যাস-সূত্রের অর্থ—যৈছে সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্যমেঘ করে আচ্ছাদন॥
জীবের নিস্তার লাগি' সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥
আচার্য্যের দোষ নাহি ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি' নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৩০, ১৩৮, ১৬৯, ১৮০)

যাঁহারা ভগবানের ইচ্ছাক্রমে জগতে নানাপ্রকার পাষণ্ডমতবাদ প্রচার করেন, তাঁহাদের সুবোধ্য ও উপভোগ্য ভাষা, বাগ্মিতা বা অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রতিভা থাকা কিছু অস্বাভাবিক নহে; কারণ, ভগবন্মায়া-প্রভাবেই তাঁহারা ঐ সকল প্রাকৃত-প্রতিভার দ্বারা লোক-চিত্তরঞ্জন ও লোক-মোহন করিয়া তাহাদিগকে পাষণ্ডমতবাদে অধিকতর আকৃষ্ট করিতে পারেন। মায়ার ভুবনমোহিনী শক্তি বা বেদার অধিক বাক্‌নিপুণতা আছে বলিয়া তাহারা অধিক গ্রাহ্য,—ইহা নহে।

"হায়নোদ্ঘাত" প্রবন্ধে আমরা অঙ্ক, উপাঙ্ক, অস্ত্র ও পার্ষদ-সহিত ভক্তবর্ষা পুরুষোত্তমের কথা শ্রবণ করিতে পাই। তিনি সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে সুমেধোগণের দ্বারা পূজিত হন। শ্রীমদ্ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" শ্লোকে যে

প্রধান করিয়া তিনি দার্ঢ্যবিশিষ্ট যবনের পুত্রে পরম-মুক্ত পুরুষগণের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। ভোগকামী ও মুক্তিকামী ব্যক্তিগণও নিত্যেশ্বরের কথা মুখে বলিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারা স্বরূপের মুক্তির প্রতি অর্থাৎ অধোক্ষজ পরমেশ্বরের সেবার প্রতি উদাসীন। তাই যাঁহারা অধোক্ষজ-সেবায় নিত্যসিদ্ধ রুচিবিশিষ্ট, সেই সকল ভগবৎপার্ষদ, অজ, উপাঙ্গ ও অস্ত্রগণ বদ্ধ-জীবের নিকট সেবার আদর্শ স্থাপনের জন্য জগতে আগমন করেন। মুক্তি-কামনা বাঘিনীর ন্যায় আত্মাকে গিলিয়া ফেলে, সেই বাঘিনীকে হনন করিবার জন্য গৌর-সুন্দর তাঁহার বৈকুণ্ঠ অন্তরঙ্গগণকে জগতে আনয়ন করিয়াছেন। আর জগতে যে নানাপ্রকার প্রাকৃতকথা-সাহিত্যের প্রগতি দেখা যায়, তাহা সুবুদ্ধিবিনাশিনী ভোগেচ্ছার পোষকমাত্র। উহাকে নির্মূল করিবার জন্য গৌরসুন্দর হরিকথা-সঙ্কীর্তন-যজ্ঞোৎসব জগতে আনিয়াছেন। তত্ত্ব-বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুভক্তি হইতেও কৃষ্ণসেবামাধুর্য্য যে অধিকতর উপাদেয়, এই বিচার ও উপলব্ধি গৌর-সুন্দরের আর একটি বিশিষ্ট অবদান। ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমাত্ম-জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা ও আংশিকতা প্রদর্শনের জন্য গৌরসুন্দর নিত্য নাম-রূপ-গুণ-পার্ষদ ও লীলার সহিত অবতীর্ণ হইয়াছেন। ব্রহ্ম তাঁহার অঙ্গকান্তি, পরমাত্মা তাঁহার অংশ-বৈভব, তিনি নারায়ণের অংশী।

যখন প্রবলকামার্ত্ত জীবহৃদয়ে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়বান্ ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিষেধ করিবার স্পৃহা উদিত হইয়াছিল, তখনই গৌরসুন্দর শ্রুতিপুরুষরূপে পুরুষার্থ-রাজ্যের বর্ণ-পরিচয় বা প্রাথমিক পাঠ 'উপনিষৎ' প্রচার করিয়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়রসের রসিকগণকে শাস্ত্রবাক্যের কথা জানাইয়া-ছিলেন। ঈশোপনিষদের মধ্যে বিশ্বকে ভোগরূপে দর্শন করিবার পরিবর্তে বিষ্ণুশক্তিকে সেব্য ও সমগ্র বিশ্বকে তাঁহার সেবার উপকরণরূপে দর্শন করিবার শিক্ষা এবং কেনোপনিষদের মন্ত্রদ্বারা সমস্ত শক্তির আকর একমাত্র হৃষীকেশ, আমরা তাঁহার অনুগতশক্তি,—এই তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন।

গৌরসুন্দর জগতে অবতীর্ণ হইয়া পূর্বতম ভগবৎসেবার কথা প্রকাশ করিবেন, ইহার জ্ঞান দিবার জন্য রামানুজাদি চারিজন আচার্য্য পূর্বেই জগতে আসিয়াছিলেন মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ দামোদরস্বরূপ গৌড়ীয়ের অধিক। গৌরসুন্দরকে সেইরূপে যে ভগবান্ বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই দামোদরস্বরূপের নিত্য স্বরূপের গৌরসুন্দর স্বরূপকে প্রকাশ করিয়া তাঁহার নামবিলাস, শ্রীরূপকে প্রকাশ করিয়া তাঁহার রূপবিলাস, স্বরূপরূপাত্মক গোপালভট্টকে প্রকাশ করিয়া তাঁহার গুণবিলাস, পার্ষদ রঘুনাথ ভট্ট ও শ্রীজীবকে প্রকাশ করিয়া তাঁহার পরিকর-বিলাস এবং শ্রীরঘুনাথ দাসগোস্বামীকে প্রকাশ করিয়া তাঁহার লীলাবিলাস-মূর্ত্তি দেখাইয়াছেন।

যখন নানাপ্রকার ধর্মধ্বজিতার অভিনয় হইতেছিল, তখন গৌরসুন্দর অবতীর্ণ হন; কিন্তু তাঁহার আবির্ভাব-কালের শুষ্কতর্ক-কথা-কীর্ত্তনের শোভা বর্ত্তমানে তমসাবৃত হইয়াছে

ষড়্গোস্বামীর পরে শ্রীনিবাসাচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ প্রভু দ্বিতীয়-পর্য্যায়ে গৌড়ীয়ের স্বরূপবিকাশ করেন। তৃতীয় পর্য্যায়ে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও বলদেব বিদ্যা-ভূষণ, তৎপরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার গৌড়ীয়ের বাণী প্রচার করেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে জগতে শুদ্ধ-ভক্তিস্রোতঃ পুনঃ-প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহারই রোপিত কল্পতরুর দীপ ও তদুপরি অমৃত গৌড়ীয়মঠের কীর্ত্তনপ্রচার-ফলে পরিবর্দ্ধিত ও পল্লবিত হইয়া সমগ্র পৃথিবীতে কোটি-চন্দ্রসুশীতল নিত্যানন্দ-পাদপদ্মের ছায়া বিস্তার করিয়াছে। সাময়িকপত্র প্রচার, শুষ্কতর্কিগণের প্রত্যুত্তি-প্রদান, শুদ্ধ-পারমহংস্যনিষ্ঠ ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদগণের অনুকীর্ত্তন, হরিকথা-কীর্ত্তনকারী ভক্তগণের সঙ্ঘবদ্ধ-প্রকাশ এই সৌভাগ্যবস্তু জীবকে পরমার্থের পথ প্রদর্শন করিয়াছে।

নিত্যানন্দের অংশাংশ-প্রকাশ (ভাগবতকীর্ত্তনকারী দেবের সহিত মিলিত সঙ্কর্ষণব্যূহ স্বয়ং ভগবান্ রামচন্দ্রের ইন্দ্রিয়তোষণের জন্য বনবাসী হইয়া চতুর্দ্দশবৎসরকাল রাম-সেবা করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দাভিন্নতনু শ্রীগুরুদেবের বাণী-গায়নরূপে 'গৌড়ীয়' ও চতুর্দ্দশবৎসর গৌর-সেবা করিয়াছেন। পঞ্চদশবর্ষে উপনীত গৌড়ীয়তরুর ফল-আস্বাদনে যেন নিত্যানন্দ-সেবা লাভ হয়,—ইহাই আচার্য্যের আশীর্ব্বাদ।

য়ুরোপের প্রধান স্থান লণ্ডনে গৌড়ীয়ের কথা অনেকটা আলোচিত হইয়াছে, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানেও গৌড়ীয়ের

বাণী প্রচারিত হউক,—ইহাই সকল কারণিক আচার্য্যের মনোবাঞ্ছা। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় প্রচারিত ভক্তি-বিনোদ-সাহিত্য বিশেষভাবে আলোচিত হউক, সকল আশ্রমের গৌড়ীয়গণ গৌড়ীয় ও চৈতন্যদেবের সেবায় অধিকতর অভিনিবিষ্ট হউন, পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মকথা ভাগবতধর্ম্মেই শুদ্ধ ও পরিপূর্ণরূপে আছে, ইহা বিশ্ববাসী উপলব্ধি করিয়া প্রকৃত সমন্বয়ধর্ম্ম আচরণে করুন, শ্রীগৌর-সুন্দর, হরিনাম ও ভাগবত একই বস্তু এবং একই তাৎপর্য্য-পর,—ইহা সকলে ধারণা করিবার যোগ্যতা লাভ করুন,—আচার্য্যের জগতের প্রতি এই আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণের অনুকীর্ত্তনের দ্বারা আমরা পঞ্চদশ-বর্ষের মঙ্গলাচরণ করিতেছি।

বড়ই আনন্দের কথা যে, পঞ্চদশ বর্ষারম্ভে শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার পাত্রয়াজগুরুর শ্রীমদ্ভ-লিখিত স্বরচিত প্রবন্ধটি 'গৌড়ীয়ে'র প্রথম সংখ্যাকে সর্ব্বতোভাবে গৌরবান্বিত ও বিভূষিত করিয়াছেন। গৌড়ীয়-মঠের পঞ্চমপতি ও বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর লিখিত "বিদ্যা ও বেদনা" শীর্ষক প্রবন্ধও সুদূরপথ পরে গৌড়ীয়ের গুরুকে পুনরায় অলঙ্কৃত করিয়াছেন। প্রথম-বর্ষে তাঁহার "সনাতনধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা অনেকেই উপকৃত হইয়াছিলাম।

আর একটি শুভসংবাদ এই যে, পঞ্চদশবর্ষে আমরা 'গৌড়ীয়ে'র একটি বিশিষ্ট সাময়িক সংখ্যা শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও গৌড়ীয়গণের কৃপায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ঘোষণা করিতেছি। সেই বিশিষ্ট সংখ্যাটি সমগ্র শুদ্ধবৈষ্ণব-জগতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও সাহিত্যিকগণের লেখনীদ্বারা সুশোভিত হইবে; তাহাতে ইতিহাস, সঙ্গীত, শিল্প, বিজ্ঞান, সৃষ্টি, দর্শন, প্রত্নতত্ত্ব, কথাসাহিত্য, নাটক, প্রদর্শনী প্রভৃতি বহু বিষয়ের প্রবন্ধ থাকিবে এবং অঙ্কিত চিত্র ও আলেখ্যের দ্বারা মণ্ডিত হইবে। তখন ক্রাউন আটপেজী আকারে উৎকৃষ্ট কাগজে প্রায় ছয়শত পৃষ্ঠায় ঐ বিশিষ্ট সংখ্যাটি শ্রীগৌড়ীয়মঠের আগামী বার্ষিক উৎসবের সময় প্রকাশিত হইবার কথা আছে। এ সম্বন্ধে অন্যান্য সংবাদ আমরা ক্রমে ক্রমে পাঠকগণকে জানাইব।

বিদ্যা ও বেদনা

[গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী]

বেদনা দ্বারা বিদ্যা (knowledge) লাভ হয়। বেদনা (feeling) হৃদয়ে অনুভূত হয়। বিদ্যা বা জ্ঞানের স্থান মস্তিষ্কে, ভক্তি জ্ঞানের অপেক্ষা না ক'রিয়াই হৃদয়ে বিকাশ লাভ করে। "The heart has reasons which reason cannot know." অবিদ্যা অপেক্ষা বিদ্যার স্থান উচ্চে। কিন্তু বিদ্যা বা অবিদ্যা যদি প্রাকৃত বিচার হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়া হৃদয়ে অপ্রাকৃত ভক্তির উদয় না করাইতে পারে, তাহা হইলে তাহাই অমঙ্গলের কারণ হয়। বিদ্যা যদি অবিদ্যাকে গ্রাস করিয়া অধোক্ষজ বিষ্ণুসেবার জন্য হৃদয়কে স্পন্দিত করিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে অবিদ্যার সহিত মিত্রতা স্থাপনপূর্ব্বক প্রাকৃত ক্রীড়াতেই নিযুক্ত থাকে এবং কখনও বা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন সেবাবী মানব বিদ্বান্ বা জ্ঞানবান্ হইতে পারেন। বহির্জগতের চিন্তাস্রোত—যাহা আবহমানকাল হইতে পুঞ্জীভূত চলিয়া আসিতেছে, তাহার পরিচয় লাভ করিয়া বিদ্বান্ নব নব চিন্তার প্রণালী সৃষ্টি করিয়া বুদ্ধিবত্তা বা জ্ঞানবত্তার প্রভাবে জগৎকে চমৎকৃত করিতে পারেন। শব্দ, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, শিল্প, কলা, সঙ্গীত, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিদ্যায় পারদর্শী বহু মনীষী জগতে বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছেন। উপরি-উক্ত প্রত্যেক বিদ্যার বিজ্ঞানবিশারদ সেই সেই বিদ্যার পারদর্শী নায়কের ভাবক হইয়া তাঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং অল্প অল্প বিদ্যার পারঙ্গত মনীষিগণের ঐশ্বর্য্যে তাৎকালিক বিস্মিত বা চমৎকৃত হইলেও রুচি-অনুসারে স্বীয় স্বীয় নায়কের নেতৃত্বে কালাতিপাত করেন। এই নায়ক-পূজার মুখ্য উদ্দেশ্য—স্বীয় স্বার্থ-সিদ্ধি—বিদ্যালাভ ও সম্মান-লাভ। এই প্রকার বহু বিদ্বান্ নামা বিদ্যাসাগরে হাবু ডুবু খাইয়া সংসার-সাগর অতিক্রম করিতে পারেন না।

কারণ অহঙ্কার, মন্ত্র ও অসন্নিহিতা আমাদের স্বার্থান্ধ চক্ষুকে প্রাকৃত জগতেই আবদ্ধ রাখে।

অন্যং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

"আমার দুইটী বৃত্তি,—বিদ্যা ও অবিদ্যা। বিদ্যাবৃত্তি জড়কে বিনাশ করে। অবিদ্যাবৃত্তি জড়কে প্রসব করে। জড়াসক্ত মানবগণ অবিদ্যাবৃত্তিতে অবস্থিত। অতএব জড়ের অন্ধকারে তাঁহাদের চিৎপ্রকৃতি আবৃত থাকে। জড় হইতে যাঁহারা বিরক্ত, তাঁহারা জড়বিনাশে সমর্থ হইয়াও ভক্তি-ব্যতীত নিজের স্বরূপশক্তির আশ্রয় পান না। অতএব আত্মবিনাশরূপ অধিকতর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হন। যাবৎ জগতে পরমাত্মার সম্বন্ধ সংস্থাপন না করিতে পারিলে, জীব তখনই বিদ্যাপ্রভাবে জড়মুক্ত হইয়া থাকিতে পারে না।"

অতএব বেদ বলিতেছেন,—"হে জীব, তুমি যে আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান কর, তাহা বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে পৃথক্।"

অণুচৈতন্য জীবের মায়া-কর্ত্তৃক বদ্ধতা স্বীয় গঠন-সিদ্ধ। মায়াদ্বারা বশীভূত হইয়া জীব শোকগ্রস্ত হইয়াছে। ঐ ক্লেশ মোচনের জন্য জীব যখন বিদ্যাকে আশ্রয় করে, তখন নির্ব্বিশেষ চিন্তা তাহার অধিকতর ক্লেশের কারণ হইয়া পড়ে।

"আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ"

এইরূপ বিষম সমস্যা হইতে ত্রাণ লাভ করিবার জন্য বেদ বলেন :—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥"

এই শ্লোকের শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত ভাবার্থ এই যে,—"আত্মশক্তির দ্বারা এই জগতের পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং সেই শক্তিপ্রভাবে ইহাতে ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। হে জীব, তুমিও তাঁহার শক্তিনিঃসৃত তত্ত্ববিশেষ। তিনি পরমাত্মা, তুমি—আত্মা। অতএব আত্মধর্ম্ম-বিচারে তাঁহা অপেক্ষা তোমার আর কেহ হইতে পারে না। তুমি আপাততঃ স্বরূপ-ভ্রমবশতঃ আপনা হইতে সমস্ত বস্তুকে 'পর' বলিয়া তাহাতে স্বার্থপর ভোগ স্পৃহার করিতেছ। কিন্তু যদি সমস্ত বস্তুতে পরমাত্ম-সম্বন্ধ জ্ঞানকরত স্বার্থপরতা ত্যাগ কর, তাহা হইলে আর তোমার পরধন বলিয়া বিষয় সকল গ্রহণ করিতে হয় না। তুমি তদ্বৎপরিচর্য্যায় সমস্ত অর্পণ কর এবং যাহা কিছু গ্রহণ কর, তাহা পরমেশ্বর-দত্ত প্রসাদ বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে সমস্তই আত্মময় হইবে।"

সর্ব্বশক্তিমান্ অধোক্ষজ ভগবান্ স্বতঃকর্ত্তৃত্ব স্বভাব-প্রযুক্ত বলিয়া মানুষ অযোগ্য সত্ত্বেও নিকটে অবিচারে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন এবং তাঁহার প্রসাদ-প্রদানে কৃপণ নহেন। এবম্বিধ করুণাময় ভগবানের অহৈতুকী অমন্ত করুণার ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া জীব জ্ঞানগরিমায় কুত্রত্ব উপলব্ধি করিয়া হৃদয়ে ক্লেশের স্পন্দন অনুভব করেন। ঘনসময় দেবোর প্রতি হৃদয়ের দেবাময়ী বেদনা ক্রমে আমাদিগকে প্রেমের ভূমিকায় লইয়া যায়। এই বেদনা সাধুগুরুপ্রভাবে ক্রমে আমাদের চিত্ত হইতে তমঃ, রজঃ ও সত্ত্বগুণত্রয়ের বৈষম্য দূরীভূত করিয়া বিশুদ্ধসত্ত্বের সন্ধান দিতে সমর্থ। তিনি আমাকে দর্শন করেন, আমার কথা শ্রবণ করেন, আমার বিষয় চিন্তা করেন, আমি তাঁহাকে ভুলিয়া গেলেও তিনি আমাকে ভুলিতে পারেন না। তিনি নিখিল সদ্গুণের আকর। তাঁহার প্রাকৃত শরীর নাই, পরন্তু দেহদেহি-ভেদরহিত তাঁহার পূর্ণ সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি আছে। তিনি প্রভু, আমি তাঁহার অণুসচ্চিদানন্দ সেবক ও নিত্যদাসী। আমি তাঁহার সঙ্গ ছাড়িয়া, তাঁহার সেবা না করিয়া কখনও অবিদ্যারূপ কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন করি, কখনও বা অবিদ্যারূপ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধানরত হইয়া অধিকতর অন্ধকারে উপনীত হই। এই বিদ্যা মায়াশক্তি-প্রসূতা।

"The constitutive nature of finitude and transcience of sensuous objects is such that when too much addicted to, they naturally create an aversion on the part of the ego and the averseness which is described in the Vedanta system as 'ঈশাবাস্য জগত্যাং-বিদ্যাগঃ' forms door-way to right knowledge. And because such averseness follows from the very nature of the products of 'মায়া', it is but meet that বিদ্যা as a door-way to right knowledge is an effect of the 'মায়াশক্তি'।"

"চিচ্ছক্তিতে যে বিদ্যা ও অবিদ্যার উপাদেয় আদর্শ আছে, সেই আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া মায়াজাগতিক বিদ্যা ও

অবিদ্যার বিকৃতিনাশে হস্তবান্ হইলে চিৎকণিকার বিশেষ যত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সেই যত্নের অবলম্বন করিলে আর নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম অবিদ্যার হস্তে বিনাশ ঘটে না। যাবাপরবিদ্যা হস্ত বিশেষ হইতে জীবকে অমৃতের প্রতি লইয়া যাইবে। যাবাপরা অবিদ্যা যাহা উপাদেয় আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া নিত্যে আদর্শত্বে পরিণত হইবে তখনই জীবের অপ্রাকৃতস্বরূপ, পরমেশ্বরের অপ্রাকৃতস্বরূপ, ভক্তের অপ্রাকৃত সহজ সৌন্দর্য্যময় হইয়া চিন্ময় পরমব্যোমের উদ্ভাবন করিবে।"

বিদ্যার চাবিদ্যাকে বস্তুবোলোভয়ং সত।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

এই শুভ মুহূর্ত্তেই অমৃতের সন্ধান পাওয়া যায়। তখনই অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়জ্ঞানের জন্য অপ্রাকৃত হৃদয়ে বেদনা অনুভূত হয়

প্রভু কহে,—"বিদ্যা মধ্যে কোন বিদ্যা সার?"
রায় কহে,—"কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর।"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

ওহে বিদ্যা বর, মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে যায়।
মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে
জীবকে জনমে যায়॥

এইরূপ ভাববাহী বিদ্বান্ ধনীরা সাধারণের নিকট ভূয়সী প্রশংসা লাভ করিলেও যদি তাঁহারা হৃদয়হীন হন, তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা জগতের মঙ্গল হয় না, কল্যাণবৃদ্ধি হয় মাত্র। বিদ্যা যদি হৃদয়কে পাষাণ করিয়া তুলে, তবে তদ্রূপ বিদ্বানকে অসুর বা পণ্ডিত নামে অভিহিত করা হয়। এইরূপ অসুর এই জগতের হাটে বিরল নহে—মাঠে, ঘাটে, কোর্টে বিশেষতঃ মাদ্রাসার ও বারাণসীতটে সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এই সকল স্বার্থপর ব্যক্তিগণ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছায় নিয়োজিত থাকিয়া নিজ নিজ মতে যারা উৎপন্ন করে এবং মঙ্গলময় শ্রীহরির বিদ্বেষী হইয়া পড়ে।

যদিমানস্ত তদ্ভেদ তক্তা এব বিভাসতে।
যদতো দৃষ্টিদীষ্যায় বন্ধ্যা নাসুভবেৎ কচিৎ॥

বন্ধ্যা রমণী যেমন প্রসব-বেদনা কখনও অনুভব করিতে পারে না, সেইরূপ ভক্তগণই ভক্তির মহিমা অবগত আছেন। অভক্তগণ কখনই তাহা বুঝিতে সমর্থ নহে বিশুদ্ধসত্ত্বভাবিত-চিত্তপ্রসূত বাসুদেবের আবাহিগণকে যাহারা অবজ্ঞা করেন হইতে রক্ষা করুন।

অর্জ্জিত বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, জীবন, যৌবন যদি পরার্থে ব্যবিত না হইয়া ক্ষুদ্র অপব্যর্থে নিয়োজিত হয়, তাহা হইলে পরস্পরের স্বার্থের গতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বিঘ্নের উপস্থিত করে। সেই বিঘ্নের নিজের ও জগতের ধ্বংসের কারণ হয়। সেই জন্য এইরূপ স্বার্থপর ব্যক্তি জগতের রক্ষাকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর অপ্রিয়ভাজন হইয়া থাকেন। অপরদিকে যখন অর্জ্জিত বিদ্যাদি পরার্থে নিয়োজিত হয়, তখন সেই ব্যক্তি মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইয়া বিষ্ণুর প্রিয়ভাজন হন। সাধুগণই ক্ষুরধার মঙ্গলের পথের পথিক। ইঁহারা প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিকে সুর এবং অসুরের প্রতি বিপরীত দিকে সুরাসুর-সংগ্রাম আবহমান কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

অসুরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু অবতীর্ণ হইয়া সুদর্শন দ্বারা আসুরিক বৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিসমূহের কুদর্শন ছেদন করেন এবং সুধার্শনিক সুরগণকে রক্ষা করেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে কৃষ্ণপ্রিয় ভীম বহু অসুরের মস্তক গদাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া তাহাদের বিভাবরীর অন্ধকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন—অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণদেশি সুনীচ ও অমানী মানদ হইতে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। কৃষ্ণ-সখা অর্জ্জুন তাহাদের পাষাণ হৃদয়কে সুতীক্ষ্ণ বাণধারা বিদ্ধ করিয়া হৃদয়বান্ ও সহিষ্ণু হইবার জন্য শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

মস্তিষ্কের কলমুখ হৃদয়ের সদ্যুক্তিসমূহের বিকাশের সুযোগ প্রদান করিলে আমরা সাধুসঙ্গ-প্রভাবে অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া পরমার্থ-পথের পথিক হইয়া "তৃণাদপি সুনীচ" হইতে পারি। "বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং" মঙ্গলময় বাস্তব বস্তুর সন্ধান পাইলে হৃদয় দ্রবীভূত হয়। সেই স্থিতধীব্যক্তির প্রশান্তহৃদয় বিশুদ্ধভাবের তূণীরকার উদ্ভূত হইয়া অধোক্ষজের বিলাসভূমি হইতে পারে।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

তাদৃশ প্রশান্ত হৃদয়ে অধোক্ষজের জন্য বেদনা (feeling) উপস্থিত হইলে আমরা অচিৎ জগৎ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া গুরুকৃপায় চিন্নিলাসের সন্ধান লাভ করি ও দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের রসিক হইতে পারি। সম্বোজ্জ্বল হৃদয়েই রসের আবির্ভাব হয়।

যাতীতা ভাবনাবর্ত্ম কৃতমৎকারকারিণী।
হৃদি সম্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে সা রসো মতঃ॥

বেদ, বেদোপকরণ বা বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া যদি হৃদয়ে রসের উদয় না হয়, সে বিদ্যাকে ধিক্।

শ্রুতমপ্যৌপনিষদং দূরে হরিকথামৃতাৎ।
যত্র নাস্তি দ্রবচিত্ত-কম্পাশ্রু-পুলকাদয়ঃ॥

ভগবান্‌ই বেদিতব্য বাস্তব বস্তু। যে বিদ্যা তাঁহার জন্য হৃদয়ে বেদনা (feeling) উপস্থিত না করে, সেই আত্মবিনাশকর বিদ্যার হস্ত হইতে তিনি সরস্বতী আমাদিগকে রক্ষা করুন, আমরা পরবিদ্যাপীঠের ছাত্র হইয়া যেন শুষ্কজ্ঞানে বিমূঢ় না হইয়া যাই।

মায়াবাদের বিভ্রান্তিমূলক শঙ্কর যে অপরোক্ষ বিদ্যার উপর নির্ভর করিয়া ব্যতিরেকমুখে বুদ্ধি-সংযোগ-দ্বারা ভগবান্‌কে বুদ্ধিগ্রাহ্য বস্তুবিশেষ মনে করিয়া সমাধিস্থ হইয়াছেন, সে সমাধিতে অধোক্ষজের জন্য হৃদয়ে বেদনা উপস্থিত না হওয়ায় তিনি আধ্যক্ষিকতার ভূমিকা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। বোধিসত্ত্ব বোধিদ্রুমতলে যে সমাধিতে সমাধিস্থ হইয়াছেন, উক্ত সমাধি তাঁহারই অন্যতম। আমরা তাদৃশ অবোধ বা বিদ্যাবদ্ধ হইতে চাই না। বোধাবহ আমাদের আদর্শ স্থানীয় হইলে উক্ত প্রকার উভয় সমাধির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া পূর্ব্বোক্তমে মধুস্রোতীরে হরিদাসের সমাধির অনতিদূরে বোধাবহ কুটীরে বসিয়া চটকপর্ব্বতের উপরিস্থিত গৌরবাধরের সেবাদ্বারা গোপীনাথের উন্নত উজ্জ্বল রসের সন্ধান পাইতে পারি।

যুগান্তিরং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥

এই গৌরবাণী পূর্ব্বোক্ত সমাধিদ্বয়কে বিদ্রূপ দিয়া আমাদের চিত্তে যে বেদনা উপস্থিত করে, আমরা সেই সুতীব্রবেদনাকে ব্রহ্মসুখানুভূতি অপেক্ষা কোটিগুণ শ্রেষ্ঠ মনে করি। গোবিন্দের জন্য যে-হৃদয়ে সেবাময়ী বেদনা উপস্থিত না হয়, সে হৃদয়ে যে সুখানুভূতির কল্পনা, তাহা কি সুখ? মদনের বিরহে ও সম্ভোগে যে বেদনা, তাহা মদনমোহনের বিরহ ও সম্ভোগের বেদনার সহিত সমান নহে। আমরা ব্রহ্মসুখানুভূতি হইতে দূরে থাকিয়া গৌরভক্তের আনুগত্যে গোবিন্দ-বিরহে হৃদয়ে বেদনা বা দুঃখ অনুভব করিতে পারিলেই পরম আনন্দ লাভ করিব। শ্রীবাস-অঙ্গনের শ্রীগৌরভক্তসেবিকা দুঃখীদেবীকে মহাপ্রভু 'সুখী' সংজ্ঞা দিয়াছিলেন। আমরা গোবিন্দ-বিরহদুঃখ হৃদয়ে ধারণ করিয়া "হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইব।

হে ব্রহ্মজ্ঞানি, দুঃখবিরহিত তোমার যে ব্রহ্মসুখের কল্পনা, তাহা অচিরেই দুঃখে পরিণত হইবে—প্রশান্ত-মহাসাগর উদ্বেলিত হইবে। বায়ুর অভাবে মজ্জমুনি এইরূপ প্রশান্ত-হৃদয়কে কৃষ্ণার্থে ব্যথিত করিয়া কপর্দ্দক হইয়াছেন।

আনন্দতীর্থমাত্মা সুখরসগাত্রা ধৃতির্দ্বীপঃ।
সংসারার্ণবতরণীং যদিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥

বেদনা-হীন সুখের কল্পনা মায়াবিচিত। বিপ্রলম্ভের সন্ধান না পাইয়া যাঁহারা সম্ভোগবাদকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তাঁহারা অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন করিতে পারেন না। আমরা ইহজগতেও দেখিতে পাই, শৈত্যের অভাবে উত্তাপ যন্ত্রণাদায়ক এবং উত্তাপের অভাবে শৈত্যও অপ্রীতিকর। একের অনুপস্থিতিতে অন্যের উপস্থিতি প্রীতিকর হয় না। জড় বৈজ্ঞানিক বলেন—

"Both coolness and warmth are delightful when they co-exist and neither of them is so when it exists apart by itself. Consequently both of them are painful in the absence of either. Moreover when hunger and food exist together, they are both delightful. But in the absence of food, hunger is painful and vice versa."

কিন্তু প্রেমময় ভূমিকায় সম্ভোগ ও বিরহ উভয়ই আনন্দদায়ক। সাযুজ্যমুক্তিতে বেদনার অভাবে সুখ 'দুঃখ'রূপে পরিণত হয়। কেহ কেহ বলেন, মুক্তির উদ্দেশ্য যে সুখদুঃখ হইতে নিবৃত্তি, তাহা একমাত্র প্রেমধামেই সম্ভব। কেননা প্রেমময় ভূমিকায় বিষয় ও আশ্রয় উভয়েই অন্যের সুখের জন্য জীবনপাত করিতেও আনন্দবোধ

করার প্রাকৃত সুখদুঃখের অবসর তথায় নাই। চেতনের বেদনা মিশ্রচেতন বা জড়ের বেদনার সহিত এক নহে।

ভারতভূমিতে হইল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥

পর-উপকার অর্থে মস্তিষ্ক-পরিচালনা-দ্বারা শ্রেয়ঃ অনুসন্ধান করিতে দিয়া নিজের ও অপরের আত্মবিনাশ নহে; পরন্তু কৃষ্ণসংকীর্ত্তন-দ্বারা যুগপৎ নিজের ও অপরের "চিত্তদর্পণ-পরিমার্জ্জন" সম্ভব। বিশুদ্ধচিত্তেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রাকট্য সম্ভব হয়। তাহাতে ভবদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণ আনুষঙ্গিকভাবে সংসাধিত হইয়া পরম শ্রেয়ঃ লাভ হয়।

কৃষ্ণকীর্ত্তনই বিদ্যাবধূর জীবন। মৃতবধূর হৃদয়ে বেদনা নাই, দেহে স্পন্দন নাই, ধমনে উচ্ছ্বাস নাই, নয়নে কটাক্ষ নাই, প্রাণে চেতনা নাই। মৃত নাস্তিকার ভাববিবর্জ্জিত অনিমেষ চাহনি নায়কের বৈরাগ্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু তাহার বিলাসের সহচরী হইতে পারে না। অচৈতন্য জড়শরীর অচিরেই পচিয়া যায় বলিয়া তাহার সদ্গতিই বিধেয় হইয়া পড়ে। আমরা এবিধ 'কৃষ্ণ-কীর্ত্তন'রূপ প্রাণহীন নিষ্কাম, নিষ্পন্দ ও অচেতন নিষ্কাম-বধূর আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনৈকজীবন পরবিদ্যাবধূর ঐকান্তিক আনুগত্যে কৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রভাবে সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইব। কৃষ্ণকীর্ত্তনের দ্বারা আনন্দের অম্বুধি ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। 'আত্মেন্দ্রিয়সুখ' ব্রহ্মানন্দের কৃষ্ণপ্রেমামৃতসিন্ধুর সহিত তুলনাই হইতে পারে না। কৃষ্ণসংকীর্ত্তনের দ্বারা পদে পদে পূর্ণ অমৃত আস্বাদিত হয় ও সেবাবৃত্তি উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইয়া সর্ব্বাত্মা স্নপিত হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুদেবের জয় হউক। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু জয়যুক্ত হউন।

প্রণতাং প্রণতাং নিত্যাং শ্রীগুরাং শ্রীগুরাং মুদা।
চিন্তয়াং চিন্তয়াং তৎকাশ্চৈতন্যচরিতামৃতম্॥

ওঁ হরিঃ ওঁ

বগুড়ায় শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ও শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহোদয়দ্বয়-সমভিব্যাহারে গত ২৩শে জুলাই (১৯৫৬) শুক্রবার প্রাতঃ ৬ ঘটিকায় শিয়ালদহ-ষ্টেশনযোগে দার্জ্জিলিং হইতে যাত্রা করিয়া বেলা ১২ ঘটিকায় শিলিগুড়ীতে উপনীত হন। শ্রীপাদ শ্রোতী মহারাজ, শ্রীধর মহারাজ, ব্রহ্মচারী সিদ্ধস্বরূপ বিদ্যাবাগীশ, সনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী (মিঃ গুপ্তসে), প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, প্রমথনাথ রায় প্রভৃতি সেবকবৃন্দ ২৩শে জুলাই বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে দার্জ্জিলিং হইতে ট্রেনযোগে রওনা হইয়া ঐ দিবস অপরাহ্ণ ৪৯ ঘটিকায় শিলিগুড়ী পৌঁছান এবং প্রভুপাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য রাত্রিতে শিলিগুড়ীতে অপেক্ষা করেন। শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারীজী ও শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় শিলিগুড়ীতে অপেক্ষা না করিয়া ঐ দিবসই (২৩শে জুলাই) নর্থ-বেঙ্গল এক্সপ্রেসে কলিকাতা রওনা হন। শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তবৃন্দ-সহ শিলিগুড়ী হইতে বেলা ১০।টায় ট্রেণে (শিলিগুড়ী-কলিকাতা-প্যাসেঞ্জারে) শান্তাহারে উপস্থিত হন এবং তথা হইতে গাড়ী বদল করিয়া সন্ধ্যা ৭-৪৮ মিনিটে বগুড়া ষ্টেশনে অবতরণ করেন। শিলিগুড়ী হইতে শান্তাহার-পথে হলদীবাড়ী, জোমাই, নীলকামারী, সৈয়দপুর প্রভৃতি ষ্টেশনে তত্তৎস্থানের বহু ভক্ত পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা আচার্য্য-পাদপদ্ম বন্দনা করিয়াছিলেন। বগুড়াষ্টেশন পূর্ব্ব হইতেই বিরাট জনতায় পরিপূর্ণ ছিল। সকলেই সমুৎকণ্ঠিতচিত্তে প্রভুপাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ট্রেণ বগুড়ায় পৌঁছিলে সহস্র সহস্র ব্যক্তির মুখে জয়ধ্বনি, শোলকরতাল ও ব্যাণ্ড প্রভৃতির বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইল। মুহুর্মুহুঃ তোপধ্বনি (Salute guns) দ্বারা আচার্য্যের শুভাগমনকে অভিনন্দিত করা হইতেছিল। অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে বাবু প্রভাসচন্দ্র সেন B. L. মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের কণ্ঠদেশ পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিলে বিপুল জনতা শ্রীল প্রভুপাদকে মধ্যে করিয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ষ্টেশনের বাহিরে লইয়া চলিলেন। তথায় সুসজ্জিত মোটর যান অপেক্ষা করিতেছিল। সর্ব্বাগ্রে সুসজ্জিত হস্তী, তৎপরে বিচিত্র পতাকা-হস্তে বহু ব্যক্তি

মহাশয় কীর্ত্তন করিতে করিতে যাইতেছিলেন। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদের অগ্রে ত্রিদণ্ডিস্বামিগণ সেনাপতির ন্যায় গমন করিতেছিলেন, সমস্ত পথই বিচিত্র আলোকমালায় বিভূষিত ছিল। শুনা গেল যে এরূপ বিরাট্ শোভাযাত্রা এত সমারোহের সহিত ইতঃপূর্ব্বে আর কোনদিন এখানে হয় নাই। ৪০০০ চারি হাজারেরও অধিক ব্যক্তির মধ্যে সহরের অধিকাংশ শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন। সকলেরই হৃদয় এক অপার্থিব আনন্দে পরিপ্লুত।

শ্রীল প্রভুপাদকে প্রথমে স্থানীয় হিন্দুসভাগৃহে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় পূর্ব্ব হইতেই একটি সভার ব্যবস্থা ছিল। শ্রীল প্রভুপাদ একটি বিচিত্র বস্ত্রাভরণ-বিমণ্ডিত সুদৃশ্য আসনে উপবেশন করিলে শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সান্যাল (হিন্দুসভার সভাপতি) মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশে পুষ্পমালা প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সান্যাল (হিন্দুসভার সেক্রেটারী) মহোদয় বক্তৃতার অধিবাসিবৃন্দের পক্ষ হইতে একটি অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন এবং একটি রৌপ্যাধারে (casket-এ) সংরক্ষণ করিয়া উহা প্রভুপাদের শ্রীহস্তে প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত ভক্ত শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রনাথ সরকার এম্-এ বি-এল্ মহোদয় একটি অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিলে শ্রীল প্রভুপাদ অনুমানিক-কাল একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় যে উত্তর-বঙ্গে আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিয়া উত্তরবঙ্গকে ধন্যাতিধন্য করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন এবং প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষ, অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত-বিচার-সম্বন্ধে একটি তুলনামূলক বিচার প্রদর্শন করিয়া অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃতের আলোচনাই আমাদের জীবনের একমাত্র ব্রতস্বরূপ হউক, ইহা শাস্ত্রযুক্তি-দ্বারা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন।

অতঃপর মহোপদেশক শ্রীপাদ ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী মহোদয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয়ের পরিচয় প্রদান করিলে তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে প্রস্তুবাণীর অনুকীর্ত্তন ও বক্তৃতাবাসি-সজ্জনবৃন্দকে প্রভুপাদের অভ্যর্থনার সুব্যবস্থার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

২রদে জুলাই শনিবার প্রাতঃ ৭—৯॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদ সমাগত বহু শুভানুধ্যায়ীসহ ধর্ম্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে এবং অপরাহ্ণ ৪—৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত আরও বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট "সম্বাধিদা"-শ্লোক অবলম্বনে ইতরতত্ত্বের অনিত্যতা ও পরমতত্ত্বের নিত্যত্ব-সম্বন্ধে এক ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

অপরাহ্ণ ৬ঘটিকা হইতে বিশেষকাল স্থানীয় অবৈষ্ণব প্রধানগণের বাসভবন (অবসর-প্রাপ্ত উকিল ও বক্তৃতা-ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর) শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সান্যাল মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনায় শ্রীল প্রভুপাদ সদলে তদীয় ভবনে শুভবিজয় করিয়া ভাগবত-তত্ত্ব-সম্বন্ধে বিবিধ যুক্তি-পূর্ণ বিচার কীর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকায় বক্তৃতা সাধারণ হিন্দু-সভার একটি বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় সর্ব্বাগ্রে শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি মহোদয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীমৎ সদানন্দ দাস ব্রহ্মচারীজী (আর্য্যাব তক হেরল্ড আপীল্ সেবক) এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজের পরিচয় প্রদান করিলে শ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞাক্রমে তাঁহারা দুইজন (শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ "শ্রৌতপন্থাঃ" এবং মিঃ সদানন্দ "Message of Freedom" সম্বন্ধে) প্রায় ১॥ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় জগতে হরিকথার অভাব এবং গৌড়ীয়-মঠের বৈশিষ্ট্য, তথা গৌড়ীয়মঠের ভাষা না বুঝিবার কারণ প্রভৃতি কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছিল।

বক্তৃতা, তৎপার্শ্ববর্ত্তী এবং দূরবর্ত্তী বহুস্থানের বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্তব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতায় শুভা-গমনকে অভিনন্দিত করিবার এবং তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিবার জন্য সাধারণকে শ্রবণসুযোগ দিবার জন্য প্রাণ-অর্ব্বুদ-যুক্তি-[illegible] যে সেবোৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয় ও ধন্যবাদার্হ। শ্রীভগবান্ ভুবাদাস্ত তাঁহার প্রিয়জনের প্রতি অকৃত্রিম সমাদর প্রদর্শন হইতে বিরত হইলে তৎস্থানের অধিবাসিগণের প্রতি পরম প্রীত হইয়া অজস্র কৃপাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেন; তাঁহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে 'ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি' বিতরণ

করেন। যে স্থানে ভগবৎপ্রিয়জনের আদর নাই, সেখানে কনিষ্ঠাধিকারিক, অনভিজ্ঞাধিষ্ঠিত, অচিরস্থায়ী সজ্জন-সমাজের বাসের নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়া থাকে। হরিপ্রিয়জনের আনুগত্য বর্জ্জন করিয়া হরিজনের অভিনয় কেবল আত্মবঞ্চনা-ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমরা বঙড়াবাসীর আচার্য্যোপাধ্যায়-সম্বর্দ্ধনার 'বেহাট' আয়োজনের বার্ত্তা-শ্রবণে পরমপ্রীত হইয়াছি। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সাহচর্য্যিকা-গিরিধারী তাঁহাদের উপর চিরপ্রসন্ন থাকুন, তাঁহারা ভগবদ্ভজনে দৃঢ়মতি লাভ করিয়া মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করুন, গৃহে গৃহে আচার্য্যের আনুগত্যে শুদ্ধ-হরিকীর্ত্তন-রোল উত্থিত হউক, সমস্ত লোকের অশেষবিধ বিনাশ করুক, ইহাই ভগবচ্চরণে আমাদের একান্ত প্রার্থনা। যাহাতে কখনও হয়—যেখানে বৈষ্ণব-কথা-শ্রদ্ধা-সাধুসঙ্গ প্রবাহিত না হয়, যে স্থান ভগবদ্ভক্তিপ্রজনের শ্রীচরণরেণু-স্পর্শ অভিব্যক্ত হয় না, যেখানে শুদ্ধহরিকীর্ত্তন-ভক্ত-মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান নাই সেখান ইন্দ্রলোক হইলেও সজ্জনগণের বাসের যোগ্য নহে—অতীব অপবিত্র স্থান। আমরা শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপা-প্রাপ্ত সর্ব্বশ্রী শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্র বাবুর স্বগৃহে সপার্ষদ শুদ্ধপাদপদ্ম-সেবা সম্পৎ লাভের সৌভাগ্যাতিশয্যকে সম্ভ্রমোদ্ভাবে অভিনন্দিত করিতেছি।

নিম্নে বক্তৃতার অভিনন্দন-পত্রখানি প্রকাশিত হইল :—

---

(১)

ভিদ্‌বিলাস পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তর-শত শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের

বগুড়ায় শুভপদার্পণোপলক্ষে

অভিনন্দন

হে আচার্য্যদেব !

যে করুণায় সমস্ত ভারতে তথা সমস্ত বিশ্বে আপনি ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণী প্রচার করিতেছেন, সেই করুণার ধারা চালিত হইয়া বগুড়াবাসী আমাদের মাঝে আপনার শুভাগমন সম্ভব হইয়াছে। আপনার প্রায় বহুতর শুভ-পদার্পণ আমাদের কোনও সুকৃতিতে সম্ভব হয় নাই, তবে সম্ভব হইয়াছে আপনার স্বভাবসিদ্ধ করুণায়। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত আছে—

যদ্যদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নাঞ্জসা কল্পতে ক্বচিৎ॥

শ্রেয়ঃ-পথ নির্ণয়ে অসমর্থ দীনচিত্ত গৃহী লোকদিগের নিত্যমঙ্গল-সাধনের নিমিত্তই মহদ্ব্যক্তিগণ তাহাদের নিকট গমন করিয়া থাকেন।

আপনার বগুড়া সহরে শুভ-পদার্পণকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত করিতেছি। আপনি ভুবন-মঙ্গল কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া নানা-প্রকারে জগতের প্রকৃত কল্যাণ-বিধানের প্রয়াস পাইতেছেন। মহাবদান্যাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মহাবদান্যতা কি এবং তদ্দ্বারা আমাদের কোন্ কোন্ সমস্যার সমাধান হইয়া যাইতে, তাহা না বুঝিয়া ভোগে লিপ্ত মানুষ আর্থিক, সামাজিক বা নৈতিক কর্ম্মকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে। আপনি তাহাদের নিকট অকাট্য ও শাস্ত্রসঙ্গত যুক্তি-দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছেন যে, একমাত্র ভগবদ্ভক্তিতেই সকল সমস্যার সমাধান হইয়া থাকে।

আজ আপনার কৃপায় সমগ্র ভারত, তথা পাশ্চাত্য দেশের মহাত্মজনগণ উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন যে, শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবাই প্রকৃত নিঃশ্রেয়স, তাই ভোগলিপ্ত পাশ্চাত্যের অধিবাসিগণের অনেকেই ভগবৎসেবা-সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া আপনার পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন। ইহা বাস্তবিকই আমাদের পরম গৌরবের বিষয়।

হে চৈতন্যবাণী-বিগ্রহ !

অদ্বৈতজ বিশ্বে পরম কৃপা করিয়া চৈতন্যবাণী স্বয়ং ও নিজ-শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণ-দ্বারা আচার-মুখে প্রচার করিয়া বিশ্বে এক নব জাগরণ আনয়ন করিয়াছেন। সাগরত-ধর্মই সনাতন জীবের ধর্ম ; কিন্তু তাহা কতকগুলি মনোধর্মীর অনাচারে শিক্ষিত সমাজে অনাদৃত হইতেছিল। আপনি আপনার তুলিকার সম্পদির দীপ্তালোকে তাহাদের কুশিক্ষাজন্যরাশি দূরীকৃত করিয়া প্রেমধর্মের উজ্জ্বলা বিধান করিয়াছেন, তাই আজ শিক্ষিত সমাজ বৈষ্ণব-ধর্মের পাবিত্র্য উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন।

আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইতেছি।

হে গৌরমনোঽভীষ্টপূরণকারিন্ !

গৃহমেধি-ধর্ম সংসারাসক্তির মূল, আর ঐশ্বর্য-সেবা গৃহাসক্তি ছেদনের উপায় ইহা জানাইবার জন্যই আপনি গৌড়মণ্ডল, ব্রজমণ্ডল ও ক্ষেত্রমণ্ডলে মঠমন্দিরাদি স্থাপন ও ঐশ্বর্য-পরিক্রমা প্রবর্তন পূর্বক ভগবানের পবিত্র লীলার কথা জীবকুলকে শ্রবণ-সৌভাগ্যের সুযোগ প্রদান করিয়া তাহাদের অশেষ সুকৃতি অর্জনের উপায় বিধান করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু একদিন যে সকল স্থানে শুভবিজয় করিয়া তাহা পূত ও ধন্য করিয়াছিলেন, অন্তর্দেশবাসী ইহা কালপ্রভাবে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল ; আপনি তাহা পুনরুদ্ধার ও চিরস্মরণীয় করিবার জন্য সেস্থানে শ্রীচৈতন্য-চরণ-চিহ্ন স্থাপন করিতেছেন।

শিক্ষাই মনুষ্য-জীবনের মূল ; কিন্তু যে শিক্ষা মানুষকে শুদ্ধিতর পথে পরিচালিত করিয়া তুলে, তাহা বেশি নাই। তজ্জন্য আপনি ঐহিক অপরা বিদ্যা শিক্ষা প্রদানের সঙ্গে পারমার্থিক শিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং বেদ-বিদ্যা-পীঠ স্থাপন করিয়া আর্য্য ভারতের প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতির পুনঃপ্রবর্তন করিয়াছেন।

হে সিদ্ধান্তসরস্বতীপ্রভুপাদ !

আপনি কর্ম, জ্ঞান ও অন্যান্য সাধন চেষ্টাতে ভগবৎসেবার উৎকর্ষ স্থাপন করিয়াছেন কিন্তু অকপট ভাবে অধোক্ষজের সেবার কথা জানা যায় না যতক্ষণ না মহাভাগবতগণ কৃপা বর্ষণ করেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে গাহিয়াছেন—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ।

নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের পদধূলির দ্বারা অভিষিক্ত না হওয়া পর্যন্ত গৃহব্রতগণের মতি সর্বানর্থনাশক, সর্বচিত্তাকর্ষক, চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে রতি লাভ করিতে পারে না।

তাই আমরা মহাবদান্য প্রভুর মহাবদান্য শক্তি-বিগ্রহের কৃপা প্রার্থনা করিয়া মস্তক নত করিতেছি।

(অগ্রিম) ৮ই শ্রাবণ, ১৩৪০ সাল

ভবদীয় কৃপাভিক্ষু বগুড়াবাসী হিন্দু সাধারণ পক্ষে—

শ্রীবৈদ্যনাথ সান্যাল	শ্রীগোবিন্দবন্ধু দত্ত	শ্রীগোলানাথ সান্যাল	শ্রীললিতমোহন সান্যাল
শ্রীরামরতন ধর	শ্রীঅশ্বিনীকুমার আচার্য্য	শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী	শ্রীমহেন্দ্রনাথ প্রামাণিক
শ্রীনরেশচন্দ্র দত্ত	শ্রীবৈদ্যনাথ চৌধুরী	শ্রীকামিনীমোহন চৌধুরী	শ্রীবটকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
শ্রীবসন্তকুমার ঘোষ	শ্রীগৌরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন	শ্রীনরেশচন্দ্র ভরদ্বাজ
শ্রীরমণীমোহন ধর	শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়	শ্রীঅশ্বিনীচন্দ্র মজুমদার	শ্রীজগবন্ধু ধর
শ্রীনগেন্দ্রনাথ সরকার	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার	শ্রীমহেন্দ্রলাল রায়	শ্রীযোগিনীমোহন রায়
শ্রীহরমোহন দত্ত	শ্রীযোগিনীমোহন নিয়োগী	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সেন	শ্রীহেমচন্দ্র মজুমদার
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ সান্যাল	শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	শ্রীগৌরীজনাথ সরকার	

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তর-শতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
দীনের কুটীরে শুভাগমনোপলক্ষে—
আত্মনিবেদন

পরমারাধ্য পতিতপাবন প্রভুপাদ!

আমার ন্যায় দীনাতিদীনের পর্ণ কুটীরে আপনার পদধূলি পতিত হইবে, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কিন্তু "মহতের স্বভাব এই তাঁহাতে পাষাণ। নিজ কার্য্য নাহি তবু যান তাঁ'র স্থান॥"—এই বাণীর সার্থকতা-সম্পাদনকল্পেই আজ দয়াল প্রভু তব ভবনে আপনার শুভবিজয়। আপনার শ্রীচরণকমলের অর্চ্চন করিবার উপযুক্ত উপাদান আমার নাই, কেবলমাত্র যে অহৈতুকী কৃপায় আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মে স্থান-প্রাপ্তির সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, উহাই একমাত্র সম্বল করিয়া আজ আপনার শ্রীচরণান্তিকে উপস্থিত হইয়াছি।

আমার ন্যায় দুষ্ট ঔন্মৈষ্ণব-ব্রত-শ্রী-যদ্যপি জীব যে, কোনদিন আপনার রাতুল চরণে স্থান পাইবে, ইহা ধারণাতীত ছিল। বাল্যের খেলাধূলা সাঙ্গ করিয়া শুভবিদ্যানুশীলনে অধিক দিন অতিবাহিত করিবার পর কর্ম্ম-জীবনে প্রবেশ করিয়া কেবল ইন্দ্রিয়ের সুখেই মত্ত ছিলাম; প্রকৃত ধর্ম্ম-জীবনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিবার প্রয়াস পাই নাই, উপরন্তু তথাকথিত বৈষ্ণব নামধারিগণের আচরণ দর্শন করিয়া জীবের একমাত্র সহজ ধর্ম্ম যে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম, তাহাতে বীতশ্রদ্ধ হইতেছিলাম। এমন সময় আপনার অহৈতুকী কৃপাবলে সংসারটা যে দুঃখবহ্নিচুল্লীর শ্মশান—প্রকৃত শান্তির পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র ত্রিতাপ যন্ত্রণাই যে বদ্ধ জীবকুলের একমাত্র প্রাপ্য, তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম এবং আপনার কৃপাবারি-প্রবাহ-দ্বারা আপনার শ্রীচরণ-প্রান্তে অপ্রত্যাশিতভাবে আকৃষ্ট হইলাম। তখন আপনার বাণীতে বেশ বুঝিতে পারিলাম যে,—

তত্রেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্‌বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥

মঙ্গলময় ভগবানের যাবতীয় বিধানই জীবের পক্ষে কল্যাণকর। দুষ্কৃত-জীবনের দুর্দ্দশা ও কষ্টভোগ্যতা, সাংসারিক আমোদপ্রমোদের হেয়তা প্রভৃতি উপলব্ধি করিয়া সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয়পূর্ব্বক হরিভজনই একমাত্র পরম ও চরম মঙ্গললাভের উপায়,—এই বিশ্বাসে আপনার শ্রীচরণাশ্রয়ের প্রয়াস পাইয়াছিলাম; কিন্তু জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার-ফলে ও আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে নানাপ্রকার অনর্থ ও সংশয় আমাকে আপ্রাণের অভিনয় করাইয়াছে মাত্র।

আপনি শ্রীচৈতন্য-বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীচৈতন্য-বাণী-ধারায় জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। আপনার বাণীতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি যে, বর্ত্তমানে ধর্ম্মের নামে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ, চিন্মাত্রবাদ, চিজ্জড় সমন্বয়বাদ প্রভৃতি মানব-মনীষাকে আবৃত করিয়াছে। গণমতের বিচারে বদ্ধজীবের প্রাকৃত-ভোগ-সর্ব্বস্বরূপ পরার্থিতাই পরমপ্রয়োজনরূপে গণ্য হইয়া থাকিলেও হৃষীকেশ-তর্পণরূপ শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনেই স্বার্থপরতা, পরার্থপরতা ও নিঃস্বার্থপরতার যুগপৎ অপূর্ব্ব সম্মিলনের কথা জানাইয়াছেন। আপনি সৎ শাস্ত্র ও সদ্‌যুক্তিরূপ অসিদ্বারা ঐসকল

ঈশবিমুখ মতবাদ ছেদন করিয়া চিদ্বিলাসবাদে পুরুষোত্তম-ঈশাদনাই আত্মিকতার প্রথম সোপান, ইহা প্রদর্শনপূর্বক ক্রমপথাশ্রয়ে বৃহদ্ভানু-নন্দিনীর আনুগত্যে ব্রজরসনাগরের সেবাই পরম শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমার পারম্পর্যে মহাজনানুগত্যই পরমার্থ-লাভের একমাত্র পথ—ইহা অভ্রান্ত করিয়া নানামতে নানা পথে পরমার্থ-সিদ্ধি হইতে পারে, এইরূপ অন্ধ ও ভ্রমপূর্ণ বিশ্বাসকে ভ্রমরে দোষণ করিলে প্রকৃত মঙ্গল হয় না—ইহা বুঝিতে পারিয়াছি।

হে পতিতপাবন প্রভো!

ভক্তভক্তি দুর্লভা; একমাত্র ভক্তসেবা-দ্বারাই ভগবৎপ্রীতি সম্পাদিত হইয়া থাকে। শ্রীগুরুদেব ভগবদ্বিগ্রহ-গুরু সেবক-ভগবান্ ইহা বুঝিতে পারিলেও যথার্থ আত্মসমর্পণের অভাবে আপনার মনোঽভীষ্ট-সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিতেছি না। আপনার নিকপট সেবক-মণ্ডলীর আদর্শ জীবন ও আচরণ দর্শন করিয়া যাহে মাহে আপনার সেবায় উৎসাহান্বিত হইলেও কর্মদোষে দুরাকৃষ্টেই পতিত আছি; আপনার নিত্য-জনগণের সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিলেই আপনার মনোঽভীষ্ট-সেবায় নিযুক্ত হইতে পারা যায়। কৃপাবলম্বনে শক্তিসঞ্চারিণী দীন পতিতকে আকর্ষণপূর্বক আত্মনিবেদনের যোগ্যতা ও সেবাধিকার প্রদান করুন—ইহাই আপনার শ্রীচরণ-প্রান্তে প্রার্থনা।

অযোগ্য দাসানুদাস—

নবদ্বীপ
৩রা ৮ই শ্রাবণ, ১৩৪৩

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ সরকার

চয়ন

['অমৃতবাজার পত্রিকা' ১৪ই জুলাই (১৯২৯)
যথাযথ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

RELIGIOUS LECTURES
GAUDIYA MATH PREACHERS AT RANGPUR

(From Our Own Correspondent)

RANGPUR, JULY 12.

Swami Sreedhar Maharaj and Pandit Siddha-Swarup Vidyabagish, delivered lectures on Wednesday and Thursday last in the local Town Hall on the "Gift of Sri Chaitanyadeb" and "Bhagabat Dharma" respectively before a large and respectable gathering presided over by Mr. P. C. De. I.C.S., District and Sessions Judge, Rangpur.

In course of their lectures the learned preachers appealed to the people to be mindful of the duty of their eternal life and not to be fully engrossed with the necessity of mortal life. The speakers observed that the solution and prospect of human life as given by Lord Chaitanya stand highest in the religious world which is confirmed by the Holy Bhagabat that gives a comparative study of all possible religious thoughts. The great scripture contains the real purpose of the Vedas and elucidates the Vedanta and declares unconditional devotion and love to the transcendental God as the 'summum bonum' of all souls.

Mr. De in his presidential address mentioned about the various beneficent activities of the Gaudiya Math in India and abroad, emphasised that he believed in the proselytising character of religion and had great hopes in the cultural conquest of the people of the world by the universal faith of Lord Chaitanya preached and propagated by the present Saint of Gaudiya Math.

—)o(—

['অমৃতবাজার পত্রিকা' ১৫ই জুলাই, ১৯২৯
সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

EVOLUTION OF BHAKTI
LECTURE AT LONDON GAUDIYA MATH MISSION

(From Our Own Correspondent)

LONDON, JULY 4.
(By Air Mail.)

The Gaudiya Math Mission held a reception on Thursday 2nd July afternoon at the Rubens Hotel in Buckingham Palace Road to hear

Dr Sambhunanda Das on how 'Bhakti' or devotion has been evolved from its rudimentary stage of a simple faith in God as is evident in the Vedas through the Upanishads and the Gita and by the introduction of the 'Pancharatrika system. Sir Atul Chatterjee was in the chair and those who congratulated the young Indian for his learned lecture included Lord Lamington, (who put a number of questions to the lecturer), Lady Chatterjee, Sir Miles and Lady Irving, Sir Ganen and Lady Roy, Dr Betty Heimann, Mr. Sorabji, the Parsee Barrister from Lahore, Dr. Hingorani, Dr. and Mrs D. N. Dutt Mrs. Mukherjee and Dr. S. C. Mehta.

According to Dr. Das, Bhakti consisted in meditation, sacrifice, worship and chanting the name of God respectively in the four epochs in the history of Indian theism. "The first book on Bhakti," Dr. Das continued, "which is now available is the famous Gita but it is nothing more than a primary on Bhakti. The Gita though speaks more of Bhakti than of the other systems of the time, yet it cannot be regarded as a complete book on Bhakti. The Gita seems to have been written at a time when Bhakti had passed the stage of Sraddha or simple faith and had reached a fairly advanced stage of Bhakti or exclusive devotion to God."

Dr. Das then demonstrated how the Vaishnavite schools of Visnuswami, Ramanuja, Madhva and Nimbarka contributed to the development of the philosophy of Bhakti in contrast to undifferentiated monism of Sankar, his predecessors and followers. The lecturer also observed that the said Vaishnava schools were more concerned with establishing the solid philosophy of Bhakti against Mayavadism (Sankar's undifferentiated monism) than developing devotionalism from the Bhakti-form of theism. So the devotionalism of the Bhagwata found its way not through any organised sect but through individual cases until the time of Sri Chaitanya of the 16th century. Dr Das concluded :— "The all-round development and perfection of philosophy of Bhakti is happily blended with devotionalism to the fullest extent only in the life of Sri Chaitanya and his Gaudiya Vaisnava sect. His contribution towards the psychology of devotionalism on the solid foundation of Bhakti-philosophy is perhaps supreme and unique in the religious history of the world."

Sir Atul Chatterjee complimented Dr. Das for his deep study of Indian as well as western Philosophy and his scientific treatment of the subject which attracted his personal admiration.

শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদ গত ২৮শে জুলাই রবিবার প্রাতে বক্তৃতা হইতে যাত্রা করিয়া শান্তিপুর হইতে আসাম-মেলে বেলা ১৷ ঘটিকার সময় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করেন। তাঁহার সহিত আছিলেন—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অরুণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী গোস্বামী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, উপদেশক আচার্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন-ভক্তিকুসুম ও শ্রীমৎ সদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী। শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্রমোহন পরকায় মহোদয় ও শ্রীপাদ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারীজী বক্তৃতা হইতে শান্তিপুর পর্যন্ত প্রভুপাদের অনুব্রজ্যা করিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃৎ শ্রীধর মহারাজ, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী বিদ্যাবাগীশ ও মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ক্ষণজন্মা ব্রহ্মচারী বক্তৃতায় অবস্থান পূর্বক প্রচার-কার্য্য করিতেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ দিবস-ষট্‌ক গৌড়ীয়মঠে অবস্থানপূর্বক আশ্রিত ভক্ত ও সমাগত শুভানুধ্যায়ী সজ্জনবৃন্দ-সমীপে হরি-কথা কীর্ত্তন করিয়া অদ্য (১৮।৩৬) ৯টার সালসোনা-ঘাট প্যাসেঞ্জারে কৃষ্ণনগর যাত্রা করিলেন। তথায় রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণকুটীরে অবস্থান করিয়া তথা হইতে আগামী কল্য তাঁহার শ্রীধাম মায়াপুরে শুভবিজয়ের কথা আছে। তাঁহার অনুব্রজ্যা করিয়াছেন—মঃ মঃ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ, মহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিসুধাকর, শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীযুক্ত বিনয় কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিকেতন।

১৫শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৩শে শ্রাবণ, ১৩৪৩, ৮ই আগষ্ট, ১৯৩৬ { ২য় সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ধর্ম্ম-সম্বন্ধে মতামত-প্রকাশের অধিকার

আজকাল বিদ্বান্, অল্পাভিমানী ও অল্পতন্ত্রের লোকও পরমার্থ-সম্বন্ধে মতামত প্রদান করিবার পক্ষে 'স্বয়ংসিদ্ধ কাজী' হইয়া পড়িয়াছেন। জগতে বহির্ম্মুখ লোকের সংখ্যাই সাধু অপেক্ষা বহুগুণ অধিক জন। এইরূপ সংখ্যার আধিক্য ও গণতন্ত্রের প্রাবল্যের যুগে বিদ্বদ্গণের মধ্যে যাঁহারা অধিক 'এ, বি, সি, ডি' বা অনুস্বার বিসর্গের প্রাকৃত পাণ্ডিত্য-প্রতিষ্ঠা কিংবা বাগ্‌বৈখরীকালোদ্ঘোষিতে নিপুণ, তাঁহারাই পরমার্থরাজ্যের প্রামাণিক হইয়া দাঁড়াইতেছেন। ধর্ম্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনায় তাঁহাদের কতটুকু অধিকার আছে, তাহা গুণন না করিয়াই তাঁহারা ধর্ম্ম-সম্বন্ধে 'সর্ব্বজনমতা' মতামত প্রদান করিয়া থাকিতেছেন। এ জাতীয় লোকের অস্তিত্বই আজকাল নূতন নূতন যুগাবতারের স্রষ্টা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে খুব সরল ছিলেন। শুনিয়াছি, ঠাকুর শ্রীযুত ভক্তিবিনোদকে তিনি বলিয়াছিলেন, পরমেশ্বর-সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করাকে তিনি বীভৎস মনে করেন, কারণ তিনি যে বিষয় নিজে জানেন না, সে বিষয়ে কোন কথা বলিলে যদি সত্যসত্যই একজন পরমেশ্বর থাকিয়া থাকেন, তাহা হইলে পরমেশ্বর সম্বন্ধে বিপরীত মতামত প্রকাশ করার জন্য তাঁহাকে (বিদ্যাসাগর মহাশয়কে) পরমেশ্বর কঠোর শাস্তি দিবেন। এজন্য তিনি

ধর্ম্মের উৎকর্ষ-সম্বন্ধে নীরব। বাস্তবিকই যাহার যে বিষয়ে অধিকার, তাহার বহির্ভূত কার্য্য করিতে গেলে তাহাকে লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হয়। বিশেষজ্ঞঃ পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষায় বলিতে গেলে "ঈশ্বরের নিকট বহু জুতা খাইতে হয়।" মায়ার তাড়নায় কর্ম্মমার্গে সর্ব্বত্রই 'ঈশ্বরের জুতা'।

ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা-সমালোচনা

গত ২৮শে জুলাই তারিখের "অমৃতবাজার-পত্রিকা"র (কলিকাতা-সংস্করণ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের 'Evolution of Hindu Religion' বিষয়ে বক্তৃতার একটি মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে। উহা অনেকদিন পূর্ব্বে পড়িয়াছি; তবে আমরা অদ্য তৎসম্বন্ধে যাহা দু'একটি বিষয়ের আলোচনা করিব।

ঐ বক্তৃতার সংবাদ-দাতা লিখিয়াছেন—

"Professor Majumdar traced the beginnings of the Hindu religion, particularly the worship of Siva and Sakti to the Third Millenium before Christ, on the basis of the finds at Mahenjodaro."

অধ্যাপক মজুমদার মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কৃত প্রধানাবলীর ভিত্তিমূলে হিন্দুধর্ম্মের আদি, বিশেষতঃ শিব ও শক্তি-পূজার প্রারম্ভ খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এতৎসম্বন্ধে কিছুদিন পূর্ব্বে 'অমৃতবাজার-পত্রিকা'য়—"The Pre-vedic Religion of India—what the Discoveries at Harappa and Mohenjodaro prove" শীর্ষক প্রবন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত হইল—

"But the cult of the mother-goddess is nowhere so wide-spread or deep-rooted as in India. * * * The existence of this cult among the Pre-Aryan Tribes and its popularity among the primitive peoples indicates its Non-Aryan character: and the most curious thing is that in the rituals of the goddess the Parishs and not the Brahmins take the leading part." (Amritabazar, 8-pt. 17th. 1933, PP. 40-41)

"Iconography of Durga" শীর্ষক প্রবন্ধাংশের যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"In India the worship of the mother-goddess dates from very ancient times. It was however not prevalent among the vedic Aryans. * * * It was for this reason that we do not find in the vedas even the slightest hint of any female deity who can approach in conception the mother-goddess of the late Pauranik Pantheon." (Amritabazar, Sept. 17th. 1933, PP. 40)

তাৎপর্য্যানুবাদ—বিশ্ব শক্তিপূজাবাদ ভারতে যেরূপ বহুল বিস্তৃত এবং বদ্ধমূল, অন্যত্র সেইরূপ নহে। * * এই প্রকার রীতি আর্য্য-পূর্ব্ব আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে বিশেষ আদৃত ছিল, ইহা হইতেই শক্তিপূজার অনার্য্য-ভাব প্রমাণিত হয়; ইহার আর একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, এই প্রকার দেবীর পূজাস্থানে পারিষ (চণ্ডাল-জাতি?) প্রভৃতি 'নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণই অগ্রণী, ব্রাহ্মণগণ নহেন।—'অঃ বাঃ পত্রিকা', ইং ১৭।৯।৩৩, ৪০-৪১ পৃঃ

শক্তিপূজা বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহা কিন্তু বৈদিক যুগের আর্য্যগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। এই জন্যই আমরা পরবর্ত্তী পৌরাণিক দেবতা-শ্রেণীর মধ্যে মাতৃকা'পত্নী দেবতা আরাধনার ইঙ্গিত বেদে খুঁজিয়াও দেখিতে পাই না।—'অঃ বাঃ পত্রিকা', ইং ১৭।৯।৩৩, ৪০পৃঃ

গত ৪ঠা আগষ্ট (১৯৩৩), তারিখের কলিকাতা-সংস্করণ অমৃতবাজার পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রাগ্‌বৈদিকযুগে আর্য্যগণ অনার্য্যগণের নিকট হইতে তাহাদের উপাস্য-দেবতা গ্রহণ করেন নাই। তিনি আরও বলেন যে, মহেঞ্জোদারোর সভ্যতা অপেক্ষা বেদ অধিকতর প্রাচীন এবং রুদ্র একজন বৈদিক দেবতা। বসন্তবাবু শক্তি-উপাসনার সম্বন্ধে নীরব। তাহা হইলে কি শক্তিমূর্ত্তির উপাসনা আর্য্যোচিত ও বৈদিক নহে?

ডক্টর মজুমদারের বক্তৃতার মর্ম্মে আরও প্রকাশ—

"By the identification of Krishna with Vedic God Vishnu, it was reclaimed within the orthodox fold, and by the addition of the stories of the early life of Krishna among the cowherds and his amorous sports with the Gopies, particularly, Radha, it was gradually transformed into modern Vaishnavism. The cowherd elements were, however, absent in the Vaishnavism of southern India.

তাৎপর্য্যানুবাদ—বৈদিক বিষ্ণুর সহিত শ্রীকৃষ্ণের একত্বনির্দ্দেশ-দ্বারা তাঁহা সনাতন ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল এবং রাখাল-বালকগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা এবং গোপীগণ বিশেষতঃ শ্রীরাধার সহিত তাঁহার প্রেমকৌতুকের কাহিনী-সংযোগে ইহা ক্রমশঃ আধুনিক বৈষ্ণবধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যে কিন্তু গোপাল-সম্বন্ধীয় কোন কথা নাই।

শ্রীরাধাগোবিন্দ-ভজন ঐতিহাসিক, রূপক, আধ্যাত্মিক বা অশ্লীল নহে

আমরা ডক্টর মজুমদারের যুক্তির সূত্র অবলম্বন করিয়াই বলি,—যেমন মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কারের পর হিন্দুধর্ম প্রাগ্‌বৈদিক যুগেও বিশেষ পরিবর্তিত আকারে অস্তিত্ব সংরক্ষণ করিয়াছিল, জানা গিয়াছে; কিন্তু উক্ত আবিষ্কারের পূর্বে ঐরূপ অনুমান অপ্রামাণিক বলিয়াই অনেকের মতাধীন ছিল, আধ্যাত্মিক সম্প্রদায়ের শ্রীকৃষ্ণোপাসনা সম্বন্ধে মতও তদ্রূপ অর্বাচীনতাপূর্ণ বা সংশয়াধীন। ভাগবতধর্ম ও রাধাগোবিন্দোপাসনা প্রাগ্‌-বৈদিকযুগের পূর্বেও তত্তদধিকারী ব্যক্তিগণের অনুশীলনীয় ব্যাপার ছিল। বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যদেব তাহাই পুনঃ-প্রকাশিত ও বিবর্ধিত করিয়াছেন। কৃষ্ণ মূল-তত্ত্ব বা অবতারী—এই ধারণা প্রাগ্‌বৈদিক যুগেও অবস্থিত ছিল। বদরিকাশ্রমে, গুরুক্ষেত্রে ও নৈমিষারণ্যে যথাক্রমে ভাগবতের যে প্রবন্ধ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাই পরবর্তি-কালে তদনুযোগযোগী ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়; কিন্তু ইহাদের মূল আকর-গ্রন্থ প্রাগ্‌বৈদিকযুগেও অস্তিত্ব সংরক্ষণ করিয়াছিল। যুগোপযোগী ভাষার অধিক প্রচলন হওয়ায় প্রাগ্‌বৈদিক যুগের আকর-গ্রন্থসমূহ বিলুপ্ত হয়। এরূপ বিলুপ্তি কিছু অস্বাভাবিক নহে। ইহার ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, মধ্যযুগীয় অনেক গ্রন্থ এখন আর কোথাও পাওয়া যায় না। শ্রীরামানুজ ও নিম্বার্ক প্রভৃতি মধ্য-যুগীয় আচার্যগণ যে সকল বেদশাখা ও শ্রুতিগ্রন্থের নাম ও তাহাদের বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা এখন কোথাও দৃষ্ট হয় না। কে জানে, মহেঞ্জোদারো অপেক্ষাও প্রাচীনতর কোনও স্থানের আবিষ্কার অধিকতর প্রাচীন, প্রাগ্‌বৈদিক যুগের ধর্মজগতের মূলাধার ইতিহাসের সূত্র উদ্ঘাটন করিয়া দিবে কি না?

বিগ্রহপূজা অর্চা ও অর্চনের মধ্য দিয়া সর্বসাধারণে প্রকাশিত; কিন্তু শ্রীরাধাগোবিন্দ-উপাসনা ভজনগত, তাহাতে অর্চা-মূর্তি অপেক্ষা ভাবলেখার কথাই তত্তদধিকারিগণ অধিক বিচার করিয়াছেন। কাজেই যে রাধাগোবিন্দ-উপাসনা কেবলমাত্র বিশিষ্ট অধিকারী এবং পরম মুক্ত পুরুষগণের হৃদয়ের গুহ্যতম সম্পত্তি, তাহা ঐশ্বর্যবিচারপর ও সর্বশ্রেষ্ঠীর অধিকাংশ উপযোগী বিগ্রহপূজার ন্যায় সর্বসাধারণে প্রকাশিত হয় নাই। কেবলমাত্র শ্রীরাধা-গোবিন্দ-বিলসিত-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব জগতের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া সেই বিশিষ্ট উপাসনাটি জগতে প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু সেই উপাসনাকেও অনধিকারী এক বুদ্ধিতে আর এক বুদ্ধিরা কেবল জগতে বৈষ্ণবধর্মের নামে ব্যভিচার-স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল।

দক্ষিণভারতে গোপালমূর্তির উপাসনা

ডক্টর মজুমদারের বক্তৃতার মর্মে প্রকাশ যে, গোপাল-রূপে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা দক্ষিণভারতের বৈষ্ণবধর্মে নাই। ডক্টর মজুমদারের এই উক্তিও সর্বতোভাবে সমর্থন-যোগ্য নহে। কারণ শ্রীমদ্ভাচার্য বাদরী বদরের নিকট সমুদ্রোপকূলে (পরবর্তিকালে 'বদরীশ্বর' নামে পরিচিত) গোপীচন্দনের খণ্ড হইতে যে শ্রীকৃষ্ণমূর্তি পাইয়াছিলেন, তাহা গোপবালক-মূর্তি—নবীনগোপাল, হস্তে দধিমন্থন-দণ্ড ও মন্থন-রজ্জুযুক্ত গোপালমূর্তি। এখনও উডুপীতে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে এই মূর্তি বিরাজিত ও নিত্য-পূজিত। শ্রীমদ্ভাচার্য এই মূর্তি প্রাপ্ত হইয়া যে সুমধুর "দ্বাদশস্তোত্র" রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেও আচার্য বলিতেছেন,—

"দেবকী-নন্দন নন্দ-কুমার বৃন্দাবনাঙ্কন গোকুলচন্দ্র।
কন্দর্পলালন সুন্দরতনু বন্দিত-গোকুল-বন্দিত-পাদ॥"

উড়ুপীর অষ্টমঠের সন্ন্যাসিগণের শ্রীকৃষ্ণপূজা-পদ্ধতি

শ্রীমদ্ভাচার্যের চরিত-লেখক পদ্মনাভাচার্য মহাশয় শ্রীমদ্ভাচার্য-প্রতিষ্ঠিত গোপালমূর্তি শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

* The monks who take charge of Sri Krishna by rotation, are so many Gopees of Brindaban, who moved with and loved Sri Krishna with an indescribable intensity of feeling and are taking re-birth now for the privilege of worshipping Him. These works conduct themselves as if they are living and moving with Sri Krishna Himself. * * Sri Krishna presiding here being a boy, they fed him in the

forced on with choice offerings. (Life of Sri Madhvacharya by C. M. Chapter XIII. P. P. 143 and 145.)

মর্ম্মানুবাদ—উডুপীর অষ্টমঠের যে সকল সন্ন্যাসী পর্য্যায়ক্রমে শ্রীকৃষ্ণের সেবাভার গ্রহণ করেন, তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনের অষ্ট (?) গোপীর অনুকরণে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। যে সকল বৃন্দাবনীয় গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহচরী ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে অনির্ব্বচনীয় গভীর অনুরাগের সহিত সেবা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই (তাঁহাদের সেবা-বুদ্ধির আধুনিক প্রকাশ) যেন বর্ত্তমান-কল্পে শ্রীকৃষ্ণের সেবার সুযোগ-লাভের জন্য পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতেছেন। এই সকল সন্ন্যাসীর আচরণে বোধ হয়, যেন ইঁহারা সত্যসত্যই শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাস ও চলাফেরা করিতেছেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ বালক; সুতরাং তাঁহারা পূজান্তে (মাধ্যন্দিনী প্রভৃতি) গোপালোচিত নৈবেদ্য শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন করাইয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যপ্রচারিত শুদ্ধভক্তি ও শ্রীরামানন্দ-কবিরাদির বিদ্ধভক্তিবাদ কি এক ?

ডক্টর মজুমদার "Purer faith of sincere devotionalism, as was preached by Chaitanya, Ramananda and the famous disciples of the latter, such as Kabir and others" প্রভৃতি উক্তিতে শ্রীচৈতন্য এবং রামাইৎসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক রামানন্দ ও তাঁহার শিষ্য কবীর প্রভৃতিকে 'অদ্বৈতব-ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচারকারী' বলিয়া এক পংক্তিতে স্থান দিয়াছেন। সংস্কারবাদ ও তৎসহ পরবাদের ভয়ডঙ্কা বাজাইয়া কৈতবপূর্ণ ভক্তি ও অদ্বৈতব ভক্তিকে যাঁহারা এক পংক্তিতে স্থান দিতে প্রস্তুত নহেন, নব্য ধূসধর্ম্ম-প্রচারকারিগণ তাঁহাদিগকেই বর্ণোন্মত্ত ও গোঁড়া বলিতে চাহিবেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যদেবের অপেক্ষা ভক্তিশাস্ত্র-বিষয়ে ডক্টর মজুমদারকে কি অধিক প্রামাণিক বলা যাইবে? শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকে "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং" বাক্যের টীকায় জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন,—'প্র'-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।' রামাইৎসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক রামানন্দস্বামী শ্রীরামানুজের ভক্তিসিদ্ধান্ত হইতে পার্থক্য স্থাপন করিয়া যে ভক্তিবাদ প্রচার ক'রেছিলেন, তাহাতে মুক্তির স্পৃহা আছে, এরূপ বলিয়াই শ্রীচৈতন্যদেব অদ্বৈতব ভক্তি বা শুদ্ধভক্তি বলেন নাই। রামানন্দের ভক্তি 'বিদ্ধভক্তি', আর রায় রামানন্দের ভক্তি 'শুদ্ধা-প্রেমভক্তি', এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, রামাইৎসম্প্রদায়ে 'রামদাস' নামক একব্যক্তি যখন নীলাচলে শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে অধিক আদর করেন নাই—

"রামদাস বলি প্রথম প্রভুরে মিলিলা।
মহাপ্রভু অধিক তাঁরে কৃপা না করিলা॥
অন্তরে মুমুক্ষু তেঁহো বিদ্যা-গর্ব্ববান্।
সর্ব্বজ্ঞ-জ্ঞানী প্রভু—সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্॥

(চৈঃ চঃ অঃ ১৩।১০৯, ১১০)

শ্রীরামানন্দ কৃত "বৈষ্ণবমতাব্জ-ভাস্কর", "রামানন্দ-দোহাবলী", "রামানন্দ-অষ্টোত্তরশত" প্রভৃতি রামানন্দ-সম্প্রদায়ের গ্রন্থের তাৎপর্য্য হইতে রামানন্দকে 'প্রচ্ছন্ন অদ্বৈতবাদী' বলিয়াই জানা যায়। হিন্দী 'ভক্তমাল'-কার নাভাজী ও রামানন্দ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"নমঃ আচার্য্যবর্য্যায় রামানন্দায় ধীমতে।
মোক্ষমার্গপ্রকাশায় চতুর্ব্বর্গপ্রদায় চ॥

(নাভাজী-কৃত ভক্তমাল)

কর্ডুইন সাহেব প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের লেখনীও রামানন্দকে যেন কতকটা অদ্বৈতবাদী বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। কবীরের কতকগুলি উক্তির মধ্যে স্পষ্ট নির্ব্বিশেষবাদ আছে বলিয়া প্রচ্ছন্ন নির্ব্বিশেষবাদী রামানন্দী-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ বলেন যে, নির্ব্বিশেষবাদী কবীর কবীরপন্থিদলের প্রবর্ত্তক। আর পূর্ব্ববর্ত্তী কবীর বা রামকবীর আর এক ব্যক্তি; তিনি রামানন্দীয় বৈষ্ণব। যাহা হউক, কবীর একজনই হউক আর দুইজনই হউক, পরং রামানন্দের মতবাদেই চরমে মুক্তিস্পৃহার স্থান পাওয়া যায়; উহা শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিচারে কৈতবযুক্ত ভক্তি বা বিদ্ধভক্তি। ঐরূপ ভক্তিবাদ হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের বিচার সম্পূর্ণ পৃথক্। ডক্টর মজুমদার ঐ সকল পার্থক্য চিন্ময়-সমন্বয়বাদের পরাক্রমের বশে দিয়া বোধ হয় ধরিতে পারেন নাই। কারণ, ঐ প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি চিন্ময়-সমন্বয়বাদেরই জয় গান করিয়াছেন এবং

শতবার্ষিকী সংখ্যাতেও সেই অবদান ধরিত হইয়াছে। অন্ধকূপকক্ষাদুষ্টনরঘ্নী ভক্তির রাজ্যে প্রবেশ না করিয়া কেবল ঐতিহাসিক আধ্যাত্মিকতার দ্বারা ভক্তির ইতিবৃত্ত যাচিতে গেলে ঐরূপ বিষর্ত্তে পতন কিছু অস্বাভাবিক নহে।

শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার শিক্ষাসম্বন্ধে মাননীয় স্যর সরকার

গত ১২শে জুন, (১৯০৮), তারিখের দিল্লী হইতে প্রকাশিত "Roy's Weekly" নামক এতদ্দেশীয় ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকায় মাননীয় স্যর এন্, এন্, সরকার কে, সি, এস্, আই "Chaitanya and His Teachings" শীর্ষক প্রবন্ধে যে সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাও শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর যাথার্থ অনুশীলনের অভাবে বিকৃত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। গত ২০শে জুলাই (নবীনা-সংস্করণ) তারিখের দৈনিক নবীনাপ্রকাশের সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাহার বিস্তৃত সমালোচনা হইয়াছে।

উক্ত প্রবন্ধে আধ্যাত্মিক ধারণার কতিপয় ভ্রান্ত বিচার-ধারাও ঐতিহাসিক ও নানাপ্রকার সিদ্ধান্ত-বিরোধ প্রবিষ্ট হইয়াছে। প্রথমতঃ উহাতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব-কাল ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দ বলিয়া উক্ত হইয়াছে; বস্তুতঃ তাঁহার আবির্ভাবকাল ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী বা ১৪০৭ শকাব্দের ২৩শে ফাল্গুন।

প্রসঙ্গক্রমে উক্ত প্রবন্ধে যে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহারও অভ্যুদয়কাল শ্রীচৈতন্যদেবের অনেক পরে —তাহা ১৪৬৭ খৃষ্টাব্দের পরে হইবে।

উক্ত প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, শ্রীচৈতন্য যে পরিবারে আবির্ভূত হন, সেই পরিবার রাধাকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন। বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি তদানীন্তন প্রামাণিক গ্রন্থ-পাঠে জানা যায় যে, জগন্নাথ মিশ্রের গৃহদেবতা বিষ্ণু ছিলেন; রাধাকৃষ্ণ নহেন।

উক্ত প্রবন্ধে বিশ্বরূপের অন্তর্ধান স্থান যাজপুরে শ্রীহট্টের নিকটবর্ত্তী বলিয়া লিখিত হইয়াছে, কিন্তু বিশ্বরূপ সন্ন্যাসলীলা প্রকাশ করিয়া 'শঙ্করারণ্য'-নামে খ্যাত হন এবং নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে বোম্বাই-প্রদেশের সোলাপুর জেলার অন্তর্গত 'পাণ্ডুরঙ্গপুর' বা 'পাণ্ডরপুর' নামক স্থানে ভীমানদীর তীরে সমাধিস্থ হন। সোলাপুর হইতে ২৮ মাইল পশ্চিমে পাণ্ডরপুর। ১৪৩৩ শকাব্দে শ্রীচৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিতে করিতে পাণ্ডরপুরে আসিয়া অবস্থানকালে তথায় শ্রীরঙ্গপুরীর নিকট বিশ্বরূপের নির্য্যাণের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তৎকালে পাণ্ডরপুর একটী প্রসিদ্ধতীর্থ ও বহু সাধু-বৈষ্ণবের অধ্যুষিত ভূমি ছিল। সাধু তুকারাম এই স্থানে ছিলেন —(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৯ম পরিচ্ছেদ ২৮২-৩০০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।)

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ কি অশ্লীল ?

মাননীয় সরকার মহাশয় রাধা ও কৃষ্ণের প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন,—

"The briefest and best way is to give a quotation from Pandit Sivanath's book.—"In the Haribansa and Vishnu Puran there is a tendency to use the name of Krishna as corrupting the morals of men, though under more or less decent veils. But the Bhagabat Puran throws aside every kind of mask in the most shameless manner and attempt to Sanctify debauchery."

মাননীয় সরকার মহাশয়ের বহুমানিত ঐক পণ্ডিত শিরোমণির অজ্ঞতা ও কলঙ্কিত জিহ্বার অপবিত্র উক্তিকে আমরা 'পাণ্ডিত্য' বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না। শ্রীমদ্ভাগবত মৈরুক-লীলা কথা আলোচনার প্রারম্ভেই প্রতি পদে "অধোক্ষজ" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। পণ্ডিত শিরোমণির পাণ্ডিত্য এই "অধোক্ষজ" শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে নাই বলিয়াই শ্রীমদ্-ভাগবতের কৃষ্ণ-লীলা-বর্ণনকে তিনি চরিত্রহীনতার প্রশ্রয়, এমন কি চরিত্রহীনতাকে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে পবিত্রতা বলিয়া প্রতিপাদনের চেষ্টা বলিতে চাহেন।

ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায়, আর্য্য-সমাজের প্রবর্ত্তক দয়ানন্দ সরস্বতী কিংবা ঔপন্যাসিক বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি জাগতিক প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তিগণের পাণ্ডিত্য এবং মনীষাও শ্রীমদ্ভাগবতের বাস্তবসত্য-গ্রহণে অসমর্থ হইয়াছে; কাজেই পণ্ডিত শিরোমণির মেধা যে ভাগবতের বিচার বুঝিতে পারে নাই, ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে।

দৈনিক বসুমতীপ্রকাশে প্রতিবাদ

দৈনিক বসুমতীপ্রকাশের সম্পাদকীয় স্তম্ভে ইহার বহু যুক্তিমূলক প্রতিবাদ করিয়াছে। উক্ত পত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভ সত্য-সত্যই বলিয়াছেন—

"আমাদিগের মধ্যে "Mother India"র লেখিকা মিস্ কাথেরিন মেয়োকে নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠীর পণ্ডিতম্মন্যগণের অবস্থা কি তাহা অপেক্ষাও হীন নহে? মিস মেয়ো বিদেশীয়া; বোধ হয়, এই শ্রেষ্ঠীর পণ্ডিত হইতে ভারতের তথ্য আবিষ্কার করিয়াই তিনি ঐ প্রকার গ্রন্থে পণ্ডিতা হইয়াছেন। শিরোমণি মহাশয় আধ্যাত্মিক বিচারাবলম্বনে যে অনর্থে পণ্ডিত হইয়াছেন, তাহাতে আধিদৈবিকাদি ক্লেশত্রয় অবশ্যই বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে।

সম্প্রতি বাঙ্গিংহি-সম্প্রদায়ের গুপ্ত-লাম্পট্য কৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গেই বিবৃত হয়, ইহাতে ইহাঁরা আশ্চর্য্য না হইবার কি প্রমাণ আছে? চিকিৎসা-শাস্ত্র যদি নির্লজ্জভাবে মানব-শরীরের আবৃত অঙ্গসমূহের চর্চ্চা বন্ধ না করিতেন, যদি সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার আবৃতাঙ্গ-সমূহের বর্ণন-শ্রবণাদি পরিহার করিবার যোগ্যতা থাকিত এবং সেইগুলি নির্লজ্জভাবে লিখিত বা চরিত বা পরিলক্ষিত না হইত, তাহা হইলে বর্ত্তমান জাগতিক সর্গ চিরদিনের মত লুপ্ত হইত। ভাগবত যদি কোন্ জীবের অন্তর্নিহিত কামবেগের একমাত্র ঔষধি প্রস্তুতের প্রণালী বুঝাইয়া না দিতেন, তাহা হইলে কৃষ্ণবর্ণের জ্ঞান-প্রবৃত্তি দাপরের একমাত্র লোপ হইয়া যাইত। শ্রীমদ্ভাগবত কিছু লাম্পট্যবর্দ্ধনের জন্য দুশ্চরিত্রতা, দুর্নীতি-বৃদ্ধির উদ্দেশে লিখিত গ্রন্থ নহে। উহা 'বিদ্যাসুন্দর' বা কালিদাসের 'কুমার-সম্ভবে'র বিহার-বর্ণনের ন্যায় পরিবর্জ্জনীয় কাব্যগ্রন্থ নহে। ইহা এক এক বৃক্ষতলে এক এক রাত্রের সৌখ্যলব্ধ ও পরদিবসীয় সেই বৃক্ষতলাশ্রয়-বিস্মারী মহাজনগণের একমাত্র আশ্রয়-স্থল। পরমহংসের একমাত্র ধ্যানগ্রন্থকে এইরূপভাবে কোন সংস্কৃত-অভিজ্ঞ ব্যক্তি গর্হিত করিতে পারেন, তাহা আমাদের ধারণাতীত নহে। রাজা রামমোহন প্রভৃতি আধ্যক্ষিকগণ অধোক্ষজ ভাগবত-তত্ত্বে প্রবেশাধিকার না পাইয়া—অপরিণতবুদ্ধি শিশুর চিত্তাশ্রোতে যে ধর্ম্মতে আঘাত দিয়াছেন, তাহারও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় না। যাহারা আত্মকলঙ্ক গোপন রাখিবার অভিলাষী হইয়া ছিদ্র খুঁজুক বা না খুঁজুক, পরহিত্রত অন্বেষণ করে, তাহাদের যুক্তির বহরকে প্রত্যেক ব্যক্তিই ঘৃণিত বলিতে পারে। ভাগবতের "শুশ্রূষোপযোগপরিনোত্তাচিরেণ ধীরঃ" ও "নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথাঽরুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্।" প্রভৃতি শ্লোকগুলি শিরোমণি মহাশয়ের নয়নসম্মুখে ভাসমান না থাকায় ঐরূপ অকীর্ত্তিপসার বিশ্বসমাজকে কলুষিত করিয়াছে। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণের সহিষ্ণুতা-সহকারে ভাগবত অধ্যয়নের অভাব-হেতু যে হঠকারিতা ও অবিমৃষ্যকারিতা প্রকাশিত হয়, তাহার বহুমাননকারি-গণের বিচারশৈথিল্যই সর্ব্বতোভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। শ্রীমদ্ভাগবত কি ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিয়াছেন, না যোষিৎ-সঙ্গীকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়াছেন? ইহাই আমাদের শিরোমণি মহাশয়কে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন

শ্রীজয়দেব কবির গীতি শ্রীগৌরসুন্দরের আস্বাদ্য পদার্থ ছিল, ইহা জানিয়া শুনিয়াও লেখক কি-প্রকারে জয়দেবের কবিতাগুলিকে "Lascivous verses" বলিতে উদ্যত হইয়াছেন? উক্ত গ্রন্থখানিও অষ্টকাল-কাব্যালোচনীর পাঠ্য পুস্তকরূপে উৎসর্গীকৃত হয় নাই। শ্রীরূপানুগ সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা যাত্রা দিন অন্তর ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ করেন—সর্ব্বতোভাবে বড়্‌রস হইতে পৃথগ্‌ভাবে অবস্থান করেন, শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণলীলারস একমাত্র তাঁহাদেরই আলোচ্য ও পরমাদরের বস্তু। গৃহব্রত-ধর্ম্মে আসক্ত ব্যক্তিবিশেষের জন্য উহা লিখিত হয় নাই।

"যদি হরিস্মরণে সরসং মনঃ যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুর-কোমলকান্তপদাবলীং শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্॥"
(শ্রীগীতগোবিন্দ)

শ্রীমদ্ভাগবতের লেখকও বলেন,—

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥
(ভাঃ ১।১।৩)

বিতেন্দ্রিয়-শিরোমণি পরমহংসপ্রবর শ্রীমদ্ রূপ-গোস্বামিপ্রভুপাদ রসের সংজ্ঞা-নিরূপণে বলিয়াছেন যে,—

যাজ্ঞবল্ক্য তাবনাবর্ত্ত বন্ধমৎকারতারতঃ।
ঋষি সংস্কোভনে বাঢ়ং স্বলতে ন ঘসো মতঃ॥
(ভা: রঃ সিঃ)

তাদৃশ রসিকের হস্তেই শ্রীমদ্ভাগবত অর্পিত হইয়াছে। ভারত-সম্রাট্ প্রায়োপবেশনকালে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে যে কৃষ্ণলীলামৃত পান করিয়াছেন এবং শত সহস্র ঋষি ও বিদগ্ধমণ্ডলী সর্বসমক্ষে যে ভাগবত-শ্রবণ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যে শ্রীচৈতন্যদেব "সর্বদর্শনং বিদ্যতিশায়ি যোষিতাক্ষ হা হন্ত হন্ত বিষ-ভক্ষণ-তোঽপ্যসাধু"-শ্লোক রচনা করিয়া ভাগবতকে মুমুক্ষুগণের একমাত্র পাঠ্য-গ্রন্থ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাঁহারা কি এই ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দিয়াছিলেন? ব্যভিচারদুষ্ট চিত্তবিশিষ্ট জনগণ শ্রীমদ্ভাগবতকে তাহাদের ভোগের বিরুদ্ধ পথ জানিয়া বিদ্বেষভাবে উহার আলোচনা বন্ধ করিবার জন্যই ঐরূপ কৈতব বিস্তার করিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত কি লিখেন নাই যে,—

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্য-প্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥

যে বিষ্ণুভক্তগণ "ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং" শ্লোকের বিচার অনুসরণ করিয়া স্বর্গের মহেন্দ্রত্ব লাভ বা পারমেষ্ঠ্যপদ-লাভের পরিবর্তে ভাগবতোক্ত ভক্তিই অবলম্বন করিয়াছেন, যাঁহারা কৈতবমূলক চতুর্বর্গকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র প্রোজ্ঝিতকৈতব শ্রীমদ্ভাগবতের বিশুদ্ধ সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, সেই পরম-নিষ্কপট-চরিত্র মুক্তকুলশিরোমণি-গণের হৃদয়ের ধন শ্রীমদ্ভাগবত-বাণী কি ব্যভিচারের পুষ্টি-কারিকা?—না ব্যভিচার-দমনী?

বড় বড় কথায় যে, দুর্বলের অধিকার নাই, তাহা জানাইয়া শ্রীমদ্ভাগবত—

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথাঽরুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥"

শ্লোকে অবিচারিত বিদ্যান-পোষক তথাকথিত পণ্ডিত-গণকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তাহাতেও কি প্রমাণিত হয় না যে, শ্রীচৈতন্যদেব, পরীক্ষিত মহারাজ, শ্রীবৃন্দাবনের গোস্বামিবৃন্দ ও তাঁহাদের নিত্যানুগত ভক্তজনগণ সাধারণ বালক-বোধ্য ব্যভিচারকে বহুমাননে প্রয়াস-বিশিষ্ট নহেন? এরূপ হইলে অনভিজ্ঞ-সমাজে আদর লাভ করিতে পারে—অশিক্ষিত বর্ষরগণের নিকট আদৃত হইতে পারে; কিন্তু লেখক মহাশয়ের ন্যায় সুশিক্ষিত উচ্চ পদবীতে আসীন ব্যক্তির নিকট কখনই আদৃত হইতে পারে না—ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

পাশ্চাত্য অনভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ অনেক সময় ভ্রান্তিবশে এরূপ কথা বলিতে পারেন; কিন্তু লেখকের ন্যায় সুশিক্ষিত ব্যক্তির নিকট কখনও এত অমার্জনীয় লিপি আমরা আশা করিতে পারি নাই।

চৈতন্যদেবের প্রেমোন্মাদ উহার লেখনীর কতক-স্থানে "উন্মত্তের অনুষ্ঠান" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দরের ভাবকা-গমন প্রভৃতি কথা তিনি কোথা হইতে পাইলেন? গৌড়ীয় বৈষ্ণবের 'আলফ', 'ফিট' যাঁহারা জানেন, তাঁহারাও ঐরূপ ভ্রমে পতিত হন না!

"যত মত তত পথ" মতবাদ খণ্ডনের প্রতিধ্বনি

আধুনিক বিশ্বপ্রাসী গণবাদের বহুমানিত "যত মত তত পথ" মতবাদের বিরুদ্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের বাস্তব-সত্য-প্রচারকারী শ্রীগৌড়ীয়মঠই অসংখ্য নির্ভীক ও নিরপেক্ষ যুক্তি দ্বারা মুক্ত ঘোষণা করিয়া সমগ্র বহির্মুখ মানবজাতির চিত্তস্রোতে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছেন। আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, এইরূপ নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সত্যের বাণী জগতে বিকাইবে না; কিন্তু জগদ্বিচ্ছায় সকল যুগেই পৃথিবীতে সত্যানুসন্ধিৎসা বর্তমান থাকে, যাহা লোক-প্রিয়তা ও প্রবল গণবাদের বিশ্বগ্রাসী বিরাট্ মূর্তির ভয়-বিভীষিকাকে অগ্রাহ্য করিয়াও নিরপেক্ষ সত্যের সন্ধান করিয়া থাকে। "অহোহহং, ভাটুবর, পোঃ হরিতলা" হইতে ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমিতকুমার দত্ত মহাশয় আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—"মহাত্মন্, আমি আপনার সুপ্রসিদ্ধ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রের গ্রাহক নহি, অথবা নিয়মিত পাঠকও নহি। সৌভাগ্যক্রমে কয়েকখানি পত্রিকা পড়িবার সুযোগ হইয়াছে, উহাতে আমি অনেকটা লাভবান্ হইয়াছি। আপনার 'যত মত তত পথ' প্রবন্ধটি বেশ উপাদেয় হইয়াছে। আমার মনে হয়, এই জগতের প্রত্যেক ব্যক্তিই এই রোগে ন্যূনাধিক আক্রান্ত এবং উহার প্রকৃত চিকিৎসকও সুদুর্লভ। আপনি যদি দয়া করিয়া ঐ 'যত মত তত পথ' প্রবন্ধগুলি একখানি গ্রন্থাকারে প্রকাশ

করেন, তাহা হইলে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু মাসল হইবে মনে হয়। ইতি ১লা শ্রাবণ, ১৩৪০।"

"সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়" নামে একখানি পুস্তক ছাপা হইতেছে, উহাতে 'যত মত তত পথ' মতবাদের সহস্র সহস্র প্রকার অযৌক্তিকতা প্রদর্শিত হইয়াছে। সাময়িক সংখ্যা গৌড়ীয়েও এবিষয়ে আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে।

ডাঃ অজিত বাবুর সহিত আনন্দবাজারের লেখক ডাক্তার সারদা রায়ের পার্থক্য গৌড়ীয়-পাঠকগণ ধরিতে পারিবেন। আশা করি, ডাক্তার অজিত বাবু হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার সারদা রায়ের অযৌক্তিক মতবাদের বিষোষ্টককে "গৌড়ীয়ে"র সদ্যুক্তি-অস্ত্রের সাহায্যে সুবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চিকিৎসা করিতে পারিবেন, অথবা পূর্বোক্ত ব্যক্তি যদি তাঁহার অসাম্প্রদায়িকতার ছদ্মনাম গৌড়ামি লইয়া অযোপচার করিতে না যেন, তবে সেই ব্যাধি দুশ্চিকিৎস্য বলিয়াই বিবেচিত হইবে।

প্রচ্ছন্ন মায়াবাদই কি গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্ম ?

গত আষাঢ় মাসের "প্রবর্ত্তক" নামক মাসিক পত্রে ডক্টর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার, এম্-এ, পিএইচ্-ডি মহাশয় "ভারতে ব্রহ্মবাদ"-শীর্ষক প্রবন্ধে বা অতিভাষণে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও বৈষ্ণবধর্ম্মের সম্বন্ধে কএকটি কথা বলিতে গিয়া যেন 'শির গাড়তে ঘরের চাঁড়া ফেলিয়াছেন'। হইতে পারে, তিনি ইহা জ্ঞাতসারে করেন নাই, কিন্তু জ্ঞাতসারেই হউক, আর অজ্ঞাতসারেই হউক, বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরুদ্ধ পক্ষকে বা অবৈষ্ণবধর্ম্মকে তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের (?) স্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

তিনি লিখিয়াছেন,—

"বিশ্বব্রহ্মের লীলা—মায়াকে অবলম্বন ক'রে। 'মীয়তে অনেনেতি' মায়া। যাহার দ্বারা ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন হ'য়ে সংসার সৃষ্টি হয়, তাহাই মায়া। ঈশ্বর এবং আমি—এই পৃথক্‌ত্ব যখন জেগে উঠে, তখনই উপাসনার আরম্ভ হয়, আত্মসমর্পণের ভাব আসে। ঈশ্বর যখন বহুরূপে বিকশিত এবং নানা বর্ণে, ছন্দে, লয়ে, তখনই উপাসনার অবকাশ হয়। উপাসনা ঈশ্বরকে পেতে চায়—সমষ্টিদেহে, কিন্তু নিজেকে এবং ঈশ্বরকেও ভুলে গিয়ে অদ্বৈত-অনুভূতির চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। • • • শ্রীমন্মহাপ্রভু অদ্বয়জ্ঞানানুভূতি যত প্রকার আছে, তাহাকে অবলম্বন ক'রে একটা দার্শনিক মতবাদ প্রকাশ করেছেন। তিনি কোন অনুভূতিকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন নাই। তাঁহার মতে সামান্য ও বিশেষরূপে অনুভূতি দুই প্রকার। ব্রহ্মানুভূতিও চৈতন্যের সামান্য অনুভূতি। • • • শ্রীমন্মহাপ্রভু ছিলেন জীবনদরদের কবি, অনন্তধারায় বিশ্ব-বিকশিত জীবনের ভিতর তিনি সন্ধান পেয়েছিলেন—চিদ্‌ঘন—আনন্দঘন ঈশ্বরের। এই বহু জীবনরঙ্গ ছিল তাঁহার নিকট ব্রহ্মরঙ্গ। • • • বৈষ্ণবেরা মূলজগৎকে কর্ম্মের দ্বারা নিয়মিত করারই চেষ্টা করিয়াছেন—এবিষয়ে তাঁহারা অন্যান্য আচার্য্যের সহিত একমত।"

সাধারণ অতাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু, বৈষ্ণবধর্ম্ম বা উপাসনার প্রশংসা ও সুপারিশপত্র আছে মনে করিবেন; কিন্তু ঐ সকল উক্তি প্রচ্ছন্ন মায়াবাদ; তাহা মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তের চতুঃসীমানার ত্রিসীমায়ও প্রবেশ করে নাই। যদিও ঐ প্রবন্ধে ঐরূপ উপাসনার প্রণালী শঙ্করানুগ বলিয়া উল্লিখিত আছে, তথাপি ডক্টর সরকার বৈষ্ণবধর্ম্ম বা মহাপ্রভুর সম্বন্ধে যে সকল mysticism উদ্গীরণ করিয়াছেন, তাহা মহাপ্রভুর নিজজনগণের নিকট হইতে অনুশীলনের অভাব-জ্ঞাপক। তিনি পাশ্চাত্যদেশে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মকে 'mysticism' বলিয়া প্রচার এবং প্রচ্ছন্ন মায়াবাদই বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন—যদিও তিনি মুখে বৈষ্ণবধর্ম্মকে 'প্রচ্ছন্ন মায়াবাদ' বলেন নাই।

মায়াবাদীর অযৌক্তিক মতবাদ

অদ্বয়বিষ্ণু কিরূপে "ওঁ তৎ সৎ" মন্ত্রের প্রতিপাদ্য 'ব্রহ্ম' হইলেন? যে মতে বিশ্ব মিথ্যা, সেই মতই আবার কিরূপে বিশ্বকে 'ব্রহ্ম' বলিতে উদ্যত? যদি বিশ্ব প্রাতিভাসিক সত্য বা ব্যবহারিক সত্য হয়, তাহা হইলে মায়াবাদীর ব্রহ্মও কি প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক সত্যের অন্তর্গত? মায়াবাদীর গুরু ও শিষ্য উভয়ই যখন 'ব্রহ্ম', তখন গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধই বা কি? যদি বলা যায়, তাহা ব্যবহারিক সম্বন্ধ বা প্রাতিভাসিক সম্বন্ধ, তাহা হইলে গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধে যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, উহাও ত' মিথ্যা বা ব্যবহারিক?

'মায়া', 'উপাসনা' ও 'আত্মসমর্পণ'

"মায়াতে অনেন ইতি মায়া" এখানে 'মায়া' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হইলে 'অনয়া' হওয়াই কি উচিত নহে? কারণ ইহার শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে তৃতীয়ার একবচনে 'অনয়া'ই হয়। যাহা হউক, মায়াদ্বারা কিরূপে ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন হন? ব্রহ্ম অপেক্ষাও কি মায়ার শক্তি অধিক যে, মায়া ব্রহ্মের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে? উপাসনা-বৃত্তিটি যেখানে সাময়িকী, সেখানে 'উপাসনা' কথাটি কেবল ছলনা। পূর্ব্বে "ঈশ্বর ও আমি এক বা আমিই ঈশ্বর" এই জ্ঞান, মাঝখানে "উপাসনার ছলনা বা অভিনয়", পরে আবার "নিজেকে ও ঈশ্বরকে ভুলিয়া যাইবার জন্য উপাসনা"র প্রয়োজন! শ্রীচৈতন্যদেব জানাইয়াছেন যে, আপনাকে ঈশ্বরের আসনে অধিষ্ঠিত করিবার জন্য যে উপাসনার ছলনা, তাহা প্রতিষ্ঠাবৃত্তি-স্রোতী অপরোক্ষবাদি-গণেরই চরিত্রে দেখা যায় এবং তাঁহার মত-মতন তাঁহারা আত্মহত্যা বা চেতনতার স্বাভাবিক ক্রিয়ার বিচিত্রতার বিলোপ-রূপ ফল লাভ করিয়া থাকে। ঐরূপ উপাসনাতে আবার আত্মসমর্পণ কি? যেখানে সাধক পরমেশ্বরকে (?) কাণ বলিয়া (?) তাঁহার নিজস্ব আসন হইতে নামাইয়া নিজে সেই আসনে বসিতে চায়, রাবণের ন্যায় আত্ম-স্বরূপিকার দ্বারা স্বর্গের সিঁড়ি রচনা করিতে থাকে, সেখানে আবার 'আত্মসমর্পণ'?

শ্রীমন্মহাপ্রভু কি চিজ্জড়সমন্বয়বাদ-সমর্থক?

শ্রীমন্মহাপ্রভু কাহারও অযাচাহুভূতিকে অবলম্বন করিয়া কোন মতবাদ প্রকাশ করেন নাই। প্রত্যেক অনাবৃত নির্ম্মল চেতনের যাহা স্বাভাবিক-বৃত্তি ও সম্ভোগের স্বাধীনতা, সেই ভাগবত-ধর্ম্ম-সিদ্ধান্তই শ্রীচৈতন্যদেব প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্ত কোন 'মতবাদ' বা 'বাদ' নহে? শ্রীমন্মহাপ্রভু 'অন্যাভিলাষ,' 'কর্ম্ম', 'জ্ঞান', 'যোগ' প্রভৃতির অনুবৃত্তিকে চিরকালই দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিবর্জ্জন করিবার আদেশ দিয়াছেন। তাহাদিগকে 'অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন নাই' কিরূপে? তিনি মায়াবাদীকে প্রচ্ছন্ন-নাস্তিক, অপৃক্ত ও অস্পৃশ্য বলিয়াছেন; মায়াবাদ পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের সহিত মিশিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগমার্গকে তিনি 'ভীষণ বহ্নি', 'কৃষ্ণ অশ্বত্থ' ও 'বন্ধের' স্থান বলিয়া জানাইয়াছেন (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৩২-১৩৪)। শ্রীমন্মহাপ্রভু কখনও প্রকৃতি বা বিশ্বরূপকে পরমেশ্বর বা প্রাকৃত-জীবনকে 'ভক্তিজীবন' বলেন নাই। গীতায় বিশ্বরূপ-দর্শন যে প্রাকৃত ও নবীন উপাসকগণের চক্ষু ঝলসিত, তাহা দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর সরকার শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর কৃষ্ণসন্দর্ভ আলোচনা করিলেই ত' জানিতে পারিতেন। যাহা হউক, ডক্টর সরকার আধ্যক্ষিকতার mysticism ও প্রচ্ছন্ন-মায়াবাদকে তাঁহার মায়াবাদাঞ্জনরঞ্জিত চক্ষুর দ্বারা যেরূপভাবে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেই দর্শন হইতে শ্রীচৈতন্যদেব বা বৈষ্ণবধর্ম্মের সুদর্শন সম্পূর্ণ পৃথক্।

চিত্রে নবদ্বীপের "পরিচয়"-সম্বন্ধে কুতর্ক

গত বৈশাখ মাসের (১৩৪০ বঙ্গাব্দ) 'ভারত-পত্রিকা'য় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের "শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের জন্মস্থান" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিবার কারণ অনুসন্ধানে অনেক কিছু রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িতেছে।

রাজেন্দ্র বাবু প্রত্নতাত্ত্বিকও নহেন, গৌরাঙ্গভক্তও নহেন। শুনা যায়, তিনি মায়াবাদের গোঁড়াভক্ত—যে মতবাদকে শ্রীচৈতন্যদেব বৌদ্ধগণের নাস্তিক্যমতবাদ অপেক্ষাও অধিকতর প্রচ্ছন্ন-নাস্তিকতা ও অনুরঞ্জন-মতবাদ বলিয়া জানাইয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে মায়াবাদী রাজেন্দ্র বাবুর শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থানের জন্য অকস্মাৎ এত দরদ হইল কেন, বুঝিতে পারা যায় নাই। যে গৌরাঙ্গদেব রাজেন্দ্র বাবুর বন্ধমানিত গুরুবর্গের মতবাদকে এরূপ তীব্র ভাষায় নিন্দা করিয়াছেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব-ভূমিকে নিন্দা করিয়া রাজেন্দ্র বাবু প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কি? কেহ কেহ বলিতে পারেন,—রাজেন্দ্র বাবুও ত' গৌরাঙ্গদেবের নামের পূর্ব্বে 'শ্রীশ্রী' লিখিয়া অতিভক্তি দেখাইয়াছেন, তবে তিনি গৌরাঙ্গদেবকে মানেন না কি প্রকারে? এই প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেবই 'প্রচ্ছন্ন-নাস্তিক'-শব্দের দ্বারা প্রদান করিয়াছেন; অর্থাৎ মায়াবাদিগণ বৌদ্ধগণের ন্যায়

স্পষ্ট-নাস্তিক নহেন, তাঁহারা কপট-নাস্তিক। গৌরপার্ষদ স্পষ্টভাবেই বেদ অস্বীকার করেন, আর কেবলাদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদী ছদ্মবেশে বেদের প্রতি অতিভক্তি দেখাইয়া বেদের বিরুদ্ধাচরণ করেন। তাঁহারা ভগবানের নিত্যনাম, নিত্যরূপ, নিত্যগুণ, নিত্যলীলা ও নিত্যধামাদি স্বীকার করেন না; সুতরাং তাঁহারা গৌরাঙ্গের নামের পূর্ব্বে কোটিবার 'শ্রী' লিখিলেও সেই 'শ্রী' তাঁহাদের কপটতারই ধ্বজা। এইজন্য মহাজন মায়াবাদিগণের কৃষ্ণপূজার ছলনা-সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"বিষ্ণু তার (মায়াবাদীর) কৃষ্ণসেবা শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্রসম তাহার স্তবন॥"

কেহ কেহ বলিতেছেন,—প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের কোন কোন অসচ্চরিত্র ব্যক্তি ভোর করিয়া নামকে 'মিত্রা' বা 'মেক্সা' করিবার চেষ্টা করায় মায়াবাদীও 'মিত্রাবাদী' বা 'মেক্সাবাদী' হইয়া পড়ে। ইহার প্রতিরোধকল্পে যেমন চোর আত্মগোপনের জন্য সাধুকে "ঐ চোর, ঐ চোর" বলিয়া পলায়ন করে, সেইরূপ প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের সহিত যোগদান করিয়া মিত্রাবাদিগণও আত্মকলঙ্ক মোচনের জন্য এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় "শতনোদ্ভব বেদুড়মঠ" নামক একখানি পুস্তিকা প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার ৩, ৫৯ ও ৮১ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, সত্যেন্দ্র নাথ বসু প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। ৮১ পৃষ্ঠায় বেলুড় মঠের তদানীন্তন অধ্যক্ষ শিবানন্দজীর স্বাক্ষরিত ৯।১।২৮ তারিখের "আয়, কে, অদ্বৈতাশ্রম, কাশী" হইতে প্রেরিত একখানি পত্রে দেখা আছে,—"রাজেন্ ঘোষ ও মীরা প্রভৃতি যাহার অনুরূপ চেষ্টা করিলেও তা'রা কিছুই ক'র্ত্তে পার্‌বে না।" ইহা হইতে জানা যায়, ঘোষ মহাশয় 'উদ্বোধনে'র গতবার্ষিকী সংখ্যায় শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অনুকরণে নব্য অবতারবাদের ওকালতী করিলেও একসময় রাজেন্দ্র বাবু সেই সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষের কুনজরে পড়িয়াছিলেন। যাহা হউক, আমরা রাজেন বাবুকে কখনও ঐরূপ প্রকৃতির লোক মনে করি নাই, তিনি সম্ভ্রান্তবংশীয় শিক্ষিত ব্যক্তি, কিন্তু প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের বামবিহারী কোন কোন ব্যক্তির সংসর্গে তিনি প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসাকেও, এমন কি, ঐতিহাসিক সত্যকেও যেন জগৎ হইতে বিলুপ্ত করিবার চেষ্টায় অগ্রসর হইয়াছেন। আমরা গত ১০শ আষাঢ় তারিখের 'গৌড়ীয়ে' দেখাইয়াছি যে, রাজেন্দ্র বাবুর কথিত "যে গলিতে ভক্তিবিনোদ মহাশয় রজনীকান্ত মৈত্র মহাশয়ের নিকট জমি বন্দোবস্ত করেন, সেই গলিতে 'মিত্রাপুর' নামই আছে, মায়াপুর নাই"—এইরূপ উক্তি ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করিবার চেষ্টা। শ্রীভক্তি-বিনোদ ঠাকুর আদৌ কোন রজনীকান্ত মৈত্রের নিকট হইতে শ্রীমায়াপুরের জমির বন্দোবস্ত করেন নাই এবং ঐ জমির কোন গলিতে আদৌ 'মিত্রাপুর' শব্দটি নাই।

বৈশাখ মাসের 'কায়স্থ-পত্রিকা'য় রাজেন্দ্র বাবুর লিখিত প্রবন্ধটি যে ব্যক্তিগত মাৎসর্য্যমূলক, তাহা উক্ত পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়মঠের বিরুদ্ধ-বৈষয়ী যে-সকল অভিজ্ঞাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ব্রতী, তপস্বী, দানী ও অসচ্চরিত্র প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের মাৎসর্য্যানলের 'জ্বালাপোড়া' বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহারাই বিশ্বমঙ্গল পঞ্চম কল্পার আদর্শকে ছলে-বলে-কৌশলে হেয় প্রতিপন্ন করিয়া (?) বঙ্গল বাজাইবার জন্য সর্ব্বদা উৎসুক আছে। তাই 'কায়স্থ-পত্রিকা'র বিচক্ষণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের ঈর্ষামূলক প্রবন্ধের মন্তব্যের মধ্যে লিখিয়াছেন,—"বিশেষতঃ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়ের ধর্ম্মালোচনার দ্বারা যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষের গৌরবের বিষয়।"

'কায়স্থ-পত্রিকা'র উক্ত প্রবন্ধে উক্ত ঘোষ মহাশয় শ্রদ্ধাস্পদ রাজর্ষি কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্-এ, প্রাচ্য বেদান্তকুসুম ভুবনমঙ্গল মহাশয়ের সঙ্কলিত "চিত্তে নবদ্বীপ" প্রবন্ধের মধ্যে সন্নিবিষ্ট ঐতিহ্য-সম্রাট্ "বিশ্বকোষ"-সম্পাদক মাননীয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয়ের লিখিত 'পরিচয়' শীর্ষক ভূমিকার শেষ পৃষ্ঠার কতক ছত্র কথার সামান্য পরিবর্ত্তন লইয়া শ্রুতিসন্ধি-মূলে সর্ব্বসাধারণের নিকট গৌড়ীয়মঠকে জানিয়াৎ প্রতিপন্ন করিয়া ঘোষ হয় আত্মারাম হইতে চাহিয়াছিলেন এবং সেই প্রসঙ্গে কায়স্থ-পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন,—"এখন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়,—এই কীর্ত্তিটি কাহার? ... প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের অজ্ঞাতসারে তাঁহার

কথা পরিবর্জিত করিয়া, স্বমতের অনুকূলে আনিয়া, তাঁহার মতের বিরুদ্ধ কথা তাঁহার 'স্বাক্ষর' সম্বলিত নামের উপর কি করিয়া প্রবিষ্ট করিয়া পুস্তক প্রকাশিত করা হইল, তাহা ত' বুঝিবার উপায় দেখিতেছি না। যে গ্রন্থের মূলে এই ব্যাপার, সেই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সত্যতা যে প্রামাণ্য, তাহা কি করিয়া বুঝা যায়। এই অমূল্য গ্রন্থখানিকে এইরূপে নষ্ট করা হইয়াছে, দেখিতেছি। ০ ০ সিদ্ধান্তসরস্বতী মহাশয় যে, এই পরিবর্ত্তন-ব্যাপারটি জানিতে পারেন নাই, ইহা কি করিয়া বুঝিতে পারা যায়? ০ ০ গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়ের এই বিষয়ে অবিলম্বে প্রতিকার করা কি উচিত নহে?"

উক্ত প্রবন্ধ-লেখক রাজেন্দ্র বাবুর ঐ সকল কথা যে সরলভাবে জিজ্ঞাসিত হয় নাই, দুঃসঙ্গজনিত অভিসন্ধি-মূলেই জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, তাহা রাজেন্দ্র বাবুর অন্তরাত্মা যেমন জানে, তেমনই এসকল বিষয়ের সহিত পরিচিত প্রত্যেক ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন। রাজেন্দ্র বাবু বহু দিন জানিবার জন্য সদাশয়তার ও বিনুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের নিকট আসিয়াছেন; কিন্তু এই কথাটি জানিবার জন্য তিনি আসিলেন না কেন, ইহার মূলে কি অভিসন্ধি আছে, ঐ প্রবন্ধই বা কাহার ইঙ্গিতে কাহার লেখনীদ্বারা লিখিত, এসকল বিষয়ে অনেক রহস্য ও প্রশ্ন উপস্থিত হয়।

ইংরাজী ১৯০৫ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী বা বঙ্গাব্দ ১৩১১, ১১ই মাঘ সরস্বতী ঠাকুরের সহিত রাজেন্দ্র বাবু দক্ষিণদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন। ১৯০৫ সালের ১লা মার্চ্চ রামানুজের জন্মস্থান পেরেম্বুদুরে রামানুজীয়ার স্বামী ও বৃন্দাবনের রূপগোস্বামীর স্বামীদার ভ্রাতুষ্পুত্র সরস্বতী ঠাকুরকে বৈষ্ণববিচারে ও রাজেন্দ্র বাবুকে অবৈষ্ণব জানিয়া যেরূপ সম্মান পৃথক্ ব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই ব্যবহারমূলে ও সেইদিন হইতেই কি বৈষ্ণবধর্ম্ম ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রতি রাজেন্দ্র বাবুর বিদ্বেষ উপস্থিত হয়? ইহা ত' আমরাও প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি যে, রাজেন্দ্র বাবু অনেকবার সরস্বতী ঠাকুরের নিকট হইতে বেদান্ত সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। গত ৪ঠা শ্রাবণ (১৩০৬), ২০শে জুলাই (১৯২৯) শনিবার অপরাহ্ণে রাজেন্দ্র বাবু ব্রহ্ম-মাধ্ব-আচার্য্য-পরম্পরা, ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মঠাম্নায়, মধ্বের জীবনী-সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য, মধ্বের সমস্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নিকট হইতে লিখিয়া লইয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ৩১শে আষাঢ় (১৩৩৬), ১৪ই জুলাই (১৯২৯) অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নিকট আগমন করিয়া সরস্বতী ঠাকুরের মৌলিক গবেষণার ফলে বহু পরিশ্রমে আহৃত বেদান্তের বিভিন্ন ভাষ্যকারের অধিকরণমালার একটি চার্টের নকল লইয়া গিয়াছেন। সেই সময় রাজেন্দ্র বাবু 'নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি'র ভূমিকা শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নিকট পড়িয়া শুনাইলে সরস্বতী ঠাকুর শাঙ্করাচার্য্যের পাত্রব-নিকপণ, অদ্বৈতবাদ এবং শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীবল্লভ, শ্রীবলদেব প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তকে অকাট্যভাবে খণ্ডন করিবার চেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ইহাও আমরা প্রত্যক্ষদর্শি-সূত্রে অবগত আছি। "বৈষ্ণবগণ শ্রেতশ্রাদ্ধ করেন না"—রাজেন্দ্র বাবু সে-দিন এই কথাটি শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। সেই সময় কটক রেভেন্সা-কলেজের ইতিহাসের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ মহাশয়ের জননী ঠাকুরাণীর স্বধামপ্রাপ্তিতে সান্যাল মহাশয় আচার্য্যের অনুজ্ঞায় শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ব্যবস্থানুসারে বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধকৃত্য সমাপন করিয়াছিলেন। সেই প্রসঙ্গ রাজেন্দ্র বাবুর 'অদ্ভুত' বোধ হইয়াছিল। অতএব রাজেন্দ্রবাবুর মহাপ্রভু বা গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তে যে অধিকার নাই, তাহার প্রমাণ ইহা হইতেই পাওয়া যায়; তথাপি তিনি মহাপ্রভু ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সমালোচক!

রাজেন্দ্রবাবু যখন "আচার্য্যসপ্তক ও রামানুজ" নামক পুস্তক রচনা করেন, সেই পুস্তকেরও অনেক তথ্য সরস্বতী ঠাকুরের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন, তবে তিনি তাহা অবৈষ্ণবভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা জানি, সরস্বতী ঠাকুর যখন তেলেগু অক্ষরে লিখিত রঙ্গরামানুজের উপনিষদ্‌ভাষ্যসমূহ পাঠ করিবার জন্য জ্যোতিষ-সংরক্ষক পুরুষোত্তম শ্রৌতী মহাশয়ের নিকট হইতে তেলেগু, তামিল, কেনেরিজ ও মালায়ালম ভাষার কতিপয় পুস্তক আনাইয়া-

ছিলেন, তখন রাজেন্দ্রবাবু সেই পুস্তকের সাহায্য লইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কেও তাহা লইয়া দিয়াছিলেন। ইহা ১২৮৩ সালের কথা। রাজেন্দ্রবাবু তাঁহার 'আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ'-নামক পুস্তকের প্রথম সংস্করণে শঙ্কর ও রামানুজের যে দুইটি কোষ্ঠী সংযোজন করিয়াছেন, সেই কোষ্ঠীদ্বয়ের গণনা-কার্য্যও সরস্বতী ঠাকুরের ইঙ্গিত-ক্রমে সম্পাদিত,—ইহা রাজেন্দ্রবাবু উক্ত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় স্বীকার করিয়াছেন। * গত ১৩০৬ সালের ৩রা শ্রাবণ অপরাহ্ণ প্রায় ৪৪ ঘটিকার রাজেন্দ্রবাবু ১৯নং উল্টাডিঙ্গি-জংসন-রোডস্থ গৌড়ীয়মঠে ভক্তিবিনোদ-আসন-গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন,—"সরস্বতী বৈষ্ণবসমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ত্তমানে সকলেই যান অধিকার করিয়াছেন,—ইহা বিরোধি-ব্যক্তিগণও একবাক্যে স্বীকার করেন। 'ভিক্টরালী'র সাহায্যেও আমাকে অনেকবারেই বলিয়াছেন যে, বৈষ্ণবসমাজে যদি কাহারও সর্ব্বতোভাবে প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য থাকে, তাহা হইলে উহা আছে একমাত্র সিদ্ধান্ত-সরস্বতী মহাশয়ের। ইনি স্বেচ্ছাক্রমে অসংখ্য বাধা-বিঘ্নের পর্ব্বত অগ্রাহ্য করিয়া একনিষ্ঠার সহিত আপন-পথে চলিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, ইহাতে কোন অলৌকিকী শক্তি আছে।"

এই কথা শুনিয়া আমরা বলিয়াছিলাম,—মনোধর্ম্মি-গণের ভাল-মন্দ পরিবর্ত্তনশীল। মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

'যৈছে' ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব—'মনোধর্ম্ম'।
'এই ভাল, এই মন্দ',—এই সব 'ভ্রম'॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৫।১৭৬)

একান্ত সত্যনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্তগণ মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায়ের কথিত 'ভাল' বা 'মন্দে'র মূল্যনিরূপণের দ্বারা 'ভাল' বা 'মন্দ' হইয়া পড়েন না। তাঁহারা সর্ব্বদা অবিচলিত সত্যভূমিকা আশ্রয় করিয়া ভগবৎসেবায় নিত্যসিদ্ধ ভাবে অধিষ্ঠিত আছেন। ইহা শুনিয়া রাজেন্দ্র বাবু আমাদিগকে বলিলেন,—"বিরুদ্ধ-বাদীর মুখে যদি কোন প্রশংসা শুনা যায়, তবে সেই প্রশংসার মূল্য অনেক বেশী।"

এখন রাজেন্দ্র বাবুর ন্যায় আমাদেরও "জিজ্ঞাস্য করিবার ইচ্ছা" হয়,—'তিনি কি তাঁহার কথিত বিরুদ্ধবাদী বন্ধু মহাশয়ের ইঙ্গিতক্রমে মনোধর্ম্মীর ন্যায় "এই ভাল, এই মন্দ"—এই ধর্ম্মের বশীভূত হইয়া "শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান" প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া ব্যক্তিগত মাৎসর্য্যের উদ্গীরণ করিয়াছেন? উহাতে তিনি কাঁকড়ার মাঠের চড়ার ভেতরার গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের রাসমঞ্চের মন্দিরের সম্বন্ধে যে ওকালতি করিয়াছেন, তাহার দ্বারা দিয়া উক্ত প্রবন্ধের প্রকৃত লেখকের স্বরূপ যেন ফুটিয়া উঠিতেছে। যিনি জন্মস্থানবাদের স্থাপক, তিনি এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন কেন? তিনি যদি "চিত্রে নবদ্বীপে"র 'পরিচয়'এর কতক ছত্র উক্তির পরস্পর পার্থক্যের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হইতেন, তাহা হইলে তিনি যেমন প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের নিকট গমন করিয়া বিষয়টির অনুসন্ধিৎসু হইয়াছিলেন, সেরূপ গৌড়ীয়মঠে আসিয়া বা পত্র প্রেরণ করিয়া, কিম্বা পত্রিকার মধ্যে নিরপেক্ষভাবে ত' তাহা জানিতে পারিতেন। তৎপরিবর্ত্তে তিনি 'ধান ভানিতে অনেক শিবের গীত' গাহিয়াছেন, পূর্ব্ব হইতেই একটি পক্ষবিশেষের দ্বারা স্থিত হইবার পরিচয় দিয়াছেন ও অনেক মৎসরতার ভাষা উদ্গীরণ করিয়াছেন। যাহা হউক, ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর যেমন অসুরমোহনাবতারে শঙ্করের দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্মের বিঘ্ন করাইয়া জগতে চারিজন দাম্ভিক-আচার্য্যের অবতার ও স্বয়ং নিজের অবতার এবং ভুবনমঙ্গল ভক্তিসিদ্ধান্তের বাস্তব-সত্য জগতে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তেমনি গৌরসুন্দর রাজেন্দ্র বাবুতে উহার বিরোধিভাবের প্রেরণা দিয়া প্রকৃত সত্য জগতে প্রকাশ করিলেন এবং দেখাইলেন যে, প্রাকৃত-জগতের যথাকথিত সত্যের ইন্দ্রই হউক, আর ইন্দ্রের ইন্দ্রই হউক, সকলেই জ্ঞানে বা অজ্ঞানে প্রাম্য অহিতবাদ বা মাৎসর্য্যপূর্ণ অসত্যেরই বশীভূত।

ইত্যগ্রে দুই একটি নগণ্য গ্রাম্যবার্ত্তাবহে "চিত্রে নবদ্বীপ" সম্বন্ধে কি কথা বাহির হইয়াছে, কেবল লোকমুখে শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু ছুঁচো মারিয়া হাত গন্ধ করা শোভনীয় নহে বিচারে ঐ সকল অস্পৃশ্য কাগজ স্পর্শ বা লোকমুখে শ্রুতবিষয়ের প্রতিবাদ করার কোন প্রয়োজনীয়তা আমরা বোধ করি নাই। কিন্তু যখন দেখা গেল,

* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের 'আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ' গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন' ।৶ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিত আছে—"কোষ্ঠী-প্রস্তুতকার্য্যে আমুষঙ্গিক সহায়তা প্রদানে ভক্তিবেদান্ত-পরায়ণ * * শ্রীযুক্ত সিদ্ধান্ত সরস্বতী * * আমার প্রধান সহায়।"

রাজেন্দ্র বাবু আমাদের সহিত ঐতৈতন্য-দেবের অন্তর্ধান সম্বন্ধে চর্চা করিতেছেন, তখন তাহার অনুসন্ধানে কৌতূহলী হইয়া ১৭ই জুন (১৯০৮) প্রাতঃকালে দুই একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত 'বিশ্বকোষ'-কুটীরে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের দর্শন লাভ করিয়া প্রকৃত বিষয় অবগত হইলাম। সেই সকল কথা বর্ত্তমান প্রবন্ধে বলিলে প্রবন্ধের বিস্তার হইবে। তবে এইটুকু বলিলাম যে, ঐরূপ প্রবন্ধ নাকি "কায়স্থ পত্রিকা"য় প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অভিপ্রেত ছিল না। যেরূপ-ভাবেই হউক, প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে এবং কিয়দংশ ছাপা হইবার পরে প্রবন্ধের শেষভাগে সম্পাদকীয় মন্তব্যে ঐ জাতীয় প্রবন্ধ আর প্রকাশিত হইবে না, লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমাদের ডায়েরী হইতে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়কে তারিখ, সময় ও সকল ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলিলাম। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় সকল কথা অবধারণ করিলেন এবং তাঁহার স্মৃতিপথে এক একটি করিয়া সকল কথা জাগিতে লাগিল। আমরা কোন্ স্থানে বসিয়া তাঁহার dictation লিখিয়াছিলাম, কে কে আসিয়াছিলেন, পরে আবার তাঁহার দ্বারাই সংশোধিত অংশটুকুর প্রুফ্ কোন্ দিন তাঁহাকে দেখাইয়া লইয়া গিয়াছিলাম, সব ডায়েরী হইতে জানাইলাম। পরে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বলিলেন,—"হাঁ, আপনারা যে আমার দ্বারা সংশোধিত অংশটির প্রুফ দেখাইয়া নিয়াছিলেন, তাহাও আমার বেশ স্মরণ হইতেছে। তবে প্রকাশক সংশোধিত ভূমিকাসহ গ্রন্থটি আমাকে কেন নাই বলিয়া আমি এতদিনের কথা তুলিয়া দিয়াছিলাম।

শ্রদ্ধাস্পদ রাজর্ষি কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় মহাশয় অনেকগুলি পুস্তক বিভিন্ন স্থানে বিতরণের জন্য নিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছিল যে, তিনি নিকটস্থ সংশোধিত সংস্করণের পুস্তকখানি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়কেও দিয়াছেন। কারণ, ঐ গ্রন্থের প্রকাশক পূর্ব্বেই একখানি পুস্তক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়কে দিয়াছিলেন। ঐ পুস্তক সংশোধিত ভাবে ছাপা হইয়া বগুড়ার নিকট হইতে আসিবার পূর্ব্বেই আমরা প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণার্থ গমন করিয়াছিলাম এবং বঙ্গদেশের সহিত একরূপ সম্বন্ধ-বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলাম। বগুড়া হইতে-গুলি পুস্তক ক্রম-ক্রমে অসংশোধিত অংশের সংস্করণই বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল, কারণ নিরপেক্ষ বগুড়া জানিত না যে আমরাও বিরোধিগণের ঐরূপ দুরভিসন্ধি কল্পনায়ও জানিতে পারি নাই যে, একটি সত্য ঘটনার ছিদ্রান্বেষণ করিয়া তাহারা নানা প্রকার ষড়যন্ত্রের উদ্ভব করিবে। বগুড়ার এই সামান্য ত্রুটীর জন্য আজ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার্থ ষড়যন্ত্রকারিদিগকে লজ্জানুভবের অবসর প্রদান করিয়া নিজমুখে 'ত্রুটী স্বীকার' করিয়াছেন। যাহা হউক, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় 'কায়স্থ-পত্রিকা'র গত আষাঢ় মাসের সংখ্যায় এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"কিছুদিন পূর্ব্বে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ বেদান্তরত্ন মহাশয় আমার নিকট উপস্থিত হইয়া কথা-প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন, কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় মহাশয়ের সংকলিত 'চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থে সন্নিবেশিত 'পরিচয়'এর ৸৶০ পৃষ্ঠায় দুইখানি মুদ্রিত পুস্তকে দুই প্রকার উক্তির কোন্‌টি আমার লিখিত। তদুত্তরে আমি বলিয়া-ছিলাম—"দুইটির মধ্যে একটি আমার লিখিত, অপরটি আমার লিখিত নহে, কেন এরূপ হইল, তাহা ঠিক বলিতে পারি না।" তৎপরে 'কায়স্থ-পত্রিকা'র বৈশাখ (১৩১৩) সংখ্যায় রাজেন্দ্র বাবুর 'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের অন্তর্ধান' শীর্ষক প্রবন্ধে ইহা যেরূপভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সন্নিবিষ্ট উক্ত 'পরিচয়' এর মধ্যে ঐরূপ পরিবর্ত্তন গৌড়ীয়-মঠের কোন লোকের দ্বারাই আমার বিনা অনুমতিতে সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া পাঠকের ধারণা জন্মিতে পারে। অতঃপর ঘটনাবলীর অনুসরণ-ক্রমে আমার স্মরণ হয় যে, 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহাশয় বিগত ইংরাজী ১৯০৮ সালের মধ্য ফেব্রুয়ারী রবিবার হইতে ক্রমাগত ৩দিন 'বিশ্বকোষ'-কুটীরে উপস্থিত হইয়া উক্ত 'পরিচয়'টি আমার dictation অনুসারে লিখিয়াছিলেন। অতঃপর গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া যাইবার পর 'পরিচয়'এর ৸৶০ পৃষ্ঠায় লিখিত "অনেক কথাই গ্রন্থে আছে, যাহা ঐতিহাসিকের নিকট তাহার সমাদর পাইবে কিনা সন্দেহ, কিন্তু ভক্তের নিকট ইহার বিষয়গুলি ও ইহার চিত্রাবলী অশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে, সন্দেহ নাই।"

—এই উক্তি দেখিয়া কেহ কেহ আমার বক্তব্য-বিষয়কে ভুল বুঝিতে পারেন, এজন্য উক্ত পণ্ডিত মহাশয় আমার নিকট জ্ঞাপন করেন। বস্তুতঃ আমার ঐরূপ লেখার উদ্দেশ্য ইহা ছিল না যে, মায়াপুর-সম্বন্ধে যে সকল তথ্য, যুক্তি ও প্রমাণাবলী এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা ঐতিহাসিকের নিকট আদরণীয় হইবে না। পরন্তু আমার ঐরূপ বলিবার মূল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এই গ্রন্থে যে সকল কিংবদন্তী বা অন্যান্য বিবরণ ও বিভিন্ন চিত্রাবলী আছে, তাহা ঐতিহাসিকের নিকট অন্যরূপে দৃষ্ট হইলেও ভক্তের অশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে। যাহা হউক, আমার ঐ উক্তি পাছে সাধারণের কোনরূপ ভ্রমের অবকাশ দেয়, এজন্য ঐ অংশটি পরিবর্ত্তিত করিয়া ইহা লিখাইয়া দিয়াছিলাম,—"এই গ্রন্থে মহাপ্রভুর জন্মস্থান সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য, যুক্তি ও প্রমাণাদি সন্নিবেশিত হইয়াছে, সে সকল ভক্তের শ্রদ্ধা আকর্ষণ ত' করিবেই, পরন্তু ঐতিহাসিকের নিকটও তাহা গ্রাহ্য ও সমাদরণীয় হইবে।" তাহাই পরে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ঐ অংশটুকু মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে ২৩শে মার্চ্চ ১৯৩০ রবিবার 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় আমাকে ইহার প্রুফও দেখাইয়া লইয়াছিলেন। নানাকার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় অনেকদিন পূর্ব্বের ঘটনা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু অতঃপর ঘটনাক্রমে সকল কথাই আমার স্মৃতিপথে জাগরূক হইয়াছে। বলিতে কি, ঐরূপ পরিবর্ত্তন আমারই অনুমোদনানুসারে হইয়াছিল, গৌড়ীয়মঠের কেহ তাহা আমার অজ্ঞাতসারে করেন নাই। আমার বিস্মৃতির ত্রুটী-হেতু শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার মহাশয় 'আনন্দপত্রিকা'য় তীব্র-কটাক্ষ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় আসিয়া আমার এই আত্মবিস্মৃতি ও ত্রুটী দেখাইয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। আমার এই ত্রুটীর কারণ একজন সাধুসজ্জনের হৃদয়ে আঘাত দিয়াছে, তাহাতে আমি অপ্রতিভ ও দুঃখিত বোধ করিতেছি। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় নিদর্শন দেখাইতে না পারিলে হয়ত আমার বিস্মৃতি দূর হইত না। দ্বিতীয়বার মুদ্রণ পঞ্চবর্ষ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইলেও প্রকাশক এপর্য্যন্ত আমাকে একখণ্ড পুস্তক দিবার সুযোগ পান নাই, ইহাই বিস্মৃতির প্রধান কারণ। যাহা হউক, 'চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থে দ্বিতীয়বার যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আমার নির্দ্দেশেই হইয়াছিল, সাধারণের সন্দেহ-ভঞ্জনের জন্য জানাইতেছি।

(স্বাঃ) শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ (বর্ত্তমান প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব)

২৪।৩।৩৬"

পণ্ডিত ঘোষ মহাশয় নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের 'পরিচয়'এর শেষাংশের পরিবর্ত্তনটি না থাকিলে 'চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থটি একটি "অমূল্য গ্রন্থ"। ('আনন্দ পত্রিকা'—বৈশাখ ১৩৪০, ১৫ পৃষ্ঠা প্রথম স্তম্ভ ৩০শ পংক্তি দ্রষ্টব্য।) অতএব যখন 'চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থের 'পরিচয়'-লেখক মাননীয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় স্বয়ংই আষাঢ় মাসের আনন্দ-পত্রিকায় ঐ পরিবর্ত্তন তাঁহার দ্বারাই সাধিত বলিয়া পুনঃ পুনঃ জানাইয়াছেন, তখন 'চিত্রে নবদ্বীপ' যে একটি অমূল্য গ্রন্থ, ইহা যোগেন্দ্র বাবুও এখন আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সত্যের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য এবং শ্রীধাম-বিরোধিপক্ষের দ্বারাও চিত্রে নবদ্বীপের প্রশংসা করাইবার জন্য ভগবদ্বিচ্ছাই এক কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

শুদ্ধভক্তি-বিরোধের এক বিপুল ইতিহাস রচিত হইতেছে। তাহাতে শুদ্ধভক্তি ও বাস্তবসত্যকে নির্য্যাতিত করিবার অভিসন্ধি-মূলক ঐরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইয়া জগতের নিরপেক্ষ পণ্ডিত-সম্প্রদায় স্তম্ভিত ও চমৎকৃত হইবেন। চিরকালই সত্যের জয়, অসত্যের আপাত অনুমান সত্যকে বিজয়মাল্যে ভূষিত করিবারই অগ্রদূত।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী

আগামী ২৪শে ভাদ্র (১৩৩০), ইং ১০ই আগষ্ট (১৯২৩) সোমবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বাসর। কৃষ্ণ-সম্প্রদায়ের একশ্রেণী পরবিদ্যা-বিশারদ শুদ্ধাদ্বৈত-স্মৃতিশাস্ত্রকার মহাজনগণ সপ্তমী-বিদ্ধ জন্মাষ্টমীব্রত নিষেধ করিয়া সপ্তমী-স্পর্শ-রহিত পরদিবসে অর্থাৎ সোমবারেই জন্মাষ্টমীব্রতের বিধান প্রদান করিয়াছেন। শুদ্ধাদ্বৈতমতের বিচার-পদ্ধতি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যাঁহারা কর্ম্মজড়স্মার্ত্তপদ্ধতির অনুসরণ করাই বিধানকে আদর্শ করিয়াছেন, তাঁহাদের কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রত-পালনে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-ব্যতীত অন্যান্য কি উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত, তাহা সম্প্রদায়ানুবর্ত্তনকারী শুদ্ধাদ্বৈতাদর্শ নিরপেক্ষ সুধীগণেরই বিচার্য্য। "আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ, তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাশিক্ষণম্ বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা" বিচারানুসারে যদি কর্ম্মজড়স্মার্ত্তকেই গুরুপদে অভিষিক্ত করা হয়, তাহা হইলে তৎসমীপে কৃষ্ণদীক্ষা-শিক্ষা-লাভ হইবার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণের বিষয়-ভোগ বা ত্যাগ-দীক্ষাই লাভ হইয়া বিপরীত ফলোৎপত্তির সম্ভাবনা হইবে না কি? যেখানে কৃষ্ণকে অদৃষ্টফলের অধীনজ্ঞানে তাঁহার নিকট ক্ষণিকুপুণ্যলোকাদি বা ইহ-পরলোকে সুখস্বাচ্ছন্দ্য-প্রাপক পুণ্যকামনা বিদ্যমান, সেখানে কৃষ্ণাবির্ভাববাসরপালন লইয়া এত মাথা ঘামাইবার কি কারণ থাকিতে পারে, তাহা কি বিদ্বান্ সজ্জনগণের বিচার্য্য-বিষয় হইবে না? ঈশ্বরকে অদৃষ্টকর্ম্মের অধীন-জ্ঞানে কর্ম্মফলেই যাঁহারা ঈশ্বরত্ব স্থাপন করেন, তাঁহারা কৃষ্ণজন্মব্রতপালনাদিকে তাঁহাদের ক্ষণিকুপুণ্য-কামনা-মূলক কর্ম্মের অঙ্গতম জ্ঞানে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণকে দিয়া যে আত্মেন্দ্রিয়-তোষণের বিচার বরণ করেন, তাহার সহিত শুদ্ধাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের কৃষ্ণাবির্ভাববাসর পালনাদির বিচারের সম্পূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান। অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-বিদ্ধ সাধকব্রুবগণের শুদ্ধাদ্বৈতসম্প্রদায়ের আচরণানুকরণও সর্ব্বতোভাবে প্রতিবাদার্হ ও গর্হণযোগ্য।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ।", "কোন ভাগ্যে কারো শ্রদ্ধা হয় ত' তখন। সাধুসঙ্গ করে, ভজে কৃষ্ণ উপদেশন। ৩ অহৈতুকী বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়। কৃষ্ণ-ভক্তি মূলে রহ, সংসার নহে ক্ষয়।" শ্রীমদ্ভাগবতও "ন্যাসমেষাং প্রাহুরগ্র্যং ন যতি ন চেজ্যাঃ নির্ব্বপণাদ্ গৃণন্তি। ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্।" "নৈষাং মতিস্তাবদরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ। মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ।" প্রভৃতি অনেক শ্লোকে কার্পণ্য ব্যতীত যে, কৃষ্ণকৃপা লভ্য নহে এবং কৃষ্ণকৃপা বলিতে যে আমাদের ভোগোপযোগী কামাকর্ম্ম-সমূহের ক্ষণিক ফল-লাভও নহে, ইহা স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন। ভক্তির বিচারই সেবোন্মুখ সুখোৎপাদন লইয়া; প্রাকৃত আদানপ্রদান-বহুল বণিগ্‌বৃত্তিকে কোন মহাজনই ভক্তি বলেন নাই। সুতরাং আদৌ যেখানে মহাজন-বর্ত্মানুবর্ত্তনের বিচার নাই, সেখানে কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রত-পালনাদি কেবল আত্মেন্দ্রিয়-তোষণপর গতানুগতিক-বহুল কর্ম্মমাত্র, শুদ্ধভক্তির সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।

শ্রীভগবান্ স্বয়ং তাঁহার শ্রীমুখোদ্গীত শ্বেতোপনিষদে যে, "অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।", "জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন।", "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত-মহেশ্বরম্।" প্রভৃতি শ্লোকে তাঁহার অপ্রাকৃত জন্ম ও লীলার কথা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্মার্থ "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" বিচারাবলম্বনে সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে অবগত না হইয়া যাঁহারা আধ্যক্ষিক জ্ঞান-পরিমায় স্ফীত হইয়া ভগবান্‌কে জন্মাদি-রহিত নির্ব্বিশেষ বা জন্মাদি বিশেষ মানিবার অভিনয়ে 'মায়া মিশাইয়া এস ভগবান' প্রভৃতি বিচারাবলম্বনে প্রাকৃত বিশেষযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার ধার্ষ্টতা বরণ করেন, তাঁহাদের উভয় পক্ষেরই কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রত-পালন বা অপালন—উভয়ই একার্থ-বোধক। যাঁহারা আজন্ম কৃষ্ণের বিষয়-চিন্তায় ব্যাপৃত, যাঁহাদের সেবার ব্যতিরেকে বুভুক্ষা ও মুমুক্ষাকে কখনও ঘরে লইয়া সেবোন্মুখ সুখানুসন্ধানরূপা সেবাবৃত্তিকে চিরকাল ঘরচ দেখান'

হইয়াছে, [illegible] ও তাহার বন্ধুগণের প্রাতঃস্মরণীয়— উহাদেরই গতি সাম্বতশাস্ত্রকারগণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

যো বৈ ভূমানমক্ষরমিত্যুক্তা পুরাণে যঃ।
তাহুতে নরকং ঘোরং দেবতঃ কালমক্ষয়ম্।

যাঁহারা স্বয়াট্‌পুরুষোত্তম শব্দব্রহ্ম-স্বতন্ত্র স্বয়ং ভগবানের অপ্রাকৃত জন্মকর্ম্মকে তাঁহাদের আধাক্ষিক বিচার দ্বারা বিমিশ্রিত করিতে চাহেন, তাঁহারা তাঁহার বহিরঙ্গা মায়া-শক্তি-প্রভাবে সম্বতোভাবেই স্বয়ংরূপশক্তি-বিষয়ে চিরবঞ্চিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা সাধারণ জীবের প্রাকৃতজন্মাদির সহিত লক্ষাধিষ্ঠাত্রীলীলাকে এক করিয়া ফেলেন। সামান্য কুম্ভকার-চক্র-দোষ-কাষ্ঠের জীবের প্রাকৃতদেহকে 'জন্মী' আখ্যান প্রদান করিয়া সাধারণের ব্যবহারী বেদাইতে গিয়া একেবারে বাঁকাতোতে আঘাত করিয়া বসেন। উহা সম্বতোভাবে নিরাকরণযোগ্য।

বিরুদ্ধমতাবলম্বীরা তাঁহার [illegible] দেন"। দুইটি বিরুদ্ধগুণের সমন্বয় একমাত্র ভগবানেই সম্ভব হইতে পারে। মানব-মেধা তাহা অক্ষজ-জ্ঞানের দ্বারা পরিমাপ করিতে গেলেই নানারূপ অনর্থের আবাহন করিবে; এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে পুনঃ পুনঃ শ্রীভগবানের 'অধোক্ষজ' নাম-গ্রহণের উল্লেখ করিয়াছেন। বিশুদ্ধসত্ত্ব-ব্যতীত বহুসত্ত্বমিশ্রিত সত্ত্বে যাঁহার আবির্ভাব কখনও সম্ভব হইতে পারে না, তাঁহার আবির্ভাব ও লীলাদেহ উপলব্ধি করিতে হইলে যে প্রণালী অবলম্বনের কথা শ্রীভাগবতাদি সাম্বতশাস্ত্র অনুমোদন করিয়া থাকেন, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুবর্ত্তন ব্যতীত, যাঁহারা অভিনব প্রণালী বহুমানন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট কৃষ্ণজন্মকর্ম্মাদি 'কাহির নিকট হিন্দু-পর্ব্বের' ন্যায় আন্তরিক সমাদরের বিষয় হইবে না।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের প্রিয়তম পার্ষদপ্রবর শ্রীযুত রূপগোস্বামিপ্রভু তাঁহার সংক্ষেপ-ভাগবতামৃতগ্রন্থে শ্রীভগবানের অজত্ব ও অক্ষিয়ের যে অবিরোধ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা সহৃদয় পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে সানুবাদ প্রকাশিত হইল—

"অজো জন্মাধীশোঽপি যাতো জন্মাধিরাজতঃ। অক্ষোঽপ্যক্ষ বিনেতৃত্বাদ্ অধিক্ষজ ইতীর্যতে। ইত্যাদিভ্যাং ভগবান্ অধিক্ষোক্ষজবৈভবঃ। তত্রাজত্বং যথা বহিরঙ্গাপেক্ষয়া তথা। নাম্নো যদধিরূঢ়ার্থ-বিবক্ষায়ামপি। নাম্নো যদধিরূঢ়ার্থ-বিবক্ষায়ামপি [illegible] কৈবল্যবাদা যথা। অস্মাকন্তু জন্মাদিলীলানাম্নো তথাত্বম্। যেষাং কেষাঞ্চিৎ তত্র তাৎপর্য্যাং তথাত্বং। যদীশ্বরাণাং বিভূতীনাং যোগেশ্বরত্ব-নিবন্ধনা। অত্র জন্মাদিলীলানাম্নঃ প্রাকট্যং হেতুরুত্তমঃ। তথা তত্তদ্-ভক্তেষু পীড়াদানেন্ দানবেষু। নিজেষু কৃপাদানস্য হেতুনিবন্ধনত্বেন চ। তথাধিরাজপদবাচ্যায় ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তেশ্বরেষু। অন্যেষ্বপি যত্র তত্র তত্তদ্-ভাবোপযুক্তত্বম্। যেষাঞ্চাপি নিবৃত্তেষু ইত্যুক্তার্থা বিবক্ষিতা। তাং বিনা লীলায়াং তত্তৎ-ভক্তে দর্শনেন তস্য কৃপানিধিঃ। তৈরপি যেষু-যেষুভক্তাদিষ্টিতাপরাধেষু। অন্যাপি বৃন্দাবনে কৃষ্ণঃ গোপেন বৃষাবনাদ্রে।"

তাৎপর্য্য—"ভগবান্ অজ—জন্মহীন হইয়াও জন্মলীলার আবিষ্কার করিয়াছেন। যদি বল, একের অজত্ব ও অক্ষিয় পরস্পরে বিরুদ্ধ হইতে পারে, অজ কখনও জ্ঞান না বা জ্ঞাত কখনও অজ নহেন। এই প্রকার আশঙ্কা দূর করিবার জন্য বলা হইতেছে—ভগবান্ অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যবৈভব অর্থাৎ তাঁহার ঐশ্বর্য্যবৈভব প্রাকৃত চিন্তার বিষয়ীভূত নহে। বহ্নি যেমন সর্ব্বত্র তেজঃ-স্বরূপে বিদ্যমান্ থাকিয়াও মণি (প্রস্তরবিশেষ) বা কাষ্ঠাদি (লৌহাঘাত বা কাষ্ঠের ঘর্ষণ-হেতু) হইতে প্রাদুর্ভূত হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ কোন সময় কোন কারণবশতঃ তাঁহার অনাদি ও অদ্ভুতা জন্মাদিলীলার আবিষ্কার করিয়া থাকেন। স্বীয়লীলাকীর্ত্তির বিস্তার-হেতু সাধকভক্তমণ্ডলীকে অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছাই তাঁহার জন্মাদিলীলাবিস্তারের মুখ্য কারণ। আর জন্মের মানবগণ-কর্ত্তৃক পীড়াদান পূর্ব্বে আবির্ভূত বসুদেবাদি স্বীয় প্রিয়তমগণের প্রতি কৃপাও যে তাঁহার প্রাদুর্ভাবের হেতু, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পৃথিবীর ভার হরণার্থ ব্রহ্মাদি দেবতাগণের যে প্রার্থনা, তাহা তাঁহার আবির্ভাবের আনুষঙ্গিক বা গৌণ কারণ। যদি কোন কোন নিজ প্রিয়জন উৎকণ্ঠার্ত্ত হইয়া অন্যাপি তাঁহাকে দেখিবার জন্য ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কৃপানিধি কৃষ্ণ তাঁহাদিগের নিকট সেই সেই লীলা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কোন কোন ভাগ্যবান্ ভাগবতোত্তম প্রেমবিবশ হইয়া অদ্যাপি বৃন্দাবন-মধ্যে ক্রীড়ারত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন।" এতৎপ্রসঙ্গে গীতার "তত্ত্বা অনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন" এবং ব্রহ্মসংহিতার "প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষ্বপি বিলোকয়ন্তি" প্রভৃতি শ্লোকার্দ্ধ আলোচ্য।

বেদান্তসূত্রের প্রত্যেক শব্দমূলার্থ, ঈক্ষতের্নাশব্দম্,

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ, তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ প্রভৃতি সূত্র যাঁহাদের সদ্গুরুপাদপদ্মে ব্রহ্মবিদ্যার প্রাথমিক শিক্ষা-সূত্রে আলোড়া বিষয় হয় নাই, তাঁহারা সাধুবর্ত্ম ও মহাজনানুবর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া উৎপথ-গামীই হইয়া থাকেন। যাঁহারা সদ্গুরু-পাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা হইয়া সাধন-পথের অনুগমনে শ্রীশিক্ষাষ্টক ও শ্রীরূপগোস্বামিকারিকার আশ্রয় করেন নাই, তাঁহারা শ্রীহরিনামচিন্তামণি-ভজনরহস্যোপলব্ধির অভাবে শিখিপিঞ্ছমৌলি-কৃষ্ণপ্রকৃষ্টতরপ্রণয়বৈশিষ্ট্যপোষ্টাই লীলাময়ং-রসাত্মিকা 'জয়শ্রী'র পরমবশ্যশিরোমণিত্বাস্বাদনে পরাযুখ হইয়া কৃষ্ণসম্বন্ধাদির অপ্রাকৃতত্বাবধারণে চিত্ত-বঞ্চিত। শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীপ্রসঙ্গে শ্রীবার্ষভানবীবরিত—অনুকূল-কৃষ্ণের প্রেষ্ঠজনের একান্ত আনুগত্য-ব্যতীত কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাতোগাকাঙ্ক্ষার ক্রীড়াঙ্গন—কামাদি রিপুর আশ্রয়স্থল কলিকলুষই হৃদয়ে কৃষ্ণবিমুখতা উপলব্ধ হইবার নহে। আকাশ ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন, নক্ত আগত, এ সময়ে অনুকূলকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ভক্তিবিনোদ-বাণীর নিকপট অনুগত বন্ধুর পরমাশ্রয় শ্রীগুরু-বাণীর আর গত্যন্তর নাই। মহাকবি শ্রীজয়দেবোক্ত মন্ত্র-নিষেধের একমাত্র মর্ম্ম—অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন। কৃষ্ণ বা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠকে দিয়া নিজেন্দ্রিয়তর্পণ করাইয়া লইবার বৃত্তি কখনও হরিসেবা-দ্বারা মনকে নয়ন করিবার—কৃষ্ণের অপ্রাকৃতলীলারস বিলাস-মাধুর্য্যের অনুকূল নহে। শ্রীহরিসেবায় চিত্তকে সরল করিতে হইলে শ্রীচৈতন্যবাণীর একান্ত আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীচৈতন্যবাণীর কীর্ত্তনকে বিদূরিত করিয়া কৃষ্ণসম্বন্ধবিরহিত-পালনাদির ছলনা কখনও অধঃপতন হইতে রক্ষা করিবে না। ভক্তিসিদ্ধান্তসিন্ধুর উপদেশই আমাদের একমাত্র আশ্রয়ণীয় হউক—

"বন্ধুনর্দ্দৈঃ ততো দীনান্ বন্ধুবাক্যেন সংস্মরেৎ"
"সন্তাতীরাশয়ে স্নিগ্ধে নাম্নো নমঃ ততো বদেৎ"

নিকপট দয়ার্দ্রতার আশয়ে স্নিগ্ধ বন্ধুর নিকপট কৃপা-বাতীত দুর্দ্দৈব ঘুচিবে না—নিজ-ভক্তি, নাম-অপরাধ, জন-পরাজয়, ভোগ-ত্যাগ প্রভৃতি স্ব-ধর্ম্ম-দ্বারা নিরন্তর আক্রান্ত হইতে হইবে। কামাদি অসুর-বিমোহিনী মহামায়া ও কৃষ্ণোন্মুখ সুমঙ্গলান্বেষী চিচ্ছক্তি যোগমায়ার কার্য্য এক নহে।

কামাদি অসুর গুরুদেব বসুদেবের কৃষ্ণাবির্ভাবের প্রতি-বন্ধক হইতে পারে না, বসুদেবের কৃষ্ণাবির্ভাব-জনিত আনন্দকেও বাধা দিতে পারে না। কৃষ্ণসেবোন্মুখ হইলে কৃষ্ণসেবার পথ কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি যোগমায়া সুন্দররূপে পরিষ্কার করিয়া দেন। লৌহের গৃঙ্খল, লৌহের সুদৃঢ় অর্গলাবদ্ধ কপাট, প্রবলবাত্যা, মুষলধারে বৃষ্টি, ভীষণ অশনি-সম্পাত, যমুনার উত্তাল-তরঙ্গ, নক্রসঙ্কুল লোকালয়ান্তরালের ভয়—কোনটিই কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক হয় না। সংসারতত্ত্বৎসল ভগবান্ নিকপট সদ্গুরুর সকল সেবা-সংকল্প কার্য্যে পরিণত করাইয়া সেবকের মনোহভীষ্ট পূর্ণ করেন। আধ্যাত্মিক অভিযোহবাদীর কোন সংকল্পই পূর্ণ হয় না, যদ্য হইতে ঐশ্বর্য্যপ্রধান শ্রী-মদাদির মত্ততাই বৃদ্ধি পাইয়া আত্মবিনাশ-সাধনের সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত হয়।

শ্রীচৈতন্যবাণীর একান্ত আনুগত্যই বৈকুণ্ঠ হইতে কৃষ্ণজন্মভূমিকা মথুরা, তদপেক্ষা রাসস্থলী বৃন্দাবন, তদপেক্ষা গোবর্দ্ধন, তদপেক্ষা কৃষ্ণপ্রেমামৃতাস্বাদনকেন্দ্র রাধাকুণ্ডের বৈশিষ্ট্যোত্তরত্বমতা উপলব্ধির সৌভাগ্য প্রদান করিয়া ভাগ্যবান্ জীবকে 'অনর্থা যীয়তে'র রাজ্য হইতে 'অনর্থা-বাপ্তিঃ' পর্য্যন্তই শ্রীরাধিকাতত্ত্বে চিরবাসস্থান প্রদান করে। শ্রীরাধিকাতত্ত্বেই কৃষ্ণের-সম্যগাবির্ভাব, লীলারসের সর্ব্বোত্তম চমৎকারিতা প্রকাশিত।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বাণী-প্রচার

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪শ বর্ষ, ৪০তম সংখ্যার পর)

ঢোলপুরের মহারাজ—১৪ই এপ্রিল শ্রীযুত মহারাজ দিল্লীর সিসিল হোটেলে বেলা ১০ ঘটিকায় ঢোলপুরের মহারাজ মহারাণা বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মহারাণা বাহাদুর অতীব সজ্জন, বিনয়ী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ। মহারাণা বাহাদুর বর্ত্তমানে সমস্ত রাজপুতানার 'নরেন্দ্রমণ্ডলে'র প্রেসিডেন্ট। গৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্যে তিনি বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন।

বিকানীর, কোটা, টেহরি ও কুচবিহারের

রাজপ্রাসাদে—ঐ দিবস অপরাহ্ণে স্বামীজী মহারাজ দিল্লীস্থ উক্ত রাজভবনে গৌড়ীয়মঠের ভারতে ও ভারতের বাহিরে প্রচারবার্ত্তা জ্ঞাপন করেন।

দিল্লীমঠে আগন্তুক—১৩ই এপ্রিল ডি কে, এন, দাক্ষিত ও ষ্টেট্‌স্‌ম্যান অফিসের মিঃ এন্ এস্, প্রেমার দিল্লী-গৌড়ীয়মঠে আগমনপূর্ব্বক স্বামীজীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেন এবং স্বামীজী উক্ত প্রশ্নসমূহের যথাযথ উত্তর দিয়াছিলেন।

দিল্লীর চিফ্ কমিশনার সাহেব—১৬ই এপ্রিল স্বামীজী দিল্লীর চিফ্ কমিশনার মিঃ ডে, এন্, সি, এস্‌সন, সি, আই, ই এবং অন্যান্যপ্রাপ্ত ইন্‌কামট্যাক্স কমিশনার মিঃ বসন্তলালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গৌড়ীয়মঠের প্রচার-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তৎশ্রবণে তাঁহারা বিশেষ প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন।

পান্নার মহারাজ বাহাদুর—১৭ই এপ্রিল শ্রীপাদ বন মহারাজ ত্রিপুরা-মহারাজের শ্বশুর মহোদয় পান্নার মহামান্য মহারাজ-বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লণ্ডনে গৌড়ীয়মঠ-স্থাপন-সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

মেজর ব্রাউন—সুপ্রসিদ্ধ লেখক মেজর ইয়েট্‌স্ ব্রাউন স্বামী বনের বিশেষ পরিচিত। লণ্ডনে থাকাকালে ভারতের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বহুবার ইনি স্বামীজী মহারাজের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াছেন। গত ১২শে এপ্রিল তিনি স্বামীজী মহারাজকে দিল্লীর সিসিল হোটেলে আহ্বান করিয়া পুনরায় বহু বিষয় আলাপ করিয়া লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ বাহাদুর—২০শে এপ্রিল অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীপাদ বন মহারাজ দিল্লীতে ত্রিবাঙ্কুরের মহামান্য মহারাজ বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গৌড়ীয়মঠের লণ্ডনে প্রস্তাবিত বিষ্ণুমন্দির-স্থাপনের কথা নিবেদন করেন। মহারাজ বাহাদুর অতীব আগ্রহ-সহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রশ্ন করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবা-কার্য্যের প্রতি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

দিল্লীগৌড়ীয়মঠে নৃসিংহচতুর্দ্দশী—শ্রীমহাপ্রভু হইতে শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর ভক্তিপ্রচার-পথের বিঘ্নবিনাশক শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-কথা পাঠ ও কীর্ত্তন, নিরম্বু-উপবাসব্রত-উদ্‌যাপন শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশীব্রতমুখে পালিত হয়।

শ্রীরাধাকুণ্ডে—৬ই মে স্বামী বন শ্রীরাধাকুণ্ড-তটস্থিত শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিপ্রভুর ভজনকুটীরে সন্ধ্যাকালে উপস্থিত হইয়া পরদিবস প্রাতঃকালে শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড পরিক্রমণ ও শ্রীগুরুপাদপদ্ম কীর্ত্তন-বন্দনাদি করতঃ সন্ধ্যায় শ্রীল দাস-গোস্বামী প্রভুর সমাধির পাদদেশে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। সভায় বহু বাবাজী ও পাণ্ডা উপস্থিত ছিলেন। ৮ই মে প্রাতঃকালে শ্রীরাধাকুণ্ডে আগত মথুরার এস্, ডি, ও, সাহেবের সহিত কার্য্য-ব্যপদেশে দেখা করিয়া অপরাহ্ণে শ্রীগোবর্দ্ধনে গোবর্দ্ধনবিহারীর শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। স্বামীজী মহারাজ মথুরা ও বৃন্দাবনে ত্রিরাত্র বাস করিয়া দিল্লীতে ফিরিয়া আসেন।

সিমলায়—গত ১৮ই মে শ্রীপাদ বন মহারাজ দিল্লী হইতে রওনা হইয়া সিমলা পাহাড়ে শ্রীপাদ গিরি মহারাজ ও শ্রীপাদ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজের সহিত মিলিত বন এবং তথায় দুই দিবস প্রচার করিয়া কুরুক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কুরুক্ষেত্রে—সূর্য্যগ্রহণ-উপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীব্যাস-গৌড়ীয়মঠে যে-সকল পারমার্থিক বিষয় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে শ্রীপাদ বন মহারাজ তত্রস্থ ব্রহ্মচারিগণকে বুঝাইয়া দিয়া গত ২২শে মে দিল্লী-গৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে দিল্লীতে অবস্থান-পূর্ব্বক স্থানে স্থানে প্রচার করিতেছেন।

গত ৪ঠা আগষ্ট মঙ্গলবার সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে কৃষ্ণনগর-শ্রীকৃষ্ণকুটীরে আগমন করেন; তথা হইতে পরদিবস বেলা প্রায় ৩ ঘটিকায় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন।

১৯শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৩০শে শ্রাবণ, ১৩৪৩, ১৫ই আগষ্ট, ১৯৩৬ | ৩য় সংখ্যা

গণবাদ ও মায়াবাদের চক্ষে শুদ্ধভক্তির স্বরূপ

[ময়মনসিংহ নেত্রকোণা হইতে প্রাপ্ত এই প্রতিবাদ-প্রবন্ধটি তত্রস্থিত কোনও ব্যক্তিগণের লাঞ্ছনা নিয়াকরণ ও তাঁহাদিগকে বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রকাশিত হইল। বস্তুতঃ এই শ্রেণীর প্রতিবাদ আমাদের লক্ষ্যের বিষয় নহে। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতাদি শুদ্ধভক্তি-শাস্ত্র নির্দ্দেশক ভাগবতগণের নিকট আচার-প্রচারমুখে অনুশীলন করেন, তাঁহারাই শুদ্ধভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ। প্রতিবাদ-প্রবন্ধের লেখক ও অন্যান্য সত্যানুসন্ধানী জনসাধারণকে জ্ঞাত করান' যাইতেছে যে, কোন ব্যক্তিগত বা বিশেষ সম্প্রদায় ও প্রতিষ্ঠানগত সমালোচনা কিম্বা তৎপ্রতি কটাক্ষপাত প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে, যদিও কোন পক্ষবিশেষকে অবলম্বন-বশতঃ পূর্ব্বেই এরূপ কটাক্ষ করিতে উদ্যত দৃষ্ট হয়। কারণ অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, নির্ভেদ জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতির চিত্ত "অশান্ত" ও "অসদবস্তুপূর্ণ" (তাঃ অঃ ১৩।৪৪ ও চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৪২) বলিয়া অনাদিকাল হইতেই তাঁহারা শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ের প্রতি নানাপ্রকার কটাক্ষপাত, এমন কি, শাব্দিক বজ্রপ্রয়োগেও ক্ষান্ত হয় নাই। ইহা ভগবদ্ভক্তের প্রকৃতি তাহা নহে। তবে যে, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব প্রভৃতি আচার্য্যগণ, কলিযুগ-পাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও তাঁহার পার্ষদগণ ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত বা প্রতিষ্ঠানগত সমালোচনা করিয়াছেন—যেমন শ্রীল

শঙ্করাচার্যকে 'অসুরমোহনাবতার', মাধ্বাচার্যকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ও নাস্তিকমত', কর্মকাণ্ডকে 'তীমরতিকলী', জ্ঞানকাণ্ডকে 'সন্ন্যাসী অভদ্র সর্প', যোগকাণ্ডকে 'ধড়' বা কোন কোন আচার্য কর্ম-জ্ঞানকাণ্ডকে 'বিষভাণ্ড', কৈবল্যমুক্তিকে 'নরক', মুক্তিবাঞ্ছাকে 'পিশাচী', বৈষ্ণব-বিদ্বেষীকে 'পাষণ্ড', ভাগবতবিরোধীকে 'যবন সম' প্রভৃতি বলিয়া নানা সৎশাস্ত্র ও সদ্যুক্তিদ্বারা তাহা প্রচার করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের কোমলশ্রদ্ধ ও বালিশগণের প্রতি করুণা ও জগতের প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মকোদর-দয়ার পরিচয়; ইহাকেই 'তৃত্বিধা' অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা ও পরোপকারী—মৌঃ সঃ]

গত ৭ই শ্রাবণের (১৩৫৩) চিৎকণমন্বয়বাদের একখানি আধুনিক পত্রিকায় কিশোরগঞ্জ মহকুমাস্থিত হইতে শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী নামক এক ব্যক্তি 'দৈনিক নবীনাপ্রকাশ' ও 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশিত 'আনন্দবাজার-পত্রিকা'র সাম্প্রদায়ের "অদ্ভুত ধর্ম প্রচারে"র প্রতিবাদ দেখিয়া ক্রোধে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছেন। তৎপ্রসঙ্গে উক্ত লেখক ভক্তিশাস্ত্রের কএকটি বুলি আওড়াইয়া পারমার্থিক পত্রের সম্পাদকগণকে অযাচিতভাবে অনেক উপদেশ প্রদান করিয়া অনেক তত্ত্ব-বিভীষিকাও দেখাইয়াছেন।

"নোংরা শাস্ত্র" ?

উক্ত লেখক শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতিকে "নোংরা সৎশাস্ত্র" (!) বিচার করেন, ইহাও কৌশলে জানাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন,—"শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুকে যে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া জানে না, সে অসুর" নির্দেশে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা হইতে যে পয়ার উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই মত নিজ-সম্প্রদায়ের ভিতর চলিতে পারে, কিন্তু ভিন্ন সম্প্রদায়ে অচল।" 'অসুর' শব্দের যাথার্থ প্রতিবাদকারিগণ গীতার যে শ্লোক উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহাও লেখকের মতে সমীচীন হয় নাই।

সুর ও অসুর-প্রকৃতি

উক্ত লেখক হয় ত' তাঁহার দলে অনেক লোক পাইবেন। কারণ, এই পৃথিবীতে সুর বা ভগবদ্ভক্তের সংখ্যা অতি বিরল। সুরগণ সাত্ত্বিক ও তত্ত্বদর্শ প্রকৃতির, আর যাঁহারা সুর নহেন, তাঁহারা তদ্বিপরীত। শ্রীচৈতন্যদেব কেবল গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদিগের নিকট পরমেশ্বর হইবেন, আর অপরের নিকট অচৈতন্য হইবেন,—ইহা নহে। প্রত্যেক সুরপ্রকৃতি ব্যক্তিই শ্রীচৈতন্যদেবকে পূর্ণচৈতন্য বিচার করেন। যদি আমি তাহা করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার প্রকৃতিও সুরপ্রকৃতি নহে। 'সত্তা' কোন সাম্প্রদায়িক বা কল্পনার মধ্যে আবদ্ধ নহে। 'সত্য' গণবাদের ভোটের দ্বারা 'সত্য' বলিয়া প্রমাণিত হয় না। তদানীন্তন গৌড়ের বাদশাহ হুসেন বা অহিন্দু-সম্প্রদায়ের কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের পরমেশ্বরত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন, আর কাশীবাসী মায়াবাদি-সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বা বৈদান্তিক সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রভৃতি হিন্দুসম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ যে-কাল পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, সেকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের সুরপ্রকৃতি প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিভীক-কণ্ঠে বলা যাইতে পারে। যখন শ্রীচৈতন্যের কৃপায় তাঁহারা তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ সুরপ্রকৃতি প্রকাশিত হইল। শ্রীবল্লভাচার্য ভিন্ন-সম্প্রদায়ের হইয়াও শ্রীচৈতন্যের কৃপায় তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিলেন। আবার বঙ্গের অহিন্দু শাসনকর্তা চাঁদকাজি যখন শ্রীগৌরাঙ্গের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহার ভক্তগণের কীর্তনবিরোধ করিলেন, তখন তাঁহার সুর-প্রকৃতির অভাব ছিল; পরে শ্রীচৈতন্যের কৃপায় তাঁহার সুরপ্রকৃতি প্রকাশিত হইল। তিনি তখন শ্রীচৈতন্যদেবকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর বলিয়া জানিতে পারিলেন। অহিন্দু-সম্প্রদায়ের বিজলী খাঁ (চৈঃ চঃ মধ্য ১৮শ) প্রভৃতি সম্বন্ধেও সেই বিচার। কাজেই সব সম্প্রদায়ের লোক, কিংবা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েরই লোক শ্রীচৈতন্যদেবের স্বরূপ যতক্ষণ পর্য্যন্ত অবগত না হন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহারা সর্বোত্তম হইলেও তাঁহাদিগের সুরপ্রকৃতি উদ্বোধনের অভাব আছে, ইহা কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু ইহাই জানাইয়াছেন। অধিক কি, স্বয়ং অদ্বৈতাচার্যের পূর্ব-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী কোন কোন ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যকে "পরমেশ্বর" বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন নাই বলিয়া স্বয়ং অদ্বৈতাচার্য তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারাও 'পাষণ্ড'-নামে অভিহিত হইয়াছেন। (চৈঃ চঃ আদি ১২।৭০-৭২)

'সত্য' দর্শনের নিকটই 'সত্য'। সূর্য উদিত হইলে জন্মান্ধ, আকস্মিক অন্ধ, সুপ্ত ও মৃতকল্প ব্যক্তি কিংবা পেচক-জাতীয় প্রাণিগণ যদি সূর্যকে 'সূর্য' বলিয়া স্বীকার না করে এবং তাহারা যদি যুক্তি দিয়া বলিয়া থাকে যে, কেবল চক্ষুষ্মান সম্প্রদায়ের চিত্তেরই সূর্যোদয়ের মত চলিতে পারে, অন্যান্য মনুষ্য বা পক্ষি-সম্প্রদায়ে ঐ মত অচল, তাহা হইলে সত্যের কিছু আসে যায় না। ঐরূপ ব্যক্তি মূর্খ, না অসুর-প্রকৃতি, তাহারই প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

পরস্পর নিন্দা

অহিন্দু হিন্দুকে 'কাফের' বলিয়া থাকেন বা হিন্দু অহিন্দুকে অন্য কিছু বলিয়া থাকেন, সুতরাং প্রকৃত সত্য কিছুই নাই,—এইরূপ বক্তব্য যুক্তি আধুনিক যুগে নবাবিষ্কৃত হইয়াছে সত্য; কিন্তু তাহার মূলে প্রকৃত সত্যকে ধামা-চাপা দেওয়া বা ধোঁকামিল দেওয়ার প্রবৃত্তি-ব্যতীত আর কিছু নাই। অনেক সময় চোর সাধুকে 'চোর' বলিয়া থাকে, আবার প্রকৃত সাধুও প্রকৃত চোরকে লোক-জনাদের জন্য 'চোর' বলেন। উভয়ে উভয়কেই যখন চোর বলে, তখন প্রকৃত চোরের বাস্তবতা নাই বা প্রকৃত সাধু ও চোরের স্বরূপ বিচার হইবে না—এরূপ যুক্তিও নিম্ন পর্যায়ে সাময়িকীতে নবাবিষ্কৃত হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। এইজন্য শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরমেশ্বর-বিচারে সর্ব্বদাই স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থ-বিচারের কথা বলিয়াছেন। আধুনিক নব্য অবতারবাদিগণের ন্যায় শ্রীচৈতন্যদেবের অবৈধ অনুকরণ করিতে গিয়া মর্ত্যজীবকে জনগণের ভোটের বলে অবতার বা ঈশ্বর সাজাইবার চেষ্টা করেন নাই। অমুকে অমুক বলেন, আর তাহার উত্তরে তিনি ইহা বলেন, আর আমি মূর্খ বা গুরু সে-সম্বন্ধে শাস্ত্র-সার বিচার না করিয়া সত্যকে ধামাচাপা দিব,—এরূপ যুক্তি নাস্তিক-সম্প্রদায়ের।

শ্রীমদ্ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে মায়াবাদ

উক্ত লেখক শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৯ অধ্যায়ের কএকটি শ্লোক ও বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক উদ্ধার করিয়া অমৃতের মধ্য হইতে মায়াবাদ-হলাহল নিষ্কাশন করিতে চাহিয়াছেন। ভাগবত বা বিষ্ণুপুরাণ মায়াবাদের চশমা দিয়া পড়া যায় না। এইজন্য ভরদ্বাজ শঙ্কর বলিয়াছেন,—

"মহং বেদ্মি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।
ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বৃদ্ধ্যা ন চ টীকয়া॥"

শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষায় দেখিতে পাই,—

"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।"
—(চৈঃ চঃ অঃ ৭।১৩১)

"বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন।"
(চৈঃ চঃ অঃ ১৩।১১৩)

লেখক নিজে নিজে শ্রীমদ্ভাগবত পড়িয়া যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা হইতে উক্ত (ভাগবতীয় শ্লোকের প্রকৃত)। তাৎপর্য্য যে কত পৃথক্, তাহা তিনি ঐ সকল ভাগবতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বট্‌সন্দর্ভের রহস্যের ও ভরতের আদর্শ আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিতেন। কিন্তু এত বিদ্যা ও সুমেধা লেখকের আছে কি? বৈষ্ণব-পাদের চক্ষুদীমানার পরিধারেও যাহারা কোনও দিন পৌঁছিতে পারে নাই, তাহাদের মুখে ঐ সকল শাস্ত্রবাক্য উচ্চারণ কেবল আত্মস্ফরিতার আস্ফালনমাত্র। তাহারা Common sense-কে মহাজন অপেক্ষা অধিক প্রামাণিক মনে করে! তাহাদের মনোধর্ম্মের Common sense অত্যন্ত ও উদার, আর মহাজনগণ ভ্রান্ত, সঙ্কীর্ণ, বোকা ও গোঁড়া! 'বর্ত্তমান যুগে মন যাহা চায় ও মতমত যাহা সমর্থন করে, তাহা মানিয়া লওয়াই উদারতা বটে', এইরূপ বৈদিক-বুদ্ধি ভাগবত বা প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা নহে।

ভগবানের পূজা ও মানুষের পূজা

উক্ত লেখকের উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্লোকাবলীর প্রসঙ্গে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"অতএব কেবলভূতানুকম্পয়া শ্রীভগবদর্চ্চনমেব ত্যক্তবতো ভরতস্যান্তরায়ঃ"। আবার অন্যত্র বলিয়াছেন,—"কেবলজীবকারুণ্যং খলু বিঘ্নায় ভবতি ভরতবৎ"। রাজর্ষি ভরত সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াও ["বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর"—মায়াবাদীর এই বিচারে?] মৃগশিশুর মায়ামোহিত উপকার করিতে গিয়া মৃগযোনি লাভ করিলেন। তাই শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—কেবল বহুজীবের দেহ-মনের প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়া ভগবদর্চ্চন পরি-

এ্যাপকারী ভক্তদের নিরামিষভোজনের পক্ষে মতামত হইয়াছিল এবং ঐরূপ কার্য্য করিয়া যে তিনি ভগবদ্ভক্তি হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন ও মূর্খতা করিয়াছেন, তাহা তখন পরে নিজেও বুঝিতে পারিয়া অনুশোচনা করিয়াছিলেন।—(তাঃ রাঃ ৩, ৩৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। কিন্তু মহারাজ বসিষ্ঠদেব ঔষধের **আত্মকল্যাণবিধানের চেষ্টারূপ 'জীবে দয়া'** [ক'ব-(জীবের বন্ধনের) সেবা নহে] করিতেন, তাই কৈবল্যাদি সুখও তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই।

"দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব!"

লেখক যে পংক্তির মধ্যে তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে শ্রুতির "আচার্য্যদেবো ভব" মন্ত্রের অনুকরণে "দরিদ্রদেবো ভব," "মূর্খদেবো ভব," এই কল্পিত উক্তি প্রবন্ধের Motto রূপে গৃহীত হইয়াছে। এই আনুষঙ্গিক বিচার প্রতিমন্ত্রের অবধানের যোগ্য। আচার্য্যদেবের আদেশ হইতে হইবে, তাঁহাকে অভিনয় করিতে হইবে,—উহাই হইল বেদের মত; কিন্তু যাঁহারা উপনিষদের বিরোচনের ন্যায় দেহসর্ব্বস্ববাদী, অর্থাৎ অন্নময়-কোষই যাঁহাদের মতে ব্রহ্ম বা নারায়ণ, তাঁহারা দরিদ্র ও মূর্খে আদর করিবার বহু সৃষ্টি করিলেন। নিখিল ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী যাঁহার পদসেবা করেন, সেই নারায়ণ হইলেন দরিদ্রকল্পতরু হরিত, আর অন্যত্র মায়াবশযোগ্য জীব হইল সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র মায়াধীশ নারায়ণ!! এই সকল নব্য মত সম্প্রদায়াচারে অশাস্ত্রীয় ও অলৌকিক। ইহার মূলে কেবল অদৈব মায়াবাদ-প্রণোদন-মাত্র দৃষ্ট হয়।

অমেধ্যভোজীর শুদ্ধ-সাত্ত্বিক-প্রকৃতি।

"যাঁহারা মৎস্য-মাংস ভক্ষণ করেন, তাঁহারা অদৈব-প্রকৃতি"—এই কথা বলিয়া উক্ত লেখক খুব চটিয়াছেন। তবে তাঁহার বল খুব তাজা। জগতে সিংহব্যাঘ্রবিড়ালাদি পশু, শকুনি, গৃধিনী, কাকাদি পক্ষী, সর্পাদি সরীসৃপ হইতে আরম্ভ করিয়া পিশাচ, রাক্ষস এবং অসভ্য ও সভ্য মানবজাতির অধিকাংশই সেই মতে আছে। কাজেই শাস্ত্রের কথা (তাঃ ১১।৫।১৪ অথবা মনুসংহিতা ৫।১৪ ইত্যাদি) বহু ত' সেখানে বিকাইবে না। কিন্তু লেখক যে চিজড়সমন্বয়-বাদের আখড়ায় ওকালতী করিয়াছেন, সেই আখড়াইত একজন সেখান মহাপ যাহা বলিয়াছেন, তাহা উক্ত মতেরই এক সন্ন্যাসী একখানা পুস্তকে লিখিয়াছেন,—"যখন মহারাজের দেহ বেলুড়মঠে অগ্নিতে ভস্মীভূত হ'চ্ছিল, তখন ● ● ● মহারাজের সেবক হা'ত নিরামিষ আহারের জন্য দুরীয় মাসে ব'সে ব'সে সিদ্ধ ক'চ্ছিল।" "মহাপুরুষ ব'লেছিলেন,—সবত্ত ১৭ মহারাজের দেহরক্ষার জন্য ১৩ দিন নিরামিষ ভোজন ক'রুন, আর ● ● টা ● এমন 'পাষণ্ড' যে, সেইদিনই দুরীয় মাংস দিয়ে ভাত খেল!" —(শতনোত্থ ● ● ২য় ৪০ পৃষ্ঠা)

উপরি-উক্ত প্রমাণ হইতেও জানা যায় যে, 'মহাপুরুষ' নামে বিদিত সেই সঙ্ঘের অধ্যক্ষ শিবানন্দজী মাংসাদি ভোজনকে হেয় চক্ষেই দেখিয়াছেন। নতুবা সঙ্ঘের কোন 'ব'লই ব্যক্তি দেহত্যাগে সবলে নিরামিষ ভোজন করিবেন কেন? আর যিনি স্বয়ংবিপরীত আচরণ ক'রয়াছিলেন, তাঁহাকেও বা 'পাষণ্ড' বলা হয় কেন? হিন্দু-বিধবাগণই বা কেন মৎস্য-মাংসাদি-ভোজন পরিত্যাগ করিয়া থাকেন?—বৈষ্ণব বা ভক্ত-সমাজের কথা বাদই দেওয়া যা'ক। শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণও ত' মৎস্য-মাংসাদি ভোজন করেন না। মৎস্য-মাংসাদি ভোজনের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ না থাকিলে তাঁহারা উহা পরিত্যাগ করেন কেন?

অপর সম্প্রদায়ের শ্রীচৈতন্যদেবকে পরমেশ্বর না মানার সম্বন্ধে লেখক যে যুক্তি দিয়াছেন, সেই যুক্তি বাহির করিয়া হয়ত' লেখক বলিবেন,—"বেদ বা মনুসংহিতার মত গোমাংস-ভক্ষণকারী হিন্দু নানাপ্রকার পশুমাংস-ভক্ষণকারী সম্প্রদায়ের নিকট নগণ্য, অতএব পরমেশ্বরবাদের মতে গোমাংস-ভক্ষণ ও সাত্ত্বিক-দ্রব্য-ভক্ষণ আর ভগবৎ-প্রসাদ সেবন সবই এক, কেবল ভিন্ন ভিন্ন পথ মাত্র!!"

গীতায় অমেধ্য-ভোজন নিষিদ্ধ নহে?

উক্ত লেখক বলিয়াছেন যে, গীতায় অমেধ্য-নিষেধাত্মক কোন শ্লোক আছে, তাহা কোন সৎলোকের মাথায় আসিতে পারে না। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক পরমহংস ভট্টাচার্য্য এম্-এ মহাশয় তাঁহার প্রামুক্ত-

* ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষকে হেয় করা উদ্দেশ্য নহে বলিয়া নামটী প্রকাশিত হইল না, যদিও তিনি সঙ্ঘের সেই ব্যক্তিদের অন্যতম ও পৃথিবীবিখ্যাত ব্যক্তি।

বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ" পুস্তকের ৯২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"বিবেকানন্দ ও' খাওয়ার প্রশংসাবাদী ছিলেন। সেই খাওয়া সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই ত্রিবিধ আহার-বিচার রহিয়াছে। শ্রীরাম ও রাজপুতনার ভ্রমণকালে তিনি শিষ্য ও সঙ্গীদিগকে আমিষ-আহার বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন,—আঠার বা বার বছর নিরামিষাশী হইলে সিদ্ধপুরুষ হওয়া যায়।—(বিঃ ৭১৬ পৃষ্ঠা)"

তদুপরি মহামহোপাধ্যায় এতৎপ্রসঙ্গে আরও বলিয়াছেন, —"তাঁহার (বিবেকানন্দজীর) নিকট মৎস্য-মাংস খাওয়ার বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে তিনি পূর্ব্বে যে সোমাংস পর্য্যন্ত খাইয়া চক্ষু করিতেন, সে কথাটুকু না বলিয়া ছাড়িতেন না।"—(বিঃ ৭১২ পৃঃ ও ১০১১ পৃঃ)

শাস্ত্রবিচার-হীন ধর্ম্মপ্রচার

মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য আরও লিখিয়াছেন, —"শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু পরম পণ্ডিত ও অশেষ শাস্ত্রাভিজ্ঞ ছিলেন— তিনি শাস্ত্রানুমোদিত যাহা শিক্ষা দান করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার অনুসরণেই 'হরিভক্তিবিলাস' সঙ্কলিত হইয়াছে; রামকৃষ্ণ শাস্ত্র জানিতেন না। ... তাঁহার যে-সকল উক্তি লোকে কথায়ই আছে, তাহাই 'টেনে-বুনে' রামচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি কিছু কিছু ধর্ম্মোপদেশ প্রচার করিয়াছেন—কিন্তু ইহাতে শাস্ত্র-বিচার নাই। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি সংস্কারকগণও যথাসম্ভব শাস্ত্রের উপর ভিত্তি-স্থাপন-পূর্ব্বক প্রতিপক্ষের সহিত বিচার করিয়া স্বীয় মত চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায় তেমনটা করেন নাই, করিবার শক্তি-সামর্থ্যও ইঁহাদের নাই।" —(রামকৃষ্ণবিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ ১০৯ পৃষ্ঠা)

অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য আরও বলিয়াছেন,—"রামকৃষ্ণ ডিস্পেন্সারি হাসপাতালেরও পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি নিজেও বলিতেন,—অবতারের কি ক্যান্সার হয় গা? কিন্তু এখন ইঁহারা ডিস্পেন্সারি ও হাসপাতাল ইত্যাদি করিতেছে ও অবতার সাজাইতেছে।"—(রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ ১৪৪ ও ১৪৯ পৃঃ)

উক্ত গ্রন্থে আরও ... হইয়াছে—"পরমহংসদেব বা বিবেকানন্দকে সমস্ত দেশের লোক ভগবদ্বতারই মনে করুক, বা না-ই করুক, তাহাতে আমরা বলিব না— শাস্ত্রের ও সদাচারের দিক্ দিয়া তাঁহাদের চাল-চরিত্র দেখিয়া তারপর তাঁহাদের সম্বন্ধে ধারণা গঠন করিব। ... আজকাল শাস্ত্র-বিশ্বাসী লোক বড়ই বিরল, সাধারণ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন লোক মুষ্টিমেয় বলিলেই হয়। শাস্ত্রে অবিশ্বাসী ও জ্ঞানবর্জ্জিত সহস্রসহস্র পুরুষসিংহ সমূহ অবতার প্রশংসাবাদে বিশেষ কিছু আসে যায় না— কোন হানী কখনও হয় না। তবে আজকাল এইরূপ অবতার-সাধারণে অনেকে বেশ পয়সা করিয়া লইতেছে। ইহাদের অবতার হাতে রাখিবার জন্য ইহারা তদনুকূল মত প্রচার করিতেছে। যথেচ্ছ আহার-বিহার কর—সদাচার বা শাস্ত্র কিছুই নাই, কিন্তু 'ঠাকুর' যাহা বলিয়াছেন, তাহাই বেদ, তাহাই বেদান্ত।

"গুডউইল, সেরেটন ঔষধ ইত্যাদি যেরূপ বিজ্ঞাপনের জোরে খুব চলে—এই সম্প্রদায়ও সেইরূপ নানাভাবে বিজ্ঞাপন জারী করিয়া প্রসার লাভ করিয়াছে; যেমন, সেবাশ্রম ইত্যাদি ঐ সকল বিজ্ঞাপনের এক্সেন্সী-স্বরূপ। ছবি ছাপাইয়া পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া তো বন্যার ন্যায় প্রচার হইতেছে, এ ছাড়া 'মিশ্' হইতে স্কুলের ছেলেদের খাতায় পর্য্যন্ত ... নামের ছাপ পড়িয়াছে। তাহাতে কতদিন বেশ চলিবে, তৎপরে ক্রমশঃ পসার কমিয়া আসিবে। লোকে এখন চতুরতা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সম্প্রদায়ের দেখাদেখি আরো 'অবতার'দের সম্প্রদায়ও দেখা দিতেছে, সেগুলিও এইরূপই।"—(রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ ১৪৯ ও ১৫০ পৃঃ)

শাস্ত্র বিকৃতমস্তিষ্কের কল্পনা!

উক্ত পত্রিকার আর একজন লেখক শ্রীযুক্ত শঙ্কানন্দ রায় শাস্ত্রীয় বিচার অপেক্ষা বহির্মুখ গণবাদ ও যথেচ্ছাচারিতাপূর্ণমনোধর্ম্মকে অধিকতর অবিকৃত মস্তিষ্কের সিদ্ধান্ত মনে করেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তাকে বিকৃত-মস্তিষ্কের প্রচার বলিতে চাহেন! যাঁহাদের প্রচারে শাস্ত্রমত অপেক্ষা শাস্ত্রজ্ঞান-হীন প্রজল্প ও জনমতেরই মর্য্যাদা আছে, তাঁহাদের মুখে ঐ সকল উক্তি শোভনীয় বটে! বিকৃত মস্তিষ্ক ছাড়া ব্যক্তিকে বিকৃত বলিয়া মনে

---

* অহিমু-সম্প্রদায়ের ঈশ্বরাভি শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে এই যুক্তি দেখাইলে শ্রীগৌরাঙ্গদেব ইহার প্রকৃত মীমাংসা করিয়াছিলেন। —চৈঃ চঃ আদি ১৭।১৪৮-১৪৯

কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ ও নিত্য পরোপকার ?

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বলেন যে,—"গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ পরোপকার ও জীবসেবাকে অধর্ম্ম ও extended selfishness বলিয়াছেন।" ইহার প্রতিবাদকল্পে তিনি গীতা ৮।৩ শ্লোকের প্রমাণ উদ্ধার করিয়া বলেন যে,—"যে যোগী সর্ব্বভূতস্থ আমাকে ভজনা করেন, তিনি আমাতেই অবস্থান করেন।"

জীবের দৈহিক ও মানসিক উপকারকে গৌড়ীয়মঠ বা সৎশাস্ত্র কোনদিনই 'অধর্ম্ম' বলেন নাই বা বলিতে পারেন না। গৌড়ীয়মঠ উহাকে 'অধর্ম্ম' বলিয়াছেন, ইহা অপক্ক পক্ষের গায়ের জোরের কথা। তবে গৌড়ীয়মঠ ও সৎশাস্ত্র জীবের দৈহিক ও মানসিক উপকারকে 'নৈমিত্তিক-ধর্ম্ম' বলেন, তাহা 'পরমধর্ম্ম'-বাচ্য নহে। শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি ছন্দোবেদেও ঐ প্রকার পরিলক্ষিত হয়। দৈহিক ও মানসিক উপকারই মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার নহে, ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যদেব ও যুগে যুগে আচার্য্যগণ বলিয়াছেন। আত্মার উপকার অর্থাৎ শুদ্ধ আত্মার স্বরূপের উদ্বোধনের চেষ্টাই শ্রেষ্ঠ উপকার। হরিকথা-প্রচারের দ্বারা আত্মার সেই উপকার সাধন করা যায়। পরীক্ষিতের শুকদেব-দর্শনে অবস্থানকালে দেহত্যাগের কথা পূর্ব্বাচার্য্যই জানিয়া শ্রীশুকদেব গোস্বামী কোন হাসপাতাল খুলিবার ব্যবস্থা করেন নাই, বরং অল্পক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তনের দ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরোপকারের আদর্শ দেখাইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং ও শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীহরিদাস এবং শ্রীসনাতনরূপাদি পার্ষদবর্গের দ্বারা কোন হাসপাতাল খোলেন নাই, সর্ব্বত্র হরিকথামৃত বিতরণ করিয়া জীবের আত্যন্তিক উপকার করিয়াছেন। লেখক বলিতে পারেন যে, তখন ঐরূপ দুঃখ-ক্লেশ, অভাব-অসুবিধা ছিল না; কিন্তু ইতিহাস ও যুক্তি উহারই প্রতিবাদ করিবে। শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ের রাজনৈতিক অবস্থা ঐতিহাসিক মাত্রই জানেন। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের অনেক পূর্ব্ব হইতে ম্লেচ্ছগণ বিদূরিত করিবার গবেষণা-মূলক শাস্ত্র রচিত হইয়াছিল। শাস্ত্রকারদের সময়ও ওরূপ ছিল, যাহা দেখিয়া তাঁহার বৈদ্যগণের উদয় হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সমাজে হাসপাতাল খুলিয়া নৈতিক উপকারকে 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম' বলেন নাই। আচার্য্য শঙ্করও নৈতিক উপকারকে 'সামান্য ধর্ম্ম' বলিয়াছেন। প্রত্যেক পশু, প্রত্যেক সামাজিক ব্যক্তিই ঐরূপ নৈতিকধর্ম্ম পালন করিবে, নতুবা তাহারা পশু হইতেও হীন; কিন্তু এই সামান্যধর্ম্ম 'পরমধর্ম্ম'-পর্য্যায়ে হইতে পারে না। রামকৃষ্ণের কথামৃতের প্রারম্ভে শ্রীমদ্ভাগবতের "তব কথামৃতং তপ্তজীবনম্" প্রভৃতি যে শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে 'ভূরিদা' বা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দানকারী বলিতে একমাত্র ভগবানের ভুবনমঙ্গলময়ী কথা-বিতরণকারী ব্যক্তিগণকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

"রামকৃষ্ণ-কথামৃত" নামক পুস্তকের(২য় ভাগ ১৮৪ পৃষ্ঠা) আছে—"কৃষ্ণদাস পাল এসেছিল; বেশ্‌লায় রজোগুণ। একটু কথা ক'য়ে দেখ্‌লুম, ভিতরে কিছু নাই। জিজ্ঞাসা ক'রুম মতুয়ের কি করবা? তা বলে, 'জগতের উপকার করবো।' আমি ব'ল্লুম, হাঁগা! তুমি কে? আর কি উপকার ক'রবে? আর জগৎ কতটুকু গা যে, তুমি উপকার ক'রবে?"

কৃষ্ণদাস পালের ন্যায় পরোপকারী ব্যক্তিকেই 'ভিতরে কিছু নাই' বলা হইয়াছে। কাজেই কেবল জগতের উপকারই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নহে।

"সর্ব্বভূতস্থ" ও "সর্ব্বভূত"

গীতার শ্রীকৃষ্ণোক্ত "সর্ব্বভূতস্থিত আমাকে যিনি ভজনা করেন, তিনি আমাতেই অবস্থান করেন" ইহা দ্বারা কি ভূতকে ভজনা, না ভূতস্থিত পরমেশ্বরকে ভজনা বুঝাইতেছে? পাঞ্চভৌতিক শরীরকে 'ভগবান্' বলিয়া ভজনা সহজিয়া, কর্ত্তাভজা ও বাউলগণের ধর্ম্ম। মল-মূত্র-রক্ত-চাম-মাংস প্রভৃতি বস্তুর ভজনা পরমেশ্বরের ভজনা নহে; কৃষ্ণ অন্তর্যামিরূপে সর্ব্বভূতে আছেন সত্য, কিন্তু সর্ব্বভূত কৃষ্ণ নহেন। গৃহে গৃহস্থ আছেন, কিন্তু গৃহ গৃহস্থ নহে। দরিদ্র ও ধনবান্, রোগী ও সুস্থ সকলের অন্তরের অন্তর্যামিরূপে নারায়ণ আছেন সত্য, কিন্তু ধনিত্ব বা দারিদ্র্য নারায়ণত্ব নহে। দরিদ্র বা ধনীদিগের ভোগের ইন্ধন যোগাইয়া তাহাদিগের দৈহিক ও মানসিক উপকার করিলে তদ্দ্বারা তাহাদের নিত্য বা শ্রেষ্ঠ উপকার করা হয় না; বরং তাহাদিগের আময়িক ভোগের সুবিধা করিয়া দেওয়া

হয় মাত্র। অন্যান্য জীবিদিগের স্বার্থপরতাকে কথঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করিবার জন্য শাস্ত্রে ঐরূপ নৈতিক ধর্ম্মের উপদেশ আছে।—যেমন পরস্ত্রীতে লাম্পট্য অপেক্ষা পত্নীসঙ্গীর সেবা ভাল; নিজের পুত্রাসক্তি, দেহাসক্তি, গেহাসক্তি অপেক্ষা দরিদ্রের বা অপরের দৈহিক ও মানসিক দুঃখমোচনের প্রবৃত্তি ভাল; কিন্তু ইহাই 'চরমভাল' বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই। এজগতে যাহারা অভাব, অসুবিধা, দারিদ্র্য, মনোবেদনা, কিংবা নানাপ্রকার সুখ-সুবিধা ও ভোগানন্দের মধ্যে আছে, তাহারা সকলেই কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে; ইহারা সকলেই এই মায়ার কারাগারে আসিয়া সুখ ও দুঃখ-রূপ পরমেশ্বরবিহিত দণ্ড ভোগ করিতেছে। সেই সকল কর্ম্মীকে নির্দ্দিষ্টকাল দণ্ডভোগের পূর্ব্বে কেবল কারাগৃহ হইতে মোচন করিয়া দিতে চাহিলেই অর্থাৎ তাহাদের দৈহিক ও মানসিক সুখ যোগাইয়া দিলেই তাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার হইবে না বা তদ্দ্বারা পরমেশ্বরেরও প্রসন্নতা-বিধান হইবে না; ইহা বরং পরমেশ্বরের বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। তবে তাহাদিগকে মঙ্গলময় পরমেশ্বরের বাণী শ্রবণ করাইয়া, "তত্তেঽনুকম্পাং" শ্লোকের আদর্শে জীবন যাপন করিবার জন্য অনুরূপ তাহাদের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া তাহাদের স্বরূপোদ্বোধনের সাহায্যার্থ (অনুকূলে) যতটুকু প্রয়োজন দৈহিক উপকারও করা যাইতে পারে; তাহা হইলেই তাহাদের সকল ক্লেশের মূল, ত্রিতাপের মূলের উচ্ছেদ হইবে। ইহাই জীবে দয়ার চরম আদর্শ। শাস্ত্র ও আচার্য্যগণ, প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব এইরূপ পরোপকার বা দয়ার কথাই বলিয়াছেন।

"জীব-সেবা, জীব-প্রেম" !!

'জীবসেবা' বা 'জীবপ্রেম' কথাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যদেব 'পরমেশ্বরে প্রেম ও বৈষ্ণবে সেবা'র কথা বলিয়াছেন; আর 'বদ্ধ জীবে দয়া'। বদ্ধজীবের সেবা করিতে গেলে বদ্ধ হইতে হয়—হরিণের সেবা করিতে গেলে, কুকুরের সেবা করিতে গেলে, মাতালের সেবা করিতে গেলে, অভাবগ্রস্তের সেবা করিতে গেলে—হরিণ, কুকুর, মাতাল ও অভাবগ্রস্ত হইতে হয়। সেবা অর্থে ভজনা করা; তবে আধুনিক নাস্তিকতাপূর্ণ যুগের অভিধানে কৃষ্ণবস্তুবিমুখ অসৎরূপে বহুমতের ভক্তিবিধির যেরূপ 'জাতা' নাম হইয়াছে, সেইরূপ বদ্ধজীবের শারীরিক পরিচর্য্যাকে 'সেবা' বুঝায়। ইহা সেবা-শব্দের বিকৃত অর্থ। সেবা-শব্দের প্রকৃত অর্থ—ভজনা করা বা সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিধান করা। মাতালের সেবা করিতে হইলে মদ যোগাইতে হয়, এজন্য শ্রীচৈতন্যদেব ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের সেবা, মুক্ত পুরুষের সেবার কথাই বলিয়াছেন; কিন্তু অন্যত্রই নয় যত বহির্ম্মুখ ধর্ম্মব্যবসায়ের জয়ডঙ্কার সহিত উচ্চ কোলাহল করিয়া "জীবে প্রেম" বা "জীবসেবা" প্রভৃতি বাউলমত বা মায়াবাদ-হলাহল জগতে ছড়াইতেছে।

'সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়' কি 'চিজ্জড়-সমন্বয়' নহে ?

লেখক আর একটি কথা জানাইয়াছেন,—"সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়" ও "যত মত তত পথ" কথার অর্থ গৌড়ীয়মঠ বুঝিয়াছে—"ভাল মন্দ সকল মত, সকল কথাই সমান; সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক সব সমান। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় কথার আমটি খোঁড়াদির প্রতিমূর্ত্তি গৌড়ীয়মঠের পক্ষপাতের না বুঝিবারই কথা।"

আধুনিক 'সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়' মতে যদি সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, এমন কি, নিগুণ সমস্ত ধর্ম্মকে একাকার করিবার চেষ্টা না হইবে, তাহা হইলে 'আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁইজী, সখীভেকী প্রভৃতি তামসিক, রাজসিক ও সঙ্করসাধুবিগর্হিত মত অনুসরণ করিয়াও ভগবান্ লাভ করা যায়', সমন্বয়বাদের নায়ক ইহা বলিলেন কেন? যথা—"প্রথমে কর্ত্তাভজা সাধন আরম্ভ হইল, তা'রপরে বাউল সাধন। ... যে মতে মল-মূত্র, রজো-বীজ প্রভৃতি লইয়া সাধন করিতে হয়, সেই সব সাধনেও সিদ্ধ হইয়া ভগবান্ লাভ করা যায়। ... আবার হঠাৎ তাঁহার ভিতর হইতে ভাবাত্মা বাহিরে আসিয়া লম্বা লম্বা জিহ্বা অগ্নি-শিখারূপে সে সকলের আস্বাদ গ্রহণ করিলেন,—বিষ্ঠা-মূত্র কিছুই বাদ গেল না। তিনি জানিলেন, সব এক—অভেদ। আমরা যে জড় ও চৈতন্যে ভেদ করি, তাহা আমাদের অজ্ঞতা ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টির অভাব।"—(মাসিক বসুমতী—বৈশাখ ১৩৪৩; ৭-৯ পৃষ্ঠা)

'সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়' কি সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ধর্ম্মের একাকার নহে ?

মল-মূত্র-রজঃ ও বীজ এই সকল জিনিষও কি

সাত্ত্বিক ? জড় ও চেতন সকলই এক, ইহা ত' কোন বেদানুগশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, সহজিয়া প্রভৃতি তামসিক ও রাজসিক মতবাদকে সকল মহাজনই বৈষ্ণবধর্ম্মের বাহির বলিয়াছেন। যথা তোতারাম বলিয়াছেন—

"আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই।
সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাতগোঁসাই॥
অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী।
তোতা কহে, এই তের'র সঙ্গ নাহি করি॥"

কিন্তু নূতন মত আবিষ্কৃত হইল—"পায়খানায় যাওয়া দিয়াও ঠাকুরঘরে ঢোকা যায়!" ভগবান্ ইচ্ছা করুন আর না-ই করুন, আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য আমরা গায়ের জোরে 'হরিপিস' অঙ্গে ঠাকুর ঘরে ঢুকিব। ইহা সাত্ত্বিক, রাজসিক না তামসিক মত? এইরূপ ত্রিগুণ-তাড়নার সম্বন্ধে 'ভক্তি' ও 'প্রেম' এক,—ইহা ত' তর্কিকাগ্রণী 'ভক্ত-সম্রাট্' শ্রীচৈতন্যের মুখে বা বেদ, ভাগবত, গীতা কোথাও শুনা যায় না?

মদ্য, মৎস্য, মাংস এই সকল দ্রব্য সাত্ত্বিক, না রাজসিক ও তামসিক? সন্ন্যাসবাদের মতে যে কেহ ইচ্ছা করিলে মদ্য, মৎস্য, মাংস ভোজন, ইচ্ছা না করিলে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন; কিন্তু উভয় শ্রেণীর ফলে কোনও পার্থক্য নাই। "মদ্যপায়ী, গোমাংস-ভোজী যে ফল লাভ করিবেন, ভগবৎপ্রসাদসেবীও সেই ফলই লাভ করিবেন (উভয়েই ভগবান্ লাভ করিবেন); সুতরাং ঐরূপ নিষিদ্ধ মাংস-ভোজন ও নির্ম্মল ভগবৎপ্রসাদ-গ্রহণ একই জাতীয়! 'আহার-শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ' এই সকল শ্রুতির বিচার একদেশে ও সাম্প্রদায়িক—গোঁড়াগণের বিচার। বৈদিক (?) সন্ন্যাসীও মদ্য-মৎস্য-মাংসাদি ভোজন, বিলাতি ও দেশী চুরুট—যাহাই গ্রহণ করুন না কেন, ঐ সকল 'যাহ-খোলা' লইয়া টানাটানিতে কিছু আসে যায় না," তাঁহাদের এই সকল মত, তাঁহাদের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক সত্ত্ব সমান নহে কিরূপে? পাহাড়ের উপরে উঠিলে উপত্যকার বস্তুসমূহ অর্থাৎ উঁচু, নীচু অবস্থা দৃষ্টিগোচর হয় না, সকলই সমান মনে হয়; কিন্তু দূর হইতে দেখিতে গিয়া দৃষ্টির মধ্যে যে অসম্পূর্ণতা উপস্থিত হয়, তাহাতে কি নীচের উঁচু-নীচু-ভাব বাস্তবতায় বিলুপ্ত হইয়া পড়ে? উঁচুনীচু-অবস্থা বস্তুতঃ ঠিকই থাকে, কেবল দ্রষ্টার দৃষ্টির অসম্পূর্ণতা তাহা দেখিতে পারে না।

গীতায় ও ভাগবতে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের প্রতিবাদ

'উদ্বোধন' ও 'বসুমতী' পত্রিকায় প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত শশী গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৪৩) তারিখের দৈনিক বসুমতীতে "যত মত তত পথ" এই মতবাদ সমর্থন করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—"মহাপুরুষের মুখে উক্ত হইয়াছে যত মত তত পথ; দেবদেবী তেত্রিশকোটি কেন, বহুসংখ্যা, এমন কি জীবসংখ্যার পরিমাণানুসারেই দেবদেবীর সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হয়।"

এখন জিজ্ঞাস্য—জীবসংখ্যার সকলেই কি সাত্ত্বিক, সকলেই কি রাজসিক বা সকলেই কি তামসিক বা সকলেই কি শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত? আমার তেত্রিশকোটি বা তদতিরিক্ত দেবতার মধ্যে সকলেই কি সাত্ত্বিক ও নির্গুণ দেবতা? যে কোন অনার্য্য, অবৈদিক ও প্রাগ্বৈদেবতার পূজা এবং শুদ্ধসত্ত্বস্থ অধোক্ষজ ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা কি এক? সর্ব্বসমন্বয়বাদধর্ম্মাবলম্বীর মাতৃ গীতাশাস্ত্র কি তাহা বলিয়াছেন? না "গোঁড়ামীর প্রতিমূর্ত্তি" হইয়া বলিতেছেন—

"কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।"
"অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥"

গীঃ ৭।২০, ২৩

অর্থাৎ কাম যাহাদের জ্ঞান অপহরণ করে, তাহারাই অন্য দেবতার শরণাগত হয়। অল্পবুদ্ধি দেবতান্তর-ভক্তগণের আরাধনার ফল অনিত্য। দেবযাজিগণ সেই সকল অনিত্য দেবতাকে প্রাপ্ত হয় এবং আমার ভক্ত আমাকে প্রাপ্ত হন।

"মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

গীঃ ৮।১৬

—আমাকে লাভ করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

যে 'গোঁড়ামীর প্রতিমূর্ত্তি' ভাগবতকে লেখকের কথিত "শ্রেষ্ঠাবতার শ্রীচৈতন্যদেব" প্রমাণশিরোমণি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেই শ্রীমন্মহাপ্রভুই বা কি বলিয়াছেন?—

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসংন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥

যুক্তকরো যোগবলাৎ হিত্বা তনুমহীনবৎ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি ভুবনত্রয়ঃ॥
রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ।
পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্য-প্রজেপ্সবঃ॥

ভাঃ ১১।২।৩০-৩১

এই শ্লোকে সত্ত্বগুণযুক্ত ঋষিগণ পুরাকালে কেবল সত্ত্বময়মূর্ত্তি অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠাধীশ বিষ্ণুর সেবা করিয়াছিলেন। অতএব এ সংসারে যে সকল সৌভাগ্যবান্ পুরুষ সেই ভজনময় মুনিগণকে অনুসরণ করেন, তাঁহাদেরও অনুষ্ঠান ত্রয়কল্যাণের নিমিত্তই কল্পিত হয়।

অতএব তত্ত্বতঃ বস্তু স্থূল প্রকাশাদি প্রকৃতিকে ত্যাগ করিয়া অনর্থনিবৃত্তীচ্ছু অনিন্দক অসূয়কালীন শান্ত সাধুগণ নারায়ণের অবতারগণের আরাধনা করেন।

রজস্তমঃস্বভাবযুক্ত সুতরাং পিতৃভূতপ্রজাপতি প্রভৃতি স্ব-স্ব ইষ্টদেবতাগণের সমস্বভাববিশিষ্ট জনগণ লক্ষ্মী-বিষ্ণু-পুত্রকামী হইয়াই ঐ সকল জনধাতা পিতৃপ্রকৃতি ইতর-দেবতাগণকে ভজন করেন।

গীতাই বা অন্যত্র কি বলিয়াছেন?

যেঽপ্যন্যদেবতা-ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

গীঃ ৯।২৩

যদ্যপি দেবতা শ্রীকৃষ্ণের অধীনস্থ ও অন্তর্গত বলিয়া অন্যান্য দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শনে শ্রীকৃষ্ণেরই পূজা হয় সত্য, কিন্তু সেই পূজা অবিধিপূর্ব্বক। রুদ্রাদির বা ষাষ্ঠোপার পূজা করিলে সম্রাটের পূজা হয় সত্য, কেননা সম্রাটের অধীনস্থ বলিয়াই তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য সম্ভব, কিন্তু যে সকল প্রাণ্য অনভিজ্ঞ লোক 'রুদ্রাদ্যাদি' প্রভৃতিকে সম্রাট্ বলিয়া শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, তাহাদের শ্রদ্ধা অবিধিপূর্ব্বক হইয়া থাকে। এই তাৎপর্য্য উক্ত শ্লোকের অব্যবহিত দুটি পরবর্ত্তী শ্লোকেই প্রকাশিত।

গীতায় 'যত মত তত পথে'র প্রতিবাদ

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্যোগী ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

গীঃ ৬।৪৬, ৪৭

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

গীঃ ১৮।৬৪-৬৬

গীতার ঐ সকল শ্লোক 'যত মত তত পথ' বা 'সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ে'র প্রতিবাদ। জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, তপস্যা, ভক্তি সকলই যদি সমান বা ভিন্ন ভিন্ন পথ মাত্র হয়, তাহা হইলে তপস্বী ও জ্ঞানী অপেক্ষা যোগীর শ্রেষ্ঠত্ব, কর্ম্মী অপেক্ষাও যোগীর শ্রেষ্ঠত্ব এবং সর্ব্বপ্রকার যোগী অপেক্ষা একান্ত শ্রদ্ধাবান্ শ্রীকৃষ্ণভজনকারীর শ্রেষ্ঠত্ব গীতায় কেন উক্ত হইল? ভক্তি ও শরণাগতিরই কেন গীতা 'সর্ব্বগুহ্যতম পরম উপদেশ' বলিলেন? 'যুক্ততম' ও 'সর্ব্বগুহ্যতম' এই শব্দদ্বয়ে 'তম' প্রত্যয়ের প্রয়োগ কি অন্যান্য সাধন অপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদক নহে? আর গীতার চরম শ্লোকে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ইহাও কি তথাকথিত সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের প্রতিবাদ নহে? সকল ধর্ম্মই সমান হইলে সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শরণাগতিরূপ ধর্ম্মের কথা শ্রীকৃষ্ণ কেন বলিলেন? গীতাও যে গোঁড়ামীর প্রতিমূর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইল?

শ্রীচৈতন্যের ও শাস্ত্রের 'শুদ্ধভক্তি' ও সমন্বয়বাদের 'শুদ্ধভক্তি'

শ্রীচৈতন্যদেব বলেন,—

ঐছে শাস্ত্র কহে,—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি'।
'ভক্তে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্তি তাঁরে ভজি॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০৬

অন্য-বাঞ্ছা, অন্য-পূজা, ছাড়ি' 'জ্ঞান' 'কর্ম্ম'।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই 'শুদ্ধভক্তি'—ইহা হৈতে 'প্রেমা' হয়
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৭৮,১৬৯

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার এই সকল উক্তির প্রমাণরূপে শ্রীমদ্ভাগবত ও নারদপঞ্চরাত্রাদির প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন।

এখন "প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব" প্রেমলাভের ও শুদ্ধ-ভক্তির যে সকল সাধনের কথা বলিয়াছেন, তাহা শুনিব ? না "যত মত তত পথ" এই আধুনিক মনোধর্ম্ম কিম্বা সমন্বয়বাদের সমর্থিত মতকে প্রামাণিক মনে করিব ?

শ্রীযুক্ত সুরেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় গৌড়ীয়মঠের শুদ্ধ-ভক্তিকে "উৎকট-শুষ্কভক্তি" বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। 'রামকৃষ্ণকথামৃত' (১ম ভাগ) ২০২ পৃষ্ঠায় (৪র্থ সংস্করণ) লিখিত আছে—"যেমন ঈশ্বরকে শুদ্ধ দেখতে চায়, আর কিছু—ধন, মান, দেহ-সুখ কিছুই চায় না—এর নাম শুদ্ধা ভক্তি।" কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন—ধন, মান, দেহ-সুখ দূরে না চাওয়াই কেবল শুদ্ধভক্তির বাধা-কাটি নহে, ভগবান্‌কে দেখিতে চাওয়াও একটা সম্ভোগলিপ্সা। ভগবান্ দেখা দিলে আমার সুখ হইবে। তাহাতে ভগবানের সুখ নাও হইতে পারে। ভগবানের সুখের অনুসন্ধানই "শুদ্ধা ভক্তি বা প্রেম"।

অথবা—'আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি 'কাম',
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম ॥
নিজ-প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৬৬, ২০১)

শ্রীচৈতন্যদেবের 'শুদ্ধা ভক্তি' বা 'প্রেম' সম্ভোগবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহা বিপ্রলম্ভময়, এইরূপ কেবল ধন, মান, দেহ-সুখ না চাহিয়া ঈশ্বরকে দেখিতে চাওয়াও শুদ্ধা ভক্তি নহে,—"একবার হৃৎকমলে বামে হেলে দাঁড়িয়ে বাজাও বাঁশরী" শুদ্ধভক্তির কথা নহে—কৃষ্ণভোগীর কথা। সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য অখিল চেষ্টা-ব্যতীত অন্যবাহা, কৃষ্ণেতর বস্তুর পূজা, নৈর্ম্মিত্তিক, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম, হঠযোগ ও রাজযোগাদি কষ্টকৈবল্যা-তপস্যাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া অনুকূলভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়-দ্বারা কৃষ্ণের অনুশীলনের নামই শুদ্ধভক্তি, ইহাই পঞ্চরাত্র ও ভাগবতানুমোদিত 'শুদ্ধভক্তি'। আমরা শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট শুদ্ধা ভক্তি ও প্রেম শিক্ষা না করিয়া অন্যত্রের নিকট প্রেম শিক্ষা করিতে যাইব না। দুয়ারের দোকানে কোহিনূর পাওয়া যাইবে না। বহির্মুখ গণমতের প্রবল চীৎকারের সহিত সম্মিলিত তাহাদের উৎকট ভক্তি-বিরোধ শ্রীগীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি সৎশাস্ত্রকে 'মোরা সৎশাস্ত্র' প্রতিপাদন (?) করিয়া কল্পিত কতকগুলি উক্তিকে 'বেদ-বেদান্ত' বলিয়া প্রকৃত সাধুসমাজে কোনও দিনই চালাইতে পারিবে না।

সমন্বয়বাদের 'সাধনা'

উক্ত লেখক গৌড়ীয়মঠকে কিছুদিন 'সাধনা' করিবার উপদেশ দিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার নায়কগণকে গৌড়ীয়মঠ বুঝিতে পারিবেন ? কিন্তু যিনি সাধনার উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহার মুখে সাধনার কথা বিড়ম্বনা মাত্র। যাঁহাদের সাধনা-সিদ্ধিতে ভগবানের কাণ মলিয়া ভগবানের আসন গ্রহণ করা, চাদে চড়িয়া ঘই ভাজিয়া ফেলা, সেইরূপ আনুষ্ঠিক সাধনা প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা নহে। ভাগবতের মতে বা শ্রীচৈতন্যদেবের মতে "অসুরেরাও সাধনা করে, হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংস, জরাসন্ধ—ইহারাও এক একজন বড় বড় সোহহংবাদী সাধক ছিলেন। রাবণের সাধনার উদ্দেশ্য ছিল,—ভগবান্ রামচন্দ্রের স্বরূপ-শক্তিকে হরণ করিয়া, ভগবান্‌কে নিঃশক্তিক করিয়া নিজে রামচন্দ্রের মূলাভিষিক্ত হওয়া, হিরণ্যকশিপুর 'নরহন্তা' নাম ছিল এবং কংসাদির উদ্দেশ্যও তাহাই ছিল।" শ্রীচৈতন্যভক্তগণের সাধন ও সিদ্ধি পুথিবৎ নহে, তাহা মইয়ের মত ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয় না, হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনই তাঁহাদের সাধন ও সিদ্ধি। শুকদেব সিদ্ধিলাভের পর হরিকথা কীর্ত্তন ও প্রচার পরিত্যাগ করেন নাই। সনক-নারদাদির চরিত্রও তাহাই; শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্রেও তাহাই দৃষ্ট হয়। বুঁদ হইয়া থাকা বা নির্ব্বিশেষ অদ্বয়ভোগত্যাগবাদই তাঁহাদের সাধন ও সিদ্ধি নহে। শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন—

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম 'সাধ্য' কভু নয়।
শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ॥—চৈঃ চঃ মঃ ২২।১০৩

সতাং তৎ কীর্ত্তয়তো মাং ভক্তাশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
মদ্ভক্তাশ্চ মাং জ্ঞাত্বা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥
(গীঃ ৯।১৪)

শৃণতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥
(ভাঃ ২।৮।৪)

মন্মিত্রা মৎকথাপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥
(গীঃ ১০।৯)

কলিযুগে একমাত্র হরিকথা-কীর্ত্তন-প্রণালীই অদ্বিতীয় সাধনরূপে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাই কলিযুগাবতারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান ও মহাবদান্যতা। "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ", এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কথা বা সাধনের প্রণালী কোনও না কোনপ্রকার ত্রুটিযুক্ত।

'সার্টিফিকেট' ও "চাপরাস"

আর একটি কথা লেখক বলিতে চাহেন যে, ভক্তিবিনোদের অভিনব পথের সার্টিফিকেট বিদ্যাবারীশ মহাশয় কোন্ স্থান হইতে পাইয়াছেন? হরিকথা-আচার-প্রচার-কারী ব্যক্তিগণকেই শ্রীচৈতন্যবাণী এই সার্টিফিকেট বা চাপরাস দিয়াছেন, কেবল অভক্ত-সম্প্রদায়কে দেন নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী এই—

> যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
> আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥
> কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
> পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥
>
> (চৈঃ চঃ মঃ ৭।১২৮, ১২৯)

এই শ্রীচৈতন্যবাণীই বিদ্যাবারীশ মহাশয়ের ও আচার-প্রচার-পরায়ণ নিষ্পাপ জীবমাত্রের অডিট্ করিবার সার্টিফিকেট। শ্রীচৈতন্যবাণীরূপ audit বা কষ্টিপাথরেই সকল স্বর্ণ-ব্যাঙের পরখ করা যায়। শ্রীচৈতন্যবাণীসেবকগণ "কৃষ্ণাদি শুনীচ"-অর্থে কৃত্রিম আবৃণাকৃতার ও অনন্তের প্রতিযোগিতাকল্পে যে নবমন্ত্রী বুদ্ধি বা আত্মাগ্রস্ত প্রজ্ঞার ভোগী হইয়া থাকা মনে করেন না।

শ্রীযুক্ত যতেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কোন এক প্রাকৃত-সাহজিক পত্রিকাতে বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বাদ-প্রতিবাদের দৃষ্টান্ত হইতে গৌড়ীয়মঠের সৎশাস্ত্র ও সদ্যুক্তির পরিচয় পাইয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন। 'সমধীনা ভজন্তি'-ন্যায়ানুসারে প্রাকৃত-সাহজিক সিদ্ধান্তই কর্ত্তাভজা, বাউল প্রভৃতি ধারাবাহিগণের আদরণীয় হইবে সন্দেহ নাই। যাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মের কোন ধারই ধারেন না এবং সম্পূর্ণ অবৈষ্ণবতাকে বৈষ্ণবত্ব বলিয়া জানেন, তাঁহারাই ত' বৈষ্ণবের সৎশাস্ত্র, সদ্যুক্তি ও সৎসিদ্ধান্ত বুঝিবেন! ময়মনসিংহে আনন্দমোহন কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রমোহন ঘোষ এম্-এ, বি-এল মহাশয়ের প্রতিবাদ প্রাকৃতসহজিয়ার সিদ্ধান্তকে কিরূপ নিরস্ত করিয়াছিল, তাহা লেখক খবর রাখেন না।

হরিকথা-প্রচারের অনুকূলে বন মহারাজের রাজনীতি-চর্চ্চা নাস্তিক রাজনীতির অন্তর্গত নহে। হিরণ্যকশিপুর রাজনীতি-চর্চ্চা ও প্রহ্লাদের রাজনীতি-সম্বন্ধে মতামত-প্রকাশ পরস্পর পৃথক্। পরীক্ষিৎ, পৃথু, অম্বরীষ, প্রতাপ-রুদ্র জনকাদি প্রভৃতির রাজনীতি-চর্চ্চার মূল উদ্দেশ্য কোটি কোটি ভূমাধিপতি ইন্দ্রের ভোগ ও ত্যাগের মহিমা বুঝা অসম্ভব। কংসের রাজনীতি ও পাণ্ডবগণের রাজ-নীতির মধ্যে কি পার্থক্য আছে, তাহা বুঝিতে হইলে সদ্গুরুর পাদপদ্মে অভিগমন করা প্রয়োজন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের কাজীকৃষ্ণগণের প্রতি উপদেশের আলোচনা থাকিলে পরমার্থ-বিচার ভুল হয় না।

গ্রাম্যবার্ত্তার নিকট 'অবান্তর' কি?

গ্রাম্যবার্ত্তাবহ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় রোমিও-প্যাথিক ডাক্তার মহাশয়ের যে সকল কটূক্তি উক্তি প্রকা-শিত হইয়াছিল, কিশোরগঞ্জের কালীবাড়ী কমিটীর সেক্রেটারী তাহারই প্রতিবাদ সেই গ্রাম্যবার্ত্তাবহে প্রেরণ করিয়াছিলেন, উহা 'আনন্দবাজার' প্রকাশ করিবার সৎসাহস দেখাইতে না পারায় একাধারে তাহাদের দুর্ব্বলতা, গলদ ও নিরপেক্ষতার অভাব প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং পত্রিকার অবৈধ রোমাঞ্চিক সুখাসবকে ও সর্ব্বসাধারণে প্রচারিত হইয়াছে। গ্রাম্যবার্ত্তাবহ ও সেই শ্রেণীর গ্রাম্যবার্ত্তা-পাঠকগণের নিকট ভগবদ্বস্তুর কথা অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক ইহাতে আর সন্দেহ কি?

"একমাত্র" কথায় মৎসরতা

'দৈনিক বসুমতী-প্রকাশ' বিশ্বের 'একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক' ও 'গৌড়ীয়' 'একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক', ইহা দুঃস্থ-মিশ্রের সমধরণকারিগণের নিকট "অদ্ভুত" বলিয়াই মনে হইবে; কারণ তাঁহারা কৃষ্ণকে এক অদ্বিতীয় বিষয়, কৃষ্ণভক্তিকে এক অদ্বিতীয় অভিধেয় ও কৃষ্ণপ্রেমাকে এক অদ্বিতীয় প্রয়োজন বলিয়া বুঝিতে পারেন না। ইহা বুঝিতে হইলে সুরেশ বাবু ও তাঁহার সহধর্ম্মিগণকে সর্ব্বাগ্রে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাহাদের প্রকৃত সাধুর আনুগত্যে কোটি কোটি জন্মের পরে যোগ্যতা লাভ করিলে হয় ত' ভক্তির আশ্রয়ে ঐসকল সত্যকথা ভগবৎকৃপায় তাঁহারা বুঝিতে পারেন।

'চিজ্জড়সমন্বয়বাদ বিষয়ক' যৌক্তিকতা ইত্যাদি 'বস্তার করিলেও 'নিরপেক্ষ বাস্তব সত্য'কেই তাহাতে মুখ্য ও তাহা না হইয়া কোটি কোটি শাস্ত্রযুক্তিবাদ উহার অযৌক্তিকতা ও অসারতা বিষয়ে যাহা যাহা জানাইয়া দিয়েন। এযুগে না হউক, শত শত যুগের পরও এই মোহ হইতে একদিন সত্যানুসন্ধানকারীদের উদ্ধার-লাভ হইবে—শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গে যে 'মায়াবাদ' পড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার যেদিনও ক্ষয় হইবে, আজ এইটুকু জানাইয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। "সত্যমেব বিজয়তে নানৃতম্।"

শ্রীনিখিলরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে—শ্রীল প্রভুপাদ পাঞ্জাব হইতে বওড়া হইয়া গত ২৩শে জুলাই বেলা ১১ ঘটিকায় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করেন। পরে সন্ধ্যায় সাধারণ পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনপ্রার্থী হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। প্রভুপাদ তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষ, অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃততত্ত্ব সম্বন্ধে অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ('গৌড়ীয়' পরবর্ত্তিসংখ্যায় এইসকল কথার তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইবে।) অধ্যাপক মহোদয় বিদায় গ্রহণ করিবার পরও প্রভুপাদ অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত হরিকথা আলোচনা করেন।

২৪শে জুলাই অপরাহ্ণে কবিরাজ শ্রীযুক্ত অনাথ নাথ রায় মহোদয় তাঁহার অনেক বন্ধু-সহ প্রভুপাদের নিকট আগমন করেন। কবিরাজ মহাশয় ব্যক্তিগতভাবে প্রভুপাদকে যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। তাঁহার সৌজন্য বিশেষ প্রশংসার্হ। অতঃপর বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটের অধিবাসী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও তাঁহার পুত্র, মুরারীপুকুরের পণ্ডিত আশুতোষ শর্ম্মা এবং বহুতর কতিপয় সজ্জন প্রভুপাদের দর্শনলাভ করেন। প্রভুপাদ তাঁহাদিগের নিকট একঘণ্টারও অধিককাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পণ্ডিত শর্ম্মাজী উপাসনার কথা জিজ্ঞাসা করিলে প্রভুপাদ যথার্থ-কামযোক্ষবাঞ্ছাহীন নিরাসপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তিযোগকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনারূপে জ্ঞাপন করেন। এতৎপ্রসঙ্গে 'যথাঃ প্রোক্ষিত-ত্রৈতযোহন্ত', 'আরাগ্যো ভগবান্', 'আত্মায়ং প্রাহ ভগবান্', 'তত্তো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য', 'তস্মাদ্বিদ্বান্ ভগবতি', 'মহ্যানাবর্ণনিঃ' প্রভৃতি শ্লোকের যথার্থ আলোচিত হয়। 'মহ্যানাবর্ণনিঃ' শ্লোকটি বলিতে অমিতায় নরেন্দ্রবাবু বলেন—গীতার 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে' শ্লোকটি এতৎপ্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে। প্রভুপাদ বলেন—চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণের স্মার্ত্ত-সম্প্রদায় এই শ্লোকটির অর্থ যে ভাবে করেন, তাহা উহার প্রকৃত অর্থ নহে। তাহা হইলে "যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্।" এবং তৎপরবর্ত্তী 'অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং', 'যেঽপ্যন্য দেবতাভক্তা যান্তি' ইত্যাদি শ্লোক বলিবার প্রয়োজন হইত না। উপাসনার বৈবিধ্যানুসারে ফলেরও বৈবিধ্য আছে, উপাসকের উপাস্যনিষ্ঠার তারতম্যানুসারে ফলেরও তারতম্য অবশ্য স্বীকার্য্য। তাহা না হইলে 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি', 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য', 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো' প্রভৃতি অসংখ্য শ্লোকে ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইত না। বিশেষতঃ 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে' বাক্যটি অপ্রাকৃত ভক্তিরসরসিকগণের সে-বৈশিষ্ট্য-বিচারে তদনুকূলবৈশিষ্ট্য-নির্দ্দেশেই প্রযুক্ত হইয়াছে। অতঃপর 'পূজার স্বরূপ নির্ণয়' সম্বন্ধেও অনেক আলোচনা হয়। 'অন্যাভিলাষিতা শূন্যং', 'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য', 'ঈহেতেশ্বর-বিদ্বান্' প্রভৃতি কর্ম্মজ্ঞানযোগ-নিরাসপর শ্লোকও প্রসঙ্গ-ক্রমে ব্যাখ্যাত হইয়া শুদ্ধা ভক্তির স্বরূপতা নিরূপিত হয়।

৩০শে জুলাই প্রাতে 'গৌড়ীয়' ১৩শ বর্ষ ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত সাময়িক প্রসঙ্গের (৬০৩ পৃষ্ঠা) Capitalism ও Communism সম্বন্ধীয় আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রভুপাদ বলেন—

'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের লিখিত বিষয়ের পূর্ণপক্ষ ও উত্তরপক্ষ না বুঝিয়া পাশ্চাত্যের কোন কোন পাঠক গৌড়ীয়ে Capitalismকে প্রশংসা করা হইয়াছে মনে করিয়া বৃথা সংশয়ান্বিত হন। বস্তুতঃ ব্যাপার তাহা নহে। 'গৌড়ীয়' বলিয়াছেন—"ক্যাপিটালিজম্ ও কমিউনিজম্ এই উভয়ের মধ্যে কেবল ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত ভোগবাদের পার্থক্যমাত্র বিদ্যমান; বস্তুতঃ কোন মতবাদই স্বরাট্ পুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ভোগের একমাত্র তাৎপর্যাপরতা স্বীকার করে না, বরং অনেক সময় ক্যাপিটালিজম্ ব্যষ্টিগত ভোগের মধ্যে যে অসুবিধা আছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরমেশ্বরের ইন্দ্রিয়সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারে; কিন্তু কমিউনিজ্‌মে তথাকথিত সমার্থিটার বাহুল্য থাকায় তাহা এক অধিতীয়ের অন্বয়োর্দ্ধত্ব স্বীকার করে না।" এবম্বিধ গৌড়ীয় একমাত্র পরমার্থেরই পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন। 'গৌড়ীয়' উক্ত প্রবন্ধের উপসংহারে লিখিতেছেন—"ক্যাপিটালিজম্ বাড়িলে ব্যক্তিগত বিড়ালের বিবাহ, পুতুলের বিবাহ প্রভৃতির প্রচার হইবে, আর কম্যুনিজম্ বাড়িলে গণদেবতার বজ্রমুষ্টে প্রাণবায়ু রুদ্ধ হইবে। কেবলমাত্র শ্রীনৃসিংহদেবের সেবক প্রহ্লাদের আদর্শ অনুসরণে ঐ উভয়মতের দুরভিসন্ধি হইতে পারে।" অক্ষজগতের চিন্তাস্রোতের সহিত পারমার্থিকের কোন সম্পর্ক বা পক্ষাপক্ষ বিচার নাই। নিরন্তরহরি বাস্তবসত্যই পারমার্থিকের একমাত্র লক্ষীভূত বিষয়। ক্যাপিটালিজম্ অপেক্ষাও কমিউনিজম্ যে অধিকতর হেয়, উপরিউক্ত 'বরং অনেক সময়' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ক্যাপিটালিষ্টের কমিউনিষ্ট্ অপেক্ষা ভগবৎসেবায় প্রভু হইবার chance বেশী বলিবার মর্ম চিজ্জড়সমন্বয়বাদের ভাবকদলের মস্তিষ্কে কিছুতেই প্রবিষ্ট হইবে না।

ঐ দিবস রাত্রে ৺ রায় বাহাদুর এ, সি, ঘোষ মহোদয়, ভাগ্যকুলের জনৈক সজ্জন, আমিকাটীর শ্রীযুক্ত নীলকান্ত মিশ্র মহাশয়ের পুত্র প্রভৃতি বহু সজ্জন প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করেন।

ঐ দিবস অপরাহ্ণে রায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দত্ত বাহাদুরের ভগ্নী, জজ মিঃ এস, কে, বসু মহাশয়ের জননী, ক্যাম্‌বেল মেডিক্যাল স্কুলের সাঙ্কাহারীর টীচার ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষমহাশয়ের জননী ও প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেরম্ব দত্ত মহোদয়ের জননী প্রভৃতি কয়েকজন সম্ভ্রান্ত বর্ষীয়সী মহিলা কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে দর্শনে আসিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ তাঁহাদের নিকট অনেকক্ষণ শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। মহিলাগণ বিদায়-গ্রহণকালে প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শন ও বন্দন করিয়া যান।

৩১শে জুলাই বেলা ১৯ ঘটিকায় বঙ্গদেশের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী অ্যাকাউন্টেন্ট্ জেনারেল রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় মহোদয় আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করেন। প্রভুপাদ তাঁহার নিকট কিছুক্ষণ মহাপ্রভুর শিক্ষার অন্বয়োর্দ্ধত্ব-সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পর দিবসও তিনি সপরিবারে আসিয়া আচার্যপাদপদ্ম দর্শন ও মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। এই দিবসও প্রভুপাদ তাঁহার নিকট অনেকক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইনি বেঙ্গুনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য ও প্রচার-বিষয় শ্রবণ করিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন বেঙ্গুনে যাহাতে একটী স্থায়ী প্রচার-কেন্দ্র স্থাপিত হয়, তদ্বিষয়ে তিনি প্রভুপাদের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন তাঁহার বিনয় নম্র অমায়িক ব্যবহার ও সত্যানুসন্ধিৎসা বিশেষ প্রশংসনীয়।

কৃষ্ণনগর শ্রীকৃষ্ণকুটীরে—গৌড়ীয়াচার্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গত ১লা আগষ্ট (১৯২৬) শনিবার অপরাহ্ণে সপার্ষদে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যার কৃষ্ণনগর-শ্রীকৃষ্ণকুটীরে পদার্পণ করেন। কৃষ্ণনগর রেলষ্টেশনে শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, শ্রীমৎ কৃষ্ণকরুণা ব্রহ্মচারী ও অন্য শ্রীবাসগণ উপস্থিত থাকিয়া সপার্ষদ আচার্যপাদপদ্ম সম্বর্দ্ধনা করেন এবং "শ্রীগৌরাঙ্গপুর" বাণীমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণকুটীরে লইয়া যান। মহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিসুহৃদ ও শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিকেতন প্রভুপাদপদ্মে বিদায় গ্রহণ করিয়া যথাস্থানে শ্রীরাম মায়াপুর যাত্রা করেন।

শ্রীরাম-মায়াপুরে—শ্রীল প্রভুপাদ রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণকুটীরে অবস্থান করিয়া পর দিবস (২রা আগষ্ট রবিবার) পূর্ব্বাহ্ণে মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব

পরিব্রাজকাচার্য, শ্রীপাদ রামবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিপ্রদীপ, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক ও শ্রীমৎ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী সপ্তম ভক্তবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণকুটীর হইতে মোটরযোগে-রোপে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যাকালে শ্রীবৃষভানুবিহার মঠ সন্দর্শন পূর্ব্বক শ্রীরাধাকুণ্ডস্থ কুঞ্জে উপস্থিত হন এবং তথায় কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রাধাকুণ্ডঘাট হইতে নৌকারোহণে রোপ প্রায় ১ ঘটিকার সময় শ্রীরাধা-শ্যামপুরে শুভবিজয় করেন শ্রীচৈতন্যমঠ-সেবকগণ মঠ হইতে সংকীর্ত্তন-সহ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করেন। প্রভুপাদ ভক্তিবিজয়-ভবনের সম্মুখস্থ ঘাটে নৌকা হইতে অবতরণ করিলে শ্রীপাদ সেবাবিগ্রহ প্রভু শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনির মধ্যে প্রভুপাদের শ্রীচরণে পুষ্পমাল্য বিভূষিত করেন। প্রভুপাদ ভক্তিবিজয় ভবনে আসন গ্রহণ করিয়া সমাগত সেবকগণের নিকট সংক্ষেপে কতিপয় উপদেশ করিতে থাকেন। শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম-কল্পতরু-শীলনাগারের কিউরেটর শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও অন্যান্য সেবকগণ সমীপে ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ-রিসার্চ্চ-ইন্‌ষ্টিটিউটের কার্য্য কিভাবে পরিচালন করিতে হইবে, কতগুলি বিভাগ থাকিবে, প্রত্যেক বিভাগের কার্য্যপ্রণালী কিরূপ হইবে প্রভৃতি বিষয়েও বহুক্ষণ আলাপ করেন। বৈষ্ণবসাহিত্য-সঙ্ঘের কার্য্যও যাহাতে বিশেষভাবে পরিচালিত হয়, তদ্বিষয়েও বহু উপদেশ প্রদান করেন।

সন্ধ্যার পরও শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রাকৃত, অধোক্ষজ, অহৈতুকী কৃপা, বদ্ধজীব ও মুক্তজীব, পরোপাসনা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান্ কথা কীর্ত্তন করেন। প্রসঙ্গক্রমে বলেন—সংস্কৃত বা বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহৃত ঐ সকল পরমার্থবিষয়ক শব্দ যেমন গভীর অর্থবোধক হয়, অন্য ভাষায় উহার যথাযথ অর্থ-বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করা বড়ই কঠিন। কেননা ঐ সকল ভাষা বৈষ্ণবজগতের সেবাবৈশিষ্ট্যের অনন্যোর্দ্ধ্বপ্রকাশে দীনতা প্রকাশ করিয়া থাকে।

৩রা আগষ্ট শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাব উৎসব। শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দাভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে অপ্রত্যাশিত ভাবে বহুবর্ষ পরে অদ্যকার দিনে শ্রীচৈতন্যমঠে প্রাপ্ত হইয়া মঠবাসিগণ সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা জ্ঞান করেন। এই সময়ে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ায় প্রভুপাদ প্রায় প্রতিবর্ষে গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া থাকেন। এবার কুরুক্ষেত্রে গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসবের তারিখ পিছাইয়া যাওয়ায় এবং সর্ব্বোপরি কৃষ্ণ-সেবা আচার্য্যবর্য্যের কৃষ্ণসম্বোহনতীর্থপরিপূরণের অহৈতুকী মনোভীষ্ট শ্রীচৈতন্যমঠবাসিগণ শ্রীবলদেবাবির্ভাব-বাসরে শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের শুভবিজয়কে অভিনন্দিত করিবার সৌভাগ্য বরণ করিয়াছেন। প্রভুপাদ অদ্য প্রাতে ভাগ্যবান্ মঠ-সেবকগণকে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষ, অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃততত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ প্রধান-মুখে প্রচুর স্নেহাশীষ বিতরণ করেন।

ঐদিবস (৩রা আগষ্ট, ১৯৩৬) অপরাহ্ণ ২॥ ঘটিকার সময় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে নৌকারোহণে যাত্রা করিয়া ক্রমান্বয়ে শ্রীকৃষ্ণবলরাম-গৌড়ীয়মঠ, শ্রীবলদেব-গৌড়ীয়-মঠ, শ্রীরাধাশ্যাম, অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগার এবং শ্রীযোগ-পীঠ শ্রীমন্দির পরিদর্শন পূর্ব্বক সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের নৌকায় ছিলেন—শ্রীপাদ অনন্ত-বাসুদেব পরিব্রাজকাচার্য, শ্রীপাদ মহর্ষি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব বিদ্যাবিশারদ। উহার পশ্চাদ্‌গামিনী নৌকায় ছিলেন—শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ ভাগবত মহারাজ, শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী ভক্তিকুশল, শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী ভাষা-পুরাণ-রাগতীর্থ ও শ্রীপুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী-প্রমুখ সেবক-বৃন্দ। দ্বিতীয় নৌকায় ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতে করিতে অনুগমন করিতে ছিলেন।

অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকায় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণবলরাম-গৌড়ীয়-মঠে বিজয় করিয়া ঐ স্থানে নূতন মন্দিরের স্থানাদি নির্দ্দেশ এবং সেবাকার্য্যের গুরুতা বিষয়ে বিবিধ উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহার আদেশানুসারে শ্রীপাদ বাসুদেবপ্রভু "যশোমতী-নন্দন" এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী "অনাদি-করম-ফলে" — গীতিদ্বয় কীর্ত্তন করেন। অতঃপর ৪ ঘটিকার সময় তথা হইতে যাত্রা করিয়া ৪॥ ঘটিকার সময় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবলদেব-গৌড়ীয়-মঠে শুভবিজয় করেন এবং তত্রত্য গৃহাদির সংস্কার-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। অনন্তর তথা হইতে শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীবাসভবনে গমন করিয়া শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবসেবার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে ভক্তগণকে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগারে একঘণ্টাদিবসকাল অবস্থান করিয়া তত্রত্য অনুশীলনকার্য্যাদি (Research) সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। তদনন্তর শ্রীযোগপীঠে গমনপূর্ব্বক তথায়ও অর্দ্ধঘণ্টাকাল অবস্থান করিয়া ভক্তগণের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া সন্ধ্যা ৬। ঘটিকায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ঐ দিবস (৩রা আগষ্ট) সন্ধ্যার শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠের ভক্তিবিজয়ভবনে উপস্থ ভক্তমণ্ডলীসমক্ষে ভগবানাপরাধের অন্যতম ভর্ৎসনা ও শাস্তিপাত্র নিন্দার বিষয় পরিণাম বর্ণনমুখে বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর "শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥"—শ্লোকোল্লেখে প্রভুপাদ বলেন—শাস্ত্রের অনুশাসন অগ্রাহ্য করিয়া কপটতাবশে যে হরিভক্তিতে ঐকান্তিকতার অভিনয়, তদ্দ্বারা কেবল উৎপাতেরই সৃষ্টি হইয়া থাকে, সুবিধা কোন কালেই হয় না।

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে — শ্রীল প্রভুপাদ দিবসত্রয় শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থান পূর্ব্বক ৪ঠা আগষ্ট (১৯৫৬) মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ণ ৯। ঘটিকায় তথা হইতে নৌকাযোগে যাত্রা করিয়া শ্রীবাসঅঙ্গনস্থ কূপে স্নানবিজয় করেন এবং তথা হইতে মোটরযোগে কৃষ্ণনগর শ্রীকৃষ্ণটীরে শুভপদার্পণ করিয়া ৫ই আগষ্ট বুধবার বেলা প্রায় ৩ঘটিকায় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করেন। তাঁহার অনুব্রজন করিয়াছেন—পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পদবিদ্যাভূষণ ও শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারীজী।

সন্ধ্যায় শ্রীল প্রভুপাদ মঠসেবকগণের নিকট হরিকথা-কীর্ত্তন প্রসঙ্গে বলেন—অপ্রাকৃতরসতত্ত্ববোধের অনাদর্থা-হেতু অজ্ঞজনের নিকট ললিতভাবে শঙ্খচূড়বধাদির প্রসঙ্গ রস-বিরোধ বলিয়া প্রতীত হইতে পারে, বস্তুতঃ ইহাতেই অপ্রাকৃতরসের পরম চমৎকারিতা প্রকাশিত। শঙ্খচূড়—প্রতিষ্ঠাশা ও শ্রীমদ্ভাগবতরূপ ব্রজতত্ত্বনাভরায়ের প্রবল প্রতীক। কৃষ্ণকৃপায় ঐ অনর্থ বিনষ্ট হইলে সাধকের অপ্রাকৃতরসতত্ত্বে অধিকারলাভ হয়। শ্রীরাধাকুণ্ড-কথা-প্রসঙ্গে অরিষ্টাসুর বৃষ-বধের কথা আছে। অরিষ্টাসুর—ভক্তবর্ষাদির অভিমানে ভক্তিকে অবরোধ-করণরূপ ব্রজজনের অতীব ভয়ঙ্কর প্রতিকূল তত্ত্ব। কৃষ্ণকৃপায় ঐরূপ অনর্থ বিনাশ হইলে শ্রীরাধাকুণ্ডরূপিনীর আশ্রয়ে কৃষ্ণপ্রেমামৃতাস্বাদনক্ষেত্র শ্রীযুগলতটে বাসাধিকার লাভ হয়। "জৈব-জগতে যে অনুকরণাদি আছে, তাহা কেবল অভিমান রূপে রসপুষ্টির জন্য অপ্রকটে বর্ত্তমান। সেই অভিমান ভাবই অনুরাগাত্মন ক্রিয়াভেদে প্রকটলীলায় দেখা যায়।"]

এজগতে শ্রীবিগ্রহ যেমন সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ হইয়াও—অচেতন-প্রতীয়, সে জগতে অভিন্নত্ব, ত্রৈবর্গিক ও শঙ্খচূড়, অরিষ্টাদি অসুরের প্রতিকূল চেষ্টা কৃষ্ণের লীলারস-পুষ্টির নিমিত্ত চেতনপ্রতীয় হইয়াও অচেতন।

৭ই আগষ্ট—অপরাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদ শুদ্ধভক্তির স্বরূপোপলব্ধি-বিষয়ে জগতের বহির্মুখগণগৃহীতিকার নানা প্রকার অবিচারের কথা উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশমুখে "অদ্য উৎসাহে যাহার সহোদ্যে কীর্ত্তন হউক, সংসার কীর্ত্তন যাহা দ্বারা বহির্মুখ জন-মনোরঞ্জন বা নিজেদের পাণ্ডিত্য-পূজাপ্রতিষ্ঠাশা বাড়াইবার জন্য আমাদের মঠবিস্তারাদি নহে; শ্রীরূপানুগধারা—ভক্তিবিনোদ-ধারা অপ্রতিহতরূপে সংরক্ষিত হউক, শুদ্ধভক্তিপ্রতিকূল যাবতীয় অনর্থবিচারের সুতীব্র প্রতিবাদ হউক, এবং প্রকৃত মঙ্গল বুঝিয়া লউক"—ইত্যাকার বহুকথা অত্যন্ত আবেগভরে বলিয়াছিলেন। তৎকালে শ্রীগৌড়ীয়মঠের ট্রাষ্টিগণ উপস্থিত ছিলেন। ইহার কিছুক্ষণ পরে রাজর্ষি কুমার শ্রীযুক্ত পরিমলরায় রায় এম্-এ প্রাক্তন বেদান্তকুমুদ ভুবনমঙ্গল মহোদয় আসিয়া প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করিলে প্রভুপাদ তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ ভগবৎ-প্রসঙ্গ আলাপ করেন। তিনি বিদায় গ্রহণ করিবার কিছুক্ষণ পরেই শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মিত্র মহোদয় আসেন, তাঁহার সহিতও প্রভুপাদ কিছুক্ষণ আলাপ করেন।

৯ই আগষ্ট শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমীর অধিবাস দিবস চতুর্দ্দিক্ হইতে ভক্তবৃন্দ আচার্য্যপাদপদ্মে আসিয়া মিলিত হইতে লাগিলেন। কটক হইতে শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু; খুলনা-যেশোর হইতে ডাক্তার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস এম্-বি মহোদয়, শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন দাসাধিকারী; লক্ষ্ণৌ হইতে শ্রীপাদ অধোক্ষজ দাসাধিকারী বেদান্তবিদ্; এলাহাবাদ হইতে শ্রীপাদ রেবতীরমণ ব্রহ্মচারী এবং শ্রীধাম মায়াপুর হইতে শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীযুৎ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তশ্রীধর ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত দাসাধি-

কার্য্য প্রমুখ সেবকবৃন্দ প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করেন। শ্রীযুত মহারাজ প্রমুখ সেবকগণ বক্তৃতা, ভাষণ প্রভৃতি সকলে ইচ্ছাপূর্ব্বক করিয়া শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়াছিলেন প্রভুপাদ সমাগত ভক্তবৃন্দ-সমীপে সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যশিক্ষা-বিস্তার-বিষয়ে নানা উপদেশ প্রদান করেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মথুরা-যাত্রা

১১ই আগষ্ট (১৯৬৬), ২৭শে শ্রাবণ (১৩৭৩) বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ মথুরাধামে হরিকথা-কীর্ত্তন-মুখে শ্রীপুরুষোত্তম মাসে পুরুষোত্তম-মহোৎসব-পালনার্থ-প্রদর্শনার্থ রাত্রি ৪।৩০।৩৫ ঘটিকায় কলিকাতা-দিল্লী-কাম্যক-মেলে মথুরা যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাকে অনুরক্ষা করিয়াছেন—মহারহোপদেষ্টক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ যোগাচার্য্য মহারাজ, শ্রীপাদ অশোকক সেবাকোবিদ, শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, শ্রীযুত সদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ অমৃতানন্দ ব্যাপারিকারী, কুমার শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার প্রভৃতি। সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের মথুরা-বিজয়কে অভিনন্দিত করিবার জন্য মঠের বহু সেবক ব্যাঙ্গালোর ষ্টেশনে পুষ্পমাল্যাদি-সহ সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীপাদ ঔডুলোমি মহারাজ, শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, শ্রীমান্ প্রণবনাথ রায় প্রমুখ সেবকবৃন্দ প্রভুপাদের গলদেশে পুষ্পমালা ভূষিত করেন। ষ্টেশন প্লাটফর্ম শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়।

১৪ই আগষ্ট বেলা ১২ ঘটিকায় শ্রীল প্রভুপাদের মথুরায় নির্ব্বিঘ্নে শুভবিজয়ের তার পাওয়া গিয়াছে।

নিত্যধাম-সংবাদ

স্বধামে শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্রকুমার দাসাধিকারী

গত ২৮শে শ্রাবণ (১৩৭৩), ইং ১৫ই আগষ্ট (১৯৬৬) বৃহস্পতিবার একাদশী-দিবস রাত্রি প্রায় ১১শ ঘটিকার সময় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের নারায়ণস্তবণ-সদনের উপরিতলে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন ও শয়নারাত্রিক সমাপ্ত হইবার পর শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গরাধিকা-গিরিধারীর শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ, 'হরেকৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ, শ্রীচরণামৃত পান এবং বৈষ্ণব-গণের মুখে নিরন্তর শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি ও মহামন্ত্র-কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বহীয়ান্ ভক্তবর শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্রকুমার দাসাধিকারী মহোদয় নিত্যধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। মহাযোগিপুরুষের ন্যায় এমন সহজ সমাধি, দেহত্যাগের শেষনিশ্বাস পর্য্যন্ত এতদূর সজ্ঞানে কৃষ্ণস্মৃতি সত্য সত্যই এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। শেষ মুহূর্ত্তেও আমরা দেখিয়াছি—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু তাঁহার মুখে শ্রীভগবানের চরণামৃত দিয়া হরিনাম শ্রবণ করিতে বলিলে তিনি তখনও তাঁহার দুই হস্ত যোড় করিয়া ললাটে স্থাপনপূর্ব্বক দণ্ডবৎপ্রণতি জ্ঞাপন, বৈষ্ণবোচিত দৈন্যের সহিত অপরাধ ক্ষমা-প্রার্থনা ও 'হরে কৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করিয়াছেন। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি তাঁহার হরিনামের মালিকাটও অনুসন্ধান করিয়া-ছিলেন। শ্রীপাদ ভাগবত মহারাজ, ঔডুলোমি মহারাজ ও সাগর মহারাজ-প্রমুখ ত্রিদণ্ডিগণ এবং মঠের অন্যান্য সেবক-বৃন্দের মুখে হরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে ভগবদ্বিস্মৃতিতে প্রয়াণকাল মহাসৌভাগ্যেরই পরিচায়ক। আমরা শুনিয়াছি, তিনি তাঁহার বাল্যকাল হইতেই প্রত্যহ নিয়মিতভাবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার জীবনের একটি মহতী ইচ্ছা ছিল—তিনি তাঁহার অন্তিমকাল পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গে কোন হরিতীর্থে বাস করেন। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ তাঁহার সে মনোবাঞ্ছাই পূরণ করিয়াছেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম আশ্রয়-পূর্ব্বক নিষ্কিঞ্চনরূপে কিছুকাল শ্রীধামমায়াপুরে বাস করিয়া সম্প্রতি গৌড়ীয়মঠে আসিয়াছিলেন। গত গৌরজয়োৎসব কালে তিনি আচার্য্যপাদপদ্মে সেবাশ্রয়প্রার্থী হইয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের মথুরা-বিজয়কালে শ্রীপাদ ভাগবত মহারাজ প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদস্বরূপ যে প্রসাদী পুষ্পমালা পাইয়াছিলেন, তাহাই স্বধামপ্রাপ্ত ভক্তবরের কণ্ঠের ভূষণ করিয়া, ধামপাদে উহাপুত্র শোভিত করিয়া সংকীর্ত্তনমুখে তাঁহার ঔর্দ্ধদৈহিক কৃত্য সম্পাদন করা হয়। এই সময়ে তাঁহার একটি আলোকচিত্র লওয়া হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৬ই ভাদ্র, ১৩৪৩, ২২শে আগষ্ট, ১৯৩৬ | ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীবৃন্দাবনে পুরুষোত্তম-কীর্ত্তন-ব্রতোৎসব

গত ১৭ই ভাদ্র দিবা ৮টা ২৪ মিনিট হইতে পুরুষোত্তম-মাসের আরম্ভ হইয়াছে এবং তাহা আগামী ৩০শে ভাদ্র রাত্রি ১০টা ৩২ মিনিট পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে। এই একমাস-কাল লীলা-পুরুষোত্তমের নিজজন গৌড়ীয়াচার্য্যবর্য্যগণ পুরুষোত্তমের নিজধাম শ্রীবৃন্দাবনে হরিকথা-কীর্ত্তনমুখে পুরুষোত্তম-ব্রত উদ্‌যাপনের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। স্মৃতি ও স্মৃতিকামী স্মার্ত্ত-সম্প্রদায় যাহাকে মলমাস, 'অধিমাস বা অধিমাস প্রভৃতি নাম দিয়া যে মাসকে সৎকর্ম-বহিষ্কৃত করিয়াছেন, সেই মাসই বৈষ্ণবগণের বিচারে 'পুরুষোত্তম মাস'। চান্দ্রমাস ও সৌরমাসের মিল রাখিবার জন্য ৩২ মাসে একটি করিয়া মাস বাদ দিতে হয়। সেই মাসের নামই অধিমাস বা স্মার্ত্তগণের কথিত মলমাস। স্মৃতিশিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তাঁহার "অষ্টাবিংশতি-তত্ত্বে" মলমাসতত্ত্ব বিচার করিয়াছেন। কিন্তু পারমার্থিক-গণের বিচার তাহা হইতে স্বতন্ত্র।

এই অনিত্য জীবনের এক মুহূর্ত্তও বৃথা যাপন করা কর্ত্তব্য নহে, প্রতিক্ষণকে হরিভজনে নিযুক্ত করাই বৈষ্ণব-গণের শিক্ষা। তাই যাহাকে স্মার্ত্ত-সম্প্রদায় মলিনমাস বলিয়াছেন, পরমার্থশাস্ত্র সেই মাসকেই হরিভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাল বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। সজ্জন-ভক্তবৃন্দ সকল ব্যাপারকেই কৃষ্ণভজনের অনুকূল করিতে পারেন। শাস্ত্র-শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"হে জীব! কেন অধিমাসে হরিভজনে আলস্য কর? এই মাস গোলোকনাথকর্ত্তৃক সর্ব্বোপরি স্থাপিত, এমন কি, ইহা কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখাদি মহা-পুণ্যমাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই মাসে বিশেষ ভক্তিবিধি সহিত সাদরে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা কর, সমস্ত

অতীষ্ট লাভ হইবে।" ভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—যেমন তিনি জগতে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া প্রসিদ্ধ, এই অধিমাসও তদ্রূপ জগতে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া বিখ্যাত। কেবল সদ্য বলিয়া এই মাস সকলমাসের অধিপতি হইয়াছে। এই মাস জগৎপূজ্য ও জগদ্বন্ধু; অন্য সকল মাস সকাম, এই মাসটি নিষ্কাম। যিনি অকাম বা সকাম হইয়া এই মাসের পূজা করেন, তিনি সকল কর্ম্ম তদ্গত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন।

"অহমেতৎপুরা লোকে প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।
তথায়মপি লোকেষু প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥
অস্মৈ সমর্পিতাঃ সর্ব্বে যে গুণা ন্যস্তি সংহিতাঃ।
দদাম্যনুত্তমং ধাম যদাদিত্যবিধিং পরেং॥
তস্মাৎপুত্রো জগদ্বন্ধ্যো মাসোঽয়ং তু ভবিষ্যতি।
সর্ব্বে মাসাঃ সকামাস্তু নিষ্কামোঽয়ং সদা কৃতঃ।
অকামঃ সকামো বা যোঽধিমাসং প্রপূজয়েৎ।
কর্ম্মাণি তদ্গতানি ত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ম্॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ৩১শ অধ্যায়)

নবঘন বিদ্যুৎ-মুরলীধর পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার সহিত নিয়ত ধ্যান করিতে করিতে পুরুষোত্তম-মাস যাপন করিবে

নানারত্নবিচিত্রাঙ্গং বিদ্যুদ্বর্ণং মুরলীধরম্।
লসৎপীতপটং রম্যং সরাধং পুরুষোত্তমম্॥
ধ্যায়ং ধ্যায়ং নরোমাসং পূজয়ন্ পুরুষোত্তমম্।
এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা যাতীষ্টং সর্ব্বমাপ্নুয়াৎ।

হরিকীর্ত্তনকারী অকৃত্রিম আচার্য্যের শ্রীমুখে গুরু হরিকীর্ত্তনের শ্রবণ ও অনুকীর্ত্তন-ব্যতীত হরি-ধ্যান সম্ভব নহে। এইজন্য শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের উপসংহারে বলিয়াছেন,—

"এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্ব্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃতমন্যৈর্ন রোচতে॥

একান্ত কৃষ্ণভক্তদিগের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও শ্রীকৃষ্ণস্মরণই অত্যন্ত প্রিয়। তদ্ব্যতীত তাঁহাদের অন্য কোনকিছুতে রুচি নাই। শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ আবার শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া হয় না।

এই কৃষ্ণকীর্ত্তন-শ্রবণের সুযোগ-প্রদানের জন্য অপ্রাকৃত-কৃষ্ণকীর্ত্তনব্রতবিগ্রহ আচার্য্যবর্য্য লীলাপুরুষোত্তমের লীলা-নিকেতন শ্রীধাম বৃন্দাবনে পুরুষোত্তমধামে পুরুষোত্তম-ব্রতোৎসবের উদ্বোধন করিয়াছেন।

আমরা পঙ্গু—নিজ-চেষ্টায় ব্রজে চলিতে অসমর্থ। 'ব্রজ' ধাতুর দ্বারা 'চলা' বা 'গতি' বুঝায়। পঙ্গু কি করিয়া চলিবে? বিশেষতঃ মন্দমতি গৃহমেধীর ইতরাসক্তির আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিবার প্রেরণাই বা কোথা হইতে আসিবে? কিন্তু যিনি অন্ধ ও অনিচ্ছুক ব্যক্তিকেও জোর করিয়া বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস পান করাইয়া ব্রজের পথে চলিবার প্রেরণা প্রদান করেন, সেই সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা সনাতনশিক্ষাগুরু শ্রীগুরুদেবের প্রাণধন শ্রীরাধাযদুনন্দনের শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় সর্ব্বস্বধনরূপে সেবোন্মুখতাই প্রকাশিত হইলেই বৃন্দাবনে বাস হয়। একমাত্র যাঁহারা নিজজন শ্রীগুরুপাদপদ্মই জীবের ভক্তিযোগ যজনকে উৎসাহিত করিয়া জীবের নির্ম্মলা আত্মবৃত্তিকে মদনমোহনের সেবাভিসারে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী-শ্রবণ-কীর্ত্তনই তাহার মূল।

সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা শ্রীগুরুদেবের কৃপায় অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের তরুলতাস্বরূপে শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি পরিচিত শ্রীললিতাদি সখীগণের সেবিত শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা রূপানুগবরের কৃপায় লাভ হইতে পারে; তখন রাসরস-প্রবর্ত্তক বংশীবটতটস্থিত গোপীনাথের যে বেণুধ্বনি গোপীগণকে নিত্য আকর্ষণ করিয়া থাকে, সেই বেণুধ্বনি রূপানুগবর শ্রীল কবিরাজগোস্বামী প্রভুর আশীর্ব্বাদে জীবের শ্রবণ বিধান করিয়া থাকে। অতএব রাধানিজজনের বাণী-মুখর শ্রীগুরুপাদপদ্ম লীলা-পুরুষোত্তমের কীর্ত্তনময়ী সেবা এই পুণ্যতম পুরুষোত্তমমাসে বরণ করিয়া লওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

শ্রীমদ্ভাগবত কি ব্যভিচারের প্রশ্রয়দাতা ?

শ্রীচৈতন্যচরিত-সম্বন্ধে Sir N. N. Sircar-এর বক্তব্যের প্রতিবাদ*

দিল্লী হইতে প্রকাশিত গত ৪র্থে জুন (১৯৩৬) তারিখের Roy's Weekly-তে ৪টি প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত Hon'ble Sir N. N. Sircar, K. C. S. কর্তৃক লিখিত "শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার শিক্ষা; স্বয়ংপোপলব্ধির পন্থা"-শীর্ষক প্রবন্ধ বক্তৃতাটি পাঠ করিবার সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ সন্দেহ ও সংশয়-দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছি। মনে হইল, ইহা কোন একজন শাসনভার-প্রাপ্ত রাজনীতি-বিদের, তাঁহার কর্মময় দৈনন্দিন জীবনের কতক নিবিষ্ট সময় ব্যয় করিয়া জনৈক পণ্ডিত শিরোমণির দ্বয়া পাইয়া এবং বৈষ্ণবতার নামে যে ভয়াবহ ব্যভিচার চলিতেছে ও যাহার মূলোৎপাটনের কার্য্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রবল উদ্যমের সহিত সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত আছেন—তাহার একটু ধারণা লইয়া বক্তৃতা প্রদানপূর্ব্বক সভার নাম কিনিবার প্রয়াস ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অবিশ্বাসযোগ্য নিদর্শনসমূহ

শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য বা লিখিবার জন্য প্রয়াসবিশিষ্ট কোন ব্যক্তিকে, 'তিনি শ্রীচৈতন্যদেব-বিষয়ে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, শ্রীরূপ-সনাতন-প্রমুখ ষড়্‌গোস্বামি-প্রণীত আদি প্রামাণিক গ্রন্থসমূহ পাঠ করিয়াছেন কি-না',—এরূপ প্রশ্ন করা খুবই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, মাননীয় Law member-এর ন্যায় একজন বিচক্ষণ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা-বিষয়ক তথ্য অতি অবিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। Sir Nripen-এর প্রবন্ধ অনভিজ্ঞ জনসাধারণ কর্ত্তৃক বহুমানিত হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া এই প্রবন্ধের মধ্যে ইতিহাস ও পরমার্থতত্ত্ব-বিষয়ে যে ভ্রান্তি ও বিকৃত ধারণা প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহা নিরাকরণ করিবার জন্য 'Roy's Weekly' পত্রিকার আতিথ্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম।

অযথার্থ সময় ও ঘটনার উল্লেখ

আমি এখন প্রথম প্রবন্ধটির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

(১) Sir Sircar-এর মতে "শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।" কিন্তু ইতিহাসে আমরা এরূপ কথা পাই না, তাই বর্ষ-গণনায় ভুল হইয়া থাকিবে বলিয়া অনুমান করি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১৩.৮৯ অনুসারে শ্রীচৈতন্যদেব ১৪০৭ শকাব্দের ২৩শে ফাল্গুন অর্থাৎ ইংরাজী ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।

(২) শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গদেশীয় সামাজিক অত্যাচারের কথা বলিতে যাইয়া Sir Nripen বলিয়াছেন—এই সময় সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নিয়ম-সমূহ রঘুনন্দনের সংহিতাতে পর্য্যবসান-প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইতিহাস বলেন—রঘুনন্দন ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দের কিছুকাল পরে জন্মগ্রহণ করেন, আর শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হইয়া আটচল্লিশবৎসর অর্থাৎ ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রকটলীলা সম্বরণ করেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে অথবা তাঁহার প্রকটাবস্থায় রঘুনন্দনের সংহিতা বঙ্গদেশীয় সমাজ ও ধর্ম্মের উপর কিরূপে প্রভাব বিস্তার করিল, বুঝিলাম না।

(৩) Sir Nripen বলিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-উপাসক বৈষ্ণব-পরিবারে আবির্ভূত হন কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব-সম্বন্ধে কোনও বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থেই ইহা সমর্থিত হয় নাই। শ্রীবিষ্ণুই মূলদেবতারূপে শ্রীচৈতন্যদেবের মাতাপিতা শ্রীশচী-জগন্নাথ-কর্ত্তৃক পূজিত হইতেন—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ নহেন (চৈঃ ভাঃ আদি ৭.১১৫, মধ্য ১৪.১৫৪; চৈঃ ভাঃ আদি ৮.১৩৩, ১৪.১৩৪ ইত্যাদি)।

(৪) ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, শ্রীরাধাকৃষ্ণ-উপাসনার মূলস্থান আবিষ্কার করিতে যাইয়া Sir Nripen বরাহনগর পণ্ডিত শিরোমণি নামধেয় কোন ব্যক্তিকে প্রামাণিক গ্রন্থকার বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। Sir Sircar লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণ রাধা ও গোপীদিগের সহিত যে প্রেমলীলা করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্ত্তীকালের গ্রন্থসমূহে কীর্ত্তিত হইয়াছে; আমি সংক্ষেপে ও অত্যুত্তমরূপে বুঝাইবার জন্য পণ্ডিত শিরোমণির একটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি।" শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা বুঝিবার 'অত্যুত্তম পন্থা'-

* ৩রা ও ৭ই, ১৯৩৬ তারিখের "Roy's Weekly" পত্রে লিখিত Sir Sircar-এর বক্তৃতার উপর মন্তব্যের লিখিত প্রতিবাদ-প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ।
অনুবাদক—শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী বি-এ।

তাহা তিনি অতিশয় দুঃখই এ বিষয়ে যে সামান্য একটি পংক্তি পণ্ডিত শিরোমণির গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা এই,—"হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে অধোক্ষজ শব্দের আবরণের সাহায্যে মানুষের নৈতিক চরিত্র কলুষিত করিবার জন্য কৃষ্ণের নাম (?) ব্যবহার করিবার প্রবৃত্তি লক্ষিত হয়। কিন্তু ভাগবত-পুরাণে সমস্ত আবরণ নির্লজ্জভাবে পরিত্যাগপূর্বক ব্যভিচারই উপাস্য বলিয়া স্থাপন করা হইয়াছে।" 'কৃষ্ণের নাম মানুষের নৈতিক চরিত্র কলুষিত করিয়াছে', এরূপ কোন কথাই কিন্তু হরিবংশে বা বিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত করা হয় নাই। Sir Sircar যদি শিরোমণিজীর কথা উদ্ধৃত করিবার পূর্বে নিজেই মূলগ্রন্থ দর্শন করিয়া লইতেন, তাহা হইলে খুবই ভাল হইত, মনে হয়

অমার্জনীয় ভ্রান্ত ধারণা

বস্তুতঃপক্ষে বিষ্ণু-পুরাণ দাক্ষিণাত্যপ্রবেশের বৈষ্ণবদের পরমারাধ্য গ্রন্থ ইহাতে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই জন্য রামানুজীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ সর্বশক্তিমান্ স্বয়ংরূপ ভগবানের মাধুর্য্যবিগ্রহের সর্বোত্তমতা ও চমৎকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হন বলিয়া উল্লেখ আছে। বিষ্ণু ও কৃষ্ণ—একই ভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য-মূর্তি। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, পণ্ডিতজী ভাগবত-সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে যাইয়া এক অমার্জনীয় অপরাধ করিয়া বসিয়াছেন। দ্বাদশ-স্কন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত সম্পূর্ণ। তন্মধ্যে দশম স্কন্ধে অপ্রাকৃত মদনমোহনের রাসলীলার কথা বর্ণিত হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য—পণ্ডিত শিরোমণিজী দশম স্কন্ধের পাতা উল্টাইবার পূর্বে ১ম হইতে ৯ম স্কন্ধের একটি পৃষ্ঠার দিকেও দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন কি?—ইহা কি একটি ছোট বালকের মত লম্ফপ্রদানপূর্বক চন্দ্রে আরোহণ করিতে যাইয়া অঙ্কবৈকল্য-দোষের ন্যায় চেষ্টা হয় নাই? এই ক্রমপন্থা অতিক্রমপূর্বক ধৃষ্টকারিতার জন্য কৃষ্ণ দায়ী নহে। তিনি যদি শ্রীমদ্ভাগবতে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত "অধোক্ষজ" শব্দটির প্রকৃত মর্মার্থ অনুধাবন করিতে যত্নবান্ হইতেন, তবে প্রাকৃত ইন্দ্রিয় ও অনুপাদেয়তার অতীত অপ্রাকৃত চিন্ময়-ধামে লীলা-পুরুষোত্তমের যে আনন্দলীলার স্রোতঃ নিরবচ্ছিন্ন প্রবহমান, তাঁহার হৃদয়ে এরূপ একটি অযৌক্তিক বিকৃত ধারণা পোষণ করিতে পারিতেন না। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির অতীত বাস্তববস্তুর উপলব্ধি আধ্যক্ষিকতা হইতে সর্বতোভাবে ভিন্ন। সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের স্বরূপাকারিণী শক্তি-দ্বারা কলুষিত হওয়ার যোগ্য যে মানবীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সমূহ, তদ্দ্বারা প্রাকৃতবস্তু হইতে অনুমানলব্ধ যে জ্ঞান, তাহার নাম আধ্যক্ষিক জ্ঞান।

ভগবৎসম্বন্ধে আধ্যক্ষিক জ্ঞানের যে দৌড়, তাহা অধোক্ষজ জ্ঞান অথবা ভগবৎস্বরূপোপলব্ধি নহে। পণ্ডিত শিরোমণি একজন সাধারণ অভিসন্ধিবাদী ভিন্ন আর কিছু নহেন।

পণ্ডিত শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি দুরভিসন্ধি প্রয়োগ করিবার পূর্বে উহার প্রথম স্কন্ধের ২য় শ্লোকে বর্ণিত শ্লোক্ষিতকৈতব পরমধর্মের কথা অবধারণ করিতে একটুও চেষ্টা করিয়াছিলেন কি? তিনি যদি তাহা করিতেন, তবে যে ভগবান্ ভাবকে তিনি তাঁহার প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার জিহ্বা ও লেখনীকে কলঙ্কিত করিতে পারিত না।

প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোক "স বৈ পুংসাং পরো ধর্মঃ"—অর্থাৎ অধোক্ষজ ভগবানে ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম পণ্ডিতজীর কখনও মনোযোগের সহিত আলোচনার বিষয় হইয়াছিল কি? 'অধোক্ষজ' বলিতে তাঁহাকেই একমাত্র লক্ষ্য করে যিনি বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়-জ্ঞান অতিক্রমপূর্বক তাঁহার স্বতঃকর্তৃত্বদ্বয় বিস্তারপূর্বক সর্বদা বিরাজমান — প্রাকৃত ইন্দ্রিয় ও মন অনন্তকাল পরিচালনা করিয়াও যাঁহার সাক্ষাৎকার পাওয়া যায় না—যিনি প্রকৃতির অতীত। পণ্ডিতজী এই 'অধোক্ষজ'-শব্দালোকের কৃপাপ্রার্থী হইলে দশমস্কন্ধ নিজ-স্বরূপ তাঁহার নিকট প্রকাশ করিতেন।

সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে বিচার-বিশ্লেষণের রীতি অনুসারে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী শ্লোকের মর্মার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পণ্ডিতজী দশমস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত অধ্যায়ের ৪০শ শ্লোক আলোচনা করিবেন কি? এই শ্লোকে ব্যক্তিত্ব বিপ্রলম্ভের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারা বজ্রকাণ্ড ব্যাপৃত থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণই যে ভগবান্, তাহা তাঁহাদের অক্ষজজ্ঞানের দ্বারা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার প্রতি সাধারণ মনুষ্যবুদ্ধিতে অবজ্ঞা প্রকাশ করেন, কিন্তু যখন

তাঁহাদের পক্ষীগণের অবিচিন্ত্য ভক্তি অধোক্ষজ ভগবানের পারমহংস্যের দিকে অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হইতে দেখিলেন, তখন তাঁহারা নিজেদের ভক্তিহীনতা-দর্শনে অনুতপ্ত হইয়া তাঁহাদের শৌক্র, সাবিত্র এবং দৈক্ষ্য—এই ত্রিবিধ জন্মের, ব্রতের, বহু শাস্ত্রজ্ঞানের, কুলের ও কর্ম্মনৈপুণ্যের নিন্দা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন,—ভগবানের লীলা প্রাকৃত দৃষ্টিতে মানবচেষ্টার ন্যায় লক্ষিত হইলেও তাহা প্রাকৃত নহে—তাহা অধোক্ষজ।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের ৬ ও ৭ শ্লোকের সহিত পণ্ডিত শিরোমণির কি কখনও সাক্ষাৎ হইয়াছিল? যথা—

"অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্।
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা॥

শ্রীবেদব্যাস চতুর্ব্বেদ ও উপনিষৎসমূহ জগতে প্রকাশ করা সত্ত্বেও যতদিন না দেবর্ষি নারদের উপদেশানুসারে শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত লীলা স্বয়ং ভক্তিনেত্রে নির্ম্মল হৃদয়ে দর্শন করিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, ততদিন হৃদয়ে শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। ভক্তিযোগ-প্রভাবে শুদ্ধীকৃত মন সমাধিরূপে সমাহিত হইলে ব্যাসদেব কান্তি, অঙ্গ ও স্বরূপশক্তিসমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গহিতভাবে আশ্রিত মায়াকে ও মায়াকবলিত জীবসমূহকে দর্শন করিলেন। এইরূপ সমাধিস্থ অবস্থায় তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, একমাত্র অধোক্ষজ ভগবানে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা শুদ্ধভক্তিদ্বারাই জীবের সকল অনর্থ সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয়। তাই তিনি অবশ্যম্ভাবী প্রাকৃত আধ্যক্ষিক লোকের মঙ্গলের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত-নামক পারমহংসী সংহিতা রচনা করিলেন। এই সংহিতার মূল-কুল—পরমহংসগণের আলোচ্য অমল জ্ঞানের কথা গান করা হইয়াছে। এই পারমহংসী-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোক-মোহ-ভয়-নাশিনী ভক্তির উদয় হয়। এই শুদ্ধভক্তি-প্রধানপুরুষ জীবের দাম্ভিকতা বিনাশ করিবার নিমিত্তই শ্রীমদ্ভাগবত লেখার অবতীর্ণ হইয়াছেন—লোককে বঞ্চিত করিয়া ব্যভিচারপরায়ণ করিবার জন্য নহে।

আমি আশা করি, পণ্ডিত শিরোমণি ও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ Hon'ble Sir Nripendra এর শ্লোকসমূহ আলোচনা করিতে বিধা করিবেন না। চতুর্থ স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের ২৩শ শ্লোক পণ্ডিতজী কখনও পাঠ করেন নাই, আমার এরূপ আশঙ্কা হইতেছে; অথবা ইহার যথার্থ অবধারণ করা তাঁহার বুদ্ধিমত্তার কুলায় নাই। তিনি যদি হঠকারিতা-পূর্ব্বক এক লম্ফেই ব্রহ্মস্কন্ধে বর্ণিত ভগবানের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্য বুঝিবার, দুরূহ পণ্ডিত্যাভিমান করিয়া প্রথম নয় স্কন্ধে বর্ণিত অধোক্ষজকৃষ্ণের অপ্রাকৃতত্ববিষয়ক শ্লোকসমূহ সদ্গুরুপদাশ্রয়ে ক্রমপন্থায় অনুশীলন করিতেন, তাহা হইলে ভগবদ্ভক্ত পড়িয়া ভাগবত ও কৃষ্ণলীলা-সম্বন্ধে ঐরূপ বিকৃত ধারণা করিবার অবসর পাইতেন না। তিনি যদি শ্রীজীব গোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভ পাঠ করিতেন অথবা শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩২শ শ্লোকের ব্যাখ্যা লাভ করিবার সুযোগ পাইতেন, তাহা হইলে তিনি আর নির্ব্বিশেষবাদের মুখোসে অন্ধতায় নাস্তিক্যদ্বারা আক্রান্ত হইতেন না।

শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা কে এবং কাহার নিকট ইহা বর্ণিত হইয়াছিল, এই কথা পণ্ডিত শিরোমণির ভুলিয়া যাওয়া উচিত হয় নাই: ইহার শ্রোতা ছিলেন অর্জ্জুনের দৌহিত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ—যিনি মৃত্যু আসন্ন জানিয়া নিত্য কল্যাণ ও চরম শান্তিলাভের জন্য ব্যগ্রতা-সহ বিষয়ে জ্ঞানলাভের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। নিত্যমুক্ত পরমহংসকুলশিরোমণি ব্যাসদেবপুত্র শ্রীশুকদেব গোস্বামী, সপ্তদিবসে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার প্রতীক্ষায় প্রস্তুত মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করেন। এই শ্রীমদ্ভাগবত আজও গোস্বামী (অর্থাৎ যাঁহার ইন্দ্রিয়-সমূহ শ্রীভগবানের সেবায় নিত্য-প্রতিষ্ঠিত) শ্রীশুকদেব 'শুকরতন' নামক স্থানে সহস্র সহস্র পুতচরিত্র ঋষি ও মহাত্মার নিকট ক্রমান্বয়ে সপ্ত দিবস বর্ণনা করেন। এই অকলঙ্ক-চরিত্র ঋষিসম ব্যক্তিচারকেই আত্মাঘা বলিয়া স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন,—এইরূপ অনুমান করা পণ্ডিতজীর পক্ষে কি কোনপ্রকারে যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে?

আমি পুনরপি পণ্ডিতজীর দৃষ্টি শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৩৪।২৬ ও ১০।৯।১৪ শ্লোকদ্বয়ের প্রতি আকর্ষণ করিতেছি। অধোক্ষজ ভগবানের স্বতঃকর্ত্তৃত্বধর্ম্মকে আধ্যক্ষিক অক্ষজ-

জ্ঞানের চাঁচে ফেলিয়া মাপিয়া লইবার চেষ্টাতেই পণ্ডিতজীর কিরূপে হইল, ইহা আমার সংবাদাতীত। ইঁহাকে 'ভান অতি সোচনীয়ভাবে অকৃতকার্য্য হইয়া এক দেহে ও বিকৃত মাত্রিক প্রতিফলনকে ভগবজ্ঞান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন ও অজ্ঞজনদিগকে বঞ্চনার প্রয়াসবিশিষ্ট হইয়াছেন।

যাহারা গোপনে ব্যভিচার-পরায়ণ জীবন যাপন করে, তাহাদের অন্তঃকরণস্থিত সহস্র পাপ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রবণ-কীর্ত্তনের দ্বারা সমূলে ভস্মীভূত হইতে পারে—পণ্ডিতজীর ইহা অবিশ্বাস করিবার কী কারণ আছে?

যদি চিকিৎসাবিজ্ঞান সমস্ত রোগীর আরোগ্য পরিত্যাগ করিয়া নিরক্ষভাবে শুধু অস্ত্রপ্রয়োগগুলি যথাযথভাবে বর্ণনা না করিত, তবে সেই চিকিৎসাবিজ্ঞানের দ্বারা মানব-জাতির কী সুবিধা হইত? অথবা যদি প্রজাসৃষ্টির জন্য শুধু অঙ্গ দেখা বা স্পর্শ করা একেবারেই অসম্ভব হইত, তবে এই দৃশ্য জগতের অস্তিত্ব চিরদিনের জন্য লোপ পাইত না কি? ভোগীদিগের এই শুষ্ক ভোগাকাঙ্ক্ষারূপ ব্যাধির বিনাশের দ্বারা একমাত্র মহৌষধি, তাহা যদি শ্রীমদ্ভাগবত প্রদান না করিতেন, তবে এই ভোগলিপ্সা পণ্ডিত জীবদিগকে কেবল পাপজীবন যাপন করিবার ইন্ধনই প্রদান করিত।

বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভাগবত মানুষকে দুর্নীতিপরায়ণ করিবার জন্য অথবা ব্যভিচারকে সমর্থন-প্রদর্শনের জন্য প্রকাশিত হন নাই, ইঁহাকে বিদ্যাসুন্দর অথবা কুমারসম্ভব প্রভৃতি কাব্যের সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহাদেরই একমাত্র সুহৃদ্ যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে অসৎসঙ্গ বর্জ্জন করিয়াছেন—যাঁহারা মায়াদেবীর সুবৃহৎ পরমাস্ত্র তাড়িত হইয়া পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়ান না—সর্ব্ব-প্রকার জাগতিক প্রলোভনের বস্তুর প্রতি যাঁহারা সম্পূর্ণ অনাসক্ত, অপ্রাকৃত-তত্ত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং যাঁহারা আত্মার তৃপ্তিতে সত-কলা সত-তাগই কাপ্রত। শ্রীমদ্ভাগবত মুক্ত-পুরুষগণের আলোচনার বিষয় এবং ইহাতে সর্ব্বোত্তম অমল জ্ঞানের কথা বর্ণিত হইয়াছে (শ্রীমদ্ভাগবত ১২।১৩।১৮)।

আমি পণ্ডিতজীকে শ্রীমদ্ভাগবতের ১।৯।৩ শ্লোক পাঠ করিতে অনুরোধ করি, তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত নীচ প্রকৃতির লোকের পাঠ্য নহে। শিরোমণিজী কি শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৩৩।৩০ এবং ১০।৩৩।৩৭ শ্লোক দুইটি পাঠ করিয়াছেন? তিনি যদি তাহা করিয়া থাকিতেন, তবে আর তাঁহার সংস্কৃত বিদ্যার—যাহার নমুনা Sir Sircar কর্ত্তৃক উদ্ধৃত অংশ হইতে পাওয়া গিয়াছে—বহুহস্যদ্বারা বাহুল্যজন বিস্মিত করিতে পারিতেন না।

ভাগবত কি ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিয়াছেন, না—সেই ও মনে আত্মবুদ্ধি-নিবন্ধন সর্ব্বপ্রকার লম্পটতাকে মুক্ত-কণ্ঠে গর্হণ করিয়াছেন? দুষ্কৃতিদুষ্কৃতাহাকে যাঁহারা পুরস্কার প্রদান করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন—যাঁহারা সর্ব্বক্ষণ একমাত্র শ্রীভগবানের ও তদীয়জনের সেবায় নিযুক্ত—তাঁহাদের উপাস্য বস্তু যে শ্রীমদ্ভাগবত; এবং শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু—যিনি বিদ্বান্ ও দীনদাসীর সঙ্গ উৎকট বিষ হইতেও অনিষ্টকারক মনে করিতেন, তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় যে শ্রীমদ্ভাগবত—সেই শ্রীমদ্ভাগবত ব্যভিচারের সমর্থনকারী—ইহা কোন বিকৃতমস্তিষ্কব্যক্তি-ব্যতীত আর কেহ সম্ভব বলিয়া মনে করিবেন কি?

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৩৩।৩০ শ্লোকের দ্বারা সতর্ক হওয়ার উপদেশ পণ্ডিত শিরোমণির গ্রহণ করা উচিত ছিল। অনধিকার-চর্চ্চা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক ত' নহেই, পরন্তু ইহা আত্মবিনাশকর। Sir Nripen-এর নিকট এই অনুরোধ, তিনি যেন নিজে মূল শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ ও শ্রীচৈতন্যদেব-সম্বন্ধে মূল প্রামাণিক গ্রন্থসমূহ মনোযোগের সহিত পাঠ করেন। শ্রীজয়দেবের কবিতা-পাঠে অপকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয় বলিয়া Sir Sircar যে প্রান্তমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অমার্জ্জনীয়। তিনি গীত-গোবিন্দের "যদি হরিস্মরণে সরসং মনঃ" অথবা শ্রীরূপ গোস্বামিকৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে রসের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, তাহা দয়া করিয়া পাঠ করিবেন কি?

Sir Nripen-এর প্রথম প্রবন্ধে যে, আরও কএকটি ভুল আছে, তাহা সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিতেছি।

(৫) Sir Sircar বলিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ সন্ন্যাসাশ্রমের পর 'শঙ্করারণ্য' নামে পরিচিত হন এবং বোম্বে-প্রেসিডেন্সীর শোলাপুর জিলায় 'পাণ্ডারপুর' নামক স্থানে দেহ ত্যাগ করেন—(চৈঃ চঃ মধ্য ৯।৩০০)।

(৬) শ্রীচৈতন্যদেবের পাণ্ডিত্য-বিষয়ে বর্ণনা করিতে যাইয়া Sir Nripen তাঁহার প্রতি একটু ব্যঙ্গ প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই মনে হইল। কিন্তু তিনি যদি মূল প্রামাণিক গ্রন্থসমূহ পাঠ করিতেন, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যদেবের সর্বশাস্ত্রে অলৌকিক পারদর্শিতা সম্বন্ধে তাঁহার কোনই সন্দেহ থাকিত না। কাশীবাসী পণ্ডিত বিশ্বিদ্বন্মণ্য পরাভব—সহস্র সহস্র সন্ন্যাসি-পরিবৃত প্রকাশানন্দকে ভক্তিপথে আনয়ন—পুরীর বৈদান্তিক পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌমের আত্মসমর্পণ—কাশীতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা ও এলাহাবাদে শ্রীরূপ-শিক্ষা প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যদেবের অগাধ পাণ্ডিত্যের জলন্ত প্রমাণ।

(৭) Sir Nripen শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীকে মুসলমান-রাজার সংস্রবে সংস্রিত করিয়াছেন—কারণ তাঁহারা সে-সময়কার বঙ্গের রাজা হুসেন শাহ উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তিনি কোন্ প্রমাণাবলম্বনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? তাঁহারা যখন হুসেন শাহ মন্ত্রী ছিলেন, তখন তাঁহাদের দবিরখাস ও সাকর মল্লিক উপাধি ছিল—ইহাই কি তাঁহার প্রমাণ? কিন্তু শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী যে, উভয়েই কর্ণাটদেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন—এই বিষয়ে Sir Nripenএর অজ্ঞতা বড়ই আশ্চর্যজনক।

(৮) Sir Nripen বলিয়াছিলেন—'শ্রীচৈতন্যদেব দ্বারকায় গমন করিয়াছিলেন।' এই খবর তিনি কোথায় পাইলেন? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও অন্যান্য প্রামাণিক গ্রন্থ এরূপ বলেন না। শ্রীচৈতন্যদেব পাণ্ডারপুর হইতে মধ্য-প্রদেশের ভিতর দিয়া পুরীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

(৯) Sir Sircar লিখিয়াছেন যে, "শ্রীচৈতন্যদেব বিষ্ণুমন্দির ভিন্ন রাম, শিব প্রভৃতি অন্যান্য দেবমন্দিরেও পূজা করিয়াছিলেন।" কিন্তু যাঁহাদের বৈষ্ণবধর্ম-সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞানও আছে, এইরূপ ব্যক্তিগণও জানেন যে, রাম বিষ্ণু হইতে অভিন্ন তত্ত্ব।

(১০) শ্রীচৈতন্যদেবকে উন্মাদরোগগ্রস্ত মনে করায় আমার মনে হয়, Sir Sircar এক গ্লাস শুদ্ধকে এক গ্লাস দুগ্ধফেনা বলিয়া ধারণা করিয়া প্রতারিত হইয়াছেন। আপাততঃ বাহ্যদৃষ্টিতে একরূপ দেখিতে হইলেই যে দুইটি বিষয় অভিন্ন হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই।

(১১) Sir Nripen ভক্তির প্রধান প্রধান লক্ষণ-সমূহ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে এই প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে কিছু বলিব না, কারণ তাহা বলিতে অনেক তত্ত্ব-ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইবে। আমি কেবল এই মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইব যে, Sir Nripen এর ভক্তি-সম্বন্ধে ধারণা অতীব সীমাবিশিষ্ট।

(১২) ভক্তির ক্রমোন্নত-স্তরসমূহের বিষয়ে লিখিতে যাইয়া Sir Nripen যন্ত্রচালিতবৎ মৌলিক চিন্তার অক্ষমতা-প্রকাশপূর্বক শ্রীচৈতন্যদেবের ক্রমোন্নত ভক্তির স্তর ও খৃষ্ট-ধর্মের মধ্যে দুইটি সমান্তরাল রেখা অঙ্কনে প্রয়াসী হইয়াছেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবতত্ত্বের শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতির রসবিচার তিনি একটুও বুঝিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহের বিষয়। উদাহরণ—বাৎসল্য রসের কথা বলিতে যাইয়া তিনি এক খৃষ্টধর্মাবলম্বীর গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন,—"খৃষ্টধর্মে বাৎসল্য রসই মূলতত্ত্ব। God সকলের পিতা ও সকলে তাঁহার সন্তান, ইহা খৃষ্টধর্মের সার কথা।" কিন্তু গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ বাৎসল্য রসের এইরূপ ধারণা পোষণ করেন না। রাধাকৃষ্ণীয় সম্প্রদায়ের উপাস্য বৈকুণ্ঠাধিপতির বিভবের মূলবর্তী প্রতিবিম্ব আমরা খৃষ্টধর্মের Godএর বিভবের মধ্যে দেখিতে পাই। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের ধারণা অতীব উচ্চ। তাঁহাদের মতে যশোদা, নীলাম্বুজযোনিই নন্দনন্দন ও যশোদানন্দনরূপে বাৎসল্যরস সম্ভোগ করিয়া থাকেন। ঈশ্বরে মনুষ্যত্ব আরোপ অথবা মনুষ্যে ঈশ্বরত্ব আরোপ—এই দুইএর কোনটিই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ স্বীকার করেন না।

সম্বন্ধ-জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা *

[শ্রীমতী ... দেবী]

'সম্বন্ধ' শব্দের অর্থ সম্যক্‌রূপে বন্ধন। দুইটি বস্তুর মধ্যে প্রায়ই একটা স্বাভাবিক যোগসূত্র বা বন্ধন থাকে; এই জগৎ কোন বস্তুই সম্পূর্ণ অসম্বন্ধ হইয়া থাকিতে পারে না। এই যোগসূত্র বা বন্ধন যদি অনুকূল হয়, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে প্রেম, প্রীতি প্রভৃতির সঞ্চার হয়; আর যদি প্রতিকূল সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে দ্বেষ বিদ্বেষ প্রভৃতি দেখা যায়। এই বন্ধনই সম্বন্ধ। যাহা জীবের স্বরূপ কি, সেই স্বরূপের সহিত ঈশ্বরের কি সম্বন্ধ এবং জগতের সহিত কি সম্বন্ধ—এই সকল বিষয়ে যে দুই জ্ঞান—তাহাকেই সম্বন্ধ-জ্ঞান বলিয়াছেন।

জীবের পক্ষে এই সম্বন্ধ-জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন। সম্বন্ধের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রয়োজন-বোধ যে তাহা পাইবার যে উপায় বা সাধন, তাহাতেও তদ্রূপ দেখা যায়; এই জগতে আমরা যে সকল বস্তু পাইবার জন্য যত্ন করি, সে সমস্ত বস্তুর সহিতই আমাদের একটা সম্বন্ধ আছে। আমরা মনে করি, জাগতিক বিষয়গুলি ভোগের উপকরণ এবং আমরা উহাদের ভোক্তা। এই ভোক্তৃ-ভোগ্যজ্ঞান যদি আমাদের না থাকিত—যদি আমরা জানিতাম, ঐ সকল বস্তু আমাদের ভোগে আসিবে না, তাহা হইলে উহা পাইবার জন্য কিছুমাত্র ব্যস্ত হইতাম না। যখনই বুঝিতে পারি, এই জিনিষটি আমাকে সুখ দিতে পারিবে অর্থাৎ উহার সহিত আমার সম্বন্ধ আছে, তখনই উহা পাইবার আবশ্যকতা অনুভব করি এবং এজন্য নানা-প্রকার উপায় অবলম্বন করি। সুতরাং যে কোন বস্তু পাইতে হইলে তাহার সহিত আমার কি সম্বন্ধ তাহা জানিতে হইবে।

এই জগতে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, জন্তু—সকলেরই প্রয়োজন-বোধ আছে। একটা তীব্র অভাব-বোধ সকল সময়েই জীবকে পীড়িত করে এবং যাহা-দ্বারা এই অভাব দূর হয়, সেই বস্তু পাইবার স্পৃহাও তাহার থাকে। সকলের প্রয়োজনানুভব এক প্রকার নহে। স্থান, কাল এবং পারিপার্শ্বিকতার বিভিন্নতা জীবকে বিভিন্ন প্রকারের অভিজ্ঞতা দান করে। সেই অভিজ্ঞতা-অনুসারে জীবের প্রয়োজন-বোধও বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। মনুষ্যেতর প্রাণীসকল প্রকৃতির নিয়মাধীন হইয়া থাকে বলিয়া তাহাদের ইচ্ছা ও ক্রিয়ার মধ্যে অনেকটা ঐক্য দেখা যায়। মানুষের চিত্তবৃত্তিই সাধারণতঃ নানাপ্রকারের বলিয়া তাহাদের লক্ষ্যও বিচিত্র। কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা মনে করেন,—"এই বিশ্বস্থিত বিষয়সমূহ সমস্তই ভোগের উদ্দেশ্য স্বরূপ এবং তাঁহারাই ঐ সকলের ভোক্তা; ভগবান্ একজন থাকিলেও থাকিতে পারেন—তাঁহার সহিত আমাদের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই।" কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ-ভোগ এখানে বড় একটা হইয়া উঠে না, যেটুকু হয়, তাহার জন্য বহু ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় এবং পরিণামে সে সুখও দুঃখেই রূপান্তরিত হইয়া যায়। ইহাতে অপর কতকগুলি লোক চিন্তা করিলেন,—"জগতে যাহা যে সুখ, তাহা অত্যন্ত সংকীর্ণ; বস্তুতঃ এই জগৎ কেবল দুঃখময় এবং আমাদিগকে আপাত সুখের আশায় মুগ্ধ করিয়া পরিণামে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করাইবারই একটা কৌশল-মাত্র; সুতরাং যদি কোনপ্রকারে ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করা যায়, তাহা হইলে আর দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হয় না বরং ব্রহ্মানুভূতিরূপ অখণ্ড আনন্দ লাভ করা যায়।" এইরূপ তাঁহারা জাগতিক সমস্ত ক্রিয়াই দুঃখময় জ্ঞানে পরিত্যাগ করেন এবং মায়াজয়ের জন্য শম-দমাদি ইন্দ্রিয়-নিরোধক প্রক্রিয়াসকল অবলম্বন করেন। কিন্তু শাস্ত্র বলেন—ঐরূপ চেষ্টা সমস্তই পণ্ডশ্রম মাত্র।

বেদ্যেষ্বেষবিদ্যাক বিমুক্তমানিন-
ষণ্ডস্তাবামবিতদ্বৃদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

আরোহবাদমূলে অতি কষ্টে পরমপদ পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াও মুক্তাভিমানী অন্তে পতিত হইয়া যায়।

শম, দম প্রভৃতি প্রক্রিয়া-দ্বারা যাঁহারা ভোগপ্রবৃত্তি

---

* এই প্রবন্ধের কোন কোন স্থল অসম্পূর্ণ ও অপরিষ্কৃত হইলেও শ্রোতব্যানী-ভবন-মন্দিরে উহার প্রচারের জন্য এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল—গ্রন্থ ম

হইতে চিত্তকে নিরুদ্ধ করিতে চান, তাঁহারা প্রায়ই সফলকাম হইতে পারেন না; এইজন্য পৃথিবীতে থাকাকাল-পর্য্যন্ত যন্ত্রই বা কেন নিজেকে বিষয় হইতে পৃথক্ রাখিতে চান—বিষয়ের সংস্পর্শে অস্বাভাবিক পরিমাণে আসিতেই হয়। সাধন-আরম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়গুলি প্রচুর পরিমাণে বিষয়ের আস্বাদন করিয়াছে, কাজেই আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি রূপ, রস প্রকৃতি বিষয় ভোগ করিয়া কিরূপ সুখানুভব করে, মনের মধ্যে তাহার সম্বন্ধে একটা সাড়া থাকিয়া যায়। কোনপ্রকারে একবার বিষয়ের সংস্পর্শে আসিলেই সেই পূর্ব্বস্মৃতি প্রবল হইয়া চিত্তবিক্ষোভ আনয়ন করে। এইজন্য সাধক যেদিন বিষয়-সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকিতে পারেন না—স্থূলভোগে লিপ্ত হইয়া পড়েন। নানাপ্রকার প্রক্রিয়ার ফলে চিত্তের একটা সাময়িক প্রশান্ততা আসিতে পারে; এই শান্ত অবস্থায় উপনীত হইলেই সাধারণতঃ জীব আপনাকে মুক্ত বলিয়া অভিমান করেন, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে মুক্তি তাঁহাদের হয় না।

"জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু হেন মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণ-ভক্তি বিনে॥"

মুক্ত বলিয়া তাঁহারা অভিমানই করেন মাত্র, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞেয় অভিমান প্রবল থাকায় ইহাই তাঁহাদের চিত্ত-বিক্ষেপ ঘটিয়া অধঃপতিত হইতে হয়। বিশ্বামিত্র, সৌভরি ঋষি প্রভৃতি এ বিষয়ে প্রমাণ।

তৃতীয় প্রকার ব্যক্তিগণ মনে করেন—"সদ্বস্তু মাত্র একটি, তাহা ব্রহ্ম। কিন্তু এই ব্রহ্ম নিরাকার, নির্ব্বিশেষ এবং নিঃশক্তিক। এই জগৎটা বাস্তবিক স্বপ্নের ন্যায় অলীক। ইহার কোন অস্তিত্ব নাই। জীব বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপ; সম্প্রতি মায়া-কবলিত হইয়া তাঁহার সে জ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে।" তাঁহারা জ্ঞানালোচনার দ্বারা মায়া-বিমুক্ত হইয়া আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শাস্ত্র তাঁহাদের চেষ্টাকেও আদর করেন নাই।

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥

এই বিভিন্ন সাধক-সম্প্রদায়ের বিফলতার কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, সম্বন্ধ-জ্ঞানের অভাবই তাঁহাদের ব্যর্থতার একমাত্র কারণ। সম্বন্ধ-জ্ঞান না থাকায় তাঁহাদের প্রয়োজন-সম্বন্ধে যে ধারণা হয়, তাহা ভ্রমপূর্ণ। সুতরাং তাঁহাদের সাধনও ভ্রমা ক্লেশস্বীকারেই পর্য্যবসিত হয়।

জীব জড়াতীত বস্তু। সুতরাং জড়-বিচারে আবদ্ধ থাকা-পর্য্যন্ত স্বরূপানুভূতি হয় না। জড়েন্দ্রিয়-দ্বারা আপাতিক অভিজ্ঞতা হইতে যে জ্ঞান সংগ্রহ করা যায়, তাহা প্রাকৃত বিচার অতিক্রম করিতে পারে না। আবার অনেক সময় জড়জগতের সকল বস্তুই ইন্দ্রিয়জ্ঞানগম্য, সান্ত এবং নশ্বর দেখিয়া জড় জগতের বিপরীতভাব-বিশিষ্ট বস্তুই ঈশ্বর, এরূপ কল্পনা করা হয়। এই বিচারে—"পরতত্ত্ব নির্বিশেষ, নিষ্প্রপঞ্চ—এরূপ ধারণা করা ব্যতীত উপায় থাকে না; জগৎ বিচিত্রভাময়, এখানে শক্তি-পরিণাম লক্ষিত হয়, এখানে পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের রস বিদ্যমান, সুতরাং ভগবান্ নিশ্চয়ই বিচিত্রতাশূন্য ক্রিয়া-বিধান বস্তু হইবেন; তাহা না হইলে জগৎ যেরূপ বস্তুতঃ মিথ্যা, ভগবান্‌ও তদ্রূপ হইয়া পড়িবেন।" যদিও এই সিদ্ধান্ত জড়নিরাসের চেষ্টাই করে, তথাপি এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত নহে, কারণ বাস্তবিক অভিজ্ঞতাই ইহার মূল, সুতরাং এই ধারণাও জড়বিচার হইতে মুক্ত নহে।

শ্রীগুরুকৃপায় প্রকৃত সম্বন্ধ-জ্ঞান জীবহৃদয়ে স্ফূর্তিলাভ করে। তখন জীব নিজের স্বরূপ এবং ধর্ম্ম কি, তাহা অবগত হইতে পারেন। জীব চিদ্বস্তু। তাঁহার ধর্ম্ম তাঁহাকে আশ্রয়জাতীয় বস্তু বলিয়া প্রতীত করে। জীব চিদ্বস্তু হইলেও অত্যন্ত ক্ষুদ্রতা-হেতু নিতান্ত দুর্ব্বল। এই জন্য তিনি স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারেন না, কাহাকেও অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়। মায়া ও কৃষ্ণ—এই দুইএর মধ্যখানে জীবের অবস্থিতি। ঐ স্থানটি জড় নির্ব্বিশেষ এবং চিৎসবিশেষ এই দুই রাজ্যের সীমান্ত-প্রদেশ। ইহা স্বাধীনতা রহিত, কোনপ্রকার ক্রিয়াবিশূন্য এবং শান্তভাবাপন্ন একটি অবস্থা-বিশেষ। জীব এখানে স্থিরভাবে থাকিতে পারেন না, এই জন্য প্রথমতঃ জীব স্বরূপতঃ অণুসচ্চিদানন্দ হওয়ায় বিচিত্রতার দিকে তাঁহার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে। দ্বিতীয়তঃ এই স্থানে আশ্রয়োপযোগী কোন অবলম্বন নাই। তৃতীয়তঃ জীবের যে স্বভাবগত-বৃত্তি অনুরাগ, তাহার একটি পাত্র বা বিষয় থাকা প্রয়োজন নতুবা উহার অস্তিত্ব অর্থহীন হইয়া পড়ে। এইজন্য জীব এই মধ্যপ্রদেশে থাকিতে

চিন্তাধারার পার্থক্য; প্রবন্ধে, বিবন্ধে, বক্তৃতায়, কথাবার্ত্তায়, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, শ্রীভগবান ও তাঁহার বিভিন্নমুখোদ্ভাসিত শব্দব্রহ্মের অনুশীলন-প্রয়োজনীয়তা; অযোক্তৃত্ব-বিচারে অপ্রৌতপন্থীর অকৃতজ্ঞানুষ্ঠানের সম্পূর্ণ নিরর্থকতা; কৃষ্ণাবির্ভাব-কথা-প্রসঙ্গে 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ', 'অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ' প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যা-মুখে পলিতা-প্রিয় বিষ্ণু, বিশাখা-প্রিয় বিষ্ণু বা তারকাপালি-প্রিয়বিষ্ণু কৃষ্ণ হইতে বাণাপ্রিয় বিষ্ণুর বৈশিষ্ট্য; অপ্রাকৃতনায়িকা ও রসবিচার পর-ব্যোম-বৈভব-অন্তর্যামী-অর্চ্চা-বিচার শ্রীবাসপ্রাঙ্গণ ও কৃষ্ণাঙ্গণ পৃথক্ নহে; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'গৌরাঙ্গের দুইপদ আমি' বাক্যের তাৎপর্য্য; কাম্য-গোবর্দ্ধন-গোকুল-নন্দগ্রাম-বৃন্দাবন-কথা; যমুনার পূর্ব্বতীরে স্নান-সংপ্রদ প্রভৃতি বহু বিষয়ে আলোচনা করেন অপরাহ্ণ হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত—শ্রীপাদ ব্রহ্মচারীর রসুয়া-বাড়ী-স্থানে এবং ভক্তিসদাকর প্রভুর কটক বাড়ী-স্থানে প্রভুপাদ তাঁহাদিগকে ভক্তগণ মঠের সেবা-বিষয়ে অনেক উপদেশ দান করেন। এই সময়ে কুমার শ্রীযুক্ত পরমিন্দু নারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ মহোদয় আগমন করেন, তাঁহার নিকট প্রভুপাদ 'তত্ত্বাদিষৎ', 'কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাৎ', 'মায়ার ন্যায় পরিণাম নিরাশা', পুনর্জ্জন্মবাদ প্রভৃতি ব্যাখ্যা এবং প্রসঙ্গক্রমে "আত্মা পূর্ব্বে mortal, পরে im-mortal" এই ভ্রান্তমতবাদ নিরসন করেন। প্রাজ্ঞ মহোদয়ের আনীত 'Epiphany' নামক Oxford Mission এর পত্রে প্রকাশিত 'মত মত তত পথ' মতবাদের প্রতিবাদ যে গৌড়ীয়েরই প্রতিধ্বনি, তাহা বলিয়া প্রভুপাদ ঐ মতবাদের অসারতা জ্ঞাপন করেন। এই সময় শ্রীযুক্ত প্রভুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আসিয়া প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা ও কৃপাপ্রার্থনা মূলে অনেক দৈন্য প্রকাশ করেন। প্রাজ্ঞ মহোদয় চিজ্জড়সমন্বয়বাদী দলের কতিপয় অসংসিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিলে প্রভুপাদ তাহা খণ্ডন করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে শ্রীবলদেবোক্ত 'মূলং নানামতোদ্ধারঃ' শ্লোক ব্যাখ্যা করেন। এই সময় কবিরাজ শ্রীযুক্ত অনাথনাথ রায় মহাশয় আগমন করেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে শ্রীগৌড়ীয়মঠকেই একমাত্র দোষ-মুক্ত প্রতিষ্ঠান বলিয়া উক্তি করেন। শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিদণ্ডি প্রভু বলেন—কবিরাজ মহাশয় গত বৎসর ঠিক এই দিনে শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন গোস্বামি-সহ গৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ প্রাজ্ঞ মহোদয়ের নিকট বিভিন্ন কথা-প্রসঙ্গে 'মায়াবাদী ... মহাশয় তাঁহার দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ ব্যাপারের পর হইতেই কিরূপে গৌড়ীয়-মঠের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইলেন', তাহা বর্ণন করেন। প্রাজ্ঞ মহোদয় সম্প্রতি আচার্য্যসমীপে প্রণত হইয়া বিবাহ-প্রসঙ্গের পরও প্রভুপাদ ভক্তির ফলনা ও শুদ্ধ-ভক্তির বিচার সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন।

১১ই আগষ্ট শ্রীমন্মোহনব-দিবস সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেন, কে এন্ ব্যানার্জ্জী, রায় বাহাদুর তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য (ডেপুটী কমিশনার অফ্ কোসাই), শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত এম্-এ বি-এল্ প্রমুখ সজ্জনগণ প্রভুপাদের দর্শনপ্রার্থী হইয়া আসেন। প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকট রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষ, অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত তত্ত্ব-বিচার-প্রসঙ্গে 'অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং' শ্লোক-ব্যাখ্যা-মুখে 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ও প্রার্থনা'র কথা, কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড বিবৃতাণ্ড কেন, অমৃত কি, কর্ম্মকাণ্ড-বর্ণন-মুখে 'প্রকৃতেঃক্রিয়মাণানি', 'প্রায়েণ বেদ', 'তাবৎ কর্ম্মাণি' প্রভৃতি শ্লোক-ব্যাখ্যা, জ্ঞানকাণ্ড-বর্ণন-মুখে অচিন্ত্যাদ্ভেদাভেদ ও চিন্মাত্রবাদ, 'যেহপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ' প্রভৃতি ব্যাখ্যা; অতঃপর পরমাগতির কথায় 'কামাদীনাং', 'বৈষী হেষা', 'সঙ্গমর্ষান্ পরিত্যজ্য', 'অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ', 'নায়মাত্মা', 'তর্কিযোগেন মনসি', 'তৃণাদপি সুনীচেন', 'দৃশীকে গোবিন্দ-সেবা', 'বক্তারমনুমুহ্যামি', 'অন্যৈ-র্মর্য্যাদতীর্থিঃ', 'অন্তেঽনুকম্পাং', 'নিষিঞ্চনস্য' প্রভৃতি শ্লোক-ব্যাখ্যা-মুখে বহুবিষয় আলোচনা করেন। Roy's Weekly পত্রের সংখ্যাদ্বয়ে প্রকাশিত Sir N. N. Sarkar মহাশয়ের বক্তৃতার প্রতিবাদ-প্রবন্ধদ্বয়ও আলোচিত হইয়াছিল। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ পরমীশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী ও কৃষ্ণকর্ণামৃত দাসাধিকারী রসুয়া বাসা করেন। প্রভুপাদ তাঁহাদিগকে ভক্তের কর্ত্তব্য-বিষয়ক উপদেশ প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ফুলন-যাত্রা

গত ৩০শে জুলাই হইতে দিবসপঞ্চক কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জিউর ফুলনযাত্রা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। 'অনন্যারাধিতঃ' শ্লোকোদ্দিষ্ট শ্রীগুরু-পাদপদ্মের একান্ত আনুগত্য-ব্যতীত কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণোৎসব-বিচারে কখনও তাহারও প্রবেশ-লাভ ঘটে না, ফুলনযাত্রাদি

হইতে চিত্তকে নিরুদ্ধ করিতে চান, তাঁহারা প্রায়ই সফলকাম হইতে পারেন না ; এইজন্য পৃথিবীতে থাকাকাল-পর্য্যন্ত বহুই না কেন নিজেকে বিষয় হইতে পৃথক্ রাখিতে চান—বিষয়ের সংস্পর্শে অল্পাধিক পরিমাণে আসিতেই হয়। সাধন-আরম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়গুলি প্রচুর পরিমাণে বিষয়ের আস্বাদন করিয়াছে, কাজেই আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি রূপ, রস প্রভৃতি বিষয় ভোগ করিয়া কিরূপ সুখানুভব করে, মনের মধ্যে তাহার সম্বন্ধে একটা সংস্কার থাকিয়া যায়। কোনপ্রকারে একবার বিষয়ের সংস্পর্শে আসিলেই সেই পূর্ব্বস্মৃতি প্রবল হইয়া চিত্তবিক্ষোভ আনয়ন করে। এইজন্য সাধক যেদিনই বিষয়-সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকিতে পারেন না—মুলতোগে লিপ্ত হইয়া পড়েন। নানাপ্রকার প্রক্রিয়ার ফলে চিত্তের একটা সাময়িক প্রশান্ততা আসিতে পারে। এই শান্ত অবস্থায় উপস্থিত হইলেই সাধারণতঃ জীব আপনাকে মুক্ত বলিয়া অভিমান করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুক্তি তাঁহাদের হয় না।

"জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু তার মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণ-ভক্তি বিনে॥"

মুক্ত বলিয়া তাঁহারা অভিমানই করেন মাত্র ; কিন্তু প্রজ্ঞার ভোক্তৃ অভিমান প্রবল থাকায় ইহাই তাঁহাদের চিত্তবিক্ষেপ ঘটিয়া অধঃপতিত হইতে হয়। বিশ্বামিত্র, সৌভরি ঋষি প্রভৃতি এ বিষয়ে প্রমাণ।

তৃতীয় প্রকার ব্যক্তিগণ মনে করেন—"সত্যবস্তু মাত্র একটি, তাহা ব্রহ্ম। কিন্তু এই ব্রহ্ম নিরাকার, নির্ব্বিশেষ এবং নিঃশক্তিক। এই জগৎটা বাস্তবিক স্বপ্নের ন্যায় অলীক। উহার কোন অস্তিত্ব নাই। জীব বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপ, সম্প্রতি মায়া-কবলিত হইয়া তাঁহার সে জ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে।" তাঁহারা জ্ঞানালোচনার দ্বারা মায়া-বিমুক্ত হইয়া আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শাস্ত্র তাঁহাদের চেষ্টাকেও আদর করেন নাই।

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥

এই বিভিন্ন সাধক-সম্প্রদায়ের বিফলতার কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, সম্বন্ধ-জ্ঞানের অভাবই তাঁহাদের ব্যর্থতার একমাত্র কারণ। সম্বন্ধ-জ্ঞান না থাকায় তাঁহাদের প্রয়োজন-সম্বন্ধে যে ধারণা হয়, তাহা ভ্রমপূর্ণ। সুতরাং তাঁহাদের সাধনও বৃথা ক্লেশস্বীকারেই পর্য্যবসিত হয়।

জীব অক্ষাতীত বস্তু। সুতরাং অক্ষ-বিচারে আবদ্ধ থাকা-পর্য্যন্ত স্বরূপানুভূতি হয় না। অক্ষেন্দ্রিয়-দ্বারা জাগতিক অভিজ্ঞতা হইতে যে জ্ঞান সংগ্রহ করা যায়, তাহা প্রাকৃত বিচার অতিক্রম করিতে পারে না। আবার অনেক সময় অক্ষজগতের সকল বস্তুই ইন্দ্রিয়জ্ঞানময়, সান্ত এবং নশ্বর দেখিয়া অক্ষ জগতের বিপরীতভাব-বিশিষ্ট বস্তুই ঈশ্বর, এরূপ কল্পনা করা হয়। এই বিচারে—"পরতত্ত্ব নিশ্চিন্ত্য, নির্ব্বিশেষ—এরূপ ধারণা করা ব্যতীত উপায় থাকে না ; জগৎ বিচিত্রতাময়, এখানে শক্তি-পরিণাম লক্ষিত হয়, এখানে পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের রস বিদ্যমান, সুতরাং ভগবান্ নিশ্চয়ই বিচিত্রতাশূন্য ক্রিয়াবিহীন বস্তু হইবেন ; তাহা না হইলে জগৎ যেরূপ বস্তুতঃ মিথ্যা, ভগবান্‌ও তদ্রূপ হইয়া পড়িবেন !" যদিও এই সিদ্ধান্ত অক্ষনিবাসের চেষ্টাই করে, তথাপি এই সিদ্ধান্ত দুষ্ট নহে, কারণ জাগতিক অভিজ্ঞতাই ইহার মূল, সুতরাং এই ধারণাও অক্ষবিচার হইতে মুক্ত নহে।

শ্রীগুরুকৃপায় প্রকৃত সম্বন্ধ-জ্ঞান জীবহৃদয়ে স্ফুরিত হয়। তখন জীব নিজের স্বরূপ এবং ধর্ম্ম কি, তাহা অবগত হইতে পারেন। জীব চিদ্বস্তু। তাঁহার ধর্ম্ম তাঁহাকে আশ্রয়জাতীয় বস্তু বলিয়া প্রতীত করে। জীব চিদ্বস্তু হইলেও অত্যন্ত ক্ষুদ্রতা-হেতু নিতান্ত দুর্ব্বল। এই জন্য তিনি স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারেন না, কাহাকেও অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়। মায়া ও কৃষ্ণ—এই দুইএর মাঝখানে জীবের অবস্থিতি। ঐ স্থানটি অক্ষ সবিশেষ এবং চিৎসবিশেষ এই দুই রাজ্যের সীমান্ত-প্রদেশ। ইহা শুদ্ধবিচার রহিত, কোনপ্রকার ক্রিয়াবিশিষ্ট এবং শাস্ত্রতাৎপর্য্যের একটি অবস্থা-বিশেষ। জীব এখানে চিরকাল থাকিতে পারেন না, এই জন্য প্রথমতঃ জীব স্বরূপতঃ অণুসচ্চিদানন্দ হওয়ায় বিচিত্রতার দিকে তাঁহার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে। দ্বিতীয়তঃ এই স্থানে আশ্রয়োপযোগী কোন অবলম্বন নাই। তৃতীয়তঃ জীবের যে স্বভাবগত-বৃত্তি অনুরাগ, তাহার একটি পাত্র বা বিষয় থাকা প্রয়োজন নতুবা উহার অস্তিত্ব অর্থহীন হইয়া পড়ে। এইজন্য জীব এই মধ্যপ্রদেশে থাকিতে

চিন্তাধারার পার্থক্য। প্রবন্ধে, 'রবন্ধে, বক্তৃতায়, কথাবার্ত্তায়, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, শ্রীভগবান্ ও তাঁহার বিভিন্নসম্বন্ধাভিধেয় শব্দত্রয়ের অনুশীলন-প্রয়োজনীয়তা, অধোক্ষজবস্তু-বিচারে অপ্রৌতপন্থীর অকৃতজ্ঞানকারণের সম্পূর্ণ নিরর্থকতা; ব্রহ্মবিবর্ত্ত-কথা-প্রসঙ্গে 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ', 'অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ' প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যা-মুখে ললিতা-প্রিয় বিধু, বিশাখা-প্রিয় বিধু বা তারকাপালি-প্রিয়বিধু কৃষ্ণ হইতে রাধা'প্রিয় বিধুর বৈশিষ্ট্য; অপ্রাকৃতরসিকা ও রসবিচার পর-ব্যোম-বৈকুণ্ঠ-অন্তর্যামী-অর্চ্চা-বিচার শাস্ত্রানুশীলন ও কৃষ্ণানুশীলন পৃথক্ নহে; ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের 'গৌরাঙ্গের একগতি আমি' বাক্যের তাৎপর্য্য। কাম্য-গোবর্দ্ধন-গোকুল-বৃন্দাবন-কথা যমুনার পুণ্যতীরে স্নান-সংপ্রশ্ন প্রভৃতি বহু বিষয়ে আলোচনা করেন অপরাহ্ণ হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত—শ্রীপাদ ব্রহ্মচারীর মধুরা-বাসী-ভাবে এবং ভক্তিসুধাকর প্রভৃতি গ্রন্থ-ভাবে প্রভুপাদ তাঁহাদিগকে ভজন-পথে দৈন্য-বিষয়ে অনেক উপদেশ দান করেন। এই সময়ে মুন্সীর শ্রীযুক্ত পরমেশ্বর নারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ মহোদয় আগমন করেন, তাঁহার নিকট প্রভুপাদ 'তৃণাদপি', 'কর্ণপাত পরিপাটিবাদ', 'সাধন হয় পরিপাক নিরাশা', পুনর্জ্জন্মবাদ প্রভৃতি ব্যাখ্যা এবং প্রসঙ্গক্রমে "আত্মা: পূর্ব্বে mortal, পরে im-mortal" এই ব্রাহ্মমতবাদ খণ্ডন করেন। প্রাজ্ঞ মহোদয়ের স্বামীর 'Epiphany' নামক Oxford Mission এর পত্রে প্রকাশিত 'যত মত তত পথ' মতবাদের প্রতিবাদ যে গৌড়ীয়েরই প্রতিধ্বনি, তাহা বলিয়া প্রভুপাদ ঐ মতবাদের অসারতা জ্ঞাপন করেন। এই সময় শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আসিয়া প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা ও কৃপাপ্রার্থনা মূলে অনেক দৈন্য প্রকাশ করেন। প্রাজ্ঞ মহোদয় ভিন্নকল্পসম্প্রদায়ী দলের কতিপয় অসৎসিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিলে প্রভুপাদ তাহা খণ্ডন করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে শ্রীবল্লবোক্ত 'মুনয়ে নানাশাস্ত্রোক্তাঃ' শ্লোক ব্যাখ্যা করেন। এই সময় কবিরাজ শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু রায় মহাশয় আগমন করেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে শ্রীগৌড়ীয়মঠকে একমাত্র দোষ-মুক্ত প্রতিষ্ঠান বলিয়া উক্তি করেন। শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিদণ্ডি প্রভু বলেন—কবিরাজ মহাশয় গত বৎসর ঠিক এই দিনে শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন পোদ্দার-সহ গৌড়ীয়-মঠে আগমন করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ প্রাজ্ঞ মহোদয়ের নিকট বিভিন্ন কথা-প্রসঙ্গে 'মায়াবাদী ও ও মহাশয় তাঁহার দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ ব্যাপারের পর হইতেই কিরূপে গৌড়ীয়-মঠের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইলেন', তাহা বর্ণন করেন। প্রাজ্ঞ মহোদয় সস্ত্রীক আচার্য্যপাদপদ্মে প্রণত হইয়া বিদায়-গ্রহণের পরও প্রভুপাদ ভক্তির তুলনা ও শুষ্ক-ভক্তির বিচার সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন।

১১ই আগষ্ট শ্রীজন্মোৎসব-দিবস সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেন, কে এম্ ধানাজী, রায় বাহাদুর তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য ডেপুটী কমিশনার অফ্ পেন্সাইন), শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্-এ বি-এল্ প্রমুখ সজ্জনগণ প্রভুপাদের দর্শনপ্রার্থী হইয়া আসেন। প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকট রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষ, অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত তত্ত্ব-বিচার-প্রসঙ্গে 'অগাতিগাধিতা-মূলং' শ্লোক-ব্যাখ্যা-মুখে শ্রেয়শ্চিন্তিকা ও প্রার্থনার কথা, কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড বিষকাণ্ড কেন, অমৃত কি, কর্ম্মকাণ্ড-বর্ণন-মুখে 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি', 'প্রাধেয়ে', 'তাবৎ কর্ম্মাণি' প্রভৃতি শ্লোক-ব্যাখ্যা, জ্ঞানকাণ্ড-বর্ণন-মুখে অচিন্ত্যভেদ ও চিন্ত্যাভেদবাদ, 'দেহেন্দ্রিয়বিষাক্ষ' প্রভৃতি ব্যাখ্যা; অতঃপর শরণাগতির কথায় 'কায়মনোবাক্যে', 'বৈষ্ণবী ধেষা', 'সজ্জনসঙ্গম্ পরিত্যজ্য', 'অখিল-রসামৃতমূর্ত্তিঃ', 'নামাশ্রয়া', 'ভক্তিযোগেন মনসি', 'তৃণাদপি সুনীচেন', 'হৃষীকে গোবিন্দ সেবা', 'বন্দেহমহুমুহুঃ', 'অন্যৈ-র্থ্যাপ্তশ্রীতিঃ', 'অতঃকৃষ্ণাদি', 'নিষ্কিঞ্চনস্য' প্রভৃতি শ্লোক-ব্যাখ্যা-মুখে বহুবিষয় আলোচনা করেন। Roy's Weekly পত্রের সংখ্যাবিশেষে প্রকাশিত Sir N. N. Sarkar মহাশয়ের বক্তৃতার প্রতিবাদ-প্রবন্ধদ্বয়ও আলোচিত হইয়াছিল। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী ও কৃষ্ণকর্ণামৃত ধারাধিকারী মধুরা বাবা আসেন। প্রভুপাদ তাঁহাদিগকে ভক্তের কর্ত্তব্য-বিষয়ক উপদেশ প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলন-যাত্রা

গত ৩০শে জুলাই হইতে দিবসত্রয় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জিউর ঝুলনযাত্রা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। 'অন্যবাঞ্ছিতঃ' শ্লোকোক্তিরই শ্রীভক্ত-সাধুসঙ্গের একান্ত আনুগত্য-ব্যতীত কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশ-বিচারে কখনও কাহারও প্রবেশ-লাভ ঘটে না, ঝুলনযাত্রাদি

উৎসবানুষ্ঠানের তুলনায় কেবল আত্মেন্দ্রিয়তর্পণই সাধিত হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা-বৈশিষ্ট্যকে অধোক্ষজ-বিচারে তাঁহার দৃশ্য বা ভোগ্য হইবার যোগ্যতালাভের পরিবর্তে তাঁহাকে আমাদের প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য দৃশ্যজ্ঞানে যে ভ্রষ্টার অভিমান, তাহা সম্ভোগাবে গহণ-যোগ্য ইত্যাদি ভ্রষ্টদৃশ্যদর্শন-বিচার সর্বাপেক্ষা দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষভাবে মুগ্ধাইয়া দেওয়া হয়। আকরমঠসমূহ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ এবং অন্যান্য শাখামঠসমূহেও বিবিধ শিক্ষা-সম্বলিত দৃশ্যসহ শ্রবণযাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সর্ব্বত্র-প্রচলিত প্রাকৃতেন্দ্রিয়-সাধ্য আনুষ্ঠানিকক্রিয়া-বহুল আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণময় উৎসবাদি হইতে নিরন্তকুহকবাস্তবতা অধোক্ষজ বিচার-পুষ্ট কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণোৎসবের বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই বিশেষরূপে বিদিত।

শ্রীবলদেবাবির্ভাব

গত ৩রা শ্রাবণ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীবলদেবাবির্ভাব-বাসরে সভায় ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ব্যাখ্যা-মুখে শ্রীবলদেবাবির্ভাব সম্বন্ধে অনেক কথা কীর্ত্তন করেন। "জীব-হৃদয়ে বলদেবের চিবল সঞ্চারিত না হইলে 'নায়মাত্মা বলহীনেন' বিচারে কৃষ্ণ-পাদপদ্মের আবির্ভাবোপলব্ধির সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সাক্ষাৎ শ্রীবলদেবাভিন্ন-প্রকাশ-বিগ্রহ, তাঁহার কৃপাই কৃষ্ণ-কৃপালাভের একমাত্র উপায় ইত্যাদি বহু বিষয় আলোচিত হয়। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার যাবতীয় মঠে এই উৎসব মহাসমারোহে কীর্ত্তন-মুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী

গত ২৬শে শ্রাবণ, ১০ই আগষ্ট (১৯৩৬) সোমবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অহর্নিশ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পারায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন-মুখে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীব্রত-মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পারায়ণ সমাপ্তি হইতে পরদিবস মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত লাগিয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ মঠাশ্রিত ভক্ত ও সমাগত শুদ্ধভক্ত সজ্জনবৃন্দ-সমীপে প্রায় মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। (প্রভুপাদের এই সকল কথার মর্ম্ম সংক্ষিপ্তাকারে অন্যত্র দ্রষ্টব্য।) শ্রীপাদ ভক্তিবিলাসী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরিব্রাজকপ্রবর, শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর, শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্ত-সারঙ্গ গোস্বামী, শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ্, শ্রীপাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ প্রসবিকায়ী ভক্তিকোতুক, শ্রীযুৎ সদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সেবকবৃন্দ প্রায় সকলেই প্রভুপাদের নিকট উপস্থিত ছিলেন। প্রভু-পাদের আবেশে শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু সন্ধ্যায় কটক যাত্রা করেন এবং শ্রীপাদ ব্রহ্মচারী প্রভু অপরাহ্নে মধুরা যাত্রা করেন। অপরাহ্নে শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু অনেক পরিব্রাজকাচার্য্যের সন্দেহ-নিরসনার্থে শ্রীবিগ্রহ ও পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে কথা-প্রসঙ্গে অনেক কথা বলেন। "গৌড়ীয়মঠ" বলিতে শ্রীগুরুপাদপদ্ম এবং তাঁহার একান্ত অনুগত জন। গৌড়ীয়ের নাথ মহাপ্রভুর পার্ষদপ্রবর শ্রীস্বরূপ রামানন্দ সভাতীয়াশয়স্নিগ্ধ গুরুদেবতাত্ম ব্যতীত অন্যথাবাদকারী কাহাকেও মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপনীত হইবার অধিকার দেন না। গুরুপাদপদ্মে একান্ত শরণাগত অর্পণকবিহ শিষ্যই সচ্চিদানন্দময় শ্রীবিগ্রহে মূর্ত্তা দৃশ্য বা পুতলীতে শ্রীবিগ্রহবুদ্ধির বিবর্ত্ত হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ। নতুবা 'কর্চ্ছে বিষ্ণো শিলাধীঃ' রূপ নারকীবুদ্ধি অনিবার্য্য। মর্ত্ত্য ভাবর-জঙ্গমাদিকে ভগবান্ করিয়া তোলা বা ভগবানে মর্ত্ত্যবুদ্ধি—দোষতঃ পৌত্তলিকতা। শ্রীগুরু-কৃপা-ব্যতীত প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচন লাভ না হওয়ায় অচিন্ত্য-অপ্রাকৃত-গুণ-স্বরূপ পুরুষোত্তমের দর্শনলাভ হয় না—পৌত্তলিকতা যায় না। শ্রীবিগ্রহসেবকাভিমানীর অযোগ্যতা বিচার করিতে গিয়া শ্রীবিগ্রহকে বাদ দিতে হইবে না। আমাদিগের ক্রিয়া বা অনুশীলনেই দোষগুণ বিচার্য্য, বস্তুর সঙ্গে কোন কথা নাই। মনুষ্য-কল্পিত 'ছড়া-নাম' আপত্তিকর বলিয়া 'নাম' কখনও দোষের নহেন। পৌরনিজজনের শ্রীমুখোচ্চারিত নামই শব্দব্রহ্ম। অপরাধীর উচ্চারণই দোষের, 'নাম' দোষের নহেন। 'অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণ' শ্লোকে 'উদ্গীর্ণ' কথাটীই বিচার্য্য, নতুবা 'অমৃত' কখনও বিষ হইতে পারে না। এপ্রকার বহু কথা আলোচিত হয়। শ্রীযুৎ সদানন্দ দাস ব্রহ্মচারীজী (হেড্ স্কুলমাষ্টার) এই সকল কথা বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়াছিলেন। ইনি অন্যান্য সেবকগণের ন্যায় অন্য অহোরাত্র উপবাসী

মুলাই বহড়া হইতে অভিযান পরিচালনার প্রস্তাবের করিয়া ২৭শে মুলাই পাইয়া দেয়া করেন। ২৮শে মুলাই পাইয়া গৌড়ীয়ার উপস্থিত হইয়া স্বামীজী তথায় প্রথম হইতে বিশেষভাবে পরিচালনার হইতে অবস্থানের উপযোগী পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। পরে এবং আমাই সোমবার [illegible] অভিযান করিয়া [illegible] প্রভৃতিগণের [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible] [illegible] [illegible]) [illegible] [illegible] [illegible]

উৎসবানুষ্ঠানের তাৎপর্য্য কেবল আধ্যেন্দ্রিয়তর্পণই সাধিত হইয়া থাকে ; শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা-বৈশিষ্ট্যকে অধোক্ষজ-বিচারে তাঁহার ভুক্ত বা ভোগ্য হইবার যোগ্যতালাভের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে আমাদের প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য দৃশ্যজ্ঞানে যে ভ্রষ্টার অভিমান, তাহা সর্ব্বতোভাবে গর্হণ-যোগ্য ইত্যাদি ভ্রান্ত দৃশ্যদর্শন-বিচার সমাগত দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। আকরমঠরাজ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ এবং অন্যান্য শাখামঠসমূহেও বিবিধ শিক্ষা-সম্বলিত দৃশ্যসহ কুলেন্দ্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সর্ব্বত্র-প্রচলিত প্রাকৃতেন্দ্রিয়-সাধ্য আনুষ্ঠানিকক্রিয়া-বহুল আধ্যেন্দ্রিয়-তর্পণময় উৎসবাদি হইতে নিয়ন্তবুদ্ধকথাশ্রবণতা অধোক্ষজ বিচার-পুষ্ট কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণোৎসবের বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই বিশেষরূপে বিচার্য্য।

শ্রীবলদেবাবির্ভাব

গত ৩রা শ্রাবণ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীবলদেবাবির্ভাব-বাসরে সভাপতি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ব্যাখ্যা-মুখে শ্রীবলদেবাবির্ভাব সম্বন্ধে অনেক কথা কীর্ত্তন করেন। "জীব-হৃদয়ে বলদেবের চিবল সঞ্চারিত না হইলে 'নায়মাত্মা বলহীনেন' বিচারে কৃষ্ণ-পাদপদ্মের আবির্ভাবোপলব্ধির সম্ভাবনা থাকিতে পারে না ; শ্রীগুরুপাদপদ্ম সাক্ষাৎ শ্রীবলদেবাভিন্ন-প্রকাশ-বিগ্রহ, তাঁহার কৃপাই কৃষ্ণ-কৃপালাভের একমাত্র উপায় ইত্যাদি বহু বিষয় আলোচিত হয়। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার যাবতীয় মঠে এই উৎসব মহাসমারোহে কীর্ত্তন-মুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী

গত ১৬ই শ্রাবণ, ১৩ই আগষ্ট (১৯৩৬) সোমবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অহর্নিশ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পারায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন-মুখে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীব্রত-অধ্যোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পারায়ণ সমাপ্ত হইতে পরদিবস মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত লাগিয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ মঠাশ্রিত ভক্ত ও সমাগত ভক্তবৃন্দ সজ্জনবৃন্দ-সমীপে প্রায় মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। (প্রভুপাদের এই সকল কথার মর্ম্ম সংক্ষিপ্তাকারে স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য।) শ্রীপাদ মুকুন্দবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরিব্রাজকপ্রবর, শ্রীপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুধাকর মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর, শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামী, শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ, শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ রাসবিহারী ভক্তিজ্যোতিঃ, শ্রীমৎ সনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকবৃন্দ প্রায় সকলেই প্রভুপাদের নিকট উপস্থিত ছিলেন। প্রভু-পাদের আদেশে শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু সন্ধ্যার কীর্ত্তন যাত্রা এবং শ্রীপাদ হয়গ্রীব প্রভু অপরাহ্ণে নগর-যাত্রা করেন। অপরাহ্ণে শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু অনেক পত্রিপ্রকাশকারীর সন্দেহ-'নরনারায়ণ শ্রীবিগ্রহ ও পৌত্তলিকতা' সম্বন্ধে কথা-প্রসঙ্গে অনেক কথা বলেন। "গৌড়ীয়মঠ" বলিতে শ্রীগুরুপাদপদ্ম এবং তাঁহার একান্ত অনুগত জন। গৌড়ীয়ার নাথ মহাপ্রভুর পার্ষদপ্রবর শ্রীরূপ রঘোদের সনাতনীয়াগ্রগণ্য শ্রীরূপবেতাদ্য বাতীত অন্যকারাবরণী কাহাকেও মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপনীত হইবার অধিকার দেন না। গুরুপাদপদ্মে একান্ত শরণাগত অর্থপঞ্চকবিৎ নিষ্ঠই সচ্চিদানন্দময় শ্রীবিগ্রহে পুত্তলী বুদ্ধি বা পুত্তলীতে শ্রীবিগ্রহবুদ্ধির বিবর্ত্ত হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ। নতুবা 'অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ' রূপ নারকীবুদ্ধি অনিবার্য্য। মর্ত্ত্য ভাবয়-জ্ঞানাদিকে ভগবান্ করিয়া তোলা বা ভগবানে মর্ত্ত্যবুদ্ধি—ঘোরতর পৌত্তলিকতা। শ্রীগুরু-কৃপা-ব্যতীত প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচন লাভ না হওয়ায় অচিন্ত্য-অপ্রাকৃত-গুণ-স্বরূপ শ্যামসুন্দরের দর্শনলাভ হয় না—পৌত্তলিকতা যায় না। শ্রীবিগ্রহসেবকাভিমানীর অযোগ্যতা বিচার করিতে গিয়া শ্রীবিগ্রহকে বাদ দিতে হইবে না। আমাদিগের ক্রিয়া বা অনুশীলনেই দোষগুণ বিচার্য্য, বস্তুর সঙ্গে কোন কথা নাই। মনুষ্য-কল্পিত 'ছড়া-নাম' আপত্তিকর বলিয়া 'নাম' কখনও দোষের নহেন। পৌরনিজজনের শ্রীমুখোচ্চারিত নামই শব্দব্রহ্ম। অপরাধীর উচ্চারণই দোষের, 'নাম' দোষের নহেন। 'অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং' শ্লোকে 'উদ্গীর্ণং' কথাটীই বিচার্য্য, নতুবা 'অমৃত' কখনও বিষ হইতে পারে না। এপ্রকার বহু কথা আলোচিত হয়। শ্রীমৎ সনানন্দ দাস ব্রহ্মচারীও (ছেত্র সুলুৎসে এই সকল কথা বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়াছিলেন। ইনি অন্যান্য সেবকগণের ন্যায় অন্য অযোগ্যতা উপাদানী

৫

মুলাই যাত্রা করিয়া ১৩ই জুলাই শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভাগমন করিয়া স্থানে মুলাই পাঠাইয়া যাত্রা করেন। ১৩ই মুলাই পাটনা গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া স্বামীজী তথায় প্রচারের ব্যবস্থা করিয়া ১৪ই [illegible] হইতে ১৬ই মধ্যে ফেরত উপস্থিত থাকেন। ঘর ও বাগান দেখিবার [illegible] প্রভুপাদের [illegible] ১৫ই [illegible] ১৬ই [illegible] ১৭ই [illegible] ১৮ই [illegible] ১৯ই [illegible] ২০ই [illegible] ২১ই [illegible] ২২ই [illegible] ২৩ই [illegible] ২৪ই [illegible] ২৫ই [illegible] ২৬ই [illegible] ২৭ই [illegible] ২৮ই [illegible] ২৯ই [illegible] ৩০ই [illegible] ৩১ই [illegible] ১লা আগষ্ট [illegible] ২রা আগষ্ট [illegible] ৩রা আগষ্ট [illegible] ৪ঠা আগষ্ট [illegible] ৫ই আগষ্ট [illegible] ৬ই আগষ্ট [illegible] ৭ই আগষ্ট [illegible] ৮ই আগষ্ট [illegible] ৯ই আগষ্ট [illegible] ১০ই আগষ্ট [illegible] ১১ই আগষ্ট [illegible] ১২ই আগষ্ট [illegible] ১৩ই আগষ্ট [illegible] ১৪ই আগষ্ট [illegible] ১৫ই আগষ্ট [illegible] ১৬ই আগষ্ট [illegible] ১৭ই আগষ্ট [illegible] ১৮ই আগষ্ট [illegible] ১৯ই আগষ্ট [illegible] ২০ই আগষ্ট [illegible] ২১ই আগষ্ট [illegible] ২২ই আগষ্ট [illegible] ২৩ই আগষ্ট [illegible] ২৪ই আগষ্ট [illegible] ২৫ই আগষ্ট [illegible] ২৬ই আগষ্ট [illegible] ২৭ই আগষ্ট [illegible] ২৮ই আগষ্ট [illegible] ২৯ই আগষ্ট [illegible] ৩০ই আগষ্ট [illegible] ৩১ই আগষ্ট [illegible] ১লা সেপ্টেম্বর [illegible] ২রা সেপ্টেম্বর [illegible] ৩রা সেপ্টেম্বর [illegible] ৪ঠা সেপ্টেম্বর [illegible] ৫ই সেপ্টেম্বর [illegible] ৬ই সেপ্টেম্বর [illegible] ৭ই সেপ্টেম্বর [illegible] ৮ই সেপ্টেম্বর [illegible] ৯ই সেপ্টেম্বর [illegible] ১০ই সেপ্টেম্বর [illegible] ১১ই সেপ্টেম্বর [illegible] ১২ই সেপ্টেম্বর [illegible] ১৩ই সেপ্টেম্বর [illegible] ১৪ই সেপ্টেম্বর [illegible] ১৫ই সেপ্টেম্বর [illegible] ১৬ই সেপ্টেম্বর [illegible] ১৭ই সেপ্টেম্বর [illegible] ১৮ই সেপ্টেম্বর [illegible] ১৯ই সেপ্টেম্বর [illegible] ২০ই সেপ্টেম্বর [illegible] ২১ই সেপ্টেম্বর [illegible] ২২ই সেপ্টেম্বর [illegible] ২৩ই সেপ্টেম্বর [illegible] ২৪ই সেপ্টেম্বর [illegible] ২৫ই সেপ্টেম্বর [illegible] ২৬ই সেপ্টেম্বর [illegible] ২৭ই সেপ্টেম্বর [illegible] ২৮ই সেপ্টেম্বর [illegible] ২৯ই সেপ্টেম্বর [illegible] ৩০ই সেপ্টেম্বর [illegible] ১লা অক্টোবর [illegible] ২রা অক্টোবর [illegible] ৩রা অক্টোবর [illegible] ৪ঠা অক্টোবর [illegible] ৫ই অক্টোবর [illegible] ৬ই অক্টোবর [illegible] ৭ই অক্টোবর [illegible] ৮ই অক্টোবর [illegible] ৯ই অক্টোবর [illegible] ১০ই অক্টোবর [illegible] ১১ই অক্টোবর [illegible] ১২ই অক্টোবর [illegible] ১৩ই অক্টোবর [illegible] ১৪ই অক্টোবর [illegible] ১৫ই অক্টোবর [illegible] ১৬ই অক্টোবর [illegible] ১৭ই অক্টোবর [illegible] ১৮ই অক্টোবর [illegible] ১৯ই অক্টোবর [illegible] ২০ই অক্টোবর [illegible] ২১ই অক্টোবর [illegible] ২২ই অক্টোবর [illegible] ২৩ই অক্টোবর [illegible] ২৪ই অক্টোবর [illegible] ২৫ই অক্টোবর [illegible] ২৬ই অক্টোবর [illegible] ২৭ই অক্টোবর [illegible] ২৮ই অক্টোবর [illegible] ২৯ই অক্টোবর [illegible] ৩০ই অক্টোবর [illegible] ১লা নভেম্বর [illegible] ২রা নভেম্বর [illegible] ৩রা নভেম্বর [illegible] ৪ঠা নভেম্বর [illegible] ৫ই নভেম্বর [illegible] ৬ই নভেম্বর [illegible] ৭ই নভেম্বর [illegible] ৮ই নভেম্বর [illegible] ৯ই নভেম্বর [illegible] ১০ই নভেম্বর [illegible] ১১ই নভেম্বর [illegible] ১২ই নভেম্বর [illegible] ১৩ই নভেম্বর [illegible] ১৪ই নভেম্বর [illegible] ১৫ই নভেম্বর [illegible] ১৬ই নভেম্বর [illegible] ১৭ই নভেম্বর [illegible] ১৮ই নভেম্বর [illegible] ১৯ই নভেম্বর [illegible] ২০ই নভেম্বর [illegible] ২১ই নভেম্বর [illegible] ২২ই নভেম্বর [illegible] ২৩ই নভেম্বর [illegible] ২৪ই নভেম্বর [illegible] ২৫ই নভেম্বর [illegible] ২৬ই নভেম্বর [illegible] ২৭ই নভেম্বর [illegible] ২৮ই নভেম্বর [illegible] ২৯ই নভেম্বর [illegible] ৩০ই নভেম্বর [illegible] ১লা ডিসেম্বর [illegible] ২রা ডিসেম্বর [illegible] ৩রা ডিসেম্বর [illegible] ৪ঠা ডিসেম্বর [illegible] ৫ই ডিসেম্বর [illegible] ৬ই ডিসেম্বর [illegible] ৭ই ডিসেম্বর [illegible] ৮ই ডিসেম্বর [illegible] ৯ই ডিসেম্বর [illegible] ১০ই ডিসেম্বর [illegible] ১১ই ডিসেম্বর [illegible] ১২ই ডিসেম্বর [illegible] ১৩ই ডিসেম্বর [illegible] ১৪ই ডিসেম্বর [illegible] ১৫ই ডিসেম্বর [illegible] ১৬ই ডিসেম্বর [illegible] ১৭ই ডিসেম্বর [illegible] ১৮ই ডিসেম্বর [illegible] ১৯ই ডিসেম্বর [illegible] ২০ই ডিসেম্বর [illegible] ২১ই ডিসেম্বর [illegible] ২২ই ডিসেম্বর [illegible] ২৩ই ডিসেম্বর [illegible] ২৪ই ডিসেম্বর [illegible] ২৫ই ডিসেম্বর [illegible] ২৬ই ডিসেম্বর [illegible] ২৭ই ডিসেম্বর [illegible] ২৮ই ডিসেম্বর [illegible] ২৯ই ডিসেম্বর [illegible] ৩০ই ডিসেম্বর [illegible] ১লা জানুয়ারী [illegible] ২রা জানুয়ারী [illegible] ৩রা জানুয়ারী [illegible] ৪ঠা জানুয়ারী [illegible] ৫ই জানুয়ারী [illegible] ৬ই জানুয়ারী [illegible] ৭ই জানুয়ারী [illegible] ৮ই জানুয়ারী [illegible] ৯ই জানুয়ারী [illegible] ১০ই জানুয়ারী [illegible] ১১ই জানুয়ারী [illegible] ১২ই জানুয়ারী [illegible] ১৩ই জানুয়ারী [illegible] ১৪ই জানুয়ারী [illegible] ১৫ই জানুয়ারী [illegible] ১৬ই জানুয়ারী [illegible] ১৭ই জানুয়ারী [illegible] ১৮ই জানুয়ারী [illegible] ১৯ই জানুয়ারী [illegible] ২০ই জানুয়ারী [illegible] ২১ই জানুয়ারী [illegible] ২২ই জানুয়ারী [illegible] ২৩ই জানুয়ারী [illegible] ২৪ই জানুয়ারী [illegible] ২৫ই জানুয়ারী [illegible] ২৬ই জানুয়ারী [illegible] ২৭ই জানুয়ারী [illegible] ২৮ই জানুয়ারী [illegible] ২৯ই জানুয়ারী [illegible] ৩০ই জানুয়ারী [illegible] ১লা ফেব্রুয়ারী [illegible] ২রা ফেব্রুয়ারী [illegible] ৩রা ফেব্রুয়ারী [illegible] ৪ঠা ফেব্রুয়ারী [illegible] ৫ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ৬ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ৭ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ৮ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ৯ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ১০ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ১১ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ১২ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ১৩ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ১৪ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ১৫ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ১৬ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ১৭ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ১৮ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ১৯ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ২০ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ২১ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ২২ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ২৩ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ২৪ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ২৫ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ২৬ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ২৭ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ২৮ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ২৯ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ৩০ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ১লা মার্চ [illegible] ২রা মার্চ [illegible] ৩রা মার্চ [illegible] ৪ঠা মার্চ [illegible] ৫ই মার্চ [illegible] ৬ই মার্চ [illegible] ৭ই মার্চ [illegible] ৮ই মার্চ [illegible] ৯ই মার্চ [illegible] ১০ই মার্চ [illegible] ১১ই মার্চ [illegible] ১২ই মার্চ [illegible] ১৩ই মার্চ [illegible] ১৪ই মার্চ [illegible] ১৫ই মার্চ [illegible] ১৬ই মার্চ [illegible] ১৭ই মার্চ [illegible] ১৮ই মার্চ [illegible] ১৯ই মার্চ [illegible] ২০ই মার্চ [illegible] ২১ই মার্চ [illegible] ২২ই মার্চ [illegible] ২৩ই মার্চ [illegible] ২৪ই মার্চ [illegible] ২৫ই মার্চ [illegible] ২৬ই মার্চ [illegible] ২৭ই মার্চ [illegible] ২৮ই মার্চ [illegible] ২৯ই মার্চ [illegible] ৩০ই মার্চ [illegible] ১লা এপ্রিল [illegible] ২রা এপ্রিল [illegible] ৩রা এপ্রিল [illegible] ৪ঠা এপ্রিল [illegible] ৫ই এপ্রিল [illegible] ৬ই এপ্রিল [illegible] ৭ই এপ্রিল [illegible] ৮ই এপ্রিল [illegible] ৯ই এপ্রিল [illegible] ১০ই এপ্রিল [illegible] ১১ই এপ্রিল [illegible] ১২ই এপ্রিল [illegible] ১৩ই এপ্রিল [illegible] ১৪ই এপ্রিল [illegible] ১৫ই এপ্রিল [illegible] ১৬ই এপ্রিল [illegible] ১৭ই এপ্রিল [illegible] ১৮ই এপ্রিল [illegible] ১৯ই এপ্রিল [illegible] ২০ই এপ্রিল [illegible] ২১ই এপ্রিল [illegible] ২২ই এপ্রিল [illegible] ২৩ই এপ্রিল [illegible] ২৪ই এপ্রিল [illegible] ২৫ই এপ্রিল [illegible] ২৬ই এপ্রিল [illegible] ২৭ই এপ্রিল [illegible] ২৮ই এপ্রিল [illegible] ২৯ই এপ্রিল [illegible] ৩০ই এপ্রিল [illegible] ১লা মে [illegible] ২রা মে [illegible] ৩রা মে [illegible] ৪ঠা মে [illegible] ৫ই মে [illegible] ৬ই মে [illegible] ৭ই মে [illegible] ৮ই মে [illegible] ৯ই মে [illegible] ১০ই মে [illegible] ১১ই মে [illegible] ১২ই মে [illegible] ১৩ই মে [illegible] ১৪ই মে [illegible] ১৫ই মে [illegible] ১৬ই মে [illegible] ১৭ই মে [illegible] ১৮ই মে [illegible] ১৯ই মে [illegible] ২০ই মে [illegible] ২১ই মে [illegible] ২২ই মে [illegible] ২৩ই মে [illegible] ২৪ই মে [illegible] ২৫ই মে [illegible] ২৬ই মে [illegible] ২৭ই মে [illegible] ২৮ই মে [illegible] ২৯ই মে [illegible] ৩০ই মে [illegible] ১লা জুন [illegible] ২রা জুন [illegible] ৩রা জুন [illegible] ৪ঠা জুন [illegible] ৫ই জুন [illegible] ৬ই জুন [illegible] ৭ই জুন [illegible] ৮ই জুন [illegible] ৯ই জুন [illegible] ১০ই জুন [illegible] ১১ই জুন [illegible] ১২ই জুন [illegible] ১৩ই জুন [illegible] ১৪ই জুন [illegible] ১৫ই জুন [illegible] ১৬ই জুন [illegible] ১৭ই জুন [illegible] ১৮ই জুন [illegible] ১৯ই জুন [illegible] ২০ই জুন [illegible] ২১ই জুন [illegible] ২২ই জুন [illegible] ২৩ই জুন [illegible] ২৪ই জুন [illegible] ২৫ই জুন [illegible] ২৬ই জুন [illegible] ২৭ই জুন [illegible] ২৮ই জুন [illegible] ২৯ই জুন [illegible] ৩০ই জুন [illegible] ১লা জুলাই [illegible] ২রা জুলাই [illegible] ৩রা জুলাই [illegible] ৪ঠা জুলাই [illegible] ৫ই জুলাই [illegible] ৬ই জুলাই [illegible] ৭ই জুলাই [illegible] ৮ই জুলাই [illegible] ৯ই জুলাই [illegible] ১০ই জুলাই [illegible] ১১ই জুলাই [illegible] ১২ই জুলাই [illegible] ১৩ই জুলাই [illegible] ১৪ই জুলাই [illegible] ১৫ই জুলাই [illegible] ১৬ই জুলাই [illegible] ১৭ই জুলাই [illegible] ১৮ই জুলাই [illegible] ১৯ই জুলাই [illegible] ২০ই জুলাই [illegible] ২১ই জুলাই [illegible] ২২ই জুলাই [illegible] ২৩ই জুলাই [illegible] ২৪ই জুলাই [illegible] ২৫ই জুলাই [illegible] ২৬ই জুলাই [illegible] ২৭ই জুলাই [illegible] ২৮ই জুলাই [illegible] ২৯ই জুলাই [illegible] ৩০ই জুলাই [illegible] ১লা আগষ্ট [illegible] ২রা আগষ্ট [illegible] ৩রা আগষ্ট [illegible] ৪ঠা আগষ্ট [illegible] ৫ই আগষ্ট [illegible] ৬ই আগষ্ট [illegible] ৭ই আগষ্ট [illegible] ৮ই আগষ্ট [illegible] ৯ই আগষ্ট [illegible] ১০ই আগষ্ট [illegible] ১১ই আগষ্ট [illegible] ১২ই আগষ্ট [illegible] ১৩ই আগষ্ট [illegible] ১৪ই আগষ্ট [illegible] ১৫ই আগষ্ট [illegible] ১৬ই আগষ্ট [illegible] ১৭ই আগষ্ট [illegible] ১৮ই আগষ্ট [illegible] ১৯ই আগষ্ট [illegible] ২০ই আগষ্ট [illegible] ২১ই আগষ্ট [illegible] ২২ই আগষ্ট [illegible] ২৩ই আগষ্ট [illegible] ২৪ই আগষ্ট [illegible] ২৫ই আগষ্ট [illegible] ২৬ই আগষ্ট [illegible] ২৭ই আগষ্ট [illegible] ২৮ই আগষ্ট [illegible] ২৯ই আগষ্ট [illegible] ৩০ই আগষ্ট [illegible] ১লা সেপ্টেম্বর [illegible] ২রা সেপ্টেম্বর [illegible] ৩রা সেপ্টেম্বর [illegible] ৪ঠা সেপ্টেম্বর [illegible] ৫ই সেপ্টেম্বর [illegible] ৬ই সেপ্টেম্বর [illegible] ৭ই সেপ্টেম্বর [illegible] ৮ই সেপ্টেম্বর [illegible] ৯ই সেপ্টেম্বর [illegible] ১০ই সেপ্টেম্বর [illegible] ১১ই সেপ্টেম্বর [illegible] ১২ই সেপ্টেম্বর [illegible] ১৩ই সেপ্টেম্বর [illegible] ১৪ই সেপ্টেম্বর [illegible] ১৫ই সেপ্টেম্বর [illegible] ১৬ই সেপ্টেম্বর [illegible] ১৭ই সেপ্টেম্বর [illegible] ১৮ই সেপ্টেম্বর [illegible] ১৯ই সেপ্টেম্বর [illegible] ২০ই সেপ্টেম্বর [illegible] ২১ই সেপ্টেম্বর [illegible] ২২ই সেপ্টেম্বর [illegible] ২৩ই সেপ্টেম্বর [illegible] ২৪ই সেপ্টেম্বর [illegible] ২৫ই সেপ্টেম্বর [illegible] ২৬ই সেপ্টেম্বর [illegible] ২৭ই সেপ্টেম্বর [illegible] ২৮ই সেপ্টেম্বর [illegible] ২৯ই সেপ্টেম্বর [illegible] ৩০ই সেপ্টেম্বর [illegible] ১লা অক্টোবর [illegible] ২রা অক্টোবর [illegible] ৩রা অক্টোবর [illegible] ৪ঠা অক্টোবর [illegible] ৫ই অক্টোবর [illegible] ৬ই অক্টোবর [illegible] ৭ই অক্টোবর [illegible] ৮ই অক্টোবর [illegible] ৯ই অক্টোবর [illegible] ১০ই অক্টোবর [illegible] ১১ই অক্টোবর [illegible] ১২ই অক্টোবর [illegible] ১৩ই অক্টোবর [illegible] ১৪ই অক্টোবর [illegible] ১৫ই অক্টোবর [illegible] ১৬ই অক্টোবর [illegible] ১৭ই অক্টোবর [illegible] ১৮ই অক্টোবর [illegible] ১৯ই অক্টোবর [illegible] ২০ই অক্টোবর [illegible] ২১ই অক্টোবর [illegible] ২২ই অক্টোবর [illegible] ২৩ই অক্টোবর [illegible] ২৪ই অক্টোবর [illegible] ২৫ই অক্টোবর [illegible] ২৬ই অক্টোবর [illegible] ২৭ই অক্টোবর [illegible] ২৮ই অক্টোবর [illegible] ২৯ই অক্টোবর [illegible] ৩০ই অক্টোবর [illegible] ১লা নভেম্বর [illegible] ২রা নভেম্বর [illegible] ৩রা নভেম্বর [illegible] ৪ঠা নভেম্বর [illegible] ৫ই নভেম্বর [illegible] ৬ই নভেম্বর [illegible] ৭ই নভেম্বর [illegible] ৮ই নভেম্বর [illegible] ৯ই নভেম্বর [illegible] ১০ই নভেম্বর [illegible] ১১ই নভেম্বর [illegible] ১২ই নভেম্বর [illegible] ১৩ই নভেম্বর [illegible] ১৪ই নভেম্বর [illegible] ১৫ই নভেম্বর [illegible] ১৬ই নভেম্বর [illegible] ১৭ই নভেম্বর [illegible] ১৮ই নভেম্বর [illegible] ১৯ই নভেম্বর [illegible] ২০ই নভেম্বর [illegible] ২১ই নভেম্বর [illegible] ২২ই নভেম্বর [illegible] ২৩ই নভেম্বর [illegible] ২৪ই নভেম্বর [illegible] ২৫ই নভেম্বর [illegible] ২৬ই নভেম্বর [illegible] ২৭ই নভেম্বর [illegible] ২৮ই নভেম্বর [illegible] ২৯ই নভেম্বর [illegible] ৩০ই নভেম্বর [illegible] ১লা ডিসেম্বর [illegible] ২রা ডিসেম্বর [illegible] ৩রা ডিসেম্বর [illegible] ৪ঠা ডিসেম্বর [illegible] ৫ই ডিসেম্বর [illegible] ৬ই ডিসেম্বর [illegible] ৭ই ডিসেম্বর [illegible] ৮ই ডিসেম্বর [illegible] ৯ই ডিসেম্বর [illegible] ১০ই ডিসেম্বর [illegible] ১১ই ডিসেম্বর [illegible] ১২ই ডিসেম্বর [illegible] ১৩ই ডিসেম্বর [illegible] ১৪ই ডিসেম্বর [illegible] ১৫ই ডিসেম্বর [illegible] ১৬ই ডিসেম্বর [illegible] ১৭ই ডিসেম্বর [illegible] ১৮ই ডিসেম্বর [illegible] ১৯ই ডিসেম্বর [illegible] ২০ই ডিসেম্বর [illegible] ২১ই ডিসেম্বর [illegible] ২২ই ডিসেম্বর [illegible] ২৩ই ডিসেম্বর [illegible] ২৪ই ডিসেম্বর [illegible] ২৫ই ডিসেম্বর [illegible] ২৬ই ডিসেম্বর [illegible] ২৭ই ডিসেম্বর [illegible] ২৮ই ডিসেম্বর [illegible] ২৯ই ডিসেম্বর [illegible] ৩০ই ডিসেম্বর [illegible] ১লা জানুয়ারী [illegible] ২রা জানুয়ারী [illegible] ৩রা জানুয়ারী [illegible] ৪ঠা জানুয়ারী [illegible] ৫ই জানুয়ারী [illegible] ৬ই জানুয়ারী [illegible] ৭ই জানুয়ারী [illegible] ৮ই জানুয়ারী [illegible] ৯ই জানুয়ারী [illegible] ১০ই জানুয়ারী [illegible] ১১ই জানুয়ারী [illegible] ১২ই জানুয়ারী [illegible] ১৩ই জানুয়ারী [illegible] ১৪ই জানুয়ারী [illegible] ১৫ই জানুয়ারী [illegible] ১৬ই জানুয়ারী [illegible] ১৭ই জানুয়ারী [illegible] ১৮ই জানুয়ারী [illegible] ১৯ই জানুয়ারী [illegible] ২০ই জানুয়ারী [illegible] ২১ই জানুয়ারী [illegible] ২২ই জানুয়ারী [illegible] ২৩ই জানুয়ারী [illegible] ২৪ই জানুয়ারী [illegible] ২৫ই জানুয়ারী [illegible] ২৬ই জানুয়ারী [illegible] ২৭ই জানুয়ারী [illegible] ২৮ই জানুয়ারী [illegible] ২৯ই জানুয়ারী [illegible] ৩০ই জানুয়ারী [illegible] ১লা ফেব্রুয়ারী [illegible] ২রা ফেব্রুয়ারী [illegible] ৩রা ফেব্রুয়ারী [illegible] ৪ঠা ফেব্রুয়ারী [illegible] ৫ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ৬ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ৭ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ৮ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ৯ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ১০ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ১১ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ১২ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ১৩ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ১৪ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ১৫ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ১৬ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ১৭ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ১৮ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ১৯ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ২০ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ২১ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ২২ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ২৩ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ২৪ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ২৫ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ২৬ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ২৭ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ২৮ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ২৯ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ৩০ই ফেব্রুয়ারী [illegible] ১লা মার্চ [illegible] ২রা মার্চ [illegible] ৩রা মার্চ [illegible] ৪ঠা মার্চ [illegible] ৫ই মার্চ [illegible] ৬ই মার্চ [illegible] ৭ই মার্চ [illegible] ৮ই মার্চ [illegible] ৯ই মার্চ [illegible] ১০ই মার্চ [illegible] ১১ই মার্চ [illegible] ১২ই মার্চ [illegible] ১৩ই মার্চ [illegible] ১৪ই মার্চ [illegible] ১৫ই মার্চ [illegible] ১৬ই মার্চ [illegible] ১৭ই মার্চ [illegible] ১৮ই মার্চ [illegible] ১৯ই মার্চ [illegible] ২০ই মার্চ [illegible] ২১ই মার্চ [illegible] ২২ই মার্চ [illegible] ২৩ই মার্চ [illegible] ২৪ই মার্চ [illegible] ২৫ই মার্চ [illegible] ২৬ই মার্চ [illegible] ২৭ই মার্চ [illegible] ২৮ই মার্চ [illegible] ২৯ই মার্চ [illegible] ৩০ই মার্চ [illegible] ১লা এপ্রিল [illegible] ২রা এপ্রিল [illegible] ৩রা এপ্রিল [illegible] ৪ঠা এপ্রিল [illegible] ৫ই এপ্রিল [illegible] ৬ই এপ্রিল [illegible] ৭ই এপ্রিল [illegible] ৮ই এপ্রিল [illegible] ৯ই এপ্রিল [illegible] ১০ই এপ্রিল [illegible] ১১ই এপ্রিল [illegible] ১২ই এপ্রিল [illegible] ১৩ই এপ্রিল [illegible] ১৪ই এপ্রিল [illegible] ১৫ই এপ্রিল [illegible] ১৬ই এপ্রিল [illegible] ১৭ই এপ্রিল [illegible] ১৮ই এপ্রিল [illegible] ১৯ই এপ্রিল [illegible] ২০ই এপ্রিল [illegible] ২১ই এপ্রিল [illegible] ২২ই এপ্রিল [illegible] ২৩ই এপ্রিল [illegible] ২৪ই এপ্রিল [illegible] ২৫ই এপ্রিল [illegible] ২৬ই এপ্রিল [illegible] ২৭ই এপ্রিল [illegible] ২৮ই এপ্রিল [illegible] ২৯ই এপ্রিল [illegible] ৩০ই এপ্রিল [illegible] ১লা মে [illegible] ২রা মে [illegible] ৩রা মে [illegible] ৪ঠা মে [illegible] ৫ই মে [illegible] ৬ই মে [illegible] ৭ই মে [illegible] ৮ই মে [illegible] ৯ই মে [illegible] ১০ই মে [illegible] ১১ই মে [illegible] ১২ই মে [illegible] ১৩ই মে [illegible] ১৪ই মে [illegible] ১৫ই মে [illegible] ১৬ই মে [illegible] ১৭ই মে [illegible] ১৮ই মে [illegible] ১৯ই মে [illegible] ২০ই মে [illegible] ২১ই মে [illegible] ২২ই মে [illegible] ২৩ই মে [illegible] ২৪ই মে [illegible] ২৫ই মে [illegible] ২৬ই মে [illegible] ২৭ই মে [illegible] ২৮ই মে [illegible] ২৯ই মে [illegible] ৩০ই মে [illegible] ১লা জুন [illegible] ২রা জুন [illegible] ৩রা জুন [illegible] ৪ঠা জুন [illegible] ৫ই জুন [illegible] ৬ই জুন [illegible] ৭ই জুন [illegible] ৮ই জুন [illegible] ৯ই জুন [illegible] ১০ই জুন [illegible] ১১ই জুন [illegible] ১২ই জুন [illegible] ১৩ই জুন [illegible] ১৪ই জুন [illegible] ১৫ই জুন [illegible] ১৬ই জুন [illegible] ১৭ই জুন [illegible] ১৮ই জুন [illegible] ১৯ই জুন [illegible] ২০ই জুন [illegible] ২১ই জুন [illegible] ২২ই জুন [illegible] ২৩ই জুন [illegible] ২৪ই জুন [illegible] ২৫ই জুন [illegible] ২৬ই জুন [illegible] ২৭ই জুন [illegible] ২৮ই জুন [illegible] ২৯ই জুন [illegible] ৩০ই জুন [illegible] ১লা জুলাই [illegible] ২রা জুলাই [illegible] ৩রা জুলাই [illegible] ৪ঠা জুলাই [illegible] ৫ই জুলাই [illegible] ৬ই জুলাই [illegible] ৭ই জুলাই [illegible] ৮ই জুলাই [illegible] ৯ই জুলাই [illegible] ১০ই জুলাই [illegible] ১১ই জুলাই [illegible] ১২ই জুলাই [illegible] ১৩ই জুলাই [illegible] ১৪ই জুলাই [illegible] ১৫ই জুলাই [illegible] ১৬ই জুলাই [illegible] ১৭ই জুলাই [illegible] ১৮ই জুলাই [illegible] ১৯ই জুলাই [illegible] ২০ই জুলাই [illegible] ২১ই জুলাই [illegible] ২২ই জুলাই [illegible] ২৩ই জুলাই [illegible] ২৪ই জুলাই [illegible] ২৫ই জুলাই [illegible] ২৬ই জুলাই [illegible] ২৭ই জুলাই [illegible] ২৮ই জুলাই [illegible] ২৯ই জুলাই [illegible] ৩০ই জুলাই [illegible] ১লা আগষ্ট [illegible] ২রা আগষ্ট [illegible] ৩রা আগষ্ট [illegible] ৪ঠা আগষ্ট [illegible] ৫ই আগষ্ট [illegible] ৬ই আগষ্ট [illegible] ৭ই আগষ্ট [illegible] ৮ই আগষ্ট [illegible] ৯ই আগষ্ট [illegible] ১০ই আগষ্ট [illegible] ১১ই আগষ্ট [illegible] ১২ই আগষ্ট [illegible] ১৩ই আগষ্ট [illegible] ১৪ই আগষ্ট [illegible] ১৫ই আগষ্ট [illegible] ১৬ই আগষ্ট [illegible] ১৭ই আগষ্ট [illegible] ১৮ই আগষ্ট [illegible] ১৯ই আগষ্ট [illegible] ২০ই আগষ্ট [illegible] ২১ই আগষ্ট [illegible] ২২ই আগষ্ট [illegible] ২৩ই আগষ্ট [illegible] ২৪ই আগষ্ট [illegible] ২৫ই আগষ্ট [illegible] ২৬ই আগষ্ট [illegible] ২৭ই আগষ্ট [illegible] ২৮ই আগষ্ট [illegible] ২৯ই আগষ্ট [illegible] ৩০ই আগষ্ট [illegible] ১লা সেপ্টেম্বর [illegible] ২রা সেপ্টেম্বর [illegible] ৩রা সেপ্টেম্বর [illegible] ৪ঠা সেপ্টেম্বর [illegible] ৫ই সেপ্টেম্বর [illegible] ৬ই সেপ্টেম্বর [illegible] ৭ই সেপ্টেম্বর [illegible] ৮ই সেপ্টেম্বর [illegible] ৯ই সেপ্টেম্বর [illegible] ১০ই সেপ্টেম্বর [illegible] ১১ই সেপ্টেম্বর [illegible] ১২ই সেপ্টেম্বর [illegible] ১৩ই সেপ্টেম্বর [illegible] ১৪ই সেপ্টেম্বর [illegible] ১৫ই সেপ্টেম্বর [illegible] ১৬ই সেপ্টেম্বর [illegible] ১৭ই সেপ্টেম্বর [illegible] ১৮ই সেপ্টেম্বর [illegible] ১৯ই সেপ্টেম্বর [illegible] ২০ই সেপ্টেম্বর [illegible] ২১ই সেপ্টেম্বর [illegible] ২২ই সেপ্টেম্বর [illegible] ২৩ই সেপ্টেম্বর [illegible] ২৪ই সেপ্টেম্বর [illegible] ২৫ই সেপ্টেম্বর [illegible] ২৬ই সেপ্টেম্বর [illegible] ২৭ই সেপ্টেম্বর [illegible] ২৮ই সেপ্টেম্বর [illegible] ২৯ই সেপ্টেম্বর [illegible] ৩০ই সেপ্টেম্বর [illegible] ১লা অক্টোবর [illegible] ২রা অক্টোবর [illegible] ৩রা অক্টোবর [illegible] ৪ঠা অক্টোবর [illegible] ৫ই অক্টোবর [illegible] ৬ই অক্টোবর [illegible] ৭ই অক্টোবর [illegible] ৮ই অক্টোবর [illegible] ৯ই অক্টোবর [illegible] ১০ই অক্টোবর [illegible] ১১ই অক্টোবর [illegible] ১২ই অক্টোবর [illegible] ১৩ই অক্টোবর [illegible] ১৪ই অক্টোবর [illegible] ১৫ই অক্টোবর [illegible] ১৬ই অক্টোবর [illegible] ১৭ই অক্টোবর [illegible] ১৮ই অক্টোবর [illegible] ১৯ই অক্টোবর [illegible] ২০ই অক্টোবর [illegible] ২১ই অক্টোবর [illegible] ২২ই অক্টোবর [illegible] ২৩ই অক্টোবর [illegible] ২৪ই অক্টোবর [illegible] ২৫ই অক্টোবর [illegible] ২৬ই অক্টোবর [illegible] ২৭ই অক্টোবর [illegible] ২৮ই অক্টোবর [illegible] ২৯ই অক্টোবর [illegible] ৩০ই অক্টোবর [illegible] ১লা নভেম্বর [illegible] ২রা নভেম্বর [illegible] ৩রা নভেম্বর [illegible] ৪ঠা নভেম্বর [illegible] ৫ই নভেম্বর [illegible] ৬ই নভেম্বর [illegible] ৭ই নভেম্বর [illegible] ৮ই নভেম্বর [illegible] ৯ই নভেম্বর [illegible] ১০ই নভেম্বর [illegible] ১১ই নভেম্বর [illegible] ১২ই নভেম্বর [illegible] ১৩ই নভেম্বর [illegible] ১৪ই নভেম্বর [illegible] ১৫ই নভেম্বর [illegible] ১৬ই নভেম্বর [illegible] ১৭ই নভেম্বর [illegible] ১৮ই নভেম্বর [illegible] ১৯ই নভেম্বর [illegible] ২০ই নভেম্বর [illegible] ২১ই নভেম্বর [illegible] ২২ই নভেম্বর [illegible] ২৩ই নভেম্বর [illegible] ২৪ই নভেম্বর [illegible] ২৫ই নভেম্বর [illegible] ২৬ই নভেম্বর [illegible] ২৭ই নভেম্বর [illegible] ২৮ই নভেম্বর [illegible] ২৯ই নভেম্বর [illegible] ৩০ই নভেম্বর [illegible] ১লা ডিসেম্বর [illegible] ২রা ডিসেম্বর [illegible] ৩রা ডিসেম্বর [illegible] ৪ঠা ডিসেম্বর [illegible] ৫ই ডিসেম্বর [illegible] ৬ই ডিসেম্বর [illegible] ৭ই ডিসেম্বর [illegible] ৮ই ডিসেম্বর [illegible] ৯ই ডিসেম্বর [illegible] ১০ই ডিসেম্বর [illegible] ১১ই ডিসেম্বর [illegible] ১২ই ডিসেম্বর [illegible] ১৩ই ডিসেম্বর [illegible] ১৪ই ডিসেম্বর [illegible] ১৫ই ডিসেম্বর [illegible] ১৬ই ডিসেম্বর [illegible] ১৭ই ডিসেম্বর [illegible] ১৮ই ডিসেম্বর [illegible] ১৯ই ডিসেম্বর [illegible] ২০ই ডিসেম্বর [illegible] ২১ই ডিসেম্বর [illegible] ২২ই ডিসেম্বর [illegible] ২৩ই ডিসেম্বর [illegible] ২৪ই ডিসেম্বর [illegible] ২৫ই ডিসেম্বর [illegible] ২৬ই ডিসেম্বর [illegible] ২৭ই ডিসেম্বর [illegible] ২৮ই ডিসেম্বর [illegible] ২৯ই ডিসেম্বর [illegible] ৩০ই ডিসেম্বর [illegible] ১লা জানুয়ারী [illegible] ২রা জানুয়ারী [illegible] ৩রা জানুয়ারী [illegible] ৪ঠা জানুয়ারী [illegible] ৫ই জানুয়ারী [illegible] ৬ই জানুয়ারী [illegible] ৭ই জানুয়ারী [illegible] ৮ই জানুয়ারী [illegible] ৯ই জানুয

শ্রীচৈতন্যবাণী

১৪শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৫ই ভাদ্র, ১৩৪০; ২৯শে আগষ্ট, ১৯৩৩ | ৫ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদ

ও

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়

স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, সারস্বত-আসন

কাল—২৮শে জুলাই (১৯৩৩ সন)।

গত ১২ই শ্রাবণ (১৩৪০), ২৮শে জুলাই (১৯৩৩) মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কলিকাতার স্বনামধন্য বর্ষীয়ান্ দার্শনিক পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ মহাশয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখে কিছু ভগবৎ-প্রসঙ্গ শ্রবণোদ্দেশে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। অধ্যাপক মহোদয়ের স্বরচিত "ইতিহাস ও অভিব্যক্তি" নামক গ্রন্থ তাঁহার দর্শনশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য-প্রতিভার নির্দ্দেশক। তাঁহার প্রবন্ধ ও নিবন্ধাদি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরমাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। তাঁহার বিনয়-নম্র অমায়িক ব্যবহার বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থোচিত সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়া অধ্যাপক মহোদয় কথাপ্রসঙ্গে "অন্ধানুকরণিক ন্যায়ে সংশিক্ষা লাভ হয় না"—এইরূপ একটি কথা বলিলে প্রভুপাদ তৎপ্রসঙ্গে হরিকথা বলিতে আরম্ভ করেন। প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল কথা হয়। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষ ও অপ্রাকৃততত্ত্ব সম্বন্ধে কথা হইয়াছিল। অধ্যাপক মহোদয়

তত্ত্ব বলে বিশেষ প্রীত হন। তিনি শ্রীবিগ্রহসমাপ্তে বিদায়-গ্রহণের সময় পুনঃ পুনঃ বলিতে থাকেন—"আচার্য্যের মুখে স্বপ্নব্রহ্মের কথা না শুনিলে জীবের কখনই মঙ্গল হইতে পারে না। আধ্যক্ষিক জ্ঞান অতিক্রমে 'তুরীয়' পর্য্যন্ত দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ পর্য্যন্তই আধ্যক্ষিকের শেষগতি, তদুপরি বিচার করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই—অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃতের কথা কেহই বলিতে পারে না। আজ গুরুমহারাজের কথা-শ্রবণে আমি পরম প্রীতি লাভ করিলাম।" শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের সহিত অধ্যাপক মহোদয় বিশেষ ভাবে পরিচিত। স্বামীজী এই দিবস উপস্থিত ছিলেন।

প্রত্নপার অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের নিকট যে-সকল মন্তব্য কথা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম আমরা আমাদের স্মৃতিশক্তি দেখা-ধারণা ও স্মৃতি হইতে যতটুকু সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

"তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং
স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে
মায়াত উদপি যৎ পরিবাবভাতি॥"

(ভাঃ ১০।১৪।৩২)

—(ব্রহ্মা ভগবান্‌কে স্তব করিয়া বলিতেছেন—হে ভগবন্!) এই নিখিল জগৎ অনিত্য, সুতরাং স্বপ্নবৎ অচিরস্থায়ী; অবিদ্যাপ্রভাবে দুঃখজ্ঞান, সুতরাং অতিশয় দুঃখপ্রদ। আপনি নিত্য-সুখ-বোধ-তনু অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ অনন্ত—অধোক্ষজবস্তু; আপনাতে আশ্রিত অচিন্ত্যশক্তি মায়া হইতে ইহার উদ্ভব ও বিনাশ সাধিত হইলেও ইহা সত্যের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে। ইহা-শব্দোক্তি এই জগৎ মায়িক—পরিচ্ছেদক; পরন্তু মায়াকৃতি বিশিষ্ট হইয়াও ভগবানের বপুঃ তদ্দ্যোতক—অপরিচ্ছিন্ন। জগৎ সাময়িক সত্তারহিত-স্বরূপ, অতএব স্বপ্নাভ—স্বপ্নাবস্থানবৎ অল্পকালস্থায়ী; কিন্তু তাই বলিয়া স্বাপ্নিক-বস্তুবৎ এই জগতের মিথ্যাত্ব ও বিচার্য্য নহে।

আমাদের জাগরকাল বা স্বপ্নকালের অনুভূতি—সকলই অক্ষবিষয়ের অন্তর্গত। জাগরকালের যে অনুভূতি, তাহা স্বপ্নকালে নাই আবার স্বপ্নকালে যাহা, তাহা জাগরকালে নাই। বিশ্বে দ্রষ্টার প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জ্ঞানের নিকট যে সকল বস্তু উপস্থিত হইতেছে, তাহা তাহাদের সার্ব্বকালিক সত্তা সংরক্ষণ করিতে পারিতেছে না। আমাদের জাগর ও স্বপ্নকালের দর্শন যেমন পরিবর্ত্তনশীল নিত্যসুখবোধতনু ভগবানে তাদৃশ পরিবর্ত্তনশীলতা নাই। 'অনন্ত' ইতি যাহা। 'মেপে নেওয়া' দর্শ হইতে এই জগতের উদ্ভব, তথাপি ইহা সৎস্বরূপ।

আগে ছিল না, পরে হইল, কিছুদিন থাকিয়া বিনষ্ট হইবে—এরূপ অস্তিত্বনাস্তিত্বশীল বস্তু ভগবান্ নহেন। "অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥"—"এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল আমি ছিলাম; সৎ, অসৎ এবং অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সমস্ত কিছুই আমা হইতে পৃথক্ রূপে ছিল না। সৃষ্টি হইলে পর এসমুদয়-স্বরূপে অন্তর্যামিরূপে আমিই আছি এবং সৃষ্টি লয় হইলে একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব জাগর-স্বপ্ন-সুষুপ্তি—আমাদের এই প্রাকৃত অবস্থাত্রয়ে দেহাত্মাভিমানের প্রাবল্যবশতঃ ভগবানের সার্ব্বকালিক সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দাত্মকত্ব-বিষয়ে বিমূঢ়াবস্থায় নিরন্তর ঘাতপ্রতিঘাতময় উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল জীবনস্রোতে ভাসমান হইতে হইতে একদিন আমরা চিরতরে বিরত হইব; কিন্তু ভগবান্ চিরদিনই জগতের পরিবর্ত্তনশীল সকল অবস্থা অতিক্রম করিয়া সর্ব্বোপরি তাঁহার স্বতঃ-কর্ত্তৃত্বধর্ম্ম বিস্তার পূর্ব্বক নিত্য নবনবায়মান ভাবে চিদ্-বিলাসপর হইয়া বিরাজমান থাকিবেন।

কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিনশ্ভিরস্যতঃ সর্ব্বেঽপ্যদৃষ্টবদসকৃৎ॥

আধ্যক্ষিক দ্রষ্টার দৃষ্ট ও অদৃষ্ট—উভয় বস্তুই নশ্বর। দৃষ্টটিকে স্থূল বলিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপে বিচার্য্য হয়, অদৃষ্টটি সূক্ষ্ম (subtle) বলিয়া স্থূল ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপলব্ধির বিষয় হয় না; বস্তুতঃ উভয়েই নিত্যত্বের অভাব। কোন সময়ে দৃষ্ট, কোন সময়ে অদৃষ্ট। যেমন কর্পূর আছে এখন দেখিতেছি, উৎক্ষিপ্ত হইলে আর দৃষ্ট হয় না। কর্ত্তৃত্বাভিমানে যে স্থূল-সূক্ষ্ম কর্ম্ম, তাহার বিকার-যোগ্যতা আছে বলিয়া বিরিঞ্চি-লোকপর্য্যন্ত সমস্তের সত্তাবনা। 'বিরিঞ্চ্য' বলিতে বিরিঞ্চি-দৃষ্ট। পণ্ডিত ব্যক্তি দৃষ্ট ও অদৃষ্ট—উভয়কেই সমান অচিরস্থায়ী বলিয়া জ্ঞান করেন।

অন্তকালে যাহা দৃষ্ট হইতেছে, আদ্যন্তকালে তাহার Objective existence অনুভূতির বিষয় হইতেছে না।

প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ—এই তিনটি epistemological gradatory limit যে পর্য্যন্ত cross করিতে না পারিব, সে পর্য্যন্ত আধ্যক্ষিকতা বিদূরিত হইবে না, অধোক্ষজের রাজ্যে—কৃষ্ণলোকে পৌঁছিতে পারিব না। আমাদের চক্ষু-কর্ণনাসিকা-জিহ্বা-ত্বগিন্দ্রিয় স্থূল (concrete) বস্তুটি গ্রহণ করিতেছে, মনে তাহার সূক্ষ্ম (abstract) ভাবটি নীত হইতেছে। যাহা আমাদের বাহ্য তথ্যসংবিমূঢ় ইন্দ্রিয়ের কর্তৃত্বাভিমানে গ্রাহ্য বিষয় হইতেছে, তাহাই প্রত্যক্ষ। অপরের প্রত্যক্ষীকৃত জ্ঞানে বিশ্বাসস্থাপনের নামই পরোক্ষজ্ঞান। যেমন আমি এখানে বসিয়া আছি, কোন দূরস্থিত বিষয়ের বিষয় টেলিফোনে communicated হইয়া অপরের কাণে received হইয়া আমার নিকট Transmitted হইতেছে—এইটি পরোক্ষ, অপরের ইন্দ্রিয় যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহাতে আত্মস্থাপন-মূলক। Direct evidenceএরই আদর, hearsay evidence নাও হইতে পারে। যিনি শুনিয়াছেন, বলিতেছেন, তাঁহারই কাণে ভুলিল কি না, শুনা ঠিক হইল কি না, তাহা দেখা আবশ্যক। একজন deposition দিতেছে—সে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, ইহা বলিয়া লইতে হইবে। যেমন Judge পাওত আছেন, ইহা মানিয়া লইতে হইবে—Universal decree; ডাক্তারের Certificate মানিয়া লইতে হইবে। চক্ষু বিচারক বা চিকিৎসক এইরূপ assumptionএর পর 'শ্রবণ' বলিয়া ব্যাপারটি আরম্ভ হইতেছে। কিন্তু যাহার নিকট শ্রবণ করিব, যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, বলিতেছেন, তাঁহারই প্রত্যক্ষ করিবার বিচারে যদি গোলযোগ থাকে, তাহা হইলে ত' সবই গোলমাল হইয়া গেল। আবার যে কোন লোক শুনিতেছে, তাহার কথাটি কাগজের সাহায্যে লিখিয়া লইলেই তাহা evidence হইতেছে না। এইরূপে স্বীয় ইন্দ্রিয়জ্ঞান বা অপরের ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানে বিশ্বাস-স্থাপন—উভয়ই প্রমপ্রমাদবিপ্রলিপ্সাকরণাপাটবদোষদুষ্ট। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের মধ্যে যাহা যে জিনিষটি, বিষয় যেখানে থাকা উচিত নহে, যেমন Tabula rasa —nondesignative plane, এইটিই অপরোক্ষ। যে বস্তু আমি নিজে দেখিয়াছি বা নিজে না দেখিয়া অপরলোকের দর্শনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মানিয়া লইয়াছি—এতদুভয়ই প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় হওয়ায় তত্ত্ববিচারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষাতীত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানাতীত বস্তু 'অপরোক্ষ' শব্দে উক্তি হইয়া থাকে। নিজের বা অন্যের ইন্দ্রিয়জজ্ঞানগ্রাহ্য বিষয়ের নশ্বরত্বাদি-দর্শনে এই প্রাপঞ্চিক অস্মিতা হইতে উত্থিত প্রাকৃত নাম-রূপাদির পরিণামশ্রবণাদি আনুষঙ্গিক তত্ত্ববিচারে প্রবৃত্ত হইয়া যে 'অপরোক্ষ' শব্দ-দ্বারা বস্তুর অতীন্দ্রিয়ত্ব ঘোষণা করেন, বস্তুতঃ তাহাই বাস্তবজ্ঞানের পরিসমাপ্তি নহে। এজগতের অভিজ্ঞতা হইতে সঞ্চিত জ্ঞানরাশি পরতত্ত্বজ্ঞানকে তাহাদের বিচারের বিষয়ীভূত করিতে গিয়া প্রকৃতপক্ষে আধ্যক্ষিকতা হইতে পরিত্রাণ না পাওয়ায় বস্তুর নির্বিশেষ-স্বরূপ-মাত্র দর্শনাভিনয়েই নিরস্ত হইতেছেন। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ —Knower, Knowledge এবং Knowable—এই তিনটি বিচার একত্র হইয়া Non-designative বলিয়া একটি বিচার আসিয়া পড়িতেছে। কেহ পদার্থ অপরোক্ষের মধ্যে বা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের মধ্যে থাকিলে মানব-মনীষার কতকটা ধরিবার বিষয় হয়; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বস্তুতত্ত্ব-নিরূপণে ঐ তিনটির একটিতেও স্পর্শ না করিয়া 'অধোক্ষজ' বলিয়া একটি অপূর্ব্ব শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। "অধঃকৃতং চিত্তকৃতং অক্ষজং জীবনাম্ ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ"—অধোক্ষজঃ। "Godhead is He who has reserved the right of not being measured by human senses." ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু 'ভগবান্' নহেন।

অক্ষজ বিচারে Theistic thought কিছুই নাই; তাহাতে বাস্তববস্তুকেই বাদ দেওয়া হইয়া যায়। আমরা জ্ঞানসূত্রে জ্ঞেয়পদার্থ নির্ণয়ে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ—এই তিনটি অবস্থাকে accommodate করিতে পারি; কিন্তু উহার মধ্যে ভগবানের কোন কথা নাই। যদিও 'ভগবান্ বিশ্বামিত্র' প্রভৃতি স্থলে বা নিজের গুরুকে 'ভগবান্' বলোধনে 'ভগবান্' শব্দের প্রয়োগ আছে, তথাপি শ্রীমদ্ভাগবতোক্তিই 'ভগবৎ'শব্দ ঐরূপ নহে। ভাগবত ভগবানের বিশেষণে 'অধোক্ষজ'-শব্দই বিশেষভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। এই ভগবান্‌কে বাদ দিয়া যে জিনিষ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ, তাহাতে অধোক্ষজের কথা নাই। শ্রীমদ্ভাগবত

তত্ত্বদর্শিগণের 'অধোক্ষজ' শব্দটি প্রতীচ্য বিজ্ঞানের ভোগ (stress) দিবার জন্য আমরা আমাদের সমাক্ প্রপত্তি-লাভ-বিষয়ে পঞ্চীকিৎপ্রোক্তিতে শ্রীভাগবত হইতে সর্বপ্রথমে এই শ্লোকটি পাই—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি।"

'ভক্তি' শব্দ অধোক্ষজ-ব্যতীত অন্যবিষয়ে—যেমন রাজভক্তি, দেশভক্তি, প্রভুভক্তি প্রভৃতিস্থলে ব্যবহৃত হইলে যাহা প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ বিচারেরই অন্তর্গত হইয়া ত্রিজগতেরই ব্যাপার-বিশেষ হইয়া পড়ে। শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তির কথা বলিতে গিয়া যখন তখন অধোক্ষজের কথাই বিশেষভাবে বলিয়াছেন, কেননা একমাত্র তিনিই initiative লইয়াছেন, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, প্রভুত্ব প্রভৃতি আমার প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। অধোক্ষজে ভক্তিই একমাত্র প্রয়োজন, উহাতেই নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ চরম—পরমমঙ্গললাভ। ভাগবতের অন্যত্রও বলা হইয়াছে—

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রিতাম্।
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে।
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্।
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তির্ভবত্যুৎপন্নাং শোকমোহভয়াপহা।

'লোকস্যাজানতঃ'—লোকের অর্থাৎ চতুর্দশভুবনের অন্তর্গত যে জ্ঞেয় পদার্থ, তাহার জ্ঞাতার কথা হইতেছে না; যেহেতু 'আবিরিঞ্চ্যাদয়মলম্'—বিরিঞ্চিসৃষ্টজগতের জ্ঞাতৃত্বাভিমানে জ্ঞেয়পদার্থ-নির্ণয়ে যে জ্ঞান সংগ্রহ করা হইতেছে, তাহা সবই অনর্থ পরিপূর্ণ। অধোক্ষজে ভক্তিযোগ উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত অনর্থের উপশান্তি নাই—শত শত অনর্থের ক্রীড়াকন্দুক হইয়া দুঃখ-দুর্ভোগ—ভোগ-ত্যাগের দ্বন্দ্বসহন অতীব অশান্তিময় জীবন যাপন করিতে হইতেছে। অধোক্ষজ-বিচারে প্রবিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ-বিচার সম্পূর্ণ ভ্রান্তিময় থাকিবে। অধোক্ষজে ভক্তিযোগের উদয় হইলে বিশ্বকে বিশ্বের পদার্থ-বিশেষ সম্বন্ধে ভোগ বা ত্যাগের আত্ম-বিনাশকর বিচার-ভ্রান্তি উদিত হইবে না। প্রত্যক্ষাদি অধোক্ষজের কৃপাপেক্ষামূক হইলেই তাহাদের সব ভোগ মিটিয়া যায়।

অধোক্ষজ-বস্তু Phenomena বা Noumenaর মধ্যে আবদ্ধ নহেন। তিনি কখনও আমাদিক সম্প্রদায়ের অক্ষজ-জ্ঞানের আয়ত্তী হইতে পারেন না। তিনি বলেন—I can keep myself quite aloof from the human senses, আমাদের visual বা mental rangeএর অন্তর্ভাবী বস্তু তিনি নহেন। তিনি তাঁহার স্বতঃকর্তৃত্বধর্ম-দ্বারা আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। শ্রীকবিরাজগোস্বামিপাদ 'অধোক্ষজ' শব্দ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"অনিরূপ্যস্বরূপত্বাৎ অক্ষজৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ সাক্ষাৎকারো যেন সঃ।" যে বস্তুটি আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতিভাবী হইয়া পড়িতেছেন, তাঁহার পরমেশ্বরত্ব রক্ষিত হইতেছে কোথায়?

শ্রীমদ্ভাগবত 'ভক্তিযোগেন' বলিয়া শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। আমাদের মনটী ততদিন পর্য্যন্ত কলুষিত থাকিবে, যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা অধোক্ষজ-সেবা বুঝিব। অধোক্ষজের সেবা না পাওয়া পর্য্যন্ত mental organs defective থাকিবেই থাকিবে। আমাদের জ্ঞান concrete হইতে abstracted হইতেছে। Benevolence, piety প্রভৃতি শব্দ যখন আমাদের brainএর particular instanceএ আসে, তখন আমরা উহার কথা বলি। Elephant বলিয়া কিনিষটি দেখিলাম, তাহাকে আমাদের মাথার মধ্যে পুরিয়া ফেলিতে না পারিয়া filmএর মত concreteএর photo লইলাম। অধোক্ষজ বস্তু এই প্রকার gross বা subtle—স্থূল বা সূক্ষ্ম ধারণার অন্তর্গত বিষয় নহেন। উহা আমাদের visual বা mental rangeএর মধ্যে আসেন না।

মলমুক্ত মনে অধোক্ষজের অবতত্ত্ব—পরিপূর্ণ ধারণা হইতেছে না। খণ্ডিত four walls united হইয়া হয় concrete, না হয় abstract আকারে মনের ধারণার মধ্যে আসিতেছে, কিন্তু পূর্ণপুরুষকে জানিবার দাবী মনের সামর্থ্যের সম্পূর্ণ অতীত ব্যাপার। 'মনে নেওয়া' ,ধর্মই মনের, উহাতে খণ্ডিতভাবেরই প্রাবল্য, সুতরাং পূর্ণ into-

coverএর ব্যাপার তাহাতে কি করিয়া আসিতে পারে? "নিত্যসত্যবীয় সচ্চিদানন্দ বস্তুর সহিত অনুসন্ধিৎ নিত্যানন্দ-বস্তুর নিত্যসেবন-প্রবৃত্তি একদা মনের অনুপাদেয়তা মার্জিত করিয়া শুদ্ধচিত্তে সমাধি আনয়ন করে। এই নিত্য-সেবোন্মুখতা ইন্দ্রিয়জ ভোগ বা নিষিদ্ধিত্যাগের অপেক্ষা গ্রহণ না করায় 'নির্গুণ আত্মা নিত্যসেবাবৃত্তিক্রমেই তদীয় সুদর্শন-প্রভাবে পূর্ণপুরুষ দর্শন করেন। পূর্ণপুরুষ শব্দে সর্ব্ব-শক্তিমান্ ভগবান্‌কেই বুঝাইতেছে। নিরাকার ব্রহ্ম বা ব্যাপক কৃষ্ণ পরমাত্মা পূর্ণপুরুষের আংশিক প্রকাশ বা অসম্যক্ আবির্ভাব মাত্র। পূর্ণপুরুষ ভগবানের পরমাত্মপ্রতীতিতে মায়াশক্তিপ্রসূত শক্তিমত্তার অধিষ্ঠানের সহিত মায়াধীনত্ব বর্ত্তমান। গুণনিষ্কিশেষ রহিত বিশুদ্ধাতীত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ভগবত্তার অসম্যক্ প্রকাশ-বিশেষ মাত্র। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের অসম্যক্ প্রকাশ-মূর্ত্তির চিত স্বয়ংপ্রকাশমূর্ত্তি রাম ও সেই মূর্ত্তির মূলকারণ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণকেই শ্রীব্যাসদেব ভক্তিযোগ-দ্বারা দর্শন করিয়াছিলেন।" ব্যাসদেব 'অসত্যং পুরুষং পূর্ণং চ (এবং) মায়া—এই কথা বলিতে পূর্ণভাব হানি করিয়া—deduct করিয়া যে, 'and' বলা হইল, তাহা নহে; মায়া পূর্ণপুরুষের অপাশ্রিতা অর্থাৎ তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে বিপ্রকৃষ্টভাবে আশ্রিতা। যেমন shadow—মায়া—reflection-তাত্ত্বীয় জিনিষ। উহা Original জিনিষেরই একটি জিনিষ—বিম্বের প্রতিবিম্ব। মায়াশক্তি অপাশ্রিতা, direct potency নহে, ইহা ভগবানের স্বরূপশক্তিরই ছায়াশক্তি। ভগবানের শক্তি ত্রিবিধা—স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি বা অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা। "অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি জীবের ভোগময় ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে উপলব্ধ হইবার বিষয় নহেন। স্বরূপশক্তিরই বিপরীত বহিরঙ্গা মায়াশক্তি। ইহা জীবের হরিসেবা-প্রবৃত্তিকে আবৃত করিয়া আত্মার নিত্যা বৃত্তি হইতে বিক্ষিপ্ত করে। যেখানে মায়াশক্তি স্বরূপে উদ্ভাসিতা, তথায় তিনি প্রকাশময়ী, আর যেখানে তিনি আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় পরিচালনা করেন, সেখানে তাঁহার রজস্তমোগুণময় সৃষ্টি হয়। তদাশ্রিত অণুচেতন অর্থাৎ জীবশক্তি-বিশিষ্ট অণুচিদ্-বস্তুকে তদাশ্রিতমানী রূপে পাইলেই তিনি জীবকে আবৃত করেন ও ভগবৎসেবাবিমুখ করিয়া বিক্ষিপ্ত করেন। এই কারণেই ভগবানের প্রীতিপ্রদ না হইলেও মায়া বা বহিরঙ্গ-শক্তিরও শক্তি এই সেবা করিয়া থাকেন। যে সকল জীবের হরিবিমুখতার যোগ্যতা, মায়া তাহাদেরই ভোগ্যা হইয়া বহু মূর্ত্তিতে প্রকাশিতা হন। মায়া বা বহিরঙ্গা-শক্তির শক্তিমত্তা হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। তিনি ভগবানেরই আশ্রিতা, তবে সেবোন্মুখ জীব যেরূপ মুখা-সেবানিরত হইয়া আদরের সহিত অবস্থিত, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি সেইপ্রকার নহেন। ভগবানের প্রিয় জীবগণকে ভগবান্ হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া আবৃত করেন বলিয়া ভগবান্ বহিরঙ্গা শক্তিকে সর্ব্বপ্রধানা শক্তি-পরীক্ষে স্থান না দিয়া অপরাই তাঁহার আশ্রয় লইয়া থাকেন। ভগবদাশ্রয়-বিচ্যুতা হইবার যোগ্যতা তাঁহার নাই। কেন তাঁহাকে অপকৃষ্টভাবে আশ্রিত থাকিতে হয়।"

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ।"

যাঁহারা সম্মোহিতঃ জীবঃ পরং অপি আত্মানং ত্রিগুণাত্মকং মন্যতে। জীব—জীবন আছে অথচ তাহা মায়া-দ্বারা অভিভূত হইবার যোগ্য। চেতন আছে, কিন্তু পূর্ণ নহে—অপূর্ণ। নতুবা পূর্ণের বিপরীতভাবের preference সে দেয় কেন? মায়ার উপর প্রভুত্ব করিতে গিয়া বস্তুতঃ তাহার ভৃত্যত্বই করিতে হইতেছে

'মায়াধীন', 'মায়াবশ'—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।

মায়া-দ্বারা অভিভূতা জীবের 'যেপে সেপেনা' ধর্ম্ম currency লাভ করিলেই সে মায়া-দ্বারা সমাগ্‌রূপে মূঢ়তা লাভ করে। মায়া জীবের চেতনবৃত্তিকে cover করে। আত্মানং ত্রিগুণাত্মকং মন্যতে—আত্মাকে ত্রিগুণাত্মক—ত্রঃসত্ত্বতমোগুণের অধীন বলিয়া মনে করে। অবশ্য গুণগুলি preponderating—একটির উপর আর একটি প্রভুত্ব করে। আত্মা হইয়াও সেই গুণদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে। 'পরোহপি' অর্থাৎ মায়িক গুণত্রয়াতিরিক্ত হইয়াও প্রয়োজনসিদ্ধিতে unsuccessful হয়। 'তৎকৃতং অনর্থক অভিপদ্যতে'—আত্মার ত্রিগুণাত্মিকাকৃত অনর্থ অর্থাৎ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ সংসার-বাসন লাভ করে।

বাঞ্ছিয়া লওয়া অর্থে frustrated (বিফল-মনোরথ) হইবার যোগ্যতা আছেই। উহার অনুসরণে কখনও অনর্থের উপশান্তি সম্ভবপর হইবে না। যা বলেছ

প্রশ্নে যখন ছাত্রেরা দু'টি দিক হইতে বাধাদানে প্রয়াস করিবেন, তখন কৃষ্ণ "অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্" কিন্তু যখনই সেবার বিচার অর্থাৎ কৃষ্ণে আত্মনিবেদন আসে, অমনিই কৃষ্ণ মায়ার মানুষ হইয়া যান—বন্ধন স্বীকার করিয়া লন। শ্রীগুরুদেব এই উপদেশে দেখাইলেন স্বীকার-পালার আধ্যক্ষিকপথের আরোহ-পন্থার প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইয়া অবরোহপন্থায় অধোক্ষজ লীলা-পুরুষোত্তম স্বরাট্ স্বেচ্ছাময় সচ্চিদানন্দ পুরুষের দ্বারাই সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ভক্তবৎসল ভগবান, ভক্তের ভক্তিদ্বারা; অন্য কোন উপায়ে তাঁহাকে যথার্থ জানিতে করিতে পারে না। ব্রহ্মাদি দেবগণ বলিতেছেন—

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয়্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"

(ভাঃ ১০।২।৩২)

হে অরবিন্দাক্ষ, যাহারা "বিমুক্ত হইয়াছি" বলিয়া অভিমান করে, তাহারা আপনাতে ভক্তিশূন্য হওয়ায় অবিশুদ্ধবুদ্ধি তাহারা অনেক ক্লেশে মায়াতীত পরমপদ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া ভগবদ্ভক্তির অনাদর করত অধঃপতিত হয়।]

একটি পা এখানে আছে, আর একটি পা তুলিয়া অন্যত্র রাখা হইল যেমন মনে করিতেছি, অমনিই অধঃপতন লাভ হইতেছে। আধ্যক্ষজ্ঞানরহিত কৈতব-ধর্ম্ম-কর্ম্ম-দুষ্টমতি অভক্ত জ্ঞানিগণ "অবিদ্যাকামকর্ম্মাণি যন্নঃ শ্রুত যাঃপণ্ডিতম্মন্যমানাঃ" বিচারে বিদ্যাভিমানী হইয়া ভগবদ্ভক্তিরাহিত্য-হেতু যুক্তি-পিশাচীকে বহুমানন করে, তৎফলে বহুজ্ঞান-বৈরাগ্যাভ্যাসবিধি-সহ হয় ত মোক্ষ-সন্নিভ—মোক্ষপীঠের অবাঙ্মনসগোচর প্রদেশ পর্য্যন্ত অধিরোহণ করিয়া ভগবৎপাদপদ্মের নিত্যসেবা-বিচারে অনাদর-হেতু অপরাধ-বশে কৃষ্ণকৃপা-ভ্রষ্ট হইতে বিচ্যুত হইয়া পরমোচ্চজ্ঞানাধ্য পীঠপ্রান্ত হইতে অজ্ঞানান্ধকারে—সংসার-তমিস্রে নিমজ্জিত হয়। এজন্য ব্রহ্মা পরবর্ত্তী ১৪শ অধ্যায়ে (ভাঃ ১০ম স্কন্ধে) 'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য', 'শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য', 'অথাপি তে দেব' প্রভৃতি শ্লোকে বহির্মুখ-জ্ঞান-প্রয়াসকে সম্পূর্ণরূপে নিরাকরণ-পূর্ব্বক ভগবৎ-পাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে সমর্পিতাত্মা ভক্তের বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন।

অধোক্ষজে ভক্তির বিচার আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই জীবের সকল অনর্থ—প্রয়োজন-সিদ্ধির সকল অন্তরায় দূরীভূত হইয়া যায়। ভক্তরাজ প্রহ্লাদ বিষ্ণুবিরোধী পিতা হিরণ্যকশিপুকে লক্ষ্য করিয়া নির্ভীকভাবে বলিতেছেন—

তৈর্যাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ।

—(ভাঃ ৭।৫।৩২)

[যাবৎ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের পদধূলি-দ্বারা অভিষিক্ত না হয়, তাবৎ গৃহব্রতগণের মতি অনর্থ-নাশক কৃষ্ণ-পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না]

ভক্তির বৃত্তি—ভজনীয় বস্তুর ভজন করিব। ভজনকারী আমি, ভজনীয় বস্তু ও ভজন—এই তিনটিই অধোক্ষজ না হইলে অক্ষ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অভিনির্বিশেষ অপরোক্ষের কৃত্যা হইয়া আধ্যক্ষিক হইয়া গেলাম। Gross বা Subtle—স্থূল বা সূক্ষ্মের Chemical Laboratoryতে, অগ্নিতে, আসবানে, এরোপ্লেনে শত শত বর্ষ—যুগ-যুগান্তর ধরিয়া চেষ্টা করিলেও সেই অধোক্ষজ বস্তুটির বিষয় জানা যাইবে না। কে জানিতে পারেন, তৎসম্বন্ধে ভাগবত জানাইতেছেন—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণ-শীলশিক্ষা-
র্ত্তির্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥

(ভাঃ ২।৭।৪৬)

[ভগবানের যাঁহারা একান্ত আশ্রিত ভক্ত, তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া যাঁহারা শিক্ষা করেন, তাঁহারা স্ত্রী, শূদ্র, হূণ, শবর ইত্যাদি পাপজাতি হইলেও এবং তাঁহারা পশু, পক্ষী, বৃক্ষ শারিকাদি তির্য্যক্‌যোনি লাভ করিয়াও ভগবানের মায়া জানিতে পারেন এবং তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইতেও সমর্থ হন। সুতরাং যে সকল মনুষ্য শ্রীগুরুপ্রমুখাৎ ভগবানের নামরূপাদি শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে ভগবানের মায়াকে অবগত হইয়া তাহা অতিক্রম করিতে পারিবেন, এবিষয়ে আর আশ্চর্য্য কি ?]

অধোক্ষজে ভক্তিযোগ হইলেই যে, সকল অনর্থের হস্ত হইতে চিরনিষ্কৃতিলাভ হয়, ইহা মানুষ তাহার প্রাকৃতজ্ঞান-দ্বারা discover করিতে পারে নাই বলিয়াই অপ্রাকৃত জ্ঞানবান্ বিদ্বান্ শ্রীব্যাস নারদসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছেন, যে ভাগবতের প্রবণপথ হইলে পরমপুরুষ কৃষ্ণে ভক্তির উদয় হয় এবং যে ভক্তির আনুষঙ্গিকফলেই মোহমোহজয়াদির সম্যক্ অপগতি ঘটিয়া থাকে। অধোক্ষজের কথা শ্রবণ বা কীর্ত্তন না করা কালেই দ্বিতীয়াভিনিবেশফলে ভয়শোকাদি বিষের অন্তর্গত বিচারে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। শ্রবণ স্থূল হওয়া আবশ্যক। সদ্গুরুমুখে অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মের শ্রবণ-ব্যতীত নশ্বর শব্দের সহিত শব্দের ভেদমূলক ইতরযোগের খণ্ডিত বিচার হইতে পরিত্রাণ-লাভের উপায় নাই। পরযোগের শব্দ ও শব্দী অভেদ। ভেদমূলক শব্দ গ্রহণীয় হইলে অধোক্ষজ বস্তুর সাক্ষাৎকার হইবে না, চতুর্দ্দশ ভুবনেই গতাগতি লাভ হইবে। শোক, মোহ ও ভয় আমাদের বর্ত্তমান জগদ্ধারণার সহিত অনুস্যূত, তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে ভক্ত-ভাগবতের শ্রীমুখে গ্রন্থ-ভাগবত হইতে অধোক্ষজ পরমপুরুষ কৃষ্ণে ভক্তির কথা শুশ্রূষু হইয়া শ্রবণ করিতে হইবে। ভক্তের association-এ শোকমোহভয়াপহারিণী ভক্তির উদয় হইবে—ভজন-রহস্য উপলব্ধির বিষয় হইবে। ব্রহ্মজ্ঞান, পরমাত্ম-সাধিষ্য ও ভগবদ্ভক্তি। 'ভক্তি' শব্দ কেবল ভগবানেই ব্যবহৃত।

শ্রীমদ্ভাগবত আর একটি শ্লোকে অধোক্ষজের কথা বলিতেছেন—

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে ॥

যে সময়ে সতী দেবী বৈকুণ্ঠরাজ শম্ভুসমীপে পিতৃগৃহ-গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছিলেন, তৎকালে অজভাবাবেশের "শিব কেন তাঁহার শ্বশুর দক্ষকে অভিবাদনাদি-দ্বারা যাচ্ঞা সৌজন্য প্রদর্শন করিলেন না?" ইত্যাকার পূর্ব্বপক্ষ নিরসন-কল্পে স্বয়ং শম্ভুই তাহার মীমাংসা করিয়া বলিতেছেন—বহির্মুখ দেহাভিমানীর দেহাভিমানকে কায়িক ব্যাপারযোগে অভিবাদনাদি-দ্বারা বহুমানিত না করিয়া বিশুদ্ধমনে মনোদ্বারা তাঁহার হৃদয়স্থিত অন্তর্যামী পরমপুরুষ বাসুদেবেরই প্রতি নমস্কারাদি বিধান করিয়া থাকেন। "অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ সত্ত্বই বসুদেব-শব্দে অভিহিত। আবরণ-শূন্য অর্থাৎ স্বরূপ-শক্তি-বৃত্তিকৃত স্বপ্রকাশশক্তিলক্ষণযুক্ত পুরুষ সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বে প্রকাশিত হন বলিয়া তাঁহার নাম বাসুদেব। তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্, অধোক্ষজ অর্থাৎ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের অতীত পুরুষোত্তম। তিনি বিশুদ্ধ সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত মনঃস্তরে নিত্য প্রকাশমান। আমি সেই ভগবান্‌কে বিশেষরূপে নমস্কার বিধান করি।"

রজস্তমঃসত্ত্ব—এই তিনটি প্রকৃতির গুণ। বিশুদ্ধসত্ত্বে ঐরূপ প্রাকৃত গুণত্রয়ের কোন প্রকার সংমিশ্রণ নাই। এখানকার সত্ত্বে রজস্তমঃ—সংমিশ্রিত। বিশুদ্ধ সত্ত্ব—বৈকুণ্ঠ বস্তু—অমলিন সত্ত্বা, তাহা বসুদেব। অপ্রাকৃত অন্তঃকরণ বা চিচ্ছক্তিবৃত্তিময় অপ্রাকৃত-সত্ত্বই ভগবদ্ভজনক বসুদেব। 'অপাবৃতঃ পুমান্ যদীয়তে'—স্বরূপশক্তিবৃত্তিকৃত স্বপ্রকাশতা-শক্তিলক্ষণত্ব-হেতু আবরণ-শূন্য ভগবান্ পরমপুরুষ বাসুদেব সেই বিশুদ্ধসত্ত্ব বসুদেবে প্রাকট্য লাভ করিয়াছেন। এই বাসুদেব—অধোক্ষজবস্তু; ভাগবত বাসুদেবাবির্ভাবের কথা বলিয়াই তাঁহার জন্মরহস্য যে প্রাকৃত ধারণার অন্তর্গত নহে, ইহা বলিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে 'অধোক্ষজ' শব্দ বলিয়া তাঁহার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। এই শব্দটি প্রাকৃত মানব-মনীষার কল্পিত কোন শব্দ বিশেষ নহে। পাছে যারা আসিয়া পড়ে, এই ভয়ে কেবলাদ্বৈতবাদী যে ভগবান্‌কে নিঃশক্তিক প্রমাণ করাইবার জন্য ব্যস্ত হন, তাঁহার সেই ব্যস্ততাকে প্রবলবেগে আঘাত দিবার জন্যই ভাগবত ব্যবহার এই 'অধোক্ষজ' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

বৈকুণ্ঠরাজ শম্ভু বলিতেছেন,—আমি সেই অধোক্ষজ ভগবান্‌কে নমস্কার বিধান করিতেছি যাঁহার imanation সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। তাঁহাকে নমস্কার করিলেই সকলের প্রতি সম্মান বিহিত হইয়া থাকে।

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥

(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

[যেরূপ তরুর মূলে জল সেচন করিলে সেই তরুর স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা প্রভৃতি সকলেই তৃপ্তি লাভ করে এবং প্রাণের তৃপ্তিতেই যেরূপ সকেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেই সমস্ত দেবতা'গণের পূজা হইয়া যায়।]

অচ্যুতের প্রতি নমস্কার বিধান না করিয়া অন্যকে স্বতন্ত্রভাবে সম্মান প্রদর্শন করিতে গেলে অন্যের প্রতি বরং অসম্মানই প্রদর্শিত হইয়া থাকে। শিব তৃণাদপি সুনীচ, তরোরপি সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইবার আদর্শ প্রকট করিয়া সর্বক্ষণ অচ্যুত-পাদপদ্মে প্রণত; সুতরাং তিনি তাঁহার (জগদ্ব্যাপারে) পরমপূজ্য শ্বশুর-মহাশয়কে অসম্মান করিলেন, ইহা কখনও উত্তরপক্ষরূপে স্থাপিত হইতে পারে না। আলাদা আলাদা নমস্কার করিতে গেলে ধাক্ক বাধা হইয়া যায়, একজনকে নমস্কার করিতে গিয়া বাকীকী আর সকলকে নমস্কার না করার ফলে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইয়া পড়েন। আবার তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে গিয়া অন্যকে অসন্তুষ্ট করিতে হয়। অচ্যুত-চরণাশ্রয়ে ঐরূপ বিপত্তির আশঙ্কা নাই। তাঁহার তৃপ্তি-তেই সকলের তৃপ্তি-বিধান হইবে।

যিনি নিজের তাঁহার Personality প্রকাশ করিতে তাঁহারই সেবা প্রয়োজন। Impersonalকে accept করিলেও হয়, না করিলেও হয়। যিনি সেবা গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহারই কথায় আমাদের প্রয়োজন, তাঁহার সেবা না করিলে Punishable হইতে হইবে। প্রত্যক্ষাদি অক্ষজবাদী ভগবৎসেবার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারে না, অন্যান্য বিষয়-ভোগ বা ত্যাগের বিচারেই প্রমত্ত হইয়া পড়ে। আধ্যক্ষিকগণ যেসকলের স্তাবক হইয়া পড়ে, তাহা খণ্ডকালাধীন; কিন্তু অধোক্ষজবস্তু নিত্যকাল বিরাজিত থাকিবেন। তিনি অধোক্ষজ-সেবক ব্যতীত অন্যের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন না, অন্যে তাঁহার মর্য্যাদা বুঝে না। 'অপ্রাকৃতবস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর'। তাহা কঠশ্রুতি বলিতেছেন—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো,
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥

[এই পরমাত্মবস্তু বহু তর্ক, মেধা বা পাণ্ডিত্য-দ্বারা জানা যায় না। যখন জীবাত্মা ভগবানের প্রতি সেবোন্মুখ হইয়া পরমাত্মার কৃপা যাচ্ঞা করেন, তখন তাঁহারই নিকট সেই পরমাত্মা স্বংপ্রকাশতত্ত্ব প্রকটিত করেন।]

ব্যক্তিবিপ্রলম্ভ শ্রীকৃষ্ণপ্রতি নিজ পত্নীগণের অলৌকিকী ভক্তি ও নিজেদের ভক্তিহীনতা-দর্শনে অনুতপ্ত হইয়া আত্মনিন্দা করিয়া করিতে লাগিলেন—

বিশ্বেশ্বর শ্রীমদ্বৃষ্ণ্যধিপ্রবং বিশ্বং যদুজ্জতাম্।
বিশ্বেকপুংসং বিশ্বাত্মন্ ভগবন্ প্রতিনঃ ভব॥

[যেহেতু—আমরা অধোক্ষজ ভগবানের প্রতি বিমুখ হইয়াছি, অতএব আমাদের শৌক্র,সাবিত্র ও দৈক্ষ্য—এই ত্রিবিধ জন্ম, ব্রত, বহুশাস্ত্রজ্ঞান, কুলমর্য্যাদা ও ক্রিয়ানৈপুণ্য —সকলকেই ধিক্।]

অধোক্ষজ-সেবা-হীন ব্যক্তি জগতের বিচারে যতই না কেন বড় বলিয়া বিচার্য্য হউন, তাঁহার সেই শ্রেষ্ঠতার মূল্য অষ্টকপর্দ্দকতুল্য। তিনি প্রকৃতিজন বলিয়া সর্ব্বত্র বিগর্হণ-যোগ্য।

যস্যাস্তি ভাক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের আরও ২০।৩০টি স্থানে 'অধোক্ষজ' শব্দের উল্লেখ আছে। এখন জিজ্ঞাস্য, এই অধোক্ষজের সহিত প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষের কি সম্বন্ধ?

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ—অপরোক্ষপর্য্যন্ত, আর সবিশেষ ব্রহ্মবাদের কথা যেমন শ্রীরূপপাদ জানাইতেছেন—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ-আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি' যায়।
'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' 'পরব্যোম' পায়॥
তবে যায় তদুপরি 'গোলোক-বৃন্দাবন'।
'কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে' করে আরোহণ॥"

ইহা একটি সুন্দর analogy। ব্রহ্মাণ্ডে ভক্তিলতার আশ্রয়স্থান নাই। ব্রহ্মাণ্ডের পর 'বিরজা'—কারণবারি, সেখানে ভগবানের সাম্যাবস্থা, তথায়ও আশ্রয় নাই। তৎপর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মধাম, সেখানে কাহার অনুভূতি,

অনুভব কি, অনুভবনীয় পদার্থই বা কি, তাহার স্থির নাই—জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বস্তুর বৈশিষ্ট্যজ্ঞান, সেখানেও তর্কিলতার আশ্রয় স্থান নাই। অতঃপর পরব্যোম, সেখানে ভূতাকাশের ন্যায় স্থূল-সূক্ষ্মের accommodation নাই, কেবল অবিমিশ্র চেতন, অচেতনের কোন নাম গন্ধ তথায় নাই। তাহাকেই বৈকুণ্ঠধাম বলে। সেখানে আড়াইটিমাত্র ষড়ৈশ্বর্যপতি নারায়ণ সেবিত হন। আড়াইটি বলিতে আদ্য, মধ্য ও সর্ব্বার্দ্ধ অর্থাৎ গৌরবদধ্য, Lower Hemisphere—গোলোকের নিম্নার্দ্ধের কথা। এখান হইতে দেখিলে মর্য্যাদাপথে পূর্ণ-বুদ্ধিতে নাভির উপরিস্থিত ইন্দ্রিয়কে পবিত্রস্থানে with dignity সেখানে পৌঁছিতে পারি। Mental level এ অবস্থান করিয়া গৌরব-বিচারে নিম্নার্দ্ধ পর্য্যন্ত দেখা যায়, কিন্তু উহার্দ্ধে—যেখানে বিশ্রম্ভ-বিচার বর্ত্তমান, সেখানকার কিছুই দৃগ্‌গোচর হয় না। উহার্দ্ধে বিশ্রম্ভধাৎসল্যে কৃষ্ণ পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, পিতা-মাতা from the very beginning of the offspring—পুত্রের জন্মের প্রারম্ভ হইতেই পুত্রের সর্ব্বতোভাবে সেবা করিবার সুযোগ পাইতেছেন। পুত্রকে পাদ্য-জ্ঞানে তাড়ন-ভর্ৎসন করিতেছেন। পুত্রকে দিয়া সেবা করাইয়া লইতেছেন। আর Consorthood কান্তরস সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ধরণের কথা—সর্ব্বোৎকৃষ্ট চমৎকারিতার বিচার।

যদি পুরুষপক্ষ হয়—আমরা ঊর্দ্ধে ও অধিরোহকের মত কি করিয়া চাই যে, তিনি আমার পুত্র বা স্বামী হইবেন? তখন বিচার—আমরা ত' কোন mental world এর কথা বলিতেছি না। সুতরাং কোন Anthropomorphism, Zoomorphism বা Phytomorphism এর বিচার আবাহন করা উচিত নহে। অথবা Apotheosis বা anthropomorphic idea লইয়া তথায় যাইবার প্রয়াস করিব না। ঐ সকল বিচারপর নির্ব্বোধগণ কখনও অধোক্ষজের সেবা বুঝিবে না। অপরোক্ষ, পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ এগুলির ভূমিকা হইতে উত্থিত বিচার, অধোক্ষজের ভূমিকা অধোক্ষজ-বৈকুণ্ঠ, তিনি যখন কৃপা করিয়া অবতরণ করেন, সেবা দেন, তখন তাঁহাকে দেখা যায়। উপনিষদ্ যেমন "নেদম্ যদিদমুপাসতে" বলিয়াছেন, সেরূপ বিচারাবলম্বনে আরোহপন্থায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার প্রয়াস করিব না, তাঁহার কৃপাপেক্ষায় তাঁহাকে approach করিবার চেষ্টা করিব।

এই defective রাজ্যে সেই অধোক্ষজবস্তুটির সন্ধান মিলিবে না। তিনি transcend করিবার পর সুনির্ম্মল অধোক্ষজ-সেবকে সুনির্ম্মল অধোক্ষজের সেবা দান করিতেছেন। অপরোক্ষ-বিচারে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—ত্রিপুটীর বৈশিষ্ট্য অঙ্গীকৃত হইয়াছে। সুতরাং সেখানে সেবা যাচ্ঞা কোন কথা নাই।

Fifth Stage—প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষাতীত অধোক্ষজ বিচারেরও পরবর্ত্তীবিচার,—অপ্রাকৃত বিচার। 'প্রাকৃত'—প্রকৃতি-জাত। প্রাকৃত নহে যে বিনিষ্কর্ষ অর্থাৎ যেখানে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী বহিরঙ্গা অপরা প্রকৃতি মায়াশক্তির কোন ক্রিয়া নাই, যেখানে ভগবান্ তাঁহার স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর সহিত পরমচমৎকারিতাময় 'চিদ্-বিলাসপরায়ণ, সেখানেই 'অপ্রাকৃত'-বিচার পরিস্ফুট। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষবিচারে 'বস্তুতত্ত্বকে অক্ষজ-দর্শনাভর্গত প্রাকৃত-বিচিত্রতা-বিশিষ্ট এবং অপরোক্ষে প্রাকৃতবিচিত্রতাহীন নির্ব্বিশেষ ধারণা। এই সকলকে অতিক্রম করিয়া অধোক্ষজ আমাদের সম্বোধ্রেয়ের উপর তাঁহার স্বতঃকৃত্ত-ধর্ম্ম বিস্তার করিয়া সেবাবিচারে প্রতিষ্ঠিত। অধোক্ষজ-ভক্তিই যখন অধিরূঢ়ত্ব চিদ্‌বিলাসবিচিত্রতাযুক্ত হইয়া পরমঃ মৎকারিতাপূর্ণ, তখনই অপ্রাকৃতভক্তির বিচার। "অধোক্ষজ-বিষ্ণুতত্ত্ব হইতে অপ্রাকৃত শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্বের অধিকতর চমৎকারিতা অনধিরূঢ় হৃদয়ে উপলব্ধির বিষয় হয়।"—(গৌড়ীয় ১০ম খণ্ড ৪২শ সংখ্যায় 'অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

স্থূল বা সূক্ষ্মের বিচার লইয়া সেই অপ্রাকৃতরাজ্যে পৌঁছান' যায় না। "তদুপরি যাহা সত্য গোলোকবৃন্দাবন। কৃষ্ণস্বরূপতত্ত্বকে করে আরোহণ"—ইহাই অপ্রাকৃত-বিচারে উদ্দিষ্ট।

ব্যতীতা ভাবনাবর্ত্ম যচ্চমৎকারিতাবধূঃ।
তাব গম্ভোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বপদে ন স্থলো মতঃ॥

সেই অপ্রাকৃত ভূমিকায় জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—অতি সুনির্ম্মলভাবে বর্ত্তমান। কোন deformity বা inadequecy তথায় নাই। ভোগ্য-ভোক্তৃভাব লইয়া সেখানে

উপস্থিত হওয়া যায় না। আমি দুই হইয়া তাঁহাকে 'দৃশ্য' করিব, এরূপ বিচারের বিষয়ীভূত তিনি নহেন; আমি তাঁহার দৃশ্য কি করিয়া হইতে পারি, ইহাই তাঁহার দর্শন-লাভের একমাত্র বিচার। শ্রীবিরূপাক্ষী—শুদ্ধাদ্বৈত বাদী, অধুনা বল্লভ-সম্প্রদায় ইহাকেই বলিয়া বিচার করেন Manifestive Transcendental aspect, for the time being আছে, সেখে কেবল অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, এরূপ শ্রীচৈতন্যের কথা নহে। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা—কেবল অপ্রাকৃতরাজ্যের কথা, সেখানে highest scene—সর্ব্বোচ্চই চিদ্‌বিলাসবিচিত্রতা বিদ্যমান। বল্লভের বিচারের সহিত মহাপ্রভুর বিচারে—এই স্থানেই পার্থক্য। সত্য উদ্ঘাটন হইবার সেখানে, অনুদ্ঘাটন নাই। Sir N. N. Sarkar যেরূপ ভুল করিয়া বলিয়াছেন, সেরূপ ভুলের কথা সেখানে নাই ভক্তিবিনোদপ্রতিপূর্ণ ভূমিকায় রসটি আস্বাদিত হইতেছে। কাহার দ্বারা? কে আস্বাদন করিতেছেন? তাহাতে বলা হইতেছে—

"যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্।"

কিম্বা,—

"শ্রিতকমলাকুচমণ্ডলধৃতকুণ্ডল
কলিতললিতবনমালাজয় জয়দেব হরে।
দিনমণিমণ্ডলমণ্ডনভবখণ্ডন
মুনিজনমানসহংসকৃতাস্পদ
কালুষভয়শমদমনমুখাস্পদ
কুরু যদুনন্দন সন্তাপং মম সদয়হৃদয়বিহারিণা
সরসবপুষা নবজলধরেণ
দিশতু ভাগবতং রসমানয়ং
মুহুরহো কৃষিকা কৃষি তাবকাঃ॥"

ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় বিলাতে গিয়া সম্প্রতি যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে তিনি নির্ব্বিশেষবাদকেই চরম কথা বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। উহা আমাদিগের বিচার নহে। উহাতে শ্রীমদ্ভাগবতের 'রসেষই' সাধিত হয়। কেবলাদ্বৈতবাদীর বিচার-গোষণে অতক্ত ও ভক্তিবিরোধী হওয়াই সাব্যস্ত হইয়া পড়ে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত কেবলাদ্বৈতবাদকে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের বিচার প্রদর্শনের জন্যই শ্রীধাম মায়াপুরে Thakur Bhaktivinode Research Institute—অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিকূল কৃষ্ণ—নির্ব্বিশিষ্ট কৃষ্ণ—limitation (সীমা)-যুক্ত কৃষ্ণের অনুশীলন প্রয়োজনীয় নহে। কৃষ্ণ নিত্য, কৃষ্ণভক্তি নিত্য, কৃষ্ণভক্ত নিত্য—ইহারই research হউক। এই বিচার-ভবের কোথায় কি ভাবে কাহার কি পরিমাণে ভুল হইয়াছে, তাহা সুষ্ঠুরূপে প্রদর্শন করাই এই Research Institute-এর কার্য্য।

আপনি আমাদের একজন কথা শ্রবণ করিতে এতটা সময় দিতে পারিলেন, ইহা বিশেষ আনন্দের বিষয়। অনেক লোকের এসকল কথা বুঝিয়া উঠিতে বড়ই বিলম্ব হয়। অদ্বৈত ভূমির চিন্তাস্রোত অন্যপ্রকার, তাঁহাদের ধারণা লইয়া এসকল কথা বিচার করিতে গেলে ফল বিপরীত হইবে।

শ্রীপুরুষোত্তম-কীর্ত্তন-ব্রতোৎসবে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—মথুরা 'শিবালয়' ভবন
কাল—১লা পুরুষোত্তম, ৪৫০ গৌরাব্দ

গত ৯ই ভাদ্র, ১৮ই আগষ্ট শ্রীল প্রভুপাদ মথুরা সহরস্থ ভ্যাম্পিয়ারগার্কে 'শিবালয়' নামক ভবনে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীপুরুষোত্তমমাসারম্ভের প্রথম দিবস প্রাতঃকালে ভক্তগণ-সমীপে শ্রীপুরুষোত্তম-কীর্ত্তন-ব্রতোৎসব-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মর্ম্মে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন :—

"সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় পাঁচের অল্প সঙ্গ॥"

এই পঞ্চাঙ্গ সাধন কি প্রকারে সাধিত হইবে, তাহা সকলেরই জানা প্রয়োজন।

"সাধুসঙ্গ"—কায়িক, বাচনিক ও মানসিক এই তিন প্রকারে হইয়া থাকে। কর্ণদ্বারা সাধুর উপদেশ শ্রবণ, শরীর দ্বারা সাধুসেবা, মনো দ্বারা তাঁহাদের কথা মনন ও

চরণ-চিন্তন এবং বচন-দ্বারা সাধুর গুণ-কীর্ত্তন ও সাধুমুখস্থত বাণীর কীর্ত্তন করিতে হইবে।

"নাম-কীর্ত্তন"—প্রথমে নামকীর্ত্তন; নাম বলিলে রূপ বুঝায় না। রূপ-সম্বন্ধী নাম-কীর্ত্তন হইলে রূপ-কীর্ত্তন হইবে। এইরূপে ক্রমে গুণ-নাম-কীর্ত্তন, পরিকরবৈশিষ্ট্য-নাম-কীর্ত্তন, লীলা-নামকীর্ত্তন আসিবে। তখন নাম-রূপ-গুণ-লীলা পূর্ণমাত্রায় উদিত হইবে। ["প্রথমঃ নামঃ শ্রবণম্" ইত্যাদি ক্রমসম্বর্ত্ত-বচন এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।]

"ভাগবত-শ্রবণ"—ই সকল কথারই কীর্ত্তন-শ্রবণ। কিন্তু কাহার নিকট শুনিতে হইবে? যিনি মুক্তপুরুষ, তাঁহার নিকট। যাঁহার অনর্থ নিবৃত্ত হয় নাই, যিনি নিজেন্দ্রিয়-তর্পণার্থ ভাগবতকে উপজীবিকা করিয়াছেন, তাঁহার মুখে কখনও ভাগবত-কথা কীর্ত্তিত হয় না, তাহা শ্রবণ করিলে ফল বিপরীতই হইবে; 'ভাগবতব্রুব' বেতাব লইয়া যিনি দ্যূত-পান-স্ত্রী-সুনাদির সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারেন না, তিনি কীর্ত্তনের সম্পূর্ণ অযোগ্য। তাঁহার ভাগবতে 'অচিন্ত্য-ঈশ্বর-বুদ্ধি' নাই। কলিকালের ভবিষ্য আচার সম্বন্ধে শ্রীমদ্ ভাগবত (১২।৩।৩৮) বলিতেছেন—

শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহীষ্যন্তি তপোবেষোপজীবিনঃ।
ধর্ম্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্ম্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমাসনম্॥

শূদ্রসকল তপস্যা ও জিহ্বাদি বেষকে উপজীবিকা করিয়া নিজ-ভোগার্থ অর্থ সংগ্রহ করিবে। প্রতিগ্রহ-কার্য্য শূদ্রের নহে; কিন্তু যাহারা অধর্ম্মকেই 'ধর্ম্ম' জ্ঞানে আপনা-দিগকে শ্রেষ্ঠ অভিমান করে, তাহারা তদ্দ্বারা জগতে অমঙ্গলই আনয়ন করিয়া থাকে। শূদ্রের ধর্ম্ম material world এর সেবা করা—Transcendence এর সেবা না করা। বৈষ্ণব-সেবার বিচার গ্রহণ না করিয়া জড়বস্তুর সেবা-কারীই শূদ্র। সে উত্তম আসনে আরোহণ করিয়া নানা অনর্থের আবাহন করে। তপস্যা-জীবিকাকারী, জিহ্বা-উপজীবিকাকারী প্রভৃতি সকলেই শূদ্রপদবাচ্য। নির্ম্মৎসর সাধুগণের প্রোজ্ঝিতকৈতব পরমধর্ম্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান-হীন তাহারা, তপস্যার বেষ, বৈষ্ণবের বেষ প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া অধর্ম্মকে 'ধর্ম্ম' বলিয়া চালাইতে থাকে। কিন্তু মহা-জন-বাক্য—

"আমি ত' বৈষ্ণব　　এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি'　　হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়গামী॥
তোমার কিঙ্কর　　আপনে জানিব
'গুরু' অভিমান ত্যজি'।
তোমার উচ্ছিষ্ট,　　সদাজলেরু
সদা নিষ্কপটে ভজি॥"

বৈষ্ণব কখনও নিজের জন্য প্রতিগ্রহ করেন না। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহাধিকার্য্য নিজের account এ সংসারপালন-জন্য ব্রাহ্মণগণ করিয়া থাকেন। কিন্তু বৈষ্ণবগণের বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই।

"মথুরাবাস"—কায়িক, বাচনিক ও মানসিক। ["তন্নামচরিতাদি-সুকীর্ত্তনাদুন্মুখ্যেঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য। তিস্রু ক্রমে তদনুরাগিজনানুগামী কালং নয়েদখিলঘিত্যুপদেশসারম্॥"—শ্রীরূপপাদোক্ত এই শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। "তীর্থফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর" বিচারের পরিবর্ত্তে বাসস্থানের যে ছলনা, তাহা অবান্তর উল্লেখমুক্ত হওয়ায় সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন—"ধাম-মধ্যে জন্তু নহে জড়-অবস্থিতি। জড়বদ্ধ জীব নাহি পায় হেথা গতি॥ ধামের উপরে জড়মায়া পাতি ফাঁদ। আজ্ঞাদিয়া রাখে এই ধাম চিরকাল॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ধাম নাহিক সম্বন্ধ। জীবের উপরে বাস করে সেই অন্ধ॥" সুতরাং কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের সেবা-বুদ্ধি লইয়াই মথুরাবাস সম্ভব হইয়া থাকে।]

"শ্রীমূর্ত্তিসেবা"—অর্চ্চাবিচারে কায়িক, ভজন বা স্ফূর্ত্তিবিচারে মানস বা উত্তরাবস্থায় সাক্ষাৎ স্ফূর্ত্তি। মন স্থির বা চিন্ময় হইলে লীলায় প্রবেশাধিকার লাভ হয়। শ্রীমূর্ত্তি কেবল অর্চ্চাকে বুঝায় না। শ্রীমূর্ত্তি-শব্দে—শ্রীনাম, স্বরূপ ও বিগ্রহ তিনটিই শ্রীমূর্ত্তি, "তিনে ভেদ নাই, তিন চিদানন্দরূপ।" ইহা নির্ব্বিশেষবাদীর ধারণার বিষয় নহে।

দুই বৎসর পূর্ব্বে আমাদের যে-ভাবে মথুরা-বাস করা হইয়াছিল, সেইরূপভাবে শ্রীগণের আনুগত্যে বাস করিতে হইবে।

"যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।"

শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু (ধর্ম্মকর্ম্মনে) কারারুদ্ধ ছিলেন ; পরমার্থের জন্য তিনি নিজের সঙ্কট অর্থ দিয়া সেই কারামুক্ত হইবার আদর্শ শিক্ষা দিলেন। সাধারণ বিচারে এই সকলকে unethical বলিয়া মনে হইবে কেননা, তাহারা জানে যে, অন্যায় দিতে হইলেও হয় না। কিন্তু ভিক্ষুকই আলোয়ার কি করিয়াছিলেন ? ভিক্ষুভক্ত cannot do any wrong. [তিনি তাঁহার আরাধ্য বস্তুকে সুখদানের জন্য যে কার্য্য অবলম্বন করেন, তাহাই বিধি, তথাতীত সবই অবিধি।] "আত্মমেধো চরণরেণুজুষামহং স্যাং" শ্লোকের যথার্থ তাৎপর্য্য যাহার মাথায় ঢুকিবে, তাঁহার কোন অসুবিধা নাই। সনাতন গোস্বামী – আচার্য্য ; পরমার্থের জন্য লক্ষিত অর্থ তিনি দান করিয়াছিলেন।

"কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রিয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূলমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে।"
"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

চৈতন্যদেব যাহা শিখাইলেন, সনাতন তাহা শিক্ষা করিলেন, রঘুনাথ সেই বিচার জানাইলেন—

বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযচ্ছৈ-
রসায়রস্যাধনতীক্ষ্ণমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পর-দুঃখ-দুঃখী
সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥

আমি জাতিকালে বৈষ্ণব হইব বলিয়া জোর করিয়া ভক্তিরস পান করাইলেন। সনাতন-ধর্ম্ম—জোর করিয়া কৃষ্ণ-কথা শ্রবণ। অন্নদান হইলে ছাড়িয়া দিতে হইবে। পর উপকার করিতে হইলে পর-দুঃখদুঃখী হইতে হইবে। সঞ্চার করিতে হইবে—প্রচারের জন্য induce করিতে হইবে।

সনাতন যাহা করিলেন, তাহা সাধুজন-বিগর্হিত পাপের কার্য্য হইলে কদাপি করিতেন না—ঘুষ দিতেন না। সাধারণ লোক তাহা misunderstand করে।

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।

We must not think that the Absolute is equal to non-absolute. বিষে আবদ্ধ থাকিলে জগন্নাথ-দর্শন হইবে না।

ওঙ্কারাদিং জগদেকবন্দ্যতত্ত্বরূপং
বপ্রাভমন্তধীবপং পুরুহূতখড়্গধম্।
ধ্যায়েদ নিত্যমুৎবোধতনাবনন্তে
মায়াত উদ্ধরণি যৎ সন্নিবাসভাতি।

(ভাঃ ১০।১৪।২২)

জগন্নাথ বা তাঁহার সেবকগণকে বিভিন্নদৃষ্টি বিষের বস্তুর সমান জ্ঞান করিলে অত্যন্ত অসুবিধা হইবে। সাধারণ লোক বুঝিবে না যে, কেন শুকদেব শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিলেন। "বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।" অনুস্বার বিসর্গ পড়িয়া correct grammar অনেকে বলিতে পারেন, কিন্তু better expression না থাকিলেও sincere হইলেই তাঁহাকে বেশী বুদ্ধিমান্ বলা যাইবে। উঁচু ক্লাশে না উঠিলে নীচের ক্লাশে বিচার ভুল করিবে। কনিষ্ঠাধিকারী ভক্তাভক্তের distinction জানে না।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-ব্রতকালীন দৈনন্দিন নিয়মসেবা

পূর্ব্বাহ্নে—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিক দর্শন, উষঃকীর্ত্তন, নগর-পরিক্রমা, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রুতি-ব্যাখ্যা।

মধ্যাহ্নে—ভোগরাগ, আরতি, কীর্ত্তন।

অপরাহ্নে—ইষ্টগোষ্ঠী, বেলা ৪টা হইতে ৫॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা, তৎপরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও নগরকীর্ত্তন।

সায়াহ্নে—সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা।

[প্রাতে ও রাত্রে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে এবং অপরাহ্নে শ্রীমধুসূদনমন্দিরে পাঠ কীর্ত্তনাদির ব্যবস্থা হইয়াছে।]

শ্রীধাম বৃন্দাবনে ও মথুরায় পুরুষোত্তম-ব্রতের দৈনিক পঞ্জী

গত ১৪ই আগষ্ট অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম-বৃন্দাবনস্থ মধুমঙ্গলকুঞ্জে শুভবিজয় করিলে হরেকৃষ্ণ পরিচালক ও রক্ষক শ্রীযুক্ত মুরারিরঞ্জন সিংহ মহাশয় রাজর্ষি কুমার শ্রীযুক্ত সত্যবিষ্ণু নারায়ণ রায় এম্-এ প্রাক্ত বেদান্তভূষণ ভুবনমঙ্গল মহোদয়ের পক্ষ হইতে শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশে মাল্যাদি প্রদানপূর্ব্বক বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন। প্রভুপাদ তথা হইতে ডাঃ শ্রীযুক্ত বলবন্ত রায় ও সত্যচরণ গুপ্ত মহাশয়দ্বয়ের ভবনে শুভবিজয় করিয়া অধোক্ষজসেবা এবং প্রজ্ঞাকাদি-তত্ত্বের কথা কীর্ত্তন করেন।

১৬ই আগষ্ট, রবিবার শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞানুসারে শ্রীমৎ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ যোগাবন মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত দাসাধিকারী প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীধাম বৃন্দাবন গমন করিয়া পুরুষোত্তম-মাস-ব্রতের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন।

১৭ই আগষ্ট, ১লা ভাদ্র শ্রীপুরুষোত্তম-মাসের অধিবাস-দিবস শ্রীধাম-বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে উষঃকীর্ত্তনান্তে ইষ্টগোষ্ঠী ও মহাপ্রসাদ-সম্মানের পর অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন এবং বক্তৃতা হয়। শ্রীপাদ হরগ্রীব ব্রহ্মচারী মধুমঙ্গল-কুঞ্জে পাঠ কীর্ত্তনাদির স্থানের ব্যবস্থা করেন। তথায় মধ্যাহ্নে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-রক্ষক শ্রীধর মহারাজ ভক্তির অধোক্ষজত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব, ভক্তিপ্রাপ্তির উপায়, তাহার অধিকারী প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজী প্রাতেও ষষ্ঠে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

১৮ই আগষ্ট অপরাহ্ণে শ্রীধামবৃন্দাবনে মধুমঙ্গলকুঞ্জে শ্রীল প্রভুপাদ "নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ" শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে নাম, মন্ত্র, গুরুপাদপদ্মমহিমা এবং 'সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ। মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন।' বিষয়টী বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন। "নামকীর্ত্তনকারীই সাধু, তাঁহার সঙ্গ ও সেবা প্রয়োজন। নামাপরাধ বর্জ্জনপূর্ব্বক হরিনাম গ্রহণ করা, ভাগবত-ব্যবসায়ীর নিকট ভাগবত শ্রবণ না করিয়া ভক্তভক্তের নিকট ভাগবত শ্রবণ, লক্ষ্মীপতি-ভক্তি ত্যাগ করিয়া মথুরাবাসে রতি এবং শ্রীমূর্ত্তির সেবা প্রয়োজন। শ্রীমূর্ত্তি অর্চ্চে নাম, স্বরূপ, বিগ্রহ প্রভৃতি সবই বুঝায়" ইত্যাদি বহু বিষয় আলোচিত হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথার পর শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ ভাগবত-ব্যাখ্যা-মুখে "কলিসঙ্কটের স্থান বর্জ্জনীয়" প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেন। স্বামীজী ত্রৈবিধ শ্রীধাম-বৃন্দাবনে শ্রীপুরুষোত্তমমাস-ব্রতে যোগদান করেন। প্রভুপাদ ভক্তবৃন্দকে 'সেবাকুঞ্জে' পরিক্রমা ও কীর্ত্তন করিবার জন্য আদেশ করেন।

১৯শে আগষ্ট প্রাতে নামসংকীর্ত্তন (সেবাকুঞ্জে) ও শ্রীচরিতামৃত পাঠ হয়। অপরাহ্ণে শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ, বন মহারাজ ও শ্রৌতী মহারাজের বক্তৃতা এবং সন্ধ্যায় শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজের শ্রীচরিতামৃত ব্যাখ্যা হয়। (গৌড়ীয় ৪র্থ সংখ্যা ৬১পৃঃ দ্রষ্টব্য।) এই দিবস সন্ধ্যায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীধাম-বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যমঠে আগমন করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমকীর্ত্তন-ব্রতে যোগদান এবং সেবাকার্য্য পরিচালন ও পরিদর্শনের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার সহিত ভক্তিপ্রকাশ শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায়চৌধুরী মহাশয়ও আগমন করিয়াছেন।

২০শে আগষ্ট—প্রাতে উষঃকীর্ত্তনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীমৎ যোগাবন মহারাজ, শ্রীমৎ যাযাবর মহারাজ প্রভৃতির নেতৃত্বে শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দজীর মন্দির পরিক্রমা, 'বৈষ্ণব ঠাকুর' ও 'যশোমতী-নন্দন' প্রভৃতি কীর্ত্তন এবং শ্রীবাসানন্দ ব্রহ্মচারীকৃত শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হয়, পরে বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীধর মহারাজ ভাগবত পাঠ করেন। অপরাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা ও শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজের শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ হয়। (গৌড়ীয় ৪র্থ সংখ্যা ৬১পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

২১শে আগষ্ট—প্রাতে শ্রীধামবৃন্দাবনে শ্রীমদনমোহনের পুরাতন ও নূতন মন্দির, শ্রীসনাতন গোস্বামীর সমাধি ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশ্রাম-স্থান পরিক্রমা এবং "যে আনিল প্রেমধন" ও "যশোমতীনন্দন" প্রভৃতির কীর্ত্তন হয়। পরে মঠে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক শ্রীধর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত

১ম হইতে ২য় অধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অপরাহ্নে শ্রীমদ্‌বানন্দ ব্রহ্মচারীজীর বক্তৃতা ও শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজের পাঠ ও সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যভাগবত ব্যাখ্যা হয়।

বেলা ১টার সময় শ্রীল প্রভুপাদ মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, মহোপদেশক শ্রীপাদ হরগ্রীব ভক্তিশাস্ত্রী, উপদেশক শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিসুহৃদ, শ্রীপাদ গোপীমোহন কাব্যতীর্থ ও শ্রীযুক্ত মোনার্থ রায় মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া শ্রীগোবর্দ্ধন-দর্শনার্থ শুভবিজয় করিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধনের পুলিশ সার্ কৈনস্পেক্টর অনেক যত্নসহকারে শ্রীল প্রভুপাদকে বিশেষ অভ্যর্থনা করিয়া থানাতে কিছুক্ষণ অবস্থানের জন্য অনুরোধ ও প্রার্থনা জানাইলে পরমারাধ্যতম প্রভুপাদ তথায় কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ সময় ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডের বেঞ্চ পণ্ডিত রামসিং পাঠক মহাশয় আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করেন। ঐ দিবস অপরাহ্ণ ৫টায় মধুমঙ্গল কুঞ্জে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ বক্তৃতা করেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে যোগাদ্যে কোনও আমন্ত্রণ কার্ডস্থ প্রোপ্রাইটার শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম দাস মহোত্তম দাস নামক অনেক ভদ্রলোক নিজ বিদুষী কন্যা ও স্ত্রীসহ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হইয়া শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিতে আসেন। তাঁহারা দুই রাত্রি মথুরায় 'শিবানন্দ' নামক অস্থায়ী গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়ে অবস্থান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁহার অনুগজনের নিকট হইতে হরিকথা শ্রবণ করেন। প্রথমেই মহামহোপদেশককে শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ইংরাজী ভাষায় অর্দ্ধঘণ্টাধিক কাল শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য কি, তাহা বর্ণন-প্রসঙ্গে আচার-পরম্পরা ও অন্যান্য স্কুলের বিচার-সহ ভক্তি-স্কুলের পার্থক্য বর্ণন করেন। তৎপরে শ্রীপাদ শ্রোতা মহারাজ প্রভুপাদের অনুজ্ঞাক্রমে তাঁহাদিগকে কিছুক্ষণ যাবৎ বিশ্ব ভাষায় জীবের কর্ত্তব্য বিষয়ে কথা শ্রবণ করাইলে করুণাবতার শ্রীল প্রভুপাদ জীবের প্রকৃত মঙ্গলের উপায় সম্বন্ধে ইংরাজীতে অর্দ্ধঘণ্টাধিককাল হরিকথা বলেন। তাঁহারা বিশেষ আগ্রহ-বিশিষ্ট হইয়া শ্রবণ করেন।

২২শে আগষ্ট—প্রাতে মঙ্গলারাত্রিকান্তে উষঃকীর্ত্তন হইবার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসূন যোগাদ্য মহারাজ প্রভৃতির নেতৃত্বে বৈষ্ণবাগ্রগণ্যগণের শ্রীমন্দির ও শ্রীগোবর্দ্ধন যেরা পরিক্রমা, নগর-কীর্ত্তন ও শ্রীবাধবানন্দ ব্রহ্মচারীজীর শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হয়। তৎপরে শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন। অপরাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদ মধুমঙ্গলকুঞ্জে ৪টা হইতে ৫॥ টা পর্য্যন্ত "বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজ-ভক্তিযোগ", "কালাবেষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ" শ্লোকদ্বয়াবলম্বনে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাব কারণ, তাঁহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, সহজ বৈরাগ্য কি, কলিপঙ্কজের স্থান কোথায়, তৎসেবার ফল, যুক্তি যুক্তি ও ভক্তির স্বরূপ প্রভৃতি বিষয় অতি প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া নগরসংকীর্ত্তনসহ শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ প্রিয়ব মহারাজ পাঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন।

২৩শে আগষ্ট—প্রাতে বৃষ্টির জন্য নগর-সংকীর্ত্তন হয় নাই। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ করেন। শ্রীপাদ যোগাদ্য মহারাজ, ভক্তিপ্রপন্ন মহারাজ, শ্রীরাধাদামোদর দাস বাবাজী মহাশয়, শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী ও শ্রীবাধবানন্দ ব্রহ্মচারীজী কোহলিতে প্রচারার্থ যাত্রা করেন। অপরাহ্নে শ্রীমৎ শ্রীধর মহারাজ 'শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। "কৃষ্ণে ভক্তি হৈলে সর্ব্বধর্ম্ম কৃত হয়" এই বিষয়টি বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। অনন্তর শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ ১১শ স্কন্ধ ২য় অধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে নগরকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়। রাত্রে শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন।

ঐদিবস প্রাতে শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম দাস নরোত্তম-দাস শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক শ্রীব্রজ-ধামগৌড়ীয়ধামে অঙ্গীকার করেন। অপরাহ্নে প্রয়াগ-শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীঅরূপানন্দ ব্রহ্মচারী মথুরা 'শিবানন্দ'-ভবনে আগমন করেন। শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তমদাসের নিকট অনেক হরিকথা বলেন। রাত্রে তিনি প্রসাদ পাইয়া বোম্বে যাত্রা করেন। তাঁহারা Pilgrimage Train আনিয়াছিলেন।

২৪শে আগষ্ট প্রাতে গৌড়ীয়-সম্পাদক ও শ্রীপাদ নিবন্ধ-বিগ্রহ দাসাধিকারী মহোদয় মথুরার শিবালয় ভবনে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণপ্রান্তে উপনীত হন। তাঁহারা পর ২১শে আগষ্ট চাকা হইতে রওনা হইয়া ২২শে আগষ্ট প্রাতে কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হন এবং ঐ দিনই রাত্রি ৯।৩০।৩৫ ১০-১৫ মিঃ এর হাওড়া-দিল্লী-প্যাসেঞ্জারে মথুরা যাত্রা করিয়াছিলেন।

ঐদিবস শ্রীধাম বৃন্দাবনে প্রাতে শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীকবিরাজ গোস্বামী ও শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর সমাধি এবং শ্রীশ্রীরাধাদামোদরের মন্দির পরিক্রমা হয়। শ্রীপাদ-যাবাবর মহারাজ সাধককণ্ঠমালা হইতে শ্রীজীবগোস্বামী ও শ্রীরূপগোস্বামিপাদের শোচক কীর্ত্তন করেন। পরে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হয়। অপরাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদ গুরুতত্ত্ব, গুরুসেবা, কলিকালে ভক্তিপথের কোটিকণ্টকত্ব এবং "যস্যে সুরাভচরণাম্বুরুহে", "যস্য শ্রীমচ্চরণকমলে", "যৎকিঞ্চি-দ্বৃণগুরুসনতা", "বিস্তৃতম বন্দিবৃন্দ," "ইতা যস্য হরেদাস্যে", "নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর "হইমন তুমি কিসের বৈষ্ণব" গীতিটি কীর্ত্তিত হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। রাত্রে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন।

২৩শে আগষ্ট—প্রাতে নগর-কীর্ত্তন-মুখে শ্রীরামনবমী প্রভুর স্থাপিত শ্রীরামমন্দির বিগ্রহের মন্দির-সমীপে কীর্ত্তন হয়। শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর "শীক্ষা-প্রকরণলীলা" পাঠ করেন। অপরাহ্নে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদসৌধ মহারাজ ঈশোপনিষদ্ভক "ঈশাবাস্যমিদং সর্বং" শ্লোক অষ্টবণ্টাকাল ব্যাখ্যা করিবার পর শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। রাত্রিতে শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজের শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ব্যাখ্যা হয়।

শ্রীব্রজধাম-প্রচারিণী সভা

বর্ত্তমান-বর্ষের ভাদ্রমাস 'অধিমাস' হওয়ায় ভাগবতগণের বিচারে ইহা ভগবদ্ভজনের পরম অনুকূল 'পুরুষোত্তমমাস' নামে অভিহিত হইয়াছে। এই মাস পুরুষোত্তম কৃষ্ণের পরম প্রিয়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজ ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লীলাপুরুষোত্তমের প্রিয়তম লীলাক্ষেত্র ব্রজমণ্ডলে পুরুষোত্তম-ব্রত পালনের জন্য শ্রদ্ধাবান্ জীবমাত্রকেই শ্রেষ্ঠ সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীরূপানুগবর আচার্য্যানুগত্যে এই পুরুষোত্তম-ব্রত উদ্‌যাপনের অভিপ্রায়ে বহু শুদ্ধবৈষ্ণব, ভক্ত ও সজ্জনগণের সম্মেলন হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যহ প্রাতে সঙ্কীর্ত্তন-মুখে শ্রীধাম-পরিক্রমা ও স্থানীয় মধুমঙ্গল-কুঞ্জে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। অপরাহ্নে প্রভুপাদ—শ্রীল সরস্বতীগোস্বামী ঠাকুর হরিকথা কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন। সন্ধ্যায় সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত গৌরবিহিত পদাবলী কীর্ত্তন ও ভজন-সঙ্গীত গীত হইতেছে। শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক আচার্য্যের অভিলাষানুসারে শ্রীব্রজধাম-প্রচারিণী সভা এই সময়ে শ্রীব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যের বিপ্রলম্ভময়ী লীলা ও আদর্শের সেবা, সঙ্কীর্ত্তন, উৎসবাদির অনুষ্ঠান ও ব্রজের লুপ্ত সেবাসম্পদের পুনঃ-প্রকাশ ও প্রচার করিবেন।

আরাধ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আরাধ্য ব্রজেন্দ্রনন্দন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ ধাম শ্রীব্রজমণ্ডলে মুকুন্দদয়িত শ্রীরূপানুগবর আচার্য্য ও অকৃত্রিম শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সঙ্গে হরিকথা শ্রবণ ও ভক্তাঙ্গের অনুশীলন এবং

কৃষ্ণের পরমপ্রিয় শ্রীপুরুষোত্তম-মাসের সেবা—একাধারে এই সকল শ্রেষ্ঠ সুযোগ আচার্য্যের কৃপায় উপস্থিত হইয়াছে। বিশ্ববাসী সজ্জন এই পুরুষোত্তম-ব্রত-মহা-যজ্ঞে যোগদান ও সর্ব্বতোভাবে ইহার সেবা করিয়া মানব-জন্ম সার্থক করুন।

বৈষ্ণব-দাসানুদাস

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (মহামহোপদেশক, ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ, শ্রীবৃন্দাবন, ১লা ভাদ্র, ১৩৪৩ সন। } শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (মহামহোপদেশক, ভক্তিসুধাকর) শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (মহামহোপদেশক, ভাগবতরত্ন)

প্রচার-প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ তীর্থ মহারাজ সাম্প্রতিকালে অতিশয় দুরারোগ্য ও দুঃসাধ্য-দুরারোগ্য পেটের-ব্যথা করিয়া কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া আসামে গমন এবং সেখানে বহুবিধ চিকিৎসা করিতে থাকেন। গত ২৭শে জুন "সমুদ্রতীরবর্ত্তী উপেক্ষা" সম্বন্ধে ঘাটে ও ২৮শে জুন 'ভগবৎ-প্রেমা' সম্বন্ধে কটকের সুপ্রসিদ্ধ রামচন্দ্র ভবনে স্বামীজী যে দুইটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। বহু শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী কটক মঠের বার্ষিক মহোৎসবের কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া গত ২০শে জুলাই প্রাতে কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠে উপনীত হন এবং মাদ্রাজে ঘাটে ত্রিদণ্ড-যতি যাত্রা করেন। ২৩শে জুলাই স্বামীজী শিষ্য মাদ্রাজ যাত্রা করেন। তথা হইতে ২৫শে জুলাই কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক ২৬শে জুলাই প্রাতে পণ্ডিত ত্রিপাদ বিশ্বেশ্বরতীর্থ মহারাজ ফরিদপুর, ব্রহ্মচারী শ্রীযুত লাল, শ্রীগৌরপ্রসন্ন ও ত্রিপুরাকুমার এবং ভক্ত শ্রীবেণুধরপ্রসন্ন দেবশর্ম্মাসহ চট্টগ্রামে যাত্রা করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান বাসুদেব মহারাজ (পূর্ব্বে শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী) পণ্ডা-গৌড়ীয়মঠ হইতে তথায় একদিবস ব্রহ্মচারী মহাশয় সহ গত ১৯শে কলিকাতায় গৌড়িয়া ঐ দিবসই পুরী যাত্রা করেন এবং তথায় ৩০শে যে ইস্ট সুভদ্রাদেবীর ত্রিপাদপদ্মে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস-বেষ গ্রহণ-পূর্ব্বক পুরীর নানাস্থানে প্রচারকার্য্য করিয়া কটক শ্রীচৈতন্যমঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদান করেন। তথা হইতে ১৪ই জুলাই কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ১৫ই জুলাই ইটালী ২৭নং বেলেঘাটার শ্রীযুক্ত তারাচরণ আঢ্য মহাশয়ের গৃহে 'বার্ষিক বিরহতীর্থ উপযোগ' ও ১৬ই জুলাই উক্ত ইটালীতে শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ আঢ্য মহাশয়ের ভবিষ্য সংকীর্ত্তনের গৃহে 'শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা ও গুরুলীলা' পাঠ করেন। ১৭ই জুলাই স্বামীজী শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ ৮ম অধ্যায় পাঠ করেন। ১৮ই জুলাই স্বামীজী ট্রেনযোগে শিষ্য মাদ্রাজ যাত্রা করেন এবং তথা হইতে ২৫শে জুলাই কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ২৭শে জুলাই নোঙ্গর শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহ-সহ পুরী যাত্রা করেন।

বার্ষিক হরিসঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব

আগামী ৩১শে ভাদ্র হইতে ১৪ই আশ্বিন পর্য্যন্ত কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে বার্ষিক হরিকীর্ত্তন-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

শুদ্ধিপত্র-প্রমাদ

গত ৪র্থ সংখ্যা (১৪শ বর্ষ) গৌড়ীয়ের "শ্রীমদ্ভাগবত কি ব্যভিচারের প্রশ্রয়-দাতা ?" শীর্ষক প্রবন্ধের ৫৫পৃষ্ঠা ২য় স্তম্ভ ২য় অনুচ্ছেদের ৪র্থ পংক্তিতে "অর্জ্জুনের মৌহিত্র মহাত্মা পরীক্ষিৎ" স্থলে "অর্জ্জুনের পৌত্র মহাত্মা পরীক্ষিৎ" এবং ঐ সংখ্যার "বিবিধ প্রসঙ্গে"র ৬১পৃষ্ঠা ১ম স্তম্ভের ৩৩শ পংক্তিতে "মধ্যে মধ্যে দুই একদিন" স্থলে "দুই একদিনের মধ্যে"—এইরূপ পাঠ হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১০ই ভাদ্র, ১৩৪৩, ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গৌড়ীয়ে 'যত মত তত পথ'—এই শাস্ত্র-বিচার-বিরুদ্ধ, সদ্যুক্তি-বিরুদ্ধ, অকৃত্রিম-সত্য বিরুদ্ধ মতবাদের প্রতিবাদ হওয়ার পর বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতিধ্বনি পাওয়া যাইতেছে। এতদিন এই বিশ্বগ্রাসী ও ভুবনমোহন পন্থবাদের বিরুদ্ধে এক 'গৌড়ীয়' ব্যতীত আর কেহই নির্ভীক-কণ্ঠে প্রতিবাদ করিতে সাহসী হয় নাই। "গৌড়ীয়ে"র প্রতিবাদের পক্ষ বিভিন্ন স্থান হইতে বহু-সমর্থন অনুভূত হইতেছে। গত ২৫শে জুলাই (১৯৩৬) শনিবার তারিখের "The Epiphany" নামক সাপ্তাহিক পত্র অতি মৃদুস্বরে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

THE EPIPHANY

[*Saturday, July 25 1936*]

"All Religions are True."—There are few more popular slogans in India today than this, but it will bear examination just about as well as any other slogan. We should be the first to admit that logic has its limitations, but it is difficult to get away from the fundamental law of thought that contradictory statements cannot both be true. But now apparently we are to believe diametrically opposite views about the nature of God to be equally correct. No, such an expression can only mean one thing, that

truth does not matter at all ; in fact it seems to be equivalent to saying "no religion is true", and the Presidential address of the World Congress of Faiths gives the impression that this is the fundamental supposition of the gathering. Now such an easy answer will never satisfy the mind of man. There is in man an instinctive feeling for truth and desire to find it. The amazing thing is that educated people belonging to one of the most acutely intellectual races in the world should allow themselves to be hypnotised by such an empty sophism. Can a reason be given for this strange phenomenon ? We believe there can.

• • • •

A Challenge to the Modern Hindu.—"We would say to the modern Hindu, Ramkrishna and Vivekananda bring to you an easy comfortable gospel, but is it true ? For no man or group of men can play fast and loose with truth with impunity. If people when the truth comes to them refuse to follow its implications, sooner or later they will come to believe a lie and the effect on the individual or national character is a gradual loosening of moral and intellectual stamina. The doctrine "All Religions are true" and the parliaments of Religion and Congresses of Faiths which accompany it are a drug, a dangerous drug that will sap away the intellectual powers and moral force of an ancient and noble race.

[মর্ম্মানুবাদ]

"সকল ধর্ম্মই সত্য"—এই বুলিটির মত জনসাধারণের মধ্যে বেশী প্রচলিত 'বুলি' বা 'বুজ' ভারতবর্ষে আর আছে কিনা সন্দেহ। এইরূপ আর যে সব বুজা আছে, সেগুলির মত এই বুজাটিও বিশেষ বিচারসহ। তর্ক বা ন্যায় শাস্ত্র সীমাবদ্ধ, একথা আমরা সর্ব্বাগ্রেই স্বীকার করি। তবে দুইটি পরস্পর বিরোধী বাক্য উভয়েই সত্য হইতে পারে না'—চিন্তা বা বিচার-নীতির এই মূল সূত্রটি অস্বীকার করিবার কাহারও উপায় নাই। কিন্তু ভগবদ্বস্তুসম্বন্ধে পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত মতগুলিকে সমকক্ষীয় সত্য বলিয়া উক্ত 'বুজা' অনুসারে এখন আমাদিগকে মানিয়া লইতে হয় বলিয়া যেন মনে হয়। বাস্তবিক পক্ষে এইরূপ 'বুজা'র দ্বারা একমাত্র ইহাই স্বীকৃত হয় যে, সত্য নির্ণীত হউক বা না'ই হউক, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। বলিতে কি, এই 'বুজা'র একমাত্র ইহাই উক্তি হইতেছে যে—"কোন ধর্ম্মই সত্য নহে"। সর্ব্ব ধর্ম্মমতের বিশ্ব বৈঠকের সভাপতির অভিভাষণে অভিব্যক্ত হইয়াছে যে, ইহাই উক্ত মতসভার মূল নীতি। কিন্তু এইপ্রকার সত্য লাভে মানব-জাতির মন কখনই পরিতৃপ্ত হইবে না। মনুষ্য-হৃদয়ে সত্যের একটা অন্তঃপ্রেরণা ও সত্যান্বেষণের একটা প্রবৃত্তি স্বভাবতঃই বিদ্যমান রহিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মবিচার-শক্তি-সম্পন্ন জাতির শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এইরূপ একটা অসার মতবাদের কুহকে ভ্রান্ত ও আত্মবিস্মৃত হইতেছেন। এই অদ্ভুত ব্যাপারের কোন কারণ নির্দ্দেশ করা সম্ভব কি ? আমাদের বিশ্বাস তাহা সম্ভব।

• • • • •

"বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে ভীষণ অভিযান"—• • আধুনিক যুগের হিন্দুসমাজের নিকট আমাদের জিজ্ঞাস্য যে—রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ যে বিনা সাধনলভ্য ও ইন্দ্রিয়তর্পণানুকূল মতবাদ আপনাদের মধ্যে প্রচার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কি কোনরূপ সত্য আছে ? কোন ব্যক্তিবিশেষ অথবা কোন সমাজ সত্য লইয়া 'খেলা' করিতে গেলে অসত্যরঞ্জিত 'ধর্ম্ম' হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না। যদি জনসাধারণ সত্যের অনুসরণে পরাঙ্মুখ হয়, তাহা হইলে অনতিবিলম্বে তাহারা অসত্যকে সত্য বলিয়া ভ্রান্ত হইবে। ইহার অবশ্যম্ভাবিফল-স্বরূপে জগতে সেই সেই ব্যক্তিবিশেষের অথবা সমাজের নৈতিক অধঃপতন ও বিচার-শক্তি বিলুপ্ত হইবে। "সকল ধর্ম্মই সত্য" এইরূপ মতবাদ এবং তাহার অনুসরণকারী 'Parliament of Religion' এবং 'Congress of Faiths' নামক প্রতিষ্ঠানগুলি এক একটা চেতন বিনোপকারী বিষ —অতি ভীষণ বিষ। এই বিষের প্রভাবে একটা অতি প্রাচীন ও মহান্‌জাতির বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক বল সমূলে বিনষ্ট হইবে।

শান্তিপুর হইতে 'মুকুর' নামক একখানি মাসিক পত্রের (বৈশাখ ১৩৩০) ৯৫ পৃষ্ঠায় 'শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী' শীর্ষক

প্রবন্ধে তিনি মুসলমান-বংশোদ্ভব, তাঁহার মুসলমান নাম—সাগর মল্লিক, এরূপ উক্ত হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ও ইতিহাস-বিরুদ্ধ। মাননীয় স্যার এন্, এন্, সরকার মহাশয়ের ও শ্রীযুক্ত যদুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ঐরূপ উক্তির ভ্রম পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। মুসলমানের তন্ত্রীপতির নাম ও ভ্রাতার আমদি করিয়া শ্রীকান্ত ও বল্লভ হয়? শ্রীমন্মহাপ্রভু বল্লভের নাম পরে "অনুপম" রাখিয়াছিলেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আদেশানুসারে শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত প্রাত্যহিক শ্রীধাম-পরিক্রমা, ভক্তি-ব্যাখ্যা, শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ব্যাখ্যা, শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা ও মহাজন-পদাবলী-কীর্ত্তনমুখে যথাবিধানে অনুষ্ঠিত হইতেছে। বৃন্দাবনে শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ ও যাদবেন্দ্র মহারাজ; কোসিতে যোগাসন মহারাজ ও সার মহারাজ; মথুরায় বাচস্পতি মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ব্রহ্মচারী সমাবেশ হইয়াছে এবং সকলেই আচার্য্যের আনুগত্যে শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত পালন করিতেছেন।

গত ৩০শে আষাঢ় শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে ভক্তিরত্ন গোস্বামী প্রভু, আচার্য্য শ্রীমৎ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ও 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক গোবর্দ্ধন হইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে গমন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীযুক্ত-বিহারী মঠের নবনির্ম্মীয়মাণ মন্দিরের কার্য্য পরিদর্শন করেন। শ্রীমন্দির সুরম্য জয়পুরী লাল পাথরের দ্বারা সুসজ্জিত ও কারুকার্য্যে সুশোভিত হইতেছে। শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন স্থানে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট পরমহংসদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের সমাধি-কুটীর নির্ম্মিত হইতেছে। অদূরে শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীচৈতন্যমঠে ব্রহ্ম-পত্তনের কূলতীরেও শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরের সমাধি-মন্দির স্থাপন করাইয়াছেন। শিল্প-দক্ষ শ্রীযুক্ত রমানাথ রায় মহাশয় শ্রীযুক্তবিহারী মঠের শ্রীমন্দিরের কার্য্যসমূহ বহু পরিশ্রম-সহকারে তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ব্রজমানসসুখদকুঞ্জে উপস্থিত হইয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পুষ্পসমাধি-মন্দির দর্শন করেন এবং ব্রজমানসসুখদকুঞ্জের প্রাঙ্গণে উপবেশন করিয়া জনৈক ব্রাহ্মণ যুবককে হরিনাম উপদেশ-প্রদান-কালে 'বৈষ্ণবনাম-গ্রহণ' ও 'নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণঃ' শ্লোকদ্বয় ব্যাখ্যা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—কৃষ্ণনাম চৈতন্য-রসবিগ্রহ। আমার, পাড়ের বা পাথার ভোগ্য নহে—শ্রীনাম। কান, নাক, জিভ্ বা আমাদের বিভিন্ন ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তর্পণ বিধান করে, তাহাই ভোগ্য। যাহারা কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণপরিকর, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতিকে মুখে 'ভোগ্য' না বলিলেও কার্য্যতঃ উহাদিগকে ভোগ করিতে চাহে, তাহারাই প্রাকৃত-সহজিয়া।

অধোক্ষজ ভগবান্‌কে কোন প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত করা যায় না। যখনই ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত করিবার চেষ্টা হইবে, তখনই মায়া-ভোগ হইবে। কৃষ্ণ যোগমায়া-দ্বারা সর্ব্বদা আবৃত থাকিবেন। ভোগ দুইপ্রকার—কুভোগ ও সুভোগ। উভয়ই ত্যাজ্য। ভোগী ও ত্যাগী উভয়েই সমভাবে।

ব্রজবাসীর অনুগত হইয়া শ্রীনামের ভজন না করিলে 'আমার সংসার' হইয়া যাইবে; আর ব্রজবাসীর আনুগত্যে কৃষ্ণসংসার লাভ হইবে। যদি সব সময়েই কৃষ্ণের স্মরণ না হয়, তাহা হইলে ব্রজবাসীর আনুগত্যে থাকিতে হইবে। বার্ষভানবী, নন্দ-যশোদা, সুবল-শ্রীদাম, রক্তক-পত্রক, বায়ুন বয়ঃ প্রকৃতি ব্রজবাসী। 'এই সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম ধর্ম'—এই বাক্যানুসারে সমস্ত 'অহং-মম ভাব' ছাড়িয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। যাঁহারা রসোদ্গার করিয়া শান্তিলাভের জন্য এখানে আসেন, তাঁহারা বহুনায় বয়ঃ হইয়া যাইতে পারেন—শান্তরসের রসিকের ন্যায়।

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ 'প্রেম-ভক্তিরসে স্নেহ, মান, প্রণয়'—এই পদটি ব্যাখ্যা করেন ও উপদেশামৃতের "তন্নাম-রূপ-চরিতাদি-সুকীর্ত্তনানুস্মৃত্যোঃ" শ্লোকের তাৎপর্য্য বলেন। ব্রজবাসীর অনুগত হইয়া চব্বিশঘণ্টা ব্রজেন্দ্রনন্দনের নাম

ওপাদি কীর্ত্তন করিতে করিতে ব্রজে বাসই সমস্ত উপদেশের সার। সেরূপ শ্রীপুরুষোত্তম ধামবাসের অনুবিধা হয় না। ব্রজ-ধাতু অর্থে চলা, তিনি সর্ব্বদা চলিতেছেন—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের পথে।

ব্রজের কৃষ্ণভোগ্যা রবি, গুরু, তক্র, আমন, নদী ও ব্রজবাসিগণের স্বভাব বলিতে বলিতে শ্রীল প্রভুপাদ ভাবাবিষ্ট হইলেন এবং স্বয়ং 'মধু খোল বাজা' করিয়া গান করিলেন। ওরা সেপ্টেম্বর রাধাকুণ্ডে হরি-কীর্ত্তন-মহোৎসব ও তদুপলক্ষে বহু ভক্তের আগমন হইবে, তজ্জন্য স্থান ও অন্যান্য উপকরণের ব্যবস্থা করিবার কথা ভক্তগণকে উপদেশ দিয়া শ্রীল প্রভুপাদ বেলা প্রায় ১১টার পরে মধুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীরাধাকুণ্ডে—শ্রীকুঞ্জ-বিহারী মঠের নিকটেই আর একটি কুঞ্জে পুষ্পোদ্যানের স্থান ও একটি ভজন-কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহা মধুরাভিমুখে গমনকালে পরিদর্শন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ গোবর্দ্ধন হইয়া মথুরায় আগমন করিলেন।

শ্রীপুরুষোত্তম-কীর্ত্তন-ব্রতোৎসবে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—শ্রীরাধা কৃষ্ণাসন, 'মধুমঙ্গলকুঞ্জ'

কাল—৭ পুরুষোত্তম, ৪৪০ গৌরাব্দ

গত ২৩শে আগষ্ট (১৯৩৮), ৮ই ভাদ্র (১৩৪৫) পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধা কৃষ্ণাসনের 'মধুমঙ্গল-কুঞ্জে' অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে প্রায় ৫৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

প্রথমে শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর 'মুক্তাচরিতে'র 'নাম-শ্লোক' শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়া বলেন,—আমরা লঘু হইতেও লঘু, তদপেক্ষাও লঘু। আর গুরুপাদপদ্ম—যিনি বৃহতের সেবা করেন, তিনি বৃহৎ হইতেও বৃহৎ, তদপেক্ষাও বৃহৎ। শ্রীদাসগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বেন কলয়ন্
মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বং মম পরমভাবং লভ মনঃ॥

শ্রীগুরুদেব মুকুন্দপ্রেষ্ঠ। তিনি কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবা করেন বলে কৃষ্ণের প্রিয়তম। ভগবানের যাবতীয় প্রিয়গণের মধ্যে আবার মঞ্জরীভাবে গুরুদেব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়তম। গোস্বামিবর্গ—যাঁরা ব্রজে বাস ক'রেছিলেন, তাঁদের বিচারে পাই কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়, আর সকলেই আশ্রয়। বিষয় ও আশ্রয়ের বোধে লীলা সম্ঘটিত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। শ্রীগুরুদেবকে আশ্রয়জাতীয় ভগবদ্‌বিচার ক'রতে হ'বে।

শ্রীগুরুদেবে ত্রিবিধদে পাঁচপ্রকার বিচার প্রতিষ্ঠিত। যাঁরা মধুর রতিতে ভগবদ্ভজন করেন, তাঁরা গুরুপাদপদ্মকে অভিন্নব্রজাবধূজনের বলে জানেন। যাঁরা বাৎসল্য-রসের প্রার্থী, তাঁরা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে নন্দযশোদাদির প্রকাশ-বিশেষ ব'লেই জানেন। যাঁরা সখ্যরসের প্রার্থী, তাঁরা শ্রীদাম-সুদাম প্রভৃতি কৃষ্ণসখা ও তাঁদের প্রভু নিত্যানন্দের প্রকাশ-বিশেষ ব'লেই জানেন। যাঁরা দাস্যরসের সেবক, তাঁরা গুরুপাদপদ্মকে ছত্রক, পত্রক, চিত্রকাদি নানের কৃত্যবর্গের প্রকাশ-বিশেষ ব'লেই জানেন। আর যাঁরা শান্তরসের সেবক, তাঁরা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে যমুনা নীর, গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু প্রভৃতির প্রকাশ-বিশেষ ব'লেই জানেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়-জাতীয় প্রকাশ। কেহ মনে না করেন, তিনি মূল আশ্রয়-বিগ্রহ বা বিষয়বিগ্রহ। তাই চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ব'লেছেন,—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

অনর্থযুক্ত অবস্থায় ও অনর্থমুক্ত অবস্থায় শ্রীগুরুদেবের দর্শনভেদ আছে। অনর্থ-যুক্তাবস্থায় ভোগ্যজাতীয় দর্শন ও অনর্থ-মুক্তাবস্থায় সেব্য-দর্শন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম যে-প্রকার সেবা করেন, তদাশ্রিতগণেরও সেই প্রকার বিচার থাকবে। আমি এক'রকে চ'ল্লাম, আর গুরুপাদপদ্মের ইচ্ছা অন্যরূপ, তা'হ'লে অভক্তি হ'য়ে গেল। ঠাকুর মহাশয় ব'লেছেন,—

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং (সোঽয়ং) রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥

শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু কবে আমাকে এমন কৃপা ক'র্বেন, কবে আমার এমন সৌভাগ্য হ'বে যে, আমি রূপানুগ-পদ্ধতির অনুসরণ ক'র্ব।

আগেই আমরা প্রেমিক ভক্ত ও রসিক ভক্ত হ'তে চাই। সাধন-ভক্তির পূর্ব্বেই ভাব-ভক্তি দেখা'তে চাই। গাছে উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই এত কাঁদি। কিন্তু শ্রীরূপপ্রভু বলেন,—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ।

প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ ব'লেছেন,—

তাবৎ কলির্জনিন ইন্দ্রিয়বৈহিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥
সংসার-দুঃখ-গরলৌ পতিতস্য কাম-
ক্রোধাদি-নক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য।
দুর্বাসনা-বিপতিতস্য নিরাশ্রয়স্য
চৈতন্যচন্দ্র যদি নেহি পরাবলম্বম্॥

সাধনের নামে ভোগের জন্য ও ত্যাগের জন্য ত' বহু ক'র্লাম, কিন্তু কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য কি ক'রেছি? এ বলে আমার মত ভাল, সে বলে তা'র মত ভাল, এই রকম পরস্পরে বিবাদ দেখে যদি মনে করি আমি নির্জ্জন ভজন ক'র্ব, সেখানেও যে বিপদ। জিজ্ঞাসা করি,—আমার ইন্দ্রিয়গুলির প্রতিই বা এখন কি বিশ্বাস আছে? আমি যে আমাকে মনে মনে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ফাঁকি না দিচ্ছি, তার কী ভরসা আছে? কর্ম্মপথে, জ্ঞানপথে ও যোগপথে অসুবিধা আছে ব'লে ভগবদ্ভক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা সুগম পথ, কিন্তু তাহারও আবার কোটি-কণ্টক-রুদ্ধ। যদি ভগবান্ চৈতন্যদেব বুদ্ধি' ভাল ক'রে না দেন, তবে লোকের সঙ্গে কেবল ঝগড়া ক'র্ব, নিজের বা কা'রও মঙ্গল ক'র্তে পার্ব না।

বাস্তব বস্তুর ছায়া এই জগৎ। বিষয়ধর্ম্মই সংসার। আমার ভোগ্য পদার্থ ও কৃষ্ণভোগ্য পদার্থ সমজাতীয় নহে যেমন এই জগতেও দেখি পিতৃভোগ্যা (মাতা) আমার ভোগ্যা নহে

সকলেই হরিভজন ক'র্তে পারি না, এই বিচার না আস্‌লে মহতের পাদপদ্মে অভিগমন হয় না। "শ্রীগুরুদেব আমার তাদৃশ নানা অসম্পূর্ণতা-দোষে দুষ্ট ও অনভিজ্ঞ নর্ত্তা তাঁর, অথবা আমা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠ", —এই বিচার আস্‌লেই বিশ্বের প্রভু হ'য়ে যাওয়া যায়। তখন ভগবদ্ভজন (?) সব চুলায় গেল।

যিনি আমাকে প্রতি পদে-পদে কি ক'রে কৃষ্ণসেবা ক'র্তে হয়, কি ক'রে আশ্রয়-জাতীয় ও বিষয়-জাতীয়ের সেবা ক'র্তে হয়, ইহা শিক্ষা দেন, সর্ব্বদা অনুকূল বিষয়-গুলি জানিয়ে দেন, তিনিই গুরুদেব যেমন শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু তাঁর ব্রজবিলাস স্তবে ব'লেছেন,—

"যৎকিঞ্চিৎ কৃপণস্য কীটসুখদং গোষ্ঠে সমস্তং হি তৎ
সর্ব্বানন্দময়ং মুকুন্দবনিতং লীলানুকূলং পরম্
যাচ্ঞৈরেব মুহুর্মুহুঃ কৃতমিদং নিষ্কিঞ্চিতং যাচ্যতাং
ব্রহ্মাদেরপি সম্পদেন তরিদং সর্ব্বং ময়া বন্দ্যতে। (ব্রঃ স্তব ১০২)

[গোষ্ঠে যাহা কিছু তৃণ-গুল্ম-কীট-পতঙ্গাদি, তৎসমস্তই সর্ব্বানন্দময়, মুকুন্দের প্রিয় ও তাঁহার লীলার বিশেষ অনুকূল। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে ব্রহ্ম উদ্ধবাদির প্রার্থনাক্রমে ইহা পুনঃ পুনঃ সুস্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আমি তৎসমস্ত বস্তুর বন্দনা করি।]

আমি সকলকেই বন্দনা ক'র্ছি। ব্রহ্মা-শিবাদি সকলেই শ্রীবার্ষভানবীর সর্ব্বোত্তমতা কীর্ত্তন ক'রেছেন, ভোক্তা একমাত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন, আর অন্য সকলেই ভোগ্য, সকলেই ভোগ্য হ'য়ে কৃষ্ণানুকূলতা লাভ ক'রেছেন। এখানকার টেঁট গাছ, পিলুর ডাল, গরু, বৃন্দাবনের ঘাস, কোনটিই সাধারণের ভোগ্য পদার্থ নহে, তাই ব্রহ্মা তাঁদের বন্দনা ক'র্ছেন। এখানকার সমস্তই ইন্দ্রিয়-ভোগ্য নহে—কৃষ্ণভোগ্য—কৃষ্ণ-প্রিয়—কৃষ্ণলীলার অনুকূল।—এ বিচার যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আস্‌বে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা আধ্যক্ষিক থাক্‌ব। হৃদয় যাঁ'দের বিষয়-স্পৃহা-রহিত হ'য়েছে,

তাঁরাই পরম অনুবিধাজনিকে সুবিধা মনে ক'রবেন, অর্থাৎ সব কৃষ্ণসেবার অনুকূল ক'রে নেবেন।

আমাদের ভোগের অনুকূল ও কৃষ্ণের ভোগের অনুকূলে পার্থক্য আছে।

"যদ্যে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥
(ভাঃ ১০।৩১।১৯)

যস্ত শ্রীমচ্চরণকমলে কোমলে কোমলানি
শ্রীরাধোচ্চৈর্নিজসুবক্ষসে সম্ভ্রমাদাকুচাগ্রে।
তীব্রাপ্যাসাদ্য নহি মধ্যাত্যয়ং কার্তিরস্মাকমেষাং।
স শ্রীগোরে প্রভবতু সদা সেবয়াবস্থিতিং নঃ॥
(স্তবাবলী, ব্রজবিলাসস্তব ৯১)

বার্ষভানবীর সেবার অনুকূলে লক্ষ্মীদেবী যাঁর পাদপদ্ম অনায়াসে বক্ষে ধারণ ক'রছেন, পাছে কৃষ্ণের সুখের ত্রুটী হয়, এজন্য তাঁতে বার্ষভানবী ভয় ক'রছেন। বার্ষভানবী মনে ক'রছেন, কৃষ্ণের সুকোমল পাদপদ্ম আমার বক্ষদেশে ধারণ ক'রলে আমি ভোগী হ'য়ে যাব। আমার কঠিন বক্ষ শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল পাদপদ্মের নিকট কর্কশ বোধ হ'লে তাঁর সুখেই ব্যাঘাত হ'বে। এখানেই বার্ষভানবীর সহিত লক্ষ্মীর সেবার তফাৎ। লক্ষ্মী ও পৌরস্ত্রিগণের সেবায় বিচার-প্রণালীতে কিছু কিছু আত্মসুখ-তাৎপর্য্যের গন্ধ আছে, কিন্তু বার্ষভানবী ও তদনুগতা গোপীগণের সেবায় কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-চেষ্টা-ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ নাই। তাই ব্রজেন্দ্রের সেবার বিচার-প্রণালী ও শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবার বিচার-প্রণালী একজাতীয় নয়।

বহুদিন হ'তেই শেষশায়ীতে ভগবান্ বিরাজিত আছেন, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমদ্ভাগবতের 'যদ্যে সুজাত-চরণাম্বুরুহং স্তনেষু' শ্লোক গান ক'রতে ক'রতে শেষশায়ীতে নর্ত্তন-লীলা আবিষ্কার ক'রে শেষশায়ীর কথা প্রকাশ ক'রেছিলেন। গোস্বামিবর্গ শ্রীগৌরসুন্দরের সেই ভাবে উদ্বুদ্ধ হ'য়েছিলেন। কিন্তু এখন সে-সকল কথা এখানে শুনবার বা বলবার লোক নাই।

শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট পুনঃ-সংস্থাপন আমাদের সেবার বিষয় না হ'লে, আমরা অচৈতন্যদেবগণের বিবর্ত্তমান মত-বাদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়াতে ব্যস্ত হ'ব। শ্রীচৈতন্যদেবের মনোহভীষ্ট-স্বরূপই এই শেষশায়ীর সেবা, শেষশায়ীতে বাস্তব্য-স্থাপন। রূপানুগবর দাস গোস্বামিপ্রভুর বিচারের অনুসরণ ক'রলেই আমাদের এই জগতে অবস্থান সার্থকতা-মণ্ডিত হ'বে।

ভক্তির পথ ছেড়ে আমরা ভোগী ও ত্যাগী হ'য়ে যাচ্ছি, ন নির্বিণ্নোনাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ' (ভাঃ ১১।২০।৮) কথাটি সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছি।

আমরা রসিক হ'তে গিয়ে কাব্যপ্রকাশ ও সাহিত্য-দর্পণের বিকৃত মতকে অপ্রাকৃত রসের সহিত সমান মনে ক'রে কোথায় চ'লে যাচ্ছি। ব্রজে এসে কোথায় সুবিধা হ'বে, তিন্ন তাই না ক'রে ধামাপরাধ ও নামাপরাধকেই ধামবাস ও নাম-ভজন মনে ক'রছি।

আমরা নির্জ্জন-ভজনের পক্ষপাতী হ'য়ে কীর্ত্তন বন্ধ ক'রে দেওয়ার মতলব ক'রেছি। এতে ত' গুরুপাদপদ্মের কথা শুনবার আদৌ রুচি নাই—হরিকথা শুনে যেটুকু রুচি হ'বে, সেইটুকুও বন্ধ ক'রে দাও, কপাট বন্ধ ক'রে নির্জ্জন-ভজন কর—হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের প্রতি দ্বার রুদ্ধ ক'রে দাও। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদীদের এই মত আজকাল প্রচ্ছন্নরূপে তাকলধামে প্রতিষ্ঠালাভ ক'রেছে।

সম্ভোগবাদীর মত—আমার রুচি বা আমার ভাললাগা আর ইন্দ্রিয়তর্পণকারী ভগবদ্ভক্তের বিচার—হরিগুরু-বৈষ্ণবের রুচির সেবা। কৃষ্ণজ্ঞানের অভাবেই আমাদের পরমাত্ম-জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, মিশ্রজ্ঞান ও অন্যাভিলাষময় জ্ঞান উদিত হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বহুস্থ-ব্যক্তিকে যে মহাবদান্যতার কথা ব'লেছেন, তা' না ক'রে আমরা Flood relief, Cholera relief প্রভৃতিকেই পরোপকার ও উদারতা মনে ক'রছি! কেউ ব'লছে—ছোট জাতিকে উঁচু করে দাও, কেউ ব'লছে—বড়লোকের টাকাগুলি সকলকে সমান ক'রে ভাগ ক'রে দাও, জাতির উন্নতি কর, দেশের উন্নতি কর, ইত্যাদি। জীবন ক'টা দিনের জন্য বা কয় মুহূর্ত্তের জন্য? অযোগ্যজ ভগবানের সেবায় সময়টুকু অকপ ও ভোগ্য বিষয়ের বিষাদঘাতক হিতের কার্য্যে লাগিয়ে দিয়ে বিবর্দ্ধন ক'রতে ক'রতে নিজের ও পরের প্রতি হিংসা করাই কি শ্রেষ্ঠ পরোপকার? আমরা শ্রীচৈতন্য-

দাস, অদ্বৈতদাসগণের বিচারে আমরা অচেতন হ'য়ে থাকব না। বাঙ্গিক পত্নীগণ কি শিক্ষা দিয়েছিলেন ?

"ধিগ্জন্ম নস্ত্রিবৃদ্বর্ষবিড্ভুগ্বতং বিদ্ বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্কুলং ধিক্ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে ॥"
(ভাঃ ১০।২৩।৩৯)

কৃষ্ণসেবার সময় নষ্ট ক'রে যাঁরা ঐশ্বর্য্যকে বিষ্ণুধর্ম্মের কার্য্যে নিযুক্ত ক'রেছেন, তাঁ'দের ধন, ক্রিয়া-নৈপুণ্য সকলকে ধিক্। আমি হরিকথা-কীর্ত্তন বা প্রচারে প্রতিষ্ঠা আসবে মনে ক'রে, প্রচ্ছন্নপ্রতিষ্ঠানন্দী, ভজনানন্দী (?) সেজেছি, আমাকে ধিক্। আমার লোক-দেখান' বৈরাগ্য ও ক্রিয়ানৈপুণ্যে ধিক্। ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দ প্রভু শত শত শিষ্য ক'রেছিলেন, শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন, মহোৎসবাদি ক'রেছিলেন, কিন্তু কপট নির্জ্জন-ভজনানন্দী সাজিতে পারেন নাই ব'লে আমরা ঠাকুর মহাশয়ের ভজনা না ক'রে প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠা-প্রিয় ব্যক্তিগণের আদর্শের ভজনা ক'রব, তা' নয়।

জনক রাজা, রায় রামানন্দ আমার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি না ক'রলেও তাঁ'দের অসমোর্দ্ধত্বই আমরা স্বীকার ক'রব। রায় রামানন্দের প্রথম দর্শনে প্রদ্যুম্ন মিশ্রের যে ভ্রান্তি, সেই ভ্রান্তিকে আমরা ভ্রান্ত লোকের বিচারের দ্বারা পুষ্ট ক'রব না। যে কয়টা দিন জীবন আছে, সেই শেষ কয়টা দিন যদি হরিভজন করা যায় তা'হ'লেই সুবিধা হ'বে। জগতের তথাকথিত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব বা এই বিশ্ব কিছুই থাকবে না। চব্বিশটি ঘণ্টা যদি হরিভজন না করি, তা' হ'লে সুযোগ পেয়েও সুযোগ হারিয়ে ফেল্‌লাম। বিপথগামী ব্যক্তিগণকে সুযোগ দিতে পারলেই ভগবানের কৃপা হ'বে। জাগতিক ধনী আমাদের আদর্শ নয়, জাগতিক পণ্ডিত আমাদের আদর্শ নয়, জাগতিক কুলীন আমাদের আদর্শ নয় বা জাগতিক রূপবান্‌ও আমাদের আদর্শ নয়। রক্তাম্বোধ, বশিষ্ঠ, শক্তরাচার্য্য প্রভৃতির ন্যায় পণ্ডিতা, ইড্‌সেল বা Edsel Ford (American), Henry Ford (American), Edward de Rothschild (French) প্রভৃতি ব্যক্তিগণের ঐশ্বর্য্য আমাদের আদর্শ নহে, রাজা রামমোহন রায় বা স্বামানন্দ সরস্বতীর আধ্যক্ষিকতাকে আমরা শত যোজন দূর হইতে নমস্কার করি। আমরা ব'লতে ব'সেছি। আমরা ভাগবতের এই বাণী শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত কীর্ত্তন ক'রব।

"নহ্যঙ্গ ত্বদুপাসনায়ত ইদং দ্রষ্টুং শ্রুতং বা জগৎ
আত্মত্বপ্রতিষেধনিত্যমপীহ ধীরঃ
তূর্ণং জহ্যাদসন্মতিং যদসতীং চেতোঽক্ষবিক্ষেপণীং
সিদ্ধ্যেন্নাস্য বিনোদসাধ্য বিষয়ঃ কিন্তু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥"
(ভাঃ ১১।৩।৪৭)

যে কোন জন্মে বিষয় পা'ব, কিন্তু চৈতন্যচন্দ্রের কথার কথা সকল জন্মে শুনতে পা'ব কিনা সন্দেহ। চৈতন্যদেবের কথা যাঁ'রা শুনেছেন, তাঁ'দের কথা ছাড়া অন্যের কথা শোনার কোন প্রয়োজনই নাই। শ্রীচৈতন্যের কথা—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"।

শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে শ্রীযুৎ যাযাবর মহারাজ "ওহে মন তুমি নিতের বৈষ্ণব"—এই মনঃশিক্ষা-পূর্ণ সঙ্গীতটি কীর্ত্তন করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীমথুরামণ্ডলে শ্রীল প্রভুপাদ

গত ২৪শে আগষ্ট তারিখে শ্রীল প্রভুপাদ মথুরা হইতে বৃন্দাবনে যাইবার সময় শ্রীবৃন্দাবনের অনেক প্রাচীন ইতিহাস বলিতে থাকেন। বেতুপ্রামের নন্দরাম বসু মহাশয় যে মদনমোহনের আধুনিক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন সেই কথা, মধুমঙ্গলকুণ্ডের কথা, লালা বাবুর কথা, ভড়ানের জমিদার রায় মহাশয়ের বৃন্দাবনবাসের কথা এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সহিত বৃন্দাবনের রাজা রাধাকান্ত দেবের সাক্ষাৎকারের কথা, শ্রীবৃন্দাবনে জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সহিত ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাৎকারের কথা, ঠাকুর ভক্তিবিনোদকর্ত্তৃক বৃন্দাবনে কদম্বের সৌরাত্ম্যনিবারণের কথা প্রভৃতি অনেক বিষয় বলিয়াছিলেন।

অপরাহ্ণে বৃন্দাবন হইতে মথুরায় ফিরিয়া আসিয়া ভ্যাম্পিয়ার পার্কের 'শিবালয়' তলে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সভা

ও ঘৃতভাজনকারী সেবার বেশিষ্ট্যের কথা সেবকগণকে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিয়াছিলেন।

২৪শে আগষ্ট শ্রীল প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণগণকে প্রচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তৎসম্বন্ধে একটি উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। মানবকল্যাণ বা বিশ্বের চিন্তাধারার অনুসরণ বা তাহাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-বিধান প্রভৃতিগুলি প্রচারের উদ্দেশ্য নহে। একমাত্র অধোক্ষজ ও সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টাই সমস্ত চেষ্টার পর্যবসিত হইলে সকলের প্রকৃত-মঙ্গল সম্ভব।

ঐ দিবস (২৪শে আগষ্ট) শ্রীমদ্ বন মহারাজ মথুরা হইতে দিল্লী-গৌড়ীয়মঠে গমন করেন।

২৬শে আগষ্ট প্রত্যূষে শ্রীল প্রভুপাদ ও তদনুগমনে—শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত গোস্বামী প্রভু, আচার্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ প্যারীমোহন দাস-কোবিদ ও 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মথুরা হইতে কোসি গমন করেন। কোসিতে ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ, শ্রীমৎ সার মহারাজ, শ্রীমদ্ রাধারমোদর দাস বাবাজী, ব্রহ্মচারী বান্ধবানন্দ ও পণ্ডিতপাবন প্রভৃতি প্রচারকগণ আচার্য-পাদপদ্ম বন্দনা করেন। তাঁহারা আচার্যাদেশে উহাদের প্রচারকার্য করিতেছেন। এই সকল প্রচারক শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশানুসারে কোসিকে কেন্দ্র করিয়া ব্রজমণ্ডলের বিভিন্নস্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছিলেন। কয়েকদিন যাবৎ কোসিতে কয়েকটি সাধারণ স্থানে ভাষাচিত্রযোগে শ্রীমদ্ বোধায়ন ও সার মহারাজের বক্তৃতা হইতেছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ কোসিতে ভক্তগণের প্রচার-কেন্দ্র দর্শন করিয়া সেবকাশ্রম গমন করেন। মথুরা হইতে কোসি ২৬ মাইল এবং কোসি হইতে সেবকাশ্রম প্রায় ৭ মাইল। নহরের তীরেতীরে motor কোসির অভিমুখে গমনকালে কোথাও ময়ূর-ময়ূরীর নৃত্য ও কেকা-রব, কোথাও বা হ্রদের বিমল ও মৃদুকলের মন্দমন্দ বিচলন অধিকারানুযায়ী নানাভাবের উদ্দীপনা করিতেছিল। শ্রীল প্রভুপাদ সেবকাশ্রমের কথা কীর্তন করিতে করিতে যাইতেছিলেন। নহরের সেতু অতিক্রম করিয়া সেবকাশ্রমের দিকে যাইতে গৌড়বিহারীমঠের বিরাট ভূমি রহিয়াছে। তথায় কেরিল, তমাল, পিলু প্রভৃতি বৃক্ষের মূল স্বতঃই ব্রজের সহজ সম্পদের কথা উদ্দীপনা করিয়া দিতেছে। শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—এই সকল বৃক্ষে শ্রীরাধাগোবিন্দ নিত্য তরুগণের দ্বারা সেবিত হন। এই সকল স্থান অতিক্রম করিবার পরই গৌড়বিহারীমঠের গৃহ ও সেবকাশ্রম মন্দির নয়ন-পথের পথিক হইল। শ্রীগৌড়বিহারীমঠের চতুর্দিকে প্রাতঃকালীন পোষের শীতলতা বিচরণ করিতেছিল। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমঠে কিছুকাল অবস্থান করিয়া সেবার গৌরব-বিধানের নানাপ্রকার উপদেশ দিলেন এবং তথা হইতে সেবকাশ্রম মন্দিরে গমন করিয়া দাঁতাঞ্জপ্রণতি ও তথায় শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মবিলাস-স্তোত্রের স্তব কীর্তন করিলেন। স্থানীয় ব্রজবাসী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং আশ্রম-রক্ষণাবেক্ষণকারী আচার্য-পাদপদ্ম দর্শনার্থ আগমনপূর্বক নানা-ভাবে আচার্যের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ব্রজবাসী পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণগণকে লইয়া গৌড়বিহারী-মঠে কিছুকাল হরিকথা কীর্তন পূর্বক কোসিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন ও তথায় মাধ্যাহ্নিক কৃত্য সম্পন্ন করিলেন। কিছুকাল পরেই কোসি হইতে নন্দগ্রামাভিমুখে গমন করিয়া নন্দগ্রাম-গৌড়ীয়মঠাশ্রমে শ্রীগৌড়বিহারী ব্রহ্মচারীকে সেবাকার্যার্থ মথুরায় আগমনের উপদেশ প্রদান করিয়া সঙ্কেত হইয়া বর্ষাণা গমন করিলেন। তথায় বর্ষাণা-গৌড়ীয়মঠাশ্রমে দর্শন ও ব্রজবাসিগণের সহিত আলাপ ও তাঁহাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া পুনরায় সঙ্কেতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সঙ্কেতবিহারী মঠে শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় একঘণ্টাকাল অবস্থান করিয়া শ্রীঅমৃতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীব্রজবিহারী দাস বাবাজী প্রভৃতি ভক্তগণকে বিভিন্ন সেবাকার্যের উপদেশ প্রদান করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে কোসিতে প্রত্যাবর্তন করেন।

সঙ্কেত গমন-কালে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা হইতে—

"যেখিব সঙ্কেতস্থান, জুড়াবে তাপিত প্রাণ,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব।
কাঁহা রাধা প্রাণেশ্বরি, কাঁহা গিরিবরধারি,
কাঁহা নাথ বলিয়া ডাকিব॥"

প্রভৃতি পদ কীর্তন করেন। কোসিতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তথায় স্থায়িমঠস্থাপনের জন্য স্থানসমূহ পরিদর্শন

করেন এবং রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকায় ভক্তগণ-সহ মথুরায় আসিয়া পৌঁছেন।

২৭শে আগষ্ট—শ্রীল প্রভুপাদ প্রাতে প্রায় ৯ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত সস্ত্রীক আগ্রার একসাইজ ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত যাদোপ্রসাদের নিকট "সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ" এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা-মুখে সদ্‌ বস্তু কি, সাধু সচ্চিদানন্দময় বস্তুই অনুশীলন করেন, "আত্মমায়া প্রবর্তনের প্রতাং" প্রভৃতি কথা কীর্ত্তন করেন। উক্ত যাদোপ্রসাদ বাবু বর্ত্তমানে ছুটীতে আছেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম-দর্শনার্থে মথুরায় আসিয়াছিলেন।

২৮শে আগষ্ট অপরাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভুবনেশের মধুমঙ্গলকুঞ্জে গমন করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করেন এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বহু রাত্র পর্য্যন্ত ডাক্তার সুরির নিকট ভাগবত-কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ সদ্বস্তু জ্ঞান ও অভিধেয়ের কথা বর্ণনে জীবের প্রত্যেক বৃত্তিকে অধোক্ষজ ভগবানের সেবোন্মুখ করাই ভগবদ্‌ভক্তি, তাহা জ্ঞাপন করেন।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ অধোক্ষজের স্বরূপ ও অধোক্ষজ-সেবকের স্বরূপ এবং তাঁহার সহিত যোগসূত্রের উপায়-উপেয়-স্বরূপ হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের উপদেশ প্রদান করেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবন ও মথুরায় পুরুষোত্তম-ব্রতের দৈনিক পঞ্জী

২৯শে আগষ্ট—প্রাতে উষাকীর্ত্তনমুখে শ্রীগোবিন্দজীর (নূতন ও পুরাতন) মন্দির-পরিক্রমা ও শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হয়। অপরাহ্নে শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ 'ঈশাবাস্য' শ্রুতির প্রথম মন্ত্রাবলম্বনে ঈশ্বর-তত্ত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, পরে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধ ২য় অধ্যায় হইতে 'যথা বিচিত্রব্যসনার্ণবং', 'শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাতঃ', 'যথা পরম-কল্যাণঃ' প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে 'মুক্তেরন্যথা' (ভাঃ ১১।২।১৭) প্রমুখ শ্লোকালোচনা-মুখে আত্মঘাতী কে, বিবেকহীন ও বিবেকযুক্তের পার্থক্য কি ইত্যাদি বিষয় ব্যাখ্যা করেন। রাত্রিতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রায়-রামানন্দ-সংবাদ পাঠ হয়। শ্রীপাদ শ্রীযুত মহারাজ গোবিন্দজীর মন্দিরের সেবায়েত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ গোস্বামী এবং ম্যানেজার (manager) শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্র-নাথ ঘোষাল এবং শ্রীসন্তোষ বাবাজীর শিষ্য বাঁকুড়া জেলার অনেক ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য বাঙ্গালীর সমক্ষে গৌড়ীয়মঠের প্রচারের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তির পারতম্য, বৈষ্ণবধর্ম্মাশ্রম এবং শুদ্ধবৈষ্ণবের লক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেন। এই দিবস শ্রীল প্রভুপাদ প্রাতে মথুরা হইতে যাত্রা করিয়া কোসি, সেবধাম, নন্দগাঁও, সঙ্কেত, বর্ষাণ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শনপূর্ব্বক রাত্রে মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ('শ্রীল প্রভুপাদ'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।)

৩০শে আগষ্ট—প্রাতে শ্রীধাম-পরিক্রমায় সংকীর্ত্তন মুখে কালিয়দহ পরিক্রমা হয়। অতঃপর শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে 'কঠোপনিষদ্' ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন। অপরাহ্নে স্থানীয় অধিবাসীগণের 'ঈশাবাস্য' মন্ত্র ব্যাখ্যা করিবার পর শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ১১শ স্কন্ধ পাঠ-প্রসঙ্গে নিষেধ ও অনিষেধ গোপীগণের বিধাতা-নিন্দা, পঞ্চাশিকের সপ্তাহকাল আয়ু ও ষট্টাঙ্কের মুহূর্ত্তমাত্র আয়ু-র্দ্বারা শ্রেয়ঃ-সাধন, বৈষ্ণবের কৃপা, "আমের তরু আমে রহুক কাজন। আমি আনি দিব মাত্র কৃষ্ণপ্রেম ধন।", "বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণসমীপে। মো হেন পামর-প্রতি হবেন সদয়।", "আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়", 'দিগম্বর' শব্দের অর্থ, 'নগ্নঃ' শব্দের অর্থ, বামন-ভিক্ষার তাৎপর্য্য প্রভৃতি বহু বিষয় আলোচনা করেন। রাত্রিতে শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ৩য় অধ্যায় পাঠ করেন।

৩১শে আগষ্ট—প্রাতে বংশীবট পরিক্রমা হয়। শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে "মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ-লীলা" পাঠ করেন। অপরাহ্নে শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ 'অন্তরতঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।"—এই শ্রুতি ব্যাখ্যা করেন। অপরাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদ মধুমঙ্গলকুঞ্জে ও তথা হইতে মথুরা প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক 'শিবালয়'-ভবনে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সদ্বস্ত

ও অভিধেয়-তত্ত্ব কীর্ত্তন করেন। (স্থানান্তরে সংক্ষিপ্তাকারে দ্রষ্টব্য।) শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন।

২৯শে আগষ্ট—প্রাতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীগোকুলানন্দ-কৌটীর মন্দির, শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভু, ঠাকুর শ্রীনরোত্তম ও শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সমাধির পরিক্রমা এবং 'যে আনিল প্রেমধন', 'এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞি', 'গুরুমহত্তবরেণু', 'জয় জয় প্রভো লোকনাথ' প্রভৃতি পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

দার্জ্জিলিংএ শ্রীল প্রভুপাদ

[দার্জ্জিলিংএর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন মহোদয়ের নিকট হইতে:—তারিখ ১২ই জুলাই, ১৯৩৬]

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিয়াছেন। নিজের চরিত্রে প্রতিফলিত করিয়াছেন এবং অন্যগত জনগণকে জড়াইয়াছেন। কিরূপে মানুষকল্প থাকিতে থাকিতে ভাগবতের বিচার গ্রহণ করিতে পারিব, তাহার সুযোগ দিয়াছেন ভাগবতে Personality of Godhead-এর কথা পাই; কিন্তু কতকগুলি ব্যক্তির impersonal বিচার। তাঁহারা জিনিষগুলি at first glance দেখিয়া বিচার করেন যে, "এ সকল জিনিষ যখন কালজোতা, তখন ইহাদিগের পুরুষোত্তমের সঙ্গে associated হওয়া উচিত নহে; জগতে বৃক্ষ, লতা, মনুষ্য, পশু, প্রস্তর, আকাশ প্রভৃতি বিশ্বের অন্তর্গত যে সকল বস্তুর সঙ্গে আমরা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের সাহায্যে associated হইতে পারি, তাহাদের দীনাবস্থা ও বিকৃত অবস্থা দেখিয়া উঁহাদের designative character তাঁহার সঙ্গে ascribe করিতে ধরণীর হন না; যে সকল চিন্তাস্রোত পরিবর্ত্তিত হয়, তাহাদের মধ্যে ব্রহ্মবস্তুকে আবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন না। যাঁহা হইতে এ বিশ্ব উদ্ভূত হইয়াছে, রক্ষিত হইতেছে ও যাঁহাতে প্রলয়ে পরিণত হইয়া থাকিবে, তাহা impersonal হওয়া উচিত (?)"; কিন্তু ভাগবত তাহা বলেন না। আমাদের epistemological efforts অর্থাৎ জ্ঞের নিরূপণে জ্ঞানের পদ্ধতি অবলম্বন পূর্ব্বক জগতের ভিন্ন অভিজ্ঞতাকে পরিবর্ত্তন করিয়া নিত্যবস্তুর অস্তিত্বে নির্ব্বিশিষ্ট বিচার হয়। আবার জ্ঞেয় পদার্থে সম্ভোগাসনায় কল্পিত বিচার করিয়া পরে তাঁহার সহিত একীভূত হইবার বিচারও শুনা যায়। যেহেতু manifestive nature টা temporal, সুতরাং উহা তাঁহাতে ascribe করিতে যাইব না। সেখানে কি আছে approach করা দরকার। ভাগবত ব্যতীত বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নানাপ্রকার ধারণা জ্ঞেয় সম্বন্ধে শুনিতে পাওয়া যায়। তাহা বিশ্ব হইতে সংগৃহীত জ্ঞানের দ্বারা বিচার করা হয়। Anthropormorphism, Zoomorphism, Phytomorphism প্রভৃতি বিচার ঠিক নহে। Manifestive nature টা তাঁহাতে জোর করিয়া cripple করিতে হইবে না। তাঁহার মূর্ত্তি কি প্রকার? অতি বৃহৎ, না শক্তি-পরিচয় মাত্র? তাঁহার অতিমর্ত্য শক্তি, যদ্দ্বারা বৃহৎ জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে—যেখানকার আকাশ হইতে আলো আসিতে ১০মিনিট সময় লাগে, তাহা কি প্রকার বস্তু, ইহা প্রচুর পরিমাণে ভাগবতে আছে; তাহাতে কেবল 'ব্রহ্ম' শব্দে non-designative entity বা ব্যাপক ভূমা বিচারের কল্পনা করা হয় নাই। ভাগবত বলেন,—

"জ্ঞানং যে পরমং গুহ্যং যদ্বিজ্ঞান-সমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া।"
"যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ।"
"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥"
"ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ॥"
"যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্॥"
"এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত ২য় স্কন্ধ, ৯ম অঃ ৩০-৩৪)

ভাগবত বলেন—প্রত্যক্ষজ্ঞান-সাহায্যে কর্ত্তৃত্বাভিমানে অহঙ্কার-বলে আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইব না। তাহা হইলে তিনি ইন্দ্রিয়জগতের বস্তু হইয়া যান। সুতরাং প্রত্যক্ষ-জ্ঞানগৃহীত কথা তিনের dimension-এর কথা। তাহের

dimension এর কথা প্রত্যক্ষ-গোচর হয় না; পরোক্ষবাদে অনেক যুগীয় বিচার আমাদের নিকট আসিলে আমরা convinced হইতে পারি—এ দুইটীকেই dismiss করিয়া 'Tabula rasa', সাধারণ উপনিষৎপাঠক যে বিচারে আবদ্ধ থাকেন। কিন্তু যেটা মানুষ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, তাহা অধোক্ষজ। অপরোক্ষ ধারণা অতিক্রম করিয়া অধোক্ষজের কথা ভাগবতে বলেন। এই গ্রন্থ খানির আলোচনা ভারতবর্ষে হইতেছে না। সংস্কৃত ভাষার দেশ বলিয়া লোকে আলোচনা করে না। ভাগবতের কথা জাগতিক তথাকথিত ধার্শনিকের চিন্তাস্রোত নহে। উহাতে পরমেশ্বরের কথা মানবগণকে জানান' হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তির কথা বলিয়াছেন, তাহার সাজা,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।

ভক্তি আত্মার ধর্ম, অন্যাভিলাষিতাশূন্যে যে চিন্তাস্রোত, তাহা ভক্তি নহে। Unalloyed—অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করা চাই। তিনি আর কিছু চান না, submission চান মাত্র। তাঁহার অনুশীলন-যোগ্যতা না থাকিলে যিনি অনুশীলন করেন, তাঁহার সাহায্য দরকার। নতেৎ বিপরীত দিকে গতি হইবে। জ্ঞেয় পদার্থ—কৃষ্ণ, তাঁহাকে জানিতে হইবে। ব্রহ্ম পরমাত্মার জ্ঞান অসম্পূর্ণ বা আংশিক। কৃষ্ণ-জ্ঞান পূর্ণ। যেখানে জীবন আছে, সেখানে সেবা করাই তাহার বৃত্তি। কিন্তু জড়-জগতের সেবা করিলে কৃষ্ণ-সেবা হইবে না। আমরা ভোজ্য পদার্থ গ্রহণ করি, বাতাস গ্রহণ করি, যথাকালে বিষয় সেবা করি; উদ্দেশ্য—এই শরীরটা রক্ষা করা; কিন্তু উহা ত' চিরদিন থাকিবে না। সংগৃহীত জ্ঞান ত' আমরা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিব না। যে সময় বৃথা কাটাইলাম, তৎকালে আমার বৃত্তিগুলি আবৃত ছিল। সেই জিনিষটা সর্ব্বাগ্রে চিত্তের জিনিষ আলোচনা করা দরকার।

শ্রীব্যাসদেব বিভিন্ন মতের আলোচনা করিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার গুরু নারদ তাঁহাকে জানাইলেন যে, "কৃষ্ণানুশীলনের অভাবেই সেই অবসাদ। বহ্বাম্নায়তাধিগম্য বিশ্বের বস্তু; কিন্তু তাহার জন্য কি করিয়াছেন?" আত্মাতে নির্বিশেষ ধর্ম্ম বর্ত্তমান, তাহাতে জড়ের অনুপাদেয়তা আরোপ করা চলিবে না। বিশ্বের দ্রব্য আমার ভোগ্য, আমি ভোগী—এই নিষ্কুদ্ধিতা হইতে তিনরকম বিচার আসে—অভ্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান। আত্মার বৃত্তি—নিত্যের অনুসন্ধান—তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান। তাঁহার সান্নিধ্যলাভই পরমার্থজ্ঞান। তিনি অবতারী, তাঁহার প্রকাশ-ভেদ আছে। তত্ত্ববিষয়ে নারায়ণ, বিষ্ণু প্রভৃতি শব্দ বলা হয়। তাঁহার সকলই জ্ঞান। "নাভি-দেশের উপরিভাগ-দ্বারাই তাঁহার সেবা করা যায় নিম্নাঙ্গ দ্বারা হয় না"—এরূপ বিচার কেহ কেহ করেন। কিন্তু হাড় মাংসের থ'লে দ্বারা তাঁহার সেবা হয় না। আমরা যে সকল জিনিষ আবদ্ধ করিতে চাই, তাহার গতি পরিবর্ত্তন করিয়া কৃষ্ণানুশীলন করা প্রয়োজন। অভ্যাভিলাষ কর্ম্ম জ্ঞানাদির আবরণ উন্মুক্ত করিয়া কৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভে প্রবৃত্তি হইলে সব দিকে সুবিধা।

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্।
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে।
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্।
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোক-মোহ-ভয়াপহা।

শোক মোহ ভয় পদে পদে আছে। এই বস্তুত্রয়ের হাত হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায়—অধোক্ষজে ভক্তি। শ্রীমূর্ত্তি অধোক্ষজ বস্তু, তিনি কাঠ, মাটি, পাথর নহেন। তাঁহাকে সীমাবদ্ধতার আবদ্ধ করা ঠিক নহে।

অর্থ—বাস্তব বস্তু, তাহার বিপরীত অনর্থ। উহা বস্তু-প্রতিম হইলেও বস্তু নহে। ঐটি যাহা, তাহাকে অতিক্রম করিতে হইবে। তাঁহাতে সকল বস্তু অবস্থিত; তিনিই মূল বস্তু।

"ত্বমাদিরন্তো জগতোঽসি মধ্যমনশ্বরং যদ্ব্রহ্মতত্ত্বং পুরুষঃ পুরাণঃ।
ত্বমস্য নিধ্যানমনাবনং নিধানং ধাতাঽব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা॥"

(ভাঃ ১০।১৪।১২)

তাঁহাতে এই জগৎ অবস্থিত, তাঁহাতে পূর্ণভাবে সব জিনিষ আছে। তাঁহার সেবা করিতে হইবে। ঘোড়া, কুকুর প্রভৃতির সেবা করিতে হইবে না; কাহার হইয়া

সেইরূপ কেহ করিতে পারি না। সোনার সেবা করিতে পারি, পুঁথিপত্র পড়িয়া সমর্থাভিজ্ঞান করিতে পারি; কিন্তু তাহাতে সময় বৃথা নষ্ট হয় মাত্র, আর তাহাতে বাস্তব সত্যের প্রতি বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়। আমরা বাস্তবিক সমর্থিতাই বা কতটুকু করিতে পারি, সেইজন্য বলিতেছিলাম—

চৈতন্যতত্ত্বের হয় কত বিচার
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

মহাপ্রভু বলিয়াছেন—কৃষ্ণের সেবা করিলে মঙ্গল হইবে। কিন্তু মানবজাতি অনেক ভুলে পড়িয়া আছে, চৈতন্যদেবের কথা জগতের লোককে জানান' দরকার। তাঁহার তাৎপর্য্য তজ্জন্য সমধিক চেষ্টিত। সেই সকল কথারই চর্চ্চিক হইয়াছে। মনুষ্যকে চেতনের পুষ্টি করান' দরকার। উহাতে বৃথা পরিশ্রম না করিয়া সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণানুশীলন কর্ত্তব্য।

কবিরাজ গোস্বামী বলেন: প্রেয়ন্তঃ ব্যক্তিং বয়ঞ্চাপিনো-
বেত্তো জানবিমুক্তভক্তিপদবীঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাতঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয় সখনী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥

রাধিকা কৃষ্ণানুশীলন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠভাবে করেন। তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ সকলেরই দর্শন করা কর্ত্তব্য। সাধারণ লোক অপেক্ষা সংকর্ম্মী শ্রেষ্ঠ, তাহাদের অপেক্ষা জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, যাঁহারা ঈশ্বরকে dismiss করিতে চাহেন; তাঁহারা সমস্ত বৃত্তিকে সঙ্কোচ করিতে চাহেন। তাহাতে শাঙ্করাদির অচিন্ত্যভেদাভেদ ও পরম চিন্ত্যাদ্বয়বাদ প্রচার করেন। চিদ্বিলাসবাদের কথা ভাগবতে ব্যাস লিখিয়াছেন।

"বদন্তি তত্তত্ত্বিদস্তত্ত্বং যজ্ঞানমদ্বয়ম্···সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতে" বিচার শ্রবণ করিলে সুবিধা হয়। একটু সময় করিয়া লইয়া প্রথম প্রয়োজন ব্রজবাসের জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যেখানে পঞ্চপ্রকারে ভগবানের সেবা হইতেছে, তথায় নীত হইলে আমরা বড় হইব। অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলে তথায় পৌঁছিতে পারিব না। তাহা হইলে ভাগ্যহীনতাই পরিলক্ষিত হইবে। শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার সেবকদের আদর্শ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

প্রদর্শিত-মহাপ্রেমপীযূষ-রস-সাগরে।
চৈতন্যচন্দ্রে প্রকটে যে স্নানো দীনা এব সঃ॥

কৃষ্ণপ্রেম আলোচনার জন্য তিনি সকল সুবিধা দিয়াছেন। অসুবিধার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া গৌড়ীয়-প্রচারকদের নিকট শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের বাণী—

ধত্বে নিধায় তৃণকং দশনৈর্নিশঠা
কৃত্বা চ কারুশতমেতদহং ব্রবীমি
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

গৌড়ীয়মঠে সকলের মঙ্গল দিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। তাঁহারা অহোরাত্র চৈতন্যদেবের কথা বলেন। চৈতন্যদেবের ইচ্ছা সকলেরই মঙ্গল হউক; অন্য কোন ধর্ম্ম-প্রচারক একথা জানেন না। ইন্দ্রিয়জগতের বিচার-প্রণালীর মূলা অতি কম। তাই আমরা কাতর হয়ে বলি—গৌড়ীয়মঠের কথার সঙ্গে অন্য কথার একটা Comparative study করুন। আমাদের সঙ্গে Co-operate করিলে জানিতে পারিবেন যে, আমরা কোন ব্যক্তি-বিশেষের কথা বলি না। আমরা চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে কোথায় যাইতে হইবে, জানা দরকার

—

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভূবলয়কল্পে ব্রাহ্মণ্য শাক্তক্রিন্দুব্রাহ্মণ

দিনাজপুরের স্বনামধন্য পুণ্যশ্লোক বৈষ্ণবরত্ন কমললোচন রায়সাহেব বঙ্গদেশে ত্যাগী বৈষ্ণবগণের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া বৈষ্ণবজগতে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যখন ৮৬৮ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুরে অবস্থান করেন, তখন রায় কমললোচন সাহেবের জন্য দিনাজপুরে কিরূপ বৈষ্ণবধর্ম্মের চর্চ্চা ছিল, তাহা ঠাকুর তাঁহার স্বলিখিত জীবনীতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। রায় সাহেব কমল-লোচন গৌরপার্ষদ পদকর্ত্তা বাসুঘোষের অন্বয় বলিয়া বিদিত।

ভক্তলোচনের অন্তরে পরমভাগবত রাধাগোবিন্দ বসি সাহেব। রাধাগোবিন্দ বাবুসাহেবের সুযোগ্য পুত্র—ভুবনমঙ্গল হাজারি কুমার শ্রীযুক্ত সত্যবিন্দু জোয়ারদার বার এট্ ল, ও বেলাসকুড়ুল।

ভুবনমঙ্গল সত্যবিন্দুনারায়ণ "চিত্রে-নবদ্বীপ" নামক গ্রন্থ লিখিয়া বৈষ্ণব-সমাজে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তিনিও তাঁহার পূজ্য পিতৃপিতামহের ন্যায় বৈষ্ণবধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক। বিশেষতঃ তিনি নিজে সত্যানুরাগী ও শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভক্তিধর্ম্ম্য ব্যক্তিবর্গের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে যে পুরুষোত্তম-ব্রত অনুষ্ঠিত হইতেছে, সেই ব্রতের আনুকূল্যকল্পে তিনি তাঁহাদের বৃন্দাবনস্থ মধুবনস্থলে আচার্য্যের হরিকথা-কীর্ত্তন ও ভাগবত-ব্যাখ্যার জন্য স্থান-প্রদান করিয়াছেন। আচার্য্যের ভুবনমঙ্গল সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে ভুবনমঙ্গল মহোদয়ের এতদনু আনুকূল্য কিছু আশ্চর্য্য না হইলেও অনেকের আদর্শ-স্থানীয় হইয়াছে এবং বৈষ্ণব-সমাজ, ব্রজবাসিগণ ও সজ্জনগণ —সকলেই ভুবনমঙ্গল প্রাজ্ঞ মহাশয়ের সেবা-কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছেন।

স্যর দেবপ্রসাদের বার্ষিক স্মৃতি-সভায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ

গত ২৯শে আগষ্ট (১৯৩৬) শনিবার সন্ধ্যায় কলিকাতা-সুরিলেনস্থ স্বধামগত পরমভাগবত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ব্রহ্মবর্চ্চস মহোদয়ের ভবনে তাঁহার বার্ষিক বিরহস্মৃতি-দিবসে তথীয় সর্ব্বপ্রাণ পরিজনবর্গের একান্ত ইচ্ছানুসারে শ্রীগৌড়ীয় মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণের আদেশে মঠের অন্যতম সেবক ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রণবানন্দ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ যদুনন্দন দাসাধিকারী বি-এ মহোদয় যথাক্রমে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও বক্তৃতা করেন। পাঠের পূর্ব্বে ও পরে পঞ্চতত্ত্ব ও 'পরম-করুণ', 'নাহংবসুমি', 'গায় গৌরাচাঁদ' প্রভৃতি মহাজন-পদাবলী এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীনবদ্বীপেন্দু দাসাধিকারী প্রমুখ মঠ-সেবকগণ পাঠ-কীর্ত্তনে যোগদান করেন। প্রথমে ব্রহ্মবর্চ্চস মহোদয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত শ্রীপাদ যদুনন্দন প্রভুর বিস্তৃত কথা-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীশুক-নিঃসৃত 'তৃণাদপি' শ্লোকানুসারে হরিকথা-প্রচার-বাসনায় জগতের নম্র প্রকৃতি ব্যক্তিগণকে সম্মানদানের কৃত্রিমতা-বিচার-মূলে বক্তৃতা করেন। যাঁরা তমোগুণকে, সত্ত্ব-দ্বারা রজঃকে এবং শুদ্ধ-সত্ত্ব-দ্বারা প্রাকৃত সত্ত্ব-গুণকেও নিষ্প্রাকৃত করিবার বিচার না লইয়া প্রাকৃত-সহজিয়াগণের বাহ্য ভোগ-ত্যাগাদির অতিনয় হইতে শুদ্ধসত্ত্ব-গুণোদ্ভাসিত কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের বিচার-বৈশিষ্ট্য —যাহাতে বিষয়ের কৃষ্ণসম্বন্ধে ব্যবহার-নৈপুণ্য-বৃদ্ধিরা উহা অসম্ভব হয়" ইত্যাদি বিষয় আলোচনার পর কীর্ত্তনান্তে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আরম্ভ হয়। এই শুদ্ধ ১ম অধ্যায়ের শ্রীব্রহ্মস্তবের প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা হইয়াছিল। পাঠের প্রারম্ভে 'ময়ূরপুচ্ছচন্দ্রিকা', 'তব কথামৃতং' প্রভৃতি শ্লোকা-লোচনা-মুখে শুদ্ধ আত্মার শুদ্ধতম তর্পণ কিসে হইতে পারে, এতদ্বিষয়ে আলোচনা হয়। অতঃপর শ্রীশুক-পরীক্ষিৎ ও সূত-শৌনকাদির সংবাদ-কীর্ত্তন-মুখে শ্রীমদ্ ভাগবতের বক্তা ও শ্রোতার যোগ্যতা; 'কৃষ্ণে স্বধামোপগতে', 'ভক্তিযোগেন' প্রভৃতি শ্লোক-ব্যাখ্যা-মুখে ভাগবতের আবির্ভাব-কথা; বিদুরের গৃহ-ত্যাগের কারণ, তীর্থযাত্রা, উদ্ধব ও মৈত্রেয়-সহ মিলন মৈত্রেয়-মুখে ভাগবত-শ্রবণ, ব্রহ্মার আবির্ভাব, চতুঃশ্লোকী শ্রবণ; শ্রৌতপন্থানুগা-বিচারের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তন-মুখে "জ্ঞাতোঽসি মেঽদ্য" শ্লোক ব্যাখ্যাত হয়। প্রসঙ্গ-ক্রমে কেনোপনিষৎ হইতে ভগবানের সর্ব্ব-শক্তিমত্তা ও জীবের তদধীনত্ব কীর্ত্তন-মুখে 'তদনমুপাসিত-ব্যম্' শ্রুতিরও ব্যাখ্যা হয়। পাঠের পর শ্রীপাদ যদুনন্দন দাসাধিকারী মহোদয় বক্তৃতা মুখে "স্যর দেবপ্রসাদের গৌড়ীয়মঠের সহিত ঘনিষ্ঠতা, গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের নিকট হরিকথা-শ্রবণে অনুরাগ, বিবিধ সদ্গুণ, গৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য বিষয়কে সমাদৃতকরণে ভক্তিবন্ধন-প্রধান, গৌড়ীয়-মঠের বাঙ্গীয় পাশ্চাত্যে প্রচার-সম্পর্কে স্যর দেবপ্রসাদের অবদান উৎসাহ ও আন্তরিক সহানুভূতি-জ্ঞাপন, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের কার্য্যে সহায়তা, আন্তরিক আত্মীয়তার সহজ ছাড়িয়া তাঁহাকে দূরস্থ আত্মরূপে ভগবদ্ভক্তগণকে দেখিবার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বলা হইল, এবং তদনন্তরে (২৮শে জুলাই, ১৯২৯) গৌড়ীয়-সম্পাদকের 'গৌড়ীয় গৌরব' বক্তৃতার সভাপতিত্ব-সূত্রে "গৌড়ীয় মঠের দ্বারা গৌড়ীয় সাহিত্য-দর্শনের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল... তাঁদের দ্বারাই গৌড়ীয়-

গৌড়ীয় বিশেষভাবে সমাবিষ্ট হইয়াছে ও [illegible] ঠাকুরটী মুক্ত-কণ্ঠে জানিয়ে দিয়েছেন" [illegible] উক্তি, সমস্ত দেবতার প্রসাদ-স্বরূপই দেবপ্রসাদ" [illegible] বহুবে অনেক কথা বলেন। অতঃপর কীর্ত্তনান্তে ব্রহ্মচর্য্যন্ত মহোদয়ের স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সত্যানুরাগী জ্যেষ্ঠপুত্র মহোদয় ধন্যবাদ প্রদান-মুখে গৌড়ীয় মঠের সহিত তাঁহার পিতৃদেবের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ, গৌড়ীয়াচার্য্যের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা, মঠের প্রচার-কার্য্য ও প্রচারবিষয়ে তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি প্রকৃতি কীর্ত্তনমুখে মঠের কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ করেন যে তাঁহাদিগকে শুদ্ধ হরিকীর্ত্তন প্রবণের সুযোগ-প্রদানের জন্য তাহারা এবং প্রসাদের পাশপাশে বাহিরে প্রণতি জ্ঞাপন করেন।

যথাসময়ে ব্রহ্মচর্য্য মহোদয়ের ভগিনিগণ ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ আত্মীয়েরা বহুসংখ্যক অনেকেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সকলেরই সৌজন্য ও ধৈর্য্যানুরাগ বিশেষ প্রশংসার্হ।

অপ্রকাশ শ্রীঅদ্বৈতপ্রসাদ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত অনেকপ্রাচীন সেবক শ্রীযুক্ত অদ্বৈত-প্রসাদ দে এম, এ, বি, এল্ মহাশয় গত ১৪ই আগষ্ট স্বধামে গমন করিয়াছেন। ইনি শ্রীধাম মায়াপুরে 'অদ্বৈতকুটির' নির্ম্মাণ করিয়া নিজ হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা ও অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। ইনি একজন বদান্য ভক্ত ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের প্রতি সর্ব্বতোভাবে অনুরক্ত ছিলেন।

অপ্রকাশ পণ্ডিত বিষ্ণুচরণ শাস্ত্রী

গত ১২ই শ্রাবণ (১৩৪৩) অপরাহ্ণে ৭৬ বৎসর বয়সে বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত ও বর্দ্ধমানের সন্নিহিত 'আকুই' গ্রামনিবাসী পণ্ডিত বিষ্ণুচরণ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার নিজ পল্লী-ভবনে স্বধামে গমন করিয়াছেন।

ইনি বহু পূর্ব্ব হইতেই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইনি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর-প্রচারিত 'নিবেদন' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন। পরে ইনি শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া 'গৌড়ীয়' ও 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে' সময় সময় প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিতেন। তিনি পূর্ব্বে বিশ্ব-বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইলেও পরে বঙ্গাব্দ ১৩৩১ আশ্বিন (ইং ১৯২৪ সেপ্টেম্বর) মাসে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার সময় মথুরার ডেপ্লাস্যার পার্কের 'বলদেব নিবাসে' পূর্ব্ব সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শ্রীচরণ আশ্রয় করেন।

তাঁহার রচিত শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের প্রশস্তিপূর্ণ কয়েকটি সংস্কৃত কবিতা প্রবন্ধ 'গৌড়ীয়' ও 'নদীয়াপ্রকাশে' প্রকাশিত আছে। তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার সমুদয় আহৃত গ্রন্থ তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠকে দান করিয়া যাইবেন।

অপ্রকাশ ভাগবতকুমার শাস্ত্রী

গত ১৭ই শ্রাবণ রাত্রিশেষে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ভাগবত কুমার শাস্ত্রী এম্-এ মহোদয় তাঁহার বাঁকুড়া বাকেশিবপুরস্থ নিজ বাটীতে ৫৯ বৎসর বয়সে স্বধামে গমন করিয়াছেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

ত্রিপুরাধিপতি শ্রীমহারাজ বীর বিক্রমকিশোর দেববর্ম্মণ বাহাদুর দিল্লী, শিমলা প্রভৃতি স্থানে প্রচার-কার্য্য করিয়া গত ১৯শে জুন পূর্ণাবয়বোপলব্ধির জন্য কুরুক্ষেত্রে শ্রীগৌড়ীয়মঠের যে 'সংবিধান-অনুশীলনী' হইয়াছিল, তৎসম্পর্কে বক্তৃতা সেবাকার্য্য করিয়া গত ২৩শে জুলাই শ্রীমান্ পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী সহ কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন এবং তথায় ৩০শে জুলাই অবস্থান পূর্ব্বক গত ২রা আগষ্ট প্রাতে শ্রীমান্ গোবর্দ্ধন দাস ব্রহ্মচারী সহ এলাহাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

গত ২৩শে জুলাই ত্রিপুরাধিপতি শ্রীমহারাজ বীর বিক্রম Mr. J. G. Laithwaite, Esq., C. I. E. Private Secretary to His Excellency the Viceroy মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার বিষয়ক কথা আলাপ করেন।

শিমলা-নিবাসী রায় সাহেব লালা ঠাকুর দাস বাবাজীর শিমলায় প্রচারার্থে অনেকভাবে সাহায্য করিয়াছেন এবং তিনি কুরুক্ষেত্রে শ্রীধাম-গৌড়ীয়মঠের জন্য একটি মনোরম ভবন করিয়া দিয়া বৈষ্ণবসেবাগ্রহের অক্ষয় কৃপাধিকার লাভ করিয়াছেন। দিল্লী অবস্থানকালে ভক্তিরসিকটিউটিক ইন্সিটিউশনে মহোদয় বাবাজীর প্রচারকার্য্যে এবং তথাকার মঠ ও শ্রীবিগ্রহ-সেবার জন্য যথেষ্টভাবে সাহায্য করেন। অবসর-প্রাপ্ত ইন্ডিয়ান-চীফ্ অডিটার রায় সাহেব মনমোহন মহোদয়ের সহিত বাবাজীর ভগবৎপ্রসঙ্গ আলাপ হয়। তিনিও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে অনেকভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

বাবাজী গত ২৮শে জুলাই দিল্লী অবস্থানকালে তত্র স্থিত Member, Viceroy's Executive Council, Industries and

Labour department) মহাশয়ের গৃহিত সাক্ষাৎ করেন। পূর্বে আরও কএকবার স্বামীজী তাঁহার সহিত দেখা করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ পর্ব্বত মহারাজ বেঙ্গিমীপুর জেলার অন্তর্গত চিল্লকিয়া শ্রীরাধাবল্লভজীউর মন্দির একজন আর্ত্তিক অনুরোধে সম্প্রচারার্থ গত ২০শে মে চিল্লকিয়া গমন করেন এবং তৎসম্পর্কে ২০শে মে হইতে তাঁহি টাউন, ভাইটেরড়, কালিন্দী, বেলাল, ফুলটিকরী প্রভৃতি স্থানে প্রচার-কার্য্য করিয়া ৪ঠা জুন চিল্লকিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই জুন অনুষ্ঠানের অধিবাস-রাত্রে সন্ধ্যায় মঠের শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ বিশেষভাবে ভিন্ন ভক্তবৃন্দের বিপুল প্রসাদাদি ও সংকীর্ত্তন-কোলাহল-মধ্যে বেলাল-নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মাইতি মহাশয়ের অর্ঘ্যানুকূলো নির্দ্দিষ্ট মন্দিরে শুভবিজয় করেন। সন্ধ্যারাত্রিক, পাঠ, কীর্ত্তন ও কোলাহলিকের পর সমবেত বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ৫ই জুন মহোৎসব-রাত্রে উষঃ-কীর্ত্তন, পাঠ ও মধ্যাহ্নে ভোগরাগিকাদি যথারীতি হইয়া পরে বহু লোককে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে এই ঘটিকায় এক বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন বাহির হয়। সন্ধ্যায় এক মহতী সভার অধিবেশনে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইবার পর স্বামীজী প্রায় দুই ঘণ্টাকাল 'বৈষ্ণব-মহিমা' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। অনন্তর কীর্ত্তন ও ভোগরাগাদির পর মহাপ্রসাদ সমবেতগণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। আশ্রমবাসী ও গ্রামবাসী সজ্জনগণ এই উৎসবে সাগ্রহে যোগদান করিয়াছেন। অতঃপর স্বামীজী চিল্লকিয়া হইতে পুরী যাত্রা করেন এবং শিপুলবাজারমঠের বার্ষিক উৎসব ও রথযাত্রা মহোৎসব সমাপ্ত হইবার পর ২০শে জুন মযূরভঞ্জের রাজধানী বারিপদায় উপস্থিত হন। ২৩শে জুন স্বামীজী শ্রীজগন্নাথ দেবের গুণ্ডিচা-যাত্রা বা মাটীমন্দির-প্রাঙ্গণে সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তন করা হয়। ইহাতে জুন সন্ধ্যায় বারিপদা হাইস্কুলের সংস্কৃত শিক্ষক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ভক্তি বি, এ, মহোদয়ের উদ্যোগে উক্ত স্কুলের বিডনস্কিয়ার কেম্পাউণ্ডে একটি সভার আয়োজন হয়। স্বামীজী উক্ত সভায় 'সনাতন-ধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বহু শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ২৪শে জুন স্বামীজী অধিবাসী শ্রীগোবিন্দ দাস মহাশয়ের গৃহে স্বামীজী শ্রীচৈতন্যভাগবত ব্যাখ্যা করেন। ২৫শে জুন শ্রীজগন্নাথ দেবের পুনর্যাত্রা-বাসরে শ্রীজগন্নাথ দেবের মাটীমন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীজগন্নাথ-যাত্রারা-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ২৬শে জুন ও ১লা জুলাই শ্রীজগন্নাথ দেবের গুণ্ডিচা বাড়ী হইতে শ্রীমন্দিরে শুভাগমন-কালে এক বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা পরিচালিত করিয়া রথাগ্রে সংকীর্ত্তন করা হয়। ২রা জুলাই নগর-সংকীর্ত্তন বাহির হয়। রাজপ্রাসাদ, দেওয়ান বাহাদুরের ভবন, পুলিশ লাইন এবং প্রধান প্রধান রাস্তা ঘুরিয়া সংকীর্ত্তন-দল রাত্রি ৯॥ ঘটিকায় "মহারাণী" বর্ষশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মযূরভঞ্জ প্রচার-কার্য্যে স্বামীজী যে সকল যোগদান করেন, তন্মধ্যে রিজার্ভ পুলিশ অফিসার শ্রীযুক্ত যদুনাথের লগ্নাধিকারী ও শ্রীযুক্ত মধুসূদন মহাপাত্র মেজোবাবু মহাশয়ের সেবাপ্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। স্বামীজী বারিপদার প্রচার-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া ৩রা জুলাই বাঙ্গালুকা গ্রামে শ্রীগোবিন্দচরণ দাস মহাশয়ের গৃহে উপনীত হন এবং তথায় ৩রা ও ৪ঠা জুলাই শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। ৪ঠা জুলাই কুরিয়ানা থানার অন্তর্গত শ্রীযুক্ত ভাগবত দাস মহাশয়ের আহ্বানে স্বামীজী উক্ত থানায় গমন করেন। রেজুনা বাবুর বাসায় হরিকীর্ত্তন ও বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। তদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ত্রিপাঠী মহাশয় "শ্রীমদ্ভাগবত শ্রেষ্ঠ কেন? ও ভাগবত ধর্ম্মের উদ্দেশ্য কি?" এতদ্‌বিষয়ে প্রশ্ন করিলে স্বামীজী তদ্বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজী পুনরায় বারিপদা ফিরিয়া ১০ই জুলাই পুরী যাত্রার উপস্থিত হন। যাত্রার প্রাক্কালে মহারাজ কলেজের শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ মহাপাত্র ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও হরিকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিলে স্বামীজী তথায় একটি বক্তৃতা করেন। স্বামীজী ১১ই জুলাই বাউসবা নিবাসী শ্রীযুক্ত মহাবলেশ্বর পালবিদ্যার্ণব মহাশয়ের অবস্থিতির গৃহে সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত ও পরদিবস শ্রীযুক্ত রাজবোহন ঘোষ মহাশয়ের গৃহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজী ১৩ই জুলাই বালেশ্বরস্থ নামজ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাসুদেব উপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া স্থানীয় মুক্ত-গৃহে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৪ই জুলাই 'সিংড়িয়া' গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ জগদাট মহাশয়ের গৃহে সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যভাগবত ব্যাখ্যা করেন। ১৫ই জুলাই বেহরুরী উপস্থিত হইয়া রাত্রে শ্রীযুক্ত রামেশ্বর মহাপাত্র মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। ১৬ই জুলাই অধিবাসী নিবাসী শ্রীযুক্ত বলরাম সেঠী মহাশয়ের গৃহে বক্তৃতা করেন। অধিবাস হইতে স্বামীজী ১৭ই জুলাই বালেশ্বরস্থিত উপস্থিত হন এবং স্থানীয় শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ প্রধান প্রমুখ ভক্তবৃন্দের সঙ্গে প্রথম বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৯শে জুলাই স্বামীজী ভুবনেশ্বর গ্রামে পৌঁছান। শ্রীযুক্ত যদুনাথ ঘোষ মহাশয় প্রমুখ ভক্তবৃন্দের সঙ্গে ভাক-বাঙ্গালোর অবস্থানের ব্যবস্থা ও এম, ই স্কুলে একটি বক্তৃতার আয়োজন করেন। স্কুলের হেড্‌মাষ্টার মহাশয় স্বামীজীকে "জীবের নিত্য কিসে হয়" এতদ্‌বিষয়ে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলে স্বামীজী তদ্বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন। ২১শে জুলাই পুরাণ বালিপাটা-নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণমোহন বেহারা ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে নগর-সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা হয়। সন্ধ্যায় প্রাঙ্গণের একটি প্রশস্ত স্থানে এক মহতী সভার আয়োজন হয়। উক্ত সভায় শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য-বিগ্রহ পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া একটি উচ্চাসনে সংরক্ষিত হয়। মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হইবার পর স্বামীজী একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ২২শে জুলাই স্বামীজী ধবলেশ্বর কুমারীপুর গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ পান্ডা মহাশয়ের গৃহে মধ্যাহ্নে কীর্ত্তন ও ভাগবতার্কমরীচিমালা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যায় স্বামীজী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন বেহারা মহাশয়ের বাটীতে ঐরূপ ভাগবতার্কমরীচিমালা ব্যাখ্যা করেন। ২৩শে জুলাই স্বামীজী হাতীকোট-নিবাসী শ্রীযুক্ত

চন্দ্রের সমাধিকারী মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত্ত্ব নিত্য কীর্তন করেন। মাইকোটের প্রচার-কার্য্য শেষ করিয়া স্বামীজী ২৩শে জুলাই উলসার শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের গৃহে পৌঁছান। ২৪শে জুলাই স্বামীজী 'মন্দালয়-প্রাঙ্গণে একটী সভায় যাইয়া ভক্তগণ সভায় উপস্থিত শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যচিত্রে পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা ভূষিত করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিলেন। সভায় কীর্তনান্তে ডেপুটী শ্রীযুক্ত নবকুমার পাহাড়ী মহাশয়ের আহ্বানে ও সভাপতি করিয়া তিনি "ধর্ম্ম-প্রচারে স্বার্থের একটী বক্তৃতা করেন। ২৫শে জুলাই শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সমাধিকারী মহাশয়ের গৃহে মধ্যাহ্নে কীর্তনান্তে স্বামীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠ করেন। ঐদিবস সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ ঘোষ মোক্তার মহাশয়ের গৃহে স্বামীজী শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে গুরুতত্ত্ব ও শিষ্যের উপাখ্যান পাঠ করেন। ২৬শে জুলাই স্বামীজী শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল সমাধিকারী মহাশয়ের গৃহে তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ ও অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণের কৃষ্ণ-বিষয়ে আলোচনা করেন। অতঃপর রাধা-মাধবের স্বামীজীর দর্শনার্থ গমন করিয়া তাঁহাকে তাঁহার গৃহে আসিবার জন্য তাঁহার দলটী পাঠাইয়া দেন। স্বামীজী ২৭শে জুলাই ডেপুটী-কালেক্টর শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্র মহাশয়ের গৃহে গমন করিয়া "ভক্তগণ একমাত্র বিষ্ণুবৈষ্ণবের সেবা ছাড়া অন্য কর্ম্ম নাই" এতদ্বিষয়ে একঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা করিয়া কীর্তন করেন। ২৮শে জুলাই স্বামীজী ভক্তিসভায় উপস্থিত হন। রাজকর্ম্মচারী ও স্কুলের শিক্ষকবর্গ তাঁহাকে ঐশ্বৈতন্যমঠের প্রচার-কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য স্কুলে যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। ৩০শে জুলাই সন্ধ্যায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের স্বামীজীকে স্কুলের ছাত্রগণ একটী অভিনন্দন প্রদান করেন। এতদুপলক্ষে একটী সভার আয়োজন হয়। সভাস্থলে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যচিত্রের পুষ্প-মাল্যাদি-দ্বারা ভূষিত করিয়া উচ্চাসনে সংস্থাপন করা হইয়াছিল। ডেপুটী শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবে ও ডেপুটী মাষ্টার মহাশয়ের সমর্থনে ডেপুটী শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ মিত্র কাব্যতীর্থ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার কার্য্যারম্ভে মঙ্গলাচরণ স্বামীজী ও সভাপতির গলদেশে পুষ্পমালা প্রদানপূর্ব্বক সভাপতির আদেশে শ্রীল প্রভুপাদের আরাত্রিক কীর্তন এবং স্বামীজীর অভিনন্দন গান ও পাঠ করিয়া ছাত্রগণ স্বামীজীকে প্রদান করিলে সভাপতি মহোদয়ের অনুরোধে স্বামীজী এই সভার বৈশিষ্ট্য-স্বরূপ পাঠ্যাবস্থায় সভা-সমিতি-কর্ম্মে কৃষ্ণানুশীলন-মুখে পারমার্থিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে একটী মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজীর বক্তৃতার পর সভাস্থলে মোক্তার শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ ঘোষ, ডেপুটী মাষ্টার মহাশয় ও সভাপতি পণ্ডিত মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের অভিনন্দন মাল্যভূষিত-চিত্র কীর্তন এবং তৎপ্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি জ্ঞাপন-মুখে সমবেতসভ্যগণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। অতঃপর সভার সভাপতি মহোদয় ও তাঁহার প্রচার বিষয়ের প্রতি সভার প্রথম-হেতু সভাপতি মহোদয় ও সভার সভ্যবৃন্দকে ধন্যবাদ-মুখে শ্রীমদ্ভাগবত্ত্ব নিত্য ও সৎসঙ্গের-প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন করেন। ঐ দিবস (৩০শে জুলাই) সন্ধ্যায় রাধালাহেবের উদ্যোগে বাজবাটীতে একটী সভার অধিবেশন হয়। উহাতে স্বামীজী রাজাসাহেবের শ্রীচৈতন্য-লীলা-প্রবেশোদ্যম শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ-মুখে শ্রীমদ্ভাগবত্ত্ব কথিত "কৃষ্ণায়-ন্যূন-জন্ম-কীর্ত্তনাই সত্য, কৃষ্ণশক্তি-কথা কীর্ত্তনকারীই সাধু, কৃষ্ণ-স্মরণকারীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান" ইত্যাদি বিষয় কীর্ত্তন করেন। ৩১শে জুলাই সন্ধ্যায় রাজাসাহেব আর একটী সভার আয়োজন করিয়া স্বামীজীর নিকট "গুরুতত্ত্ব ও মহাপ্রভুর ভেক কি? সাধন ও ভজন-মধ্যে পার্থক্য কি? সাধন কত প্রকার?" ইত্যাদি প্রশ্নের সদুত্তর প্রার্থনা করিলে স্বামীজী বিষয় ও আশ্রয়, সাধ্য ও সাধনতত্ত্বাদি আলোচনা করেন। ১লা আগষ্ট রাজাসাহেবের প্রার্থনানুসারে স্বামীজী 'গৌড় গীত' গমন করেন। তথায় মধ্যাহ্নে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। তৎপর স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা-মুখে সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনের প্রয়োজনীয়তা-বিষয়ে বহুক্ষণ কীর্তন করিয়া অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরপ্রদানপূর্ব্বক বহুক্ষণ স্বামীজী শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সেবক ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। "যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং", "বাসুদেবপরা বেদাঃ"; "স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ" ইত্যাদি শ্লোক প্রসঙ্গক্রমে ব্যাখ্যা করিয়া সমস্ত গ্রামময় কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণবিচারে কৃষ্ণানুশীলনের কথা আলোচিত হয়। ২রা আগষ্ট অভিনন্দন রাজাসাহেব স্বামীজীকে তাঁহার ছুটী ও মোটর যানে বালেশ্বর-ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দেন। রাজাসাহেব ও তাঁহার কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত হরানন্দ ঘোষ মহাশয় প্রভৃতি স্বামীজীর প্রচার-কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন; তজ্জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

শুদ্ধি-সংশোধন

গত ৪র্থ সংখ্যা (১৪শ বর্ষ) গৌড়ীয়ের "শব্দ-জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক প্রবন্ধের ৬০ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভে ১০ম পংক্তিতে 'জগদ্দর্শন' স্থানে 'চিজ্জগদ্দর্শন' ও ২৭শ পংক্তিতে 'সাধন' স্থানে 'ভজন' হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৭শে ভাদ্র, ১৩৪০; ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩ | ৭ম সংখ্যা

'হরিকথা শুনিলেই সন্দেহ আসে।'

সেদিন এক প্রসিদ্ধ ভাগবত-ব্যাখ্যাতার হরিমিন্দরে কোন শুভানুধ্যায়ী বৈষ্ণব আচার্যবান্ সাধুগণের নিকট হরিকথা আলোচনা ও পরিপ্রশ্ন করিবার সুপরামর্শ প্রদান করিলে সেই ব্যক্তি উত্তরে বলিয়াছিলেন—'হরিকথা আলোচনা ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেই হৃদয়ে অসংখ্য সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়, কাজেই আমি হরিকথা আলোচনা বা শ্রবণ-কীর্ত্তন বাদ দিয়া নিজের ঘরে বসিয়া নির্জ্জনে হরিনাম জপকেই সার করিয়াছি।' প্রসঙ্গক্রমে সেই মহাশয় ব্যক্তি বলিয়াছিলেন,—'আমার স্ত্রী আমাকে কোন হরিকথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকেও আমি বলিয়া থাকি, কিছু জিজ্ঞাসা করিও না, তাহাতে আরও সন্দেহ বাড়িবে। যতক্ষণ জিজ্ঞাসা করিবে, ততক্ষণ অনেকবার হরিনাম জপ যাইবে। কথায় কিছু হয় না, কাজেই সব হয়।' উক্ত মহাশয় ব্যক্তির গলায় মালা, হাতে ঝোলা সব আছে এবং তাঁহারই সমজাতীয় কেহ কেহ তাঁহাকে তাঁহার বাহ্য-ভক্তির মূল্য দর্শনে "ভাগবত" বলিয়াও ডাকেন কিন্তু তিনি একজন বিষয়-ধুরন্ধর, 'পলাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ'—এই বাক্যকে তিনি তাঁহার পক্ষে প্রযোজ্য মনে না করিয়া প্রায় বাহাত্তরে প্রবীণ হইয়াও বিষয়-চেষ্টায় সতত সংলগ্ন আছেন এবং বিষয়বর্দ্ধনের জন্য, এমন কি, একপয়সা অধিক লাভের জন্য তিনি লক্ষ কথা ব্যয় করিতেও পশ্চাৎপদ হন না। কেবল সদসদ্ বিচারের সময় তিনি কথার অপকারিতা অনুভব করেন। তাঁহার গুরু কিন্তু একজন বিপুল অর্থ-সংগ্রহকারী কথা-ব্যবসায়ী। গুরুদেবের ঐ আদর্শ দর্শনে তাঁহার হরিকথা আলোচনার অরুচি ও তিক্ত-অভিজ্ঞতা হইয়াছে কি না, জানি না।

যাহা হউক, উহা চিত্তবৃত্তি যে কেবল সেই ব্যক্তি-বিশেষে আবদ্ধ, তাহা নহে। অনেকেই এইরূপ বিচারের পক্ষপাতী। আমরা তাঁহাদের এই বিচারের উপর একটু বিচার করিতেছি:—'হরিকথা আলোচনায় কাহার সংশয় থাকে? আর সেই সংশয়ই বা কি?'—ইহা যদি নিরপেক্ষ-ভাবে আলোচনা করি, তবে দেখিতে পাই যে, যাহার কোন কালে মরে, ধন, সংসার ও অন্যাভিলাষে অত্যন্ত অন্যাভ ও আসক্ত আছে, তাহারাই পাছে সেই আসক্তি পরিত্যাগ করিতে হয় এবং পাছে সেই আসক্তির দুর্গ আক্রান্ত হয়, এই ভয়ে হরিকথা আলোচনা হইতে বিরত থাকিয়া মনো-মধ্যের প্রশ্রয় দেওয়াই সঙ্গত মনে করে। ইহারা যাহাকে 'সংশয়'-রহিত ব্যাপার মনে করে, তাহাই বস্তুতঃ তাহাদের আসক্তি-ছেদক এক একটি কুঠার। সেই জন্য দর্শনে তাহারা পণ্ডিত হইয়া থাকে এবং সেই শব্দকেই তাহারা 'সংশয়' মনে করিয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

ন্নতো ন সদ্ধদুৎস্রষ্টা সৎসু সঙ্গেত বুদ্ধিমান্
ব এবোক্ত ছিনত্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥

প্রকৃত সাধুর মুখে যাহা থাকে, তাহাই উক্তি বা হরিকথা-রূপ অস্ত্র। প্রকৃত সাধুগণ সেই অস্ত্রের দ্বারা জগতের প্রতি জীবের বিশেষ আসক্তিগুলিকে ছেদন করিয়া দেন। জীব কিছুতেই অভ্যাসক্তি ছাড়া পরিত্যাগ করিতে চাহে না। হরিকথা শুনিলে সেই ছাড়া ছাড়িয়া যাইবে, এই আশঙ্কায় তাহারা কর্ণ-কাণ বন্ধ করিয়া ভোগের লোষ্ট্র মাথে ওঁজাইয়া থাকে। কিছুতেই কাণে হরিকথা প্রবেশ করিতে দিতে চাহে না।

প্রকৃত সাধুর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিলে আমরা আমাদের প্রত্যেক কার্য্যকে পরীক্ষা করিয়া লইতে পারি। আমাদের কার্য্যগুলি হরির প্রীতির পক্ষে আদৌ না মেলে, তাহা যেরূপ নিষ্কপট সাধুমুখবিগলিত কথা-কষ্টিপাথরে ধরা পড়ে, এরূপ আর কিছুতেই হয় না। হরিকথা আমাদের শ্রেয়োলাভের পথে একমাত্র আলোক-স্তম্ভ। হরিকথা-বিহীন জ্ঞানী বা মৌনীর জীবন আত্মবঞ্চনা ও পর-বঞ্চনার কেতন-স্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতে কপিলদেব বলিয়াছেন,—

সতাংপ্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

(ভাঃ ৩।২৫।২৫)

হরিকথাই সাক্ষাৎ হরি, আর হরিকথা-হীন কার্য্য আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর কর্ম্মমাত্র; সেরূপ কর্ম্মের বীরত্ব যে-কোন অসভ্য জাতি বা পশুপক্ষী কীটপতঙ্গে অধিক প্রবলরূপে দৃষ্ট হয়। হরিকথা ছাড়িয়া যাহারা 'কর্ম্ম'কে বহুমানন করে, তাহারা প্রচ্ছন্নভোগী—ভগবানের সেবার প্রতি দ্রোহাচরণকারী। তিনি যতই কর্ম্মবীরত্ব প্রদর্শন করুন না কেন, সে গুলি নশ্বর ও পরিণামে অমঙ্গল-প্রসবকারী হইবে। কোন কথাই সম্পূর্ণ ও নির্দ্দোষ নহে, অধিক কি, ভগবানের উদ্দেশ্যে যে অর্চ্চনাদি ক্রিয়া বিহিত হয়, তাহাও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইতে পারে না; কিন্তু প্রকৃত সাধুমুখ-বিগলিত হরিকথা সকল অসম্পূর্ণতা ও দোষগুলিকে অপসারিত করিয়া আমাদিগকে নিষিদ্ধ ভগবৎসেবায় উন্মুখ করিয়া থাকে। হরির সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধের সূত্রই হরিকথা, অন্যান্য উপায়-দ্বারা 'সাক্ষাৎ সম্বন্ধ' হয় না, অনেক আয়াসে কতকটা পরোক্ষ-সম্বন্ধ হইতে পারে।

ভারতের সর্ব্বমান্য বেদান্তশাস্ত্র প্রথমেই 'অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা' পদে ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা বা আলোচনার কথাই বলিয়াছেন; আলোচনা-রহিত হইয়া মৌনী বা নির্জ্জন-ভজন-প্রণালী থাকিবার চেষ্টা অবৈদিক পন্থা। যাঁহারা পরব্রহ্মের আলোচনা বা জিজ্ঞাসা করিলেই সংশয় বাড়িবে মনে করেন, তাঁহারা সংশয়-নাগরে নিত্য পতিত। পূর্ব্বের চিত্ত অভিজ্ঞতাকেই তাঁহারা হরিকথা-আলোচনার উপর আরোপ করিয়া থাকেন। পরিপ্রশ্ন-বিমুখ ব্যক্তির কোন দিনই মঙ্গল সম্ভব নহে, অপরপক্ষে যখন আমাদের হৃদয়ে পরিপ্রশ্ন জাগে, তখনই মঙ্গলের অরুণোদয় হয়। যে যে-বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ, সেই বিষয়ে তাহার কোন পরিপ্রশ্নই আসে না, আর যিনি কোন বিষয়ে অভিজ্ঞ হইতে চাহেন, তাঁহারই ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা প্রশ্নের উদয় হয়। যাঁহারা মনে করেন, হরিভজন না হইলেও বিশেষ ক্ষতি নাই, তাঁহারাই হরির অনুসন্ধান-রহিত হইয়া হরিকথা-আলোচনার প্রতি নিশ্চেষ্ট থাকেন। অন্যান্য ভোগের বিষয়ে তাঁহাদের যথেষ্ট প্রয়াস আছে, কিন্তু হরির শ্রী

একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় হরিকথা কীর্ত্তন, তাহাতে তাঁহারা সম্পূর্ণ প্রয়াসহীন।

হরিকথা শ্রবণ করিলে আমরা জানিতে পারি, মুহূর্ত্তে আমরা হরিকথা হইতে বিরত থাকিব, সেই মুহূর্ত্তেই মায়ার কোন না কোনপ্রকার ছলনা আসিয়া আমাদের পতন ঘটাইবেই ঘটাইবে। ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। জ্ঞানী বা যোগী হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনের অভাবে নিজের অমঙ্গল বঞ্চিত পারে না এবং নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তির পথেই অধিকতর চলিতে চলিতে আত্মহত্যা করিয়া ফেলে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনকারী কখনও কখনও সামান্য অন্যমনস্ক হইলেও হরিকথা-শ্রবণ-প্রভাবেই আবার হরিকথায় মনোযোগী হন এবং নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ-চেষ্টা ছাড়িয়া হৃষীকেশ-তর্পণের পথে চলিবার বল লাভ করিতে পারেন। হরিকথাই সাক্ষাৎ বলদেবতারূপে তাঁহাকে বলদান করেন। অনেক সময় শারীরিক বল মানসিক বলের নিকট দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; যেমন কাম-ক্রোধ-লোভাদি রিপু-তাড়িত মনের উত্তেজনার নিকট অনেক বিশেষ শারীরিক শক্তিশালী পুরুষকেও হীনবীর্য্য হইতে দেখা যায়। বলবান্ পুরুষ হস্তীর বল পর্য্যন্ত ভঙ্গ করিতে পারে, মনশ্চাঞ্চল্যে দুর্ব্বল হইয়া সেই ব্যক্তি সামান্য অবলার পরাভব লেহন করে, কিন্তু হরিকথাশ্রবী বলদেব হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিলে শারীরিক নিতান্ত দুর্ব্বল ব্যক্তিও সমগ্র পৃথিবীর যাবতীয় প্রলোভনের দুর্দ্দমনীয় বলাৎকার-চেষ্টাকে অনায়াসে ও অজ্ঞাতসারে প্রতিরোধ করিয়া হরিসেবাময় স্বাস্থ্যে স্বাস্থ্যবান্ থাকিতে পারে।

হরিকথাশ্রবণ-পূজা-ধ্যান-ধারণা-তপস্যা-ব্রত-যোগ-কর্ম্ম-জ্ঞান সকলই মনের হরিকথা-আলোচনা-প্রভাবেই হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি ছেদন ও সংশয় বিনাশ হয়, আর হরিকথা হইতে বিরত থাকিলেই ঐগুলি সুপ্ত ও গুপ্তভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অনেকে হরিবিমুখে অজ্ঞতাকে সংশয়ের বন্যাঘাতে (?) মনে করেন, অর্থাৎ অজ্ঞ থাকিলেই আর সংশয় উপস্থিত হইবে না বিচার করেন, কিন্তু ঐ অজ্ঞতা সংশয়েরই গুপ্তস্থান। অতি শিশু জাগতিক বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ, মৌনী, প্রশ্নহীন বা সংশয়হীন (?) বলিয়া যে সে জাগতিক সুখদুঃখের অতীত, তাহা নহে; ত্রিতাপ শিশুকেও তপ্ত করিয়া থাকে, তাহার কারণ জানা না থাকায়, 'কেন মোরে জারে তাপত্রয়' এই পরিপ্রশ্ন করিতে না পারায় শিশু ত্রিতাপের হস্ত হইতে নিষ্কৃতির উপায়ও জানিতে পারে না এবং তাহা জানিতে তাহার যত বিলম্ব হয়, তত অধিক দিনই তাহাকে ত্রিতাপ ভোগ করিতে হয়। অতএব যতদিন পর্য্যন্ত না সতোর আলোচনা বা সত্যবিগ্রহে পরিপ্রশ্ন আরম্ভ হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত অজ্ঞান বা মায়া নিশ্চিন্তভাবে তাহার স্থায়ী বাসস্থান রচনা করিয়া অবস্থান করিবার সুযোগ পাইবে। সত্য-কথার আলোচনা আরম্ভ হইলেই মায়ার স্থায়ী বাসস্থানে টান পড়ে। মায়া শঙ্কিতা হইয়া থাকে এবং যাহাতে জীব হরিকথা আলোচনা না করিতে পারে, তজ্জন্য নানাপ্রকার প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। মায়ার সেইরূপ একটি প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াই আমরা বলিয়া থাকি,—যে "হরিকথা শুনিলেই সন্দেহ জাগে।"

শ্রীপুরুষোত্তম-কীর্ত্তন-ব্রতোৎসবে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

[স্থান—শ্রীধাম বৃন্দাবন, মধুমঙ্গলকুঞ্জ; কাল—২৯-৮-৬৩ বৃহস্পতিবার]

নামশ্রেষ্ঠং মন্ত্রমপি শচীপুত্রতত্ত্বং স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা-মাধবাশাঃ
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

আমি সেই গুরুপাদপদ্মকে কায়মনোবাক্যে নমস্কার করি—যিনি যাদৃশ অযোগ্যকে কৃপা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন—যাঁহার কৃপা-দ্বারা আমি রাধাগোবিন্দের কথা লাভ করিয়াছি—যিনি নামের শ্রেষ্ঠত্ব জগৎকে জানাইয়াছেন—যিনি নাম-ভজনের উন্নতির জন্য মন্ত্রদীক্ষা-দ্বারা আমাকে পবিত্র করিয়াছেন—যাঁহার কৃপায় শ্রীচৈতন্যদেবকে—যাঁহার দ্বিতীয় রূপ গৌড়ীয়-আচার্য্য রামোদর-স্বরূপকে পাইয়াছি—যাঁহার কৃপায় শ্রীরূপ-গোস্বামীর শুশোভন চরণ পাইয়াছি—যে শ্রীরূপের অগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামী বৃহদ্ভাগবতামৃত-গ্রন্থ লিখিয়াছেন—

"ওমিতি ব্রহ্মতি নামানন্তরূপং মুরারেঃ
বিরমিতনিজধর্ম্মধ্যানপূজাদি-যত্নম্।
তদপি সকলবেদা মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে।"

—যিনি সেই নামভজনের আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন—প্রেমভক্তির কথা জগৎকে জানাইয়াছেন—যাঁহার কৃপায় শ্রেষ্ঠ মাধুরীপুরী (চিন্ময়জ্ঞানের উদ্ভাসন-কার্য্যে যজনবিধানকারী), মাধুর-মণ্ডল, বৃন্দাভূমি, গোষ্ঠলীলা পাইয়াছি ও রাধাকুণ্ডে অবগাহনের আশা প্রচুর বর্দ্ধিত হইয়াছে, যাঁহার কৃপায় অষ্টনায়িকার ভাবিতভাবিত কুণ্ডস্নানে লোক পরম পবিত্র হয় এবং গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে যাঁহার কৃপায় পাইয়াছি, সেই গুরুপাদপদ্মকে আমি নমস্কার করি।

"বিপ্রেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্"

পরম শ্রদ্ধা-সহকারে গুরুসেবা করিলে মঙ্গল লাভ হয়। ভাগবত বলেন—"কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্"। লৌকিক বিচারে যে জগদ্দর্শন, তাহাতে অমঙ্গল ভয়।

ইত্যাদিরং জগদশেষমসৎস্বরূপং
স্বপ্নাভমস্তধীষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে
মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি॥

'পুরুদুঃখদুঃখম্' জগতে কেবল কষ্ট পাইবার জন্যই মনুষ্যের যাবতীয় চেষ্টা। ভগবৎসেবাবিমুখের জন্যই মায়ার এই বিধান। যাঁহারা জগৎ-সৌখ্যে মত্ত হন, তাঁহারা অমঙ্গল বরণ করেন। মনুষ্যের সেবাবিমুখতা-ক্রমে এই বিচার আসে। তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। ১৪ ভুবন অন্বেষণের ভূমিকা। যিনি স্রষ্টা, তাঁহার লোকও তদ্রূপ। তাহাতে কৃষ্ণসেবাবিকাশে বাধা আসে। কোথা হইতে এই অমঙ্গল আসে? কৃষ্ণসেবারাহিত্য হইতে সচ্চিদানন্দ-বস্তু-বিবেকের অভাব হইলে—কৃষ্ণচৈতন্যসেবা-বঞ্চিত হইলেই এই দুর্দ্দশা। ভোগভূমিকায় প্রভু-সূত্রে ভোগ করার বুদ্ধি প্রবল। সেব্যের অমল পাদপদ্মসোভা-দর্শনের বিচার হয় না।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

আমি কর্ত্তা—এই অভিমান প্রবল হইয়াছে। এ বিচার হইতে কিরূপে নিস্তার হইবে? "আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ"—এই বিধিকে অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। অন্য বস্তুকে যে ভোগ বা ত্যাগ করার বিচার আসিয়াছে, তাহা বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। যাহারা আশ্রম-ধর্ম্মে অবস্থিত, তাহাদের ক্রিয়াকলাপ বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোতে আবদ্ধ। তাহারা অবিবেচনার রাজ্যে অগ্রসর। তজ্জন্যই অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা-বিচার নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমরা বিষ্ণুর বশ হইয়া বিষয়দর্শনে ব্যস্ত হইয়াছি, ইহা হইতে উদ্ধারের উপায়—গুরুপাদপদ্মসেবা। তাঁহার কাছে অনন্তকাল কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা করা। যিনি বিষ্ণু দর্শন করেন, তিনি ভোগী। যিনি ভোগ ত্যাগ করিয়া নির্ব্বিশেষ-বিচারে-পর হইয়া নিজত্ব স্থাপন করেন, তাঁহার গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় হয় নাই। ব্যাসগুরুর শ্রীচরণাশ্রয় ত্যাগ করিয়া অহং-গ্রহোপাসনার দুর্ব্বুদ্ধি যাহাদের, তাহাদের মৌখিক গুরু-পদাশ্রয়। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত না করিয়া বুভুক্ষা-দ্বারা অমঙ্গলই বরণ করিব—ইহা ভোগীর বিচার। যাহাতে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইবেন, সেইরূপ বিচার তাহাদের নাই। আমরা বর্ত্তমানে সেবাবিমুখ হইয়া এজগতে আসিয়াছি; সকলে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ করুক—এই বিচার আমাদের প্রবল; কেহ ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যাঘাত করিলে সে বড় খারাপ লোক; এ দুর্গতির হাত হইতে উদ্ধারের উপায়—শ্রীগুরুপাদাশ্রয়। সমুদয় অন্য কাজ আছে।

শ্রীগৌরসুন্দর বলেন,—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্।

শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই একমাত্র কার্য্য, তাহার দ্বারা সাত প্রকার মঙ্গল লাভ হয়। চিত্তদর্পণ মলিন থাকিলে কর্ম্ম-জ্ঞানকাণ্ডে প্রবেশ হইবে। যাহাতে বিষয় প্রতিফলিত হইতেছে, সেই চিত্ত কলুষিত। কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে তাহা মার্জ্জিত হইবে। শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীরাধাগোবিন্দ, তাঁহার সংকীর্ত্তন—"বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং, তদেব সংকীর্ত্তনম্।" বেশী ভজনশীল আমাদের অভাব পূরণ করিয়া দেন, এজন্য একত্রে কীর্ত্তন। অর্চ্চন নিজে নিজে করা হয়, অপরে দেখে না, কিন্তু কীর্ত্তন অপরের কাণে নিনাদিত হয়, সেই বাক্য শুনিয়া শ্রীগুরুদেব বা তাঁহার অনুগত ব্যক্তিগণ আমাদের

ত্রুটী সংশোধন করিয়া দেন। কীর্ত্তনের মধ্যে বিষয়ের সংযোগ আসিলে—ভোগ বা ত্যাগ কথার সঙ্গে মিশ্রিত হইলে শুদ্ধবৈষ্ণবগণ সেই অমঙ্গল হইতে রক্ষা করেন। যাঁহারা প্রত্যেক জিহ্বায় হরিজন করেন, তাঁহাদের সঙ্গে থাকিলে চিত্ত মার্জ্জিত হয়—এই পুরুষোত্তমধামে বিষয় ভোগী বা ত্যাগিসূত্রে যে অবিচার আসে, তাহার হাত হইতে ত্রাণ হয়। সর্ব্বতোভাবে শতকরা ১০০ অংশ সেবা না করিলে তাঁহার বিচার গ্রহণ করিব না।

শ্রীচৈতন্যদেব বলেন,—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

বাধারহিত হইয়া কীর্ত্তন হওয়া দরকার। কীর্ত্তন সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ সাধন।

যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥

অর্চ্চন কনিষ্ঠাধিকার-গত—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

অধিকার কিছু উন্নত হইলে—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥

উত্তম অধিকারীর বিচার—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

'ভাগবতোত্তমের কি কৃত্য? পরম মুক্তের কি কৃত্য?' বিচার করিলে আমরা জানিতে পারিব যে, তিনি বাধা পান না। তিনি বিঘ্ন দর্শন করেন না। তাঁহার সম্বন্ধেই "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" বিচার। মহাভাগবতের নিরাকুলতিতে সদা কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ছাড়া আর কোন কৃত্য নাই। কেবল অর্চ্চ্য পদার্থেই ভগবৎদৃষ্টি, আর অন্য বস্তুতে তাহা নাই—এরূপ বিচার মহাভাগবতের নাই। জীব মাত্রেই বৈষ্ণব; কিন্তু বর্ত্তমানে কৃষ্ণসেবা কম হওয়ায় সদ্গুরুচরণ অনুসরণ করা দরকার। দীক্ষিত ব্যক্তি মন্ত্র না পাইলে অর্চ্চনাধিকার হয় না।

বৈষ্ণব-চিহ্ন ধারণ করা প্রধান কর্ত্তব্য—

যে কণ্ঠলম্বতুলসীনলিনাক্ষমালা
যে বা ললাট-ফলকে লসদূর্দ্ধপুণ্ড্রাঃ।
যে বাহুমূলপরিচিহ্নিতশঙ্খচক্র-
যে বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তি॥
ভূয়স্ত্বমপি চিহ্নৈরুদ্ধিতং মম বিগ্রহঃ
পরমপুরুষস্যাস্যাং কীর্ত্তনং মম বাচি।
ওজস্তরমপি পুণ্ড্রং মস্তকে মম কণ্ঠে
সরসিজমণিমালা মম তুলস্যপি দাসঃ॥

এই প্রকার চিহ্ন দেখিলে তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে হইবে—ইহা সাধারণ বিচার। বৈষ্ণব-চিহ্ন না ধারণ করিলে পদ্মপুরাণ বলেন—

তং গর্হিতং সদাচারা বহিষ্কুর্য্যাৎ স্বপঙ্‌ক্তিতঃ।

'আমি অবৈষ্ণব'—এই বিচার হইলে ত্রিপুণ্ড্রাদি ধারণ অথবা ললাটদেশ শ্মশান-তুল্য করিয়া রাখে। যাহার অঙ্গে শ্রীহরিমন্দির অঙ্কন করিতে হইবে, তাহা হইলে লোকে জানিবে যে, ইনি বিষ্ণুভক্তি আশ্রয় করিয়াছেন।

মন্ত্র দীক্ষা লাভ হইলে পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। অনেকে ঠাকুরবাড়ী আছে, তাঁরা পূজা করুক অথবা অপরে আমার ঠাকুরপূজা করিয়া দিউন—এ বিচার আলস্য-জ্ঞাপক। সর্ব্বক্ষণ হরিনাম-দ্বারা যে পূজা, তাহা উত্তমাধিকারের। শত শত জন্ম অর্চ্চন করিলে হরিনাম আসে।

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
বিরমিতনিজধর্ম্মধ্যানপূজাদি-যত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥

নাম গ্রহণ করিলে "বিরমিতনিজধর্ম্মধ্যানপূজাদি-যত্নম্" বিচার আসে। তখন সর্ব্বকালিক। সর্ব্বক্ষণ জিহ্বা কীর্ত্তন করিবে।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

কৃষ্ণের নাম প্রাকৃত জিহ্বায় উচ্চারিত হয় না। শুদ্ধ ওষ্ঠীর ভোগ্য। বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোত শরীরকে 'আমি' বুঝায়, এইভাবস্থায় আবদ্ধ থাকিলে হরিনাম হয় না।

কিম্বা স্পর্শিত হইলেও অভেদ বোধেই ক্রিয়া সেবোন্মুখ হইলে স্বতঃই হরিনাম হইবে।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—ভোজন-কালে, পান-কালে বা জিহ্বা স্পর্শিত না হইলে কিরূপে নাম হইবে? কিন্তু ঐরূপ বিচার করিতে হইবে না। প্রাকৃতসহজিয়াগণ বিচার করে যে, প্রকৃতিজাত ভক্ষ্যে আবদ্ধ লোকের জিহ্বা ও শুষ্কভক্তের জিহ্বা এক; কিন্তু তাহা নহে। অভক্তজিহ্ব শ্রীনাম গ্রহণ করিতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন কালে অন্যপ্রকারে জিহ্বার স্ফুরণ হয়—ভক্ত বাক্যোচ্চারণে শুদ্ধ হয় কিন্তু স্বরূপসিদ্ধ ভক্তের জিহ্বা প্রাকৃত জিহ্বা নহে, তাহা চেতনময়ী, তাহা সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করে (বিশাখার মাতৃগতো)। প্রাকৃতসহজিয়ারা বিচার করে যে, ১০৮ বার করিলেই কৃষ্ণধামে যাওয়া যায়, এ বিচার ঠিক নহে।

"বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ"

বৈকুণ্ঠ-নাম গ্রহণ করিলে পাপ-হরণ হইবে, অপরাধ-যুক্ত হইলে হইবে না। সেবোন্মুখ না হইলে বহু ভক্ত শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলেও কিছুই হইবে না। 'হরি' অর্থে যাদবিশেষ, সর্প, সিংহ ইত্যাদি; তত্তৎ বস্তু নির্দ্দিষ্ট হইলে হরিনাম করা হইল না। অনর্থ থাকা-কালে কৃষ্ণসেবা উন্মেষিত হয় না—চেতনবৃত্তির উন্মেষ হয় না, ভোগপরায়ণকে কৃষ্ণজ্ঞান হয়। মায়াবাদী কৃষ্ণকর্ম্মী আর মিশ্রভক্ত কৃষ্ণভোগী। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-দ্বারা বিষয়ভোগ হয়; মনের চিন্তা—সীমাবিশিষ্ট বস্তুর চিন্তা—জড়ের চিন্তা করিলে হরিনাম হইবে না। সেবোন্মুখী বৃত্তি অবলম্বন না করিলে সুবিধা হইবে না। "ভক্ত্যা বিষ্ণুতোষঃ" অন্যভক্তিতে হইবে না—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম জ্ঞানাদিতে হইবে না। তদ্দ্বারা হরিভক্তির সম্ভাবনা নাই। বিরাগ—বহির্জ্জগতের বস্তুর আকর্ষণরহিতভাব, তাহাতেও কিছু হইবে না।

নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥
আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥

পঞ্চকে স্বীয় মনে করিয়া ভোজন করিলে স্বীয় ভোগ করা হইবে না।

ফল হইবে

অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥

বহির্জ্জগতের ভোগবিলাসযুক্ত ব্যক্তির কীর্ত্তন শ্রবণে ফল হইবে না, ভোগী, ত্যাগী ও অন্যাভিলাষী অবৈষ্ণব; তাহাদের কাণে কৃষ্ণনাম প্রবেশ করে না বা তাহারা কীর্ত্তনের অধিকারী নহে। হরিনাম এক জিনিষ আর আহার বা অপরাধ অন্য জিনিষ যিনি ভোগী, কপটতা করেন, তাঁহার মুখে হরিনাম হয় না।

অসাধু-সঙ্গে তাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, (তবু) নাম কভু নয়॥

চতুর্থবর্গে প্রয়াস-বিশিষ্ট ব্যক্তিরও হরিনাম হয় না। নামাভাসে মুক্তি, তৎপরে হরিনাম হইবে। তাহার আগে নামাপরাধ। তাহার হাত হইতে ত্রাণ লাভ করা দরকার। নাম-নামী অভিন্ন-বিচার যাহাদের নাই, তাহাদের নামে বাধা হইবে। কর্ম্মাধিকারগত চেষ্টায় বাধা হয়, সেবোন্মুখ হইলে নাম আরম্ভ হয়। যেখানে শব্দ-শব্দীতে ভেদ আছে, সেখানে শব্দ বৈকুণ্ঠ বস্তুকে লক্ষ্য করে না। যেখানে অভেদ, সেখানে বৈকুণ্ঠ-শব্দ। তাহা গ্রহণেই পাপ বিধ্বংসে হইবে।

আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানে ভেদ পদার্থ ভোগ্য। এটাকে নির্ব্বিশিষ্ট করিলে মায়াবাদীর বিচার-প্রণালীতে শব্দ-শব্দীতে ভেদ করা হয়। অভেদ-হেতু নামী যেমন, নামও তেমনই। কর্ণপথে সেবা লাভ হয়, ইন্দ্রিয়ের সুখ হয়, তাহাতে কৃষ্ণপ্রীতি হয় না। হৃষীক-দ্বারা আত্মসেবা—কাম, আর হৃষীকেশের সেবা—প্রেম। ভক্ত ভগবানের নিত্যসেবক, অনিত্য হাড়মাংসের খাঁচা লইয়া ভগবানের নিকট যাওয়া যায় না। ভগবদ্বস্তু জড় পদার্থ নহেন বা তিনি জড় হইয়া যাইবেন বলিয়া যে ভীতি, তাহাও ঠিক নহে:

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি-বস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

মায়াবাদীর বিচারে ভগবদ্বস্তু নির্ব্বিশেষ, আর কৃষ্ণ-শব্দ নিরক্ষরের। যিনি ভগবান্‌কে অন্বয়জ্ঞান বিচার করেন, তিনি অভক্ত। প্রপঞ্চ—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ,

মরুৎ, ব্যোম, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, চক্ষু, কর্ণ নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি ও মহান্—এই ২৫টি প্রপঞ্চ। ইহা হইতে অবসর লাভ করা দরকার। যাহারা বিশ্বকে বহুমানন করে, জগদ্দর্শন করে—কৃষ্ণের মায়াধিকৃতাকে অবরজাতীয় বস্তুর সমান মনে করে, তাহারা ভ্রান্ত। হরিসম্বন্ধি-বস্তুকে প্রাপঞ্চিক জ্ঞান দুর্ভাগ্যজনক। হরিসম্বন্ধিবস্তু—শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীধাম, ধাত্রী, অশ্বত্থ, তুলসী ইত্যাদি

যাহারা মূর্ত্তিপূজাবিরোধী, তাহারা অবিবেচক. তাহারা ভাগবতের বিচারে 'গোখর'।

"ন নির্ব্বিঘ্নো নাস্তিকো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।"

অত্যন্ত বৈরাগ্যাবশে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ বিচ্যুত হইয়া সাধুসঙ্গ বা নামকীর্ত্তনাদিতে অনাদর করিলে অমঙ্গল। মূর্খগণ অধিকারাভাবে বৈকুণ্ঠ মূর্ত্তি ও কৃষ্ণমূর্ত্তিকে সমান জ্ঞান করে—ভোগ্য ও অর্চ্চ্যকে সম-জ্ঞান করে। নাস্তিকেরা ভগবানের পুরুষোত্তমতা স্বীকার করে না। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ বিচার ত্যাগ করিয়া অধোক্ষজের সেবা করিতে হইবে।

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণু-নিন্দা আর নাহি ইহার উপর।
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥"

—এই বিচার যাহারা গ্রহণ করে না, তাহারা প্রাকৃত। জড় ঘৃণ্য বস্তুকে ভগবান্ মনে করা উচিত নহে। মহাভাগবতের বিচার হইলে—চিদ্বস্তুরূপে উদ্বোধন হইলে জড় শরীরটাকে বৈকুণ্ঠ বলার বিচার হইবে না। আত্মবিৎ ও অনাত্মবিদের বিচার পৃথক্। অনাত্মবিচার থাকিলে নির্ব্বিশেষবাদীরাও অক্ষজের গর্হণ করিবে। আমরা বলিতেছি যে, আমি ভোক্তা, আমি ঠাকুর দর্শন করিতেছি, ঠাকুর আমাকে দর্শন দিতেছেন। এসকল অবিচার হইতে ত্রাণ পাইতে হইলে চেতনময় বস্তুর সেবা করা দরকার। অসৎ, অচিৎ ও নিরানন্দ বিষয়ের সেবার আবশ্যক নাই।

অনেকে জানেন, ওঁ স্পন্দিত হইলে কীর্ত্তন হয়। কোন্ ওঁ? চেতনময়। চেতনের বিচার সেবোন্মুখ হওয়া। 'অনই সব শুদ্ধ জিনিষ' ইহা যাহাদের বিচার, তাহাদের সঙ্গে যথাপ্রচুর প্রচারিত কথার 'আমমান জবান্ তফাৎ।'

নিখিল-শ্রুতিমৌলিরত্ন-মালা-
দ্যুতিনীরাজিত-পাদ-পঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানাং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥

মুক্তের আরাধ্য যাহা, তাহাই গ্রহণীয়। পণ্ডিত বলবন্তও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, 'ভোজনাদিকালে কি প্রকারে হরিনাম হয়? তাহার লাভফল কি?' সিদ্ধস্বরূপে অবিরাম কীর্ত্তন হয়; অনর্থ-থাকা-কালে তাহা বাধাপ্রাপ্ত হয়। ভোগ ও ত্যাগরূপ বিষয়দর্শন-দ্বয় ভক্তের কোন সম্পর্ক নাই। বাস্তব-বস্তুতে অধিকারী হইলে অর্থ শুদ্ধ প্রকাশিত হইবে। অনিত্যজগতের চিন্তাস্রোত প্রবল থাকিলে বৈকুণ্ঠ-নাম হয় না।

"স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী।
তদ্বন্মনঃপ্রকৃতিরোগহরং সুকৃতী
শুশ্রূষণাদ্যনুগৃহীতমমায়মাশু।
তস্মান্নিষেবণমিদং নিতরাং মুমুক্ষো-
স্তিষ্ঠেজ্জনে হৃদয়দৌর্ব্বল্যনিবৃত্তয়ে যৎ॥"

—বিচার গ্রহণীয়। বাহ্যচিন্তাস্রোতে আবদ্ধ থাকিব না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি চেতনের স্বরূপের বিচার করিবেন। বাসনার দাস হওয়ায় জড় ভগ্নমনস্কাত্মক ভোগ করিতে হইতেছে; নিত্যানিত্যবিবেক না হইলে সচ্চিদানন্দ বস্তুর সেবা হইবে না। চিন্তা বিচার অগ্রাহ্য মন স্থির না হইলে হরিনাম হইবে না। প্রাকৃতসহজিয়ার বিচার অনুকরণ সন্ন্যাস-গ্রহণ যাঁহার সিদ্ধ হয় নাই, তিনি বিবিদিষা সন্ন্যাসী। বিদ্বৎসন্ন্যাসী —পরমহংস। তাঁহার বিশ্ব-দর্শন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাঁহার নিরন্তরই নাম হয়। জড়-বিচারে বাধা প্রাপ্ত হয়, স্বরূপ-বিচারে নিরন্তর নাম হয়। মুখকে প্রতারণার জন্য বহুক্ষণ অনেক সময় চুপ করিয়া থাকেন। কৃষ্ণকে বাৎসল্যরসে সেবা করিতে পারিলে পুত্রোৎপাদন-পিপাসা থাকে না। অমিতা-প্রার্থনা প্রবল হইলে বাসনার দাস হইয়া কৃষ্ণপ্রেম হইতে চ্যুত হইবে।

কুলীনগ্রামে এক মহান্ত করিয়া কৃত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি বহু হরিনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন : প্রশ্ন হইয়াছিল, কেন এত হরিনাম করা সত্ত্বেও তিনি মুক্ত হন ? উত্তর—স্বরূপসিদ্ধ না হওয়ায় তিনি বাসনার দাস হইয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার বৈকুণ্ঠ-লাভ হয় নাই, অন্য চিহ্ন হইয়াছিল। পরার্থ দিয়া দিলে পরে তাঁহার মুক্তি হয়। ১৮৮৪ সালে সেই দেবালয়ে আসিয়া একরাত্রি বাস করিয়াছিলাম। "যদ্যপি ভক্ত করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন, তথাপি না পায় কৃষ্ণ-পদে প্রেমধন ॥" কৃষ্ণানুশীলন না হইলে প্রেম লাভ হইবে না। কৃষ্ণানুকূল নামের দ্বারা নামাপরাধ হইবে। অতএব মুক্তির ভক্তি হইবে না। "ন নির্ব্বিঘ্নো নাস্তিকো ভক্তিযোগেঽস্য সিদ্ধিঃ।" কম বেশী হইলে অসুবিধা। অতএব সুনির্দ্দশ হইলে নাম হইবে।

শ্রীমথুরা-মণ্ডলে শ্রীল প্রভুপাদ

৬১শে আগষ্ট—অপরাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভুবনেশ্বরে মধুসূদনকুঞ্জে শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের "বৈরাগ্যবিদ্যা" শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণের মর্ম্ম পৃথগ্‌ভাবে পরবর্ত্তিসংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

ঐ দিবস (৩১৷৮৷৫৮) রাত্রে মথুরার Excise Inspector মিঃ কি, কি নাথার মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীহরিকথা-দর্শন-মানসে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত তাঁহার একজন বন্ধু এবং ঐ সময় ডাক্তার সুরিও আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট শ্রীল প্রভুপাদ রাত্রি প্রায় ৯টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন করেন। প্রথমতঃ জীবের স্থূল এবং সূক্ষ্মদেহের অতিরিক্ত আত্মার কথা এবং তাহার সহিত মূলবস্তু ভগবানের সম্বন্ধের কথা কীর্ত্তন করেন। জীব দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া অন্যের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়া নানাপ্রকার দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। ইহা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য কেহ বলিয়াছেন যে, মনই সুখ-দুঃখের ভোক্তা সুতরাং চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া প্রকৃতিতে লীন হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারিলেই আর কোন দুঃখ থাকিবে না। আবার কেহ বলিতেছেন যে, 'আমি' ব্রহ্ম, বর্ত্তমানে মায়ার সহিত বিজড়িত হইয়া আমার এই দুঃখ-কষ্টাদি ভোগ হইতেছে, পুনরায় মায়া হইতে পরিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মানুভূতি হইলেই আমার জ্ঞানলাভ হইবে, তখন আর দুঃখ-কষ্ট কিছুই থাকিবে না। ইঁহাদের কেহই পরা শান্তির সন্ধান দিতে পারিলেন না। কারণ, প্রথম মতে—যে পথ অনুসরণের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে মনের ক্রিয়া স্তব্ধ হইল মাত্র, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোন বোধ রহিল না—চেতনের কোন কথা রহিল না। দ্বিতীয় মতে—যদিও চেতনের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইতেছে, তথাপি তাহা পরিণামে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের পৃথক্ সত্তা স্বীকৃত না হওয়ায় জ্ঞানের সম্ভাবনাও নাই। ভক্তের সহিত সম্বন্ধ-রহিত হওয়া প্রয়োজন বটে, কিন্তু পূর্ণচেতনের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট না হইলে পরা শান্তি লাভ হয় না। সেই জন্য ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে হইলে 'সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মথুরা-বাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন'—এই সকল প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ 'মথুরাবাস' কি এবং শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবনেরই বা কি প্রয়োজন, তাহা ব্যাখ্যা করিলেন। শ্রীভগবানের সেবার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। 'শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন' হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ পর, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্যামী প্রভৃতির জ্ঞানলাভ হয়—ইহা বলিয়া উপসংহার করিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথার পরে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব প্রভু 'যশোমতী-নন্দন' এই গীতিটি কীর্ত্তন করেন।

১লা সেপ্টেম্বর—শ্রীল প্রভুপাদ মথুরায় "শ্রীমথুরাবাস", "ভাগবত-শ্রবণ", "শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তিসেবন", "সাধুসঙ্গ" ও "নাম-সঙ্কীর্ত্তন" সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

ঐ দিবস অপরাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদ কতিপয় ভক্তের সহিত শ্রীরাধাকুণ্ডে গমন করেন। শ্রীরাধাকুণ্ডে উপনীত হইয়া শ্রীকুণ্ডের অপ্রাকৃত সেবার ভাবোদ্দীপক ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত গীতিসমূহ নিজ অনুগত ভক্তগণদ্বারা কীর্ত্তন করাইয়া শ্রবণ করেন। "রাধাকুণ্ডতটকুঞ্জকুটীর,

গোবর্দ্ধনপর্ব্বত যামুনকূলে", "আমি ও স্থানস্থসুখদবাসী, রাধিকামাধবচরণ-দাসী", "রাধাকুণ্ডে যদি মতি নাহি দেলা। কৃষ্ণভজন তব অকারণ গেলা।" প্রভৃতি পদসমূহ শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে গীত হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামী প্রভু-রচিত শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক অশ্রুরুদ্ধভাবে ভাবিত হইয়া পুনঃ-পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ব্রহ্মস্থানস্থসুখদকুঞ্জে তদ্ভজনানন্দে রাত্রি যাপন করেন। ব্রহ্মস্থানস্থসুখদকুঞ্জের কতিপয় সেবক-ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে আসিয়াছিলেন,—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ শ্রীধর মহারাজ, মহামহোপদেশক শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, মহামহোপদেশক শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, উপদেশক আচার্য্য শ্রীমদ্ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, উপদেশক শ্রীমদ্ শিবদ বাস্তব বিপ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীসজ্জনানন্দ, 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক প্রভৃতি।

২রা সেপ্টেম্বর—প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে গোবর্দ্ধন গমন করেন এবং তথায় শ্রীচৈতন্যমঠের একটি স্থান শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুদ্বারা সংগ্রহ করাইবার চেষ্টা করেন। গোবর্দ্ধনে স্থানটি সংগৃহীত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ সেই স্থানে অবতরণ করিয়া শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর "গোবর্দ্ধনাশ্রয়-দশকম্" উচ্চারণ করিতে থাকেন। আবার কখনও কখনও 'গোবর্দ্ধন-বাস-প্রার্থনা-দশকম্' উচ্চারণ করিয়া — "নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্" পদটি পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করেন। কখনও বা—

"কৃষ্ণে অনুরাগ হ'বে, ব্রজের বিচ্ছেদ ভবে,
যাইয়া করিব নিবাসন।"

পদটি উচ্চারণ করিতে থাকেন।

শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু গোবর্দ্ধনের জমিটি রেজিষ্টারী করিবার জন্য মথুরায় আগমন করেন। শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর চেষ্টায় কৃপানুগবর আচার্য্যের প্রিয়তম জনকয়েক শ্রীরাধাকুণ্ডস্থ ব্রহ্মস্থানস্থসুখদকুঞ্জের ও গোবর্দ্ধনের স্থান সংগৃহীত হইল। ২রা সেপ্টেম্বর সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত না হইলেও তৎপর দিবস (৩রা সেপ্টেম্বর) গোবর্দ্ধনের স্থানটি যথাবিহিত রেজিষ্টারী হইয়া যায়।

ঐ দিবস (৩রা সেপ্টেম্বর) শ্রীরাধাকুণ্ডে সঙ্কীর্ত্তন-উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছিল; শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজের নেতৃত্বে বহু ভক্ত শ্রীরাধাকুণ্ডে উপস্থিত হইয়া উৎসবে যোগদান করেন।

গোবর্দ্ধন হইতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ব্রহ্মস্থানস্থসুখদকুঞ্জে মাধ্যাহ্নিক কীর্ত্তন-উৎসব সম্পন্ন করেন।

ব্রহ্মচারী শ্রীবাদিহারানন্দজী শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর শ্রীস্তাবলী হইতে শ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি কীর্ত্তন করেন।

রাগে কর ব্রজ ভাবসহিতে।
গোকুলতরুণী-মণ্ডল-মহিতে॥
রাধেশের-ভক্তি-বর্দ্ধন-বেশে।
হরি-নিকুঞ্জ-বৃন্দা-বিপিনেশে॥
বৃষভানুবধি-নবশশি-দেহে।
ললিতা-সখি গুণ রসিত-বিনাহে॥
করুণাং কুরু ময়ি করুণার্ত্তরিতে।
সনক-সনাতন-বর্ণিত-চরিতে॥ (স্তবমালা)

তৎপরে মহামহোপদেশক শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে—

"কবে গৌর-বনে, সুরধুনী-তটে,
হা রাধে হা কৃষ্ণ ব'লে।
কাঁদিয়া বেড়াব, দেহসুখ ছাড়ি,
নানালতাতরুতলে॥"

প্রভৃতি সঙ্গীতসমূহ কীর্ত্তন করেন।

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর মাধ্যাহ্নিক আরাত্রিকের পর উপস্থিত বৈষ্ণবমণ্ডল, কুণ্ডস্থ ব্রজবাসিমণ্ডল ও ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীল প্রভুপাদ মাধ্যাহ্নিক মহোৎসবের পর শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে যাত্রা করিয়া অপরাহ্নে মথুরায় শুভবিজয় করেন।

পাটনা হইতে শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর ওঝা এম্, এ, বি, এল এবং আরও কতিপয় ব্যক্তি ও বালিয়াটীর জমিদার সম্রান্ত শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিপ্রকাশ মহাশয় শ্রীরাধাকুণ্ডে সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

তরা সেপ্টেম্বর—শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে তাঁর সঙ্কেতবিহারীস্থ সদ্যোর্জন-মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ প্রাতঃকালে কতিপয় ভক্তের সহিত মোটর হইয়া নন্দগ্রামের পথ ধরিয়া ইহার ছয় মাইল পরে সঙ্কেতে উপনীত হন। বহুসংখ্যক সজ্জনগণ আচার্যদেবকে অভিনন্দন প্রদান করিয়া অভ্যর্থনা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ সঙ্কেতবিহারীমঠের সাধারণ কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন। ইতঃপূর্ব্বেই প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র দাসাধিকারী মহাশয়কে প্রেরণ করিয়া সঙ্কেতবিহারীমঠের সাহায্যার্থে কার্য্য সম্পাদন করাইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ সঙ্কেতের বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া সেবায় ঔজ্জ্বল্যের কথা কীর্ত্তন করেন এবং সঙ্কেতবিহারীমঠের জগন্মোহনে সঙ্কীর্ত্তন করিবার জন্য ভক্তগণকে আদেশ করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাপ্রার্থনা-সূচক সঙ্গীত কীর্ত্তন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের অভিনন্দনোদ্দেশে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের "প্রার্থনা" হইতে গান ও সময়োপযোগী সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—এই স্থান একান্ত রুক্ষানুরাগবিশিষ্ট ত্যাগিগণের নিরন্ন ভজন-স্থান। ইহা ভোগিসঙ্গী মর্কটবৈরাগী বা গৃহব্রতগণের ভোগের স্থান নহে। গৃহব্রতগণ এইস্থানে আসিয়া বিরক্ত কৃপানুগ পরমহংসকুলের আনুগত্যে সেবাকার্য্য করিতে পারেন এই স্থানে একান্ত বিরক্ত ষড়্গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপ্রভু ভজন করিয়াছিলেন। শ্রীল গোপাল ভট্টের সেবার আদর্শসংরক্ষণকারী ত্যাগিকুলেরই হরিকথা-কীর্ত্তনের এই স্থান। কিন্তু গোপালভট্টের আদর্শ হইতে বিচ্যুত বা অন্যবিচারসম্পন্ন ব্যক্তিগণের এই স্থানে কোন প্রয়োজনানুভব নাই।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্তগণ বৈষ্ণবিচারসম্পন্ন কোন কোন ব্যক্তির আদর্শ-অনুসরণকারী নহেন। শ্রীরূপানুগপদ্ধতিতে ভগবৎসেবা করিয়া সঙ্কেতবিহারীর অনুকূল অনুশীলনই তাঁহাদের সার্ব্বকালিক কৃত্য। প্রাকৃতসহজিয়াসম্প্রদায় সাময়িক সেবার অভিনয়কারী ও অন্যাভিলাষযুক্ত অনুকরণকারী। কেহ কেহ আবার ধূর্ত্ততার আশ্রয় করিয়া নিজ লৌকিক আত্মীয়-স্বজনকেই ভগবৎসেবার সম্পত্তি প্রদান করায় ভগবৎসেবার উপকরণ বহির্মুখ আত্মীয়-স্বজনের বিলাস ও ইন্দ্রিয়চরিতার্থতায় ইন্ধনরূপে নিযুক্ত করিবার প্রয়াসদাতা। তাঁহাদের নামমাত্র ভক্তি বা সেবার ছলনা অন্যাভিলাষযুক্তা।

বহির্মুখতা হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের প্রাদেশিকতা জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ যখন এই সকল কথা কীর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন বর্ষাণার Sub-Inspector হিম্মত সিং, Rural Department Scheme এর Inspector শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ ঝিঙ্গরণ (Jhingren), বর্ষাণার স্বাস্থ্য-চিকিৎসালয়ের ডাক্তার ওঁকারনাথ ও তৎপুত্র অমরনাথ প্রভৃতি কয়ক জন স্থানীয় ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণার্থ আগমন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদিগের নিকট হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় প্রায় দুই ঘণ্টাকাল আবৃত সত্তা ও অনাবৃত সত্তা, তথাকথিত পরার্থিতা ও শ্রীচৈতন্যের দয়া, প্রাদেশিকতা, স্বানন্দ-সুখদের কথা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য, শ্রীসঙ্কেতবিহারীর সেবাগ্রহণের উদ্দেশ্য এবং হরিকথা-প্রচারের দ্বারা শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট-সংস্থাপনের কথা কীর্ত্তন করেন।

ডাক্তার ওঁকারনাথ শ্রীব্রজমণ্ডলপরিক্রমার সময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম-দর্শন ও বাণী-শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। তিনি Harmonist পত্রের নিয়মিত পাঠক। তিনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপালাভের জন্য বহুদিন হইতেই ব্যাকুল হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। সঙ্কেতে প্রভুপাদের দর্শন পাইয়া ডাক্তার ওঁকারনাথ প্রভুপাদের নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করেন। মথুরায় বা অন্যত্র সময়ান্তরে দীক্ষা হইবে, ভক্তগণের কেহ কেহ এই কথা জানাইলে, তিনি অত্যন্ত ব্যাকুলিত হইয়া "দর্শন-মাত্রই সদ্গুরুর কৃপা লাভ করা কর্ত্তব্য" পুনঃ পুনঃ নিবেদন করিতে থাকেন। তথায় শ্রীতুলসীর মালিকা প্রভৃতি না থাকায় দীক্ষা গ্রহণ সম্ভব নহে, কোন কোন ভক্ত তাঁহাকে জানাইলে, তিনি বহু চেষ্টা করিয়া নন্দগ্রাম ও বর্ষাণা গ্রাম হইতে কণ্ঠদেশে ধারণ ও জপের জন্য তুলসী মালিকা সংগ্রহ করিয়া আনেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অত্যন্ত আর্ত্তি জানাইলে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগোপাল ভট্টের ভজনস্থলীর সম্মুখে ঘাসস্থলীর উপরে বসিয়া সৌভাগ্যবান্ ওঁকারনাথকে মন্ত্র-দীক্ষা-প্রদানদ্বারা কৃপা করেন এবং দশাপরাধ বর্জ্জন করিয়া কিরূপে নাম গ্রহণ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ রাসস্থলীর বিস্তৃত চত্বরস্থ একটি কুঞ্জে বসিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা' হইতে স্থানোপযোগী সঙ্গীত-কীর্ত্তন প্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু 'প্রার্থনা' হইতে শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট-সারে ঐ সকল ভজন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যেতে বিরাট্ মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

গত ৩রা সেপ্টেম্বর পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদ মথুরায় অনুকরণ ও অনুসরণ, ভুক্তি ও ভক্তি, প্রাকৃত সহজিয়া ও বৈষ্ণব, ভক্তি ও সমন্বয়বাদ সম্বন্ধে সাধক-জীবনের বহু অবশ্য-জ্ঞাতব্য মূল্যবান্ উপদেশসমূহ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

গত ৪ই সেপ্টেম্বর প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামী প্রভু প্রমুখ ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া গোবর্দ্ধন ও রাধাকুণ্ডে গমন করেন। গোবর্দ্ধনের যে স্থানটি সংগৃহীত হইয়াছে, তথায় কুঞ্জ-নির্ম্মাণের উপদেশাদি প্রদানের উদ্দেশ্যেই শ্রীল প্রভুপাদ তথায় গমন করিয়াছিলেন।

অত্যন্ত বৃষ্টিতে গোবর্দ্ধনী যাইবার পথ কর্দ্দমাক্ত হইয়া পড়ায় গোবর্দ্ধনীর উৎসব পরে অনুষ্ঠিত হইবে।

৬ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত সখানন্দদাস ব্রহ্মচারী (Herrn Ernst Georg Schulze) মহাশয় মথুরার Champa Agarwal Inter College Hall এ "The Relation of Vaishnavism to History & Metaphysics" সম্বন্ধে অবসর-প্রাপ্ত কলেক্টর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাধারমণ ভার্গব মহোদয়ের সভাপতিত্বে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। ব্রহ্মচারীজী ঐদিবস পূর্ব্বাহ্নে শ্রীবৃন্দাবনে স্কুলকুলে "জাতীয়তা ও পরমার্থ"-সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। উভয় স্থানেই বিশিষ্ট শ্রোতৃবৃন্দের দ্বারা সভাগৃহ মণ্ডিত হইয়াছিল এবং সকলেই বক্তৃতার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।

অবসরপ্রাপ্ত রায়বাহাদুর রাধারমণ ভার্গব সভাপতির অভিভাষণে কতকটা নির্ব্বিশেষ বিচারের আবাহন করায় ত্রিমতিবাদী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ প্রকৃত আস্তিক্য বিষয়টি জনসাধারণকে হৃদয়গ্রাহীভাষায় বুঝাইয়া দেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে ব্রহ্মচারী শ্রীবাধিকারমণকারী মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

ঐদিবস (৩।৩৭) প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ কতিপয় ভক্তের সহিত শ্রীধাম-বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে শুভবিজয় করিয়া বহু সজ্জন ও সভ্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিকে শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র ও পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত করেন।

অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীল প্রভুপাদ মথুরার ড্যাম্পিয়ার পার্কে অবস্থিত The Curzon Museum of Archæology পরিদর্শন করেন। উক্ত মিউজিয়ামের বর্ত্তমান Curator শ্রীমান্ বাসুদেবশরণ আগরওয়ালা এম্-এ, এল্-এল্-বি শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিয়া অতীব যত্নের সহিত মিউজিয়ামের বিশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করেন।

মথুরার ধনাঢ্যতম কলেক্টর মিঃ এফ্, এস্, গ্রাউস্ সাহেব ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে মথুরায় ঐরূপ একটি মিউজিয়াম উন্মোচনের পরিকল্পনা করেন এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব-সাধারণের নিকট ঐ মিউজিয়াম উন্মুক্ত হয়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ড্যাম্পিয়ার পার্কে মিউজিয়ামের প্রত্নপ্রস্তরের নূতন অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়। প্রত্নপ্রস্তরের গভর্ণর স্যর উইলিয়ম হেইলি নূতন অট্টালিকায় মিউজিয়ামের প্রদর্শনী সরাইবার জন্য মথুরাজার টীকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন এবং রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের নির্দ্দেশানু-সারে বর্ত্তমান মিউজিয়ামের গৃহে দ্রষ্টব্য বস্তুগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং মহামান্য স্যর উইলিয়াম্ ম্যালকম্ হেইলি ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী বর্ত্তমান মিউজিয়াম উন্মুক্ত করিয়াছেন।

ড্যাম্পিয়ার পার্কে মিউজিয়াম্ অট্টালিকার সম্মুখে একটি বৃহৎকূপে অনেকগুলি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত মাঠবন, মহাবন ও মথুরার বিভিন্নস্থান হইতে আবিষ্কৃত অনেক মূর্ত্তি এখানে সংরক্ষিত আছে।

Dr. P. H. Vogel Ars Asiatica Vol. XV, La Sculpture de Mathura গ্রন্থে মথুরা মিউজিয়ামের সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছেন।

মিউজিয়ামের কর্ত্তৃপক্ষগণের উক্তি অনুসারে এখানে দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দের প্রকাশিত বিষ্ণুবিগ্রহ পাওয়া গিয়াছে। একটি বিষ্ণুবিগ্রহের বামঊর্দ্ধহস্তে গদা, বামনিম্নহস্তে পদ্ম, দক্ষিণনিম্নহস্তে শঙ্খ ও দক্ষিণ-ঊর্দ্ধহস্তে চক্র দৃষ্ট হইল। অন্যান্য কতিপয় বিষ্ণুবিগ্রহের চতুর্ভুজে আয়ুধ ও তৎসহ আয়ুধ-পুরুষসমূহ লক্ষিত হইল। এতদ্ব্যতীত বরাহ-নৃসিংহ-বিষ্ণু বা ত্রিমূর্ত্তি-বিষ্ণু অর্থাৎ মথুরা বিষ্ণুর চতুর্ভুজ-

মূর্ত্তি এবং দুইদিকে বরাহ ও নৃসিংহের ঐতিহাসিক বিষ্ণুমূর্ত্তিদ্বয় আবিষ্কৃত হইয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত মুরল ও লাঙ্গলযুক্ত ও মধুপানপাত্রযুক্ত শ্রীবলদেবমূর্ত্তি, কতিপয় সেবায়তমূর্ত্তি, বালকৃষ্ণ বসুদেব-কর্ত্তৃক যমুনা অতিক্রম করিয়া গোকুলে নীত হইতেছেন—এইরূপ অবস্থার মূর্ত্তিসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহাযান বা মথুরার মহাবোধিপীঠ হইতে কোটি কারুকার্য্য খচিত সুন্দর প্রস্তরস্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা ভগ্ন, কাজেই সমস্ত লেখিত অক্ষর পূর্ণভাবে পড়া যায় না। 'বাসু-দেব' এইরূপ কতিপয় শব্দ-মাত্র পাঠ করা যায়। হিউ-য়েন্‌সাঙের বর্ণনাক্রমের মতে উহা খৃষ্টীয় প্রথমশতাব্দীর।

৮ই সেপ্টেম্বর—প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ও আচার্য্য শ্রীপাদপরমানন্দ বিদ্যারত্নসহ মথুরা হইতে মোটরযোগে যাত্রা করিয়া ফোসি ও সেবায়তী হইয়া দিল্লী গৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করেন এবং তথায় অপরাহ্ণে শ্রীপাদ তৃণাশ্রমী মহারাজ, চন্দ্রশেখর প্রভু, নরোত্তম প্রভু প্রভৃতি কতিপয় সেবকের নিকট প্রচার-কার্য্য-সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। এতৎপ্রসঙ্গে প্রভুপাদ বলেন—সাধারণের ভিতর যে সকল ভুল ধারণা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে—সেই গুলিতে বিশেষ ভাবে ধাক্কা না পড়িলে প্রচারের কোনই ফল হইবে না। বাঙ্গালা প্রদেশ কিয়ৎ পরিমাণে ধাক্কা পাইয়াছে; কিন্তু পশ্চিম অঞ্চলে এখনও বাস্তব সত্য বিশেষ ভাবে প্রচারিত হয় নাই। এতৎপ্রদেশে প্রচার করিতে হইলে তাদৃশ বিদ্যা জানা আবশ্যক। ভুল ধারণাগুলি অপনোদিত হইয়া পরে সেবোন্মুখচিত্তে শ্রবণ হইতে থাকিলে সত্য বিষয়ের কথা ধরিতে পারা যায়। এইজন্য ভাগবতে "ততো দুঃসঙ্গ-মুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্। সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনো-ব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥" শ্লোকের অবতারণা। কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতির সঙ্গ, নির্ব্বিশেষবাদীর সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে; তাহা না হইলে ভক্তি-রাজ্যে প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ হইয়া থাকিবে। কেবল দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিলেই হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে সৎসঙ্গেরও যুগপৎ প্রয়োজন। সেইজন্য ভাগবতে "সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥" শ্লোকের কথা আছে।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই তিনটি একই বস্তুর বিভিন্ন প্রতীতি। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার সন্দর্ভে 'ব্রহ্ম' বলিতে লোকে Impersonal idea পোষণ না করে, এই জন্য 'ব্রহ্মসন্দর্ভ' নাম না দিয়া 'ভগবৎসন্দর্ভ' নাম দিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নির্ব্বিশেষ বাদ ধ্বংস করিয়া "Personality of Godhead" বা ভগবানের ব্যক্তিত্বের কথা বিশেষ ভাবে স্থাপন করিয়াছেন। এই সকল কথা বলিতে বলিতে শ্রীল প্রভুপাদ ষট্‌সন্দর্ভের সার কথা এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সার কথা কি, তাহা অল্পের মধ্যে কীর্ত্তন করিলেন এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর কথা এবং শ্রীজীবের কথা যে একই সূত্রে গ্রথিত, তাহাও বুঝাইয়া দিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি "তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং" শ্লোক এবং আরও অন্যান্য কতিপয় শ্লোক ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ দিল্লী হইতে ৮।৯।৩৬ তারিখে প্রাতে কাল্‌কা-হাওড়া-এক্সপ্রেসে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করেন। পথে খাণ্ডোয়া জংসন হইতে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী, শ্রীসজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ও 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করেন।

দিল্লী-বাসী সজ্জনবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদকে ট্রেণে উঠাইয়া দেন। কাণপুরে শ্রীপাদ মহোপদেশক সেবাকোবিদপ্রভু পুষ্প-মালা ও বিবিধ উপায়নসহ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করেন। নৈমিষারণ্য পরমহংসমঠ হইতে শ্রীপাদ অনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারীসহ শ্রীপাদ সেবাকোবিদ প্রভু-সহ কাণপুরে আচার্য্যপাদপদ্ম বন্দনা করেন। প্রয়াগে রূপ-গৌড়ীয়-মঠের ভক্তবৃন্দ, গয়ায় গয়া-গৌড়ীয়মঠের ভক্তবৃন্দ, বারাণসীতে তত্রত্য ভক্তবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করেন।

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ

৯ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৬) প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, শ্রীপাদ শিবদ-

বান্ধববিগ্রহ বিভারিয়া, শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী, কুমার শ্রীপ্রভাতরুদ্র দেব, শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী ও 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক প্রমুখ সেবকবৃন্দ-সহ দিল্লী হইতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠেশুভবিজয় করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী ও অন্যান্য সেবকবৃন্দ পুষ্পমাল্যাদি-সহ হাওড়া ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়া শ্রীআচার্যপাদপদ্ম সম্বর্দ্ধনা করেন। 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক ঐ দিবসই রাত্রির মেলে ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠে যাত্রা করেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবন ও মথুরায় পুরুষোত্তম-ব্রতের দৈনিক পঞ্জী

২৯শে আগষ্ট—অপরাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদ মথুরা-'শিবালয়'-ভবনে অবস্থানপূর্ব্বক হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীপাদ ভ্রৌতী মহারাজ "অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে"—এই ঈশশ্রুতি ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে মুণ্ডক-শ্রুতির "যে বিদ্যে বেদিতব্যে···পরা চৈবাপরা চ" এবং কঠ-শ্রুতির 'অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ', 'প্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ'ইত্যাদি মন্ত্র ব্যাখ্যা করেন; পরে শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ হইতে "ত্বমর্ত্তো মানুষো দেহো" শ্লোক-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে স্বর্গ, ধ্রুবের কথা, কপট অজকল্পাদি, প্রভুপাদানন্দগণের স্বরূপ, ভগবদ্ভজনে জাগতিক বন্ধুপরিচয়ের নিরর্থকতা, ভগবদ্ধর্ম্ম ও অন্য ধর্ম্ম, ভাগবতের শ্রোতা বা বক্তা কে, ভক্ত ও চরিত্রের উপাখ্যান ইত্যাদি বহু বিষয় আলোচনা করেন। রাত্রে শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২২শ পরিচ্ছেদ ব্যাখ্যা করেন।

৩০শে আগষ্ট—প্রাতে কেশীঘাট পরিক্রমা হয় এবং শ্রীপাদ ভ্রৌতী মহারাজ কঠশ্রুতি ব্যাখ্যা করেন। অপরাহ্নে ভ্রৌতী মহারাজ "অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে" —এই ঈশশ্রুতিব্যাখ্যানে বক্তৃতা এবং ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ হইতে "ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ ব্রূত" শ্লোক ব্যাখ্যা করেন। রাত্রে শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২২শ পরিচ্ছেদ পাঠ করেন।

৩১শে আগষ্ট—প্রাতে শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুর সমাধি পরিক্রমা হয় এবং শ্রীপাদ ভ্রৌতী মহারাজ কঠোপনিষৎ ব্যাখ্যা করেন। অপরাহ্নে শ্রীপাদ ভ্রৌতী মহারাজ "অনেজদেকং মনসো জবীয়ো"—এই ঈশশ্রুতি ব্যাখ্যা এবং শ্রীল প্রভুপাদ "বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থম্" ও "কালানষ্টং ভক্তিযোগং" শ্লোকদ্বয়াবলম্বনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অহৈতুকী করুণার কথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ হইতে "মন্যেঽকৃতশ্চিদ্ ভয়ম্" শ্লোক ব্যাখ্যা করেন। রাত্রে শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন।

১লা সেপ্টেম্বর—অত্যধিক বৃষ্টির জন্য প্রাতে নগর-কীর্ত্তন হয় নাই। শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে প্রাতঃকালীন পাঠ সমাপ্ত করেন। অপরাহ্নে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "যানাস্থায় নরো রাজন্" (ভাঃ ১১।২।৩৫) ও "প্রোষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমাস্যাং" (ভাঃ ১২।১৩।১০) শ্লোকদ্বয় ব্যাখ্যা করেন। রাত্রে যাযাবর মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সনাতন-শিক্ষা ব্যাখ্যা করেন।

২রা ও ৩রা সেপ্টেম্বর—২রা সেপ্টেম্বর প্রাতে প্রায় সকল যাত্রী 'মোটরযোগে শ্রীরাধাকুণ্ডে বার্ষিক উৎসবে যোগদানার্থ যাত্রা করেন। শ্রীপাদ ভ্রৌতী মহারাজ একাকী শ্রীধামবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে নিয়মসেবায় পাঠ করেন। ২রা ও ৩রা সেপ্টেম্বর দুই দিবস অপরাহ্নে স্বামীজী 'অবধূত গীতা' ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ২৭শে আগষ্ট হইতে প্রত্যহ প্রাতে শ্রুতি-ব্যাখ্যা হইতেছে। ২রা সেপ্টেম্বর রাধাকুণ্ডে এবং ৩রা সেপ্টেম্বর সঙ্কেতে উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক হরিস্মরণ-মহোৎসব

সম্বৎসর পরে আবার শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক হরিস্মরণ-মহোৎসব-কাল সমাগত। আগামী ৩১শে ভাদ্র, ১৮ই সেপ্টেম্বর বুধবার হইতে ১৪ই আশ্বিন, ৩০শে সেপ্টেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত প্রায় পক্ষাধিককাল কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে অখিল-লোককল্যাণ-নিমিত্ত আশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীভগবান ও তদাশ্রিত বিগ্রহগণের প্রকটাপ্রকটলীলা-উপলক্ষে কীর্ত্তন-মহামহোৎসবের বিশেষ অনুষ্ঠান হইবে। পূর্ব্বপূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও গত ১৬ই শ্রাবণ, ৩০শে জুলাই শ্রীশ্রীকৃষ্ণের স্নানযাত্রোৎসব-দিবস হইতে মাসব্যাপী উৎসব আরম্ভ হইবার কথা ছিল, কিন্তু ১লা ভাদ্র দিবা ৮।১৩ মিঃ গতে পুরুষোত্তমমাস-প্রবৃত্তি হওয়ায় শ্রীস্নানযাত্রা, শ্রীবলদেবাবির্ভাব, শ্রীকৃষ্ণাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ উৎসব কীর্ত্তন-মুখে সম্পাদন করাইয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপুরুষোত্তমমাসে মধুরামণ্ডলে সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব সম্পাদনার্থ গত ১২ই আগষ্ট সপার্ষদে মথুরা যাত্রা করেন। এজন্য এবার উৎসবারম্ভের সময় শ্রীপুরুষোত্তমমাসান্তে আগামী ৩০শে ভাদ্র হইতেই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কর্ম্মকাণ্ডীয়গণের বিচারে অধিমাস বা মলমাসে যাবতীয় ক্ষুদ্র পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান বন্ধ থাকিলেও ভগবদ্ভক্তগণের বিচারে উহা যাবতীয় মাসের অধিপতিরূপে সর্ব্ব শুভের নিদান-স্বরূপ শুদ্ধহরিকীর্ত্তনের সর্ব্বাপেক্ষা শুভতম বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবের তারিখ পিছাইবার কারণ অধিমাস বা মলমাস নহে; আচার্য্য-পাদপদ্মের ঐ সময়ে মথুরামণ্ডলে কীর্ত্তনোৎসবের আয়োজনই উহার একমাত্র কারণ।

শ্রীল প্রভুপাদ আগামী ৩০শে ভাদ্র পর্য্যন্ত মথুরামণ্ডলে কৃষ্ণকীর্ত্তনোৎসব অনুষ্ঠিত হইবার ব্যবস্থা করিয়া গত ৭ই সেপ্টেম্বর মথুরা হইতে দিল্লী-গৌড়ীয় মঠে আগমন করেন এবং তথা হইতে ৮ই সেপ্টেম্বর যাত্রা করিয়া ৯ই সেপ্টেম্বর প্রাতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন। প্রভুপাদের আগমন-মাত্রেই মঠ যেন নবজীবন লাভ করিয়াছেন এবং নিত্য নব-নব সেবোৎসবময় হইয়াছেন। প্রত্যহ বহু ভাগ্যবান্ প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণের জন্য সমাগত হইতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণোৎসব, উহা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণোৎসব নহে। বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা পিশাচীর তাণ্ডব-নাট্য জগতে শুষ্কজ্ঞানকীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ আনয়ন করিয়া কি প্রকার অনর্থের আবাহন করিয়াছে, ভাগ্যহীন মানব-জাতি অধোক্ষজ-সেবা-বিমুখ হইয়া কি প্রকার বিনষ্টাশে ভক্ষিত হইতেছে, তাহা এখনও মানবজাতির চিন্তার বিষয় হইতেছে না, মানব-মনীষা এখনও আত্মমঙ্গল বিচার করিতে পারিতেছেন না, ক্ষণিক সুখভোগের স্বপ্ন বা আত্মসত্তা বিলোপ করিয়া জীবন্মুক্ত হইবার অলীক কল্পনার মোহ এখনও তাঁহাকে নিজ স্বরূপোপলব্ধি হইতে চিরবঞ্চিত করিয়া রাখিতেছে,—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ভাগবতাদি শাস্ত্র-ব্যাখ্যার ছলনায় নানা অপসিদ্ধান্ত প্রচারিত হইতেছে, কতকগুলি মূর্খ অপসাচার্য্য নামাপরাধী ধামাপরাধী বৈষ্ণবাপরাধী ধর্ম্মধ্বজী মায়াবাদী প্রাকৃতসহজিয়াদলের কপটতায় মুগ্ধ হইয়া মনুষ্যসমাজ কলিদুষ্পাবনাবতারী মহাবদান্যবর মহাপ্রভুর প্রকৃত ভুবনমঙ্গল অবদান বরণ করিতে পারিতেছেন না—এক বুদ্ধিতে আর এক বুদ্ধিরা ফেলিতেছেন, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। পরদুঃখদুঃখী কৃপাবুধি সাক্ষাৎকৃষ্ণশক্তি কৃষ্ণপ্রিয়তম আচার্য্য-পাদপদ্ম তাই জীব-প্রতি অহৈতুকী কৃপা-পরবশ হইয়া স্থানে স্থানে বিভিন্ন সময়ে মহোৎসবাদির আয়োজন করিয়া মনুষ্য-সমাজকে ধনীদরিদ্র-মূর্খপণ্ডিত-জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে শুদ্ধ-হরিকীর্ত্তন-শ্রবণের সুবর্ণ-সুযোগ প্রদান করিয়া থাকেন। হে বুদ্ধিমান্ মানব, "তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ", "যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ", "কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্। বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥"—এই ভাগবতীয় বাণী অনুধাবনপূর্ব্বক শুদ্ধকীর্ত্তনোৎসবে যোগ-দানের সৌভাগ্য বরণ করুন। "আহুত হি ধ্রুবো মৃত্যু-র্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য হি ত"—এই গীতা-বাক্য অবধারণ করিয়া বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য চিন্তাশীল হউন। আহার, বিহার, শয়ন, ইন্দ্রিয়তর্পণাদিই মনুষ্যজীবনের চরম সিদ্ধান্ত নহে; ভগবদ্ভজনলব্ধিই মনুষ্যজীবনের চরম উদ্দেশ্য। বহু লক্ষ জন্ম অন্তে শ্রীভগবানের কৃপাবদান্যবরূপ এই সুদুর্লভ

মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া নিজের বা অপরের দেহ-মনোধর্ম্মের কতকগুলি তাৎকালিক খামখেয়ালকে 'ধর্ম্ম'-জ্ঞানে রক্ষিত করা কখনই বিবেকবত্তার পরিচায়ক নহে, পরন্তু উহা মনুষ্য-জীবনের নিতান্ত দুরদৃষ্টের কলঙ্ককালিমা-স্বরূপ। "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" এই বাক্যের তাৎপর্য্যানুসারে শ্রেয়ঃপথের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হউন।

অনেকেরই মনে একটি প্রশ্নের উদয় হইতে পারে, গৌড়ীয়ই ব্যতীত আর কি কোথাও সৎপ্রতিষ্ঠান, সত্যকথা বা বাস্তব-সত্যানুযায়ী লোক নাই? আমরা বলিতেছি,—না। যদি থাকে, তাহা নিশ্চয়ই গৌড়ীয়মঠের সহিত অভিন্নত্ব সম্বন্ধযুক্ত; নতুবা তাহাতে কৃষ্ণেতর বিষয়ত্ব অবশ্যম্ভাবী। ইহা প্রণালীকৃত সত্য; কাহারও এতদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিলে তিনি সত্যানুসন্ধিৎসা-মূলে বিচারে প্রবৃত্ত হউন, যেহেতু মৎসরতা সত্য নির্ণয়ের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। গৌড়ীয়মঠ বহির্জগতের ইট-কাঠ-মাটি-পাথরওয়ালা একটি কালক্ষোভ্য অট্টালিকাবিশেষ নহেন; 'অনন্যাভিলাষিতা'-বিচারে যিনি কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা আনন্দ-দায়িনী হ্লাদিনীশক্তি, তদভিন্নবিগ্রহ সাক্ষাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম এবং তাঁহার একান্ত অনুগত সেবকগণের বাস্তবসত্যের শুদ্ধকীর্ত্তন-মন্দিরই শ্রীগৌড়ীয়মঠ। যেখানে শুদ্ধ শ্রীরূপানুগধারা — শ্রীভক্তিবিনোদধারা বিরাজিত, যেখানে নিরন্তকুহক বাস্তব-সত্যের নিত্য কীর্ত্তন-বন্যা প্রবাহিত, সেই স্থানই গৌড়ীয়মঠ; আর তিনিই একমাত্র গৌড়ীয়মঠবাসী, যিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ সেই অন্যাভিলাষ-জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃত নিরন্তকুহক বাস্তবসত্য-কীর্ত্তনকারী। প্রত্যেক শুদ্ধভক্ত-হৃদয়ে অপ্রাকৃত গৌড়ীয়-মঠ প্রতিষ্ঠিত। এতাদৃশ গৌড়ীয়মঠের সহিত যেখানে মিল নাই, সেখানে কোন না কোন-প্রকারে কুহক প্রবিষ্ট হওয়ায় তাহা নিশ্চয়ই শুদ্ধ-গৌড়ীয়মঠের সহিত সর্ব্বতোভাবে সংস্রবরহিত।

শুদ্ধরূপানুগধারা কাহাকে বলে, শ্রীরূপানুগত্য হইতে অন্যত্র যাহা কোথায় কি ভাবে পার্থক্য লাভ করিয়াছে, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য-বিচারের বৈশিষ্ট্য কি, অচিন্ত্যভেদাভেদের নাস্তিক্য, সন্দেহ, অজ্ঞেয়তা, অচিন্ত্যবাদ ও চিন্মাত্রবাদ এবং চিদ্বৈচিত্র্যের একদেশানুভবের, লক্ষ্মী-নারায়ণ, সীতা-রাম, রাধাকৃষ্ণ, মথুরেশ কৃষ্ণ এবং দ্বারকেশকৃষ্ণ-তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য কোথায়, বৈকুণ্ঠ হইতে মথুরা, মথুরা হইতে বৃন্দাবন, তাহা হইতে গোবর্দ্ধন, তাহা হইতে কৃষ্ণপ্রেমামৃতাস্বাদনক্ষেত্র কুশস্থলীর বৈশিষ্ট্য কেন, 'অনন্যাভিলাষিতাং' শ্লোকোক্তির সেবা-বৈশিষ্ট্য কোথায় সমাক্-স্মরণে চমৎকারিতা-পরিপূর্ণ, অর্চ্চন ও ভজন, পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের বৈশিষ্ট্য কি, কর্ম্ম-জ্ঞানমিশ্রাভক্তি কেন 'এরণ্ড ভাজ' এবং তৎপর জ্ঞানপূজা হইতে কেন 'এরণ্ড হয় আগে কয় আর', স্মৃতি, শ্রুতি ও দর্শনবিচারের রহস্য কি, 'অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন' কাহাকে বলে? প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ-অপরোক্ষ হইতে অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃতত্বের বৈশিষ্ট্য কেন? আবার অধোক্ষজ হইতেও অপ্রাকৃতত্বের চমৎকারিতা কোথায়, গৌরপরিকর ও গৌরনিত্যানন্দের ভজন-বৈশিষ্ট্য কি? গৌরাদ্বৈকপতি কে? শুদ্ধ নাম কাহাকে বলে? নামাভাস, নামাপরাধ, ধামাপরাধ কি? রস ও রসাভাস কি? মুক্ত ও বদ্ধবৈরাগ্যের পার্থক্য কি? 'সত্যং ত্রীণাশয়ে মিত্রে সাধৌ সদ্যঃ যতো বরে,' 'বহুনস্তৈ ততো গীর্বান্ মধুধানের সংগ্রহেৎ'—শ্লোকোক্তির সঙ্গের বিচার কি, 'ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্'—শ্লোকোক্তি দুঃসঙ্গ ও সৎসঙ্গ তাহাকে বলে, গুরুপাদাশ্রয় কি প্রকার, সদ্গুরু ও শুদ্ধবৈষ্ণবতত্ত্ব কি, অন্যান্য দর্শন হইতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শনের বৈশিষ্ট্য কোথায়, বৈষ্ণবধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত অবৈষ্ণবমতের পার্থক্য কি ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়ের তুলনা-মূলক শুদ্ধবিচার, ভজনরাজ্যের অবশ্য-জ্ঞাতব্য তত্ত্বের নিগূঢ় তাৎপর্য্য এবং সৎসম্প্রদায়ের শুদ্ধ ঐতিহ্য শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য-পারম্পর্য্যে পরমাশ্রিত নিষ্কপট সেবকগণের সর্ব্বক্ষণ শ্রবণসৌভাগ্য হইয়া থাকে। শ্রীগুরুমুখে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-শ্রবণ ও শ্রুতবিষয়ের কীর্ত্তনই—শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবের বৈশিষ্ট্য। আগামী উৎসবকালে প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক বিশেষ বিশেষ অধিবেশনে বক্তৃতাদি প্রদান বা পরি-প্রশ্নোত্তর-মুখে আমাদিগকে যে হরিকথা-শ্রবণের শুভ সুযোগ প্রদান করিতেছেন, আমরা জগতের প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জনকে সেই শুভাবসর বরণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে সংকীর্ত্তন-মহোৎসবে যোগদানপূর্ব্বক আত্মমঙ্গল নির্দ্ধারণ-দ্বারা আমাদের পরানন্দ বিধান করিতে একান্ত অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

নগর-সঙ্কীর্ত্তন

আগামী ১৩ই সেপ্টেম্বর ২৮শে ভাদ্র রবিবার কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহাসমারোহসহ-উৎসবে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শ্রীমন্দির হইতে এক বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, সেণ্ট্রাল এভেনিউ, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট হইয়া পুনরায় শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। সকলের যোগদান প্রার্থনীয়।

আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর রবিবার এবং ২৭শে সেপ্টেম্বর রবিবারও অপরাহ্ণ ৪টার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ঐরূপ নগরসঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইবেন।

সাম্বৎসরিক-শ্রাদ্ধ

গত ৭ই ভাদ্র, ১৩৪০; ইং ২৩শে আগষ্ট, ১৯৩৩ রবিবার শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিত বর্ষীয়ান্ সেবক পরমাশ্রয়ী শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্রকুমার দাসাধিকারী মহোদয়ের শ্রাদ্ধকার্য্য তদীয় ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণীকর্ত্তৃক ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয়-মঠে আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ ব্রজবাসী বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের পৌরোহিত্যে সাম্বৎসরিকবিধানে একাহসাধ্য মহাপ্রসাদার-দ্বারা যথাবিধি সম্পাদিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বৈষ্ণবগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

তদীয় ঐকান্তিক গুরুগৌরাঙ্গনিষ্ঠ বৈষ্ণবপুত্রও শ্রীপুরুষোত্তমধামে বাপুরনতলে আচার্য্যপাদপদ্মে উপনীত হইয়া সাম্বৎসরিক-স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসোক্ত একাহীয় কৃত্যানুসরণে 'শ্রীগুরুগৌরাঙ্গপ্রণতস্মারিণিবন্ধের শ্রীপাদপদ্ম-সেবা-দ্বারাই যে নিখিল বিধিবর্গাদের প্রকৃত তর্পণ সাধিত হইয়া থাকে'—'কৃষ্ণে ভক্তি কৈলেই সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়'—যাগ-যজ্ঞ-তপ-হোম-ব্রত-তীর্থস্নান-বেদপাঠ, শ্রাদ্ধাদি সকল ক্রিয়ার সম্যক্ সমাধান হইয়া যায়, কোন কর্ম্মের অপূর্ণতা থাকে না, তাহার সর্ব্বোত্তম আদর্শ নিজ নিরপেক্ষ আচরণ-দ্বারা প্রদর্শন করিয়া ব্রজেন্দ্রকুমার প্রভুর বাস্তব শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিয়াছেন। কর্ম্মজড়স্মার্ত্তানুকরণে শুষ্কাদ্য-রাজনাস্তিনয়ে কোনপ্রকার স্মার্ত্তক্রিয়ার আবাহন না করিয়া শুদ্ধনামাশ্রিতের আদর্শ সংরক্ষণ করিয়াছেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিয়র ও আরও কতিপয় মঠসেবকসহ গত ২৯শে জুলাই কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে যাত্রা করিয়া ৩০শে জুলাই হইতে ১২ই আগষ্ট পর্য্যন্ত চাঁদপুরে পুরাণবাজার, গোপাল-জীর আখড়া, গৌরনিতাইর আখড়া, কালীবাড়ী প্রভৃতি-স্থানে, ২৪শে আগষ্ট পর্য্যন্ত চৌমোহনীতে, অতঃপর ২৫শে আগষ্ট চৌমোহনী হইতে চট্টগ্রাম যাত্রা করিয়া চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও বক্তৃতাদি-মুখে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। ১২ই আগষ্ট চাঁদপুরের সুযোগ্য সাব্-ডিভিসনাল অফিসার মিঃ এম, এ, টি আরেফার আই-সি-এস্ মহোদয়ের সভাপতিত্বে চাঁদপুর শ্রীগোপালজীর আখড়ায়, ২৩শে ও ২৭শে আগষ্ট চট্টগ্রাম-যাত্রামোহনবাজার ও টাউনহলে যথাযথভাবে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র-নাথ রায় এম্-এ, বি-এল মহাশয় ও ২৬শে আগষ্ট চট্টগ্রাম টাউনহলে চট্টগ্রাম-মিউনিসিপালিটীর ভাইস্‌চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং ৩১শে আগষ্ট পাহাড়তলী-নামক স্থানে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে কএকটি বক্তৃতা হইয়াছে, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চাঁদপুর, চৌমোহনী ও চট্টগ্রামের বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারবিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছেন ও হইতেছেন। গত ৯ই সেপ্টেম্বর কৃতিয়র মহোদয় শ্রীধামমায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ কতিপয়ার প্রচার-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া বালেশ্বর, অমরদা, পাঙ্কনিয়া, শালবনী, সরিষা, খুটা, বস্তা, রূপসা, নারায়ণাবাদ, চারিগাঁ ও জলেশ্বর প্রভৃতি স্থানে প্রচার-কার্য্য করিয়া গত ৩রা সেপ্টেম্বর প্রাতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। স্বামীজী গত ৮ই ও ৯ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সাম্বৎসর-প্রবণ-সদনে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন।

১৩শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৩রা আশ্বিন, ১৩৪০, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩ | ৮ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২৭শে ভাদ্র, ১২ই সেপ্টেম্বর শ্রীধাম-নবদ্বীপে বিশেষ সমারোহে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার উদ্যোগে মহামহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। গত ৩০শে ভাদ্র রাত্রি ১০।৩৯ঘঃ গতে অধিবাসের নিবৃত্তি হইয়াছে। এই পুরুষোত্তমব্রত উপলক্ষে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় শ্রীব্রজধাম-প্রচারিণী সভা ব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, সংস্কার, হরিকীর্ত্তন-কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠা ও হরি-কীর্ত্তন-মহোৎসবাদি সম্পন্ন করিয়াছেন। ব্রজমণ্ডলে সঙ্ঘের প্রাচীন-সেবার ঔজ্জ্বল্যবিধান ও তথাকার জীর্ণ মন্দিরাদির সংস্কার, তথায় হরিকীর্ত্তন-মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান ও শুদ্ধ হরিকথা-প্রচার শ্রীব্রজধাম-প্রচারিণী-সভাদ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কোসিতে হরিকথা-প্রচার, সেবকাশীতে হরিকথা-প্রচার ও তথায় হরিকীর্ত্তন-কেন্দ্র স্থাপন এবং স্থানীয় উন্নতি-সাধন শ্রীব্রজ-ধাম-প্রচারিণী সভার উদ্যোগে সম্পাদিত হইয়াছে। শ্রীগোবর্দ্ধনে হরিকীর্ত্তনকুঞ্জ-প্রকাশের জন্য একটি সুন্দর স্থান সংগৃহীত হইয়া তথায় শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা হরি-কীর্ত্তনকুঞ্জের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। শ্রীরাধাকুণ্ডে ও শ্রীবৃন্দাবিপিনে শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণকার্য্য অগ্রসর হইতেছে এবং তথায় একটি গোবাটিকা ও ভজনকুটীর শ্রীরাধানিজ-জনের কৃপায় প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমথুরা ও শ্রীবৃন্দাবনে স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদ উপস্থিত থাকিয়া বিশেষভাবে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার করিয়াছেন। দিল্লী-গৌড়ীয়মঠেও শ্রীল প্রভুপাদ শুদ্ধবিজয় করিয়া হরিকথা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের শুদ্ধবিজয়ে সাধারণ ও সংযুক্ত প্রদেশের বিভিন্ন

শুদ্ধভক্তসমাহারে—ঘষা কুরুক্ষেত্রে শ্রীবাসগৌড়ীয়মঠে, দিল্লী-শ্রীগৌড়ীয়মঠে, সেবকাগী-শ্রীগৌড়বিহারীমঠে, নৈমিষ-রণ্য-শ্রীনরষণ্যসেবকে, প্রয়াগ-শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে, কাশী-শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে, এবং আরো নয়া-গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের প্রাণে সেবার নবপ্রেরণা ও শক্তিসঞ্চার হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্তনকালে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমঠ মঠের সেবকবৃন্দকে দর্শনদান ও নানাপ্রকার সেবার উপদেশ প্রদান করিয়া সকলের প্রাণের সেবাসঞ্জীবনীস্রোত বৃদ্ধি করিয়াছেন।

———

অসৎসঙ্গ ও দুর্দৈবফলে স্বতন্ত্রবিচার অবলম্বন করিলে আমাদের যে কি দুর্দশা হয়, তাহাও আচার্যের কৃপায় সময় সময় বিভিন্ন দৃষ্টান্ত হইতে আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি যে-সকল ব্যক্তি স্বতন্ত্র জীবন অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণের পরমধর্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জীবন যে বিভিন্ন পতনের পথে প্রধাবিত হইয়াছিল, তাঁহারাই আচার্যের কৃপায় পুনঃ তাঁহার পরতলে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। প্রয়াগে কোন এক পাষোপাসক স্মার্তের প্ররোচনায় এক স্মার্ত-জাতি গোস্বামীর কৃষ্ণের মোহে পতিত হইয়া একব্যক্তি স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু ভগবৎকৃপায় তিনি স্বতন্ত্রজীবন ও প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায়ের কপটতা এবং গৌড়ীয়মঠাচার্যের অকৃত্রিম পরদুঃখ-দুঃখিতা ও ভুবন-মঙ্গলময়ী প্রচার-চেষ্টা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া তাঁহার স্বতন্ত্রজীবন পরিহার করিয়াছেন এবং আমাদের নিকট তাঁহার সেই সাময়িক দুর্দৈবগ্রস্ত জীবনের দুঃখের কাহিনী বর্ণন করিয়া আমাদিগকে শ্রীল প্রভুপাদের কৃপার অচিন্ত্য গভীরতা অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে অনুশীলন করিবার সুযোগ দিয়াছেন।

ভাগলপুর হইতে বিশেষ লজ্জিত ও দুঃখিত আদর্শ-চরিত্র এক মহাত্মা যে সংবাদ প্রেরণা করিয়াছেন, তাহা হইতেও জানা যায় যে, এক প্রচণ্ড সন্তোষবাদী, কপটত্যাগী শিক্ষার অভাব, নীচজাতিত্ব ও নীচসঙ্গের ফলে কিছুদিন পূর্বে বিপথগামী হইয়া ভক্তিরাজ্যের চতুর্দশভুবন-নিন্দিত পাষণ্ড জনগোপালের বিচার অবলম্বন করিয়াছে। এইসকল দুর্দৈবগ্রস্ত ব্যক্তির উদাহরণ হইতেও অনেক মূল্যবান শিক্ষা লাভ করা যায়।

———

সংকীর্তন-সংযোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক হরি-গুরুমহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। গত ২৩শে ভাদ্র বুধবার কলিকাতা মহানগরীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষে এক বিরাট্ নগরসঙ্কীর্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। এই আশ্বিন শ্রীঅদ্বৈতপত্নী সীতাদেবীর আবির্ভাব-মহোৎসব, ৭ই আশ্বিন শ্রীনন্দিতাসপ্তমী, ৮ই আশ্বিন শ্রীরাধাষ্টমী-ব্রত-উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিশেষ শ্রীহরিকীর্তনোৎসব এবং ১০ই আশ্বিন বর্তমানযুগের শুদ্ধভক্তিস্রোতঃ পুনঃপ্রবাহের মূলপুরুষ ও বিশ্বগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-মহোৎসব। সেইদিনই শ্রীগৌড়ীয়মঠে সাধারণ মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। সেইদিন শ্রীহরিবাসর ঠাকুরের একাদশী তিথি ও অনন্ত-চতুর্দশী ব্রত।

———

অষ্টোত্তরশতশ্রী ভক্তিবিনোদাব্দ আরম্ভ হইল। প্রায় শত বর্ষ পূর্বে এই গৌরনিজজন গৌরজন্মভূমি নবদ্বীপ ধামের যৌবনপুর গ্রামে অবতীর্ণ হইয়া শুদ্ধভক্তি-সাম্রাজ্য-সংরক্ষণে যে অভিমর্ত্য ও অদ্ভুতপূর্ব বীরত্ব এবং তাঁহার কৃপাপ্রেরিত-স্বরূপ ভক্তিসাম্রাজ্য-সংরক্ষক হরিকথা-কীর্তন-বীর জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অজ্ঞাভিনাষ-বীরত্ব, কর্ম-বীরত্ব, জ্ঞান-বীরত্ব, যোগ ও ব্রত-বীরত্বের আস্ফালন সমস্তই অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িয়াছে। এই অভিমর্ত্য শ্রীচৈতন্য-বাণী-কীর্তন-বীরের শ্রীগুরুপাদপদ্ম বৈষ্ণব-সার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ যে নর্তন-কীর্তন-বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে ভক্তিরাজ্যের কোটি কোটি বিঘ্নের মস্তকে পদাঘাত হইয়াছিল এবং ভূলোকে গোলোকবীরের সঙ্কীর্তন সর্বোপরি বিজয় লাভ করিয়াছিল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সমসাময়িক কালে প্রায় শত বর্ষ পূর্বে যে সকল অজ্ঞাভিনাষ-যুক্ত ধর্মের বালাই ও নানাপ্রকার ভক্তিবিরোধিমতবাদ, চিজ্জড়সমন্বয়বাদ প্রভৃতির নবীন বীরত্ব তমোগুণান্বিত ব্যক্তি-গণের মধ্যে সাময়িক হলোগুলের উত্তেজনা প্রদান করিয়া-ছিল, তাহা "শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতের" অমৃত-বৃষ্টিতে, "জৈব-ধর্মের" আত্মধর্ম-বিশ্লেষণে, "সজ্জনতোষণীর" শ্রীচৈতন্য-বাণীতে পরমার্থ-জগতে অকিঞ্চিৎকরত্ব লাভ করিয়াছে।

———

ভক্তিবিনোদের অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব-দর্শনে 'বাধা'ই রাধারাণীর মহোৎসবে যোগদানের পথে কণ্টক আরোপণ করিয়া থাকে।

রাধাবির্ভাবের 'দশ-লক্ষণ' পর্বেই ভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তিবিনোদ মহার সিন্ধুতে অবগাহন করিলে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর চরণপদ্মকার শোভা দর্শন হয়। তখনই ভক্তিবিনোদবাণীর গান ও ব্রজবনের স্থানমহাত্ম্য-মুক্তের নির্মুঢ়-সেবাধিকার যুগপৎ লাভ হইতে পারে। জগতে এ সকল কথার গ্রাহক দুর্লভ হইতেও সুদুর্লভ। তবে একান্ত আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তিগণের নিকট আমরা শ্রীচৈতন্যবাণীর এই উপদেশটি শুকপাঠের ন্যায় আবৃত্তি করিয়া বলিতে পারি, ভক্তিবিনোদ-ধারার আলোচনা ও অনুশীলনের মধ্যে গার্হস্থানবীর শ্রীচরণশোভা দর্শন করুন। তাহা হইলে পরমার্থ-জগতের দর্শনশ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকারী হইতে পারিবেন। ভক্তিবিনোদধারায় একান্তভাবে অবগাহন স্নান করুন, তাহা হইলে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে আপনাদের সর্বাঙ্গ স্নপিত হইবে এবং উজ্জ্বলনীলমণিরও সন্ধান পাইবেন। গুরুবর্গের ব্যতীত যেমন শালগ্রামের অনুসন্ধান করিতে যাওয়া বৃথা, অন্যথায় শালগ্রামের পরিবর্তে নোড়াপাথরই লাভ হয়, তদ্রূপ ভক্তিবিনোদধারা ব্যতীত উজ্জ্বলনীলমণির অনুসন্ধানের অভিনয়ের কাচমণিই আপনাদিগকে রক্ষিত করিবে। ছিজেন্দ্রনন্দনবাদের বিবাদ-বাষ্প, প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের কপটতা, কর্মজড়-স্মার্ত-সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান-আড়ম্বর-গর্ব আদা, নির্বিশেষবাদের বন্ধ্যাদেহত্ব আপনাদের নিত্যসিদ্ধা সেবাবৃত্তিটীকে যেন ভক্তিবিনোদধারার স্নান করিয়া সেবা-সৌভাগ্যময় শ্রীগুরুপাদপদ্মে লক্ষিত ও গার্হস্থানবীর নিজজনে গণিত হইবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত না করে। অকপটে ভক্তিবিনোদ-ধারায় নিত্য স্নান করুন, ভক্তিবিনোদজনে গণিত হউন, দেখিবেন, রাধাসরসীতে আপনি স্নাত ও রাধাজনে আপনি গণিত হইয়াছেন। রাধাবির্ভাব ও ভক্তিবিনোদাবির্ভাব-উৎসবের আগমনী-গীতির চারণগণ এই গানই গাহিয়া থাকেন। আমরা সেই গানেরই পুনরাবৃত্তি করিলাম।

শ্রীকুঞ্জ ভক্তিবিনোদ*

[১]

চতুর্দ্দশ প্রসঙ্গ

১৮৭১ সাল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তখন পুরীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্। অভিরাড়ী-সম্প্রদায়ের একখানি হস্তলিখিত পুঁথিতে লেখা ছিল যে, চৈতন্য আবার উড়িষ্যায় প্রকাশিত হইবেন। সেই সময়ে অনেকেরই অন্তর্নিহিত লোক, কেহ চৈতন্য, কেহ বলরাম, কেহ কৃষ্ণ, কেহ ব্রহ্মা বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিতে লাগিল। বিষ্ণুকিঙ্কর নামক একজন ওড়াদেশ-সম্ভূত ব্যক্তি কিছু যোগবল সঞ্চয় করিয়া আপনাকে 'মহাবিষ্ণু' বলিয়া প্রচার করিল। এই ব্যক্তি ভুবনেশ্বরের নিকট একটি বনের এক প্রান্তে অর্থাৎ সদাইপুরের চটির এক ক্রোশ অন্তরে একটি জঙ্গলে বন-বন লইয়া এক মন্দির স্থাপন করিল এবং উহাতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এক ঘোষণা লটকাইল—

"মহাবিষ্ণু বিষ্ণুকিঙ্কর ওরফে আমাই ঘাটি জঙ্গলে আসি। ১৯এ চৈত্রে রথ হইবে। তখন মহাবিষ্ণু চতুর্ভুজ দেখাইবেন।"

বিষ্ণুকিঙ্কর আরও প্রচার করিল—

"আমি এই কলিতে ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য পুনরায় আসিয়াছি। আমি মহাবিষ্ণু, অনন্ত কৌতুক-সমুদ্রে নিশ্চিন্ত-ভাবে নিদ্রা যাইতেছিলাম, কিন্তু ম্লেচ্ছগণের অত্যাচারে

---

* 'গৌড়ীয়' ১০ম বর্ষ ১-৪-৩১শ সংখ্যা পর্যন্ত ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের চরিত্র ক্রমিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঠাকুরের বিরহ-পথে বিভিন্ন উপকরণ-সংগ্রহে বিলম্ব ঘটায় তাঁহার চরিত্র ক্রমিকভাবে প্রকাশে বিলম্ব হইয়া যাইতেছে। আশা করি, আমরা ঠাকুরের কৃপায় আষাঢ়ের বাণী হইতে উপকরণসমূহ সংগ্রহ করিয়া ঠাকুরের বিরহবাণী এখন হইতে যথানিয়মে প্রকাশ করিতে পারিব। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে শ্রীচৈতন্যদেব ও তদনুগত মহাজনিক মহাবিষ্ণুর প্রকটিত অনাবিল ভক্তিধর্মের পুনঃ-প্রচারের মূল পুরুষ। ঠাকুর মহাশয় ১২৪৫, ৩রা মাঘ; পৃষ্টাব্দ ১৮৩৮, ২রা সেপ্টেম্বর ও ৩৮২ শ্রীচৈতন্যাব্দে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-ভূমি শ্রীধাম মেদার বীরনগর নামক গ্রামে আবির্ভূত হন।

এই বিবরণ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রকাশিত জীবনী ও সাহিত্যিকবর বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বিষ্ণুকিঙ্কর'-প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

অস্থির হইয়া মানুষের মত আমার 'অবতার' করিয়া আমাকে অবতীর্ণ করাইয়াছেন। আমি ফ্লেচ্ছদিগকে বিনাশ করিয়া সত্বর ভারতের উদ্ধার সাধন করিব, আগামী ১৪ই চৈত্র ফ্লেচ্ছ-নিধন-যুদ্ধ হইবে, সে সময় আমি চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি দেখাইব।"

বিষ্ণুবিদ্বেষের এই ঘোষণা হইবা মাত্র ভিড়িঞ্চার গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইতে লাগিল, ভক্ত বৈষ্ণবের ভাবপ্রবণ ব্যক্তিগণ দলে দলে আসিয়া তাঁহার ভক্ত-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এমন কি, অনেক ব্রাহ্মণ-সজ্জন হইতে মহিলাগণও নূতন অবতারের সেবা করিবার জন্য আসিতে লাগিলেন।

বিষ্ণুবিদ্বেষের অদ্ভুত ক্ষমতায় সকলেই মুগ্ধ। তাঁহার দীর্ঘাকার শরীর, প্রদীপ্ত চক্ষু, মস্তকের ঘুরং ঝটাভার, তাঁহার নানাবিধ আসন ও ক্রিয়া এবং বিবিধ যোগমুদ্রা-দর্শনে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দলে-দলে আসিয়া তাঁহার চরণাশ্রয় করিল। বিষ্ণুবিদ্বেষ 'অবতারী', 'অবতীর্ণ', 'ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার'—প্রতি পল্লীগ্রামে, প্রতি গৃহস্থের গৃহে, পথে, ঘাটে, হাটে, বাজারে এই কথার চুলি চুলি আলোচিত হইতে লাগিল। যাহার সন্তান হয় নাই, তাহাকে অবতারী সন্তান হইবার ঔষধ দিতেছে, কাহাকে ব্যাধ্যাধির, কাহাকে অঙ্গপুলের কাহাকে গলগণ্ডের, কাহাকে কলের—যে যে-রোগ করিয়া আসিতেছে, তাহার তাহাই পূর্ণ হইতেছে! বিষ্ণুবিদ্বেষী কলস্রোত আসিয়া একাস্ত্রকানন পূর্ণ করিতেছে!

এই সময় একদিন পূর্ণিমার সন্ধ্যার প্রাক্কালে গুপ্ত অবতার গুপ্তভাবে পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহে, কেবলমাত্র সদস্য-গণের নিকট প্রচার করিয়া পাঠাইলেন,—"অদ্য নিশীথে আমি রাসলীলা করিব; যদি কাহারও রাস-যন্ত্রণাতে বৃদ্ধা করিবার বাসনা থাকে, আসিয়া যোগদান করিবে।"

পল্লীবাসিনীগণ এত কথা বুঝুন বা না বুঝুন, সকল দেশেই হুজুগটা স্ত্রীলোকদিগের একচেটিয়া, বড়ের আগে স্ত্রীলোকদিগের গতি; পুরনারীগণের কাণে রাসনৃত্যের কথা উঠিতেই তাহারা সেইস্থান হইতেই নাচিয়া উঠিল। যুবতী, প্রৌঢ়া, বালিকা, বৃদ্ধ—সকলেই গুপ্ত অবতারের সহিত রাসে নাচিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

অল্পক্ষণ মধ্যে রাসের কথা পুরুষমহিলাগণের অভিভাবক-গণের কাণে উঠিল। এতদিন কাহারও ঘাঁতে বা পড়ে নাই বলিয়া সকলের গুপ্ত অবতারের গুপ্ত উদ্দেশ্যের পোষকতা করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহার 'বসন্ত রাস' স্ব-স্ব গৃহে ফলিতে দেখিয়া ব্যাকুল ও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। স্ত্রীলোকদিগকে নিবারণ করিলে তাঁহারা নিবারণ মানিবেন না, সে আবেগ কার সাধ্য প্রতিহত করে—ভয়াবহারের সহিত রাসমণ্ডলে নাচিতে যাইবেন, এমন শুভকার্য্যে ব্যাঘাত দিলে চলিবে কেন? বিষ্ণুবিদ্বেষী কলস্রোতের মত অসিতঅঞ্জনাকর্ষিত পরস্পর কুলকামিনীগণ একাস্ত-জ্ঞানহারিতমুখে ছুটিলেন, পুরুষেরা উপায়ান্তর না দেখিয়া দুরং দুরং নগুড় হস্তে স্ত্রীদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। তখন একাম্রকাননে উপস্থিত হইয়া, সকল পুরুষ সমবেত হইয়া স্ত্রীলোকদিগকে তাড়প্রদর্শন, তাড়না, অনুযোগ, ভর্ৎসনা, কাহাকেও বা দু'এক ঘা লগুড়াঘাত দিয়া গৃহে ফিরাইয়া আনিলেন। সেদিন এত লীলাই হইল, রাসলীলা আর হইল না। কিন্তু অবতারকে কিছু বলিতে কেহই সাহসী হইলেন না।

কৃষ্ণনগরে বিষ্ণুবিদ্বেষ কোন বিদ্যাই উপস্থিত করিলে তথাকার পুরুষগণ এবং বিভিন্ন স্থানের সাধারণ ব্যক্তিগণ অচিরেই তাহার একটা প্রতিকারের জন্য একযোগে উড়িষ্যার তদানীন্তন কমিশনার হ্যাবেল সাহেবের নিকট এক দরখাস্ত পেশ করিলেন। দরখাস্ত এই মর্ম্মে লিখিত হইল—

"আমরা রাজভক্ত প্রজা; স্ত্রীপুত্র লইয়া ঘর করিয়া জীবন-যাপন করিতেছিলাম, কিন্তু বিষ্ণুবিদ্বেষ নামক এক নূতন অবতারের উপদ্রবে আমরা জাতিকুল লইয়া বাস করিতে পারিতেছি না।

সে-দিন তিনি রাসে নৃত্য করিবেন বলিয়া আমাদের স্ত্রী-কন্যাকে আহ্বান করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণনগরের অধিবেশ প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পথ দক্ষিণাংশে অবস্থান করিতেছেন, প্রায় অর্দ্ধলক্ষ শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, শীঘ্র ইহাদিগকে নিধন করিয়া রাজোদ্ধার হইবেন—এই মর্ম্মে আপনাকে প্রচার করিয়াছেন এবং তাঁহার এই বাক্যে উড়িষ্যার সমস্ত প্রজাই নাচিয়া উঠিয়াছে। আমাদিগের প্রার্থনা, যাহাতে আমাদিগের জাতি-কুল-মান-সম্ভ্রম রক্ষা থাকে, তাহা করিতে আজ্ঞা হয়।" ইত্যাদি।

পল্লীবাসিগণের দরখাস্ত পাঠ করিয়া কমিশনার অবাক্

হইলেন ; এত নিকটে এমন একটা কাণ্ড হইতেছে, এখবা বিন্দুমাত্রও এপর্য্যন্ত শুনেন নাই বলিয়া অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। নিজের স্থানীয় অধস্তন কর্ম্মচারিগণকে একে একে ডাকিয়া ইহার তথ্য অবগত হইবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু কাহারও নিকট ঠিক সত্তর পাইলেন না। আর কালবিলম্ব না করিয়া পুরীর ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়াল্টন সাহেবকে ইহার বিশেষ তদন্ত করিতে আদেশ করিলেন।

পুরীর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে অন্বেষণাত্মকারী ও সর্ব্ববিষয়ে যোগ্যতম জানিয়া উহার তদন্তের ভার তাঁহার উপরই অর্পণ করিলেন। কটক হইতে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আরস্কীন্ সাহেব আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। উভয়ে ২০।২২ জন সশস্ত্র পুলিশ ও দুইজন পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর লইয়া তদন্তে বাহির হইলেন।

পরদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, আরস্কীন্ সাহেব ও পুলিসের অন্যান্য কর্ম্মচারী একোত্রকাননের নিকট পৌঁছিলেন। সেখান হইতে যোগীর আসন প্রায় ৫ মাইল হইবে। তাঁহারা এইস্থানেই শিবির সংস্থাপন করিলেন। পরে রাত্রি একটু গভীর হইলে দুইখানি শিবিকা আনিয়া একখানিতে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও অন্য-খানিতে পুলিশ সাহেব আরোহণ করিয়া যোগীর দর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টরদ্বয় ও পুলিসের অন্যান্য সকলকে সাধারণ বাহিরের ধারণ করাইয়া অল্পেই পাঠান হইল। এই নব-যাত্রিদল যখন যোগীর নীতস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন রাত্রি ১১টা হইবে। পুলিশ-সাহেবের পাল্কী একটু দূরে রাখা হইল, তিনি নামিলেন না। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও দূরে শিবিকা রাখিয়া পদব্রজে যোগীর নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, ধূনীর সম্মুখে যজ্ঞানল পূর্ণাহুতি পাইয়া নিস্তব্ধ উদ্ভাসিত করিয়া জ্বলিতেছে। যোগী মুদ্রিতনয়নে ধ্যান করিয়া স্তব আবৃত্তি করিতেছিলেন। ভক্তগণ-মধ্যে কেহ কেহ নিকটে বসিয়া আছেন, কেহ কেহ দূরে কৃষ্ণতল আশ্রয় করিয়া তথোপতথন করিতেছেন। যেদিকে নয়নপাত করেন, সেইদিকেই অগণিত মনুষ্য-শ্রেণী ; কেহ আসিতেছে, কেহ যাইতেছে, কেহ বসিতেছে, কেহ শুইতেছে। বিশেষ কোন গোল নাই, তথাপি একটা মৃদুস্ফুট কলরবে যেন সমস্ত কানন মুখরিত ! অন্ধকার হইল, সন্ন্যাসিক লোক কাননে অবস্থান করিতেছে।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উপস্থিত হইলে যোগী একবার আসনে দৃষ্টি করিয়া বলিল, "বাবু ! তুমি বাঙ্গালী ও সরকারের বিশেষ কর্ম্মচারী, তুমি কি জন্য এই রাত্রিকালে এখানে আসিলে ?"

ঠাকুর। আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি।

যোগী। আমাকে দেখিতে আপনার সাধ হইল কেন ?

ঠাকুর আপনার নাম বহুদূর প্রসারিত হইয়াছে।

যোগী। এবে তুমি আমার ভক্ত ? আমাকে ভক্তি উপহার দিতে আসিয়াছ, তাহাই বল ? ভাল ভাল, আমি তোমার উপর বড় সন্তুষ্ট হইলাম। কিছু উপদেশ শুনিবে ?

ঠাকুর। আজ্ঞা করুন।

যোগী। তুমি অবশ্য গীতা পড়িয়াছ, আমার মুখ হইতে শ্লোক শুন,—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

তাই আমার আসিয়াছি। আমি জীয়োন-মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলাম, মন্ত্র আমার বিস্মৃত-ভ্রষ্ট করিয়া অবতরণ করাইয়াছেন। আমি শীঘ্রই দেহ বিসর্জন করিব। এই দেখ এই মাসিকা পর্য্যন্ত যোগমগ্ন করিয়াছি।

এই বলিয়া 'ওঁ বিষ্ণবে নমঃ' লেখিত তালপত্র ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের হস্তে প্রদান করিল, তাহাতে লিখিত ছিল,—

"অন্যে অগ্নি বিবর্জিত। শুদ্ধে অগ্নি ন জলই আর।
১৫ মাসের আহ্নিক হব। চতুর্থ্যে হই বায়ুর ভোজন।"

পাঠ করিয়া ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কহিলেন,—"উত্তম, তাহাতে কি হইবে ?"

যোগী। আমার কায়কে ভিন্নুরাজা করিব। আমি জানি তুমি একজন ভাল বিচারক, ভিন্নুরাজ্য হইলে একে তুমি আমার ভক্ত, তায় উপর সূক্ষ্ম বিচারক ; তোমাকেই আমি উড়িষ্যা-শাসনের ভার দিব।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মনে মনে বলিলেন, "একেত প্রলাপ বক মনে।" প্রকাশ্যে কহিলেন,—"শ্রীভগবান্ করাইলে কে কি না করিতে পারে ?"

যোগী। ভাল, ভাল, তুমি আমার খুব ভক্ত দেখিতেছি। আমি তোমাকে নিশ্চয় এ দেশের রাজা করিয়া দিব।

তুমি আমার ভক্ত, অবশ্য এখন আমার কথা সব শুনিবে, বুঝ হইয়া যেদিন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।

এইরূপ অনেক কথা হইল, ঠাকুর দেখিলেন, 'তিনি যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন, যোগী পূর্ব্বেই তাহা জানিতে পারিয়াছে।

যোগী কথায় কথায় বলিল,—"এখানে আসিলে, আমার শ্রেষ্ঠটী সঙ্গে করিয়া আসিলে কেন?"

ঠাকুর অবাক্ হইলেন, ভাবিলেন, যোগী কি সমস্ত অথবা কোন গুপ্তচর আছে, সকল কথাই পূর্ব্বাহ্নে আসিয়া সব বলিয়া দিয়াছে; তখন করিতে করিতে যোগী অতি গুহ্য কথা পর্য্যন্ত করিতে লাগিল যে বিষয় তিনি ভিন্ন জগতে দ্বিতীয় ব্যক্তি জানে না, এমত কথাও যোগী বলিতে লাগে। ঠাকুর মনে মনে স্বীকার করিলেন, যোগীর আর যা কিছু গুণ উদ্দেশ্য থাকুক, তাহার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। কিন্তু দেখিলেন, তাঁহাকে সরকারী কর্ম্মচারী দৃষ্টিতে পরিয়া বিষ্ণুবিষয়ের ভয়েরও সঞ্চার হইয়াছে, এই জন্যই বরাং তাঁহাকে রাজা করিয়া দিবে, এই প্রলোভন-বাক্যে বশীভূত করিতে প্রয়াস পাইতেছে।

ঠাকুর বিষ্ণুবিষয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি যদি মহাবিষ্ণুই হন, তাহা হইলে যে স্থানে শ্রীভগবান্ বিরাজিত আছেন, সেস্থান ত্যাগ করিয়া এই বনে রহিয়াছেন কেন?"

যোগী—'আমিই মহাবিষ্ণু, পুরীতে ভগবান্ নাই, 'সেটা ব্যঙ্গ আছে,' চৈতন্যদেবও আমার ভক্ত ছিল। তুমি যেমন আমার ভক্ত, সেও তেমন আমার একজন ভক্ত।"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যোগীর এই উন্মত্ত প্রলাপ এবং অসম্বন্ধযুক্ত উক্তি শুনিয়া তাহাকে সকলের পক্ষ গ্রহণের জন্য ঘিরিবারে অনেক বুঝাইলেন। ঠাকুর বলিলেন,—"জীবের ঈশ্বর-অভিমানের ন্যায় ভীষণতম অপরাধ আর কিছু নাই। ক্ষুদ্র জীবের যখন যমালয়ের কারাগারে চিরদণ্ড গ্রহণ করিবার সময় উপস্থিত হয়, তখনই সে ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধি-দ্বারা চালিত হইয়াই আত্মহত্যারূপ চরমদণ্ড লাভ করিয়াছিল।"

ঠাকুরের সম্মুখে কএকটি ছদ্মবেশধারী ব্যক্তিকে বিষ্ণুবিষয় মুহূর্ত্তের মধ্যে ধৃত করিয়া দিল, ঠাকুর ইহা প্রত্যক্ষ করিলেন, কিন্তু যিনি শ্রীচৈতন্যদেবের পক্ষপোষণের বৈভব বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহাকে যোগীর ঐ যোগ-বিভূতি বিমুগ্ধ ও বিচলিত করিল না।

ঠাকুর বিষ্ণুবিষয়কে কহিলেন,—"আপনার অলৌকিক ক্ষমতা দেখিলাম, কিন্তু আপনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে যাইতেছেন, তাহাতে অধিকতর ক্ষমতার প্রয়োজন।"

যোগী কক্ষস্বরে কহিল—"আমি লোকের প্রত্যাশা করি না—মহাবিষ্ণু যন্ত্রের শক্তির ভিখারী নয়—নিজেই যথেষ্ট শক্তিমান্।"

ঠাকুর উঠিলেন। সঙ্গের যাত্রীগণও ধীরে ধীরে একে একে উঠিল। বিষ্ণুবিষয় পূর্ব্ববৎ যুক্তির নেত্রে সুর করিয়া শুব আবৃত্তি করিতে লাগিল। ঠাকুর পাল্কীতে উঠিলেন না, দুইখানি পাল্কীই সঙ্গে চলিল। কিয়দ্দূর গিয়া একজন পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টরকে ডাকিয়া কহিলেন,—"যে পর্য্যন্ত না তীরস্থ শেষ হয়, সেপর্য্যন্ত এইস্থানে দশজন পুলিশ প্রহরীকে গোপনে নিযুক্ত রাখিবে।"

অন্যতম পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর সকলের অলক্ষ্যস্বরে কহিলেন,—"মহাশয়! ইহার ক্ষমতা ত' দেখিলেন, যথার্থই ইনি অবতার, তাহার আর সন্দেহ নাই। আপনি সতর্ক হউন।"

ঠাকুর হাসিয়া কহিলেন,—"এখন চল, সে পরামর্শ পরে লইব।" ঠাকুর শিবিকায় উঠিলেন। সকলে শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন।

[৯]

এখনো প্রাতঃকৃত্য-স্নানে পূর্ব্বাকাশ রঞ্জিত হয় নাই, নক্ষত্রপুঞ্জ ক্ষিপ্তিত হইয়া আসিয়াছে মাত্র, প্রাতঃসমীরণ বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, পক্ষিকুল নিদ্রাভঙ্গে পক্ষ বিধুনন করিয়া কেবল প্রথম ডাক ডাকিয়া উঠিয়াছে, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রাতঃক্রিয়া সমাপনানন্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন, শিবিকা প্রস্তুত হইল, কএকজন পুলিশ কর্ম্মচারীকে সাধারণ ভদ্রবেশ ধারণ করাইয়া সঙ্গে লইয়া তদন্তে বহির্গত হইলেন।

প্রথমে বস্তগিরি যাত্রা করিলেন। বস্তগিরির দাক্ষিণাত্যে অনেকগুলি বিচিত্র গুহা আছে, সেই সকল গুহার মধ্যে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, যোগী প্রভৃতি অনেক চিরবৈরাগ্য-ব্রতাবলম্বী সাধক অবস্থান করেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

প্রত্যেকের সহিত আলাপ করিয়া বিষ্ণুবিষয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বিষ্ণুবিষয়ের সর্ব্বব্যাপী নাম,—বিষ্ণুবিষয়কে না চিনে কে? তাঁহারা সকলেই বিষ্ণুবিষয়-প্রেরিত মালিকা-যুক্ত এক একখণ্ড তালপত্র ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের হস্তে প্রদান করিলেন; কহিলেন,—"বিষ্ণুবিষয় আমাদিগকে তাঁহার সহিত যোগদান করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু আমাদের সে সময় নাই, আমাদের দ্বারা তাঁহার কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই, বলিয়া পাঠাইয়াছি, সেই অবধি তিনি আমাদের আর কোন সংবাদ পাঠান নাই। এখন তিনি কি অবস্থায় ও কি ভাবে আছেন, আমাদেরও সে সংবাদ লইবার অবসর নাই, আমরা নির্জ্জন-প্রবাসী।"

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কহিলেন,—"আপনাদিগের কোন চিন্তা নাই—আর উহাকে করিতে কেহ আসিবে না।"

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তত্তগিরি হইতে প্রত্যাগত হইয়া গ্রামে প্রবেশ করিলেন। গ্রামের প্রতি গৃহদ্বারে গিয়া গৃহস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, বিষ্ণুবিষয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন পল্লীবাসীর কথায় বুঝিলেন, তাঁহারা বিষ্ণুবিষয়ের উপর যে বিশেষ বিরক্ত, তাহা নহে; তিনি যা করেন করুন, তাহাতে তাঁহাদের কোন আপত্তি নাই; তবে তাঁহাদের স্ত্রী-কন্যার প্রতি কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করেন, ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা। সকলেই স্ব-স্ব গৃহ হইতে কথিত মালিকাযুক্ত তালপত্র বাহির করিয়া দিল। সকলেরই মনে একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, বিষ্ণুবিষয় অদ্ভুত-শক্তি-সম্পন্ন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। সে গ্রামেও বিষ্ণুবিষয়-প্রেরিত অনেক মালিকা প্রাপ্ত হইলেন এবং বিষ্ণুবিষয়-সম্বন্ধে তত্রত্য পল্লীবাসি-গণের হৃদয়ভাব অবগত হইলেন। নির্জ্জনে সমস্ত দিন ঘুরিয়া সন্ধ্যাকালে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এইরূপ চারি পাঁচ দিন ঘুরিয়া পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত জনপদ অনুসন্ধান করিলেন, সকল জনপদেই বিষ্ণুবিষয়-প্রেরিত মালিকা প্রাপ্ত হইলেন। দূর গ্রামান্তরেও অনুসন্ধান করিলেন, সে স্থানেও বিষ্ণুবিষয়ের মালিকা প্রেরিত হইয়াছে; পুরী, কটক, রামপুর এলাকাভুক্ত সমস্ত থানায় সংবাদ দিয়া লোক পাঠাইয়া আনিলেন, সেই সকল থানার অধীন গ্রাম-সমূহেও মালিকা প্রেরিত হইয়াছে। উড়িষ্যার প্রায় সমস্ত গ্রামেই বিষ্ণুবিষয়ের মালিকা পৌঁছিয়াছে। এইরূপ অনুসন্ধানে প্রায় পক্ষকাল অতিবাহিত হইল। তখন এইরূপ বুঝিলেন, বিষ্ণুবিষয় যে মহাবিষ্ণুর (?) অবতার এবং বিষ্ণু-সাম্রাজ্য উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন, সে কথা সকলেই প্রায় অন্তরিন্দ্রিয় বিশ্বাস করে।

পরদিন প্রত্যূষে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রায় শতাধিক সশস্ত্র পুলিশ-প্রহরী, পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও দুইজন পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর লইয়া একাম্রকাননাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মালিকারা পুলিশ-ষ্টেশনে এই মর্ম্মে সংবাদ পাঠাইয়া গেলেন যে,—"বিশ জন পুলিশ-প্রহরী খোরাকী লইয়া পুরী হইতে কটক আসিতেছে, তাহাদের আর কিরিবার কথা, তাহাদের যেন আটক করিয়া রাখা হয়। প্রয়োজন হইলে তাহারাও আসিয়া সাহায্য করিতে পারে।"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সদলবলে যখন একাম্রকাননে পৌঁছিলেন তখন কেবল প্রভাত হইয়াছে মাত্র বিষ্ণুবিষয় সেইরূপ হুতাশন-সম্মুখে বসিয়া মুদ্রিতনেত্রে সুর করিয়া দুলিয়া দুলিয়া স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছে; প্রায় সহস্রাধিক লোক কানন ব্যাপ্ত করিয়াছে। শতাধিক ব্যক্তি বিষ্ণুবিষয়কে ঘিরিয়া বসিয়া আছে তাঁহারা উপস্থিত হইলে বিষ্ণুবিষয় চক্ষু উন্মীলিত করিয়া চাহিল—চাহিয়াই আর চক্ষু নিমীলিত করিতে পারিল না,—বন্দুক, সঙ্গীন ও লোহিত উষ্ণীষধারী সশস্ত্র সমূহ দেখিয়াই তাহার চক্ষু স্থির।—গলার স্বর বাহির হইল না। মন্ত্রমুগ্ধবৎ উপবিষ্ট লক্ষলোক স্তব্ধে কোলাহল করিয়া ঘুরে দাঁড়াইল—কেহ কেহ ছুটিয়া গ্রামের দিকে পলাইতে লাগিল—কেহ কেহ, কি হয়, দেখিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া কাষ্ঠপুত্তলীবৎ দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। অল্প সময়ের মধ্যেই প্রচার হইয়া পড়িল, অবতার বিষ্ণুবিষয়কে ধরিবার জন্য সরকার হইতে সৈন্য আসিয়াছে। যাহাদের বড় ভয়, তাহারা ঘরের বাহির হইল না, যাহাদের ভয়ের অপেক্ষা কৌতূহল-বৃত্তি প্রবল, তাহারা দলে দলে ছুটিয়া দেখিতে আসিল। কেহ কেহ ছুটিয়া পলাইতেছে, কেহ কেহ ছুটিয়া আসিয়া দেখিতেছে, এইরূপ হৌড়াহৌড়ি, হুড়াহুড়ি, চেঁচামেচি, ঠেলাঠেলিতে একাম্রকানন হঠাৎ একটা বৃহৎ মেলাপ্রাঙ্গণ হইয়া উঠিল।

বিষ্ণুবিষ্ণব সহসা কোন কথা কহিতে পারিল না। যারা ছোটল, তাহাতে তাহার শরীর ও হৃদয়ের ভাবিত প্রবাহ বহিতেছিল, একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—"প্রভু! এ কি?"

ঠাকুর। আপনাকে লইতে আসিয়াছি। সরকারের হুকুম আপনাকে পুরীক্ষেত্রে গিয়া থাকিতে হইবে।

বিষ্ণুবিষ্ণব কটাক্ষে কহিল,—"সরকার কে?—আমি জানি না। কাহারও সাধ্য নাই আমাকে এস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যায়।"

ঠাকুর। আপনি সহজে না যান, আমরা আপনাকে লইয়া যাইতে বাধ্য করিব।

"আচ্ছা—দেখি তাহার কেমন ক্ষমতা।" এই বলিয়া বিষ্ণুবিষ্ণব দন্তক আস্ফোটন করিতে লাগিল, কট্-ট করিয়া কটাছুট ফণি-হীর ঘর ছুলিতে লাগিল—তাহা হইতে শরীরের অগ্নিশিখা বহির্গত হইতে লাগিল। আরক্তিম চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতে লাগিল। সকলেই স্তম্ভিত নির্বাক্। কে বিষ্ণুবিষ্ণবকে স্পর্শ করিবে? কে সহজে জীবনের মায়া ত্যাগ করিতে প্রস্তুত? সকলে একটু সরিয়া দাঁড়াইল—কে জানি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আসিয়া যদি গাত্র-লেহন করিয়া ফেলে! সকলেই প্রমাদ গণিতে লাগিল। পুলিশ-প্রহরিগণ হয়ত মনে মনে ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে অভিসম্পাত করিতেছিল—"ডাকিয়াও এমন বিপদ আনে?"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্থির গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"বিষ্ণুবিষ্ণব, তুমি ইন্দ্রজাল-প্রদর্শন ত্যাগ কর—তোমাকে পুরী যাইতেই হইবে।"

বিষ্ণুবিষ্ণব। আমি যাইব না—ক্ষমতা থাকে, আমাকে লইয়া যাও।"

ঠাকুর। তাহা তাহাই হউক।

তখন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ চারি জন প্রহরীকে আদেশ করিলেন,—"শীঘ্র গ্রাম হইতে একখানি গো-শকট আনয়ন কর।"

তৎক্ষণাৎ চারি জন প্রহরী শকট-অন্বেষণে দ্রুতপদে গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিল।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কহিলেন,—"দেখ বিষ্ণুবিষ্ণব! তুমি ঈশ্বর মানিয়া বলিয়াছ, তোমার স্পর্দ্ধা বড় গুরুতর! তোমার আচরণে ভগবান তোমার উপর অসন্তুষ্ট, তোমার মত অবশ্যম্ভাবী, এখনও ক্ষান্ত হও।

বিষ্ণুবিষ্ণব কটাক্ষে কহিল,—"তুমি এখনও বুঝিলে না, আমি কে? তুমি যখন পুনঃ পুনঃই আমাকে অগ্রাহ্য করিতেছ, তখন তোমার আর অব্যাহতি নাই। আমি এখনও তোমায় ক্ষমা করিলাম, কিন্তু আর আমার ধৈর্য্য ধারণ অসম্ভব হইয়া উঠিবে। তুমি নিরস্ত হইবে কি না?"

ঠাকুর। তুমি নিরস্ত না হইলে আমি নিরস্ত হইব না। ভগবান্ তোমার ভয়ঙ্কর দুরাকাঙ্ক্ষার উপযুক্ত প্রতিবিধান করিতে বলিয়াছেন, আমি যন্ত্র-মাত্র। তোমায় পুরী যাইতেই হইবে। তোমার আর কোন আপত্তি শুনিতে পারিব না।

বিষ্ণুবিষ্ণব। তুমি আমার ক্রোধকে ভয় কর না? আমার ক্রোধাগ্নি একবার জ্বলিলে ত্রিভুবন ভস্মীভূত হইবে। কেবল সমগ্র জগতের উপর কৃপা করিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিতেছি।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ হাসিয়া কহিলেন,—"ইচ্ছা হয় পুরী গিয়া সে ক্রোধ দেখাইবেন, আপাততঃ পুরী যাইতেই হইতেছে! ঐ গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল, আপনি স্বেচ্ছায় উঠিবেন, না গাড়ীবিগকে বলিব, আপনাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিবে?"

গো-শকট সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল বিষ্ণুবিষ্ণব কহিল,—"তুমি একদিন আমার ভক্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছ, ভক্তের কথা রাখিতে হয়, আচ্ছা চল, পুরীই যাইব।"

বিষ্ণুবিষ্ণব শকটারোহণ করিল। শকট চলিল, সশস্ত্র পুলিস-প্রহরিগণ শকট বেষ্টন করিয়া চলিতে লাগিল। তখন জনতা-মধ্য হইতে সহস্র-সহস্র কণ্ঠে "বিষ্ণুবিষ্ণবের জয়!" "মহাবিষ্ণু অবতারের জয়!" রব উত্থিত হইয়া একাম্র-কানন মুখরিত করিয়া তুলিল। লক্ষ লক্ষ লোক হাহাকার রবে গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল।

পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টরদিগকে সেই সঙ্গে যাইতে আদেশ করিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও আয়ুতীন্ সাহেব অন্য পথে শিবিরে ফিরিয়া গেলেন।

সেইদিন বৈকালে তাঁহারাও পুরী-অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

[৩]

আজ পুরীর ফৌজদারী আদালত-প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য। কেহ বিষকিষণের পরিণাম জানিবার জন্য কৌতূহলপরবশ হইয়া আসিয়াছে, কেহ বিষকিষণের উপর কোন দণ্ড না হয়—প্রতিবাদ করিতে আসিয়াছে, কেহ কেহ বিষকিষণের অদ্ভুত বেশ-কৌশল দেখিতে আসিয়াছে। এইরূপে অগণ্য বহুমুণ্ডে সমুদ্র-তীর হইতে আদালত-প্রাঙ্গণ অবধি সমস্ত ভূভাগ পরিপূর্ণ। শ্রীপুরীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-ভিন্ন এত লোক-সমষ্টি প্রায় দেখা যায় নাই। বহুকণ্ঠের কলরবে বিপণি-শ্রেণীর ন্যায় সমস্ত স্থান কোলাহলময় হইয়া উঠিয়াছে!

বিষকিষণ সদ্যাহকাল হাজতে অবরুদ্ধ আছে। একদিন বৈকালে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিষকিষণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য হাজতে উপস্থিত হইলেন, শুনিলেন, বিষকিষণ যেদিন হইতে একাহারকালন ত্যাগ করিয়াছে, সেইদিন হইতে এপর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র জলস্পর্শ করে নাই। হাজত-গৃহে প্রবেশ করিয়াই যেখানে প্রথম উপবেশন করিয়াছিল, এ পর্য্যন্ত সেই স্থানেই বসিয়া আছে, একবার শয়নমাত্র করে নাই, নিদ্রিত হইয়া দিবানিশি একইভাবে বসিয়া আছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিষকিষণ কেমন আছ?"

বিষকিষণ ভানু-সংজ্ঞের মুখমণ্ডল একবার উত্তোলন করিয়া দেখিয়া পুনরায় ভানু-মধ্যে মুখ লুকাইল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পুনরপি করিলেন—"শুনিলাম এ পর্য্যন্ত কিছু খাও নাই, কিছু খাইবে?—আমি নিজে আনিয়া দিতে পারি, অথবা কোন ভাল ব্রাহ্মণ দিয়াও আনাইতে পারি; কিছু খাও—না খাইয়া কতদিন এমন করিয়া বাঁচিবে।"

বিষকিষণ এবার উত্তর করিল, বলিল,—"তোমাদের হাত হইতে যতদিন অব্যাহতি না পাই, এইরূপেই থাকিব।"

ঠাকুর। তুমি পবিত্রভাবে থাকিতে পার ও খাইতে পাও, তাহার আমি বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারি। তুমি কেন এত কষ্ট পাবে?

বিষকিষণ। তুমিই ত আমার সকল কষ্টের কারণ।

ঠাকুর। এখনও তুমি তোমার অন্যায় সঙ্কল্প ত্যাগ কর, তোমার বিচার সত্বরেই হইবে। তুমি অযথায় নাহিয়া ভগবৎকে প্রত্যাহিত কর, অনর্থক প্রজা হত্যা কর, ইহা ভগবৎ ইচ্ছা নহে। তুমি তোমার দুষ্কর্ম উপলব্ধি কর, ভগবানের কোল হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। তোমাকে পুনঃ-পুনঃ বলিয়াছি, আবার বলিতেছি,—শান্তভাবে ভজ, ভগবানের ভজন কর।

বিষকিষণ রুষ্টভাবে কহিল,—"তোমাদের যাহা সাধ্য হয় কর। এখনো কিছু বলিতেছি না, দেখ তোমরা কতদূর কি করিতে পার। ব্রহ্মা শিব তোমার পক্ষ হইয়া আসিলেও তোমার নিষ্কৃতি নাই। তুমি এখনো শরণাগত হও, নতুবা আর রক্ষা নাই।" ঠাকুর ভক্তিবিনোদ হাসিয়া কহিলেন, "এখনো যদি তোমার বুদ্ধি না যায়, আর কি বলিব। বুঝিলাম, ভগবান্ আজ তোমাকে মার্জ্জনা করিতেছেন না।

বিচারের দিন সমাগত। প্রায় বেলা দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে; হাজতখানা হইতে সসস্ত্র প্রহরিবেষ্টিত বিষকিষণ বহির্গমন করিয়া ধর্ম্মাধিকরণ-মণ্ডপে পুনঃপ্রবেশ করিল।

বিষকিষণ বিচারকের সম্মুখে নীত হইল। উড়িষ্যার অনেক সম্ভ্রান্ত প্রজা সমবেত হইয়া বিষকিষণের পক্ষ-সমর্থনের জন্য বিশিষ্ট বিশিষ্ট উকীল নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

সেদিন বাদ-প্রতিবাদ কিছু হইল না, কেবল দুই এক জন সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হইল। সরকারী উকীল প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন এবং আইনের দ্বারা নিষ্পাদন করিলেন। সেদিন বারবেলা নির্দ্দেশ করিতেই সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল। সে দিনের মত মোকদ্দমা মুলতবী রহিল। এক সপ্তাহ পরে আবার দিন পড়িল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিচারগৃহ হইতে অবতরণ করিলেন বিষকিষণকে হাজতে লইয়া যাইবার জন্য প্রহরিগণ উদ্যোগ করিল, বিষকিষণ ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"বাবু! এখনো তুমি নিরস্ত হইলে না? তোমার সর্ব্বনাশ হইবে—চক্ষু মেলিয়া দেখ তোমার কি সর্ব্বনাশ হইতেছে—আমার ক্রোধ উদ্দীপন করিও না।"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কোন উত্তর করিলেন না, গম্ভীর পদে চলিয়া গেলেন। বিষকিষণ আবার হাজতে নীত হইল।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাসায় গিয়া দেখেন, তাঁহার আঙ্গুল ভয়ানক ফীড়িত হইয়া পড়িয়াছে—উহাতে নড়িতে পারিতেছে না, ঘন ঘন সংজ্ঞা লোপ পাইতেছে, কখন অযাচক চীৎকার করিয়া কোন শারীরিক জীবন যন্ত্রণায়

পরিচয় দিতেছে, তখন অসহ্য যাতনায় চৈতন্য হারাইতেছে। গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে। ঠাকুরকে দেখিয়া পরিবার-বর্গ অধিকতর ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া মনে মনে ভাবিলেন—ইহা কি বিষ্ণুবৈষ্ণবের অভিসম্পাত? এ যদি তাহারই কার্য্য হয়—হউক, তা বলিয়া সত্য পথ হইতে বিচলিত হইতে পারিব না। শ্রীভগবানের যাহা ইচ্ছা হউক—তাঁহার সাধুপথে মতি ও সত্যের সেবাই মঙ্গল—অন্য চাহিতে চাহি না।"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাটীর সকলকে হরিকথা শুনাইয়া আশ্বস্ত করিলেন। চিকিৎসক আসিলেন, রীতিমত চিকিৎসা চলিতে লাগিল। ছাব্বিশ পাঁচ দিনের মধ্যে 'শত-সন্তান আরোগ্য লাভ করিল।

পুনঃ বিচারের দিন উপস্থিত হইল। সাক্ষ্য গৃহীত হইল। উভয় পক্ষীয় উকীলের বাদানুবাদ বাগ্‌বিতণ্ডা হইল—সাক্ষীর জেরা হইল। সেদিনও মোকদ্দমা শেষ হইল না। আবার পরদিনের জন্য মুলতুবী রহিল।

কাছারী ভঙ্গের সময় বিবর্ত্তবিষ্ণু ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে লক্ষ্য করিয়া তীব্রভাষায় উচ্চ কণ্ঠে কহিল,—"তোমার গৃহে কি হইয়াছিল, বুঝিতে পারিয়াছ কি? এখনো চৈতন্য হইতেছে না? পুনঃ-পুনঃ তোমাকে মার্জ্জনা করিলাম, তথাপি তোমার শিক্ষা হইল না। আর কি করিব বল? আমার কাল শেষ বিচারের দিন, তোমারও কাল শেষ দিন। কাল তোমার সমস্ত বল হরণ করিব। অবতারের অবহেলার সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কাল হইবে। কাল কেমন করিয়া বিচারাসনে বসিয়া হুকুম দাও দেখিব।

বিবর্ত্তবিষ্ণু পুনরায় হাজতে নীত হইল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। কাছারীর বেশ পরিত্যাগ করিবার সময় সহসা তাঁহার দক্ষিণ বক্ষে একটা ভিন্ন বেদনা বোধ হইল। ক্রমে যত রাত্রি হইতে লাগিল, ততই বেদনা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যন্ত্রণাও অসীম। বুঝিলেন, ইহাও বিবর্ত্তবিষ্ণুর কৌশল। তজ্জন্য কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। সত্যের একনিষ্ঠ সেবক নির্ভীক ও অটল। যখন তিনি সত্য আশ্রয় করিয়া আছেন, তখন তিনি পার্থিব কোন অশুভ ঘটনাতেই কাতর নন। তিনি কিছুতেই প্রবঞ্চককে শ্রীভগবানের অবতার বলিতে পারিবেন না। যে ব্যক্তি কলিমলপাবনাবতারী শ্রীগৌর-সুন্দরকে জীব এবং চতুর্ভুজভুবনাধিপতি ভগবান্‌কে কৃষ্ণমাত্র এবং অপ্রাকৃত পুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথবিগ্রহকে কাষ্ঠ প্রস্তর বলিয়া ঘৃণা করিতে ও নিজকে অবতার প্রচার করিতে পারে, তাহার যে কোন ক্ষমতা থাকে থাকুক—সে ব্যক্তি অমার্জ্জনীয় অপরাধী॥

চিকিৎসক ডাকিতে লোক গেল। চিকিৎসক আসিয়া কিছু ঔষধ সেবন করিতে দিলেন এবং একটা ঔষধ বেদনার উপর মালিশ করিতে দিয়া গেলেন। সমস্ত রাত্রি বক্ষে ও পৃষ্ঠে গরম জলের সেক্ দেওয়া হইল। যাহাম হইয়াছে হউক, দুইচারি দিন ভুগিতে হয় হইবে, কিন্তু আগামী কল্য যে রায় দিবার কথা! ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অসুস্থ হইয়া অনুপস্থিত হইলেই, বিবর্ত্তবিষ্ণু আত্ম-ক্ষমতা প্রচার করিবার অবসর পাইবে, সমগ্র প্রজার মনের ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যাইবে, বিবর্ত্তবিষ্ণুর স্বার্থ-সিদ্ধির অধিকতর সুযোগ করিয়া দেওয়াও হইবে। অনেকেই শুনিয়াছে, বিবর্ত্তবিষ্ণু ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে শাসাইয়াছে।

রাত্রি ত' একভাবেই কাটিয়া গেল। 'প্রভাত' হইলে ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ কথঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিলেন। কিন্তু নড়িতে বক্ষে দারুণ বেদনা বোধ হইতে লাগিল, কি করিয়া কাছারী যাইবেন—না গেলেও নয়। আবার বক্ষে পৃষ্ঠে উষ্ণ জলের সেক্ দেওয়া হইল, ঔষধ মালিশ করা হইল। প্রায় বেলা দশটার সময় একটু উপশম বোধ করিলেন। হাত পা বেশী নাড়িতে না পারুন, শিবিকা করিয়া গিয়া স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে পারিবেন—ইহাই যথেষ্ট। বুকে পিঠে ফ্লানেল জড়াইয়া কাছারীর বেশ পরিধান করিলেন। অতঃপর শিবিকা করিয়া কাছারী গিয়া উপস্থিত হইলেন। গত কল্য রায় লেখা প্রস্তুত ছিল, আর একবার ভাল করিয়া দেখিয়া দস্তখতে নাম সহি ও আদেশ পাঠ করিয়া পেস্কারকে প্রদান করিলেন। কাছারী লোকারণ্য, সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কি হয় কি হয়?

বিবর্ত্তবিষ্ণু ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"আপনার শরীর কেমন বুঝিতেছ?"

তখন বুক পিঠ কাটিয়া যাইতেছিল, ঠাকুর কোন উত্তর করিলেন না।

বিচারে বিষকিষণ দোষী সাব্যস্ত হইল। রায় পাঠ শেষ হইল,—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিষকিষণকে কহিলেন, "তুমি মহামান্য মহারাণীর রাজকীয় শক্তির বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া প্রজামণ্ডলীকে উত্তেজিত করিতেছিলে, সেই অপরাধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী তোমাকে আঠার মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আজ্ঞা দেওয়া হইল।"

সমুদ্রের গর্জনের মত বিরাট্ জনতা হইতে হাহাকার রব উঠিল। "অবিচার!" "অবিচার!" শব্দে গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কাছারী-ভবনের পর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাসায় আসিলেন; আশ্চর্য্যের বিষয় শরীরে আর বেদনা নাই! হাঁটিয়াই বাসায় আসিতে পারিলেন।

বিষকিষণকে হাতকড়ি দিয়া কাছারী-গৃহ হইতে বাহিরে আনা হইল। বিষকিষণ স্তিমিত—বাক্ নিষ্পত্তি-শূন্য! বিষকিষণকে কয়েদীর বেশ ধারণ করাইতে হইবে, গুম্ফ, শ্মশ্রু, জটা ছেদন করিতে হইবে; জেলের লোকের কাহারও সাহস হয় না যে, কেহ তাহার জটা স্পর্শ করে। সকলে রব তুলিয়া দিল, যে বিষকিষণের জটা স্পর্শ করিবে, সে তৎক্ষণাৎ ভস্ম হইয়া যাইবে! জেলের লোক ভয় দেখাইতেছে দেখিয়া পুলীস ডাক্তার সাহেব অগ্রসর হইলেন। কাছারী-প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে, বিষকিষণের সহস্র সহস্র অনুগত ভক্তের সম্মুখে ডাক্তার সাহেব বিষকিষণকে বসাইয়া কাঁচি দিয়া তাহার জটা-দাড়ি ছেদন করিলেন, তখন জেলের লোক আসিয়া কেশাদি মুণ্ডন করিয়া দিল। সকলে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। সেই স্থানেই বিষকিষণকে কয়েদীর বেশ পরাইয়া দেওয়া হইল। পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় প্রহরি-বেষ্টিত বিষকিষণ কারাগৃহে নীত হইল।

নির্শ্বৎসর ভাগবত-ধর্ম্মের নিত্যসিদ্ধ সেবকবর শ্রীচৈতন্য-নিজজন ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট কৃত্রিম অবতারের ইন্দ্রজাল, যোগীর যোগবিভূতি ও গণবলের সমর্থন কিছুই মোহ-বিস্তার করিতে পারিল না।

বগুড়ায় শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

(২রশে জুলাই ১৯৩৬, অপরাহ্ণ)

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ॥

গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের কৃত্যসম্প্রদায় পাঁচ প্রকার; তন্মধ্যে গোপীজনবল্লভের কৃত্যসম্প্রদায় নিজস্ব সেবকসম্প্রদায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেবকসম্প্রদায় কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক রক্ষিত, পালিত, আদৃত, অভিনন্দিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই সেবায় ব্যস্ত-বিশিষ্ট। যেখানে বহু কান্তা ও কান্ত, সেখানে কান্তত্ব-কান্ত-ব্যতীত উভয় কান্তের সমাবেশের সম্ভাবনা। স্বয়ম্বর-পদ্ধতিতে 'কান্তাকে কান্তারূপে বরণ করিব'—এইরূপ মননধর্ম্ম আছে। তাই সেখানে কান্ত-নিরূপণে ভ্রান্তি হয়। সেই ভাব উদ্দীপনে সেবকারিতা প্রধান করে। সাহিত্যের একমাত্র মূল্য পদার্থ—কান্তার সহিত কান্তের সেবা-ভাব। এস্থলে বহুত্ব-বিচার প্রবল। এখানে নিত্যানিত্যবিবেক-হেতু বাস্তবসত্যকে neglect করা হয়—জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের পূর্ণতাকে লক্ষ্য না করিয়া অপূর্ণতাকেই বহুমাননা করা হয়; তাহাতে শুদ্ধত্বের বাধেই ঘটা হয়। যাঁহাকে কি-প্রকারে নিয়মিত করা যাইবে, তাহার উপদেশে মহাপ্রভু বলিতেছেন,—'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ"। কান্তাগণের কান্তের ভক্ত যে অব্যভিচারিণী বৃত্তি, plenary position তাঁহার monopoly, তাঁহার কথা কিছু আলোচনা করা দরকার। যাঁহারা গোপীনাথ করেন, তাঁহাদের দাসানুদাসগণের দাস করা আমাদের প্রয়োজনীয়।

মধুর রস ব্যতীত কবিগণ বাৎসল্যরতিরও বিচার করিয়া থাকেন। মহাপ্রভু বলেন, কর্ম্মমার্গীয় ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির চিন্তা-স্রোত আমার নহে, ঐগুলি প্রকৃতি-জনের। আমি তাহাতে সময় নষ্ট করিতে চাহি না। সুনির্ম্মল আত্মার প্রয়োজন কি, তাহাই তিনি বলিতেছেন। অতিথের বিলাসের জন্য equipments

যথেষ্ট আছে। নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে বাধা-প্রদানকে একদল আমাদের বাধা প্রদান করিতেছে। অবশ্য-প্রয়োজনীয় অসুবিধা হইতে মুক্ত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত ... মহাশয় একস্থলে বলিয়াছেন, মহাপ্রভুর প্রচারিত কথা বড় uncompromising, উহা ঠিক dovetailed হইতেছে না। আমরা বিশ্বের প্রভু হইয়া থাকিব। তাহাতে পাঁচ রকমের occupation আমাদের থাকুক; কিন্তু কাহার উপর এ কর্তৃত্ব করিতে যাইব? সে বস্তুটি কি নিত্য না অনিত্য?—তাহার আলোচনা করা দরকার। সেটি কি পূর্ণ-জ্ঞানে সমাবৃত, না প্রত্যাবর্তক হওয়া, বার-বার party feeling বিনষ্ট হয় সকলেই আনন্দের প্রার্থী, কিন্তু তাহা বার-প্রাপ্ত হইয়া যাইতেছে। বিচারক-সম্প্রদায় বলেন—জগতের বিষয় গ্রহণ করিব না। ইন্দ্রিয়ের বাসনার নাম—বিলাস, তাহা হইতে পরিত্রাণের উপায়—বিরাগ Object of your senses তোমাকে invade করিতেছে, তাহাতে জগতের লোক সন্ন্যাসকে বহুমান্য করেন। স্মার্ত দর্শনশাস্ত্রেও আশ্রম-ধর্মের কথা লক্ষ্য করা যায়—

গৃহমেব বনং পশ্যেৎ বলিপলিতমাত্মানম্ ইত্যাদি।

যদি আমরা নিষ্কৃষ্ট জীবন লাভ না করি, তবে অসুবিধা হইবে। তজ্জন্য একটা সময় নির্দেশ করা হইয়াছে।

'পঞ্চাশে বনে' কামড়াইয়াছে, অন্ত সময় কাম পরিত্যাগ করিয়া ওরা তাকিতে যাওয়া দরকার। কিন্তু তৎপরিবর্তে দাঁত-খেলার বেদার মত হইয়া "কাহার বাপ" বলা বিভগ্রস্ত ব্যক্তিগণের ধর্ম হইয়া পড়িয়াছে।

জীবন সমাপ্ত কালে করিব ভজন,
এবে করি গৃহব্রত।
কখনও এমন নাহি বলে বিজ্ঞজন,
এ দেহ পতনোন্মুখ।
অন্ত বা অন্তেক বর্ষে অবশ্য মরণ
নিশ্চিন্ত না থাক ভাই।

যত শীঘ্র পার সেব গোবিন্দ-চরণ, জীবনের ঠিক নাই।

—এই বিচার আসা উচিত। না আসিলে বিরাগটা বুঝিতে পারিব না। কাঁচপোকা যেমন আরশুলাকে লইয়া যায়, সেইরূপ কাপটিক glaring agents আমাদের চোখ দুটো পাখিয়া দিবে। Impeding agents আসিয়া আমাদিগকে dissuade করিবে। যুক্তি হইতে উহার পথ আশ্রয় করিলে বৈরাগ্যের অপব্যবহার হইবে। হরিসেবার কথা ব্যতীত যে সব কথা কামান্ধেরা আলোচনা করেন, তাহা ঠিক নহে। ভোগী ও ত্যাগী both are mistaken and misguided. কর্ম ও জ্ঞান—এই দুইটাই ঠগ তাহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। তজ্জন্য দুইটি বিচার বলিয়াছেন—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

যুক্তি হইতে উহার পথ আশ্রয় করিলে বৈরাগ্যের অপব্যবহার হইবে। কর্ম ও জ্ঞান—এই দুইটাই ঠগ। তাহাদের হাত হইতে অব্যাহতির জন্য ঐ শ্লোকদ্বয় শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীরূপ গোস্বামীর দ্বারা জগতে প্রচার করিয়াছেন হরিসম্বন্ধিবস্তুকে ত্যাগ করা অযুক্তি। নারদপঞ্চরাত্রে বলেন,—

আত্মার্থিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারার্থিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥

যাপিয়া লওয়া ধর্মে আবদ্ধ থাকায় আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় অবিবেচনার পড়িয়াছে। প্রাপঞ্চিকতা-বুদ্ধিযোগে বিষয়ত্যাগী হইয়া হরিসম্বন্ধিবস্তু হইতে পৃথক্ থাকা অধিক অবিবেচনা।

পরের স্কন্ধে চাপিয়া উহার ভরণ চালাইব, অপরে আমার সেবা করুক—আত্মসেবনা চালাইতে থাকুক (যে আত্মসেবনায় বর্তমানে ৪৩ লক্ষ লোক পড়িয়া আছে)—এরূপ কথা শ্রীচৈতন্যদেব বলেন নাই। প্রপঞ্চে অবস্থান করার ফলে যে বুদ্ধিটি লাভ হইয়াছে, তাহাতেই আবদ্ধ থাকা ঠিক নহে। স্মৃতি বলে যে, যে ভৌমাধিক করিবে, তাহার নরকে গমন হইবে। কিন্তু উহা যদি হরিসম্বন্ধিবস্তুতে হয়, তবে কোন পাতিত্য বা অবশ্য নাই। চুপ করিয়া বসিয়া যোগ সাধন করিলেও বহির্গতচিত্তার হাত হইতে অব্যাহতি হইবে না। চিত্তে মনের চেষ্টা আনিবে কৃত্রিম dissociation ঠিক নহে। হরিসম্বন্ধি বস্তুও আমাদের অসুবিধা করিবে—এরূপ misconception এর

বশবর্ত্তী হইয়া 'অবিলম্বিবিলম্ব প্রভৃতি করিব না'. এই ধারণা-বাদীর বিচারে প্রবেশ করা উচিত নহে। ঐ চিন্তাস্রোত ত্যাগ করিতে হইবে।

Perverted reflections Anthropomorphism, Zoomorphism, Phytomorphism প্রভৃতি বিচার ঠিক নহে। মায়াপোষিদের তথন unethical বিচার করিয়া কেহ কেহ লক্ষ্মীনারায়ণ, কেহ একল-বাসুদেব, কেহ রাম-সীতা, কেহ বা নির্ব্বিশেষ-বিচার ভাল মনে করেন। কাহারও বা বিচার হয় যে, 'খাই দাই কাঁসি বাজাই'। এইরূপ বিচার তথকাত ঘটিতে পারে। Agnosticism Materialism, Pantheism প্রভৃতি মানুষকে গ্রাস করিবার জন্য আহ্বান করিতেছে। মায়া-ধর্ম্মে যে দেশের কিনিষ গ্রহণে আসিতে পারে না। উহা কাচভাণ্ডস্থিত মধুর ন্যায় বিচার। হরি বৈকুণ্ঠ, নির্গুণ বস্তু, কিন্তু Personality আছে। তাঁহাকে যদি কংসের আসুরভাব destructive policyতে লই, তবে হরি-সম্বন্ধী বিচার হইবে না।

Straight line ১৮০° কিন্তু angularity কিনিষটা straight নহে। বৈকুণ্ঠ বস্তুকে কৃষ্ণ-ধর্ম্মে আনা ঠিক নহে। Salvationist বলে, যে দেবদেবিরাদি গড়াত কি দরকার? যাঁহার কিনিষ, তাঁহাকে না দিলে আমরা চোরী হইব। ভুল করিয়াও অপরের পকেটে হাত দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।

এই Stupidityটা শ্রীচৈতন্যদেব দমাইয়া দিয়াছেন। ইন্দ্রিয়-দ্বয় যে বুদ্ধি-দ্বারা সীমাবিশিষ্ট বস্তুতে ধাবমান হয়, তাহা লইয়া বৈকুণ্ঠ বস্তুর নিকট পৌঁছিতে হইবে না।

যাবতা ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎস্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি॥

যেরূপ পদার্থ ব্যবহার না করিলে আমাদের চলন হইয়া পড়িবে। অধিক রাশি আহরণ করিলে অসুখ হইবে। জগতে too much affinity হলে বেশী depression; সেজন্য অনাসক্তভাবে সংসার করা দরকার। তিনি recipient নহেন। True readingএর অভাবে অচৈতন্যের কতকগুলি লোক বৈকুণ্ঠানুগত জনগণকে ভ্রান্ত চক্ষে দেখে তাহাতে প্রচারের কাজ বিপন্ন হয়। বাস্তব-সত্যের বিচার-প্রণালী পাশ্চাত্য অচৈতন্য-চিন্তাস্রোতের পরিপোষণ হইতেছে। মায়াচিত্ত জগতে আসক্তি মায়া-করিনিতের লক্ষণ। মায়াচিত্ত জগতে থাকিয়া নগ্ন ধর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া 'ধুঁয়' হইয়া থাকাও কর্ত্তব্য নহে। সংসারে থাকা বা সংসার ছাড়িয়া যেওয়াতে কোন সুবিধা নাই।

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।

যেখানে আছি, সেইখানেই থাকিয়া, ভক্তজগতের ভোগের কথা বা ত্যাগের কথা উভয়ই ত্যাগ করিয়া ভগবৎকথা সাদুমুখে শ্রবণ করা দরকার। বিচারসঙ্গত Process neglect করিলে মরিতে হইবে।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে পুরুষোত্তম-ব্রতের দৈনিক পঞ্জী

৮ই সেপ্টেম্বর—প্রাতে শ্রীধাম বৃন্দাবনের বিভিন্ন স্থান সংকীর্ত্তনমুখে পরিক্রমা হইবার পর শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন। অপরাহ্নে "যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মত্বেনাত্মপশ্যতি"—এই শ্রুতি-মন্ত্রাবলম্বনে শ্রীপাদ শ্রোতী মহারাজের বক্তৃতা হইবার পর শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ "যমানাস্থায় নরো রাজন্", "কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা", বং করোষি যদশ্নাসি" ইত্যাদি ১১শ স্কন্ধীয় শ্লোক পাঠ করেন রাত্রে শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন দাস অধিকারী মহাশয় শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন।

৯ই সেপ্টেম্বর—প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ গোবর্দ্ধনে গমন করেন শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজের শ্রীচৈতন্যভাগবত ব্যাখ্যা হয়। অপরাহ্নে শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ "ভয়ং দ্বিতীয়াভি-নিবেশতঃ" শ্লোক ব্যাখ্যামুখে 'জ্ঞানে ও অহঙ্কার', 'শুষ্ক ভক্তি ও অভক্তি' প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেন।

শুদ্ধভক্তিবিচার-প্রসঙ্গে "নান্যা ধর্ম্মে ন বস্তুনিষ্ঠে", "নাহং বসে নারায়ণে" প্রভৃতি শ্লোকও আলোচিত হয়। রাত্রে শ্রীপাদ বাবাবর মহারাজ শ্রীনবাত্তনশিক্ষা পাঠ করেন।

৬ই সেপ্টেম্বর—প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ মথুরা হইতে বৃন্দাবন-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে শুভবিজয় করিয়া বহু ব্যক্তিকে কৃপা করেন। শ্রীপাদ বাবাবর মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন। অপরাহ্ণে শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্-ভাগবত ১ম স্কন্ধ ২য় অধ্যায় হইতে অবিচ্ছিন্নানোহপাধ-ভাতি" শ্লোক এবং রাত্রে শ্রীপাদ বাবাবর মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীনবাত্তনশিক্ষা পাঠ করেন।

৭ই সেপ্টেম্বর—প্রাতে ৭৯ ঘটিকায় শ্রীল প্রভুপাদ মথুরা হইতে দিল্লী শুভযাত্রা করেন। শ্রীমান বৃন্দাবনে যথারীতি নিয়মসেবা চলিতে থাকে। প্রাতে বাবানন্দস্থ পরিক্রমান্তে শ্রীপাদ বাবাবর মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন।

অপরাহ্ণে শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ "শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি" ও "এবমব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা" (ভাঃ ১১।২।৩৯-৪০) শ্লোকদ্বয় ব্যাখ্যা করেন। রাত্রে শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ শ্রীনবাত্তনশিক্ষা পাঠ করেন।

৮ই সেপ্টেম্বর—প্রাতে শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ চৈতন্য-ভাগবত পাঠ করেন। মহাজনোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ, 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক, শ্রীমৎ সদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী মথুরা হইতে বেলা ৯টার ট্রেণে যাত্রা করিয়া হাতরাসে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে মিলিত হইয়া কলিকাতা যাত্রা করেন।

অপরাহ্ণে শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ "বং বায়ুমগ্নিং", "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিঃ" (ভাঃ ১১।২।৪১-৪২) শ্লোকদ্বয় ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে "ভক্তানুবৃত্তি—দেহে আত্মবুদ্ধি, ভোগপ্রবৃত্তি, সেবা ও দয়া, বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবদ্বেষ" ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করেন। রাত্রে শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীনবাত্তনশিক্ষা পাঠ করেন।

৯ই সেপ্টেম্বর—বর্ষার জন্য প্রাতে পরিক্রমা হয় নাই। শ্রীপাদ বাবাবর মহারাজ চৈতন্যভাগবত হইতে "মহা প্রভুর ছাত্রগণের প্রতি উপদেশ"-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অপরাহ্ণে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিঃ" শ্লোক-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীভোজ 'অচিন্তা মহৎত-লাধাঃ', 'যৈষা হেয় গুণময়ী' প্রভৃতি শ্লোক এবং ষড়্বিধা শরণাগতি, ষড়্বিধ ভক্তিবৃদ্ধির উপায় ও ভক্তিবাধের ষট্প্রকার বিষয় আলোচনা করেন। শ্রীপাদ গোবাবন মহারাজ নবদ্বীপধামস্থ হইতে আসিয়া রাত্রে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য ১৬শ পরিচ্ছেদ ব্যাখ্যা করেন।

১০ই সেপ্টেম্বর—অদ্যও বর্ষার জন্য প্রাতে পরিক্রমা হয় নাই। শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশলীলা ব্যাখ্যা করেন। অপরাহ্ণে স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ হইতে "ইত্যুদ্ধবাভিরূপি ভক্তযোগোঽনুরূপঃ" শ্লোক-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রবণ, সাধুসঙ্গ, শ্রবণকীর্ত্তনফল, মালীর কন্যা, বিরাগ, কৃষ্ণসেবায় অনুরাগে অন্য বৈরাগ্য, গুরুসেবায় অনুবৃত্তি, অদ্বৈতের সীতা বৃত্তিতে না পারায় উপবাস করায় তাৎপর্য্য, গোষ্ঠ্যানন্দী ও বিবিক্তানন্দী বৈষ্ণব ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করেন। রাত্রে শ্রীমদ্ যোগাবন মহারাজ পূর্ব্ব-দিবসের প্রসঙ্গ আলোচনা করেন।

১১ই সেপ্টেম্বর—প্রাতে বৃষ্টির জন্য পরিক্রমা হয় নাই। শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ১৫শ অধ্যায় পাঠ করেন। অপরাহ্ণে তিনি ১১শ স্কন্ধ হইতে নিমি-রাজের দ্বিতীয় প্রশ্ন—ভাগবতগণের লক্ষণ ও তাঁহাদের বিবিধত্ব বর্ণন-প্রসঙ্গে কুলীন গ্রামীয় বৈষ্ণব-সম্বন্ধে প্রশ্ন, 'যথা তরুমূলনিষেচনেন,' 'সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য,' 'পাপ-পুণ্যের সাক্ষী কে', 'তরুবল ও কৃষ্ণবল,' 'চীরাদি কিং পথি ন সন্তি' প্রভৃতি ব্যাখ্যা করেন। রাত্রে শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২০শ অধ্যায় হইতে মহাপ্রভুর সনাতন গোস্বামীকে আচার্য্যোচিত কার্য্য করিবার আদেশ—

"তুমিহ করিহ ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার।
মথুরায় লুপ্ততীর্থের করিহ উদ্ধার॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব-আচার।
ভক্তিস্মৃতিশাস্ত্র করি' করহ প্রচার॥"

প্রভৃতি আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আচার্য্য-লীলার কথা কীর্ত্তন করেন।

১১ই সেপ্টেম্বর—প্রাতে শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত মধ্য ১৯শ পরিচ্ছেদের পাঠ করেন। এই দিবস শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের মহামহোৎসব উপলক্ষে স্থানীয় পাণ্ডা, বাবাজী, সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা প্রায় ৩০০ ব্যক্তি প্রসাদ পাইয়াছেন। আকাশের অবস্থা ভালই ছিল। উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইবার সংবাদ শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ তারযোগে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীআচার্য্যোপাধ্যক্ষে প্রেরণ করেন। অপরাহ্ণে শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ নবদ্বীপেন্দ্র-সংবাদ হইতে 'ভাগবতের লক্ষণ কি' প্রশ্নের উত্তর-প্রসঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্বন্ধে পাঠ করেন এই দিবস স্থানীয় শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত মদনগোপাল গোস্বামী মহাশয়, ডাঃ বলরি দাস এবং আরও বহু শিক্ষিত ভদ্রলোকের সমাগম হইয়াছিল। গোস্বামী মহাশয় পাঠ-শ্রবণে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পুনশ্চ রাত্রিতে ও পরদিন অপরাহ্ণে পাঠ-শ্রবণে যোগদান করেন এবং পৃথগ্‌ভাবেও স্বামীজীর নিকট পরিপ্রশ্ন করিয়া জীবের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ শ্রবণ করিয়াছেন। রাত্রিতে শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীরূপ-শিক্ষা পাঠ করেন।

১২ই সেপ্টেম্বর—প্রাতে ব্রহ্মচারী শ্রীবাসিকারামজী শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি ২য় অধ্যায় পাঠ করেন। অপরাহ্ণে শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ পূর্ব্বদিবসের প্রসঙ্গ পাঠ-প্রসঙ্গে গুরুপাদপদ্মের মহিমা ও প্রচার্য্য-বিষয়ে এবং তদাশ্রিত বৈষ্ণবভক্তগণের আদর্শসম্বন্ধে তুলনামূলক বিচার প্রদর্শন করেন। পাঠ-শ্রবণে বৃন্দাবনবাসী বহু ব্যক্তি তাঁহাদের ধারণা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। রাত্রে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে বৈষ্ণব বিপ্রের উপাখ্যান পাঠ হয়।

১৩ই ও ১৪ই সেপ্টেম্বর—অপরাহ্ণে শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ নিমি-ভাগবত-সংবাদ ৪র্থ প্রশ্ন ব্যাখ্যা করেন। রাত্রে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে বৈষ্ণব বিপ্র ও জীবগতি-প্রসঙ্গ পাঠ হয়। ১৫ই সেপ্টেম্বর অধিবাস-ব্রত সমাপ্ত হয়।

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক হরিস্মরণ-মহোৎসবের দৈনন্দিন পঞ্জী

১৫ই সেপ্টেম্বর—অদ্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক হরিস্মরণ-মহোৎসবের অধিবাস-বাসর। সন্ধ্যায় শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে ভক্তগণ উপস্থিত আছেন, এমন সময় রাওবি কুমার শ্রীযুক্ত পদ্মবিনোদনারায়ণ রায় প্রভৃতি এম, এ বেদান্তভূষণ ভুবনমঙ্গল মহাশয় আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম-বন্দনান্তে প্রসঙ্গ করিলেন—শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধাকুণ্ডে জাগতিক অভিমান-যুক্ত স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে কাহাকে স্নান অনুমোদন করেন না এইরূপ তিনি শ্রুত হইয়াছেন। ঐবিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাৎ অভিমত সম্বন্ধে শুশ্রূষু হইয়া জিজ্ঞাসু হইলে শ্রীল প্রভুপাদ যে সমস্ত আলোচনা ও উপদেশ করেন, তাহা শ্রবণকারীর অধিকারানুযায়ী উপলব্ধির বর্ণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে—

শ্রীরাধাকুণ্ডের তত্ত্বটি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। শ্রীরাধা ও তদীয়কুণ্ড অভিন্ন। জগতে দুইপ্রকার চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। অধিকাংশ জীব 'মীয়তে অনয়া' এই ন্যায়ে প্রদত্ত নিজ ষড়েন্দ্রিয়ের সাহায্যে মাপিয়া লওয়া বা ভদ্রলোকের কার্য্যে ব্যস্ত। রস, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চবিষয় পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্ভোগই তাহাদের ধর্ম্ম। শ্রীভাগবতে "অনয়ারাধিতো নূনং" বিচারের পরিচয় পাই। এই রাধিত বা আরাধিত তত্ত্বাশ্রয়ই জীবের নিত্যপ্রয়োজনলাভের একমাত্র উপায়। 'মীয়তে অনয়া' রাজ্যের অধিবাসিগণ প্রত্যক্ষ, অপরোক্ষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের বর্জ্জনকারী যে অনির্দ্দিষ্ট অপরোক্ষ রাজ্য, তাহার কথাতেই বড় ব্যস্ত। কিন্তু ঐসকলের অতীত অধোক্ষজ বস্তুই জীবমাত্রের একমাত্র আশ্রয়তত্ত্ব। শ্রীব্যাস নির্যোগসন্ধিতে "অনর্থোপশমং সাক্ষাৎ ভক্তি-যোগমধোক্ষজে" এবং বাস্তবিকবিপ্রলম্ভ ও অধোক্ষজে ভক্তি ব্যতীত তপ, ব্রত, শাস্ত্র-জ্ঞান, কুলমর্য্যাদা ও ক্রিয়া-নৈপুণ্য প্রভৃতি সমস্তকেই নিষ্ফল বলিয়াছেন। শ্রীভাগবত ঐ অধোক্ষজ-সেবার কথাই অধিষ্ঠান্ জগতে প্রতিষ্ঠিত

করিয়াছেন। ঐ অধোক্ষজ-তত্ত্ব ও তাঁহার সেবার বৈশিষ্ট্য-প্রকাশই ভাগবতের বৈশিষ্ট্য।

'অনন্যাবাধিতঃ' বাক্যে অষ্টপ্রকার দোষশূন্য কপটতাহীনতা, বাসনাশূন্যতা, প্রোজ্ঝিতকৈতব প্রভৃতি অষ্টপ্রকার ভাবে যে অধোক্ষজ-কৃষ্ণবস্তুর সেবা বা প্রয়োজন ভাবরাজ্যে ভরিতেছেন, শ্রীরাধারাণীতে এই অষ্ট-প্রকারের ভাবই সর্ব্বকালে উদিত হইয়া তদ্দ্বারা সর্ব্বতোভাবে অধোক্ষজ-কৃষ্ণের সেবা হইতেছে। সেখানে কোন সেবার কথা নাই। মায়িক জগতে এই ইন্দ্রিয়ের কোন বাস্তব বস্তু কোন কর্ম্ম নাই। সেই অধোক্ষজ কৃষ্ণের অপ্রাকৃতভাবরাজ্যে নিত্য পূর্ণভাবে সেবানন্দ-বিধায়কারিণী শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনী যিনি কৃষ্ণ হইতে অভিন্না। এক অধোক্ষজ-কৃষ্ণই বিষয় ও আশ্রয়-ভেদে দ্বিধা প্রকাশিত সেই সেবার ভাবরাজ্যে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা অপরোক্ষের প্রবেশাধিকার নাই। এই প্রাকৃতাপ্রাকৃত অধিকার-ক্ষেত্রে যে চেষ্টা পরিদৃষ্ট হয়, তাহার সমস্তই অধিক্ষু ফল-ভোগযুক্ত কর্ম্ম কর্ম্মফল। আজ হইতে ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয় আচার্য্যপ্রবর ঠাকুর শ্রীনরোত্তম সরল সহজ বাঙ্গালা ভাষায় ইহার সমাধান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "কর্ম্মফল জ্ঞান তাহে সকলই 'মনের ভ্রান্ত' ইত্যাদি শ্রীভাগবতের ইহার অকিঞ্চিৎকরত্ব-প্রতিপাদনে "কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাৎ" প্রভৃতি কথা স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। স্ত্রী-পুরুষাদি মায়িক ভেদবিচার প্রবল রাখিয়া পাপক্ষালন ও পুণ্যার্জ্জনের উদ্দেশ্যে যে রাধাকুণ্ড-স্নানের আচরণ, তাহা ভক্তিরাজ্যের কোনই ব্যাপার না হইয়া তদ্বিরুদ্ধ অজ্ঞানকর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্তির চেষ্টামাত্র হইয়া পড়ে। অধোক্ষজের অপ্রাকৃত সেবা-ভূমিকায় এজগতের ভোগ বা তাহার বাহ্যত্যাগ লইয়া উপস্থিত হইবার ধার্ষ্টতা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। স্বরূপে প্রত্যেক জীব রাধাকুণ্ডতটবাসী এবং শ্রীরাধারাণী, তাঁহার সখী ও পরিজনগণের আনুগত্যে নিত্য রাধাকুণ্ড-স্নানকারী। কৃষ্ণ যে অষ্টাহ্নিক-নিয়ম-লীলা প্রকট করিয়া রাধাকুণ্ড-স্নান-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। কায়মনোবাক্যে সর্ব্বশুদ্ধপরিপ্লুতে মুক্তাবধেরই পুরুষোত্তম-প্রবন্ধে নিরন্তর রাধাকুণ্ড-স্নান হইয়া থাকে। কৃষ্ণপ্রেমাপ্লুতাপ্লাবনক্ষেত্র রাধাকুণ্ডকে জড়েন্দ্রিয়-গ্রাহ্যবিচারে বৈষ্ণব সাধারণ মাত্রেরই কর্ত্তব্য বলিয়া থাকে, এ কথা শাস্ত্র-পরিজন বুঝিতে পারেন না। শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর শ্রীপাদপদ্মপ্রবর-বাস্তীত কুণ্ডতীরে অনধিকার প্রবেশ-প্রয়াসিগণ জড়ধারণাকালে আবদ্ধ হইয়া কুণ্ডরক্ষকগণকর্ত্তৃক বিতাড়িতই হইয়া থাকে। নিষ্কিঞ্চন—জড়-ভোগত্যাগ-বিচারযুক্ত ব্যক্তির পক্ষেই বৃন্দাবন-যাত্রা সম্ভব।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীপ্রভুপাদ "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি" "নন্দু। গৃহ্যন্তেঽদ্যাপি" "মাধব হাম পরিণাম নিরাশা", "কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাৎ', 'তস্মাদিহ জগন্মোহম্', 'কর্ম্মিতাঃ পরিতো হরেঃ', "নৈষাং মতিস্তাবৎ", 'প্রায়েণ বেদ তদিদং' ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শুদ্ধভক্তির বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করেন।

নগর-সঙ্কীর্ত্তন

গত ১০ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৩। ঘটিকায় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের সাধক প্রবরগণ হইতে এক বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় সর্ব্বক্ষণ তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের অনুগমন-সৌভাগ্য প্রদান করিয়া সঙ্কীর্ত্তনকারিকবৃন্দকে সমুৎসাহিত করিয়াছিলেন। মঠসেবকবৃন্দ ও অন্যান্য বহু সজ্জন শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়াছিলেন। আকাশ মেঘাবৃত থাকিলেও এবং দুই একবার কএকবিন্দু বৃষ্টিপাত হইলেও কীর্ত্তনের কোনপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই। বরং রৌদ্র বা বাতাস আসিলে যেরূপ অবস্থা অনুকূলই হইয়াছিল। মহামহোপদেশক আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভু সঙ্কীর্ত্তন কীর্ত্তনের পরিচালন ও পৃথগ্-সাধক-দ্বারা কীর্ত্তনীয়াগণকে উৎসাহ প্রদান করিতেছিলেন। কলিকাতা-মহানগরীর কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ধরিয়া সঙ্কীর্ত্তন, হরিকথা ও রাধাকৃষ্ণ বল হরি, গৌরাঙ্গের দুটি পদ, নরোত্তম-ষোড়শে বিভাবের মহাজন প্রভৃতি মহাজন-পদাবলী জীবের পরমোপকার বিস্তার করিতেছিল।

শোভাযাত্রা বাদুরবাগান ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট ও মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট ঘুরিয়া পুনরায় কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট দিয়া মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মঠে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াও শ্রীবিগ্রহ-সম্মুখে কিয়ৎক্ষণ পরমোৎসাহে মৃদঙ্গ-কীর্ত্তন হইবার পর বৈষয়িক নিবেদনের পাঠ আরম্ভ হয়। "শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণী শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের শ্রীবিগ্রহ-যাত্রার অনুষ্ঠেয়-কর্ত্তব্যাদি অনুষ্ঠিত হইলে ইহা যে ভৌগোলিক ভ্রমণ, সঙ্কীর্ত্তনপ্রাণতার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের শুদ্ধমুখনিঃসৃত অধোক্ষজবাণীর শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-বিচারাদিলক্ষণ যাত্রাতে যে শুদ্ধ-ভক্তিকীর্ত্তন সম্ভব হয়ে, যাত্রাপ্রাণ বা নামাভাস হইতে শুদ্ধনামের সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে, দশবিধ নামাপরাধ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য, মহাপ্রসাদ-সেবা-ব্যতীত সেবা বা অন্যের অন্ন ভক্ষণ, কৃষ্ণকথা-ব্যতীত ইতর কথা আলাপন, শুষ্কতর্কাদি-ব্যতীত অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর সঙ্গে বিজয়, বিষয়ী ও যোষিৎসম্ভাষণ, নামদ্রব্য-বিগ্রহ-ভাগবত-সেবায় জ্ঞান করিয়া ইহাতে প্রাকৃত পদার্থের অনুকরণ-জ্ঞানে তদ্দ্বারা প্রাকৃত অর্থ উপার্জ্জন ও বহির্মুখ সমাজে-প্রতিষ্ঠাদ্যাদি যে অর্থপতি-বিরাজিত বহির্ধর্ম্মযাত্রী মুদ্রাসঙ্কলনেই "অর্থলাভ এই আশে কপট-বৈষ্ণবেশে ভ্রমিয়ে দুয়ারে ঘরে ঘরে" ইত্যাদি বিচার, অনুকূলানুশীলনই যে গৌড়ীয়মঠের উৎসবাদির মূল উদ্দেশ্য প্রভৃতি বহু বিষয়ের আলোচনা হয়। অতঃপর ভোগোন্মাদিক-কীর্ত্তনাঙ্গে নগর-কীর্ত্তনে যোষণাকারিবাক্যসমূহে প্রণাম বিজ্ঞাপন করা হইয়াছিল।

১৫শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১০ই আশ্বিন, ১৩৪০, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬ | ৯ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

আগামী ১৩ই আশ্বিন, ২৯শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটোৎসব ও তদুপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় মঠে সাধারণ মহামহোৎসব। বহুরূপিণী প্রজ্ঞান-নাস্তিকতা-পরিপ্লাবিত ভূপে শ্রীচৈতন্যের মনোহভীষ্ট-পূরক ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও তাঁহার নিজজন জগতে অবতীর্ণ হইয়া যে কি সর্বশ্রেষ্ঠ জীবমঙ্গল সাধন করিয়াছেন, আত্ম-বঞ্চিত মৃত্যুপথিকগণকে কিরূপ অমায়ার অমৃতের বাণী শ্রবণ করাইয়াছেন, তাহা বুঝিবার সময় এখনও সম্পূর্ণরূপে আসে নাই। আচার্যের বাণী তাহা প্রকাশ করিলেও আমাদের নানাপ্রকার অযোগ্যতা ও অনর্থ ভক্তিবিনোদ-দয়ার সর্বোত্তমতা উপলব্ধিতে বাধা জন্মাইতেছে। ভক্তি-বিনোদ-দয়ার ধারায় আচার্যানুগমনে স্নাত না হইলে ভক্তি-বিনোদ-দয়ার অমর্যোদ্ঘ উপলব্ধি হয় না। ভক্তিবিনোদ জগতে গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরকাম পুনঃ-প্রকাশের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই মনস্কাম আচার্যের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছে। পৃথিবীর সর্বত্র গৌরনাম-প্রচারের জন্য ঠাকুরের যে অভিলাষ ছিল, তাহা আচার্য পরিপূরণ করিতেছেন, গৌরধামের সেবার ঔজ্জ্বল্য-প্রকাশের জন্য ঠাকুরের অভীষ্টকে আচার্য পূর্ণ করিয়াছেন এবং জগতে শুদ্ধভক্তিকথা-প্রচাররূপ গৌরকাম, যাহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের একমাত্র প্রমোদের বিষয় ছিল, তাহাও আচার্য যেরূপভাবে পরিপূরণ করিতেছেন, তাহা পারমার্থিক ইতিহাসে অদ্বিতীয়। ভক্তিবিনোদ-মনোহভীষ্টের বিরোধি-সম্প্রদায়ও আচার্যের ভক্তিবিনোদ-মনোহভীষ্ট-পরিপূরণ-লীলাকে নানাপ্রকার বাতিরেকভাবে পরিপুষ্ট করিতেছেন।

শ্রীগৌরবাণী বলেন,—বিশ্ব—অচৈতন্য। বিশ্বদর্শন অচৈতন্যদর্শন। বিশ্বরূপ বা বিরাট্‌রূপ—শ্রীচৈতন্যের আবৃত প্রাকৃতরূপ। কিন্তু পরমকরুণাময় শ্রীচৈতন্য এই অচৈতন্য-বিশ্বে সম্পূর্ণ অসংস্পৃষ্ট থাকিয়া—প্রকৃতির অতীত থাকিয়া নিজধাম ও পার্ষদবর্গ জীবজগতের শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতি চৈতন্য-সম্পাদনের জন্য অবতীর্ণ হন। বিশ্বদর্শন করিতে করিতে আমরা সব 'শব' অর্থাৎ মড়া হইয়া পড়িয়াছি। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মৎসরতা আমাদিগকে নির্জীব করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের চেতনের বৃত্তি বিলুপ্ত। অপরাধী ও মৎসর অমোঘকে যেরূপ শ্রীচৈতন্য পুনর্জীবিত করিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণবিস্মৃতি চৈতন্য দান করিয়াছিলেন, শুকদেব শ্রীবাসের মৃত পুত্রকে পুনর্জীবিত করিয়া যেরূপ তাঁহার মুখে জীবের স্বরূপের কথা কীর্তন করাইয়াছিলেন, সেইরূপ, বিশ্বদর্শনে মৃত, মৎসরতা-ধর্মে কণ্ডরিত আমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য শ্রীচৈতন্য তাঁহার বাণিরূপে বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করেন। বিশ্বে শ্রীচৈতন্য-বাণীই অচৈতন্য জীবের একমাত্র জীবন-দাতা। মুমূর্ষু আমাদিগের কর্ণে সেই শ্রীচৈতন্যবাণীই নিত্য সঞ্জীবনীধারা ঢালিয়া দিতেছেন। সেই সঞ্জীবন-মন্ত্র-বরণই বিশ্বে শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত অনুসন্ধান।

গত ৫ই-আশ্বিন কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-প্রবন্ধ-সদনে একটি বিদ্বজ্জনসমিতির সভার অধিবেশন হইয়াছিল। কুমার শ্রীযুক্ত বিমলকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। আর্থার পণ্ডিত মিঃ সুল্‌থসে—যিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীযুক্ত সদানন্দ ব্রহ্মচারী নামে বিদিত, তিনি "Where East and West can meet" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতা যুক্তিপূর্ণ ও বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। আধুনিক কালের অজ্ঞাতিলাষী ধর্ম-সম্প্রদায় ও সভাসমিতিতে বলিয়া থাকেন —"ধর্মের যোগ-সূত্রের দ্বারাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন সম্ভবপর।" কিন্তু ধর্মবিষয়ে তাঁহাদের কোন সংজ্ঞা নাই, তাহা কোথাও মনের খেয়াল বা স্বেচ্ছাচারিতা, কোথাও অপস্বার্থাভিসন্ধি বা কোনপ্রকার সুবিধাবাদ। পার্থিব সুবিধাবাদের যাহাই তাঁহাদের ধর্ম। সেই সকল ধর্মের অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে রাজনৈতিক বা কোন না কোন-প্রকার ঐহিক অপস্বার্থ নিহিত। কাজেই সেই সকল ধর্মের দ্বারে ঘোমা মারিলে মৌলিক শান্তির মাদুলি কখন কাটিয়া যায়, তখন নাস্তিকতা-আগ্নেয়গিরির অনেক ছাই-ভস্ম বাহির হইয়া পড়ে। সেরূপ খৃষ্টধর্মের সহিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের যোগসূত্রস্বরূপে ব্যাখ্যা করার ফলে সাধারণ সভা-সমিতিতে যে করতালিধ্বনি লাভ করা যায়, তাহার অন্তরে আছে কেবল কপটতা। পরস্পরের প্রচ্ছন্ন স্বার্থগুলি চরমে শান্তির নামে অশান্তি, মিলনের নামে সঙ্ঘর্ষ উৎপন্ন করে। শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্যের অন্তর্বাণী আর্থার পণ্ডিত সেরূপ কবিতাবাদের বাহন-স্বরূপ ধর্মকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের যোগসূত্র বলেন নাই। সেইরূপ একঘেয়ে মত পুনরায় গৌড়ীয়মঠের সারস্বত-প্রবন্ধ-সদনে প্রচার করিয়া 'আর্থার পণ্ডিত কিরূপে হিন্দুধর্মের গুণগান করিতেছে', এই প্রহসনী উদ্ঘোষণের জন্য তিনি সাধারণ-সভামঞ্চে দণ্ডায়মান হন নাই। প্রকৃত আত্মধর্ম কি? সেই আত্মধর্মের বাণী অপ্রতিহতভাবে পরস্পর উপলব্ধির দ্বারাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন হইতে পারে, শ্রীচৈতন্যবাণীই সেই যোগসূত্র,—ইহাই তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। যেখানে অচৈতন্যের শব্দাড়ম্বর, সেখানে কোলাহল বা কলহেরই সৃষ্টি হইবে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা পৃথিবীর কোন স্বার্থ বা পরার্থের মধ্য দিয়া বিশ্ব-মৈত্রী বা বিশ্ব-শান্তি সম্ভব নহে। যেখানে এক অধিতীয় কোকার ইন্দ্রিয়তর্পণের আনুকূল্যময়ী বাণীর উপাসনা না হইবে, সেখানে যে কোন নীতি কেবল অশান্তি ও সঙ্ঘর্ষ উৎপাদন করিবেই করিবে।

গত ভাদ্রমাসের (১৩৪৩) বসুমতীর ৭৪৮ পৃষ্ঠায় 'শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু এম্‌-এ, বি-এল্' নামক এক ব্যক্তি গৌরপার্ষদ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সম্বন্ধে যে-সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা সর্ববিষয়ে আপত্তিকর। তিনি জগন্নাথের চৈতন্যমণ্ডলের প্রধান উদ্ধার করিয়া হরিদাস ঠাকুরের মাতার নাম উজ্জ্বলাদেবী ও পিতার নাম মনোহর চক্রবর্তী—এইরূপ লিখিয়াছেন। "উজ্জ্বলাদেবী স্বামীর চিতারোহণে সহমৃতা হইলে নিকটবর্তী গ্রামের সন্তানহীন হরিকৃষ্ণ নামক এক পিরালী মুসলমান হরিদাসকে এক-প্রকার বলপূর্বক পালন পালন করিতে আরম্ভ করে। যাহা

হউক, জন্মদোষেই হউক বা অন্যদোষেই হউক, হরিদাস ঠাকুরের যবনত্ব-প্রাপ্তি-সম্বন্ধে মতভেদ নাই।"

অধুনিকের চৈতন্যচরণ একখানি আধুনিক অভিনব-যুক্ত আল পুঁথি, ইহার অস্তিত্ব যাঁহারা জানেন, এমন লোক অত্যল্প পৃথিবীতে প্রকট আছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই কল্পিত পুঁথিটিকে বৈষ্ণবসাহিত্যের মধ্যে কোন স্থান দেন নাই, কারণ তিনি ইহার জন্ম-রহস্য অবগত ছিলেন। কিন্তু প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজে এই সব কল্পিত পুঁথির আদর হইয়াছে। হরিদাস ঠাকুরের সম্বন্ধে 'জন্মদোষ', 'অন্যদোষ' প্রভৃতি অসংযত উক্তি কোন মতেই সঙ্গত নহে। আধ্যাত্মিক প্রত্নতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক গৌরপার্ষদ-প্রবরকে কি চক্ষে দেখিবেন বা কি ভাষায় বর্ণন করিবেন, তাহা দেখিয়া তাঁহাদের কটাক্ষের তরে ভীত হইয়া গ্রাম্য ঐতিহাসিকের গ্রাম্য পরিভাষার অনুকরণ করিবার চেষ্টা প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায়েই দেখা যায়। ঠাকুর হরিদাস নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা পোষণের জন্য নামাচার্য্য-রূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাকে স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন,—

"এই মোর দেহ হৈতে তুমি মোর বড়।
তোমার যে জাতি, সেই জাতি মোর দড়॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।৩৬)

• • •

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

হরিদাসস্পর্শবাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন॥
স্পর্শের কি দায় দেখিলেই হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্ব্বজীবের অনাদি-কর্ম্মপাশ॥
প্রহ্লাদ যে-হেন তৈছা, কপি হনুমান।
এইমত হরিদাস নীচজাতি নাম॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি' মরে॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।১০৯-১১১, ১০২)

বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি বা বৈষ্ণবাপরাধ প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের একটি নৈসর্গিক ধর্ম্ম। তাহারা নামাচার্য্যের চরণে অপরাধী বলিয়াই নামের মৌখিক প্রশংসা করিয়াও, এমন কি, হরিদাস ঠাকুরের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনের অভিনয় প্রদর্শন করিয়াও বৈষ্ণবাপরাধী ও নামাপরাধী; তাহাদের গুরুপ্রণব হয় নাই, প্রকৃত নামাচার্য্যের আশ্রয়লাভ হয় নাই, তাহাদের শ্রীনাম-প্রাপ্তি হয় নাই। তাই তাহাদের বৈষ্ণব-মত-বিবেক আলোচনার অভিনয় কেবল অবিবেক বা দুষ্ট-বিবেকেরই তাড়না। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার কামনায় তাহারা অবৈষ্ণব মতে তন্ময়ীভূত থাকিয়া চক্ষুবিপ্র-কর্ত্তৃক হরিদাস ঠাকুরের ভাবকুল্যা অনুকরণের ন্যায় অবৈধ আনুকরণিক সাহিত্যিক সাজিতে চাহে। তাহাদের ঐ সকল সাহিত্য গ্রাম্য কবির সাহিত্য অপেক্ষাও অধিকতর প্রজল্প অকল্পিত; কারণ তাহারা অপরাধী।

আশ্বিনের (১৩৪০) 'ভারতবর্ষে' "শিক্ষা ও পরিস্রবণ" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত কিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের একটি স্থানের ও যন্ত্রপাতির চিত্র সংযুক্ত করিয়া শ্রীমায়াপুর-ভ্রমণের সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রবন্ধ-লেখক শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের কর্ত্তৃপক্ষের সদাশয়তার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

সাহিত্য-সমালোচনা

আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ মহাশয় "সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসী" সম্বন্ধে একটি সমালোচনা ও প্রতিবাদ মূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ১৩৪২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহারই রচিত "মঠ ও আশ্রম" শীর্ষক আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। "মঠ ও আশ্রম" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অনেকে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে নানাভাবে সমালোচনা, আক্রমণ, এমন কি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ও পত্র লিখিয়া তাঁহাকে নাসাইয়াছেন, ইহা তাঁহার লেখোক্ত প্রবন্ধ হইতে জানিতে পারা যায়। অভক্ত-সম্প্রদায়ে অর্থাৎ অজ্ঞাভিমানী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী

ও 'মহাভক্ত-সম্প্রদায়ের জন্য সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসীর বাহ্য প্রতিষ্ঠাদি দেখিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে 'ভক্ত অভিভূত হইয়াছেন, সেই সকল মনোযোগের অভিব্যক্তিই তাঁহার উক্ত প্রবন্ধে দৃষ্ট হয়।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ভিক্ত অভিজ্ঞতার যে সকল নমুনা দিয়াছেন, তাহার কতকটি নিম্নে প্রকাশিত হইল; বাস্তবিকই এই সকল চিত্র সমাজের কলঙ্ক-স্বরূপ ও আধুনিক ধর্মান্ধতারই প্রমাণ। প্রবন্ধ-লেখক লিখিয়াছেন,—

"এই সেদিন যুক্ত-প্রদেশের নীতাপুর জিলার একগ্রামে কতকগুলি সাধক-শিরোমণি সাধু সমাজোন্নতিকল্পে গ্রামবাসীদের আতিথ্য ইচ্ছা করেন; কিন্তু সেই আতিথ্যে অসম্মত হইয়া তাঁহারা বেতারযোগে তারযোগে আহ্বান দিয়া পাঠাইয়া দেন এবং তাঁহার যথাসময়ে সাজসাজ ও রথারোহণ সমাপ্ত করিয়া পার্শ্বিক মৃদঙ্গবাদ্যে গগন ইত্যাদি দূরত্ব করিতে আরম্ভ করেন। ** এই সংবাদ বোম্বাই বাজার অধীনে এক আশ্রমের অধীশ্বরের বিরুদ্ধে এক রমণী এক দুরভিসন্ধি অভিযোগ প্রমাণ করিয়াছে, ইনিও একজন সন্ন্যাসী। ** সন্ন্যাসের ভেক লইয়া কতলক্ষ লোক বিশ্ব-সমাজে চরিয়া বেড়াইতেছে, আর তাহার মধ্যে প্রকৃত সাধু কয়জন? ** অনেকদিন আগে মুর্শীদাবাদেই বোধ হয় একবার ভণ্ডীঅবতারের আবির্ভাব হইয়াছিল; আর কলিকাতার এক বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তির সন্ন্যাসের আকাঙ্ক্ষা বাহ্য-বস্তুর সাহায্যে চরিতার্থ করিয়া দিতে লোক দেখাইয়া এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। ইহারাও যে সন্ন্যাসী, ইহারাও যে বেদ বা পড়া পর্য্যন্ত সমস্তে পূজা পাইয়া থাকে! এবং আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলে ইহারাও যে সমাজেই শিষ্য-সঙ্ঘ সংগ্রহ করিতে পারে। ** আধুনিক আশ্রমাদির জীবনযাত্রা কি রকম, তাহার একটু নমুনা দিলে আশা করি অত্যুক্তি হইবে না। এক আশ্রমবাসীদের একবার দুর্গোৎসব করিতে আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল; ইঁহারা স্থির করিলেন, মাটির মূর্ত্তিতে পূজা কিছুই নয়, "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা"—ইঁহার পূজা মাতৃজাতিরই হওয়া উচিত। আশ্রম-বাসিনী কতকটি মাসী পুজারী নির্ব্বাচিতা হইলেন, আর কতকগুলি পুরুষ কার্ত্তিক, গণেশ, অসুর ও সিংহ হইতে সম্মত হইলেন। দুর্গা যিনি হইলেন, তাঁহার এক পা সিংহের পিঠে, আর এক পা অসুরের স্কন্ধে দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে বিস্তরই কষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু ভক্তের মনস্কামনা পূর্ণ করিবার জন্য তিনি সে কষ্ট গ্রাহ্য করেন নাই। তিন দিন প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যারতি পর্য্যন্ত ভৈরব মানুষ-রাঙা পূর্ণ কাঠামোর এই ভাবে পূজা চলিয়াছিল। বলা বাহুল্য, এ পূজায় আশ্রমের বিশিষ্ট ভক্তেরাই শুধু যোগ দিবার অধিকার পাইয়াছিল। ** রাস্তার ধারে কিংবা দেব-মন্দিরের সম্মুখে ধুনা জ্বালিয়া উলঙ্গ বা লাঙ্গোট-পরিধারী যে ব্যক্তি গাঁজা টানে সেও সন্ন্যাসী, আর ধর্ম্মের কিংবা জন্মান্তরের ইতিহাসের পরিজ্ঞানশূন্য নব-ভেক ও দীর্ঘ-শ্মশ্রু এই-সব ব্যক্তি ভারতের গর্ব্ব ও গর্ব্বের বাধা জন্মিয়া বেড়ায়, তাহারাও সন্ন্যাসী। ইহার মধ্যে সাধু কয় জন?"

উক্ত প্রবন্ধ-লেখক তাঁহার ভিক্ত অভিজ্ঞতার ফল বর্ণন করিয়া আরও বলিয়াছেন,—

"বর্ত্তমানে ভারতে সন্ন্যাসীদের সংখ্যা কত তাহা কোথাও নির্ণীত হইয়াছে বলিয়া জানি না; কিন্তু যে কোন বেলায়, বিশেষতঃ কুম্ভমেলার সময় লক্ষ লক্ষ সংসার-বিরাগী সাধু সমাগমের কথা বলিয়া থাকি। সমাজে ইঁহাদের অস্তিত্ব জানিবার কথা। ** অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির বিশ্লেষণও বিষয়টির গুরুত্ব কম নয়। ৩৩ কোটি লোকের ভিক্ষায় একরকমটি লোক যদি কর্ম্মক্ষম হইয়াও অন্যের উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করে, তবে সেটা কি সমাজের স্বাস্থ্যের লক্ষণ? এ ছাড়া অন্ন, আলস্য, দ্বন্দ্ব প্রভৃতি ত' রহিয়াছেই। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বর্ত্তমানের বেকার সমস্যাও একটি সমস্যা। বেকারেরা কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু কর্ম্মহীন। ভিক্ষুকেরা প্রায়ই কর্ম্মক্ষম, সুতরাং আর-এক। ইঁহাদের কথা যদি সমাজ ভাবিতে পারে, তবে কর্ম্মক্ষম অথচ কর্ম্মে অনিচ্ছুক লক্ষলোকের কথা সমাজ ভাবিবে না কেন?"

প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় তাঁহার ভিক্ত অভিজ্ঞতার সমর্থন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার ডাক্তার সপ্রুর এক বক্তৃতার পাইয়াছেন, উহার অনুবাদে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন,—

"ভারতে বিশেষতঃ পশ্চিম ভারতে, আজকাল গুরুবাদের যুগ পড়িয়া গিয়াছে; লোকে নিজের চিন্তা-শক্তিকে আর বিশ্বাস করে না। যত শিক্ষিত ব্যক্তিও এই যুগের মাতিয়া উঠিয়াছেন। ডিগ্রি এবং বেতন না হইতে পারিলে গুরু হওয়া যায় না। ** দুই একবার সমাধি বা মূর্চ্ছা ঘটাইতে পারিলে গুরুর ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারের কাহিনী বেশদর ছড়াইয়া পড়ে। অনেক সময় এইরূপ সমাধি গাঁজা, আফিম কিংবা মদের সাহায্যেও আনয়ন করা চলে। ** একবার আমেরিকা ঘুরিয়া আসিতে পারিলে অফুরন্ত ধন পাওয়া যাইবে। আমেরিকারও মাথামোটা লোক আছে, তাহারা এই নূতন চীজটিকে 'অবতার' বলিয়া ঘোষণা করিতে কুণ্ঠবোধ করিবে না। শিষ্য শিষ্যাই জুটিবে, কাঞ্চনও যথা আহি হইবে। তারপর আর ঠেকায় কে।"

প্রবন্ধ-লেখক আরও লিখিয়াছেন,—

"যাঁহা ও আশ্রম কিংবা সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসীর আলোচনায় শুধু আধুনিক বয়সের অর্থাৎ ইংরাজীওয়ালা আমেরিকা ফেরৎ সন্ন্যাসীরাই উপস্থিত হয়েন, আমি একজন তীর্থের পাণ্ডা ও মহান্তদের কথাও জানিতে চাই। তাঁহারাও কামিনীত্যাগী, কাঞ্চনলোভী অসাধারণ সন্ন্যাসী। অনেকে আবার কামিনী ত্যাগও করেন নাই। অপরাধিত এবং লোকে ব্যক্তি হইবার মত প্রচুর বিত্ত ইঁহাদেরও থাকে।" *

প্রবন্ধ-লেখক এই সকল দেখিয়া শুনিয়া একটি পরিত্রাণের উপায়ের প্রস্তাব করিয়াছেন,—

"এই সব মঠ ও আশ্রমের অধিকাংশে যেসব প্রচুর বিত্ত সংগ্রহ হইয়াছে ও হইতেছে, আমি মনে করি, রাষ্ট্রের এবং সমাজের কল্যাণের জন্য সে সব রাষ্ট্রের হাতে আসা উচিত। বিলাতে যেমন মঠের উচ্ছেদ (Dissolution of monasteries) এক যুগ রাষ্ট্রকে করিতে হইয়াছিল, তেমনটি এদেশেও করার প্রয়োজন হইয়াছে এবং সময়ও আসিয়াছে বলিয়া আমার আশঙ্কা হয়।"

প্রবন্ধ-লেখকের 'সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসী' বা 'মঠ ও আশ্রম' সম্বন্ধে ঠিক অভিজ্ঞতা ও তাহা হইতে নিজেকে ও দেশের লোককে সতর্ক করিবার শুভ প্রবৃত্তিটীর সন্দেহ নাই, কিন্তু 'ঘর পোড়া গরুর সিঁদুরে মেঘ দেখিলেই আতঙ্ক' উপস্থিত হওয়ার ন্যায় সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসী, মঠ ও আশ্রম-মাত্র দেখিয়াই তৎ প্রতি সন্দেহযুক্ত হইয়া গৃহস্থের নাস্তিক হইয়া যাওয়া বা গৃহস্থের-ধর্ম্মেই পরম আস্তিকতা ও সংঘম আছে, ইহা সমর্থন করিবার পক্ষেও কোন যুক্তির কারণ নাই। যে সকল সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসীর মঠ ও আশ্রমের প্রতি প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়ের প্রবন্ধ উদ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা ঠিকই হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সদ্যুক্তিবাদীরও আপত্তির কিছু নাই। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সন্ন্যাস বা ভাবাসক্তির দোহাই দিয়া ঐ সকল সম্প্রদায়ের অপক্ক ব্যক্তিগণের কর্ম্মত্যাগ, ব্যক্তিগত তাহাদের ও সমাজের পক্ষে অমঙ্গলকর। শাস্ত্রকারগণ এই জন্যই বলিতে কর্ম্ম-সন্ন্যাস নিষেধ করিয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণও কর্ম্মসন্ন্যাসের অবশ্যত্যাগী পাণ্ডিত্যাভিমান সর্ব্বতোভাবে বিচার করিয়াছেন। 'কর্ম্মসন্ন্যাস ও জ্ঞানসন্ন্যাস' উভয়ই আত্মাকে প্রচ্ছন্ন ভোগ ও ত্যাগের যূপকাষ্ঠে বলি দিয়া থাকে। আজকাল চরমে নির্ব্বিশেষবাদী কর্ম্মী সন্ন্যাসিগণ চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশ্যের দোহাই দিয়া ও জীবসেবার (?) নামে যে রক্তা-চর্ব্বিকাদির উপসাদি এবং রুগ্ন ও রোগীর সেবা প্রভৃতির জন্য সঙ্ঘবদ্ধ সম্প্রদায় রচনা করেন, তাহাতে একদিকে যেরূপ সামাজিক গৃহস্থগণের জাতাকে পরিপোষণ করা হয়, অপরদিকে তেমনি নাস্তিকতাকেও পরিবর্দ্ধন করা হইয়া থাকে। রক্তা-দুর্ভিক্ষের সাহায্য প্রভৃতি চিরদিনই ভারতে গৃহস্থ রাজা ও প্রজার কার্য্য ছিল। সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসিগণ দেহ-মুক্তাকরাদের কার্য্য বা নিজের ও পরের দেহ-চর্য্যাতে কোনদিনই ব্যস্ত ছিলেন না।

আমরা কোন মঠ, আশ্রম বা মিশনের এক সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষের কথা জানিতাম যে, তাঁহারা দুইজনে বাধ্য হইয়া সভাপতির ও কোষাধ্যক্ষত্ব স্বীকার করিলেও এবং ছাপার অক্ষরে তাঁহাদের নাম দেখা গেলেও তাঁহারা কি কার্য্য হইতেছে, তৎসম্বন্ধে অতি অল্প খবরই রাখিতেন। এমন কি অনেক সময় তাঁহাদের নিকট অনেক কথা ও কার্য্য সম্পূর্ণ আবৃত রাখা হইত। এক সময় উক্ত আশ্রমের কোষাধ্যক্ষ মহাশয় আমাদের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, যখন তাঁহারাই সকল করেন, তখন আমাকে অচেতন নাক্ষিগোপাল রাখিয়া কি লাভ? তাঁহার নামের পশ্চাতে 'গোপাল' শব্দটি ছিল বলিয়া তিনি নাক্ষিগোপাল কথাটি দুঃখ করিয়াছিলেন, কিন্তু দু'চার জন লোকের নিকট ঐরূপ দোষণে দুঃখ প্রকাশ করা ব্যতীত নামধারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন কথা সাধারণে বলিলে বিকাইবে না, বরং নানাভাবে উৎপীড়িত হইতে হইবে বলিয়াই তিনি ঐরূপ 'অচেতন নাক্ষিগোপাল' হইয়াই কোষাধ্যক্ষত্ব করিয়াছিলেন।

এই জাতীয় মঠ ও সন্ন্যাস-আশ্রমের অভিনয় গৃহস্থাশ্রমের ও গৃহস্থের পক্ষেও লজ্জাকর। কিন্তু আধুনিক গৃহস্থাশ্রমী (?) আমরা এই জাতীয় মঠ ও আশ্রমের প্রতিষ্ঠা অধিক বা একমাত্র চাহিয়া প্রকাশ করিয়া থাকি। আমরা এতদূর দেহ-সেবাসক্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, অতিথি-সেবা, রোগীর পরিচর্য্যা, পরের দৈহিক উপকার সাধন প্রভৃতি যে সকল কার্য্য পূর্ব্বে গৃহস্থাশ্রমী আমাদের নৈতিক কর্ত্তব্য-রূপে নির্দ্ধারিত ছিল, তাহাতে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন ও আলস্য-পরায়ণ হইয়া পড়িয়াছি। কাজেই আমরা চাই, এমন কতকগুলি প্রতিনিধির সৃষ্টি হউক বা তাহারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে উপস্থিত হউক, যাহাদিগকে আমরা ভাড়াটিয়া মজুরের মত কিছু টাকা বা পয়সা দিয়া আমাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে পারি, আর আমরা যেন করিয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া তথাকথিত বৈধ ও অবৈধ সম্ভোগ করিতে পারি, গুণ্ড-কেদনিত শয্যায় শয়ন করিতে পারি, স্ত্রী-পুত্র লইয়া বায়স্কোপ দেখিতে পারি, তাহাদিগকে নূতন নূতন ফ্যাসনের কাপড়, জামা ও অলঙ্কার পরাইতে পারি। যেমন এক শ্রেণীর ধনাঢ্য গৃহস্থ ভাড়াটিয়া পূজারীর উপর গৃহদেবতার সেবার ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তভাবে স্ত্রী-পুত্রের দেহ-সেবায় ও নিজের ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকেন, সেইরূপ আধুনিক গৃহস্থ-সম্প্রদায়ও গৃহস্থাশ্রমের অবশ্য-

পালনীয় নৈতিক কর্ত্তব্যগুলি সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে গৃহত্যাগিগণের উপর প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেই তাঁহারা ঐরূপ ভোগে প্রস্তুত-দানকারী গৃহত্যাগী বা সন্ন্যাসিগণকে প্রকৃত বিশ্ব-বান্ধব সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহাদের বিলাস-ভবনকেও আশ্রম ও মঠ বিচার করেন। এই সকল সন্ন্যাসীর বা আশ্রমের ভিক্ষা খুব সহজেই জুটে। আবার যদি ইঁহারা গৃহব্রতগণের মনোধর্ম্মের অনুকূল মতবাদকে 'ধর্ম্ম' বলিয়া প্রচার করেন, তবে ত' কথাই নাই। দুনিয়ার সকল লোকই ইঁহাদের ভক্ত ও প্রশস্তি-গায়ক হইয়া পড়ে।

অধোক্ষজ ভগবানের সেবার জন্য—অধোক্ষজ ভগবানের অপ্রাকৃত নাম প্রচারের জন্য ভিক্ষা চাহিলে, কোন প্রতিষ্ঠান খুলিলে তখন অনেকেই উহার প্রতিবাদী হইয়া পড়েন; "সেরূপ আশ্রম বা মঠের প্রয়োজনীয়তা নাই, তাঁহারা জগতের কোন হিত করেন না", এইরূপ নানাকথা বলিতে উদ্যত হন। ইহার কারণ কি?

প্রথম কারণ, পরমেশ্বর আছেন, কি নাই,—তদ্বিষয়ে পৃথিবীর শতকরা প্রায় শত জনই অর্থাৎ সংসারে আগত বদ্ধজীব মাত্রেই সন্দিহান। সন্দেহস্থানে কেহ সর্ব্বস্ব বা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বা প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ও আসক্তির বস্তু প্রদান করিতে চাহে না। তাহারা প্রত্যক্ষকে, আর্ত্ত ও অভাবগ্রস্তকেই 'ভগবান্', 'নারায়ণ' প্রভৃতি কল্পনা করিয়া নিজের প্রচ্ছন্নভোগস্পৃহাতৃপ্তিনী সহানুভূতিকে তাহাতে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে। এজন্য যাঁহারা রোগী বা দুঃস্থের দৈহিক ও মানসিক (প্রত্যক্ষ) উপকার করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদিগকেই প্রত্যক্ষবাদী বিশ্ববাসী 'বিশ্বহিতকারী' এবং যাঁহারা আত্মকল্যাণ বা অধোক্ষজ ভগবানের সেবা করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদিগকে তাহারা অলস, ভণ্ড বা জগতের ভারস্বরূপ মনে করে।

এরূপ মনে করিবার দ্বিতীয় কারণ এই যে তাহারা 'চুণ গোলা'কে দধি মনে করিয়া তাহা ভোজন করিতে গিয়া মুখ পোড়াইয়াছে। সেই তীব্র অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি তাহাদের হৃদয়ে এরূপ বসিয়া গিয়াছে যে, তাহারা প্রকৃত দধি দেখিলেও উহাকে চুণগোলা ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারে না।

তারপর তাহাদের ধারণা বদ্ধমূল হইবার আর একটি কারণ,—চুণগোলাবিক্রয়কারিগণ অনেক সময়ই অধিকমূল্যে তাহাদের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্য চুণগোলাকে 'দধি' বলিয়া হাঁকিতেছে আবার প্রকৃত দধিবিক্রেতার নকল করিয়া "চুণগোলা খাইয়া একবার মুখ পুড়িয়াছে বলিয়া প্রকৃত দধি কিনে পশ্চাৎপদ হইও না"—এই যুক্তি ও প্রলোভনও দেখাইতেছে। কাজেই দুর্ভাগা মনস্তিজ জনসাধারণ ভগবদ্বিষয়ের ছায়ায় ঘরে আর আলো প্রবেশ না করাই আত্মরক্ষার উপায় মনে করেন। আর সেই সময় প্রচ্ছন্ন ভোগ-পিপাসারূপিণী ময়া ও বহুরূপিণী বহির্ম্মুখতা কাণে কাণে ভগবানের ছায়ায় এড়াইবার পরামর্শটিও প্রদান করিয়া আমাদিগকে সাধুসঙ্গ ও ভগবৎ-সেবা না করিবার নৈর্ঘৃণিক ভাবকে আরও সুদৃঢ় করিয়া দেয়।

আমরা গৃহী হইয়া মনে করি—সন্ন্যাসীরা হইবেন আমাদের ঠিক বিপরীত। আমরা খুব ভোগে প্রমত্ত থাকিব, এমন কি, সমাজের, দেশের বা পৃথিবীর যে সকল বড় বড় লোক পূর্ব্বজীবনে ভোগ করিতেন, সন্ন্যাসগ্রহণরূপ Civil deathএর পর সেই গুলি তাঁহারা ছাড়িয়া দিলে ঐগুলি আমাদেরই ভোগ্যরূপে উত্তরাধিকারে আসিয়া যাইবে। যে ভ্রাতা—কোঠাই হউক আর কনিষ্ঠই হউক, মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকারিসূত্রে আমাদের লাভের জন্য তাঁহাদের সম্পত্তি রাখিয়া না যান, তাঁহাকে আমরা ততটা শ্রাদ্ধাদি দ্বারা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত হই না। তদ্রূপ আমাদের সমাজ হইতে যাঁহারা সন্ন্যাসী হইয়া তাঁহাদের ভোগটুকু আমাদিগকে দান করিয়া আমাদের ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার পরিবর্ত্তে তাহা ভগবানের ভোগে লাগাইতে চাহেন, সেরূপ সন্ন্যাসীর প্রতি আমরা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে পারি না। তাই অনেক সময় কর্ম্মী ও জ্ঞানী সন্ন্যাসীকে বিশ্বের উপকারক বলিয়া স্বীকার করা হয়; কিন্তু ভূতসেবার জন্য যাঁহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা বদ্ধজীবের ভোগের ইন্ধন বাড়াইয়া তাঁহাদিগকে অধিকতর ত্রিতাপানলে দগ্ধ হইবার জন্য সাহায্য ও তাহাদের প্রতি হিংসা করিবার পরিবর্ত্তে যিনি সকল বস্তুর মালিক সেই অধোক্ষজ ভগবানের নাম-প্রচারের জন্য জগতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ বস্তু, শ্রেষ্ঠ অট্টালিকা, শ্রেষ্ঠ স্থান এবং শ্রেষ্ঠ সর্ব্বপ্রকার উপকরণ নিযুক্ত করেন, তাঁহার মহত্ত্ব

আমরা বুঝিতে পারি না। তাঁহাকে আমরা অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী সন্ন্যাসীর সহিত সমান চক্ষে বা তদপেক্ষাও অনেক হীনবিচারে দেখিতে চাহি। ইহা আমাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা অবস্থিত প্রচ্ছন্ন-নাস্তিকতাই পরামর্শ দিয়া ও উহাকে প্রবৃত্তি বলিয়া লোকের নিকট প্রচার-দ্বারা সরলশীল ব্যক্তির নিকট হইতে সমবেদনা আকর্ষণ করে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার যখন ব্যবসায়ী ধর্ম্মপ্রচারকগণের, তাড়াটিয়া—ভাগবত পাঠক, পেশাদার কীর্ত্তনীয়া প্রভৃতির অবৈধ ব্যবসায়ের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তখন এক সম্প্রদায়ের বিষয়ী ও ভোগিব্যক্তি মনে করিলেন যে, ঐরূপ প্রচারে তাঁহাদের সুবিধা হইবে। তাঁহারা এতদিন সাহস করিয়া ব্যবসায়ী গুরুগণের (?) ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে মুখে কিছু বলিতে পারিতেন না, আজ তাঁহাদেরই হইয়া গৌড়ীয়মঠ সেই কার্য্য করিয়া দিতেছেন, ইহাতে ধর্ম্ম-ব্যবসায়িগণের বিষয়িগণের দিক্ হইতে দক্ষিণা ও সময় সময় ফুলুই যাবৎ যে অর্থ খরচ হইত, সেই অর্থ ব্যাঙ্কেই জমা থাকিয়া যাইবে এবং তাঁহারা পুত্র পৌত্রাদিক্রমে তাহা ভোগ করিতে পারিবেন। কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, গৌড়ীয়মঠ দু'টাকা, পাঁচ টাকা মাত্র বিষয়ীর নিকট হইতে দক্ষিণা গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের সর্ব্বস্ব ভিক্ষা করিয়া ভগবৎসেবার নিয়োগ-দ্বারা তাঁহাদের মঙ্গলবিধানের জন্য সচেষ্ট, তখন বিষয়ী ও ভোগিগণের শুক্রাচার্য্যস্থানীয় ভোগী গুরুগণ উপদেশ দিলেন,—"সর্ব্বস্ব বিষ্ণবে দত্ত্বা মূঢ় বর্ত্তিষ্যসে কথম্"—ওহে মূর্খ, তোমরা আমাদিগকে যৎসামান্য দক্ষিণা দিবার ভয় করিতেছিলে। এখন যে তোমাদের সর্ব্বস্ব বিষ্ণুভক্তগণ গ্রহণ করিতেছে, বিষ্ণুকে সর্ব্বস্ব দিয়া তোমরা কি খাইবে? আধুনিক কালে ভোগী বিষয়ি-সম্প্রদায়ের কর্ণে অনেকেই এই যুক্তি দিয়া বিষয়িগণের কাণ খাড়া করিয়া দিতেছেন,—ওহে তোমাদের অর্থ লইয়া বিষ্ণুর মন্দির রচনা করিবে, বিষ্ণু ও বৈষ্ণব তোমাদের অর্থে গড়া (?) প্রাসাদবিহারী অট্টালিকায় থাকিবে, আর তোমরা খাইতে পাইবে না, ইহা বড়ই অন্যায় কথা। তোমরা শুক্রাচার্য্যের নীতি গ্রহণ কর, হিরণ্যকশিপুর মত কৃষ্ণের অর্থাপ্রাপ্তির একচেটিয়া যোগ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর। মানবের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য ও কৃষ্ণসম্বন্ধের পূঞ্জীভূত বহির্ম্মুখতা এই সকল যুক্তি ও পরামর্শ আবিষ্কার করিতেছে। বহুরূপী নাস্তিকতা এস্থলে মনীষিগণের মনীষায়, যুক্তিবাদিগণের যুক্তিতে, তার্কিকগণের তর্কে এই তর্কযুগে রাজত্ব করিতেছে।

বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে এই জন্য ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসের বিধি দৃষ্ট হয়। শ্রীরামানুজাচার্য্য ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসগ্রহণের আদর্শ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি স্ত্রী ও পরিবার পরিজনের সেবা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণব-সেবা পরিত্যাগ করেন নাই—বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবার নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। দুঃসঙ্গের সহিত সন্ন্যাস-গ্রহণই প্রকৃত সন্ন্যাস, সৎসঙ্গের সহিত সন্ন্যাসগ্রহণ সন্ন্যাস নহে। দুঃসঙ্গ বলিতে আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীতে শুনিতে পাই,—

দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥

কৃষ্ণভক্তি-ব্যতীত অন্য কামনাই কপটতা বা দুঃসঙ্গ; কৃষ্ণভক্তি হইতে বিচ্যুত করিয়া সমাজের অন্নাদর-কামনা, জগতের হিত-কামনা, আর্ত্তের সেবার কামনা, ব্রহ্মে লীন হইবার কামনা—সমস্তই দুঃসঙ্গ-স্পৃহা। সেই সকল দুঃসঙ্গের সহিত যিনি সন্ন্যাস করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। সেইরূপ সন্ন্যাসে সিদ্ধিলাভের জন্যই অনর্থযুক্ত জীবের 'বিবিদিষা'-সন্ন্যাস, আর যাঁহারা সেইরূপ সন্ন্যাসে নিষ্ণাতসিদ্ধ, তাঁহাদের সন্ন্যাস—'বিদ্বৎ' সন্ন্যাস

শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব বা পূর্ব্ববর্ত্তী বিষ্ণুস্বামী প্রভৃতি মধ্যযুগীয় বৈষ্ণবাচার্য্য সন্ন্যাসিগণ শঙ্করাচার্য্যের বিচারের ন্যায় জগৎকে কাকবিষ্ঠা মনে করিয়া, এমন কি পরমেশ্বরের সেবা-বিলাসকে বিশ্বের অন্তর্গত মনে করিয়া তাহা পরিত্যাগ করেন নাই। শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাস-বহু-মাননকারিব্যক্তিগণ যদি বৃক্ষতলে বাসের পরিবর্ত্তে আবার অট্টালিকায় বাস করেন, অনর্থের মূল অর্থকে ব্যাঙ্কে জমা রাখেন, 'কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ' বিচারের পরিবর্ত্তে সিল্কের লেঙ্গটা বা সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করেন, দেহে বিকৃতি আবিষ্কার পরিবর্ত্তে প্যারিসের সাবান ও এসেন্স মাখেন, তবে তাঁহারা যাজ্ঞবল্ক্য বা বমনভোজী অর্থাৎ যাহা বমি করিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন, তাহাই উপাদেয় জ্ঞানে ভোজনকারী বলিয়া পরিগণিত হইবেন না কি? কিন্তু

বৈষ্ণব-সন্ন্যাসের বিচার অন্যরূপ ; তাঁহারা ভোগীও নহেন, ত্যাগীও নহেন, তাঁহারা অন্যাভিলাষত্যাগী, কর্ম্মশূন্য ও জ্ঞানশূন্য—উভয়েই আবরণ-যুক্ত। কেবল কনক-কামিনী নহে, প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত তাঁহারা নিজের ভোগ বা ত্যাগ করেন না। তাঁহারা জানেন,—একমাত্র ভোক্তা সর্ব্বেশ্বরের অধোক্ষজ বিষ্ণু। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা অধোক্ষজ-পুরুষোত্তমেরই একমাত্র ভোগ্য। তাঁহা গৃহী বা সন্ন্যাসী, কাহারও ভোগ্য নহে। গৃহী বা বেষধারী সন্ন্যাসী যদি ভগবান্‌কে বঞ্চিত করিয়া, চুরি করিয়া উহা ভোগ করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহাদের অধিকতর বন্ধন ও ত্রিতাপ উপস্থিত হয়। বৈষ্ণব সন্ন্যাসিগণ কাম-ক্রোধাদি বৃত্তিকেও ত্যাগ করেন না, তাঁহারা বিষ্ণু ও বিষ্ণুজনের সেবা করেন।

কাম—কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে ক্রোধ—ভক্তদ্বেষিজনে,
লোভ—সাধু-সঙ্গে হরিকথা।
মোহ—ইষ্টলাভ-বিনে, মদ—কৃষ্ণগুণ-গানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা।

(ঠাকুর নরোত্তম)

তাঁহারা ভগবানের সেবা বলিতে অচেতন বা কাল্পনিক পুতুলের সেবা মনে করেন না। 'নাম-রূপে কৃষ্ণ অবতার'। এই নামের প্রচারের জন্য তাঁহারা সর্ব্ববিধ উপকরণে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। বাস্তবিকপক্ষে মোটর গাড়ীতে, বাষ্পীয় শকটে বা ব্যারোপ্লেনে চড়িয়া তাঁহারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র নাম প্রচার করেন। মোটরগাড়ীতে চড়িলে সন্ন্যাসীর হাঁটিবার কষ্টও বা প্রদর্শনী হইবে না বলিয়া তাঁহারা নাম-প্রভুর সেবায় ও তদ্দ্বারা লোকহরণে উদাসীনতা প্রদর্শন করেন না।

অনেকের ধারণা—"প্রচারের প্রয়োজন কি? পরমার্থ জিনিষটা মনের জিনিষ, কাজের জিনিষ। মনে মনে মনঃকল্পা যাইলেই পরমার্থ হইয়া যাইবে। যত প্রচার থাকিবে—গ্রাম্য কথায়, গ্রাম্য বার্ত্তায়, মনোধর্ম্মের ও নাস্তিকতায়।" ইহাও একটা নাস্তিকতার আস্তিকতাকে নির্য্যাতিত করিয়া রাখিবার দুরভিসন্ধি। সত্যকথা প্রচারিত ও তাহার আলোচনা হইলেই নাস্তিকতার নিরাশ্রয় হইবে। এজন্য নাস্তিকতা এই যুক্তি আবিষ্কার করিয়াছে যে, "ধর্ম্মের আবার প্রচারের আবশ্যকতা কি? তাহা কাজের জিনিষ ; মনে, মনে ও কোণে কাজ করিয়া যাও, যদি ভগবানের শক্তি থাকে, তবে সেই শক্তি-বলেই তিনি লোকের মনে প্রকাশিত হইবেন।" এইরূপ নাস্তিকতাগর্ভিণী অনেক যুক্তি আধুনিক কালে শুনিতে পাওয়া যায়।

প্রচ্ছন্ন নাস্তিক ও ভোগি-সম্প্রদায়ের বিচার—বিষয়-গ্রহণ পৃথিবীর লোকের একচেটিয়া, কিন্তু পরম আস্তিক-গণের বিচার—ভোগ একমাত্র ভগবানের একচেটিয়া—মূল মালিকের একচেটিয়া, উহা কোন মর্ত্ত্য ব্যক্তি বা সমষ্টির একচেটিয়া নহে। আর যাঁহারা ভগবানের বাণীর সেবা অর্থাৎ ভগবানের নাম প্রচারের সেবা করেন অর্থাৎ ভগবান্‌কে বিতরণ করেন, তাঁহারা সেবার অনুকূল যে-সকল বিষয় গ্রহণ করেন, তাহাও ভোগীর বা ত্যাগীর অর্থাৎ অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী সন্ন্যাসীর ভোগ বা বিষয়-গ্রহণের ন্যায় নহে। উভয়ের ভূমিকা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহা জগতের ভোগী ও ত্যাগিসম্প্রদায় বুঝিতে পারে না। তাহা জানাইবার জন্যই শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র, শ্রীপরাধর পণ্ডিত ও রামচন্দ্রপুরী প্রভৃতির আদর্শ স্বীয় লীলায় প্রদর্শন করিয়াছেন। রায় রামানন্দকে কামিনী কাঞ্চন পরিত্যাগ করিয়া জপ-তপে নিযুক্ত থাকিবার পরিবর্ত্তে ভগবানের ইন্দ্রিয়বৃত্তিকর-সেবার অনুকূল বিষয়ের সহিত নিযুক্ত দেখিয়া প্রদ্যুম্নমিশ্রের রামানন্দকে সাধারণ বিষয়ী ও ভোগী বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব প্রদ্যুম্নমিশ্রের সেই ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন এবং রামানন্দের অধিতীয় সাধুত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে উত্তম শয্যায় নানা গন্ধদ্রব্য ও সেবকগণে পরিবৃত হইয়া থাকিতে দেখিয়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ পরাধর পণ্ডিত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির সাধুত্বের প্রতি যে সন্দেহযুক্ত হইবার লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, পরাধর পণ্ডিত পরবর্ত্তিকালে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সেই অপরাধক্ষালনের আদর্শ-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রপুরী মহাপ্রভুর গৃহ হইতে পিপীলিকা-পঙ্‌ক্তির নির্গমন দেখিয়া সন্ন্যাসী মিষ্ট ভোজন করেন, এইরূপ কটাক্ষ করিয়াছিলেন ; কিন্তু এই রামচন্দ্র পুরী শুষ্ক মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট বঞ্চনা-লাঞ্ছনরূপ নিগ্রহের ভাজন হইয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের জামাতা অমোঘ স্বতন্ত্রভাবে শ্রীচৈতন্যদেবকে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে দেখিয়া

সন্ন্যাসী চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় বস্তু গ্রহণ করেন—এইরূপ কটাক্ষ করিয়াছিলেন, সেই অপরাধ-ফলে তাঁহার বিসূচিকা ব্যাধি হইয়াছিল এবং পরমকরুণাময় শ্রীচৈতন্যদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সম্বন্ধে অযোঘের মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন—ইহাও আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শুনিতে পাই। কাজেই ঘুণাক্ষরেও বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর সহিত অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী সন্ন্যাসীদের সমবুদ্ধি করিবার স্পর্দ্ধা মানবের বহির্ম্মুখতার চিত্তাস্রোতের একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। যাঁহারা প্রকৃত ভক্ত এবং বিষয়টি বুঝিতে পারেন, তাঁহারা এইজন্য কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি কখনই এক শ্রেণীর নহে, ইহা বিচার করিয়াছেন।

'প্রবাসী'র প্রবন্ধ-লেখক অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয় অন্যাভিলাষী কর্ম্মী ও জ্ঞানি-সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে যে সকল কটাক্ষ করিয়াছেন, তাহাতে কর্ম্মিজ্ঞানিসম্প্রদায়ের যুক্তিযুক্তভাবে চরম কিছু বলিবার না থাকিতে পারে; কিন্তু অন্যলোক কর্ম্ম ও জ্ঞান-সন্ন্যাসকে বৈষ্ণব সন্ন্যাসের সহিত সমান মনে না করেন, এইজন্যই আমাদের এতগুলি কথা বলিতে হইতেছে।

কর্ম্মী ও জ্ঞানী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় চরম অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলিতে পারেন যে, তিনি একজন সংসারাসক্ত গৃহী, তাঁহার সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে বলিবার কি অধিকার আছে? কিন্তু মঠ ও আশ্রমের অধিকারে যে প্রচুর বিত্ত সঞ্চিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা রাষ্ট্রের ও সমাজের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রের শাসনে আনিবার প্রস্তাব, অতিরিক্ত বা যুক্তির বিরুদ্ধে অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় কি বলিতে পারেন? তাঁহারা ত' আপনাদিগকে সাধারণের কল্যাণার্থে এবং সমাজের স্থূল-কল্যাণের দৃষ্টিতেই বিচার করিয়া থাকেন। কিন্তু বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব মঠ ও আশ্রমের বিচার তাহা নহে। তাঁহারা সাধারণ ভোগী ও বিষয়ি-সম্প্রদায়ের বা ভোগি-সমাজের দৈহিক ও মানসিক সাময়িক হিতের জন্য জীবন ধারণ করিয়া বিষয়ীর উচ্ছিষ্ট-ভোজী কুকুরের ন্যায় সাধারণের সম্পত্তির দ্বারা পুষ্ট ও পালিত থাকিবার বিচারে অধিষ্ঠিত নহেন। তাঁহারা জানেন—এই পৃথিবীর একটি পরমাণু বা একটি বস্তুও—বিষয়ীর ভোগাভিজ্ঞতাই হউক বা যে-কোন ভাবে সত্যই হউক, ভোগী বা বিষয়ীর নহে। কৃষ্ণ-বলরাম যেরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, কংসের চাকর কংসের জন্য যে বস্তুগুলি লইয়া যাইতেছে, তাহার মালিক কংস বা কংসের দূতী নহে, তাহার মালিক সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ-বলদেব, তদ্রূপ বৈষ্ণব সন্ন্যাসিগণ জানেন,—সমস্ত বিশ্বের মূল মালিক, সকলের মূল মালিক একমাত্র কৃষ্ণ। তাই চৌর্য্যাপরাধে অপরাধী অন্য ও ত্রাণ-বিষয়ীর সমস্ত অর্থ, বিত্ত ও বস্তু মূল মালিক কৃষ্ণের নাম-প্রচার-সেবায় সাধুগণ নিযুক্ত করিয়া ত্রিলোকের আনুকূল্য, বিষয়িগণের মঙ্গল ও তদ্দ্বারা সমাজের মঙ্গল করিয়া থাকেন।

দক্ষিণদেশে তিরুপতি আলোয়ার নামে এক মহাত্মা ছিলেন। তিনি তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ ধনিগণের গৃহে যাচ্ঞা পর্য্যন্ত করিয়া শ্রীরঙ্গনাথের শ্রীমন্দির ও সপ্তপ্রাকার-বিশিষ্ট পুরী রচনা করিয়াছিলেন। তিনি দিবাসূরি ও ভগবৎ-পার্ষদ বলিয়া সকল বৈষ্ণবসমাজে প্রপূজিত। অবশ্য এই আদর্শের অপব্যবহার করিয়া বিক্রয়ের জিনিস নিজের ভোগে লাগাইবার বহির্ম্মুখতা কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী ও মিছাভক্ত-সম্প্রদায়ে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়াই যুক্ত-প্রদেশের সীতাপুর জেলার অন্যাভিলাষী নাগা সন্ন্যাসি-গণের (?) দৌরাত্ম্য, গৃহস্থের গৃহ-লুণ্ঠন, বিভিন্ন স্থানের মহান্তগণের কনক-কামিনী-মোহ, পাণ্ডাগণের অত্যাচার, মিছাভক্তিমঠাধীশ, কর্ম্মি-জ্ঞানি-মঠাধিপগণের নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য উপস্থিত হইয়াছে অপব্যবহার কিছু আদর্শ নহে। ভগবানের নাম লইয়া লোকে ভণ্ডামী করে বলিয়া ভগবানের নামই খারাপ, ধর্ম্মের অপব্যবহার হয় বলিয়া ধর্ম্ম জিনিষটাই পরিবর্জ্জনীয়—এরূপ যুক্তি কিন্তু শতাব্দীর মনীষিগণের মেধাকে কেন আক্রমণ করিয়াছে, বুঝা যায় না। মনে হয়, ইহার অন্তরালে অসূর্য্যম্পশ্যা নাস্তিকতা-মোহিনীর গুপ্তমন্ত্র আছে।

বৈষ্ণব সন্ন্যাসিগণ কর্ম্মী ও জ্ঞানি-সন্ন্যাসীর ন্যায় ভোগি-সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত বস্তু ভোজন ও পরিত্যক্ত বস্তুর সেবা করিবার জন্য জীবন ধারণ করেন না। তাঁহারা ভগবানের বাণী প্রচার করিয়া—চেতনের বাণী প্রচার করিয়া এবং তদনুকূলে ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের উচ্ছিষ্টরূপে যথাযোগ্য বিষয় গ্রহণ করিয়া জীবের আত্মবৃত্তি উন্মেষণ করিবার অর্থাৎ ভগবানের সেবায় উদ্বুদ্ধ করিবার ব্রত অবলম্বন করেন, কাজেই তাঁহারা বিশ্বের

বা সাধারণের শোষণ বা নিপীড়ন করেন যে, সাধারণতন্ত্রী বা রাষ্ট্র তাঁহাদিগকে অধীনে আনয়ন করিতে পারিবে। তাঁহারা কৃষ্ণের নিষ্কিঞ্চন-সন্ন্যাসগণের পদরেণু মস্তকের মুকুটরূপে ধারণ করিয়া স্বরাট্‌লীলা-পুরুষোত্তমের দূতরূপে পৃথিবীতে বাস করেন।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ম্মী, জ্ঞানী, অজ্ঞাতিনাস্তি-সম্প্রদায়ের মঠ ও আশ্রমকে রাষ্ট্রের শাসনে আনিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ কর্ম্মিজ্ঞানি-সম্প্রদায় হইতে বিশেষ কিছু হইতে পারে না। কারণ কর্ম্মী সন্ন্যাসিগণ ধনদেহ ও মনের হিতকেই সমাজের হিত মনে করেন, জাগতিক অভ্যুদয়কে রাষ্ট্রের অভ্যুদয় মনে করেন। কিন্তু বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণের বিচারে উহা সমাজের প্রতি হিংসা ও রাষ্ট্রের প্রকৃত উন্নতিতে বাধা-প্রদান। আত্মার কল্যাণ-সাধন ও তদনুকূলে দেহ-মনের পরিপোষণ হইলে সমাজের হিত হইবে, আর আত্মাকে বহির্মুখ বা সুপ্ত রাখিয়া দেহ-মনের পরিচর্য্যা কেবল আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা। এইরূপ মনোবঞ্চনাকেই ভোগি-সম্প্রদায় ভোগী হইয়া কুপথ্য-সেবনে আত্মহত্যাকারীর ন্যায় কর্ম্মি-জ্ঞানি-সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের নিকট সুপথ্য বলিয়া ডিক্টেট্ করিয়া যাইতেছেন। আর পাছে তাঁহাদের ভুল ধরিয়া দেয়, কিংবা বন্ধ করিয়া দেয়, এই ভয়ে কর্ম্মি-সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ও বিষয়ী ভোগিগণের ডিক্টেটে "হাঁ জী হাঁ জী" করিয়া যাইতেছেন। কিন্তু বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণ শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী ও তাদৃগবতারমূর্ত্তিবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী এবং বৈষ্ণবাচার্য্যগণের বাণীর অনুকীর্ত্তন করিয়া বলিতেছেন,—বহির্মুখ জগতের শতকরা শতজন ব্যক্তিই সমাজ-কল্যাণের ও রাষ্ট্রকল্যাণের পরিকল্পনা বকলমদারী, তাহা হিংসার নামান্তর। আধুনিক কালে বিলাতী সভ্যতা ও ফরাসী-বুর্ঘিনী প্রগতির আদর্শের অনুকরণে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-পরিপুষ্ট ও প্রচ্ছন্ন-নাস্তিকতাগর্ভ বিশ্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞের ঐ সকল পরিকল্পনা গড়িয়া উঠিয়াছে; কিন্তু সনাতনী পৃথিবীর অধিস্তি সম্রাট্ পৃথুর সময় দেখিতে পাই যে, তাঁহার শাসন একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও ঐকান্তিক বৈষ্ণবব্যতীত সকলের উপর প্রবর্ত্তিত ছিল। কারণ, যাঁহারা ব্রহ্মের অনুশীলন করেন এবং যাঁহারা তদপেক্ষা উন্নত হইয়া বৈষ্ণবতা লাভ করেন অর্থাৎ চিদ্‌বিলাস-স্বরাট্ পুরুষোত্তমের সেবা লাভ করেন, তাঁহারা রাষ্ট্রের, প্রজার বা সমাজের শাসনাধীন নহেন। তাঁহারা—গোস্বামী, (জাতিগত, ব্যবহারিক গোস্বামী নহে,) সমস্ত পৃথিবীই তাঁহাদের শাসনযোগ্য শিষ্য। তবে আধুনিক কালে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, সেই পৌরাণিক-যুগের কথা আধুনিকতার অতি উন্নত সভ্যযুগে চলিবে না; কিন্তু এসভ্যতার পরিণাম কোথায়? সোভিয়েটে আসিয়া—যাহারা মঠ ও মন্দিরাদির উচ্ছেদ করিয়াছে, কিংবা আধুনিক পাশ্চাত্য-জগতের যে সকল স্বাধীনরাষ্ট্র বিভিন্ন আকারের সাধারণ-তন্ত্রবাদ প্রচার করিতেছেন, যাঁহারা 'লিগ্ অব্ নেশন্স্' সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহারা বিশ্বশান্তি ও বিশ্বমৈত্রীর আকাশ-কুসুম দর্শন করিতে করিতে গোপনে গোপনে অধিকতর ভীষণ বিষাক্ত বাষ্প, তরলাগ্নি ও মানুষ মারিবার নানাপ্রকার অমানুষিক উপায় ও যন্ত্র আবিষ্কার করিতেছেন, তাঁহাদেরই মস্তক হইতে যে-সকল বিশ্বহিতের ও রাষ্ট্র-কল্যাণের পরিকল্পনা বহির্গত হইয়াছে, সেই সকল কল্পনা ও বুদ্ধি মহাজ্ঞ-তোপলকের মুদ্রার ন্যায় সমাজ-কল্যাণ-ব্রতী কর্ম্মী ও জ্ঞানিসম্প্রদায়ের দুর্গের তাওাতে কেরৎ আসিয়ে—এই ভবিষ্যদ্বাণী গৌড়ীয়াচার্য্য বহুদিন পূর্ব্বেই করিয়াছেন।

চিজ্জড়সমন্বয়বাদ-প্রচারের ফলে সকলের সকল মতকেই পথ বলিয়া মানিয়া লইতে হইতেছে, তাহাতে যেখানে নাস্তিকতার সাধারণ-তন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে ভোগী ধনিকসম্প্রদায়ও নাস্তিকতার চরণে অঞ্জলি-প্রদানে অগ্রসর হইবেন এবং পরে উভয় সম্প্রদায়ই কোন মহামুদ্রের আবাহন করিয়া কৃষ্ণলীলার মধ্যে যে প্রবিষ্ট হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ-প্রচারের ফলে বিশ্বে যে ভীষণ বিষাক্তবাষ্প বিস্তৃত হইয়াছে, তাহার ফল সকলকেই ভোগ করিতে হইবে। গত মহাসমরে জার্ম্মেণীর বিষাক্ত বাষ্প, কিংবা ইটালী-আবিসিনিয়ার যুদ্ধে ইটালীর বিষাক্ত বাষ্প কিংবা স্পেনের বিদ্রোহে কেবলমাত্র প্রাদেশিক বা আনুষঙ্গিক ভাবে আন্তর্জাতিক সাময়িক ক্ষতি হইয়াছে ও হইতে পারে; কিন্তু চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের বিষাক্ত বাষ্পদ্বারা সমগ্র মানবজাতির আত্মার মঙ্গলের অভিসার-পথ রুদ্ধ হইয়াছে—জগতের প্রগতির পথ নিষ্কিঞ্চন হইয়াছে।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে লিখিয়াঃ-

ছেন—"গোপবধূটি-চুম্বনচৌর শ্রীকৃষ্ণ সকল হিন্দুর নিকট সমান দেবতা নন। মহাভারতের যুগে শিশুপাল যেমন তাঁর অর্ঘ্য-দানের যোগ্যতা অস্বীকার করিয়াছিল, তেমনি এখনও অনেক হিন্দু তাঁহার দেবত্ব মানিতে অসম্মত।" এখানে একটি জিজ্ঞাসার উদয় হয়,—তাহা হইলে 'হিন্দু' কিনিষটি কি? উহা কি বিশেষীয় দেবতা শব্দবিশেষ বা সাম্প্রদায়িক জাতিবিশেষ বা প্রদেশ-বিশেষের অধিবাসি-বিশেষ? হিন্দুর সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই, থাকিলেও তাঁহাদের ধর্ম্মমতের সাম্য নাই, অথচ সকল মতই সমান,—এইরূপ একটা ধোঁকাদিন দেওয়ার কপটতা আছে। এক সম্প্রদায়ের হিন্দু শিশুপালের মত কৃষ্ণের অর্ঘ্য অস্বীকার করে, ভাগবত মানে না, অথচ সেই সম্প্রদায়কে হিন্দু-সম্প্রদায় বলা হইবে অর্থাৎ আরও স্পষ্টভাষায় বলিতে গেলে শিশুপাল ও কৃষ্ণ, dog ও god একই জাতীয়, কৃষ্ণকে মানা, না মানা উভয় মতই একই জাতীয়—চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ এই শিক্ষা প্রচার করিতেছে। যদি বলা হয়—নাস্তিকতা ও আস্তিকতা কিরূপে এক বলা যায়? তখন তাঁহারা উত্তরে বলিবেন, কৃষ্ণই যে পরমেশ্বর,—এই একঘেয়ে মতই বা বলিব কেন? অতএব চরমে নির্ব্বিশেষে না গেলে অর্থাৎ আত্মবিনাশে না পৌঁছিলে আর চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের প্রগতির শেষ সীমা পাওয়া যায় না।

এই চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ সাম্প্রদায়িকতা পরিবর্জ্জনের নামে কেবল অসংখ্য অসৎসাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টিকারী। অর্থাৎ সৎসাম্প্রদায়িকতাকে একঘেয়ে বলিয়া গর্হণ করিয়া অসংখ্য অসৎসাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টিকারী। প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন মত থাকিলে ততগুলি সাম্প্রদায়িকতা, মুখে হউক বা অন্তরে হউক, সৃষ্ট হইবেই হইবে। আর এক অদ্বিতীয় সিদ্ধান্তের পতাকাতলে সকলকে আসিতে হইলে সাম্প্রদায়িকতার সংখ্যা থাকিবে না।

সকলের মত যদি সত্য হয়, সকলে সকল না মানিলেও যদি তাহার আস্তিকতার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি না হয়, তবে ধর্ম্ম হইয়া যায় একটা উদ্ভ্রমণস্তার বাসস্থান। হিন্দুগণের মধ্যে যাঁহারা বৈষ্ণবগণের ভাগবত না মানেন, তাঁহারাও হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ও পারমার্থিক; আবার হয়ত' আর এক শ্রেণীর লোক বলিবেন, "বেদ বা স্মৃতিকেই সকলে একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া মানিবেন কেন? বেদ না মানিলেও তিনি যে ধার্ম্মিক বা পারমার্থিক হইতে না, ইহার বা কেন স্বীকার করিব? পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ত' বেদ মানেন না, এমন কি কেহ কেহ বেদকে কৃষ্ণের গান, কেহ বা স্বার্থপর ভণ্ড ব্রাহ্মণগণের উপজীবিকার যন্ত্র, কেহ বা অলৌকিকতা-বিশ্বাসী মাথা-খারাপ লোকগণের প্রলাপ—কত কি বলিয়া আসিতেছে। যাহারা এইরূপ বলিতেছে, তাহারাও ত' হীন-চাকরীর প্রতি দয়াই, সংসারের কর্ত্তব্যে নিষ্ঠাযুক্ত, মিথ্যার প্রতি ঘৃণা-যুক্ত, তবে কি ইহারা ধার্ম্মিক নহে?" সমন্বয়বাদী বলিবেন—'ইহারা সকলেই ধার্ম্মিক', কিন্তু ভাগবত বলিবেন, —'ইহারা সকলেই কপট ও ভণ্ড।' তখন যাহাদের উপর এই গালি বর্ষিত হইল, তাহারা বলিবে—"আমরা ভাগবত মানি না।" তখন ঠাকুর বৃন্দাবনের ভাষায় ভাগবতগণ বলিবেন,—"ভাগবত যে না মানে সে যবন-সম।" তখন ভাগবত না-মানা সম্প্রদায় বলিবেন,—"হইলামই বা যবন, যবন কি ধার্ম্মিক নহে? রাজা রামমোহন রায়ের মত জগদ্বিখ্যাত মনীষীও ত' ভাগবত মানেন নাই? ঠাকুর বৃন্দাবনের ঐ কথাই বা আমরা স্বীকার করিব কেন? 'জগদ্গুরু মৌলবী' রাজা রামমোহন রায় কি কম?" এইরূপ ভাবে এই তর্ক-যুগে নাস্তিকতা যে কুতর্ক আহ্বান করিতেছে, তাহাতে সমন্বয়বাদ আরও ইন্ধন প্রদান করিতেছে। সমন্বয়বাদ-বিস্তারের ফলে লোকের কোন বিশেষ বাক্যে বা ধর্ম্মে নিষ্ঠা বা ভয়ের কারণ নাই। "নরকের ভয় দেখাও ত' নরককে কলা দেখাইব"—যে শাস্ত্রে নরকের কথা আছে, সে শাস্ত্রই মানিব না, তখন আমার উপর নরকভোগের শাসন কিরূপে প্রযুক্ত হইবে? হিন্দু-শাস্ত্রে আছে,—গোমাংস ভক্ষণ করিলে গো-অঙ্গে যত লোম আছে, তত হাজার বৎসর রৌরব নরকে পচিতে হইবে। আমার উপর এই বিধি প্রয়োগ করিতে আসিলে আমি সমন্বয়বাদের বলে বলিব, আমি হিন্দুশাস্ত্র স্বীকার করি না। যে সম্প্রদায় গোমাংস-ভক্ষণের বিধি দিয়াছেন, আমি সেই দলে যাইব, কারণ সব মতই ত' সমান। যখন যে মতে সুবিধা, সেই মতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অন্য মতের শাস্ত্রকে অপ্রামাণিক বা তাহার সহিত মতভেদ করিলেও আমার যখন

পরমেশ্বর (?) বা ইষ্টদেবতে (বা সুবিধাবাদ-প্রাপ্তিতে) কোন ক্ষতি হয় না, তখন সুবিধাবাদই আমার ধর্মমত ও পাত্র।"

অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয় অর্থ-নীতি ও রাষ্ট্রনীতির দিক্ দিয়া সংসার-বিরাগী সাধুদের বিচারের বিষয় তাবিয়াছেন, ইহা বাস্তবিকই ভাবিবারও বিষয় বটে ; অন্যাভিলাষী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় বিষয়ী ও ভোগি-সম্প্রদায়ের যে বিবর্ত্তরূপ মল ভোগ করিতেছেন, তদ্দ্বারা দাতা ও গ্রহীতা, উভয়েরই অধোগতি হইতেছে। এই ভিক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে অনেকে আজকাল সন্ন্যাসী ও অতিথিগণকে ভিক্ষা দিতে প্রস্তুত নহেন এবং অনেক সময় অন্ধ, আতুর ও দুঃস্থের ভিক্ষা-গ্রহণে অধিকতর যোগ্যতার কথা জানাইয়া সন্ন্যাসী ও অতিথিগণকে বিদায় দেন। অবশ্য তাঁহারা যে অন্ধ, আতুর ও দুঃস্থগণকে অধিক সাহায্য করেন, তাহা নহে ; তবে তাঁহাদের অধিক যোগ্যতার দাবির জোরেই সন্ন্যাসী ও অতিথির হাত হইতে মাসিক পরিত্রাণ পাইতে পারেন আবার তাঁহারা যে অন্ধ-আতুর ও দুঃস্থের জন্য অধিক কাতর, তাহাও বলা যায় না ; কারণ ভারতব্যাপী এই দুর্ভিক্ষের সময়ও সিনেমা-হাউসগুলির সংখ্যা বাড়িতেছে, মহিলা-সমাজের বসন-ভূষণ ও অলঙ্কারাদির নূতন নূতন আবিষ্কার হইতেছে এবং যাঁহারা সন্ন্যাসিগণকে ভিক্ষা-দানে মুক্তহস্ত ও অন্ধ-আতুরের প্রতি অধিকতর দানশীল, তাঁহারা স্ত্রী ও কন্যাকে আধুনিক ফ্যাসনের উপযোগী বসনভূষণেও বেশ জাল করিয়া সাজাইয়া চক্ষু ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি করিতেছেন : অন্ধ-আতুরের সহিত সমবেদনাগ্রস্ত হইয়া খুব কম দাতাকেই তাঁহার সমস্ত অর্থ অন্ধ-আতুরের মধ্যে বিতরণ করিয়া তাহাদের মত ফকির হইতে দেখা গিয়াছে এবং দরিদ্রের গায়ের জীর্ণ ও মলিনবসন নিজ-স্ত্রী ও কন্যার গায়ের লজ্জা-নিবারণের জন্য পরিধান করাইতে দেখা গিয়াছে। যদি এইরূপ আদর্শ তাঁহাদিগের মধ্যে দেখা যাইত, তবেই না দরিদ্র ও দুঃখীর প্রতি তাঁহাদের সমবেদনা কতটা আন্তরিক ও বাস্তব, তাহা প্রমাণিত হইত। কেবল সন্ন্যাসিগণকে ভিক্ষা দিবার সময় দরিদ্রের সহিত মৌখিক সমবেদনা প্রকাশ করিলে বা সময় সময় তাহাদিগকে দু'চার পয়সা কিংবা কিছু পরিত্যক্ত দ্রব্য-বস্ত্র প্রদান করিলে কেবল নিজের ভোগপুষ্টির জন্যই এরূপ দান ও সমবেদনার আড়ম্বর,—ইহা প্রমাণিত হইবে না কি ? আমি যখন উত্তম দ্রব্য আহার করিতে বসি, তখন একটা কুকুর বা কাক আসিয়া আমার দিকে তাকাইলেও আমি যেমন তাহাকে তাড়াইবার জন্য এবং নিজে নিশ্চিন্তে ও নিশ্চিন্তে পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিবার জন্য দু'এক টুকরা ছিটিয়া ফেলিয়া দিই, তদ্রূপ অন্ধ-আতুর প্রভৃতির প্রতি সমবেদনার মনোভাবের মূলেও আমাদের প্রচ্ছন্ন-ভোগ-স্পৃহাই লুক্কায়িত থাকে।

কণ্ঠবীর বলিবেন,—আমার ভোগার্জ্জিত অর্থ আমি কেন কর্ম্মফল অথচ কর্ম্মে অনিচ্ছুক সাধুদের দিব ? যদি একান্ত দিতে হয়, তাহা হইলে একান্ত কর্ম্মফল অন্ধ-আতুরকে আমার ভোগের বোল আনা বজায় রাখিয়া তাহার অবশেষ কিছু দিতে পারি। কথাটা ঠিক। কর্ম্মী সন্ন্যাসিগণ যদি কর্ম্মে অনিচ্ছুক হয়, তবে সমাজের একথা, ভাবা উচিত। পাশ্চাত্য-শিক্ষা-দীক্ষার আদর্শে সমাজ একথা ভাবিতে শিখিয়াছে বলিয়া যাঁহারা বন্যা-দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির রিলিফ্ করেন, এরূপ কর্ম্মধীর অপাত্রীয় সন্ন্যাসি-গণকেই ভোগি-বিষয়ি-সম্প্রদায় কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে প্রস্তুত। আর সেই সকল সন্ন্যাসীও ভোগীর মতের অনুসরণ করিয়া ভোগিসমাজের বিষয়সংগ্রহে করিতে করের শোষণ করিতে প্রস্তুত এবং পরিণামে উহার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপে নির্ব্বিশেষ চিন্তায় আত্মহত্যা করিতে বদ্ধ-পরিকর। কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণব-সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় ভোগি-বিষয়িগণের কৃপার পাত্র নহেন। তাঁহারা কর্ম্মফল হইয়া কর্ম্মে অনিচ্ছুক নহেন বা তাঁহারা বহির্ম্মুখ ভোগি-সমাজের কাহারও ভোগে এক কপর্দ্দকও অপব্যয়িত বা নিজের ভোগে ব্যয়িত করিবার জন্য বিত্ত সঞ্চয় করেন না বা পৃথিবীর কাহাকেও সেরূপ পরামর্শ দেন না। তাঁহারা জানেন, সমস্ত বিত্ত অধোক্ষজ ভগবানের সেবার জন্য। তাঁহাদের ভগবান্ 'দুঃখোত্তার' অর্থাৎ অপ্রাকৃত দুঃখ-পঙ্ক-মুক্ত ও ইন্দ্রিয়-হীন নহেন। তাঁহারা মনে করেন না যে, ভগবানের দুই জীবের কেবল ভোগ করিবার জন্য ইন্দ্রিয় থাকিবে, তাহারা কেবল ভোগ দুইবে আর ভগবান্ নিরিন্দ্রিয় ও নির্ব্বিশেষ থাকিয়া সমস্ত বস্তুর ভোক্তা হইবেন। গোপাল দুই কেবল ভোগী ভোগ করিবে আর সন্ন্যাসীত' পাইবেনই না, কারণ তাহাতে তাঁহার বিলাসিতা হইয়া যাইবে, আর

ভগবান্ যেহেতি ত' ঠুঁটোরাম, নিরাকার, নির্বিশেষ। অতএব ঘোলাপচুল, উৎকট কল, সুন্দর অট্টালিকা, উৎকৃষ্ট বসন-ভূষণ, যান-বাহন ভগবানেরও নহে ও তাঁহার সেবক অর্চকেরও নহে, উহা কেবল যাহা ও সমস্ত ভোগি-সম্প্রদায়ের।

আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি,—ভোগি-সম্প্রদায় যে তাঁহাদের এই ভোগ একেশ্বরী বলিয়া কল্পনা করেন, এই ভোগের পরিণতি কোথায়? এই ভোগ তাঁহাদিগকে কোথায় লইয়া যাইবে? এই ধ্বংসের পথের যাত্রী ভোগিসম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার জন্যই পৃথিবীতে গুরু ও ভগবানের আবির্ভাব। তাঁহারা ভোগি-সম্প্রদায়কে জানাইয়া যেন, কোন দ্রব্য এমন কি তাঁহাদের তথাকথিত ঘোপার্জ্জিত বিত্ত তাঁহাদিগের বা তাঁহাদের বিচারের অধীন কোন ভোগী জীবের (তাহারা দরিদ্রই হউক আর ধনবানই হউক) ভোগ করিবার উপায় নাই—ভোগ করিতে গেলেও উহা ক্ষয় করিবার উপায় নাই। ঐ সকলের মালিক ও অধিষ্ঠাতা ভোক্তা স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম অধোক্ষজ ভগবান্। তিনি চিদ্‌বিলাসী, তাঁহার অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় আছে, অতএব বহু যত্নে সংরক্ষিত ঘোলাপচুল ভগবানের শ্রীচরণেরই অর্ঘ্য, বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত প্রাসাদ ভগবানেরই মন্দির ও তাঁহার সেবাকারী ভক্তগণের হরি-কথা কীর্ত্তনের স্থানরূপে পরিগণিত হইলে ভোগীর ও সমূহ-সমাজের মঙ্গল নব নব আবিষ্কৃত উত্তমবসন-ভূষণ ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হইলেই বিশ্বের ভোগ-স্পৃহা বিদূরিত হইয়া আত্মমঙ্গলময়ী সেবাবৃত্তি প্রস্ফুটিত হইবে। যান্ত্রিকযুগের আবিষ্কারগুলি ভগবানের নাম-প্রচারের সহায়তা করিলেই তাহারা কৃতার্থ হইবে। নতুবা শত শত মহাসমর, শত শত ইটালী-আবিসিনিয়ার যুদ্ধ ও শত শত স্পেনের বিদ্রোহ সৃষ্টি করিবে। এক অধিতীয় ভোক্তা না থাকিলে বহু পরস্পর প্রতিযোগী ভোক্তার সঙ্গে পরস্পর লাঠালাঠি মারামারি হইবেই হইবে। এক অধিতীয় ভোক্তা স্বীকার না করিয়া বিশ্বশান্তি ও বিশ্ব-মৈত্রীর আশা দুরাশাবিড়ম্বিত অসুস্থ মস্তকের বৃথা প্রয়াস মাত্র। নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানী সন্ন্যাসী কাকবিষ্ঠাবৎ সমস্তবস্তু ত্যাগ করিয়া ভোগিসম্প্রদায়ের ভোগের ভাগ বাড়াইয়া দেন এবং তাঁহাদের বিচারে পরতত্ত্ব 'ঠুঁটোরাম' বলিয়া ভগবান ও ভগবানের সেবক কাহারও কোন বস্তুতে অধিকার নাই, ভোগি-সম্প্রদায়ই সমস্ত বস্তুর একেশ্বরী মালিক, এই মতবাদ পৃথিবীতে গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ভাগবতগণের বিচার নিরপেক্ষভাবে শুনিলে এই বদ্ধমূল ভ্রান্তধারণার বিপ্লব উপস্থিত হয়।

'প্রবাসী'র 'সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাস' প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় মঠাদির বিত্ত সাধারণের সম্পত্তি জ্ঞান করিয়া বিলাতী ব্যবসার অনুকরণে কর্ম্মি-সম্প্রদায়ের ও মিছাভক্তি-মঠের ঐক্যের রাষ্ট্রের দ্বারা সাধনপূর্ব্বক উহাদের বিত্তকে রাষ্ট্রের অধীনে আনিতে চাহিয়াছেন; কিন্তু রাষ্ট্রে যদি কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মৎসরতা-বিবর্জ্জিত ব্যক্তি থাকে, তবেই ঐ সকল মঠাদির বিত্ত সমাজের কল্যাণে লাগিতে পারে, নতুবা রাষ্ট্র যদি কামুক লোভী মোহগ্রস্ত বা মৎসর লোকের সঙ্ঘ হয়, তবে "Out of the frying pan into the fire" প্রায় হইয়া দাঁড়াইবে। এরূপ কর্ম্মী অভক্ত-বিলাসী বা মিছাভক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মঠ বা আশ্রম-গুলি পৃথু, অম্বরীষ, প্রহ্লাদ, যুধিষ্ঠির, পরীক্ষিত, প্রতাপ-রুদ্র প্রভৃতির আদর্শ-অনুসরণকারী ঐকান্তিক অধোক্ষজ-সেবা-পরায়ণগণের নিয়ামকত্বে আসিতে পারিলে জগত সমাজের কল্যাণ হইতে পারে।

যাহা হউক সন্ন্যাস ও গুরুত্বের অপব্যবহার দেখিয়া সন্ন্যাসী ও গুরুমাত্রের উপরেই চটিয়া গেলে গৃহব্রতী ও কর্ম্মধারহীন উচ্ছৃঙ্খল হইতে হইবে। ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ন্যাস ও গুরু-স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা নাই, তাঁহাদের কথিত আচার্য্য ঠিক বৈদিক গুরুর আদর্শ নহে। "বিদ্যা দেবেন পরা ভক্তির্যথা গুরৌ", "স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্", "ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ" প্রভৃতি বিচার ব্রাহ্মধর্ম্মের কথিত আচার্য্যের বিচারের মধ্যে নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায় বা নববিধান-প্রবর্ত্তক কেশব চন্দ্র সেন উঁহারা কেহই সন্ন্যাসাশ্রম স্বীকার করেন নাই বা সন্ন্যাস আশ্রমের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা প্রচার করেন নাই। রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্মপত্নী বা উপপত্নী থাকিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি মদ্যপান করিতেন, তাহাও তৎসম্প্রদায়ের লেখকগণই বলিয়াছেন, সেরূপ অবস্থাতেও তাঁহার ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও প্রচারক হইতে কোন বাধা হয়

নাই। এজন্যই বোধ হয় ব্রাহ্মমহাসম্মিলনের মুখে বেদ মাহিমাও লোকোত্তর সন্ন্যাস আশ্রমের প্রতি, বিশেষতঃ ভারতীয় ধর্ম ও সমাজ-জীবনের একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণাশ্রম-ধর্মের প্রতি বা সন্ন্যাসাশ্রমের প্রতি কটাক্ষ করিয়া থাকেন। কোন কোন ব্রাহ্মনেতাকে এমনও বলিতে শুনা গিয়াছে যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব অনাথা মাতাকে ও যুবতী পত্নীকে রাখিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলাভিনয় করায় তাঁহার কর্তব্যের ত্রুটী হইয়াছিল। কর্মী ও জ্ঞানী সন্ন্যাসীর উপর যে আইন খাটে, সেই আইন ইঁহারা সকলনিয়ামকগণের নিয়ামকের উপর প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এখানেও আলঙ্কারিক কবির ভাষায় বলিতে হয়—"অজ্ঞানেরে অপরাধেতে, না কর আত্মসাৎ দোষঃ।" ডাক্তার পরাঞ্জপে যে সকল বেহায়া গুরুগিরির কথা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ঠিক। এজন্য প্রকৃত বৈষ্ণবাচার্যগণের বিচার এই যে, তাঁহারা শিষ্যকে শিষ্য বা ভোগ্যরূপে দর্শন করেন না। তাঁহারা বলেন,—'ইঁহারা আমার কৃষ্ণসেবার সহায়ক ভক্ত'। এ সকল বিষয়ে অনেক কিছু বলিবার আছে, তাহা বলিলে কেবল প্রবন্ধের বিস্তারই হইয়া যাইবে। অতএব এসকল কথা এই বহির্মুখতা-প্লাবিত জগতে অনন্তকাল ধরিয়া কীর্তন করিতে করিতে আমাদের নিজের মরণ বরণ করিতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয়-মঠসেবক জার্ম্মাণ-মনীষীর বক্তৃতা

গত ৩রা আশ্বিন (১৩৩৩), ১৯শে সেপ্টেম্বর (১৯২৬) শনিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-প্রবণসদনে কলিকাতা-কর্পোরেশনের কাউন্সেলার কুমার শ্রীযুক্ত 'হরণকুমার সিংহ বাহাদুর মহোদয়ের সভাপতিত্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্যবর্যের শ্রীচরণাশ্রিত ভক্ত শ্রীমৎ সদানন্দ ব্রহ্মচারী (হের আর্ণষ্ট্ শেরর্ণ মুল্‌বরে) মহোদয় "Where East and West can meet" ("প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনস্থান কোথায়?") বিষয়ে ইংরাজী ভাষায় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাটি অতীব চিত্তাকর্ষক ও সারগর্ভ হইয়াছিল। সভা-মঞ্চোপরি শ্রীল প্রভুপাদ ও সভাপতি মহোদয়ের আসন সংস্থাপিত হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় সভায় প্রবেশ করিলে সভার সজ্জনবৃন্দ স্ব স্ব আসন হইতে উত্থিত হইয়া আচার্যপাদপদ্মের শুভবিজয়কে অভিনন্দিত করেন।

তৎপর সভাপতি-নির্বাচনের রীতানুসারে স্বনামধন্য মিঃ ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জী মহোদয়ের প্রস্তাবে ও রায় বাহাদুর ডাঃ নগেন্দ্রনাথ বসু মহোদয়ের সমর্থনে কুমার বাহাদুর সভাপতি-পদে অভিষিক্ত হন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় সর্বপ্রথমে ইংরাজী ভাষায় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা-দ্বারা সর্বাগ্রে প্রভুপাদের পাদপদ্মে তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণতি জ্ঞাপন-মুখে বক্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়া অদ্যকার বক্তব্য বিষয়ের গাম্ভীর্য্য জ্ঞাপন করেন। Ontological plane (বাস্তবসত্তার ভূমিকা) নামীয় পরস্পর বিরুদ্ধ আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ভাব-ভাষার একত্র সম্মিলন কখনও সম্ভব নহে, 'We must be uplifted to the Ontological plane' ইহাই তাঁহার বক্তৃতার সার মর্ম।

অনন্তর সভাপতি মহোদয়ের নির্দ্দেশক্রমে প্রসিদ্ধ বক্তা বিজ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম্-এ, পি-আর-এস্ মহোদয় বক্তার গুণগ্রাহিতা-সূত্রে বলিতে থাকেন—"এই সভার সভাপতি মহোদয় আমাকে যে কিছু বলিতে অনুরোধ করিয়েন, ইহা আমি পূর্ব্বে চিন্তা করি নাই। তবে বক্তার মূল্যাবধারণ-সম্বন্ধে আমার কিছু স্বতন্ত্রভাবে বলিবার আছে বলিয়া মনে করি না, যেহেতু তাঁহার অদ্যকার সুগভীর গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতাই সকলের স্বচক্ষে অধিকার করিয়া তাঁহার গুণাবলীর প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছে। বক্তা ভাল ইংরাজী জানেন না বলিয়া যে ভৈরু করিয়াছেন, তাহা তাঁহার বক্তৃতা হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা স্বপনে স্বপনে নিরন্তর অভ্যাস করিয়াও ঐরূপ ইংরাজী বলিতে পারি না। তিনি বৈষ্ণব-সদাচার গ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয় সর্ব্বাগ্রে তাঁহাতেই সুসমাধান করিয়াছেন—'In him East and West have really met', ইহাই তাঁহার বিষয়ে আমরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট appreciation বলিয়া মনে করি। শ্রীগৌড়ীয়মঠ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও

পাশ্চাত্যে মঠ মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া বাস্তবসত্যের প্রচার-প্রচেষ্টা-দ্বারা সত্য সত্যই এই বিশ্বমিলন সম্ভব করিতেছেন। বাস্তব সত্যেই প্রকৃত মিলন সম্ভব, ইহা বক্তা ঠিকই বলিয়াছেন। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, বৈজ্ঞানিক সত্য জগতের যে প্রদেশেই আবিষ্কৃত হউক না কেন, তদ্দ্বারা সকলেই লাভবান্ হইতে পারে। বাস্তবসত্য-সম্বন্ধেও সেই প্রকার। ইহার প্রমাণ-স্বরূপ আমরা দেখিতেছি যে, একজন জার্ম্মাণ এই সত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াই এতদ্দেশে আসিয়া সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা আশা করি, ব্রহ্মচারীজীর মধ্যে মধ্যে এইরূপ আরও বক্তৃতা হইবে; তিনি যখনই বক্তৃতা দিবেন, তখনই আমরা আনন্দের সহিত যোগদান করিব, এইরূপ ইচ্ছা পোষণ করি।

ডাঃ নিয়োগীর বক্তৃতার পর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু সভাপতি মহোদয় ও সমবেত সভ্যবৃন্দকে ধন্যবাদ-প্রদান-প্রসঙ্গে বলেন—"বাস্তবসত্যের কীর্ত্তন-পীঠ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সাহায্য-শ্রবণ-মননেই সকলের মিলন সম্ভব। প্রাকৃতবস্তু প্রাকৃত-বস্তুকে, অপ্রাকৃত বস্তু অপ্রাকৃত বস্তুকেই আকর্ষণ করিয়া থাকে। আদৌ গুরুপাদাশ্রয়, সদ্গুরু শরণাপত্তি-মূলে গুরুমুখপদ্মবাক্য-শ্রবণই সর্ব্বপ্রথম কথা। শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং—ইহাই ভক্তরাজ প্রহ্লাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধীত বিদ্যা বলিয়া কীর্ত্তিত। আমি আপনাদিগকে ইংরাজী ধরণের ধন্যবাদ দেওয়ার বাহ্য রীতানুসারে ধন্যবাদ দিতে উঠি নাই, আপনাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ভগবৎপ্রিয়তমের পূজা ভগবানের পূজা হইতেও বড় কিনা, কেন না তাঁহাদের কৃপা-ব্যতীত ভগবান্ কৃপা করেন না।"

অতঃপর শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল মহোদয় "অনাদি করমফলে পড়ি ভবার্ণবজলে তরিবারে না দেখি উপায়" এই প্রীতিপ্রদ উপসংহার-সঙ্গীতরূপে কীর্ত্তন করিলে সভা-ভঙ্গ হয়।

সভায় বহু শিক্ষিত ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত নামগুলি আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি—

ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম্-এ, পি-আর-এস্; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এস্ এন্ বসু; মিঃ এস্, এন্ কুণ্ডু—ব্যারিষ্টার; মিঃ জে, এস্ ঘাটুড়ী এম্-এস্ সি, বি, এল; রায় ডাক্তার এইচ্, এন্, দাস বাহাদুর এম্-ডি; মিঃ ও, সি, মাজুমদার, সলিসিটার; ডাক্তার সুধাংশুভূষণ ভট্টাচার্য্য এম্-এস্সি,এম্-বি; রায় পান্না-লাল মুখার্জ্জি বাহাদুর; শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ ব্যাড্‌ভোকেট্; রায় তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য বাহাদুর; মিঃ বি, এম, দাস, এটর্ণি; মিঃ রবীন্দ্রনাথ রায় এম্-এ, বি-এল, ব্যাড্‌ভোকেট্; রায় নগেন্দ্রনাথ বসু বাহাদুর; শ্রীযুক্ত কানাইলাল মণ্ডল সলিসিটার (গ্রো প্রাইটর মণ্ডল কোং); রায় আশুতোষ ঘোষ বাহাদুর; মিঃ ডব্লিউ রোজারস্; ডাঃ কে, সি, চ্যাটার্জ্জি; শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মিত্র; শ্রীযুক্ত বাণিকলাল মল্লিক; শ্রীযুক্ত জ্ঞান বসু; মিঃ কাপ্ তি বাটাচারিয়া; শ্রীযুক্ত কালীপদ ব্রহ্ম; শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ দে; মিঃ পি, কে মুখার্জ্জি; ডাঃ কে ভাদুরি এম্-বি; শ্রীযুক্ত হরিপদ মজুমদার; শ্রীযুক্ত নৃসনাথ মুখোপাধ্যায়; মিঃ এ, কে দাস; মিঃ আর, ডি, দাস; মিঃ আর, এল, দেব বর্ম্মণ।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের হরিস্মরণোৎসবের পঞ্জী

১৬ই সেপ্টেম্বর—অদ্য উৎসবের প্রথম দিবস। উৎসব-কালীন নিয়মসেবাবৈশিষ্ট্যানুসারে প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা ও পারায়ণ আরম্ভ হইয়াছে। সন্ধ্যায় রংপুরের অবসর-প্রাপ্ত সিভিল-সার্জ্জন রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চৌধিক মহোদয় মঠদর্শনে আগমন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট কিছুক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্-ভাগবতোক্ত "মহাপুরুষার্চ্চনকরণঃ—মুখবাহুরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ" শ্লোকব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত 'চেতোদর্পণমার্জ্জনং' শ্লোকব্যাখ্যা-মুখে নাম-সংকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতার অধিবেশন রায়সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীমৎ সদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মিত্র, গৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী, 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক প্রমুখ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

১৭ই সেপ্টেম্বর—উৎসবের দ্বিতীয় দিবস। প্রাতে পণ্ডিত বিদ্যাবারীশ মহাশয় ভাগবত ১।১।০-১১ শ্লোক পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করেন এবং শ্রীভক্তিবিবুধ ভা। ১।১৮শ অঃ

হইতে ২।৮ম ঃ পর্য্যন্ত পারায়ণ করেন। সন্ধ্যার ডাক্তার শ্রীযুক্ত শিবপদ ভট্টাচার্য্য মহোদয় আসেন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ 'সনাতন-শিক্ষা' ব্যাখ্যা করেন।

১৮ই সেপ্টেম্বর—প্রাতে পণ্ডিত বিদ্যাবারীশ মহাশয় ভাঃ ১।১।১১-১৬শ শ্লোক পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যায় প্রত্নবিদ্যালঙ্কার প্রভু 'সনাতন-শিক্ষা' হইতে 'সাধন-ভক্তিলক্ষণ' ব্যাখ্যা করেন। পণ্ডিত বিদ্যাবারীশ মহোদয় ও শ্রীপাদ পাগল মহারাজ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মল্লিক মহোদয়ের ভবনীপুরস্থ 'অমৃত ভবনে' যথাক্রমে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'ভক্তের উপাখ্যান' পাঠ ও হরিকথা আলোচনা করেন।

সন্ধ্যার পর ৪৮-বি কৈলাস বোস্ ষ্ট্রীট হইতে ডাঃ শ্রীযুক্ত শিবপদ ভট্টাচার্য্য মহোদয়ের গৃহ পিতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম্-আর-এ-এস্ (রিটায়ার্ড প্রফেসর গভর্ণমেণ্ট কলেজেস্, প্রেসিডেন্সি হিন্দু অ্যাসোসিয়েসন, আচার্য্য বৃটীশ এম্পায়ার অ্যাসোসিয়েসন) মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনাভাবে হইয়া আসেন। পণ্ডিত বিদ্যার মহোদয় বহুদিন হইতে প্রভুপাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ নানা বৈকল্পূর্ণ বাক্যে আচার্য্য-পাদপদ্মের স্তুতি গান করিয়া প্রভুপাদ-সম্বন্ধে তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় স্বরচিত কএকটি শ্লোক পাঠ করেন। উহার প্রথমেই লিখিত আছে—"গৌড়ীয়াগ্রমাচার্য্যঃ প্রভুপাদ-আখ্যে ভক্তঃ সম্প্রতিং ভাগ্যাজ্জৌ প্রভুপাদ এব নহু যে দৃষ্টিগোচরীভূতঃ।" শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে—শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার-কার্য্যে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন, শ্রীল প্রভুপাদের চরণাশ্রিত আর্য্যোচিত বৈষ্ণবোচিত আচার ও বিচার-গ্রহণের বিষয় শ্রবণে ও তাঁহার দর্শনে পরম আনন্দিত হন। প্রভুপাদ তাঁহার নিকট যুক্ত ও যুক্ত-বৈরাগ্য-কথা-প্রসঙ্গে 'অনাসক্তস্য বিষয়ান্', "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা', 'সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং', 'ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং', 'অতির্ন যুক্তে', 'মৈবাং মতিস্তাবৎ' প্রভৃতি শ্লোক-ব্যাখ্যা-মুখে কিছুক্ষণ হরিকথা আলোচনা করেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

ত্রিপুরার মহারাজার সম্বর্দ্ধনা

কএক মাস্ ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া ত্রিপুরার মহারাজ: বিক্রম-সমর-বিজয়ী পঞ্চশ্রীক বীরবিক্রম-কিশোর-দেববর্ম্ম-মাণিক্য বাহাদুর কে-সি-এস্-আই ধর্ম্ম-যুবরাজ ও মহারাণী-সাহেবা চিফ্ সেক্রেটারী রাণা বোধ্জঙ্গ সমভিব্যাহারে এস্, এস্, সুলতান জাহাজে গত ১০ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় বোম্বে বন্দরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্-ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, মিঃ বি সেনগুপ্ত, (ইউনাইটেড্-প্রেসের ম্যানেজিং এডিটর ও "ত্রিপুরাহিতসাধিনী-সভা"র ভাইস প্রেসিডেন্ট), মিঃ ও মিসেস্ মজুমদার এবং আরও অনেক স্থানীয়প্রসিদ্ধ ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়া মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরকে ও মহারাণী সাহেবাকে প্রসাদী পুষ্প-মালা ও চন্দনাদি দ্বারা তাঁহাদের উপর সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন।

গত ১১ই সেপ্টেম্বর বেলা ১২টার সময় শ্রীপাদ বন মহারাজ তাজমহল হোটেলে মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কিছুকাল ভগবদ্ভক্তি-সম্বন্ধে আলাপ করিয়াছেন।

নির্য্যাণ

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ মদনগোপাল ব্রহ্মচারী গত ৩০শে ভাদ্র, ১৩ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার, শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত-পূর্ত্তি-বাসরে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তন-রাসস্থলী শ্রীশ্রীবাসাঙ্গনে বৈষ্ণববৃন্দের মুখে হরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে বেলা ১০-৩০ মিনিটের সময় শ্রীধামের ক্রোড়ে লাভ করিয়াছেন। বৈশোর বয়সেই ইনি শ্রীচৈতন্যমঠ আশ্রয়পূর্ব্বক একান্তমনে হরিজনে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার সুমধুর স্বর, সুমধুর ব্যবহার ও বৈষ্ণব-সেবায় প্রীতি সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪র্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৭ই আশ্বিন, ১৩৪৩; ৩রা অক্টোবর, ১৯৩৬ | ১০ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভয়ে কোন্‌না কোন আকারে আত্মহত্যাই পৃথিবীর সমস্ত কোণী ও তৎপ্রতিযোগী ত্যাগি-সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মের শেষ পরিণতি বলিয়া প্রচারিত রহিয়াছে। বৌদ্ধের পরিনির্ব্বাণ, জৈনধর্ম্মাবলম্বীর ধর্ম্মের শেষ পরিণতি, শঙ্করাবতার-বশিষ্ঠ-আচার্য্যপ্রভৃতির নির্ব্বিশেষ-মতবাদ, কঠযোগী ও রাজযোগীর মূল অভিসন্ধি, ঈশ্বর আরাধ্য চরম আদর্শ—সকলই আত্মহত্যা বা আত্মবৃত্তি-হত্যার দিকেই অভিযান। একমাত্র ভাগবতধর্ম্মেই আত্মার বৃত্তির অনুশীলন ও বিকাশ-সাধনের কথা এবং চরমেও আত্মবৃত্তির পূর্ণবিকশিত অবস্থার নবনবায়মান চমৎকারিতার কথা শুনা যায়।

সেদিন "Sind Observer" নামক পত্রে একটি মন্দিরে তিনজন স্ত্রীলোক ও দুইজন পুরুষের একসঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মের (?) উদ্দেশ্যে আত্মহত্যা করিবার একটি বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে। করাচী হইতে ২৬শে সেপ্টেম্বরের ইউনাইটেড্ প্রেসের সংবাদে এই কথা প্রকাশিত হইয়াছে। জনৈক প্রবীণ ব্যক্তি তাঁহার স্ত্রী, কন্যা ও উক্ত মন্দিরের স্বাপত্নিত্রী জনৈকা ৪০ বৎসর বয়স্কা বিধবা এবং মন্দিরের পূজারীর সহিত আত্মহত্যার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া নানা প্রকার পূজার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে যখন মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইল, তখন মন্দির-দর্শনার্থিগণ দেখিতে পাইলেন যে, ৪ জন লোকের দেহ ফাঁসিযুক্ত হইয়া দুলিতেছে এবং তাঁহাদিগের চতুর্দ্দিকে প্রদীপ জ্বলিতেছে; নারিকেল, ফল, ফুল প্রভৃতি পূজানুষ্ঠানের নানা প্রকার দ্রব্য সজ্জিত রহিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কালীঘাটে গীতা পড়িতে পড়িতে একব্যক্তি ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী জগজ্জননীর নিকট আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

দেহকে আত্মা মনে করিয়া দেহাত্ম-বুদ্ধি হইতে ক্রমশঃ আত্মবিস্মৃতি অর্থাৎ অধোক্ষজ কৃষ্ণের প্রতি তটিস্থবৃত্তিকে মুক্ত করিয়া চরমে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মে বিলয় প্রকৃতি পৃথিবীর নির্ব্বিশেষ-তথাকথিত-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের শেষ আদর্শ। একমাত্র ভাগবতধর্ম্মই ইহার প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া আত্মবৃত্তির অনুশীলনের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর ক্রিয়েক্রায় 'Y.M.C.A.' হলে মিঃ পি. রাজগোপাল আচারীয়া একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার দীর্ঘ ৩০ বৎসরের অভিজ্ঞতা ও সামাজিক সংস্কার-ক্ষেত্রে সংগ্রামের মধ্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে—"If religion got spoiled, it was not religion that should be blamed, • • There was nothing in the world to compare with Hinduism in depth of precepts or vastness of outlook. If Englishmen were born in Hindu religion they would be prouder of it than their Empire." (United Press, Sept. 23, 1936)

তাৎপর্য্য—ধর্ম্ম যদি বিকৃত হয়, তাহা হইলে তাহা ধর্ম্মের দোষ নহে—ধর্ম্মাচরণকারীর দোষ। উপদেশের গভীরতা ও উদারতার দিক্ হইতে বিচার করিলে হিন্দু-ধর্ম্মের সহিত পৃথিবীর অন্য কিছুর তুলনাই হইতে পারে না। ইংরাজগণ যদি হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদের সাম্রাজ্য অপেক্ষাও অধিকতর গৌরবান্বিত হইতে পারিতেন।

সম্ভ্রমবাচিগণ মিঃ রাজগোপাল আচারীয়ার এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে গোঁড়া বা আক্রমণের প্রশংসাবাদী বলিবেন কি না জানি না। খ্রীষ্টধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম প্রভৃতি Creedal religionএর ন্যায় হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিলে তাহাও সেই জাতীয় বা তৎপ্রতিযোগী বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহাকেও dogmatic বলা যাইবে। বর্ত্তমানে পাঞ্চোপাসক-সম্প্রদায় হিন্দুধর্ম্ম বলিতে অজ্ঞাতিলাষ-শূন্য কর্ম্ম-জ্ঞানাবরণময় অমাত্ম-ধর্ম্মকেই নির্দ্দেশ করেন। সেই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মাবলম্বিগণকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার "পাষণ্ডী হিন্দু" বলিয়াছেন। তাঁহাদের হিন্দুত্বে আত্মার অনুশীলনের কথা মুখ্যভাবে নাই, উহাতে কোন্‌না কোন প্রকার ঐহিক ও পারত্রিক সুবিধাবাদের অভিসন্ধি প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত রহিয়াছে। অথচ যাহা আত্মধর্ম্ম—প্রত্যেক নিখিল আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি—সেই বৈষ্ণবধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্মকে অনভিজ্ঞ তথাকথিত হিন্দু-সম্প্রদায় হিন্দু-ধর্ম্মের একটি শাখা-বিশেষ মনে করিয়া থাকেন; বস্তুতঃ আত্মধর্ম্ম, ভাগবতধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম অতি সঙ্কীর্ণ ও খণ্ড দেহ ও মনোধর্ম্মরূপ তথাকথিত হিন্দুধর্ম্মের শাখা হইতে পারে না। এই সত্য বুঝিতে হইলে, ভাগবতধর্ম্মের প্রকৃত অনুশীলন আবশ্যক।

অনেক বিদ্যা-কর্ম্ম-দক্ষ সম্মানিত ব্যক্তি "গৌড়ীয়"র কতিপয় প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাঁহার কোন এক বন্ধুকে কতকগুলি কথা লিখিয়াছেন। সেই সকল কথার উত্তর দিতে হইলে তিনি যাহা এক কথায় বলিয়াছেন, তাহাতে শত কথা বলা প্রয়োজন, কেন-না, তিনি যে চিন্তাস্রোত বা যে কথা অতি সহজে বলিয়াছেন, তাহা পৃথিবীর শত-করা প্রায় শতজনেরই মত; কাজেই, সে-কথা পৃথিবীর সকলেই জানে ও এক কথায় বা অতি সংক্ষেপে কিংবা ইঙ্গিতে বলিলেও সকলেই বুঝিয়া লইতে পারে, অথবা তাহা না বলিলেও অর্থাৎ প্রচার না করিলেও জগতে প্রচারিত আছে ও থাকিবে। কিন্তু "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্ আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা"—শ্রীমদ্ভাগবতের এই বাণী অনুসারে যে ভগবৎপ্রণীত ভাগবত-ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত পৃথিবীর শতকরা শতজনের অজ্ঞাত, এমন কি, যাঁহারা তদ্বিষয়ে আপনাদিগকে সম্পূর্ণ জ্ঞাত মনে করিতেছেন, তাঁহাদিগেরও সেই সকল কথা বিকৃতভাবে জ্ঞাত বা তাঁহাদিগের নিকট অধিকতর আজ্ঞাদিত বলিয়াই আচারপরায়ণগণের দ্বারা বিপুলভাবে প্রচারের প্রয়োজন।

"ভারতে ধর্ম্মের কথা কে না জানে? প্রত্যেক ভারতবাসীই আজন্ম কোন না কোনো ধর্ম্মমতে প্রতি-পালিত ও পরিপুষ্ট; সেখানে ভাগবতধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা বাতুলতা নহে কি?" কিন্তু ভাগবতের বাণী, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আদর্শ, বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের আচার-প্রচার হইতে জানিতে পারা যায়, ভাগবতধর্ম্মের কথা পৃথিবীর কেহই জানেন না, বলিয়াই প্রবল-প্রচারের আবশ্যকতা আছে। "গৌড়ীয়"র আলোচ্য প্রবন্ধ-পাঠক

যে সকল ধর্মমত ও সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছেন ও বৈষ্ণবধর্মের সম্বন্ধে যতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পৃথিবীর প্রত্যেক তথাকথিত সাম্প্রিক ও অসাম্প্রিকের মুখে রানা ভাষায় শুনিতে পাওয়া যায়, কাজেই তাঁহার সেই সকল মতামত জগতে বিপুলভাবেই প্রচারিত আছে। ভাগবতধর্ম-কথার কতকটা বা তদ্বিষয়ে অজ্ঞতা হইতে পারে সেই সকল মত প্রত্যেকের উপরেই রহিয়াছে। গোলাপের ঘারা সেই সকল মনোধর্মকে বিসর্জন করাইয়া 'যে আত্মধর্মের কথা লোকে কোন দিন শুনে নাই, জানে না', তাহা শুনাইবার ও জানাইবার জন্যই ভাগবত ও "গৌড়ীয়"র প্রচার।

গৌড়ীয়ের প্রবন্ধ-পাঠক লিখিয়াছেন—

"জগতে কতকগুলি ধর্মমত আছে, যাহাদিগকে Creedal religion বলা যায় অর্থাৎ যে সব সম্প্রদায় কোন বিশেষ creed বা মতবাদকে নির্বিচারে মানিয়া লয়। * * আর এক প্রকার ধর্মমত আছে, যাহাকে cultural religion বলা যায়। সেখানে ব্যক্তিগত চিন্তার যাহাকে অনুভূতির সঙ্গে মিলিয়ে ফুটিয়ে তোলার সুযোগ সুবিধা আছে, মূল তত্ত্বকে এধার ওধার থেকে বাজিয়ে দেখা, ঠেকে ঠুকে যাচাই করে নেওয়া, নিজ নিজ বিদ্যাবুদ্ধি মতেও [বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারাকে মাপিয়ে ও বুঝিয়ে। ইহা কি সম্পূর্ণ বিরোধী নহে ?—গৌঃ সঃ] বুঝি বিচার শক্তিকে খুলে খেলবার যথেষ্টতা [এ স্বাধীনতা কে দিয়াছেন ? নিজে নিজে পাওয়া স্বাধীনতা কি ?—গৌঃ সঃ] সমস্ত হচ্ছে, যাকে বলে আমিত্ব • চিন্তার যোলআনা অধিকার—যেমন Hinduism। এখানে কর্তা ইচ্ছা কর্ম নেই—যেখে শুনে বাজিয়ে নেব। সম্প্রদায় যদি নিজে নিজের যোলআনা ওজন করে নিতে পায় তার সম্মুখে [যে ওজনকে ওজন করা যায়, তাহা কি শুদ্ধ বা সত্য ?—গৌঃ সঃ] ; এক কথায় বলতে গেলে Scientific & up-to-date। এখানে কাছা দিয়ে কিম্বা কাছা খুলে কাপড় পর কিছু যায় আসে না, চুল আঁচড়ে সামনে রাখ কি পেছনে ঘুরিয়ে নেও, কিম্বা মস্তক মুণ্ডন কর, কপালে সাদা লাল বা কাল ফোঁটা লাগাও, কিম্বা না লাগাও, লাল, হলুদে বা সাদা যে বর্ণে ইচ্ছা নিজ বসন-ভূষণকে ছোপাও একই কথা—এর কোনটার জন্যেই বাধা বা আঁচার কিছু নেই। বাইরের দিকে লক্ষ্য নেই।" [সত্যবেষণের যাবতীয় সমস্যা নিজের। বাহিরের দিকে লক্ষ্য নাই। কিন্তু নিজেন্দ্রিয়তর্পণের বেলা বেশ বিচারবুদ্ধিটা আছে।—গৌঃ স]

"গৌড়ীয়"র প্রবন্ধ-পাঠক বৈষ্ণবধর্মকে Creedal religionএর অন্তর্গত করিয়াছেন এবং সেই Creedal religionএর স্বরূপধর্মের তিনি বলিয়াছেন,—"যে সকল মতবাদকে নির্বিচারে মানিয়া লইতে হয়।" বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ-নির্ণয়ের মধ্যেই বৈষ্ণবধর্ম-সমালোচক যে বৈষ্ণবধর্ম-সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তাহার প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায়। প্রথমতঃ বৈষ্ণবধর্ম কোন 'মতবাদ' নহে; দ্বিতীয়তঃ, তাহা নির্বিচারে বা অযোগ্য ব্যক্তির বিচারে মানিয়া লওয়া হয় না।

বৈষ্ণবধর্মই সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তি ও বিচারের ধর্ম। জগতের প্রায় শতকরা শতজন লোক শেষ পর্য্যন্ত বিচার-ধারা অনুধাবন করিতে চাহে না বলিয়াই 'লোকে হরিবোল' দেওয়া হইত অর্থাৎ যথেচ্ছাচারী সুবিধাবাদ—যাহাতে "চুল আঁচড়ে সামনে রাখ, কি পেছনে দিয়ে দেও, কিম্বা কপালে সাদা লাল বা কাল ফোঁটা লাগাও কিম্বা না লাগাও, যে বর্ণে ইচ্ছা নিজ বসন-ভূষণকে ছোপাও একই কথা"—এইরূপ স্বাধীন ইচ্ছাপূর্ণ বিচারযুক্তিরহিত কল্পিত মতবাদ সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই সকল লোক কিন্তু সংসার করিবার বেলা খুব dogma স্বীকার করেন। নিজের পত্নী যদি ইচ্ছা হয় হাতে শাঁখা পরুন বা মাথায় সিঁদুরের ফোঁটা দিন বা না দিন, পাড়ওয়ালা কাপড় পরুন বা সাদা কাপড় পরুন, কিংবা অন্য কিছুই করুন বা করুন, তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেন না, বরং তিনি নিজে পত্নীকে যে সকল পোষাক-পরিচ্ছদে—বেশ-ভূষায় দেখিতে ভাল বাসেন, তাহাই পত্নীকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করান, তখন কিন্তু তাঁহার বাহিরের দিকে বেশ লক্ষ্য থাকে; কিন্তু ভগবান্ আমাদিগকে যে যে বিধির ভিতর রাখিয়া সংশোধন করিতে চাহেন, আমাদের বৈধিনীবৃত্তিকে নিয়মিত করিয়া আত্মার নির্ম্মলা বৃত্তিকে উদ্বোধনপূর্ব্বক ভগদুন্মুখিনী করিতে চাহেন, সে সময় জেলখানার কয়েদীর ন্যায় অথবা দুশ্চিকিৎস্য রোগীর ন্যায় ভগবদ্বারাগারে নিক্ষিপ্ত আমরা বা ভবরোগগ্রস্ত আমরা বৈধী ভক্তি বা শাসনের নিয়মগুলিকে ছিন্ন করিতে চাই; ইহার অর্থ আর কিছুই নহে,—শিক্ষা হইতে না চাওয়া, সুবিধাবাদী হওয়া উচ্ছৃঙ্খল হওয়া অথবা এক লাফে মহাভাগবত হওয়া। বালককে যখন শুভঙ্করাম্বর 'ক, খ,' লিখিতে শিখান, ধাপা মুলাইতে শিখান, তখন যদি সেই বালক বলে,—"আমি কোন বিশেষ আইনে আবদ্ধ হইয়া কোন বিশেষ প্রণালীতে রেখাপাত করিব কেন ? আমি

* লেখকের অবিচারে অধিকারবাদ উদ্ধৃত হইল।

উল্টা করিয়া 'ক' লিখিব বা অন্যভাবে 'ক' লিখিব' ; তাহা হইলে কি সেই ছাত্র 'ক, খ' লেখা শিখিতে পারে? শত শত অনর্থ-পীড়িত জীব আমরা, নশ্বরাজ্যের চক্ষুঃসীমানীর বাহিরে যাই নাই, আমাদিগকে ধর্ম্মরাজ্যের শিশু বলিলেও ভুল বলা হয়, আমরা কিনা শাস্ত্র-বিচার অবহেলা করিয়া "কপালে সাদা দাগ বা কাল কোঁটা লাগাও বা না লাগাও"—এই মতের আবরণে সুবিধাবাদ খুঁজিতে যাই।

"গো-মাংস খাও বা না খাও, কপালে তিলক দেও আর না দেও, গলায় তুলসীর মালা দেও আর না দেও"—কাহারা বলেন? ইহা শত শত দৃষ্টান্তে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, যাহারা গোমাংস-ভোজনের পক্ষপাতী ও গলায় তুলসী-মালা-ধারণকে অসভ্যতা মনে করে, অথবা তাহা পরিধানে যাহাদের সংস্কার নাই, তাহারাই ঐরূপ অসার প্রলাপ বকিয়া থাকে। সেদিন এক সংবাদ-পত্রে আধুনিক নারীপ্রগতিমূলের এক রমণী লিখিয়াছিলেন,—"একটি স্বামী থাকুক বা দশটি স্বামী থাকুক বা নাইই থাকুক, তাহাতে অন্তরের সতীত্ব-ধর্ম্ম মুক্ত হইতে পারে না, কোন একটি লোককেই পতি বরণ করিয়া কোন বিশেষ creedকে স্বীকার করা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। সোভিয়েট রাশিয়ার নারীসমাজে এইরূপ কোন নীতির বাধা-বাধকতা নাই, তাই তাহাদের নারীধর্ম্ম কিরূপ Scientific ও up to date।"

বৈষ্ণবধর্ম্ম নির্বিচারে কোন মতবাদ বা creed মানিতে বলেন না, তবে ইহা বলেন যে, বদ্ধ প্রাণিজগতের প্রত্যেকেরই ইন্দ্রিয় ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব (ইন্দ্রিয়ের অপটুতা), বিপ্রলিপ্সা (আত্ম ও পর-বঞ্চনেচ্ছা)—এই চারিটি দোষে দুষ্ট। এই সকল ইন্দ্রিয়-দ্বারা সে কি করিয়া অতীন্দ্রিয় পরমার্থ বস্তুকে মানিয়া লইবে, বাজাইয়া লইবে বা যাচাইয়া দেখিবে? অসম্পূর্ণ ও সম্পূর্ণ বিমুখ ইন্দ্রিয় কি করিয়া পূর্ণ বস্তুর যাচাই করিবে?

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২য় লঃ ১০৯)

অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রাকৃত চক্ষু-কর্ণ-রসনাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে; যখন জীব সেবোন্মুখ হন অর্থাৎ চিৎস্বরূপে কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখন জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে নামাদি স্বয়ং স্ফূর্ত্তি লাভ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

যদ্ধুক্তয়ো যদ্যতাং বাদিনাং বৈ বিবাদ-সংবাদ-ভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে॥

(ভাঃ ৬।৪।৩১)

বাদীদিগের সম্বন্ধে যাঁহার শক্তিসকল বিবাদ ও সংবাদ উৎপন্ন করে এবং উঁহাদের আত্মমোহ মুহুর্মুহুঃ জন্মাইয়া দেয়, সেই অনন্তগুণস্বরূপ ভূমাপুরুষকে আমি নমস্কার করি।

মুক্তক সন্তি সর্ব্বত্র ভারতে ব্রাহ্মণা যথা।
নারায়ণপরাঃ সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা মহামুনিঃ॥

(ভাঃ ১১।২২।৪)

যেহেতু সর্ব্বত্র সর্ব্বতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, সেইজন্য ব্রাহ্মণগণ যিনি যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহার সেইরূপ থাকাই সত্য হইয়া থাকে। তাঁহারা সকলেই মহীয়ান্ মায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়া তত্ত্বসমূহের বর্ণন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের কোন বাক্যই অসত্য নহে।

শ্রুতিও তাহাই বলিতেছেন,—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥

(মুণ্ডক ৩।২।৩; কঠ ১।২।২৩)

এই পরমাত্মাকে বেদাদি শাস্ত্র-অধ্যয়নের দ্বারা লাভ করা যায় না, ধারণাশক্তি অথবা বহুশাস্ত্র-শ্রবণের দ্বারাও লাভ করা যায় না। যে ব্যক্তি তাঁহাকেই একমাত্র প্রভু বলিয়া বরণ করেন, কেবল সেই ব্যক্তির নিকটই তিনি স্বীয় অপ্রাকৃত স্বরূপ প্রকাশ করেন। সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন।

আধুনিক, তথাকথিত শিক্ষিত, সভ্য, আত্মনির্ভরশীল নাস্তিক জগৎ মনে করেন, তাঁহারা অপটু ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও অতীন্দ্রিয় ও অপ্রাকৃতকে মানিয়া লইতে সমর্থ। অন্ধ সূর্য্যকে মানিয়া লইতে চাহে, পঙ্গু পদ-সাহায্যে গিরি লঙ্ঘনের দৃষ্টান্ত করে,—ইহাই আধুনিক rationality। সদ্গুরুকে শিষ্য হইবার পূর্ব্বেই যে ব্যক্তি "নিষ্ক্রয় ষোল আনা ওজন করিয়া নিতে পারে" তাহার পক্ষে অপর এক জীবকে গুরু বলিবার বিড়ম্বনা না করিয়া

লঘু অপেক্ষাও লঘু বলা কি যুক্তিযুক্ত নহে? যে শুষ্ক-স্মার্তধারী শিষ্টজনের ওজনের বস্তু, কাঠগড়ায় আসামী, তাহাকে গুরু না বলিয়া শিষ্ট বলিলে বা থানাবাড়ীর রাইটর বা বাগানের মালী বলিলে আধুনিক Scientific এবং Up-to-date শিক্ষিত ব্যক্তিগণের শিরঃপীড়া উৎপাদন করে কেন, বুঝা যায় না। আধুনিক ব্যক্তিগণের নিকট তাহারাই সদ্‌গুরু, যাহারা আমার মনোধর্ম্মের বিষয়বস্তুর, আমার রুচির বাবুর্চি বা খানসামা, আমার বাগানের মালী।

প্রবন্ধপাঠক হয়ত' মনে করিবেন যে, এগুলি তাঁহার উপর গালাগালি, কিন্তু সেখানে যুক্তি এতটা খামাচাপা দেওয়া হয়, যে মুখে যাঁহাকে গুরু বলিতেছি, কার্য্যতঃ তাঁহাকেই আমার ওজন ও মাপিয়া লইবার বস্তু ও আমার বিচারের আসামী করিতেছি, সেরূপ ক্ষেত্রে সদ্‌যুক্তিও গালাগালি বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? এজন্য তাঁহাদের যুক্তি-দ্বারাই তাঁহাদিগের মতবাদ খণ্ডিত হইল।

প্রবন্ধলেখক বৈষ্ণবধর্ম্মকে খৃষ্টধর্ম্ম ও মুসলমানধর্ম্মের ন্যায় creedal religion মনে করিয়াছেন, ইহা তাঁহার বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা। খ্রীষ্টধর্ম্ম বা মুসলমানধর্ম্ম কোন বিশেষ কালের অভ্যন্তরে শক্তিশালী মনুষ্যের দ্বারা সৃষ্ট বা প্রচারিত, কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্ম সেরূপ কালের অন্তর্গত বা মানব-কল্পিত ধর্ম্ম নহে, তাহা সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের দ্বারা প্রকাশিত; কাজেই বৈষ্ণবধর্ম্মের dogma গুলি মানুষের কল্পিত কর্ম্মবাদ নহে। হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে যে স্মার্ত্তধর্ম্ম দেখা যায়, উহার dogma গুলি মনীষী বা ঋষি-কল্পিত, কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মের dogma মনীষী-কল্পিত ব্যাপার নহে, তাহা সাক্ষাৎ ভগবদ্বাক্যময়, এজন্য তাহা বৈধীভক্তি-শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রবন্ধপাঠক স্মার্ত্তধর্ম্মের dogma বা কর্ম্মবাদীর আইন-কানুনের সহিত বৈষ্ণবধর্ম্মের বৈধ-ভক্ত্যঙ্গসমূহকে ভুল করিয়াছেন। এখানেও তাঁহার অজ্ঞতা অমার্জ্জনীয়, স্মার্ত্তধর্ম্মের আইনকানুনে "কপালে লাল ফোটাই দেও আর কাল ফোটাই দেও বা কিছু নাইই দেও"—এই কথাগুলি খানিকটা চলিতে পারে, কিন্তু যেখানে স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার কিসে কিসে প্রীতি হয় জানাইয়াছেন, সেখানে তাঁহার ঐকান্তিক অনুসরণই পাতিব্রত্য; পতি যদি কপালে লাল ফোটা ইচ্ছা করেন, আর পত্নী যদি সেখানে কাল ফোঁটা লাগান, তাহা হইলে সেই পত্নীকে বৈষ্ণবী বলা হইবে না কি? পাড়া-প্রতিবেশীর পরামর্শানুসারে কিম্বা স্বতন্ত্র ইচ্ছাবশতঃ পতির ইপ্সিত লাল ফোঁটা কপালে না লাগাইয়া কাল ফোঁটা দিলে বা ফোঁটা না লাগাইলে সেরূপ পত্নীকে সহধর্ম্মিণী না বলিয়া ব্যভিচারিণীই বলা যাইবে। অধোক্ষজ শ্রীভগবান্ বিষ্ণু শাস্ত্রদ্বারা বলেন, "তুলসী আমার পরম প্রিয়, তুলসী-মালিকা কণ্ঠে ধারণ করিও, তুলসী-দ্বারা আমার নৈবেদ্য ভোগ দিও, আমার শ্রীচরণে তুলসী প্রদান করিয়া আমার এবং তুলসী সুন্দরীর প্রীতি উৎপাদন করিও।" আমি বলিলাম, বিষ্ণুর কথা বা শাস্ত্রবিশেষের কথা শুনিয়া গোঁড়ামি করিব কেন? তুলসীর মালা কণ্ঠে না দিলেই বা কি, তাহার পরিবর্ত্তে আমি গলায় কাঁচের মালা পরিব! তুলসী বিষ্ণুর নৈবেদ্যে না দিয়া বিনা তুলসীতে অর্চ্চন করিব বা অন্য কোন পাতা দিয়া ভোগ লাগাইব। আমি creed মানিব না,—এখানেই আমার বীরত্ব।" ইহা আধুনিক যুগোপযোগী ধর্ম্ম বটে! কারণ যে যুগে পায়খানার দরজা দিয়াও শুওর মত ঠাকুর ঘরে ঢোকা যায়, এই মতবাদ প্রচারিত হইতেছে, সেখানে ভগবানের কথা মানিবার প্রয়োজন কি? ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির দরকার কি? আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হইলেই হইল! সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র পরাৎপরমেশ্বরের স্বেচ্ছাচারিতা থাকিবে কেন? স্বেচ্ছাচারিতা থাকিবে আমার, কারণ আমি বদ্ধজীব, আর তিনি মায়াধীশ। এখানেই তথাকথিত হিন্দুধর্ম্ম বা পাষণ্ড হিন্দুধর্ম্ম, অভক্তিধর্ম্ম বা অনাত্মধর্ম্ম বা মনোধর্ম্মের সহিত শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম, ভাগবতধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম, ভক্তিধর্ম্ম বা জৈবধর্ম্মের পার্থক্য। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক পদবিক্ষেপ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তিপর—কৃষ্ণের সুখানুসন্ধানপর, পুরুষোত্তমের স্বেচ্ছাচারিতার ইন্ধনানুসন্ধানপর; আর পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্ম বা অবৈষ্ণবধর্ম্ম বা তথাকথিত হিন্দুধর্ম্ম আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপর ও নিজের স্বেচ্ছাচারিতাপর। বৈষ্ণবধর্ম্মের যাবতীয় creedএর উদ্দেশ্য কি, তাহা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর বৈধীভক্তি-বর্ণন-প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে—

স্বর্গবাঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ।

প্রবন্ধ-পাঠকের কথিত হিন্দুধর্ম—যাহাতে "কাছা দিয়ে কিংবা কাছা খুলে কাপড় পর, কিছু যায় আসে না, শাল, হরিনাম বা গায়ত্রী যে কোন ইচ্ছা নিজ মনস্তুষ্টিকে তোলাও একই কথা"—এই মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তাহার সোজা ভাষায় ইহা কি 'ফ্রীডম্' বা স্বাধীনতা ? অথবা যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই ধর্ম ! তাহা হইলে শ্রুতি বা বেদ মানিবারই বা প্রয়োজনীয়তা কি ? বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টান, মুসলমান,—ইহারাও ত বেদ মানেন না, বেদের অসংখ্য নিন্দা করিয়া থাকেন। যাঁহারা 'হিন্দু' বলিয়া পরিচয় দেন, এমন বহু ব্যক্তিও বেদের বা শাস্ত্রের ধার ধারেন না। 'ব্রাহ্ম-মতাবলম্বী', 'আর্য্যসমাজী', 'রাধাস্বামী' প্রভৃতি সম্প্রদায়ও শুনিতে পাই 'হিন্দু' বলিয়া পরিচয় দেন ; কিন্তু তাঁহারা কেহ কেহ পুনর্জ্জন্মবাদ স্বীকার করেন না, প্রতিমাপূজাকে নিন্দা করেন, কেহ বা গুরুকরণের আবশ্যকতা স্বীকার করেন না এবং স্পষ্টই হিন্দুধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী। এমন কি, হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচয় প্রদানকারী কোন কোন সম্প্রদায় খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের অনুকরণে 'ঈশ্বর প্রার্থীর আত্মা নাই' এই সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া গোঁসাগোঁসি ভোজন করিয়া থাকেন। প্রবন্ধ-পাঠক হয়ত বলিবেন, তাহাতে কি ? যে কোন নামে তখন ডাকুক বা না ডাকুক, পুনর্জ্জন্ম-বাদ মানুক বা না মানুক, সকলেই হিন্দু। তাহা হইলে হিন্দুত্বটি ধর্ম্মসূচক নহে,—কোন জাতি বা প্রদেশসূচক। আর বর্ত্তমানে হইয়াছেও তাহাই। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য হিন্দু অহিন্দুর বিরোধী বা সামরিক মৌখিক একতায় (?) আবদ্ধ। আর অহিন্দুও কোন প্রাদেশিক জাতি বা সম্প্রদায়বিশেষকে খ্রীষ্টপ্রভাবেই হিন্দু বুঝিয়া থাকেন, কারণ তাঁহারা সুবিধাবাদ আর যথেচ্ছা-চারিতা। হিন্দু কথাটি বেদে বা শ্রুতিতে থাকুক আর নাই থাকুক, আর উহা ম্লেচ্ছ, যবন বা অহিন্দু-সম্প্রদায়ের দেওয়া নামই হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। কেননা, যাঁহার যাহা খুসী এইরূপ যথেচ্ছাচারিতার উদারতা (?) সেখানে কল্পনা করিয়া লওয়া যায়। অশিষ্ট লোকেরা নিয়ামক ও নিয়মের অধীন কোনও দিনই হইতে চাহেন না এবং ইহাকেই তাঁহারা উদারতা বলেন। তথাকথিত গোঁড়ার যথার্থ আদর্শও সেইরূপ নিয়ম বা নিয়ামকের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিলেই তাহাকে Scientific ও Up-to-date উদারধর্ম মনে করি—তাহাই cultural religion। উহাতে আমাদের যথেচ্ছাচারিতা বা সুবিধাবাদের culture হয় বটে। প্রবন্ধ-পাঠকের অন্যান্য বিষয়ের সুযুক্তিপূর্ণ উত্তর আমরা ক্রমশঃ প্রকাশ করিব। প্রবন্ধ-বিস্তার-ভয়ে বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশ সম্ভব হইল না।

গত সপ্তাহের "হিন্দু" নামক সংবাদ-পত্রের ইংরাজী অংশে জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নামধারী পত্র-প্রেরক শ্রীযুক্ত জহরলাল নেহেরু ও তাঁহার স্বর্গগত পিতা মতিলাল নেহেরুর 'পণ্ডিত' উপাধি গ্রহণের অযোগ্যতা প্রদর্শন করিয়া তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করিয়াছেন। পত্রপ্রেরকের বক্তব্য এই যে, মতিলাল নেহেরুই পিতা অর্থাৎ শ্রীযুক্ত জহরলালের পিতামহ খাঁটিকুল পণ্ডিত ছিলেন ; কিন্তু মতিলাল বা জহরলাল কেহই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত নহেন। পত্র-প্রেরকের মতে সংস্কৃতজ্ঞ জাতি-ব্রাহ্মণই 'পণ্ডিত' উপাধির একমাত্র অধিকারী, আর তদতিরিক্ত বাকি সকল। উক্ত পত্রপ্রেরকের যুক্তি-অস্ত্র লইয়াই এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, পণ্ডিতের পুত্র যদি সংস্কৃত চর্চ্চার অভাবে 'পণ্ডিত' উপাধি না পাইতে পারেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণের গুণ না থাকিলেও কি করিয়া ব্রাহ্মণপদবাচ্য হন ? কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—"জুতা-বিক্রেতা, রসগোল্লা-প্রস্তুত-কারক, মদ ও খাঁজা-বিক্রেতা কি করিয়া পিতার উপাধি 'ভট্টাচার্য্য', 'বন্দ্যোপাধ্যায়' প্রভৃতি তৎপশ্চাতে লিখিতে সাহসী হন ? সামাজিকগণ ইহা আলোচনা করেন না কেন ?" যাহা হউক কাহারও কর্ণকণ্ডু-য়ন্ত্য পণ্ডিত্য বা ব্রাহ্মণত্ব লইয়া প্রশ্ন উপস্থিত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তবে শ্রীমদ্ভাগবতের "পণ্ডিত" শব্দের অর্থ 'বহুবোক্তবিৎ' বা 'পণ্ডা' শব্দের অর্থ বোধোদ্দীপনা শক্তি। ইহাই পণ্ডিত শব্দের বিবৃতি। যিনি বা যাঁহারা বহুবোক্তবিৎ নহেন, তাঁহাদের অনুস্বার বিসর্গ পড়া যত পাণ্ডিত্যই থাকুক না কেন, তাঁহারা আত্মবঞ্চক। খ্রীচৈতন্য-দেবের সময় দেখিতে পাই, যাঁহারা আকুমার ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতাবলম্বী ভগবৎসেবানুশীলনপর ছিলেন, তাঁহাদেরই

'পণ্ডিত'-উপাধি ছিল। যেমন গদাধর পণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত, গৌরীদাস পণ্ডিত, কানু পণ্ডিত, শ্রীনাথ পণ্ডিত, হরিদাস পণ্ডিত, ধনঞ্জয় পণ্ডিত, বক্রেশ্বর পণ্ডিত ইত্যাদি। একার ভগবদ্ভক্ত বহুমোক্ষবিৎ বৈষ্ণব-গুরুও 'পণ্ডিত'-নামে অভিহিত হইতেন, যেমন শ্রীবাস পণ্ডিত ইত্যাদি।

শ্রীলপ্রভুপাদের হরিকথা

[শ্রীল প্রভুপাদ গত ২০শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের 'সারস্বত'-ভবনে শ্রীমৎ সদানন্দ ব্রহ্মচারীজীর "Where East and West can meet" বক্তৃতার পর 'শ্রীসারস্বত'-আসনে শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বার-এট্-লো মহোদয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ রায় এম-এ, বি-এল প্রমুখ সজ্জনবৃন্দ-সমীপে শ্রীল প্রভুপাদ যে-সকল হরিকথা বলিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইল।]

ব্রহ্মচারী সদানন্দজী আজ প্রায় দেড় বৎসর কাল শ্রীগৌড়ীয়মঠের সাহচর্য্যে আসিয়া আমাদের কথা অনেক বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি বা তাঁহার ভাবুকতাময় প্রকৃতির একদর্শিতা অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যেরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সবিশেষ প্রশংসার্হ। Epiphanyতে যে চিজ্জড়সমন্বয়ের একটি প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে, তাহা গৌড়ীয়েরই প্রতিধ্বনি; ব্রহ্মচারীজী তাহাও বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি ইহাও বুঝিয়াছেন—European Country আমাদের কথার spirit যে-পর্য্যন্ত আদৌ বুঝিতে পারিবেন না, যে-পর্য্যন্ত না তাঁহারা ভক্তি-সদাচারবিশিষ্ট হইবেন। মহাপ্রভু কি বলিয়াছেন, তাহা আমাদের দেশের লোকই এতদিনে বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না—গৌড়ীয় মঠের কথার একবর্ণও ধরিতে পারিতেছেন না; সোজাসুজি Tabula rasa বা Impersonalism পর্য্যন্ত বিচার করিয়াই লোকে নিরস্ত হয়। Intellectualismএর through দিয়া যে ভগবদ্বস্তু বুঝিয়া উঠা যায় না—এবিচারটি ব্রহ্মচারীজী বেশ ধরিতে পারিয়াছেন। শ্রুতিও বলেন—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।" Epistemology failure হয় তাঁহাকে আরোহপন্থায় বুঝিতে গেলে। জগৎ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষের চিন্তাস্রোতে আবদ্ধ; ইহার অতিরিক্ত বিচার —অধোক্ষজ অপ্রাকৃতরাজ্যের কথা তাহাদের চিন্তারই বিষয় হয় না। 'প্রত্যক্ষ'—মানুষ নিজের ইন্দ্রিয়-দ্বারা যেটি দেখে; 'পরোক্ষ'—অপরের ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করে, তাহাতে প্রত্যয়-স্থাপন; 'অপরোক্ষ'—প্রত্যক্ষও নহে পরোক্ষও নহে যাহা, তাহা Tabula rasa, Absolute, ব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দ-দ্বারা উক্তিই হইয়াছে। নির্ব্বিশেষবাদই অপরোক্ষ-বিচারের শেষ কথা। অপরোক্ষবাদীরা যাঁহাকে 'Absolute' বলিতেছেন, আমাদের Absolute কিন্তু সেরূপ নহে; আমাদের Absolute—বংশীবদন প্রাণবল্লভ ব্রজেন্দ্রনন্দন, অন্য কোন স্থলের literatureই এই সংবাদ রাখে না। শ্রীমদ্ভাগবত 'অধোক্ষজ'-শব্দ ব্যবহার-দ্বারা সেই Absoluteকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাগবত বলিয়াছেন—

> "ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
> অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
> যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
> পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
> অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
> লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্॥
> যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপূরুষে।
> ভক্তির্ৎপদ্যতে পুংসাঃ শোকমোহভয়াপহা॥

'ভক্তি'র মানে বাঙ্গালা দেশের লোক আজিও জানিতে পারিলেন না—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের "কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, সকলি বিষের ভাণ্ড, অমৃত বলিয়া যেবা খায়। নানা যোনি ফিরি মরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে, তা'র জন্ম অধোগতে যায়॥"—এই সামান্য পয়ারটুকুর মর্ম্ম যাহা বাঙ্গালা ভাষার সামান্য elimentary knowledge থাকিলেও বুঝা উচিত, তাহা বড় বড় পণ্ডিত লোকেরাও ধরিতে পারিলেন না, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। অকপট—Devotional School এর (ভক্তিরাজ্যের) লোক ব্যতীত

অন্য কোন School-এর লোকই 'ভক্তি' কাহাকে বলে বুঝিতে পারেন না। অজ্ঞান বিচার আসিয়া তাঁহাদের বুদ্ধিটাকে eclipsed (আবৃত) করিয়া রেখে। তাঁহারা বৈদান্তিকগণ বেদান্ত কোন্ দিক দিয়া যায়, তাহাই বুঝেন না। এইজন্য মহাপ্রভু প্রকাশানন্দপ্রমুখ বেদান্তী অভিমানিগণকে শিক্ষা-দানচ্ছলে নিম্নলিখিত শ্লোক-মুখে বলিয়াছিলেন—

"মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ' সদা,—এই মন্ত্র সার॥
কৃষ্ণনাম হইতে পাবে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥"

কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড যে বিষের ভাণ্ড—Detrimental to the cause, এ বিচারটাই জগতের লোক ধরিয়া উঠিতে পারিতেছে না। অথচ ঠাকুর মহাশয়ের এই বইখানির ('প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা') মত এত circulation, এত Edition আর কোন বাঙ্গালা সাহিত্যের হইয়াছে কিনা সন্দেহ। বাঙ্গালায় অনেক সাহিত্যিক আছেন, অনেক Professor আছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহাদের শিক্ষকবর্গকেও জিজ্ঞাসা করি—তাঁহারা ঐ পয়ারটির অর্থ বুঝিতে একটুমাত্রও যত্ন করিয়াছেন কি?

জ্ঞান ও কর্ম্ম—মৃত্যুর ধর্ম্ম। কর্ম্মে—নশ্বর ফলভোগবাদ, আর জ্ঞানে—ত্যাগের বাহাদুরী লইয়া কেবলাদ্বৈতবাদাশ্রয়ে স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত হইয়া নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান-চেষ্টায় আত্মবিনাশ-বরণ। ইহা মড়ার—outer covering-এর (বহিরাবরণের) মঙ্গলামঙ্গল চিন্তায় যাহারা ব্যস্ত, তাহাদের কেবল অমঙ্গলই প্রাপ্য হইয়া থাকে। 'নানা যোনি ভ্রমি' মরে, কর্ম্মা ভক্ষণ করে' ইত্যাদি তাহাদের পরিণতি। 'স্বর্গীকে গোবিন্দসেবা, না পূজিব দেবীদেবা'—এই কথাটিতে Henotheism 'পাষণ্ডিহিন্দু-ধর্ম্ম'কে কিরূপ নিরাকরণ করা হইয়াছে, তাহা পণ্ডিতম্মন্য অজ্ঞানের অদ্যাপি বুঝিবার সামর্থ্য হইতেছে না। মহাপ্রভুর follower নাম করিয়া যাহারা কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রভাবের আবাহন করে, তাহারা কোন দিনই মহাপ্রভুর কোন কথার মর্ম্মে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ পর্য্যন্তই সাধারণ মানুষের range (দৌড়)। এবার মথুরায় দয়ানন্দী সম্প্রদায়ের জনৈক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হইল, তিনি মথুরা মিউজিয়ামের curator। তাঁহাকে অধোক্ষজের কথা বলিলে তিনি একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন—'উহা কি বেদের মধ্যে দেখাইয়া দিতে পারেন?' বেদের অনন্ত শাখা, আমরা আমাদের ক্ষুদ্র সীমাবিশিষ্ট দর্শনে বেদের যে অংশটুকু দেখিতে পাইয়াছি বলিয়া মনে করি, তাহাই যে সমগ্রবেদ বা বেদাংশ, তাহার কি কোন তাৎপর্য্য আছে? বেদ তাহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন? —"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" ইহাই কি শ্রুতিবাক্য নহে? "অনূচানমানিগণ"— অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ" জনগণ কি বেদার্থ বুঝিতে পারে? সুবিদ্বানই বিষ্ণুর পরমপদ নিত্য দর্শন করিয়া থাকেন। সে 'সুরি' কাহারা? নিগমকল্পতরুর প্রকৃতগুরুপ্রদত্তরসযুক্ত ভাগবতফলাস্বাদনে যাঁহারা বিমুখ, তাঁহারাই বেদবেদান্তের কোন সন্ধান না রাখিয়া ভগবদ্বস্তুকে ত্রাহতনের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ করিতে চাহেন, তাঁহাকে প্রাকৃত Time and Space-এর Morphology-র মধ্যে পুরিবার যত্ন করিয়া তাঁহার Ontological aspect দর্শনে বঞ্চিত হন। মনুষ্যজাতির ঐপ্রকার নির্ব্বুদ্ধিতাকে সম্পূর্ণরূপে তিরস্কৃত করিবার জন্যই বেদার্থপরিবৃংহিত শ্রীমদ্ভাগবত বারম্বার 'অধোক্ষজ'-শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। বিষয়টির দিকে লক্ষ্য নাই, কেবল শ্রীমদ্ভাগবত বেদের পূর্ব্বে বা পরে, পরে হইলে অপ্রামাণিক, এরূপ কথা ভগবৎ-কৃপা হইতে চিরবঞ্চিত লোকসকলেরই আলোচ্য বিষয় হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত কোন মনুষ্যসৃষ্ট পুঁথি নহেন, উহা মানবজাতির দুর্ব্বোধ্য উপর নগণ্য নিক্ষেপ করিবার জন্য নিত্যকাল বিরাজমান, প্রকটাপ্রকটলীলা কেবলমাত্র। নৃসিংহদেবের গুহ্যমধ্য হইতে আবির্ভূত হইলেন বলিয়া গুহ্যটিকেই তাঁহার উৎপত্তির কারণ বলিয়া জানিতে হইবে না, শ্রীমদ্ভাগবত প্রাগ্বৈদিকযুগের হইয়াও বৈদিকযুগের পরবর্ত্তিসময়ের ভাষায় তাঁহার প্রাকট্য হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে আধুনিক বলিয়া অপ্রামাণিক বলিতে হইবে, ইহা অত্যন্ত দাম্ভিকতার কথা। নির্ম্মৎসর সাধুগণেরই নিকট শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত 'প্রোজ্ঝিতকৈতব' পরমধর্ম্ম আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন।

প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষকে অতিক্রম করিয়া অধোক্ষজ-ভূমিকা। তাঁহার সেবা করিতে হইবে।

অকৈতবত্ব সেবা — বেনেগিরি—Bartering system. 'অধঃকৃতং দীব্যানাং ইন্দ্রিয়জ্ঞানং যেন সঃ'—'অধোক্ষজ'; তিনি মানুষের range of vision এ আসেন না। মনোধর্ম্মী প্রাকৃত জিনিষ লইয়াই ব্যস্ত। "যৈষে তর্কাপ্রতিষ্ঠান—সব মনোধর্ম্ম। এই ভাল, এই মন্দ—এই সব ভ্রম।" মনোধর্ম্মীর এই ভাল মন্দ বিচার হইতে অধোক্ষজানুশীলন সুদূরপরাহত।

অধোক্ষজের সেবা-প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হওয়াই 'অপ্রাকৃত'-বিচার। অধোক্ষজ initiative লইতে পারেন। তিনি সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বয়ংকর্ত্তৃত্বধর্ম্মবিশিষ্ট। "অনন্যা রাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্ রহঃ॥" বিচারেই অধোক্ষজের অপ্রাকৃতত্ব প্রকাশিত। এই অপ্রাকৃত লীলা-পুরুষোত্তমের সেবা-চমৎকারিতা যাঁহারা উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য। সেই অপ্রাকৃততত্ত্ব স্বয়ংরূপ সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দনই ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্যলীলায়—"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্" স্বজনবিস্তরপ্রয়োজনাবতারী মহাবদান্য মহাপ্রভু বিষয়ের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

"শেষলীলার নাম ধরে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে বিশ্ব কৈল ধন্য॥"

"যেন চেতয়তে বিশ্বং বিশ্বং চেতয়তে ন যম্।
যো জাগর্ত্তি স্বয়ানেঽস্মিন্ নায়ং তং বেদ বেদ সঃ॥"

শ্রীচৈতন্যদেব জগজ্জীবের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহার নিজ-কথা বলিতে বসিলেন—বিশ্বকে চৈতন্য দান করিতে চাহিলেন। কিন্তু তাপগ্রস্তীন বিশ্ববাসীর অদ্যাপি তাঁহার কথা শ্রবণ করিবার উপযোগী দেবোন্মুখ-কর্ণ প্রস্তুত হইল না। প্রকৃত Theism (আস্তিকতা) বলিতে যাহা বুঝায়, ঠিক তাহার বিপরীত মূর্ত্তিরা বসিতেছে—অধোক্ষজ বস্তুকে অক্ষজ সভ্যতার মধ্যে পূরিবার জন্য মনুষ্যজাতির সকল energy (শক্তি) নিযুক্ত হইয়াছে! শ্রীমদ্ভাগবত এইজন্য প্রত্যেক কথায় অধোক্ষজ-শব্দ ব্যবহার করিয়া অবিদ্যান মানবজগৎকে বিদ্যান্ করিতে চাহিয়াছেন। "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে", "বিকুরুণা নিজ ক্রিয়াপাকয়া..... বিদুষা যে যথোক্তকে" প্রভৃতি শ্লোকে অধোক্ষজ-শব্দের প্রতি কিপ্রকার Stress (জোর) দেওয়া হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে বিচার্য্য হওয়া আবশ্যক। Linguist (বহু ভাষাবিৎ) বলিয়া জগতের অনেকেই গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও অদ্যাপি অধোক্ষজ-শব্দের বিশেষ আলোচনা দৃষ্ট হয় না। দেবীর উক্তিতে ঋষিগণ বলিলেন—"সর্ব্বং বিশুদ্ধং 'বসুদেব'-শব্দিতম্, যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ। সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো হ্যধোক্ষজো মে নমসা বিধীয়তে।"—যিনি অধোক্ষজ-সেবক—অধোক্ষজ-পাদপদ্মে যাঁহার মস্তক সর্ব্বদাই নমস্কার বিধান করিতেছে, তাঁহার পক্ষে কর্ম্মকাণ্ড-নিপুণ পণ্ডিত-মন্যগণকে বলিসম্মান প্রদান না করায় মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যায় নাই। বিদ্বান্ বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রাকে অবিদ্বান্ বিশ্বের ক্রিয়ামুদ্রার সহিত সমন্বয় (?) বিধান করিতে গিয়া যজ্ঞের যে বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা সকলধর্ম্ম-সমন্বয়প্রয়াসিগণের বিশেষভাবে আলোচ্য হওয়া আবশ্যক। চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণ যত কথাই বলুন—যতই না কেন ভগবানে ভক্তি প্রদর্শন করিতে যাউন, তাঁহাদের ঐ সকলের পরিণাম impersonalism ছাড়া আর কিছুই নয়। নাম, পূজা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি জগতের যাহা কিছু ভোগ্য বিষয়, তৎসমূদয়কেই এক মাত্র পরমেশ্বরের ভোগ্য বলিয়া বিচার না হইলে, হয় ভোগী, না হয় ত্যাগী হইয়া অনর্থসমূহে বিষজ্জিত হইতে হইবে।

ভোগবাসনায় চালিত হইয়া মানুষ যে ঈশ্বর-উপাসনার ছলনা প্রদর্শন করিয়া থাকে, উহাকে কখনও ঈশ্বরোপাসনা বলে না। যজ্ঞেশ্বরকে আমাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ-যজ্ঞের মাঝখানে দাঁড় করাইয়া তদ্দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের যে ব্যবস্থা, তাহা "পাদপ্রান্তে দিয়া বাদাম তাড়িবার" পাষণ্ডতার ন্যায় অত্যন্ত দুর্ব্বুদ্ধি। কোথায় অন্যত্র বাদাম তাড়িয়া তাহা পাদপ্রান্তে ভোগ লাগাইব, তাহা না করিয়া তাঁহাকে (?) দিয়াই আমাদের গোলামী করাইয়া লইতেছি! ধর্ম্মের আবরণে ইহা অপেক্ষা অধর্ম্ম—অবিচার আর কিছুই হইতে পারে না।

Salvationist ও Elevationist—ইহাদের কাহাকেও Religionist বলা যায় না। "খাওয়া-খাওয়া-খাওয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণ লইয়াই পশুরা পশুত্যাগ মনুষ্য জীবনযাপন করুক—ভগবদ্ভজনরাজ্যের কোন কথা তাহাদের কর্ণে প্রবিষ্ট

না হউক্, কেবল ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়-বিশেষের কতকগুলি স্বকপোলকল্পিত মনোধর্ম্মের খোরাক সত্য বলিয়া প্রচারিত হউক্",—ইহাতে কখনও বুদ্ধিমান্ মানবজাতির পরোপচিকীর্ষা বলা যায় না। শ্রীভগবান্ এবং তদীয়বস্তু-ব্যতীত 'সেবা'শব্দ অন্বয় প্রযুক্ত হইলে সমূহ অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। "নৈষা মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ। মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥"—বিচার না হইলে hidden truth will never be exposed to human senses. এই জগতের নাপকিক অক্ষিয়া হইতে উদ্ভূত Anthropomorphism, Zoomorphism বা Phytomorphism প্রভৃতি বিচার পরাহত বাস্তব-সত্যের রাজ্যে উপস্থিত হওয়া যায় না। এজন্য মানব-জাতির অজ্ঞতাকে তিরস্কার করিবার নিমিত্ত ভাগবতে বারম্বার অধোক্ষজ-শব্দ ব্যবহৃত।

ভাগবত পরম-সাহসে মানবজাতির জ্ঞানাভিমানকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন,—

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

ভগবদ্ভক্তজনবিদ্ধ ভগবৎপ্রিয়জনে মনুষ্য-বুদ্ধিতাই গোখরত্ব। ভগবজ্জনকে আত্মীয়বোধ না করিয়া ভগবৎ-সেবা-বিমুখজনে আত্মীয়তা-প্রদর্শন-দ্বারা উদারতা দেখাইতে গেলে সে-পর্য্যন্তই প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহাতে কোনপক্ষেরই মঙ্গল হয় না। ভগবদ্বস্তুর আরাধনা না হইলে তপঃ, জপ, হোম, ব্রতাদি ক্রিয়াদীক্ষা, বহুজ্ঞতার অভিমান—সকলই শ্রমে পর্য্যবসিতমাত্র।

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥

Empericism এর Thesaurus (শব্দভাণ্ডার) এর মধ্যে যে সত্য, মহৎ, জন, তপঃ প্রভৃতি শব্দ, তন্মধ্যে যে 'সত্য' বলিয়া শব্দটি পাওয়া যায়, তাহা কুহকজনিত apparent সত্য—real truth (নিরপেক্ষ বাস্তব-সত্য) নহে। কিন্তু জগতের দুর্ভাগ্য যে—অসত্যকে সত্য করি' মানে। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে যে সত্যের এত আলোচনা হইল, পরবর্ত্তি সময়ে তাহার blank history থাকিয়া গেল। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পার্ষদগোস্বামিবর্গ জীব-কল্যাণের নিমিত্ত যে-সমস্ত পুঁথি-পত্র রাখিয়া গেলেন, তাৎকালীন মানবজাতি তাহার আলোচনা করিতে চাহিল না। অথবা আলোচনার অভিনয়ে ক্রম-পন্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া অনধিকার-চর্চ্চার ফলে এক বৃত্তিতে আর এক বৃত্তিয়া ফেলিল। মহাপ্রভুর ইচ্ছায় এখন আবার সময় আসিয়াছে, বালকগণ সত্যাসত্যের distinctive nature দেখিতেছে, specification দেখিবার সুযোগ পাইতেছে। তাহাদিগকে শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত পড়াইতে হইবে। যিনি পড়াইবেন, তাঁহাকেও যোগ্যতা লাভ করিতে হইবে। "আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়, আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়"—ইহাই মহাপ্রভুর লোকশিক্ষার আদর্শ। অনর্থ থাকিতেছে, ভক্তিও হইতেছে—ইহা আমরা স্বীকার করি না। ভাগবত বলেন—

"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥"

ভক্তি, পরেশানুভব ও বিরক্তি—এই তিনটির একসঙ্গে থাকা চাই। একটি ছাড়িয়া আর একটির বর্ত্তমানতার কোনটা অবশ্যম্ভাবী।

বাঙ্গালায় এত দুর্দ্দশা কেন? অনেক intellectual giant উদ্ভূত হইলেন, নানামতবাদে দেশ ছাইয়া ফেলিলেন, তাহাতে হেয়মনোধর্ম্মই বিস্তার লাভ করিল, আত্মমঙ্গলের কোন কথাই হইল না। মনোধর্ম্মের প্রচুর ভক্তিরহিত সাহিত্য রচিত হইল, devotional schoolএর literatureগুলি, যাহাতে প্রকৃত আত্মমঙ্গলের কথা লিপিবদ্ধ, তাহার কোনই অনুসন্ধান হইতেছে না। বাঙ্গালী Western experienceএর দ্বারা dazzled হইয়া পড়িতেছে। ইহাই কি বাঙ্গালীর জাতীয় উন্নতির চেষ্টা? শ্রীচৈতন্য-দেব জগজ্জনবিস্মরণের জন্য যে শ্রীমদ্ভাগবতকে একমাত্র অমল প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া প্রচার করিলেন, সেই শ্রীমদ্ভাগবতের কথা অনাদর করিয়া, অথবা মনোধর্ম্মের দ্বারা

শ্রীমদ্ভাগবত বুঝিতে গিয়া মানুষ যে-সকল অনর্থের আবাহন করিয়াছে, তাহা অতিশয় শোচ্য। গীতা-ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রে যে নির্বিশেষবাদ বা শঙ্কোপাসনার কথা সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইয়াছে, শ্রীচৈতন্যদেব যে ভাগবত-ধর্মকে মনুষ্যজাতির একমাত্র নিঃশ্রেয়স বলিয়া বিচার করিলেন, মনুষ্যজাতির এতই দুর্ভাগ্য যে, সেই সকল নিত্যমঙ্গলের কথা পরিহার করিয়া অমঙ্গলকেই মঙ্গলজ্ঞানে হৃদয়ে পরিত হইল। এখন যে সব University হইয়াছে, তাহাতে "হরীকে গোবিন্দ-সেবা, না পৃথিবী দেবী-দেবা"-কথাটির অর্থ একজনেরও বিচার্য্যবিষয় হইয়াছে কিনা সন্দেহ। মু-হতে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব আলোচিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা কোথাকার সৌন্দর্য? চিজ্জগতের অপ্রাকৃত-সৌন্দর্য্যের সহিত কি অচিজ্জগতের অনুপাদেয় সৌন্দর্য্যের সমন্বয়-সাধন হইতে পারে? ঐরূপ চিজ্জড়সমন্বয় যে সম্পূর্ণ অজ্ঞতামূলক, তাহা অনেক লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকেরই বিচার্য্যবিষয় হইতেছে না। প্রাকৃত সৌন্দর্য্যকে কেহ কেহ ব্রহ্মের "রসো বৈ সঃ" এর সৌন্দর্য্যের সহিত এক করিতে যান। সৌন্দর্য্যৈকপতি সৌন্দর্য্যবর্য্য মানবজাতির প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া যে সকল অমূল্যরত্নের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন, মানুষ কি তাহার কোন সন্ধানই রাখিবে না? কাম-ক্রোধ-লোভাদি রিপু-কবলিত অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা মানুষের সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনোধর্ম্মের কথাই কি জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে। ক্ষুৎ-ভৃট্‌তমোক্রোধোদ্ভবের মনোধর্ম্মই কি সর্ব্বজন-সমাদৃত হইয়া পড়িবে? উহাদের কথাই কি প্রাধান্য হইবে?

এবার বৃন্দাবনপ্রবাসী জনৈক সলিসিটারের সঙ্গে আমাদের দেখা হইয়াছিল। তিনি organisationএর বড় পক্ষপাতী। আমরা বলিলাম—রাজসিক, তামসিক বা রজস্তমোমিশ্র সাত্ত্বিক দলের সহিত বিশুদ্ধসত্ত্ব বাস্তব-সত্যাশ্রিতের কোন organisation সম্ভব হইতে পারে না। যদি তাহারা বাস্তব-সত্যের অনুসরণ করে, তবেই তাহাদের সহিত organisation হইতে পারে। Document করিতে গেলে আমলা আরও বাড়িবে। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত,—

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্ত্যনিদাং ভবাব্ধিং
তৈষাং মমাহমিতি-ধীঃ শ-পৃগালভক্ষ্যে॥
(ভাঃ ২।৭।৪২)

—শ্লোকটি বিশেষভাবে আলোচিত হইলে ঐ প্রকার আমাকিকতা—চিজ্জড়-সমন্বয়-প্রয়াস থামিবে। কৃষ্ণকৃপা-ব্যতীত "কৃষ্ণপ্রাপ্তি-যোগ্য মন" হয় না। যা'র তা'র সঙ্গে দল বাঁধিয়া বেড়াইলেই—সকল মনের কথায় দাঁই দিয়া তাহাদের মনোধর্ম্মের স্তাবক হইয়া পড়িলেই কি প্রচার অধিক হইবে? নিষ্কপটে কায়-মনো-বাক্যে তৃণাদপিসুনীচ হইয়া প্রণত করিলেই দুস্তরা দৈবী মায়া উত্তীর্ণ হওয়া যায়। সহজাতে ভক্তগণেরই কৃষ্ণেতর-সৃগাল-ভক্ষ্য দেহে অহং-মম-বুদ্ধি থাকে না। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গের বিচার বজায় রাখিয়া ভক্তিমার্গের বিচারের সহিত compromise (মিটমাট) চলিবে না।

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ। (ভাঃ ১১।২৬।২৬)
তস্মৈমধ্যোক্ত-শ্রীভিরেবমাত্মমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ স্বাম্যকিঞ্চনগোচরম্॥ (ভাঃ ৮।১৯।৪৮)
নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥
(ভাঃ ৭।৫।৩২)
বহূপলৈতৎ তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥
(ভাঃ ৫।১২।১২)

—ইহাই ভাগবতের বিচার।

আমরা খুবই বোকা থাকিতাম, যদি আমাদের শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সহিত দেখা না হইত। "মহৎকৃপা-বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়, কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥"

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥
(কঠ ১।২।২৩)

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥
(শ্বেতাশ্বঃ ৬।২৩)

প্রায় সতের বা আঠার বৎসর আগে আমরা একবার গৌরাঙ্গপাড়ায় গিয়াছিলাম। তথায় ধর্ম্মনাথ • •

মুখোপাধ্যায় "আমার হৃৎকমলে বসে বেণু বাজাও বাঁশরী" এই পদটি গাহিতে আমরা তাহার আবৃত্তি দিলাম—"ওহে আমার বাগানের মালী!" কেন না, যদি না ঝাঁড়াও, তবে I will give you a whip!! ইহাতে ভক্তির গন্ধ বিন্দুমাত্র নাই—উহা সম্ভোগবাদে পরিপূর্ণ। ভক্তের গান ঐরূপ নহে। Pseudo Vaishnavism (প্রাকৃত সহজিয়াবাদে) বেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। উহাকে সম্পূর্ণরূপে নিরাকরণ করিতে হইবে। মানবজগৎ শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু আলোচনা করুক। তাহা হইলেই মূর্খতা অপসারিত হইয়া প্রকৃত বিদ্বান্ হইতে পারিবে। অনেকেই লেখাপড়া শিখিতেছেন, শিক্ষিত বলিয়া অভিমান রাখিতেছেন, কিন্তু এরূপ মহারত্নের কোন সন্ধান রাখিতেছেন না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। বিদ্বান্ ব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতের কথা বিস্তার করিয়া জগতের যে প্রকৃত মঙ্গল বিধান করিলেন, মানবজাতি তাহার সন্ধান রাখিতে পারিলেই নিজ-মঙ্গলের সহিত জগতের প্রকৃত মঙ্গলবিধানে সমর্থ হইতে পারেন। "মুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবদ্ ভক্তি-সুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ।" শ্লোকটি বিশেষভাবে বিচার্য্য হওয়া আবশ্যক। দূরোপ ত দূরের কথা, বাঙ্গালা-দেশের লোকেই এরূপ কথা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। Extraordinary merit না হইলে ভক্তির কথা কিপ্রকারে বুঝিবে? Ordinary merit মুক্তি-মুক্তির কথা লইয়াই ব্যস্ত। আচারবান্ হওয়া আবশ্যক। নিজে আচরণ করিলেই অন্যকে আচারে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বা বিষ্ণুপুরাণাদি শাস্ত্র শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট অধ্যয়ন না করিয়া অন্যের নিকট শুনিলে Sir ● পরকারের ধর্ম্মনই প্রবল হইয়া পড়ে।

ঐরূপ কথা হইবার পর হাড়্ডোকেট্ রবীন্দ্র বাবু পরিপ্রশ্ন করিলেন, "আমাদের ভগবৎপাদপদ্মে মতি হয় না কেন? তিনিও ত' আমাদিগকে সুমতি দিতে পারেন।" প্রভুপাদ বলিলেন—"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।" সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে তিনি স্বতঃই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন। আরোহপন্থায় কেহই তাঁহার কৃপা লাভ করিতে পারে না।

প্রশ্ন। তাঁহাকে আমরা চাইনা কেন? উন্মুখতা আসে না কেন?

প্রভুপাদ। এর জন্যই সদ্বৈদ্যের আবশ্যক, Veterinary Surgeon যেমন পশুর মুখকে কৌশলে ব্যাদান করাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করেন, শ্রীগুরুপাদপদ্মও ঐরূপ সদ্বৈদ্যের কার্য্য করিয়া থাকেন। তিনি আমাদিগের অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাদিগের মুখে জোর করিয়া বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস ঢালিয়া দেন।

বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্যমনতীব্র,যত্নঃ।

পরন্তঃযন্তঃ কৃপয়াতিরিঃ লয়াতনয়ং তং প্রভুমাশ্রয়ামি।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের এই কার্য্য পরম দয়ার কার্য্য। তাঁহার দয়ার ইয়ত্তা নাই। কৃষ্ণপ্রেম-প্রদানই শ্রীগুরুদেবের দয়া। তাই শ্রীরূপপাদ স্বয়ং ভগবান্ জগদ্গুরু শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে প্রণাম করিলেন—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।

কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

আমরা মঙ্গল চাহিব না, কিন্তু মহাপ্রভু জোর করিয়া আমাদিগকে নিত্য মঙ্গলের কথা শুনাইতেছেন। মানবজাতির উপর শ্রীচৈতন্যদেব কি অপার করুণা প্রদর্শন করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ জানাইয়া অচেতন বিশ্বকে কি প্রকার চেতন করিয়া দিয়াছেন, তাহা একবার বিশ্ববাসীর চিন্তার বিষয় হউক—"চৈতন্যচরিতের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥" গ্রহণ করা, না করার স্বতন্ত্রতা মানুষের আছে। গ্রহণ না করায় চিত্তবৃত্তি হইলে অরণ্যে রোদন হইবে। হৃদয়ের সহিত ডাকিলে নিশ্চয়ই তাঁহার কৃপা হইবে।

প্রশ্ন। আমাদের ডাকিবার প্রবৃত্তি হয় না কেন? কূপার মধ্যে পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় কেন?

উত্তর। চেতন, অচেতন ও ঈশ্বর বলিয়া তিনটি কথা আছে। চেতন—যিনি Initiative লইতে পারেন। চেতন ও অচেতনের মালিক—ঈশ্বর। অচেতনের স্বতন্ত্রতা নাই। চেতনের স্বতন্ত্রতা বলিয়া একটি বস্তু আছে। তবে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভগবান্, জীবের স্বতন্ত্রতা তাঁহার ইচ্ছাপরতন্ত্র। জীব স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারও করিতে পারেন, অসদ্ব্যবহারও করিতে পারেন। ঈশ্বর যদি চেতনকে বাধ্য করিতে যান, তবে চেতনকে নষ্ট করা হয়, চেতনের

স্বতন্ত্রতার উপর তিনি হস্তক্ষেপ না করিয়া চেতনের স্বাভাবিকী বৃত্তিটি উন্মেষিত দেখিতে চাহেন। জীবাত্মা—সৃষ্ট বস্তু নহেন, তিনি নিত্য সনাতন বস্তু। ভগবান্ সাধু-গুরু-শাস্ত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া জীবকে শুদ্ধ চেতনবর্ণ-বিশিষ্ট হইবার জন্য যত্ন করেন। এজগৎ আমাদের নিত্য বাসস্থান নহে। "বিশ্বে খ্রীষ্টেতর" না দেখিয়া খ্রীষ্টেতরবিশ্ব-দর্শনেই নানা অসুবিধার কথা আসিয়া পড়ে; কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার—"সকলে সকলে হও গোলোকেতে স্থিতি।"

প্রশ্ন। আমরা এখানে কেন আসিলাম?

উত্তর। এই Planeটাই suited for our purpose, সুযোগ সঙ্গে আমাদের proper adjustment না হইলে তাঁহার নিকটে গেলে আমাদিগকে পুড়িয়া মরিতে হইত। অনুচিৎ জীবাত্মা আমি, আমাকে দয়া দিবার জন্য যে বিভূচিৎ ভগবান্ কৃপা করিয়া সান্নিধ্যে পরিমিত অবয়ব ধারণ করেন, তাঁহার সহিত adjusted হইবার বিচার হইলেই মঙ্গল, নতুবা আমি Intiative লইতে গিয়া যে 'ব্রহ্ম' হইয়া যাইবার বিচার গ্রহণ করি, তাহাতে কখনই মঙ্গলোদয়ের সম্ভাবনা নাই। তাঁহাকে (ভগবান্‌কে) disturbed না করিয়া যদি properly adjusted হইতে পারি—অনুকূলানুশীলন করিতে পারি, তবেই তাঁহার কৃপা সম্ভব হইবে। 'নাস্তিকাত্মা প্রবক্তেন লভ্যঃ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য সর্বদা আলোচ্য হউক।

কর্মী জ্ঞানী প্রবৃত্তির intellectualism প্রবল। **আমাদের প্রাণাত্মে কর্ম-জ্ঞানবাদ আর ভগবৎ-প্রাণাত্মেই ভক্তি।** কৃষ্ণের অনুকূলানুশীলনই প্রয়োজনীয়, প্রতিকূল অনুশীলন প্রয়োজনীয় নহে। 'যেহপ্যন্যদেবতা-ভক্তাঃ.....যজন্ত্যবিধি-পূর্বকম্' বিচার Pantheistরা করিতে পারেন না।

ব্রহ্মচারী সনাতনজীর কথা Non-devotional School এর লোক ধরিতে পারিবেন না। তাঁহারা মনে করিবেন, ইনি বোধ হয় অল্প স্কুলের কোন কথা শুনেন নাই, তাদৃশ বুদ্ধিমান্ নহেন, তাই ভক্তিস্কুলের দু' একটা কথা শুনিয়া তাহাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছেন। তাহা নহে। "ঠাকুর চক্তিবিনোদ বিনাশ্চ ইন্‌ষ্টিটিউটে" পরেশানিবার পাইলেই মানুষের শুদ্ধবিচার-শক্তি উন্মেষিত হয় সনাতনজী অন্যাভিলাষ-কর্মজ্ঞান-আদি স্কুলের অকিঞ্চিৎকরত্ব বুঝিয়াছেন, তাই ভক্তিস্কুলের কথায় তাঁহার রুচি দৃষ্ট হইতেছে। পরমার্থই এই স্কুলের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কথা।

অতঃপর কথা-প্রসঙ্গে প্রভুপাদ বলিতে থাকেন—ঊর্দ্ধস্তরকালে আমাদের ব্রহ্মমণ্ডলে যাওয়ার কথা হইতেছে। সেখানে খ্রীব্রহ্মধামপ্রচারিণী সভার কার্য কিছু কিছু হইতেছে। শ্রীযুক্ত শম্ভু বাবু প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন—"সেখানে প্রেত পান কিরূপ? ব্রহ্মবাসীরা হরিকথা শ্রবণ করেন?" উত্তরে প্রভুপাদ বলিলেন—হাঁ, তাঁহাদের মধ্যে ভাল লোকও আছেন। তবে সাধারণ 'ব্রহ্মবাসী' অভিমানীরা নিজদিগকে 'সাক্ষাৎ ব্রহ্ম' মনে করিয়া তাঁহাদিগের পা পূজা করান', লাভ্ড্ খাওয়ান'র চেয়ারই বাস্ত হইয়া পড়েন। তাঁহাদিগকে খাওয়াইয়া, অর্থ দিয়া খুসী করিতে পারিলেই 'বোষ্টম' হওয়া গেল! আমাদের লোককে রাধাকুণ্ডে স্নান করিতে না দেখিয়া তাঁহাদের পাণ্ডার অসুবিধা হওয়ায় তাঁহারা বলিয়া বেড়ান—'এরা রাধাকুণ্ডে স্নান করে না, ঠাকুর দেবতা মানে না, কিরূপ বৈষ্ণব?' কেহ বলেন—এরা মহানিন্দ', কেহ বলেন—এরা ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান—ওরাও ভক্ত কি! কিন্তু ঐসকল ব্রহ্মবাসী বোষ্টম নামধারীদের মাথায় ইহা ঢুকে না যে,—রাধাকুণ্ড কোন প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থান নহেন, হাড়মাসের থলী লইয়া ত' রাধাকুণ্ডে ডুব দেওয়া যায় না। "অতঃ শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ" বিচার অগ্রাহ্য করিয়া যাহারা রাধাকুণ্ডে স্নান করিতে যায়, তাহারা কুণ্ডরূপ হইতে বঞ্চিতই হইয়া থাকে। 'মা পুঁজন দেবীদেবা' বিচার কেন? তাঁদের যাহাতে প্রকৃত পূজা হয়, তাহা না করিয়া তাঁহাদিগকে Service দিবার পরিবর্তে Service লওয়ার প্রবৃত্তি-মূলে যে পূজার কল্পনা, উহাকে কি দেবতা-পূজা বলে? সকল দেবতার সেবা—পরদেবতা যিনি, তাঁহার পূজাই সকল দেবতার যথাযথ পূজা। কাম-দেবকে ত' আমার পাদ্যার্ঘ্য দেওয়া করিতে হইবে না, তিনি আমার কি করিতে পারেন, দেখার পরিবর্তে আমি তাঁহার জন্য কি করিতে পারি ইহাই বিচার্য হওয়া আবশ্যক। ঈশ্বর ও বস্তু এক নহে। ঈশ্বরের সেবা করিলেও কর্ম-জ্ঞান নষ্ট হইবে নতুবা অহংগ্রহোপাসনা প্রবল হইবে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসবের পঞ্জী-

১২শে সেপ্টেম্বর—প্রাতে পণ্ডিত শ্রীবিদ্যাবারীশ শ্রীমদ্ভাগবত ১।১।১৭-১৯শ শ্লোক পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা ও শ্রীপাদ ভক্তিবিবুধ ভাঃ ৩।৭৮ অধ্যায় হইতে ১৫শ অধ্যায় পর্য্যন্ত পারায়ণ করেন। সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় কুমার শ্রীযুক্ত বিমলাকুমার 'ঘর বাহাদুরের সভাপতিত্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিত আশ্রম সেবক Where East & West can meet" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন. বহু শিক্ষিত ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। (বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।) বক্তৃতার পর শ্রীল প্রভুপাদ অফিস ঘরে ব্যারিষ্টারসেট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কতকজন শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট অপ্রাকৃতত্ব এবং 'অর্থকাম, জ্ঞানকাম সকলি বিষের ভাণ্ড' পয়ার অবলম্বনে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। প্রভুপাদ বলেন—হরিকথা বলিতে পারিলে আমার কোন কষ্ট থাকে না, হরিকথা থাকাইলেই কষ্ট হয়।

শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ চট্টগ্রাম হইতে ও শ্রীপাদ বোধায়ন মহারাজ মথুরা হইতে আসিয়া উৎসবে যোগদান করেন। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের সহিত শ্রীঠাকুর দাস ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীযোগেন্দ্র ও শ্রীজিতেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য আসিয়াছেন।

১৩শে সেপ্টেম্বর—প্রাতে পণ্ডিত শ্রীবিদ্যাবারীশ ভাঃ ১।১২।০-২ শ শ্লোক ব্যাখ্যা এবং শ্রীভক্তিবিবুধ ভাঃ ৩।১৬শ অঃ—২৪শ অঃ পর্য্যন্ত পারায়ণ করেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় নগর-সঙ্কীর্ত্তন বাহির হয়। সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্ঘ মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'সনাতনশিক্ষা' ব্যাখ্যা করেন।

১৪শে সেপ্টেম্বর—প্রাতে পণ্ডিত শ্রীবিদ্যাবারীশ ভাঃ ১।১৩-৪র্থ শ্লোক ব্যাখ্যা ও শ্রীভক্তিবিবুধ ভাঃ ৩।২৬শ অঃ—৩।২৯ অঃ পর্য্যন্ত পারায়ণ করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ শ্রীসনাতনশিক্ষান্তর্গত সম্বন্ধ-জ্ঞানের বিষয় পাঠ করেন। বেলা প্রায় ১০॥ ঘটিকায় শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ হরপ্রীব ব্রহ্মচারী ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত দাসাধিকারী মথুরা হইতে আগ্রা হইয়া কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমনপূর্ব্বক উৎসবে যোগদান করেন। ব্রহ্মচারীজী ১২শে সেপ্টেম্বর মথুরা হইতে রওনা হইয়া সন্ধ্যায় আগ্রায় উপস্থিত হন এবং শ্রীধর মহারাজ ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-সহ মিলিত হইয়া ১৩শে সেপ্টেম্বর বেলা ১০টায় কলিকাতা যাত্রা করেন। আগ্রায় শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন তীর্থ মহারাজ, শ্রীবাসবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধারমণচরণপদ্ম ব্রহ্মচারী, শ্রীমঙ্গলাল ব্রহ্মচারী ও ভক্ত শ্রীউপেন্দ্র বাবু (মোক্তার) প্রচার-কার্য্য করিতেছেন।

১৫শে সেপ্টেম্বর—প্রাতে পণ্ডিত বিদ্যাবারীশ 'স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো' শ্লোক ব্যাখ্যা ও শ্রীভক্তিবিবুধ ভাঃ ৪।৩—৪।৮ অঃ পর্য্যন্ত পারায়ণ করেন। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ পাঠ করেন। রাত্রে শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু হরিকথা কীর্ত্তন করেন। "Neutral অবস্থায় থাকা গো-ব্রহ্ম-বিষাণ-বেণুর চরণে অপরাধ-সদৃশ। শ্রীগুরুসম্বন্ধে যাহাই উত্তর দর্শনে আবৃতকক্ষ বা বিবর্ত্তন, অনাবৃত কৃষ্ণদর্শনেই —বৈকুণ্ঠদর্শন। ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, বালিশে কৃপা ও বিদ্বেষীকে উপেক্ষা—ইহাই অনন্য ভাগবতের বিচার। অপ্রাকৃত জগতে বিদ্বেষীর চেষ্টনতা নাই, নীলাম্বরপুষ্টির নিমিত্ত তক্ষকাবরণমাত্র থাকিলেও তাহা কড়বৎ। এজগতে গুরুবৈষ্ণবগণ তাদৃশ বিদ্বেষীর প্রতি কড়বৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন। "বৈষ্ণবচরিত্র সকলি পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি। ভক্তিবিনোদ না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি'।"—ইহাই নিষ্কপট বিদ্বেষীর প্রতি বৈষ্ণবের বিচার। বৈষ্ণবের এই মৌন ভাবটিই বা ঔদাসীন্যই কড়বৎ ব্যবহার। আধ্যক্ষিক তাহার দুর্ভাগ্য-ক্রমে বৈষ্ণবের সম্ভাষণ-রূপ কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া বৈষ্ণবকে তৎপ্রতি ঐরূপ উদাসীন দেখে। শ্রীগুরুদেব ও তদাশ্রিত বৈষ্ণব কৃষ্ণের চিদ্বিলাস-ভূমি—তাঁহাদের হৃদয়ই কৃষ্ণের বসতিস্থান।

ভাবগ্রহণ—সকলকে কৃষ্ণবিলাসের উপকরণ না জানিতে পারিলেই 'Opaque' (অবজ্ঞ) বিচার আসিয়া নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ প্রবল হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্বন্ধে জগদ্দর্শন না হইলে আধ্যক্ষিক সম্বন্ধ-জ্ঞান দোষ বা ত্যাগ-বিচার আসিয়া সাধকের সর্ব্বনাশ সাধন করে। 'ঘুষঘাপক

তান্ ভাষান্' আছে অথচ 'তত্রাদৃ দৃষ্টনিষ্ঠঃ শ্রুতেষু' বিচার নাই, সেখানে যুক্তিযুক্তি প্রভৃতি না থাকিয়াই পারে না। কৃষ্ণকীর্ত্তন-দ্বারা সকলকে কৃষ্ণের যোগে লাগাইবার বিচারই —"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ" শ্লোক-সিদ্ধান্তই মহাপ্রভুর বিচারবৈশিষ্ট্য। সমস্তিতাদ্য হইয়া কৃষ্ণানুশীলনধারা শ্রবণ ও শ্রুতবিষয়ের কীর্ত্তন-দ্বারা কৃষ্ণের বিনাশ-সম্পাদন-বিচারেই ভবরোগ কামের অপগতি সম্ভব। কৃষ্ণের তদ্ধনাময়ণে জিহ্বার উদিত হইয়া সমবান ব্যতীত তাঁহার অন্তরূপে সাক্ষাদ্ভাবে বিলাস বস্তুসিদ্ধির পূর্ব্বে পাওয়া যায় না। অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণকে দিয়া অখিল রস সম্ভোগ করাইবার বিচার-ব্যতীত ভোগ-ত্যাগবিচারণর মাৎসর্য্য অবশ্যম্ভাবী। নাম-সংকীর্ত্তনে বিপ্রলম্ভরসবিচার, তাহার সমাকৃরূপ আশ্রয়জাতেই মাৎসর্য্য বিদূরিত হইয়া "বিষয়েরই আশ্রয়কে সর্ব্বোত্তোভাবে সম্ভোগ করিবার একমাত্র অধিকার"—এই বিচার-ফলে উপলব্ধি হইলে নিজেকেও 'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দ্দাসদাসানুদাসঃ' বিচারে কৃষ্ণের 'চরিতাদের একটি নগণ্য উপকরণ জ্ঞান হইবে।" ইত্যাদি মর্ম্মে আরও অনেক কথা আলোচিত হয়।

২৫শে সেপ্টেম্বর—প্রাতে পণ্ডিত শ্রীবিদ্যাবাগীশ ভাঃ ১।৯।৯-১০ম শ্লোক ব্যাখ্যা ও শ্রীঅনিলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বি-এ ভাঃ ৪।৯ম অঃ—১২শ অঃ পারায়ণ করেন। রাত্রে শ্রীধাম মায়াপুর হইতে শ্রীপাদ সেবাবিগ্রহ, কৃতিবৃন্দ, ভক্তকুসুম ও কৃতি-সেবিকা প্রভৃ-প্রমুখ বৈষ্ণবগণ উৎসবে যোগদান করেন। সন্ধ্যা-রাত্রিকের পর শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ সম্বন্ধজ্ঞানের ক্রম-পন্থা ব্যাখ্যা করেন। "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ" শ্লোকটি আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বামীজী "সাধারণ লোকের কৃষ্ণকে 'স্বেচ্ছাচারী' ও শ্রীরামচন্দ্রকে 'নৈতিক' বলিয়া স্তুতি করিবার বিচারে অক্ষজদর্শন-জন্য উভয়ই অধোক্ষজ-বিচারহারাত্মি প্রদর্শন-পূর্ব্বক শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণলীলার বৈশিষ্ট্য বিচার করেন।

২৬শে সেপ্টেম্বর—শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-বাসর। প্রাতে শ্রীবিদ্যাবাগীশ ভাঃ ১।১।১১-১২শ শ্লোক ব্যাখ্যা ও শ্রীঅনিল কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বি-এ ভাঃ ৪।১০-২১শ অঃ পর্য্যন্ত পারায়ণ করেন। পূর্ব্বাহ্নে মেসার্স ও, এন্, মুখার্জী এণ্ড সন্সের অন্যতম প্রোপ্রাইটার শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রমণীমোহন দত্ত এম্-এ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেটের ভূতপূর্ব্ব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট) মহোদয় প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শন-লাভ করেন। এই সময়ে শ্রীপাদ বাসুদেব দত্ত প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে "রাধাতন্ত্রে যদি মতি নাহি তোর", এই শ্রীতিটি কীর্ত্তন করিলে প্রভুপাদ "যদবধি মম চাহিব মন্ত্রী", "আমাদের চরণ-রেণু" প্রভৃতি কয়েকটি শ্লোক কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যায় রায় বাহাদুর ইউ, এন্, রায় চৌধুরী (এডিক্যাল কলেজের কাইণ্ড সার্জ্জন) মহোদয় আসেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ 'শ্রীরাধাতত্ত্ব'-সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতার পর উপদেষ্টা পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদ-বিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন মহোদয় কিছু বলেন স্বামীজীর বক্তৃতার পূর্ব্বে 'রাসিকাচার্য্যপন্থা' প্রভৃতি পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। এই দিবস মধ্যাহ্নেও গাঢ় কীর্ত্তন হয়। শ্রীপাদ অরণা-মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ৪র্থ পরিচ্ছেদ পাঠ করেন। 'শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা' শ্লোকটি বিশেষ-ভাবে ব্যাখ্যাত হয়। মধ্যাহ্নে ও রাত্রে সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

২৭শে সেপ্টেম্বর—প্রাতে শ্রীবিদ্যাবাগীশ ভাঃ ১।২।১৩-১৬শ শ্লোক ব্যাখ্যা ও শ্রীকৃষ্ণবিবুধ ভাঃ ৪।২৪শ অঃ—২৯শ অঃ পর্য্যন্ত পারায়ণ করেন। প্রাতে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত জলোয়ার সম্ভ্রান্ত জমিদার, প্রভুপাদের চরণাশ্রিত ভক্ত শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী মহোদয় উৎসবে যোগদান করেন। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীযুক্ত রাধেশ্যাম কাব্যতীর্থ কবিরাজ মহাশয় আসেন।

২৮শে সেপ্টেম্বর—প্রাতে শ্রীবিদ্যাবাগীশ ভাঃ ১।২।১৭শ-২২শ শ্লোক ব্যাখ্যা ও শ্রীকৃষ্ণবিবুধ ভাঃ ৪।৩০শ অঃ—৩১শ অঃ পর্য্যন্ত পারায়ণ করেন। ঢাকা শ্রীরাধাগোড়ীয়মঠ হইতে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক আসিয়া প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করেন এবং বিশেষ কার্য্যবশতঃ আবার রাত্রিতেই ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ শিবদয়িতবিপ্রহ বিদ্যারত্ন মহোদয়ও উৎসব চারা যাত্রা করেন। বেলা প্রায় ৪টা ঘটিকায় পাটনা হইতে শ্রীপাদ শ্রোতী মহারাজ ও ব্যাড্‌মিণ্টন শ্রীযুক্ত অবধেশ্বরী প্রসাদজী আসিয়া উৎসবে যোগদান করেন। রাত্রে শ্রীপাদ শ্রোতী মহারাজ পাঠ করেন।

২৭শে সেপ্টেম্বর—প্রাতে পণ্ডিত শ্রীবিদ্যাবারীশ ভাঃ ১২।২৩-২৭শ শ্লোক ব্যাখ্যা ও শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় মহোদয় ভাঃ ৩।৩ অঃ—১।৭ অঃ পর্য্যন্ত পারায়ণ করেন। প্রাতে ঘটক হইতে শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু আসিয়া প্রভুপাদের সাদর অভ্যর্থনা করেন। প্রভুপাদ তাঁহার সহিত 'চন্দ্রাদিত্য' শ্লোকটি কীর্ত্তন-মুখে ব্যাখ্যা করেন। বেলা প্রায় ১১ ঘটিকায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার, ডাক্তার শ্রীযুক্ত শিবপদ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আগমন করেন। বেলা ১১ ঘটিকায় নগর-সঙ্কীর্ত্তন বাহির হয় সংকীর্ত্তন-সহ মঠে প্রত্যাবর্ত্তনের পর শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ পাঠ করেন এবং শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ Mr. Narayanji P. sangani (27 Kolbhat Lane, Bombay) নামক জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের মহত্ত্বসম্বন্ধে ও বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। কথাবার্ত্তা ইংরাজী ভাষায় হইয়াছিল, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ প্রসাদজীও 'কীর্ত্তনের স্বরূপ' সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। অদ্য বহু লোককে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

২৮শে সেপ্টেম্বর—প্রাতে পণ্ডিত শ্রীবিদ্যাবারীশ ভাঃ ১২।২৭-৩০শ শ্লোক ব্যাখ্যা এবং গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ভাঃ ৩।১২শ অঃ—১৪শ অঃ পর্য্যন্ত পারায়ণ করেন। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ শ্রীদশাক্ষরমন্ত্রশিক্ষা পাঠ করেন। বেলা প্রায় ১১টায় শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ ও ব্রহ্মেশ্বরী-প্রসাদজী পাটনা যাত্রা করেন। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ ভক্তি-সুধাকর প্রভু ঘটক যাত্রা করেন।

২৯শে সেপ্টেম্বর—অদ্য **সাধারণ মহামহোৎসব**। নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-বাসর, নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের অপ্রকট-তিথি ও শ্রীঅনন্তচতুর্দ্দশী ব্রত। প্রাতে পণ্ডিত শ্রীসিদ্ধ-স্বরূপ বিদ্যাবারীশ শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ ১ম অধ্যায় ব্যাখ্যা ও শ্রীভক্তিবিবুধ ভাঃ ৩।১৫-২০ অঃ পর্য্যন্ত পারায়ণ করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রাতে শ্রীরাধা-বৃন্দাবন-কথা, মুক্তি-মুক্তিস্পৃহার ভক্তিপ্রতিকূলতা, ভক্ত ও ভক্তি-বিচার, মহাপ্রভুকে ভোগ দিবার অধিকারী কে, আধ্যক্ষিকের অধোক্ষজবিচারাভিজ্ঞতা প্রভৃতি কীর্ত্তন-মুখে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া 'কেবল ভুবা জগত বিচিত্র' শ্লোকটি স্বয়ং আবৃত্তি করেন। অতঃপর অনেক ব্রহ্মচারীকে "শ্রীগুরু-পরমহংসাদি' শ্লোকটি কীর্ত্তন করিতে বলিয়া 'আরবানস্তুং ঘটেতঃ', 'যদবধি মম চেতঃ' প্রভৃতি শ্লোক সুমধুরস্বরে কীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু গাহে মহাপ্রভুর লীলা-বৈশিষ্ট্য, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও প্রভুপাদের কৃপা-বৈশিষ্ট্য, শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয় ও আশ্রয়-বিচার-সম্বন্ধে গৌড়ীয়বৈষ্ণবের বিচার-বৈশিষ্ট্য, কন্যাকুমারীতত্ত্ব, আলালনাথ, সেবাশ্রয় ও কোণার্ক-রহস্য, গুরুসেবাতেই মায়াবন্ধ-নির্ম্মুক্তি প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তন-মুখে হরিকথা বলেন।

৭॥০ ঘটিকা হইতেই প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হয়। রাত্রি ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত দলে দলে কত সহস্র স্ত্রীপুরুষ যে প্রসাদ পাইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। ৯ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রায় তিন সহস্র দরিদ্র ব্যক্তিকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব সুষমা হইয়াছিল। নাটমন্দির-প্রবেশ-সদনে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আসন মাল্য-পত্র-পুষ্পমাল্যাদি-বিভূষিত উচ্চাসনে সংরক্ষণ করিয়া তৎপার্শ্বমূলে সন্ধ্যায় একটি সভার অধিবেশন হয়। সভারম্ভে শ্রীপাদ অধিকারানন্দ প্রভু 'নিতাই পদ কমল' ও ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রণবানন্দ 'শ্রীগুরুচরণপদ্ম', 'গুরুদেব! কৃপাবিন্দু দিয়া' প্রভৃতি পদাবলী কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ ঠাকুরের সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে — শ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাবোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। সন্ধ্যায় একটি মহতী সভার অধিবেশনে প্রথমে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-সম্বন্ধে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপা স্মরণ করিয়া 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক 'বিশ্বে ভক্তিবিনোদ' অর্থাৎ মহাভাগবত, মধ্যমভাগবত, কনিষ্ঠ-ভাগবত ও বালিশ — এই চারি শ্রেণীর বহির্মুখ বিদ্বেষী ও মিশ্রভক্তের দর্শনে ভক্তিবিনোদ-চরিত্রের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন। শ্রীল গৌর-কিশোর ও বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ ভক্তিবিনোদকে যে দর্শনে দেখিতেন, শ্রীল প্রভুপাদ যে দর্শনে দেখেন, মধ্যম ও কনিষ্ঠাধিকারী বা অভক্ত বালিশ তাঁহাকে যে-ভাবে বিচার করেন আর মিশ্রভক্ত ও বিদ্বেষী [illegible] করিয়া থাকে, তাহা সবিস্তারে তাঁহার চরিত্রের বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করিয়া এবং তাঁহার লব্ধপ্রতিষ্ঠ অমূল্য উপদেশ-কীর্ত্তন-মুখে আলোচনা করা হয়। অতঃপর শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ বক্তৃতা করেন।

১৭শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৫শে আশ্বিন, ১৩৪০, ১০ই অক্টোবর, ১৯৩৩ | ১১শ সংখ্যা

'গৌড়ীয়ে'র পাঠক

শ্রীচৈতন্যবাণীতে আমরা শ্রবণ করিয়াছি, পারমার্থিক-শাস্ত্রের পাঠকগণ তিনভাগে বিভক্ত। একশ্রেণীর পাঠক কৌতূহল-পরবশ হইয়া গ্রন্থালোচনায় প্রবৃত্ত হন, আর এক শ্রেণীর পাঠক গ্রন্থ পাঠ করিয়া নিজ অমঙ্গল বরণ করিবার জন্য অজ্ঞতা বা বিদ্বেষমূলা সমালোচনার প্রবৃত্তি লইয়া গ্রন্থ-পাঠের অভিনয় করেন, তৃতীয় শ্রেণীর পাঠক নিজ মঙ্গল-লাভের উদ্দেশ্যে মনোযোগ-সহকারে ও নিষ্কপটে কর্ত্তার বাস্তব সত্যের বরণ ও অনুশীলনের জন্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া [illegible] লাভ করেন। কৌতূহলী পাঠকগণ অনেক সময় দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠকের মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়েন; তবে সদ্বিচার ও প্রকৃত সাধুসঙ্গ ঘটিলে তৃতীয় শ্রেণীর পাঠকের মধ্যে পরিগণিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন।

সম্প্রতি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গৌড়ীয়-পাঠকের একটি পরিচয় পত্র অনেক সজ্জন গৌড়ীয়-কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন। গত সপ্তাহের সাময়িক প্রসঙ্গে তাঁহার ও তাঁহার সহযোগি-সম্প্রদায়ের কল্পিত মতের একটি সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধ-পাঠক লিখিয়াছেন—

"গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা বলেন,—

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও বিষ্ণু অবয়জ্ঞানতত্ত্বের আবির্ভাবত্রয়। পূর্ণাবির্ভাব-তত্ত্ব—ভগবান্ এবং অসম্যগাবির্ভাব-তত্ত্ব—ব্রহ্ম; এসব বালিশ যুক্তিবাদের মতামতের উপর আমরা জোর দেই না। যুক্তি বা তর্কের সঙ্গে এর কোনই সম্পর্ক নেই। সুতরাং এসব উক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাবার কোন দাম নাই। যেটা পূর্ণতত্ত্বের কথা বলিতে ব্রহ্ম শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে। যেখানে একদেশাবির্ভাবের ব্রহ্ম। কিন্তু সেই ব্রহ্মই

হয় কিনা বৈষ্ণবমতে অসম্ভব-বিরোধ-তত্ত্ব। সাম্প্রদায়িক ভাষটা 'কামনা' ব্যাপারের মত সাধারণেও হয়ত দেখা।"

সমালোচক গৌড়ীয়বৈষ্ণব বা শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্তের সম্বন্ধে "এসব উক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি দেখিলেও কোন লাভ নাই"—এই কথা বলিয়া ও "সাম্প্রদায়িক বা কামনা ব্যাপার", এইরূপ কতকগুলি গালিগালাজ ও বটীক করিয়া নিজেকে শাস্ত্রযুক্তির ভাণ্ডারে ফেলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি ত' কোন যুক্তি দেখাইতে পারেনই নাই, শাস্ত্রেই বা তিনি কতটা খবর রাখেন, তাহাও প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন! স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীস্বরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীজীব ও রঘুনাথ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু-প্রমুখ অখিল-শাস্ত্রবেত্তা মহাজনগণ, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রমুখ শাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্যগণ যে শ্রৌত সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহা "ব্যক্তিগত সুবিধাকৃত মতবাদ" এবং "যুক্তি বা শাস্ত্রের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই"—এই কথা হয় মস্তিষ্ক-বিকৃতি, না হয় অপরিণতবুদ্ধি বাক্-কোলাহলের মধ্যে গণিত হইতে পারে। ইহা যেন চোরের সাধুকে 'চোর' বলিয়া পলায়নের চেষ্টার ন্যায়। সুবিধাবাদী, শাস্ত্রযুক্তি-বিচারহীন, মায়াবদ্ধ, ত্রিগুণতাড়িত জীবের কল্পিত মতবাদ 'ব্যক্তিগত সুবিধাকৃত মত', না হয় শ্রীচৈতন্যদেব ও অখিলশাস্ত্রমূর্ত্তিবিগ্রহ—জগদ্গুরু গোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত সুবিধাকৃত সাম্প্রদায়িক মত! যাহারা মায়াবদ্ধ জীব তাহারা 'সাম্প্রদায়িক', না গোস্বামী আচার্য্যগণ সাম্প্রদায়িক! মায়াপিশাচী যাহাদের ঘাড়ে চাপিয়াছে, সেই সকল জীব 'কামনারোগী', না শ্রীচৈতন্যদেব ও গোস্বামিগণ কামনারোগী!

সমালোচক বলিবেন,—"আমিও শ্রীচৈতন্যদেবকে মানি (অবশ্য আমার কাঠগড়ায় আসামী করিয়া!—গৌঃ সঃ)—শ্রীচৈতন্যদেব ব্রহ্মকে অসম্ভাগাবির্ভাব-তত্ত্ব বলেন নাই—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বা প্রকাশানন্দের সহিত চৈতন্যদেবের বিচারের যে কথা আছে, উহা তাঁহার পরবর্ত্তীকালের গোঁড়া [illegible] নিজেরা কল্পনা করিয়া লিখিয়াছেন। (ইহা সমালোচক স্থানান্তরে প্রকাশ করিয়াছেন।)"

'শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভু, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথের নিকট যে কথা বলিয়াছেন, তাহাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন'—এই কথা বলিলে এই শ্রেণীর লোকের প্রবোধ হয় না। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর বৃহদ্ভাগবতামৃত ও শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর লঘুভাগবতামৃতের প্রমাণ দেখাইয়া দিলেও এবং তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট হইতে সাক্ষাদ্ভাবে যাহা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহাই তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের প্রকটকালে লিখিয়াছেন, এমন কি শ্রীচৈতন্য-দেবকে সেই সকল স্থান দেখাইয়াছেন,—এই সকল প্রামাণিক প্রমাণও তাহাদের দুষ্টাভিসন্ধিকে নিরস্ত করিতে পারে না। চোর ও জালিয়াৎ একান্ত সাধুব্যক্তিকেও চোর ও জালিয়াৎ শ্রেণীর বলিয়া আশঙ্কা করে। আবার বলিয়াদেখাইয়া দেওয়া হয়, শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাসহচর মুরারি গুপ্ত, পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য প্রমুখ আচার্য্যগণ তাঁহাদের কড়চাগ্রন্থে ঐ সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতেও তাহারা কুতর্ক পরিত্যাগ করে না। যদি বলা হয়, শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্যকার ও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটককার এই সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন, তথাপি তাহারা তাহাদের 'কামনারোগ ও সুবিধাবাদকৃত গোঁড়ামী' পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। আবার যদি বলা যায়—মায়াধর্ম্মীর ধারণার ব্রহ্ম যে অসম্ভাগাবির্ভাব-তত্ত্ব, তাহা ব্রহ্মসংহিতা-শাস্ত্র হইতে স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাতেও বিমুখমোহিনী মায়াবাদের বহুমাননকারিব্যক্তিগণের প্রবোধ হয় না। কেহ হয়ত বলেন, 'ব্রহ্মসংহিতা' শাস্ত্র শ্রুতি নহে—তাহা পঞ্চরাত্র, কেহ হয়ত কল্পনা করিয়া বলেন, তাহা শ্রীচৈতন্যদেবের রচিত। তখন তাঁহাদের স্বরূপটি ধরা পড়িয়া যায়। এতক্ষণ যে ইঁহারা বলিতেছিলেন, "আমরা শ্রীচৈতন্যকে মানি, কিন্তু শ্রীচৈতন্যের গোঁড়া ভক্তিকে মানি না"—সেই কপটতাটি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ইঁহারা শ্রীচৈতন্যের প্রদর্শিত শাস্ত্রকে, 'ব্রহ্মসংহিতা' বা 'শ্রীমদ্ভাগবত'কে মানেন না, অথচ তাহা হইতে কিছু সুবিধাবাদ দোহন করিতে পারিলে তাহা মানিবার অভিনয় করেন! ইঁহারা শ্রীচৈতন্যের উপদেশ্য [illegible] সুবিধাবাদের অচৈতন্যদেবকে মানেন—তাঁহা শ্রীচৈতন্যদেব মানা নয়, তাঁহাদের আত্মম্ভরিতার অধীনতা-স্বরূপ অচৈতন্য-দেবকে মানা! শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে তাঁহার প্রদর্শিত শাস্ত্র এবং শ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীজীবাদি গোস্বামিপ্রভু

ও আচার্য্যবৃন্দের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই সকল উড়াইয়া (?) দিয়া, নিজেদের সুবিধাবাদকৃত যথেচ্ছাচারিতাই 'শাস্ত্র' মনে করিয়া—যাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে আমাদিগকে শাসন করেন, সেইরূপ শাস্ত্রকে অপ্রামাণিক বলিবার দুইতা প্রদর্শন করিয়া তুই ও অন্যান্য বালকের শাস্ত্রকে 'খোঁড়া' ও 'কড়া' বলিয়া তৎপ্রতি বিদ্রোহী হওয়ার ন্যায় জগতে বিদ্রোহীর দল বাড়িয়া যাইতেছে।

এখন দেখা যাউক, মায়াবাদীর ব্রহ্মের ধারণা অসম্যক্ কিনা? তদ্বিষয়ে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ এবং স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব ও অন্যান্য শাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্যগণ কি কি যুক্তি ও শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়াছেন? তাহা হইলেই "যুক্তি ও শাস্ত্রের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নাই"—এইরূপ অর্ব্বাচীনতার কতটা গভীরতা আছে, উহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

ঈশোপনিষদ্ বলিতেছেন—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি॥

(ঈশোপনিষৎ ১৫-১৬ মন্ত্র)

অনুবাদ—সেই পরমাত্মার রূপ জ্যোতির্ম্ময়-পাত্রে আচ্ছাদিত আছে। হে পরমাত্মন্, সত্যধর্ম্ম-প্রকাশ ও স্ব আত্মতত্ত্ব-দর্শনের জন্য সেই আচ্ছাদন দূর করুন।

হে ভগবন্, আপনি তত্ত্বপোষক, আপনি জ্ঞানময়, সর্ব্বনিয়ন্তা, আপনি ভক্তগণের ভক্তিবেদ্য, আপনি বেদোপদেশ-দ্বারা ব্রহ্মার প্রিয়, আপনি আপনার তেজোরাশিগুলিকে উচিত করুন; তাহা হইলে আপনার কল্যাণতমরূপ আমি দেখিতে পাই। আমি সেই রূপ দেখিবার অধিকারী। যেহেতু আপনি পূর্ণপুরুষ এবং জগৎ-প্রবিষ্ট আপনার অংশ-স্বরূপ পরমাত্মা এবং আমরা (জীব) সকলেই চিৎস্বরূপ। আপনার কৃপা হইলেই আপনাকে দেখিতে পাই। [illegible] জ্যোতির্ম্ময় পাত্র অর্থাৎ আবরণই কি অপ্রাকৃত রূপবান্ শ্রীভগবানের অঙ্গকান্তি নহে? সেই অঙ্গকান্তি বা ব্রহ্মের ধারণায় যাঁহাদের চক্ষু ঝলসাইয়া যায়, তাঁহারা জ্যোতিস্তত্ত্বান্তরে যে অরূপ শ্যামসুন্দর রূপ—যাহা কল্যাণতম, তাহা দর্শন করিতে পারেন না।

নির্ব্বিশেষবাদী বলিবেন,—আমরা শ্রুতি-মন্ত্রের এই ব্যাখ্যা স্বীকার করি না, ইহা তোমাদের বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ব্যাখ্যা। শ্রীরামানুজাচার্য্য-শ্রীমধ্বাচার্য্য-প্রমুখ আচার্য্যগণ আধুনিক ব্যক্তিগণের অপেক্ষা বোধ হয় কম শাস্ত্র জানিতেন! যথেচ্ছাচারিসম্প্রদায় মহাভারতের নারায়ণ-ভাষ্য, ভাগবত-তাৎপর্য্য, মহাভারত-তাৎপর্য্য এবং শক্তি-ভাষ্যে অন্যান্য শাস্ত্রবচনের প্রমাণ উদ্ধার দেখিয়াও কি তাঁহাকে শাস্ত্র ও যুক্তিতে অজ্ঞ মনে করেন? শাঙ্কর-ভাষ্যে যে সদ্যুক্তিমালা আছে, এরূপ যুক্তি আর কোথায়ও আছে কি?

আচ্ছা, সর্ব্বমান্য গীতা কি বলেন এবং গীতার সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামীই বা কি বলেন?

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ (গীঃ ১৪।২৭)

নির্ব্বিশেষ-সবিশেষ-তত্ত্ব আমিই জ্ঞানীদিগের চরমগতি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অমৃতস্য, অব্যয়স্য, নিত্যস্য, নিত্যধর্ম্মরূপ প্রেম এবং ঐকান্তিক সুখরূপ ব্রহ্মের—সমুদয়ই এই নির্ব্বিশেষ-সবিশেষ-তত্ত্বরূপ কৃষ্ণস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীধরস্বামিপাদকর্ত্তৃক উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা উদ্ধার করিয়া "সারার্থবর্ষিণী"তে লিখিয়াছেন—

অত্র "ব্রহ্মণোঽহং প্রতিষ্ঠা ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহং যথা ঘনীভূতপ্রকাশ এব সূর্য্যমণ্ডলং তদধিষ্ঠাতৃঃ" ইতি স্বামিচরণাঃ। সূর্য্য-সাযুজ্যোরূপত্বেঽপি যথা তেজস আশ্রয়ত্বমপ্যাচাতে, এবং যে কৃষ্ণ ব্রহ্ম-স্বরূপেঽপি ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠাত্বমপি অত্র শ্রীবিষ্ণুপুরাণমপি প্রমাণম্—"ওঙ্কারঃ স চিন্তয় সর্ব্বগস্য তথাত্মনঃ" ইতি; ব্যাখ্যাতঞ্চ তত্রাপি স্বামিচরণৈঃ—"সর্ব্বস্য আত্মানঃ পরঃ ব্রহ্মণঃ অপি আশ্রয়ঃ প্রতিষ্ঠা; তত্ত্বকং ভগবতা "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিতীতি"। তথা বিষ্ণুধর্ম্মেঽপি নরকবাসিনী প্রসঙ্গে—"প্রকৃতের্যোঽধিকো হ্যেষ ব্রহ্মণশ্চাপি চ স প্রভুঃ। যস্মাৎ এষ পুরুষোত্তমো ব্যবস্থিতঃ॥" ইতি; তত্রৈব মাদর্শ-প্রসঙ্গে—"যথাত্মতত্ত্বং পরতঃ পরস্মাৎ স ব্রহ্মভূতাৎ পরতঃ পরাত্মা" ইতি; তথা হরিবংশেঽপি বিশ্বরূপাখ্যানবর্ণন-প্রসঙ্গে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যে (বিষ্ণুপর্ব্বে ১১৪ অঃ ১৯-২২)

"তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বং বিস্তরতে বপুঃ। যৈরেব তদ্বপুঃ ভেদৈঃ তানুমর্হসি তানিহ।" ইতি। ব্রহ্মসংহিতায়াম্—"যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-কোটিষ্বশেষবসুধাদি-বিভূতিভিন্নম্। তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।" ইতি। অথর্ব্ববেদে—"যদ্বীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্। যেনেতদ্বপুরাবীতং যে সংগ্রহৈর্বিগ্রহং ভবিঃ।" ইতি। তত্ত্বমুক্তাবলী-সরস্বতীপাদশ্চ ব্যাচক্ষাণেষু—"যদা নত্ত্ব যন্ত্রকুন্তরায়ণা-প্রোক্তং নাম কথং ব্রহ্মতাবাহ কল্পতে ব্রহ্মণঃ সকাশাত্তথাত্ত্ব-স্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মণো হীতি 'প্রতিষ্ঠা' পর্য্যাপ্তি-রূপমেবেতি;—'পর্য্যাপ্তিঃ পরিপূর্ণতা' ইত্যমরঃ; "পরাকৃতমনন্তং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি। গৌরবাসাদসমর্থা বয়ে নমস্যন্তং মহঃ।" ইত্যাদিশ্লোকব্যাখ্যানেষু চ।

"অহম্"—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই সাক্ষাৎ উক্তি দ্বারাও কি স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে না যে, ভগবান্ ব্রহ্মের আশ্রয় বা ভগবত্তা ব্রহ্মের পরিপূরক?

গীতায় যে 'ব্রহ্মজ্ঞান', 'পরমাত্মজ্ঞান' ও 'ভগবজ্জ্ঞানের' তারতম্য বিষয়ে 'শুদ্ধ', 'শুদ্ধতর' ও 'শুদ্ধতম'—এইরূপ তারতম্য-সূচক প্রত্যয় প্রযুক্ত হইয়াছে, উহারই বা সার্থকতা কি? ব্রহ্মজ্ঞান ভগবদ্ভক্তির দিকে অগ্রসর হইলেই সার্থকতা লাভ করিতে পারে, তাহা গীতা ১৮।৫৪ শ্লোকে জানাইয়া ৫৫ শ্লোকে 'শুদ্ধতর'-শব্দ দ্বারা পরমাত্ম-জ্ঞান ও ৬৪ শ্লোকে 'সর্ব্বগুহ্যতম' শব্দের দ্বারা ভগবজ্জ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন।

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদি-বিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৪০)

অনুবাদ—যাঁহার প্রভা হইতে উৎপত্তি-নিবন্ধন উপনিষদ্গণ নির্ব্বিশেষব্রহ্ম কোটিব্রহ্মাণ্ডগত বহুধাদি-বিভূতি হইতে পৃথক্ করিয়া নিষ্কল অনন্ত অশেষ-তত্ত্বরূপে প্রতীত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

তাৎপর্য্য — মায়া-প্রসূত ব্রহ্মাণ্ডনিচয় — গোবিন্দের একপাদ-বিভূতি; তদ্ভিন্নতত্ত্বরূপই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, তাহা—গোবিন্দের ত্রিপাদ-বিভূতিরূপ চিজ্জগতের বহিঃপ্রকাশরহিত তেজোবিশেষ, তাহা—নিষ্কল অর্থাৎ কলাগরহিত, সুতরাং 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-রূপে প্রতীত; তাহা—অনন্ত এবং অবশিষ্ট-তত্ত্ব।

ভাগবত-সন্দর্ভে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু এসম্বন্ধে বহু বিচার প্রদর্শন করিয়া এই 'সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন—

যত্র ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং কচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তা-
পায়ো যস্যাংশকৈঃ স্যৈরবিভবতি বশয়ন্নেষ মায়াং পুমাংশ্চ।
একং যদ্ধৈষ ভূমা বিলসতি পরমব্যোমি নারায়ণাখ্যঃ
স শ্রীকৃষ্ণো বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তৎপাদভাজাম্॥

(তত্ত্বসন্দর্ভ ৮ম শ্লোক)

যাঁহার নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রসত্তা প্রভৃতি কোন কোন স্থানে "ব্রহ্ম"-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছেন, যাঁহার অংশ মায়া-নিয়ন্তা কারণার্ণবশায়ী পুরুষ মায়াকে স্ব-বশে আনয়নপূর্ব্বক তাহার (মায়ার) প্রতি দৃষ্টিশক্তি সঞ্চার করিয়া তদ্দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করাইতেছেন এবং প্রভু-রূপে মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি নিজ অংশ অবতারগণের সহিত বিভব-সংজ্ঞক লীলাবতার-সমূহের প্রকট করিয়া থাকেন এবং যাঁহার নারায়ণ-নামক একটি মূর্ত্তিরূপ পরব্যোমে বিলাস করিতেছেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে তাঁহার চরণকমলসেবী ভক্তদিগকে স্বীয় প্রেম প্রদান করুন।

প্রবন্ধ-পাঠক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া লিখিয়াছেন,—"ব্রহ্ম হইল কিনা বৈষ্ণব-মতে অসম্যগাবির্ভাব-তত্ত্ব।" এই-রূপ আশ্চর্য্যভাব-প্রকাশের মধ্যে আশ্চর্য্যান্বিত লেখকের কোন দোষ নাই, তাঁহার অজ্ঞতাই অপরাধী। ব্রহ্ম অসম্যক্ নহেন বা বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে ব্রহ্ম ও ভগবান্ দুইটি পৃথক্ বস্তু নহেন। তবে ব্রহ্ম-শব্দের মায়াবাদীর ধারণা ও সংজ্ঞা হইতে শাস্ত্রীয় ব্রহ্মের ধারণা পৃথক্। মায়াবাদীর ধারণা ব্রহ্ম (?) ভগবানের অসম্যগাবির্ভাব, কিন্তু "ব্রহ্ম"-শব্দের দ্বারা বৈষ্ণব বা ভাগবতগণ পূর্ণ ভগবান্‌কেই জানেন। এজন্য শ্রীমদ্ভাষ্যকার "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"—এই ব্রহ্মসূত্রের সুপ্রাচীন সাম্প্রদায়-সূত্র প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন যে—"ব্রহ্ম"-শব্দের অর্থ 'বিষ্ণু'। তাহা নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্মাত্র নহে। শ্রীচৈতন্যদেবও মায়াবাদী প্রকাশানন্দের সহিত ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার-কালে শাস্ত্র ও যুক্তি-প্রমাণমূলে ব্রহ্ম-শব্দে যে অসম্যগ্‌জ্ঞ, অপ্রাকৃত সবিশেষ তত্ত্ব ভগবান্ নির্দ্দিষ্ট হন,—ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন এবং

অন্তর-মোহনাবতার আচার্য শঙ্করের স্বকপোল-কল্পিত ভাষ্যের মত অনুসরণ করিয়া যাঁহারা ব্রহ্ম-শব্দে নির্বিশেষ, নিরাকার তত্ত্বকে নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদের সেই ধারণা কিরূপ অসমীচীন, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন—

'ব্রহ্ম' শব্দে মুখ্য অর্থে কহে 'ভগবান্'।
চিদৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ-সমান ॥
তাঁহার বিভূতি, দেহ,—সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে 'নিরাকার' ॥
চিদানন্দ—দেহ তাঁর, জ্ঞান, পরিবার।
তাঁ'রে কহে প্রাকৃত-সত্ত্বের বিকার ॥
তাঁ'র দোষ নাহি, তেহোঁ আজ্ঞাকারী দাস।
আর যেই শুনে, তার হয় সর্ব্বনাশ ॥
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর ॥
তত্ত্ব যেন ঈশ্বরের অগ্নির জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥
জীবতত্ত্ব—শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব—শক্তিমান্।
গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি তাহাতে প্রমাণ ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৭।১১১-১১৭)

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥

(গীতা—৭।৫)

অনুবাদ—এতদ্ব্যতীত আমার একটি 'তটস্থা প্রকৃতি' আছে, যাহাকে 'পরা প্রকৃতি' বলা যায়। সেই প্রকৃতি—চৈতন্য-স্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি হইতে সমস্ত জীব নিঃসৃত হইয়া এই জড়জগৎকে চৈতন্যবিশিষ্ট করিয়াছে। আমার অন্তরঙ্গা-শক্তিনিঃসৃত চিজ্জগৎ ও বহিরঙ্গা-শক্তি-নিঃসৃত জড় জগৎ,—এই উভয় জগতের 'উপযোগী' বলিয়া জীবশক্তিকে 'তটস্থা শক্তি' বলা যায়।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥

(বিষ্ণুপুরাণ ৬।৭।৬১)

বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার,—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যা-সংজ্ঞাবিশিষ্টা। বিষ্ণুর পরা শক্তিই 'চিচ্ছক্তি', ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তিই জীবশক্তি [যাঁহাকে মায়ারূপা 'অবিদ্যা' হইতে অপরা' (ভিন্না) বলিয়া উক্ত হইয়াছে]। কর্ম্মসংজ্ঞিতা অবিদ্যা-শক্তির নাম 'মায়া',—

যেন জীবতত্ত্ব লঞা লিখি পরতত্ত্ব।
আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-মহত্ত্ব ॥
মুখ্যবৃত্ত্যে 'ব্রহ্ম' কহি—'শ্রীভগবান্'।
ষড়্‌বিধৈশ্বর্য্যপূর্ণ, পরতত্ত্বধাম ॥
স্বরূপ-ঐশ্বর্য্যে তাঁর নাহি মায়াগন্ধ।
সকল বেদের হয় ভগবান্ সে 'সম্বন্ধ' ॥
তাঁরে 'নির্ব্বিশেষ' কহি, চিচ্ছক্তি না মানি'।
অর্দ্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৭।১১০, ১৫৮-১৬০)

বেদ-পুরাণে কহে ব্রহ্ম-নিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম – বৃহদ্বস্তু, ঈশ্বর-লক্ষণ ॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার করি' করহ ব্যাখ্যান ॥
'নির্ব্বিশেষ' তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত' নিষেধি করে 'অপ্রাকৃত' স্থাপন ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৩৯-১৪১)

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥

(হরিভক্তিসুধোদয়ধৃত বচন)

যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে 'নির্ব্বিশেষ' বলিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। 'নির্ব্বিশেষ' ও 'সবিশেষ'—ভগবানের – এই দুইটি গুণই নিত্য,— ইহা বিচার করিলে সবিশেষ-তত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে; কেন না, জগতে সবিশেষতত্ত্বই অনুভূত হয়, নির্ব্বিশেষতত্ত্ব অনুভূত হয় না।

ব্রহ্ম হৈতে হয় বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হ'য়ে যায় লয় ॥
'অপাদান', 'করণ', 'অধিকরণ'-কারকচিহ্নিত।
ভগবানের সবিশেষে এই তিন চিহ্ন ॥
ভগবান্ অনেক হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত-শক্তিতে তবে কৈল বিলোকন ॥
সে কালে নাহি জন্মে 'প্রাকৃত' মন-নয়ন।
অতএব 'অপ্রাকৃত' ব্রহ্মের নেত্র-মন ॥

ব্রহ্ম-শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ,—শাস্ত্রের প্রমাণ॥
বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না যায়।
পুরাণ-বাক্যে সেই অর্থ করয় নিশ্চয়॥
(চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৪৩-১৪৮)

অহো ভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥
(ভাঃ ১০।১৪।৩২)

নন্দ-গোপ ও ব্রজবাসীদিগের ভাগ্যের সীমা নাই, যেহেতু পরমানন্দ-স্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তাঁহাদের মিত্র-রূপে প্রকট হইয়াছেন।

'অপাণিপাদ'-শ্রুতি বর্জ্জে 'প্রাকৃত' পাণি-চরণ।
পুনঃ কহে,—শীঘ্র চলে, করে সর্ব্ব গ্রহণ॥
অতএব শ্রুতি কহে, ব্রহ্ম—সবিশেষ।
'মুখ্য' ছাড়ি' 'লক্ষণা'তে মানে নির্ব্বিশেষ॥
ষট্‌ঐশ্বর্য্যপূর্ণমনঙ্গ-বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার॥
স্বাভাবিক তিন শক্তি সেই ব্রহ্মে হয়।
'নিঃশক্তিক' করি' তাঁরে করহ নিশ্চয়॥
(চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৪০-১৪৩)

যা যা ক্ষেত্রজশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে॥
হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণ-বর্জ্জিতে॥
(বিষ্ণুপুরাণ—৬।৭।৬১-৬২ ; ১।১২।৬৯)

ক্ষেত্রজশক্তিই জীবশক্তি ; সেই জীবশক্তি সর্ব্বত্র হইলেও মায়াবৃত্তিরূপ অবিদ্যাদ্বারা আবৃত হইয়া সংসারগত অখিল-তাপ নিত্য ভোগ করেন। আবার, সেই 'ক্ষেত্রজ্ঞ'-নাম্নী শক্তি অবিদ্যা-কর্ত্তৃক আবৃত হইয়া, হে ভূপাল, সর্ব্বভূতে তারতম্যের সহিত বর্ত্তমান থাকেন। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের চিচ্ছক্তি—সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, জীবশক্তি—মধ্যমা এবং অবিদ্যা-কর্ম্ম-সংজ্ঞিতা মায়াশক্তি—অধমা। জীবশক্তি মায়াদ্বারা আবৃত হইয়া অর্থাৎ চিচ্ছক্তিবৃত্তি হইতে দূরীভূত হইয়া সংসার-তাপ লাভ করেন। সেইরূপ দূরীভূত অবস্থান-ক্রমে আবিষ্কৃত কর্ম্মচক্রে প্রবেশ করত উচ্চনীচ অবস্থা প্রাপ্ত হন।

হে ভগবন্, সর্ব্বাশ্রয়, নির্গুণ যে তুমি, তোমাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—ত্রিবিধ ব্যাপারই দৃশ্যমান। মায়াবশ-যোগ্য চিৎকণ জীব মায়াবিদ্ধ হইয়া, মায়ার ত্রিগুণ আশ্রয়-পূর্ব্বক যে অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে শক্তি হ্লাদকরী, তাপকরী ও মিশ্রা—এই তিন প্রকার ভাব পাইয়াছেন ; কিন্তু সর্ব্বগুণাতীত যে তুমি, তোমাতে ঐ শক্তি নিষ্কলা ও নির্গুণ-স্বরূপে একাকারা।

সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বর-স্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে 'হ্লাদিনী', সদংশে 'সন্ধিনী'।
চিদংশে 'সম্বিৎ', যারে জ্ঞান করি মানি॥
অন্তরঙ্গা - চিচ্ছক্তি, তটস্থা—জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা—মায়া, তিনে করে প্রেমভক্তি॥
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য—প্রভুর চিচ্ছক্তি-বিলাস।
হেন শক্তি নাহি মানে,—পরম সাহস॥
'মায়াধীশ'-'মায়াবশ',—ঈশ্বরে-জীবে ভেদ।
হেন-জীবে ঈশ্বর-সহ কহ ত' অভেদ॥
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ 'শক্তি' করি' মানে।
হেন জীবে 'ভেদ' কহ ঈশ্বরের সনে॥
(চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৪৮-১৬০)

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
(গীঃ ৭।৪,৫)

ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—আমার প্রকৃতি এই আট প্রকারে বিভক্তা। হে অর্জ্জুন, এই অষ্টবিধা প্রকৃতি 'অপরা' অর্থাৎ জড়-জননী ; এতদ্ব্যতীত আমার অন্য একটি 'পরা' প্রকৃতির বিষয় অবগত হও, যাহা চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা। সেই শক্তি হইতে জীবসমূহ নিঃসৃত হইয়া এই জড়জগৎকে ভোগ্য রূপে গ্রহণ করিতেছে।

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে-বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার॥

শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই, হয় দণ্ডযোগ্য॥
বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয় নাস্তিক্য-বাদ বৌদ্ধকে অধিক॥
জীবের নিস্তার লাগি' সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদী-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥
'পরিণাম-বাদ'—ব্যাস-সূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত॥
মণি যৈছে অবিকৃতে প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর, তবু অবিকার॥
ব্যাস—ভ্রান্ত বলি' সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
'বিবর্ত্তবাদ' স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া॥
জীবের যেছে আত্মবুদ্ধি, সেই মিথ্যা হয়।
জগৎ যে মিথ্যা নহে, নশ্বর মাত্র হয়॥
'প্রণব' যে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হৈতে সর্ব্ববেদ, জগতে উৎপত্তি॥
'তত্ত্বমসি'—জীব-হেতু প্রাদেশিক বাক্য।
প্রণব না মানি' তারে কহে মহাবাক্য॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৭৬—১৭৫)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু সূর্য্যের দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইয়াছেন।

সূর্য্য বিগ্রহবিশিষ্ট বস্তু। সাধারণ চর্ম্মচক্ষে বা আসুরিক চক্ষে সে বিগ্রহের দর্শন হয় না। দেবগণের দিব্য-চক্ষু সূর্য্যের রশ্মিজাল স্নেহ করিয়া তাহা দর্শন করে। যে জ্ঞানযজ্ঞ জ্ঞানমার্গে ও যোগমার্গে তাঁহার অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা নিত্যবিগ্রহের রশ্মিস্থানরূপ ব্রহ্ম এবং অংশ-রূপ পরমাত্মাকেই অনুভব করিতে পারেন, চিন্ময় নিত্যবিগ্রহ দেখিতে যোগ্য হন না।

(অমৃতপ্রবাহভাষ্য—শ্রীভক্তিবিনোদ)

ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ।
জ্ঞানযোগমার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম আত্মরূপে তাঁরে করে অনুভব॥

(চৈঃ চঃ আদি ২।২৫-২৬)

ব্রহ্ম—অঙ্গকান্তি তাঁ'র, নির্ব্বিশেষপ্রকাশে।
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে॥
পরমাত্মা যেঁহো, তেঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার 'আত্মা' তেন কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতংস॥

(শ্রীচৈতন্যবাক্য—চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৫৯-১৬১)

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবত্তত্ত্ব অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের অসমাক্, আংশিক ও পূর্ণাবির্ভাব কেন, তাহা যুক্তি ও সাধুশাস্ত্রের দ্বারা বর্ত্তমানযুগের সনাতন-আত্মধর্ম্মের প্রচার-প্রবাহের মূলপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও প্রদর্শন করিয়াছেন। যাঁহারা ব্রহ্মস্বরূপ বা পরমাত্মস্বরূপ, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পরতত্ত্বরূপ বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সহসা সাহস করেন না। বস্তু একমাত্র হইলেও বস্তুলক্ষ্যকারী পাত্র-ভিন্নের অধিকার-ভেদে বস্তু তিন প্রকারে প্রকাশ পান একটি পর্ব্বতকে তিনদিক্ হইতে তিন জনে লক্ষ্য করিতে-ছেন। পর্ব্বতের উত্তরভাগে কুজ্ঝটিকা আছে। যিনি সেইদিক্ হইতে দেখিলেন, তিনি কুজ্ঝটিকা-আবৃত বৃহৎ শিলাখণ্ডকেই পর্ব্বত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। পর্ব্বতের দক্ষিণ ভাগে রৌদ্র পড়িয়াছে। যিনি সেদিক্ হইতে দেখিলেন, তিনি জ্যোতির্ম্ময় শৈলশ্রেষ্ঠ বলিয়া পর্ব্বতকে নির্দ্দেশ করিলেন। পর্ব্বতের যে দিকে কোন উপাধি নাই সেইদিক্ হইতে যিনি দেখিলেন, তিনি পর্ব্বতের সর্ব্বাঙ্গ জ্ঞানচক্ষে দেখিয়া পর্ব্বতের স্বরূপ নির্ণয় করিলেন। অদ্বয়-বস্তু নির্দ্দেশেও পণ্ডিতগণ নিজ নিজ দিক্-ভেদে বস্তুকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহারা কেবল জ্ঞানের অনুশীলনপূর্ব্বক বস্তু নির্দ্দেশ করিতে যত্ন করেন, তাঁহারা অদ্বয়াস্তিত্বের বিশেষিত ভাবকে একটি বিশেষরহিত বস্তুজ্ঞানে অনুভবের বস্তুকে নিরাকার, নির্ব্বিকার, নিঃশক্তিক ও নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাহাতে বস্তুর স্বরূপ পাওয়া যেন না। যাঁহারা বুদ্ধিযোগে বস্তু অন্বেষণ করেন, তাঁহারা স্বীয় আত্মার অবিরোধী স্বরূপ বিশেষ আত্মসহচর পরমাত্মার দর্শন করেন। যাঁহারা নিরুপাধি ভক্তিযোগে বস্তু নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা সেই অদ্বয় বস্তুর স্বরূপ লাভ করত সর্ব্বৈশ্বর্য্য, সর্ব্ববীর্য্য-পূর্ণ, সর্ব্বশক্তিমান্ একটি পৃথগ্ভূত পরমতত্ত্বরূপ ভগবান্‌কে দর্শন করেন। কঠে লিখিত আছে যে,—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥

(কঠ ১।২।২৩)

অনুবাদ—এই পরমাত্মবস্তু বহু তর্ক, বেদ বা পাণ্ডিত্য-দ্বারা জানা যায় না। যখন জীবাত্মা ভগবানের প্রতি সেবোন্মুখ হইয়া পরমাত্মার কৃপা যাচ্ঞা করেন, তখন তাঁহারই নিকট সেই পরমাত্মা স্বয়ং-প্রকাশবপু প্রকটিত করেন।

ভাগবতেও এইরূপ লিখিত আছে,—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥ (ভাঃ ১০।১৪।২৯)

অনুবাদ—হে দেব! যাঁহারা আপনার পাদপদ্মযুগলের কৃপালেশমাত্রও প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল আপনার মহিমা-তত্ত্ব জানিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুমানের দ্বারা শাস্ত্রবিচারপূর্ব্বক অন্বেষণ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই সে তত্ত্ব জানিতে পারেন না।

ব্রহ্মদর্শন ও পরমাত্ম-দর্শন দোপাধিক অর্থাৎ মায়িক উপাধির বিগতভাবে ব্রহ্ম-দর্শন এবং মায়িক উপাধির অন্তরভাবে পরমাত্ম-দর্শন হয়। কিন্তু নিরুপাধিক চিচ্চক্ষু-দ্বারা বস্তু দর্শন করিলে একমাত্র চিন্ময় ভগবৎস্বরূপ মাত্র লক্ষিত হয়। ভগবৎস্বরূপই বস্তু ও ভগবচ্ছক্তিই শক্তি-তত্ত্ব। শক্তি-রহিত করিয়া ভগবান্‌কে দর্শন করিলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম দর্শন হয়। প্রবৃত্তি-অনুসারে কেহ কেহ ব্রহ্ম-দর্শনকেই চরম দর্শন মনে করেন। বস্তুতঃ নিঃশক্তিক নির্ব্বিশেষ ভগবদ্ভাবই ব্রহ্ম এবং শক্তিমান্ সবিশেষ ব্রহ্মই ভগবান্। অতএব ভগবান্‌ই স্বরূপতত্ত্ব এবং ব্রহ্ম কেবল তাঁহার স্বরূপের নির্ব্বিশেষ-আবির্ভাব জ্যোতিঃ। পরমাত্মাও তাঁহার জগৎপ্রবিষ্ট অংশ। নির্ব্বিশেষ-সন্ধানে ব্রহ্মরূপে প্রতীত হইয়াও ভগবান্ স্বীয় সবিশেষ অচিন্ত্য-স্বরূপে জগৎ ও জীব হইতে পৃথগ্‌রূপে নিত্য বিরাজমান। অতএব ভাগবতে বলিয়াছেন,—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

(ভাঃ ১।২।১১)

যাহা অদ্বয়-জ্ঞান অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় বাস্তব-বস্তু, জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই 'পরমার্থ' বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্'—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত অর্থাৎ কথিত হন।

অদ্বয় জ্ঞানের শুদ্ধ ও নিঃশক্তিক প্রতীতিই ব্রহ্ম। ভূতমধ্যে প্রবিষ্ট সূক্ষ্ম আত্মবস্তুর প্রতীতিই পরমাত্মা। অদ্বয়-জ্ঞানের পূর্ণ সবিশেষ প্রতীতিই ভগবান্। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, ঐশ্বর্য্য-প্রধান ভগবৎপ্রকাশের নাম—শ্রীপতি নারায়ণ। মাধুর্য্য-প্রধান ভগবৎপ্রকাশের নাম—রাধানাথ কৃষ্ণ। অতএব কবিরাজ গোস্বামীর "রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্" এই বাক্য দ্বারা যেরূপ লেখা হইয়াছে, তাহা সার্থক।

সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে অচিন্ত্য বিরোধাত্মিকা একটি শক্তি আছে। সেই শক্তি-বলেই তাঁহাতে পরস্পর বিরোধী সমস্ত ধর্ম্মই অবিরোধে যুগপৎ নিত্য বিরাজমান। স্বরূপতা ও অরূপতা, বিভুতা ও শ্রীবিগ্রহ, নির্লেপতা ও ভক্তকৃপাতুতা, অদ্বয় ও লক্ষ্মীপতি, সর্ব্বাধারত্ব ও গোপত্ব, সাকল্য ও নরত্বাবস্থা, সবিশেষত্ব ও নির্ব্বিশেষত্ব প্রভৃতি অনন্ত বিরোধিধর্ম্মসকল শ্রীকৃষ্ণে স্বরূপরূপে আপন আপন কার্য্য করিয়া হ্লাদিনী মহাভাবময়ী শ্রীরাধার সেবা-সাহায্যে নিযুক্ত আছে। এ বিষয়ে যাঁহারা তর্ক করেন, তাঁহারা নিতান্ত বঞ্চিত। তর্কারম্ভের পূর্ব্বেই বিবেচনা করা উচিত যে, নরযুক্তি সহজে সীমাবিশিষ্ট; অতএব অসীম-তত্ত্বে তাহার কোন পরিচয়ই সম্ভব নহে। ভাগ্যবান্ ব্যক্তি শুষ্কতর্ককে পরিত্যাগ করিয়া আত্মার-বাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। সেই শ্রদ্ধা-বীজ হইতে ভক্তি-লতা অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণ-চরণে আরোহণ করে। আত্মার-বাক্যসকল অনেক। দুই একটি এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। শ্বেতাশ্বতরে—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥

(শ্বেতাশ্বতর ৩।১৯)

ভগবানের প্রাকৃত হস্তপদ নাই অথচ তিনি যাবতীয় বস্তু গ্রহণ ও সর্ব্বত্র গমন করিতে পারেন। তাঁহার প্রাকৃত নেত্র নাই অথচ তিনি ত্রিকাল দর্শন করেন এবং প্রাকৃত-কর্ণশূন্য হইয়াও শ্রবণ করেন। তিনি যাবতীয় জ্ঞেয় বিষয় অবগত আছেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে আদি ও মহাপুরুষ বলিয়া জানেন।

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥
স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ (ঈশোপনিষৎ—৪, ৮ মন্ত্র)

সেই আত্মতত্ত্ব সচল ও অচল, দূরে ও নিকটে, বিশ্বের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান।

পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী, শুদ্ধ, অকায়, অক্ষত, শিরারহিত, উপাধিশূন্য, ধ্যানাতীত, কবি, সর্ব্বজ্ঞ, স্বয়ম্ভূ ও পরিভূ। তিনি স্বীয় অচিন্ত্যশক্তি-দ্বারা নিত্য-পদার্থ-সকলকে তত্ত্ব-বিশেষ-দ্বারা পৃথগ্‌রূপে বিধান করিয়াছেন।

সেই অচিন্ত্যশক্তির পরিচয়ে কেনোপনিষৎ বলিয়াছেন, যথা—

"তস্যৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুম্। স তত এব নিবৃত্তে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি॥"

তাৎপর্য্য—দেবাসুর-সংগ্রামে অসুরদিগকে পরাজয় করিয়া দেবগণ গর্ব্বিত হইলে ভগবান্ তাঁহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য আগমন করিয়া অগ্নি-প্রমুখ দেবতাগণের সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করিলেন। অগ্নি সেই তৃণের সমীপবর্ত্তী হইয়া সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়াও উহাকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া দেবতাগণের সম্মুখে আসিয়া কহিলেন—"এই যক্ষের পুরুষকে আমি জানিতে পারিলাম না।"

তস্যাদ্ধবৎ প্রপতে নাতিশোভাং প্রপদ্যে।
(ছান্দোগ্য ৮।১৩।১)

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির নাম শমন। শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে স্বরূপশক্তির হ্লাদিনী নাম-ভাবকে আশ্রয় করি এবং হ্লাদিনীর নামপ্রভাবের আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয় করি।

গোপবেশং সংপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।
দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥
(গোপালোপনিষৎ পূর্ব্ব ১৩১)

গোপবেশ, প্রফুল্ল-পদ্মলোচন, নীরদকান্তি, পীতবসন, দ্বিভুজ, মৌনমুদ্রাযুক্ত, বনমালা-বিভূষিত নবনন্দনকে আমরা বন্দনা করি।

সেই অচিন্ত্যস্বরূপশক্তির কার্য্যক্রমে ইচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ধাম ও পরিকর-সহিত প্রাপঞ্চিক-জগতে স্বয়ং অবতীর্ণ হন। স্বীয় অসীম কৃপাদ্বারা তাঁহার অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ ও লীলা বদ্ধজীবের গোচরে প্রকাশ করেন। জড়েন্দ্রিয়ে স্বীয়-অধিকার-ক্রমে ঐ সমস্ত সাক্ষাৎকার করিতে পারেন না, কিন্তু অচিন্ত্যশক্তিবলে কৃষ্ণকৃপায় তাহা জড়েন্দ্রিয়ের গোচর করিতে সমর্থ। তখন যা স্বাংশ-বিলাসক্রমে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম প্রভৃতি-রূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন। এ সকল বিষয়ে তত্ত্ব এই যে, শ্রীকৃষ্ণ অবতারী এবং আর সমস্ত প্রকাশই অবতার। স্বয়ং বা স্বাংশ-অবতার সকলেই চিন্ময়। কেহই মায়ার সাহায্যে প্রাকৃত শরীর ধারণ করেন না। তখন তখন বা উপযুক্ত জীবে কৃষ্ণশক্তি আবির্ভূতা হইয়া শক্ত্যা-বেশ অবতার প্রকাশ করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথার মর্ম্ম

শ্রীবৃন্দাবন-ধাম-মধুমঙ্গল-কুঞ্জে

[ভাদ্র—২৭শে শ্রাবণ, ১৩৩৩]

নামশ্রোত্রে মনুরপি শচীপুত্রমন্ত্রং স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

শ্রীগুরুকৃপা হ'তে সব লাভ হয়; আমরা পশু, আমাদের একমাত্র আশ্রয় শ্রীগুরুদেব। যিনি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ ভগবানের সেবা করেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। ভগবানের সেবোপযোগী বস্তুসকল ভগবানের সহিত সচ্চিদ্‌ভেদ। সুতরাং ভগবানের আশ্রয়-জাতীয় সেবকগণকে পৃথক্ বুদ্ধিতে সেবার বিচার আমাদের না হউক। বিষয়-জাতীয় ভগবান্ কৃষ্ণ আর আশ্রয়-জাতীয় তাঁহার অভিন্ন সেবকগণ—আচার্য্যগণ, পিতামাতা, বন্ধুবর্গ, ভৃত্যবর্গ ও নিরপেক্ষ-ভেদে

পাঁচ প্রকার। তাঁকে যেরূপে বহির্জগতের ব্যক্তিসকল পরম সৌভাগ্যরূপে লাভ করার সুযোগ পান, তাঁর আলোচনায় আমরা পাই,—

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজ-ভক্তিযোগশিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্তুং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥

আপনারা শ্রীচৈতন্যদেবের কথা আলোচনা ক'রে থাকবেন। তাঁতে কতক ব্যক্তির স্বাভাবিক অনুরাগ প্রদর্শিত হ'য়েছিল, কাহারও পরাক্রমতা বা শিথিলতাও ছিল—যেমন জগাই মাধাই প্রথম হ'তে রুচি দেখান নাই, পরবর্ত্তিকালে ভক্ত হ'য়েছিলেন। এতে দেখা যায়—আমাদের অনর্থ নিবৃত্ত হ'লে খুব দর্শন, নিকটে গমন ও সেবা ক'রতে পারি। অনর্থ-পাকাকালে সেবার অধিকার বা রুচি-নিরাদি হয় না।

প্রকাশানন্দও গৌরসুন্দরকে প্রথমে আত্মাবাদেবতা-রূপে দর্শনে বিমুখ ছিলেন, পরবর্ত্তিকালে শ্রীচৈতন্যকৃপায় সশিষ্য তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় ক'রতে পেরেছিলেন। আবার মাতামহ-সখা মহেশের বিশারদের পুত্র বাসুদেব সার্ব্বভৌমও প্রথম-যুবে মহাপ্রভুকে বুঝতে পারেন নাই, পিতৃবন্ধুর দৌহিত্র-যুবে আদর ক'রতে ব্যস্ত হ'য়েছিলেন। পরবর্ত্তিকালে তাঁর কৃপা উপলব্ধি ক'রে তাঁর মহিমার কথা উপরি-উক্ত শ্লোকদ্বয়ে প্রকাশ ক'রেছেন, যা' গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের কণ্ঠহার হ'য়েছে। সার্ব্বভৌমের বিচার ছিল—যদি কোন সাধনে বৈরাগ্যের উদয় হ'লে জীবের মঙ্গল হ'বে; কিন্তু বৈরাগ্যের প্রকৃত স্বরূপ জেনে পরে "বৈরাগ্যবিদ্যা" শ্লোক রচনা করেন। মায়াবাদীর সম্প্রদায়ে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ বৈরাগ্যের বিচার। যে-সকল বস্তু আমাদের আকর্ষণ করে, তা'দের হাত থেকে ত্রাণ পাওয়ার চেষ্টার নাম 'বৈরাগ্য'। তাহার বিপরীত শব্দ 'বিলাস'—ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বাবেশ। কিন্তু অচিদ্‌বিলাস-সহ চিদ্‌বিলাসকে সমশ্রেণীস্থ করার বিচার ছিল, সেজন্য রাধাগোবিন্দ-মিলিত তত্ত্ব ব'লে মহাপ্রভুকে জানতে পারেন নাই, পরে জান হ'লে বুঝলেন।

বস্তুতঃ, দেব-দেবী, পশু, পক্ষী, কীটাদির বিলাস—অচিৎ। চেতনের বিলাস শ্রীগৌরসুন্দর জানিয়েছেন। তৎসম্বন্ধে দু'টি শ্লোক শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুপাদ রচনা ক'রেছেন,—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

অন্তশ্চিত্তাপের বিষতাপ সহ্য ক'রতে না পেরে পালিয়ে যাওয়ার যে বিরাগ, তা' ফল্গু—তুচ্ছ। কৃষ্ণ-সেবায় যা না লাগে, তা'তে বৈরাগ্য ক'রতে হবে, তা'র আলোচনা ক'রব না। চেতন-সেবায় যা' লাগবে, তা' আদরের সহিত গ্রহণ ক'রব। মর্কটে "অনিষ্যে ন্যূনতারাজ, চাহতে পরমার্থতত্ত্ব॥" অধিক বৈরাগ্য বা আসক্তি হ'লে সুবিধা হয় না। "পরের সোণা দিয়ে না কাণে। প্রাণ যাবে তোমার হেঁচ্‌কা টানে॥" বিষয় নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। বিশ্বে যত দ্রব্য আছে, সে-সকল সেবাবিমুখ জীবকে আকর্ষণ ক'রে নিজ ভোগ্য জ্ঞান করায়। দিব্যজ্ঞান-প্রাপ্ত ব্যক্তির বিচারে ঐসকল কৃষ্ণ-সেবা। ভগবান্ হাত তুলে যা' দেবেন, তা'ই জীবের প্রাপ্য। এটা না বুঝে অতিরিক্ত গ্রহণ ক'রলে অসুবিধা।

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

ভগবদ্বস্তু আমি গ্রহণ ক'রব, এ বুদ্ধি না হ'ক; তাহ'লে আমাদের ইন্দ্রিয়-বিলাসের জন্য এ জগতে আসতে হবে। কৃষ্ণবিস্মৃত হ'লে জীব ভ্রান্ত হ'য়ে নানা দুর্গতি ভোগ করে। কেউ ব্রহ্মজ্ঞানে রত, কেউ পরমাত্মাসহ মিলিত হ'বার চেষ্টা করে, কেউ বা অন্যাভিলাষের কুত্তাগিরি করে।

ভাগবত ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারে ব'লছেন যে, কলির প্রারম্ভে মানুষ অধার্ম্মিক হ'য়েছিল। কলি অর্থ বিবাদ—রজস্তমো-গুণে তাড়িত হ'য়ে সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের আক্রমণ ক'রব। একটা গুণ বড় হ'য়ে আর দুটা গুণকে চাপা দিবার চেষ্টা করে। কলির রাজা উপস্থিত হ'লে মানুষ কৃষ্ণভজন ছেড়ে অন্য চিন্তাস্রোতে প'ড়ল। কলিকে মহারাজ পরীক্ষিৎ কতকটা স্থান দেন—

অতোঽধিষ্ঠতয়া তস্য স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ॥

এসব স্থানে অধর্ম্ম প্রবল হ'বে। দ্যূত—পাশা খেলা, জুয়াচুরি, ভোগা দেওয়া, কপটতা বিস্তার ক'রে উদর পোষণ করা। পান—নেশা করা। রাজসিক বিচার-

সম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে রাধাগোবিন্দকে তাম্বূল দিয়ে নিজে পান বৃদ্ধি হ'লে তা'তেও অতিরিক্ত-বিলাস-রতত্ব আসে। প্রসাদী তাম্বূল-গ্রহণ শুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে নাই। বিদ্ধ-বিচার-প্রিয় ব্যক্তি প্রসাদগ্রহণের ছলনায় ভোগে বাধিত হয়; গোবর্দ্ধন ধারণ করবার বেলায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। রাস-লীলার প্রসাদ গ্রহণ ক'রতে গিয়ে "কিশোরী ভজন" (?) আরম্ভ ক'রবে—এটা অধর্ম্মের অন্তর্গত।

"অন্ধা চরাচরগ্রহণাৎ" এর বিকৃত অর্থ ক'রে কেউ ব'লেন যে, বৃহত, ঘাস, কর্কট, ডিম, আরশুলা, কুকুট, শামুক —সব চলাও। এগুলি বিষ্ণুনৈবেদ্য নহে। রাজস-তামস ব্যক্তির ভোগ্য বিষ্ণুকে দেওয়া যায় না। গন্ধহীন পুষ্প বিষ্ণুকে দেওয়া যায় না।

মূল শুঁকব, চন্দন-সিক্ত হবে, পান খাব—এসব বিচার ভোগী প্রাকৃত-সহজিয়াদের। প্রাকৃত সহজিয়ার রস-বিচারে অমৃতের বিচার। প্রসাদের অবমাননা ক'রো না, পান খেয়ে কেন, বলদেব মদ্য পান করেন, সুতরাং আসব পান কর—এ বিচার ঠিক নয়। অবশ্য অনেকে ব'লবেন, যে, অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি পান খেয়েছেন; কিন্তু তাঁরা ঈশ্বর-তত্ত্ব, আমরা ক্ষুদ্র জীব। অত্যাদর-লোভে অধর্ম্ম ক'রলে চিত্ত স্থির থাকে না। অন্তরিন্দ্রিয়ে ভগবানের সেবা হয় না, যা অধর্ম্ম ক'রে ভগবৎসেবা হয় না। যদি কেউ প্রতিবাদ করেন, — ইতিহড়িমড়ি আলোচ্য তাকাতি ক'রে রঘুনাথের চতুর্থ প্রাকার ক'রেছিলেন যা ধর্ম্মবাদ বাস-বিক্রেতা ছিলেন; তাঁদের সেটা ঠিক হ'য়েছিল। কারণ তা'তে ভগবানের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধিত হ'য়েছে। 'প্রাণি-মাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।'

শ্রীমদ্ভাগবত পান আচরণ ক'রতে যাই। "গৃহব্রতানাম্নো গন্ধ সর্ব্বেষাং মধুসূদনম্"। গৃহব্রত ব'লে অত্যন্ত কাম-প্রবৃত্তি চালনা ক'রতে হবে না। যে কৃষ্ণকে তুলে দাদার ক'রবে ও ছাগ-মাংস গ্রহণ ক'রবে সে গৃহব্রত। গৃহব্রত অভিমান ক'রে অন্য বিচার এলে অধর্ম্ম হ'বে।

সুরা—মৎস্যমাংসাদি যব করায় বন্ধ করা। ভূতাবেশ আদৌ প্রয়োজনীয় নয়। কলি চার প্রকার অধর্ম্মের স্থান পেয়েও সন্তুষ্ট না হওয়ায়—

'পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।'

সোনা দিলেন। তার পাঁচ প্রকার সন্ধান—হিংসা, অহঙ্কার, কাম, বৈর ও বৈষ। সোনা-সংগ্রহের চৈতন্য বিদ্যা কথা, যবতা, বাসনা ক'রে উঠে। রজঃ-প্রবৃত্তি— মামলা ইত্যাদি ক'রব, ঘর বেঁধে গরিষ্ঠজন নাশ ক'রব, অন্যের সহিত বিবাদ ক'রব ইত্যাদি দুর্বুদ্ধি আসে। সোনা হাতে থাকলে এসব ক'রবেই। এগুলি কৃষ্ণকর্ম্মে লাগান' দরকার।

তোমার কনক,　　তোমের জনক,
কনকের যারে সেবহ মাধব।

রজের দ্বারা তমঃ এবং সত্ত্বের দ্বারা রজোগুণকে জয় ক'রতে হবে। নচেৎ পাখির গুরে বাস ক'রে যা'বে। ভক্তিলাভের বিচার এনে এগুলি বর্জ্জন ক'রতে হবে। মানুষের চেষ্টা অর্থ-সংগ্রহ আর নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ, তা' হ'তে ত্রাণ পেতে হবে।

বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ।

—এই বিচার হওয়া উচিত।

নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥
(ভাঃ ৩।২৩।৫৬)

যিনি ভজন করেন না, তাঁর জীবন নাই। তীর্থপাদ-সেবীর জীবন আছে। অন্যান্য সব রাবণের অনুগমনে ভোগে ব্যস্ত।

"শ্রীনাথে জানকীনাথে চাভেদে পরমাত্মনি" বিচারে শুদ্ধা ভক্তি বিপন্ন হয় না; কিন্তু রাধানন্দীয় বিচার— অপরোক্ষানুভূতি। সেখানে ভক্তি লুপ্তা। অন্যান্য দেবতাকে ভোগ করা যায়, কিন্তু বিষ্ণুকে ভোগ করা যায় না। তিনি কারণের। অন্য দেবতাকে বিষ্ণু জ্ঞান ক'রলে পাষণ্ডী হ'তে হয়। বিষ্ণুকে মায়াবর্গত জাগতিক পদার্থ জ্ঞান ক'রলে দোষ হ'বে।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥

এসব বুঝতে না পেরে ব্রহ্মাণ্ডভ্রমণের মধ্যে ভক্তির অনুসন্ধান ক'রতে গিয়ে কৃষ্ণানুসন্ধান হ'বে না। অনুকূল অনুশীলন-ব্যতীত অন্য দেবতার সেবা ক'রতে গিয়ে ভোগ

হ'তে যাবে, সেজন্য উহা অনিত্য। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসনা কল্পকাননাযুক্ত। তা' অচিদ্‌বিলাসের অন্তর্গত। চেতনের বিলাস গোলোক বৃন্দাবন প্রভৃতিকে সেবাবুদ্ধির উন্মেষক্রমে দর্শন হয়। ২৪ ঘণ্টা সেবা না ক'রলে ভক্ত চেনা যায় না। "কেন ভণ্ডি মাথ ভেল" বিচার—ইন্দ্রিয়-তোষা বিচার কামজাতীয়। 'কাম' 'প্রেম' এক নয়—এসকল আলোচনা না হলে সুবিধা হবে না। ভক্তিরহিত হ'য়ে অন্য ক্রিয়াকলাপকে ভক্তি ব'ললে সুবিধা হবে না। কৃষ্ণেতর পদার্থ হ'তে অনেক দূরে থাকতে হবে। অবিবেচনায় প্রবেশ ক'রলে কপালদোষে অমঙ্গল আসবে—অপরাধে প্রবেশ হবে। অচিদ্‌বিলাসে প্রমত্ত ব্যক্তির ভগবদ্দর্শন হ'তে পারে। অধোক্ষজে ভক্তি না হ'লে অনর্থ-নিবৃত্তি হবে না। তা' হ'লে মনুষ্যজীবন বৃথায় গেল।

যদি মুক্তি মুক্তি সুবিচার আসে, তবে ভক্তির কোন পরিচয় পাব না। কৃষ্ণসেবক-ব্যতীত সকলেই ভোগ-মোক্ষকামী বা অন্যাভিলাষ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাগবত শ্রবণ ক'রলে "ভক্ত্যা বিমুচ্যেৎ নরঃ" বিচার আসবে। আর মুক্তিমুক্তির তৃতীয়গিরি ক'রলে কাজের সুবিধা হবে না।

নামশ্লোকং মহদপি পরীক্ষিত্ সূক্তম্ মহত্ত্বম্
প্রাপুঃ ত্রাণাদ্‌ভয়কুপুরীং মাথুরীং গোপবালীম্।
রাজন্নুচ্চৈঃ কিমিতরদতো গাধিকা-নাধবাখ্যাৎ
প্রায়ো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি।

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর শ্রীভক্তিবিনোদবির্ভাব-বাসরে প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা-কীর্তন-প্রসঙ্গে বলেন—কায়বন বা কামান শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের ভজন-স্থান, সেখানে গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহনের সেবা আছেন। পূর্বে ঐস্থানে বহু লোকের বাস ছিল। গোকুলে গোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহনের মন্দির নাই, শ্রীরাধা-কুণ্ডে আছেন। পাবন-সরোবরে পাবনবিহারী ও সঙ্কেতে সঙ্কেতবিহারীর সেবা আছেন। তদ্রূপ বৃন্দাবনে শ্রীরূপ গোস্বামীর সমাধি আছেন। ... অতঃপর "কৃষ্ণ-ভক্তি-রহিতা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে" শ্লোক উচ্চারণ করিয়া বলেন—ঐহিক ও আমুষ্মিক ভুক্তি ও মুক্তির ধারণায় আচ্ছেন্দ্রিয়তর্পণের বিচার থাকায় উহা ভক্তের সমধর্ম পরিত্যাজ্য। প্রভুপাদের চরণাশ্রিত অলোয়ার অধিবাসী শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী মহোদয় তৎকালে উপস্থিত ছিলেন। তিনি জনৈক পণ্ডিতাভিমানীর তাঁহাকে 'ভক্তে ভক্তিরস্তু' বলিয়া আশীর্বাদ করিবার ধার্ষ্টতা ও তদুত্তরে তাঁহার উক্ত পণ্ডিত মহাশয়কে "অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাঃ" বিচার জ্ঞাপনের কথা বর্ণন করিলে প্রভুপাদ শুক ও শিষ্যতত্ত্ব-বিশ্লেষণ-মুখে ব্যক্তিবিশেষগণের 'ধিক্ জন্ম নরিস্থং' শ্লোকটি ব্যাখ্যা করেন। উক্ত পণ্ডিত যে সময়ে শচীবাবুর গৃহে আসেন, তৎকালে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজ তথায় উপস্থিত ছিলেন। শচী বাবু পণ্ডিত মহাশয়কে তাঁহার গৃহে ভগবৎপ্রসাদ সম্মান করিতে বলিলে পণ্ডিত মহাশয় বলেন—'আমি স্বহস্তে পাক করিয়া নিজের হৃদয় হইতে কৃষ্ণকে বাহির করিয়া ভোগ লাগাইব।' এই সকল প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে প্রভুপাদ বলেন—"কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্ত ও কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ নির্ণয় হইতেছে কোথায়? কোন্ হৃদয় গোবিন্দের বসতিস্থল? কাহার কথায়ই বা তিনি প্রকাশিত হইবেন? কে তাঁহাকে খাওয়াইতে পারেন? আর তাঁহার প্রাহুই বা কি?—এ'সকলের বিচার হইতেছে কি? তাহা না হইয়া যিনি নিজেকে 'ভক্ত' অভিমান করিতে ব্যস্ত হন, তাঁহার নিকট হইতে ভক্তিদেবী বহুদূরে অবস্থান করিয়া থাকেন। 'লক্ষপতি'র হস্ত ব্যতীত কৃষ্ণ কাহারও হস্তের জলবিন্দু পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন না। সে লক্ষপতি কে? যিনি লক্ষ নাম গ্রহণ করেন, তিনিই সেই লক্ষপতি। তবে শুদ্ধ নাম হওয়া চাই, নামাভাস বা নামাপরাধ হইলে চলিবে না। কিন্তু শুদ্ধবৈষ্ণব-চরণাশ্রয়-ব্যতীত শুদ্ধনামোদয়ের সম্ভাবনা কোথায়? বৈষ্ণবদাসানু-দাসাভিমানের পরিবর্ত্তে যে ভক্তত্ব বা গোস্বামিত্বাভিমান, উহা লঘুত্ব বা গোয়ার্ত্তমি ব্যতীত আর কিছুই নহে। তথাকথিত গোস্বামিক্রবেরা বৈষ্ণবের শিষ্য হইতে পারেন না, ইহাই তাঁহাদের দোষ। "আমি ত' বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে অমানী না হ'ব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে, হইব নিরয়গামী। নিজে শ্রেষ্ঠ জানি' উচ্চিহ্নাদি দানে হবে অভিমান তায়। তাই শিষ্য হয় থাকিয়া সর্ব্বদা না হইব পূজা কা'র।"—ইহাই শুদ্ধবৈষ্ণবের বিচার। আধ্যক্ষিক

গৌরাঙ্গগণ অধোক্ষজের কথা বুঝিতে পারেন না বলিয়া নানা অনর্থের আবাহন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ উপরি-উক্ত মর্ম্মে হরিকথা বলিবার পর 'কেশব! তুয়া জগত বিচিত্র' শ্রীতিটি আবৃত্তি করিয়া জনৈক ষষ্ঠ-সেবককে 'শ্রীরূপ-মঞ্জরীপদ' শ্রীতিটি কীর্ত্তন করিতে আদেশ করেন। কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে প্রভুপাদ 'আহরান-স্মরণং ন্যাসঃ' ও 'যদবধি মম চেতঃ' প্রভৃতি শ্লোক কীর্ত্তন করেন।

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় কতিপয় বিশিষ্ট মঠসেবক প্রভুপাদের পাদপদ্মে উপবিষ্ট, অনেকের শচীবাবুও উপস্থিত; এই সময়ে শ্রীল প্রভুপাদ এক অপূর্ব্ব বিপ্রলম্ভ-ভাবে বিভাবিত হইয়া গদগদস্বরে 'তাতল সৈকতে' শ্রীতিটি কীর্ত্তন করিতে করিতে হরিকথা বলিতেছিলেন।

আমাদিগের ন্যায় কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ কৃষ্ণেতরবিষয়াসক্ত জীবের ভজন-বিমুখতা-দর্শনে ব্যথিত হইয়াই প্রভুপাদ আবেগের-প্রকাশচ্ছলে "আয়ুজনম হায় নিশে গোঙাইনু ভজা শিশু কত দিন গেলা, তোহে ভজব কোন্ বেলা" প্রভৃতি পদ আবৃত্তি করিতে করিতে বলিতেছিলেন—"ভগবানের ভজন হইতেছে না, হরিকথা বলিতে পারিতেছি না, ইহাই আমাদের অসুখের বিষয়, কষ্টের একমাত্র কারণ। হরিকথা না থাকিলেই শারীরিক বা মানসিক ক্লেশের চিন্তা আসিয়া লোকসকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। নিজেরা হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করিবে না, দিবারাত্র অন্যান্য বিষয়কার্য্যে ব্যস্ত থাকিবে আর যিনি হরিকীর্ত্তন করিতে যাইবেন, তাঁহার মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা হইবে, বাস্তবের এই সকল বিচার আদৌ আদরণীয় নহে। আমি হরিকথা বলিবার লোক পাই আর না পাই, আমার ভজনে কেহই বাধা দিতে পারেন না—"নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্" ইহাই আমার সর্ব্বক্ষণ প্রার্থনার বিষয়। "অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগমধোক্ষজে"—অধোক্ষজে ভক্তিযোগব্যতীত অন্য কিছুতেই যাইবার নহে। "সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ। মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥ সকল সাধনশ্রেষ্ঠ—এই পঞ্চ অঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প-সঙ্গ॥"—এই বিচারটি সর্ব্বক্ষণ আলোচ্য হওয়া আবশ্যক। নিত্যসিদ্ধ-গৌরনিজজন শ্রীরূপ-সনাতন অগাধ ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও ঐসকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাদিগকে ভগবদ্-ভজনের যে আদর্শ প্রদর্শন করিলেন, স্বয়ং ভগবান্ গৌরহরি সন্ন্যাসগ্রহণলীলাদর্শ প্রকট করিয়া যে শিক্ষা দিলেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানপূর্ব্বক সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বস্বধারা সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণানুশীলনে মনোনিবেশই বুদ্ধিমত্তার প্রকৃষ্ট পরিচয়। 'বস্তুটি পাওয়া যাইতেছে না, তাঁহাকে পাইবার চেষ্টা'র নাম বিপ্রলম্ভ। মহাপ্রভুর 'বিপ্রলম্ভভাবোদয়ের' ভজন করিতে হইবে।

গত ২রা অক্টোবর প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ মঠের ভক্তবৃন্দ-সমীপে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। প্রথমে স্থানান্তরের জন্য স্থান-পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ এই মর্ম্মে বলিতে থাকেন—আমার স্বাস্থ্যোন্নতির দিকেই আমাদের দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—"এসব ছাড়িয়া কাঁহা নাহি যাই। এসব ছাড়িলু পরাণ হারাই॥" 'এসব' কি, তাহা ঠাকুরের নবধাভক্তির "রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি" শ্রীতিতে উক্ত হইয়াছে। শ্রীভজনরহস্যের অপ্রাকৃতলীলাবিলাসোদ্দীপক 'এসব' ছাড়িয়া আমরা আর কোথায় গিয়া বাস্তলাভ করিব? এই সকল কথা বলিতে বলিতে অপ্রাকৃত-ভাবাবেশে প্রভুপাদ শ্রীমৎ রাধিকারমণ ব্রহ্মচারীজীকে ঐ শ্রীতিটি কীর্ত্তন করিতে বলেন। কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে প্রভুপাদ 'সংসার-দিঙ্মণ্ডলিদুস্তরীর্ঘে' শ্লোকটি ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যা-টীকাকার শ্রীধরস্বামী যে সাংখ্যজ্ঞান-দ্বারা আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির কথা বলিয়াছেন, তাহা অজ্ঞজনের-প্রহৃত অবাস্তব ব্যাখ্যা-মাত্র; বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত পুরুষোত্তম-লীলাকথারস-নিষেবণই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির একমাত্র উপায়। ভগবৎ লীলাকথারসাস্বাদনের পূর্ব্বাঙ্গে নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্যালোচনা অপরিহার্য্য। ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ রাধিকারমণজী প্রভুপাদের ইচ্ছায় উপরিউক্ত শ্রীতিটি পুনরায় কীর্ত্তন করিলে প্রভুপাদ "যৎকিঞ্চিদ্বৃত্তজ্ঞ" শ্লোকটি ব্যাখ্যা করেন।

গত ৩রা অক্টোবর মঙ্গলবার রাত্রে শ্রীল প্রভুপাদ বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল বি-এল মহাশয়ের নিকট 'অনাসক্তস্য বিষয়ান্' ও 'প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা' শ্লোকদ্বয় ব্যাখ্যা-মুখে যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্যের বিষয় উপদেশ করেন। উহার মর্ম্ম এইরূপ—'যথাযোগ্য বিষয়

কৃষ্ণ অনাসক্ত কথা' ইহাই মহাপ্রভুর উপদেশ। জগতের প্রত্যেক বিষয়কে কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত জানিয়া Proper adjustment-এর নামই 'যুক্তবৈরাগ্য', ইহাই প্রয়োজন; ফল্গুবৈরাগ্য 'প্রয়োজন' নহে। কৃষ্ণেতর সহিত dove-tailed হইতে হইবে, নিজের বিষুমায় স্বতন্ত্রতা রাখিতে হইবে না। চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়—রূপ-শব্দাদি। ইন্দ্রিয়গুলি বিষয় গ্রহণ করিতে চাহে বলিয়া তাহাদিগকে নষ্ট করিবার বিচার কখনই কৃষ্ণসেবা হইতে পারে না। যথাযোগ্য দ্রব্য কৃষ্ণসম্বন্ধে নিযুক্ত করিয়া কৃষ্ণপ্রীতি মূলে রাখার করিলেই—ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিকে কৃষ্ণানুশীলনে নিযুক্ত করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয়ের যথাযোগ্য ব্যবহার হইল। নতুবা হরিসম্বন্ধিবস্তুকে প্রাপঞ্চিক-জ্ঞানে পরিত্যাগ করিবার বিচার কখনই ভক্তিমার্গের বিচার নহে। কৃষ্ণভক্তির অনুকূল বিচার গ্রহণ ও প্রতিকূল বিষয় বর্জন-অঙ্গীকারই যুক্তবৈরাগ্যের বিচার। "কৃষ্ণসম্বন্ধিস্থলে, কৃষ্ণসংকীর্তনে প্রীতি করা আবশ্যক" এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ 'আনুকূল্যেনকৃষ্ণানুশীলনম্' শ্লোকটি ব্যাখ্যা করেন। হরিকথা-শ্রবণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও প্রভুপাদ বিশেষভাবে আলোচনা করেন।

রাত্রি প্রায় ৯॥ টায় শ্রীযুক্ত পূর্ণিমবিহারী মিত্র মহাশয় আসেন। প্রভুপাদ তাঁহার সহিত কথাপ্রসঙ্গে "অবৈষ্ণব আত্মগণের dictation অনুসারে বৈষ্ণবের বিচারকে নিয়মিত করিতে হইবে না; বৈষ্ণব প্রাকৃত বিধিনিষেধের গণ্ডীর মধ্যে নহেন, তাঁহার হরিকীর্তন সার্বত্রের ব্যবস্থানুযায়ী নিয়মিত হইবে না" ইত্যাদি মর্মে অনেকক্ষণ আলাপ করেন।

শ্রীপাদ বাসুদেবপ্রভুর হরিকথার মর্ম্ম

৯ই ২৯শে সেপ্টেম্বর (১৯৩৬) প্রাতে মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুলীলা-বৈশিষ্ট্যে দুইটি বিরুদ্ধধর্মের অপূর্ব্ব সিদ্ধান্তময় প্রবর্ত্তন-মুখে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। গুরুপাদপদ্মে দীক্ষাগ্রহণের ফলেই বা অভিনয়েই যে দিব্যজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়, তাহা নহে; শ্রীগুরুপাদপদ্মের চিন্তিনাদ-সিদ্ধান্ত বুঝিতে না পারিলে তাঁহার কৃপা-বঞ্চিত হইয়া চরমে অচিন্তিলাস বা নির্ব্বিশেষবাদেই লক্ষ্য হইয়া পড়ে। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের নিত্যস্থাভিনয়কারী শ্রীরামচন্দ্রপুরীই তাহার দৃষ্টান্ত। "তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ।' বিচারই চরম নিঃশ্রেয়স প্রদান করেন। ভোগ-ত্যাগ ও ত্যাগ-ত্যাগের বিচার এবং কেবলা সেবার বিচার শ্রীল প্রভুপাদ গত বৈশাখে পুরীতে চটক-পর্ব্বতে বিশেষভাবে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন শ্রীচৈতন্যভাগবতের অদ্বৈত-স্থানে-অপরাধ-স্খলন-রহস্য, শ্রীসনাতন পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বৈরাগ্য-বিচারে প্রথমে ব্রাহ্মিলীলা ও তৎপর তাঁহার নিজস্ব-স্বীকার-লীলা, নিত্যানন্দ প্রভুর মহাপ্রভুর দণ্ডভঙ্গলীলা ও মহাপ্রভুর জোষাভিনয়-লীলা, মহাপ্রভুর ছোট হরিদাস-বর্জ্জন-লীলা, দাক্ষিণাত্য-বিজয়কালে সার্ব্বভৌমাদির কাতরতা-সত্ত্বেও মহাপ্রভুর নিরপেক্ষতা-লীলা, বেনাপোলে নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের শ্রীনামগ্রহণ-লীলার প্রকৃত আনুগত্যে শ্রীনামকৃপালাভ-যোগ্যতা, মহাপ্রভুর সমুদ্র, কোণার্ক, আলালনাথ ও শেষশায়ী গমন-লীলা, মহাপ্রভুর একাকী জগন্নাথদর্শন-লীলা, শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর শ্রীমহাপ্রভুর পাদপদ্ম সাক্ষাৎভাবে মস্তকে ধারণপূর্ব্বক শক্তিসঞ্চার-প্রার্থনা প্রভৃতি বিচার-বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। কন্যাকুমারী—শ্রী, ভূ ও লীলা—এই শক্তিত্রয়ের অন্যতমা লীলা-শক্তি বা দুর্গা-তত্ত্ব। রামানুজীয়গণের কন্যাকুমারীকে লক্ষ্মীরূপে সিদ্ধান্ত। সমুদ্র-মন্থনকালে লক্ষ্মীর আবির্ভাব ও বিষ্ণুকেই বরমাল্য প্রদান-লীলা আলোচ্য। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা-বৈশিষ্ট্যও আলোচিত হয়। আলালনাথ, শেষশায়ী ও কোণার্ক-রথতোলাটনই প্রভুপাদের উহকৃপা-বৈশিষ্ট্য। রামানুজ ও মধ্বিচারে বিষয়ের প্রাধান্য এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদনুগের বিচারে আশ্রয়-প্রাধান্য অর্থাৎ আশ্রয়ের প্রেমমাধুর্য্য যেখানে বিষয়ের চমৎকারপ্রদ হইয়াছেন, সেখানেই ভজনরাজ্যের সর্ব্বোৎ-

দুই চরৎকারিতা প্রকাশিত। শ্রীমদ্ভাগবতের সমগ্র দশম-স্কন্ধে এই বিচারই বিশেষভাবে লক্ষিতব্য। 'কৃষ্ণের আমি' ও 'আমার কৃষ্ণ' এই বিচারদ্বয়-বৈশিষ্ট্য, যাহার বিপ্রলম্ভের বিষয়বিগ্রহ-তর্পণের বিচারে অনভিজ্ঞতাই ভোগ-বিশেষে প্রভুবুদ্ধ্যাদিমূলে মাৎসর্য্যোদয়ের কারণ ইত্যাদি বহু বিষয় আলোচিত হয়।

নির্য্যাণ-সংবাদ

গত ১৮ই আশ্বিন (১৩৪৩), ৩রা অক্টোবর (১৯৩৬) রবিবার রাত্রি প্রায় ৯.৪০ মিনিটের সময় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গধামে অতিশয় নিরিঞ্জন-গোষ্ঠীন শ্রীচটকপর্ব্বতস্থ গোবাস-কুটীরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে দীক্ষা ও পরমহংসবেষাশ্রয়-প্রাপ্ত পরমভাগবত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ-দাস বাবাজী মহারাজ তাঁহার প্রায় বড়শীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গপাদপদ্ম স্মরণ ও হরিনাম মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে ক্ষেত্রজঃ প্রাপ্ত হইয়া নিত্যধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। দেহরক্ষার কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও তিনি তাঁহার মালিকায় হরিনাম জপ করিয়াছেন এবং উপস্থিত বৈষ্ণবমণ্ডলে উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন ও শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়গান করিতে থাকায় প্রার্থনা জানাইয়াছেন; শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও তাঁহার শ্রীমুখে হরিনাম উচ্চারিত হইতে দেখা গিয়াছে।

শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাস বাবাজী

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ করিবার পর অতি প্রাচীন বয়সেও এই মহাত্মার নবীনের ন্যায় ভজনোৎসাহ দর্শন করিয়া প্রভুপাদ গত ৩৪শ গৌরাব্দে শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার উঁহাকে 'ভক্তিবিধি' এই গৌরাবীর্য্যাদি প্রদান করেন। ইনি গত ১৯০৮ সালে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে সমগ্র গৌড়মণ্ডল পরিক্রমে—কোন যানবাহির সাহায্য না লইয়া পদব্রজেমাত্রে পরিক্রমা করিয়াছেন। প্রত্যহ ১৬ ক্রোশ নবদ্বীপধাম পরিক্রমান্তে ইঁহার অন্যত্র বিশ্রামোৎসাহ দর্শনে উপস্থিতগণ। ইঁহার ভজনচাতুর্য্যের পরিচয় পাইয়া শ্রীল প্রভুপাদ গত ১৮ই আশ্বিন (১৩৪১), এই অক্টোবর (১৯৩৪) শুভবাসরে পূর্ব্বোক্ত ইঁহাকে পরমহংসবেষাশ্রয় প্রদান করেন। বেষাশ্রয়ের পরে শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাস অধিকারী ভক্তিবিধি প্রভু নাম হয়—শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাস বাবাজী মহারাজ। ঐ দিবসই রাত্রে শ্রীল প্রভুপাদের পরম কৃপা-নির্দ্দেশ-বলে বাবাজী মহারাজ প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে ভক্তিবিনোদাসন শ্রীনৃসিংহমন্ত্ররাজ শ্রবণ করেন এবং প্রভুপাদের ব্যবহৃত 'বহির্ব্বাস' প্রসাদরূপে লাভ করেন। সেই বহির্ব্বাস মস্তকে ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে পরমানন্দে উচ্চৈঃস্বরে মুহুর্মুহু কীর্ত্তন করিতে আমরা অনেক দর্শন করিয়াছি। প্রত্যহ নির্জ্জন-সহকারে সংখ্যা নাম গ্রহণ, শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক, ভোগারাত্রিক, সন্ধ্যারাত্রিক ও পরমারাত্রিক-কালে বাবাজী মহারাজকে মুক্তস্বরে কীর্ত্তন-সহকারে কীর্ত্তন করিতে এবং আরাত্রিক-শেষে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-নামত্রিকাবিগ্রহের ও শ্রীবিগ্রহবয়ের সম্মুখে বাবাজী মহারাজ সহ সমবেত ভক্তগণের শ্রীমুখে হরিনাম উচ্চারণ করিতে আমরা লক্ষ করিয়াছি।

তাঁহার মুক্ত-লোকাদি সম্বন্ধেই তিনি জগজ্জনের উপদেশ-বাহীত কোনদিনই কোন বিষয়কর্ম্ম উপদেশ করেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহার নিত্যসঙ্গের আলোচনা ছিল। শ্রীমদ্ভাগবতের এক একটী শ্লোক তিনি বিশেষভাবে আস্বাদন করিতেন ও তাহা উচ্চৈঃস্বরে জানাইতেন। যেমন স্কন্ধের "গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্ব্বলাভার্পণেন চ। সদ্যস্তোষ্যাত্মদাতৃকামোদারো হরিঃ" শ্লোকটী এবং "ন তথা সন্নিকর্ষেণ' (ভাঃ ১০।৪৪।১৪) শ্লোকাংশ তথা "জিহ্বার আকৃতি অতি কোমল বাসনা। তোমা সে করিতে চাহি বৈষ্ণব-বন্দনা।", "আপনে অযোগ্য বলি মনে নাহি ভোর। তথাপি তোমার কৃপে উপজ লোভ।" "Today is ready to your hand, but who to-morrow can command", "Let not thy winged days be spent in vain, when gone no gold can buy them back again" ইত্যাদি বহু শ্লোক প্রায়ই তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করা যাইত।

শ্রীল প্রভুপাদ কৃপা করিয়া শ্রীগৌরসরস্বতীমুখ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গধামে তাঁহার ভজন-স্থলে নির্দ্দেশ করিয়া দিলে তিনি তাহা 'প্রভুবরেণ' জ্ঞানে পরমোৎসাহে তথায় ভজনে প্রবৃত্ত হন। প্রত্যহ মহাপ্রভু ও তাঁহার প্রিয় পার্ষদগণের পদাঙ্কপূত স্থান কীর্ত্তন-মুখে পরিক্রমা, বিগ্রহ-সমক্ষে দণ্ডবৎপ্রণতি, মৃদু-কীর্ত্তন, 'যথা তথা নিজগৃহে সভায় হরিনাম' বিচারানুসারে নিজকেও হরিনাম গ্রহণ করান'—প্রভৃতি তাঁহার ভজনাদর্শ, শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-মহাপ্রসাদ ও শ্রীনামে তাঁহার শ্রদ্ধা ও তাঁহার আচরণ আদর্শস্থানীয়। পুরীতে বহু চেষ্টা করিয়া গোপনভাবে কোন লোকের দ্বারা তাঁহার কোন সেবা করান' যায় নাই, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি।

যাবাজী মহারাজ যখনই চন্দ্রশেখরে উপনীত হইয়াছেন, তখনই সাইয়ে প্রণত হইবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। এজন্যই ইহার মায়াপুরে আসিয়া বাবাজী মহারাজকে ঐরূপভাবে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ সাইয়ে প্রণিপাত করিবার আদর্শ লক্ষ্য করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি।

এই মহাত্মার সমগ্রজীবন তপঃস্বরূপময়। তাঁহাকে বর্ণন করিলে বহুদোষের স্থায় দুষ্কৃতও বলিয়াই মনে হইত। শ্রীগুরুবৈষ্ণব-কৃপায় ইহার পরিবারবর্গের কেহই তাহা গ্রহণ করিতেন না। প্রথম জীবনে ইনি বেহিসার রোহিতাঞ্চলে অবস্থান শ্রীমদ্ভাগবত পাঠক ঠাকুর মহাশয়ের নিকট পরিচয়ের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানের ব্যবহারিক আদর গ্রহণ করিয়া পরিশেষে ইঁহাদেরই 'সাধারণ্যে উপকারঃ' বিচারানুসারে সাধারণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণীর আদর গ্রহণ করেন। ইঁহার দুই মুখ-পাত্র শুদ্ধভক্তিবাদ বিরোধী বিভিন্ন বৈষ্ণবপুত্র শ্রীযুক্ত নন্দদুলাল শ্রীচরণাশ্রয়ে একান্তভাবে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবাদর্শ গ্রহণ করিয়া তদনুগমন বিধান করিয়াছেন। সালে এপ্রিল মাসে ইঁহার [illegible] সালে ইঁহার তিরোভাবী সহধর্ম্মিণী ও বিদুষী শ্রীমতী ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীমুখের শ্রীহরিকথা শ্রবণের আদর করেন। ১৯১০ সালের পর হইতেই এই মহাত্মার সমস্ত পরিবার শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃপায় শুদ্ধভক্তিসম্প্রদায়ীয় সুসেবার দাস হইতে থাকেন।

বাবাজী মহারাজ ইদানীং মায়াপুরে, কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠে, ইদানীং বৃন্দাবনে মাধুকরী সময়ে সময়ে অবস্থানপূর্ব্বক ভজন করিয়াছেন। অতঃপর বেষাশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক 'প্রভুদত্ত বেশ' শ্রীপুরুষোত্তম ধামে স্বেচ্ছায় শেষ-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কোন বৈষ্ণবের সেবা গ্রহণ না করিয়া সর্ব্বক্ষণ শুদ্ধভক্তিবিরোধীর বিচারানুসারে যে-প্রকার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা পরমাশ্চর্য্যজনক এক মহান্ আদর্শ-স্বরূপ। বাবাজী মহারাজ দেহরক্ষার কিয়ৎকাল পূর্ব্বেও শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে শ্রীহরিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটোৎসব সম্পাদন করিয়াছেন।

"কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ। স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা বৈল সঙ্গ-ভঙ্গ।"—শ্রীবিলাপ ঠাকুরের নির্দ্দেশে মহাপ্রভুর এই উক্তির অনুসরণে আমরা আজ তাঁহার স্থায় ভক্তপ্রবরের সঙ্গাভাবে বিশেষভাবে অনুভব করিতেছি।

গত বঙ্গাব্দ ভাদ্র (১৩৩০), ৯ই সেপ্টেম্বর (১৯২৩) রবিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় শ্রীগৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য ভূমিষ্ঠক ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন। ইনি কিছুকাল শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থান করিয়া ভজন করিয়াছিলেন। ১৩৩০ বঙ্গাব্দে ইনি শ্রীশ্রীবঙ্গীয়-সারস্বত-প্রচারিণী-সভা হইতে 'ভক্তিবিলাস' এই বঙ্গোপাধি লাভ করেন।

গত ১৭ই আশ্বিন (১৩৩০), ৩রা অক্টোবর (১৯২৩) বুধবার বেলা ১০৫ ঘটিকায় শ্রীধাম মায়াপুরে সংকীর্ত্তন-রাসস্থলী শ্রীযোগপীঠ-ভবনে শ্রীগৌড়ীয়-সেবক শ্রীযুক্ত ধুরন্ধর পাল ভাগবতভূষণ-শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে সংকীর্ত্তন-মধ্যে শ্রীধামলাভ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি বয়সে নবীন হইলেও তাঁহার ভজন-চেষ্টায় প্রবীণের আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি বৈষ্ণবোচিত বিবিধ সদ্গুণে ভূষিত থাকিয়া শুদ্ধধর্ম্মের বিশেষ হিতৈষীরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়ম্ঃ

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব গত ১৪ই সেপ্টেম্বর হইতে আরম্ভ হইয়া গত ৩০শে সেপ্টেম্বর সমাপ্ত হইয়াছে। মঠের বৈষয়িক বিষয়সেবায় পাঠ-আরম্ভ পূর্ব্ববৎ যথারীতি অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ ও ব্যাখ্যা এবং সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বা শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা হইয়া থাকে।

৩০শে সেপ্টেম্বর—শ্রীবিষ্ণুপদ-মহোৎসব, উৎসব-সমাপ্তি। প্রাতে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীকৃষ্ণবিষ্ণুর ভাঃ ৪।৮।১৭ অঃ—৩।২৪ অঃ পর্য্যন্ত পারায়ণ এবং সন্ধ্যায় শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন। রাত্রির ট্রেণে আলোয়ার যাত্রা করিবার শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে গমন করেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ সত্যসত্যই প্রশংসার ও আদর্শস্থানীয়। প্রভুপাদ তাঁহাকে কৃপা করিয়া অনেক হরিকথা উপদেশ করেন।

সন্ধ্যায় মুদার শ্রীযুক্ত পরমেশ্বর নারায়ণ রায় প্রাক্ মহোৎসব ও রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকায় মহা-গৌড়ীয়মঠের নিকটবর্ত্তী স্থানের শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণদত্ত ও বিশ্বম্ভরদত্ত নামক দুইজন ভদ্রলোক প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করেন।

১লা অক্টোবর প্রাতে শ্রীহরিবিষ্ণুর ভাঃ ৩।৩৯-৭৭ অঃ পর্য্যন্ত পারায়ণ, শ্রীল প্রভুপাদের আত্মার পারোয়ারিবিষয়ক হরিকথা এবং সন্ধ্যায় শ্রীধাম মায়াপুর মহারাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা হয়।

২রা অক্টোবর প্রাতে ভাঃ ৩।৩৭ অঃ—১০।৮ অঃ পর্য্যন্ত পারায়ণ হয়। সন্ধ্যায় শ্রীধাম মায়াপুর মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন।

ত্রিবিক্রমবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ তীর্থ মহারাজ ঐ দিবস (২রা অক্টোবর) সন্ধ্যায় সদলবলে ব্যাণ্ড ব্যাটারীর আলোকাইটায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের গৃহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা ৯ম অধ্যায় ব্যাখ্যা-মুখে নামমাহাত্ম্য, গুরুতত্ত্ব, চারিবর্ণাশ্রমীর কৃত্য, সুদর্শন ও সুদর্শনের পার্ষদ প্রভৃতি কীর্ত্তন করেন। শ্রীধাম মায়াপুরস্থ ব্রহ্মচারী পাঠের পূর্ব্বে ও পরে কীর্ত্তন করেন।

১৯শ খণ্ড] শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৩১শে আশ্বিন, ১৩৪০; ১৭ই অক্টোবর, ১৯৩৩ [১২শ সংখ্যা

শারদীয়োৎসব

শারদীয়োৎসব আগতপ্রায়। এই উৎসবে গ্রাম্য কবি নীলাকাশ, নিশিরপদ্ম, শিউলি ফুল, সোনালিরৌদ্র, কাঁচাধান প্রভৃতি প্রাকৃত সৌন্দর্য্যের মোহন ছবি আঁকিয়া থাকেন, লৌকিকধার্ম্মিক প্রাকৃত সংসার-দুর্গের রক্ষয়িত্রী দুর্গাদেবীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের সহিত আমোদ-প্রমোদ বা সংসারানন্দ উপভোগ করিবার প্রয়াসী হন। আবার পুত্র-শোকাতুরা জননী, পতিহারা পত্নী, ভার্য্যা-বিরহকাতর উদ্ভ্রান্ত প্রেমিক সেই তথোপভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া সাময়িক মর্ম্মবেদনায় মরিয়া যান। দরিদ্র, রুগ্ন, অক্ষম, বেকার প্রভৃতি ব্যক্তিগণ পূর্ণমাত্রায় সুখ উপভোগ করিতে না পারিয়া মনোবেদনায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। পুরোহিতের সম্বৎসরের প্রাসাচ্ছাদন-সংগ্রহের সুবর্ণ-সুযোগ, নৃত্যগীত-বাদ্যাদি ব্যসন, ছাগমহিষাদির শোণিত-প্রবাহের মধ্য দিয়া শারদীয়োৎসব কাটিয়া যায়। গ্রাম্য-সাহিত্যিকগণ, কবি-ওয়ালাগণ, কাগজওয়ালাগণ এই সময় বেশ পসার জমাইয়া লন। তবে কেহ কেহ পূর্ব্বের ন্যায় আমোদপ্রমোদের প্রাচুর্য্য নাই বলিয়া দুঃখ-প্রকাশও করিয়া থাকেন।

শত বৎসর পূর্ব্বের সংবাদ-পত্রে ও সাহিত্যে শারদীয়োৎসবের যে সকল চিত্র পাওয়া যায়, তাহাতেও তোমেরই প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত দেখা যায় তখন কলিকাতাতে দুর্গোৎসবে যেরূপ ধুমধাম নর্ত্তকীরও নৃত্যাদি হইত (২১শে অক্টোবর ১৮২০, 'সমাচারদর্পণ' দ্রষ্টব্য)। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার স্বলিখিত চরিত্রেও প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বের শারদীয়োৎসবের কথা এইরূপ লিখিয়াছেন—

"দুর্গোৎসবে বড়ই মজা হইত, তিন দিবস খুব পূজার

মুদ্রায় ০ ০। নবদ্বীপবাসে অনেক পাঠা ও মহিষ বলিদান হইত ০ ০। প্রথমরাত্রে ধুমধাম ও বাইনাচ হইত। তৎকালে লোকদিগের চিত্ত ঈশ্বরাপেক্ষা ইন্দ্রিয়সুখে আকৃষ্ট থাকিত। অধিকরাত্রে কবিগান হইত, দুই দলে কবির লড়াই ০০০। মদ্যমাংসের জাঁক ছিল, কিন্তু পাঠাদিগের সর্ব্বনাশ, সমাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পাঠার লোভে উপস্থিত হইতেন।"—(ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্বলিখিত জীবনী ৯, ১০ পৃষ্ঠা)

শত বৎসর পূর্ব্বে চণ্ডীপূজাকে বাধাতামূলক করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টাও হইত। ইংরাজী ১৮২০ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বরের 'সমাচারদর্পণে' এইরূপ একটি চিত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে—

"হিন্দুস্থানের মধ্যে শরৎকালীন দেবীপূজা অনেক স্থানে হয়; বিশেষতঃ গঙ্গানদীর উত্তর পার্শ্বে অধিক সমারোহ হয়। যদি কোন ভাগ্যবান্ হিন্দু এ পূজা না করে, তবে রীতি আছে যে, রাত্রিকালে প্রতিমা আনিয়া লোকেরা সঙ্গোপনে তাহার চণ্ডীমণ্ডপে রাখিয়া যায়; পরে গৃহস্থ ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া কিম্বা লোকমুখে যেরূপে হয় তাঁহার পূজা করে। তাহাতে গত সপ্তাহে এই আশ্বিন মঙ্গলবার রাত্রে বেল-ঘরিয়া গ্রামের বালকেরা ঐ গ্রামের কোন ভাগ্যবানের বাটীতে এক দোমাটীয়া প্রতিমা রাখিয়া আসিয়াছিল। ঐ আশ্বিন বুধবার প্রাতে সেই ভাগ্যবান্ আপন বাটীতে ঐ দোমাটীয়া প্রতিমা দেখিয়া অতিশয় রাগান্বিত হইল ও আপন ঘর হইতে দা' আনিয়া প্রতিমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া আপন পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়া বাঁশ ও কাঠ-দ্বারা চাপা দিয়া রাখিল। যাহারা ঐ প্রতিমা রাখিয়া আসিয়াছিল, তাহারা দেখিল যে, যেখানে প্রতিমা ছিল, সেখানে নাই; পরে অন্বেষণ করিতে করিতে জানিল যে, প্রতিমা কাটিয়া পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়াছে। তারপর তাহারা ঐ প্রতিমা সরকারি স্থানে আপনারা পূজা করিবেক নিশ্চয় করিয়া প্রতিমা ফিরিয়া আনিতে গিয়াছিল, তাহাতে সেই ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তাহাদিগকে প্রতিমা উঠাইয়া লইতে না দিয়া বাহিরিপট করিয়া বিদায় করিল।

পূর্ব্বাবধি এই রীতি চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে যেখানে এইরূপে তাঁহার আগমন হয়, সেখানে কোন মতে অন্নবস্ত্রে পরিতৃপ্তা হইয়া দশমীর দিবস তলে যান হইয়া থাকেন; কিন্তু আগমনমাত্রে এরূপ দুঃখিতা হইয়া তলে যান হইতে হিন্দুস্থানের মধ্যে কেহ দেখে নাই ও শুনে নাই।"

চারিশত বৎসর পূর্ব্বেও এই বঙ্গদেশে 'ভবানীপূজা' করাইবার এইরূপ বাধ্যতা-মূলক অভিসন্ধির কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শুনিতে পাওয়া যায়। যে সময় মহাপ্রভু শ্রীবাসাঙ্গনে শ্রীবাসের অঙ্গনে দ্বার রুদ্ধ করিয়া কীর্ত্তনানন্দ আস্বাদন করিতেন, সেই সময় নবদ্বীপবাসী অনেক বহির্ম্মুখ ব্যক্তি শ্রীবাসপণ্ডিতকে নানাভাবে নির্য্যাতন করিবার চেষ্টা করিত। 'গোপালচাপাল' নামক কোন বাচাল কট্টাচার্য্য দেবী-পূজার সজ্জা, কলাগাছ, জবাফুল ও রক্তচন্দন ইত্যাদি মদ্যভাণ্ডের সহিত শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহের রুদ্ধদ্বারের নিকট রাখিয়া গিয়াছিল। প্রাতঃকালে শ্রীবাসপণ্ডিত তাহা দেখিয়া পরিহাস করিতে করিতে সকলকে বলিলেন,—"দেখ দেখ, আমি রোজ রাত্রে ভবানীর পূজা করিয়া থাকি। ইহাতে আমার 'শাক্ত' পরিচয়ের যে ত্রুটি ছিল, তাহা জানিতে পারিলে।" ত্রিলোকসকল তাহা দর্শন করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং কাঁদি ভাঙ্গাইয়া সেই সকল অমেধ্য ও কদর্য্য দ্রব্য দূরে নিক্ষেপ করাইলেন ও জল-গোময়ের দ্বারা সেই স্থান পরিশুদ্ধ করিলেন। বৈষ্ণবাপ-রাধে গোপালচাপালের গলৎকুষ্ঠ রোগ হইল।

তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর।
রাত্রে সংকীর্ত্তন করে এক সম্বৎসর॥
কপাট দিয়া কীর্ত্তন করে পরম আবেশে।
পাষণ্ডী হাসিতে আইসে, না পায় প্রবেশে॥
কীর্ত্তন শুনি' বাহিরে তারা জ্বলি' পুড়ি' মরে।
শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে॥
একদিন বিপ্র, নাম—'গোপালচাপাল'।
পাষণ্ডী-প্রধান সেই দুর্ম্মুখ, বাচাল॥
ভবানী-পূজার সব সামগ্রী লইয়া।
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাঞা॥
কলার পাত উপরে থুইল ওড়-ফুল।
হরিদ্রা, সিন্দুর, রক্তচন্দন, তণ্ডুল॥
মদ্যভাণ্ড-পাশে ধরি' নিজ-ঘরে গেল।
প্রাতঃকালে শ্রীবাস তাহা ত' দেখিল।

বড় বড় লোকেরে আনিল বোলাইয়া।
সবারে কহে শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া॥
নিত্যকালে করি আমি ভবানী-পূজন।
আমার মহিমা দেখ, ব্রাহ্মণ-সজ্জন॥
তবে সব শিষ্টলোক করে হাহাকার।
ঐছে কর্ম্ম দেখা কৈল কোন্ দুরাচার॥
চাড়িকে আনিয়া সব দূর করাইল।
জলগোময় দিয়া সেই স্থান লেপাইল॥
তিন দিন রহি' সেই গোপাল চাপাল।
সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ, বহে রক্তধার॥
সর্ব্বাঙ্গ বেড়িল কীটে, কাটে নিরন্তর।
অসহ্য বেদনা, দুঃখে জ্বলয়ে অন্তর॥
গঙ্গাঘাটে বৃক্ষতলে রহে ত' বসিয়া।
এতদিন বলে 'কিছু প্রভুকে দেখিয়া॥
গ্রাম-সম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল।
ভাগিনা, দুষ্ট কুষ্ঠব্যাধিতে হৈনু ব্যাকুল॥
লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার।
মুঞি বড় দুষ্কৃতী, মোরে করহ উদ্ধার॥
এত শুনি' মহাপ্রভুর হইল ক্রুদ্ধ মন।
ক্রোধাবেশে বলে তারে তর্জ্জন-বচন॥
আরে পাপি, ভক্তদ্বেষি, তোরে না উদ্ধারিমু।
কোটিজন্ম এই মতে কীড়ায় খাওয়াইমু॥
শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানী-পূজন।
কোটিজন্ম হ'বে তোর রৌরবে পতন॥
পাষণ্ডী-সংহারিতে মোর এই অবতার।
পাষণ্ডী সংহারি' ভক্তি করিমু প্রচার॥
এত বলি' গেলা প্রভু করিতে গঙ্গাস্নান।
সেই পাপী দুঃখ ভোগে, না যায় পরাণ॥
সন্ন্যাস করিয়া যবে প্রভু নীলাচলে গেলা।
তথা হৈতে যবে কুলিয়া গ্রামে আইলা॥
তবে সেই পাপী প্রভুর লইল শরণ।
দিন্ত উপদেশ কৈল হইয়া করুণ॥
শ্রীবাস পণ্ডিতের স্থানে আছে অপরাধ।
তথা যাহ, তেঁহো যদি করেন প্রসাদ॥
তবে তোমার হ'বে এই পাপ-বিমোচন।
যদি পুনঃ হৈছে নাহি কর আচরণ॥
তবে বিপ্র লইল শ্রীবাসের শরণ।
তাঁহার কৃপায় হৈল পাপ-বিমোচন॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ১৭.৩৪-৪৯)

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনারায়ণ মল্লিক এই প্রসঙ্গ-সম্বন্ধে যে কুতর্ক উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ পূর্ব্বেই 'গৌড়ীয়'-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তবে বহির্ম্মুখ মানব-মনোবিজ্ঞান ও সেবোন্মুখ ব্যক্তিগণের চরিত্রের দিক্ হইতেও ইহা শত শত প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা উচ্চকণ্ঠে বলা যায় যে, যাঁহারা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম বা মোক্ষাভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য ধর্ম্মের অভিনয় করেন, তাঁহারা ব্যক্ত ও গুপ্ত ভোগী বলিয়া অধোক্ষজ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ বিধানকারী ব্যক্তিগণের প্রতি তাঁহাদের মাৎসর্য্যের উদয় হইয়া থাকে। বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ মনে করেন, 'ভগবান্ আছেন কি নাই, সে বিষয়ে সন্দেহ।' যেখানে 'সন্দেহ', সেখানেই 'নাই' কথাই অনুর্ব্বাপ্রায়ঃ সম্রাজ্ঞী হইয়া অধিষ্ঠিত। আর যেখানে 'ভগবান্ আছেন' এরূপ স্বীকৃত হয়, সেখানেও ভগবান্ (?) খানাবাড়ীর রাইয়ত বা ভোগের মাল-মসলা সংগ্রহকারী! 'মোক্ষাভিসন্ধি' দ্বারা ভোগাভিসন্ধির (আপাত) প্রতি-যোগী বলিয়া মনে হয়, তাহাও ভোগেরই প্রচ্ছন্নরূপান্তর। কাজেই ভোগী ও তথাকথিত ত্যাগি-সম্প্রদায় মনে করেন, ভগবান্ যদি থাকেন, তাহা হইলে হয় তিনি আমাদের ভোগের যোগানদারী করিবার জন্য সাময়িক বা নশ্বর ইন্দ্রিয়বান্ হইবেন, না হয় আমাদের বিপরীতধর্ম্ম-বিশিষ্ট অর্থাৎ ভোগে অক্ষম নিরীন্দ্রিয় বা নিরাকার কোন তত্ত্ব-বিশেষ হইবেন! এজন্য ভোগি-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ আবার ভগবৎসেবায় অর্থাদি নিযুক্ত করা অপেক্ষা মানুষের সেবায় (অর্থাৎ ভোগে) অর্থাদি নিযুক্ত করা অধিক শ্রেয়ঃ বলিয়া বিচার করিয়া থাকেন। একটু গভীরভাবে প্রবিষ্ট হইয়া বিচার করিলে দেখা যায়, ইহার মূলে আছে নাস্তিকতা ও ভোগপ্রবৃত্তি।

পরমেশ্বর থাকেন কি না থাকেন সন্দেহ, আর যদি থাকিয়াই থাকেন, তবে তিনি আমাদের ভোগের যোগানদার (!), তখন সেই প্রত্যক্ষ ভোগ-সরবরাহকারী ঈশ্বরকে পূজা করিবার পরিবর্ত্তে প্রত্যক্ষ ভোগের যোগানদার নিজ সমাজ বা নিজ দেহসম্বন্ধীয় দেশের সেবা করিলেই অধিকতর মনের তৃপ্তি বা ভোগ লাভ

হইতে পারে। এক একটি 'বিশ্বনাথ-সম্প্রদায়ে' বা ভোগি-সম্প্রদায়ে, কিংবা তৎপ্রতিযোগী ত্যাগি-সম্প্রদায়ে মনুষ্যকে দেবতা, নারায়ণ (?), হরিজন (?) প্রভৃতিরূপে কল্পিত হইয়াছে। কোন এক উচ্চশিক্ষিত প্রবীণ বিজ্ঞানীকে মুখে একটি শ্লোক শুনিয়াছিলাম, শ্লোকটি মনে নাই, তবে তাঁর তাৎপর্য্যটি মনে আছে যে, "জগজ্জননী দুর্গাদেবীই প্রসবকালে আমার জননী বা প্রসূতি, আমার বালো মাতা বা ভগ্নী এবং আমার যৌবনে শয্যাসঙ্গিনী, আর আমার বৃদ্ধকালের বারাঙ্গনা।" এইরূপ ভোগবিচারে অনেক সময় স্ত্রীজাতিকে 'দুর্গা' ও জীবকে 'শিব' কল্পনা করা হয়। দরিদ্রকে 'নারায়ণ', দেবদ্বেষকারীকে 'হরিজন' প্রভৃতি বলিয়া তাহাদের দৈহিক ও মানসিক অভাবের সাময়িক মোচনই পরমেশ্বরের (?) সেবা এবং তাহা অধোক্ষজ ভগবৎসেবা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, ইহা আধুনিক মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দরিদ্রকে ভাত খাইতে দিয়া ও পরিতে দিয়া তাহার দৈহিক অভাব মোচন করিয়া দিলে বা দেবদ্বেষীর পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইয়া চাকরীর জন্য করিয়া দিলে তাহাদিগকে ভোগী প্রস্তুত করিয়া দিবার সহায়তা করা হয় বটে এবং ভোগি-সমাজও তাহাদের নিকট হইতে ভোগের কিছু সুযোগ সুবিধা বা প্রতিদান আদায় করিতে পারেন সত্য; কিন্তু ইহাতে পরস্পরের আত্মমঙ্গল কি হইল? ভোগই কি জীবনের চরম আদর্শ? পাশ্চাত্যদেশে এমন অনেক স্বাধীন, তথাকথিত সুসভ্য ও বিপুল সম্পৎশালী রাষ্ট্র আছে, যেখানে সাধারণের দারিদ্র্যক্লেশ রাষ্ট্রই মোচন করিয়া দিয়াছে, যেখানে দেবদ্বেষ-মূলকারাসের নীচজাতিত্ব জাগতিক ঘৃণার বস্তু বলিয়া বিবেচিত হয় না, কিন্তু সেই সকল রাষ্ট্রও যে "শান্তি শান্তি" বলিয়া চীৎকার করিতেছে, যুদ্ধ থামাইবার শত শত চেষ্টা করিয়াও ত' যুদ্ধের যান-মসলার গবেষণা-মন্দিরকে পৃথিবী হইতে লুপ্ত করিয়া দিতে পারিতেছে না; বরং গুপ্ত ও গুপ্তভাবে তাহা প্রসারিতই হইতেছে।

মনুষ্যজাতি দেবদ্বেষকে নিজ অঙ্গ বলিয়া আলিঙ্গন করিতে যাইতেছে, কিন্তু আবার "পশুজাতির প্রতি নিষ্ঠুর হইতেছে। কেহ কেহ পশুজাতির আত্মা পর্য্যন্ত নাই এবং সেগুলি মানবজাতির ভোগ্য বস্তুর ইন্দ্রিয়রূপেই সৃষ্ট হইয়াছে" প্রভৃতি বলিতেও উদ্যত হইয়াছে! তাই এক শ্রেণীর লোক পশুজাতির প্রতি প্রীতি দেখাইয়া মানবজাতির জন্য বন্যা ও চর্ভিক্ষের 'রিলিফ ফাণ্ড' খুলিলেও পশুজাতিকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষ হইতে উদ্ধারের বিশেষ কোন চেষ্টা করিতেছেন না। তবে কোন্ সময় চেষ্টা করিতেছেন—যখন গরু বা ছাগলটি বন্যার জলে ভাসিয়া গেলে মানবজাতির গরু বা ছাগলের দুধ, মাংস বা চামড়ার অভাব ঘটে অর্থাৎ নিজের ভোগের ক্ষতি হয়, সেখানেই উহাদিগকে বাঁচাইবার চেষ্টা হইতেছে। আবার এক শ্রেণীর লোক পশুজাতির প্রতি খুব সহানুভূতি দেখাইবার ছলে 'পিঁজরাপোল' খুলিয়া বা 'খাটমল খিলাইয়া' বেশ ব্যবসায় ও প্রতিষ্ঠা সঞ্চয় করিয়া লইতেছে। পিঁজরাপোলের গরু ও মুরগুলির গোবরের ঘুঁটে ও অন্যান্য জিনিষ লইয়া বেশ কারবার চলিয়াছে। কোথাও বা বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের 'অহিংসা পরমধর্ম্ম' কল্পনাতীত কৃত্রিম আকার ধারণ করিয়াছে। বৃদ্ধ পশু, বৃদ্ধ মনুষ্য প্রভৃতি ভক্ষণে হিংসা-ধর্ম্মের প্রশ্রয় দেওয়া হয় না, কেহ কেহ কল্পনা করিতেছেন। তিব্বতে নাকি সন্তী জাতীয় ধান বলিয়া কেহ বিচার করিয়া লইয়াছেন! মনুষ্যের মধ্যে যে সকল মনীষী মনুষ্যজাতিকে অর্থাৎ স্বজাতিকে 'নারায়ণ' বা 'হরিজন' বলিয়া প্রচার করিতেছেন বা নিজে 'শিব' বা 'ব্রহ্ম' হইয়া যাইতে চাহিতেছেন, এরূপ ব্যক্তিও বাঙ্গালী হইলে বিহারী, উড়িয়া বা পাঞ্জাবীকে সাহায্য করিতে যতটা প্রস্তুত হন বা বিহারী ও পাঞ্জাবী বাঙ্গালীকে সাহায্য করিতে ততটা আগ্রহবিশিষ্ট হন না; অহিন্দু হিন্দুকে, হিন্দু অহিন্দুকে দৈহিক সাহায্য করিতেও ততটা রুচিবিশিষ্ট হন না, এমন কি পরস্পরের প্রতি খড়্গহস্ত। অতএব মূলে 'নারায়ণ' বা 'হরিজন' বলা বা বলান'—প্রভৃতির মূলে আছে কেবল কপটতা আর সকলের মূলে আছে কেবল আত্মভোগ-পিপাসা। ভোগে ভোগ, ত্যাগে ভোগ, ধর্ম্মে ভোগ, কর্ম্মে ভোগ, জাতীয়তায় ভোগ, উদারতায় ভোগ, সাম্প্রদায়িকতায় ভোগ, অসাম্প্রদায়িকতায় ভোগ। অধোক্ষজ পরমেশ্বরের সেবাহীন, অধোক্ষজ পরমেশ্বরের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-বিরোধী বহির্ম্মুখতা—কেবল ভোগেরই বিলাস-সজ্জা। ভোগী মানব ভোগের মদিরা পান করিয়া ভোগ-সভায় শায়িত

থাকিয়া ভোগের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে যে-সকল ধর্ম-কর্ম, জ্ঞান, ব্রত, পরোপকার, সত্য, দয়া প্রভৃতির সৃষ্টি পড়িয়াছে, তাহা ভোগেরই বহুরূপী প্রতিচ্ছবি। এই যাক ও ভক্ত ভোগকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল অলৌকিক ধর্মমত গড়িয়া উঠিয়াছে ও উঠিবে, তাহার সহিত অধোক্ষজ ভগবানের ভোগতাৎপর্যময় ধর্মকে সমান আসনে অথবা কার্যতঃ তাহা অপেক্ষা নিম্নাসনে স্থান দিবার প্রবৃত্তি বহির্মুখ মানব-সমাজের, দেবতা-সমাজের বা সমগ্র প্রাণি-জগতের মধ্যে চিরদিনই অনুস্যূত আছে। একদিন গৌরসুন্দরকে ইন্দ্রিয়-তর্পণ-যজ্ঞে প্রথম দেখিয়া ভোগ-প্রমত্ত "পাষণ্ডিহিন্দু"গণ কিরূপ বিচার করিয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই—

"এত শুনি' তা-সবারে ঘরে পাঠাইল।
হেনকালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ-সাত আইল॥
আসি কহে,—হিন্দুর ধর্ম তাহিল নিমাঞি।
যে কীর্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই॥
মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি করি জাগরণ।
তাতে নৃত্য, গীত, বাদ্য,—যোগ্য আছয়ন॥
পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
এবে আসিয়া ঢালায় বিপরীত॥
উচ্চ করি' গায় গীত, দেয় করতালি।
মৃদঙ্গ-করতাল-শব্দে কর্ণে লাগে তালি॥
না জানি কি খাঞা মত্ত হঞা নাচে, গায়।
হাসে, কান্দে, পড়ে, উঠে, গড়াগড়ি যায়॥
নগরিয়া পাগল হৈল সদা সংকীর্ত্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই, করি জাগরণ॥
'নিমাঞি' নাম ছাড়ি' এবে বোলায় গৌরহরি।
হিন্দুর ধর্ম নষ্ট হৈল পাষণ্ডী সঞ্চারি'॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বাড় বাড়।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥
হিন্দুশাস্ত্রে 'ঈশ্বর'-নাম—মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি॥
গ্রামের ঠাকুর তুমি, সব তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জ্জন॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২০৩-২১৩)

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণের অপ্রকট-লীলা আবির্ভাবের পরে যে সময়ে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য প্রভৃতি প্রমুখ আত্মধর্ম-প্রচারক আচার্যবৃন্দের আবির্ভাব হয়, সেই সময়ের বঙ্গদেশের বহির্মুখ সমাজের চিত্র শ্রীনরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণন করিয়াছেন—

"এ দেশের লোক দম্ভাকর্ষে বিচক্ষণ।
না জানয়ে ধর্ম কিবা, কর্ম বা কেমন॥
কলহে কুশিক্ষা যত সে করিতে পারে।
ছাগ-মেষ-মহিষ-শোণিত ঘর-দ্বারে॥
কেহ কেহ মনুষ্যের কাটে মুণ্ড লৈয়া।
রক্তা-করে অন্তরে নর্তন মত্ত হৈয়া॥
সে-সময়ে যদি কেহ সেই পথে যায়।
হইলেও বিপ্র, তা'র হাত না এড়ায়॥
নহে সুবলিষ্ট, জাতিবিচার-রহিত।
মদ্য-মাংস বিনা না ভুঞ্জয়ে কদাচিত॥

(নরোত্তমবিলাস ৭ম বিঃ ২৪-২৮ সং)

এক সময় শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও তাঁহার অভিন্নহৃদয় শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ স্নানার্থ পদ্মাবতী নদীতে গমন করিতেছিলেন। এমন সময় দুইজন যুবক ব্রাহ্মণ সমাগত দুর্গোৎসবের জন্য ছাগ, মেষ ও মহিষ-শাবক লইয়া সেই পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন। উক্ত ব্রাহ্মণযুবকদ্বয়কে দেখিয়া শ্রীল নরোত্তম শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন যে, "এই যুবকদ্বয় কুকর্মজনের যোগ্য, কিন্তু তাঁহাদের উপর লৌকিক অলঙ্ঘ্যকরণের প্রভাব বিস্তৃত হওয়ায় তাঁহাদের নিত্য-স্বরূপধর্ম আচ্ছাদিত রহিয়াছে। কথা প্রসঙ্গে শ্রীল নরোত্তম ও শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্র হইতে ভাগবতধর্ম ও ভোগধর্মের প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেছিলেন, কিছুদূর হইতে সেই ব্রাহ্মণযুবকদ্বয় তাহা শুনিতে ছিলেন। সেই সকল শাস্ত্র-প্রসঙ্গ শ্রবণে ও যে ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্রের নাম তাঁহারা কর্ণে শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সাক্ষাৎ দর্শনে বিপ্রযুবকদ্বয়ের চিত্ত পরিবর্তিত হইল তাঁহারা ছাগ-মহিষাদি দূরে রাখিয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে শ্রীল নরোত্তম ও শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা দুই ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠের নাম হরিরাম ভট্টাচার্য ও কনিষ্ঠের নাম রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। ইঁহাদের পিতা শিবাই বা শিবানন্দ ভট্টাচার্য প্রতিবৎসরই

দুর্গোৎসবের সময় বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন এবং জগজ্জননীর নিকট ছাগাদি বলি প্রদান করিলে স্বর্গভোগ লাভ হয়, ইহা বিশ্বাস করেন। কিন্তু হরিবাসর ও রামচক্রের মহাভাগবতগণের মুখে হরিকথা শ্রবণের ফলে ভোগধর্ম হইতে অযোক্ষজ ভক্তির সারবত্তা জ্ঞান হওয়ায় বিপ্র-যুবকদ্বয় নিজের অনুচরবর্গকে ডাকিয়া সমস্ত ছাগ-মহিষাদিকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। মানবের মাংসের অনুচরগণ ছাগমহিষাদিকে ছাড়িয়া দিয়া পদ্মানদী পার হইয়া চলিয়া গেল। এদিকে হরিরাম ও রামরুক্ষ অন্যান্য মাঝির সহিত মহানন্দে বাড়ি করিয়া যথাক্রমে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীঠাকুর মহাশয়ের নিকট বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন। বিজয়াদশমীর পর একাদশীর দিন হরিরাম ও রামরুক্ষ খেতরী হইতে গোপাল গ্রামে গমন করিয়া সজ্জনবর বলরাম কবিরাজের গৃহে রাত্র কাটাইলেন। প্রাতে শিবানন্দ ভট্টাচার্য পুত্রদ্বয়কে দেখিয়া অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন। 'বলরাম ভোগসম্ভারের পরিবর্তে পুত্র-গণের প্রতি অপ্রসন্ন হন। শিবানন্দ সকল লোককে শুনাইয়া পুত্রদ্বয়কে বলিতে লাগিলেন—

"ওরে মূর্খ তর কেবি কোন্ শাস্ত্রে কয়।
ব্রাহ্মণ হইতে কি বৈষ্ণব বড় হয়॥
ভগবতী নিত্য হয় করিলা এত দিনে।
বৃথাই জীবন ভোর ভগবতী বিনে॥
বিপ্রে শিষ্য হৈল সে বা কেমন বৈষ্ণব।
পণ্ডিতের সমাজে তরাব পরাভব॥
করিব উচিত শাস্তি দুর্গার কৃপায়।
যেন হেন কার্য কভু না করে এথায়॥
শুনি ক্রোধে হরিরাম কহে বার বার।
আনহ পণ্ডিত দেখি বৈষ্ণবে শক্তি কার॥
আগে মোর পরাভব করিলে সে জানি।
নহিলে এ ভেক-কোলাহল-প্রায় বাণী॥
শুনি পুত্র-হাক্য ক্রোধে অধৈর্য হইল।
পণ্ডিত-সমাজে শীঘ্র পুত্রে বোলাইল॥
হরিরাম সিংহ-প্রায় অতি গর্ব করি'।
সর্ব মত খণ্ডি' কৈলা ভক্তি সংস্থাপনি॥
বেদাদি প্রমাণে সর্ব-আরাধ্য বৈষ্ণব।
শুনিতে সে-সব সবে হৈলা পরাভব॥
সকল লোকেতে হরিরাম-নামে ধন্য।
কেহ কহে এত বিদ্যা প'ড়ল কোথায়॥
কেহ কহে বৈষ্ণবের অনুগ্রহ হৈতে।
অনায়াসে স্ফুরে বিদ্যা না হয় পণ্ডিতে॥"

(নরোত্তম-বিলাস, দশম বিলাস—৪৩-৫৩)

শিবানন্দ ভট্টাচার্য ভোগধর্মের জয় ও ভাগবত-ধর্মের উৎসাদনের জন্য মিথিলা হইতে বিখ্যাতী মুরারি পণ্ডিতকে আনাইয়া ছিলেন, কিন্তু বলরাম কবিরাজ বিখ্যাতীকে উহারই যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা পরাভূত করিলেন। মুরারি লজ্জায় ত্রিভুবন আশ্রয় করিলেন। লোকে এখনও 'মুরারেস্ত্রীয়ঃ পন্থাঃ' বলিয়া থাকেন।

এখন যেরূপ ভোগধর্মাবলম্বিগণ বিজিত হইয়াও লজ্জিত হয় না, ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় শতশত বার লাঞ্ছিত হইয়াও উহাতেই আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকে, আবার সর্বধর্ম-সমন্বয়ের ধুয়া উঠাইয়া 'ভুক্তি' ও 'ভক্তি'কে একই শ্রেণী বলিবার দ্বারা প্রদর্শন করে, পূর্বের পণ্ডিতসমাজ এতদূর নির্লজ্জ ছিলেন না। তাই তাঁহারা শাস্ত্রকে যথার্থ রাখিয়া বিচারে পরাজিত হইলে সরলভাবে নিজ-পরাজয় স্বীকার করিতেন এবং তজ্জন্য অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেন।

রামচন্দ্র কবিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দ কবিরাজের চরিত্র হইতেও জানিতে পারা যায় যে, রামচন্দ্র ও গোবিন্দের মাতামহ দামোদর কবিরাজ বিশেষ নিষ্ঠাসম্পন্ন ও আচারবান্ শক্তি-উপাসক ছিলেন। গোবিন্দ দুষ্টিষ্ঠ হইবার কালে দামোদর কবিরাজ বিশেষ প্রক্রিয়ায় শক্তি-পূজা করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ভগবতী-ব্যতীত কোন কার্যই সিদ্ধ হয় না। রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর নিকট হইতে বৈষ্ণবী দীক্ষা লাভ করিলে গোবিন্দ মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন,—"কেন, দুর্গাদেবীর চরণ ভজনা করিলে কি ভববন্ধন হইতে মুক্তি হয় না? কৃষ্ণভজনের প্রয়োজন কি? দুর্গা উপাসনা ও কৃষ্ণভজন কি এক নহে?" স্বয়ং ভগবতী দেবী সরল গোবিন্দের এই সংশয় নিরাস করিবার জন্য তাঁহাকে জানাইলেন—"কৃষ্ণই সর্বেশ্বরেশ্বর, তাঁহার ভজন না করিলে কিছুতেই ভববন্ধন মোচন হয় না।"

"যাদের যে প্রভু তাতে মায়াতেতাং ভগবতি তে।"

(শ্রীঃ ৭।১৪)

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥
(গীঃ ৯।২৩)

আশৈশবৈষ্ণবতনয়ঃ প্রসঙ্গেঽহমেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ যথা।
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥
(গীঃ ৭।২০-২৩)

কেহ কেহ মনে করেন, বৈষ্ণবেরা বোধ হয় বিদ্বেষ করিয়া তথাকথিত শাক্তধর্ম্মকে হীন করিতে চাহেন। ইতিহাসেও শাক্ত ও বৈষ্ণবের (?) পরস্পর বিদ্বেষের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। পরন্তু যাঁহারা বিদ্ধশাক্তধর্ম্ম ও প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ বিচার করেন নাই, তাঁহারাই ঐপ্রকার ছল ও নজির দেখাইয়া ভুক্তি ও ভক্তিকে একাকার করিতে চাহেন। কোন শুদ্ধ বৈষ্ণবই কোন দিন ভুক্তি-মুক্তিবাঞ্ছারূপ বিদ্ধশাক্তধর্ম্মকে বিদ্বেষ করেন নাই, তবে ভোগ ও ভক্তির যথার্থ স্বরূপ জানাইয়া লোকের মঙ্গলের চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠে জানা যায় যে, বিদ্ধশাক্ত-সম্প্রদায় কতভাবেই না শ্রীবাসাদি নির্ম্মৎসর শুদ্ধবৈষ্ণবকুলকে, এমনকি প্রেমাবতার শ্রীগৌরনিত্যানন্দকে নির্য্যাতন করিতেন। বিদ্বেষীর সহিত যোগদান করিয়াও বৈষ্ণবধর্ম্মকে বিদ্বেষ করিতেন। পরবর্ত্তিকালের শাক্ত-সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রতিষ্ঠাশালী কবি রামপ্রসাদ সেন বৈষ্ণববেষকে পর্য্যন্ত কিরূপ বিদ্বেষের সহিত বর্ণন করিয়াছেন। অবশ্য বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে যে অবৈষ্ণবতার মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতেই রামপ্রসাদের বা তাঁহার সহযোগিগণের কটাক্ষ লক্ষ্যভেদ করিতে পারিয়াছিল। এমন কি রামপ্রসাদ কালীর রাসলীলা ও মোচ প্রভৃতি কল্পনা করিয়াছিলেন। আবার তাঁহার সহিযোগী আদু গোসাঞি তাহাতে বাধা দিয়া বলিয়াছিলেন—

"না জানে পরমতত্ত্ব,　　কাঁঠালের আমসত্ত্ব,
সেহে হ'বে সেহু কি চলায় রে।
তা যদি হইত,　　ঘরে ঘরে
গোপালে কি পাঠায় রে॥"

যাহা হউক, ভুক্তিবর্ম্ম ভক্তিধর্ম্মের অনুকরণে করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনের স্থানে কালী-কীর্ত্তন, কালীর রাসলীলা, মোচ, রথযাত্রা এবং ভাগবতধর্ম্মের অনুকরণে ভুক্তিকে নিন্দা করিয়া 'চিনি হ'তে চাই না, চিনি খেতে চাই' প্রভৃতি অনেক কিছুই কল্পিত হইয়াছে ও হইতেছে; কিন্তু উহার মধ্যদিয়াও আসুরকবিদ সম্ভোগবাদ ফুটিয়া উঠিতেছে। 'চিনি খাওয়া' বা 'চিনি হওয়া' উভয়ই যে সম্ভোগবাদ, ইহা বহু প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন পণ্ডিতগণও বুঝিতে পারিতেছেন না—ইহাই দুঃখের বিষয়! তাঁহারা সরল যুক্তি দ্বারাইয়া দেখে এক কুযুক্তি আবিষ্কার করিয়াছেন যে, বৈষ্ণবগণ যখন বিদ্ধশাক্ত-ধর্ম্মের দোষ প্রদর্শন করে, আবার শাক্তগণ যখন বৈষ্ণবগণের দোষ প্রদর্শন করিয়া থাকে, তখন উভয় সম্প্রদায়ই নিজ নিজ মতকে বাড়াইবার উদ্দেশ্যে ঐরূপ করিয়া থাকেন, বস্তুতঃ 'সকল ধর্ম্মই সমান'—এই ছলযুক্ত প্রকৃতধর্ম্মের স্বরূপ-বিচারের পথে চিরতরে অর্গল নিক্ষেপ করিয়াছে। ইহা মানুষকে ভুক্তি ও ভক্তির পার্থক্য বুঝিতে ও সচিন্তু হইয়া বিচার করিতে দিতেছে না—প্রচ্ছন্নভাবে মনগড়া ও বিদ্বেষই বাড়াইয়া দিতেছে।

শুদ্ধবৈষ্ণবগণ শুদ্ধশাক্তধর্ম্মের বিরোধী নহেন, তাঁহারাই প্রকৃতপ্রস্তাবে শুদ্ধশাক্ত। তাঁহারা 'যোগমায়া'র উপাসক—'মহামায়া' বা 'মোহমায়া'র উপাসক নহেন, তাঁহারা 'স্বরূপশক্তি'র উপাসক—'ছায়াশক্তি'র উপাসক নহেন। নিখিল শক্তির মূল-আশ্রয়-বিগ্রহ সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধাঠাকুরাণীর সেবাই রসাস্বাদনকারী গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের একমাত্র প্রার্থনীয় বস্তু। প্রাকৃতভূষণভূষিতা দুর্গা-বর্ম্ম, অর্থ, কাম প্রভৃতি অভাজিনাথ বা মোক্ষাভিসন্ধিরূপিণী আত্মতত্ত্বাবরণকারিণী, বদ্ধজীবকারাগার-রক্ষয়িত্রী, ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী অন্ধতমসা, তত্ত্বাবরণকারী বার্ত্তাস্বরূপিণী, প্রাকৃতসুবিধাবাদ-জননী দুর্গাদেবী শুদ্ধভক্তিবিমুখ জীবকে বঞ্চিত করিয়া বাহিরেকভাবে যে ভগবৎসেবা করিতেছেন, মহামায়ার সেই লীলায় প্রবিষ্ট না হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণবগণ সর্ব্বকারণকারণ অধোক্ষজ-শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ইন্দ্রিয়-তর্পণবিধানকারিণী স্বরূপশক্তির অনুগতত্বের পথে গমিত হইবার অভিলাষী। ভুক্তিধর্ম্মে আছে অক্ষজ আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ অর্থাৎ নিজের ধর্ম,

অর্থ, কাম বা মোক্ষ-বাঞ্ছা অথবা আনুকূল্যিক ভক্তির ভাবনা বা মিশ্রভক্তি ; আর শুদ্ধভক্তি-ধর্মে আছে—অধোক্ষজ-কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য সর্বেন্দ্রিয়ে সর্বক্ষণ অধিষ্ঠান-চেষ্টা। ইহাই ভগবান-গৌড়ীয়গণের পারমোৎসব। তাহাতে আত্ম-সম্ভোগ-চেষ্টা নাই—আছে অধোক্ষজ-কৃষ্ণকে সম্ভোগ করাইবার জন্য অকুণ্ঠ লালসা। কৃষ্ণ সেখানে একমাত্র ভোক্তা, আর সকলে ভোগ্য—ইহাই অপ্রাকৃত পারমোৎসব।

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥
(ভাঃ ১০।২৯।১)

বগুড়ায় শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা*

[২৫শে জুলাই, ১৯৬৬]

পৃথিবী আমাদের ভোগ-ভূমিকা। 'ভোগ' ব'লতে বুঝায় চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বগাদি-দ্বারা রূপ-রসাদি বিষয়-ভোগ। তা'তে অধিকাংশ সময়ই কষ্ট। যেখানে ভয়মরণ আছে, সেটি বাসযোগ্য নয়। এদেশে আমরা চিরকাল থাকব—এটা ভগবানের অভিপ্রেত নয়। এর পূর্বাপর আমাদের জানতে দেওয়া হয় নাই। আগে কি ছিল, পরে কি হ'বে, তা'র একটা readingএর chance নাই। যে বাক্যে খানিক সুখ, আর সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ এসে উপস্থিত হয়, তার থেকে relief চাই। দুঃখের অবসানটাই প্রয়োজনীয় মনে করি। এখানের অসুবিধাটা হ'চ্ছে normal condition ; এরাজ্য হ'তে কেমন ক'রে যাওয়া যায় যাতে হয়, সেইটা চাই। কতক লোক বলেন, যদি এ অসুবিধাটা civic orderএ রাখা হয়, তবে পরিমাণটা কম হ'তে পারে। ইহাসঙ্গতে নবোদ্ভাবিত প্রস্তাবে কোন ফল পাওয়া যাবে না। ফলাকাঙ্ক্ষী আমরা নিজকৃত্য পরিচালনা ক'রে অসুবিধার হাত হ'তে ত্রাণের জন্য চেষ্টা করি। আমাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতায় জগতের সঙ্গে যেটুকু পরিচিত হ'য়েছি, তা'তে এটুকু বুঝ্‌তে পেরেছি যে, আমরা আনন্দের প্রার্থী, কিন্তু এটা আনক পা'বার জায়গা নয়; Positive সুখ এদেশে নাই, তার ব্যবস্থা হয় নাই। কি জন্য এখানে এসেছি? স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করার জন্য। সেই অপব্যবহারের জন্য রুচি হওয়ায় আমাদের এমন একটা স্থান প্রয়োজন হ'য়েছে, যেখানে আমরা চেতনের অপব্যবহার ক'রতে পারি। তাই আমরা এখানে এসেছি। মনুষ্যজাতির বিচার চেতনের অপব্যবহার করা—চক্ষু-কর্ণাদি-দ্বারা বিষয় গ্রহণ করা। তা'তে নানা-প্রকার অভাব আছে, তা' মোচনের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করা হ'চ্ছে। এতে প্রস্তাবক সম্প্রদায় অনেক রকম প্রস্তাব করেন, কিন্তু তাতে সুবিধার বদলে অসুবিধা। তাতে অভিজ্ঞতা হয় যে, এস্থানটা আমাদের প্রয়োজনীয় নয়, ইহা পরীক্ষার স্থল। জ্ঞান আনক-সংগ্রহে বাধাপ্রাপ্ত হ'চ্ছে।

তত্রাদিবং জগদনেকবনপ্রকল্পং
বস্ত্রাত্মভস্তনীবসং পুরুদুঃখদুঃখম্।
ক্বেবাব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে
মায়াত উভয়দি যৎ সদিবাবভাতি॥
(ভাঃ ১০।১৪।২২)

বর্ত্তমান জগৎ মায়া হ'তে উদ্ভূত। তা'তে যেগে-নেওয়া ধর্ম বিদ্যমান ; কিন্তু অধোক্ষজ বস্তু মায়ের অতীতরূপ যোগমায়া কৃষ্ণকে রাখতে থাকেন, তাতে দুই আঙ্গুল কম হ'তে থাকে। আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় কৃষ্ণকে অবলম্বন ক'রে যে অভিজ্ঞতা-বিশিষ্ট হয়, তা এখানে নিরস্ত হ'য়েছে। ভাগবত ব'লছেন যে, বিশ্বের বস্তুসকল সৎ নয়। মনে ক'রছি মাত্র যে সৎ। শিশুকাল থেকে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত ক্রমশঃ পরিবর্ত্তনশীল। আদিম কাল থেকে যে সভ্যতা দেখ্‌ছি, সেটা empericismএর (আধ্যক্ষিকতার) উপর base ক'রে। সব চিন্তাস্রোতেই ভোগের কথা, আমি ভোক্তা, সব আমার ভোগ্য—এই সকলেরই চিন্তা। ভোগ ক'রতে গিয়ে সুখের জন্যই যত্ন করা হয়, কিন্তু লাভ হয় দুঃখ। তাই ব'লছেন পুরুদুঃখদুঃখম্। পুরু—অতিশয় দুঃখ। মানুষকে বেকুব করার জন্য এই জগৎ। মৃত পদার্থের অস্তিত্ব না থাকলেও স্বয়ংদর্শনকারী যেমন উহা ভোগ করে, তদ্রূপ এই জগতের অবস্থা স্বপ্নবৎ। এখানকার যে সকল

* ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজ-কর্তৃক লিখিত

transaction, তা' স্বপ্নবৎ। বিষয়টা বুঝ্‌লে—প্রপঞ্চবৈকণ্ঠ্য জান্‌তে পার্‌বে যে, এর স্থায়িত্ব কতক্ষণ। ভগবৎসেবা আরম্ভ ক'র্‌লে নিত্যস্থিতিটি বুঝতে পার্‌বে। এর হাত থেকে অব্যাহতি-লাভের জন্য নিত্যানুস্মরণোৎসুক হয়ে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। এখানের যা' বিচিত্রতা, তা নিত্য বর্ত্তমান থাকে না। ইহজগৎ আমাদের থাকবার স্থান নয়। তা'তে নানা প্রস্তাব এসেছে। কতক লোক ব'ল্‌ছে যে কতকগুলি বস্তুর সমাবেশে চেতনধর্ম্ম উদিত হ'য়েছে, আবার natureএ redistributed হ'য়ে যাবে। Semites বলেন —জন্ম মাত্র একটাই। সুখ-দুঃখের ত্রাণ-জন্য পরজন্ম স্বীকার ক'র্‌তে হবে না। যা আছে আপাত ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়াই কর্ত্তব্য কতকগুলি লোকের বিচার চিন্মাত্রবাদ—কেবল চেতন। তা'র উপর foreign agencyর impeding দেখা যায়। Tabula rasa of knowledgeএ অন্য একটা জিনিষ চাকা দিচ্ছে। চাকাকে সরান' দরকার। অজ্ঞান এসে আবরণ করে, জ্ঞানের ক্রমবিকাশে অজ্ঞানকে উন্মুক্ত করা দরকার। বর্ত্তমান সময়ে enclouded sky দেখ্‌ছি, মেঘমুক্ত আকাশ দেখ্‌লে বুঝ্‌ব, তাতে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী আছে—আলোকবিশিষ্ট নিজ-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী দ্রব্যসকল লক্ষ্য করা যায়—blank sheet মাত্র নয়। লাখ লাখ লক্ষ ঐরূপ দ্রব্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়। জড় বিচার eliminate ক'রে একটা নিরাকার নির্ব্বিশেষ ভাব আন্‌বে, তা' ঠিক নয়। ঐ অবিবেচনার কারণগুলোকে eliminate করা দরকার। পাঞ্চালিদেবের বিচার হ'য়েছিল—বোধরাহিত্যই দরকার।

মুক্তে র্যঃ প্রস্তরত্বায় শাস্ত্রমূচে মহামুনিঃ।
গোতমং তং বিজানীথ যথা বিশ্ব তথৈব সঃ।

নানাস্থানে মনুষ্যের চিন্তাস্রোতে যে অসুবিধা এসেছে, তা' নিরাকরণ-জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব উপদেশ ক'রেছেন। তা'তে চিন্মাত্র বা অচিন্মাত্রবাদের কথা নাই; চেতনের activity change না ক'রে direction বদলান দরকার। সার্ব্বভৌম ব'লেছিলেন—

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥
কালাদ্ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনাম্না।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥

গৌড়ীয় মঠের প্রস্তাবের মধ্যে আমরা বলি,—

যস্তে বিষাদ্য কৃপণং পরদোষলিপ্সয়া
কৃত্বা চ কারুণমবেত্তদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরা-
চ্চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

আপনারা সকলে চৈতন্যকথা শুনুন, এর সদ্ব্যবহার করুন। চেতনের বিলাসে নিযুক্ত হন। মেপে মেপ্‌তা ধর্ম্মে দিন কাটান' হ'চ্ছে। "অনন্যা ধীরতে" বিচার ছেড়ে "অনন্যা রাধিতঃ" বিচার হওয়া দরকার। বর্ত্তিত জগতে আপেক্ষিকতা বর্ত্তমান, তা' হ'তে পৃথক্ থাকা দরকার, তা হ'লে বৈরাগ্য করা দরকার। কিরূপ বৈরাগ্য ক'র্‌তে হবে? অনেকের বিচার গিরিগহ্বরে ব'সে শ্বাপদ চাপা-দিয়ে ম'রে যায়—এটাই যত্ত বৈরাগ্য, কিন্তু চৈতন্যদেব এর সমাধান ক'রে দিয়েছেন—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বহির্জ্জগতের পরিবর্ত্তন-যোগ্য বস্তুতে আসক্ত হ'লে কষ্ট। "তনয়ো হি ভবের পুংসাং জরয়ানস্বয়াদরঃ"—ইহাই পিতা-মাতার চিন্তাস্রোত, কিন্তু ছেলে epidemicএ ম'র্‌লে বা নিরুদ্দেশ হ'লে ক্লেশ। ছেলে ম'রে যায়, কিন্তু Godhead should not have such ascription। Undesirable elementsএ সরিয়ে দেওয়া সকলের যাহা। তবে proper use of abnegation হওয়া দরকার। যুক্ত-বৈরাগ্য বিচারই ঠিক।

প্রহ্লাদ নিজ পিতার অনুগত ছিলেন না। কোন্ বিষয়ে তফাৎ? পিতা বলেন—অকিঞ্চনের সঙ্গ করার দরকার নাই, কিন্তু প্রহ্লাদের দরকার—Summum-bonum of life। জৈমীর বিচার জগৎ নিয়ে, কিন্তু ভক্তেরা এগুলো পদাঘাত ক'রে বহু দূরে বাস করেন। মানুষ temporal face নিয়ে too much inclined, তারা সুবিধা পাবে না। Lustful natureএ লোকের সঙ্গে any amount of wrong হ'তে পারে।

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥ (ভাঃ ৭।৫।৩২)

ঐকান্তিক-পাদপদ্ম-লাভে বস্তুবিশিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত ক্ষুণ্ণ বিষয়ে চেষ্টা থাকে। আসক্তির direction ফিরাইয়া নেওয়া দরকার। Uniting tie should be timed with Infinite & infinitesimal. The Great Attracterএর সঙ্গে বন্ধন করা দরকার। ভোগটী ত্যাগ করার জন্য বিয়োগ নয়, কৃষ্ণের বিষয়ে বৈরাগ্য ক'রে কৃষ্ণে অনুরাগ হওয়া দরকার। ভক্তিযোগের নিশ্চয়তা-প্রদর্শনজন্য ভজনীয় পদার্থে রাত্ত অন্য পদার্থকে abandon ক'রতে ব'লছেন। তা' ভক্তি দ্বারাই সম্ভব। কর্ম্ম-জ্ঞানাদি মিশ্রভাবে আবৃত হ'লে ভগবান্‌কে জানা যায় না। কি ক'রে মানুষ পূর্ণ বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবে, এটা জানে না।

শাকটায়নের মত বৈয়াকরিক প্রথমতঃ বুঝতে পারেন নাই; পরে তিনি চৈতন্যদেবের কৃপায় বুঝলেন যে, আরোহবাদ অকর্ম্মণ্য, আর অবরোহবাদই প্রয়োজনীয়, এটি জেনে নিজে তা' প্রচার ক'রেছেন।

আমরা ছোক্‌-অভিমানে যতকাল থাকব, ততদিন এ জগতে অবস্থান হ'বে। কৃষ্ণ-বিষয়ে চেতন লাভ ক'রলে বিচার হয়—এ দাবা খেলে কি লাভ? Absolute is to be sought. দাবা খেলতে গিয়ে নানা ব্যাধি, তা হ'তে অব্যাহতি পাওয়া দরকার। Broadcasting to the intelligentia দরকার। Inadequacy গুলি মানুষ বিচার করুক, শ্রৌত পথে অগ্রসর হওয়া দরকার।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্॥
(ভাঃ ১২।১২।৫৫)

জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত ভক্তার কৃষ্ণবিস্মৃতি হওয়া কর্ত্তব্য নয়। ব্রহ্ম অংশের মধ্যে যে সকল বিষয় রিয়েছেন, তাতেই আবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। কেন? পরিণামিত্বাৎ। বিবাক্তার স্থান পর্য্যন্ত নশ্বর—treacherous soil। বিরিঞ্চিলোক পর্য্যন্ত অমঙ্গলজনক। মানুষ যে চিন্তাস্রোতে ধাবিত, তা'তে আবদ্ধ থাকা উচিত নয়। কৃষ্ণানুশীলন-ব্যতীত অন্য কালে ব্যস্ততা অযোগ্যতারই পরিচয়। কৃষ্ণ আমাদের নশ্বরতা পরিহার করিয়ে পবিত্র ক'রে দিচ্ছেন। আমরা জ্ঞানের পথে চ'লেছি। "আবদ্ধ হাম পরিণাম নিরাশা। জগতের যে অংশ, উহা হ'তে বিচ্ছিন্ন হওয়া দরকার। যাত্রার আগে সাবধান হওয়া দরকার। ভক্তিযোগ আত্মার নিত্যধর্ম্ম। ভজনীয় বস্তু কুহক, ঘোড়া বা কোন কল্পনার বস্তু নহে। অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন কর্ত্তব্য। কৃষ্ণকথার চর্চ্চিক হ'য়েছে আমরা ইতর কাজে ব্যস্ত, কৃষ্ণসেবায় ব্যস্ত হই না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মহাজন-পথে অগ্রসর হ'লে কৃষ্ণকে জানতে পারবেন।

শ্রীচৈতন্যদেব ভাগবতের inculcator। মানুষ ভাগবতের কথা শুনতে চায় না। শিক্ষাদি বড়ন, বেদসকল বা নানা পুঁথিপত্র পড়া কিম্বা খাতা-বোঝা থাকাই প্রয়োজনীয় বিচার হ'লে কৃষ্ণচিন্তারহিত অবস্থায় অমঙ্গল আসবে। আমরা সমস্ত ভাষা জানি না, ভাগবতেই অল্পকথায় সব জিনিষটী nutshellএর মধ্যে পাওয়া যাবে। Salvationist & elevationistদের কথায় অকর্ম্মণ্যতা জেনে কৃষ্ণ-সেবা ক'রব, আমাদের কৃত্য তাঁর কথা জানা, সতত আলোচনা ও পরবর্ত্তী সময়ে সেবাযুক্ত থাকা। কৃষ্ণসেবা-ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য জীবের নাই।

Theistic চিন্তাকারীদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় বার্ষভানবী। তাঁ'কে preference দিয়েছিলেন কেন? যেহেতু তিনি কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণকারিগণের মধ্যে অগ্রণী। তাঁ'রই অনুগত হয়ে কৃষ্ণের সেবক-সম্প্রদায়। সকলেই তাঁ'র কাছ থেকে কৃষ্ণের আরাধনা শিখেছেন। 'অধোক্ষজ-শ্রীকৃষ্ণের সেবক অমুক', এরূপ বিচার এলে সেবাবিমুখ অভক্ত হ'য়ে যায়। অভক্তের দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী। ইন্দ্রিয়-জ্ঞান-জীবি-সম্প্রদায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রে অসুবিধা হ'য়েছে। Empirical knowledgeএর কথা শুনে auditory nerve গুলো unreal কথাকে truth মনে করে। সেই জন্য ঠাকুর মহাশয় ব'লেছেন—"অসত্যেরে সত্য করি' মানি।"

আলেয়ার পেছনে যা'রা দৌড়াচ্ছে, তা'দের মানুষ বলা যাবে না। তারা শয়তানের সেবার জন্য 'মানুষ' নাম নিয়েছে। নিজেন্দ্রিয়-তর্পণই শয়তানী। মর্কট-স্বভাব হ'লে ভাগবতের শ্লোক-তাৎপর্য্য জানতে পারব না। আমাদের চিত্ত অবিচলিতভাবে কৃষ্ণপাদপদ্মে লীন হ'ক, চৈতন্য-কথা শুনুক। অন্যের বিচার যন্ত্র উহার করায়। Transcendental relativityতে প্রবেশ ক'রলে পরিত্রাণ পা'ব।

জ্ঞান-রাজ্যে পূর্ণ জ্ঞান লাভ হ'লে gnostic schoolএর বাধাতেই হ'তে হবে। শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগ্রহ হ'লে তৎক্ষণাৎ জ্ঞানী হ'তে পারি। জীবনটা অনন্তকাল আর অন্তকালস্থায়ী, সুতরাং চৈতন্যবাণী আমাদের অনুশীলনীয় পদার্থ হোক। এই ভ্রমে দিন কাটা'লে আমাদের অসুবিধা কাটবে না। নিজ মঙ্গল ক'রে নেওয়া দরকার।

ভক্ত যেরূপ পৃথিবী দর্শন করেন, তা'তে পৃথিবীর কোন বস্তুতে তিনি মুগ্ধ নহেন। প্রত্যেক কাজের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরম প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনা করা দরকার। "ভগবান্ কৃষ্ণে মতি হোক"—এই আশীর্ব্বাদই প্রার্থনীয়, যা' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ক'রেছেন।

বক্তৃতা-'হিন্দু-পাব্‌লিকরলে' (২৪।৭।২৬ তারিখে) ভেদ আর্যাই কর্ত্তৃ তৎসৎসে ও শ্রীযুৎ প্রৌঢ়ী মহারাজের বক্তৃতার পর শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা,—

আমরা অনেক কথা শুনলাম, সেই কথাগুলি আমাদের যোগ্যতা-অনুসারে গ্রহণ ক'রলাম। নিজেদের অভাব থাকলে সব কথা সব সময়ে বোঝা যায় না—অল্প সময়ে সকল কথা জানা যায় না। বহু গ্রন্থে বহু দিবস এসকল আলোচনা হ'চ্ছে; কিন্তু গ্রহণ করা দূরে থাকুক, অনেকের ইহাতে মনোনিবেশই হয় না। প্রাচীন কথা প্রয়োজনীয় হয় না। নূতন কথা জান্‌বার আকাঙ্ক্ষা হয়। পূর্ব্বের কথা না জানা থাকলে সকল কথা বুঝে উঠ্‌তে পারা যায় না। সাধারণভাবে গৃহীত হয়, তারে প্রতিষ্ঠিত হ'লে সংশয়শীলতা থাকে না। Scholastic education না থাকলে বিষয় আলোচনা কি হ'চ্ছে, অনুশীলন ক'রতে পারি না। আর্য্যাণ বা ইংরাজী ভাষার কথা হ'চ্ছিল, বুঝ্‌তে না পারায় অনুরাগের অভাবে অশান্তি হ'চ্ছিল। গৌড়ীয়-মঠের প্রচারে বিশ্বের ভাষায় কথা বলার প্রয়োজন হয়; বিষয় অবগতির অভাবে অনেকেই প্রয়োজনাভাব মনে করেন। গৌড়ীয়মঠ এমন কাজ ক'রছেন না, যা শ্রোতৃবর্গের অপ্রয়োজনীয়। শত বর্ষ আয়ুর মধ্যে দশ থেকে বেশী প্রয়োজনীয় কথাটা আলোচনা করাই প্রধান কার্য্য। কোন একটি দোকান-বিশেষের কথা হ'চ্ছে না, সকল দেশের সকল মানুষের সকল সর্ব্বক্ষণ যা প্রয়োজন, তা'র কথাই গৌড়ীয় মঠ বলেন। ভোগি-সম্প্রদায়ের বিষয়-গ্রহণের কথা বলেন না বা ত্যাগীর কথাও বলেন না।

প্রত্যেক ব্যক্তিই ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত আছেন। "আমাকে লোকে অধিক appreciate করুক, যা'তে প্রতিষ্ঠা পাই, সেরূপ বাক্য-দ্বারা জগতের প্রীতি হোক্।" 'প্রেয়ঃ' ও 'শ্রেয়ঃ' ব'লে দুই কথা আছে। যা' ভাল লাগে, তা' প্রেয়ঃ। তা'তে popular হ'তে পারি। রিয়ল হ'য়ে সর্ব্বনাশও ক'র্‌তে পারি। সাধারণ লোক রিয়ল-ব্যাপারে নাস্তিক। আপাত ইন্দ্রিয়প্রীতিই প্রধান আরাধ্য। বাস্তবিক মঙ্গল—তার-তম্য-বিচারে মঙ্গল লাভ করা আমাদের আলোচ্য হয় না। চক্ষু-কর্ণাদি আমাদের আছে। ইহাদের সঙ্গে সান্নিধ্য লাভ ক'র্‌লে আমাদের সুবিধা হয়। ইহার নাম ভোগ। অনেক সময় ভোগ ক'র্‌তে গিয়ে দুঃভোগে প'ড়ে অসুবিধা হয়। দূর-দর্শনের অভাবে পথের-পথে 'বিপথে পড়ি, পুনঃ বুঝ্‌তে পার্‌লে পশ্চাৎপদ হই। কিন্তু কিসে মঙ্গল হয়, আগে থাকতে বিচার ক'র্‌লে তা'ই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য হয়। সেই জন্যই ভাগবতে ব'লেছেন—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ।

সৃষ্টির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সোপানে আরূঢ় মানব। বহুযত্ন-লব্ধ বহু উত্তর জন্মের পর লাভ হয়, মনুষ্যেতর প্রাণী যে ব্যাপারে অবস্থিত, সেই চৌকুতেই যদি মানুষ ব্যস্ত থাকেন, তা'হ'লে তাঁ'দের বৈশিষ্ট্য কি? পশুর স্বভাব দর্শন ক'রে আমরা একরূপ আচার-বিশিষ্ট হ'তে পারি; যেমন সিংহের স্বভাব প্রাণিহিংসা করা আমরা যদি হিংসাবৃত্তি—কাম-ক্রোধাদি বর্দ্ধন করি, তা' হ'লে মৎসরস্বভাব হ'লাম, তা' হ'তে মুক্ত হ'তে হ'লে ভাগবত আলোচনা করা দরকার। পশুর স্বভাব পরহিংসা, মৎসরগণের স্বভাবও তা'ই—পরসুখ অসহন। তাঁ'রা কামাদি পাঁচটার অসুবিধার পড়ে। সেজন্য ভক্ত-স্বভাব অন্তর্জগতের চিত্তবৃত্তির সঙ্গে সম্পর্কারে অবস্থিত নয়। তামসিক বৃত্তি সংহারে প্রযত্ন, রাজসিক প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত, সাত্ত্বিক সেরূপ নয়। ভাগবত বলেন—'নশ্বরের যাজিগণ elbowing নিয়ে ব্যস্ত ন'ন, তাঁ'রা ভগবৎপাদপদ্ম আশ্রয় করেন।

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা
আস্থা তেষাং যদি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।

উৎসৃষ্টৈতোঽনঘ বহুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে ॥

ভারতবর্ষে বিষ্ণুধর্ম্মাবলম্বী অর্থকামী পণ্ডিতের, ধর্ম্মকামী সূর্য্যের, কামকামী শক্তির এবং মোক্ষকামী রুদ্রের উপাসনা করেন। আর যাঁ'দের কোন কামনাই নাই, তাঁ'রা বিষ্ণু-উপাসক। অভক্তের চিত্তবৃত্তি অন্যের উপর প্রাধান্য লাভ করা। কর্ম্মকাণ্ডী বা জ্ঞানকাণ্ডীদের কিছু অভাব আছে। ভক্তদের অভাব নেই, মানবমাত্রেরই মঙ্গল হ'ক—এই তাঁ'দের বাঞ্ছা। ভগবৎকৈঙ্কর্য্যলাভে উদাসীন ভক্তের।

অনেক সময় তাৎকালিক প্রয়োজনের বশবর্ত্তী হ'য়ে পিতৃপুরুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ, শ্রাদ্ধশান্তি, বেদাধ্যয়নাদি নানা কাজ ক'র্ত্তে হয়। পূর্ব্ব নজীর অনুসারে চালিত হ'য়ে থাকে। শ্রীরূপ-সনাতন গৌরসুন্দরের আনুগত্য লাভ ক'রে এক এক বৃক্ষের তলে ত্যাগ ক'রেছিলেন। তাঁ'রা জগতের কোন পদার্থে মুগ্ধ ছিলেন না, এঁদের আশ্চর্য্য জীবন আলোচনা ক'রে আর কিছু বড় আছে, মনে হয় না। তাঁ'রা পৃথিবীর সৌখ্য বা স্বর্গের বাঞ্ছাসিদ্ধিও অপ্রয়োজনীয় ব'লেছেন। নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান, পূর্ণ আনন্দই প্রয়োজনীয়। মুক্তিকামী নারায়ণ হ'য়ে যাওয়াই প্রয়োজনীয় মনে করেন। কিন্তু ভগবৎসেবকের বিচার সব সময়টা ভগবানের কাজে লাগিয়ে দেওয়া। ২৪ ঘণ্টা তাঁ'র সেবা করা দরকার। সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়—নিজের মঙ্গল লাভ করা।

জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা শক্তি' 'ভেদাভেদ-প্রকাশ'।
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥

সংসারে বিশেষ দুঃখ আছে, জীব-মাত্রই নিজ নিজ বিচারে তা' অনুভব ক'র্ত্তে পারে, যদি মেপে নেওয়ার কাজ থেকে অবসর নিয়ে আলোচনা করে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানই আমাদের সম্বল হ'য়েছে। বর্ত্তমান জ্ঞান অপূর্ণ, মরণের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত শেষ কৃত্য ক'র্ত্তে হ'বে। নির্দ্দিষ্ট কাল যে থাকতে পারব, তা'র কোন স্থিরতা নাই। Tenant at will, এরা খানিক সময় পায়, কিন্তু আমাদের হঠাৎ মৃত্যু হ'তে পারে। আমরা তাৎকালিক ব্যাপারটা সাম্লাবার জন্য ব্যস্ত হই। কিন্তু পূর্ণতা না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ণ অভাব-গ্রস্ত। এই অভাব পূরণের জন্য পূর্ণের সংসারে প্রবেশ করা দরকার, যা' কর্ম্মের দ্বারা সম্ভব হ'বে না। সেখানে তিনি এক, আমরা বহু। আমরা তাঁ'র সেবা ভুলে এই রাজ্যে এসেছি, জীবন অল্পকাল-স্থায়ী, অবশিষ্ট কএকটা দিন বান্ধব-মণ্ডলের জন্য ব্যয় ক'রে নেওয়া দরকার। আপনারা জানেন যে, ৭ দিনের মধ্যে সংসার ছেড়ে যেতে হ'বে জেনে শুকদেবের নিকট এক সপ্তাহ ভাগবৎকথা শোনার মনোনিবেশ ক'রেছিলেন; নিত্যসুখবোধতনু ভগবানের কথার আলোচনা ক'রেছিলেন। আমাদের তা'ও না মিল্তে পারে। আপাত প্রয়োজনীয় কথায় মনোনিবেশ ক'র্লে এখানকার সৌখ্য সম্বর্দ্ধিত হ'তে পারে, কিন্তু তাহা স্বপ্নবৎ অথবা আলেয়ার পেছনে দৌড়ান'র ন্যায়। তাহা চিরস্থায়ী নয়। তাই নিজের মঙ্গল ক'রে নেওয়া দরকার। কি ক'রে বেরিয়ে যাওয়া যা'বে, তা'র আলোচনা প্রত্যেকের প্রয়োজন। যিনি অনাদর ক'র্বেন, তাঁর বুদ্ধির প্রশংসা করা যা'বে না। Altruism—জগতের সেবা, পিতামাতার সেবা করা অনেকে বড় মনে করতে পারেন কিম্বা গ্রামবাসীর সেবা ক'র্লে সৌখ্য পা'ব—congregational advantage পা'ব, কিন্তু ক'দিন এই গ্রামে বা দেশে বাস ক'র্ব? মনুষ্যজাতি কি সুবিধা আমাদের দিতে পারে? মানব ক'দিন এজগতে থাক্‌বে তা'র আলোচনা কেউ করে না। মনুষ্যের সেবা করাই ধর্ম্ম হ'তে পারে; কিন্তু খোসাটার সেবাই কি তা'র সেবা? অসুবিধা আরও বৃদ্ধি হ'চ্ছে মাত্র। ম'র্ত্তে নিশ্চয়ই হ'বে। উষঃকাল হ'তে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত কি কাজ ক'র্ছি—কা'র জন্য ক'র্ছি? নিত্য বস্তুর জন্য হ'লে কাজগুলো পণ্ড হ'বে না। নতুবা সব বৃথা। দৈনন্দিন ভোগ্য সংগ্রহের জন্যই কি উদয়াস্ত পরিশ্রম ক'র্ব? খোসার উপর বড় খোসা, তাই নিয়ে মানুষ ব্যস্ত থেকে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ত্যাগ করে। এই জিনিষটাকেই preference দেওয়া বেশী মঙ্গলজনক নয়। নিত্যসুখবোধতনুর আরাধনা ক'র্লে সব মঙ্গল। গ্রামসেবায় আপাত কিছু হ'তে পারে, শেষে বিচার হ'বে কি ক'র্লাম? উৎক্রান্ত দশার পরে কি হ'বে আলোচনা হওয়া দরকার। মানুষকে জানিয়ে দেওয়া দরকার তা'র পরম প্রয়োজনের কথাটা। মনুষ্যত্বের উদয় হ'বে চৈতন্য উদয় হ'লে।

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥

"শরীরযাত্রাপি চ কর্ম্মণস্তব" বিচার ক'রে কেবল শরীর-পোষণ-পরায়ণে মত্ত করি, তা'তে একমাত্র কার্য্য হয় বিষয়ভোগ। কিন্তু "নন্দু। দুরন্তমতিমং" শ্লোকটি পুনঃ-পুনঃ আলোচ্য হওয়া দরকার।

মানবজাতির মঙ্গলের জন্য গৌড়ীয়মঠের চেষ্টা রয়েছে। তা'র বদলে অন্য কোন কথা বা কৃতজ্ঞতা তাঁ'দের নাই। বলিপ্রভৃতি ভক্তের মনো নাই। এখন যাদন বিলাস, পরে দুঃখ-আসলে পার, এ রকম কথা ভক্তের নাই। নেপুলের (ফ্রান্সি-সিসিলির রাজা) মত আক্রান্ত হ'লে সে রাজ্যটা থাকবে না।

রাত্র অধিক হ'য়েছে সুতরাং এখানেই নিবৃত্ত হ'লাম।

নামশ্লোক মহামন্ত্র শচীসুতমন্ত্র স্বরূপং
রূপং ভক্তাগ্রজমুকপুরীং ধামবৃন্দং পোষ্টবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্ত প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

গত ১২ই অক্টোবর (১৯০৬) সোমবার রাত্রে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিতে উপবিষ্ট শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ, শ্রীযুক্ত সদানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ কতিপয় ভক্তদেবতের নিকট হরিকথা বলেন। উহার মর্ম্ম আমাদের উপলব্ধি-অনুযায়ী নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল :—

জগতের অভাবগ্রস্ত বা শোকার্ত্ত লোক তাহাদের অভাব বা শোকের কারণ উপস্থিত না হইবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াও বিফল-মনোরথ হওয়ায় শেষে ভগবান্‌কেই দোষী সাব্যস্ত করে অথবা ভগবান্ বলিয়া কিছু নাই একটা কল্পনামাত্র বা 'গোবিন্দ মিথ্যা, ভগবান্‌ই সত্য' অর্থাৎ ভগবানের নামরূপাদি 'বিশেষ' কাল্পনিক মতবাদমাত্র, ভগবান্ বলিয়া কিছু থাকিলে তিনি নিরাকার নির্ব্বিশেষ-তত্ত্ব—এইরূপ অপসিদ্ধান্তে উপনীত হয়। 'পূর্ব্বে ভক্তি ছিল, এখন নাই'—এরূপ কথার কোন অর্থ নাই। যাঁহার আগন্তুক স্বার্থের একটু ব্যাঘাত ঘটিলেই ভক্তি ছুটিয়া যায়, তাঁহার পূর্ব্বের ভক্তিও বিশ্বাসযোগ্য নহে। ভগবান্ যখন 'তদিচ্ছেতুকৃতং শবৈঃ'-রূপ কৃপা বিস্তার করেন, যখন প্রকৃতপক্ষে তখন আরম্ভ হইবার কথা, তখন যদি ভক্তি ছুটিয়া যায়, তবে জানিতে হইবে—সে ভক্তি আগন্তুক সুবিধাবাদোত্থ কপট ভক্তি; সুখে-দুঃখে সর্ব্বাবস্থায় ভগবানের বিচারের উপর আত্মনির্ভর করাই প্রকৃত ভক্তের বিচার।

লোকে অভক্তসঙ্গের 'হাবিজাবি' কথা লইয়া দিন কাটাইবে, হরিকথা শুনিবে না। "বিষয়-মদান্ধ লোক কিছুই না জানে। ধনমদে বিদ্যামদে বৈষ্ণব না চিনে॥", "পর্ব্বতের মত আমি করি পরিশ্রম। কা'র সাধ্য এত করি, না ঘুচিল ভ্রম॥", "শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে। পর্ব্বতের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে॥", "পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারে খারে। কৃষ্ণ-মহামহোৎসব কিছু নাহি করে॥", "সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥" ইত্যাদি কথা গ্রাম্য-কথা-প্রিয় লোকসকলের আলোচ্য বিষয় হয় না।

দেবতাগণের মধ্য হইতে জনৈক সত্যানুসন্ধিৎসু ভদ্র-মহোদয়ের "অভক্তসঙ্গের দৃঢ়প্রতিষ্ঠ যথেষ্ট নেতাদের মতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যেমন অনেককেই অকৃতকার্য্য হইতে হইয়াছে, সেইরূপ আপনাদের প্রচারিত শুদ্ধভক্তিপথে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যে ঐরূপ হইতে হইবে না, তাহার কি মানে আছে? আপনাদের প্রদত্ত গায়ত্রী, নাম ও মন্ত্র যে ঠিক এবং আমাদের প্রাপ্ত গায়ত্রী, নাম ও মন্ত্র যে অঠিক, ইহার কি প্রমাণ আছে?"—ইত্যাদি পূর্ব্বপক্ষের কথা উঠিলে প্রভুপাদ বলিতে থাকেন—শ্রীগুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের কৃপা না হইলে—"আদৌ নামস্ফূর্ত্তি র্যস্মাদ্ভবতি সুকৃতৈরনেকজন্মভিঃ। মহদ্ভিঃ পুনঃ। শ্রীমদ্ভাগবতার্থাস্বাদনতপঃ কুলাস্তে জনাঃ॥" বিচার না আসিলে—গোস্বামিবর্গের কথায় শ্রদ্ধোদয় না হইলে জীবের অসুবিধা ঘুচিবে না, সন্দেহ কাটিবে না। ঠাকুর শ্রীনরোত্তম বলিয়াছেন—"শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে। স্বয়ং (সোঽয়ং) রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥" শ্রীরূপের পদনখমণির সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত মনুষ্যজাতির বাস্তবমঙ্গলোদয় সম্ভব হইতে পারে না।

"ইত্থমিন্দ্রাদয়ো নাগা মৎসরাদ্যাঃ সমুদ্ভবাঃ
ময়াতিমন্দবুদ্ধীনাং পুরুষাণামবাদিষু
ত্বয়ীশে বিমুখানাঞ্চ বিতণ্ডাবাদিনাং নৃণাম্
মায়াং উদ্বহতি ঘোরং যন্নিবোধোদ্ধবাদৃতঃ ॥"

—এই শ্লোকটির আলোচনা হইলেই মতুয়াগীতার মর্ম্ম হইবে। কৃষ্ণের সৃষ্ট ভগবদ্দর্শনের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার বর্ণন Godless education-এর (নিরীশ্বর শিক্ষার) ফল। সচ্চিদানন্দবিগ্রহাশ্রিতজনে ভগবদ্দর্শনই প্রকৃত আস্তিক্যদর্শন, তদ্ব্যতীত নাস্তিক্যের আবাহন অবশ্যম্ভাবী।

"বিষ্ণোর্যদি হয়ং নীলরত্নে বর্ণাদ্য
দৃষ্টিস্তেন ভবেৎ কাচিদ্দৃষ্টিরন্যা ন যাতি।
বিপশ্যন্তু পরতোদৃষ্টিনিষ্ঠাং বা নবাস্ত-
দ্রূপং কিল পরোদৃষ্টং ত্যজতে চারুদর্শন :"

—এই শ্লোকটির বিচার বুদ্ধিতে পারিলেই প্রকৃত Theist হওয়া যায়। 'তাঁর দত্ত বা যথা তথাই না কেন বিচার করুন, তিনিই আমার একগতি, তাঁহা ছাড়া আমার অন্যগতি নাই' যেন পরতোদৃষ্টি বর্জ্জন নিক্ষেপ করুক বা নবদৃষ্টি বর্ষণ করিয়া তাহার পিপাসা নিবৃত্তি করুক, সাধক যেন তাহা ছাড়া আর কাহারও শরণাপন্ন হয় না, সেইরূপ একনৈষ্ঠিকতাই শুদ্ধভক্তির বিচার।

শ্রীযুক্ত সদানন্দ হরিদাসজী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন—জার্ম্মাণীতে গীতার ৫৪টি অনুবাদ আছে, তন্মধ্যে গার্বের (Garbe) অনুবাদটিই শুদ্ধতা বিষয়ে শঙ্করবাদে ঈশ্বর-বিষয়ে দিক্ হইতে সমাদৃত হইয়াছে। জার্ম্মাণীতে ভক্তিদর্শনের কথা আলোচিত হয়, অধুনা অনেকেই পুনর্জ্জন্মবাদ স্বীকার করেন। বেদেরও আলোচনা হইতেছে আর্য্যজাতির সহিত তাঁহাদের ধারণার সামঞ্জস্য পাওয়া যায় কিনা তাহা অনুসন্ধানার্থ। ওল্ডেনবার্গ মায়াবাদ-সম্বন্ধে একটি Thesis লিখিয়াছেন, তাহাও আলোচিত হইতেছে। ১৯০৭ সালে ষ্টুর্বার্গ (Sturzberg) শ্রীচৈতন্যদেবের সম্বন্ধে একটি Thesis লিখিয়াছিলেন। Rudolf Otto তাঁহার 'বিষ্ণুনারায়ণ' গ্রন্থে চারিসম্প্রদায়ের কথা লিখিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—জগতে যে সকল দর্শনের কথা প্রচলিত, তাহা জগৎ ও জগতের সম্পর্ক লইয়া। উহাতে "যথা সম্মোহিতো ভীত আত্মানং সিংহযূথগং" বিচার হইয়া পড়ে। হয় ত্রিগুণাত্মক বা শুদ্ধসত্ত্বাবশেষ, না হয় নির্গুণ বা গুণনিষিদ্ধশেষ—Tabula rasa বিচার আসিয়া মানুষের বুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে। অধোক্ষজ-বিচারানুগত না হইলে অতীন্দ্রিয়সম্পর্ক হইতে মানুষের নিস্তার নাই। অনেকে বুজরুকী দেখাইয়া আত্ম-প্রচারে ব্যস্ত—"বুজরুকী জানে যেই তব মতে সাধু সেই"। ঐ সকলের জন্য যোজন যাবধানে বাস্তবসত্য বিদ্যমান। শুদ্ধ আহার-পারম্পর্য্যের অনুসরণ-ব্যতীত বাস্তবসত্যবিজ্ঞান উপলব্ধ হইবার নহে।

গত ১৪ই অক্টোবর বুধবার সন্ধ্যার পর কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ কথা-প্রসঙ্গে ভক্তি ও ভক্তির বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজন, গীতার শ্রীনারায়ণত্ব ও গীতার গৌড়ীয়ত্বের বৈশিষ্ট্য, কীর্ত্তন-মুখে গীতার 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' শ্লোক যে শুদ্ধভক্তির বিরুদ্ধদর্শক মাত্র, তাহা প্রতিপাদন করেন। ভারতার্থবিনির্ণয় শ্রীমদ্ভাগবতই গীতার্থবিনির্ণয়। গীতায় শুদ্ধভক্তির দিক্ মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে শুদ্ধভক্তির পূর্ণবর্ণন ও অনুশীলনের কথা অভিব্যক্ত।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ লক্ষ্মৌ সমাগত কোন ক্ষত্রিয়জাতির হিন্দুর সামাজিক ও রাজনৈতিক সুবিধাবাদের দাবীর কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, 'হিন্দু' নাম যদি কেবল আর্থনৈতিক সুবিধাবাদ-সঙ্ঘের ভোরক হয়, তাহা হইলে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সেরূপ দাবীর যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্য যে সকল নিয়ম বা অধিকারের পরিমাপ বর্ণন করিয়াছেন, তাহাই মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু এইরূপ হিন্দুত্বের সহিত বৈষ্ণবর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিচার ও যোগ্যতা এক নহে। বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তর্পণের মূল উদ্দেশ্যে বৈষ্ণবর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিচার। যে হিন্দুত্ব তাহা হইতে বড়টা হউক, তাহা ততটা পাষণ্ডিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ জনৈক ভাষের প্রশ্ন উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বৈষ্ণবর্ণাশ্রমের বিচার বা গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় বহু বিতর্কসত্ত্বেও বুদ্ধিতে না পারায় জাগতিক সুবিধাবাদের জন্য অন্যায়কারী নিম্নজাতির সামাজিক কৃত্রিম উন্নতি ও হরিভজনেচ্ছু অবরকুলোদ্ভূত ব্যক্তির যোগ্যতাকে সমপর্য্যায়ে স্থাপনের ভ্রান্তি উদিত হইয়া থাকে।

শ্রীপাদ বাসুদেবপ্রভুর হরিকথার মর্ম্ম

গত ৭ই অক্টোবর প্রাতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরিব্রাজকবর প্রভু যে হরিকথা বলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—

"হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া"। 'খেদ' শব্দে শ্রীমধ্বমুনি বলেন—"অনলং বুদ্ধিঃ"। শ্রীভক্তিবিনোদের অমানোদয়া দয়াশ্রয়েই খেদ দূরীভূত হইবে। Proper adjustment দরকার, dovetailed হওয়া চাই - এই কথাটিই প্রভুপাদ অনেক সময় বলিয়া থাকেন। রুচি ও বিচার-মার্গের পার্থক্য আছে। যাঁহারা বিচার-মার্গ গ্রহণ করিয়া কেবল অতর্কিয়নে ব্যস্ত থাকেন, তাঁহাদের কৃষ্ণভক্তির কথায় প্রবিষ্ট হইবার সম্ভাবনা খুবই কম। মায়াবাদাদি নিরসন-পূর্ব্বক শ্রবণ-প্রমাণাদি নির্ণুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজত্ব-লাভপর্য্যন্ত বিচারমার্গের চরমগতি। 'ভাব'—হ্লাদিনীর রূপা। রুচিমার্গেই ভক্তিবিনোদ কমলোদয়দয়ার সন্ধান প্রদান করে—কৃষ্ণপাদপদ্মে লইয়া যায়। "অকুলর্দ্ধৌ ভতো ধীমান্ স্বয়ুথ্যানাং সমাশ্রয়েৎ"—শ্রীরূপের এই পরামর্শানুসারে সমাতীয়াশয় যূথের আশ্রয় লইতে হইবে—ভক্তিবিনোদধারা আশ্রয় করিতে হইবে, তথাকথিত শুষ্ক-ভক্তিপথের অনুসরণ হইবে না। ভক্তিবিনোদধারার আশ্রিত যাঁহারা, তাঁহাদের ভক্তিবিনোদধারাশ্রিত লোক দেখিলে আপনা হইতেই প্রীতির উদয় হইবে। দুরস্থিত ভগ্নী তাহার ভ্রাতাকে কখনও না দেখিলেও পিত্রালয়ে আসিয়া তাহার ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ যেরূপ স্বতঃস্ফূর্ত্তি লাভ করে, নিজের লোক দেখিলেই প্রীতির উদয় হয়, সেইরূপ সমাতীয়াশয়সিদ্ধ সাধুতে প্রীতি স্বাভাবিক; সেখানে তাহার অভাব, সেখানে আত্মীয়তা-বিচারে কোন না কোন বিপর্য্যয় অবশ্যই উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 'গুরুদেবের আমি' বিচারাভিমানই প্রকৃত 'তৃণাদপি' ভাব। জগতের লোকের চিন্তাধারার সঙ্গে dovetailed হইতে গিয়া—তাহাদের নিকট তৃণাদপি সুনীচতা দেখাইতে গিয়া তাহাদের বহির্মুখতায়—ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ বিচারের নিকট আত্মবিক্রয় করিতে হইবে না। জগতের লোক আমাকে তাহাদের সমশ্রেণীর জানিতে পারিয়া আমাকে ধার্ম্মিক বলে বলুক। তাহাদের নিকট ভাল হইতে গিয়া তাহাদের ভক্তিবিরোধী আচারবিচারে ditto (সায়) দেওয়া কখনই আত্মমঙ্গলের বিচার নহে। আমার বিচার হইবে—আমি "গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ"। এই প্রতিষ্ঠা-নিষ্ঠাই আমার সর্ব্বক্ষণ বলবতী থাকা আবশ্যক। তাহা হইলেই বিপক্ষভাবে ভক্তিত হইতে হইবে না, ভক্তিবিনোদধারা ছাড়িতে হইবে না। গুরুদেবের নিকট দীক্ষার অভিনয় করিলেই যে তিনি গুরুদেবের দয়ার আশ্রয় লাভ করিলেন, তাহা নহে। কালাকৃষ্ণদাস ও বলভদ্র ভট্টাচার্য্য তাহার দৃষ্টান্ত।

• • •

বিবৃতপদের সভায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'অপি ক্ষেম সুভদ্রায়াঃ' শ্লোকের ব্যাখ্যা বিশেষভাবে আলোচ্য। অনন্তভাব্ ভক্তের ক্রিয়া ভক্তিহীন লোকের ন্যায় Switch off হইয়া গেলেও Electric fanএর কিছুক্ষণ ধরিয়া যে ঘূর্ণন দৃষ্ট হয়, তাহার সহিত Switch onএর অবস্থা এক নহে; অনন্তভাব্ ভক্তের সুভদ্রাচারত্ব-সম্বন্ধে তদ্রূপই বুঝিতে হইবে। অনন্তভাব্ সাধুর ক্রিয়ার দর্শনের বিচারটি দৃঢ় হইলেই তিনি সাধুত্ব লাভ করিয়া প্রকৃত সাধুদর্শনের চক্ষু লাভ করেন। 'অপাধ্যমুদং ভক্তঃ প্রিয়স্য' ও "দুষ্কৃতাপ্তঃ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্" প্রভৃতি বিচার আলোচ্য।

• • •

হ্লাদিনীর আশ্রিতগণের মধ্যে পরস্পরে ঘনিষ্ঠ প্রীতি থাকিবেই থাকিবে, তাহা স্বতঃপ্রকাশিত। মহাপ্রভুর, বহির্দর্শনে সম্পূর্ণ অপরিচিত মনোহিতা বিপ্রে রাধাদেবী-পুরী-সম্বন্ধ দর্শন-লীলা বিশেষভাবে আলোচনা করিতে হইবে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট প্রভুপাদ যখন যে সিদ্ধান্ত ইহা ঠিক হইয়াছে কিনা পড়াইয়া শুনাইয়াছেন, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তখনই তাহা তাঁহারই কথা বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং পরমপ্রীতিভরে তাহা অনুমোদন করিয়াছেন।

ভক্তির পথ কঠিন নহে, অতি সহজ। আত্মবৃত্তির উন্মেষ হইলে আর কাঠিন্য থাকে না। ভক্তি—acquired knowledge নহে, উহা আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি। শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্টই যিনি স্থাপন করিতে আসিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছার সহিত dovetailed হওয়াই আসল কথা। সূত্রধর ও অজের দৃষ্টান্ত এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয়। Switch off হওয়া অবস্থায় স্বয়াচারবৎ প্রতীয়মান আচারাদি দর্শন করিয়া তদ্দ্বারা সাধুত্বাসাধুত্ব নির্ণয় করিতে হইবে না। 'ছেদিবে সেবক যদি', 'সেই প্রভু ধন্য' প্রভৃতি

আলোচ্য। কৃষ্ণদাস ও বল্লভের বিচার মহাপ্রভুর বিচারের same categoryতে নহে। তথাপি মহাপ্রভু তাঁহাদিগের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন।

ভক্তি—'সাক্ষাদনিক বিশেষাত্মা—শ্রীকৃষ্ণকবচী চ সা।' তাহা ভক্তিবিনোদধারার লোক চিনিয়া লইবে, নিজের লোক বলিয়া টানিয়া লইবে। সে জিনিষটি এমনই।

বিবিধ প্রসঙ্গ

৩রা অক্টোবর—সন্ধ্যায় শ্রীপাদ সাধব মহারাজ পাঠ করেন। পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ হরগ্রীব ব্রহ্মচারী ও শ্রীনিত্যস্বরূপ বিদ্যাবাচীশ মহাশয় ব্রহ্মচারী শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ, শ্রীগৌরপ্রসাদ, শ্রীঠাকুর দাস ও শ্রীকৃষ্ণবিনোদ-প্রভৃতি ভক্তবৃন্দসহ বৈকালিতে ছরিকথা-প্রচারার্থ যাত্রা করেন।

শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ সন্ধ্যায় ১৩৫ নং অপার সোকুলার রোড হইতে বাহির হইয়াছেন) অবসরপ্রাপ্ত ইংরাজ চীফ কমিশনার শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র দেব মহোদয়ের গৃহে ইষ্টগোষ্ঠিরিচারণ করিয়া পাঠের পূর্ব্বে ও পরে ব্রহ্মচারী বিদ্যাবিনোদানন্দ ও শ্রীপ্রণবানন্দ কীর্ত্তন করেন।

৪র্থা অক্টোবর—সন্ধ্যায় শ্রীপাদ সাধব মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়বাসিক গৃহস্থভক্ত শ্রীনারায়ণ দাস অধিকারী মহাশয়ের হাওড়া-রামকৃষ্ণপুর স্থিত গোড়ীয় গৃহে সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন।

রাত্রে মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ প্রভু কথা-প্রসঙ্গে বলেন—শ্রীবৈষ্ণবগ্রন্থের ভক্ত বেশে কৃষ্ণদাসাদি প্রেমে বিহ্বল থাকে, তাহাকে কেহ-বিহিত হাসাদি হিংসার সহিত সমপর্য্যায়ে গ্রহণ করিতে হইবে না।

৫ই অক্টোবর—সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধ পঞ্চমাধ্যায়োক্ত ভৌতিংসার বিষয়াবলম্বনে হরিজনবিদ্বেষরাহিত্যে যে ধর্ম্ম পাওয়া যায়, তাহাই ভাগবত এই হিংসাশব্দ হইতে নিষ্কৃতি লাভ অনন্তর ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়। সন্ধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত নিবারণ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত মধুসূদন ভট্টাচার্য্য এম্-এস্সি এম্-বি আসেন।

৬ই অক্টোবর—সন্ধ্যায় 'মুক্তেহন্যথারূপং', 'সদ্ভাবে হ্যুপলব্ধিঃ', 'এষ আত্মবন্ধোপলব্ধি' (ভাঃ ১১।৭।১৭) প্রভৃতি ভাগবতীয় শ্লোকসমূহ-মুখে ভগবদ্ভজনের বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হয়। বহুসংখ্যক অফিসের ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল বি-এল প্রভৃতি মহোদয়ের নিকট যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্য-বিষয়ে বিস্তৃতরূপ ভাগবত-প্রসঙ্গ প্রবণ করেন।

অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত তালিবাস চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত অরেন্দ্রচন্দ্র মৈত্রী মহাশয়-দ্বয়ের নিকট শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

মহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিকান্তি ব্রহ্মচারী অতিরিক্ত কটকের শ্রীযুক্ত তারক চন্দ্র মহাশয়ের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রবণ-কীর্ত্তন বিষয়ে আলাপ করেন।

ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে বার্ষিক উৎসব

আগামী ৮ই কার্ত্তিক (১৩৪০), ২৪শে অক্টোবর (১৯৩৬) রবিবার হইতে ১২ই অগ্রহায়ণ, ২৮শে নভেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত ঢাকা-নগরীতে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবরাজসভার উদ্যোগে মাসাধিকব্যাপী ঊর্জ্জব্রত (নিয়মসেবা) অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে উষঃকীর্ত্তন, নগরে নগরে শ্রীনাম-প্রচার এবং শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং সংকীর্ত্তন হইবে।

৮ই কার্ত্তিক, ২৪শে অক্টোবর রবিবার—শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব ও শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব; ১০ই কার্ত্তিক, ২৭শে অক্টোবর মঙ্গলবার শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব; ১৩ই কার্ত্তিক, ৩০শে অক্টোবর শুক্রবার শ্রীমুরারিগুপ্তের তিরোভাব; ১৭ই কার্ত্তিক, ৩রা নভেম্বর মঙ্গলবার শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব; ২৪শে কার্ত্তিক, ১০ই নভেম্বর মঙ্গলবার শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব; ২৮শে কার্ত্তিক, ১৪ই নভেম্বর শনিবার শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা, অন্নকূট-মহোৎসব ও শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের তিরোভাব; ৩০শে কার্ত্তিক, ১৬ই নভেম্বর শুক্রবার শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব; ৬ই অগ্রহায়ণ, ২২শে নভেম্বর রবিবার গোষ্ঠাষ্টমী, গোপাষ্টমী, শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীগদাধর দাস ও শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের তিরোভাব; ৯ই অগ্রহায়ণ, ২৫শে নভেম্বর বুধবার ৺ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব; ১০ই অগ্রহায়ণ, ২৬শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার সাধারণ মহামহোৎসব; ১১ই অগ্রহায়ণ, ২৭শে নভেম্বর শুক্রবার শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা, শ্রীকৃপগোস্বামী ও কাশীশ্বর পণ্ডিতের তিরোভাব; ১২ই অগ্রহায়ণ, ২৮শে নভেম্বর শনিবার শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাব এবং মহোৎসব সমাপ্তি।

১৭শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৭ই কার্ত্তিক, ১৩৪৩; ২৪শে অক্টোবর, ১৯৩৬ | ১৫শ সংখ্যা

শক্তি-উপাসনা

অদ্য শ্রীগৌর-নবমী। প্রকৃতিজনগণ ইহাকে "মহা-নবমী" বলিয়া থাকেন। ইহা দুর্গোৎসবের তৃতীয় দিবস। অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিদিনে বা সন্ধিসময়ে সন্ধিপূজা হইয়া থাকে। সেই সন্ধিপূজার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চামুণ্ডা—যিনি চণ্ড ও মুণ্ড এই রাক্ষসদ্বয়ের ঘাতিনী।

শরৎকালে এই দুর্গা-পূজা অকাল পূজা বা অকাল বোধন বলিয়া খ্যাত। কারণ দুর্গাপূজা বা বোধনের প্রকৃত সময় চৈত্রমাস, যে সময় বাসন্তী-পূজা হইয়া থাকে। কিন্তু কল্পনাপ্রিয় ব্যক্তিগণ বলেন, শরৎকাল যুদ্ধজয়ের পক্ষে উপযুক্ত কাল বলিয়া রামচন্দ্র রাবণ-বধার্থ এই অসময়ে দুর্গাদেবীর বোধন করিয়াছিলেন। এরূপ ইতিহাস অর্থাৎ 'চিদ্ভক্তির পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র দ্বারা শক্তির উপাসনা করিয়াছিলেন'—এরূপ কথা শ্রীরাম-চরিত্রের পরম-প্রামাণিক গ্রন্থ বাল্মীকিকৃত মূল রামায়ণে নাই। অপ্রামাণিক কালিকা-উপপুরাণ ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের ঐ-ইতিহাস বঙ্গদেশেই প্রচলিত। সেদিনকার এক সাধারণ সংবাদ-পত্রে প্রকাশ—

In Bengal the Bijaya festival is falsely connected with the Durga Puja, whereas it actually refers to the victorious return home of Sree Ramachandra from Ceylon after installing His friend Bibhishana on the throne of his deceased brother, Ravana, when peace being established, the demons and monkeys embraced and entertained one another as a symptom of amity.

(Advance, Puja Special, 1936 pp 2)

তাৎপর্য্য এই যে, বঙ্গদেশেই বিজয়া-দশমীর সহিত দুর্গা-পূজার সম্বন্ধ কল্পিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা ভগবান্ শ্রীরাম-চন্দ্রের অযোধ্যা-প্রত্যাবর্ত্তনে প্রজাবৃন্দের আনন্দোৎসব।

শক্তি-পূজার অনুমোদনকারী শাস্ত্রকারগণ দুর্গাদেবীকে

'অভ্যুদয়রত' বলিয়াছেন। সে দিন বাঙ্গালার অধঃপতিত সমাজের এক সংবাদ-পত্রের সম্পাদকীয়স্তম্ভ লিখিয়াছেন—

"সদা অভ্যুদয়রতা তিনি, তাঁহাকে ঘিরিয়া পাছে, চারিদিকে ধন, ঐশ্বর্য্য উথলিয়া উঠে, ধন্য চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়। ... যাকে আহ্বান তো করিয়াছি প্রতিবৎসরই, কিন্তু পুরুষানুক্রমে হইয়া উঠিতেছে অন্তরে ছিদ্রের আমাদের অবমাননা। আমাদের লাঞ্ছনা ঘিরিয়া দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে, আর দিনে দিনেতেই আমাদের দুয়ে দুয়ে হাহাকার। ... যাকে পাওয়ার কোন লক্ষণই তো একটিও নয় ... ব্যক্তির সংসারে দেবতারা যাকে সাজাইয়াছিলেন; শুধু লাভার নাই,—গড়িয়া তুলিয়াছিলেন মাতৃমূর্ত্তি, যে আশ্রয়াছিলেন তখন।"

মাতৃপূজা বা দুর্গাপূজার উদ্দেশ্য যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে দেবতা ও পূজার তাৎপর্য্য কি? দেবতা আমাদের জাগতিক সুবিধা, সুখ বা ভোগ (ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে) সম্বরতার করিবার একটি যন্ত্র কি আর তাঁহার পূজা (?) কি তাঁহা হইতে ঐ সকল সুবিধা সোজন করিবার জন্য কতকগুলি মুদ্রা প্রদান? লাঞ্ছনা, অবমাননা, দারিদ্র্য, গৃহে গৃহে হাহাকার ও আর্ত্তনাদগুলি কোন অদৃষ্ট শক্তি-দ্বারা দূর করাইয়া লইবার চেষ্টাই কি জীবের চরমবাঞ্ছনীয় বস্তু? এরূপ বাঞ্ছা তো অসভ্য ও পশুপক্ষ্যাদি প্রাণীর মধ্যেও দৃষ্ট হয়? কিন্তু আমরা ভাগবতের মধ্যে এই সনাতন-বাণী শুনিতে পাই—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্‌বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥

যে কোন অবমাননা, লাঞ্ছনা, দারিদ্র্য বা যে কোন অসুবিধা উপস্থিত হউক না কেন, সে গুলি দূর করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা ভোগী অভক্তেরই হইয়া থাকে। অভক্তগণ নিজের ভোগ ব্যষ্টি ও সমষ্টি-গত ভাবে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। তাহারা ভোগের মধ্য দিয়া ভোগ, ত্যাগের মধ্য দিয়া ভোগ, কর্ম্মের মধ্যে ভোগ ও ধর্ম্মের মধ্যে ভোগ বাঞ্ছা করে। কখনও কখনও ভোগবাঞ্ছার একটা ব্যাপক মূর্ত্তি গঠন করিয়া উহাতে 'যজ্ঞ' বা 'পূজা' নাম আরোপ করিয়া ভোগী সার্ব্বজনীন সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া থাকে; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীতে জানিতে পারি,—"যে কোন ভোগের অভাব আসুক না কেন, তাহাকে আত্মকৃত বিপাক জানিয়া অবনত মস্তকে তাহা স্বীকার পূর্ব্বক তাহাতেই ভগবদ্ অনুকম্পা অনুভব করিতে করিতে কায়, মন ও বাক্যে অধোক্ষজের ইন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্তকারীর পশ্চাতেই মুক্তি পরিচারিকার ন্যায় অপেক্ষা করিয়া থাকে।

'দেশের মুক্তি' ও 'জাতির মুক্তি' বলিতে কি জাগতিক অভাব-অভিযোগের নিরাসন বুঝাইবে? জগৎ থাকিবে—জগতের আত্মত থাকিবে অথচ জগতের দুঃখ থাকিবে না, এরূপ আকাশ-কুসুম ভোগিসম্প্রদায়ের চিত্তবৃত্তিকে প্রলুব্ধ করিলেও উহা বাস্তবতার বিরোধী। ত্রিতাপ জগতের সাধারণ ধর্ম্ম। শাকাসিংহ-কথিত অচেতনতার নিরাকরণ, নাস্তিক সাম্যের ব্যবস্থিত প্রকৃতিতে লীন হইবার চেষ্টা, কিম্বা অষ্টাবক্র, দত্তাত্রেয়, আচার্য্য শঙ্করাদির যোগ ও জ্ঞানের সন্ধার মধ্যে যে মুক্তির কল্পনা, তাহা আত্মহত্যার আদর্শ-মাত্র—রোগীর রোগের প্রাবল্য দেখিয়া রোগীকে চিরতরে বন্ধ করিয়া রোগের অনুভূতি হইতে পরিত্রাণ করিবার চেষ্টা!

যে শক্তিমূর্ত্তি দেবতার শক্তিসঙ্ঘের লইয়া শক্তিমত্তীরূপে সজ্জিতা হন, ভোগী ও অভ্যুদয়কামী দেবতারা যাঁহাকে গড়িয়া তোলেন, তাঁহার মূলশক্তিত্ব ও বাস্তবতা কোথায়? একজনই লোকপিতামহ-ব্রহ্মা স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হইয়া এই গান গাহিয়াছিলেন—

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধন-শক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি॥ (ব্রঃ সং ৪৪)

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই—

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥
(ভাঃ ২।৫।১৩)

সেই মহামায়ার মহামায়ায় মোহিত হইয়াই চণ্ডীতে দেবতাগণের স্তব শুনিতে পাই—

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥
স্তবৈরুদারৈস্তুষ্টায়াং ত্বয়ি চণ্ডিকে ব্যাধিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥
ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

—অর্গলাস্তব ১০।১১।১২

"হে চক্রিন্তক্তনগণের দর্পহা পাপনাশিনি, অপর্ণে, রূপ প্রদান কর, জয় প্রদান কর, যশঃ প্রদান কর ও শত্রু বিনাশ কর। যে যোষিৎগণ, চণ্ডিকে, যিনি তোমাকে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করেন, তাঁহাকে রূপ, জয় ও যশঃ প্রদান কর এবং তাঁহার শত্রু বিনাশ কর।

চিত্তবৃত্তি-অনুসারিণী সুধন্বা রাজা এবং রূপ, জয় ও যশঃ প্রদান কর এবং শত্রু বিনাশ কর।"

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন—ঐরূপ অভ্যুদয়-কামনাই যে শক্তি-উপাসনার উদ্দেশ্য, তাহা নহে; অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়া নিঃশ্রেয়স-লাভই মূল উদ্দেশ্য। যাঁহারা এই মত পোষণ করেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন—"সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিতে করিতে অভিনবধীর বিষয়-ভোগ-সংস্কারে নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞানধারা লেখে নিষ্কাম মুক্তিই শক্তিউপাসনার ফল। প্রথম হইতেই নির্গুণ ব্রহ্মের (?) উপাসনার অধিকতর ক্লেশ আছে, এইজন্য প্রথমে সগুণব্রহ্মের উপাসনা অবলম্বন করা হয় অর্থাৎ শক্তি-উপাসনার ভুক্তি ও মুক্তি উভয়ই সুলভ।"

প্রচলিত এই মতের মধ্যে নাস্তিকতা প্রচ্ছন্নভাবে অনুস্যূত রহিয়াছে। এই সিদ্ধান্তটি পূর্ব্বেই শুনাইয়া দিলে অনেকে শাস্ত্রগ্রন্থ হইয়া আমাদের যুক্তিগুলিও শুনিতে প্রস্তুত হইবেন না এবং আমাদিগকে শক্তি উপাসনার বিরোধী বা অন্য কিছু বলিবেন, তাহাও আমরা জানি; তথাপি আধুনিক নৈয়ায়িকগণের বিরুদ্ধ প্রণালী গ্রহণ করিয়া আমরা সত্য-সিদ্ধান্তটি সর্ব্বাগ্রে শুনাইয়া দিলাম। যাঁহারা বলেন, "অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়া নিঃশ্রেয়স-লাভ, ভোগের মধ্য দিয়া ত্যাগ, ভুক্তির মধ্য দিয়া মুক্তি লাভ করাই শাক্ত-উপাসনার উদ্দেশ্য," তাঁহাদের মুক্তির স্বরূপটি কি? সূক্ষ্ম-ভাবে বিচার করিলে ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, তাঁহাদের চরম আদর্শ যে মুক্তি, তাহা ভুক্তিরই প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাই ভোগ বা ভুক্তি। মুক্তি যদি সেই আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছারই প্রতিজ্ঞা করিল, তাহা হইলে সেরূপ মুক্তি 'মুক্তি' নামে কে? মুক্তির প্রাপক কে? মুক্তিতে যে আনন্দ বা শান্তি-লাভ—যাহা নির্ব্বাণ, পরিনির্ব্বাণ, মোক্ষ, লয় প্রভৃতি নামে পরিচিত, সেই আনন্দ বা শান্তির প্রাপক কে? নির্ব্বিশেষবাদী সগুণ-ব্রহ্মের (?) উপাসক বলিবেন—"আমিই আবিদ্ধ-ভব হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মরূপে তাহার আবাধক হওয়াই তাহা ব্রহ্মেরই আনন্দ, আমার আনন্দ নহে, 'আমি ও আমার' এই ভ্রান্তি ক্লেশের বীজ।"

এখানে যে একটা মস্ত ছলনা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমরা ধরিতে পারি না। ব্রহ্মের আনন্দের মধ্যে নির্বিশিষ্ট ভাব থাকিলে তাহাকে আনন্দ কি করিয়া বলা যায়? আনন্দ ও বিলাস এক পর্য্যায়ের শব্দ। আনন্দ আছে অথচ বিলাস নাই, বিলাস আছে অথচ আনন্দ নাই, এরূপ উক্তি বন্ধ্যার পুত্রের ন্যায় নিরর্থক। পুত্রবতীকে আর বন্ধ্যা বলা যায় না, বন্ধ্যাকেও আবার পুত্রবতী বলা যায় না।

সগুণ ব্রহ্ম কি ভ্রান্ত জীবের কল্পিত পুতুল? ভ্রান্ত জীবের কল্পিত বস্তু কি করিয়া 'ব্রহ্ম'-শব্দবাচ্য হয়? ক্ষুদ্র কি করিয়া অতীন্দ্রিয় বৃহৎকে গড়িতে পারে? ব্রহ্মের সহিত 'সগুণ' উপাধির সংযোগ কি মাটীর সোনার বাটীর ন্যায় নিরর্থক নহে? যাহা নির্গুণ, যাহা অপ্রাকৃত, যাহা অধোক্ষজ, তাহাই ব্রহ্ম; তাহা আবার কিরূপে প্রাকৃত গুণ ও উপাধি-দ্বারা আচ্ছন্ন হইতে পারে? আর সেই উপাধি বা আবরণের উপাসনা করিতে করিতে কিরূপেই বা আবরণ-মুক্ত হওয়া যায়? ভুক্তি কি করিয়া মুক্তি প্রদান করিতে পারে? ভুক্তি হইতে মুক্ত না হইলে আত্মা-লাভ হয় না। সেই আত্মাকে মুক্তি বলিলে সুখের বিলাস স্বীকার করিতে হয়। সুখের বিলাস না থাকিলে সুখ হয় অচেতনত্ব বস্তু-বিশেষ, না হয় অসুখ বলিয়াই পরিগণিত হইবে।

চণ্ডীতে যা শক্তি-উপাসনার অভ্যুদয়কামী দেবতাগণের স্তব দেখিতে পাওয়া যায়। অভাব বোধ হইতেই সেই স্তবের উৎপত্তি। দেবতাগণ ভোগী। চণ্ডীতে মুক্ত-পুরুষের প্রার্থনা নাই। মুক্তগণের প্রার্থনা ও অভাবগ্রস্তের প্রার্থনার মধ্যে পার্থক্য আছে। ভোগীর প্রার্থনা ও সুখের প্রার্থনার মধ্যে অনেক ভেদ। ভোগী সুখলাভকেই বা প্রেয়ঃ-কেই 'শ্রেয়ঃ' মনে করিয়া থাকে। চণ্ডীতে আমরা পাই—দেবতাগণের অভাবের আবেদন, আর গীতা ও ভাগবতে পাই—ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী ও বিবেকজ্ঞানলব্ধ মুক্তপুরুষগণের সেবোন্মুখ চিত্তের স্তবস্তুতি। চণ্ডীতে দেবতাকে মধু-কৈটভ, মহিষাসুর ও শুম্ভ-নিশুম্ভাদি দৈত্য-বধের জন্য দেবতাগণ আহ্বান করিয়াছেন—বিষ্ণুমায়ার নিকট বিপক্ষকে যুদ্ধে জয় করিবার জন্য বর চাহিয়াছেন।

গীতাতেও অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে সমুপস্থিত ; কিন্তু তিনি নিজে বিপক্ষের জয় আকাঙ্ক্ষা করেন নাই, সে জন্য কোন প্রার্থনাও জানান নাই। স্বয়ং ভগবান্‌ই অর্জুনকে শত্রুধ্বংসে বিপক্ষরূপে প্ররোচিত করিয়াছেন। আবার যখন বিপক্ষগণকে আত্মীয়বোধে বিনাশ করিতে মুহ্যমান হইবার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন অর্জুনকে ভগবান্ জানাইয়াছেন যে, দেহ বা যত সনাতন বস্তু নয়, আত্মাই নিত্য বস্তু আত্মার বিনাশ নাই। সেই আত্মার নিত্যধাম ভগবানে মহদাগতি—যার গীতায় "সর্ব্বগুহ্যতম পরিভাষা" শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। চণ্ডীতে এই আত্মতত্ত্বের কোন কথা বা ইঙ্গিত দেবীর মুখ হইতে আমরা পাই না। যদিও চণ্ডীর উত্তরচরিতে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে 'সমাধি' নামক বৈশ্য বিষয়ির অর্থাৎ সংসার-বিরাগী হইলেন এবং "আমি ও আমার" আসক্তির বিনাশ-কারক জ্ঞান প্রার্থনা করিলেন, তথাপি দেবী বৈশ্যকে আত্মতত্ত্বের কোন উপদেশ করিলেন না। বিনষ্টরাজ্য সুরথকেও দেবী বলিলেন—'তুমি অল্পকালের মধ্যেই শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়া নিজ-রাজ্য প্রাপ্ত হইবে এবং মৃত্যুর পর পৃথিবীতে 'সাবর্ণি মনু' নামে খ্যাত হইবে।' দেবীর দর্শনে ও আরাধনায় সুরথের সেই জন্মে মুক্তি অর্থাৎ জন্মান্তর-রাহিত্য সংঘটিত হইল না। যদিও দেবী উত্তর-চরিত্রের ত্রয়োদশ-অধ্যায় ২৩-২৭ শ্লোকে সমাধি বৈশ্যকে সিদ্ধির জন্য জ্ঞান-লাভের বর প্রদান করিলেন, তথাপি সেই জন্মে বৈশ্যের বৈশ্যত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। শ্রীচণ্ডীতে সমাধি নামক বৈশ্যকে চণ্ডী-পূজার পূজারী করিয়া বৈশ্যবৃত্তি বা বাণিজ্যের পথ যে দেবীর নিকট হইতে বিনিময়ে কিছু প্রার্থনা, তাহা ব্যাসদেব প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহাই বামন প্রহ্লাদ বর-প্রদানে উদ্যত শ্রীনৃসিংহদেবকে বলিয়াছিলেন—"যত আশিষ এষ আশাস্তে ন ন কৃতাঃ স বৈ বণিক্।"—(ভাঃ ৭।১০।৪)

সুরথরাজা ও সমাধি বৈশ্য উভয়েই জাগতিক অভাব-পীড়িত হইয়া পার্থিব বস্তু কামনায় এক মৃন্ময়ীমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া দেবীপূজা করিয়াছিলেন।—(চণ্ডীর ১০ম অধ্যায়, উত্তর-চরিত ১০ম শ্লোক দ্রষ্টব্য।) বামন প্রহ্লাদ রাজ্যলাভের প্রেরণা লইয়া গমন করিয়া শ্রীনারদের আনুগত্যে পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির আরাধনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু শ্রীহরি প্রহ্লাদকে বর প্রদান করিতে উদ্যত হইলে প্রহ্লাদ বলিলেন,—

স্বামাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্র-গুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥

স্বামিন্, আমি স্বামাভিলাষী হইয়া তোমার তপস্যায় স্থিত হইয়াছিলাম ; কিন্তু এখন দেবমুনীন্দ্রগুহ্য তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম—সামান্য কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে দিব্যরত্ন পাইলাম। আমি কৃতার্থ হইয়াছি, আর অন্য বর যাচ্ঞা করি না।

বামন প্রহ্লাদের যে সুবুদ্ধির উদয় হইয়াছিল, ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ সুরথ রাজার সেইরূপ কোন চিত্তবৃত্তির লক্ষণ পাওয়া যায় না। কেন না, তিনি অজ্ঞানবশে বিষ্ণু-মায়ার আরাধনা করিয়াছিলেন, স্বয়ং বিষ্ণুর আরাধনা করেন নাই। বিষ্ণু-আরাধনার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, বিষ্ণু কখনও তাঁহার নিজেন্দ্রিয়তর্পণ-ব্যতীত অন্যভোগের ঐন্দ্রিয়-তর্পণের প্রশ্রয় দেন না। এজন্যই ভাগবত বলেন,—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥
(ভাঃ ২।৩।১০)

পূর্ব্বে অকামই থাকুক, সর্ব্বকামই থাকুক বা মোক্ষকামই থাকুক, উদারবুদ্ধি হইবামাত্র মানুষ তীব্র শুদ্ধভক্তিযোগে পরম-পুরুষ কৃষ্ণের যজন করিবেন।

ইহা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীতে আরও স্পষ্ট হইয়াছে—

অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেহ কৃষ্ণ তারে দেন স্ব-চরণ॥
কৃষ্ণ কহে,—"আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে,—এই বড় মূর্খ॥
আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব?
স্বচরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব॥"
সত্যং বিধত্তাজিতধীষ্বিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিষ্টাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥
(ভাঃ ৫।১৯।২৬)

—কৃষ্ণ প্রাপ্তির ইচ্ছাই মনুষ্যমাত্রের প্রার্থনা পূরণ করেন সত্য; কিন্তু যে অর্থ হইতে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনার উদয় হয়, সেই অর্থ দেন না। অজ্ঞতায় দুইয়া যাঁহারা কেবল তাঁহার পাদপদ্ম পাইবার ইচ্ছা না করিয়াও তাহা ভজনা করেন, তাঁহাদিগকে তিনি স্বয়ংই অন্য কামনা-পরিত্যাগী সেই নিজ-পাদপদ্ম দিয়া থাকেন।

কাম লাগি' কৃষ্ণে ভজে, পায় কৃষ্ণ-রসে।
কাম ছাড়ি' 'দাস' হৈতে হয় অভিলাষে॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৩১-৪১)

অনেকে বেদ হইতে শক্তি-সাধনার দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া থাকেন, যেমন ঋগ্‌বেদ-সংহিতায়—

বলং ধেহি তনূষু নো বলমিন্দ্রানুতনূষু নঃ।
বলং তোকায় তনয়ায় জীবসে ত্বং হি বলদা অসি॥
(ঋগ্‌বেদ ৮।৯০।১৮)

হে ইন্দ্র, তুমি বল-দানে সমর্থ, আমাদের দেহে বল দাও, আমাদের সাধনসমূহে বল দাও, আমাদের পুত্র-পৌত্রাদির মধ্যে চির-জীবনের জন্য বল দাও।

সংহিতার এইরূপ বলের জন্য প্রার্থনাকে কেহ কেহ "শক্তি-সাধনা" বলিয়া মনে করেন। বেদে আছে বলিয়াই তাহা সর্ব্বোচ্চ কথা বা তাহার তাৎপর্য্য অজ্ঞতাবশতঃ অর্থাৎ সাধারণ জ্ঞানে বুঝিতে হইবে, তাহা নহে। বেদের সংহিতা-ভাগে দেবতাগণের অনেক কামনা-মূলক স্তব শুনিতে পাওয়া যায়। সেই সকল ভোগবাঞ্ছা বেদে আছে বলিয়াই যে উহা চরমধর্ম্ম, তাহা নহে। সাংহিতা-সাহিত্য অজ্ঞাধিকারি-দেবতাগণের চিত্তবৃত্তি-পরিচায়ক বটে; কিন্তু তাহা সাধনের পরাকাষ্ঠা হইবে, এইরূপ বিচার অজ্ঞতামূলক। সাংহিতা-অংশে অনেক অজ্ঞাধিকারের কামনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই বেদের শিরোভাগে নিষ্প্রপঞ্চের কথা আলোচিত হইবার প্রয়োজন হইয়াছে। 'বল' বলিতে প্রাকৃত বল অর্থাৎ দৈহিক ও মানসিক বল বুঝাইলে তাহা 'পশু-বল'-পদবাচ্য হইবে না কি? হস্তীর বল বা অশ্বের বলের জন্য আকাঙ্ক্ষা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নহে। যাঁহারা শ্রুতির 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' মন্ত্রের 'বল' শব্দকে দৈহিক বল বা মানসিক বলের অন্তর্গত করিতে চাহেন, তাঁহারা বিবেচনের অভাবে শ্রুতিমন্ত্রের অজ্ঞতাচ্ছিতে বঞ্চিত হইয়াছেন। শ্রুতি চেতন-বলের কথাই বলিয়াছেন, সেই চেতন বলের আশ্রয় শ্রীবলদেব। বেদোপনিষদে ঐশ্বর্য্যবতী উমাদেবী পরব্রহ্মকেই সমস্ত শক্তির আধার ও দেবতাগণের শক্তির কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং বলমাত্রী, ইহা বলেন নাই।

কবীর, দাদূ প্রভৃতি বাক্তিগণ বা গুরুগোবিন্দ সিংহ প্রভৃতি রাজনৈতিক নেতৃগণ তথাকথিত পৌরুষিক-তার যৌথিক নিন্দা করিয়াও দৈহিক শক্তির সম্মান করিয়াছেন। ক্ষত্রপতি শিবাজী শত্রুদ্বেষের জন্য তবানী-মন্ত্রে প্রাণ ছিলেন, ইহাও আমরা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই। দাদূর শিষ্য রজ্জবজী তথাকথিত 'অহিংসা-ধর্ম্ম'কে কিরূপ যুক্তির দ্বারা তাঁহার রচনার মধ্যে খণ্ডন করিয়া-ছেন, তাহা আমরা তদানীন্তন সাহিত্য-মধ্যে দেখিতে পাই,—

দয়া লাগি নরপণ করে
যাতক ধরম ন কোয়।
এক কুঁ হতি তাই কুঁ পোষৈ
সমঝে বহু ধ্রম হোয়॥
বচ্ছ মারি বচ্ছ খিলাবৈ
জৈসে বাঘ বিলাড়ী।
জীব মারি জীবকুঁ দাবৈ
সাধনকী বলিহারী॥

তাৎপর্য্য—"দয়ার সাধন করিতে গিয়া যাহারা পৌরুষকে বধ করিয়াছে! অর্থাৎ অহিংসার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমেই যাহারা হিংসা করিয়া বসিল! এই ঘাতক ধর্ম্ম তো কোন ধর্ম্ম নহে; এক জীবকে মারিয়া আর এক জীবকে পোষণ করার চেষ্টা বুঝিতে পারিলে অন্তরে বিশেষ দুঃখ অনুভূত হয়। বাঘ ও বিড়াল যেমন একটি বাচ্চা মারিয়া অন্য বাচ্চাকে খাওয়াইয়া পুষ্ট করে, তেমনি যাহারা পৌরুষকে হনন করিয়া দয়াধর্ম্ম করে, বলিহারি যাই তাহাদের সাধনা!"

এইরূপ যুক্তিবাদিগণ দৈহিক ও মানসিক বলকেই বল ও শক্তি মনে করিয়া আত্মবল অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরমেশ্বরের পরাশক্তি হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের যুক্তি নাস্তিক মতবাদের তথাকথিত অহিংসা-পরমধর্ম্মকে আক্রমণ করিতে পারে, কিন্তু ইহার প্রকৃত বলদেবের সন্ধান পায় নাই। সন্ধিনীশক্তির অধিষ্ঠাতৃ

বলদেব যে বলের সন্ধান প্রদান করেন,—যে বল ও শক্তি সঞ্চার করেন, তাহাতে অধোক্ষজ পরমতত্ত্ব স্বয়ংই লীলা-পুরুষোত্তমে সমাত্মসমর্পণ আনিয়া উপস্থিত হন। অর্জুনকে ভগবান্ কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে সেই শরণাগতির বলের সাধনিক উপদেশ দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় পরমতত্ত্বে আত্মসমর্পণ বা বলিদানই সর্বাপেক্ষা অধিক বলের পরিচায়ক। সমর্পিতাত্মা 'বলি'র বল প্রাকৃত বলীর বলের সহিত তুলনাই হইতে পারে না। হৃদয়ে কত অধিক বল থাকিলে, কত বড় মুক্ত হইতে পারিলে, সর্বাত্মসমর্পণ ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের কল আসি উপস্থিত হয়। জগতে সেই শরণাগতির অভাব হইতেই নানাপ্রকার ভুক্তি-মুক্তি-প্রার্থনা, কাম-প্রধানা দেবতার নিকট বল-প্রার্থনা ও শক্তি-প্রার্থনা যুগযুগান্তর হইতে চলিয়া আসিতেছে। ভারতীয় সনাতন ধর্মের প্রাথমিক পাঠ গীতায় অর্জুনকে উপদেশ-প্রদান-মুখে ভগবান্ সর্বপ্রথমেই এই শরণাগতির অভাবমূলক দেহাত্ম-বাদকে নিরাস করিয়াছেন। দেহাত্মবাদ হইতেই দেবাত্মবাদ, অদ্বৈতবাদ, বহুত্বী ভোগবাদ বা বিশ্ব-শাক্তবাদের উদ্ভব হইয়াছে। ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মার্কণ্ডেয় পুরাণাদি এমন কি মহাভারতাদি রচনা করিবার পর শ্রীমদ্ভাগবতের রচনা করিয়া কুরুক্ষেত্রে-তর্পণই যে, একমাত্র আত্ম ও সনাতন-ধর্মের পরিপুষ্ট অবস্থা, তাহাও প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই আত্মধর্মে পরা শক্তি আবাহনের কথা শ্রুত হয়। জড়া শক্তিকে ঘুষ দিয়া ভুক্তি মুক্তি সংগ্রহ বা বহুরূপী সুবিধাবাদ-আবহমান 'ধর্ম' নামে বাজারে চলিলেও তাহা বস্তুতঃ সনাতন ধর্ম নহে। পরম করুণাময় শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার চরণানুগ চারিগণ অচৈতন্য বিশ্বকে এই চৈতন্য প্রদান করিয়াছেন।

কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদ ও শুদ্ধ-ভাগবত-সিদ্ধান্ত

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহোপদেশক শ্রীমৎ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী বিদ্যাবারীশ প্রভৃতি প্রচারকবৃন্দ নৈহাটীতে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত মতিলাল ভট্টাচার্য্য বি-এ, শ্রীযুক্ত শুকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর মুখোপাধ্যায়, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু প্রভৃতি স্থানীয় ব্যক্তিগণের উদ্যোগে স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাঁঠালপাড়াস্থিত ভবনের প্রাঙ্গণে 'সনাতন ধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সময় ৩১শে অক্টোবর পূর্ব্বাহ্ণ ৮৷৷০ ঘটিকায় নৈহাটী কাঁঠালপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টপল্লী-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের ভবনে গমন করেন। প্রথমে মহোপদেশক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তর্করত্ন মহাশয়ের যোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত জীব ন্যায়তীর্থ এম্-এ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়। প্রফুল্ল বাবু গৌড়ীয়-মঠের প্রচারকের পরিচয় প্রদান করিলে ন্যায়তীর্থ মহাশয় মহোপদেশক প্রচারক মহাশয়কে সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং ভারতে ও ভারতের বাহিরে শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিপুল ধর্মপ্রচারের কথা তিনি জ্ঞাত আছেন, তাহাও বলেন। ন্যায়তীর্থ মহাশয় বলেন—

> যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
> তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্।

—ইহা আপনাদের গৌড়ীয়মঠেরই তো কথা?

মহোপদেশক—ইহা সাত্বত-পঞ্চরাত্র তন্ত্রশাস্ত্রের কথা এবং স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু দ্বারা সঙ্কলিত বৈষ্ণবস্মৃতিনিবন্ধ হরিভক্তি-বিলাসে সমাদৃত শাস্ত্র-বাক্য।

ন্যায়তীর্থ—আপনারাই তো 'বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ' শব্দটি প্রয়োগ করিয়া থাকেন?

মহোপদেশক—ইহা জগদ্গুরু শ্রীধর স্বামিপাদ ও ভাগবীয় মনুসংহিতার কথা।—

"শ্রিয়ং গৌরীং সাবিত্রীং বৈষ্ণবীমিতি ত্রিবর্ণিনীং ব্রহ্ম।"

(ভাগবত-দীপিকা ১০।২৩।৩৯)

যাবুরগ্রেহবিজনন্নং দ্বিতীয়ং মৌক্তিকদ্বনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞবীকায়াং বিজন্ত শ্রুতি-চোদনাৎ॥
(মনু ৩।১৮৯)

এই প্রসঙ্গ লইয়া ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের সহিত মহোপদেশক ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়ের প্রায় ১৫ মিনিটকাল আলোচনা হইবার পর তিনি তর্করত্ন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তর্করত্ন মহাশয়ের ভবনের দ্বিতলোপরি নীত হইলেন।

পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় মহোপদেশক ভক্তি-শাস্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি? নিবাস কোথায়?"

মহোপদেশক—আমার নাম শ্রীহরেকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ব্বনিবাস বিক্রমপুর তরাকর, বর্ত্তমানে আমি শ্রীগৌড়ীয়মঠেই একজন নগণ্য সেবকাভিমানরূপে অবস্থান করি। নৈহাটীতে প্রচার উপলক্ষে ত্রিদণ্ডিপাদগণের সহিত আগমন করিয়াছি।

তর্করত্ন—'যথা কাঞ্চনতাং যাতি'—তোমাদের গৌড়ীয়-মঠেরই তো এই কথা?*

মহোপদেশক—ইহা শাস্ত্রোক্ত-যুক্তি ও পঞ্চরাত্রের কথা। শ্রীচৈতন্যদেব ও গোস্বামিবৃন্দ এই শ্রৌতবাণীর প্রচার করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—শ্রীচৈতন্যদেবের আচার-প্রচার এবং শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারের সম্পূর্ণ অনুগত।

তর্করত্ন—গৌড়ীয়মঠ চৈতন্যের অনুগত কিরূপ? আমি মনে করি, তাহারা চৈতন্যদেবকে মানে না।

মহোপদেশক—আপনি শ্রীচৈতন্যদেবকে জানেন কি? জানিলে কি ভাবে জানেন?

তর্করত্ন—চৈতন্যদেব একজন পরমভক্ত ও পণ্ডিত।

মহোপদেশক—আপনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ নিশ্চয়ই পাঠ করিয়াছেন।

তর্করত্ন—হাঁ, আমি চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়াছি, তাহা বাঙ্গালা পয়ারী পুঁথি; তাহাতে চৈতন্যদেবের কথা বুঝিতে বিশেষ কিছু পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না, সকলেই বুঝিতে পারে।

মহোপদেশক—পাঠকের বিভিন্ন যোগ্যতা ও তজ্জন্য একই বস্তুর বিভিন্নভাবে ধারণার পার্থক্য কি আপনি স্বীকার করেন?

তর্করত্ন—চৈতন্যচরিতামৃতের ন্যায় সরল ও সরস পুঁথির বিষয় বুঝিতে বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন কি? উহা সকলেই একইভাবে বুঝেন।

মহোপদেশক—(নিকটস্থ ছাত্রগণকে দেখাইয়া) আপনার সকল কথাই কি প্রত্যেক ছাত্র একইভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকেন? ছান্দোগ্য শ্রুতিতে (৮ম অঃ ৭ম-১২শ খণ্ড) দেখিতে পাই—ব্রহ্মার নিকট বিরোচন ও ইন্দ্র বেদ অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলেন। একই মন্ত্রের তাৎপর্য্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বুঝিয়া বিরোচন আসুরিক-মতবাদ ও ইন্দ্র ব্রহ্মার হৃদয়ের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া বৈধ সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছিলেন। শাস্ত্র বলেন,—সমান তরুতে আদ্র ও নিম্ব দুই বৃক্ষ সমসংস্কৃতে অবস্থান করিয়া একই সুরধুনীর সুমিষ্ট পবিত্রজল আহরণ করিলেও ফলদান-কালে নিম্ব তিক্ত ফল ও আম্র অমৃত ফল বিতরণ করিয়া থাকে। তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়াও কেহ অচৈতন্য গরল উদ্গীরণ, কেহ বা অমৃত আহরণ করিয়া থাকেন।

তর্করত্ন—চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণ ব্যতীত কাহারও পাচিত অন্ন গ্রহণ করেন নাই, ইহা চৈতন্যচরিতামৃত-পাঠে স্পষ্টই জানা যায়। তোমরা ইহা স্বীকার কর কি?

মহোপদেশক—শ্রীচৈতন্যদেব 'তোত্যান্ত্র বিপ্র' অর্থাৎ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের গৃহেই নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়াছেন। 'অতোত্যান্ত্র বিপ্র' বা অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণকুলের গৃহে কোনদিন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই। যদি ব্রাহ্মণবংশের পাচিত অন্নই মহাপ্রভু অবিচারে গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে 'অতোত্যান্ত্র' ও 'তোত্যান্ত্র' শব্দের প্রয়োগ থাকিত না। বস্তুতঃ মহাপ্রভু অচল-অল সনোড়িয়ার গৃহেও তাঁহাকে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর আশ্রিতভগবদ্ভক্ত জানিয়া পুরীপাদের আদেশানুসারে সনোড়িয়া-পাচিত অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন।—(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।)

অতোত্যান্ত্র-বিপ্র যদি করে নিমন্ত্রণ।
প্রসাদযুগা লইতে লাগে কৌড়ি দুইপণ॥
তোত্যান্ত্র-বিপ্র যদি নিমন্ত্রণ করে।
কিছু প্রসাদ আনে, কিছু পাক করে ঘরে॥
(চৈঃ চঃ মঃ ৮।৮৬-৮৭)

* মহোপদেশক ও তর্করত্ন মহাশয়ের উক্তিসমূহের যথাযথ তাৎপর্য্য একাধিক হইবে।

তর্করত্ন—কাশীতে চৈতন্যদেব তপন-চন্দ্রশেখরের ঘরে অবস্থান করিলেও তাঁহাকে শূদ্র বিচার ক'রে। ব্রাহ্মণ-তপনমিশ্রের ঘরে অন্ন গ্রহণ করিতেন।

মহোপদেশক—'কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব তো মায়াবাদি-ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসিগণের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই। সন্ন্যাসিগণ ব্রাহ্মণ, ত্যাগী, তপস্বী ও সদাচার ছিলেন, তথাপি তিনি তাঁহাদের সহিত ভোজন করিলেন না, যথা—

তপনমিশ্রের ঘরে ভিক্ষা নির্ব্বাহে
সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ।

(চৈঃ চঃ আঃ ৭।৮৬)

তবে যে মহাপ্রভু চন্দ্রশেখরের গৃহে অন্ন গ্রহণ না করিয়া তপনমিশ্রের গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তাহা **তপনমিশ্র বা চন্দ্রশেখরের প্রতি জাতি-বুদ্ধি করিয়া নহে।** মায়াবাদি-সন্ন্যাসিগণকে উদ্ধার করিবার মূল উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি কাশীতে আগমন করিয়াছিলেন এবং "সবে মাত্র এড়াইল কাশীর মায়াবাদী"—এই বিচারে মায়াবাদী সন্ন্যাসীর বেষ-গ্রহণেরও অভিনয় করিয়াছিলেন; বস্তুতঃ যিনি মায়াবাদ ও কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবর্ত্মকে (সুবুদ্ধি রায় সম্বন্ধে দৃষ্টান্তে) সর্ব্বতো-ভাবে নিরাস করিয়াছেন, তাঁহার মায়াবাদী সন্ন্যাসীর বেষ-গ্রহণ চন্দ্রবেশী গোয়েন্দার ন্যায়। গোয়েন্দা যেমন চোর ও অসদাচারীর বেশে তাহাদের দলে মিশিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করে, সেইরূপ অভিসন্ধিমূলেই শ্রীচৈতন্যদেব ব্যবহারিক বিচার-পালনের অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গোয়েন্দার ডাকাতের বেষ ধারণ বা তাহাদের ন্যায় বাহ্য ক্রিয়ামুদ্রা প্রদর্শন আত্যন্তিক সত্য নহে, উহা অভিনয় মাত্র।

তর্করত্ন—কাশীবাসী অন্যত্র কোথাও মহাপ্রভু তো তাঁহার শূদ্রকুলোদ্ভূত ভক্তের সহিত ভোজনাদি করিতে পারিতেন বা তাহাদের পাচিত অন্ন গ্রহণ করিতে পারিতেন, তাহা করেন নাই কেন?

মহোপদেশক—শান্তিপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে আচার্য্যবর্য্য অদ্বৈত তাঁহার গৃহে যবনকুলে অবতীর্ণ ঠাকুর হরিদাসের সহিত এক পাক্তিতে ভোজন করিয়াছিলেন—

* * * গ্রন্থ মধ্যে বচন।

মুকুন্দ, হরিদাস লইয়া করহ ভোজন।
তবে তো আচার্য্য সঙ্গে লইয়া দুইজনে।
করিল ভোজন ইচ্ছা যে আছিল মনে।

(চৈঃ ভঃ মধ্য ৩।১০৪-১০৭)

সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ভগবান্ কৃপা পূর্ব্বক যাঁহার হস্তে ভিক্ষা গ্রহণ করেন, তিনিই তাঁহাকে ভিক্ষা দিয়া থাকেন। ভক্তির বৈশিষ্ট্যই এই যে, নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য শুদ্ধ-বৈষ্ণব বা ভগবান্‌কে ভোগ করিবার চেষ্টা তাঁহাতে নাই। সেখানে প্রাকৃত ও কর্ম্মমার্গীয় জাতির বিচার বা তৎপ্রতি-যোগী বিচারের কোন স্থান নাই। ভগবান্ যাঁহার সেবা যে ভাবে গ্রহণ করেন, তিনি সেইভাবেই তাহা প্রদান করিয়া সেব্যের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করিয়া থাকেন।

আচার্য্যবর্য্য শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষায় ও দীক্ষায় শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইয়া গরুড়পুরাণের বাক্য তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে।

(ভক্তিসন্দর্ভ ১৭৭ সংখ্যাধৃত গারুড়বাক্য)

সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজিক শ্রেষ্ঠ, যাজিক সহস্রের অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্ত-পারগ শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ব-বেদান্তপারগ কোটি ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন একান্তী ভক্ত শ্রেষ্ঠ।

কালিদাস সন্ত্রান্ত ও উচ্চবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও ফুঁইয়ানী কুলে আবির্ভূত বড়ুঠাকুরের উচ্ছিষ্ট আস্তাকুড় হইতে কুড়াইয়া সম্মান করিয়াছিলেন। বড়ুঠাকুরকে 'ফুঁইয়ানী' বুদ্ধি বা ঠাকুর হরিদাসকে 'যবন' বুদ্ধি করিলে শ্রীচৈতন্যদেব বা তাঁহার ভক্তগণ ঐরূপ আদর্শ প্রচার করিতেন না।

তর্করত্ন—ভক্ত শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু তাঁহাতে স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের বিচার নাই,—এরূপ কথা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ।

মহোপদেশক—'ভক্ত অথচ অস্পৃশ্য,'—এই কথাটি সোনার বাটীর বাটীর ন্যায় নিরর্থক। শ্রীচৈতন্যদেব ঠাকুর হরিদাসকে অস্পৃশ্যভক্ত (!) জ্ঞান করিলে নির্য্যাণের পর ঠাকুরের দেহকে পরমপবিত্রতার আদর্শ-প্রদর্শনচ্ছলে কোলে করিয়া নৃত্য করিতেন না। একে চতুর্ব্বর্ণাভিরিক্ত

পঞ্চম-ষষ্ঠ-সপ্তম-সংস্কৃত অন্ত্যজ-জাতির দেহ, তাহার উপর আবার মৃতদেহ, সুতরাং দ্বিগুণিত ভাবে অস্পৃশ্য ॥ কিন্তু মহাপ্রভু বলিলেন যে, হরিদাস ঠাকুরের স্পর্শে সর্ব্বপাবন-সরিৎ-কুলাগ্রয় তরল-পুণ্যোদকাগার সমুদ্রপর্য্যন্ত মহাতীর্থ হইল। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের দেহ অস্পৃশ্য-নীচজাতির দেহ বা কর্ম্মফল-বাধ্য জীবের মৃতদেহ বিচার করিলে সেই দেহের সর্ব্ব নিম্নাঙ্গের অর্থাৎ চরণের দৌতকল শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'বেদমানতাই' বা তৎফল কি করিয়া পান করিলেন ?

কেবল শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় নহে ; পূর্ব্ব পূর্ব্ব সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মাচার্য্যগণের আচরণেও এই সত্যই প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণকুলশিরোমণি আচার্য্য শ্রীরামানুজ যখন শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার গুরু মহাপূর্ণ কোন শূদ্র-কুলোদ্ভূত ভক্তের অপ্রকটের পর তাঁহার দেহকে সংস্কৃত করায় কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-সম্প্রদায় মহাপূর্ণের কার্য্য অব্রাহ্মণোচিত হইয়াছে বলিয়া নিন্দাবাদ করিতেছে, এমন কি, মহাপূর্ণের সামাজিক আত্মীয় স্বজন যখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন শ্রীরামানুজ মহাপূর্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। মহাপূর্ণ রামানুজকে বলিলেন,—তিনি ধর্ম-শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য করিয়াছেন, কেন না, মহাজনের পথ অনুসরণ করাই ধর্ম্ম। ভট্টায় তির্য্যগ্‌যোনিতে আবির্ভূত হইলেও ভগবদ্ভক্তবিচারে ভগবান্ রামচন্দ্র ভট্টায়ুর দেহের সৎকার করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয়কুলে আবির্ভূত হইয়াও দাসীপুত্র শূদ্রকুলে আবির্ভূত বিদুরের পূজা করিতেন ; সুতরাং মহাপূর্ণ ভক্তের সেবা-সৌভাগ্য লাভ করায় আপনাকে পরম কৃতার্থই মনে করিতেছেন। আপাতমধুর বহির্ম্মুখ আত্মীয়-স্বজন-নামধারী কর্ম্মজড়-সম্প্রদায় তাঁহাকে 'একঘরে' করায় তাঁহার মঙ্গলই হইয়াছে, কেন না, তিনি অনেক ঘর করিয়া (ভক্তিবিরোধি-ভোগীর) যাহাদের দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করিবার চেষ্টা করিতে-ছিলেন, শ্রীভগবানের কৃপায় সেই সকল দুঃসঙ্গ স্বেচ্ছায়ই দূরে সরিয়া গিয়াছে।

'প্রপন্নামৃত' গ্রন্থ-পাঠে জানা যায় যে,—এক সময় চণ্ডালবাসে আবির্ভূত ভিক্কন্নামি নামক এক দক্ষিণ-দেশীয় ভগবদ্ভক্ত কাবেরীর তীরে হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে বাহ্য সংজ্ঞা-হীন হন। সেই সময় শ্রীরঙ্গনাথ-দেবের 'মুনি' নামক অনেক ব্রাহ্মণ পূজারী শ্রীবিগ্রহের অভিষেকের জন্য কাবেরী হইতে জল লইয়া শ্রীমন্দিরাভিমুখে গমনকালে অকস্মাৎ ভিক্কন্নামিকে নিদ্রিতাবস্থায় দেখিয়া চণ্ডালজাতি-জ্ঞানে কএকবার রূঢ়স্বরে আহ্বান করিলেন। জন্য-দ্বারা অস্পৃশ্য জাতিকে স্পর্শ করিলে নিজে অপবিত্র হইবেন এবং দেব-সেবার জল নষ্ট হইবে মনে করিয়া ভিক্কন্নামির অঙ্গে ব্রাহ্মণাভিমানী পূজারী লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে জাগ্রত করিলেন। এদিকে সেই পূজারী শ্রীরঙ্গনাথের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, ভিতর হইতে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ। অনেক ডাকাডাকির পর মন্দির হইতে এক বাণী পূজারীর কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। শ্রীরঙ্গনাথ বলিতেছিলেন যে, তাঁহার ভক্তকে ব্রাহ্মণাভিমানী পূজারী অস্পৃশ্য চণ্ডাল-জাতি মনে করিয়া তাঁহার অঙ্গে যে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহাতে শ্রীরঙ্গনাথের শ্রীঅঙ্গে আঘাত হইয়াছে, সেই ভক্তকে স্কন্ধে করিয়া পূজারী মন্দির প্রদক্ষিণ না করা পর্য্যন্ত মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইবে না। পূজারী তখন সেই ভক্তকে স্কন্ধে বহন করিয়া শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির প্রদক্ষিণ করিবার পর দ্বার উন্মুক্ত হইল। মুনি-নামক ব্রাহ্মণ তাঁহার 'বাহন' হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীভক্কন্নামি শ্রী-সম্প্রদায়ে 'মুনিবাহন' আলোয়ার-নামে এখনও পূজিত হইতেছেন। উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ শ্রীরামানুজাদি আচার্য্যগণ সেই মুনিবাহনের নিত্যপূজা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত আলবন্দারস্বামি শূদ্রকুলে আবির্ভূত ভক্তাবতার পরাঙ্কুশ-কে প্রণাম করিয়া বলিয়াছেন,—

মাতা পিতা যুবতয়স্তনয়া বিভূতিঃ
সর্ব্বং যদেব নিয়মেন মদন্বয়ানাম্।
আদ্যস্য নঃ কুলপতের্কুলদৈবতস্য
শ্রীমত্তদঙ্ঘ্রি যুগলং প্রণমামি মূর্দ্ধ্না ॥

(আলবন্দার-স্তোত্রে ৭ম শ্লোক)

আমাদিগের কুলের প্রথমাচার্য্য পরাঙ্কুশের শ্রীমৎ পদযুগলকে আমি মস্তক-দ্বারা প্রণাম করিতেছি। আমার বংশীয় অবশ্যন বিগতবর্ষের সমস্ত সম্পত্তিই ঐ শ্রীমৎ পদযুগল, তাহাদের মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র ও ঐশ্বর্য্য—সর্ব্বস্বই ঐ পরাঙ্কুশদেবের শ্রীচরণ

তর্কের—শূদ্র কি করিয়া ব্রাহ্মণের গুরু হইতে পারে ? ইহা কোন্ শাস্ত্রে আছে ? বৈষ্ণবস্মৃতিও ত ইহা স্বীকার করেন নাই ?

মহোপদেশক—আপনার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া আমি আশ্চর্যান্বিত হইতেছি। তবে আপনার মুখে দেখিতেছি সত্য কথাই বলাইয়াছেন। শূদ্র কখনও ব্রাহ্মণের গুরু হইতে পারে না। বৈষ্ণব শূদ্র নহেন। বিষ্ণুসেবকে ব্রহ্মজ্ঞতা ও যোগিত্ব অনুস্যূত। আপনি শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও শাস্ত্রের এই প্রসিদ্ধ বাক্যটি কি বিস্মৃত হইয়াছেন?

অর্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥

(পদ্মপুরাণ)

(তর্করত্ন মহাশয় নীরব।) আপনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ-কালে দেখিয়াছেন যে, ঠাকুর হরিদাস ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত বলরাম আচার্য্যের গুরু ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতেই পাঠ করিয়াছেন,—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয়॥

তর্করত্ন—শিক্ষাগুরু-সম্বন্ধে এরূপ উক্তির সার্থকতা থাকিতে পারে; কিন্তু দীক্ষাগুরু নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ হইবেন।

মহোপদেশক—হরিভক্তিবিলাসে শ্রীসনাতন গোস্বামি-প্রভু যে সারশাস্ত্রের বচন উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা জানি—

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেঽপি ভাগবতোত্তমাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥
ষট্‌কর্ম্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্র-তন্ত্র-বিশারদঃ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ॥
মহাকুল-প্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥
বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যাস্তু গুরবঃ শূদ্রজন্মনাম্।
শূদ্রাস্তু গুরবস্তেষাং ত্রয়াণাং
ভগবৎপ্রিয়াঃ।

(পদ্মপুরাণ-বচন)

দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুতে তত্ত্বতঃ কেহ নাই, কেবল উভয়ের মধ্যে লীলাবৈচিত্র্য মাত্র বিদ্যমান। আশ্রয়-বিগ্রহ শিক্ষাগুরু অভিন্নবিগ্রহ আর আশ্রয়বিগ্রহ দীক্ষাগুরু সম্বন্ধজ্ঞানদাতা। সুতরাং শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু পরস্পর পৃথক্ বস্তু নহেন। উভয়ই শ্রীভগবান্, তাঁহাদের প্রতি ইতরবিচারই অপরাধজনক। তাই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আমরা দেখিতে পাই—

যদ্যপি আমার গুরু—চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

(ভাঃ ১১।১৭।২৭)

শিক্ষাগুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ।

(চৈঃ চঃ আঃ ৪৪-৪৭)

'কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী'—এই বাক্য যদি কেবল শিক্ষা-গুরু সম্বন্ধে হইত, তাহা হইলে মহাপ্রভু শ্রীল ঈশ্বরপুরী সন্ন্যাসীর নিকট, নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী (মতান্তরে শ্রীলক্ষ্মীপতিতীর্থ) সন্ন্যাসীর নিকট, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যও ঐ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী সন্ন্যাসীর নিকট কি করিয়া দীক্ষিত হইবার লীলা প্রকাশ করিলেন? শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামিপ্রভু জগদ্গুরু ও আচার্য্য বলিয়াই গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ। শ্রীগদানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য লৌকিক ব্রাহ্মণেতর-কুলোদ্ভূত শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের নিকট, কাটোয়ার শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট, শ্রীরসিকানন্দ গৌড়ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত শ্রীশ্যামানন্দের নিকট পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত হন। যখন শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের নিকট পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা গ্রহণ করেন, তখন রামকৃষ্ণের পিতা শিবাই ভট্টাচার্য্য পুত্রের প্রতি অভিমন্যু হইয়া বলিয়াছিলেন,—

ওরে মূর্খ! কহ দেখি কোন্ শাস্ত্রে কয়?
ব্রাহ্মণ হইতে কি বৈষ্ণব বড় হয়?
বিপ্র শিষ্য হৈল সে বা কেমন বৈষ্ণব?
পণ্ডিতের সমাজে করাব পরাভব॥

(নরোত্তমবিলাস ১০ম বিলাস)

শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ হইয়াও তাঁহার রচিত নরোত্তমবিলাস গ্রন্থে ইহা উচ্চকণ্ঠে জানাইয়াছেন এবং শিবাই ভট্টাচার্য্য বিশ্বজয়ী মুরারিপণ্ডিতকে জানাইয়া ভাগবতধর্ম্মের বিচারকে উৎসাদনের জন্য চেষ্টা করিয়া কিরূপে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন ও দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতেরই বা কি ভাবে পরাজয় হইয়াছিল, তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন অতএব কর্ণাকর্ণিমার্গসম্প্রদায়—যাঁহারা "বুঝিতাও বুঝিব না, শাস্ত্রবচন মানিয়াও মানিব না", (মানিলে বেশভূষার পরিত্যাগ করিতে হয়, অলঙ্কারকে বিসর্জ্জন দিতে হয়, কিন্তু যাহা অসম্ভব)—এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাঁহাদের ঐরূপ কুতর্ক কিছু নূতন নহে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্র, সমস্বরে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বৈষ্ণবের আনুষঙ্গিকভাবেই পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভু ঐমূলিক ন্যায়ানুসারে বৈষ্ণবের পার-মার্থিক ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করিয়াছেন—যেমন লক্ষমুদ্রার অন্তর্গত শতমুদ্রা, তদ্রূপ বৈষ্ণবতার অন্তর্গতই ব্রাহ্মণতা।

তর্কেশ্বর—শ্রুতিতে কোথায় ব্রাহ্মণতার এইরূপ বিচার আছে?

মহোপদেশক—শ্রুতিতেও বৃত্তানুসারে ব্রাহ্মণতার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদের অর্থ প্রপাঠকের অর্থখণ্ডে জবালা-তনয় সত্যকাম ও গৌতমের প্রসঙ্গ হইতেই জানা যায় যে, গৌতম সত্যবাদিতা ও সরলতা—এই গুণ-বিচারদ্বারাই সত্যকাম-জাবালের বর্ণ নির্ণয় করিয়াছিলেন।

তর্কেশ্বর—ইহা তোমাদের আর একটি মনঃকল্পিত কথা। সত্যকাম-জাবাল ব্রাহ্মণতনয় ছিলেন।

মহোপদেশক—প্রমাণ কি?

তর্কেশ্বর—ব্রাহ্মণের ঔরসে জাত-তনয়েরই যজ্ঞোপবীতে গুরুকুলে যাইবার ও ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে বেদের স্বাধ্যায়িকী কৃতি দৃষ্ট হয়। এই সংস্কারের দ্বারাই জাবালের জাতি-ব্রাহ্মণতা নিরূপিত হইতেছে।

মহোপদেশক—ব্রাহ্মণ-ঔরস-জাত-তনয়ের গুরুকুলে প্রবেশের অরুচি এবং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রতি বিরতিও ত' দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে এইরূপ শতশত দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া কি আপনাকে বুঝাইতে হইবে?

তর্কেশ্বর—'বহ্বহং'-শব্দের অর্থ তোমরা অন্য প্রকার বুঝিবে এই অর্থ হইবে।

মহোপদেশক—আপনার কথাই যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, জবালা বহুলভাবে পতির পরিচর্য্যা করিয়া-ছিলেন, তথাপি পরিচর্য্যার বাহুল্যহেতু কি কোন সতী সহ-ধর্ম্মিণী পতির নাম বা গোত্র সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইতে পারেন?

তর্কেশ্বর—পতির নাম করিতে নাই বলিয়াই জবালা পুত্রের নিকট তাঁহার স্বামীর নাম বলিতে পারেন নাই।

মহোপদেশক—আচ্ছা, আপনার কথাই মানিলাম যে, পতির নামজ্ঞান সত্ত্বেও পতিব্রতা পতির নামোল্লেখ করেন নাই। কিন্তু গোত্র বলিতে আপত্তি কি ছিল? 'বহ্বহং' পদে 'বহু' শব্দটি ক্রিয়াবিশেষণ অথবা বর্ণপরিচয়রূপে (সম্বন্ধবাচকরূপে) গ্রহণীয়। 'বহু' শব্দদ্বারা বহুস্থানে, বহুলোকের পরিচর্য্যা এবং তদ্ব্যতিরিক্ত পরেই "যৌবনে স্বামিনঃ" বাক্যের দ্বারা পরিচর্য্যার ফল সূচিত হইতেছে। যদি গোত্র না জানার কারণ নিজ-পতিগৃহে বহুসেবার মহত্ত্বই হইত, তাহা হইলে তৎসঙ্গে-সঙ্গেই "যৌবনে স্বামিনঃ" বাক্যের সার্থকতা কি? "বহুল সেবা করিতে করিতে যৌবনে তোমাকে পাইয়াছি" ইহাই কি পতির গোত্র না জানিবার সমীচীন কারণের নির্দ্দেশ? "যৌবনে" শব্দের দ্বারা শ্রুতি গম্ভীর ও সংযত ভাষায় যে অনুদ্ঘাটিত সত্যটি প্রকাশ বা ইঙ্গিত করিতে চাহেন, অভিসন্ধিমূলে তাহার বিকৃতি করিলে সত্যের অপলাপ হয় না কি? যৌবনেই পুত্র প্রসূত হয়। সুতরাং "যৌবনে বহুল পরিচর্য্যাকালে তোমাকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছি"—এইরূপ উক্তির অন্তরে অন্য কোন ইঙ্গিত না থাকিলে ঐরূপ উক্তি অপ্রাসঙ্গিক ও নিরর্থক হইয়া পড়ে। আর এইরূপ উক্তির মধ্যে যে ইঙ্গিতটুকু আছে, তাহা পাশ্চাত্য-পূর্ণ হেতু ভাষায় প্রকাশিত হইলেও যদি গৌতম তাহা বুঝিতে না পারিতেন, তাহা হইলে তিনিই বা কেন তাঁকে সরলতা ও সত্যবাদিতার বালক বলিয়া প্রকাশ করিবেন? "পিতা বা মাতার পুত্র"—এই প্রকার উক্তির মধ্যে সরলতা বা সত্যবাদিতার কোন নিরর্থক ও বৈশিষ্ট্য নাই—ইহা সকলসাধারণেরই অভিজ্ঞতার বিষয়। কিন্তু মাতার অন্য কোন বিচার-সত্ত্বেও যখন সত্যকাম সরলভাবে তাহা প্রকাশ করিলেন, তখনই মা গৌতম ঐরূপ উক্তির

তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়া বালকের অনাড়ম্বর সত্যবাদিতা ও সরলতার প্রশংসাপূর্ব্বক বলিলেন,—"ঐরূপ প্রকাশ করিয়া বলিবার যোগ্যতা ব্রাহ্মণেরই সম্ভব; অতএব তোমাকে উপনয়ন-সংস্কার প্রদান করিব।" গোপনীয় যে বিষয় লোকের নিকট প্রকাশে ব্যক্তিগত বা সামাজিক সম্মানের হানি হয়, তাহা অকপটে প্রকাশ করার নামই সরলতা ও সত্যবাদিতা। সাধারণ বিষয় বা সকলের পরিজ্ঞাত-বিষয়ে সরলতা বা সত্যবাদিতার কোনই পরিচয় নাই। ইহা দ্বারাই "বহুরম্ভে লঘ্বী ক্রিয়া"—এই বাক্যের প্রকৃত ইঙ্গিত স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। বিবাহের মন্ত্র-পাঠকালে স্বামীর গোত্র-প্রবরাদি পুরোহিত নিশ্চয়ই জানার কর্ণগোচর করাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান-কালের যে মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, তাহাতেও পতির গোত্রাদির কথা তিনি শুনিতে পারেন নাই, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যজনক সন্দেহ নাই। বিবাহ হইল, পতির সঙ্গ হইল, পুত্র হইল অথচ তিনি পতির নাম, গোত্র জানেন না,—জানাকে এরূপ ঢাকাঢোকা সাজাইবার চেষ্টা যাঁহাদের, তাঁহাদের অভিসন্ধি কতটা শুচিপূর্ণ, তাহা সুধী শাস্ত্রজ্ঞ ও সামাজিকগণ বিচার করিবেন। বরং উহাতে ঐরূপ অযৌক্তিক গুপ্তালতি করিতে গিয়া জানাকে আরও অধিকতররূপে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আদর্শ সরলতা ও সত্যবাদিতার উদাহরণের মধ্যে কপটতা ও মিথ্যাবাদিতারূপ একটি চরম-আদর্শ দেখাইয়া ও ছলের সাহায্যে উপস্থিত করিবার যে চেষ্টা, তাহা অবৈধ-মোহন-ব্যতীত আর কিছুই নহে। স্ত্রীলোকগণ স্ত্রী বা পুরুষ—সকলেই নিজ-নিজ গোত্রের সংবাদ রাখেন। বালক সত্যকামের মুখে তাঁহার মাতার চরিত্র-সম্বন্ধে যে সত্য ও সরল বাক্য গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সংযত ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কোন যুক্তিদ্বারাই আবৃত করা যাইতে পারে না। ঐরূপ অনুঘাটিত গোপনীয় সত্য সরলভাবে প্রকাশিত করিয়াছিলেন বলিয়াই সত্যকামের সরলতা ও সত্যবাদিতা গৌতম স্বীকার করিয়াছেন এবং সেই কারণেই সত্যকামকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তাই মাধ্বভাষ্যে সামসংহিতার বাক্য শুনিতে পাই—

"আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রেঽনার্জ্জবলক্ষণঃ।
গৌতমস্মৃতিতো বিদ্যাৎ সত্যকামমুপানয়ৎ।"

[তর্কতত্ত্ব মহাশয় এই কথার প্রত্যুত্তর না দিয়া অন্য-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিলেন—] ভগবদ্ভজনকারী ব্যক্তি এই জগতে যতই উন্নতি লাভ করুক না কেন, তাঁহাকে জাতি-ব্রাহ্মণের সম্মান ও আসন দেওয়া যাইতে পারে না। সে মৃত্যুর পরে পুনরায় ব্রাহ্মণের উরসে জন্ম লাভ করিলে তাহার দুর্জ্জাতিত্ব দূর হইবে।

মহো-দেশক—জাতিব্রাহ্মণ কর্ম্মফলবাধ্য জীববিশেষ। তাহার সম্মান আসন দাবী করিয়া কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিবার নিত্য আশা ভগবদ্ভক্তের থাকে নাই। ভগবদ্ভক্ত ব্রহ্মার পদবী, ইন্দ্রের পদবী, এমন কি স্বর্গ ও মোক্ষকে নরকের তুল্য দর্শন করিয়া থাকেন। যুক্তিযুক্তিবাহাতে পদাঘাত করিতে না পারিলে ভক্তির আভাসও উদিত হয় না।—

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥

(ভাঃ ৬।১৭।২৮)

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব ২য় লঃ ১৫শ শ্লোক)

ভগবদ্ভক্তের যোনি ভ্রমণ করিতে হয় না। কাজেই তিনি পুণ্যকর্ম্মফলবাধ্য ব্রাহ্মণযোনি ভ্রমণ করিয়া ত্রিতাপে তপ্ত হইবার জন্য পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিবেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহার দুর্জ্জাতিত্ব (?) ঘুচাইয়া করিবেন—এরূপ কল্পনা ও ভ্রান্তাস্পদ, অযৌক্তিক ও অশাস্ত্রীয়। ভগবানের নিত্যসিদ্ধ ভক্ত হনুমান্, গুহক, গরুড়, ঠাকুর হরিদাস, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুর, শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর, শ্রীবজ্রঠাকুর প্রভৃতি নিখিলব্রহ্মকুলবন্দ্য ভাগবতগণ পুনরায় দুর্জ্জাতিত্ব দূর করিবার জন্য কর্ম্মফল-বাধ্য বদ্ধজীবের উপযোগী কারাগার লৌকিক-ব্রাহ্মণ-যুগে জন্ম গ্রহণ করিবেন,—এরূপ যুক্তি নিখিলশাস্ত্র ও মহাজনগণের প্রমাণ-বহির্ভূত এবং কর্ম্মফলবাধ্য জীবের অপরাধপ্রসূত কোলাহল।

তর্কতত্ত্ব—তোমার সহিত বাক্যালাপে বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। তুমি পণ্ডিত বটে। তোমার শিষ্ট ব্যবহারেও মুগ্ধ হইয়াছি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পাশ্চাত্ত্য-প্রদেশে গৌড়ীয়-বাণীর ভাবপ্রাপ্ত প্রচারকবর্য্য গৌড়ীয়-সঙ্ঘপতি মহামহোপদেশক শ্রীমদ্ ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর পাশ্চাত্ত্যদেশাভিমুখে শুভবিজয়োপলক্ষে

অভিনন্দন

হে শ্রীচৈতন্যবাণীর পতাকাবাহী অপ্রাকৃত দূত! আচার্য্যের আদেশে পাশ্চাত্ত্য প্রদেশে আপনার শুভযাত্রার এই মাহেন্দ্রক্ষণে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে আপনাকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি।

গৌড়ীয়-সঙ্ঘপতে! গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক ভক্তিবিনোদ-মনোভীষ্ট-সংস্থাপক আচার্য্যবর্য্যের কৃপাশক্তি-সঞ্চারিত হইয়া আপনি গৌড়ীয়ের বার্ত্তা পাশ্চাত্ত্য প্রদেশে প্রচারের যে নবজাগরণ আনয়নের জন্য প্রেরিত হইতেছেন, তাহাতে গৌড়ীয়সঙ্ঘ অসামান্য গৌরব অনুভব করিতেছেন।

হে অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ! শ্রীগৌরসুন্দর যেরূপ পশ্চিমে 'দুই সেনাপতি' প্রেরণ করিয়া পশ্চিমদেশবাসীর মূঢ়ত্ব ও অনাচার উন্মূলনপূর্ব্বক 'ভক্তিসদাচার' প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যবাণীর কৃপাসঞ্চারিত হইয়া আপনিও সেইরূপ পাশ্চাত্ত্যে ভক্তিসদাচার প্রবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবেন, এইরূপ আশাবন্ধ আমরা ভক্তি-বিনোদবাণীর ভবিষ্যদ্ বাণী হইতে শ্রবণ করিতেছি। অভক্তিই 'মূঢ়তা' এবং রাজস-তামস প্রবৃত্তিই 'অনাচার'। এই দুইটীই পাশ্চাত্ত্য-সভ্যতার মোহিনীমূর্ত্তিতে বিশ্বের মনোমোহন করিতেছে ও তাহা হইতে নানাপ্রকার মতবাদ ও সমস্যার উদ্ভব হইয়া আন্তর্জাতিক অশান্তির করাল ছায়া বিশ্বব্যাপ্ত করিয়াছে। অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ এরূপ বিশ্বসঙ্কীর্ণ বিপদের উদ্ধারকেন্দ্র পাশ্চাত্ত্য প্রদেশে শ্রীচৈতন্যবাণীর অপ্রাকৃত ভক্তি-সিদ্ধান্তসার দান করিয়া সকলকে বিষদর্শন বা প্রাকৃত দর্শন হইতে মুক্ত করুন—বাস্তব বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করুন। গুরুপাদপদ্মকৃপাই আপনার রক্ষা-কবচ ও বিজয়াস্ত্র হইবে।

হে মহামহোপদেশক ! আপনি শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব ও 'গৌড়ীয়'-সম্প্রদায়ের পূর্ব্বগুরু আনন্দতীর্থ মধ্বমুনির আবির্ভাবতিথির প্রাক্কালে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পদাম্বোজসেবিত উৎকল-পুরুষোত্তম ও দক্ষিণদেশের মধ্য দিয়া বহুস্থানের বিভিন্ন অনুকূলা পরিবেশ হইতে অপ্রাকৃত মহানন্দীয় পাষণ্ডদলনবাদকে মস্তকভূষণ করিয়া পাশ্চাত্যে ভক্তিবিনোদবাণীর বিজয়পতাকা উড্ডীন করিবার জন্য শুভবিজয় করিতেছেন। আপনার শুভসেবায় একনিষ্ঠা যে ভয়যুক্ত হইবে, উহার পূর্ব্বাভাস আমরা এই সকল শুভলক্ষণ হইতেই অনুভব করিতেছি।

হে অপ্রাকৃত অর্থনীতিকোবিদ ! হিরণ্যাক্ষের বিক্রম হইতে অপ্রাকৃত গুরুদাসরূপে আপনি সমগ্র-ভারতকে উদ্ধার করিয়া সমস্ত 'হরণ', যাহা বিশ্বের কলিমলস্বরূপ, তাহা গুরুদেবের মনোহভীষ্ট পরিপূরণ-মূলে আহুতি দিবার অমোঘ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। আপনার সেই অতুল-সেবায় সুপ্রসন্ন হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম আপনাকে হিরণ্যাক্ষের করাল কবলিত সমগ্র পৃথিবীকে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার-সেবায় নিযুক্ত করিবার ভারপ্রদান করিয়া আপনার 'ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী' নামের তাৎপর্য্য বিস্তৃত করিতেছেন। শ্রীরূপানুগবরের "গোস্বামী" বা প্রভুর "ত্রিদণ্ডী" রূপে আপনি শ্রীচৈতন্যবাণীর অপ্রাকৃতদর্শনে পাশ্চাত্যের কামমনোবাক্যকে নিয়োজিত করিবার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

হে ভক্তিশাস্ত্রিন্ ! আপনি গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলে ভক্তিবিনোদ-বাণীর মনোহভীষ্টের সেবা করিয়া যে বিশ্রম্ভ-সেবানিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, এবং পাশ্চাত্য ভাষায় গৌড়ীয়ের বাণী প্রচারে যে রতির প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আপনার প্রতি আচার্য্যের কৃপাপ্রস্রবণ সহস্রধারায় বর্ষিত হইতেছে। আপনি ভক্তিবিনোদবাণী-কৃপা-গঙ্গায় স্নাত হইয়া, তাঁহাদের শ্রীচরণপরাগে বিজয়তিলক রচনা করিয়া বর্ত্তমানে পাশ্চাত্যের গৌরাঙ্গ প্রচারকরূপে বিজয় যাত্রা করিতেছেন। আমরা যাহাতে আপনার সেই সেবাপ্রচেষ্টার পদানুসরণকারী যাত্রী হইতে পারি, সেই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি। ইতি ৭ই কার্ত্তিক, ১৩৩৩ সন।

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-দাসানুদাস
'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-সঙ্ঘ।

পাশ্চাত্যপ্রদেশে গৌড়ীয়-মিশনের ভারপ্রাপ্ত প্রচারকরূপে গৌড়ীয়-সম্পাদক-সঙ্ঘপতি মহামহোপদেশক শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় অদ্য ২৪শে অক্টোবর (১৯৩৬) কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া মাদ্রাজ হইয়া কলম্বো হইতে ১লা নবেম্বর "Sphinx" নামক জাহাজে লণ্ডন যাত্রা করিতেছেন।

—:o:—

অদ্য শ্রীল প্রভুপাদের পুরী যাত্রা করিবার কথা।

—•—

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

শ্রীপাদ সাগর মহারাজ ৭ই, ৮ই, ১১ই, ১২ই ও ১৩ই অক্টোবর সন্ধ্যায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত শ্রবণ-সদনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। ১৩ই অক্টোবর রাত্রে স্বামীজী ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ভক্তিবিবৃতি-সহ পুরুলিয়ায় প্রচারার্থ যাত্রা করেন।

গত ৮ই অক্টোবর হইতে প্রায় প্রত্যহ বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সান্যাল মহোদয় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়-মঠে আগমনপূর্ব্বক হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন। ১১ই অক্টোবর প্রাতে প্রভুপাদ তাঁহার নিকট 'নন্দ্যা সুরভয়স্তমিস্রং' শ্লোকটি ব্যাখ্যা করেন। ২০শে অক্টোবর হইতে তিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিতেছেন।

শ্রীপাদ যোগাসন মহারাজ গত ৯ই অক্টোবর রাত্রে শ্রীযুৎ সখীচরণ ভক্তিবিজয় মহোদয়ের গৃহে, ১০ই অক্টোবর রাত্রে বড়বাজার বাঁশতলা ১৮নং চাঁদপটুরিয়া লেনে শ্রীযুত ভীমরাজ সুরেখা মহাশয়ের ভবনপ্রাঙ্গণে, ১৪ই অক্টোবর শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মিত্র মহোদয়ের 'ঘমঘম-কলোনি'স্থ গৃহে এবং ১৮ই অক্টোবর শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণসদনে ছায়া-চিত্রযোগে বক্তৃতা করেন।

শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ গত ১১ই অক্টোবর রাত্রে শ্রীযুৎ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন। ১৫ই অক্টোবর রাত্রে স্বামীজী উল্টাডাঙ্গারোডে শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মল্লিকমহাশয়ের গৃহে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

১৪ই অক্টোবর সন্ধ্যায় শ্রীযুৎ নিত্যস্বরূপ বিদ্যাবাগীশ কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। প্রাতে ঢাকা হইতে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ, 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক এবং কটক হইতে শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করেন।

শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ১৪ই ও ১৭ই অক্টোবর সন্ধ্যায় গৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং ১৮ই অক্টোবর শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মিত্র মহাশয়ের 'ঘমঘম কলোনি'স্থ গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন।

গত ১৩ই অক্টোবর সন্ধ্যার পর অবসরপ্রাপ্ত সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ 'নন্দ্যা সুরভয়স্তমিস্রং' এই ভাগবতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে মানবজীবনের পরমশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যের কথা কীর্ত্তন করেন।

তৎপরে ডাঃ শ্রীবিনয় ভট্টাচার্য্য এম্-বি মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের নিকট বল্লভ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে প্রভুপাদ বিস্তারিতভাবে বল্লভসম্প্রদায়ের ঘাদশীয় ইতিহাস ও তথা এবং তৎপ্রসঙ্গে পঞ্চোপাসনা ও বিষ্ণু-উপাসনার বৈশিষ্ট্য, চতুর্থশ ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোক কি কি সাধন-ফলে লাভ হয় তৎপ্রসঙ্গ, সালোক্য-সার্ষ্টি চতুর্ব্বিধ মুক্তি ও মুক্তিদাতা কৃষ্ণপ্রেমা, মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তের বৈশিষ্ট্য, রামানুজাচার্য্যের বিচার, শৈব-বর্ণাশ্রম ও আসুর-বর্ণাশ্রম, বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংসাবস্থা, শুষ্কভক্তি, বিদ্ধা ভক্তি ও মিশ্রা ভক্তির স্বরূপ, ভাগবতধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় একঘণ্টাকাল অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

পুরুলিয়া-শ্রীগৌড়ীয় মঠ

ছত্রিশগড়প্রদেশের অন্তর্গত পুরুলিয়া গ্রামের শ্রীমহেন্দ্রনাথ ও শ্রীআশুতোষ মুখার্জ্জি ভ্রাতৃদ্বয়ের চেষ্টায় শ্রীচৈতন্যমঠের একটি শাখামঠের জন্য শ্রীমন্দির ও নাটমন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় উক্ত মন্দিরাদি, তাঁহাদের ভদ্রাসন বাটী ও পূজনপুরুষের সেবিত শ্রীবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যমঠের ট্রাষ্টিবর্গের হস্তে সেবার জন্য নির্ব্বাচ-পত্রে সমর্পণ করিয়াছেন। উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের এই সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়। এই স্থানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী

শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ তীর্থ মহারাজ প্রমুখ শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণ একবাক্যে গুরুপাদপদ্মের কীর্ত্তি ও ভক্তিকথা প্রচার করিয়াছেন। ——

গত ২৮শে আশ্বিন ১৪ই অক্টোবর বুধবার নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল রাধাগোবিন্দ নাথ বাবাজী মহারাজের পুষ্পাশ্রয়ের সহধর্ম্মিণী ও দীক্ষিতশিষ্যা আত্মজগণ শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবাদ্বারা নিত্যলীলা বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহামহোৎসবের আনুগত্য করেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ শ্রীধর মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিপ্রজ্ঞান ভক্তচারী, মহোপদেশক শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী 'ভক্তাবাসীন' নামক প্রচারকত্রয় নৈহাটীতে ৩রা অক্টোবর হইতে দিবসত্রয় প্রচার করিয়াছেন। 'শ্রীচৈতন্য-দেবের দান' সম্বন্ধে শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ ও শ্রীপাদ বিদ্যা-বাসীন মহোদয় বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতার স্থান ছিল সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক পরলোকগত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নৈহাটী কাঁঠাল-পাড়াস্থিত সুবৃহৎ আটচালা গৃহে। শ্রোতৃবৃন্দ বক্তৃতান্তে ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটীর চাইল্ড চেয়ারম্যান রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য (অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট) ও ভাটপাড়া হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঋতিনাথ ভট্টাচার্য্য এম্-এ মহোদয়দ্বয় মুক্তকণ্ঠে বক্তৃদ্বয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন,—"কীর্ত্তনে এইপ্রকার চমৎকার বিশ্লেষণযুক্ত বক্তৃতা অতি অল্পই শুনিয়াছি; 'নিজস্ব সংবাদ-দাতার সংবাদে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং পূর্ব্বোল্লিখিত অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রচারে নানাভাবে সহায়তা করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ব্রহ্মদেশের বিভিন্নস্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। মিঃ টি আর তি পর্ব্বা, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার ঘোষ ও শ্রীযুক্ত অবনী কৃষ্ণ বসু প্রমুখ সজ্জনগণ রেঙ্গুনে থাকাতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটি স্থায়ী প্রচার-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য স্বামীজীর প্রচার-কার্য্যে নানাভাবে সহায়তা করিতেছেন। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ তাঁহাদের সেবাচেষ্টা গ্রহণ করুন।

গত ৩১া অক্টোবর হইতে কএকদিবস শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ ভক্তবৃন্দ-সহ রাজারিবাগে শ্রীযুক্ত সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে ও স্থানীয় হরিসভায় শ্রীমদ্ভাগবত-কথা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন।

শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সিদ্ধস্বরূপ বিদ্যাবাসীন ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় গত ৭।১০।৩৮ হইতে সপ্তাহকাল মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বনগ্রাম মহকুমাসহরে 'সনাতন ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্যমহারাজ গত ১২ই শ্রাবণ হইতে ১১ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত টাঙ্গাইল, বাজিৎপুর, ঘশোহর-নোহা-পাড়া প্রভৃতি স্থানে প্রচার ও তৎপরে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়-মঠে বার্ষিক উৎসবের সেবা করিয়া রঙ্গাইল প্রভৃতি স্থানে প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন।

সাত্বত-শ্রাদ্ধ

কলিকাতা গোয়াবাগান-নিবাসী শ্রীযুক্ত হীরালাল ঘোষ মহোদয়ের ভক্তিমতী কন্যা শ্রীযুতা উষালতা দেবী গত ১৭ই আশ্বিন শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীযুক্ত অনিলকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ মহোদয়ের পৌরোহিত্যে মহাপ্রসাদান্ন-দ্বারা তাঁহার মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ঊর্দ্ধমহি দাসাধিকারীর শ্রাদ্ধকৃত্য ও বক্তীন্দ্রনাথ পাল মহাশয়ের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রাদ্ধকার্য্যও সাত্বত-বিধানে শ্রীগৌড়ীয়মঠে সম্পন্ন হইয়াছে।

দ্রষ্টব্য—দীপাবলীমহোৎসব-উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় প্রতিবৎসরের ন্যায় এক সপ্তাহকাল "গৌড়ীয়ে"র প্রকাশ বন্ধ থাকিবে।—গৌড়ীয়-কার্য্যাধ্যক্ষ

৯ম বর্ষ ৩ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২১শে কার্ত্তিক, ১৩৪৩, ৭ই নবেম্বর, ১৯৩৬ | ১৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিজয়া-দশমী ও দীপালি

বিজয়া-দশমীর পর পরস্পর প্রণতি, আলিঙ্গন ও সম্ভাষণাদির রীতি দুই একটী ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই দশহরা ও দীপালি-উৎসব হিন্দুগণের সার্ব্বজনীন উৎসব-রূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু বঙ্গদেশে বা যথায় বাঙ্গালীর উপনিবেশ বা প্রভাব রহিয়াছে, সেই সকল স্থানেই দশহরাকে দুর্গা পূজার সহিত এবং দীপালিকে শ্যামাপূজার সহিত সংশ্লিষ্ট করা হয়। সেদিন কতিপয় উৎকলবাসী শিক্ষিত ব্যক্তির মুখে শুনিতে পাওয়া গেল যে, বাঙ্গালীর প্রভাবে উড়িষ্যায় দুর্গাপূজা প্রচার হওয়ায় উৎকলবাসিগণ ঐ পূজার প্রতি ক্রমশঃ বীতস্পৃহ হইয়া পড়িতেছেন। উৎকলবাসী হিন্দুগণ দোল ও রথ-যাত্রাকে তাঁহাদের জাতীয় উৎসব বলিয়া থাকেন। বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানেও দশহরা ও দীপালিকে জাতীয় উৎসব বলিয়া বিবেচিত হয়।

ভারতের এই সার্ব্বজনীন দশহরা উৎসবকে শারদীয় দুর্গোৎসবের সহিত সংশ্লিষ্ট করিবার কোন প্রামাণিক তথ্যও পাওয়া যায় না এবং এই প্রথাও সুপ্রাচীন নহে। পক্ষান্তরে প্রামাণিক শাস্ত্র ও বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত সুপ্রাচীন অনুষ্ঠানসমূহ হইতে জানা যায় যে, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কা-বিজয়ান্তে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে রামানুচর বানর ও বিজিত রাবণানুচর অসুরগণ বৈরভাব ভুলিয়া পরস্পর আলিঙ্গন ও অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের পরবর্ত্তী প্রবণে ঈষত সোহহংবাদী দশাননের দলমুণ্ড পাতিত হইলে অর্থাৎ নির্ব্বিশেষবাদের উপর পুরুষোত্তমবাদের বিজয় হইলে যে বিশ্বব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছিল, তাহাতে সকলেরই হৃদয়ে আনন্দের ফুলঝুরি ফুটিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন বলিয়া ঐশ্বর্যপর হইল। বস্তুতঃ এরূপ আনন্দই সাত্ত্বতীয় আনন্দ বলা কর্তব্য। এই আনন্দোৎসব-উপলক্ষে ধর্মক্ষেত্র ভারতের সর্বত্র দশহরা বা বিজয়া উৎসব হইয়া থাকে। এমন্ত ভারতের বিভিন্নস্থানে দশহরা-উৎসব উপলক্ষে রামলীলা ও রাবণ-বধ প্রভৃতি উৎসব প্রচলিত রহিয়াছে ইংলণ্ডে যেরূপ গাই-ফক্সের (Guy Fowkes) মূর্তি গড়িয়া প্রতিবৎসর উহাকে দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ এমন্ত দশহরার সময় ভারতের বিভিন্ন স্থানে রাবণ-মূর্তির মস্তকচ্ছেদন-উপলক্ষে সেখানেও আনন্দ দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ ভারতে সম্রাট্ কৃষ্ণদেবরায়ের সময়ও এই উৎসব প্রচলিত ছিল এবং এখনও তথায় বিশেষভাবে প্রচলিত আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিতেও দেখিতে পাই, 'তিনি নীলাচলে বিজয়া-দশমীর দিন ভক্তগণকে বানর-সৈন্যের বেশে সজ্জিত করিয়া এবং স্বয়ং বৈষ্ণবের বস্ত্রাভরণ সজ্জা গ্রহণ পূর্বক লঙ্কা-ধ্বংস-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন,—

"বিজয়া-দশমী—লঙ্কা-বিজয়ের দিনে।
বানর-সৈন্য কৈলা প্রভু সকা ভক্তগণে॥
হনুমান্ আবেশে প্রভু বৃক্ষ-শাখা লঞা।
লঙ্কা-গড় চাড়ি' ফেলে লঙ্কা ভাঙ্গিয়া॥
'কাঁহারে রাবণ' প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
অগন্মাতা হরে পাপী মারিমু সবংশে॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৪।৫২-৫৪)

বিজয়াদশমী-তিথিতে শ্রীমদ্ হনুমানের অবতার শ্রীমদ্বাচার্য্যের আবির্ভাব হইয়াছিল। এজন্য দাক্ষিণাত্য-প্রদেশের তত্ত্ববাদিসম্প্রদায় ও শ্রীবিষ্ণবৈষ্ণবরাজ-সভার সভ্যগণের মধ্যে ঐদিনে আনন্দোৎসব প্রচলিত আছে। দীপালি বা দীপমালিকা-উৎসব বৈষ্ণবোৎসব। সমগ্র যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের বিভিন্নস্থানে মহাসমারোহে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

গোবর্দ্ধনের মানসী গঙ্গায় ও সমগ্র ব্রজমণ্ডলে দীপদান-উৎসব যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই এই উৎসবের বৈশিষ্ট্য অবগত আছেন। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু "মুক্তা-চরিতে" দীপমালিকা-উৎসবের উল্লেখ করিয়াছেন। রামচন্দ্রের বিজয়ে অযোধ্যাবাসী প্রজাবৃন্দ ঘরে ঘরে দীপমালা প্রজ্বলিত করিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন বলিয়া ঐশ্বর্যপর বৈষ্ণবগণের মধ্যেও ইহা একটি বিশিষ্ট উৎসব।

বিজয়ার সম্ভাষণ

প্রতি বৎসরেই আমরা পরস্পর বিজয়ার সম্ভাষণ করিয়া থাকি। কিন্তু ইহা সামাজ লৌকিকতায় বা ব্যবহারিকতায় আজ পরিণত। বস্তুতঃ রাক্ষসরাজের ভোগের লঙ্কাপুরী দাহন ও ত্যাগময় নিষ্কিঞ্চনত্বরাজের ধনমত্ত ছেদন করিয়া অপ্রাকৃত পুরুষোত্তম-সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হইলেই বিজয়ার সম্ভাষণ ও আনন্দোৎসবের সার্থকতা—তাহাই প্রকৃত নিত্যানন্দোৎসব। বর্ত্তমানে ভারতে নিষ্কিঞ্চন নির্ব্বিশেষবাদের আস্ফালনে উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছে, চিন্ময়-সমন্বয়ের নির্ব্বিশেষবাদের ধনমুণ্ডকে আনয়ন করিবার জন্য পৃথিবীতে যাদুমন্ত্র বিস্তার করিয়াছে। কাজেই জড়শক্তির আরাধনার নামে উহাকে ভোগ করিবার প্রচণ্ড পিপাসা ধনমুণ্ডে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতেছে। এদিকে রাবণের ধনমুণ্ড, অন্য দিকে ছায়াশক্তির ধনভৃত্য মানবকে মহালক্ষ্মীর ভোক্তা অভিমানের পাণ্ডিত্যের নিগড় পরাইয়া রাবণের ন্যায় মোহন্ধ-বাধী করিয়া ফেলিতেছে। দেশ, সমাজ ও মানবজাতিকে এই নির্ব্বিশেষবাদের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রীচৈতন্য-বাণীর পুরুষোত্তম সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত করাই ধর্মক্ষেত্র ভারতের বিজয়ার সম্ভাষণ হউক। "গৌড়ীয়" এই সম্ভাষণের বার্ত্তা জানাইবার জন্যই জগতে উদিত। মহাপ্রভু রাবণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন বা তাহাকে সবংশে বধ ও তাহার 'সোনার লঙ্কা' ভস্মাবলীর আবেশে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন বলিয়া "তৃণাদপি সুনীচ" শ্লোকের শিক্ষকত্বে যেন আমরা মৎসর, ক্রোধী বা রাগ দ্বেষের বশীভূত মনে না করি। বস্তুতঃ ইহাই 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের শিক্ষকত্বের বিজয়াদশমীর দিনে ভোগ ও ত্যাগ-চিন্তা-সর্ব্বস্ব জগতের প্রতি যোগ্য-সম্ভাষণ শিক্ষা-দান।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি—শুদ্ধশাক্ত, বিদ্ধশাক্ত বা পীকোপাসক নহেন

কবি কীর্ত্তিবাস রামচন্দ্রকে (?) দিয়া তাঁহার বহিরঙ্গা বিদ্যুৎমোহিনী শক্তির উপাসনা করাইতে চাহিয়াছেন, কবি

রামপ্রসাদ সেন কালীকে কিরূপ গোষ্টীপাল (?), হাস (?) প্রভৃতি করাইতে উদ্যত হইয়াছেন! পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা-নগরীতে এক শাক্তের পূজারী অকালে কালীর বলিদান করাইবার জন্য মুরগীর দেশ পাইয়াছিলেন, তদবধি কতক-বৎসর যাবৎ ঢাকায় বৈত্রমাসে (?) কালীর বলিদান হইয়া আসিতেছে। সম্প্রতি গৌড়ীয়কার্য্যালয়ে একখানি পত্র আসিয়াছে যে, একব্যক্তি চিনেদরী দুর্গার অনুকূট-উৎসবের জন্য বলিপ্রদত্ত হইয়াছেন! বলিপ্রদত্ত ব্যক্তি গোবর্দ্ধন-(অধোক্ষজ-শ্রীকৃষ্ণের গো—ইন্দ্রিয় বা জ্ঞান-বর্দ্ধন)-পূজার পরিবর্ত্তে মায়াশক্তির আরাধনায় (?) সাহায্যের জন্য আবেদন জানাইতেছিলেন।

আধুনিক কেহ কেহ বৈষ্ণবাচার্য্যগণকে দিয়াও শক্তি-পূজা করাইয়া লইতে চাহিতেছেন! 'রামচন্দ্র শক্তি দুর্গার পূজা করিয়াছিলেন', উহা বাল্মীকিকৃত মূল রামায়ণে নাই,—এইকথা প্রচারিত হইবার পর 'বৈষ্ণবগণ শক্তির উপাসক ছিলেন', উহা কেহ কেহ প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র শারদীয় সংখ্যায় (১৩৪০) কোন এক লেখক বিদ্যাপতিকে শাক্তোপাসক বলিয়াছেন এবং তিনি "দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী" পুস্তক লিখিয়া দুর্গার প্রতি অশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও জানাইয়াছেন। অবশ্য এই লেখকের পূর্ব্বেও পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এইজাতীয় মতবাদ প্রচার করিয়াছেন এবং প্রাকৃত-সহজিয়া-ধর্ম্মকে বৈষ্ণবধর্ম্ম মনে করিয়া 'বৈষ্ণবধর্ম্ম বৌদ্ধমত হইতে প্রসূত', এইরূপ ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পতিত হইয়াছেন। এই মতবাদ পুষ্টির জন্য বাশুলীপূজক ও রামীপ্রণয়কার এক সহজিয়া-চণ্ডী-দাসের সহিত মহাপ্রভুর আদৃত শুদ্ধবৈষ্ণবকবি-চণ্ডীদাসকে এক করিবার চেষ্টা হইয়াছে! 'বিদ্যাপতির সহজীর প্রতি আসক্ত ছিলেন' এই সকল অশ্রাব্য ও ঘৃণ্য সহজিয়া ইতিহাস পরিগৃহীত হইয়াছে! বস্তুতঃ সহজিয়া বা শাক্তের মতবাদী বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস মহাপ্রভুর সমাদৃত বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস নহেন। সহজিয়া-সম্প্রদায়ে অনেক চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি হইয়াছে এবং এখনও অনেক আছে। সেই সকল শাক্তের মতবাদী প্রাকৃত সহজিয়া বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের সহিত শুদ্ধ-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নাই।

কোন কোন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন, "দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী"-একটী আধুনিক কালের রচিত শাক্তের পুস্তক। কেহ কেহ ইহার অন্য প্রকার ইতিহাসের প্রমাণ দেখাইয়া বলিবেন যে, 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'কার মৈথিল মহাকবি বিদ্যাপতিই প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা! ইতিহাসের নানাবিধ কল্পনা ও অভিসন্ধিযুক্ত কুত্রিমতাকে দূরে রাখিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ বলেন যে, যেরূপ পূর্ণজ্ঞানে বেদব্যাসের বা বিশ্বাদ্বৈতবাদী বিল্বমঙ্গলের সহিত কৃষ্ণকর্ণামৃতকার বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বিল্বমঙ্গলের বা মহাপ্রভুর সমাদৃত বিল্বমঙ্গলের সম্বন্ধ নাই, তদ্রূপ দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীকার বা শাক্তোপাসক বিদ্যাপতির সহিতও বৈষ্ণব-সদাচারী-মহাত্মা ও মহাপ্রভুর সমাদৃত শুদ্ধভক্তবর (স্বরূপশক্তি শ্রীরাধার উপাসক) বিদ্যাপতির কোন সম্বন্ধনাই। গোপাল চাপাল শ্রীবাস-পণ্ডিতের গৃহের দ্বারে ভবানী-পূজার সজ্জা রাখিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া, যে মহাপ্রভু গোপাল চাপালকে বলিয়াছিলেন,—

"শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানী-পূজন।
কোটি জন্ম হবে তোর রৌরবে পতন॥"

এবং যে মহাপ্রভু ভক্তিরহিতা হইতে "ছায়ের এক রূপমাত্র বিভূতি দুর্গা" প্রভৃতি বাক্যে রূপক-পূজিতা দুর্গাকে ছায়াশক্তি বা জড়শক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেই মহাপ্রভু কখনই কোন ছায়াশক্তির উপাসকের মুখে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রবণেও নিরত হইতে পারে, বিচার করিতে পারেন না। অধোক্ষজ কৃষ্ণভক্তি এরূপ কিছু নহে যে, উহা "অন্তঃ শাক্তো বহিঃ শৈবঃ সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ" এইরূপ বিচার-যুক্ত ব্যক্তির মনোধর্ম্মের কারখানা হইতে প্রকাশিত হইতে পারে। অবশ্য এই তথ্যটী মনোধর্ম্মী চিজ্জড়-সমন্বয়বাদিগণ বুঝিতে পারিবেন না। বস্তুতঃ অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তির [illegible] শ্রোত দারায় অবতীর্ণ যে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও অপসিদ্ধান্ত থাকিতে পারে না।

শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু কি চিজ্জড়সমন্বয়বাদী?

গত ৭ই কার্ত্তিক তারিখের শারদীয়-সংখ্যা 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় 'মহাপূজা'-শীর্ষক প্রবন্ধে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুকে শাক্তের-মতবাদ-সমর্থক

চিচ্ছক্তি-সম্ভবরূপিণী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভে 'গৌ+মীর কল্পে'র—

"যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাৎ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ।"

—এই বাক্য উদ্ধার করিয়া অধোক্ষজ-কৃষ্ণ ও ভুবনপূজিতা দুর্গাকে একাকার করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু গৌতমীয় তন্ত্রের ঐ বাক্য উদ্ধার করিয়াই অব্যবহিত পরে লিখিতেছেন—"অতঃ স্বয়মেব শ্রীকৃষ্ণস্য স্বরূপশক্তিরূপেণ দুর্গা নাম তস্যাস্তস্যা এবাংশভূতা দুর্গেতি গম্যতে।" অর্থাৎ এই হেতু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই যেখানে স্বরূপশক্তিরূপে দুর্গা, তখন মায়াংশভূতা দুর্গাকে মনে করিতে হইবে না। 'বঙ্গবাণী'র প্রবন্ধকার শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর উদ্ধৃত "দুর্গেতি গীয়তে সদ্ভিঃ সচ্চিদেক-স্বরূপিণী" এই বাক্যটি উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু তদব্যবহিত পরের পংক্তি, যাহা তদব্যবহিত মহাপূজায় দুর্গার স্বরূপ নির্ণয় করিয়া দিতেছে, সেই বাক্যটি উদ্ধার করেন নাই, তাহা এই,—

অস্যা আবরিকা শক্তির্মহামায়াঽখিলেশ্বরী।
যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বদেহাভিমানিনঃ॥

স্বরূপশক্তি দুর্গার আবরণী শক্তিই অখিলেশ্বরী মহামায়া; সেই মহামায়া-রূপিণী ছায়া-দুর্গার দ্বারা সমগ্র জগৎ মুগ্ধ হইয়া দেহাভিমান করিতেছে। এই 'ছায়া দুর্গা'র কথাই ব্রহ্মসংহিতা আরও স্পষ্টভাবে বলিতেছেন। এই ব্রহ্ম-সংহিতা স্বয়ং মহাপ্রভু জগতে প্রচার করিয়াছেন ও শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু সংহিতার টীকায়ও উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন,—

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধন-শক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৪৪ শ্লোক)

স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তির ছায়া-স্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিনী মায়াশক্তিই ভুবন-পূজিতা 'দুর্গা'; তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

সন্দর্ভেও শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু গৌতমীয় তন্ত্রের বাক্যের পরই লিখিয়াছেন,—"সা হি মায়াংশকলা তদধীনে প্রাকৃতেঽস্মিন্ লোকে মন্ত্রকাল্পকল্প সেবার্থং নিযুক্তা চিচ্ছক্ত্যাখ্যস্বরূপশক্তিরূপা মহীয়তে, ন তু সৈবাধিষ্ঠাত্রী।"

ভগবানের পীঠাবরণে পূজায় যে গণেশ, দুর্গা প্রভৃতি আছেন, তাঁহারা বিষ্বক্সেনাদির ন্যায় ভগবানের নিত্য বৈকুণ্ঠ-সেবক। সেই বৈকুণ্ঠ-সেবক গণেশ-দুর্গাদি দেবগণ মায়া-শক্ত্যাত্মক গণেশ-দুর্গাদির ন্যায় নহেন। তাঁহারা ভগবানের স্বরূপভূতশক্ত্যাত্মক। মায়ার অতীত বৈকুণ্ঠের আবরণ বর্ণনে পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে এরূপ উক্ত হইয়াছে—

সত্যাচ্যুতানন্ত-দুর্গা-বিষ্বক্সেন-গজাননাঃ।
শঙ্খ-পদ্ম-নিধী লোকাশ্চতুর্থাবরণাঃ স্মৃতাঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

দুর্গাং বিনায়কং ব্যাসং বিষ্বক্সেনং তথৈব সূর্য্যান্।
যে যে স্থানে স্মৃতিমুখ্যান্ পূজয়েৎ প্রোক্ষণাদিভিঃ॥

(ভাঃ ১১।২৭।২৯)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদ বলিতেছেন—দুর্গাদ্যান্ কোণেষু। তথৈব যাবতঃ। সূর্য্যান্ ইন্দ্রা-দি-লোকপালান্ পূর্ব্বাদিদিক্ষু। এবমেতান্ দেবতাভিমুখান্ প্রোক্ষণাদিভিরর্ঘ্যাদিভিঃ পূজয়েদিত্যর্থঃ।" স্বামিপাদের এই উক্তির দ্বারাও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, দুর্গাদি স্বতন্ত্র দেবতা নহেন। বৈকুণ্ঠে ভগবান্ বিষ্ণুর পীঠাবরণ রূপে স্বরূপশক্ত্যাত্মক দুর্গাদি দেবতা তাঁহাদের স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করিতেছেন। সেই দুর্গা ভুবনপূজিতা দুর্গা হইতে পৃথক্ অর্থাৎ সেই দুর্গারই ছায়ারূপিণী ভুবনপূজিতা দুর্গা—যাহা গণপত্তলিকা-দ্বারা পৃথিবীতে পূজিতা হন।

উক্ত শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ইহা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

অত্র দুর্গাদ্যা বিষ্বক্সেনাদিবদ্ভগবতো নিত্যবৈকুণ্ঠসেবকাঃ। অতএব তে গণেশদুর্গাদ্যা যে পরা মায়াশক্ত্যাত্মকা গণেশদুর্গাদ্যাস্তাভ্যো ন তথেতি। "ন তত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ" ইতি বিতীয়াদ্যেভ্যঃ। অতো ভগবৎস্বরূপভূতশক্ত্যাত্মকা এব তে। যত এব শ্রীকৃষ্ণস্বরূপভূতে শ্রীমদ্বৈকুণ্ঠাকারাদিবিগ্রহেঽপি দুর্গাদয়ো ভগবদ্ভক্ত্যাত্মক-স্বরূপভূতশক্তিবৃত্তিবিশেষত্বেনাধিষ্ঠাতৃত্বা প্রতিমাদিমূলদিক্ষতে যথা মায়াশক্ত্যাত্মে প্রতিবিম্বাদাংবাদে—

প্রতিমাস্বল্পবুদ্ধীনাং বিহিতেয়ং প্রকল্পনা বিভো।
ত্বাদৃশানামচিন্ত্যস্য নেহা প্রকৃতিরাত্মনঃ॥

'দুর্গেতি পীঠরূপে শক্তিমধিষ্ঠানাদেতি লক্ষ্যতে।

অস্যা আবরিকা শক্তির্মহামায়েতি লক্ষ্যতে।
যয়া মুগ্ধং জগৎসর্ব্বং সর্ব্বদেহাভিমানিনঃ।

ইতি অতএব শ্রীভগবদ্ভক্তেষ্বেবোপাস্যা গৌতমীয়তন্ত্রে—'যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাদ্যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ' ইতি, স্বয়ং পরমেশানি। অস্যাধিষ্ঠাতৃত্বেনেত্যাদিকং তু বিরাট্‌পুরুষ মহাপুরুষয়োরিব কেষাঞ্চিদ্ভক্তেষ্বেবোপাসনাবিষয়কৌতুকেন। যা হি মায়াংশরূপা তত্রত্যে প্রাকৃতেহস্মিন্লোকে মন্ত্ররক্ষালক্ষণসেবার্থং বিষ্ণো চিচ্ছক্ত্যাখ্যস্বদুর্গায়া দাসীমতে, ন তু তৈষাধিষ্ঠাত্রী। মায়াতীত-বৈকুণ্ঠাবরণকথনে তথোক্তং পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

"সত্যাদ্রুতাবত্ত-দুর্গাবিষ্কসেনগণেশ্বরাঃ" ইত্যারভ্য।
"বিভাঃ সর্ব্বে পরে ধাম্নি যে চাত্রে চ দিবৌকসঃ।
তে বৈ প্রাকৃতবদ্দৃষ্টিস্ত্রিবিধেষ্বরাঃ।"
"তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্তঃ" ইতি যে শ্রুতিঃ। (পুরুষসূক্তম্)
—শ্রীজীবগোস্বামিকৃত ক্রমসন্দর্ভ ভাঃ ১১।২৭।১৬

তথায় (ভগবদ্ধামে) দুর্গা প্রকৃতিও বিষ্বক্সেনাদিবৎ ভগবানের নিত্য-বৈকুণ্ঠসেবক। আর সেই ভগবদ্ধামের গণেশদুর্গাদিও মায়াশক্ত্যাত্মক গণেশদুর্গাদি নহেন শ্রীমদ্ভাগবতে ২য় স্কন্ধে (১ম অঃ ১০ম শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে—"যে বৈকুণ্ঠে লৌকিক সুখ-ভাষাদির হেতুভূতা মায়াপর্য্যন্ত নাই, রাগদ্বেষাদি ত' দূরের কথা, তথায় সুরাসুরবন্দিত ভগবৎপার্ষদগণ সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন।" সুতরাং তাঁহারা ভগবৎস্বরূপ-শক্ত্যাত্মক। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণবল্লভা শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরাদিমন্ত্রগণেও ভগবৎস্বরূপ-ভূতশক্তিবৃত্তি-বিশেষ ভগবদ্ভক্তিস্বরূপিণী দুর্গানামের অধিষ্ঠাতৃত্ব শ্রুতিতন্ত্রাদিতে উপদিষ্ট হইয়াছে; যথা নারদ-পঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যা-সংবাদে—

"ভক্তি—ভজনসম্পত্তি, প্রকৃতি প্রিয়ের ভজনা করেন। শ্রীভগবানের সেই নিজ প্রকৃতিকে অতিদুঃখে জ্ঞাত হওয়া যায়। সাধু মহাজনগণ তাঁহাকে অখণ্ডরসবল্লভা দুর্গা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের স্বরূপ-ভূতা শক্তি সেই দুর্গাদেবীরই আবরিকা শক্তি জড়জগতে মহামায়া বলিয়া কথিতা হন। সেই (যে জড়া শক্তি) মায়ায় সমগ্র দেহাভিমানি-জগৎ মুগ্ধ হইয়া থাকে। অতএব—

"গৌতমীয় তন্ত্রে"ও চিচ্ছক্তি দুর্গাদেবী ভগবানের সহিত অভেদরূপে কথিতা হইয়াছেন, যেমন—"যিনি কৃষ্ণ, তিনিই দুর্গা, আবার যিনি দুর্গা, তিনিই কৃষ্ণ।" পরন্তু, 'হে পরমেশানি! তুমিই ইহার অধিষ্ঠাত্রীদেবতা' ইত্যাদি যে সকল বাক্য দৃষ্ট হয়, তাহা কাহারও কাহারও মতে বিরাট্‌-পুরুষ ও মহাপুরুষের ন্যায় অদ্বৈতোপাসনা বলিবার জন্য কথিত হইয়াছে। কিন্তু তত্ত্বতঃ তিনি মায়াংশরূপা, শ্রীভগবদ্ধামে এই প্রাকৃতলোকে মন্ত্র-রক্ষা-লক্ষণময়ী সেবার নিমিত্ত নিযুক্তা, তিনি চিচ্ছক্ত্যাত্মকদুর্গার দাসী, অধিষ্ঠাত্রী নহেন। যথা—মায়াতীত বৈকুণ্ঠাবরণ-কথনে পাদ্মোত্তরখণ্ডে কথিত হইয়াছে যে,—

'সত্য, অদ্ভুত, অনন্ত, দুর্গা, বিষ্বক্সেন, গণানন' ইত্যাদি শ্লোক বলিবার পর 'ইহারা সকলেই সনাতনধামে নিত্য', এইরূপ বলা হইয়াছে। অধিকন্তু যে সকল দেবতা আছেন, তাঁহারা প্রাকৃত স্বর্গে অনিত্য ত্রিদিবেশ্বর। পুরুষসূক্তেও তাহাই কথিত হইয়াছে।

জীব ও জীবপ্রভু

'মহাপূজা' প্রবন্ধের লেখক শ্রীজীবপ্রভুর কথিত সিদ্ধান্তকেই শ্রীজীবের সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থাপন করিবার অবৈধ চেষ্টা করিয়াছেন। লেখক শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুকে 'সাধক' বলিয়া উক্তি করিয়াছেন, ইহাতেও লেখকের অজ্ঞতা অপরাধী হইয়াছে। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ। এমন কি, নিত্যসিদ্ধগণেরও নিত্যগুরুপাদপদ্ম। লেখকের আর একটি অজ্ঞতা এই যে, তিনি শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুকে "জীবগোস্বামী" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীজীবপ্রভু আপনাকে বৈষ্ণবের 'জীবক' বলিয়াছেন বলিয়া এবং আধুনিক কালে অবৈধভাবে উপাধিমাত্রধারী ব্যক্তিগণের ন্যায় 'গোস্বামী' নামে তিনি আত্মপরিচয় প্রদান করেন নাই বলিয়া শ্রীজীব প্রভুকে 'সাধক' বা 'জীব' রূপে পরিচয় প্রদান করা শাস্ত্রসিদ্ধান্তে অজ্ঞতা ও মায়ার বিক্ষেপে অভিভূত হওয়াতে সকল বাতীত আর কোন পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। শ্রীভক্তিসন্দর্ভকার শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভু—'জীব-প্রভু'; তিনি 'জীব' নহেন। 'জীবের প্রভু' ও 'জীব'—স্বতন্ত্র।

'মহাপূজা'র লেখক লিখিয়াছেন যে—শ্রীল জীবগোস্বামী

প্রভু "তাঁহার সাধনার (?) অন্তর তাঁহার স্বয়ং ভক্তি-সন্দর্ভেই দুর্গা ও কৃষ্ণ একই বস্তু, ইহা মীমাংসা করিয়াছেন।" আমরা দেখ শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর ক্রমসন্দর্ভ, ভাগবত-সন্দর্ভ ও ব্রহ্মসংহিতার টীকা হইতে দেবতের উক্ত ভ্রান্ত মতবাদকে খণ্ডন করিয়াছি। ভক্তিসন্দর্ভের কোথাও আমরা দেবতের সিদ্ধান্ত খুঁজিয়া পাই নাই বরং সমগ্র ভক্তিসন্দর্ভের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত দেবতের মতবাদের প্রতিবাদই রহিয়াছে। ভক্তিসন্দর্ভের ১০৫ সংখ্যায় শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছেন,—

"দেবতান্তর স্বতঃ সমর্পণিত্ব ন ভক্তিমাত্র প্রত্যবায়কত্ব; যথা বৈষ্ণবতন্ত্রে—

যে ত্বন্যে: পুরুষাস্তিং হরেরেকান্তিনো জনাঃ।
একাগ্রমনসোপি বিষ্ণু-মায়াতরন্তি তে॥
যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্।" ইতি।

বৈষ্ণব-(ক্রমশঃ)

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কি পশুবলির সমর্থক ?

৭ই কার্ত্তিক (১৩৪৩) তারিখের 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় "শাস্ত্রীয় পশুবলির সমর্থন" শীর্ষক এক প্রবন্ধে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে পশুবলির সমর্থক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। শ্রী শ্রীধর স্বামী, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য, শ্রীবল্লভাচার্য্য, শ্রীবলদেব বিদ্যা-ভূষণ—সকলেই পশুবলির সমর্থন করিয়াছেন, লেখক ইহা বলিতে চাহেন! এমন কি, মহাপ্রভুও পশুবলির সমর্থক ছিলেন, তাহাও লেখক প্রকারান্তরে বলিয়াছেন। লেখক শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধের ৫ম অধ্যায়ের যজ্ঞবিধির তাৎপর্য্য-সূচক শ্লোকের একটি মাত্র পদ উদ্ধার করিয়া অবশিষ্ট পদগুলি গোপন করিয়াছেন। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রামাণিক গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবত কি উদ্দেশ্যে শাস্ত্রীয় যজ্ঞে পশুবলি ও সুরাপান এবং বিবাহে স্ত্রীসঙ্গের অনুমোদন করিয়াছেন, তাহা আমরা একটু আলোচনা করিতে চাহি।

লোকে ব্যবায়ামিষ-মদ্য-সেবা
নিত্যা হি জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহ-যজ্ঞ-
সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥

(ভাঃ ১১।৫।১১)

জগতে স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ-ভক্ষণ এবং মদ্য-পান প্রাণি-মাত্রের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া এ বিষয়ে শাস্ত্রবিধানের আবশ্যক নাই। পরন্তু যদি এ সমস্ত কার্য্য সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ অসম্ভব হয়, তাহা হইলে বিবাহ-দ্বারা স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞ-দ্বারা আমিষ-ভক্ষণ এবং সৌত্রামণী নামক যজ্ঞের দ্বারাই মদ্য-পানের নিয়ম বিধান করা হইয়াছে। সুতরাং

এ সমস্ত বিষয় হইতে সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্তিই বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য জানিতে হইবে।

> যদ্ধর্ম্মোদ্ভবনং বদন্তি নিগমা যজ্ঞো বৈ
> জ্ঞানং যদ্বিজ্ঞানমনুপ্রশান্তি।
> গৃহেষু যুঞ্জন্তি কলেবরস্য
> মৃত্যুং ন পশ্যন্তি দুরন্তবীর্য্যম্॥
> (ভাঃ ১১।৫।১৪)

যে ধর্ম্ম হইতে বিজ্ঞান ও মোক্ষ-সাধক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাদৃশ ধর্ম্মকর্ত্তা-সম্পাদনোপযোগী যজ্ঞকে যাহারা কেবলমাত্র আক্ষেন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য ব্যবহার করে, তাহারা দুরন্তবীর্য্য মৃত্যুর কথা চিন্তা করে না।

> যদ্যন্ত্রিপতকো বিহিতঃ সুরায়া-
> স্তথা পশোরালভনং ন হিংসা।
> এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যৈ
> ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্ম্মম্॥
> (ভাঃ ১১।৫।১৩)

শাস্ত্রে যজ্ঞের প্রাণ-রূপ ভক্ষণই বিহিত হইয়াছে, পান বিহিত হয় নাই; সেইরূপ যথেচ্ছ পশুহিংসার পরিবর্ত্তে যজ্ঞে পশুব্যবহার এবং আত্মতৃপ্তির পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র সন্তান উৎপাদনের জন্যই মৈথুন বিহিত হইয়াছে; পরন্তু মনোরথবাদিগণ এবম্বিধ বিশুদ্ধ স্বধর্ম্ম অবগত হয় না।

> যে ত্বনেবংবিদোঽসদ্ধঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ।
> পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্॥
> (ভাঃ ১১।৫।১৪)

ঈদৃশ ধর্ম্মতত্ত্বানভিজ্ঞ যে সকল অবিনীত, সাধুজ্ঞাভিমানী দুর্জ্জন নিঃশঙ্কচিত্তে পশুহিংসা করে, পরলোকে নিহত পশুগণ তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া থাকে।

ভাগবতীয় মনুসংহিতাতেও কথিত হইয়াছে,—"প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"।

যাজ্ঞিক কেবল নির্দ্দিষ্টকালে নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রীয় বিধি-ব্যতীত অন্য সময় যদি "শাস্ত্রীয় পশুবলি"র নাম করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণে রত হন, তাহা হইলে তাহা আক্ষেন্দ্রিয়-তর্পণ-সমর্থনের কপটতা মাত্র। আর ঐরূপ "মন্ত্রের তাল" বিধানের দ্বারা যদি তাঁহার পশুহিংসাবৃত্তি ক্রমশঃ সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট না হয়, তাহা হইলেও যাজ্ঞিকের শাস্ত্রীয় বিধি পালিত হয় নাই, প্রমাণিত হইবে।

সাত্বত-সম্প্রদায়ের তথ্যে অনভিজ্ঞতা

'শাস্ত্রীয় পশুবলি সমর্থন' প্রবন্ধে লেখক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে অনেকগুলি ঐতিহাসিক ভ্রম করিয়াছেন। লেখকের মতে "জয়দেব ও চৈতন্যদেব নিম্বার্কাচার্য্যের ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন।" ইহা লেখকের বৈষ্ণব-ইতিহাসে অনভিজ্ঞতা প্রমাণ করিতেছে। অপরপক্ষে আধুনিক নিম্বার্ক-সম্প্রদায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আনুকরণিক সংস্করণ বলিয়াই জানা যায়। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের কেশবভট্ট শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দ্বারা বিচারে পরাস্ত হইয়াছিলেন, ইহা প্রামাণিক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কথা। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু তাঁহার ভাগবতসন্দর্ভে ও সর্ব্বসম্বাদিনীতে শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রী শ্রীধর স্বামীর সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু নিম্বার্কের কোন নামোল্লেখও করেন নাই। কবীন্দ্রের সাক্ষ্য প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও বলেন যে, আধুনিক নিম্বার্ক-সম্প্রদায় পরবর্ত্তিকালের সম্প্রদায়-বিশেষ।

লেখক বলিয়াছেন,—শ্রীমধ্বাচার্য্যের বাল্য নাম 'আনন্দতীর্থ' এবং "অসিনা তত্ত্বমসিনা" এই প্রসিদ্ধ শ্লোক অদ্বৈতবাদিগণের অস্বীকার্য্য। ইহাও তাঁহার বৈষ্ণব-ইতিহাসে অনভিজ্ঞতার পরিচয়। শ্রীমধ্বাচার্য্যের বাল্য নাম 'বাসুদেব', 'আনন্দতীর্থ' তাঁহার সন্ন্যাসের নাম; এখনও দাক্ষিণাত্যের সমস্ত বিদ্বৎসমাজে 'অসিনা তত্ত্বমসিনা' শ্লোক প্রসিদ্ধ রহিয়াছে; তবে কতিপয় অভিনব-যুক্ত লোক আধুনিককালে এই শ্লোকের অবৈধ অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মধ্বতীর্থবিজয়-গ্রন্থ আলোচনার অভাবে লেখকের ঐরূপ মতবাদের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।

'পশুবলির সমর্থন' শীর্ষক-প্রবন্ধের লেখক লিখিয়াছেন—"কেবল যজ্ঞে কেন, আমাদের দুর্গোৎসবেও যজমান পশুকে শিবরূপী ভাবনা করিয়া বলেন—

> ইমমর্থং বন্ধনায়োহমি যুক্তয়ে যোচিতো ময়া।
> দেবায়াঃ প্রীতিং সমুৎপাদ্য স্বর্গং গচ্ছ পশুত্বম॥

মন্ত্রটির তাৎপর্য্য এইরূপ—'হে পশুপতে! লোকে তোমার বন্ধনের জন্য বাঁধিয়া রাখে, আমি কিন্তু তোমার মুক্তি দিবার জন্যই বন্ধন খুলিয়া দিতেছি; তুমি এখন দেবীর প্রীতি উৎপাদন করিয়া স্বর্গে গমন কর' অভিপ্রায় এই যে, দেবী প্রীত হইয়া তোমায় নিরতিশয় সুখ প্রদান করিবেন।"

উপর্যুক্ত উক্তির সমালোচনা অনাবশ্যক। পশু যদি 'শিবরূপী' হন, তাহা হইলে বন্ধনের পরে সেই শিবকে কি করিয়া বলি দিতে পারেন? তিনি শিবত্বহত্যার অপরাধে কি অপরাধী হইবেন না? আর যদি বলা যায়, শিবরূপী পশুকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দেন, তাহা হইলেও "পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তো সদাশিবঃ" এই কথার সার্থকতা থাকে কি? বন্ধনে শিবকে বন্ধন মুক্ত করিতে পারেন, ইহা কি দুইটা ও দাম্ভিকতা নহে? ইহা কি শিবদ্রোহিতা, না দুর্বুদ্ধি? পশুরূপী শিবকে বা শিবরূপী পশুকে দেবীর নিকট বলি দিয়া তাহার বন্ধন মুক্ত করিবার চেষ্টা বা তাহাকে ক্ষিপ্রতর স্বর্গে পাঠাইবার ব্যবস্থা এবং তদ্দ্বারা "নিরতিশয় সুখ-কামনা" কি ভোগবাদ নহে? এই ভোগেতে ভক্তি কোথায়? বৈষ্ণবগণ মুক্তি ও মুক্তি হইতে ভক্তিকে সম্পূর্ণ পৃথগ্‌ভাবে বর্ণন করেন। মুক্তি ও মুক্তি-কামনা—জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ-পরা চেষ্টা, আর ভক্তি —হৃষীকেন্দ্রিয়-তর্পণ-পরা সেবা'

উক্ত লেখক "বৈষ্ণবগণ তন্ত্রশাস্ত্রের অনুমোদনকারী" লিখিয়াছেন; কিন্তু তন্ত্রে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক শ্রেণীবিভাগ আছে। বৈষ্ণবগণ কোনদিনই রাজস ও তামস তন্ত্রের অনুমোদনকারী নহেন। সাত্বত-তন্ত্র বা পঞ্চরাত্রকেই তাঁহারা স্বীকার করেন।

দৈববর্ণাশ্রম ও আসুরবর্ণাশ্রম

এই কার্ত্তিকের 'বসুধারা' পত্রিকায় 'মায়ের খেলা' শীর্ষক প্রবন্ধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় সপ্তশতীর কোন একটি শ্লোক-ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—'সেই সনাতনী দেবী মা আমার পরাবিদ্যারূপিণী মোক্ষকারিণী, আবার তিনি সংসার-বন্ধনে সন্তানকে আবদ্ধ করেন।" শ্রীল শ্রীধর স্বামী প্রভৃ সপ্তশতীর এই উক্তিকে নারদ-পঞ্চরাত্রের শ্রুতিবিদ্যা-সংবাদ হইতে আরও পরিষ্কার করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন,—

অতো আবরিকা শক্তির্মহামায়াঽবিদ্যেশ্বরী।
যয়া মুহ্যং জগৎ সর্বং সর্ববেদাভিমানিনঃ॥

দেহাত্মবোধই সংসার-বন্ধনের মূল। দেহাত্মবোধ হইতেই "আমি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্র, আমি বৃদ্ধ, আমি যুবক, আমি পণ্ডিত, আমি মূর্খ, আমি ভারতবাসী, আমি বিলাত-বাসী, আমি হিন্দু, আমি অহিন্দু" এই সকল অভিমান উপস্থিত হয়। আর 'আমি নিত্য অপ্রাকৃত ভগবদ্দাস, অপ্রাকৃত ভগবৎসেবাই আমার নিত্য সিদ্ধ ধর্ম—পরবিদ্যার কৃপা হইলেই এই স্বরূপের অভিমান প্রকাশিত হইয়া থাকে।

মহামায়ার এমনই খেলা যে, সপ্তশতীর শ্লোক পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়াও এবং আপনাকে 'পণ্ডিত' বলিয়া জানিয়াও লোকে দেহাভিমানে মত্ত হয়। দেহাভিমান হইতেই আসুর-বর্ণাশ্রম বা তথাকথিত কপট ও কৃত্রিম বর্ণাশ্রমকে বহুমাননা করিতে রুচি হইয়া থাকে; দৈব-বর্ণাশ্রমের তাৎপর্য্য উপলব্ধির বিষয় হয় না। গোপীবল্লভপুরের অশেষ-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত-প্রবর পরলোকগত বিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী মহাশয় এক সময় বিদ্বন্মণ্ডলিমণ্ডিত এক সভায় গীতার শ্রীকৃষ্ণোক্তি ও তৎসঙ্গে আধুনিক দেহাত্মাভিমানী ব্যক্তিগণের সিদ্ধান্ত তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন,—

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্মবিভাগশঃ।
মূর্খ-সৃষ্টং চাতুর্বর্ণ্যং জননেন্দ্রিয়-ভেদতঃ॥

অর্থাৎ ভগবান্ গুণ ও কর্ম্মানুসারে চতুর্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু দেহাত্মবাদী মূর্খ ব্যক্তিগণ জননেন্দ্রিয়-ভেদে চতুর্বর্ণের ভেদ কল্পনা করিয়া থাকেন। দেহাত্মবোধ হইতেই শুক্র-শোণিতের প্রতি আসক্তি উপস্থিত হয় ও হক্ত মাংসকে 'আমি ও আমার' জ্ঞান হইয়া থাকে। হিন্দুস্থানী কবি তুলসী দাস অতি সরল ভাষায় দেহাত্মবাদীর নাম 'চর্ম্মকার' দিয়াছেন। "হরি না ভজে ত' চামো চামার।" শ্রীমদ্ভাগবত 'গোখর' বা 'গোপশু' প্রভৃতি বলিয়াছেন এবং শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রে সমস্বরে ঐরূপ দেহাত্মবাদীর নিন্দা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"পণ্ডিতো বন্ধ-মোক্ষবিৎ, মূর্খো দেহাদ্যহং বুদ্ধিঃ"

(ভাঃ ১১।১৯।৪১-৪২)

কিসে বন্ধন ও তাহা হইতে মুক্তি হয়, সেই বিজ্ঞানে যিনি অভিজ্ঞ, তিনিই পণ্ডিত। দেহ ও দেহসম্পর্কীয় স্ত্রী-পুত্রাদিতে 'আমি ও আমার' বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিই মূর্খ। মূর্খজনোচিত দেহাত্মবাদকে কেন্দ্র করিয়া তথাকথিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম রচিত হইয়াছে, তাহাই অবৈধ বা আসুর-বর্ণাশ্রম; আর পণ্ডিতগণ চিদ্‌বিলাসী পরমহংসগণের আনুগত্যে ও মহাভাগবতের কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণ-পরা চেষ্টার আনুকূল্যের জন্য যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম স্বীকার করেন, তাহাই 'বৈষ্ণববর্ণাশ্রম'। তাহার মূলে দেহাদিতে অহং বুদ্ধি নাই এবং তাহার শেষ পরিণতিও নির্বিশেষ-বাদ নহে।

পূর্বোক্ত 'মায়ের খেলা' প্রবন্ধ-লেখক লিখিয়াছেন, "এক শ্রিয়-দর্শন বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণ-যুবক আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন, অনেক উত্তর প্রত্যুত্তর হইল, ব্রাহ্মণ-সন্তান দেখিয়া আমার একটু দুঃখ হইয়াছিল, কিছু বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না।" প্রবন্ধ-লেখক মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও তর্কশাস্ত্রে পরমনিপুণ এবং বৃদ্ধ হইয়াও যখন যুবক ব্রাহ্মণ-সন্তানের সঙ্গে "পারিলেন না", তখন সুধী পাঠকগণের ইহার প্রকৃত মর্ম বুঝিতেও বাকী থাকিল না।

আত্মধর্মের দস্যু কাহারা ?

"বৈকুণ্ঠ পুরুষের আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ কোন দিনই দৈহিক সম্বন্ধ-গত ব্যক্তি হইতে পারেন না," ইহা না জানায় পণ্ডিতের উপর মহামায়ার খেলা বিস্তারিত হইয়াছে। এখানেও 'দেহাত্মবুদ্ধি'র পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। যাহাকে 'আত্মীয়' ও 'অন্তরঙ্গ' বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, সেরূপ বিকৃতমস্তিষ্ক অনাত্মীয় ব্যক্তিরও সহিত বৈকুণ্ঠ-পুরুষের সাক্ষাৎও ঘটে নাই—আত্মীয়তা ও অন্তরঙ্গতা তো দূরের কথা। ইহা বুঝিতে হইলে 'বদ্ধ-মোক্ষবিৎ' পণ্ডিত হওয়া আবশ্যক—অনুবাদ বিদর্শের পাণ্ডিত্য বা "মাসত্ত মারিলে দোসত্ত হওয়ার ব্যবস্থা দেওয়া" গৌকিক পাণ্ডিত্য বা ঐরূপ অসৎসঙ্গ দেহাত্মবাদী লোকের বহুনন্দিত পাণ্ডিত্যে ইহা বুঝা যায় না।

বঙ্গাব্দ ১৩৩৫ সালের ১৫ই পৌষ অপরাহ্ণে প্রায় তিনঘটিকার সময় 'মায়ের খেলা' প্রবন্ধের লেখক মহাশয়ের এক অন্তরঙ্গ আত্মীয়, ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠে আসিয়া অবৈধ বর্ণাশ্রমের মোহে পণ্ডিত ও ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ কিরূপে জগৎকে মহামায়ার কারাগারে জন্ম-জন্মান্তর আবদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন, তাহা সরল ভাবে স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন; ইহার বিস্তৃত বিবরণ 'গৌড়ীয়ে'র ৭ম বর্ষ ২৬শ ও ৩০শ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতাধিকার ঐরূপ দেহাত্মবুদ্ধি পণ্ডিতাভিমানি-গণের অনাচেষ্টাকে বন্ধ্যাবৃত্তি ও ঠগের চৌরাস্য বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন।

ঋষভদেবের দৃষ্টান্ত

পারমার্থিক ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণববর্ণাশ্রমাবলম্বিগণ কখনও বিশ্বামিত্রের উদাহরণ উদ্ধৃত করেন না। এবং ঐরূপ অজ্ঞতার বৃত্ত বিশ্বামিত্রের আদর্শ ঘরে ঘরে থাকুক বা না থাকুক, তাহা লইয়া মস্তক আলোড়ন করেন না, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের ইতিহাসে দেখা যায়, ক্ষত্রিয় নাভিরাজের পুত্র ঋষভ ক্ষত্রিয়া দেবতা জয়ন্তীর গর্ভে যে একশতটি সন্তান উৎপন্ন করেন, তন্মধ্যে নয় জন ক্ষত্রিয়, নয় জন পরমহংস বৈষ্ণব এবং একাশি জন ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ইহা বিশ্বামিত্রের ন্যায় উদাহরণ নহে।—(ভাঃ ৫।৪।১৩ দ্রষ্টব্য) এইরূপ অসংখ্য উদাহরণে শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

'মায়ের খেলা' প্রবন্ধে আরও অনেক স্থানে সত্যের অপলাপ হইয়াছে, তাহা ক্রমশঃ সমালোচিত হইবে। ইহা সকলই অচিন্ত্যশক্তি মহামায়ার খেলা! বৈষ্ণবগণ চিচ্ছক্তি যোগমায়ার খেলায় প্রবিষ্ট। তাঁহাদের উপর মহামায়ার প্রভাব নাই।

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে ঊর্জব্রতোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রত্যহ প্রাতে মহামহোপদেশক আচার্যপ্রবর শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন শ্রীমদ্ভাগবত (৭ম স্কন্ধ) ও সন্ধ্যায় ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ এবং 'ভজনরহস্য' ও মহাজনপদাবলী কীর্তন হইয়া থাকে।

অভিনন্দন-সভা

গত ৬ই ফাল্গুন ১৮৫৩, ২৩শে অক্টোবর ১৯৩৬ শুক্রবার সন্ধ্যে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের নাটমন্দির-প্রাঙ্গণে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সভাপতিত্বে একটি সজ্জন-সভার শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার অন্যতম সম্পাদক, 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-সঙ্ঘপতি পণ্ডিত-প্রবর শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর বিলাতে ও মার্কিণ-দেশে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী প্রচারার্থ শুভবিজয়-যাত্রার প্রাক্কালে আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দ, গৌড়ীয়-মিশন ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার সভ্যবৃন্দ এবং 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে অভিনন্দন-পত্র প্রদত্ত হয়। সভারম্ভে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের কণ্ঠদেশ পুষ্পমালো বিভূষিত করেন এবং স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ ওঁকারনাথের প্রভুর কণ্ঠদেশ প্রসাদ-মালো ভূষিত করিয়া দেন। অতঃপর প্রভুপাদের আদেশানুসারে সর্ব্বাগ্রে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইন্‌স্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক মহোপদেশক শ্রীযুৎ বিনোদবিহারী ভক্তিবান্ধব বিদ্যা-বিনোদ বি-এল মহাশয় শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। তৎপরে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-সঙ্ঘের অভিনন্দন-পত্রটি পাঠ করিলে শ্রীযুক্ত দুইজন অধিকারী বি-এ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পক্ষ হইতে প্রদত্ত ইংরাজী ভাষায় লিখিত অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। অভিনন্দন-পত্রসমূহ মুদ্রিত হইয়া সভায় সাধারণে বিতরিত হইয়াছিল। অভিনন্দন-পত্রসমূহ পাঠের পর শ্রীল প্রভুপাদ একটি উপদেশমূলক অভিভাষণ প্রদান করেন ও "আপন গলায় মালা" শ্রীমদ্ভক্তিসাধন গোস্বামিপ্রভুকে প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদ ও শক্তিসঞ্চার করেন। নিম্নে শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ ও তৎপরে শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ প্রভু-কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্ম মুদ্রিত হইল। ইংরাজী ভাষায় প্রদত্ত অভিভাষণসমূহ 'হারমনিষ্ট' পত্রে প্রকাশিত হইবে। বক্তব্যসহ প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্রের একটি ১৩শ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রভুপাদের অভিভাষণ

যাহাকর্ত্তৃকভক্ত্যন্ধ কৃপাসিন্ধুস্ত্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

আপনারা আজকে এখানে সমবেত হ'য়েছেন একটি বিশেষ কার্য্যের জন্য। মহামহোপদেশক শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু বিলাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারের জন্য যা'বেন, তা'কে অভিনন্দন দিবার জন্য। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের পক্ষ হ'তে, 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকসঙ্ঘের পক্ষ হ'তে এবং গৌড়ীয়-মিশনের সভা বা বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্যগণের পক্ষ হ'তে তাঁ'কে যে অভিনন্দন প্রদত্ত হ'য়েছে, তা'তে তাঁর যোগ্যতা, বহুজ্ঞতা, ক্রিয়াদাক্ষ্য, কুশলবার্ত্তা এবং সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের আন্তরিক চেষ্টার কথা সুষ্ঠুভাবে বিবৃত হ'য়েছে। সে বিষয়ে ব'লবার আমার কিছু নাই।

যোগ্যতা কর্ম্মরাজ্যে একপ্রকার, জ্ঞানরাজ্যে একপ্রকার আর ভক্তিরাজ্যে অন্য প্রকার। ভক্তিরাজ্যের যোগ্যতা 'তৃণাদপি সুনীচ' স্বভাবের দ্বারা জ্ঞাপিত হয়।

ভক্তিলতা—নিষ্কপটা। জড়জগতের লোকের যেরূপ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার দ্বারা গতি ও প্রেরণা লাভ হয়, ভক্তদের গতি সেরূপ নয়।

আমাদের মূল আচার্য্যপ্রবর শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু আপনাকে কিরূপ দৈন্য-মণ্ডিত ক'রেছেন, তা জানবার ব্যাঘাত অনেকেরই নাই; অন্ততঃ বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্যগণের তা' সুবিদিত। শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু 'বকাক' প্রভৃতি শব্দদ্বারা আপনার পরিচয় দিয়েছেন। "আমি খুব বড় পণ্ডিত, খুব সহিষ্ণু, খুব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, খুব ভক্ত"—এরূপ উক্তি তিনি করেন নাই, বরং তাঁ'র নিকট একটি কথা পাই—

বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়ার্দ্রা
গতিরিহ ন ভবত্তঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটি র্নির্ভরং বা নবাম্ভ-
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্তূয়তে চাতকেন॥

আমার প্রভু আমাকে দণ্ডই প্রদান করুন, আর দয়াই প্রদর্শন করুন—উভয়ই তাঁ'র কৃপা। 'দণ্ডটি তাঁ'র দয়া নহে', এরূপ বিচার শিষ্যের বিচার নহে। আমার প্রভু অধিতীয়, তিনি ব্যতীত আমার আর অন্য কোন গতি নাই। পিপাসার্ত্ত চাতক জলের জন্য প্রার্থনা ক'রে থাকে; তা'র প্রতি নূতন জল বর্ষিত হউক, অথবা

শতকোটি বন্ধুই পতিত হউক, তথাপি চাতক জলদেতেই স্থির হ'য়ে থাকে, অন্যের শরণাগত হয় না। আমরা ভগবদাশ্রিত। ভগবান্ আমাদিগের প্রতি যত বিধান করুন বা অনুগ্রহই করুন, এই নিগ্রহ ও অনুগ্রহ—সকলই তাঁর অনুগ্রহ। তিনি ব্যতীত যখন আমার অন্য কোন গতি নাই, যা'তে তাঁর সন্তোষের উদয় হয়, তা'তেই আমার সন্তোষ হউক। এই আচার্য্যবরের (শ্রীরূপের) আনুগত্য যাঁরা স্বীকার করেছেন, তাঁরাই মহাপ্রভুর কথা জগতে ব'লতে পারেন। শ্রীরূপের অনুগতগণের মধ্যে আমরা দুইজন প্রধান গুরুপাদপদ্মের নাম শুনতে পাই—শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভু ও শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু। শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভু বলেন যে,—

আস্বাদনস্তৃণাবৈরিষং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥

শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর পদধূলি যদি হ'তে পারি, পৃথিবীতে যত বার জন্মগ্রহণ করি না কেন, তা'তে আপত্তি নেই। শ্রীরূপগোস্বামীর পদধূলি হওয়াই আমার আশা-ভরসা ও চরম আকাঙ্ক্ষা। শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুও শ্রীরূপ প্রভুর শ্রীচরণ একমাত্র সম্বল ক'রেছেন।

কৃপানুগের কথা জগতে প্রচুরভাবে প্রচারিত হ'য়েছে ঠাকুর নরোত্তমের ভাষায়, তা'তেও আমরা জানতে পারি—

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং (সোঽয়ং) রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥

'সেই শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু তাঁর চরণ-প্রান্তে আমাকে কি একটু স্থান প্রদান ক'রবেন ?'—আমার ন্যায় মূঢ় ব্যক্তির অহঙ্কারপুষ্ট ভাষায় এরূপ কথা নির্গত হ'তে পারে না। শ্রীরূপানুগগণের নিষ্কপট কিঙ্কর না হ'লে শ্রীরূপের পাদপদ্মের অমলোর্দ্ধ হৃদয়ে প্রকাশিত হয় না। শ্রীরূপই শ্রীচৈতন্যের মনোঽভীষ্টের প্রচারক।

আজকে যিনি এই সকল কথা ভারতের বাহিরে প্রচারের জন্য যাচ্ছেন, তাঁর অবশ্য এই সকল কথা মনে থাকবে, আমরা আশা ক'রতে পারি। তিনি মনে না করেন যে, তিনি teacher বা শিক্ষক আর যাঁ'দের কাছে প্রচার ক'রতে যাচ্ছেন, তাঁরা taught বা তাঁর শিষ্য।

শ্রীরূপের কথার প্রচার হ'লেই শ্রীচৈতন্যের কথার প্রচার হ'বে। শ্রীরূপের আচার অনুসরণ ক'রলেই শ্রীচৈতন্যের বাণী-প্রচারে আমরা যোগ্যতা লাভ ক'রবো। **আচরণ-রহিত প্রচার কর্ম্মীদের অন্তর্গত।** কর্ম্মীর নিজস্ব-প্রকাশের জন্য যে ক্রিয়াদাক্ষ্য প্রকাশ করে, তা' জগতে বহুমানিত হ'লেও তদ্দ্বারা আত্যন্তিক মঙ্গল হয় না। তাঁদের মুখে কখনও কখনও মিষ্টা ভক্তির দু'একটা কথা শুনতে পাওয়া গেলেও প্রকৃত বিষয়ে তাঁদের কৌণ্ঠ্য-লাভ হয় নাই। আর ভগবদ্ভক্তি যাঁ'দের হ'য়েছে, তাঁ'দের সমস্ত বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান লাভ হ'য়েছে। ভাগবত ব'লেছেন,—

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-
রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু-
স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥

(ভাঃ ১১।২।৪২)

কর্ম্মের প্রাধান্য বা জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞেয় বস্তুর সহিত সম্মিলিত হ'য়ে যাওয়ায় জীবের মঙ্গল নাই। পরমতত্ত্বের সহিত যে সহজ জ্ঞান, তাহাই পরেশানুভূতি। যাঁ'দের সেবা-প্রবৃত্তি আছে, তাঁ'দের সঙ্গে সঙ্গেই পরেশানুভূতি লাভ হয়। যে পরিমাণে সেবোন্মুখ মনোঽভীষ্ট পরিপূরণের চেষ্টা, সেই পরিমাণে অনুভূতি ও অন্যান্য বিষয়ের বহুমানন-প্রবৃত্তির প্রতি বিরাগ উপস্থিত হয়। "অন্যান্য লোক জাগতিক বিষয়ে খুব বড় হ'য়েছেন ও হ'চ্ছেন, সেই সকল আদর্শ আমিও গ্রহণ ক'রবো বা আমি সেইরূপ বড় হ'ব"—এরূপ বুদ্ধির প্রতি বিরাগ সঙ্গে সঙ্গে সেবকে প্রকাশিত দেখতে পাওয়া যায়। ভগবদ্ভক্তের লক্ষণে আছে অসামান্য বৈশিষ্ট্য, যাহা অন্য কোন ব্যক্তিতে পাওয়া যা'বে না। অথচ ভগবদ্ভক্তের কৃতিত্ব অনেক বেশী। কেননা, তিনি অধোক্ষজে ভক্তিবিশিষ্ট। যাঁ'রা প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা অপরোক্ষে গতিবিশিষ্ট, তাঁ'দের অপেক্ষা বৈষ্ণব অনেক বেশী বুদ্ধিমান্। যখনই আমরা মনে করি, 'বৈষ্ণবকে বুঝে নিয়েছি', তখনই বিষ্ণুভক্তি হ'তে অধঃপতিত হই। **বৈষ্ণব-ভক্তির পরিমাণ অনুসারে বিষ্ণুভক্তির তারতম্য।**

যে প্রচারক মহাশয় অত্যন্ত পণ্ডিত জাতির নিকট শ্রীচৈতন্যের বাণী প্রচারের জন্য যাচ্ছেন, তিনি নিশ্চয়ই অমানী মানদ হ'য়ে সেই সকল কথা কীর্ত্তন ক'রবেন। নিজের মান থাকলেও গর্ব্বিত হ'তে হবে না আর

অপরের মান না থাকলেও তাঁর প্রতি মানদ হ'তে হ'বে। পূর্ণ যোগ্যতা থাকলেও দৈন্য, অমানিত্ব ও মানদের সাকোর নিম্নে থাকা উচিত। আমরা কি, আমরা শুনতে পাব যে, বুদ্ধিমান্ লোকের কাছে এমন কথা প্রচারিত হ'চ্ছে এবং তাঁরা কীর্ত্তনকারীর ভক্তিমত্ত্বে মুগ্ধ হ'য়েছেন।

শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট যিনি স্থাপন ক'রেছেন, সেই শ্রীরূপ গোস্বামীর কথা পাশ্চাত্যদেশে বিদিত হ'বে, ইহা বড়ই আনন্দের কথা। পাশ্চাত্য-জাতির মধ্যেও অনেক ভাল লোক আছেন; অমানী ও মানদ হ'য়ে সত্য কথা তাঁদের নিকট প্রচার ক'রলে 'বৈষ্ণব' কত উচ্চ, তাঁরা বুঝতে পারবেন এবং তদ্দ্বারা সকলেরই মঙ্গল হ'বে। অহঙ্কার ও দম্ভ কখনই আদরণীয় নয়। রূপানুগবর শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু ব'লেছেন,—

তবৈ গোষ্ঠে গোষ্ঠালিভিঃ সুহৃদমে তুন্দুরপণে
স্বয়ং শ্রীমান্ রাধা-রমণ-বদুবন্ধনরসে।
সদা হন্তঃ হিত্বা কুরু হরিমপূর্ণাবতিতরা-
মরে স্বান্তর্ভ্রান্তিস্তুরিতমিহাতে ধৃতফলঃ॥

এখানে 'সদা হন্তঃ হিত্বা' পদটিই আমার ব'লবার বিষয়।

শ্রীচৈতন্যদেব ব'লেছেন—আচার ক'রে প্রচার কর। নিজে আচরণ ক'রে প্রচার না ক'রলে লোকে সেই প্রচার গ্রহণ করে না। কেবল পরোপদেশে পণ্ডিত হ'লে লোকে সেরূপ পাণ্ডিত্য শুনতে চায় না। এজন্য শুনতে, গোষ্ঠে, গুরুগোষ্ঠীতে, বৈষ্ণবে, ব্রহ্মণ—শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণগণে যথাযথ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন ক'রে—দম্ভকে সকতোভাবে পরিত্যাগ ক'রে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে রতি-বিশিষ্ট থাকতে হ'বে।

এই সকল কথা মহাপ্রভুর অনুগত প্রত্যেকেরই জানা আছে। আমি কেবল বিজ্ঞপ্তিমাত্র ক'রছি। সর্ব্বদা 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকটি স্মরণ রাখতে হ'বে, সহিষ্ণু হ'তে হ'বে, নতুবা হরিকীর্ত্তন করা যা'বে না। দম্ভ থাকলে দু'চারজন বোকা লোক চাতরে প'ড়ে যেতে পারে, কিন্তু আমার বা অপরের প্রকৃত মঙ্গল তা'তে হ'বে না। দাম্ভিককে চলিত কথায় 'ভেঁপো' বলে। অচৈতন্যজগতের লোক স্বভাবতঃই দাম্ভিক। তা'দের কাছে দাম্ভিক হ'য়ে প্রচার ক'রলে তারা দাম্ভিকের কথা শুনবে না। বরং তাতে তাদের দম্ভ আরও বেড়ে যাবে। প্রচারকও দম্ভে ফলে অমঙ্গলের চরম সীমায় উপনীত হ'বে। এই কথা আমরা সকলেই যেন সর্ব্বদা স্মরণ রাখি। তারতেই থাকি, আর তারের বাহিরেই থাকি, ভুলে না যাই। ইহাই আপনাদের চরণে আমার নিবেদন।

শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর বক্তৃতার মর্ম্ম

প্রভুপাদ, পূজনীয় বৈষ্ণবগণ, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমি সর্ব্বাগ্রে আমার নিত্যারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মে আমার অনন্তকোটি সদ্ভক্তি প্রণিপাত জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আজ্ঞাবাহী নগণ্য ভৃত্যজ্ঞানে হীন আমাকে আজ সুদূর পাশ্চাত্য-দেশে আপনাদের সকলের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া গমন করিতে হইতেছে, তথাপি আমার অন্তঃকরণ ও আত্মা যেন শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মের চিরদাসানুদাসরূপে তাঁহাদের আবেশ-পালন-রূপ সেবাবুদ্ধি লইয়া সর্ব্বক্ষণ সমীপে থাকিতে পারে, এই কৃপাশীর্ব্বাদই আমার একমাত্র প্রার্থনা। আমি জানি না, আমি কি যোগ্যতা লইয়া অদ্বয়জ্ঞান-সর্ব্বস্ব সুদূর ইংলণ্ডে গমন করিতেছি। আমি দুঃখরানন্দ প্রভু ও ভক্তিসুধাকর প্রভুর ন্যায় প্রবক্তা ও লেখক নহি, তীর্থ মহারাজ ও বন মহারাজের ন্যায় বক্তা নহি, বাসুদেব প্রভুর মত দার্শনিক নহি, কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর মত ব্যবস্থাপক (organiser) নহি; কিন্তু যখন আমার পরমারাধ্যদেবের কৃপাশীর্ব্বাদে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে, নিতান্ত অযোগ্য হইলেও তাঁহার শ্রীপাদপদ্মসেবার যোগ্যতা তিনিই দিতে পারেন, তখন ইহাই আমার একমাত্র ভরসার বিষয়।

"যারে দেখ, তারে কর কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥"

—ইহা মহাপ্রভুরই শ্রীমুখবাণী। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট-প্রচারকল্পে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রতিহতা শুশ্রূষা—শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর সেবাই আমার জীবাতু হউন। বৈষ্ণবধর্ম্ম কোন সম্প্রদায়বিশেষের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ নহে, তাহা জীবমাত্রের স্বরূপের ধর্ম্ম, একমাত্র ইহাই নিখিল বিশ্বে সাম্য, মৈত্রী ও নিত্যশান্তির সংস্থাপক। এই বাস্তবসত্যের বাণীশ্রবণে কাহারও কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাশীর্ব্বাদে নিখিল বিশ্বে শ্রীচৈতন্যবাণীর

বিষয় বৈভবশ্রী উজ্জীন হওয়া কখনই অসম্ভব হইতে পারে না। আমি আপনাদের নগণ্য সেবকানুসেবকাভাস রূপে সর্ব্বক্ষণ কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি। গুরু ও গুরুগৌরাঙ্গ আশীর্ব্বাদই "মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।"

আপনাদের অহৈতুক সঙ্ঘ-সৌভাগ্য-দানে আজ আমার ন্যায় নিতান্ত নগণ্য ব্যক্তির প্রতি আপনারা যেরূপ কৃপা প্রদর্শন করিলেন, তাহার প্রত্যুত্তর-প্রদানের ভাষা আমার নাই। প্রভুপাদের স্নেহাশীর্ব্বাদ ও তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত বৈষ্ণবগণের কৃপা ও সজ্জনগণের শুভেচ্ছা অক্ষুণ্ণা হউক। সর্ব্বান্তে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে আমি পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি, তাঁহার প্রসন্নতা, তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ আমার বিশেষভাবের একমাত্র পাথেয় হউক।

যাহাকৃপাকটাক্ষাচ্চ কৃতার্থিম্মন্যতা এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে প্রভুপাদ ও লণ্ডনাভিমুখে গৌড়ীয়-সঙ্ঘপতি

গত ৭ই কার্ত্তিক (১৩৪০), ২৪শে অক্টোবর (১৯৩৩) শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পুরী-এক্সপ্রেসে কলিকাতা হইতে পুরী-অভিমুখে ভক্তগণ সহ শুভযাত্রা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমান্ প্রমথনাথ রায় প্রমুখ বৈষ্ণব ও সজ্জনগণ এবং শ্রীচৈতন্যমঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি সেবাবিগ্রহ, মহোপদেশক ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ভক্তি-কুসুম, মহোপদেশক শ্রীযুক্ত শুকবিলাস ভক্তিবিনোদ প্রমুখ শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক-সম্প্রদায় এবং কলিকাতাবাসী সজ্জনগণ পুষ্প-মাল্য, পুষ্পস্তবকাদি দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম অর্চ্চন করেন। শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত গোস্বামী প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে পুরী এক্স-প্রেসে খুর্দ্দা রোড্ অবধি আসিয়া তৎপর দিবস প্রত্যূষে খুর্দ্দায় গাড়ী বদল করেন। কারণ তাঁহার যাত্রার দিন কলিকাতা হইতে ১লা নভেম্বর লণ্ডন যাত্রা করিবার ব্যবস্থা ছিল।

শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিদয়িত গোস্বামী

হাওড়া ষ্টেশনে শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত গোস্বামী প্রভুকেও শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভক্তবৃন্দ ও কলিকাতাবাসী সজ্জনগণ ভগবৎপ্রসাদী মালা অর্পণ করিয়া অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। পুরীর পথে কটক ষ্টেশনে কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের ভক্তগণ ও কটকের সজ্জনবৃন্দ, ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে ভুবনেশ্বর ত্রিদণ্ডী মঠের সেবকগণ ও স্থানীয় সজ্জনবৃন্দ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা অর্চ্চন করিবার পর প্রসাদ মালোর দ্বারা ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ২৫শে অক্টোবর প্রাতে ৪ ঘটিকার খুর্দ্দা রোড্ ষ্টেশনে শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত গোস্বামী প্রভু অবতরণ করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। প্রভুপাদ গোস্বামীজীকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ ও বিবিধ উপদেশ প্রদান করেন এবং মহোপদেশক শ্রীপাদ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়কে খুর্দ্দা ষ্টেশনে ভক্তিদয়িত প্রভুকে মাদ্রাজ-মেলে উঠাইয়া দিবার জন্য রাখিয়া আসেন। মাদ্রাজ-মেল যথাসময়ে খুর্দ্দা ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে খুর্দ্দার শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়-মঠের ভক্তবৃন্দ ও তদ্দেশবাসী সজ্জনগণ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত গোস্বামী প্রভুকে ইংরাজী ভাষায় একটী অভিনন্দন প্রদান করেন এবং পুষ্পমাল্য ও বিবিধ উপকরণের দ্বারা ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর প্রচারকবরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল ষ্টেশনেও মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ হইতে

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ, শ্রীযুক্ত সত্যব্রতঃ ব্রহ্মচারী এম্, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মচারী ভক্তিসৌধ, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণস্বামী আয়ার ভক্তিকেশ বি-এ, শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন পিল্লাই, তথাই হুলুহাটি পাবলু দাদু প্রমুখ মহাদেশবাসী সজ্জন শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুকে পুষ্পমালা ও পুষ্পস্তবকাদি দ্বারা বিপুল শুভগৌরাঙ্গ-জয়ধ্বনির সহিত অভ্যর্থনা করেন। শ্রীযুক্ত পনিকর পিল্লাই মহাশয় তাঁহার মোটরযানে গোস্বামী প্রভুকে শ্রীমঠে আনয়ন করেন।

গত ২৮শে অক্টোবর শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে পৌঁছিলে মহাদেশবাসী বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর প্রচারকবরের প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনার্থ শ্রীমঠে আগমন করেন। মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ সংবাদ-পত্রসমূহে ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর শুভাভিমুখে বিজয়-বার্ত্তার কথা প্রকাশিত হয়। গত ২৮শে অক্টোবর অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীহরিকীর্ত্তন-হলে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও ভদ্র মহিলা সমবেত হইয়াছিলেন। প্রেস্ ক্লাব ও আন্তর্জাতিক সাংবাদিক সঙ্ঘ (International Press) ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়াছেন। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিসমূহ সভায় উপস্থিত হইয়া সভার বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। 'হিন্দু'-পত্রের সাংবাদিকগণ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর সহিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণের আলোকচিত্র পত্রিকায় প্রকাশের জন্য বিশেষ আগ্রহের সহিত লইয়া গিয়াছেন। ঐ দিবস সন্ধ্যাকালে শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন পিল্লাই মহাশয় মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে একটি মহামহোৎসবেরও আয়োজন করিয়াছিলেন।

২৮শে অক্টোবর রাত্রি ৯ ঘটিকায় Indo-Ceylon Expressএ শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ প্রভু কলম্বো রওনা হইয়া গিয়াছেন। মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ ও মাদ্রাজের বহু সজ্জনব্যক্তি গৌড়ীয়বাণী-প্রচারের ভারপ্রাপ্ত আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ প্রভু পণ্ডুচেরী, তাঞ্জোর হইয়া ৩০শে অক্টোবর প্রাতে ৭ ঘটিকায় কলম্বো পৌঁছিয়াছেন। তথায় স্থানীয় President of the Chamber of Commerce ভক্তিসারঙ্গ প্রভুকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ভক্তিসারঙ্গ প্রভু কলম্বো পুরুষোত্তমবাসের বিস্তৃতবার্ত্তা শ্রীগুরুমুখ-প্রভবাণী অনুসারে অনুকীর্ত্তন করিয়া ১লা নভেম্বর "Sphinx" জাহাজে লণ্ডন যাত্রা করিয়াছেন।

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ হইতে ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভুকে একটি অভিনন্দন-পত্র প্রদত্ত হইয়াছিল। তাহা 'হার্মণিষ্ট্'-পত্রে প্রকাশিত হইবে।

'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-সঙ্ঘপতি শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ প্রভু গৌড়ীয়-মিশনের পক্ষ হইতে বর্ত্তমানে "Missionary in charge of Europe and America" এই পদবীতে বিভূষিত হইয়াছেন। আমরা আশা করি, গৌড়ীয়-সম্পাদক-সঙ্ঘপতি মহোদয় সমগ্র য়ুরোপে শুদ্ধ জন-সাধারণের মধ্যে এবং পার্লিমেণ্টে ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী অনুকীর্ত্তন করিয়া আচার্য্য-মনোহভীষ্ট পূরণ করিতে সমর্থ হইবেন।

শ্রীল প্রভুপাদ পুরী যাত্রার দিন শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ প্রভুকে গোমতীশিলা, গণ্ডকীশিলা ও গোবর্দ্ধনশিলা এই অপ্রাকৃত অর্চ্চাত্রয় প্রদান করিয়া কীর্ত্তনমুখে সাত্ত্বিক অর্চ্চনের আদেশ ও হরিকথা কীর্ত্তনের জন্য প্রচুর আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন,—

ওটৈর্ব চক্রতীর্থস্তু শিলা চক্রচিহ্নিতা।

যুক্তিশ্চা পাপিনাং লোকে ম্লেচ্ছদেশেঽপি পূজিতা ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৪র্থ বিঃ ২২৮ সংখ্যা ধৃত কালিকাপুরাণ-বাক্য)

চক্রচিহ্নিত শিলাকেই চক্রতীর্থ কহে। ম্লেচ্ছদেশে পূজিত হইলেও ঐ শিলা পাপিগণের সম্বন্ধে মুক্তিদায়িনী হইয়া থাকেন।

অতএব গোমতীচক্র সকলদেশেই পূজিত হইতে পারেন। বিশেষতঃ কীর্ত্তনমুখে সাত্ত্বিক পূজা নিশ্চিন্তা। ভক্তিসারঙ্গ প্রভু মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রচুর পরিমাণে তুলসী ও চন্দন সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছেন।

'অমৃতবাজার পত্রিকা' (৩১।১০।৩৬), 'মাদ্রাজ মেল', 'ক্রনিক্ল্' এবং 'হিন্দু' (৩০।১০।৩৬) প্রভৃতি সংবাদ-পত্রে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভুর লণ্ডন-যাত্রার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

পুরীতে শ্রীমধ্বজন্মোৎসব ও ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী

শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব ভাগবত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিকেবল শ্রৌত মহারাজ, মহামহোপদেশক আচার্যপ্রবর শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, অধ্যাপক আচার্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ ভক্তিসুধাকর, মহোপদেশক শ্রীপাদ হংসগ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভেষ্টাচার্য শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ভক্তিবিনোদ, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বরমোহন ভক্তিসাগর বি-এল, শ্রীযুক্ত পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীজ্ঞানকীবল্লভ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দাসাধিকারী, শ্রীযুক্তপরমানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি ভক্তগণ বিজয়া-দশমী ও মধ্বাচার্যের আবির্ভাব-তিথি-দিবস শ্রীপুরুষোত্তমে আগমন করিয়াছেন। পুরী-ষ্টেশনে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের ভক্তবৃন্দ ও পুরী-বাসী সজ্জনবৃন্দ পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা প্রভুপাদের সম্বর্ধনা করেন। শ্রীপুরুষোত্তম মঠে উপনীত হইবামাত্রই শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্ মধ্বাচার্যের আবির্ভাব উৎসব সম্পাদনের জন্য ভক্তগণকে আয়োজন করিতে বলেন। চটক পর্ব্বতের উপরে শ্রীব্যাসদেব ও শ্রীমন্ মধ্বাচার্যের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত। শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশানুসারে সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীব্যাস ও শ্রীমধ্বাচার্যের পূজা হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সংকীর্ত্তন-মুখে শ্রীমধ্বাচার্যের আবির্ভাব-তিথির আরাধনা করেন। রাত্রে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের 'সাধুনিবাসে' ভক্তসভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রৌত মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্য হইতে শ্রীমন্ মধ্বাচার্যের চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

নির্য্যাণ

গত ২রা ঘাবোদর (৪৪০ গৌরাব্দ), ১৪ই কার্ত্তিক (১৩৪৩), ১লা নবেম্বর (১৯৩৬) রবিবার কৃষ্ণকৃতীয়া তিথিতে রাত্রিশেষ ৩টা ৪৫মিনিটের সময় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের একনিষ্ঠ সেবক-প্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রমথ পুরী মহারাজ তাঁহার প্রভুদত্ত স্থান শ্রীভগবান্ গৌর-সুন্দরের কীর্ত্তন - মহারাসস্থলী শ্রীধাম মায়াপুর - শ্রীবাসাঙ্গনে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর জয়ধ্বনি ও মহামন্ত্র শ্রবণ এবং স্বয়ং শ্রীচরণামৃতপান-সহ মহামন্ত্র কীর্ত্তন ও শ্রীগুরুগৌর-পাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে শ্রীগৌরধাম, গৌরনাম ও গৌর মনোঽভীষ্টের নিত্যাশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার মূর্ত্তবিগ্রহ স্বামীজী তাঁহার নিত্য-ধাম-প্রয়াণের—শ্রীধাম-মায়াপুরের সেবমুহূর্ত্ত- পর্য্যন্ত তাঁহার শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৈকগতপ্রাণতায় যে সুমহান্—সুনির্ম্মল—নির্ব্বাণোন্মুখ আদর্শ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও যদি আমরা অনুসরণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের জীবন শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবাময় হইয়া কৃতার্থতা লাভ করিবে। স্বাভাবিক বৈষ্ণবোচিত গুণ তাঁহাতে যেরূপ সমান ছিল, যাহাতে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রীতি নাই, এরূপ কোন বিরুদ্ধবিষয় বা রসাভাসদোষদুষ্ট কথা তিনি শুনিতে পারিতেন না, তৎক্ষণাৎ প্রবল পরাক্রমে তাহার প্রতিবাদ করিতেন। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবা-সম্পর্কীয় কথা ব্যতীত অন্য সময়েই তিনি মৌন থাকিতেন। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রম বর্দ্ধমান জেলার আমলা-যোড়া নামক স্থানে। এইস্থানে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রমুখ নিত্যসিদ্ধ গৌরনিজজনগণের শ্রীপাদ-পদ্ম। এইস্থানে সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ শ্রীল ঠাকুর

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমথ পুরী মহারাজ

ভক্তিবিনোদের প্রপন্নাশ্রমের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের নাম 'ছল—শ্রীপাদ জগন্নাথের দাসাধিকারী ভক্তরূপায়। তিনি বঙ্গাব্দ ১৩০৯ সালের ২৮শে ভাদ্র শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে বিরক্ত-সন্ন্যাস প্রাপ্ত হইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ পুরী নামে খ্যাত হন। গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানকালে তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, তখনও প্রভুপাদের পারমার্থিক সঙ্কল্প সম্পাদনপূর্বক তাঁহার আদেশে দেশে দেশে ভগবন্নামের মহৌষধি শ্রীনাম বিতরণ করিতে থাকেন। তাঁহার বৈরাগ্য আদর্শস্থানীয় ছিল। তাঁহার কাটোয়া বৈরাগ্যাবস্থানে অনেক সময়ে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ তাঁহার শ্রীমুখের অমৃতময়ী আলাপ করিয়া শ্রীরূপপাদোক্ত যুক্তবৈরাগ্যের কথা কীর্তন করিতেন। হরিনাম কীর্তন না করিয়া তিনি জলগ্রহণই করিতেন না। রাত্রিকালে অতি অল্প সময়ের জন্য মাত্র বিশ্রাম লাভ করিয়া হরিনাম করিতেন। 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' ও 'গৌড়ীয়'-পত্রে তাঁহার শ্রীহস্তলিখিত বহু প্রবন্ধ আছে। আত্মবৃত্তপ্রকাশ-মুখেই তাঁহার সমস্ত প্রবন্ধ লিখিত। "আমার দেশ-ভ্রমণ কাণ্ড", "আমার দুর্দৈব" প্রভৃতি প্রবন্ধ সাধক জীবনের নিত্যালোচ্য। শ্রীল প্রভুপাদ পুরী মহারাজের গৃহস্থ-জীবনে থাকাকালে যে সকল উপদেশপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই সকল প্রাচীন পত্র তিনি 'পত্রাবলী'তে প্রকাশার্থ প্রদান করিয়া সমগ্র আত্মমঙ্গল-পিপাসু জগতের মহোপকার সাধন করিয়াছেন।

তিনি শ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় ভারতের নানাস্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার বিভিন্ন মঠে ভ্রমণ করিয়া কিছুকাল শ্রীধাম বৃন্দাবনে এবং পরে কটকে ও শ্রীপুরুষোত্তম মঠে ভ্রমণ করিয়া গত ১৩ই জুলাই, ১৯৩৬ শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করেন। শ্রীক্ষেত্রে অবস্থানকালে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের পরমকৃপা-নিদর্শনরূপে শ্রীধাম-মায়াপুর-নৈমিষ-অঙ্গন তাঁহার নিত্য ভজনস্থলীরূপে প্রাপ্ত হইয়া তথা হইতে কলিকাতা হইয়া ১৪ই জুলাই শ্রীধাম যাত্রা করেন।

শ্রীধাম পুরী মহারাজের পূর্বাশ্রমের শ্রীনাম-ভজনময় গৃহে আমাদের পারমার্থিক জীবনের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার নিকট আমরা শ্রীল প্রভুপাদের অপরোক্ষ কৃপার কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপ্রাকৃত মতিবিশিষ্ট হইবার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।

গৌড়ীয়-সম্পাদক-সঙ্ঘ হইতে শ্রীমৎ প্রপন্নানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় গত ২৭শে অক্টোবর মঙ্গলবার রাত্রে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীপাদ পুরী মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলে স্বামীজী মহারাজ ব্রহ্মচারীজীর মুখে কিছু কীর্তন শুনিতে চাহেন। ব্রহ্মচারীজী তৎশ্রবণের প্রার্থনে কীর্তন শুনাইলেন বলিলে স্বামীজী মহারাজ "নিশ্বাসের বিশ্বাস নাই, আপনি এখনই কৃপা করিয়া একটুকু কীর্তন শুনাইয়া যান"—এইরূপ অনুরোধ করিয়া গৌড়-বিরহিত কীর্তন শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মচারীজী আরও দুই দিন শ্রীধাম-মায়াপুরে অবস্থান করিয়া তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও মহাজনপদাবলী শ্রবণ করাইয়াছিলেন। স্বামীজী মহারাজ নিশাশেষে যাত্রির ন্যায় অতি আগ্রহের সহিত শ্রীরূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদের নিত্যকীর্তিত "বিরচয় মহি দণ্ডং" শ্লোক এবং শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু প্রমুখ বৈষ্ণবগণের কথা ব্রহ্মচারীজীর নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীবাস-অঙ্গনে পণ্ডিত শ্রীমদ্ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণতীর্থ, ব্রহ্মচারী শ্রীবাণিকারানন্দ প্রমুখ বৈষ্ণবগণ প্রত্যহই স্বামীজী মহারাজকে শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ ও মহাজন-পদাবলী কীর্তন করিয়া শুনাইতেন। পারায়ণের পূর্ণাহুতিবাসরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মঙ্গলাচরণ শ্রবণ করিতে করিতে স্বামীজী মহাপ্রয়াণ লাভ করেন। শ্রীচৈতন্যমঠ-রক্ষক শ্রীপাদ নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু ও শ্রীপাদ বনবিহারী প্রভু আন্তরিকভাবে বৈষ্ণবসেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

১৬ই কার্ত্তিক সোমবার পূর্বাহ্ণে শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস ঠাকুরের সমাধির সন্নিধানে (পশ্চিম পার্শ্বে) শ্রীশ্রীগোপালভট্টগোস্বামিপাদের সংস্কার-পদ্ধতির বিধানানুসারে সংকীর্তন-মধ্যে শ্রীপাদ পুরী মহারাজের অপ্রাকৃত কলেবর সমাধিস্থ করা হইয়াছে। সমাধিস্থলে নীত হইবার পূর্বে স্বামীজীমহারাজের সম্মুখে নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ-প্রসঙ্গ পাঠ করা হইয়াছিল। তৎপর কীর্তন-মুখে স্বামীজীর সমাধি প্রদক্ষিণকরিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীহরিদাস-নির্য্যাণোৎসব-সম্পাদন-লীলানুসরণে স্বামীজীর অপ্রাকৃতোৎসব সম্পাদন করেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী এই উৎসবের ব্যবস্থার বহন করেন। ঐদিবস অপরাহ্ণে শ্রীচৈতন্যমঠে একটি বিরহ-সভার অধিবেশন হয়।

সংশোধন-প্রমাদ

গত ১৩শ সংখ্যা (১৫শ বর্ষ) গৌড়ীয়ের ২০৯-১০ পৃষ্ঠার প্রকাশিত অভিনন্দন-পত্রের মধ্যে ৪র্থ ও ৫ম অনুচ্ছেদে 'ভক্তিবিনোদবাণী' স্থলে 'ভক্তিবিনোদ-গৌর বাণী' পাঠ হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৮শে কার্ত্তিক, ১৩৪৩, ১৪ই নবেম্বর, ১৯৩৬ | ১০ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

[স্থান—শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ মঠ, চটকপুরহাট]

২১শে অক্টোবর প্রাতঃকাল। উপস্থিত—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (বগুড়াস্থ উকিল), শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু এম্‌-এ (কলিকাতা মধুসূদন কুমার আন্তরোষ ইন্‌ষ্টিটিউশনের সহকারী প্রধান শিক্ষক), শ্রীযুক্ত সুধাংশু কুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ বি-টি (কলিকাতা হিন্দুস্কুলের শিক্ষক), শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার গুপ্ত (শ্রীহট্টের উকিল) ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত নারায়ণ প্রভৃতি।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেন—

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুইটিরই মত। শ্রীমদ্ভাগবত একটি বিশেষ কথা বলিয়াছেন, যাহা ভারতের অনুশাসন, তাহা 'অধোক্ষজ-শব্দ'। ইহা উপনিষদে অস্ফুটভাবে আছে। শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুগত সাহিত্য ব্যতীত ইহা অন্যত্র পরিস্ফুটভাবে পাওয়া যায় না।

আমরা অধোক্ষজ-বিচার গ্রহণ করিতেছি না বলিয়াই প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ এই তিনটির কোন না কোনটির মধ্যে পতিত হই। "মায়ামাত্র প্রবক্তেন নভ্যং" প্রভৃতি শ্রুতি 'অধোক্ষজ' শব্দেরই অপরিস্ফুট ইঙ্গিত। অধোক্ষজ নিজেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত (initiative) হইতে পারেন। যতক্ষণ তিনি যোগ্যতা প্রদান না করেন, ততক্ষণ আমরা অধোক্ষজকে জানিতে পারি না। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অভিধানে ভগবানের যে সংজ্ঞা পাওয়া যায়, তাহাতে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার ধারণা হইতে 'ভগবান্' শব্দের বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট-

ভাবে উদ্বুদ্ধ হয় না। অধোক্ষজ-বস্তু এমন ক্ষমতা রাখেন যে, তিনি নিজে ইচ্ছা করিলে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারেন আবার অপ্রকাশিতও রাখিতে পারেন। এই স্বতঃকর্তৃত্ব-ধর্ম্মের দ্বারা অধোক্ষজবস্তু সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষণ করিয়াছেন।

অধোক্ষজ ভগবানকে জানিবার সঙ্গে সঙ্গেই তৎপ্রতি সেবা-বিধানরূপ একটি স্বাভাবিকী বৃত্তি প্রকাশিত হয়। যেমন আমরা ঘড়ি দেখি কোন কার্য্যের উদ্দেশে। ঘড়ি দেখিবার পর স্নান করিতে যাই কিম্বা অফিসে যাইতে হইবে বলিয়া প্রস্তুত হই বা কোন engagement থাকিলে তজ্জন্য চেষ্টান্বিত হই ইত্যাদি। জ্ঞেয়-পদার্থের সম্বন্ধে জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অভিধেয় বলিয়া কৃত্য আছে।

অভিধেয়—ভক্তি, সাধন-ভক্তি হইতে ক্রমশঃ ভাবভক্তি ও পরিস্ফুট অবস্থায় প্রেমভক্তি প্রকাশিত হয়। 'ভক্তি' বলিতে সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। আর 'অভক্তি' বলিতে অজ্ঞাতিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান এবং উহাদের মিশ্রণে অসংখ্য প্রকার বিমুখতা। যেখানে বস্তুর স্বরূপের নির্ণয় হয় নাই, সেখানে hazy idea (নির্বিশেষ ধারণা) আসিয়া অভক্তিকে 'ধর্ম্ম' মনে করায়।

বিশুদ্ধসত্ত্বময় প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণ-সদৃশ এবং ভগবৎ সেবায় অহৈতুক ও অপ্রতিহত অভিলাষের দ্বারা চিত্তদ্রবকারিণী যে ভক্তি, তাহার নাম 'ভাব'; যেমন পরম জলে চাল সিদ্ধ করা হয়, 'ভাত'টী ক্রমে ক্রমে গলিয়া আসে, তখন সুসিদ্ধ ভাত হয়। সেই সুসিদ্ধ অন্ন কৃষ্ণেরই ভোগ্য বা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ-বিধানকারী। পূর্ণমাত্রায় কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণই সিদ্ধ বা প্রেমের লক্ষণ। কাঁচা, ডাঁসা ও পাকা অবস্থা সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির সহিত আংশিক তুলনা করা যাইতে পারে। কৃচিদ্বারা জিনিষটি মোলায়েম হয়। যখন সাধনভক্তি-রাজ্যে একটু অগ্রসর হওয়া যায় এবং ভাবের অঙ্কুর মাত্র হয়, তখনই ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। শ্রীভায় "গুণেষ্বসক্তিরমলাঃ" শ্লোকে 'ক্ষান্তি'র কতকটা পরিচয় আছে। মৌনভাব ক্ষমার লক্ষণ। যথা-কাল ও অযথা-কালের বিচার আবশ্যক। জাগতিক অসার্থ মর্কট বা পক্ষীর ন্যায় কি আমার engagement ? ইহারা সকলেই আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত, কিন্তু যাঁহারা তর্পণে ব্যস্ত, তাঁহাদেরই অব্যর্থকালত্ব।

নিজের পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে, তথাপি বৈষ্ণব-নাম-গানে সর্ব্বদা রতি, ভগবানের গুণ কীর্ত্তনের জন্য অত্যন্ত চেষ্টা। যাঁহার ভাবাঙ্কুর হইয়াছে, তাঁহাতে এই সকল লক্ষণ দেখা যাইবে। শ্রীভগবান্ ও ভগবানের গুণ-কীর্ত্তনকারী ভক্তগণের কীর্ত্তনস্থলীতে যাইবার জন্য স্বাভাবিকী প্রীতি।

এ সব ছোড়ত তাঁহা নাহি যাউ।
এ সব ছোড়ত পরাণ হামাউ॥

প্রসঙ্গে ক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গঃ" পদটি ব্যাখ্যামুখে 'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব' শ্রীগুরু-শিক্ষার এই পদ্যগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত-শব্দের বৈশিষ্ট্য-বর্ণনে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, যেখানে পরতত্ত্ব নিজে initiative নিয়াছেন, সেখানে অধোক্ষজ-শব্দের সার্থকতা। আর যেখানে বিষয়-বিগ্রহের সহিত আশ্রয়-বিগ্রহেরও স্বতঃকর্তৃত্ব ধর্ম্মের সম্মেলন হইয়াছে অর্থাৎ আশ্রয়-বিগ্রহের দিক্ হইতে বিষয়-বিগ্রহের ইন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টারূপ স্বতঃকর্তৃত্ব এবং বিষয়-বিগ্রহের দিক্ হইতে সেই সেবা-স্বীকাররূপ স্বতঃকর্তৃত্বের অপূর্ব্ব সম্মিলন, সেখানেই 'অপ্রাকৃত' কথাটির সার্থকতা।

শ্রীপুরুষোত্তম তীর্থের চটক পর্ব্বতে অবস্থান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ অনুক্ষণই ভাবাবেশে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর "নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি মে গোবর্দ্ধন স্থম্।" পদটি পুনঃ পুনঃ মৃদুমন্দস্বরে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর স্তবাবলী ও শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর স্তবমালা হইতে গোবর্দ্ধন ও কৃষ্ণস্মৃতির উদ্দীপক শ্লোকসমূহ পাঠ করিয়া থাকেন।

২৯শে অক্টোবর প্রাতে বড়তাল জমিদার ও উকিল শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গনাথ সরকার এম্, এ, বি, এল ও শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার দেব কুমার মহাশয় কলিকাতা হইতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে আসেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রাতঃকালে চটক-কুটীরে উপবেশন করিয়া শ্রীভক্তিবিনোদ-অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার হইতে উপনিষৎ প্রকাশ করিবার অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া বলেন যে, প্রত্যক্ষবাদী, পরোক্ষবাদী, অপরোক্ষবাদী, অধোক্ষজ-

সিদ্ধান্তানুগ, অপ্রাকৃত সিদ্ধান্তানুগ এবং শ্রীরূপানুগগণের উপনিষদ্ ব্যাখ্যা বা উপনিষদের তাৎপর্য্য উপলব্ধিতে পার্থক্য আছে। আমরা জানি, 'ভক্তি' একমাত্র শ্রীরূপ-রঘুনাথের ভাণ্ডারেই আছে। সেই শ্রীরূপ ও শ্রীরূপানুগবর শ্রীমধুসূদনের দ্বারাই উপনিষদের ব্যাখ্যা প্রকাশিত হউক। যাহারা উপনিষদের প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা অপরোক্ষের ব্যাখ্যায় মত্ত, তাহারা হয়ত রূপানুগগণের উপনিষদ্ ব্যাখ্যাকে একটা 'হোলো' বা 'ইনেটুনে' ব্যাখ্যা মনে করিতে পারে। বস্তুতঃ শ্রীরূপ 'হোলো' ব্যাখ্যা-কারীর দল বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা আমাদের নাই। উপনিষদের অসংখ্য-প্রকারের ব্যাখ্যা ত আছেই। অনেক প্রচ্ছন্ন নাস্তিক, অনেক অনুদার বিসর্গের পণ্ডিত, অনেক তথাকথিত ধর্মপ্রচারক আবার আস্তিকগণের পক্ষ হইতে শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য ও তদনুগ সম্প্রদায় উপনিষদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু রূপানুগের উপনিষদ্ ব্যাখ্যা অতটুকু পর্য্যন্ত নহে। নারায়ণের উপাসকগণ—বৈষ্ণব। শ্রীরামানুজ-প্রমুখ আচার্য্যগণ প্রচ্ছন্ন-নাস্তিক-সম্প্রদায়ের কৃত উপনিষদ্ ব্যাখ্যার অভক্তিবাদকে নিরাস করিয়া বিশুদ্ধভক্তি পর্য্যন্ত স্থাপন করিয়াছেন। কৃষ্ণভক্তগণ শ্রুতির কৃষ্ণপর ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু রূপানুগগণ কাহারও উপরে। তাঁহারা রাধাজন। নিত্যসিদ্ধা রাধানুচরী গোপীগণের পাদপদ্ম স্তবনা করিয়া রাধাজনের জন্য গোপীগর্ভে জন্ম বাঞ্ছা করেন। রূপানুগগণের শ্রুতিব্যাখ্যা কেহই অজ্ঞাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী ত' দূরের কথা—এমন কি বিষ্ণুপাসক, অধিক কি, কার্ষ্ণগণেরও নিকট অভিনব ও তাঁহাদের অনধিগম্য। শ্রীরূপের ও শ্রীরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথ ও শ্রীজীবের শ্রীচরণই যাঁহাদের একমাত্র সম্বল, তাঁহারাই শ্রুতির রূপানুগ-ব্যাখ্যার সমর্থ।

শ্রীল প্রভুপাদ কেনোপনিষৎ প্রকাশের প্রারম্ভে কেনোপনিষদের অন্তর্গত 'কেনেষিতং' শব্দের দ্বারা শ্রীচৈতন্যের মনোহভীষ্ট—যাহা শ্রীরূপ হৃদয়ে স্থাপন করিয়াছেন সেই শ্রীরূপের পাদপদ্মের অনন্যোদ্দেশের কথা কীর্ত্তন করিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীরামানুজ ও শ্রীধরের তাদৃশদৃষ্ট গীতা-প্রকাশের কথা বলিয়া প্রভুপাদ রূপানুগগণের চক্ষে গীতা-দর্শনের বৈশিষ্ট্যের কথাও ব্যক্ত করেন।

শ্রীযুক্ত গৌরীন্দ্র নাথ সরকার এম্-এ, বি-এল মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহার এক বন্ধু বলেন—হরিনাম করিতে হইলে নিজে নিজেই ত হরিনাম করা যায়, গুরুর আবশ্যকতা কি? তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—যাহারা গুরু করিবে না বা অজ্ঞাভিলাষী, কর্ম্মী, যোগী কিম্বা বিষ্ণু-ভক্ত বা অনর্থমুক্ত ব্যক্তিকে গুরুসজ্ঞায় গ্রহণ করিবে, তাহাদের প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা অপরোক্ষ পর্য্যন্ত গতি, তাহাদের অধোক্ষজ-বিচার আসিবে না। গুরু ত' জীবন-স্বরূপ।

মহাপ্রভুর কাছে উপনীত হওয়া এক জিনিষ আর মহাপ্রভুকে (?) নিজের ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা আর একটা জিনিষ। রূপানুগগণ যেরূপ ভাবে মহাপ্রভুর নিকট উপনীত হইয়াছেন, আমরা সেই আদর্শ ই গ্রহণ করিব। এজন্য আমরা অন্য কোন গ্রন্থ বেশী খুঁজি না শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর গ্রন্থই (সম্মুখে স্তবমালা ও স্তবাবলী দুইখানি পুস্তক দেখাইয়া) মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপনীত হইবার একমাত্র সম্বল জানি।

ভগবানের সহিত যাঁহাদের খুব বেশী আড়ি আছে, তাঁহাদের চাল-চলন, আচরণ, তাঁহারা কোন্ দোকানের চাউল খা'ন, তাহা আমরা অনুসন্ধান করিব। আর তাঁহা-দিগকে আমাদের দোকানের চাউল খাওয়াইব—(তাঁহারা ত') খাইবেনই না—'মায়া সীতা হরণের ন্যায় খাওয়াইবাড়ি' আমরা মনে করিতে পারি, এইরূপ বিচার মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপনীত হইবার বিচার নহে। যাহা আমাদের ভোগের বস্তু, চিন্তনীয় ও আস্বাদীয়, তাহাই মায়া। তাহার উপর আমরা দোষ নির্দ্ধারণ করিয়া তদুপরি ধর্ম্মের ধ্বজা উড্ডীন করিতে চাহিতেছি!

শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট কি? অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন; তাহাই ভক্তি। কিন্তু মাঝে বাটপাড় আছে। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদির আবরণ সেই বাটপাড়। বাটপাড়ের হাত হইতে রক্ষা পাইলে ত' ব্রজে প্রবেশের অধিকার হবে? প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর ব্রজবিলাস-স্তব হইতে প্রথম শ্লোকটি ব্যাখ্যা করেন।

৮ই মতেশ্বর অপরাহ্ণে—পুরীর ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও শ্রীমন্দিরের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গৌরহরি মহান্তী ও তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাধাহরি মহান্তী এবং

কলিকাতা সিটিকলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ-শ্রবণার্থ আগমন করেন। অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্-এ, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণকিশোরী বিদ্যাভূষণ, ডাঃ ঃ শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, ত্রিপুরাবাসী শ্রীমদ্ভক্তিকমল শ্রৌত মহারাজ, 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় ঘণ্টাখানেক কাল "ভক্তিরসেনৈব সম্যক্ প্রতিপাদ্যতে"—শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোক-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলেন,—শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে অধিকারিবিশেষের জন্য সকামোপাসনা প্রভৃতি বিভিন্ন ভক্তির বাহ্যাদি প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে মানবের পূর্ণ আত্মকল্যাণ ও পরা শান্তি লাভ হইতে পারে না জানিয়া শ্রীব্যাসদেব আবেশে শ্রীমদ্ভাগবতে অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের সেবার কথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—**ভাগবতের কোন কথাই সে-পর্য্যন্ত প্রচার হইবে না,—যে-পর্য্যন্ত না নির্ব্বিশেষ-মতবাদকে ধ্বংস করা যাইবে।** "সোহহং"বাদীর বুদ্ধি কেতের বুদ্ধির মত। কেত যেরূপ 'আমি কত বড়' দেখাইতে দেখাইতে ফাটিয়া যায়, সেইরূপ মায়াবাদীও 'আমি ব্রহ্ম' বলিতে বলিতে আত্মহত্যা করে। এই কেত্-ফাটা-বুদ্ধিকে আমরা আদর করিতে পারি না।

প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষবাদী জগন্নাথ দর্শন করিতে পারে না, তাহারা **জগন্নাথ-দর্শনের নামে জগৎ দর্শন করিয়া যায়।** ইহারা "জগন্নাথ-বিগ্রহকে স্পর্শ করিয়া ফেলিয়াছি" মনে করে, কখনও বা ইহা 'কাঠ' বলিয়া ডিগ্রী ডিস্‌মিস্ করিয়া যায়! তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক—এই তিন ভাই জগন্নাথ দর্শন করিতে আসিয়া বলেন যে,—"জগন্নাথ আমাদের দৃশ্য, আমরা তাঁহার দ্রষ্টা। এই দৃশ্যবস্তুর (?) উপর আমাদের প্রত্যেকের এক-তৃতীয়াংশ অধিকার আছে; সুতরাং আমাদের দর্শন কেন ঠিক হইবে না?" কিন্তু শুদ্ধ-সত্ত্ব বৈষ্ণবগণ জানেন,—জগন্নাথ দৃশ্য নহেন,—তিনি দ্রষ্টা, আমরা দৃশ্য বা তাঁহার ভোগ্য। যখন আমরা **শ্রীজগন্নাথকে 'বিষ্ণু' বলিয়া দর্শন করি,** তখন শ্রীরামানুজের বিচারাবলম্বনে আমাদের **আংশিক বৈষ্ণবতা প্রকাশিত হয়।** আমরা শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহের উপাস্যত্ব দর্শন করি; কিন্তু তিনি বরাট, লীলা-পুরুষোত্তম, তাঁহার নিত্যত্ব-সম্বন্ধে যাবতীয় বিচার তিনি তাঁহার ইচ্ছার তর্পণ করেন, সব অপ্রাকৃত ভক্ত চাদনা করিয়া তিনি অধিষ্ঠিত ভোক্তরূপে বিরাজ করেন, এই উপলব্ধিতে শ্যামসুন্দর-মুরলীবদন দর্শন হয়; ইহাই শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত রূপানুগ-গণের দর্শন। **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাণী শ্রবণ না করিলে পুরুষোত্তম জগন্নাথ দর্শন হয় না** এই চক্ষুদ্বারা জগন্নাথ-দর্শন অসম্ভব, **শ্রীচৈতন্যবাণী-সেবোন্মুখ কর্ণের দ্বারাই শ্রীজগন্নাথ-দর্শন সম্ভব। অক্ষ-শব্দীতে ভেদ বুদ্ধি থাকিলে জগন্নাথ দর্শন হইবে না।** ভোগি-কর্ম্মী বা ত্যাগি-জ্ঞানীকে **প্রথম মুখেই বৈকুণ্ঠের দ্বারপালগণ বাধা দিবেন,** তাহারা কিছুতেই শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। নিত্যসিদ্ধ বৈকুণ্ঠ-পার্ষদ গরুড়ের পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহার কৃপায় জগন্নাথ-দর্শন হয়।

আমাদের অধোক্ষজ-ভগবানের সেবক হইতে হইবে। পুরোহিত বা **প্রতিনিধিদ্বারা সেবাকার্য্য হয় না।** কোন কোন সম্প্রদায়ে দেখিতে পাওয়া যায়, একজন Spokesman হইয়া উপাসনা করিলেন, আর বাকীরা সকলে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এইরূপ হইলে নিজের সেবা হইবে না, আচার্য্যের অনুগত হইয়া নিজেকে সেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে। সাধুসঙ্গ, মথুরাবাস, শ্রীভাগবত শ্রবণ, নামকীর্ত্তন ও প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি-সেবা—এই পাঁচের অল্প সঙ্গ হইলেই মঙ্গল হইবে, কিন্তু ইহার সকলগুলিরও **অভিনয় হইলে মঙ্গল হইবে না।** যদি **আত্ম-সমর্পণ না করিয়া** ঐসকল কার্য্যের অনুকরণ করা যায়, তবে **অভিনয়মাত্র হইবে।** এই জন্য শ্রীধর স্বামিপাদ বলিয়াছেন,—"সা চার্পিটের সতী যদি ভবেত্, ন তু কৃতা সতী পতিব্রতৈঃ।" **শ্রীভাগবত পড়ার পর অর্চ্চন করিলে প্রকৃত অর্চ্চন হইবে।** আনন্দতীর্থের অনুগমন করিতে হইবে, অনুকরণ করিতে হইবে না। এখানে আনন্দতীর্থ ও শ্রীব্যাসদেব আছেন, আমরা তাঁহাদের ভৃত্যানুভৃত্যরূপে তাঁহাদের শ্রীমূর্ত্তির বাড়ু দিবার জন্য এখানে আছি।

[শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত মণ্ডল মহাশয় প্রভুপাদকে বলিলেন,—আপনি যেরূপ ভাগবতের কথা বলিলেন,—

এরূপ কথা সাধারণ পণ্ডিত ভাগবত-পাঠীর মুখে শুনিতে পাওয়া যায় না। তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—]

আমরা এই পড়াটেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, গোবিন্দভাষ্য, ষট্‌সন্দর্ভ ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছি। আমি ব্যাখ্যা করিতাম, তিনি শুনিতেন এবং কোন্ শ্লোকের কি তাৎপর্য, তাহা আমাকে বলিয়া দিতেন। আমরা কোন স্থূল-পণ্ডিত বা অনুভবান বিদর্শের প্রাকৃত পাণ্ডিত্যকে বহুমাননকারী কোন ব্যক্তির নিকট কোনদিনই ঐ সকল অপ্রাকৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে যাই নাই বা তাঁহারা ভাগবতের কিছু কৃতন,—ইহাও আমরা বিশ্বাস করি না। আমাদের শ্রীস্বরূপগোস্বামী প্রভুর শিক্ষা—

যার ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত' জানিবে সিদ্ধান্তসমুদ্র-তরঙ্গ॥

একব্যক্তি আসিয়া আমাদের এক সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনাদের Endowment Fund এত টাকা হইয়াছে?" তিনি বলিলেন,—"আমাদের কাজ—নূন, আমাদের গুরুদেবের আদেশ—তাতে ত' কিছু জমাইবেই না, বরং খরচ করিয়া প্রচার করিবে, তাহা হইলে ধন-লোকের জন্য তোমাদের সেবা-চেষ্টা আরও বর্দ্ধিত হইবে। **পয়সা জমিলেই মহাজন হইয়া যাইতে হইবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুরন্ত হইতে হইবে।**"

আমাকে অনেকে document করিবার পরামর্শ দেন। কিন্তু আমি বলি,—আমি তাহা করিব না, **যদি প্রকৃত সেবোন্মুখ প্রাণ থাকে, তাহা হইলে নির্ভীক সত্য-প্রচার থাকিবে,** মন্তব্য সব আকারে যাউক্। আমরা জগতে বেশীদিন থাকিব না, হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে আমাদের দেহপাত হইলেই এই দেহধারণের সার্থকতা। আমরা কিছু করিতে আসি নাই, আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর 'লিখন' মাত্র। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আপনাকে শ্রীচৈতন্যদেবের 'ন্যাসদণ্ডের লাঙ্গুলের' বলিয়া অভিমান করিতেন। শ্রীচৈতন্যের মনোহভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীরূপের পাদপদ্ম-ধূলিই আমাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু।

কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবাদ ও শুদ্ধ-ভাগবত-সিদ্ধান্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যার পর)

মনোপদেশক—আপনার সঙ্গে আলাপে বুঝিলাম, সাধারণ লোকে যে প্রণালী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করে, আপনি সেইরূপ পাঠ করিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, আপনি প্রকৃত শ্রীচৈতন্যানুগত শুদ্ধভক্তগণের নিকট তাঁহার কথা শ্রবণ করিলে আপনার অনেক বিকৃত ধারণা পরিবর্ত্তিত হইবে এবং আপনি শ্রীগৌড়ীয়মঠকেও বুঝিতে পারিবেন। আপনি সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা শ্রবণ না করার ফলে এবং অন্য ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট তাহাদের মনঃকল্পিত কথাকেই 'গৌড়ীয়মঠের কথা' বলিয়া শ্রবণ করায় গৌড়ীয়মঠকে অন্যরূপ বিচার করিয়াছেন। আপনি প্রাচীন ও পণ্ডিত ব্যক্তি। শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করুন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ শ্রীমদ্ভাগবতেরই ঐকান্তিক প্রচারক এবং ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের উৎকর্ষ প্রচারকারী। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বৈষ্ণবধর্ম্ম-ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপক।

তার্কিক—আমি বিশেষ মনোযোগের সহিতই চৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করিয়াছি এবং তোমাদের বিষয়ও শুনিয়াছি ও স্বয়ং পাঠ করিয়াছি।

মনোপদেশক—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় বিশেষ প্রবীণ ও শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক এবং বৈদান্তিক পণ্ডিত আধ্যক্ষিক বিচারে শ্রীচৈতন্যদেবকে পূর্ব্বে 'অদ্বৈতভাগবত'-মাত্র জ্ঞান করিয়াছিলেন কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত ভক্ত-গোপীনাথের ও শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া জানিতে পারিলেন। অধিক কি, সার্ব্বভৌম প্রথমে শ্রীচৈতন্যদেবকে সাধারণভাবমাত্র জ্ঞানে তাঁহাকে বেদান্ত শ্রবণ করাইয়া তাঁহার সন্ন্যাস-ধর্ম্ম রক্ষা (?) করিবার পক্ষপাতী ও

শুভানুধ্যায়ী (!) হইয়াছিলেন ! কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্ত-গণের কথা বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব সাধারণ-সন্ন্যাসী হয়ে থাকুন, তিনি স্বয়ং পরতত্ত্ব

উত্তর—তোমার পাণ্ডিত্য ও সরলতায় তোমার প্রতি স্নেহ হয়। তবে তুমি ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছ, তাহাতে তুমি মাত্র হইয়াছ বলিয়াই মনে করি।

মহোপদেশক—এক প্রান্ত, তদ্বিষয়ে উত্তরেই উত্তরের প্রতি দোষ হইতে পারে সত্য এক অদ্বিতীয়। অথচ ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান্‌পাটীর ও বিশ্বলিঙ্গা-দোষযুক্ত মানব অসত্যকে সত্য মনে করে। আমি ইহাই করিয়াই বলিতেছি যে, আমি কুলগৌরবে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠীর গৌড়-ব্রাহ্মণগণের অন্যতম এবং তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ-গণের বংশ-গৌরব অপেক্ষা আমাদের বংশ-গৌরব কোন অংশে ন্যূন নহে। কিন্তু গৌড়ীয়-মঠাশ্রিত গুরু-চক্রবর্ত্তিগণের সেবকানুসেবকের একটি চরণরেণু মস্তকভূষণ করিতে পারিলে আমি অনাদির গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে পারি। উহার সহিত পার্থিব কৌলীন্য-গৌরবের তুলনাই হইতে পারে না। আচ্ছা, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি,—আমাদের যে গৌড়ধারা ব্রহ্মার সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে ও সগৌরবে অবস্থিত আছে, ইহার কি অপ্রতিহত প্রমাণ আছে ? কেহ জিজ্ঞাসা করিলে নিশ্চয়ই উহার কী উত্তর দেওয়া যাইতে পারে ?

তর্কবন্ধু—তোমার গোত্র ও প্রবরাদি লিখিত রহিয়াছে, ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ।

মহোপদেশক—যাঁহার ঔরস-জাত সন্তান নাই, অথচ যিনি অপরের ঔরসজাত পুত্রকে গোত্রান্বিত করিয়া পোষ্য-পুত্র-রূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন সেই পোষ্যপুত্রের পরবর্ত্তী সন্তানগণের একই-গোত্র থাকিলেও গৌত্রধারা অটুট থাকিল কোথায় ? সুতরাং গোত্রের দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব অক্ষুণ্ণ রহিল, ইহা কি করিয়া প্রমাণ করা যায় ? বিশেষতঃ শ্রীমন্ মহাভারতে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নহুষকে বলিয়াছিলেন যে, সকল বর্ণের পুরুষই সকল বর্ণের স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন করিতে সমর্থ, সুতরাং সে সকলবর্ণের মধ্যে সাঙ্কর্য্যবশতঃ ব্যক্তিবিশেষের জাতি-নিরূপণ-কার্য্য দুষ্করীয়। যথা—

জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে।
সঙ্করাৎ সর্ব্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ।
সর্ব্বে সর্ব্বাপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।
বাঙ্মৈথুনমথো জন্মমরণঞ্চ সমং নৃণাম্॥

(মঃ ভাঃ বঃ পঃ ১৮০।৩১-৩২)

একদিন সত্যপ্রিয় বৈদিকঋষিগণও এইরূপ বলিয়াছিলেন—

"ন তৈত্তিরিয়ো ব্রাহ্মণাঃ সো যমব্রাহ্মণা বেত্তি"

(মঃ ভাঃ বঃ পঃ ১৮০।৩২ শ্লোকের নীলকণ্ঠ-টীকা-ধৃত-শ্রুতি)

তর্কবন্ধু—অতি প্রাচীনকালে যদি ঐপ্রকার কিছু ঘটিয়াও থাকে, তাহা হইলেও আমরা উহা জানিতে পারিতেছি না বলিয়া উহার জন্য ব্রাহ্মণত্বের কিছু হানি হইতে পারে না। আমাদের সম্মুখে তো এই সব ঘটনা হয় নাই।

মহোপদেশক — দশ বৎসর পূর্ব্বে বা এখনই যে আমাদের চক্ষুর অন্তরালে ঐরূপ কার্য্য না হইতেছে বা হইবে না, উহারই বা কি তাৎপর্য্য আছে ?

তর্কবন্ধু—অসদাচারী, গায়ত্রী-সন্ধ্যা-যজনাদি-রহিত ব্রাহ্মণগণের আমি প্রশংসা করি না। কিন্তু আজকালও সদাচারী সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ আছেন।

মহোপদেশক—ব্রহ্মা হইতে প্রজন্মিত অদ্যির ধারা সংরক্ষণকারী সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে বা ভারতবর্ষে কে কে আছেন, তাহা দয়া করিয়া আমাকে জানাইবেন কি ?

তর্কবন্ধু—বাঙ্গালা দেশে অবশ্য আজকাল সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ নাই। কাশীতে কিছুদিন পূর্ব্বে একজন সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি পরলোকগত হইয়াছেন।

মহোপদেশক—ঐরূপ দুই একটি ব্রাহ্মণকে 'ব্রাহ্মণ' বলিতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না, তবে তাঁহারাও অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের সহিত সমান নহেন। কারণ বৈষ্ণব কর্ম্মফলীয় বিচারমাত্রে অধিষ্ঠিত নহেন, অপ্রাকৃত বিষ্ণু-ভক্তিতেই সমধিষ্ঠিত। পাপ হইতে পুণ্য, অসৎকর্ম্ম হইতে সৎকর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ভগবদ্ভক্তি বা বৈষ্ণবতা পাপ ও পুণ্য বা সদসৎকর্ম্মের অতীত অপ্রাকৃত আত্মবৃত্তি।

তর্কবন্ধু—কাশীতে শুনিয়াছি, তোমরা দেবদেবী মান না এবং গৌড়ীয়মঠবাসী কেহই বিশ্বনাথ দর্শন করিতে যান না।

মহোপদেশক—শ্রীগৌড়ীয়মঠই দেবদেবীর যথার্থ সন্মান

করেন এবং যাঁহারা দেবদেবীকে ইন্দ্রিয়তত্ত্বের কোন স্বার্থ বা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-কামনার যোগানদার অর্থাৎ বিভেদের সেবক করিয়া লইতে চাহেন, তাঁহাদের কার্য্যে বাধা প্রদান করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ আমাকে বলেন—"দেব-দেবীকে দিয়া তোমার অপস্বার্থের সেবা করাইয়া লইও না; তোমার সেবক, তোমার বাগানের মালি, তোমার প্রজা করিয়া লইও না; তাঁহাদিগের নিকট হইতে তোমার অপস্বার্থ গোপন করিতে যাইও না, তাঁহাদের সহিত মেকি-গিরি করিও না। তাঁহাদের নিকট হইতে তোমার আত্ম-বৃত্তি-বিকাশের জন্য প্রার্থনা কর; সেই আত্মবৃত্তির বিকাশই অধোক্ষজ-ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ।" আমি তো গৌড়ীয়মঠের সাধুগণের সঙ্গে একত্র বৎসর যাবৎ সর্ব্বক্ষণ বাস করিতেছি এবং সমগ্র ভারতের তীর্থস্থানসমূহ তাঁহাদের অনুসরণে পরিভ্রমণ করিয়াছি এবং বহু পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি ও জনসাধারণের সহিত আলাপ করিয়াছি। আলাপ করিয়া দেখিয়াছি যে, যাঁহারা আপনাদিগকে 'হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী' বলেন বা যাঁহারা মুখে বেদ মানেন, তাঁহাদের অধিকাংশই স্বয় আরাধ্যবস্তুর স্বরূপে অনভিজ্ঞ। তাঁহারা কেহ ধর্ম্মের জন্য সূর্য্যের উপাসনা, কেহ অর্থের জন্য গণদেবতার উপাসনা, কেহ কাম-পূরণের জন্য শক্তির উপাসনা, কেহ বা মোক্ষ-কামনা চরিতার্থের জন্য রুদ্রের উপাসনা করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ বিষ্ণুকে উক্ত চারিদেবতার অতিরিক্ত পঞ্চম দেবতা মনে করিয়া তাঁহার অতিরিক্ত বা সাময়িক মূর্ত্তি কল্পনা করেন। সকলেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের কাঙ্গাল হইয়া আক্ষেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য ব্যস্ত। অধোক্ষজ-পরমতত্ত্বের ইন্দ্রিয়-তর্পণের কথা কাহারও মুখে নাই। অধোক্ষজ-বস্তুর অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় আছে। সেই ইন্দ্রিয়দ্বারা তিনি অপ্রাকৃত বিলাস করেন। তাঁহার সেই বিলাস নিত্য। সেই বিলাসের ইন্ধনরূপে প্রকাশিত হওয়াই প্রত্যেক জীবের আত্মধর্ম্ম, ইহা শ্রীচৈতন্যবাণী-ব্যতীত আর কোথাও শোনা যায় না। বিষ্ণু ভোগীর কামের দেবতা নহেন। তিনি স্বয়ং কামদেব। সেই কামদেবের কামের নিত্য যোগানদারী করাই প্রত্যেক স্বরূপোদ্বুদ্ধ জীবের নিত্য বা সনাতন ধর্ম্ম। আমরা অনেকেই কাশীতে শ্রীবিশ্বনাথকে দর্শন করিয়াছি। মথুরায় কৃষ্ণের দর্শন করিয়াছি। ভুবনেশ্বরে ভুবনেশ্বর দর্শন করিয়াছি। 'বিশ্বনাথকে আমরা দর্শন করি না', ইহা কে বলিল? তবে আমাদের আরাধ্যের শিক্ষা—বিশ্বনাথকে দর্শন করিতে গিয়া বিশ্বদর্শনে লক্ষিত হইও না; কৃষ্ণ ও ভুবন দেখিয়া কৃষ্ণের ও ভুবনেশ্বর দর্শন হইল বলিয়া মনে করিও না।

তর্কচঞ্চু—তোমরা বিশ্বনাথকে কিভাবে দর্শন করিয়া থাক?

মতোপদেশক—আমরা তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" এই বিচারে দর্শন করিয়া থাকি, আমার গোপীশ্বরকে শুকবর্ণের অনুসরণে 'বৃন্দাবনবিলসিতে' এই শ্লোক পাঠ করিয়া প্রণাম করি। বিশ্বনাথ তাঁহার তমোময় রৌদ্রমূর্ত্তি উপসংহার করিয়া কৃষ্ণপ্রেম নিত্য জগদ্গুরুর মূর্ত্তি প্রকাশিত করুন, ইহা আমরা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি এবং আমরা সেই নিত্য-মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকি।

তর্কচঞ্চু—তোমরা শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছ কি?

মতোপদেশক—শ্রীগৌড়ীয়মঠই বর্ত্তমানে শাস্ত্রীয় বৈষ্ণব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পুনঃপ্রচার করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। সেই শ্রীমদ্ভাগবতে (ভাঃ ৭।১১।৩৫) দেখিতে পাওয়া যায়,—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ।"

মনুষ্যগণের বর্ণের প্রকাশক যে সকল লক্ষণ কথিত হইল, সেই সেই লক্ষণ যদি কুলগত বর্ণব্যতীত অন্যত্র লক্ষিত হয়, তাহা হইলে সেই লক্ষণের দ্বারাই বর্ণ নির্দ্দেশ করিতে হইবে অর্থাৎ কেবল জাতিনিমিত্তে বর্ণ নির্দ্দিষ্ট হইবে না। শ্রীচৈতন্যদেব যাঁহার সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত ও যাঁহাকে জগদ্গুরু বলিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণকুলনিরোমণি জগদ্গুরু শ্রীধর স্বামিপাদ উক্ত শ্লোকের টীকায় বলিতেছেন "শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো যুক্তঃ, ন তু জাতিমাত্রাৎ। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত, তত্তেনৈব তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ; ন তু জাতি-নিমিত্তেনেত্যর্থঃ।" —(ভাঃ ৭।১১।৩৫: ভাবার্থদীপিকা)

শমাদিগুণ-দর্শন-দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্থির করাই প্রধান ব্যবহার। সাধারণতঃ জাতি-দ্বারা যে ব্রাহ্মণত্ব নির্দ্ধারিত হয়, কেবল তাহাই নিয়ম নহে; ইহা প্রতিপাদন করিবার

অন্তর "যত যদ্লক্ষণং" (ভাঃ ৭।১১।৩৫) শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন। যদি সংস্কারক্ত ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপৌক্ত বা সংস্কারহীন ব্রাহ্মণে অর্থাৎ যাঁহার ব্রাহ্মণ-সংজ্ঞা নাই—এরূপ ব্যক্তিতে শমাদিগুণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে শৌক্ত-জাতি-নির্দিষ্টে যাহা না করিয়া লক্ষণদ্বারা তাঁহার বর্ণ নিরূপণ করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত জন্মগত বর্ণকে 'চাতুর্গোত্রীয়' এবং বৈকল্পিককে 'অচাতুর্গোত্রীয়' বলিয়া জানাইয়াছেন (ভাঃ ৪।২১।২৯); কারণ, বৈকল্পিক জন্মগত কোন ব্যাপার নহে। জন্ম ব্যাপারটি চাতুর্গ বা অঙ্গন হইতে উদিত। জন্মগত সর্ব্বোৎকৃষ্ট বর্ণ বর্ত্তমান জন্মের কর্ম্মফলানুযায়ী পরজন্মে যে কোন নীচযোনি, এমন কি, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গও হইতে পারেন; এজন্মেও নানাভাবে তাঁহার চ্যুতি ঘটিতে পারে। কিন্তু বৈকল্পিকতা অচ্যুত ও নিত্য, তাহা আত্মা ও চেতনের বৃত্তি; তাহাতে জড়ের কোন স্পর্শ নাই। ইহা প্রত্যক্ষ সত্য যে, যাহা জন্মগত, তাহাই নশ্বর ও পরিণামশীল; তাহাতেই নানা-প্রকার ক্লেশতা ও অনুপাদেয়তা আছে—

'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ'—(গীতা) শ্রীমদ্ভাগবত (ভাঃ ১১।১৯।১৮) এই কর্ম্মদুষ্ট ব্যাপারকে চিরদিনই গর্হণ করিয়াছেন—

কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥

পণ্ডিত ব্যক্তি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যাবতীয় অদৃষ্ট পুণ্যকেও কর্ম্মজনিত জানিয়া অমঙ্গল-স্বরূপ ও ক্ষয়শীল বলিয়া বিচার করিবেন শ্রীমদ্ভাগবতের ৭।৪।১৭, ৯।১৭।৩, ৯।৫০।১ শ্লোক এবং আরও বহু বহু প্রমাণ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ভাগবতে জন্মগত বর্ণ-বিধান অপেক্ষা গুণগত বর্ণ-বিধানেরই অধিকতর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় ধ্রুবদেব কবিয়া দেবদত্তা ভার্য্যার গর্ভে যে এক শত সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভরত ভারতবর্ষের এবং তাঁহার অনুজ নয় জন নয়টি বর্ষের রাজা হইয়াছিলেন; কবি, হরি প্রভৃতি নয়টি পুত্র 'নবযোগেন্দ্র' নামে খ্যাত হইয়া মহাভাগবত বৈষ্ণব হন এবং অবশিষ্ট একাশীতিটি সন্তান ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। পুরুবংশে অনেক ব্রহ্মর্ষি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রবংশীয় আয়ুরাজের পুত্র ক্ষত্রবৃদ্ধ। সেই বংশে শৌনক ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়া মুনি হইয়াছিলেন—এইরূপ শত শত প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিলে জানা যায় যে, সত্যযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র—এইরূপ বর্ণবিভাগ ছিল না; ত্রেতাযুগের আরম্ভ হইতেই গুণকর্ম্মের বিভাগদ্বারা চারিটি বর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। 'গুণ-কর্ম্ম'—এই কথাটি বর্ণনির্ণয়ের মূল কথা; ইহাকে ছাড়িয়া দিলে বর্ণ-শব্দের কোন প্রকার মর্য্যাদাই থাকে না। গুণের দ্বারাই ইহলোকে ও পরলোকে সকলে চিহ্নিত ও পূজিত হন।

আসৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতি স্মৃতঃ।
কৃতকৃত্যাঃ প্রজা জাত্যা তস্মাৎ কৃতযুগং বিদুঃ॥
ত্রেতামুখে মহাভাগ প্রাণান্মে হৃদয়াৎ ত্রয়ী।
বিদ্যা প্রাদুরভূৎ তস্যা অহমাসং ত্রিবৃন্মখঃ॥
বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বিট্‌শূদ্রা মুখবাহূরুপাদজাঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচারলক্ষণাঃ॥

(ভাঃ ১১।১৭।১৩, ১২, ১৩)

তর্করত্ন—তুমি একজন ব্রাহ্মণ-সন্তান, ব্রাহ্মণ-সন্তান বলিয়াই তোমাকে আমি স্নেহ করি।

মনোপদেশক—জাতি-প্রীতি মনুষ্য কেন, বহু প্রাণি-জগতেও স্বাভাবিক; তবে শাস্ত্র কেবল জাতিকেই ব্রাহ্মণ বলেন নাই। যুক্তির দ্বারাই যুধা ভাবে ব্রাহ্মণ নিরূপণ করিয়াছেন। আপনি আচার্য্য শঙ্করের তাত্ত্বোপেত বজ্রসূচিকোপনিষদের মন্ত্র জানেন; সেই শ্রুতি কি বলিতেছেন? "তত্র জাতিব্রাহ্মণ ইতি চেন্ন। তত্র জাত্যন্তর জন্তুষু অনেকজাতিসম্ভবা মহর্ষয়ো বহবঃ সন্তি ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগ্যাঃ, কৌশিকঃ কুশাৎ, জাম্বুকো জম্বুকাৎ, বাল্মীকো বল্মীকাৎ, ব্যাসঃ কৈবর্ত্তকন্যায়াম্, শশপৃষ্ঠাৎ গৌতমঃ, বশিষ্ঠঃ উর্ব্বশ্যাম্, অগস্ত্যঃ কলসে জাত ইতি শ্রুতত্বাৎ। এতেষাং জাত্যা বিনাপ্যগ্রে জ্ঞানপ্রতিপাদিতা ঋষয়ো বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন জাতির্ব্রাহ্মণঃ।"

[তাৎপর্য্য—তাহা হইলে কি 'জাতিই ব্রাহ্মণ'?—তাহা নহে। অন্য জাতীয় প্রাণি-মধ্যে অনেক জাত্যুদ্ভূত মহর্ষিগণও উৎপন্ন। মৃগী হইতে ঋষ্যশৃঙ্গ, কুশ হইতে কৌশিক, জম্বুক হইতে জাম্বুক ঋষি, বল্মীক হইতে বাল্মীকি, কৈবর্ত্ত-কন্যা হইতে ব্যাস, শশপৃষ্ঠ হইতে গৌতম, স্বর্গেরা উর্ব্বশী হইতে বশিষ্ঠ এবং কলস হইতে অগস্ত্য উৎপন্ন

হইয়াছেন, তথা যাহা। এতদ্ভিন্ন তিনি আরও অনেক ও বহু ঋষি আছেন, তন্মধ্যে জাতি 'ব্রাহ্মণ' নহে।)

শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ বেদান্তাচার্য্য জয়তীর্থ তাঁহার ক্রত-প্রকাশিকা টীকায় 'বৃশ্চিকস্তাতৃণীরক' ন্যায়ের অবতারণা করিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মণাদের ব্রাহ্মণ ইতি নিয়মস্ত কচিদ্বস্তুধর্ম্মোপলক্ষে-বৃশ্চিকস্তাতৃণীরকাদিবদিতি।"

বৃশ্চিকের উদরে বৃশ্চিকীর গর্ভে বৃশ্চিক উৎপন্ন হয়। আবার কোন কোন সময় তদ্ভিন্ন হইতেও বৃশ্চিকাদি কীটের উৎপত্তি দেখা যায়। বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, ব্যাসদেব প্রভৃতি ঋষিগণ পূর্ব্বোক্ত সাধারণ-বীর্য্য-প্রবাহান্তর্গত ব্রাহ্মণ নহেন। অতএব সত্ত্ব এবং বৃত্ত (বৃত্তি বা গুণানুসারে) উভয়ভাবেই বর্ণ-নিরূপণ শাস্ত্রবিধি। শ্রীমদ্ভাগবতের "যস্ত যল্লক্ষণং প্রোক্তম্" শ্লোকও তাহাই বলিয়াছেন। আমরা এই ভট্টপল্লীতে একটি সাধারণ সভা আহ্বান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ভট্টপল্লীর পণ্ডিত ও সজ্জনগণের নিকট এই সকল কথা সাধারণ সভায় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ শ্রীগুরু মহারাজের শ্রীমুখে শ্রবণ ও এসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে পারেন। কারণ, আমরা এই সকল শ্রৌত সত্য জগতের সর্ব্বত্র প্রচার করিতে আসিয়াছি এবং আমরা সর্ব্বত্র মহাশয়কেও এই সভায় যোগদান করিতে বিনীত অনুরোধ জানাইতেছি।

তর্করত্ন—আমার শরীর অসুস্থ বলিয়া আমি কোন স্থানে যাইতে পারি না। বিশেষতঃ তোমাদের সভায় সত্তাপতিত্ব করিতে হইলে আমাকে তোমাদের বিচারের পোষকতা করিতে হইবে।

মহোপদেশক—শ্রৌত-সত্য বিচারিত হইলে তাহার পোষকতা না করা ত' নিরপেক্ষতার অভাব। আর ভাগবতীয় সত্য কোন পোষকতার অপেক্ষা করে না, তাহা স্বতঃসিদ্ধ বাস্তব-সত্য। তাহার বিরুদ্ধ যে-কোন মতবাদ স্বতঃই নিজ অপ্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে।

[পণ্ডিত তর্করত্ন মহাশয়ের সহিত মহোপদেশক শ্রীযুক্ত হেরম্বকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রায় দুই ঘণ্টার অধিককাল এই সকল কথার আলোচনা হইয়াছিল। সংক্ষেপে আলোচনার তাৎপর্য্যমাত্র উপরে প্রদত্ত হইয়াছে। আরও অনেক কথা ভবিষ্যতে আলোচনা করিবার আশা রহিল।]

অতিবাড়ী প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায়ের অপসিদ্ধান্ত!

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের (১৩৪০) একখানি আনুকল্পিক ও মিথ্যাভক্তির ধ্বজাধারী গৃহব্রত-সম্প্রদায়ের 'ঘরোয়া' পত্রে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আনুগত্যের ছলনা দেখাইয়া ভক্তিবিনোদের শুদ্ধবিচারের উপর লাথি চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে। ইহাদের যুক্তি এই যে,—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গৃহব্রতধর্ম্মের সমর্থক ও পথ-প্রদর্শক। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাণী বুঝিতে হইলে যে, বিশেষ যোগ্যতা আবশ্যক, এই কথা ইঁহাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হয় না। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—"বৈষ্ণব গৃহস্থই হউন বা গৃহত্যাগীই হউন, ভক্তিসম্পত্তিই তাঁহার সমস্ত সম্মানের কারণ। যাঁহার যতদূর ভক্তিসম্পত্তি হইয়াছে, তাঁহাকে ততই বৈষ্ণব বলিয়া সম্মান করিতে হয়, অন্য কোন কারণে বৈষ্ণবের তারতম্য নাই।"

এখানে কি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৃহস্থ বা গৃহত্যাগীকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, না ভক্তিসম্পৎকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন? গার্হস্থ্য বা সন্ন্যাস—উভয়ই বিভিন্ন অবস্থান বা পোষাক মাত্র। ভক্তিসম্পৎই মূল বস্তু।

ভক্তিসম্পদের পরিবর্ত্তে মিথ্যাভক্তির ধ্বজা ও কপটতা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইলেই কি তিনি বৈষ্ণবগৃহস্থ বা পরমহংস বলিয়া সম্মানিত হইবেন? উক্ত পত্রিকার লেখক ভাগবত ১১।১১।১৮ শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—"কাম, ক্রোধ প্রভৃতি ছয়টি শত্রুকে যিনি জয় করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি প্রথমে গৃহে বসিয়া ঘর করিবেন।" এইরূপ কামক্রোধাদক অনর্থযুক্ত বদ্ধজীব কি শুদ্ধ বা বৈষ্ণবসদাচার? এরূপ ব্যক্তি অনর্থযুক্ত সাধক মাত্র। সাধক ও নিত্যসিদ্ধকে একই শ্রেণীর বিবেচনা করা প্রাকৃতসহজিয়াগণের একটি স্বাভাবিক

ধর্ম। বৎসর বৎসর সন্তান উৎপাদন করিয়া কামাদি রিপুকে তৃপ্ত করিবার চেষ্টা ও গৃহাসক্তিকে বর্দ্ধন করিয়া গৃহরূপ দুর্গে অবস্থানের আদর্শ-প্রচার এবং তৎসঙ্গে সেবা-সম্বন্ধের অভিনয় বা ব্রহ্মণ্যেপীনদের তারাহুরবের পাষণ্ডতা বহু কামুক প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায়ের নিকট 'বৈষ্ণবতা' বলিয়া মনে হইতে পারে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শিক্ষা ও বাণী তাহাই বলিয়াছেন যে, গার্হস্থ্য বা সন্ন্যাস বৈষ্ণবতার পরিমাপক নহে, সেবা-প্রবৃত্তিই পরিমাপক। কিন্তু কাম-ক্রোধাদক অনর্থযুক্ত গৃহব্রত জীব কি করিয়া কোন্‌টি তাহার সেবাপ্রবৃত্তি বা কোন্‌টি তাহার ভোগপ্রবৃত্তি বুঝিতে পারিবে? যে সকল চক্ষুষ্মান বালক এখনও কাম-ক্রোধাদি ছাড়ি পঙ্কজকে জয় করিতে পারেন নাই, কিন্তু জয় করিবার জন্য গৃহদুর্গ আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা আবার কি প্রচার করিবেন, আর কোন্‌টিই বা সেবা-প্রবৃত্তি এবং কোন্‌টিই বা ভোগ-প্রবৃত্তি বুঝিতে পারিবেন?

"বৈধ স্ত্রীর প্রতি বৈধ ব্যবহার" কি করিলেরা? উহা পাপ না হইতে পারে বা পুণ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু উহা ভগবদ্‌ভক্তি বা ভক্তির সহায়ক, ইহা ত' ভক্তিশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। বৈধ স্ত্রীর প্রতি বৈধ ব্যবহারও সংসারাসক্তি বা কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ। উহা কর্ম্মজড়স্মার্তধর্ম্ম হইতে পারে, কিন্তু শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম নহে।

'গৃহস্থের আচার্য্যত্বে বাধা নাই বরং প্রসিদ্ধ',—ইহা কর্ম্মজড়গণের কথা। গৃহব্রত যদি পরমবৈষ্ণবকুলজ না হন, নামকৌবাবদ্বেষ বা অনর্থযুক্ত ব্যক্তি হন, তাহা হইলে তাঁহার আচার্য্যত্ব কখনই সম্ভব নহে। সন্ন্যাসীও যদি কামাদিযুক্ত জীব হন, তিনিও সদ্গুরুত্বের কার্য্য করিতে পারেন না। নিত্যসিদ্ধ পরমহংস ভাগবতই একমাত্র আচার্য্য। সেইরূপ আচার্য্যের আনুগত্যে তাঁহার সেবার সহায়তা অনেকেই করিতে পারেন।

ভাক্তর উচ্চাধিকারী বলিতে কি বুঝায়? আর সেই উচ্চাধিকারীর পরিমাপই বা করিবে কে?—অনর্থযুক্ত বদ্ধজীব?—যাঁহারা কাম-ক্রোধাদি রিপু জয় করিবার জন্য 'গৃহদুর্গ' আশ্রয় করিয়াছেন?

গৃহব্রত প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায় 'নিষ্কিঞ্চন' শব্দের অর্থই বুঝিতে পারেন নাই। 'নিষ্কিঞ্চন' বলিতে বুঝিয়া-ছেন—কতকগুলি মূর্খ কামক্রোধাসক্ত দৌপদীনধারী শ্বেতবস্ত্র-পরিহিত তথাকথিত আধুনিক বাবাজী বোষ্টম!—যেমন অজ লোকে 'বৈষ্ণব' বলিতে ব্যভিচারী ও মূর্খ-সম্প্রদায়কেই বুঝিয়া থাকে। "ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে সেইরূপ বদ্ধজীবের মধ্যে গৌড়ীয়ের লেখক-সম্প্রদায় গণনা করিয়াছেন এবং ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে অনর্থ-যোগিগণ বেশী বুঝিয়াছেন"—এরূপ অতিবাড়ী-গিরি তাঁহাদের সংসিদ্ধান্ত-বিষয়ে অনিপুণতাই পরিচয় প্রদান করিতেছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের "নৈষ্কর্ম্মবিধি-পোচ্যতঃ" শ্লোকের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা যিনি শিক্ষা দিয়াছেন, সেই ভক্তিবিনোদবাণীর চরণে অপরাধের ফলই ঐরূপ সিদ্ধান্তে অনিপুণতা ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে জাতিসামান্যে অর্থাৎ গৃহব্রত-সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শকরূপে দর্শন করিবার পাষণ্ডতা চিত্তে স্থান পাইয়াছে। উহা অনেক সময়ে মুখে ও কপট ভাষার মধ্যে ব্যক্ত না থাকিলেও অন্তরের সেই গুপ্ত কথা নানাপ্রকার অসৎসিদ্ধান্তের উদ্গারের মধ্যে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

গৃহব্রতসম্প্রদায় 'নিষ্কিঞ্চন' শব্দের অর্থ বুঝিতে পারে না। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ।

(ভাঃ ৭।৫।৩২)

তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ-
র্জুষ্টাদ্গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্॥

(ভাঃ ৯।৫।৯০)

"নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈঃ"—এই ভাগবতীয় শ্লোকে 'নিষ্কিঞ্চন' শব্দের যে তাৎপর্য্য, তাহা জানিলে শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরকে 'নিষ্কিঞ্চন' বলিয়া ছোট করা হইয়াছে, এইরূপ ভাগবত-বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত পত্রিকায় প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইত না।

'ধূলোটে' 'ধূলা গায় মাখরে, এই ত' ব্রজের ধূলা" ইত্যাদি তাহারা বলিতে পারেন? কেবল অপ্রাকৃত সহজ-ভজনানন্দের অনুকরণ করিয়া, ধূলাতে 'ধূলা' বা 'মাটি'-বুদ্ধি অন্তরে 'টন্‌টনে' রাখিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের 'গোধূল'-পদবাচ্য হওয়াই কি মহাজনের অনুসরণ বা 'বৈকুণ্ঠচরণরেণু ভূষণ' করিবার আদর্শ? যে দেহ ব্রজের ধূলায় ধূসরিত হয়, যে দেহ নিষ্কিঞ্চন ভাগবতগণের চরণরেণুতে অভিষিক্ত হয়, সেই দেহে কি পুরুষাভিমান থাকে? ঠাকুর নরোত্তম যে বৈষ্ণবচরণরেণু ভূষণ করিবার কথা বলিয়াছেন, সেই বৈষ্ণবের চরণরেণুতে যিনি 'প্রাকৃতেলি' করেন, তাঁহার কিরূপ অবস্থা হয়, আর ব্রজের ধূলায় যাঁহাদের অঙ্গ ধূসর হয়, তাঁহারাই বা কিরূপ হন? তাঁহারা কি গৃহব্রতধর্ম্মে আসক্ত হইয়া, স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া ঠাকুর-সেবার ছলনা করিয়া, তাম্বূল প্রসাদ ভোজনের নামে বাসনে নিযুক্ত ও বিলাস-পালঙ্কে শয়ন করিয়া, আদি-গোস্বামীর অনুকরণ করিয়া তাঁহাদের ক্ষুদ্র সংস্করণ হইতে চাহেন এবং তাদৃশদিগকেই আচার্য্য মনে করেন, না আর কিছু করেন, তাহা ঠাকুর নরোত্তমের ভাষায় একটু শুনাইয়া দিই :—

হরি হরি, আর কবে পালটিবে দশা।
এ সব করিয়া বামে, যাব বৃন্দাবন-ধামে,
এই মনে করিয়াছি আশা॥
ধন জন পুত্র যারে, এসব করিয়া দূরে,
একান্ত হইয়া কবে যাব।
সব দুঃখ পরিহরি' বৃন্দাবনে বাস করি'
মাধুকরী মাগিয়া খাইব॥

ত্যজিয়া শয়নসুখ বিচিত্র পালঙ্ক।
কবে ব্রজের ধূলায় ধূসর হবে অঙ্গ॥

আর কি এমন দশা হব।
সব ছাড়ি বৃন্দাবনে যাব॥
আর কবে শ্রীরাস-মণ্ডলে।
গড়াগড়ি দিব দুঁহুঁ বলে॥

প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায়ের আর একটি পাষণ্ডতা এই যে, তাঁহারা শ্রীল গৌরগোস্বামিপ্রভুকে লম্পট মনে করেন। শ্রীসনাতন বা শ্রীরূপ অবশ্যই লিখিয়া দিয়াছিলেন ও শ্রীগৌর-প্রভু দাম্পত্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহাদের কল্পনা। বস্তুতঃ শ্রীগৌরপ্রভুই শ্রীসনাতন-শ্রীরূপের অনুগত জগদ্গুরু আর প্রাকৃত-সহজিয়াগণ কামক্রোধাদিক রিপুতাড়িত ষড়গৌর।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীর পতাকা-বাহী ব্রহ্মের

মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের পাশ্চাত্যদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে গমনোপলক্ষে

অভিনন্দন-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট-প্রচারক সেবকবর ভক্তিসারঙ্গ প্রভো,

শ্রীচৈতন্য মনোঽভীষ্ট প্রচারক ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীচৈতন্যবাণী-বিজয়-পতাকা শিরে ধারণ করিয়া পাশ্চাত্যদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার-জন্য আপনি আদিষ্ট হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমরা আমাদের সংকীর্ণ-হৃদয়ের ক্ষুদ্র ভাব ব্যক্ত করিবার অভিলাষে আপনাকে এই অভিনন্দন প্রদান করিতে সাহসী হইয়াছি।

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোহভীষ্ট-সেবায় নিজ জীবনকে উৎসর্গ পূর্ব্বক যে আপ্রাণ চেষ্টা, উৎসাহ, নিশ্চয়তা, ধৈর্য্য ও প্রবল উদ্যমের সহিত সুনিপুণ যোগ্যতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ এই গুরু সেবায় যে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে আপনার দ্বারা যে সাফল্য মণ্ডিত হইবে, তাহার পূর্ব্বাভাস আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব কৃতকার্য্যের দ্বারা আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

আমরা শুনিয়া থাকি যে, পাশ্চাত্যদেশের অধিকাংশ স্থানে জড়সূর্য্যের আলোক দিবাভাগে সর্ব্বসময়ে দৃষ্ট হয় না। তদ্দেশে জড়সূর্য্যের আলোকের অভাব কিয়ৎ-পরিমাণে দৃষ্ট হইলেও চিৎ-সূর্য্যের আলোকের যে সম্পূর্ণ অভাব, তাহা তাঁহাদের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপেই পরিস্ফুট হইতেছে। সূর্য্যালোক পূর্ব্বদিক্ হইতেই পশ্চিম দিকে ছড়াইয়া পড়ে। তাই মনে হয়, পূর্ব্ব শৈলে যে চিৎসূর্য্য উদিত হইয়া শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-ধারায় শ্রীল প্রভুপাদের ভুবনমঙ্গল কৃপায় চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে, তদনুকম্পিত আপনি স্রোতধারায় পাশ্চাত্যদেশের জড়ৈকসর্ব্বস্ব-বাদের ঘনান্ধকার অপসারিত করিয়া তদ্দেশবাসিগণকে চিদালোকে উদ্ভাসিত করিবার জন্য প্রেরিত হইতেছেন।

পাশ্চাত্যদেশবাসী আজ শান্তির প্রহেলিকায় পথভ্রান্ত পথিকের ন্যায় জ্ঞানহারা হইয়া প্রকৃত শান্তির কোন সন্ধান পাইতেছেন না। কিন্তু আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম সমস্ত সমস্যার চিৎ-সমাধান পূর্ব্বক যে বাস্তব শান্তির বার্ত্তা জগদ্বাসীকে অযাচিতভাবে দিতে ব্যস্ত হইয়াছেন, ঠিক সেই সন্ধিক্ষণেই আপনি তৎকর্ত্তৃক সেই শান্তি-বার্ত্তার পতাকা-বাহী হইয়া তথায় প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহা বিশেষ আনন্দের সন্দেশ বটে।

ইতঃপূর্ব্বে শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারায় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচৈতন্যবাণীর বিজয়-পতাকা লইয়া পাশ্চাত্যে দুইজন ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী প্রেরিত হইয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিপাদগণই যে জগৎপূজ্য এবং সংসারান্ধকূপে নিপতিত বদ্ধজীবকুলকে উদ্ধার করিতে সমর্থ, ইহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলায় আমরা অবগত হইতে পারি। শ্রীমদ্ভাগবতে ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর—

"এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥"

এই দৈন্যবাণী-প্রচারাভিনয়ে তাহা আমরা অবগত হইতে পারি। কিন্তু আপনি গৃহস্থাশ্রমে থাকার অভিনয় করিতে থাকিলেও আজ প্রকৃত ত্রিদণ্ডধৃক্ বিচারে সেই সেনাপতির কার্য্যে যোগ্য বিবেচনায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছেন। আমরা প্রাণ ভরিয়া আশা করিতে পারি যে, প্রকৃত ত্রিদণ্ডধারী স্বয়ং আচারবান্ প্রচারক আপনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় সেই কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার দেশে "তোমার কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব। কামিনীর কাম, নহে তব ধাম, তাহার মালিক কেবল যাদব॥ জড়ের প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা, জান না কি তাহা মায়ার বৈভব?" এই শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-প্রচারে সফলকাম হইবেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ সেবকরূপে আপনি ভারতে এযাবৎ নারায়ণ ভোগ্যা লক্ষ্মীকে কপট-ত্রিদণ্ডধৃক্ রাবণের দুষ্প্রবৃত্তিবিশিষ্ট ভোগিকুলের হস্ত হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক নারায়ণেরই সেবায় লাগাইবার যে প্রচেষ্টা ও সুকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রীত হইয়া প্রকৃত অর্থনীতিবিৎ ও যথার্থ কৌশলী আপনাকে আজ সেই দুঃসাহসিক কার্য্যে ভোগৈকসর্ব্বস্ব দেশে শ্রেয়ঃ-প্রচার-কার্য্যে পাঠাইতে মনঃস্থ করিয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় আপনি সেই কার্য্যে সিদ্ধ-মনোরথ হউন, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গপাদপদ্মে ইহাই প্রার্থনা।

আপনার অপ্রাকৃত বাক্তিত্ব, শ্রীগুরুপাদপদ্মে দৃঢ় নিষ্ঠা, বিপুল বাধা সত্ত্বেও শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে দৃঢ় সঙ্কল্প, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৈকপ্রাণতা, পাষণ্ডদলনে অসাধারণ ক্ষমতা, বহির্ম্মুখকে ভগবদুন্মুখ করিবার যোগ্যতা, চিদালোকবাহিরূপে জড়ৈকসর্ব্বস্ব ব্যক্তিগণের অজ্ঞানতমো নাশের অপার নৈপুণ্য অচৈতন্য বিশ্বকে শ্রীচৈতন্যবাণী-ধারায় সিক্ত করিয়া প্রকৃত জীবকল্যাণ বিধান পূর্ব্বক পাশ্চাত্যদেশবাসীর শুষ্ক হৃদয়-মরুতে ভক্তিমন্দাকিনী প্রবাহিত করুক, কায়মনোবাক্যে আমাদের ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
তারিখ ৬ই কার্ত্তিক, ১৩৪৩।

আপনার গুণমুগ্ধ
শ্রীচৈতন্যমঠৈক সেবকবৃন্দ।

চয়ন

['মাদ্রাজ মেল', 'হিন্দু' এবং 'হিন্দু'-পত্রের
৩০।১০।৩৬ তারিখের সংখ্যা হইতে যথাক্রমে উদ্ধৃত

ADDRESS PRESENTED TO PUNDIT GOSWAMI.

MISSIONARY IN CHARGE OF GAUDIYA MATH, LONDON.

Madras, Oct. 29.

Mahamopadeshak Pandit Aprakrita Bhakti-saranga Goswami Prabhu, the missionary in charge of the Gaudiya Math, London, who arrived here on his way to London was accorded a reception.

A meeting was held in the Sree Gaudiya Math lecture-hall yesterday evening when an address of welcome was presented to the Pundit. Tridandiswami Bhakti Keval Oodulomi Maharaj presided.

The Swamis of the Math and others spoke on the great work being done by Pundit Goswami, who made a suitable reply.

Among those present were Messrs. K. Ramanuj-acharlar, K. Narasimham, N. Varadraja Pillay, Rangaswami Ayyanger, M. S. Govindaswami Nayudu, Dr. Madhusudhana Rao, Dr. N. Rajamanickam and Mrs. Meenambal Sivaraj.

HINDU MISSIONARY FOR LONDON.

RECEPTION MEETING AT SREE GAUDIYA MATH

Madras, Oct. 29.

Mahamahopadeshak Pandit Aprakrita Bhakti Saranga Goswami, missionary in charge of London Gaudiya Math on his way to London was cordially received in Madras. A meeting was arranged on the 28th October at 4 p. m. in Sree Gaudiya Math lecture hall where an address was presented to him. Tridandiswami Bhakti Keval Oodulomi Maharaj presided over the function. The Swamijis of the Math and several others spoke in high terms about the glorious propaganda career of Aprakrita Goswami Prabhu in this land and also the

mission with which he is now proceeding to England Goswami Prabhu in his usual eloquent speech made a suitable reply and stressed on the excellence of Sri Krishna Chaitanya Deva's teachings. In accordance with the wish of Sri Krishna Chaitanya Deva the present Acharya of Gaudiya Mission, Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswaty Goswami Maharaj is sending preachers to the different quarters of the globe to preach the unifying message of Divine Love which alone could bring peace and harmony to the warring world.

The meeting was preceded and followed by Bhajanam.

VISHNU TEMPLE IN LONDON

GAUDIYA MISSION'S PROJECT

Madras. Oct, 29.

A pleasant function took place, last evening, at the Sree Krishna Lecture Hall, Sree Gaudiya Math, Royapettah, when an address was presented to Mahamahopadeshaka Pandit Aprakrita Bhaktisaranga Goswami.

The Swami is going to London as the Missionary in Charge of the Gaudiya Mission there. He will, while there, push further the work of the construction of the Vishnu temple, the cost of which His Highness the Maharaja of Tripura has undertaken to defray. The construction of a Hindu Home is also under contemplation. The cost of constructing the Hindu Home, it has been estimated, will come to about six to seven lakhs of rupees. The Home will enable Indians in London to live in perfect Indian style. The Swami will be in England and on the Continent for a period of five years. His object is to spread the teachings of Sri Krishna Chaitanya as propounded in Srimad Bhagavatam. The Swami will visit the different universities on the Continent and preach the cult of Divine service as promulgated by Sree Krishna Chaitanya.

The proceedings commenced with a prayer.

Tridandiswami B. K. Oudulomi, who presided, said that Mahamahopadeshaka Srimad Aprakrita Bhaktisaranga Goswami was a true devotee to Sri Krishna Chaitanya. It was, he said, very kind of the Swami to have selected the route via Madras and to have afforded the members of the Madras Math an opportunity to meet him and send him to England with the best wishes.

The Chairman then read and presented to the Swami on behalf of the members of the Madras Gaudiya Math, an address, which expressed the hope that the Swami's mission to the West would be crowned with success and that in response to his call, millions from the remotest corners of the globe would flock round the standard of Sri Krishna Chaitanya.

Swami Satyavastabya Das Brajabasi and Mr. C. V. Krishnaswami Aiyar then explained the object of the Swami's mission and prayed for the success of Swamiji's efforts at propagating the ideals of Sri Krishna Chaitanya.

The Swami, thanked the members of the Madras Gaudiya Math for the kind sentiments expressed by them. False theology, he said, taught them false religion and false love: true theology taught them to trust and love God. That was the teaching of the great Vaishnavites. That was the message of Sri Krishna Chaitanya who made his most auspicious appearance in Bengal nearly five hundred years ago. That was also the message which he had been asked by his Master to convey to the West and he wished to invoke the blessings of all of them for the success of his mission.

The function concluded with a prayer.

বিবিধ-সংবাদ

শ্রীল প্রভুপাদের আবেশক্রমে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে সকলে হরিকথাকীর্ত্তনমুখে উৎকট-উৎসব পালিত হইতেছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক, শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব ও আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ অপরাহ্ণে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

গত ২৬শে অক্টোবর প্রাতঃকালে মুর্শিদাবাদ বহরমপুরের উকিল বার লাইব্রেরী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা বহুবাজার কৃষ্ণনগর আডভোকেট ইন্‌ষ্টিটিউশনের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বসু এম্-এ, কলিকাতা হিন্দু স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বি-এ বি-টি ও ঐহট্টের উকীল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার গুপ্ত শ্রীপুরুষোত্তমমঠে আগমন করিয়া শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও ভক্তিসুহৃদের প্রভুর নিকট তথায়বিত অবস্থান কাল-প্রতিষ্ঠানের অবস্থিতির কর্ত্তব্য হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অবস্থিতিটার বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে কতক ঘণ্টা-

কাল হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তৎপরদিবসও (২৭। ১০।০৬) অপরাহ্নে তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদিগের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

ঐ দিবস (২৮শে অক্টোবর) কোচিনের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ানের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী Hindu league-এর প্রেসিডেণ্ট ও দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণসভার সেক্রেটারী এবং সুপ্রসিদ্ধ লেখক মিঃ এন, সুব্রহ্মণ্য আইয়ার মহোদয় মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয়মঠে ইংলণ্ডবাসী প্রচারকপ্রবর মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর নিকট বৈষ্ণবধর্ম্ম ও খ্রীষ্টধর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য-সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচার শ্রবণ করেন।

শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু গত ৩০শে অক্টোবর কলম্বো হইতে (C/o A. C. Deiranayaga Mudaliar, Manager, Mangalore Tile Works) শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর নিকট এক মর্ম্মস্পর্শী বৈজ্ঞানিকপূর্ণ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি তাঁহার স্বভাবসুলভ বৈষ্ণবোচিত দৈন্যপূর্ণ ভাষায় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত সমস্ত ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বনচারী ও ত্রিদণ্ডিপাদপ্রমুখ ভক্তগণকে যথাযোগ্য অভিবাদন জ্ঞাপন-মুখে তাঁহার পাশ্চাত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরসরস্বতীর সেবাকার্য্যে সকলের শুভেচ্ছা ও হার্দ্দসহানুভূতি প্রার্থনা করিয়া লিখিতেছেন—সিংহল হইতে ফিনিক্স্-জাহাজে ইটালীর প্রাক্কালে আজ আমার বিজ্ঞেপ-বিজ্ঞপ্তি-সূত্রিপথে শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের "সব দুঃখ দূরে গেল ও'পদ-বরণে" এইস্মরণাগতির গীতিটি নিরন্তর জাগরূক হইয়া আমার হৃদয়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাশক্তি সঞ্চার করিতেছে। আমি এই সিংহল হইতে শ্রীভগবান্ ও তন্নিজজনপরায়ণ ভারতভূমিকে এবং সাক্ষাৎ শ্রীভগবদভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তদাশ্রিত সমুদয় সেবক ও সজ্জনবৃন্দকে পুনঃ পুনঃ অবনতমস্তকে প্রণতিবিধান করিতেছি, তাঁহারা সকলেই আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।'

ঐ দিবস (৩০শে অক্টোবর) বর্দ্ধমানের মুন্সেফ্ সম্ভ্রান্ত শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দে মহাশয় শ্রীপুরুষোত্তমমঠে আসিয়া আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

গত ৩১শে অক্টোবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল শ্রীধর মহারাজ হুগলীর ডিষ্ট্রিক্ট্ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চন্দ্রতীর্থস্থ বাসভবনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে চিত্রকেতুর উপাখ্যান ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ঐ দিবস অপরাহ্নে কটকের ডেপুটী সোইমাষ্টার শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মহাশয় শ্রীপুরুষোত্তমমঠে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করেন।

গত ১লা নভেম্বর প্রাতে সম্ভ্রান্ত শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় কলিকাতা হইতে পুরীতে আসিয়া শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করেন।

শ্রীযুক্ত রায়বিহারী ভক্তিজ্যোতিঃ মহাশয়ও ঐদিবস শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীপুরুষোত্তমমঠে আসিয়া প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া পুনরায় ঐ দিবসই কলিকাতায় গমন করেন।

গত ২রা নভেম্বর পুরীর কুঞ্জাশ্রমে সজ্জনবর শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় মহাপ্রসাদ ও বস্ত্র-অর্থাদি দান করেন। শ্রীপুরুষোত্তমমঠের সেবকবৃন্দকে শুভদিনে হিন্দু হরিকথা কীর্ত্তনের জন্য বিশেষভাবে আহ্বান করায় শ্রীমাধাপুর-ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল, 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক ও উপদেশক শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন যথাক্রমে বাঙ্গালা ও উৎকল ভাষায় হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ভক্তিবান্ধব প্রভু মহাপ্রসাদ ও হরিনাম ভবব্যাধির ঔষধ ও মহৌষধ এবং শ্রীগুরুচরণে প্রেমলাভকারী বলিয়া বর্ণন করেন। 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক কুরুক্ষেত্রবাসী গলৎকুষ্ঠী বাসুদেবের মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক উদ্ধার, এমন কি, আচার্য্যকে অধিকারদানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া এবং মহাপ্রভু ও তদনুগত সেবক-সম্প্রদায়ের আর্ত্তজনের প্রতি অযাচিতকরুণা ও কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষি-সম্প্রদায়ের অন্যাভিলাষযুক্ত চেষ্টার পার্থক্য, 'আর্ত্তনারায়ণ', 'দরিদ্রনারায়ণ' প্রভৃতি শব্দের অযৌক্তিকতা, মায়াবাদ ও পাষণ্ডতাদোষ প্রভৃতি প্রদর্শন-পূর্ব্বক আত্মার নিত্য স্বার্থ ও যথার্থ জীবকল্যাণের বিষয় কীর্ত্তন করেন। উপদেশক শ্রীযুৎ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয় উৎকল ভাষায় সাধুসঙ্গ, মধুরাবাস ও ভাগবত-শ্রবণাদি বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

ঐ দিবস (২রা নভেম্বর) প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ চটক-পুষ্পীয়ে জন্ম ও অপ্রাকৃত-বর্ণন সম্বন্ধে অনেকক্ষণ হরিকথা

কীর্ত্তন করেন। জগতে ছায়াশক্তি দর্শন আর জগন্নাথে স্বয়ং লীলাপুরুষোত্তম দর্শন। জগৎ মন্দির এ কারণপূর্ণ আর জগন্নাথ মদনমোহন। শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু এরা নভেম্বর পুরী-এক্সপ্রেসে কটক যাত্রা করেন।

৩রা নভেম্বর প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ চটক-কুটীরে শ্রদ্ধা ও সম্বন্ধাভিধেয়-সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

৪ঠা নভেম্বর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার বৈশিষ্ট্য এবং "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গঃ" শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। ঐদিবস আচার্য্য শ্রীপাদ নবীন-কৃষ্ণ বিদ্যারত্নের শ্রীপুরুষোত্তমমঠে উপনীত হন।

৬ই নভেম্বর শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণ-সমভিব্যাহারে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে গমন করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পাদপদ্মে প্রণত হইবার আদর্শ প্রদর্শন ও তৎপরে গরুড়-স্তম্ভের পশ্চাদ্ভাগ হইতে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের প্রাকারের অন্তর্গত যাবতীয় মন্দির, পাকশালা প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মের সম্মুখে, যেখানে ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের ভক্তিমণ্ডপ বা ভক্তিপ্রাঙ্গণ বিরাজিত ছিল, শ্রীল প্রভুপাদের অগ্রগমনে সেই স্থানও ভক্তগণের বন্দনা করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। দক্ষিণ দ্বারকার ষড়্ভুজ মহাপ্রভু ও শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির, বাইশপাহাচে শ্রীমন্মহা-প্রভুর স্থাপিত শ্রীনৃসিংহদেব ও গৌরপার্ষদ বিভিন্ন স্থান গৌরজনের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছিল। ঐ দিবস রাত্রে শ্রীল প্রভুপাদ পুরুষোত্তমের অনেক ইতিহাস এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও ভক্তিবিনোদবংশোদ্ভূত-প্রচারকবৃন্দের নিজ-হরিকীর্ত্তনপর চরিত্রের কথা বর্ণন করিয়াছিলেন।

৮ই নভেম্বর প্রাতে মহামহোপদেশক আচার্য্যাত্মজ শ্রীযুৎ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীপুরুষোত্তমমঠে আগমন করেন ও তৎপূর্ব্ব রাত্রে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর মহোদয় শ্রীপুরুষোত্তমমঠে আচার্য্য-পদপ্রান্তে আগমন করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

গত ৯ই নভেম্বর একাদশী দিবস অপরাহ্ণে কটকের ভূতপূর্ব্ব উকীল সজ্জনবর শ্রীযুক্ত মদনমোহন পট্টনায়ক মহাশয় শ্রীপুরুষোত্তমমঠে আগমন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া ভগবদ্বিষয়ে পরিপ্রশ্ন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ এক ঘণ্টার অধিককাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পট্টনায়ক মহাশয় উৎকলভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের গদ্যানুবাদ করিতেছেন। অষ্টম ও নবম স্কন্ধের অনুবাদমাত্র বাকী আছে। তিনি আশা করেন যে, আগামী মাঘ মাসের মধ্যেই গ্রন্থ ছাপিতে আরম্ভ করিবেন। উৎকল ভাষায় এপর্য্যন্ত ভাগবতের গদ্যানুবাদ হয় নাই। এক অতিবাড়ী জগন্নাথদাসের পদ্যানুবাদ আছে। শ্রীল প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক ইতঃপূর্ব্বে ৬ই নভেম্বর প্রাতে মদনমোহন বাবুর বাসভবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তখন মদনবাবু 'গৌড়ীয়'-সম্পাদককে বলেন যে, তিনি এই অনুবাদ শ্রীধরস্বামীর টীকার অনুযায়ী করিয়াছেন এবং ইহা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীহস্তে সমর্পণ করিবেন।

শ্রীল প্রভুপাদ পুরুষোত্তম মঠে মদনবাবুকে কথা-প্রসঙ্গে বলেন যে, সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত মন্থন করিয়া শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্রটি শ্রীমদ্ভাগবত-নবনীতনির্ম্মিত নবনীত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীচৈতন্যভক্তগণের নিকট অধ্যয়ন না করিলে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। আবার শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু রূপানুগগণের নিকট শ্রবণ না করিলেও শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বুঝা যায় না।

১০ই নভেম্বর প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ বক্তৃতায় উকীল শ্রীযুক্ত গৌরীন্দ্রনাথ সরকার এম্-এ বি-এল মহাশয়কে উপলক্ষ্য করিয়া সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য অনেক উপদেশ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

৬ই নভেম্বর তারিখের 'দিল্লী ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকায় 'এসোসিয়েটেড্ প্রেস্ অব্ ইণ্ডিয়া' গৌড়ীয়মিশন-সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ যে, শ্রীপাদ অনুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় গৌড়ীয়মিশনের Missionary-in-Charge-রূপে প্রেরিত হইয়াছেন। গোস্বামী মহোদয় একজন বঙ্গদেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, সুশিক্ষিত ও আদর্শ-চরিত্র এবং তিনি বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় বাগ্মী।

* সজ্জনবর শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দে মহাশয়ের ভক্তি-মতী কন্যা তাঁহার স্বধামগত পতির আত্মার কল্যাণার্থ বৈষ্ণব-সেবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের আনুকূল্য করিয়াছেন।

গৌড়ীয়

১৭শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০; ২১শে নবেম্বর, ১৯৩৩ | ১৬শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীগৌরকিশোর-বিরহ-তিথি

আগামী ৯ই অগ্রহায়ণ বুধবার উত্থান-একাদশী-তিথি — নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের অপ্রকট-তিথি। এই অতিমর্ত্য মহাপুরুষের অত্যদ্ভুত চরিত্র, অননুকরণীয় অপ্রাকৃত সহজ বৈরাগ্য, আদর্শ নিষ্কিঞ্চনতা, আশ্রয়-বিগ্রহের প্রতি অদ্বিতীয় আকৃষ্টি, —যাঁহারা তদনুসঙ্গে শ্রীবার্ষভানবী-দয়িত-দাস প্রভুর আনুগত্যে অনুধাবন করিবার অতিবিশিষ্ট হইবেন, তাঁহা-দিগেরই পুরুষাভিমানরূপ মহা অনর্থ বিদূরিত করিবে। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু তাঁহার প্রভু গৌরকিশোর-বিগ্রহ-বিগ্রহের ন্যায় জীবের বহুরূপা পুরুষাভি-

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামিমহারাজ

মানকে তাঁহার অতিমর্ত্য চরিত্রের দ্বারা নিরাস করিয়াছেন এবং অপ্রাকৃত সেবকাভিমানের স্বরূপ ও সর্ব্বতোমুখী অপ্রাকৃত সেবার আদর্শ তাঁহার অনুগ-রহের দ্বারা জগতে প্রচার করিয়াছেন। ইহাই শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর অতিমর্ত্য চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

শ্রীল গৌরকিশোরের অনুসরণ করিবার আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্য-পরম্পরে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু সম্বন্ধে যে-সকল মূল কথা বলিয়াছেন, তাহা 'সরস্বতী-জয়শ্রী'তে আচার্য্য-কৃপায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে এবং তাঁহার অতিমর্ত্য-চরিত্র ও উপদেশা-বলীও একটি পৃথক্ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইতে পারিবে।

চটকপর্ব্বতে অন্নকূট

স্বরূপ-রূপানুগবর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এ বৎসর শ্রীগুরুপৌর্ণমাস-মঠে অবস্থান পূর্ব্বক গোবর্দ্ধনাভিন্ন চটকপর্ব্বতে শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথের প্রণালী অনুসারে তাঁহাদের কীর্ত্তিত নাম কীর্ত্তন করিয়া স্বয়ং যে গোবর্দ্ধন-পূজার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বিশ্ববৈষ্ণব-ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা।

চটকপর্ব্বতে শ্রীরাধারাণীর মন্দির নির্ম্মাণ করিবার পরিকল্পনার কথা শ্রীল প্রভুপাদ গোবর্দ্ধন-পূজার দিবস শ্রীযুক্ত মদনমোহন পট্টনায়ক মহাশয়কে বলিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধনাভিন্ন চটকগিরির অন্তরঙ্গপ্রদেশে যে শ্রীরাধারাণীর শ্রীমন্দির হইবে, তাহার চতুষ্পার্শ্বে দ্বাদশটি প্রকোষ্ঠ হইবে এবং তদ্বহিঃপ্রদেশে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ-প্রকোষ্ঠে বিভিন্ন অঙ্গ-সমন্বিত চতুর্ব্বিংশতি অবতারের শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইবে অর্থাৎ গোলোক-প্রকোষ্ঠে শ্রীরাধা ও স্বয়ং শ্রীগোবিন্দদেব এবং দ্বাদশটি মূর্ত্তি, তদ্বহিঃ বৈকুণ্ঠপ্রদেশে চব্বিশটি অবতারের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠযুক্ত শ্রীমন্দির হইবে। শ্রীমদনমোহন-জগন্নাথ, গদাধরের গোপীনাথ পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে বিরাজিত আছেন। চটকপর্ব্বতে শ্রীগোবিন্দদেব সদৃশ শ্রীবার্ষভানবীর সমভিব্যাহারে আগমন করিবেন। এই গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহনই গৌড়ীয়গণের অধিদেব। শ্রীরূপানুগবরের শ্রীরূপ-প্রাণধন অভিধেয়-বিগ্রহের প্রকাশ-সেবা ও শ্রীবার্ষভানবীবিহিতদাস প্রভুর বার্ষভানবীর পক্ষপাতিত্ব স্বাভাবিক।

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠে অন্নকূট-মহোৎসব

গত ২৮শে কার্ত্তিক (১৩৪৩), ইং ১৪ই নবেম্বর (১৯৩৬) শনিবার কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় মহাসমারোহে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমন্দিরের সুসজ্জিত ও সুসজ্জিত জগমোহন শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ-সদনে পর্ব্বতপ্রমাণ বিরাট্ অন্নকূটের চতুষ্পার্শ্বে ভারতের বিভিন্নস্থান হইতে সংগৃহীত উত্তরোত্তর-প্রসিদ্ধ ফলমূল মিষ্টান্ন তথা ভক্তগণপরিচিত খেচরান্ন, পুলায়, বোটিকা, মোচিকা, বিবিধ ব্যঞ্জন, পায়স, পিষ্টকাদি এবং দধি-দুগ্ধ-ক্ষীর-নব-নবনীতাদি সহস্রাধিক (১০৯৮টি সংখ্যক) উপকরণ-বৈচিত্র্যে সুসজ্জিত হইয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইয়াছিল। শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহের পুষ্পার্চ্চনও অতীব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। মন্দিরান্তরেও অন্নকূট সজ্জিত হইয়াছিল। পূর্ব্বাহ্ণ ১০ঘটিকার পর মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনি-সহ বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীমন্দির হইতে শ্রীগোপাল ও শ্রীগিরিধারীর বিজয়বিগ্রহ জগমোহনে অবতরণ করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ কীর্ত্তন-মুখে যথাবিধি অর্চ্চন ও ভোগারাত্রিক সম্পাদন করেন। স্বামীজীর পূজারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে কিছুক্ষণ ওঙ্কারধ্বনি, পঞ্চতত্ত্ব ও বৈষ্ণবমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইবার পর স্বামীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত (১০।২৪শ অধ্যায়) হইতে কলিযুগে শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী-পাদ ও তাঁহার পর যুগে ব্রজবাসিগণের গোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসবের কথা সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া সমবেত ভক্ত ও সজ্জনবৃন্দের হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমোদ্দীপন-স্মৃতি জাগরূক করিয়া দেন। স্বামীজীর অর্চ্চনকালে ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রণবানন্দ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৪র্থ অধ্যায় ও শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ২৪শ অধ্যায় পাঠ করিয়া বিষয়টি আরও বিশদভাবে আলোচনা করিতে থাকেন। ইতোমধ্যে শ্রীমন্দিরান্তরে ও জগমোহনে একই সময়ে ভোগারাত্রিকের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিলে ১১শ ঘটিকার পর শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনির মধ্যে জগমোহন ও শ্রীমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হয় এবং ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন হইতে থাকে। সহস্র সহস্র নরনারী কীর্ত্তন শ্রবণ ও অন্নকূট দর্শনে কৃতকৃতার্থ হন। ভোগারাত্রিক সমাপ্ত হইবার পর প্রসাদ-বিতরণ আরম্ভ হয়। রাত্রি দ্বাদশ ঘটিকা পর্য্যন্ত সমবেত সহস্র সহস্র নরনারীকে ধনী-দরিদ্রনির্ব্বিশেষে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। কেহ বসিয়া পাইয়াছেন, কেহ বা হাত পাতিয়া লইয়া গিয়াছেন। কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার অন্নকূট দর্শন ও মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া আপনাদিগকে ধন্যাতিধন্য মনে করিয়াছেন। মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ ভক্তিবিলাসী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভুর সুব্যবস্থায় ও আদর্শ সেবাপরতায় উৎসবের সমস্ত কার্য্যই অতীব সুশৃঙ্খলার সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতৎসম্পর্কে যে সকল শ্রদ্ধাশ্রিত ভক্ত ও ভক্তের অনুগত সজ্জনবৃন্দ দান, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য ও ক্রিয়াদি-দ্বারা

যে কোনরূপে এই বিরাট্ মহোৎসবের সেবায় সহায়তা করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগের সকলকেই আমাদিগের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম মানবসৃষ্ট ধর্ম্ম নহে

বৈষ্ণবধর্ম্ম—সনাতনধর্ম্ম; তাহা অন্যান্য ঐতিহাসিক ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণের সৃষ্ট—কালান্তর্গত ধর্ম্মের ন্যায় নহে। কিন্তু কোন এক মনীষী বলিতে চাহেন, হিন্দু ও অহিন্দুধর্ম্মের মিশ্রণে বৈষ্ণবধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে।

ব্রহ্মার সাতটি বিভিন্ন জন্মে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম পুনঃ পুনঃ প্রচারিত হইয়াছিল। ব্রহ্মার প্রথম মানসজন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে কেশবগণ বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা অবগত হন। কেশবগণ হইতে বৈখানসগণ এবং তাঁহাদের নিকট হইতে চন্দ্র সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের সত্তা লাভ করেন। ব্রহ্মার দ্বিতীয় চাক্ষুষজন্মে নারায়ণের কৃপাক্রমে ব্রহ্মা ও কন্দ এবং কন্দ্র হইতে বালখিল্যগণ সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মের সত্য শ্রবণ করিয়া জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার তৃতীয় বাচিকজন্মে নারায়ণ হইতে সুপর্ণ ঋষেদের আকর মন্ত্র লাভ করেন। তৎকালে বাহু হইতে বিখসাদি-সম্প্রদায় এবং বিখসাদিগণ হইতে যথোচিত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ব্রহ্মার চতুর্থ শ্রবণজন্মে আরণ্যকদিগ বেদ-শাস্ত্রে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তৎকালে ব্রহ্মা হইতে স্বায়ম্ভুব মনু, তাঁহা হইতে তাঁহার পুত্র শঙ্খপদ এবং শঙ্খপদের পুত্র সুবর্ণাক্ষ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম শিক্ষা করেন। ব্রহ্মার মানসজন্ম, চাক্ষুষ জন্ম, বাচিকজন্ম, শ্রবণজন্ম,—এই চারি-প্রকার আবির্ভাবে সত্যযুগে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। ব্রহ্মার পঞ্চম নাসিকা জন্মে নারায়ণ হইতে সনৎকুমার বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রবিষ্ট হন। সনৎকুমার হইতে বীরণ, বীরণ হইতে বৈন্য, বৈন্য হইতে কৃষ্ণি বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রবিষ্ট হন। সেই সময় ব্রহ্মার ষষ্ঠ অঙ্গুষ্ঠ জন্মে ব্রহ্মা হইতে বশিষ্ঠ ও অন্যান্য অধিকল্পন প্রভৃতি বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রবিষ্ট হন। ব্রহ্মার ষষ্ঠ জন্মেই সর্ব্বপ্রথমে সামবেদগানের ধ্বনি উদ্গীত হয়। ব্রহ্মার সপ্তম পাদজন্মেই নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে ভৃগু, অত্রি, বিবস্বান্, মনু ও ঈক্ষ্বাকু প্রভৃতি বৈষ্ণবধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শ্রীসম্প্রদায় ব্রহ্মাকর হইতে উদ্ভূত। ব্রহ্মাকর প্রাচীন বিখসাদি-সম্প্রদায় হইতে এবং উক্ত সম্প্রদায় আবার বাহু হইতে ব্রহ্মার তৃতীয় বাচিক জন্মে প্রকটিত হন। রুদ্র-সম্প্রদায় ও কন্দ্র-সম্প্রদায় ব্রহ্মার চাক্ষুষ জন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে কৃপা লাভ করেন। তাঁহাদের অন্যতম বালখিল্যগণই রুদ্র ও কন্দ্র সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ করেন। সনৎকুমার ব্রহ্মার নাসিকা পঞ্চম জন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে ভেদাভেদপ্রসূত বৈষ্ণবধর্ম্ম লাভ করেন।

ঐতিহাসিক বৈষ্ণবাচার্য্যগণের কথা বিচার করিলেও খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে পাঞ্চালদেশে আদি বিষ্ণুস্বামী আবির্ভূত হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করেন।

দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামী বা রাজগোপাল বিষ্ণুস্বামী বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় ১১০০ শত বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঞ্জোর, মাদুরা প্রভৃতি স্থানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঠাদি এখনও বিরাজিত।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর শেষভাগে জন্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁহার বেদান্তভাষ্যে সুপ্রাচীন বৈষ্ণবধর্ম্মের বিভিন্ন প্রকার মতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরামানুজ খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূত হন এবং শ্রীমধ্বাচার্য্য দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উদিত হন।

খৃষ্টের জন্মের তিন হাজার বা আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে ঋগ্বেদ সংহিতার সঙ্কলন-কাল আধুনিক পাশ্চাত্য মনীষিগণ নির্ণয় করিয়াছেন এবং মোক্ষমূলার খুব কম করিলেও অন্ততঃপক্ষে খৃষ্ট-পূর্ব্ব ১০০০ এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঋগ্বেদের সঙ্কলন-কাল নির্ণয় করেন। *

ঋগ্বেদে আমরা বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা শুনিতে পাই, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। অতএব অনাদিকাল হইতেই প্রকাশিত সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম কএকশতাব্দী পূর্ব্বে সৃষ্ট অন্য কোন প্রাদেশিক বা সাম্প্রদায়িক মতের সংযোগে বা বিমুখতা

---

* In one thousand year B. C. at the latest, our Rgveda Samhita must already have been completed. Max Muller always considered his date of 1200—1000 B.C. Only as a terminus and queen and in his Gifford lectures on "Physical Religion" in 1889, he expressly states 'That we can not hope to fix a terminus a quo. Whether the vedic hymns were composed 1000, or 1500, or 2000, or 3000 years B. C. no power on earth will ever determine.—"History of Indian Literature" by M. Winternitz Page 293.

বিদ্বেষও রচিত হইতে পারে না, ইতিহাসও তাহা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করিয়া দিতেছে।

৭১২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বীন্ কাসিম সিন্ধু-প্রদেশ আক্রমণ করেন, তদনন্তর তিনি গুজরাট জয় করিয়া চিতোর আক্রমণে অভিযান করেন এবং ঐতিহাসিকগণের মতে তথায় বাপ্পারাওয়ের হস্তে পরাজিত হন; কাজেই অষ্টম-শতাব্দীর প্রারম্ভেও বিদ্বেষের প্রভাব ভারতে প্রবিষ্ট হয় নাই। অন্ধ্রদেশের সাহিত্যে 'শিব-ধর্ম', কর্ণাটদেশে, মহারাষ্ট্র, বাউল, সহজিয়াগণের মধ্যে যে সম্রাট্ আকবরের ইলাহি-ধর্ম প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সনাতন-বৈষ্ণব-ধর্ম বলিয়া কোনদিনই গৃহীত হয় নাই।

তৎকালে কথিত হিন্দুধর্ম হইতে সনাতন বৈষ্ণবধর্ম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বৈষ্ণবধর্ম হিন্দুধর্মের শাখা-বিশেষ নহে। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, 'হিন্দু'শব্দটি বৈদিক সাহিত্যে বা ভারতীয় সাহিত্যের অঙ্গীভূত নহে। প্রাচীন পারস্যদেশীয়েরা সিন্ধু-নদকে 'হিন্দু' নামে অভিহিত করিতেন। তাঁহারা 'হ্' উচ্চারণ করিতে পারিতেন না বা যে স্থানে 'হ' উচ্চারণ করিতেন, তাহা হইতেই 'হিন্দু' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, পারস্য-ভাষায় 'হিন্দু' শব্দের অর্থ 'কালো', কৃষ্ণবর্ণ বা বিধর্মী। 'হিন্দু' শব্দটি সাহিত্যে বা কোন বিশেষ ধর্মাবলম্বিগণের নামে প্রবিষ্ট হওয়ার বহুপূর্ব্বেই বৈষ্ণবধর্ম ভারতীয় সাহিত্যে প্রচারিত রহিয়াছে।

হরিদাস ও সাকর মল্লিক শ্রীরূপ ও সনাতনের বৈষ্ণব-ধর্ম্মে প্রবেশের আদর্শ প্রকাশ করিবার পূর্ব্ব পরিচয়। সেই পরিচয়, পারিপার্শ্বিকতা ও বেষ প্রভৃতি সমস্ত চিরতরে পরিত্যাগ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াই তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের শরণাগত হইবার লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সাকরমল্লিকের মেচ্ছকার্য্যসম্পাদন ও হরিদাসের বেষ পরিত্যাগ করাইয়া তদ্বেষে রূপ ও বৈষ্ণবোচিত নামসংস্কার হইতেও উহা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

প্রভু কহে,—'ম্লেচ্ছ কর্ম্ম, বাহ, সনাতন!'
'ভক্ত' করাঞা তারে পদা-ঘর করাইল।
শেষে আসিয়া তারে নূতন বস্ত্র দিল।

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০.৬৮,৭০)

এতৎপ্রসঙ্গে অন্যান্য চারুকাব্যের সহিত মহাপ্রভুর কথোপকথন (চৈঃ চঃ আদি ১৭শ অধ্যায়), গৌড়াধ্যক্ষ হুসেন সাহের শ্রীচৈতন্যদেব-সম্বন্ধে উক্তি (চৈঃ চঃ মধ্য ১৮৬৬ —১৭০), শ্রীচৈতন্যদেবের মৌলানা ও বিজলীখাঁর সহিত নির্ব্বিশেষবাদ-সম্বন্ধে বিচার (চৈঃ চঃ মধ্য ১৮.১৮২-২১৩) ও শ্রীচৈতন্যভাগবতে ঠাকুর-হরিদাসের প্রসঙ্গ আলোচ্য।

নির্ব্বিশেষবাদ বৈষ্ণবধর্ম্মের ভিত্তি নহে

প্রাচ্য সাহিত্যিকগণের কেহ কেহ তাঁহাদের প্রেক্ষাগার হইতে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, কবীর একজন বৈষ্ণব কবি। 'বিদ্যাসাগর কলেজ' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যার ২২ পৃষ্ঠায় কবীরের একটি কবিতার যে পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এরূপ লিখিত আছে—

কহিছে কবীর, সকলি মিথ্যা, সকলি জগতে ফাঁকি।
তীর্থ, প্রতিমা, বিধি সকলি,—"প্রত্যক্ষ" কেবল খাঁটি।

ইহা 'নিছক নির্ব্বিশেষবাদ বা মায়াবাদ। এই জাতীয় সাহিত্যকেও কোন কোন বৈষ্ণব-সাহিত্য মনে করিয়া কেহ কেহ নির্ব্বিশেষবাদীর বিবর্ত্তের সহিত বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের ঐক্য কল্পনা করিয়াছেন। এরূপ মনোভাব আধুনিক তথাকথিত হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে শতকরা প্রায় ৯৯ জনে লক্ষিত হইতেছে। এই সকল কল্পনা হইতে নির্ব্বিশেষবাদমূলক হিন্দুসম্প্রদায়বাদ রচিত হইয়াছে। আজকাল এইরূপ ঐক্য প্রদর্শন করিতে পারিলে সভাসমিতিতে অনেক করতালি কুড়াইতে পারা যায়। বস্তুতঃ বহুরূপী নির্ব্বিশেষবাদ নিরাস করিয়া চিবিলাস সিদ্ধান্ত-স্থাপনের উদ্দেশ্যেই বৈষ্ণব-গণের কীর্ত্তনের গৌরচন্দ্রিকা।

লণ্ডনে ভক্তিসারঙ্গ প্রভু

গতকল্য (২৭।১।৫৬) সন্ধ্যা ৭।৪০ মিনিট সময়ে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভুর লণ্ডনে নির্ব্বিঘ্নে উপস্থিতির তার পাওয়া গিয়াছে।

চটকপর্ব্বতে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা

অষ্টপঞ্চাশদুপরত্ব গৌরজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট-সাধে এবৎসর শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রের চটকপর্ব্বতে যে অন্নকূট-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা বিশ্ববৈষ্ণব-ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। টোটাগোপীনাথের বংশীবটের সম্মুখে যে চটক পর্ব্বতের উপর শ্রীপুরুষোত্তম মঠ প্রতিষ্ঠিত, সেই চটকগিরিকে মহাপ্রভু গোবর্দ্ধন বিচার করিতেন।

"একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতে
'চটক'-পর্ব্বত দেখিলেন আচম্বিতে॥
গোবর্দ্ধন-শৈল-জ্ঞানে আবিষ্ট হইলা।
পর্ব্বত-দিশাতে প্রভু ধাঞা চলিলা॥
'কৃষ্ণায় নমস্তুভ্যং বলিহারবর্ষো
বৃন্দাবনক্ষিতিরুহ-স্পর্শ-প্রমোদঃ।
যাবৎ ভনোতি সহ-গোপগবোত্তমেষু
পানীয়-সুষবস-কন্দর-কন্দমূলৈঃ॥'

(ভাঃ ১০।২১।১৮)

এই শ্লোক পড়ি' প্রভু চলেন বায়ুবেগে।
গোবিন্দ ধাইল পাছে, নাহি পায় লাগে॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৪।৮৪-৮৭)

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বিচার অনুসরণ করিয়া শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ পদ্ধতিতে গোবর্দ্ধন-পূজার আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন। যেমন শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের অন্নকূট-মহোৎসবের বর্ণনায় শুনিতে পাওয়া যায়,—

"একদিন উদ্‌যোগে ঐছে মহোৎসব কৈল।
গোপাল-প্রভাবে হয়, অন্যে না জানিল॥"

(চৈঃ চঃ ম ৪।৭৯)

ঠিক তদ্রূপই শ্রীল প্রভুপাদ অন্নকূট-মহোৎসবের পূর্ব্ব-দিবস মধ্যাহ্নকালে অকস্মাৎ ভক্তগণকে ডাকিয়া বলিলেন,—"আপনারা গোবর্দ্ধনাভিন্ন চটকগিরির সমীপে বাস করিতেছেন; কিন্তু গোবর্দ্ধন-পূজার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? আগামী কল্য গোবর্দ্ধন-পূজা হইবে, এই মুহূর্ত্তে তাহার উদ্‌যোগ করুন।" শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণী প্রকাশিত হইবা-মাত্রই বিভিন্ন সেবক বিভিন্ন সেবাভার লইয়া চতুর্দ্দিকে ছুটিলেন। এদিকে শ্রীল প্রভুপাদ চটক-কুটীরে শ্রীবিভূতিবিলাসের যোড়শ বিলাস হইতে গোবর্দ্ধন-পূজা-বিধি প্রভৃতি বিচার করিতে লাগিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—"এদিকে সাধুনিবাসে শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসানুসারে গো-পূজা ও গোবর্দ্ধন-পূজার ব্যবস্থা হউক। সাধু-নিবাস সুসজ্জিত করা হউক, আমরা শ্রীরূপ-রঘুনাথের কিঙ্করসূত্রে শ্রীরূপ-রঘুনাথের মন্ত্র-দ্বারা গোবর্দ্ধন পূজা করিব।"—ইহা বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরঘুনাথের শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টস্থাপকের এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিতে লাগিলেন,—

সমীপে নীলাচলেশ্চটক'পরিরাজমা জনন-
ন্মরে গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতবতঃ।
স্বরূপস্যাগাদ্‌ যঃ প্রথম ইহ যাবন্নবমুতে।
পদৈঃ সৈবৈর্যোগাৎ; স্তুত উদয়ন্নাঃ স্বয়মতি॥

(৮ম শ্লোক)

অর্থাৎ নীলাচলের নিকটে চটকগিরি দেখিয়া "এই গোবর্দ্ধন-গিরিরাজকে দর্শন করিব"—এই বিচারে মহাপ্রভু দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। নিজ-গণের যাহা পক্ষাৎ অনুসৃত বা নিশ্চিতরূপে হৃত সেই গৌরাঙ্গদেব কে আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন?

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীপাদ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী, আচার্য্য শ্রীমৎ প্রকাশানন্দ ব্রহ্মচারী, কুমার শ্রীযুক্ত প্রভাতরঞ্জন দেব, পুরুষোত্তমমঠের ব্রহ্মচারিবৃন্দ এবং কটক হইতে আগত শ্রীপাদ বিদ্যাবিনোদ ব্যবসায়ী, শ্রীপাদ অনিরুদ্ধ ব্যবসায়ী, আনন্দনাথ, পঞ্চানন ও উড়িষ্যার বিভিন্ন পল্লী হইতে সমাগত ভক্তবৃন্দ নারায়ণ আগরণ করিয়া চটক-পর্ব্বতে গোবর্দ্ধন-পূজার উপকরণসমূহ সজ্জিত করিলেন। পুরীতে সমাগত মহিলা-ভক্তবৃন্দও গোবর্দ্ধন-পূজার নানা-প্রকার উপকরণ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে উড়িষ্যার বিভিন্ন মঠের ভক্তিমুখারা প্রেরিত হইল। উড়িষ্যার বিভিন্ন মঠের ভক্তগণও গোবর্দ্ধন-পূজার নানাপ্রকার সামগ্রী লইয়া শ্রীপুরুষোত্তম

মঠে উপনীত হইলেন। কটক-অধিবাসিগণ হইতে শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর প্রেরিত শ্রীযুক্ত অভিষেকের রন্ধনোপযোগী পাত্রাদি, পাক-পাত্র ও নানাপ্রকার সামগ্রী লইয়া উপস্থিত হইলেন।

"কৃষ্ণমীপ্সন্ সদা সর্বঃ পূজয়েদ্ গোবর্দ্ধনং নরঃ।"

(হঃ ভঃ বিঃ ১০।১১৭)

অর্থাৎ সাধকগণকে অনন্যভাবে কৃষ্ণকে ইচ্ছা করিয়া পূজা করিবে, আর গোবর্দ্ধন-শালগ্রামকে পূজা করিতে হইবে।—এই বিচারানুসারে শ্রীল প্রভুপাদ গোপূজার জন্য আলাদা শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয়কে পূজার মন্ত্র ও প্রণালী বলিয়া দিলেন। বিদ্যালঙ্কার প্রভু গোবর্দ্ধনকে অর্চ্চিত করিয়া গোপূজা করিলেন।

গোবর্দ্ধন-পূজার দিবস ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুজানুসারে শ্রীভক্ত-গৌরাঙ্গ-সঙ্কীর্ত্তনকারিগিরিধারী, শ্রীগৌর-গোবর্দ্ধন, শ্রীব্যাস ও শ্রীমধ্বাচার্য্যকে প্রণাম ও পরিক্রমা করিয়া একটি বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলী মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের নেতৃত্বে চটকপর্ব্বত পরিক্রমা করিলেন। তৎপরে শ্রীচৈতন্য-গোপীনাথের প্রাঙ্গণে দণ্ডবৎ প্রণাম ও সঙ্কীর্ত্তন করিয়া মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া শ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিতে করিতে সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলী শ্রীরাধাকান্তমঠে গম্ভীরার প্রাঙ্গণে সঙ্কীর্ত্তন, নৃত্য ও দণ্ডবন্নতি বিধান করিয়া, সিদ্ধবকুলের প্রাঙ্গণে সঙ্কীর্ত্তন-নৃত্য করিয়া সমুদ্রের কূলে কূলে ভক্তিবিনোদের ভজন-স্থান 'ভক্তিকুটী' ও সারস্বতের সম্মুখে দণ্ডবন্নতি ও সঙ্কীর্ত্তন করিয়া ঠাকুর হরিদাসের সমাধি-স্থানে আসিয়া শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর মূল পাদপদ্মে বহুলোক-মহাসঙ্ঘ উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন-মুখে নামাচার্য্য শ্রীশ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে পরিক্রমা করিতে করিতে উদ্দণ্ড নৃত্য ও সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মহামহোপদেশক শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু "প্রভু কহে কহিলাঙ এই মহামন্ত্র—ঠাকুর হরিদাসের গাওয়া নাম, গৌর-নিত্যানন্দের গাওয়া নাম, ভক্তিবিনোদের গাওয়া নাম"—এইরূপ ভাবের দিতে দিতে ঠাকুর হরিদাসের সমাধিস্থান গৌর-বিহিত শুদ্ধ মহামন্ত্রে মুখরিত করিয়া সঙ্কীর্ত্তনগুলির ক্রমে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-মঠে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং চটক-পুটীরের সম্মুখীন হইয়া আচার্য্য-পার্ষদ-সমূহে সঙ্কীর্ত্তন-নৃত্য করিতে লাগিলেন।

কীর্ত্তনান্তে অন্নকূট-মহোৎসবের বিভিন্ন সেবার ভার-প্রাপ্ত সেবকগণ স্ব স্ব সেবায় গমন করিলেন। এদিকে শ্রীল প্রভুপাদ অহৈতুকী কৃপা বিতরণ করিয়া তদীয় পার্ষদবর্গ-সমীপে উপবিষ্ট জনৈক অযোগ্য কিঙ্করাভাসের নিকট এই কয়েকটি কথা কীর্ত্তন করিতে করিতে বলিলেন —"আজ শ্রীরূপ-রঘুনাথের মহাযাত্রা আমাদের গোবর্দ্ধন-পূজা হ'বে। শ্রীরূপের পূজার মন্ত্র দুইটি এই—

(১) প্রত্যাশাং মে ভবং কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাম্

—[হে গোবর্দ্ধন! তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ কর।]

(২) প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ।

—[গোবর্দ্ধন সর্ব্বদা আমাদের মঙ্গল বিস্তার করুন।]

শ্রীল রঘুনাথের মন্ত্র দুইটি এই—

(১) কস্তং গোবর্দ্ধন নাশ্রয়েৎ।

—[হে গোবর্দ্ধন! কোন্ ব্যক্তি আশ্রয় না করেন?]

(২) নিজনিকটনিবাসং দেহি

গোবর্দ্ধন ত্বম।

—[হে গোবর্দ্ধন! আমাকে তোমার নিজের নিকটে বাসস্থান দান কর।]"

এই চারিটি মন্ত্র প্রদান করাইয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরূপের 'প্রথম গোবর্দ্ধনাষ্টক' ও 'দ্বিতীয় গোবর্দ্ধনাষ্টক' এবং শ্রীরঘুনাথের শ্রীল রঘুনাথের "গোবর্দ্ধনাশ্রয়-দশক" ও "গোবর্দ্ধনবাসপ্রার্থনা-দশক" বিশেষ যত্নের সহিত পাঠ করিতে বলিলেন এবং তৎপ্রসঙ্গে মানসীগঙ্গা ও দানকেলি-লীলার রহস্য স্বয়ং ব্যাখ্যা করিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ আরও বলিলেন,—"গোবর্দ্ধনের গিরি-গুহায় নিত্য নিত্য কৃষ্ণকেলিকুঞ্জ আছে, তথায় কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ হ'য়ে থাকে। 'গো' অর্থে—বিদ্যা। গোবর্দ্ধন-পূজাতে আশ্রয়তত্ত্বগণের পরবিদ্যা অর্থাৎ ভক্তি বর্দ্ধিত হয়। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তি-লালসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি গোবর্দ্ধন-পূজার ফল। 'গো' অর্থে চক্ষুরাদিও হয়, কৃষ্ণসেবার জন্য চিদিন্দ্রিয়গণ বেড়ে যায়—কৃষ্ণসেবার জন্য তাঁর বুদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। চিদিন্দ্রিয়বৃত্তি প্রবল হ'লে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উদ্যম-প্রবৃত্তি অনায়াসে বেড়ে যায়। আবার বিষয়ের দিক্

ক'রেও কৃষ্ণের গো অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকল নব-নবায়মান রূপে চরিতার্থ ক'রবার জন্য বর্দ্ধন-লীলা আবিষ্কার করেন।

যেহেতু ইন্দ্র যখন অপ্রাকৃত গোপ-গোপীগণের কৃষ্ণের গো বা ইন্দ্রিয়ের বর্দ্ধন-রূপ পূজাকে অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য উদ্যম লালসাকে দমন ক'রতে উদ্যত হ'য়েছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ ব'লেন—চিদিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া দমন ক'রতে পারে না। অচিদ্বিলাস ও অচিন্ত্যভেদাভেদ—উভয়কে নিরাস ক'রে লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ চিদ্বিলাস স্থাপন ক'রলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল রঘুনাথের শ্রীচৈতন্যমতবল্লীবৃক্ষের "গোবর্দ্ধনগিরিশিরি লোকিতুমিতঃ ব্রজস্থীবৃন্দ। প্রথম ইব ধাবদ্ভবদুভো গণৈঃ স্বৈর্গোরাঙ্গো"—শ্লোকটি উচ্চারণ করিতে করিতে ভাবাবেশে বলিতে লাগিলেন,—"গৌর-গদাধরের সহিত মহাপ্রভু ওদিকে যাবিলেন কেন? [চটকপর্ব্বতে শ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশিত আছেন। তদ্ভক্তবৃন্দের চটক-কুটীরে শ্রীমদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীবাসদেব আছেন। তাহা লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেছিলেন] তিনি কি অগ্রগণের দ্বারা অবহৃত হইয়াছেন?"

ত্রিপতিস্থামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব শ্রীধর মহারাজ, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ হংসদূত ব্রহ্মচারী ও শ্রীযুত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সেবকগণ বহু যত্নে সাধুনিবাসে গোবর্দ্ধন-পূজার বিবিধ ভোগের দ্রব্য সজ্জিত করিলেন। সাধু-নিবাসটি বিচিত্র বর্ণের পতাকা, ফল, ফুল, আম্রপল্লব, কদলী-শ্রেণী, নারিকেল-সহিত পূর্ণকুম্ভাবিষারা সজ্জিত হইয়াছিল। পূজা-বেদীর উপর কারুকার্য্য-খচিত অতিসুন্দর চন্দ্রাতপ শোভিত ছিল। রাজপথ হইতে চটক-কুটীর পর্য্যন্ত পতাকা-শ্রেণী, কদলী-শ্রেণী, পূর্ণঘট ও তোরণাদি দ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছিল। খেতান্ন, পীতান্ন, পুষ্পান্ন, খেচরান্ন, পায়সান্ন, রোটিকা, লুচি, পুরী প্রভৃতি পর্ব্বতাকারে সজ্জিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত গৌড়দেশের যাবতীয় ভোগ-দ্রব্য, শ্রীগোবিন্দলীলামৃতোক্ত ব্রজবাসিগণের রচিত ব্রজেন্দ্র-নন্দনের প্রিয় যাবতীয় খাদ্য ও শ্রীজগন্নাথদেবের যাবতীয় প্রিয় খাদ্যের স্তূপ অর্থাৎ পর্ব্বত প্রস্তুত হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে গৌড়মণ্ডল, ব্রজমণ্ডল ও ক্ষেত্র-মণ্ডলের শ্রেষ্ঠ গৌরভক্তবৃন্দের ভোগোপকরণ-সমূহের সমাবেশ হইয়াছিল। 'গৌড়ীয়া ভক্তগণ' মহাসত্ত্বর বিবিধ খাদ্যসমূহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ব্রজমণ্ডলের অধিবাসিগণ ব্রজসুলভ ভোজ্য-সামগ্রী এবং ওড্রদেশীয় ভক্তগণ জগন্নাথের প্রিয় খাদ্যসমূহ প্রস্তুত করিয়া শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবরের গোবর্দ্ধন-পূজার আনুকূল্য করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীজগন্নাথ-দেবের শ্রীমন্দির হইতেও রাশি রাশি বিচিত্রতাযুক্ত মহা-প্রসাদ ও অসংখ্যপ্রকার মিষ্টান্নাদি আনিয়াছিল। চটকগিরিতে ভগবৎপ্রসাদ-সমূহের প্রাবল্য ও পর্ব্বত প্রকাশিত হইয়াছিল।

সমস্ত ভোগের দ্রব্যাদি পর্ব্বতাকারে সজ্জিত হইলে ও তদুপরি তুলসীমঞ্জরী স্থাপিত হইলে স্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরূপ-রঘুনাথের মন্ত্র-কীর্ত্তনমুখে গোবর্দ্ধন পূজা করিলেন। প্রথমে উদ্বোধন-সংকীর্ত্তন হইল। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য ২৫শ অধ্যায় হইতে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের অন্নকূট-মহামহোৎসব প্রসঙ্গ পাঠ করিলেন। তদনন্তর মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীল সনাতনগোস্বামী প্রভুর গোবর্দ্ধনাষ্টকদ্বয় এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর গোবর্দ্ধনাশ্রয়দশক ও শ্রীগোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনা-দশক পাঠ করিলেন। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক 'গোবর্দ্ধন-পূজা' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জয়ধ্বনি কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন,—"অদ্য মহান্ আচার্য্যদেব স্বরূপ-রূপানুগবর গৌরজন শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথের মন্ত্রে গোবর্দ্ধন-পূজার আদর্শ প্রকাশ করিলেন। এই পূজার সহিত প্রচলিত আনুষ্ঠানিক ও গতানুগতিক গোবর্দ্ধন-পূজার পার্থক্য আছে। আজ সমগ্র বিশ্ববৈষ্ণব-ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন। কারণ, গোবর্দ্ধনগিরির চটকপর্ব্বতে গোবর্দ্ধন-পূজা একটি অভিনব ব্যাপার। প্রেমকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী-পাদ গোবর্দ্ধনপর্ব্বতের উপর অন্নকূট-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর যে চটকগিরিকে গোবর্দ্ধন জানিতেন, সেই চটকগিরিতে মাধবেন্দ্র পুরীপাদের আনু-গত্যে 'একদিনের উদ্‌যোগে' সেইরূপ মহামহোৎসবের আবিষ্কার গৌরজনের অভিনবত্ব প্রভাবই প্রকাশ করিয়াছে। গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতোপরি শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী-

পাদের অন্নকূট-মহোৎসবোৎসব-দর্শনে যেরূপ লোকের 'পূর্ব্ব অন্নকূট' অর্থাৎ কৃষ্ণলীলার অন্নকূট সাক্ষাৎ দর্শন হইয়াছিল,* তদ্রূপ অদ্য গৌড়জন গোবর্দ্ধনাচলের চটকগিরিতে যে গোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট-মহামহোৎসব প্রকাশ করিলেন, তাহাতেও শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের পূর্ব্ব অন্নকূট সাক্ষাৎকার হইল।

'ইন্দ্র'-শব্দের অর্থ—ঐশ্বর্য্যশালী; কিন্তু আধিকারিক দেবতা ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য আপেক্ষিক—তাহা ধারকরা ঐশ্বর্য্য। ইন্দ্র—প্রাকৃত ঈশ্বর, আর "ইন্দ্রো যাতাভিঃ পুরুরূপো ঈয়তে"—এই শ্রুতিমন্ত্রে যে ইন্দ্র লক্ষিত হন, তাহা বিষ্ণুর ইন্দ্র অর্থাৎ যিনি অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন বিষ্ণু। অধোক্ষজ-কৃষ্ণসম্বন্ধ অপ্রাকৃত বৈষ্ণব ব্রজবাসিগণ বহ্বীশ্বরবাদীর ন্যায় ইন্দ্রের উপাসক ছিলেন না। ইন্দ্রের দ্বারা কৃষ্ণের চাকরী বজায় রাখিবার জন্যই তাঁহারা ইন্দ্রের পূজা করিয়াছিলেন। যেমন প্রাকৃত সকাম উপাসকগণ ভোগ-সম্বন্ধীয় সাংসারিক-স্বজনের ইন্দ্রিয়-তর্পণ ভোজন করিবার জন্য দেবতান্তর পূজা করিয়া থাকে। কিন্তু এখানে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ কৃষ্ণ নিত্যপুত্র ও নিত্য-আত্মীয় জ্ঞানে ব্রজবাসিগণের ইন্দ্রাদিদেবতার পূজায় অভিনিবেশ কৃষ্ণাসক্তিরই পরিচায়ক। ব্রজবাসিগণ কেন ইন্দ্রপূজা করিতে চাহিয়াছিলেন? কারণ, ইন্দ্র প্রচুর বৃষ্টি দান করিলে শস্য সজীবতা লাভ করে ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণের গাভীগণ সেই শস্য ভোজন করিয়া বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইতে পারে। কৃষ্ণের গো-বা ইন্দ্রিয়-বর্দ্ধন, বা কৃষ্ণের সেবার উপকরণের সজীবতার জন্য চেষ্টাই কৃষ্ণসুখানুসন্ধান; ইহারই নাম—অপ্রাকৃত প্রেম। তথাপি সাধারণের ভ্রম হইতে পারে, এইজন্য কৃষ্ণ ইন্দ্রের পূজা নিষেধ করিয়া গোবর্দ্ধনের পূজা করিতে আদেশ করিলেন এবং তিনি যে গোবর্দ্ধন-স্বরূপ, তাহাও জানাইলেন। ইহাতে ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এরূপ বৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন যে, ব্রজবাসিগণের তাহাতে ভীষণ বিপদ্ উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে ছত্রের ন্যায় গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া নিজ-জনগণকে ও ব্রজমণ্ডলকে রক্ষা করিলেন। ইন্দ্র বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের নিকট অতি নগণ্য। সর্ব্বশক্তিমান্ অপ্রাকৃত পরমেশ্বর যদি শক্তি হরণ করেন, তবে প্রাকৃত ঈশ্বরগণের সমস্ত ক্ষমতা অপসারিত হয়—যে দৃষ্টান্ত তলবকার-শ্রুতিতে আধিকারিক দেবতাগণের ওজস্বতে বৈষম্যতা উমা প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন। 'ইন্দ্র' তখন বুঝিতে পারিলেন,—মুখ্যার্থে বা বিষদ্বৃত্তিতে 'ইন্দ্র' বলিতে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়। কেনোপনিষদের দেবতাগণও বৈষম্যতার উপদেশে ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থ সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদে সেই বিষদ্বৃত্তির ইন্দ্রের অর্থাৎ গোবর্দ্ধন কৃষ্ণের পূজা করিয়া সার্থকনামা হইয়াছেন। 'মা' অর্থে—লক্ষ্মী, 'ধব' অর্থে—পতি; লক্ষ্মীপতি নারায়ণেরও ইন্দ্র—রাজা অর্থাৎ স্বয়ংরূপ-বস্তু কৃষ্ণ। সেই কৃষ্ণের পুরী অর্থাৎ বিলাস-স্থান—পুরীপাদ। মাধবেন্দ্রপুরীপাদের পূজার দ্বারাই প্রকৃত গোবর্দ্ধনপূজা হয়। গৌর ও গৌর-জনের লীলা ও আবির্ভাব-ক্ষেত্র সেই পুরীতে মাধবেন্দ্রের গোবর্দ্ধন-পূজা আজ আচার্য্যের কৃপায় পুনরায় দেবোন্মুখগণের সাক্ষাৎকার হইল।

শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন—কৃষ্ণের সেবার জন্য কাম-বর্দ্ধনই গোবর্দ্ধন-পূজা। পুরুষাভিমান-রূপ অনর্থ থাকিতে কৃষ্ণসেবার জন্য কাম বর্দ্ধন অর্থাৎ গোবর্দ্ধন-পূজা হয় না। কৃষ্ণ-সেবা-কাম-বর্দ্ধনের কথা আমরা শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুর বাণীতে এইরূপ শুনিতে পাই,—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণ-সঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥

(বিদগ্ধমাধব ১।১২)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও গোবর্দ্ধনপূজার মন্ত্র শ্লোকের অনুবাদ করিয়া গাহিয়াছেন—

কর্ণাভ্যুদয়ৈব তবস্তু নঃ
কোটীনাং রসনা ভগবংস্তবৈব।
যেনৈব লীলাঃ শৃণুয়ানি নিত্যং
যেনৈব গায়ানি তনুঃ সুধন্য যে॥

'গো' অর্থে—বিদ্যা, পরা বিদ্যা বা ভক্তি; ভক্তির বর্দ্ধনই

---

* দেখিয়া পূর্ব্বের প্রভাব লোকে চমৎকার।
পূর্ব্ব অন্নকূট যেন হইল সাক্ষাৎকার॥
—(চৈঃ চঃ ম মঃ)

গোবর্দ্ধন। ভক্তির বিনোদনই গোবর্দ্ধনপূজন। ভক্তি-বিনোদ-ধারায় স্নাত না হইলে গোবর্দ্ধন-পূজার অধিকার পাওয়া যায় না। পুরীতে আচার্য্য শঙ্করের সহিত যে গোবর্দ্ধন বা গোবর্দ্ধনের প্রসঙ্গ সংশ্লিষ্ট আছে, তাহা গোবর্দ্ধনের পরিবর্ত্তে প্রাকৃত গোবর্দ্ধনের বাহিরেকভাব মাত্র। আচার্য্য শঙ্করের প্রচার প্রণালীতে 'গো' বা ইন্দ্রিয়কে শুষ্ক করিবার আদর্শই পাওয়া যায়, আর তৎ-প্রতিযোগী কুমাবিল ভট্ট প্রভৃতি যে মননধর্ম্মীয় চিন্তাস্রোতে প্রাকৃত গোবর্দ্ধনের অর্থাৎ ধর্ম্মাপকায়ের আদর্শ সৃষ্ট হয়। কিন্তু শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীজগন্নাথ দেবের গোবর্দ্ধনের মতন আছে; ইহারই দর্শন প্রসঙ্গে ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মের সম্মুখে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভক্তিমণ্ডপ স্থাপন করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিতেন, তাহাতেই প্রকৃত গোবর্দ্ধন বা গোবর্দ্ধন-পূজা হইত। বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ ঠাকুর-ভক্তিবিনোদকে গোবর্দ্ধনগিরিধারী প্রদান করিয়াছিলেন; অতএব ভক্তিবিনোদ-ধারাতেই প্রকৃত গোবর্দ্ধন-পূজার প্রণালী লাভ হইতে পারে।

বক্তৃতান্তে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের "যশোমতী নন্দন ব্রজবর নাগর" প্রমুখ গীতাবলী কীর্ত্তন করিবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

সমবেত শত শত ব্যক্তিকে, বহু ভদ্রলোক ও ভদ্র-মহিলাকে বৈকাল ৪ ঘটিকা হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যা রাত্রি-পর্য্যন্ত অসংখ্যপ্রকার মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরদিবসও প্রাতে শত শত কাঙ্গালীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

—:০:—

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটকপর্ব্বত

১০ই মার্চ্চের (১৯৩৬), প্রাতঃকাল

[শ্রীল প্রভুপাদ চটক-কুটীরে বসিয়া বক্তার উকীল শ্রীযুক্ত গৌরীন্দ্রনাথ সরকার এম্-এ বি-এল মহাশয়কে উপলক্ষ্য করিয়া ভক্তগণসমীপে নিম্নলিখিত উপদেশ করিয়াছিলেন—]

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু মনঃশিক্ষায় আমা-দিগকে শিক্ষা দিয়েছেন—

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রচুরপরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বর-পতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমতস্তং নহু মনঃ।

এই কথাটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখ্‌তে হ'বে যে, বৈধিকধর্ম্মা-ধর্ম্মের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকুক বা না থাকুক, এই পৃথিবীতে থাক্‌তে থাক্‌তেই আমাদের প্রচুর অনুশীলন ক'র্‌তে হ'বে। শচীসূনুই—ব্রজেন্দ্রনন্দন, আর গুরুবর—মুকুন্দপ্রেষ্ঠ।

অয়ি গৌরে গৌরাঙ্গিনি হৃদয়ে মুরহরপদে
স্মরন্তে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বপরমে।
সদা ধত্তং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা-
মমে স্বান্তর্নৃত্যচ্চটুলিরসিনাচে দ্রুতপদং।

গুরুদেবে, গুরুদেবের প্রিয়তম স্থান মাধুরমণ্ডলে এবং গৌরে যাঁ'রা আশ্রয় ক'রেছেন, তাঁ'দের চরণে, লক্ষ্মন বৈষ্ণবধর্ম্মে, ভূলোকে যাঁ'রা দেবতা, সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্ব-প্রকৃতি ব্রাহ্মণগণে, নিকুঞ্জে, শ্রীনামে এবং যুগলকিশোরে দম্ভ পরিত্যাগ ক'রে রতি ক'রতে হ'বে। যে জিনিষটা বিষয় হ'তে—ভোগাধর্ম্মন হ'তে আমাদিগকে উদ্ধার ক'র্‌তে পারে, তাহাই মন্ত্র। মন্ত্রসিদ্ধি হ'লে মনোধর্ম্ম হ'তে ত্রাণ হয়। দম্ভ পরিত্যাগ ক'রতে না পা'রলে গুরু, গৌর প্রভৃতির সেবা করা দূরে থাকুক, তত্তদ্বস্তুর প্রভু সেজে ভিক্ষা ডিস্‌মিস্ ক'রে ফেল্‌বে।

ব্রজবাসিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হ'চ্ছেন—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। যিনি যে রসে ভগবান্‌কে আশ্রয় করেন, সেই রসের আশ্রয়-বিগ্রহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তিনি নিত্যানন্দা-ভিন্নবিগ্রহ—যাঁ'কে ভগবৎপ্রকাশ বলা হয়। আমাদের যদি কোন প্রকার দম্ভ এসে উপস্থিত হয়, তা'হ'লে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোহভীষ্ট-সেবায় অগ্রসর হ'তে তা' পার্‌বই না, বরং অধঃপতন উপস্থিত হ'বে। মনুষ্যের অধঃ-পতনের মূলে অশ্রদ্ধা ব'লে একটা জিনিষ আছে। যদি

হরিসেবা ক'রতেকারীর প্রতি শ্রদ্ধা হয়, তবেই মানুষের মঙ্গল হ'তে পারে।

অন্তর্যামীকে হাইনোষ উপদেশ ক'রতে হবে না। অন্তর্যামী কে?—যে শব্দ ও শব্দীতে ভেদ করে। যেমন প্রতিমা দেখ্‌ছি, প্রতিমা একটা জিনিষ, আর ঠাকুর একটা জিনিষ—এরূপ ভেদ-দর্শন অশ্রদ্ধা হ'তেই উপস্থিত হয়। 'আমি প্রতিমা দেখ্‌ছি'—এরূপ বুদ্ধি—ভোগবুদ্ধি। আর "শ্রীবিগ্রহ আমাকে দেখ্‌ছেন, আমার অনাবৃত স্বরূপকে দেখ্‌ছেন",—ইহার ন'ম শ্রীবিগ্রহ-দর্শন। আমি যেমন জিনিষ দেখি, চিত্রপটের দেখি, থিয়েটার দেখি, গান শুনি, সেরূপ 'ঠাকুরকেও আমি চোখ্ দিয়ে দেখ্‌তে পারি, আমার বুদ্ধির দ্বারা বিচার ক'রে নিতে পারি',—এরূপ বুদ্ধি হ'লে তাহা ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষের চেষ্টা হ'য়ে যাবে। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য না হ'লে সেরূপ ভাব-প্রবণতার কোন মঙ্গল লাভ হ'বে না। ভোগে ও ত্যাগে শ্রদ্ধা না থাকার মানে—ভগবানে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা যদি বিষয়ের উপর হয়, তা'হ'লে সেটা হ'লো—ভোগ। বিষয় আমার ভোগ্য হ'বে—এই বুদ্ধিই দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানের অভাব।

পৃথিবীর মনুষ্য অপেক্ষা ভগবদ্ভক্ত আলাদা জিনিষ। সেবাকে যদি সেবকজাতীয় মনে করা যায়, তবে অসুবিধা হ'য়ে গেল। 'হে ভগবন্! তুমি আমাকে মজুর দেও, আমি তোমার কাছ থেকে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষকামনারূপ পাওনা আদায় ক'রতে এসেছি'—এই ভাব অন্তরে প্রচ্ছন্ন রেখে মুখে "জগন্নাথ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে" প্রভৃতি কথাগুলি কপটতার প্রলাপ, উহা ভক্তি নয়। 'আমি জীব দেখে এলাম, গাছ দেখে এলাম, জগন্নাথ দেখে এলাম, সাধু দেখে এলাম এবং তাঁদের উপর ডিক্রী ডিস্‌মিস্ ক'রে এলাম'—এ সকল ভোগের কথা, একে 'সেবা' বলা যায় না। 'কে আমি' বিচার যদি হৃদয়ে না আসল, আমার নিত্য আরাধ্যের সঙ্গে যদি সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয় না হ'লো, তা' হ'লে শ্রদ্ধা ও শরণাগতি কি ক'রে আসবে?

শ্রদ্ধা যদি না হয়, তা' হ'লে সাধু বা ভগবদ্দর্শন হয় না; মৎসরতা বা হিংসা এসে উপস্থিত হয়। হিংসা আসে কেন? অন্য লোক আমার উপর উঠে যাচ্ছে, এজন্যই হিংসা হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের গোড়ায়ই ভাগবতধর্ম্মকে "নির্ম্মৎসর সাধুগণের ধর্ম্ম" ব'লে বলা হ'য়েছে। মনুষ্যজাতি যে ধারণা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা' ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-কামনা মাত্র; শ্রীমদ্ভাগবতে সেরূপ ধর্ম্মের ব্যবস্থা প্রদত্ত হয় নাই। তা'তে নিত্যভাগবতগণের জন্য ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের কথা আলোচিত হ'য়েছে। এরূপ বিষয় যদি বুঝতে শৈথিল্য করি, তা'হ'লে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের দ্বারাই সমস্ত দিন কেটে গেল। 'আমি সেবা ক'রব, আমি সেবা নহি'—এই দুর্বুদ্ধি যদি উদিত হয়, তা' হ'লে যে-সকল দুর্বুদ্ধি মাতা-পিতা বা লৌকিক আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে পেয়েছি ও শিখেছি, সেগুলি কেটে যেতে পারে। তা' না হ'লে ঐ দুর্বুদ্ধিগুলি আরও পুষ্ট হ'তে থাকবে।

ভগবান্ যে ভোক্তা, ইহা ভুলে গেলেই সংসার। ভগবানের যে ছায়াশক্তি আমাদিগকে বিক্ষিপ্ত ক'রে যেন ও ভোক্তা বানিয়ে যেন অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-কামনায় মুগ্ধ ক'রে যেন, তিনিই হ'চ্ছেন—দুর্গাদেবী। ভগবানের ইচ্ছাক্রমেই তিনি এরূপ মোহন ক'রছেন। সেই ছায়াশক্তির শরণ গ্রহণ ক'রলে কিছু সুবিধা হ'বে না। সেই ছায়া বা মায়া যাঁর, সেই শক্তিমানের শরণ গ্রহণ ক'রতে হ'বে,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

ভগবৎসেবোন্মুখ ব্যক্তিগণেরই সংসার ক্ষয় হয়, আর ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তিগণের সংসার বৃদ্ধি হয়। যা'দের সংসার বেড়ে যাচ্ছে, তা'দের ভগবৎসেবার কথা শুনবার সময় নাই। যদিও তা'রা কখনও কখনও শুনবার অভিনয় করে, সেটাও নিজেদের মত ক'রে। তা'দের মনের মত কথা না হ'লে সেগুলিকে তা'রা বাতিল ক'রে দেয়। হরিসেবার কথাকে তা'রা প্রাধান্য দেয় না, তা'দের বিচার হ'চ্ছে,—Present-day-needই বেশী দরকারী। "কাব্যশাস্ত্র-বিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্" —বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের প্রায় কাব্যশাস্ত্র-বিনোদে দিন অতিবাহিত হয়—ইহাই তা'দের বিচার।

অন্যের সেবা গ্রহণ করবার আমাদের কি অধিকার

আছে? কিন্তু সমগ্র বিশ্ব আমার সেবা করুক,—ইহাই আমাদের চিন্তাস্রোত। নদীর জল, গাছের ফল আমার কাজে লেগে গেছে। ভগবানের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। ভগবান্ কি জিনিষ যদি জান্তে হয়, তা' হ'লে ভগবানের ভক্তের কাছে যেতে হ'বে—ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া যা'বে না।

সাধারণ লোক ও কনিষ্ঠাধিকারী ব্যক্তি কে ভগবানের সেবা ক'র্‌ছেন ও কে ক'র্‌ছেন না, তা' বুঝ্‌তে পারে না; বরং যিনি ভগবান্‌কে সেবা ক'র্‌ছেন, তাঁ'কে আক্রমণ করাই তা'র ধর্ম্ম হ'য়ে উঠে। কেন না, ভগবানের সেবকের কথা ও আচরণ জনসাধারণের সঙ্গে বা দুনিয়ার তথাকথিত ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিকের সঙ্গে মিল্‌বে না। ভগবদ্ভক্ত আমার তোষামোদকারী ন'ন।

যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চার পূজা করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তকে চিন্‌তে পারেন না, সেরূপ ব্যক্তি প্রাকৃত।

'পরতত্ত্বের অর্চ্চা'—'সোনার পাথর-বাটী'র মত কথা। পরতত্ত্বে 'অর্চ্চা'-বুদ্ধি থাক্‌লে পরতত্ত্ব-বুদ্ধি হ'লো না। অর্চ্চাকে যদি অর্চ্চাই দেখ্‌তে থাকি, তবে মঙ্গল হ'লো না। অন্ততঃ অন্তর্যামী পর্য্যন্ত দর্শন হ'লে উত্তরোত্তর বিচার হ'লো। কেহ মনে ক'র্‌তে পারেন,—মহাপ্রভু জগন্নাথ-অর্চ্চার অন্তর্যামী দর্শন ক'র্‌তেন; কিন্তু তা' নয়; তিনি সাক্ষাৎ পরতত্ত্ব দর্শন ক'রেছেন—জগন্নাথে শ্রীশ্যামসুন্দর মুরলীবদন দর্শন ক'রেছেন। শ্রীসনাতনাচার্য্য অর্চ্চার অন্তর্যামী দর্শনের কথা ব'লেছেন; কিন্তু মহাপ্রভুর বিচার—"প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।" অর্চ্চায় আবদ্ধ থাক্‌লে হরিনাম ব'লে কোন জিনিষ পাওয়া যায় না; কেবল-মাত্র অর্চ্চনের সময় যে মন্ত্রের উচ্চারণ আছে, তা'তেও অনেক সময় পেট-পূজা হ'য়ে যায় অর্থাৎ কিছু খেতে হ'বে ব'লে ঠাকুরকে মন্ত্রের দ্বারা অর্চ্চন করি—ভোগ লাগাই। অর্চ্চা অনর্থযুক্ত আমার সহিত কথা বলেন না, আমাকে কোন উপদেশ প্রদান করেন না; কিন্তু সাধু আমার ন্যায় অনর্থযুক্তের নিকটও হরিপ্রসঙ্গ কীর্ত্তন করেন—আমার সন্দেহ ভঞ্জন ক'র্‌তে পারেন। সাধুর নিকট হরিপ্রসঙ্গ ছাড়া আর কিছুই হয় না। হরি-প্রসঙ্গ না হ'লেই ভোগ্য-প্রসঙ্গ হ'য়ে যা'বে। ভোগ্য-প্রসঙ্গে সংসার, আর সেবা-প্রসঙ্গে হৃষীকেশের তর্পণ। ভগবদ্ভক্তের হাড়-মাস দেখে কেল্‌লে ভগবদ্ভক্ত-দর্শন হ'লো না।

বাংলা ১৩১২ সালের চৈত্র বা ১৩১৩ সালের বৈশাখ মাস—এরূপ হ'বে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময় থেকে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন শ্রীমায়াপুরে বাস ক'র্‌তেছিলাম, তখন শ্রীযুক্ত বলরাম ডাক্তার আমাকে কলিকাতায় "কলিকাতার আবহা"য় কিছু হরিকথা বল্‌বার জন্য ডেকে আন্‌লেন। সেখানে আমি ত্রিবিধ অধিকারের প্রসঙ্গ ব'লেছিলাম। আমি সেখানে ব'লেছিলাম,—তুলসী পাতার ছোট বড় নাই, সুতরাং সকলেই একই রকমের ভগবদ্ভক্ত যা তা'কে-তা'কে ভগবদ্ভক্ত ব'ল্‌তে হ'বে,—এরূপ হ'তে পারে না। ভগবানের পূজা কর্‌বার জন্য স্ত্রী অনেকের হ'তে পারে, কিন্তু সেই পূজার কিরূপে সিদ্ধি হয়, সে-বিষয়ে যা'দের প্রশ্ন জাগে নাই, তা'রা বঞ্চিত হ'য়ে যা'বে। কে কতটা পরিমাণে ভগবদ্ভক্ত, তাহা যা'দের বিচার হ'চ্ছে না, তা'দের ত' উন্নতি হ'বেই না, বরং পূজার জন্য যে স্ত্রীটি উচিত হ'য়েছিল, সেটিও ভেঙ্গে যা'বে। তা'দের ভগবদ্ভক্তির যে একটা কিরূপ ভাস দেখা যাচ্ছিল, ভগবদ্ভক্ত না চিন্‌বার ফলে সেই কিরূপ হয়টুকুও ভেঙ্গে যা'বে।

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥

মধ্যম অধিকারে ঈশ্বর, তদধীন, বালিশ (অজ্ঞ) ও দ্বিষেষী—এই চারপ্রকারের বিচার আছে। ঈশ্বরে প্রেম, তদধীন বা ভগবদ্ভক্তে মিত্রতা, অনভিজ্ঞ জনের নিকট হরিকথা-কীর্ত্তন ও বিদ্বেষিগণের নিকট মৌনভাব মধ্যম-অধিকারে দৃষ্ট হয়। মধ্যম অধিকারীর ঠাকুর-পূজা শেষ হ'য়েছে, তবে তিনি ঠাকুরের পূজার বিরোধী ন'ন বা কনিষ্ঠাধিকারীকে ঠাকুর-পূজায় বাধা দেন না; আর তিনি কল্পনা ক'রেও ঠাকুর দেখেন না। যিনি ঠাকুরের ভজন করেন নিরন্তর হরিকীর্ত্তনের দ্বারা, মধ্যম অধিকারী তাঁ'রই সেবা ক'র্‌তে থাকেন। তিনি জানেন,—হরি-কীর্ত্তনকারীই জগতে আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। হরিকীর্ত্তনকারী বলেন,—চব্বিশ ঘণ্টা কীর্ত্তনমুখে কৃষ্ণসেবা কর, ভজনীয় বস্তু একমাত্র কৃষ্ণ। বাউলেরা বলে,—'আমিই কৃষ্ণ', এই ব'লে তা'রা সহজী হয়ে করে। প্রাকৃত-সহজিয়াদের ভজনগুলি অন্তরে পুরুষাভিমানী স্ত্রী-জাতীয় হয়।

মধ্যম অধিকারে প্রচার-কার্য্য (Missionary work) বা কীর্ত্তন। এই প্রচার-সেবা বা কীর্ত্তন গাড়ীতে কখনও আপনাদের সুবিধা হ'বে না। প্রচার-কার্য্যে অর্থাৎ কীর্ত্তনে যোগ না দিলে অধিকার উন্নত হ'বে না। একটি বিষয় সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন ক'রে প্রথমে নিজেকে সেই সকল কথা শুনা'তে থাকুন; তা'তে অপরে শুনুন বা, না হয় না শুনলেন। যদি Missionary work না করেন, তবে আবার খাওয়া দাওয়ার প'ড়ে যা'বেন। যদিও 'প'ড়েন'এর উপরে উঠেছেন, আবার প'ড়েন দিয়ে প'ড়িয়ে প'ড়ে যেতে হ'বে। Missionary work মানে কীর্ত্তনকারী ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ। হরিকথা-শ্রবণ-মনুকীর্ত্তনের দ্বারা সেই সঙ্গ হয়; কেবল অর্চ্চন ক'রলে সেরূপ সঙ্গ হয় না। নিত্যিকন্ম না হওয়ায় সকলই আমরা হারাতে যাই; কি খা'ব, কি প'র্‌ব—আমাদের এ সব চিন্তা আসে। তাই ব'লে কি ওকালতী ছেড়ে দিব? (সৌরীন্দ্র বাবু ও উপস্থিত অন্য একজন উকীলকে লক্ষ্য করিয়া) ওকালতী আরো বেশী ক'রে ক'র্‌ব, ব্যবসায় আরো বেশী ক'রে ক'র্‌ব। কিন্তু ঘণ্টা-বাকান'র ব্যবসা ক'র্‌ব না, বেশ্যের ব্যবসা ক'র্‌ব না। Missionary work-এ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার ব্যবসা নাই; যা'রা missionary work কি, তা' বুঝ্‌তে পার্‌লে না, তা'রাই কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশায় লুব্ধ হ'য়ে অবস্থিত হ'য়ে আছে, তা'দের সঙ্গ কীর্ত্তনকারী অন্তরে পরিত্যাগ করেন। আর্ত্তেরা গাড়ী চ'ড়্‌তে বা চ'ড়্‌তে না—দুটোই তা'দের দোষ। হরিকীর্ত্তনকারী নিজের জন্য গাড়ী চড়েন না, তাঁ'দের প্রত্যেকটি কার্য্য হরির নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা-কীর্ত্তনের অনুকূলে অনুষ্ঠিত হয়।

যা'রা ভগবানের সেবা ক'রছে না, তা'দের সহিত হরিকীর্ত্তনকারীকে সমান মনে ক'র্‌তে হ'বে না। ধর্ম্ম-ব্যাধের নিকট কৌশিকও উপদেশ শ্রবণ ক'র্‌তে এসে ধর্ম্ম-ব্যাধকে সাধারণ পশু-হিংসকের মত মনে ক'রে ফেলেছিলেন। প্রদ্যুম্ন মিশ্রও রায় রামানন্দকে ওরূপ মনে ক'রেছিলেন। পৃথিবীর অন্য সব লোককে পৃথিবীর standard এ বিচার ক'র্‌তে হ'বে, কিন্তু হরিকীর্ত্তনকারীর কোন স্বভাবজনিত দোষ বা বদ্‌গন্ধ-দোষ দেখ্‌তে হ'বে না। হরিকীর্ত্তনকারীর apparent sight-এ misleading sight এসে উপস্থিত হয় অশ্রদ্ধান বা বিদ্বেষের জন্য যা'র অনর্থক পরিশ্রম করেন, তা' হ'লে সময় নষ্ট হ'বে ও অনুবিধায় প'ড়্‌তে হ'বে।

কুলিয়ার "কা'লকাতার আখড়ায়" এ সকল কথা ব'লছিলাম। ইট-পাথরের বাড়ীতে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের অর্চ্চনের চেষ্টা এক জিনিষ, আর অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তনকারী ভগবদ্ভক্তের হৃদয়মন্দিরে কি প্রকারে কীর্ত্তনমুখে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা হ'চ্ছে, তা' লক্ষ্য করা আর একটা জিনিষ। এই সকল কথা যখন সেখানে হ'চ্ছিল, তখন কয়েকজন ভাগবত-পাঠক তা' শুনছিলেন; তাঁ'রা বলাবলি ক'রছিলেন—"কুলসী পাড়ার ত' ছোট-বড় দেখ্‌তে নাই, উহার বয়সে যে ইনি উল্টো উল্টো কথা ব'লছেন।"

আমি যখন মধ্যম অধিকারের কথা ব'লে পরে উত্তম অধিকারের (ভাগবতীয়) শ্লোকটি ব্যাখ্যা ক'রছিলাম, তখন ব'লছিলাম—"এই শ্লোকের ব্যাখ্যা আর আমি কি ক'র্‌ব? এই শ্লোকের মূর্ত্তিমান-বিগ্রহরূপে এই কুলিয়া নবদ্বীপেই আমার গুরুপাদপদ্ম বর্ত্তমান আছেন। তাঁ'র চরিত্র অধ্যয়ন ক'র্‌তে পার্‌লে উত্তম অধিকার জিনিষটি কি, বুঝ্‌তে পারা যায়।" এই কথা ব'লতে ব'লতে একটুখানি ঘাড় ফিরিয়েছি, অম্নি দেখি, আমার গুরুদেব (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ) একজন শ্রোতা হ'য়ে এ সকল কথা শুনছেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে বা বক্তৃতাকালে আমি সেখানে তাঁ'র উপস্থিতি লক্ষ্য করি নাই। কিন্তু ঐ শ্লোক-ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে তাঁ'র নাম উচ্চারণ ক'র্‌তে ক'র্‌তেই একটুখানি পেছন ফিরে তাঁ'কে দেখ্‌তে পেয়ে বিস্মিত হ'য়ে ব'লেছি—"আমি আর বাগাড়ম্বর কি ক'র্‌ব, যে অভিজ্ঞতা আদর্শের কথা ব'লছিলাম, তিনি এখানে সাক্ষাৎ উপস্থিত। উত্তম অধিকারের আদর্শ আপনারা সাক্ষাতে দর্শন ক'র্‌তে পারেন।" আমি এই কথা ব'লছি দেখে তিনি সে-স্থান হ'তে উঠে চ'লে গেলেন—"প্রতিষ্ঠার জন্যে পুরী যায় পলাঞা।"

কনিষ্ঠাধিকারী অর্চ্চার কাছে নৈবেদ্য নিয়ে মন্ত্র প'ড়ে অর্চ্চনের নানাপ্রকার বিধি অনুসারে অর্চ্চাকে ভোগ দেন, কিন্তু তা' অর্চ্চা গ্রহণ করেন, কি না করেন, সন্দেহ আছে। প্রাকৃত ভক্তের প্রদত্ত দ্রব্য অপ্রাকৃত বস্তুর নিকট পৌঁছেছে কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ। প্রাকৃত ভক্ত সেই নৈবেদ্য ঠাকুর-

ঘর হ'তে যেন পরে তা' গ্রহণ করেন। কিন্তু মধ্যভাগবত অর্চ্চামূর্ত্তির কাছে নৈবেদ্য না দিয়ে পৃথগ্‌ভাবে নিজে নিজে ভোগ যেন এবং পরে সেই ভোগাবশেষ গ্রহণ করেন। আর উত্তমভাগবতের বিচার এই যে, তাঁর নিকট যে-কোন জিনিষ এসে পৌঁছেছে, সমস্তই ভগবান্ প্রথম ক'রে উচ্ছিষ্ট পাঠিয়ে দিয়েছেন। প্রত্যেক বস্তুতে তিনি 'ভগবদ্ভাব' দর্শন করেন।

'পরমাত্ম-ভাব' এই কথা শুনে কেহ যেন মনে না করেন যে, উহা all-pervadingএর বিচার মাত্র। ব্রহ্ম ও পরমাত্মার adjustment এখানে নাই। ভগবানের সঙ্গে adjustment আছে। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা 'ভগবত্তা'র তাৎপর্য্যে প্রকাশিত হ'লেই ঠিক হ'লো। পরতত্ত্বের কৃষ্ণ-বিচার হ'লেই ঠিক হ'লো।

(কোন ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া) এখনও আপনার অনেক দেরী আছে, এখনও এদিক্ ওদিক্ তাকাচ্ছেন, জগন্নাথ দেখ্‌তে যাচ্ছেন—এই ভোগ দিয়ে। কাণ দিয়ে বিশ্বাস্য না করার পূর্ব্বেই জগন্নাথ দেখবার কৌতূহল জ্ঞানেন্দ্রিয়তর্পণের সহিত মিশ্রিত চেষ্টা। তাই ব'লে আমি ব'লছি না যে, মন্দিরে গিয়ে জগন্নাথ দেখ্‌বেন না। জগন্নাথই দর্শন ক'রবেন। উদ্দেশ্য দ্রষ্টা হ'য়ে দর্শনের অভিনয় দর্শন নয়। ভোগ্য জগৎ হ'তে পৃথক্ হ'য়ে সেবা জগন্নাথ দর্শন করুন, জগন্নাথ দেখ্‌তে গিয়ে জগৎ দেখে ফেল্‌বেন না, বিশ্বাস্য লাভ করুন।

—(০:৪:০)—

"তিতা বেহায়া"

বহুদিন পূর্ব্বের কথা—একদিন আমাদের কোন পরিচিত ব্যক্তি কথা-প্রসঙ্গে উপরি-উক্ত শব্দটি ব্যবহার করাতে তাঁহাকে উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম যে, যেব্যক্তি পুনঃ পুনঃ কৃতকার্য্যের সমুচিত দণ্ড লাভ করিয়াও উক্ত কার্য্য হইতে বিরত হয় না, তাহারই নাম—"তিতা-বেহায়া"।

এই মহামায়ার কারাগারে দাগী চোরের অভাব নাই। দাগী চোরেরা বার বার অপরাধের দণ্ড পাইয়াও বার বারই দণ্ড পাইবার মত দুষ্কর্ম্মে রত হয়। কিছুতেই তাহাদের লজ্জা হয় না। সংসারূপ ভয়াবহ কারাগৃহে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা-বিমুখ জীবগণ নিয়ত ত্রিতাপে জর্জ্জরিত হইতেছে, তথাপি তাহাদের চৈতন্য হইতেছে না, সর্ব্বদা বিষয়-বিষে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়াও ঐ বিষের বিষম পিপাসা বিদূরিত হওয়া তো দূরের কথা, কেবল যেন বাড়িয়াই চলিয়াছে। মহামায়ার কারাগারের কয়েদী দাগীচোরদেরই "তিতা বেহায়া" আখ্যা দেওয়া সঙ্গত।

অন্যের কথা কি বলিব, অদ্য আমি আমার বিষয়াসক্তিরূপ দুর্দ্দৈব বা 'তিতা বেহায়াপনা'র কথাই কিছু অবগতার্থ শ্রীবৈষ্ণবমণ্ডলের শ্রীচরণে নিবেদন করিতে উপস্থিত হইতেছি।

"এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞি।
পতিতপাবন তুয়া বিনে কেহ নাই॥
কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়॥"

বার বার এই মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে প্রবর্ত্তিত হইয়াও আমি মায়াদেবীর বহুরূপিণী মূর্ত্তির বহুমান করিতেছি; সর্ব্বোত্তম উপকারক, পতিতপাবন শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী অপেক্ষা মায়াবাদীর জনবাক্যেই অধিকতর আস্থা স্থাপন করিতেছি! হায়, আমি ভগবতের চিন্তায় বিরত হইয়া আমার নিত্য জীবনের পরম প্রয়োজনীয় বস্তুরাশি বেলাতরে পরিত্যক্ত করিতেছি। আমি মনে ভাবি, সাধু ও শাস্ত্রের বাণী যখন আমার দেহ ও মনের সুবিধান করিতেছে না, উহা যখন আমার শত শত ভ্রান্ত-ধারণার আনুগত্য করিতেছে না, তখন আর উহার মূল্য কত টুকু!

হায়, আমি কি শুনি নাই যে, এই বিশ্বের ঘরবাড়ীর খাঁটি কথা নাই, বিশুদ্ধ সত্য বলিয়া কোন বস্তুই এখানে পাওয়া যায় না? যত 'মেকী মাল' আছে তাহা মায়াইয়া মায়ার হাটে ভগবদ্ধের স্থান অধিকার করিয়াছে! ইতর কথা—অসদ্বার্ত্তা, আজ লোকমনোহারিণী সজ্জায় সাজিয়া অনভিজ্ঞ সরল জনের প্রাণনাশ করিতেছে।

আমার শ্রীহরি-কথা-শ্রবণ হয় নাই। যদি কাণ পাতিয়া তাহা শুনিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তনে এই দুর্লভ জীবন নিয়োজিত করিতে পারিতাম।

যদি শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত পরমমঙ্গলময়ী বাণীধারা কর্ণাঞ্জলি ভরিয়া পান করিতাম, তবে আর কিছুতেই আর বিবধি-সঙ্গে অসৎকথা-রঙ্গে আনন্দে কালযাপন করিতে পারিতাম না,—নিশ্চয়ই আমার এই জীবনের গতি চঞ্চল ও অনিচ্ছু হইয়া উঠিত। কিন্তু তাহা যখন হইতেছে না, নিত্য জীবনের পরম প্রয়োজন শ্রীহরি-সেবা অপেক্ষা যখন বর্ত্তমান জীবনের ছ'দণ্ডের ভাবনা অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তখন আমি নিশ্চয়রূপে বুঝিতেছি—আমার দুরদৃষ্ট অনুসরণ করিয়াছে। যদি আমি ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীতে বিন্দুমাত্রও আকৃষ্ট হইতাম, তবে বহির্মুখ বিশ্বের নানা কথা কখনই আমার চিত্তকে বিমোহিত করিতে পারিত না।

কতবার ঠকিলাম; এই নশ্বর জগতের নশ্বর বস্তুকে ভালবাসিয়া কত কত ভোগ করিলাম। কত যোনি পরিভ্রমণ করিবার পর এই দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম পাইয়াছি। ওরে 'হতাশ বেহায়া'! ওরে অবোধ মন! এখনও তোমার চেতনচক্ষু উন্মীলিত হইল না? তোমার গতি কি হইবে! পরমকরুণ শ্রীহরিভজনবিজ্ঞ-শিরোমণি শ্রীআচার্য্যদেবের অপার করুণা প্রত্যাখ্যান করিয়া তুমি বিষয়-সেবায় নিযুক্ত আছ! তুমি কি জানবা, মায়ার সংসারের সেবা হরি-সেবা নহে; বিষয়-প্রীতি আর হরি-সেবা-প্রীতি এক নহে? হরি-বিমুখ হইয়া সংসারের সেবা করিতে করিতে আমার অজ্ঞাতসারে ক্রমে ক্রমে চিদ্বৃত্তি নিতান্ত বহির্মুখতা বরণ করিয়া মায়ার প্রতি অত্যাসক্তিরূপ দুর্ভেদ্য মোহ-নিগড় গলায় পরিয়াছে! আমি যে মহাজন-বীথিতে শুনিয়াছি—

"সংসার সংসার ক'রে মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল॥
শঙ্কটের মত আমি করি পরিশ্রম।
কা'র লাগি' এত করি না বুঝিনু মর্ম॥
দিনের সংসার এই ছায়া-বাজী প্রায়।
ইহাতে মমতা করি' বৃথা দিন যায়॥"

—কিন্তু শ্রবণের মূল্য রাখিলাম কই? শ্রবণের অভিনয় করিয়াছি মাত্র।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'তিতাবেহারা বাগী চোরে'রা বাহিরের মত পাইয়াও লজ্জিত হয় না; পুনরায় দুষ্কর্ম করে। শ্রীহরিসেবাবিমুখ আখিত সংসারাসক্তিরূপ দুষ্কর্ম্মের ফলে কায়াবাহনা লাভ করিয়াও পুনরায় সংসার-বাসনারূপ তিতাবেহারাপনা করিতেছি।

মায়াদেবী আমাকে,

"কভু স্বর্গে উঠাও, কভু নরকে ডুবাও।
যত্তা তনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"

পুনঃ পুনঃ অনেবজ্ঞেপন জন্ম-মরণমালায় আবর্ত্তিত হইয়াও কি আমার সুবুদ্ধি হইল না? এখনও আমার অনন্তদুঃখপ্রদ সংসার-মোহেই প্রমত্ত রহিলাম? ছায়া-বাজীর মত এই অসার সংসারের সেবায় যে একদিন দুইদিন করিয়া ক্রমশঃ মৃত্যুর দিন নিকটতর হইয়া আসিল। আর কবে পরম দয়াল শ্রীগুরুদেবের অভয় অশোক পাদপদ্মে প্রপন্ন হইব? দিনতো গেল। শ্রীচৈতন্যবাণীর বিরহজ্বালাতেও কি আমার মোহ-ঘোর ভাঙ্গিবে না?

কখনও কি আমি এই শ্রীতিকা-প্রবণের মত উদ্ধৃত কর্ণ আজ করিব না?—

"আর কেন মায়াজালে পড়িতেছ জীব-মীন।
নাহি জান বদ্ধ হ'য়ে রবে তুমি চিরদিন॥"

—শ্রীঅপর্ণা দেবী

—:০:—

বিবিধ সংবাদ

গত ১৭ই নবেম্বর পুরী-প্রবাসী গভর্ণমেণ্ট-পেন্সন-প্রাপ্ত জজ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত সেন মহোদয় শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে ঈশ্বর, গুরু, জীব ও জগৎ সম্বন্ধে পরিপ্রশ্নোত্তরে হরিকথা শ্রবণ করেন। প্রভুপাদ তাঁহার 'নশ্বর' 'তস্মাদ্বিদ্ধি জগৎ', 'ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ', 'কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাৎ', 'নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায়', 'কৃষ্ণমুক্তিস্পৃহা যাবৎ', 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি', 'সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং', 'অর্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ', 'যস্য নারায়ণং দেবং', 'মহাপ্রসাদে গোবিন্দে' ইত্যাদি শ্লোক কীর্ত্তনমুখে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, গোবর্দ্ধনের কুটীরের নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইয়াছে। ঐ স্থানটি গোবর্দ্ধনের দানঘাটের ও শ্রীরাধাকুণ্ডে যাইবার পাকারাস্তার উপরে উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত।

শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণবিহারী মঠের শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্যও সমাপ্ত হইয়াছে। শ্রীমন্দিরটি প্রস্তর-বিমণ্ডিত অতিসুন্দরদর্শন হইয়াছে। শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন-প্রবেশেই নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের স্থান প্রকাশিত হইয়াছে।

এ বৎসর দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠে বিশেষ সমারোহে অন্নকূট-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং ছুটি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া বিরাট নগর-সঙ্কীর্ত্তন সমগ্র দার্জ্জিলিঙ্গকে মুখরিত করিয়াছে। দার্জ্জিলিংএর ইতিহাসে ইহা একটি অভিনব ব্যাপার।

দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠের রক্ষক শ্রীমৎ চিদানন্দ ব্রহ্মচারীজীর উদ্যোগে উক্ত মঠে ইতঃপূর্ব্বে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের স্নান-যাত্রা, জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসব, শ্রীরাধাষ্টমী, শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব ও নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব-মহোৎসবাদি পাঠ, কীর্ত্তন, নগর-সংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদবিতরণমুখে বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে।

ঢাকা হইতে তাহের সংবাদে প্রকাশ যে, শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠে প্রায় ছয়শত প্রকার ভোগোপকরণের দ্বারা অন্নকূট-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং বহু ব্যক্তিকে ভগবৎপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। এই গোবর্দ্ধনপূজার দিবসই শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠে ইংরাজী ১৯২১ সালে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীবিগ্রহ প্রকট করেন।

শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের নেতৃত্বে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি ভক্তিশাস্ত্র-ব্যাখ্যা-মুখে অনুষ্ঠিত হইতেছে। শ্রীমঠে, বৈশক্তিতে ও ঊর্দ্ধবাজারে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ও মহোপদেশক শ্রীমৎ সিদ্ধস্বরূপ বিদ্যা-বাগীশ মহাশয়ের পাঠ হইতেছে। নিজস্ব সংবাদ-দাতার বিবরণে প্রকাশ—মঠে এত শ্রোতার সমাবেশ হইতেছে যে, বহুলোক স্থানাভাবে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া চলিয়া যাইতেছেন। একটি বোস্ এর আচার্য্যের কৃপায় এখানে সুবিস্তৃত সামিয়ানা-প্রবন-সদন-নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইতেছে। দিনাজপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ গুহ, ডক্টর শ্রীযুক্ত জ্যোতিষগোবিন্দ সেন এম্-এ, পি এইচ্, ডি প্রভৃতি শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত শ্রোতৃবৃন্দ নানাবিধ পরিশ্রমের সহিত সভ্যানুসন্ধিৎসু হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের বৈশিষ্ট্য শ্রবণ করিতেছেন।

শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরের কার্য্য অনেক অগ্রসর হইয়াছে ও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-শ্রীবিগ্রহের একটি সুষমা কারুকার্য্যখচিত সিংহাসন নির্ম্মিত হইতেছে

শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজ ও শ্রীযুক্ত সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী বিদ্যাবাগীশ নারায়ণগঞ্জের ঘাটেশ্বরস্থানাশ্রিত সিদ্ধ ও নিষ্কপট গুরুসেবক শ্রীপাদ শিবদাসবিগ্রহ বি, এ মহা-শয়ের গৃহে ভিক্ষা স্বীকার করিয়া নারায়ণগঞ্জে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বাণী প্রচার করিতেছেন। উক্ত স্বামীজী গত ৮ই অক্টোবর ও ব্রহ্মচারীজী গত ১৫ই অক্টোবর কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে ঢাকা যাত্রা করেন। ময়মনসিংহ, বিক্রমপুর, কুমিল্লা, বরিশাল প্রভৃতি স্থান হইতে বহু ভক্ত ঊর্দ্ধতঃকালে শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে পাঠ-শ্রবণের জন্য ঢাকায় অবস্থান করিতেছেন।

কাশীতে শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে এলাহাবাদ হাইকোর্টের কৃতবিদ্য ভক্ত মাননীয় শ্রীযুক্ত নারায়ণগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজের নিকট প্রশ্ন করিয়া অনেক হরিকথা শ্রবণ এবং শ্রীল প্রভুপাদের অভিন্নতনু ব্যক্তিত্বের প্রতি বিশেষ আদর প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

গত ১লা নবেম্বর রবিবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস আশ্রম মহারাজ আসাম-সফরান্তে গৌড়ীয়মঠ হইতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপনীত হন।

বোম্বে-গৌড়ীয়মঠের স্থান পরিবর্ত্তন

বোম্বে-গৌড়ীয়মঠ 'প্রোক্টার রোড, চোটানি বিল্ডিং' ঠিকানা হইতে বর্ত্তমানে "কল্যাণবাস বিল্ডিং, গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, (বোম্বে ৭)" ঠিকানায় স্থানান্তরিত হইয়াছেন।

—১০১০—

পরলোকে

ভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গ-দাস

গত ২রা কার্ত্তিক (১৩৪০), ১৯শে অক্টোবর (১৯৩৩) বোমবার রাত্রাখেরপুর জেলার অন্তর্গত 'চুরাডিঙ্গা' সেণ্টমাইকেল-নিবাসী শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গ-দাস শ্রীগুরু-পাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে ধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি গ্রাহাকে কুলগুরু পারত্যাগ পূর্ব্বক 'বগুড়া ১৩৪০ সনের ১৭ই ফাল্গুন তুলসীবিবাহ শ্রীগৌর-প্রকট-বাসরে শ্রীচৈতন্য মঠে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয়ে মহামন্ত্র প্রাপ্ত হন। ইঁহার শ্রদ্ধা শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সেবা-নিষ্ঠা ও সরলতাদি গুণ আদর্শ-স্থানীয় ছিল।

—:o:—

র‍্যাঙ্গুনেকেট শ্রীসরচন্দ্র

গত ১৪ই নবেম্বর (১৯৩৩) শনিবার শ্রীগুরোদ্ভেনপূজা-বাসরে পূর্ব্বাহ্ণ ১০-১৫ মিনিটের সময় কলিকাতা-হাই-কোর্টের এডভোকেট প্রবীণ র‍্যাঙ্গুনেকেট ও ভক্ত হাইকোর্ট-বার-এসোসিয়েশনের কৃতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট দর্শনপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত সরচন্দ্র বসু মহোদয় ৭২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার ১৪নং বকুলবাগান ষ্ট্রীটস্থ ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ৫ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার রাত্রি ১০-১২ মিনিটে তাঁহার মাতুলালয় হুগলী জেলার ইলছোবাগুলাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই সজ্জন-বরেণ্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ, মঠের প্রচার্য্য বিষয় ও মঠের আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পারমার্থে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। ইনি তাঁহার শতসহস্র প্রয়োজনীয় কার্য্য উপেক্ষা করিয়া মধ্যে মধ্যে মঠে আসিয়া, বিশেষতঃ মঠের প্রধান প্রধান সভাসমিতিতে যোগদান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতেন। সমগ্র ভারতে এবং ভারতের বাহিরে পাশ্চাত্যদেশেও গৌড়ীয়-মঠের প্রচার-প্রসার শ্রবণ করিয়া তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন। বিগত ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে অপরাহ্ণে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে এক বিরাট্ সভামধ্যে সভাপতি মহাশয় সভার যখন সুপ্রসিদ্ধ প্রত্ন-তাত্ত্বিক রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর "শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের স্থিতি-স্থান" সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ সন্দর্ভ পাঠ ও ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা প্রদান করেন, তৎকালে এই মহাত্মা উপস্থিত থাকিয়া উল্লাসভরে বলিয়াছিলেন—"শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ের নবদ্বীপের অবস্থিতি-বিষয়ে আমরা আজ firmly convinced হ'লাম যে, 'মায়াপুর'ই ঠিক স্থান।" —(গৌড়ীয় ১৪শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা ৬১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) ইনি একবার নিজের ক্যামেরা আনিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও মঠের শ্রীবিগ্রহের ফটো তুলিয়া লন। আমাদের মনে হয়, শ্রীগৌড়ীয়মঠের শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভরে সুকৃতিফলেই তাঁহার দেহত্যাগের পূর্ব্বাহ্ণে (১৩ই নবেম্বর শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায়) তাঁহার প্রতি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অসীম কৃপাশীর্ব্বাদের প্রত্যক্ষ পরিচয়-স্বরূপ যেন সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রেরিত হইয়াই শ্রীগৌড়ীয়মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীমৎ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয়-সহ অন্নকূটমহোৎসবের ভক্ত সেবোপকরণ সংগ্রহ করিতে করিতে অকস্মাৎ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার গৃহে উপনীত হইয়া তাঁহার অন্যাপার্শ্বে নীত হন। স্বামীজীকে দর্শন-মাত্রই তিনি আবেগভরে বলিয়া উঠেন—"আপনাদের পদধূলিই আমার একমাত্র সম্বল" এবং পণ্ডিত অবস্থাতেই স্বামীজীর উদ্দেশে দণ্ডবৎ জ্ঞাপন করেন। স্বামীজী মহারাজ "পঙ্কা সুরেশ্বরবিধেঃ, বৃন্দেহমাকং, সংসার-সিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষোঃ, নিষ্কৃতটৈকপরীষদানাৎ, অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণ-পদারবিন্দয়োঃ" প্রমুখ কএকটি ভাগবতীয় শ্লোক এবং শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের "হরি হরি বিফলে" ও "প্রভু তব পদযুগে" এই দুইটি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে থাকিলে শ্রীযুক্ত বসু মহোদয় উচ্চ স্বরে—বিশেষতঃ "বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার। সেই মত প্রীতি হউ চরণে তোমার।"—এই পদটি কীর্ত্তন-কালে অশ্রুভারাক্রান্ত হন এবং অন্তিমবন্ধুরূপে তৎসমীপে আত্মকল্যাণের বাণী শ্রবণ করাইবার নিমিত্ত স্বামীজীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে থাকেন। দেহত্যাগের পূর্ব্বে এইরূপ অযাচিতভাবে সাধুমুখে কৃষ্ণকীর্ত্তন-শ্রবণ-সৌভাগ্য বড়ভাগ্যের পরিচয় নহে। আমরা আশা করি, তাঁহার শোকসন্তপ্ত পুত্র-পৌত্র, কন্যার ও সাধ্বী সহধর্ম্মিণী এবং অন্যান্য পরিবারবর্গ সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে শোকমোহকরণাময় ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া তাঁহার পরলোকগত আত্মার প্রকৃত তর্পণ-বিধানের বিচার বরণ করিবেন।

—:o:—

ভ্রম-সংশোধন

গত ১৪শ সংখ্যা ([illegible]) গৌড়ীয়ের "কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবাদ ও শুদ্ধ-ভাগবত-সিদ্ধান্ত" প্রবন্ধের শেষাংশে (৫০৭ পৃষ্ঠায়) প্রবন্ধান্তে [illegible]তপ্রকাশিকা' স্থলে "তত্ত্বপ্রকাশিকা" পাঠ হইবে।

—:o:—

১৭শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০, ২৮শে নবেম্বর, ১৯৩৩ | ১৭শ সংখ্যা

রাসোৎসব

ওঁ শ্রীরাসপৌর্ণমাসী। রাসোৎসব স্বরাট্‌লীলা-পুরুষোত্তম মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগলীলা। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরাৎপরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ জীব বা নপুংসক নহেন, অথবা তিনি কাহারও ভোগ্য বা ভোগ্য। জাতীয় নহেন বলিয়া প্রকৃতিও নহেন, তিনি প্রকৃতির অধীশ্বর পুরুষের মধ্যে উত্তম পুরুষোত্তম-বিভুতত্ত্ব আকর বলিয়া লীলা-পুরুষোত্তম। তিনি অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়বান্।

অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত যোষিৎ বা তাঁহার নিত্যা ভোগ্যা স্বরূপশক্তি ও তাঁহার বৈভবগণের সহিত বিহার করেন। শ্রীনারায়ণের ন্যায় তিনি কেবল অনন্তধর্ম্ম-বিশিষ্ট নহেন, পরন্তু তাঁহাতে অনন্ত ও কতিপয়—এই উভয় স্বভাব তাঁহারই অচিন্ত্যশক্তিক্রমে প্রকাশিত। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় একপত্নীব্রতধর নহেন, তিনি (শ্রীকৃষ্ণ)—বহুব্রত। আবার তিনি তাঁহার দ্বারকেশ-স্বরূপের ন্যায় কেবল পাণিগ্রহীতিতে বিবাহিত বহুপত্নীর পতিমাত্র নহেন, তিনি গোপবধূ-লম্পট।

শ্রুতি তাঁহাকে রসময় বলিয়াছেন। নিরস্তত্বে নির্ব্বিশেষভাব যোজনা করিলে কোন রসই থাকে না; "রসো বৈ সঃ" (তৈঃ উঃ ২।৭) প্রভৃতি শ্রুতিমন্ত্র বৃথা হইয়া পড়ে। সবিশেষভাব যতই প্রকাশিত হয়, ততই রসের বিকাশ হইয়া থাকে। নির্ব্বিশেষভাব অপেক্ষা ঈশ্বর সবিশেষভাবের কিঞ্চিন্মাত্র উৎকর্ষ আছে সত্য, কিন্তু শান্তরসের ঈশ্বরভাব অপেক্ষা দাস্যরসের প্রভুভাব উৎকৃষ্ট। সখ্যভাবে তদপেক্ষা রসের উৎকর্ষ, বাৎসল্যে

ঔদ্ভোবিক উৎকর্ষ, মধুরবসে বাৎসল্য অপেক্ষা উৎকর্ষ, আবার সকীয় অপেক্ষা পারকীয় মধুরসের অধিক উৎকর্ষ।

'আত্ম' ও 'পর' এই দুইটি তত্ত্ব। আত্মনিষ্ঠ ধর্ম—আত্মারামতা, তাহাতে রসের পুষ্টত্ব সম্ভব নাই। কৃষ্ণের আত্মারামত্বাংশ নিত্য হইলেও পরব্রহ্মতা-ধর্মও নিত্য। বিরুদ্ধ-ধর্ম-সামঞ্জস্যের পরমপুরুষের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক ধর্ম। কৃষ্ণলীলার একেত্রে আত্মারামতা, তদ্বিপরীত ক্ষেত্রে পরা-রাগিতার পরাকাষ্ঠারূপ পারকীয়তা। নায়ক-নায়িকা পরস্পর অত্যন্ত পর হইলেও যখন রাগের দ্বারা বিমিশ্রিত হন, তখন যে অনুভবরসের প্রকাশ হয়, তাহাই পারকীয় রস। আত্মারামতার দিকে আকর্ষণ করিলে রসের ক্রমিক শুষ্কতা আর পর-রামতা বা পারকীয়ের দিকে যত আকর্ষণ করা যায়, ততই রসের মধুরতা প্রকাশিত হয়।

পরকীয় পুরুষ ও পরোঢ়া রমণীর সম্ভোগ এই জগতে নিতান্ত হেয় ও ঘৃণ্য, কিন্তু সেখানে এক অদ্বিতীয় ভোক্তা পরমপুরুষ অদ্বিতীয় নায়করূপে বিরাজিত, সেখানে পারকীয় অভিমান হেয় ত' নহেই, বরং অতিশয় উপাদেয় ও চমৎকারী। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু উজ্জ্বলনীলমণিতে বলিতেছেন,—

লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃত-নায়কে।
ন কৃষ্ণে সেনিষ্ঠাদিসম্ভাবার্থমবতারিণি॥

(উজ্জ্বল-নীলমণি, নায়ক-ভেদ-প্রকরণ ১৬)

তাৎপর্য্য—দৃশ্যকাব্য-রসের সমস্ত ব্যাপারেই প্রাকৃতনায়কে প্রযুক্ত হইলে অত্যন্ত লঘু ও দূষণীয়; কিন্তু অপ্রাকৃত অদ্বিতীয় নায়ক কৃষ্ণে নিত্যসিদ্ধ বলিয়া তাহা অত্যন্ত শুদ্ধ ও পরম আদরণীয়। এই রসে অশ্লীল ব্যাপার কিছুমাত্র নাই। রসনির্য্যাস আস্বাদনের জন্য কৃষ্ণের প্রপঞ্চে উদয়। অন্যান্য ও অপ্রাকৃত অদ্বিতীয় নায়কের পক্ষে অপ্রাকৃত শৃঙ্গারপর্য্যন্তে যে পারকীয়াদি বিচিত্রতা, তাহা কখনই দূষিত হইতে পারে না। তথাকথিত নৈতিকব্যক্তিগণের অশ্লীল রসের প্রতি যে ঘৃণা থাকে, তাহা যদি অপ্রাকৃত রস-আস্বাদকের অন্তঃপুরে বহন করিয়া লইবার অভক্তি প্রদর্শন করা যায়, তবে তাহা হইতে যে একটি কুসংস্কারের উদয় হয়, সেই কুসংস্কারের বশীভূত হইয়াই শুদ্ধ চিন্ময়-স্বরূপের অপ্রাকৃতবোধে অপ্রাকৃত কৃষ্ণের সহিত রাসলীলাদি-রূপ অপ্রাকৃতরসকে ভাগ্যহীন লোকসকল ঘৃণা করিয়া থাকে। আবার প্রাকৃত গ্রহিতাগণ অপ্রাকৃত ও প্রাকৃতে বিমূঢ়প্রস্ত হইয়া পড়ে। ইহারা উভয়েই অপরাধী। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র উপনিষৎ-পুরুষ ইতি তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি। স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্ আত্মরতিরাত্মক্রীত আত্মমিথুনঃ আত্মানন্দঃ স স্বরাড় ভবতি।"—(ছান্দোগ্য ৭।২৫।২)

আত্মারূপ কৃষ্ণই আমাদের সর্ব্বস্ব, জীব এইরূপ দেখিয়া, মনন করিয়া, জানিয়া, আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ হইয়া স্বরাট্ হন।

ছান্দোগ্য আরও বলিতেছেন—

স্মরণাদ্ভবনং প্রপদ্যে। শবলস্যাহং প্রপদ্যে॥

(ছাঃ ৮।১৩।১)

শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্রা স্বরূপশক্তির নাম শবল। কৃপা-প্রপত্তিক্রমে সেই শক্তির হ্লাদিনী-সারভাবকে আশ্রয় করি। হ্লাদিনী-সারভাবের আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণে প্রপন্ন হই।

যে স্বরূপশক্তি কৃষ্ণকে আহ্লাদিত বা বিনোদিত করেন, তিনি হ্লাদিনী শক্তি, তিনি কৃষ্ণের প্রণয়বিকার, তিনি মহাভাব-স্বরূপা, তাঁহার ভিতর ও বাহিরের প্রত্যেক অপ্রাকৃত অঙ্গ কৃষ্ণপ্রেমের মূর্ত্তবিগ্রহ, তিনি গোবিন্দা-নন্দিনী, গোবিন্দমোহিনী, গোবিন্দসর্ব্বস্ব, সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি, কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তির আধারিকা পরম দেবতা, তিনি পূর্ণতম কৃষ্ণের পূর্ণিমাস্বরূপিণী, তিনি সকল কৃষ্ণকান্তার অংশিনী অর্থাৎ তাঁহা হইতেই সকল কৃষ্ণশক্তিগণ প্রকাশিত হইয়াছেন। সমস্ত ব্রজাঙ্গনা তাঁহারই কায়ব্যূহ।

অপ্রাকৃত ব্রজগোপীগণ অপ্রাকৃত রসিকশেখর কৃষ্ণকে ত্যাজ্য আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়া ভজনা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাদের বিপ্রলম্ভ-রসসমূহকে উদ্বেলিত করিবার জন্য যখন অন্তর্দ্ধানলীলা প্রকাশ করিলেন এবং পুনরায় বিরহ-বিধুরা গোপীগণের বিপ্রলম্ভ ভঞ্জন করিবার ছলে প্রকাশিত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের প্রশ্নের উত্তরে বলিতে লাগিলেন—

ময়ো ভক্তির্হি ভূতানাং অমৃতত্বায় কল্পতে।
ন ত্বহং সৌম্যবং ব্রহ্মঃ আত্মাত্মং ভক্তি নান্যবৎ॥
ভজন্যভজতো যে বৈ করুণাঃ পিতরো যথা।
ধর্ম্মো নিরপবাদোঽত্র সৌম্যরক্ষ সুমধ্যমাঃ॥

ভবতোঽপি ন বৈ কেচিদ্ভবন্যাব্রতঃ ক্বচিৎ।
আত্মারামা হ্যাপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রুহঃ॥
নাহং সখো ভবতোঽপি অনুন্
তন্বামানীয়াসৃষ্টি-বৃত্তয়ে।
যথাধনো লব্ধধনে বিনষ্টে
তচ্চিন্তয়ানুব্রুতো ন বেদ॥
এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদ-
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ॥
ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধাযুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জয়গেহ-শৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

(ভাঃ ১০।৩২।১৭-২২)

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে সখীগণ, যাহারা প্রত্যুপকারের আশায় পরস্পর ভজন করিয়া থাকে, তাহাদের উভয় একমাত্র স্বার্থে আবদ্ধ, তাহারা নিজ আত্মাকেই ভজন করিয়া থাকে, অন্যতীত অন্য কিছু করে না, তাদৃশ ভজনে সৌহার্দ্দও নাই, ধর্ম্মও নাই।

হে সুমধ্যমাগণ,—মাতা, পিতা যেমন অভজনকারী পুত্রদিগকে ভজন করিয়া থাকে, তদ্রূপ যে সকল ব্যক্তি অভজনকারীকে ভজন করিয়া থাকে, তাহারা নিশ্চয়ই কারুণিক। এই প্রকার ভজনে নিঃসংশয়রূপে ধর্ম্ম ও সৌহার্দ্দ আছে।

অভজনকারীর কথা কি, কেহ কেহ ভজনকারীকেও ভজন করে না। তাহারা স্বভাবতঃ চার শ্রেণীতে বিভক্ত—আত্মারাম, আপ্তকাম, অকৃতজ্ঞ ও গুরুদ্রোহী।

আমি কিন্তু ধ্যানের নৈরন্তর্য্য সাধনের নিমিত্ত ভজনকারীদিগকে ভজন করি না, যেমন নির্ধন পুরুষ লব্ধ অর্থ বিনষ্ট হইলে তাহার চিন্তাতেই সর্ব্বদা ব্যাপৃত হইয়া ক্ষুৎ পিপাসাদি অন্য কিছুই জানিতে পারে না, তদ্রূপ

হে অবলাগণ, তোমরা আমার নিমিত্ত লৌকিক ও বৈদিক ধর্ম্ম তথা আত্মীয়গণের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, আমি কিন্তু আমাতে তোমাদের ধ্যানের নৈরন্তর্য্য সাধনের নিমিত্ত তিরোহিত হইয়াছিলাম এবং অদর্শনে তোমাদের প্রেমালাপ শ্রবণ করিতেছিলাম, আমি তোমাদের প্রিয়, অতএব আমার প্রতি তোমাদের অসূয়া প্রকাশ কর্ত্তব্য নহে।

আমার সহিত তোমাদিগের যে সংযোগ, তাহা বিশুদ্ধ-প্রেমময়। তোমরা দুর্জ্জয় গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আমাকে ভজনা করিয়াছ, তজ্জন্য আমি দেবতাদিগের ন্যায় দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইলেও উহার প্রত্যুপকার সাধন করিতে সমর্থ হইব না, অতএব তোমরা নিজ-নিজ সাধুকৃত্যদ্বারা প্রত্যুপকৃত হও।

ব্রজগোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সংযোগ যে নিরবদ্য অর্থাৎ অনিন্দনীয় ও শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র সম্ভোগসম-বিপ্রলম্ভ এবং সমস্ত বিচিত্রতা তাঁহাতেই পরযোগাদের — ইহা প্রদর্শনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ যমুনা-পুলিনে তাঁহার নিত্যরাসলীলা প্রকট করিয়াছেন।

তদ্রাত্রয়ন্ত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ।
স্ত্রী-রত্নৈরবিতঃ শ্রীমদ্রোহণাবল্লভাদৃতিঃ॥
জালোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্ব-নিকটং স্ত্রিয়ঃ।
যং সঙ্গীতন্ মনস্তাসাং রেমে তদ্গতমানসাঃ॥
দিবৌকসাং সদারাণামৌৎসুক্যাপহৃতাত্মনাম্।
তদ্গো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ॥
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ঃ সস্ত্রীকাস্তদ্যশোমলম্।
ললনানাং নৃত্যতীনাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাম্॥
সশব্দাসীন্মহাংস্তত্র বলয়ানাং কলস্বনঃ।
তত্রাতি শুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা॥

(ভাঃ ১০।৩৩।১-৭)

(অনন্তর) গোবিন্দ যমুনাতীরে তাঁহারই ন্যায় রসজ্ঞা, অত্যন্ত শ্রীবিলসতঃ পরস্পর বাহুপাশে আবদ্ধ স্ত্রীগণের মধ্যে রত্নস্বরূপী গোপীদিগের সহিত মিলিত হইয়া রাসক্রীড়া আরম্ভ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা গোপীদিগের দুই দুই জনের মধ্যে নিজ এক এক মূর্ত্তি প্রকটন পূর্ব্বক প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের কণ্ঠে বাহু রাখিলে গোপীগণ সকলেই মনে করিতে লাগিলেন,—কৃষ্ণ যেন তাঁহাদের নিকটেই অবস্থান করিতে-

ছেন। যে সময় গোপীমণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া কৃষ্ণ রাসোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তদ্দর্শনে ঈর্ষান্বিতচিত্ত দেবতাদিগের অদৃশ্য বিমানে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

তদনন্তর দুন্দুভি-নিনাদ ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং গন্ধর্বপতিগণ সস্ত্রীক শ্রীকৃষ্ণের নির্মলকীর্তি গান করিতে লাগিলেন।

রাসমণ্ডলে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত গোপীদিগের বলয়, নূপুর এবং কিঙ্কিণীর তুমুল শব্দ হইতে লাগিল।

সুবর্ণমণ্ডিত মহাগজ মদমত্তকরিণী লইয়া যেরূপ শোভা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ রাসমণ্ডলে গোপীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শোভা পাইতেছিলেন।

এই অপ্রাকৃত রাসলীলা নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণেই একচেটিয়া। কিন্তু যে শ্রীকৃষ্ণ ধর্মসংস্থাপন এবং অধর্ম-বিনাশের জন্য অংশ-সহিত অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি কিরূপে ধর্মমর্যাদার রক্ষা ও অনুষ্ঠাতা হইয়াও পরদারাদি সম্ভোগরূপ প্রতিকূল আচরণ করিলেন? যাহা লোকনিন্দিত কর্ম, ধর্মরক্ষক ভগবানের দ্বারা তাহা কেন অনুষ্ঠিত হইল?" এইরূপ সংশয়াত্মক প্রশ্ন মহারাজ পরীক্ষিৎ জগজ্জীবের জন্য উত্থাপন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ পরীক্ষিতের প্রযুক্ত 'অবতীর্ণঃ', 'ভগবান্', 'অংশেন' 'ঈশ্বরঃ', 'আত্মকামঃ' প্রভৃতি শব্দের মধ্যেই ঐরূপ প্রশ্নের উত্তর আছে। কৃষ্ণ প্রপঞ্চের বস্তু নহেন, তিনি অধোক্ষজ বস্তু, অপ্রপঞ্চ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি জীবনহেন—তিনি ভগবান্। ধর্ম-সংস্থাপনাদি কার্য্য তাঁহার অংশের অর্থাৎ বিষ্ণুতত্ত্বের। তিনি অংশী, তাঁহার অন্তর্গত অংশ বিষ্ণুই অসুরবধ বা ধর্মরক্ষাদি কার্য্য করিয়া থাকেন; কিন্তু অংশী স্বেচ্ছাচারী, তিনি অপ্রাকৃত কামদেব। তিনি ঈশ্বর,—বদ্ধ নহেন, অতএব তিনি বদ্ধ-জীবের জন্য ব্যবস্থিত নীতি বা দুর্নীতির ফলের ভাগী বা অধীনস্থ হইতে পারেন না। তিনি আপ্তকাম, অতএব তাঁহার কাম জীবের কামের ন্যায় বদ্ধদশার তাড়না নহে। তাই শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন—

ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা॥
নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥
ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ॥
(ভাঃ ১০।৩৩।২৯-৩১)

অগ্নি সর্বভুক্ হইয়াও যেরূপ দোষভাক্ হন না, সমর্থ তেজস্বী পুরুষদিগেরও সেইরূপ ধর্ম-মর্য্যাদা-লঙ্ঘন ও স্ত্রী-সম্ভাষণাদি দুষ্ট হইলেও উহা দূষণীয় নহে।

ঈশ্বর-ব্যতীত এইরূপ আচরণ কেহ কখনও মনেরও দ্বারাও করিবেন না। রুদ্র ভিন্ন অন্য কেহ সমুদ্রোদ্ভব বিষ পান করিলে যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হয়, মূঢ়তা-প্রযুক্ত যদি কেহ ঈশ্বর-লীলার অনুকরণ করে, সেও তদ্রূপ বিনষ্ট হইবে।

সামর্থ্যবান্ পুরুষগণের বাক্য সত্য, তাঁহাদের আচরণও তদ্রূপ। অতএব যাহা তাঁহাদের বাক্যের অবিরুদ্ধ, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহাই আচরণ করিবেন।

এই রাসলীলা সর্বপ্রকার স্ত্রীসঙ্গ-বর্জ্জনকারী মুনিগণেরও বন্দিত, তাই ব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবন বলিয়াছেন—

যে স্ত্রীসঙ্গ মুনিগণে করেন নিন্দন।
তাঁহারও মনের রাসে করেন ভ্রমণ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১।২৯)

এই রাসলীলা শ্রবণ-কীর্ত্তনের অধিকারী কে? বিজিতেন্দ্রিয়লীলাভিনয়কারী পরমহংস-শিরোমণি গোস্বামী শুকদেবের ন্যায় বক্তা ও সর্বদুঃসঙ্গ-পরিমুক্ত পরীক্ষিতের ন্যায় একান্ত সেবোন্মুখ শ্রোতাই ইহার অধিকারী। 'এই জগৎ হইতে এখনই চলিয়া যাইতে হইবে'—এই জ্ঞান যাঁহার হৃদয়ে প্রদীপ্ত রহিয়াছে, যিনি হরিভক্তিবাহিনী বৈষ্ণবী গঙ্গার তট আশ্রয় করিয়া প্রায়োপবেশন পূর্বক সদ্গুরুপাদপদ্ম হইতে অবিরাম নবমস্কন্ধ পর্য্যন্ত বিবিধ অবতারাবলীর ভুবন-পাবনী অনর্থনাশিনী ভাগবতী কথা শ্রবণ করিয়া দশম স্কন্ধে আশ্রয়বিগ্রহগণের সহিত স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, যিনি দশমস্কন্ধে আশ্রয়-শিরোমণির সেবা-চেষ্টা ও বিপ্রলম্ভ-রসচমৎকারিতার কথা শ্রবণ করিয়াছেন, যাঁহাতে ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা প্রভৃতি ভাবাঙ্কুরসমূহ সম্প্রকাশিত হইয়াছে, যিনি আশ্রয়বিগ্রহের প্রাণধন বিষয়বিগ্রহের নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতার অপ্রাকৃত প্রভাবান্, তিনিই রাসলীলা শ্রবণ করিয়া হৃদ্রোগ অর্থাৎ পুরুষাভিমান অচিরেই বিদূরিত

করিতে সমর্থ হন ; তিনি ধীর অর্থাৎ প্রাকৃত কামের দ্বারা অধীর নহেন—বুক্তি-মুক্তিকামীর ন্যায় অধীর নহেন।

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥
(ভাঃ ১০।৩৩।৩৯)

অপ্রাকৃত ব্রজবধূদিগের সহিত অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রাসক্রীড়া যে ধীর ব্যক্তি অপ্রাকৃত শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শুদ্ধমুখে শ্রবণ পূর্ব্বক অনুক্ষণ কীর্ত্তন করেন, তিনি অচিরে ভগবানে পরা ভক্তি লাভ করিয়া হৃদ্‌রোগ কাম অনতিবিলম্বে দূর করিতে সমর্থ হ'ন।

এই শ্লোকে 'ধীর', 'শ্রদ্ধান্বিত', 'অনুশ্রবণ' ও 'অথ বর্ণন', 'পরাভক্তি', 'হৃদ্‌রোগ' প্রভৃতি শব্দসমূহ বিশেষ অনুধাবনের বিষয়।

'রস'শব্দ হইতে 'রাস'-শব্দের উৎপত্তি। 'রস' ধাতুর অর্থ শব্দ করা, কীর্ত্তন করা। এতএব 'রাস' কৃষ্ণকীর্ত্তনময়, কৃষ্ণ-কোলাহলময়, কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণময় অপ্রাকৃত শব্দ-বিলাস-বিশেষ। শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—"রাসো নাম বহু-নর্ত্তকীযুক্তো নৃত্যবিশেষঃ" (ভাবার্থদীপিকা ১০।৩৩।১) শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু উক্ত শ্লোকের 'বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী'তে জানাইয়াছেন—

নটৈ র্গৃহীতকণ্ঠীনামহোঽনাত্তকরস্রিয়াম্।
নর্ত্তকীনাং তথেড্যেরাসো মণ্ডলীভূয় নর্ত্তনম্॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর সারার্থদর্শিনীতে বলিয়াছেন—

"নৃত্যগীত-চুম্বনালিঙ্গনাদীনাং রসানাং সমূহো রাসস্তন্ময়ী বা ক্রীড়া।"

সঙ্গীতসারে দেখিতে পাওয়া যায়—

নর্ত্তকীভিরনেকাভির্মণ্ডলে বিচিত্রিভূতিঃ।
যত্রৈকো নৃত্যতি নটস্তথৈবনীয়কং বিদুঃ॥
তথেবেদং তালবন্ধপ্রভিভেদেন ভূয়সা।
রাসঃ স্যান্ন নাবেঽপি বর্ত্ততে কিং পুনর্ভুবি॥

শতকোটি-ব্রজাঙ্গনা-পরিবেষ্টিত হইয়া যমুনা পুলিনে কার্ত্তিক পৌর্ণমাসীতে শ্রীকৃষ্ণ যে রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাহাতে রাত্রি ব্রহ্মরূপ বিস্তৃতা হইয়া আশ্রয়বিগ্রহগণের সহিত ব্রজনাগরের সেবা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য সমস্ত সঙ্গীতের ব্রজগোপীগণের কণ্ঠে যাত্রা করিয়াছিলেন। নাদ হইতে শ্রুতির জন্ম, শ্রুতি হইতে স্বরের জন্ম, স্বর হইতে মূর্চ্ছনার জন্ম, মূর্চ্ছনা হইতে তালের জন্ম। রাগের জননী জাতি ও সমস্ত রাগ রাসমণ্ডলে গোপীর আনুগত্যে মূর্ত্তিমন্ত হইয়া আশ্রয়-বিগ্রহের ভাবানুরূপ বিষয়বিগ্রহের সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। রসিকশেখর কৃষ্ণ ত্রিজগন্মাকর্ষী বংশীতে আলাপ করিয়া চেতনকে অচেতন, অচেতনকে চেতন করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনেশ্বরী বীণাযন্ত্রে এবং ললিতাদি সখীগণ নানা যন্ত্রে আলাপ করিয়া সাধারণ গলাইয়াছিলেন। অলঙ্কারশাস্ত্র-বিশারদ ভরতাদি মুনি পর্য্যন্ত যে সকল নাম, শ্রুতি ও স্বরাদির কথা কিছুই জানেন না, সেই সকল নাম, শ্রুতি প্রভৃতি আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে বিষয়বিগ্রহের সেবা করিয়াছিলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব, মানব, রাক্ষস প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণিজগতের যতপ্রকার বাদ্য আছে, সকল বাদ্য ঐকতানে বাদিত হইয়া ব্রহ্মাদিদেবতাকে পর্য্যন্ত মোহিত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের বংশী-বাদ্যধ্বনি শ্রবণে মহেশের বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভুবনমোহন-মনোমোহিনী শ্রীরাধা—অলাবনী বীণা, ললিতা—ব্রহ্মবীণা, বিশাখা—কচ্ছপী বীণা, চিত্রা—কুব্জবীণা, চম্পক-লতিকা—বিপঞ্চি, রঙ্গদেবী—ঘোষক, সুদেবী—ঘোষবতী, তুঙ্গবিদ্যা—কিন্নরী, ইন্দুলেখা—রুদ্রবীণার প্রভৃতি অপ্রাকৃত বাদ্য বাজাইয়াছিলেন। ত্রিলোকে যে সকল নৃত্যের প্রচার হয় নাই, এরূপ কত কত অদ্ভুত নৃত্যবিলাস, অঙ্গাভিনয় ও উপাঙ্গাভিনয় সেই রাসমণ্ডলে এক অদ্বিতীয় ভোগ্য সেই রসিকশেখরের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিধান করিয়াছিল। ইহা কেবল অতীতকালের ঘটনা নহে, অনন্ত বর্ত্তমানকালের নিত্য ঘটনা; তাই শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু গোপালচম্পূতে গাহিয়াছেন—

কৃষ্ণায়াঃ পুলিনং গতেন রমণেনাপূর্ণি কামস্তদা
তেনামুষ্য মনস্তথা প্রতিপদং তেন যাং চক্ষুষোঃ।
তেনাস্যাস্তদমনাসমুদ্ভবতেনাথ পূর্ণং পরং
সর্ব্বং পর্ব্ব চ তদ্ব্রজে কিমপরং নাস্যাপি বিশ্রাম্যতি॥
(গোপালচম্পূ পূঃ ২৬, পূঃ ৮)

অর্থাৎ গোপীগণ মণ্ডলাকারে অবস্থান করিলে যমুনা পুলিনস্থিত শ্রীকৃষ্ণ অভিলাষ পূরণ করিলেন। সেই পুলিন শ্রীকৃষ্ণের মন পরিপূর্ণ করিল। এরূপ মনঃপূরণ-দ্বারা

নেত্রদ্বয় অমুকূল পূর্ণ হইল, পরে সেই নেত্র-যুগল-দ্বারা সুন্দরী ব্রজাঙ্গনাগণ পরিপূর্ণ হইলেন পরে সেই গোপীগণের দ্বারা পূর্ব্বরাগের সমস্ত উৎসব পরিপূর্ণ হইল। এবিষয়ে অধিক আর কি বলিব, অদ্যাপি সেই সকল পূর্ব্বকালীন পক্ষের নিবৃত্তি হয় নাই অর্থাৎ এখনও শ্রীকৃষ্ণ সেই রাসলীলা করিতেছেন।

গৌরীকৃষ্ণৌ গৌরীকৃষ্ণাধিষ্ঠিতয়োঃ পক্ষে পক্ষে মুহুঃ।
মুক্তাকারে বংশীবলসী রাধাসঙ্গী হরৌ জয়ী॥
স বিবিধরমনিতা-চুটী-ধর্ষণি বহুপ্রেয়সী তথা কক্ষে।
তথাপি চ রাধাজল্পিতপক্ষে তত্তাপহরঃ কৃষ্ণঃ॥

(গোপালচম্পূ পূঃ ২৬শ, পূঃ ১০, ১১)

'গৌরী ও কৃষ্ণ', 'গৌরী ও কৃষ্ণ'—এইরূপ মণ্ডলাকার লক্ষ লক্ষ যুগলের মধ্যে বংশীবাদক রাধাসঙ্গী শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করিলেন। যদিও বিবিধ রমণীগণ রাসমণ্ডলে উপস্থিত থাকায় শ্রীকৃষ্ণের বহুতর প্রেয়সী হইয়াছিল, তাহা হইলেও শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণস্বরূপ এবং অপর রমণীগণকে উহারই কায়া বা মূর্ত্তি বলিয়া আমি মনে করিতেছি। এই প্রসঙ্গই রায়রামা মহাপ্রভুর নিকট কীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

শতকোটী-গোপী-সঙ্গে রাস-বিলাস।
তার মধ্যে এক-মূর্ত্ত্যে রহে রাধা-পাশ॥
সাধারণ প্রেমে দেখি সর্ব্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল-প্রেম হইল বামতা॥
ক্রোধ করি' রাস ছাড়ি' গেলা যান করি'।
তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হৈল হরি।
সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা।
রাসলীলা-বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা॥
তাঁহা বিনা রাসলীলা নাহি তাঁর চিত্তে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে॥
ইতস্ততঃ ভ্রমিয়া কাঁহা রাধা না পাঞা।
বিস্তার করেন কামবাণে চিত্ত হঞা।
শতকোটি গোপীতে নহে কাম-নির্ব্বাপণ।
তাহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৮।১০৮-১১)

গোপালচম্পূর রাসবিলাস-বিস্তারে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু বলিতেছেন—

সাক্ষাৎ তেন পরাক্রমৈকচতিপরাজ্ঞাং নির্ম্মিধ্যাপাদি।
যাথীকৃতা বিবিধরাগবলনাং বন্দামহে রাধিকাম্॥

(গোপালচম্পূ পূঃ ২৬, পূঃ ৫৭)

শিব, ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রমুখ স্বর্গবাসী দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের যে গান শুনিয়া বারংবার মোহিত হইয়াছিলেন, সেই প্রিয়তম কৃষ্ণকে বশীভূত করিয়া যিনি গান করিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত অন্যান্য গোপীগণ অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিলেন। ঐ সকল গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণ রাস রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি উহাকে বিকল করিয়াছিলেন, আমরা সেই শ্রীরাধিকাকে বন্দনা করি।

রাধা স্বকান্তং বশিতং বিধায় মিঃশেষমাক্রীড়তি
তেন সার্দ্ধম্।
নাহং তথেতীব শিবাশিবাত্মনৌ নিলীনার্দ্ধ-
তনুজল্পতেন॥
অর্দ্ধেনার্দ্ধেন তয়া ব্যতিমিলনবতো রুদ্রযোষেষু তাবঃ
কাবাক্টৈস্তর্কাতে যঃ স পুনরিহ ময়া মন্যতাং তদ্যথানঃ।
প্রেম্ণা যৌ পূর্ণরূপৌ ত্রিজগতি বিদিতৌ রাধিকা-
মাধবাখ্যৌ
পূর্ণাভ্যাং তাভ্যামুপাত্তিতরসঘনয়োর্নাবপীত্যেতি-(তী)-
তং ন॥

(গোপালচম্পূ পূঃ ২৬, পূঃ ৬১, ৬২)

শ্রীরাধা নিজকান্তাকে বশীভূত করিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার সহিত ক্রীড়া করেন, কিন্তু আমি সেরূপ নহি, ইহা বলিয়াই পার্ব্বতীদেবী মহাদেবের মধ্য শরীরে অর্দ্ধাঙ্গরূপে লীন হইয়াছিলেন। অথবা অর্দ্ধ অর্দ্ধ শরীরে শিব ও শচীর পরস্পর মিলন হওয়ায় তাঁহাদের ঐ তত্ত্ব আখ্যাত পণ্ডিতগণের তর্কের বিষয় হইয়াছে। আমি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার সম্বন্ধে পুনরায় সেই ভাব বলিতেছি। পার্ব্বতী ও শিব বিচার করিয়াছেন, যে অপ্রাকৃত যুগলের রূপ প্রেমে পূর্ণ ও যে দুইজন ত্রিভুবনে বিখ্যাত, সেই রাধা ও মাধবের প্রেমে পূর্ণতম ভাব বিরাজিত, তাহা আমাদের দুইজনের যোগ্য নহে। রাধা ও মাধবের সহিত আমাদের দুইজনের কিছুতেই তুলনা হইতে পারে না। এইজন্যই আমাদের অপূর্ণত্ব প্রকাশিত হইয়াছে।

অতএব শ্রীরাধাই আশ্রয়শিরোমণি। সেই আশ্রয়ের সুখে আশ্রয়ের বিষয়বিগ্রহকে সুখী করিবার জন্য তৎপর

হওয়াই দেহধারী প্রাণিমাত্রের কর্ত্তব্য। এই জন্যই নিত্য-রাসলীলা গৌরসুন্দরাবনে অবতরণ করিয়াছেন—

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

(ভাঃ ১০।৩৩।৩৬)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জীবনিচয়ের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত যে গোলোকস্থ রাসলীলা প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া মনুষ্যদেহধারী প্রাণিমাত্রেই ভগবৎসেবাপর হইবে।

কনিষ্ঠাধিকারের সুযোগ প্রদানের জন্য পরমকারুণিক ভগবান্ মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি লীলাব্যতীতও রামাদি লীলা প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছেন, আবার রামাদি মানুষী লীলায় যে অপ্রাকৃত মধুর রসের চমৎকারিতা প্রদর্শনরূপে প্রকাশিত হয় নাই, তাহা জীববুদ্ধির গম্য না হইলেও এবং নিতান্ত দুর্লভ হইলেও ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য বিচারের তারতম্যে পারকীয় মধুর-রতির অতুলনীয় চমৎকারিতা প্রদর্শনের জন্য ব্রজনাগরলীলা গৌরসুন্দরাবনে প্রকাশিত হইয়াছেন। যদি কেহ আশ্রয়ের আনুগত্যে জীবাত্মার নিত্য ও অবশ্য-সেব্য প্রপঞ্চাতীত পরমশ্রেষ্ঠ অপ্রাকৃত পারকীয় মধুররসের সেবায় উদাসীন হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি ভগবৎ-সেবা ছাড়িয়া নশ্বর বৈষয়িকপটো অধঃপাতিত হইবেন। এইজন্যই "তৎপরো ভবেৎ" বাক্যের প্রয়োগ। অপ্রাকৃত মধুর রতিতে তৎপর না হইলে জীবের মধুর রতির বিপরীত ভোগ জড় সম্ভোগবাদ প্রবল হইয়া যাইবে। আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে একচেটীয়া-সম্পট-শিরোমণির কামের ইন্ধন হইতে না পারিলে তাহাকে জড়নাম্পট্য পশু অপেক্ষাও হীন করিয়া ফেলিবে, দুরারোগ্যরূপ পুরুষাভিমান তাহাকে মায়ার দুষ্কাষ্ঠের ছাগ করিয়া তুলিবে। একজই "ভবেৎ" শব্দের প্রয়োগ। এইরূপ অপ্রাকৃত বৎসলরতিতে বৎসল-রসাশ্রয়বিগ্রহগণের আনুগত্যে কৃষ্ণসেবা না করিলে ভোগ-প্রবৃত্তি মানবকে নশ্বর পুত্র-পৌত্রাদি-বাৎসল্যে অধঃপাতিত করিবে। এইরূপ নিত্যসিদ্ধকৃষ্ণসখাগণের আনুগত্যে কৃষ্ণকে একমাত্র বন্ধুজ্ঞান না করিলে ইন্দ্রিয়পরায়ণ নশ্বর বন্ধুগণ আসিয়া জীবকে অধঃপতিত করাইবে। এইরূপ জীব কৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধদাসগণের আনুগত্যে কৃষ্ণদাস্য না করিলে ভোগপর ইন্দ্রিয়ের ক্রীতদাস হইয়া নশ্বর দেহের কৃতাকৃতি করিতে করিতে ভীষণাদপিভীষণ নরকে পতিত হইবে। এইরূপ শাস্ত্রসের অপ্রাকৃত আশ্রয়বিগ্রহগণের আনুগত্যে কৃষ্ণকে অপ্রাকৃতলীলানুকূল নিরপেক্ষ বুদ্ধি না হইলে জীব কৃষ্ণবিমুখ হইয়া জড় বস্তুকে নিরপেক্ষ অর্থাৎ প্রশ্রব্ধতা-প্রাপ্তি নামক মোক্ষ বা নির্ব্বাণের দাস হইয়া নির্ব্বিশেষবাদী আত্মঘাতী হইয়া পড়িবে। কৃষ্ণলীলা-প্রবেশে যাহারই ঔদাসীন্য হইবে, তাহারই ঘাড়ে জড়রোগ বা পুরুষাভিমান-রূপ পিশাচী চাপিয়া বসিবে এবং তাহাকে চরমকল্যাণ হইতে বঞ্চিত করিবে, তাই ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর সুশীতল চরণচ্ছায়ার আশ্রয় লইয়া আমরা গোপীনাথ-স্থিতি গান করিতে শিক্ষা করিব—

গোপীনাথ, আমি ত' কাযের দাস।
বিষয়-বাসনা　　জাগিছে হৃদয়ে,
তাহাতে করম-ফাঁস॥
গোপীনাথ, কবে বা জাগিব আমি।
কামরূপ অরি　　দূরে তেয়াগিব,
হৃদয়ে স্ফুরিবে তুমি॥
গোপীনাথ, আমি ত' তোমার জন।
তোমারে ছাড়িয়া　　সংসার ভজিনু
ভুলিয়া আপন ধন॥
গোপীনাথ, তুমি ত' সকলি জান।
আপনার জনে　　করিয়া এখন
শ্রীচরণে দেহ স্থান॥

(কল্যাণকল্পতরু-বিজ্ঞপ্তি—৭৭ পৃঃ ৭ম সংস্করণ)

শ্রীরূপানুগবর শ্রীল কবিরাজগোস্বামী প্রভুর মঙ্গলা-চরণের প্রণামমন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া বলিব—

শ্রীমদ্বৃন্দাবনস্থো বরবটতটগো বেণুবাদ্যৈর্বিচিত্রৈঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ১।১)

রাসরসপ্রবর্ত্তক বংশীবট তটস্থিত শ্রীমদ্গোপীনাথ বেণুধ্বনিদ্বারা গোপীগণকে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

আমাদের পরমগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ উত্থান একাদশী দিবসে নিত্য রাসলীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া আমরা শ্রবণ করিয়াছি। রাসরসিক মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্যমূর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দর

গৌড়ীয়

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপে শ্রীবাস অঙ্গনে সঙ্কীর্তন-মহারাস প্রকাশ করিয়াছিলেন। গৌরবাণী সেই কীর্তনরাস বা হরিকীর্তন-কোলাহলই জগতে বিস্তার করিয়া স্বরূপরূপা-রূপ ভক্তিবিনোদ-ধারার ভূতলে শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট স্থাপন করিতেছেন। আমরা ক্ষুদ্র জীব, নিজের দুষ্কর্মে প্রপীড়িত, পুরুষাভিমানরূপ অনর্থগ্রস্ত, মায়ামুগ্ধবিগ্রহ অপ্রাকৃত রাসরসিকের রাসে আমাদের যোগ্যতা নাই, তবে আমরা গ্রন্থিত শ্রীগুরুকৃপায় রাগমার্গবাসা প্রাপ্ত হইয়াছি। ঔদার্যবিগ্রহ-শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর কীর্তনরাস কৃপাপূর্বক আমাদের কর্ণপ্রান্তে অনুক্ষণ নৃত্যবিলাস করিতেছেন। যদি সুবুদ্ধি হই, তবে এই ঔদার্যবিগ্রহের কীর্তন-রাসমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া "যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ"—এই আদেশবাণী সফল করিতে পারিব—এমন কি যাবতীয় বাধবিঘ্নবিদলিতকারী প্রভুর কৃপায় ভজনসাম্রাজ্যের পরেও শ্রীবৃন্দের রাসোৎসবে প্রবেশাধিকার পাইবার আশাবন্ধ পোষণ করিতে পারিব, শ্রীকুণ্ডরাসোৎসবের অধিকতর চমৎকারিতা আশ্রয়-বিগ্রহের কৃপায় উপলব্ধি করিতে পারিব। ক্ষুদ্রজীব আমরা, শ্রীল শ্রীজীবপ্রভুর গান উদ্ধার করিয়াই শ্রীশ্রীরাস-বিহারীর জয়গান করি—

কবিকৃতনিশ্চয়। শুভযশশ্চয়
মালাসমূহহারিন্।
জয় জয় জয় জয় জয় জয়
জয় জয় রাসবিহারিন্॥
(গোপালচম্পূ—পূঃ ২৩, পূঃ ৪৯)

হে কৃষ্ণ! কবিগণ তোমার নির্মল যশোরাশিকে মুক্তামালা ও বনমালা বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, তুমি সেই সকল হার ধারণ করিয়া থাক। হে রাসবিহারিন্! তোমার অন্যথা জয় হউক, জয় হউক।

—:০:—

অন্তরঙ্গ

বৈষ্ণব-সাহিত্যে 'অন্তরঙ্গ'-শব্দটির বিশেষ প্রচলন আছে। অন্তরঙ্গ-শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ—বহিরঙ্গ। অন্তঃ + অঙ্গ = অন্তরঙ্গ অর্থাৎ নিজজন, আপনার লোক, পরমাত্মীয়। বহিঃ + অঙ্গ = বহিরঙ্গ—অনাত্মীয় বা বাহিরের লোক। বৈষ্ণবকোষে 'অন্তরঙ্গ' শব্দের তাৎপর্য্য—**অযুথাশ্রিত সমচিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট, সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ**; আর তদ্বিপরীত চিত্তবৃত্তিযুক্ত ব্যক্তি—বহিরঙ্গ।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিষয় ও আশ্রয়ের সম্বন্ধ লইয়াই 'অন্তরঙ্গ' ও 'বহিরঙ্গ'-শব্দের ঐরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। বিষয়ের সহিত একান্ত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া বিষয়ের মনোহভীষ্ট-পরিপূরণের জন্য সর্বক্ষণ সর্বেন্দ্রিয়কে নিযুক্ত করিয়া জীবন-ধারণই অন্তরঙ্গের একমাত্র স্বভাব। বিষয়ের সুখতাৎপর্য্যপরতা ব্যতীত পৃথগ্‌ভাবে তাঁহার কোন প্রকারই চেষ্টা বা অবস্থান নাই। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা—সকলই বিষয়ের সেবার উপকরণ, ইহা যে আশ্রয়ের স্বাভাবিক বৃত্তিরূপে অনুক্ষণ প্রকাশিত, তিনিই অন্তরঙ্গ-পদবাচ্য। এই অন্তরঙ্গতা কোন কৃত্রিম উপায়ে অর্জন করা যায় না। ইহা নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ-বৃত্তি।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীল রামোদরস্বরূপ গোস্বামি-প্রভুকে মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ বা অন্তরঙ্গ বলিয়াছেন। কারণ স্বরূপ-দামোদর মহাপ্রভুর সহিত সমচিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট। অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ মহাপ্রভুর চিত্তবৃত্তির সহিত সম্ভোগ-চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির মিলন হইতে পারে না। যিনি সর্বতোভাবে সর্বাংশে সর্বক্ষণ মহাপ্রভুর সেই বিপ্রলম্ভরসের পুষ্টি করেন, তিনিই তাঁহার অন্তরঙ্গ। ইহাতে কোন বাহ্য বিচারের অবকাশ নাই। স্ত্রী বা পুরুষ, গৃহস্থ বা সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ বা শূদ্র—এই সকল বাহ্য পোষাকের কোনপ্রকার বিচার অন্তরঙ্গের বিচারে নাই। শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু বাহ্য-দর্শনে ত্যাগীর বেশ ধারণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ অন্তরঙ্গ ভক্তের মধ্যে গণিত; আবার শ্রীরায় রামানন্দ বিষয়ী গৃহস্থ বা ব্রাহ্মণেতর-কুলে আবির্ভূত থাকিবার লীলা প্রদর্শন করিয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ অন্তরঙ্গ ভক্ত। সাধ্বী মাতা বাহ্য-দর্শনে স্ত্রীলোক হইয়াও মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তের মধ্যে গণিতা। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীস্বরূপ গোস্বামি-প্রভুর কথা এইরূপ লিখিয়াছেন,—

স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
•
রাধিকার ভাব-মূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে সুখ-দুঃখ উঠে নিরন্তর॥
• •
মনে যেই ভাব উঠে প্রভুর হৃদয়।
সেই গীত-শ্লোকে সুখ দেন দামোদর॥
—(চৈঃ চঃ অ ৯ ১০৫-১০৮, ১১০)

আবার অন্যত্র কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন,—

রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান।
বিরহ-বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ॥
• • •
তাঁ'র সুখ-হেতু সঙ্গে রহে দুই জন।
কৃষ্ণরস-শ্লোক-গীতে করেন সাধন॥
সুখন যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণসুখের সহায়।
গৌরসুখদান-হেতু যৈছে রায়-স্বরূপ॥
পূর্ব্বে যৈছে রাধার ললিতা সহায় প্রধান।
যৈছে স্বরূপ-গোসাঞি রাখে প্রভুর প্রাণ॥
দুই জনার সৌভাগ্য কহন না যায়।
'প্রভুর অন্তরঙ্গ' বলি' যাঁরে লোকে গায়॥
—(চৈঃ চঃ অ ৩।৬, ৮-১১)

উপরি-উক্ত পদসমূহ হইতেও আমরা বুঝিতে পারি যে, বিষয়ের সুখানুসন্ধান-পরতা ও সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্টতাই অন্তরঙ্গতার লক্ষণ। যেখানে বিষয়ের সহিত আশ্রয়ের সমচিত্তবৃত্তি নাই, অথচ বিষয়ের সুখানুসন্ধান-চেষ্টার ছল বা অভিনয় আছে, তাহা কিন্তু অন্তরঙ্গতার লক্ষণ নহে। **সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধতা ও স্বয়ূথাশ্রিত সমচিত্তবৃত্তিই অন্তরঙ্গতার স্বরূপলক্ষণ।**

কেহ কেহ মনে করেন, যিনি বা যাঁহারা গুরুবৈষ্ণবের ইচ্ছানুরূপ বাহ্যতৎপরতা প্রদর্শন করেন, কিংবা তাঁহাদের দৈহিক পরিচর্য্যাদি করিয়া থাকেন, বা অনুক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, তাঁহারাই অন্তরঙ্গ। সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট না হইয়া আচার্য্যের ইচ্ছানুরূপ চেষ্টার বাহ্য অভিনয় করিলেও তাঁহাকে অন্তরঙ্গ-শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে না। ভুবন-পূজিতা দুর্গা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের জন্য গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ নিরন্তর চেষ্টা করিয়াও 'বহিরঙ্গা' শক্তি বা 'ছায়াশক্তি'-নামে অভিহিতা হইয়াছেন। দুর্গাদেবী কতই না কর্ম্মতৎপরতা ও বিক্রম প্রদর্শন করিয়া ভগবানের বাহ্য-বপুস্বরূপ এই জগতের সেবায় নিযুক্ত আছেন। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়াদি কার্য্য-দ্বারা কত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত জীবের চমৎকারিতা বিধান করিতেছেন, কত অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু তিনি বহিরঙ্গা বা আবরিকা শক্তি বলিয়াই পারতপক্ষে দ্বারা অভিহিত হইয়াছেন। যাঁহারা বপুকে অধিক আদর করেন, —এরূপ চতুর্দ্দশ ভুবনের লোক কিন্তু এই বহিরঙ্গা শক্তিকেই 'অন্তরঙ্গা শক্তি' বলিয়া প্রচার এবং নিজদিগকে তাঁহার 'অন্তরঙ্গ ভক্ত' বলিয়া ঘোষণা করিতেও ত্রুটি করিতেছেন না। কিন্তু একান্ত গোবিন্দ-সেবাতৎপর ব্রহ্মার বাণীতে আমরা শুনিতে পাইতেছি,—

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥
(ব্রঃ সং ৪৪)

স্বরূপশক্তি অর্থাৎ চিচ্ছক্তির ছায়াস্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী মায়াশক্তিই ভুবন-পূজিতা দুর্গা। তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

অতএব ইচ্ছানুরূপ চেষ্টার অভিনয়মাত্রই অন্তরঙ্গ সেবা নহে, আর বিরাট কর্ম্মতৎপরতা বা তাহা কোনটিই সেবার লক্ষণ নহে; সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণবের মনোহভীষ্ট আচার ও প্রচারই অন্তরঙ্গ ভক্তের স্বভাব। ঠাকুর নরোত্তম শ্রীস্বরূপগোস্বামি-প্রভুকে শ্রীচৈতন্যের মনোহভীষ্ট-সংস্থাপক অন্তরঙ্গ নিজ-জন বলিয়া জানাইয়াছেন,—

শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥

যিনি পৃথিবীতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মনোহভীষ্ট স্থাপন করিয়াছেন, সেই স্বয়ং রূপগোস্বামী কবে আমাকে স্বীয় চরণ-সমীপে স্থান প্রদান করিবেন।

শ্রীরূপ মহাপ্রভুর সহিত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যের মনোহভীষ্ট ভূতলে স্থাপন করিয়াছেন বলিয়াই তিনি

মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ। শ্রীনরোত্তম-প্রভৃতি গৌরপার্ষদ মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভরসের পরিপোষক। এই বিপ্রলম্ভরস-আস্বাদন-সেবার তাঁহাদের স্থূলদেহে শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট-স্থাপন। শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট-সেবার জন্য তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ বিপ্রলম্ভই বহির্জগৎ দৃষ্টিতে 'বৈরাগ্য' বলিয়া বিবেচিত। বস্তুতঃ বিরাগ বলিয়া কোন কথা তাঁহাদের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। সম্ভোগ-চেষ্টা থাকিলেই তথায় বিরাগ-কথার সার্থকতা হয়। তাঁহাদের নিত্য-সিদ্ধভাবই শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্টের সহিত একতাৎপর্যপর, এই জন্যই তাঁহারা অন্তরঙ্গ। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রার্থনা-গীতিতেও বলিয়াছেন,—

গৌর-প্রেমরসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, 'হা গৌরাঙ্গ' বলে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তাঁর সঙ্গ॥

গৌরপ্রেমরসার্ণব বিপ্রলম্ভরস-সমুদ্র। সম্ভোগবাদে অন্যাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত প্রভৃতি অভক্তি এবং মিশ্র ভক্তির বহুরূপী তৎপরতা অনুস্যূত রহিয়াছে। এই সকল যাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তিনি শুষ্কভক্তপদবাচ্য বা শুষ্কবৈষ্ণব। মহাজনের ভাষায় বলিতে গেলে—

কনক-কামিনী- প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী
ছাড়িয়াছে যা'রে সেই ত' বৈষ্ণব।

এইরূপ শুষ্কভক্ত বা শুষ্কবৈষ্ণবে যখন অপ্রাকৃত মধুর-রসের অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভরস-প্রাচুর্য প্রকাশিত হয়, তখনই তিনি 'অন্তরঙ্গ-ভক্ত' পদবাচ্য। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শুষ্কভক্ত ও অন্তরঙ্গ-ভক্তের বৈশিষ্ট্য অনুভাষ্যে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

"মধুর-রসে নিত্যাশ্রিত ভক্তগণই শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ সেবক। সেই শুষ্কভক্তগণ যখন শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি অত্যন্ত প্রীতি-বিশিষ্ট হন, তৎকালেই তাঁহারা অন্তরঙ্গ-ভক্তের আশ্রয়ে মধুর-রসাশ্রিত হন। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা'র আদিতে এই কথা পরিস্ফুট হইয়াছে—'গৌরাঙ্গ' বলিতে হ'বে পুলক শরীর। 'হরি হরি' বলিতে নয়নে ব'বে নীর॥ আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে। সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥ বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন। কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥ রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি। কবে হাম বুঝব সে যুগল-পিরীতি॥

'শুষ্কভক্ত' ও 'অন্তরঙ্গভক্তে'র বৈশিষ্ট্য-বর্ণনে শ্রীরূপপাদ তৎকৃত 'উপদেশামৃত'-গ্রন্থে সাধক জীবের ক্রমোৎকর্ষ এরূপ লিখিয়াছেন—'কর্ষিতাঃ পরতো হর্ষং প্রিয়ন্তরা বাক্যিং যদুর্জামিনস্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈক-নিষ্ঠাস্ততঃ। তেভ্যোস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোপি সা রাধিকা প্রেষ্ঠা তদ্বিদ্যং তদীয়রসিকৌ তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥

যাঁহারা অন্যাভিলাষিতা শূন্য হইয়া যাঁহা কৃষ্ণানুশীলন-বৃত্তিকে কর্ম বা জ্ঞানের আবরণে আবৃত করেন না, তাঁহারা শুষ্কভক্ত; কেবল-মধুর-রসাশ্রিত ঐকান্তিক ভক্তগণই অন্তরঙ্গ-ভক্ত। শুষ্কভক্ত-বিশেষই অন্তরঙ্গ-ভক্ত।"

সাধারণ জীব অন্যাভিলাষিতা ও কর্মজ্ঞানের আবরণ পরিত্যাগ করিয়া শুষ্কভক্তই হইতে পারে না, অন্তরঙ্গ ভক্ত হওয়া ত' দূরের কথা। অথচ, আমরা সকলেই অন্তরঙ্গ ভক্ত' বলিয়া প্রচারিত হইতে উৎসুক!! কে কতটা চালাকি করিয়া অন্তরঙ্গ ভক্ত হইব, তজ্জন্য নানাপ্রকার অনৈষ প্রতিযোগিতারও আমাদের ত্রুটী নাই। শুষ্কভক্ত-বৈষ্ণবের চিত্তবৃত্তির সমীপে উপস্থিত হইবার জন্য আমাদের আদৌ মাথা নাই, কিন্তু 'অন্তরঙ্গ ভক্ত' বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য আমরা অধিকতর ব্যস্ত, ব্যস্ত!! ইহা এক-প্রকার সম্ভোগবাদ। এইরূপ প্রচেষ্টাও অন্যাভিলাষিতা-মাত্র। এইরূপ শ্রেণীর ব্যক্তি অন্তরঙ্গ ভক্ত হওয়া দূরে থাকুক, কোটি কোটি জন্মে শুষ্কভক্ত হইতে পারিবেন কি না সন্দেহ; অর্থাৎ এইরূপ মিশ্রভক্তির প্রচেষ্টাও পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত কিছুতেই শুষ্কভক্তপদবাচ্যই হইতে পারিবেন না। অন্তরঙ্গা ভক্তি আশ্রয়বিগ্রহের বিশেষ-কৃপার ফল। শ্রীল জগদানন্দ প্রেমবিবর্তে জানাইয়াছেন,—

অন্তরঙ্গ-ভক্তি মনে, নেহে কিছু নয়।
কুটিনাটি-বলে দূর আচরণ হয়॥
সেই সব অসৎসঙ্গ দূরে পরিহরি'।
কৃষ্ণ ভজে শুষ্কভক্ত নিজদেহ ধরি'॥

প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষের অতীত অধোক্ষজ-বিচারে উপস্থিত হইলে শুষ্কভক্ত হওয়া যায়। আর

অধোক্ষজের পরবর্ত্তী অপ্রাকৃত বা কেবল-বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইলে অন্তরঙ্গ-সেবাবৃত্তি প্রকাশিত হয়। অন্তরঙ্গ ভক্তে প্রাকৃত-নিষেধক ভাবনার নাই, উহাতে আছে কেবলতা অর্থাৎ মূল আশ্রয়বিগ্রহের কেবল সেবাসুখ-তাৎপর্য্য-পরতা। ললিতাদি অষ্টসখীগণ, শ্রীরূপ প্রভৃতি মঞ্জরীগণ সকলেই শ্রীরাধিকানবীর সহিত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ও মূল আশ্রয়-বিগ্রহের সুখতাৎপর্য্যে কেবলা বৃত্তিবিশিষ্টা বলিয়া অন্তরঙ্গ-পদবাচ্য।

শ্রীরূপানুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু বা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় মহাপ্রভুর প্রকটকালে আবির্ভূত না হইয়াও মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ অন্তরঙ্গভক্ত; কেন-না, তাঁহারা মহাপ্রভুর সমচিত্ত-বৃত্তি-বিশিষ্ট ও কেবল-ভাবযুক্ত। শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামি-প্রভু শ্রীস্বরূপ ও শ্রীরূপের অন্তরঙ্গ ভক্ত। মহাপ্রভুর উচ্চারিত ভাষ্যপ্রকাশের "যঃ কৌমার-হরঃ" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভু বুঝিতে পারিয়া "প্রিয়ঃ সোঽয়ং" শ্লোক রচনা করিয়া মহাপ্রভুর অন্তরে গমন করিবার আদর্শ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সহিত এই সমতাতাৎপর্য্যযুক্ত স্নিগ্ধভাব ও সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্টতাই শ্রীরূপের অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করিয়াছে।

স্বরূপে পুছেন প্রভু হঞা বিস্মিতে।
মোর মনের কথা রূপ জানিল কেমতে॥
স্বরূপ কহে,—যাতে জানিল তোমার মন।
তাতে জানি,—হয় তোমার কৃপার ভাজন॥
প্রভু কহে,—তারে আমি সন্তুষ্ট হঞা।
আলিঙ্গন কৈলুঁ সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিঞা॥
যোগ্যপাত্র হয় গূঢ়রস-বিবেচনে।
তুমিও কহিও তারে গূঢ়রসাখ্যানে॥
—(চৈঃ চঃ ম ১৮।১১-১৪)

সহজিয়াবাদিগণ 'অন্তরঙ্গ'-শব্দটি মুখে উচ্চারণ করিলেও অন্তরঙ্গ-শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে না। "শ্রীস্বরূপরূপের আনুগত্য ব্যতীত মহাপ্রভুর পাদপদ্ম-সেবা বা কৃষ্ণপ্রেম-লাভ হয় না,"—এই কথা শুনিলে তাহারা অট্টহাস্য করিয়া থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা অকপটে শ্রীস্বরূপ-রূপের একান্ত পক্ষপাতী, তাঁহারাই অন্তরঙ্গ-ভক্তশ্রেণীতে গণিত। শ্রীস্বরূপদামোদর এই জন্য স্বরূপ-রূপানুগবর অর্থাৎ শ্রীস্বরূপ-দামোদর ও শ্রীরূপের অনুগতগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হন। তবে অবৈধ অনুকরণ করিয়া ইহার চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে ঐরূপ উপাধিতে ভূষিত করিলে বিচারান্ধ ব্যক্তিকে মসী-পুঞ্জে লক্ষিত করিবার চেষ্টার ন্যায় হইবে।

মহাপ্রভুর প্রকটকালেও কতকগুলি ব্যক্তি শ্রীস্বরূপ-রূপের আনুগত্য স্বীকার না করিয়াও মহাপ্রভুর ভক্ত হওয়া যায়, এমন কি, অন্তরঙ্গশ্রেণীতে গণিত হওয়া যায়—এইরূপ অসচ্চিন্তাস্রোতে দাবিত হইয়াছিলেন। উৎকলের অভিজাতী জগন্নাথবাসের বিল্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের মত এই যে, "জগন্নাথবাস মহাপ্রভুর একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন, কিন্তু শ্রীরূপ, শ্রীজীব প্রভৃতি গোস্বামিগণ ঈর্ষাপরবশ হইয়া জগন্নাথবাসকে 'অন্তরঙ্গ ভক্ত' বলিয়া স্বীকার করেন নাই।" জগন্নাথবাসের আচার, বিচার ও সিদ্ধান্ত অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি মহাপ্রভু বা ঠাকুর হরিদাসের চিত্তবৃত্তি হইতে যে কতটা পৃথক্ ছিল, তাহার ঐরূপ বক্রযুক্তির মীমাংসা করিয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট। মহাপ্রভু ও শ্রীহরিদাস গোস্বামিপ্রভুর চিত্তবৃত্তি ছিল—স্বরূপরূপের বিচারের, আর জগন্নাথবাসের চিত্তবৃত্তি ছিল—সার্ব্বভৌমের সংশ্লিষ্ট। শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃহদ্ভাগবতামৃতীয় ভাব ও কান্তিতে বিভাবিত থাকিলেও আপনাকে কখনও মূল আশ্রয়-বিগ্রহ 'শ্রীরাধিকা' বলিয়া বিচার করেন নাই, তিনি আপনাকে গোপীর কিঙ্করী বলিয়াই বিচার করিয়াছেন; কিন্তু জগন্নাথবাস প্রভৃতির চরিত্র সেই আদর্শের বিপরীত। বিল্ব-বাস কবীন্দ্র প্রভৃতি সমসাময়িক ব্যক্তিগণের চরিত্রেও স্বরূপ-রূপানুগতা প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর প্রভৃতি রূপানুগ আচার্য্যগণ তাঁহাদের সম্বন্ধে অন্তরঙ্গ বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বরূপ-রূপানুগবর ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভময়ী চিত্তবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকিয়া সম্ভোগময় চিত্তস্রোতে নির্জ্জন-ভজনের অভিনয়, সেবা-সঙ্কল্পের অভিনয়, আনুষঙ্গিক প্রচারের অভিনয় ও শ্রীরূপ-রঘুনাথের গ্রন্থাদি পাঠের অভিনয় করিয়াও, এমনকি, কেহ কেহ ভক্তিবিনোদ-শ্রেষ্ঠ বা অন্তরঙ্গ প্রভৃতি বলিয়া আপনাদিগকে প্রচার করিয়াও প্রাকৃত-সহজিয়ার আদর্শ হইয়া রহিয়াছে!

শ্রীস্বরূপ ও শ্রীরূপের চিত্তবৃত্তি মহাপ্রভুর সহিত এক-তাৎপর্য্যপর ছিল বলিয়াই—

গীত, শ্লোক, প্রশ্ন, কবিত্ব, যেই কহি আনে।
প্রথমে শুনায় সেই স্বরূপের স্থানে॥
স্বরূপ-হৃদয়ে উঠয়ে যদি, হয় তাঁর মন।
তবে মহাপ্রভু-হৃদয়ে করায় শ্রবণ॥

—(চৈঃ চঃ অ ৪।৯৫-৯৬)

যখন কোন অধিমর্ত্য আচার্য্য ভগবন্মনোহভীষ্ট কৃষ্ণলে স্থাপনার্থ গোলোক হইতে ভূলোকে অবতরণ করেন, তখন তাঁহার মনোহভীষ্টের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ উভয় উদ্দেশ্যই থাকে। আমরা শ্রীস্বরূপ গোস্বামিপ্রভুর কড়চার বাক্য হইতে আচার্য্যলীলাভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্রেও এই সিদ্ধান্তের সাক্ষ্য পাই। যাহা মনোহভীষ্ট-পূরণের মূল সহায়ক বা বপুগত চেষ্টা, তাহাই আচার্য্যের মনোহভীষ্টের বহিরঙ্গ। সেই বহিরঙ্গ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য আচার্য্যের যে-সকল সহায়ক স্ব-স্ব-চিত্তবৃত্তি-অনুযায়ী যোগ্যতা লইয়া উপস্থিত হন, তাঁহারা আচার্য্যের বহিরঙ্গ সেবক। অধিকার-বিশেষে সেই বহিরঙ্গ সেবকেরও প্রয়োজনীয়তা ও যোগ্যতা আছে। যেমন কোন আচার্য্য যখন ভূতলে অপ্রাকৃত ভগবৎকথামৃত বিতরণ করেন, তখন সকলেই যে তাঁহার বাণীর তাৎপর্য্য আচার্য্যের চিত্তবৃত্তির অনুগত হইয়া বুঝিতে পারেন, তাহা নহে; কেহ কেহ অর্চ্চনাদি আড়ম্বর, মঠ-মন্দিরাদির সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন, ভোজন-বিলাস, পণ্ডিত্যবিলাস কিম্বা তৎপ্রতিযোগী নির্জ্জনতা, মূর্খতা, বা বিভিন্ন প্রকার সুবিধা-সংগ্রহার্থ আলস্যময় জীবন-যাপনকেও আচার্য্যের প্রচারের উদ্দেশ্য বলিয়া বরণ করিয়া লন। অনেকে মহামহোৎসবে চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয়ে আকণ্ঠ হইয়া কিংবা মঠ-মন্দিরাদির উৎকৃষ্ট সৌধ দর্শন করিয়া ও নানাপ্রকার ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ভক্তিমুদ্রা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ঐশ্বর্য্য-ধাতুযুক্ত ব্যক্তি আচার্য্যের বাণীর অন্তরে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইয়া আড়ম্বরপূর্ণ কার্য্যেই অধিক উৎসাহবিশিষ্ট হন। আবার আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি অনাড়ম্বরময় আলস্যকেই তাঁহাদের স্বভাবগত ধাতু-অনুসারে আচার্য্যের মনোহভীষ্ট বলিয়া বিচার করেন।

আচার্য্যের সহিত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া তাঁহার সেবার্থ যে অখিল চেষ্টা, উৎসাহ, উদ্যম, তাহা কিছু আড়ম্বর বা অনাড়ম্বরপূর্ণ কর্ম্মতৎপরতা নহে; কারণ সেইরূপ তৎপরতার মধ্যে একমাত্র অধিষ্ঠান স্বরাট্-লীলা-পুরুষোত্তমের প্রকাশবিগ্রহ নিতান্তিক অন্বয় গুরুপাদপদ্মকেই প্রতিষ্ঠিত করিবার অখিল চেষ্টা থাকে; নিজের কোনরূপ সুবিধাসংগ্রহ বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা পৃথগ্‌ভাবে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা থাকে না। যদি পৃথগ্‌ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠাশা বা কোনরূপ প্রচ্ছন্ন সুবিধা-সংগ্রহের জন্য উদ্যম দেখা যায় এবং ঐ উদ্যমকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে গুরুমনোহভীষ্ট-সেবা বলিয়াই চালাইবার অভিসন্ধি থাকে, তাহা হইলে উহাকে অন্তরঙ্গসেবা বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। এমনও শুনা যায় যে, কোনপ্রকার প্রচ্ছন্ন সুবিধা-সংগ্রহের জন্য মহাগুরুদেবের দৈহিক সেবা কিংবা তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কোন কোন কার্য্যের জন্য তৎপরতা ও উদ্যমাদি দেখা গিয়াছে; কিন্তু সেরূপ সেবোৎসাহের অভিনয় অকৃত্রিম বলিয়া ধরা যাইতে পারে না অর্থাৎ তাহাতে প্রচ্ছন্ন অন্যাভিলাষ আছে। শ্রীস্বরূপ-রূপের চিত্তবৃত্তি ঐরূপ নহে। ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়া তাঁহা হইতে কিছু গোপন করিয়া লইব এবং তাঁহার ঘরে চুরি করিব, বা অপরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিব, সেরূপ চিত্তবৃত্তি আমাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যে ভাবেই থাকুক, তাহা অকৃত্রিম সেবার লক্ষণ নহে, অন্তরঙ্গ সেবা ত' দূরের কথা!

প্রতিষ্ঠান বা Structure (বপু), দ্বারা লোক-সংগ্রহ হয়, তাহা ভগবন্মনোহভীষ্ট-প্রচারের বহিরঙ্গ। এই Structure বা বপুর সহিত স্বভাবতঃই পন্থানীতি বা Commercial interest আসিয়া পড়ে ও তাহা হইতেই মতভেদ বা স্বজনভেদ উপস্থিত হয়। বপু বা বহিরঙ্গে সময় সময় বঞ্চনা থাকাও কিছু অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু 'অন্তরঙ্গ প্রচার' জিনিষটা—স্বতত্ত্ব-বিতরণ বা স্বাতীষ্ট-দান। এই স্বাতীষ্ট-দানের অধিকার সমচিত্ত-বৃত্তির অনুসরণ ব্যতীত অন্য উপায়ে লাভ হয় না এবং ধাতাও অনেক বাজাইয়া দেখিয়া তাহা দান করিয়া থাকেন।

অনেক সময় অনেক ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রভৃতি দেখিতে আসেন, কেহ কেহ আচার্য্য-দর্শনেও আসিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা ভোক্তৃ-অভিমানে

Structure বা কাঠামোকেই মঠ মনে করিয়া উহাতে কয়খানা ঘর আছে, কয়খানা পাথর লাগিয়াছে, কয়টা পায়খানা আছে, ঠাকুরের বেশভূষা কিরূপ, ঠাকুরের মূর্ত্তি কতটা অধিক বা কম চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান করে, এই সকলই মুখ্যভাবে অনুসন্ধান করেন এবং ঐরূপ বস্তুকেই 'মঠ' বা কতকগুলি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার ও বরাবরীবা নিয়ম-কানুনকে 'মিশন' মনে করিয়া থাকেন! কেহ কেহ এক কেশ, নখর ও সৌম্যমূর্ত্তি প্রভৃতি দেখিয়াই আচার্য্য (?) দর্শন করিয়া যান বা তাঁহাদের ধারণানুযায়ী ফাইভম্-মাপা তথাকথিত সাধুমূর্ত্তি দেখিতে না পাইয়া সাধুর সম্বন্ধে ডিগ্রি ডিস্‌মিস্ করিয়া থাকেন। বহিরঙ্গতায় এইরূপ ধোঁকাটা স্বাভাবিক। বহিরঙ্গ-চিন্তাস্রোতে বপুর প্রতি আকর্ষণ, চেতন-বাণীর প্রতি অকৃত্রিম বা স্বাভাবিক আকৃষ্টি নাই। সে-দিন কোন মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভ পণ্ডিত এক সংবাদপত্রে আচার্য্যের অন্তরঙ্গ বলিতে যেরূপ জড়তার কল্পনা করিয়াছেন, সেরূপ ভ্রান্তিও বপু বা Structureএর ভোগপর দর্শন হইতেই হইয়া থাকে।

আচার্য্য বা মহাপুরুষের চতুর্দ্দিক্ যাঁহারা বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিবার অভিনয় করেন কিম্বা যাঁহারা মহাপুরুষের পদ-পরিচর্য্যা (?) করিয়া থাকেন বা নানাপ্রকার বপুগত সেবা করেন কিম্বা হুকুম তামিল করেন, তাঁহারাই যে সকল সময় পার্ষদ বা অন্তরঙ্গ ভক্ত বলিয়া গৃহীত হইবেন, তাহা নহে। বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ প্রমুখ মহাপুরুষগণের পার্শ্বচর অনেক ব্যক্তি অনেক প্রকার অভিলাষ লইয়া তাঁহাদের সমুখীন হইতেন এবং তাঁহাদের অনেকপ্রকার সেবার অভিনয়ও করিতেন; কিন্তু তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি ঐসকল মহাপুরুষের চিত্তবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল, ইহা তাঁহাদের নানাপ্রকার প্রচ্ছন্ন দুর্নৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও পাষণ্ডতাপূর্ণ চরিত্র হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ বৈষ্ণব-মহাজনগণের চরিত্রের আলোচনা হইতে জানা যায় যে, কত কত ব্যক্তি তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট নিত্যভোজন করিবার অভিনয় করিয়াও পাষণ্ড ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছে। বাঘনাপাড়ার কোন গুরু-নামধারী ব্যক্তি বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ ও শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবার প্রবল পিপাসার অভিনয় দেখাইয়াও তাঁহাদের চরণে ও তাঁহাদের পূর্ব্বগুরুপাদপদ্ম শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণে তীব্র অপরাধী পাষণ্ডী হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ কেহ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভক্ত-পানের অনুকরণ, কেহ কেহ শ্রীল গৌরকিশোরের মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত বস্ত্র-সংগ্রহের অনুকরণ করিয়া অন্তরঙ্গ ও প্রেষ্ঠ ভক্ত হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতে করিতে পাষণ্ডী ও অধঃপতিত হইয়া গিয়াছে!

প্রাতঃস্মরণে বা অজ্ঞাতসারে নানাপ্রকার পার্থিব সুবিধাবাদ ও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা ভোজন করিবার জন্যও অনেকে সাধু ও মহাপুরুষের পার্শ্বচর হইবার অভিনয় প্রদর্শন করেন। মহাপ্রভুর চরিত্রেও দেখা যায়—বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও কৃষ্ণদাস বিপ্র মহাপ্রভুর সঙ্গে তীর্থ-যাত্রী ও কমণ্ডলু বাহী হইয়াও—পাকাদি কার্য্যের দ্বারা মহাপ্রভুর নিত্য সেবার অভিনয় করিয়াও এবং নানাবিধ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়াও বিপ্রলম্ভবিগ্রহ মহাপ্রভুর চিত্তবৃত্তি হইতে পৃথক্ হইয়া সম্ভোগময় চিত্তবৃত্তি-প্রকাশের অভিনয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ কৃষ্ণের সেবা ছাড়িয়া গণতন্ত্রপ্রিয়তার অনুমোদিত কৃষ্ণ দেখিবার স্পৃহা বা ভটধাঁচি স্বীয় প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইবার অভিনয় সম্ভোগময়ী চিত্তবৃত্তি—মহাপ্রভুর চিত্তবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কোথায় "কাঁহা যাঁও কাঁহা পাও বৃন্দাবন"—এইরূপ বিপ্রলম্ভময়ী চিত্তবৃত্তি, আর কোথায় 'এটা দেখিব সেটা দেখিব' বা ঘোষিতের ভোক্তা হইব—এরূপ চিত্ত-বৃত্তি! কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের চিত্তবৃত্তি থাকিলে ভগবান্ বা ভগবৎপ্রকাশবিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবার বা তাঁহাদের নানাপ্রকার সেবায় লোকদেখানেকারিণী প্রচেষ্টার অভিনয় দেখাইলেও তাহা অন্তরঙ্গ-সেবা বা সেইরূপ সেবক বা পার্ষদের 'অন্তরঙ্গ সেবক' বা পার্ষদ বলিয়া গণিত হইতে পারেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন-রূপ-রঘুনাথ প্রভৃতিকে তাঁহার নিকট হইতে দূরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে 'ছেঁড়া কাঁথা' গায়ে দেওয়াইয়া, এক এক বৃক্ষের তলায় এক এক দিন শয়ন করাইয়া, গৌড়েশ্বরের প্রধান মন্ত্রীত্বকে

শুদ্ধ কই, খাওয়াইয়া, গৌরধামে প্রতিপালিত বহু-লোকের হৈহৈরী আতীলবের পরিতোষ পর্য্যাপ্তি মহাপ্রসাদ গ্রহণ বা দিবসান্তে দোলমাত্র পান করাইয়া তাঁহাদের প্রতি অহৈতুক প্রীতির যে পরিচয় দিয়াছেন এবং নিজজন বা অন্তরঙ্গ সেবক বলিয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন, সেরূপ পরিচয় কি হরিভক্ত ভট্টাচার্য্য বা ব্রহ্মচারী বিপ্রের কাহিনে দেখা গিয়াছে? কাজেই 'পার্ষদ' বা 'অন্তরঙ্গ' বলিতে সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট সজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধ ব্যক্তিকেই বুঝাইবে। গুরুপাদপদ্ম যাঁহাদিগকে অধিক লুচী বা রসগোল্লা খাওয়াইয়া আদর করেন, নিজের রক্ত দান করেন, যাঁহাদের দেনা (?) পরিশোধ করেন, যাঁহাদের সংসার বৃদ্ধি করিয়া দেন, যাঁহাদিগকে অধিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা যোগাইয়া দেন, তাঁহারাই 'গুরুদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ',—ইহা আত্মম্ভরিতাদুষ্ট ব্যক্তি ব্যতিগণের বিচার। সেদিন কোন এক ব্যক্তি বলিতেছিলেন যে—যাঁহারা মহাপুরুষগণের অধিক পদ-সম্বাহন করিয়া থাকেন, কিম্বা মহাপুরুষগণের সহিত সব আসনে, সব শয্যায় বা একান্তে বাস করিতে পারেন, তাঁহারাই 'অন্তরঙ্গ পার্ষদ'। ইহা শুনিয়া কোন এক বৈষ্ণব বন্ধু বলিলেন যে, তাহা হইলে মশা, ছারপোকা বা মৎকুণ প্রভৃতি মহাপুরুষের সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ পার্ষদ-মধ্যে পরিগণিত হয়!! কারণ উহারা সাধু বা মহাপুরুষের শয্যায়, এমন কি মস্তকে অবস্থান করিয়া সর্ব্বদাই সাধুর সঙ্গ করিয়া থাকে এবং সাধুর শুদ্ধসাত্ত্বিক রক্ত শোষণ (?) করিয়া স্ব-স্ব শরীর পোষণ করে। সাধুর, মহাপুরুষের বা আচার্য্যের সঙ্গ, সেবা বা তাঁহার সহিত নিত্যবাসের অভিনয় করিয়া যদি আমরা সাধু বা মহাপুরুষের দ্বারা বহুরূপী লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হই, তাহা হইলে আমাদের সাধু-গুরু-সেবার অভিনয়ও মশক ও ছারপোকা-কর্ত্তৃক সাধুর অঙ্গ-সেবার ন্যায় রক্ত-শোষণমাত্র। অতএব সাধু-গুরুর পরিচর্য্যার নামে তাঁহাদের শুদ্ধসাত্ত্বিক রক্ত-শোষণের চেষ্টা এবং তাঁহাদের বঞ্চনাকেই স্নেহ মনে করার ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণতম দুর্ভাগ্য যেন আমাদিগের সুবুদ্ধি নষ্ট না করে—এ বিষয়ে সর্ব্বদা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিকট নিষ্কপটে প্রার্থনা জানাইয়া সতর্ক থাকিতে হইবে।

আমাদের আর একজন বৈষ্ণব-বন্ধু রাজমহেন্দ্রী হইতে এক পত্রে লিখিয়াছেন—"পৃথিবীতে আমার একটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, মানুষ নিজের শরীর পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে স্বীকৃত হয়, কিন্তু পয়সা দিতে স্বীকৃত হয় না। অতএব অর্থ-ত্যাগই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ত্যাগ! অর্থ-ত্যাগই প্রীতির মাপকাঠি। সুতরাং এই যুক্তির অনুসরণে যে শিষ্যকে গুরুদেব যত অধিক দ্রব্য প্রদান করেন, সেই শিষ্য গুরুদেবের ততটা শ্রেষ্ঠ বা অন্তরঙ্গ!" বৈষ্ণব-বন্ধুর এই রহস্যের প্রহেলিকা আত্মম্ভরিতার পরিভাষায় সরল করিয়া লিখিতে বলিতে হয়—যিনি যতটা গুরুদেবকে অধিক সেবক করিতে পারেন ও রক্ষিত হইতে পারেন, তিনি ততটা গুরুদেবের অধিক প্রিয় বা অন্তরঙ্গ। অন্তরঙ্গ-অভিমানী বাহিরের চিত্তবৃত্তিতে নিজের সুবিধার অংশ কিছু কম হইলেই সেবার প্রতি বৈরাগ্য উপস্থিত হয় বা 'অনেক সেবা করিয়াছি, এখন পেন্সন্ ভোগ করা যাউক'—এইরূপ স্পৃহার উদয় হয়; কিন্তু অন্তরঙ্গ সেবকের বিচার মহাপ্রভুর ভাষায় ও মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ শ্রীরূপের ভাষায় এইরূপ দেখিতে পাই—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো যথা বা
গতিরিহ ন তবতঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটি নির্ভরং বা নবাম্ভ-
স্তবপি কিল পয়োদঃ স্তূয়তে চাতকেন॥

বিবিধ-সংবাদ

শ্রীপুরুষোত্তম-প্রসঙ্গ

গত ১৯শে নভেম্বর প্রাতে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণকে বিভিন্ন সেবাকার্যে উৎসাহ প্রদান করিতেছিলেন। এই সময় আচার্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু 'কৃষ্ণ যদি ছুটে তাঁকে' (চৈঃ চঃ আ ৮।১৮), 'কৃষ্ণ করে আত্ম তুল্যে', 'আদি বিদ্বৎ, সেই মূর্খে' (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৫৮-৫৯) ইত্যাদি পয়ার-সমূহ উল্লেখপূর্বক শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে নিবেদন করেন যে, কৃষ্ণ কুটিনাটি-কামী ভক্তকে কখনও ভক্তি দেন না, কিন্তু অন্যত্র বলিতেছেন—অন্য ব্যক্তি কৃষ্ণের নিকট বিষয়সুখপ্রার্থী হইলেও কৃষ্ণ তাহাকে বিষয়সুখ না দিয়া স্বচরণামৃত প্রদান করেন, ইহার তাৎপর্য কি? তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন—যে কপটতাযুক্ত হইয়া বাহিরে কৃষ্ণভজনের একটা অভিনয়-মাত্র দেখায়, কৃষ্ণ তাহাকে ধর্ম-অর্থাদি দিয়া বঞ্চনা করেন; কিন্তু যিনি নিষ্কপটে কৃষ্ণে অনুরাগমূলে কৃষ্ণভজন করিতে করিতে অজ্ঞতাবশতঃ বিষয়সুখ প্রার্থনা করেন, কৃষ্ণ তাঁহাকে বঞ্চনা না করিয়া কৃপা করেন।

ঐ দিবস সন্ধ্যার পরে শ্রীল প্রভুপাদ কতিপয় ভক্তের নিকট হরিকথা-প্রসঙ্গে বলেন যে, হরিসম্বন্ধবিহীন ব্যক্তির (অভক্তের) বাঁচিয়া থাকিয়া যৌবাত্মা করা অপেক্ষা না থাকাই ভাল। পৃথগ্‌ভাবে দেবতাদির পূজা করা অপেক্ষা সর্বেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণের উপাসনাতেই সকলের উপাসনা হইয়া যায়। 'তৃণাদপি সুনীচ' হইয়া হরিকথা কীর্তন করিলে বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই মঙ্গল লাভ হয়।

গত ২০শে নভেম্বর শুক্রবার প্রভুপাদ কএকজন ভক্তসহ পদব্রজে "ভক্তিকুটী" হইয়া শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের সমাধি-মন্দিরে গমন করেন। ভক্তগণও প্রভুপাদের অনুসরণে ঠাকুরের সমাধি দর্শন ও দণ্ডবৎপ্রতি করেন। অঃ মঃ শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছাক্রমে "ঠাকুর হরিদাসের সাধনা নাম — হরে কৃষ্ণ হরে হরে" — এই আধ্যাত্মিক মহামন্ত্র কীর্তন আরম্ভ করিলে ভক্তগণ প্রভুপাদের অনুসরণে সমাধি পরিক্রমা করেন। অতঃপর প্রভুপাদ ভক্তগণসহ ভক্তিকুটীতে উপস্থিত হইয়া কিছুকাল হরিকথা কীর্তন করিবার পর পুরুষোত্তম-মঠে উপস্থিত হন।

ঐ দিবস শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ ১৭জন ভক্তসহ শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে পৌঁছিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করেন।

২০শে নভেম্বর প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদ পুরীধামের কএকজন ভক্ত ও শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের সেবকগণের নিকট প্রায় একঘণ্টাকাল শ্রীমদ্ভাগবতের "যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ", "তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং" ও "সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ" —এই তিন-টি শ্লোকের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ঐদিবস অপরাহ্ণে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে আগমন করেন।

২১শে নভেম্বর প্রাতঃকালে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ভক্তিজ্যোতিঃ ও শ্রীযুৎ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে উপনীত হন।

২২শে নভেম্বর তারিখে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযুৎ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারীকে চটকপর্বতে শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীমন্দির এবং তৎসন্নিকর্ষে অষ্টসখীর মন্দির ও চব্বিশটি বিষ্ণুমন্দির-নির্মাণের কল্পা প্রভৃতি-বিষয়ে অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

ঐদিবস পূর্বাহ্ণে শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ ডাঃ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত সেন মহাশয়ের প্রশ্নোত্তরে 'শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাই যে মনুষ্যজীবনের একমাত্র কৃত্য', তদ্বিষয়ে হরিকথা কীর্তন করেন।

রূপপুরের রাজীসাহেবার আগ্রহ ও আহ্বানে তাঁহার পুরীধামের বাসভবনে শ্রীভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ উক্ত দিবস অপরাহ্ণ ৪টার সময় কএকজন ভক্তসহ গমন করিয়া প্রায় দুইঘণ্টাকাল শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীনারদ-বেদব্যাস-সংবাদ পাঠ করিয়াছেন। সন্ধ্যা ৭টার সময় মা মঃ শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু গৌড়ীয়মঠে যাত্রা করেন।

লণ্ডনে ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-সঙ্ঘপতি মহামহোপদেশক শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু গত ২০শে নভেম্বর লণ্ডন-গৌড়ীয়-মঠালয়ে পৌঁছিয়াছেন। নিজস্ব সংবাদ-দাতা

লিখিতেছেন যে, সমুদ্রযাত্রা-কালে উপবাস ও অন্যান্য কৃচ্ছ্রতা করায় গোস্বামীজীর শরীর ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। গোস্বামীজী সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ; তিনি কোনপ্রকার অন্যেষ্য-সংস্পর্শ বা অনৈবেদ্য গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার সহিত তুলসীমালা গোপীচন্দন, গণ্ডকীচক্র ও গিরিধারী ঠাকুরের কীর্তনযুথে সমর্চিত হইয়া নবদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

"Sphinx" জাহাজ হইতে গোস্বামীজী ৪।১১।৩৬ তারিখে যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহা হইতেও জানা গিয়াছে যে, তিনি জাহাজের মধ্যেও অনেক যাত্রীর নিকট শ্রীচৈতন্য-বাণী কীর্তন করিয়াছেন ও প্রত্যহ অপরিত্যক্তভাবে এক লক্ষ নামাক্ষর এবং বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বৈষ্ণব-সদাচার সংরক্ষণ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে গোস্বামীজী যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

I crave Your Blessings to make up my shortcomings. I built my house desiring happiness, but it was burnt to ashes. The fire spread far and wide and burnt me too leaving my dry bones. It was Your Divine Grace who, out of compassion, picked up the dry bones, clothed them with flesh and blood and breathed into it life by Your merciful initiation. Ungrateful as I am, I offended over and over again, but You pardoned my follies. How good and great You are! I pray give me power to resist any attempt of repeating my follies any more. I throw myself at Your Divine Holy Feet.

The devil intervenes between Your Divine Grace and my humble self, which makes me forget You and gather all the bounties of Your Grace, I enjoy, to my own efforts. I am hopelessly undone. I, therefore, invoke Your Divine Blessings for my welfare.

বিরজে যদি হয়ং যোষয়তো ধরণ্যা
ঘটিষিহ ন ভবতঃ কাঙ্ক্ষিতা যদ্যসি।
কিমতঃ পরমস্মাকং নির্বৃতিঃ যা ধরাক-
স্তপি কিল পয়োদং ন স্পৃহয়ন্তি চাতকেন।

May I be blessed with such love for my Lord, as the Chatak hath for rain? Though the tanks be full and the earth drenched, it will not drink from either. It shall drink the rain drops, otherwise, it is fated to die.

—:০:—

শ্রীশ্রীগৌরকিশোর-বিরহোৎসব

গত ১৪ই অগ্রহায়ণ বুধবার উত্থানৈকাদশী ও ত্রিপুণা-মহাবাসীর উপবাস-দিবস শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে অহোরাত্র শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ, সংকীর্তন, অপরাহ্ণে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর অতিমর্ত্য চরিত্র-সম্বন্ধে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের বক্তৃতা ও তৎপরে শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কর্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে। শেষরাত্র হইতে লক্ষ লক্ষ আবালবৃদ্ধ-বনিতা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠে অবিশ্রান্ত স্রোতের ন্যায় আগমন করিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়াছেন ও ১০ই অগ্রহায়ণ অসংখ্য নর-নারী মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া ধন্য হইয়াছেন। অপরাহ্ণে শত শত কাঙ্গালীকে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল। মধ্যরাত্র পর্যন্ত প্রসাদ-বিতরণ-মহামহোৎসব হরিকীর্তন-মুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠেও শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের অতিমর্ত্যচরিত্র-কীর্তনমুখে তদীয় অপ্রকটতিথি পালিত এবং তৎপরদিবসও পাঠ-কীর্তন ও মহাপ্রসাদ-বিতরণ-মুখে মহোৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। মঠরক্ষক শ্রীপাদ আচার্যত্রিদণ্ডি প্রভুর নির্দেশানুসারেই পাঠ, কীর্তন ও বক্তৃতাদি হইয়াছিল।

শ্রীপুরুষোত্তমমঠে স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদ এবং শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর বিরহ-মহোৎসব সম্পাদন করাইয়াছেন।

—:০:—

ভ্রম-সংশোধন

গত ১৬শ সংখ্যা (১৫শ বর্ষ) গৌড়ীয়ের সাময়িকপ্রসঙ্গে ২৪৮ পৃষ্ঠার প্রথমস্তম্ভে ১২শ পংক্তিতে 'তথাকার কথিত' স্থানে "তথাকথিত" এবং 'চটকপর্বতে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা' প্রবন্ধে ২৫১ পৃষ্ঠার প্রথমস্তম্ভে ১৪শ পংক্তিতে 'গৌরপার্ষদের সহিত মহাপ্রভু' স্থলে কেবল "পার্ষদের সহিত মহাপ্রভু" পাঠ হইবে।

—:০:—

১৮শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০; ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩ | ১৮শ সংখ্যা

প্রাকৃত ঈশ্বর ও অপ্রাকৃত ঈশ্বর*

যাঁহার ঐশ্বর্য্য আছে, তিনি 'ঈশ্বর' নামে অভিহিত। ঐশ্বর্য্য দুই প্রকার—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। প্রাকৃত ঐশ্বর্য্য খণ্ড, সসীম, পরিবর্ত্তনশীল, আপেক্ষিক ও হেয়তা-দুষ্টক; আর অপ্রাকৃত ঐশ্বর্য্য অখণ্ড, অসীম, অপরিবর্ত্তনশীল অথচ নবনবায়মান বিচিত্রতাযুক্ত, নিরপেক্ষ, স্বরাট্ এবং পরম উপাদেয়।

জীবের মেধা ও বুদ্ধি এত পরিমিত যে, জগতে সামান্য কিছু ঐশ্বর্য্য দেখিলে উহারা অভিভূত হইয়া পড়ে। তোষীর তোষৈশ্বর্য্য, ত্যাগীর ত্যাগৈশ্বর্য্য, যোগীর যোগৈশ্বর্য্য মানব-মেধাকে অভিভূত করিয়া দেয়। মনুষ্যের হিংস্র ব্যাঘ্র বা সিংহের সহিত ক্রীড়া, শতঘণ্টাকাল-ব্যাপী সন্তরণ, হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ উত্তরণ, মেসোপিয়ান, ভিটুলার বা মুসোলিনীর সম্মোহনকারী নায়কত্ব, যোগীর মৃতদেহে বিমানতলের প্রান্তরে অবস্থান, বক্তা বা গায়কের আলাময়ী বাগ্মিতা ও কণ্ঠস্বর-মোহনত্ব ঐশ্বর্য্য মানব-মেধাকে যেন সম্মোহাতিভূত করিয়া দেয়। মানুষ দেবতার দৈব ঐশ্বর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হয়, দেবতা আবার অসুরের আসুরিক ঐশ্বর্য্যের নিকট শঙ্কিত হইয়া থাকে। আধিকারিক দেবতাগণের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া প্রাকৃত মানব-মাত্রেই চমৎকৃত হইয়া পড়ে। কোন কোন মানব-সম্প্রদায়ে সমুদ্র ও পর্ব্বতের পূজা প্রচলিত আছে; কেননা, সমুদ্রের বিপুল-উত্তাল-তরঙ্গায়িত মূর্ত্তি, পর্ব্বতের বিরাট্ রূপের ঐশ্বর্য্য তত্তৎ সম্প্রদায়ের পরিমিত মেধাকে অভিভূত করিয়া দিয়াছে।

কি মানব, কি দেবতা, কি পশু, কি পক্ষী—সকলেই

* পুরীতে শ্রীল প্রভুপাদের ভাষণ টেপরেকর্ডারযন্ত্রে গৃহীত।

ঐশ্বর্য্যের উপাসক। অনেক সময় আমরা বস্তুর ঐশ্বর্য্যের উপাসনাকে বস্তু বা ব্যক্তিত্বের উপাসনা বলিয়া ভুল করি। সূর্য্য, গণেশ, শক্তি, রুদ্র বা প্রাকৃত বারণার বিষ্ণুর উপাসনা—যাহা পঞ্চোপাসনা-নামে বিহিত, তাহা প্রাকৃত ঐশ্বর্য্যের উপাসনামাত্র। অক্ষজজগতে উহাদের ঐশ্বর্য্যই প্রথম অনুভূতির বিষয় হয়। অক্ষজ্ঞানাক্ষের পারিপার্শ্বিকতায় পরিবর্দ্ধিত বদ্ধজীব সর্ব্বপ্রথমেই উহাদের ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়া থাকে। উহাদের-ভোক্তৃত্বের অহংগ্রাহিতাই প্রথম অনুভূতির বিষয়; সূর্য্য সেই অহিত সংরক্ষক। তৎপরে আমরা গণ বা massএর প্রভাব বা ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হই বলিয়া গণপতিকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করি। পেটপূজায় সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে গণনায়কের নিকট ভ্রবিণ-প্রার্থনার স্পৃহা স্বাভাবিক। তাই উহাদের-মানব গণবাদ ও গণের ডিক্টেটার, পতি বা নেতার এত ভক্ত। গণবাদকে অন্তর্যামীর 'কলক' হইতে মুক্ত করিবার জন্য শক্তির দেবীত্ব-কল্পনা-কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছে; কিন্তু সেই শক্তি জড়া বা ছায়া। তিনি প্রাকৃত ঈশ্বরী। তাই সাত্বত শাস্ত্র বলেন,—

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধন-শক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।

(ব্রহ্মসংহিতা ৪৪ শ্লোক)

অতো আবরিকা শক্তির্জায়াহংবিনেশ্বরী।
যয়া মুগ্ধা জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বদেহাভিমানিনঃ॥

(নারদপঞ্চরাত্র)

ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী জগজ্জননীর প্রাকৃত ঈশ্বরতা যখন প্রলয়ঙ্করত্বরী কৌমলীলার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করে, তখন রুদ্রকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিবার প্রবৃত্তি উদিত হয়। এইরূপ প্রাকৃত ঈশ্বরতার মোহে মুগ্ধ মানব বিষ্ণুকে অধোক্ষজ ঐশ্বর্য্যবান্ জানিতে না পারিয়া তাঁহাকে কর্ম্মফলের অধীন (কর্ম্মফলদানে বাধ্য) বিচার করিয়া অন্যপ্রকার প্রাকৃত ঈশ্বর কল্পনা করেন। কর্ম্মফলের অন্তর্গত কল্পিত বিষ্ণু(?) প্রাকৃত ঈশ্বর; অর্থাৎ অনর্থযুক্ত জীবের কল্পনায় যে প্রাকৃত ঐশ্বর্য্য, তাহাই সেখানে বিষ্ণু-নামে অভিহিত হয়। ইহারা সকলেই প্রাকৃত বা প্রকৃতির অন্তর্গত ঈশ্বর।

তত্ত্ববস্তুর প্রতি প্রাকৃত ঈশ্বর ও অপ্রাকৃত ঈশ্বরের মধ্যে যে বিবর্ত্ত, তাহা নিরাস করিয়াছেন; বিবর্ত্তবাদ ও শক্তিপরিণামবাদের মধ্যে যে বিবাদ, শক্তিপরিণামবাদ স্থাপন করিয়া উহার মীমাংসা করিয়াছেন। ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি আধিকারিক দেবতা বা প্রাকৃত ঈশ্বরগণ তাঁহাদের 'ধারকতা' ঐশ্বর্য্যের বাহাদুরী লইয়া গর্ব্বে স্ফীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা 'বড় আমি, তার বড় বুহৎ আমি' —এরূপ অহঙ্কারে স্ফীত হইতে হইতে পাছে 'বেলুন ফাটা' হইয়া যান, এজন্য তাঁহাদের শুভানুধ্যায়িনী জগজ্জননী উমা হৈমবতী জানাইয়া দিলেন যে, তাঁহারা ব্রহ্ম বা শক্তি-মন্ত বস্তু নহেন। ব্রহ্ম—এক, অদ্বিতীয়। তিনি অতীন্দ্রিয়, শক্তির অধীশ্বর। দেবতাগণ সেই ব্রহ্মের বহিরঙ্গা-শক্তির সামান্য একটুকু অংশ পাইয়া আপনাদিগকে শক্তি-মান্ মনে করিতেছেন। উমা দেবী প্রাকৃত দেবতাগণের অধীশ্বরী-সূত্রে ব্রহ্মের ছায়াশক্তি। ব্রহ্ম যদি শক্তিকে হরণ করেন, তাহা হইলে প্রাকৃত ঈশ্বরগণ শত চেষ্টাতেও কিছু করিতে পারেন না। ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য অর্থাৎ প্রাকৃত জগতের জননীত্ব বা কর্তৃত্ব প্রাকৃত শক্তির কার্য্য মাত্র। এই বহিরঙ্গা শক্তি পরিণত হইয়া এই জগৎ হইয়াছে। 'ব্রহ্ম কিছু জগদ্রূপে পরিণত হইয়া বিকার-গ্রস্ত হইয়াছে'—এরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। বহিরঙ্গা শক্তিই প্রাকৃত জগদ্রূপে পরিণত। ব্রহ্মাদি প্রাকৃত ঈশ্বরগণ সেই জননীর সন্তান। অতএব আধি-কারিক দেবতাগণ—প্রাকৃত ঈশ্বর, আর পরব্রহ্ম—স্বরাট্ পরমেশ্বর। তিনি সাত্বত-সূত্রের অধোক্ষজ-বিষ্ণু। ব্রহ্ম-শব্দ মুখ্যার্থে সেই অধোক্ষজ-বিষ্ণুকেই লক্ষ্য করে। সেই বিষ্ণুর স্বয়ংরূপ স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। তিনি প্রকৃতির অতীত বলিয়া অপ্রাকৃত। এই অপ্রাকৃত-শব্দটি কেবল প্রাকৃতনিষেধক ব্যতিরেক ভাব নহে। এই অপ্রাকৃত-শব্দের দ্বারা কেবলভাব অর্থাৎ তত্ত্ববস্তুর পূর্ণতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো ভক্তানামভয়ঙ্কর।
কবয়ো বদন্তি যমপবর্গোঽপি সংশ্রয়ঃ॥

স্বয়ম্ভূঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি॥

(ভাঃ ১।৭।৪২-২৩)

অর্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, হে মহাযোগী, হে ভক্তের অন্তর্যামী হরি, তুমিই একমাত্র ত্রিতাপদগ্ধ জনগণের সংসার-তাপ-বিনাশ-কারক।

তুমিই কারণ, তুমিই প্রকৃতির অতীত পুরুষ, তুমিই সাক্ষাৎ ঈশ্বর, অতএব নির্লিপ্ত বা অবিকারী। তুমি স্বরূপশক্তিপ্রভাবে বহিরঙ্গা মায়াশক্তিকে দূরে রাখিয়া কেবল স্ব-স্বরূপে অবস্থান কর।

প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষবাদের দ্বারা অপ্রাকৃত ঈশ্বরের আলোচনা হয় না। ঐসকল বাদের দ্বারা প্রাকৃত ঈশ্বরগণের পূজা হইয়া থাকে। প্রাকৃত ঈশ্বর—বহু, অপ্রাকৃত ঈশ্বর—এক, অদ্বিতীয়। প্রাকৃত-ঈশ্বর-পূজা বা বহুঈশ্বরবাদকে সংক্ষিপ্ত করিবার জন্য পঞ্চোপাসনার সৃষ্টি হইয়াছে এবং পঞ্চোপাসনাকে অপরোক্ষবাদের উদ্ভবে শেষ করিয়া যে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মবাদ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা প্রাকৃত ঈশ্বরতা-নিষেধক ভাব-মাত্র, বস্তুতঃ তাহাতে অপ্রাকৃত ঈশ্বরের অনুসন্ধান নাই। অপ্রাকৃত ঈশ্বরের অনুসন্ধান ও অনুশীলন করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাণী শ্রবণ করিতে হয়। তিনি বলেন,—

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর॥
নীলাকাশে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥

সেই অপ্রাকৃত দেহে অপ্রাকৃত পরতত্ত্ব স্বরাট্ পরমেশ্বরের উপলব্ধি ও অনুশীলন হইয়া থাকে। সেই অপ্রাকৃত পরমেশ্বরের নাম—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, যাঁহাকে শ্রুতি "ইন্দ্রমিত্রা-বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্" বলিয়াছেন। সেই বলে স্বরাট্ পরমেশ্বর সমস্ত ঐশ্বর্য্যকে ক্রোড়ীভূত করিয়াও মাধুর্য্য-দ্বারা ঐশ্বর্য্যকে আচ্ছাদন করিয়াছেন। তিনি বৃন্দাবনে মাধুর্য্যময়-বিগ্রহ বনবিহারী। বৃন্দাবন—বৃন্দার বন—তুলসীর বন; তাহা যোগমায়া-রচিত। তথায় ঐশ্বর্য্যের পূজা নাই, মাধুর্য্যের সহজ আকর্ষণ আছে। বৃন্দাবনের উপাসনা জীবের পরমেয়ের একমাত্র শেষসীমা।

—:০:—

পুরুষোত্তমে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

[স্থান—শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ, চটক-পর্ব্বত]

১০ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃকাল—পুরী-প্রবাসী গবর্ণমেণ্ট সেন্সরার ডাঃ শ্রীযুক্ত নীলমণি সেন শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ-শ্রবণার্থ আগমন করেন। মঃ মঃ পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ নরহরি দেবাবিগ্রহ প্রভু, কুমার শ্রীযুক্ত প্রজ্ঞাতকৃষ্ণ দেব, আচার্য্য শ্রীপাদ নবীন-কৃষ্ণ বিদ্যারত্নাদি প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

ডাঃ সেন মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে দণ্ডবৎ-প্রণামপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া নিবেদন করেন,—ঈশ্বর, গুরু, জীব ও এই জগৎ সম্বন্ধে নানা লোকের নানাপ্রকার ধারণার কথা শুনিতে পাইয়া কাহার উপাসনা কি ভাবে করিব—কিরূপে জীবন যাপন করিলে প্রকৃত মঙ্গল লাভ হইবে, তাহা আমি কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না, অহর্নিশ সংসার-সাগরে পড়িয়া কেবল হাবুডুবু খাইতেছি। অতএব আপনার শ্রীচরণে প্রার্থনা—আপনি কৃপা-পূর্ব্বক এ বিষয়ে আমাকে একটু উপদেশ প্রদান করুন।

প্রভুপাদ—ভগবানের স্বরূপ, গুরুর স্বরূপ, জীবের স্বরূপ ও জগতের স্বরূপ আলোচনা করা দরকার। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং
স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে
মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি॥

—(ভাঃ ১০।১৪।২২)

এই বিশ্ব আমাদের সম্মুখে উপস্থিত, আমরা দ্রষ্টা হ'য়ে চোখ দিয়ে এই বিশ্ব দেখ্‌ছি, কান দিয়ে বিশ্বের কথা শ্রবণ ক'র্‌ছি, নাক দিয়ে বিশ্বের ঘ্রাণ নিচ্ছি, জিহ্বা দিয়ে বিশ্ব আস্বাদন ক'র্‌ছি, ত্বক্ দিয়ে বিশ্বকে স্পর্শ ক'র্‌ছি, শীতোষ্ণ বুঝ্‌ছি ; এরূপভাবে আমাদের বিশ্বকে ভোগ ক'র্‌বার ব্যবস্থা আছে। বিশ্বনাথ কিন্তু আর একটি পৃথক্ বস্তু। বিশ্বনাথকে বিশ্ব বলা উচিত নয়। জগন্নাথ, বিশ্বনাথ—সচ্চিদানন্দময় বস্তু, তিনি নিত্যকাল অবস্থান করেন, তিনি চেতনময়, আর তিনি আনন্দময়। তিনি বিশেষরূপে ঐ সকল গুণ ক'রে নিত্যবিগ্রহরূপে প্রকাশিত, অবতীর্ণ। অনুত লোকেরা জগন্নাথ দেখ্‌তে না—জগন্নাথবিগ্রহ দেখ্‌ছে না ; তা'রা যা' দেখ্‌ছে, তা' হ'ল—জগৎ দেখ্‌ছে।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ,—অচিদ্‌বিগ্রহ নহেন। এই জগৎ—যা' দেখ্‌ছেন, তা' সব অচিৎ। মানুষ, দেবতা, পশু, পক্ষী, গাছপালা—সব অচিদ্‌বিগ্রহ—নিত্যানন্দপ্রদ—অসৎ। ভগবান্ নিত্যকাল অবস্থান করেন, তাঁর বিগ্রহ আছেন। সৎ—নিত্য, চিৎ—চেতন, আর আনন্দ ; তাঁর আনন্দ আছে, তাঁর আকৃতি আছে। নিজে হরি-ভজন ক'র্‌লে এসব কথা বুঝ্‌তে পারা যায়।

"স্বাদ্যায় নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে"। তিনি অনন্ত বস্তু, তাঁর অন্ত নাই। তাঁর আর এক নাম বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ তাঁতে কুণ্ঠাবশেষ নাই। এ জগতে যা' কিছু দেখ্‌ছি,—সব সান্ত, কিন্তু তিনি অনন্ত। তিনি নিত্য-সুখবোধতনু অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ। 'ত্বমি এব জগৎ' অর্থাৎ তুমি যে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ—অনন্ত, তোমাতে জগৎ আছে। 'ত্বমি এব' মিথ্যা নহে। তুমি অনন্ত, সত্য বস্তু, সচ্চিদানন্দ বস্তু। জগতে খণ্ডবস্তু আছে,—প্রতীতি হয়—আমরা বুঝে নিতে পারি, যেহেতু limited, সেই হেতু বুঝে নিতে পারি ; তা' তুমি নও, কিন্তু তোমাতে সব জিনিষ আছে।

"আত্মন্ত উদ্ভবপি যৎ সদিবাবভাতি"—এসব যাঁহা হ'তে উদিত হ'য়েছে, যেসে নেওয়া যাঁর হ'তে উদিত হ'য়েছে। এই পৃথিবীতে গাছ, পশু, গাছপালা, মনুষ্য—যা' দেখ্‌ছি, তা' যাঁর হ'তে উদ্ভূত ; মনে হয় এসব থাকবে। প্রত্যেক জিনিষ সত্য, যাহা মনে হ'চ্ছে—সত্যের মত দেখাচ্ছে, কিন্তু এসব পরিবর্ত্তনশীল।

তদ্ধাম শশ্বদনবদ্যমনাদ্যনন্তমাদ্যন্তশূন্যমনিমিত্তগতিপ্রবাহম্।
বিশ্বস্থিতিপ্রলয়হেতুমনুত্তমেশ্বং ত্বামীশ্বরং পরমহংসগতিং প্রপদ্যে॥
(ভাঃ ১১।৯।১৮)

এ জগতে যা' দেখা যাচ্ছে, আর যা' দেখা যাচ্ছে না, তা' সব কর্ম্মের বিকাশ-হেতু। যিনি জগৎ সৃষ্টি ক'রেছেন, সেই ব্রহ্মা হ'তে সকলই পরিবর্ত্তনশীল। যে জিনিষ অনুভব ক'র্‌ছি, সত্য ব'লে গ্রহণ ক'র্‌ছি, তা' ৫'দিন পরে ছেড়ে দিব। মাতা হ'তে উদ্ভূত হ'য়েছে ব'লে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যাচ্ছে। ভগবান্ এই সব বস্তুতে আছেন, কিন্তু বস্তুগুলি ভগবান্ নন। জগতের লোক এই সকল বস্তুকে নিত্য মনে ক'র্‌ছে। এ জগৎ নিত্যকাল বর্ত্তমান থাকে না। আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এ জগৎ সম্বন্ধে যে ধারণা ক'র্‌ছি, তা' সবই পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যায়। এখনকার অভিজ্ঞতা-বাদিগণের ৩০ বৎসর বয়সের যে ধারণা, তা' ৩০ বৎসর বয়সে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যাচ্ছে, আবার ৫০ বৎসরের ধারণা ৬০ বৎসরে পরিবর্ত্তিত হ'চ্ছে ; এখনকার অভিজ্ঞতা ছুট-বলের মত। দু' হাজার বৎসরের সঞ্চিত জ্ঞানেরও পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে। এই জগতের শেষ নাই ; অভিজ্ঞতার দ্বারা যত অগ্রসর হওয়া যা'বে, ৫'দিন পরে সব বাদ হ'য়ে যা'বে। এ জগতের স্বরূপ—অসৎ অর্থাৎ অনিত্য, আর ভগবানের লীলা বা ক্রিয়া নিত্য।

আমাদের জাগরকালের অভিজ্ঞতা সব স্বপ্নসদৃশ—পরিবর্ত্তনশীল। 'স্বপ্নে যেমন দিব্য দর্শন ক'র্‌ছি, লক্ষ টাকার অধিপতি হ'য়ে চতুষ্কেনিক শয্যায় শুয়ে আছি মনে ক'র্‌ছি, কিন্তু যেই স্বপ্ন ভঙ্গ হ'য়ে যায়, তখন দেখি—সিংহাদি কোন জন্তু নাই, আমি নিতান্ত দরিদ্র—ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে র'য়েছি। এ জগতের বল, অর্থ, ঐশ্বর্য্য—যা' কিছু আমরা সংগ্রহ করি, সবই 'স্বপ্নবৎ' অর্থাৎ স্বপ্নবৎ। আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার বিদ্যা, বল, বুদ্ধি, মূর্খতা—সব ছেড়ে দিয়ে চ'লে যেতে হ'বে। স্বপ্নে সব সংগ্রহ ক'র্‌লাম, কিন্তু জাগ্‌লে সব চ'লে গেল। একমাত্র বৈকুণ্ঠ-বস্তু—সচ্চিদানন্দবস্তু থাকবেন, আর সব আসে হ'য়ে যা'বে।

অন্তর্বিগৎ—'বিগৎ' অর্থ—বুদ্ধিবৃত্তি। যা' কিছু চিন্তা ক'র্‌ব, তা' কিছুদিন পরে মিথ্যা জান্‌তে পার্‌ব।

দু' দাদার বখরায় যা' খাপন ক'রব, তা' পরে সব বাদ দিব। এখানকার যা কিছু, সব পরিবর্ত্তনশীল—'অস্তবিষয়ং'। ভগবান্ নিত্যানন্দ—নিত্য আনন্দময়। কিন্তু এ জগৎ—'সুখতঃখময়ং'। জগতে আমাদের দিন কেটে যাচ্ছে, কিন্তু আনন্দ পাচ্ছি না। আলেয়ার পেছনে দৌড়াচ্ছি, শেষ দেখ্‌তে পাচ্ছি না। এখানে কেবল ক্লেশ-ভোগ—"মাধব, হাম পরিণাম নিরাশা।" এখানে যা' কিছু সংগ্রহ ক'রব, সব মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রেখে যেতে হ'বে। এদের জিনিষ সংগ্রহের সময়, রক্ষার সময় ও ছেড়ে দিয়ে চ'লে যা'বার সময় আমাদের দুঃখ ভোগ ক'র্‌তে হয়। এখানকার পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা—সব আগমাপায়ী ধর্ম্মযুক্ত—আস্‌ছে আর যাচ্ছে। জগৎ আর জগন্নাথ—আমরা আলাদা বস্তু; জগৎ—জগন্নাথ ন'ন, আবার জগন্নাথ—জগৎ ন'ন; কিন্তু জগতের প্রত্যেক বস্তুতে জগন্নাথ অবস্থান ক'র্‌ছেন। ঈশ্বর—বৈকুণ্ঠবস্তু, আর জগৎ—দুষ্ঠবস্তু; আলো আর অন্ধকার।

তা: হেন—আমরা ত' জীব, আমাদের জীবনের সার্থকতা কিরূপে হয়?

প্রহ্লাদ—

নৈষ সৎকর্ম্ম ধর্ম্মাত্মা ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

(ভাঃ ৬।২৩।৪৩)

ইহ-সংসারে আমরা যে সব কর্ম্ম করি, তা' যদি ধর্ম্মের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হয়, আর সেই ধর্ম্ম যদি নিষ্কাম হ'য়ে কৃষ্ণেতর-বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদন না করে, আবার সেই বৈরাগ্য যদি তীর্থপদ শ্রীহরির সেবাতেই পর্য্যবসিত না হয়, তা'হ'লে আমরা জীবিত থাক্‌লেও মৃত অর্থাৎ আমাদের প্রাণধারণ বৃথা। ধর্ম্ম ও বৈরাগ্যের সার্থকতা হ'বে—যদি তদ্দ্বারা হরিসেবা হয়, নতুবা ধর্ম্মানুষ্ঠান ও বৈরাগ্যের কোন মূল্য নাই।

ভোগী ও ত্যাগী জগতের সর্ব্বনাশ সাধন ক'র্‌ছে। এই দুই সঙ্গ ত্যাগ ক'রে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ক'র্‌লে তীর্থপাদের—ভগবানের সেবার কথা বুঝ্‌তে পারা যায়—

মুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

মুক্তি-মুক্তি-স্পৃহারূপ পিশাচী হৃদয়ে থাকা-কাল-পর্য্যন্ত ভগবদ্ভক্তির আবির্ভাব উপলব্ধির বিষয় হয় না। ভোগী ঐহিক ও পারত্রিক সুখ ভোগ ক'র্‌তে উদ্যত, আর ত্যাগী ভগবানের সঙ্গে একীভূত হ'য়ে যাওয়ার চর্ব্বিতচর্ব্বণ। ত্যাগীরা নিজে ভগবানের সেবা করে না এবং অন্য কাহাকেও ভগবানের সেবা ক'র্‌তে দেয় না।

কলি-ঘোর-তিমিরে,　　গরাসল জগজন,
যদয় করম রহু দূর।
অসাধনে চিন্তামণি,　　বিধি মিলাওল আনি,
গোরা বড় দয়ার ঠাকুর॥

কলি ঘোর তিমির অর্থাৎ তামস অজ্ঞান, উহা মনুষ্য-জাতিকে গ্রাস ক'রেছে—সকলের দুর্ব্বুদ্ধি উদয় ক'রে দিয়েছে। শ্রীগৌরসুন্দর সকল জীবকে ব'ল্‌ছেন,—কৃষ্ণের ভজন কর—সেবা কর, তা' হ'লে মঙ্গল হ'বে আর পঞ্চভূতাত্মক কতকগুলি বাকি নিজেকে ঈশ্বর ব'ল্‌ছে। এদের মুখ দেখ্‌লে স্নান ক'র্‌তে হয়। এরা ভোগী ও ত্যাগী—এরা ডাইনীর হাতে প'ড়েছে। কর্ম্মী ভোগ ক'রে ক'রে ইন্দ্রিয়ের আনন্দ পেতে চায়, আর জ্ঞানী লীন হ'য়ে যা ব্রহ্ম হ'য়ে—ভগবানের (?) আসনে উঠে' ভগবান্‌কে (?) চাকর ক'রে আনন্দ চায়। এরা দুই জনই আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিকামী, এদের চেষ্টা ভক্তের চেষ্টার বিপরীত। প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠে আমাদের নিজেকে এরূপভাবে কাটা দিয়ে সংশোধন ক'র্‌তে হ'বে, যেন ভ্রমেও কখনও আমরা এদের লক্ষ না করি। মহাপ্রভু কর্ম্মী ও জ্ঞানীর চোখ খুলে দিয়েছেন। ঠাকুর মহাশয় ব'লেছেন,—

কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড,　　সকলই বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি ভ্রমি' মরে,　　কভু ধর্ম্ম তত্ত্ব করে,
তা'র জন্ম অধঃপাতে যায়॥

জীব ঈশ্বর নয়, আমরা সকলেই ভগবানের নিত্য-সেবক। কিন্তু আমরা এজন্য ভুলে দিয়ে গৃহের—পাড়ার—গ্রামের—দেশের প্রভু, কর্ত্তা, মালিক ও ঈশ্বর হ'তে চাচ্ছি!

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

(গীঃ ৩।২৭)

ভোগ ও ত্যাগের উপাধি ছেড়ে নিজে সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্বক্ষণ ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীভগবানের সেবা ক'র্ত্তে হ'বে। প্রত্যেক পরিক্ষেপ, হস্তচালন, দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শদ্বারা অধোক্ষজ ভগবানের ইন্দ্রিয়বৃত্তি হ'লে তা'তে সেবা বা ভক্তি বলা যা'বে—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুত্তমা। (ভঃ রঃ সিঃ)

ডাঃ সেন—কেহ কেহ কালী, কৃষ্ণ, গণেশ প্রভৃতি সমস্তই এক বলেন; ইহা কি সত্য?

প্রভুপাদ—কালী, কৃষ্ণ প্রভৃতি এক নয়। একটা হ'ল জগৎ, আর একটি—ভগবান্ অধোক্ষজ-বস্তু ভগবান্কে অজ্ঞ জ্ঞানের দ্বারা মানুষ ধারণা ক'র্ত্তে পারে না। সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু ও তদিতর বস্তুকে যে এক অর্থাৎ সমান মনে করে, সে পাষণ্ড, নারকী—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥

(পদ্মপুরাণ)

যে ব্যক্তি পূজ্য বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণব-গুরুতে মরণশীল মানব-বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকে জলবুদ্ধি, সকল-কলুষবিনাশী বিষ্ণুনাম-মন্ত্রে শব্দসামান্য-বুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহিত সমবুদ্ধি করে, সে নারকী।

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্।

(বৈষ্ণবতন্ত্র-বচন)

যে ব্যক্তি ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতার সহিত বিষ্ণুকে সমান জ্ঞান করে, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী।

মায়াবদ্ধ, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ মর্ত্ত্যজীবকে অনেকে কৃষ্ণ, নারায়ণ, হরি, বিষ্ণু, ঈশ্বর, গুরু প্রভৃতি নামে অভিহিত করে। এরা সব পাষণ্ডী। শ্রীমন্মহাপ্রভু ব'লেছেন,—

জীবাধমে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান কভু না করিবা।
জীব, ঈশ্বরতত্ত্ব—কভু নহে 'সম'।
জ্বলদ্গ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের 'কণ'॥
সেই মূঢ় কহে,—জীব ঈশ্বর হয় 'সম'।
সেহ ত' 'পাষণ্ডী' হয়, দণ্ডে তারে যম॥

(চৈঃ চঃ ম ১৮।১১১,১১৩, ১১৫)

কর্ম্মী, জ্ঞানী, অভক্তিনাস্তিগণ গলায় বড় বড় মালা এবং তিলক-ফোঁটা-শিখাধারী, তীর্থবাসী, নিয়মিবাসী, ভাগবতপাঠী, কৌপীনধারী সন্ন্যাসী, বেদ-বেদান্তপাঠী হ'লেও শুদ্ধভক্তিপথ হ'তে বহু দূরে অবস্থিত। তা'রা বিগ্রহ সাজিয়ে, ঘণ্টা বাজিয়ে, ঠাকুর পূজায়—ঠাকুর সেবার অভিনয় ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে, বেদ-বেদান্তপাঠের অভিনয় ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে অধঃপতনের পথে অধঃপতিত হ'চ্ছে। আমরা লোকের কাছে ওদের পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচার-প্রচার, বহুমায়েলী ও নানাপ্রকার কপটতা ধরিয়ে দিব—ওদের সঙ্গ কখনও ক'র্ব্ব না। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা সময় সত্য সত্য যাঁ'রা ভগবানের সেবা করেন, তাঁ'দের সঙ্গ আমরা ক'র্ব্ব। ঠাকুর মহাশয়ের এই উপদেশ সর্ব্বদা আমাদের স্মরণে রাখ্‌তে হবে,—

অন্য অভিলাষ ছাড়ি' জ্ঞান কর্ম্ম পরিহরি'
কায় মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা, না পূজিব দেবীদেবা,
এই ভক্তি পরম কারণ॥
অসৎসঙ্গ সদা ত্যাগ, ছাড় অন্য গীত-রাগ,
কর্ম্মী, জ্ঞানী পরিহরি' দূরে।
কেবল ভকত-সঙ্গ, প্রেমকথা-রসরঙ্গ,
লীলাকথা ব্রজরসপুরে॥
যোগি-ন্যাসি-কর্ম্মি-জ্ঞানী, অন্যদেব-পূজক-ধ্যানী,
ইহ লোকে দূরে পরিহরি'।
কর্ম্ম-ধর্ম্ম-দুঃখ-শোক, সেবা যাকে অন্য যোগ,
ছাড়ি' ভজ গিরিবরধারী॥
হৃষীকে গোবিন্দ-সেবা, না পূজিব দেবীদেবা,
এই ত' অনন্যভক্তি-কথা॥

মূর্খ-লোক—শাস্ত্রজ্ঞানহীন লোক জোশী, মালকাপড়-পরা ত্যাগী ও নানাপ্রকার বুজরুকিপ্রদর্শনকারী ব্যক্তি-গণকে সাধু, মহাজন, বৈষ্ণব ও গুরু-জ্ঞানে তাঁ'দের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে নিজেদের জীবন অমঙ্গল বরণ ক'র্ছে; এরা অতি ক্ষীণপুণ্য ব'লে মহাপ্রসাদে, গোবিন্দে, নামব্রহ্মে ও শুদ্ধ-বৈষ্ণবে এদের বিশ্বাস নেই,—

যথাপ্রসঙ্গে গোবিন্দে নামরত্নটি বৈষ্ণবে।
স্বরূপশ্রীরঘুনাথ রাজন্ বিশ্বাসো বৈব কায়তে॥

সদ্গুরু-পদাশ্রিত হ'য়ে শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সঙ্গে থেকে কৃষ্ণভজন আরম্ভ না করা পর্য্যন্ত কখনও আমাদের মঙ্গল-লাভ হ'বে না—

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই।
সংসার নিস্তিতে আর কোন বস্তু নাই॥

—:০:—

১৮ই নভেম্বর প্রাতঃকাল—শ্রীল প্রভুপাদ চটক-কুটীরে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের সেবক-গণের নিকট প্রায় একঘণ্টাকাল চটক-কুটীরের প্রাচীরে লিখিত "পৃথ্বতঃ প্রশ্নবা নিত্যং" (ভাঃ ২।৭।৪৩), "অহ্যা-পুত্তার্থকরণা নিশি নিঃশয়ানঃ" (ভাঃ ৩।৯।১০) ও "সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা" (ব্রহ্মসংহিতা ৪৪) — এই শ্লোকত্রয়ের বিশদ ব্যাখ্যা করেন।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ মঠবাসিগণকে অনেক উপদেশ-প্রধানমুখে "মুখ্যংপ্রসঙ্গ-বিমুখা ইহ সংসরন্তি" এই শ্লোকাংশটি পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া বলেন,—"মঠবাসি-গণের প্রত্যেকেরই সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা, হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ও হরিকথা-আলোচনায় নিযুক্ত থাকা কর্ত্তব্য। হরিকথা-প্রসঙ্গ—হরিসেবা হইতে বিমুখ হইলেই সংসার-বাসনার পুনরায় বন্ধনগ্রস্ত হইতে হইবে। তখন অন্যাভি-লাষ-চরিতার্থতা, পরচর্চ্চা, পরস্পর কলহ প্রভৃতি কার্য্যে দিন কাটিয়া যাইবে। মঠবাসিগণ বৈষ্ণব-সেবাকে সর্ব্ব-প্রধান মঙ্গলের কার্য্য বলিয়া বুঝিতে না পারিলে ভজন-রাজ্যে দিন দিন অগ্রসর হইতে পারিবেন না। নিষ্কপট-ভাবে অকপট-বৈষ্ণবগণের সেবা ও বৈষ্ণবগণের প্রীতির জন্য কায়মনোবাক্যে অনুশীলন করিতে হইবে। "বৈষ্ণবের আবেষনে কৃষ্ণ হয়ায়ন। এ হেন নামপ্রতি হ'বেন সদয়"—এই কথাটি সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে।

সতীর্থগণের মধ্যে কাহাকেও হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা হইতে বিচ্যুত হইতে দেখিলে—কোন ভ্রাতা অধঃপতিত হইতেছেন বুঝিতে পারিলে তাঁহাকে সরলভাবে হরিজনের কথা ভালরূপে বুঝাইয়া—শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মঙ্গলময়ী বাণী তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত রাখিতে হইবে। তাঁহাদিগকে হরিকথা বলিয়া কৃপা করিতে হইবে, তাঁহাদের অধঃপতনে কটাক্ষ করিয়া আনন্দ বোধ করা তাঁহাদিগের মঙ্গল-কামনা নহে। ইহাতে আমাদের নিজেদের ও অপরের পরম-মঙ্গল সাধিত হইয়া সত্যসত্যই মঠবাসের সার্থকতা সম্পাদিত হইবে। পরস্পরের হরিভজনের সাহায্য-সহায়তার জন্যই আমরা একত্র বাস করিতেছি।"

—:০:—

১৯শে নভেম্বর প্রাতঃকাল—শ্রীল প্রভুপাদ চটক-কুটীরের বারান্দায় উপবিষ্ট হইয়া ভক্তগণকে নিত্য সেবা-কার্য্যে উৎসাহান্বিত করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যারত্ন শ্রীল প্রভু-পাদপদ্মে নিবেদন করিলেন,—

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে মুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন, রাখেন লুকাইয়া॥
(চৈঃ চঃ আ ৮।১৮)

কৃষ্ণ কহে,—আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে,—এই বড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব?
স্ব-চরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব॥
(চৈঃ চঃ ম ২২।৩৮, ৩৯)

এখানে দেখা যাইতেছে—মুক্তি-মুক্তিকামী ভক্তকে কৃষ্ণ মুক্তি-মুক্তিই প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাকে কখনও ভক্তি দেন না, ভক্তি তাহার কাছে লুকাইয়া রাখেন। আবার কৃষ্ণ বলিতেছেন—যে অজ্ঞ ব্যক্তি আমার ভজন করিয়া আমার নিকট হইতে বিষয়সুখ অর্থাৎ বিষ পাইতে প্রার্থনা করে, আমি বিজ্ঞ বলিয়া সেই মূর্খকে বিষয়সুখ প্রদান করি না, নিজ-চরণামৃত দিয়া তাহার বিষয়-সুখ ভুলাইয়া থাকি।

এখানে একস্থলে বলিলেন,—কৃষ্ণ মুক্তি-মুক্তিকামী ভক্তকে কখনও ভক্তি দেন না; আবার অন্যস্থলে বলিতে-ছেন—অজ্ঞ ব্যক্তি কৃষ্ণের কাছে বিষয়সুখ প্রার্থনা করিলেও কৃষ্ণ তাহাকে তুচ্ছ বিষয়-সুখ না দিয়া স্বচরণামৃত-প্রদানে তাহার বিষয়-সুখ ভুলাইয়া থাকেন। এই উভয় প্রকার বাক্যের সামঞ্জস্য কি?

শ্রীল প্রভুপাদ তদুত্তরে উপরি-উক্ত পয়ারদ্বয়ের ব্যাখ্যামুখে বলিলেন,—"যে কপটতাযুক্ত হইয়া

বাহিরে কৃষ্ণভজনের একটা অভিনয় মাত্র দেখায়, আর অন্তরে কৃষ্ণের নিকট সর্ব-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই বৈকুণ্ঠবস্তু যাহা করিয়া যাবে, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"—এই ন্যায়বাক্যানুসারে কৃষ্ণ তাহার অভিনবিত এই সমস্ত বৈভব দিয়াই তাহাকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন, তাহাকে কখনও প্রেমভক্তি প্রদান করেন না। কিন্তু যে ব্যক্তি নিষ্কপটভাবে কৃষ্ণের ভজন করিতে করিতে অজ্ঞতাবশতঃ কৃষ্ণের নিকট বিষয়সুখ প্রার্থনা করিয়া থাকে, কৃষ্ণ কৃপা-পরবশ হইয়া সেই নিষ্কপট অজ্ঞ ব্যক্তিকে অকৃত্রিম সাধুর নিকট হরি-কথা-শ্রবণের সুযোগ দান করিয়া অন্যের তুচ্ছ বিষয়-সুখ-বাসনা নিরস্ত করিয়া দেন। যেমন ধ্রুবকে কৃষ্ণ নারদের দ্বারা কৃপা করিয়াছিলেন। প্রাকৃতসহজিয়াগণের কপটতা-মূলক ভজনাভিনয় থাকে বলিয়া তাহারা প্রকৃত নিষ্কপট ও অকৃত্রিম সাধুর দর্শন ও বাণী শ্রবণ করিতে পারে না। অর্থাৎ কৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাহাদের বিষয় ভুলাইয়া দেন না। তাহারা কৃষ্ণমায়ার চাতরে পড়িয়া যায়। মোটকথা এই যে, কৃষ্ণভজনের অভিনয়কারী কপটব্যক্তিকে কৃষ্ণ কখনও সুদুর্লভা প্রেমভক্তি প্রদান করেন না; তাহার বাঞ্ছিত তুচ্ছবস্তু দিয়াই তাহাকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন। কেবল নিষ্কপট ভজনকারী অজ্ঞ ব্যক্তিকেই দয়া-পরবশ হইয়া সদ্গুরুপাদপদ্মের দ্বারা স্বচরণামৃত অর্থাৎ শুদ্ধভক্তি বা প্রেমভক্তি প্রদান করেন।

ঐ দিবস সন্ধ্যার পর শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা-প্রবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ললিত মুখার্জী প্রভৃতি ও শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের সেবকগণের নিকট হরিকথা-প্রসঙ্গে বলেন,—"যে-সকল মানুষ হরিভজন করে না, অর্থাৎ যাহারা হরিসম্বন্ধবিহীন, তাহাদের জীবিত থাকিয়া বোঝা-স্বরূপ করা অপেক্ষা জীবন ধারণ না করাই ভাল। দিন মনুষ্য ও দেবতা প্রভৃতি যদি হরির উপাসনা না করেন, তবে তাঁহারা কেবলমাত্র অনর্থজাল আনয়ন করেন। দেবতাদের উপাস্য যে কৃষ্ণ, তিনি মনুষ্যেরও উপাস্য। সুতরাং অন্যান্য দেবতার উপাসনা না করিয়া সর্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিলেই সকলের উপাসনা হইয়া যাইবে।

হরিজনের বিরোধী অর্থাৎ প্রতিকূল স্ত্রী, পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিকূলতায় বিনাশ-প্রার্থনাই নিম্নের নিকট মোক্ষ-প্রার্থনা। কাত্যায়নীর নিকট "নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু"—এই প্রার্থনা করা যাইতে পারে; কিন্তু কাত্যায়নীকে দিয়া 'যাজ্ঞাকীর কার্য্য করান' ভাল নহে। কৃপাপেক্ষা সুনীচ হইয়া, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া, নিজের সম্মান ত্যাগ করিয়া, অন্যকে মান দিয়া সর্বদা হরি-কীর্ত্তন করিলে শ্রোতা ও বক্তা—উভয়েরই মঙ্গল হইবে।

কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারেতে আইনু।
মিছা মায়ার বশ হ'য়ে কৃষ্ণপদ পাসরি॥

—:০:—

২০শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার—অপরাহ্ণ প্রায় ৫ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পদবিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ নরহরি সেবাবিগ্রহ, শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার এবং গঞ্জাম ও উৎকলের বিভিন্নস্থানের আরও অনেক ভক্তসহ পদব্রজে প্রথমে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী ভক্তিকুটীরে উপস্থিত হইয়া দণ্ডবৎপ্রণাম-পূর্বক শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের সমাধি-মন্দিরে গমন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে ভক্তগণ ঠাকুরের সমাধি দর্শন ও দণ্ডবন্নতি করেন। শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যা-ভূষণ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছাক্রমে "ঠাকুর হরিদাসের গাওয়া নাম—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"—এই আবরণসহ মহামন্ত্র কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে ভক্তগণ সমস্বরে উহা কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে ঠাকুরের সমাধি পরিক্রমা করিয়াছিলেন। অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণসহ 'লীলা-কুটীরে' উপস্থিত হন এবং তথায় কিছুক্ষণ হরিকথা আলো-চনা করিয়া শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

ঐ দিবস ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ গঞ্জামের ১১ জন ভক্তসহ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে পৌঁছিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করেন। প্রত্যহ উষঃ-কীর্ত্তন; শ্রীল প্রভুপাদের অনুক্ষণ হরিকথা-প্রসঙ্গ; যাহা শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকর্তৃক সকলকে বিভিন্নভাবে সেবোৎসাহ-প্রদান, পরস্পর ইষ্টগোষ্ঠী

সজ্জনগণের বিভিন্নপ্রকার পরিপ্রশ্নের সমাধান ; ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর ভাগবত মহারাজের হরিকথা-আলোচনা ; ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ ও আচার্য্য শ্রীপাদ নবীন-কৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কারপ্রভুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা, মহাজন-পদাবলী-কীর্ত্তন প্রভৃতি-দ্বারা শ্রীগুরুবৈষ্ণব-মঠ মুখরিত হইয়া উহা সাক্ষাৎ শ্রীগোলোক ধামরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন।

অপর দিকে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীপাদ হরগ্রীব ব্রহ্মচারী, উপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য প্রমুখ বৈষ্ণবগণ প্রত্যহ পুরীধামের বিভিন্ন স্থানে গমন করিয়া শুদ্ধভক্তির কথা কীর্ত্তন করায় ভগবৎসেবাই যে মনুষ্য-জীবনের একমাত্র কৃত্য, তাহা সকলে উপলব্ধি করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইতেছেন।

———

২৪শে নভেম্বর প্রাতঃকাল—শ্রীল প্রভুপাদ চটক-কুটীরের অলিন্দে উপবিষ্ট আছেন, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-রক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ নরহরি সেবাবিগ্রহ, মহোপদেশক শ্রীপাদ হরগ্রীব ব্রহ্মচারী, আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, আচার্য্য শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি ভক্তগণ ক্রমে ক্রমে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক সেবা-কার্য্যাদির কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে গভর্ণমেণ্ট পেন্সনার ডাঃ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত সেন ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার মুস্তফি মহাশয় তথায় উপস্থিত হইয়া প্রণত হইলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের "যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ"—এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলেই মনোযোগের সহিত প্রভুপাদের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেছেন। প্রায় ২০ মিনিট পরে অবসর-প্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার মহাশয় তথায় উপস্থিত হইয়া হরিকথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে প্রভুপাদের উপরি-উক্ত শ্লোক-ব্যাখ্যার মধ্যেই শ্রীযুক্ত অক্ষয়বাবু শ্রীল প্রভুপাদের নিকট প্রশ্ন করিলেন—"ভগবান্‌কে লাভ ক'রতে হ'লে আমাদের সাধনের প্রয়োজন,—না উহা কেবল ভগবানের কৃপা-সাপেক্ষ ?" শ্রীল প্রভুপাদ উত্তরে 'মার্জ্জার-ন্যায়' ও 'মর্কট-ন্যায়'-অবলম্বনে শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের বড়কলই ও তেঙ্গলই পক্ষদ্বয়ের পরস্পরের মধ্যে বিবাদের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের উপদিষ্ট ভগবৎপ্রাপ্তির কৃষ্ণপ্রসাদক ও সাধনাভিনিবেশক—এই দুই প্রকার উপায়েরই আবশ্যকতা কীর্ত্তন করিলেন। প্রভুপাদ বলিলেন,—"কূপ-পতিত ব্যক্তির নিকট দড়িও ফেল্‌তে হ'বে, আর কূপ-পতিত ব্যক্তির হাতও বাড়াতে হ'বে অর্থাৎ তদ্রূপে পতিত আমাদের নিকট শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের কৃপারজ্জুও পৌঁছান দরকার, আর আমাদের হাত বাড়িয়ে সেই কৃপারজ্জু ধরাও প্রয়োজন। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা এবং আমাদের ভক্তির অনুকূল-বিষয় গ্রহণ ও প্রতিকূল বিষয় বর্জ্জন-চেষ্টারূপ সাধন—এই দু'এরই আবশ্যকতা আছে।"

———

২৫শে নভেম্বর "উত্থান একাদশী"—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুর অপ্রকট-তিথি। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-গৌরব বৈখানস মহারাজ, শ্রীপাদ নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু, ব্রহ্মচারী শ্রীহরগ্রীব, শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ও ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দজী প্রমুখ মঠসেবকগণ এবং ডাঃ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত সেন ও আরও কয়েকজন সজ্জনব্যক্তির নিকট শ্রীল প্রভুপাদ "নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য," "ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং", "পরভাবনিনী নারী বাগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু," "অনাসক্তস্য বিষয়ান্", "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা" প্রভৃতি শ্লোক উচ্চারণ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

প্রভুপাদের এই সমস্ত হরিকথার মধ্যেই মহোপদেশক শ্রীপাদ হরগ্রীব ব্রহ্মচারী শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করিলেন—"আজ উত্থান-একাদশী-তিথি—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের অপ্রকট-বাসর ; আমাদের অন্যকার কৃত্য কি ?" প্রভুপাদ তদুত্তরে বলিলেন—"আজ সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিতে হইবে, হরিকীর্ত্তনের দ্বারা তিথি-পূজার ব্যবস্থা করুন।" —এই কথা বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ "গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠানিষু", "কর্ণিকারঃ পরিতো ধরেঃ", "বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী" ও "আহুশ্চ তে নলিননাভ" প্রভৃতি শ্লোক

উচ্চৈঃস্বরে পুনঃপুনঃ অতি আবেগভরে ব্যাখ্যা করিতে করিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়েন। "আপনারা এখন গোবর্দ্ধনে এসে পৌঁছেছেন, এই চটিকপর্ব্বত সাক্ষাৎ গোবর্দ্ধন, নিকটেই শ্রীরাধাকুণ্ড বিরাজিত, ঐ অদূরে (মস্তক নত করিয়া) যমুনা প্রবাহিতা, এই (নিকটস্থ উপবনোদ্যান লক্ষ্য করিয়া) বৃন্দাবন; শ্রীরাধিকার ভাবে বিভাবিত হ'য়ে কৃষ্ণানুসন্ধানের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথের মন্দির হ'তে এই গোবর্দ্ধনে 'দাঁড়া' চ'লে আসতেন—এই যমুনায় (সন্মুখে) ঝাঁপ দিতেন।"—এই সমস্ত কথা বলিতে বলিতে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখমণ্ডল এক অনির্ব্বচনীয় অতিমর্ত্য ভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

এমন সময় নীলগিরি মহারাজার কুলগুরু দেওয়ান কটক P. M. Academyর প্রধান-শিক্ষক শ্রীযুক্ত নীলমণি চাঁদ এ ও শ্রীযুক্ত মদনমোহন পট্টনায়ক বি-এল মহাশয়দ্বয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম-দর্শনার্থ উপস্থিত হইয়া প্রভুপাদকে আচার্য্যোচিত সম্মান-প্রদর্শন-পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত নীলমণিবাবু শ্রীল প্রভুপাদের নিকট কতকটি পরিপ্রশ্ন করিলে প্রভুপাদ শাস্ত্রযুক্তিমূলে তাহাদের সমাধান করিয়া দেন। শ্রীল প্রভুপাদ এই দিবস প্রাতঃ ৭টা হইতে আরম্ভ করিয়া ৯টা পর্য্যন্ত—আড়াই ঘণ্টাকাল অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে ঐদিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীবিনোদমাধবজীউর মঙ্গলারাত্রিকের পর দৈনন্দিন কৃত্য উষঃকীর্ত্তন ও মহাজন-পদাবলী গান হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছা ও নির্দ্দেশানুসারে অপরাহ্ণ ৪৷৷ ঘটিকার সময় সাধুনিবাসে একটি বিচিত্র চন্দ্রাতপের নিম্নে কাষ্ঠাসনের উপর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের আলেখ্য নানাপ্রকার লতাপাতা, বিবিধ সুগন্ধি পুষ্পমাল্য এবং আম্রপল্লবযুক্ত জলপূর্ণ কুম্ভসমূহের দ্বারা পরিশোভিত হইলে তথায় একটি সভার অধিবেশন হয়। শ্রীপুরীধামের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সজ্জনব্যক্তি ও ভদ্রমহিলা এবং গঞ্জাম, কটক, পাটনা, আলালনাথ প্রভৃতি স্থান হইতে আগত বহু ভক্ত এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

অপরাহ্ণ ৪৷৷ ঘটিকার সময় শ্রীল প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক উক্ত সভায় উপস্থিত হইলে সভ্যগণ সজ্জনবৃন্দ দণ্ডায়মান হইয়া দণ্ডবৎপ্রণামাদি-দ্বারা আচার্য্যবর্য্যের যথোচিত অভ্যর্থনা করেন। অতঃপর প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে শ্রীমৎ গদাধর দাসাধিকারী গুরুষ্টক এবং উপদেশক শ্রীপাদ পরমানন্দ ভক্তিকুমুদ মহোদয়ের মূলগায়কত্বে পঞ্চগুরুষ্টক, 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর' ও 'গৌরাঙ্গবিগ্রহ' সংকীর্ত্তন করা হয়। তদনন্তর শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় অর্দ্ধ-ঘণ্টাকাল একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার পর "কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর"—এই গীতিটি কীর্ত্তন করা হইলে সন্ধ্যারাত্রিকের সময় উপস্থিত হইল। তখন প্রভুপাদের সঙ্কেতক্রমে ধূপ-প্রদীপ-শঙ্খঘণ্টা-বস্ত্র-পুষ্প-চামরদ্বারা সাধুনিবাসে সুসজ্জিত শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের আলেখ্যার্চ্চার আরাত্রিক সম্পাদন করিয়া শ্রীশ্রীবিনোদমাধবজীউর সন্ধ্যারাত্রিক সুসম্পন্ন করা হয়। অতঃপর "শুদ্ধভক্ত-চরণরেণু" গীতিটি কীর্ত্তন করা হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ, শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ হরশ্রীব ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার 'শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের 'অতিমর্ত্য চরিত্র ও শিক্ষা'-সম্বন্ধে যথাক্রমে এক একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীপাদ বৈখানস মহারাজ সংস্কৃত-ভাষায় বক্তৃতা করেন। সকলের বক্তৃতার শেষ হইতে রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকা হইয়াছিল। অনন্তর 'এইবার কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর' ও মহাযশ কীর্ত্তিত হইলে সভা ভঙ্গ হয়।

২৬শে নভেম্বর—পূর্ব্বদিবস (২৫শে নভেম্বর) উত্থান-একাদশীর উপবাস-বিধির জন্য শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুপাদের অপ্রকটোৎসবের মহাপ্রসাদ-সেবা ও বিতরণ-কার্য্য হয় নাই। এইজন্য শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছাক্রমে এই দিবস প্রাতঃকাল হইতে মহোপদেশক শ্রীপাদ হরশ্রীব ব্রহ্মচারী প্রভু মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তদনুসারে সর্ব্বসাধারণকে সন্ধ্যার পরে হরিকথা শ্রবণ ও মহাপ্রসাদসেবার নিমন্ত্রণ করা হইল।

শ্রীশ্রীবিনোদমাধবজীউর সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের সাধু-নিবাসে বহু সজ্জন ও ভদ্রমহিলা সমবেত হইলে একটি সভার অধিবেশন হয়। প্রথমে গুর্ব্বষ্টক ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। তৎপরে ত্রিদণ্ডি-

স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব-বৈখানস মহারাজ উৎকল ভাষায় ও পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বাঙ্গালা-ভাষায় "শ্রীল গৌরকিশোর-অপ্রকটোৎসব" সম্বন্ধে যথাক্রমে এক একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে পুনরায় মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর সভাভঙ্গ হয়। সমবেত প্রায় বেড় শত পুরুষ ও মহিলাকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

বালেশ্বর জেলার বস্তাগ্রামবাসী বস্তা-মধ্বাচারীজাতীয় প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যাদবপুর শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শ্রীযুক্ত হরিচরণ দাস মহাশয় এই উৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। ঐ দিবস গঞ্জাম হইতে শ্রীরাজগোপাল প্রভৃতি প্রমুখ কতকগুলি ভক্ত শ্রীশ্রীবিনোদবাণীজীউর ভোগের জন্য অনেক জমজমাট ও বিচিত্রব্যঞ্জনসহ শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে আগমন করিয়াছিলেন।

—:০:—

শ্রীল প্রভুপাদের একটি পত্র

" শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পুরী
১৯ নভেম্বর, ১৯৩০

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১৬ই তারিখের পত্রে দার্জ্জিলিংএর অন্নকূট-উৎসবের বিস্তৃত সংবাদ পাইলাম। শ্রীযুত রাধাচরণ গোস্বামীর চারি বাড়ীতে পাঠের সংবাদও জানিলাম।

শ্রীযুত ০ ০ ০ উকীল মহাশয় এখনও পরমার্থ-রাজ্যের প্রাথমিক সোপান অতিক্রম করেন নাই। তজ্জন্যই তাঁহার আপাতবিরোধী কথাগুলি হৃদয় হইতেছে না। এ বিষয়ে বহুদিন আলোচনা না করিলে তাঁহার বিচারশক্তি বৃদ্ধি পাইবে না।

যে-কাল পর্য্যন্ত শিক্ষকের পাণ্ডিত্য অপেক্ষাও শিক্ষার্থী আপনাকে অধিকতর পণ্ডিত ও 'সব্‌জান্তা' মনে করে, সে-পর্য্যন্ত উহা তাহার অনর্থের মূল হয়। অনর্থ না কাটিয়া গেলে ভক্তিরাজ্যের কোন কথাই বুঝিবার কোন যোগ্যতা হইবে না। অভক্তগণ মনে করেন—"তাঁহাদের বিচারই ঠিক; আর ভক্তির কথা ভক্তগণ কম জানেন এবং উক্ত অভক্তগণই তৎসম্বন্ধে ভিক্ষা ভিন্‌ভিন্ করিবার মালিক!" কোন কোন শিশু পাটীগণিতের যোগ অঙ্ক শিখিবার পর যখন বিয়োগ, গুণ ও ভাগ অঙ্ক শিখা করে, তখন তাহাদের বিচার-বুদ্ধির মহাবিপর্য্যয় উপস্থিত হয়। তাহারা মনে করে—বিয়োগ, গুণ ও ভাগ করিবার প্রণালী তাহাদের যোগ করিবার প্রণালীর মত হইতেছে না কেন? সদ্‌রাজ্যের সংবাদ অসদ্‌রাজ্যের অধিবাসিগণ গ্রহণ করিতে পারেন না। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগকে এই সকল কথা শিক্ষা দিতে হইবে। বিশেষতঃ ভাল মানুষ ব্যক্তিগণ অর্থাৎ Simpletonগণ নানাবিধ জটিল কথা বুঝিতে পারেন না বলিয়া তাঁহারা false equalityর advocate.

কোন কোন সঙ্কীর্ণ-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর আসনকে এক করিয়া ফেলেন এবং বুদ্ধি ও মিশ্রি সমান মনে করেন। এই ঘোর অজ্ঞান-তিমির নাশ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব আচার করিয়া প্রচার করিয়াছেন।

কেন শ্রীচৈতন্যদেব প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে পরোক্ষমুখে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা প্রতাপরুদ্রের অবৈধ ভাবক-সম্প্রদায় বুঝিয়া উঠিতে পারিবেন না। কৃষ্ণই যে একমাত্র বিষয়, তাহা বিষয়-মদান্ধ ব্যক্তিগণ বুঝিতে অসমর্থ বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাদিগকে গর্হণ করিয়াছেন; ইহা কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত অন্য কেহ বুঝিতে পারিবেন না। যদি পারিতেন, তবে আজকাল যতিচ্ছদ্ম সঙ্কীর্ণ-দৃষ্টি ব্যক্তিগণ বৈদেশিকের বাসনায় উতলা হইয়া উঠিতেন না। কেন শ্রীচৈতন্যদেব পরমেশ্বরী ঘোষকের মাতাকে নিকটে আসিতে দেন নাই, কেন তিনি ছাদোদর পণ্ডিতকে পুরী হইতে নবদ্বীপ পাঠাইয়া নৈতিক বিচার সংরক্ষণের ভার দিলেন, একটু ভক্তিপথে অগ্রসর না হইলে সাধারণ জীবগণের কখনই ইহা বুঝিবার শক্তি হয় না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বিচার-প্রণালী ও দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন-পদ্ধতি

দুঃসঙ্গকারিগণ ছিদ্রান্বেষি-বিবেকরহিত হওয়ায় বুঝিতে পারে না। কেন মহাপ্রভুর টঙ্কার শ্রীবাস পণ্ডিত তাঁহার শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে কীর্ত্তনস্থলী হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন, কেন শ্রীবাসোদরস্বরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর তৎকালীকেও (বঙ্গদেশীয় বিপ্র কবি) বাদ দিয়াছিলেন, কেন বা আমাদের গুরুপাদপদ্ম পরলোকগত পুলিন বাবুকে দর্শন করেন নাই, তাহা উপলব্ধি করিতে শিক্ষানবীশ কর্ম্মি-সম্প্রদায়কে বহু-তপস্যার অপেক্ষা করিতে হইবে। সকলেই যে ভক্তিসোপানে আরূঢ় হইবেন—ইহা আশা করা যায় না।

অদ্যকা সহজিয়াগণ নির্ব্বুদ্ধিতার বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদের নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য ভাবসঙ্গত বলিয়া মনে করিতেছে—অধর্ম্মকে 'ধর্ম্ম' বলিয়া চালাইয়া মূর্খের নিকট পাণ্ডিত্য প্রচার করিতেছে, উহাতে কেবল জগজ্জাল বৃদ্ধি পাইতেছে, জীবের নির্ব্বুদ্ধিতা দিন-দিন বাড়িয়া যাইতেছে বহুতীব্র ভোগরোগে ব্যথিত হইয়া পলোপাসনার প্রবৃত্ত হইতেছে। জীবগণকে উহা হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য মহাপ্রভুর ভক্তগণ কত প্রাণপণ রকমই না ব্যয় করিতেছেন। তথাপি নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা আপনাদিগকে বুদ্ধিমান্ জানিয়া উহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। কেন আমাদের পূজ্যতম ঠাকুর নরোত্তম বিদ্বাদ্বন্দ্ব, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষিগণকে অনধিকারিত ও নির্ব্বোধ স্থির করিয়াছেন, ইহা তোষীর সাধারণ বিচারে বুঝিবার নহে।

কপট বৈদ্য দেখাইলেই যে বিষয়টি বুঝা গেল, তাহা নহে। ভিতরে অজীর্ণ বা বদহজম থাকায় ভক্তি-বাস্থা লাভ করিতে অনেকেই অসমর্থ হন। গৌড়ীয়মঠের সহিত অন্যান্য ঠাকুরসেবা ও তাড়াটিয়া পার্ষদি প্রচারকের যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা যে-পর্য্যন্ত না উপলব্ধির বিষয় হয়, তৎকালাবধি জীবের ঐ প্রকার দুর্গতির অবসান হয় না। তজ্জন্যই ভগবদ্ভক্তগণ তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। জীব যে কাল পর্য্যন্ত ভুবনমোহিনী ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরীর মোহজালে আবদ্ধ আসামী থাকেন, সে-কাল-পর্য্যন্ত ভুবনমোহন-মনোমোহিনী দেবীর আশ্রয়-গ্রহণে পরাঙ্মুখ হন। গৌড়ীয়মঠ যে-সকল কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে কাহারও কাহারও বহু-জন্মান্তর লাগিতে পারে; আবার কোন কোন সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি অনায়াসেই বিষয়টি ধরিয়া লইতে পারেন।

আপনি উহাদের কথায় দুঃখিত হইবেন না। শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা হইলেই উহাদের বিচার-বৈকল্য বিদূরিত হইবে।

শ্রীযুত • • যে-সকল উৎপাত করাইতেছেন, উহার মীমাংসা করিবার জন্য আধ্যক্ষিক জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তিগণের সমাজে আলোচনা করিয়া উহার প্রতীকার পাইতে পারেন। • • • তাঁহার কোন কথায় মনে আমাদের থাকা উচিত নহে—ইহা তাঁহাকে জানাইতে হইবে।

রজস্তমোগুণ প্রবল হইলে ঐ প্রকৃতির ব্যক্তিগণ নানা মিথ্যার মধ্যে প্রবেশ করে। তজ্জন্যই বিদ্বদ্বিগণের নিকট বিষয়কথা-ব্যতীত হরিকথা বলিলেও তাহাদের বোধের বিষয় হইবে না,—উল্টা বিপত্তি হইবে। তাদৃশ তান্ত্রিক কথাচারী ব্যক্তির, মাংসাশী ব্যক্তির নিকট 'পশুবধ—পাপের কথা' বলা অরণ্যে রোদন মাত্র। • • •।

নিত্যানীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

[কোন এক আধ্যক্ষিক "গৌড়ীয়"-পাঠক "গৌড়ীয়ে" কোন উচ্চ পরম বিদ্বদ্বিবাক্তির একান্ত প্রার্থনা-সত্ত্বেও ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের উক্ত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ না করার উদ্দেশ্যে কোন মঙ্গলময়ী শিক্ষার আদর্শ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই এবং "গৌড়ীয়ে"র মধ্যে প্রকাশিত মহাজন-সিদ্ধান্তের মধ্যে পরস্পর অসামঞ্জস্য ও বিরোধ দর্শন করিয়া তদ্বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তদুত্তরেই কোন ভক্তকে উপরি-উক্ত পত্রটি লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রুতিবাক্যের মধ্যেও ঐরূপ পরস্পর বিরোধ অজ্ঞ লোক লক্ষ্য করে বলিয়া বিরোধ-মীমাংসার্থ শ্রীব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। আবার ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে আধ্যক্ষিক পণ্ডিত-সমাজেও পরস্পর বিরোধ লক্ষিত হয় বলিয়া পরম কারুণিক সূত্রকর্ত্তাই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ অকৃত্রিম ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অভক্ত-সম্প্রদায় শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকের মধ্যেও পরস্পর বিরোধ দেখিতে পান বলিয়া মহাবদান্যাবতারী শ্রীচৈতন্যদেব নিজ অভিমর্ত্য চরিত্র প্রকট করিয়াছেন। তাহাতেও ভোগোন্মুখগণের বিরোধ দর্শন হইলে "গৌড়ীয়ে" আচার্য্যবাণীসমূহ

প্রকাশিত হইতেছে। অন্যান্য স্থান হইতেই প্রতিপাদ, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত আচার্য্যের বাণীর প্রতি অভিগমন করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে মাপিয়া লইবার দুর্বুদ্ধির উদয় হয়। অতএব আচার্য্যবাণীর প্রতি প্রতিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি-সহকারে অভিগমনই বিরোধ-মীমাংসার একমাত্র উপায়।—গৌঃ সঃ]

—(:০:)—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাব্জৌ জয়তঃ

পরমগুরুপাদপদ্মানাং অপ্রকটতিথিবাসরে বিরচিতম্

শ্রীশ্রীমদ্‌গৌরকিশোরগুরুবরাষ্টকম্

শ্রীরূপবক্ত্রাব্জ-সমস্ত-ভোগং
কৌপীনকন্থং প্রণিতং সরাগম্।
শ্রীগোপিকাভাব-গমন্ত-চিত্তং
বন্দে গুরুং গৌরকিশোরদেবম্ ॥ ১ ॥

শ্রীনবদ্বীপ-বরে বসন্তং
শ্রীগৌরভক্তিং সুপ্রচারয়ন্তম্।
গঙ্গাতটে তৎপ্রিয়-ভক্তভাবং
বন্দে গুরুং গৌরকিশোরদেবম্ ॥ ২ ॥

শ্রীগোদ্রুমে ভক্তিবিনোদসঙ্গং
কৃত্বা রসং ভাগবতং পিবন্তম্।
বৈরাগ্যবন্তং পরপ্রীতিমন্তং
বন্দে গুরুং গৌরকিশোরদেবম্ ॥ ৩ ॥

গোবিন্দ! রাধে! সততং ব্রুবন্তং
ভূমৌ লুঠন্তং সরুদং নটন্তম্।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-বপুর্ভজন্তং
বন্দে গুরুং গৌরকিশোরদেবম্ ॥ ৪ ॥

গৌরাঙ্গশিক্ষাং ক্ষিতয়ৈবিলুপ্তাং
বিলোক্য হাহেতি রুদন্তং রুদন্তম্।
দত্তিঃ সমং জীবহিতং চরন্তং
বন্দে গুরুং গৌরকিশোরদেবম্ ॥ ৫ ॥

মায়াপুরে গৌরপুরং গুরুপ্তং
প্রেম্না প্রকাশং জগতি প্রণীতম্।
মহা-বদান্যং পরহংস-রাজং
বন্দে গুরুং গৌরকিশোরদেবম্ ॥ ৬ ॥

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীশ্বং
নত্বাথ তত্যোব প্রসাদসিন্ধুম্।
সদ্ভক্তিবর্ত্মাভিপ্রকাশয়ন্তং
বন্দে গুরুং গৌরকিশোরদেবম্ ॥ ৭ ॥

শ্রীগৌর-গোবিন্দ-কৃপানুপাত্রম্
নানামতাভাব-বিশান্ত-মাত্রম্।
প্রেমাশ্রু-ঘামাশ্রু-সিক্তগাত্রং
বন্দে গুরুং গৌরকিশোরদেবম্ ॥ ৮ ॥

নিত্যং য এতদ্‌গুরুদেব-বন্দনং
পঠেদ্যতি বা স্মরতি ভক্তিপূর্ব্বকম্।
শ্রীগৌরগোবিন্দপ্রসাদভাজনং
গোলোকলোকে বসতি প্রসঙ্গম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামিপ্রভুপাদানু-
গৃহীত-দীনগৌরদাসেন গুরুবরপ্রসাদ-
সাতায় সজ্জনবর্গায় সমর্পিতম্।

—:০:—

শ্রীভক্তিরঞ্জন বিরহস্মৃতি

আগামী ২৭শে অগ্রহায়ণ (১৩৪০), ১৩ই ডিসেম্বর (১৯৩৩) রবিবার কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে স্বধামপ্রাপ্ত-প্রোষ্ঠার্য্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের ষষ্ঠ-বার্ষিকী বিরহতিথি সম্মানিত হইবেন। এতদুপলক্ষে বিশেষ মহোৎসব ও স্মৃতিসভার অধিবেশন-বিবরণ যথাসময়ে গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইবে।

—(:০:)—

বিবিধ-সংবাদ

শ্রীল গৌরকিশোর-বিরহোৎসব

গত ২৫শে নভেম্বর (১৯৩৬) বুধবার শ্রীউত্থান একাদশী, ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী ও ভীষ্মপঞ্চক তিথিতে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের অপ্রকট তিথি স্মরণ শ্রীল প্রভুপাদের চটক-পর্ব্বতে এবং তদানুগত্যে তদ্দেবকগণকর্ত্তৃক শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য-মঠে, শ্রীগৌড়ীয়-মঠমুকুন্দে, শ্রীব্রজপত্তনস্থ মুকুন্দে ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার যাবতীয় মঠে সংকীর্ত্তনমহোৎসবানুষ্ঠানের অভিনয়ে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদ-লিখিত "আমার প্রভুর কথা" (সজ্জনতোষণী ১৯শ বর্ষ), 'শ্রীসরস্বতী-জয়শ্রী'র ১৪শ, ২২শ ও ২৩শ বৈভব হইতে শ্রীল গৌর-কিশোর প্রভুর প্রসঙ্গ ও তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদের পুনরুদ্ধারাদি কথা, 'গৌড়ীয়' ১৪শবর্ষ ১৯শ সংখ্যার ২২৮ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভে শ্রীল প্রভুপাদের কথিত শ্রীল গৌরকিশোর-প্রসঙ্গ কথা 'গৌড়ীয়' ১৩শ বর্ষের ১৪শ সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ প্রভৃতি পাঠ, বক্তৃতা এবং "পরমগুরুষ্টকম্" ('গৌড়ীয়' ৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা), "শ্রীশ্রীমদ্গৌরকিশোর গুরুবরাষ্টকম্" ('গৌড়ীয়' বর্ত্তমান-সংখ্যা ২৮৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য) ও "যে আনিল প্রেমধন" প্রভৃতি অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ ভাবোদ্দীপক মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্রকীর্ত্তন-মুখে পালিত হইয়াছেন। পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ণ, অপরাহ্ণ ও সায়াহ্ণ—প্রায় সব সময়ই মঠ সংকীর্ত্তন-মুখরিত ছিল।

প্রাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, পারায়ণ ও কীর্ত্তনাদি হইবার পর পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকা হইতে পুনরায় কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। পরমগুরুষ্টক-কীর্ত্তনের পর ব্রহ্মচারী শ্রীমৎপ্রণবানন্দ শ্রীল বাবাজী মহারাজের অপ্রাকৃত বৈরাগ্য ও অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনের কথা, 'যে আনিল প্রেমধন' গীতি ও তোষারাত্রিক কীর্ত্তন করেন। সভায় এক বৃহতী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীল বাবাজী মহারাজের আলেখ্য সভাস্থলে উচ্চাসনে অতি সুন্দররূপে সুসজ্জিত করা হয়। শ্রীপাদ আচার্য্যাত্মিক প্রভুর নির্দ্দেশানুসারে ওঁবিষ্ণু, পরমগুরুষ্টক ও শ্রীগৌরকিশোর গুরুবরাষ্টক কীর্ত্তনের পর শ্রীসচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী মহাশয় "বৈষ্ণব ঠাকুর" গীতিটি কীর্ত্তন করিলে ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রণবানন্দ সজ্জন-তোষণী, পরমহংসপ্রিয়া ও গৌড়ীয় হইতে শ্রীল বাবাজী মহারাজের প্রণয় পাঠ করেন, তৎপর শ্রীপাদ অদ্বয়জ্ঞানন্দ দাসাধিকারী বি-এ মহোদয় শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপার কথা ও শ্রীপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী বিদ্যাসুন্দর মহোদয় শ্রীল বাবাজী মহারাজের বৈরাগ্যের বৈশিষ্ট্য, ভক্তি, অমানীমানদাদি, তাঁহার কৃষ্ণানুসন্ধানলীলাদর্শ প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিলে শ্রীপাদ আচার্য্যাত্মিক প্রভু 'ভগবান্ ও তদীয়জনের চরিত্র-শ্রবণানুকীর্ত্তনেই আত্মশোধন, ভারতীয় গগনের মেঘাচ্ছন্ন অবস্থা, ক্রমে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীগৌরকিশোর, শ্রীভক্তি-বিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবে জগতের মঙ্গলোদয়, জগজ্জীবের প্রতি কৃপাসিক্তহৃদয়ে "যদা যদা হি" বাক্যানুসারে ভগবদিচ্ছায় ত্রিজগজ্জন আচার্য্যবর্গের অবতরণ, তাঁহাদেরই অপ্রাকৃত বৈরাগ্য ও ভজন-বৈশিষ্ট্য-প্রচারার্থ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অবতার, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু কলিকাতাকে 'মায়ার ব্রহ্মাণ্ড' বলিতেন, শ্রীল প্রভুপাদের তাই সেই মায়ার ব্রহ্মাণ্ড হইতে জীবসকলকে উদ্ধারার্থ কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রাকট্য-বিধান।" ইত্যাদি বহু কথা কীর্ত্তন করিয়া 'গৌড়ীয়' ১৩শ বর্ষ ১৫শ সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধটি পাঠ করেন। তাঁহার পাঠের পর তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে ব্রহ্মচারী প্রণবানন্দ যশোমতী-নন্দন এবং বিদ্যাসুন্দর ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'মিছাই ওগবদি আমার' পদাবলী কীর্ত্তন করেন। অতঃপর মহামন্ত্রকীর্ত্তন-মুখে তোষারাত্রিককীর্ত্তন হইতে থাকে।

২৬শে নভেম্বর সভায়ও শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের অপ্রাকৃত বৈরাগ্য, ভজনবৈশিষ্ট্য, লোকশিক্ষা ও শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর "শুষ্কাংশুতে মহাদোষ" শ্লোক ও "কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর" প্রভৃতি পয়ার হইতে কার্ষ্ণ-বিরহের পরমচমৎকারিতা প্রৌঢ়ভাবস্পর্শে আলোচিত হইয়াছিল। ঐ দিবস রাত্রের সভায় সমবেত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সাধারণ-মহোৎসব

ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সাধারণ-মহোৎসবে এবার পূর্ব্বপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অনেক বেশী লোকসমাগম হইয়াছিল এবং উৎসব বিশেষ সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা আসিয়াছিলেন। শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজ ও শ্রীযুৎ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী বিদ্যাগাধীশ মহোদয় বিশেষ পরিশ্রমসহকারে নামহট্টগঞ্জে

প্রচার ও শিক্ষা করিয়াছেন। নয়মনসিংহের ভক্তগণ বিশেষতঃ শ্রীপাদ ভক্তানন্দ প্রভু খুব পরিশ্রম করিয়াছেন। শ্রীপাদ হরিবিনোদ প্রভু এবং মঠের সকল ভক্তই অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। শ্রীপাদ শিবরাত্রব্রতবিগ্রহ প্রভুর শুদ্ধসেবকগণের সেবায় ও হরিকথা-প্রচারে উৎসাহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হরিকথা-প্রচার

গত ৩০শে নভেম্বর রোববার কলিকাতা ৩৫।১নং পল্লপুকুর রোড্‌স্থ শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহোদয়ের গৃহে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ 'রাসোৎসব' প্রসঙ্গ কীর্ত্তন মুখে বলেন—শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসোৎসবই আমাদের নিত্যারাধ্য ও নিত্য-কীর্ত্তনীয় বিষয় হইলেও অনর্থযুক্ত বদ্ধজীব আমরা, কিরূপে সেই পরমমুক্তকুলশিরোমণিগণোপাস্য ভজন-রাজ্যের সর্ব্ব-গুহ্যাতিগুহ্যতম রহস্যোপলব্ধির যোগ্যতা পাইব, ইহাই আমাদের সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বপ্রযত্নে আলোচ্য বিষয় হউক। যে বিষয়টির বক্তা সর্ব্বমুনিগণ-বন্দিত-পাদপদ্ম পরমহংসকুলমুকুট-মণি স্বয়ং শ্রীশুকদেব গোস্বামী ও শ্রোতা গঙ্গাতটে প্রায়োপবেশনরত ঐকান্তিক ভক্তপ্রবর মহারাজ পরীক্ষিৎ, সে বিষয়টির গুরুত্ব তাঁহাদের আনুগত্যে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠানের বিষয় না হইলে নানাপ্রকার অনর্থোৎপত্তির সমূহ সম্ভাবনা। প্রাকৃত ভাবনাবস্তু অতিক্রম করিয়া যে এক অপ্রাকৃত চমৎকারিতা-পরিপূর্ণ ভূমিকায় চিন্ময় রসের স্থান, যাহা একমাত্র শুদ্ধসেবোন্মুখহৃদয়ে শুদ্ধআত্ম-বৃত্তি—নিষ্কপটসেবা-দ্বারা আস্বাদনযোগ্য, তাহা অবান্তর প্রয়োজনসাধনোদ্দেশে অনধিকারচর্চ্চামূলে নানানর্থ-প্রপীড়িত বক্তা ও শ্রোতার অধোক্ষজতর্পণের বিষয় করিতে গিয়া মানবজাতির আজ কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সুধী সজ্জনমাত্রেরই বিশেষভাবে চিন্তনীয় বিষয় হউক। 'নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু' এবং 'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ' শ্লোকদ্বয় বিশেষভাবে আলোচ্য হইলে অশ্রৌত আনুষঙ্গিক পন্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক যখন শ্রৌতপথানুসরণে সদ্‌গুরুর পাদাশ্রয়ের আত্যন্তিক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির বিষয় হইবে, তখন আর চিজ্জড়সমন্বয় ও প্রেমের নামে অকৈতব-লাম্পট্যবাহীর অনর্থবিচারের দুশ্চিন্তা মানবসমাজকে বিপর্য্যস্ত করিবে না, তখনই রাসরসিক সমস্ত রসিকশেখরের রাসলীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে যেমন গ্রহগণ তৎকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া তৎচতুষ্পার্শ্বে স্ব-স্বকক্ষে ভ্রমণ-রত, সেই প্রকার চিন্ময়রাজ্যেশ্বরী-সূর্য্য অখিলরসামৃতমূর্ত্তি নিত্যসুখ-বোধতনু কৃষ্ণের চতুষ্পার্শ্বে গোপাদি পঞ্চরসের আশ্রয়বিগ্রহগণ কৃষ্ণানুগতিচিত্ত হইয়া অখিলরসে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-বিচারে যিনিরূপে কৃষ্ণের নিত্যরাস-রসানন্দ সম্পাদন করিতেছেন, তাহা নির্ব্বাণোন্মুখ সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়জ্ঞানীর কখনই অনুভবনীয় বিষয় নহে। ওঁবিষ্ণুপাদশ্রীমদ্ভক্তি-সুহৃৎ-পাঠক-কর্ত্তৃক শ্রীগোপিকামাধবপাদপদ্মভৃঙ্গের হৃদয়ের তাহাদের প্রাকৃত পাণ্ডিত্য, যাদন-স্বরূপ গুরুতালমান ও বাদ্যবৈষ-ম্যতে মুগ্ধ হওয়াকে যাঁহারা রাসপঞ্চাধ্যায়-শ্রবণ মনে করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই আত্মবঞ্চিত এবং অপ্রাকৃত রসোল্লাসের দুর্দ্দশা-প্রাপ্ত। এতৎপ্রসঙ্গে স্বামীজী ভাষণ করেন, তৃণ দ্বিতীয়াভিনিবেশেন, আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা, তাহা হি, অসৎ-সঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার, স্যাৎ কলিকালিনঃ, তাবৎ-কর্ম্মাণি, মানস যেই গেই, চক্রবৎ হি মন; কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন, ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন, ভক্তাধিকার জগৎ, অপাণি-পাদো, নারায়ণো, আরাধ্যো ভগবান্, অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি, চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার, তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ, হেন নিত্যই বিনে ভাই, গৌরাঙ্গ বলিতে হ'বে, নিরন্তকুহকেরূপ-পীয়ূষবানাৎ, নাগং বিপ্রো, কিং গুরুং, কঃ পণ্ডিতঃ, কঃ মূর্খঃ, বস্তাদ্বুদ্ধিঃ, নৈতৎ সমাচরেৎ, অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং, বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ, 'শ্রদ্ধা' শব্দে বিশ্বাস করে, ন ধনং ন জনং, বিষয়েতে প্রীতি এবে, যাহাতে শিহনে রাখি কৃষ্ণপানে যায়,ত'ষ্ঠতি প্রবিশাতেন প্রভৃতি শ্লোক ও পদ্যা-ব্যাখ্যা-মুখে দীক্ষা শিক্ষা ও চৈত্যগুরুর কথা শুরুপাদাশ্রয়, দ্রষ্টা দৃশ্য ও দর্শনের নিত্যতা বিচারসহ মায়াবাদীর অনিত্যতা-বিচারের পার্থক্য, চিৎ অচিৎ ও জীবশক্তির বিচার, অনন্যাভিধেয়ে ও অনন্য মীমাংসে বিচারের পার্থক্য, 'অধোক্ষজ' শব্দের ব্যাখ্যা, শ্রীমদ্ভাগবতের গঠন, গতি, ব্যাখ্যা-পদ্ধতি, শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অধোক্ষজবাণী-বৈশিষ্ট্যের ত্রিকালজ্ঞা-নসাকর্ষিত্ব, ঔদার্য্যবিগ্রহের কীর্ত্তনরাসাশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণের রাসোৎ-সবে প্রবেশাধিকার ইত্যাদি বহু বিষয় আলোচনা করেন।

সভায় বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত শ্রোতার সমাবেশ হইয়া-ছিল। তন্মধ্যে সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত

রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মন্ত্রীক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত সিভিল-সার্জ্জন এম্-বি, শ্রিলিনাল শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ দাস গুপ্ত এম্-এ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মজুমদার এম্-এ-বেচু-রাইট্ 'চন্দ্রমুখ'), রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সরকার (এসু, ইঞ্জিনীয়ার সিভিল ডিপার্টমেণ্ট), মিঃ কে সি রায় চৌধুরী আর্কিটেক্ট, কলিকাতা কর্পোরেশন, শ্রীযুক্ত নিত্যনন্দ বিনোদ এম্-এ বি-এল, ওকিলবাবু শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন রায়, ডাঃ শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী প্রমুখ স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। গৃহকর্ত্তা শ্রীযুক্ত কোঁয়ার বাবুর সহায়তা-শক্তিমত্তা ও সৌজন্য বিশেষ প্রশংসনীয়।

গত ১৯শে নভেম্বর ভবানীপুর ১৮নং চক্রবেড়িয়া রোড্ হইতে অবসরপ্রাপ্ত সেসন্স্ জজ শ্রীযুক্ত রজনীমোহন ঘোষ মহোদয় সপরিবারে শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমনপূর্ব্বক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন। ঘোষ মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে স্বামীজী গত ২১শে নভেম্বর তাঁহার ভবানীপুরস্থ গৃহে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের ব্যাখ্যাবলম্বনে শ্রীচৈতন্যশিক্ষা ও জগতের শিক্ষা এবং সাধু ও অসাধুর পার্থক্য, চতুর্ব্বর্ণাশ্রমীর কৃত্য এবং নামমাহাত্ম্য প্রভৃতি বিষয়ে কীর্ত্তন করেন।

গত ২৩শে নভেম্বর রাত্রে বালিয়াড়িহাট রাজা শ্রীযুক্ত কিরীটনাথ দেব রায় মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। শ্রীযুক্ত লরেন্স শুল্জারী (Mr Schulze) মহোদয়ের সহিত তাঁহার বহুক্ষণ যাবৎ ধর্ম্ম-বিষয়ে আলোচনা হয়। "বস্তুতঃপক্ষে সমস্ত ধর্ম্মই এক" এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে ত্রিদণ্ডিস্বামীজী বলেন—"অন্ধকার যেমন বিষম বস্তুর পার্থক্য বুঝিতে দেয় না, সমস্ত সাম্য বিচারবল্প হয় অন্ধকার এবং আলোকের সাহায্যে প্রকৃত অবস্থা বুঝিবার সুযোগ হয়, তদ্রূপ সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে দিব্যজ্ঞানের উদয় হইলে সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের ভ্রান্ত ধারণা নিরস্ত হইয়া বিশুদ্ধবুদ্ধি-বৃত্তিতে ইহার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির বিষয় হয়। প্রাকৃত দেহ-মনোধর্ম্ম আত্মার সহিত ভগবানের সম্বন্ধ-নিরূপণে সম্পূর্ণ অযোগ্য। প্রাকৃত ভূমিকায় অবস্থান করিয়া অপ্রাকৃত ভূমিকার যে ধারণা, তাহা সমস্তই ভ্রমপূর্ণ। এজন্য আমাদের সদ্গুরুপাদপদ্মে একান্ত ভাবে আত্মসমর্পণের আবশ্যকতা আছে—গুরুতে অন্ধবিশ্বাসের কথা বলিতেছি না। শ্রীগুরুদেবের দেহ অপ্রাকৃত এবং তাঁহার বাণীও অপ্রাকৃত, তাঁহাতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিতে হইবে না। তাঁহারই শ্রীমুখ হইতে অপ্রাকৃত নাম উচ্চারিত হয়। অপ্রাকৃত নাম ও নামী অভিন্ন। সেই নাম-শ্রবণে আমাদের অনর্থ বিনষ্ট হয়। গুরু ও গুরুদ্রবকে এক করিতে হইবে না। অপ্রাকৃত অনুভূতি-বিহীন প্রাকৃত সহজিয়া কখনও গুরু হইতে পারে না। তাঁহারা প্রাকৃত ভূমিকায় বিদ্বেষী। ভগবদ্ভক্তের সেবা ব্যতীত ভগবানের কৃপা লভ্য হয় না। অহৈতুকী সেবা বা বিষয় প্রেমের সাধন করার কালের আকাশ-পাতাল পার্থক্য বর্ত্তমান।" শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর ত্রিদণ্ডিস্বামীজীর মুখে এইসকল বিচার-পূর্ণ কথা-শ্রবণে পরম প্রীত হন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ও ব্রহ্মচারী শ্রীবৃন্দিবনন্দ ভক্তিবিভূতি গত ১৬ই অক্টোবর কলিকাতা হইতে মানভূম জেলার অন্তর্গত পুরুলিয়া-নামক স্থানে প্রচারার্থ যাত্রা করেন এবং তথায় শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু মহাশয়ের ঠাকুরবাড়ীতে কএকদিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং স্থানীয় অধিবাসিগণের দ্বারে দ্বারে হরিকথা প্রচার করেন। কলিকাতার শ্রীযুক্ত আনন্দপ্রসাদ দত্ত এবং পুরুলিয়ার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহ, জামুরা ষ্টেটের মোক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় ও স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ স্বামীজীর প্রচারকার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। অতঃপর স্বামীজী পুরুলিয়ার বিভিন্ন স্থানে প্রচারকার্য্য করিয়া গত ৫ই নভেম্বর ধানবাদ কাতারপুকুর মাইনিং কলেজের প্রফেসার মিঃ এস্, কে বসু মহাশয়ের পিতা ডাঃ শ্রীযুক্ত নবগোপাল বসু মহাশয়ের আশ্রয়ে স্থানীয় ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। তৎপর ৯ই নভেম্বর পর্য্যন্ত স্বামীজী শ্রীযুক্ত কিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিভিষণক ধানাধিকারী, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ ও শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ মহোদয়গণের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজী মহারাজ ৩০শে নভেম্বর সন্ধ্যা প্রায় ৭ ঘটিকার সময় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপনীত হইয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসবের পর গত ৭ই অক্টোবর কলিকাতা হইতে নড়াইল মহকুমায় প্রচারার্থ যাত্রা করেন। তদবধি তিনি গত ১৯শে নভেম্বর পর্য্যন্ত আলাবপুর, নড়াইল-টাউনহল, আউড়িয়া, বড়দাগা, কুড়লিয়া, ডাটুয়া, জয়রামপুর, মহাটা, রঙ্গাট, খামারপাড়া, শ্রীধোল, লাহুলবাঁধ, কামারখালি (ফরিদপুর), কুহুখী, বোয়ালখালি, চণ্ডীপুর প্রভৃতি স্থানে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তনমুখে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়াছেন।

গত ২২শে নভেম্বর ডঃ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরপ্রোবিন্দ সেন এম্-এ, সিএইচ-ডি (লণ্ডন) সেকেণ্ড ইন্স্পেক্টর অব্ স্কুলস্, ঢাকা) মহোদয় কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠে আগমনপূর্ব্বক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীপাদ জগদ্গুরু ভক্তিসারঙ্গ বি-এ মহোদয়ের নিকট পরমার্থ-প্রসঙ্গে অনেক কথা শ্রবণ করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭শ খণ্ড} শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩ {১৯শ সংখ্যা

সিদ্ধি হইতেছে না কেন ?

আমাদের অনেক সময় প্রশ্ন হয়—আমরা সদ্গুরু-পাদপদ্মে উপনীত হইয়াও, এমন কি, কেহ কেহ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াও সিদ্ধি লাভ করিতে পারিতেছি না কেন? আবার কেহ কেহ কটাক্ষের সহিত প্রশ্ন করেন, "মহাপ্রভু ও আচার্য্যগণের অনুগ ও শিষ্যমণ্ডলীর অনেকের মধ্যেই অষ্টসাত্ত্বিকভাব-বিকার প্রভৃতি সিদ্ধির লক্ষণ প্রকাশিত হইত; কিন্তু আপনাদের মধ্যে সেরূপ একটি আদর্শও দেখিতে পাওয়া যায় না কেন?" ঐরূপ কোন আদর্শ দেখিতে না পাইয়া আবার আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি নিদ্ধান্ত করিয়া ফেলেন যে, "প্রাকৃতসহজিয়া ও মনোধর্ম্মী-সম্প্রদায়ের অনেকের মধ্যে মহাপ্রভুর ভক্তগণের ন্যায়, এমন কি, মহাপ্রভুর ন্যায় (!) ভাববিকারাদি দৃষ্ট হয়; অতএব তাঁহারাই ভজনে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, গৌড়ীয়মঠের লোকেরা সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই! অথবা তাঁহারা সিদ্ধির প্রণালীই অনুসরণ করেন নাই!" যাঁহারা বহিরঙ্গ লোক, তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও গৌড়ীয়মঠের কথায় শ্রদ্ধা-প্রকাশের অভিনয়কারী কাহারও কাহারও মনোভাব হয়ত' এরূপ হইতে পারে যে, 'যখন কাহারও মধ্যে ঐরূপ সিদ্ধির লক্ষণসমূহ (?) দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন ইহাদের ভজনপ্রণালীতেই বোধ হয় কোন গলদ আছে!' এ সকল কথা কেহ চুপিচুপি বলেন, কেহ বা মনে মনে বলেন, আবার কেহ অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিয়া ফেলেন বলিয়া অনেকের শুনিবারও সুযোগ হয়।

উপরের সংশয়, প্রশ্ন বা কটাক্ষের মীমাংসা, উত্তর বা প্রকৃত তথ্য প্রদান করিতে হইলে 'সিদ্ধি' কি জিনিষ, তাহার আলোচনা একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় বা তাহার আচার্য্যের সময় অনেকেই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ; কিন্তু আমরা সিদ্ধি লাভ করিতে পারিতেছি না—এই আশঙ্কার মূল কোথায় ? 'আমরা ঠিক আছি, উপদেষ্টা ঠিক নাই'—ইহাই কি ঐরূপ সমালোচনার কারণ ? অথবা 'উপদেষ্টা ঠিক আছেন, তাঁহার নিকট কতকগুলি ভণ্ড জুটিয়াছেন (অবশ্য আমি ভণ্ডের দল হইতে সুদূরে আছি) '—এইরূপ বিচারই কি উক্ত কটাক্ষের আকর-স্থান ? অথবা 'সিদ্ধি-ব্যাপারটি আমি বা আমার সমজাতীয় জন (সিদ্ধ না হইয়াও অথবা 'স্বয়ং সিদ্ধ' বলিয়া মনে করিয়া) বুঝিয়া ফেলিয়াছি,' এরূপ অভিমানই কি ঐ সমালোচনার কারণ ?

যাঁহারা ভিন্ন স্তরের লোক, তাঁহাদের বুদ্ধি অনেক সময়ই উপরিউক্ত তিনটি শ্রেণীর অন্তর্গত হইয়া পড়ে ; এমন কি, তাঁহারা স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধেও বলিয়া থাকেন যে, "চৈতন্যদেবের নিকট যে-সকল লোক জুটিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকে সরল-বিশ্বাসী ছিলেন ; কিন্তু চৈতন্যদেব তাঁহাদিগের সেই সরলতার সুযোগ লইয়া অনুগমণ্ডলীকে প্রাকৃতপথে চালিত করিয়াছিলেন এবং তাহাতে অনুগমণ্ডলীও যেন কি এক যাদুমন্ত্রে বশীভূত হইয়া ঐ প্রাকৃতপথ-প্রদর্শকের (?) খাদাবরা হইয়া পড়িয়াছিলেন।" আবার কেহ কেহ, দয়া করিয়া এমনও বলিয়া থাকেন যে, "শ্রীচৈতন্যদেব ভাল লোক ছিলেন এবং তিনি লোকের মঙ্গল করিতেই চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার যে-সকল সঙ্গী জুটিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে বিকৃতভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন ও চৈতন্যের অভীপ্সিত প্রকৃত বিচার হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন।" আবার কেহ কেহ শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগমণ্ডলীর সিদ্ধির ধারণাকেও "সিদ্ধি বলিয়া গ্রহণ করিতে নারাজ। যেমন, প্রেমানন্দের নিকট ব্রহ্মানন্দ গোষ্পদতুল্য, * কৈবল্যসিদ্ধি নরক-সদৃশ, † মুক্তিকামনা পিশাচী ‡ বা তথাকথিত নির্ব্বিশেষ সমাধিরূপ নির্ব্বিশেষভাবাশ্রয়ে আত্মহত্যা—পরা সিদ্ধি গো-বিপ্রঘাতী অসুরগণেরও লভ্য, § যোগসিদ্ধি শূকর বা অজগরের প্রাপ্তে প্রাপ্ত হওয়ার তায় অবস্থা বিশেষ ¶ প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্তসমূহকে একশ্রেণীর ব্যক্তি সিদ্ধির সম্বন্ধে প্রকৃত বিচার বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত, আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি 'উহা শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত নহে, শ্রীচৈতন্যের ভ্রান্ত (?) শিষ্যগণের অযৌক্তিকতা' প্রভৃতি বলিতে প্রস্তুত।

আমরা উপরিউক্ত তিন শ্রেণীর বিচার লইয়াই আলোচনা আরম্ভ করিব। প্রথমতঃ সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে উপদেষ্টা, উপদেশ ও উপদেশ-গ্রহণকারী,—এই তিনটি বস্তুরই অকৃত্রিমতা ও সুনির্ম্মলতা থাকা আবশ্যক। উপদেষ্টা যদি নিত্যসিদ্ধ না হন, তাহা হইলে তাঁহার উপদেশে নিত্যসিদ্ধসিদ্ধির সন্ধান পাওয়া যাইবে না। আর উপদেশ-গ্রহণকারী যদি অকৃত্রিম ও একান্ত শুশ্রূষু না হন, তাহা হইলেও নিত্যসিদ্ধির উপদেশ তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে না।

'সিদ্ধি' জিনিষটি কি ? আর সিদ্ধি-সম্বন্ধেই বা মতভেদ কেন ?—এই দুইটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে শেষের প্রশ্নের উত্তরটি আগে দিতে হয়। অসিদ্ধ ব্যক্তিগণ সিদ্ধির যে কল্পনা করেন, তাহা হইতেই মতবাদ ও মতভেদের উদ্ভব হয়। আর নিত্যসিদ্ধ অতিমর্ত্য মহাপুরুষ যে নিত্যসিদ্ধ সিদ্ধির বার্ত্তা নিত্যসিদ্ধগণের দ্বারায় প্রকাশিত করেন, তাহাতে কোন মতভেদ বা মতবাদ নাই,—

---

* ব্রহ্মানন্দ যার আগে খাদ্যোতক-সম।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে গোষ্পদ-সম।
প্রেমানন্দামৃতাম্বুধের্মমিত্যাদি শ্লোক যে।
ইথানি গোষ্পদায়তে ব্রাহ্মাণ্যপি জলধয়ো।
—(চৈঃ চঃ আ ৭।৯৭-৯৮)

† নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ।
(ভাঃ ৬।১৭।২৮)

‡ কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশ-পুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালদর্পপটলী প্রোৎখাত-দীক্ষায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎ কারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ।
—(চৈতন্যচন্দ্রামৃত ৭ম সংখ্যা)

§ মুক্তিস্মৃক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ।
—(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১৫৫)

¶ শ্রীমদ্ভাগবতাদি-কৃত মুক্তাদিমতভাগ্য হইয়া।
পক্ষিসম পুষ্টিবে, তারা 'বদ্ধ' এক-প্রায়।
সে নিত্য ভরিবে,—মনে হাত না পড়ুয়া।
উদরে পুরিলে আয়ু কৃষ্ণ 'অন্তর্যামী'
এত বাহি পাবে, পুরিতে বিশিষ্ট প্রেমধন
—(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥

কৃষ্ণপ্রেম অর্থাৎ নিরন্তর বেদ্যান্তর শূন্যাদি লীলাপুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য মূল আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সর্ব্বতোমুখী স্বাভাবিকী উৎকণ্ঠা এবং সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ সেবা করিয়াও 'আশ্রয় ও বিষয়-বিগ্রহের কিছুই ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিতে পারিলাম না,' আত্মতৃপ্তির এইরূপ সেবোন্মুখতাই চরম সিদ্ধি—যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্রে দৃষ্ট হয়,—

ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দাম্যহং সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভর্ম্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা॥

দূরে শুদ্ধ প্রেমরঙ্গ, কপট প্রেমের গন্ধ,
সেহ মোর কৃষ্ণে নাহি পায়।
তবে যে করি ক্রন্দন, স্বদৌভাগ্য প্রখ্যাপন
করি, ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
যাতে বংশীধ্বনি-সুখ, না দেখি' সে চাঁদ মুখ,
বস্তুতঃ নাহিক 'আলম্বন'।
নিজ-দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি,
প্রাণ-কীটে করিয়ে ধারণ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২।৪৫-৪৭)

কি প্রণালীতে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সরল ভাষায় আমাদিগকে জানাইয়াছেন—

অন্য-অভিলাষ ছাড়ি' জ্ঞান-কর্ম্ম পরিহরি'
কায়-মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা, না পূজিব দেবীদেবা,
এই ভক্তি-পরম-কারণ॥
মহাজনের যেই পথ, তা'তে হ'ব অনুরত,
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।
শ্রবণ-স্মরণ-লীলা, ইহাতে না কর হেলা,
কায়-মনে করিয়া সুসার॥
অসৎসঙ্গ সদা ত্যাগ, ছাড় অন্য পীতরাগ,
কর্ম্ম-জ্ঞানী পরিহরি' দূরে।
কেবল ভকত-সঙ্গ, প্রেম-কথা-রসরঙ্গ,
লীলাকথা ব্রজপুরে॥
যোগি-ত্যাগি-কর্ম্মি-জ্ঞানী, অন্যদেব-পূজক-মানী,
ইহ-লোক দূরে পরিহরি'।
কর্ম্ম, ধর্ম্ম, দুঃখ, শোক, যেবা থাকে অন্য যোগ,
ছাড়ি' তত্ত্ব নিরিবরধারী॥
তীর্থযাত্রা-পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ।
দৃঢ়বিশ্বাস হৃদে ধরি' মদ-মাৎসর্য্য পরিহরি'
সদা কর অনন্যভজন॥
কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ করি' কৃষ্ণভক্ত-অঙ্গ হেরি'
শ্রদ্ধান্বিতে শ্রবণ-কীর্ত্তন।
অর্চ্চন, বন্দন, ধ্যান, নবভক্তি মহাজ্ঞান,
এই ভক্তি-পরম-কারণ॥

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আরও স্পষ্ট করিয়া 'সিদ্ধি-লালসা'র সিদ্ধিলাভের প্রণালী জ্ঞাপন করিয়াছেন—

দেখিতে দেখিতে, তুলিব যা কবে,
নিজসিদ্ধ পরিচয়।
নয়নে হেরিব, বৃষভানুপুরোভা
নিত্য চিদানন্দময়॥
বৃষভানুপুরে, জনম লইব,
যাবটে বিবাহ হবে।
ব্রজগোপী-ভাব, হইবে স্বভাব,
আন ভাব না রহিবে॥
নিজ সিদ্ধদেহ, নিজ সিদ্ধনাম,
নিজরূপ, যৌবন।
রাধাকৃপা-বলে, লভিব যা কবে,
কৃষ্ণপ্রেম-প্রকরণ॥
• • •
রাগসিকী সিদ্ধি ব্রজগোপী ধন,
পরমচঞ্চল সতী।
যোগীর যেখানে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানে
না পায় এখানে স্থিতি॥
• • •
বৃষভানুসুতা- চরণ-সেবনে,
হইব যে পাকামতি।
শ্রীরাধার সুখ, সতত সাধনে,
রহিব আমি সেবানন্দী॥

শ্রীরাধার সুখে কৃষ্ণের যে সুখ
জানিব মনেতে আমি।
রাধাপদ ছাড়ি, শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমে
কভু না হইব কামী॥
সখীগণ মম, পরম সুহৃৎ,
যুগল প্রেমের গুরু।
তদনুগা হ'য়ে সেবিব রাধার
চরণ-কমল-তরু।

সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে কিরূপ আত্মসমর্পণ প্রয়োজন, তাহাও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায় আমরা জানিতে পাই—

আত্মসমর্পণে লেলা অভিমান।
না'হ করবুঁ নিজ রক্ষা বিধান॥
তুয়া ধন জানি তুঁহু রাখবি নাথ।
পালা সোঁপন জানি করি তুয়া সাথ॥
চরা ওবি মাধব যমুনাতীরে।
বংশী বাজাওত জাগবি ধীরে॥
অব বক্ষ আয়ত রক্ষা বিধান।
করবি সদা তুঁহু গোকুল কান॥
রক্ষা করবি তুহু নিশ্চয় জানি।
পান করবুঁ হাম্ যামুনপানি॥
কালীয় দোষ করবি বিনাশ।
সোঁপবি নইজল বাড়াওবি আশ॥
পিয়ত দাবানল রাখবি মোয়।
গোপাল গোবিন্দ নাম তব হোয়॥
সুরপতি-দুর্মতি নাশ বিচারি।
রাখবি বরষে গিরিবরধারি॥
চতুরানন করব যব চোরি।
রক্ষা করবি মোএ গোকুল হরি॥
ভকতিবিনোদ তুয়া গোকুল ধন।
রাখবি কেশব করত যতন॥

(শরণাগতি—২০ সং)

এই সেবা-সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে আত্মসমর্পণ-কারীর স্বরূপটি কিরূপভাবে প্রকাশিত হয়, তাহাও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জানাইয়াছেন—

ছোড়ত পুরুষ অভিমান।
কিঙ্করী হইনু আজি কান॥
বরজ বিপিনে সখীসাথ।
সেবন করবুঁ রাধানাথ॥

উপরে উদ্ধৃত মহাজন-পদাবলী আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, যাবতীয় অন্যাভিলাষ কর্ম-জ্ঞানাদির প্রতি অনুরাগ ও যাবতীয় অসৎসঙ্গে আসক্তি ও তজ্জনিত পুরুষাভিমান অর্থাৎ ভোক্তবুদ্ধি সেবাবিগ্রহে সর্বাত্মসমর্পণ-ফলে বিদূরিত হইলে যে অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত আশ্রয়বিগ্রহের কৈঙ্কর্য করিবার জন্য নির্মল চেতনবৃত্তির স্পৃহা উদিত হয়, তাহাই সিদ্ধিলালসা এবং সেই লালসা অত্যন্ত ঘনীভূত হইলে যে নিত্যবর্দ্ধমানা সেবা-লালসার অনুগত প্রবাহ উন্মুক্ত করিয়া দেয়—তাহাই সিদ্ধি। সেই সিদ্ধিতে আশ্রয়বিগ্রহের সুখোৎপাদনে বিষয়বিগ্রহের যে সুখোৎপাদনের জন্য সর্বতোমুখী চেষ্টা আছে, ইহাই সিদ্ধির রহস্য। আশ্রয়ের সুখে বিষয়ের যে সুখ, তাহাতে অভিনিবিষ্ট না হইয়া বিষয়ের সহিত আশ্রয়-সুখের যে কামনা, তাহাই 'সম্ভোগ'বাদ বা সিদ্ধির বিপরীত কথা। এখানেই 'সিদ্ধ' ও 'বদ্ধ', 'ভক্ত' ও 'অভক্ত'কে চিনিতে পারা যায়। বদ্ধ ব্যক্তি বলিয়া থাকেন —"ভগবানের সঙ্গে যখন আমার প্রয়োজন, তখন ভগবান্‌কে আমি নিজে দেখিয়া লইব। সোজাসুজি ভগবানের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হইবে।" কিন্তু সিদ্ধব্যক্তির কথা এই যে, "ভগবানের শ্রেষ্ঠ ও প্রেষ্ঠ সেবকের সুখোৎপাদনে ভগবানের যে সুখ, তাহারই আমি আরাধনা করিব। আর সেই প্রেষ্ঠসেবকের সেবার যাঁহারা সহায়ক, তাঁহারাই আমার পরমসুহৃদ্, বিষয় ও আশ্রয়ের সেবাশিক্ষার গুরু; আমি তাঁহাদের অনুগত হইয়াই মূল আশ্রয়বিগ্রহের সেবা করিব।"

আমরা কেহ কেহ 'সিদ্ধি পাইলাম না' বলিয়া অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছি! এই অসহিষ্ণুতা কিন্তু সিদ্ধি-প্রাপ্তির জন্য অকপট আর্ত্তি নহে। "আমি বা আমরা ঠিকই আছি, সিদ্ধিলাভটাই বোধ হয় কিছু কৃপণতা বা অসামর্থ্য আছে"—এই ভাবিয়াই আমরা অসহিষ্ণু এবং সিদ্ধিলালসার পরিবর্ত্তে সম্ভোগলালসার প্রবল! সিদ্ধি লাভ করিতে পারিতেছি না কেন, ইহা অনুধাবন করিতে গিয়া নিজের

দোষানুসন্ধানের পরিবর্ত্তে, আত্মসংশোধন করিবার পরিবর্ত্তে, নিজের দুই মন, দুইস্বভাবকে শত শত সম্মার্জ্জনীর প্রহারের দ্বারা শাসন ও মার্জ্জন করিবার পরিবর্ত্তে, অপরের ছিদ্রানুসন্ধান, এমন কি, গুরু-বৈষ্ণবকে শাসন ও শোধন করিতে উদ্যত হইয়াছি !! একবারও ভাবিয়া দেখিতেছি না, "আমি কি সত্যসত্যই সকল অভক্তিসার সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়াছি ? কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি-স্পৃহার আবরণ হইতে কি আমার হৃদয় অনাবৃত হইয়াছে ? লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশাকে, কনক-কামিনী-চিন্তার দুঃসঙ্গকে কি বর্জ্জন করিতে পারিয়াছি ? কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা বাঘিনী কি প্রাতঃমুহূর্ত্তে আমার রক্ত শোষণ করিতেছে না ? আমি কি 'ভাবের ঘরে চুরি' করিবার জ্ঞান ও অজ্ঞানকৃত অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছি ? আমার কি সুকৃতাভিধান-বর্জ্জনের জন্য আন্তরিক উৎকণ্ঠায় উদয় হইয়াছে এবং তজ্জন্য হৃদয়ে আগুন জ্বলিয়াছে ? আমি কি আত্মদর্শণের জন্য একান্ত ব্যাকুল হইয়াছি ? আমার কি নিজ-সুখতাৎপর্য্যতা অপেক্ষা অকৃত্রিম ও নিষ্কপটভাবে আশ্রয়বিগ্রহের সুখে বিষয়বিগ্রহকে সুখী করিবার জন্য অদম্য পিপাসার উদয় হইয়াছে ? আমি কি আশ্রয়-বিগ্রহের অকপট সুখান্বেষণকারীদিগকে নিষ্কপটে হৃদয়ে ও আমার সেবাশিক্ষার গুরু বলিয়া ভাবিতে পারিয়াছি ? —না, মৎসরতায় জর্জ্জরিত হইয়া প্রাকৃত লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার শোচনীয় কাঙ্গালের ন্যায় 'অমুকের কিছু অধিক বিষয় লাভ হইল, অমুকে কিছু প্রতিষ্ঠা পাইয়া উচ্চ হইয়া গেল, আমার কিছু প্রতিষ্ঠার ক্ষয় হইল'—এই সকল চিন্তাস্রোতে ধাবিত হইয়া আশ্রয়-বিগ্রহের সেবায় একতাৎপর্য্যপরতা ও ঐকান্তিকতাকে বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ও ক্ষুণ্ণ করিয়া দিতেছি ?" নিজের ছিদ্র অনুসন্ধান করিবার পরিবর্ত্তে অদোষদর্শী গুরুবৈষ্ণবের ছিদ্রানুসন্ধানের স্পৃহা ও তাহাতে সুযোগভোগরূপ মৎসরতা নিশ্চয়ই সাধুসঙ্গের পন্থা ভাগবতী সিদ্ধিকে আমা হইতে অনেক দূরে সরাইয়া দিয়াছে। আমি যাবন হইয়া সিদ্ধিলাভে হরণ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করি। কায়মনোবাক্যে ত্রিদণ্ড গ্রহণ না করিলে সিদ্ধিশ্রীর সাক্ষাৎকার হয় না। রাবণের ন্যায় যাজ্ঞার ছলের ত্রিদণ্ড-যতি সাজিলে বা পরমহংসের সজ্জা গ্রহণ করিলে কিংবা ব্রহ্মচারী-গৃহস্থ-বানপ্রস্থের বেষোপযোগী হরণে সিদ্ধিশ্রীর　　স্পর্শ ত' দূরের কথা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় স্বয়ং ভগবান্ যে সকল নিত্য-সিদ্ধপার্ষদ লইয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের কেন অনুকরণকারী বা তাঁহাদের মত একজনও কেন এই যুগে হইতেছেন না—এইরূপ ছিদ্রানুসন্ধান-স্পৃহা আত্মমঙ্গলের জন্য চিন্তার অভাব ও অনিষ্টের পরিচায়ক। আত্মমঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধ-ব্যক্তি—"পরে কৃষ্ণভজন করে এইমাত্র জানে"; আর সিদ্ধির পথের যাত্রী যথাধিকারী বিচার করেন,—"ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার অপ্রকটলীলার আবির্ভাব-কালে তাঁহার নিত্যসিদ্ধ নিজজনকে আচার্য্যরূপে জগতে প্রেরণ করিয়া যখন লোক-মঙ্গলের ব্যবস্থা করেন, তখন আচার্য্য ভবব্যাধির চিকিৎসা-সদন উদ্ঘোষন করিয়া নানাপ্রকার ভবব্যাধিগ্রস্ত লোককে তথায় স্থান প্রদান করেন। চিকিৎসা-সদনের বিভিন্ন রোগীর বিভিন্নপ্রকার রোগ ও অধিকার থাকে। সেই এক অদ্বিতীয় সদ্বৈদ্য মূল আচার্য্যের আনুগত্যে অন্যান্য সহকারী চিকিৎসকগণ তাঁহাদের অধিকারানুযায়ী সেই চিকিৎসাসদনের সেবক হইতে পারেন অর্থাৎ যথাধিকারিগণ চিকিৎসাসদনের মধ্যে চিকিৎসিত হইবার সময় ও মূল আচার্য্যের আনুগত্যে তদ্বিষয়াধিকারীর কিছু কিছু উপকার করিতে পারেন। প্রাকৃত বা কনিষ্ঠাধিকারী ভবব্যাধিগ্রস্ত জীবের চিকিৎসা বা জীবে দয়া করিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহারা চিকিৎসা-সদনের কিছু কিছু স্থূল বা বহিরঙ্গ সাহায্য করিতে করিতে ও যথাধিকারীর হরিকথৌষধ শ্রুতিমূলে পান করিতে করিতে যথাধিকারের উপনীত হইলে জীবে দয়া করিবার যোগ্যতা লাভ করেন।" অতএব কনিষ্ঠাধিকারী যদি তাঁহার সিদ্ধির কল্পিত ধারণা লইয়া 'সিদ্ধ' খুঁজিয়া না পান, কিংবা গুরুকুলে যথাধিকারের অর্থাৎ বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব-বিচারের একটু সামান্য আমেজ পাইয়াই সিদ্ধ ও সিদ্ধিকে মাপিয়া লইতে চাহেন কিংবা চিকিৎসা-সদনে সকলকেই সমভাবেই সিদ্ধ দেখিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার বিচারের গোড়াতেই গলদ রহিয়াছে, জানিতে হইবে। চিকিৎসা-সদনে অন্ততঃ একটিও সম্পূর্ণ রোগমুক্ত বা সিদ্ধ কি দেখিতে পাওয়া যাইবে না ? যথাধিকারীর 'অভিনব-

কারী জিজ্ঞাসুব্যক্তির এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয়—"সিদ্ধি ও সিদ্ধ বলিতে তোমার ধারণা কি? সিদ্ধব্যক্তির কি দশহাত, বিশহাত পজাইবে, অথবা সে একহাত খুঁড়ে উঠিতে পারিবে? সিদ্ধিদাতা গণেশের মন্ত্রের উপাসকগণ সিদ্ধির ঐ সকল লক্ষণ দেখিতে চাহিতে পারেন! কিন্তু ভাগবতী সিদ্ধির লক্ষণ পুরুষাভিমান হইতে মুক্তি ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য অতৃপ্ত নিরন্তর লালসা। কৃষ্ণকাম-কামনাই 'সিদ্ধি'।"

ইহা যস্য হৃদি কর্ম্মণা বচসা নিয়া।
নিখিলাসুপাধিমুক্তা তদীয়ত্বেন স উচ্যতে॥

(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৮৩)

আত্ম-বিগ্রহের সুখে বিষয়-বিগ্রহের সুখের জন্য সর্ব্বতোমুখী স্বাভাবিকী ও অহৈতুকী যে চিত্তবৃত্তি, তাহাই ভাগবতী সিদ্ধি—সেই সিদ্ধি অনন্ত প্রগতিশালিনী। সেই সিদ্ধি যতটা আত্ম-বিগ্রহের আনুগত্যে বিষয়-বিগ্রহের সেবা-সুখপথে অভিসার করিতেছে, ততটাই সিদ্ধি বলিয়া আদরণীয়। আচার্য্যের মনোহভীষ্ট-পরিপূরণ-সেবার অধিক্ষেপের সহিত সহজ বা নিরন্তর নিয়ত থাকিলে তদনুগ নিষ্কপট সেবকত্বের এই সিদ্ধিশ্রী এখনও সেবোন্মুখচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। তবে ভাগবতীয় সিদ্ধিসূর্য্যরশ্মি উলূকের চক্ষে অসহনীয় হইয়া মাৎসর্য্যের উদয় করায়, তাই সেই মৎসরতা সিদ্ধি-শোভা-দর্শনের পথে কণ্টক হইয়া থাকে।

সিদ্ধি বা সিদ্ধ যে খুব বহু পরিমাণেও দেখা যাইবে, তাহা আশা করাও সিদ্ধবিজ্ঞানে অনভিজ্ঞতা; কারণ ভগবানের ও ভাগবতের বাণীতে শুনিতে পাই—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥

—(গীঃ ৭।৩)

"সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষপি মহামুনে॥"

—(ভাঃ ৬।১৪।৫)

নিত্যসিদ্ধ গৌরজন ও বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভৃতি মহাপুরুষগণ দেখের সহিত অনেক সময়ই বলিতেন যে, বহুলোক তাঁহাদের নিকট আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা একটি মানুষও পাইলেন না। অনেকেই তাঁহাদের নিকট আসিয়া বাহ্যদর্শনে বঞ্চিত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ-সিদ্ধির অনুকরণ করিয়া গিয়াছেন মাত্র। সহজিয়াদিকেই সকলে 'সিদ্ধি' মনে করিয়া ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছেন। কেহই বিপ্রলম্ভবিগ্রহের সেবায় সিদ্ধি লাভ করিতে চাহেন নাই। আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট পুনঃ-পুনঃ এই কথাই শ্রবণ করিতেছি—আমরা ভোগী, ভোক্তা নহি; ভোক্তা এক অদ্বিতীয় স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম। তাঁহার ভোগ্য বা সেই অপ্রাকৃত কামদেবের কামবর্দ্ধন-যন্ত্রের ইন্ধনরূপে প্রকাশিত হওয়াই আমাদের 'স্বরূপসিদ্ধি'। আমরা যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের এই বাণী এই মুহূর্ত্তে কায়মনোবাক্যে অনুসরণ করি, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই আমাদের নিত্যসিদ্ধসিদ্ধি আত্মপ্রকাশ করিবে—ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা তাহা কায়মনোবাক্যে অনুসরণ ও প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি কি? না। গ্রাম্য-কবির ভাষায় বলিতে গেলে আমাদের অবস্থা হইয়াছে—

"যাহো আর ধরো, পিঠ ক'রেছি কুলো।
বকো আর বকো, কানে দিয়েছি তুলো॥"

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্বরূপসিদ্ধি ও বস্তুসিদ্ধির এরূপ বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন,—"সাধকের যখন রাগানুগ-মার্গে লোভ হয়, তখন সদ্গুরুর নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি সাধকের রুচি পরীক্ষা করিয়া তাঁহার ভজননির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধদেহের পরিচয় করিয়া দিবেন। সেই পরিচয়মতে প্রাতীহিক সাধক অর্থাৎ প্রেমাকাঙ্ক্ষু ব্যক্তি ব্রজকুলে বাস করতঃ সমস্ত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে বিশেষ যত্নাগ্রহের সহিত স্বস্থানে স্থিত করিয়া ভজন করিতে থাকিবেন। গুরুদত্ত নিজ নামরূপাদি স্মরণ করিতে করিতে শীঘ্রই তাহাতে অভিমানযুক্ত হইবেন। এই অভিমানই—আত্মজ্ঞান এবং ইহাকেই 'স্বরূপসিদ্ধি' বলে। ... ভক্তিলতা যখন বিরজা পার হইয়া ব্রহ্মলোক ভেদ করত পরব্যোমের উপরিভাগে গোলোকবৃন্দাবনে কৃষ্ণচরণকল্পতরুকে আরোহণ করেন, তখন সেই লতা অবলম্বন করিয়া সাধক মালীও অপ্রাকৃত ধাম প্রাপ্ত হন। এই স্বরূপসিদ্ধিকে কোন কোন ভক্তদেহক সাধকের সাধন সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই 'গোপগৃহে ব্রজে জন্ম গ্রহণ করা' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ... ইহাই ভক্তবৈষ্ণবের বস্তুসিদ্ধির পূর্ব্বে সিদ্ধস্বরূপ বলিয়া জানিতে হইবে। ভক্তের

গোপীদেহ-প্রাপ্তিই—সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধবিগ্রহপ্রাপ্তি বা 'আপন-ধনা'। যখন সেই অবস্থায় শুদ্ধদেহ বিগত হয়, তখনই সাধকের স্বরূপসিদ্ধি হইতে বস্তুসিদ্ধি হয়। কৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-লীলা-স্ফূর্তির বিকাশেই নিত্য-বৃন্দাবন লাভ হয়।"

স্বরূপসিদ্ধি কৃত্রিম উপায়ে লাভ হয় না, নিষ্কপট সেবোন্মুখতা ও আশ্রয়-বিগ্রহের কৃপায় নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের নিত্যসিদ্ধ সেবাবৃত্তি যখন প্রকাশিত হয়, তখনই উহাকে সিদ্ধি বলে। সিদ্ধিতে সেবালালসা অধিকতর উৎকণ্ঠাময়ী ও অকৃত্রিমরূপে নবনবায়মান চমৎকারিতা বিধান করে। যিনি সিদ্ধি লাভ করেন, তিনি তাঁহার সিদ্ধিস্বরূপকে লোকের নিকট দেখাইয়া বেড়ান না, অথবা বিজ্ঞাপন দিয়া উহার প্রচারও করেন না। অতি সংগোপনে, কোন লোকে কোনপ্রকারে বুঝিতে না পারে, জানিতে না পারে—এইরূপভাবে তিনি সিদ্ধি-সম্পদকে মুখোপা সম্পুটে সংরক্ষণ করিয়া অধিকতর সেবা-লালসায় প্রমত্ত থাকেন। সিদ্ধব্যক্তি কখনও বলেন না, 'আমি ভগবান্ দেখিয়াছি, আমি এক্ষণেই ভগবান্‌কে দেখাইতে পারি' ইত্যাদি। মনোধর্ম্মের ভগবান্‌কে দেখা বা না দেখা সিদ্ধির লক্ষণ নহে। সেবায় নৈরন্তর্য্য, রুচি, আসক্তি ও নবনবায়মান উৎসাহই সাধন-সিদ্ধের চরিত্রেও পূর্ণ হইতেই দৃষ্ট হয়। স্বরূপসিদ্ধ—কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা, কৃষ্ণ-কীর্ত্তনজীবাতু ও বিপ্রলম্ভ-সেবারসে সতত মগ্ন। প্রকৃত সেবা-সিদ্ধিকামী কি করিয়া আশ্রয়-বিগ্রহের কৃপা লাভ করিবেন, এজন্যই সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব। কেবল আমারই সেবা-লাভ হইল না, সকলেই কৃতকৃত্য করিতেছেন, এই বিচার সর্ব্বক্ষণ তাঁহার আন্তরিকতাকে তরপুর করিয়া রাখিয়াছে। আর যে ব্যক্তি নিজে প্রকৃত সেবা-সিদ্ধির জন্য আন্তরিক আবিষ্টচিত্ত নহেন, অথবা ফাঁকতালে সিদ্ধ হইয়া যাইতে চাহেন, সেরূপ ব্যক্তিই 'আপনার সিদ্ধি হইতেছে না, আমি খুব ঘুরপাক খাচ্ছি'—এইরূপ ভোগময় বিচারে ধাবিত। অশ্রু-পুলকাদি—সিদ্ধির বাহ্য বা তটস্থ লক্ষণ, তাহা শিক্ষাষ্টকের "নয়নং গলদশ্রুধারয়া" শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। আর সিদ্ধির আন্তর-লক্ষণ শিক্ষাষ্টকের সপ্তম শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে—

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে॥
উদ্বেগে দিবস না যায়, 'ক্ষণ' হৈল 'যুগ'-সম।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন॥
গোবিন্দ-বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে,—যেন না যায় জীবন॥

(চৈঃ চঃ অঃ ২০।৩৯-৪১)

এই সিদ্ধিতে বা সাধ্য ভক্তিতে পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তি কৃষ্ণসেবার জন্যই উদ্‌গ্রীব, কৃষ্ণ-সম্ভোগের জন্য উদ্‌গ্রীব নহেন। তাহা শিক্ষাষ্টকের ৮ম শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

আমি ত' তোমার　　তুমি ত' আমার
কি কাজ অপর ধনে॥

—:০:—

সাময়িক প্রসঙ্গ

আগামী কল্য ২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩ই ডিসেম্বর রবিবার শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত প্রবণ-সদনে যথাযথত শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীল ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের ষষ্ঠবার্ষিকী বিরহতিথি সম্মানিত হইবেন। এতদুপলক্ষে মহোৎসব ও স্মৃতি-সভার বিশেষ অধিবেশন পরে যথাকালে বিজ্ঞাপিত হইবে।

—:০:—

ত্রিবাঙ্কুরের বিখ্যাত শ্রীপদ্মনাভস্বামীর মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ (?) করিয়া সামাজিক তথাকথিত উচ্চজাতির সহিত নিম্নজাতিগণ বালগোপাল শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তিকে স্পর্শ (?) করিয়াছেন এবং ত্রিবাঙ্কুরের হিন্দুমন্দিরসমূহে প্রচলিত সমাজের নীচজাতিগণের প্রবেশাধিকার ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ ঘোষণা করিয়াছেন, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত দেওয়ান স্যর সি,

কি, রামমাধী আমার মহাপর এরূপ কাণ্ডের সুযোগ দিয়েছেন। ঐ সকল কথা লইয়া সাধারণ সংবাদপত্রে নানা-রূপ আলোচনা হইয়াছে। এক শ্রেণীর তথাকথিত হিন্দুসমাজিকগণ ইহা-দ্বারা তথাকথিত অস্পৃশ্যতা-বর্জন-আন্দোলনের সাফল্যের কথা বলিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন; আর এক শ্রেণীর তথাকথিত প্রাচীনপন্থী তাঁহাদের তথাকথিত ধর্মাশ্রমের দুর্গ ভূমিসাৎ হইল মনে করিয়া নানা প্রকার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতেছেন। ইহাদের বিরহ হিন্দুত্ব বা হিন্দুধর্ম কেবল পার্থিব সুবিধাবাদ-সম্প্রদায়ের কতকটা সামাজিকতাতেই সাদৃশ্য লাভ করিল! কেহই পরমার্থ বা আত্মমঙ্গল অর্থাৎ হরিপ্রীতির কথা চিন্তা করিতেছেন না। তথাকথিত উচ্চজাতিই হউন আর নীচজাতিই হউন, তাঁহারা 'শ্রীকৃষ্ণের বাহ্যেন্দ্রিয় মূর্তি স্পর্শ করিতেছেন' মনে করিলেই কি স্পর্শ করিতে পারিয়াছেন বা পারেন সিদ্ধান্ত করিতে হইবে? স্বচ্ছকাচভাণ্ডে সংরক্ষিত মধু কি আবরণোপরি উপবিষ্ট মক্ষিকার ভোগ্য হয়? আবরণের উপর বসিয়া মক্ষিকা হয়ত' মনে করিতে পারে যে, সে যেরূপ বিষ্ঠা স্পর্শ করে, সেরূপ মধুও স্পর্শ করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে কি তাহার মধুর আস্বাদন লাভ হয়? দশানন রাবণ অপ্রাকৃত শ্রীসীতাদেবীকে স্পর্শ ও হরণ করিয়াছে মনে করিয়াছিল এবং পৃথিবীর সাধারণ লোকেও জানে, এমন কি, রামচন্দ্রের প্রজাগণের মধ্যেও অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে, রাবণ সত্যসত্যই সীতাদেবীকে স্পর্শ করিয়াছে; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব জানাইলেন,—

"ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা—চিদানন্দমূর্তি।
প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি॥
স্পর্শিবার কাথা আছুক, না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি মায়া করিল রাবণ॥
রাবণ আনিতেই সীতা অন্তর্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়া-সীতা পাঠাইল॥
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৯।১২২-১২৫)

শ্রীচৈতন্যদেবের এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ তিনি কূর্মপুরাণ হইতে প্রদর্শন করিয়াছেন—

সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়া-সীতামজীজনৎ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা॥
পরীক্ষা-সময়ে বহ্নিঃ ছায়া-সীতা বিবেশ সা।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় তৎপুরস্তাদমীনয়ৎ॥

সীতাকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া অগ্নি 'ছায়াসীতা' প্রস্তুত করিলেন। দশগ্রীব রাবণ সেই ছায়াসীতা হরণ করিয়াছিল; মূল সীতা 'বহ্নিপুরে' রহিলেন। রামচন্দ্র যখন পরীক্ষা করেন, ছায়াসীতা বহ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন; অগ্নিদেব মূল সীতাকে আনিয়া রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত করিলেন।

এই সকল শাস্ত্র ও মহাজন-সিদ্ধান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি, অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণমূর্তি তথাকথিত ব্রাহ্মণ বা চণ্ডাল কেহই তাঁহাদের প্রাকৃত চিন্তাস্রোতঃ থাকাকাল-পর্য্যন্ত গায়ের জোরে স্পর্শ করা দূরে থাকুক, দর্শনও করিতে পারেন না। আজকাল জগতের কোন কোন নামধারী ব্যক্তি প্রচার করিয়াছেন যে, পায়খানার দরজা দিয়াও ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করা যায়! এই সকল বিচার প্রাকৃত-চিন্তাস্রোতে মগ্ন লোককল্পিত ধার্ম্মিকগণের অত্যন্ত অভক্তিপর বিচার। হরিপ্রীতির জন্যই ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ। নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য ঠাকুর-ঘরে প্রবেশের অভিনয় 'প্রবেশ' নহে, উহা ভোগ-চেষ্টা। চোর, দস্যুও ঠাকুরের অলঙ্কার অপহরণ করিবার জন্য অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য ঠাকুরের গর্ভগৃহে প্রবেশ ও ঠাকুরকে যথেচ্ছভাবে স্পর্শ করিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহারা ঠাকুরের অপ্রাকৃত অলঙ্কার বা অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহ স্পর্শ করিতে পারে না। তাহাদের ভোগময়ী ধারণার ভোগ্য ছায়া বা মায়াকেই তাহারা স্পর্শ করিবার চেষ্টা করে। বস্তুতঃ ইহা তাহাদের প্রতি ভগবানের ছলনা।

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের "বহিকোটা"য় প্রবেশ করিতেন না। তিনি গরুড়স্তম্ভের পশ্চাৎ হইতে অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ বৈষ্ণব-পার্ষদের সেবার অনুগমন করিয়া ভগবানের ইন্দ্রিয়-প্রীতিময় দর্শনরূপ সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যানুগত ভক্তবৃন্দগণও শ্রীগুরু-প্রভুর সেই আদর্শের অনুসরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ভোগকামী কর্ম্মি-সম্প্রদায় মনে করেন, শ্রীজগন্নাথের কর্ম্মী পাণ্ডা-সম্প্রদায়কে কিছু অর্থ প্রদান করিলেই বহিকোটায়

প্রবেশ করা যায় ও শ্রীজগন্নাথকে স্পর্শ করা যায়! বস্তুতঃ ঐরূপ ভোগবুদ্ধি লইয়া উহারা কেহই বৈকুণ্ঠবিগ্রহে প্রবেশ করিতে পারে না, ভগবৎস্পর্শন ও দর্শন ত' দূরের কথা। তাহারা যাহা স্পর্শন ও দর্শন করে, তাহা মায়ার আবরণ। তাহাদের পূজার ছলনা, স্তবস্তুতি-পাঠের ছলনা—সকলই অভাভিলাষপূর্ণ ধর্ম, অর্থ ও কাম চরিতার্থ করিবার চেষ্টা অর্থাৎ ভোগস্পৃহা বিশেষ। অতএব শ্রীপুরুষোত্তমের মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ তথাকথিত উচ্চ বা নীচজাতি কেহই স্পর্শ করিতে পারে নাই বা মন্দিরের চতুঃসীমানায়ও তাহাদের প্রবেশ হয় নাই। কর-বিজয় এই উভয় শ্রেণীকেই বহুদূরে রাখিয়াছেন। তবে তথাকথিত উচ্চ বা নীচ জাতি সকলেই যদি অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের একান্ত নিষ্কপট নিজ-জনের আনুগত্য লাভ করেন, সেইরূপ আচার্যের নিকট হইতে দিব্যজ্ঞান লাভ হইলে পরের জোরে ঠাকুরকে স্পর্শ বা দর্শন করিয়া লইব অর্থাৎ ভোগ করিয়া লইব—এইরূপ বিচার থাকিবে না, কিংবা আমি বা আমরা উচ্চজাতি কিংবা নিম্নজাতি—এইরূপ অভিমানও থাকিবে না, সমাজনীতি বা রাজনৈতিক অভাভিলাষের কিংবা অন্য কোনপ্রকার অনর্থনৈতিক সুবিধাবাদের প্রবল ভোগ পিপাসা থাকিবে না, তখন কর্তৃকলবাধা দেহ-দেবাসক্ত, সামাজিক নীচ জাতি বা উচ্চজাতিকে 'হরিজন' প্রভৃতি বলিয়া অপ্রাকৃত হরিজনের চরণে অপরাধ করিবার দুর্বুদ্ধি থাকিবে না। নিজের প্রতি বা অপরের বপু-তাদের প্রতি হরিজনত্ব আরোপ করিবার বুদ্ধি থাকিলে অর্থাৎ অপ্রাকৃত হরিজনের চরণে অপরাধ থাকিলে কখনই শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে দর্শন দান করেন না। আমরা শ্রীকৃষ্ণের এষা নহি, আমরা দৃশ্য। অতএব তথাকথিত উচ্চজাতিই হউন, আর নীচজাতিই হউন, রাজাই হউন বা মন্ত্রীই হউন, অভাভিলাষময় সামাজিক সুবিধাবাদ আহরণের জন্য যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ দর্শন বা স্পর্শ করিয়াছেন মনে করেন, ভাগবত-ধর্মাবলম্বিগণের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে—তাঁহারা সকলেই বঞ্চিত হইয়াছেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ-দর্শন-স্পর্শন হইতে কোটি কোটি যোজন দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছেন।

—:০:—

গত ৩০শে মে লণ্ডনের প্রসিদ্ধ প্রমোদ-প্রাসাদ "The Crystal Palace" অগ্নিতে ভস্ম হইয়া গিয়াছে। লণ্ডনের বিখ্যাত ঐতিহাসিক অধিকাংশে ইহা বোধ হয় ইহাও একটি বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনারূপে প্রসিদ্ধ থাকিবে। ইহা সিডেনহাম শৈলের উপরে কাচনির্মিত বিরাট্ প্রমোদ-প্রাসাদটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। কিন্তু লণ্ডনের বহু স্থানে অগ্নি-নির্বাপণের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক উপায় প্রয়োগ করিয়াও, এমন কি, স্বয়ং 'ডিউক অব্ কেন্ট্' অগ্নিযোদ্ধৃগণের সহিত উহাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও উহাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। 'বৃটিশ অফিসিয়াল ওয়ার্ডলেস্' লিখিয়াছেন—"Only a twisted mass of metal and melted glass now remains of the 1,100 feet long buildings. The damage has been estimated at about two million pounds."

এই প্রাসাদ নির্মাণে ৩ বৎসর বিশ লক্ষ পাউণ্ড ক্ষতি হইয়াছে। হইতে পারে বিশ লক্ষ পাউণ্ড কোন সমৃদ্ধিশালী জাতিবিশেষের নিকট অতি সামান্য এবং ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই ইহা অপেক্ষাও আরও অধিক মূল্যের প্রমোদ-প্রাসাদও নির্মিত হইবে; কিন্তু ইহা হইতে পারমার্থিকের উহাই শিক্ষার বিষয় যে, আমাদের ভোগময় বিচারসৌধে প্রতি-মুহূর্তেই আগুন লাগিয়া রহিয়াছে। তাই সর্বদা সজাগ থাকিয়া একান্ত হরিসেবায় যত্নবান্ হওয়াই মানবজীবনের সার্থকতা, সর্বোপরি অধোক্ষজ ভগবানের নাম-সঙ্কীর্তন ব্যতীত না হইলে বহুশ্রমী জড়বাদাগ্নিনির্বাপণ কিছুতেই সম্ভব নহে। এজন্য আমাদের অপ্রাকৃত হরিজনের আনুগত্যই একমাত্র কর্তব্য। জাগতিক সুবিধাবাদ কোনটাই শ্রেয়ঃ নহে।

—:০:—

পুরীতে কিছুকাল পূর্বে নামাচার্য ঠাকুর হরিদাসের কীর্তিত ও শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের প্রণত তারক ও পাবক-ব্রহ্মনামের পরিবর্তে এক নব্য কল্পিত ছড়া প্রচারিত হইয়া বহু লোককে নামাপরাধী করিয়া নরকের পথ প্রদর্শন করিয়াছে। আবার সম্প্রতি একখানি বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে যে, কোন এক বৃদ্ধ ভক্ত (?) কবিরাজ ১৩৬২ সালের

২২শে কার্ত্তিক তোষ ৪৪ টার সময় জগন্নাথদেবের দর্শন পাইয়াছেন এবং জগন্নাথদেব বৃন্দকে আর একটি নূতন সংস্করণের ছড়া প্রচার করিতে আদেশ করিয়াছেন। বৃন্দ কবিরাজের অন্তর্ধান ও কর্ণধ্বনি বিজ্ঞাপনে প্রচারিত হইয়াছে। ইহা বৃন্দ কবিরাজের বার্দ্ধক্য-জনিত মস্তিষ্কবৈকল্যের পরিণাম কি না, তাহাও সর্ব্বাগ্রে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। অনেকে 'ভূত' বলিয়া 'ভগবান্' দেখিয়া ফেলিয়াছেন মনে করেন। এইরূপ জাতীয় জগন্নাথ (?) দর্শন, জগদ্দর্শন মাত্র। কাজেই ঐরূপ ভোগাজগৎ ও ভোগাছড়া-নামের কতটা সার্থকতা আছে, বুঝা যায় না।

—:০:—

শ্রীগিরিধারী ও শ্রীগোবর্দ্ধনবিহারীর লীলা একই তাৎপর্য্যপর। উভয়ই নিত্যলীলা। আপাতিকতা হইতে মনে হয় গিরিধারীতে ঐশ্বর্য্যভাব বা ঐশ্বর্য্যমিশ্র কোন ভাব আছে, কেননা তিনি বিরাট্ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া এক অমানুষী-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। গিরিধারী-লীলাও পরিপূর্ণ-মাধুর্য্য-লীলা ও স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই লীলা। ব্রজজনের সুখোৎপাদনের জন্য স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ যে নিত্যলীলা করিয়া থাকেন, তাহা সকলই মাধুর্য্যময়ী। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার ভাগবতের টীকায় ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যায় যে সিদ্ধান্ত বিচার করিয়াছেন, তাহা হইতেও আমরা গিরিধারী ও গোবর্দ্ধনবিহারী—উভয়লীলারই মাধুর্য্যমর্য্যাদার কথা শ্রবণ করিয়া থাকি।

"মাধুর্য্যাদিকং নিরূপ্যতে,—মহৈশ্বর্য্যযুতে ভোজনে রাজোচিতে চ নরলীলত্বানভিব্যক্তৌ মাধুর্য্যম্। যথা পূতনাপ্রাণহারিত্বেঽপি স্তনচুষণলক্ষণনরবাললীলত্বমেব; মহাকঠোরশকট-ভেদিত্বেঽপ্যতিসুকুমার-চরণ-কৈমাসিকোত্তান-শায়িবাললীলত্বম্; মহাদীর্ঘবাসাকর্ষত্বেঽপি মাতৃভীতিভৈরুব্যম্, ব্রহ্মবলদেবাদিমোহনেঽপি সর্ব্বজ্ঞত্বেঽপি বৎসচারণলীলত্বম্; তথা ঐশ্বর্য্যসত্ত্বে এব তদ্ভাবোদ্গমে ধ্বনিপরস্তৌর্য্যং গোপস্ত্রীলাম্পট্যাদিকত্বম্। ঐশ্বর্য্যরহিতকেবলনরলীলত্বেন মৌগ্ধ্যস্য মাধুর্য্যমিত্যুক্তেঃ ক্রীড়া-চপল-প্রাকৃতনরবালকেষ্বপি মৌগ্ধ্যং মাধুর্য্যমিতি তথা ন নির্ব্বাহঃ॥ ৩॥

"অথ তদ্ভক্তনিষ্ঠৈশ্বর্য্যজ্ঞানম্,—ঈশ্বরোঽয়মিত্যাদ্যনুসন্ধানে সতি হৃৎকম্পজনকসম্ভ্রমেণ স্বীয়ভাবস্যাতিশৈথিল্যং যৎ প্রতিপাদ্যতি তদৈশ্বর্য্যজ্ঞানম্। ০, ০ ঈশ্বরোঽয়মিত্যাদ্যনুসন্ধানেঽপি হৃৎকম্পজনকসম্ভ্রম-সম্ভ্রমাদ্যনুগমাৎ স্বীয়ভাবস্যাতিশৈথিল্যমেব যৎপ্রতিপাদ্যতি তদ্ভাদৃশ্যৈশ্বর্য্যজ্ঞানম্। অত্র ব্রজৌকসাং গোবর্দ্ধনধারণাৎ পূর্ব্বং কৃষ্ণ ঈশ্বর ইতি জ্ঞানং নাসীৎ। গোবর্দ্ধনধারণ-বরুণলোকগমনানন্তরং তু কৃষ্ণোঽয়মীশ্বর এবেতি জ্ঞানেঽপ্যুক্তপ্রকারেণ শুদ্ধং মাধুর্য্য-জ্ঞানমেব পূর্ণম্। ০ ০ ০ ব্রজস্থানাং সর্ব্বথৈব শুদ্ধমেব মাধুর্য্য-জ্ঞানং পূর্ণং, পুরস্থানাং তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রং মাধুর্য্যজ্ঞানং পূর্ণম্॥ ৪॥"

মর্ম্মানুবাদ—অতঃপর মাধুর্য্যাদি নিরূপণ করা হইতেছে;—যে-স্থলে ঐশ্বর্য্যের প্রকাশনে বা অপ্রকাশনে মনুষ্যলীলার ব্যতিক্রম ঘটে না, তাহাই মাধুর্য্য। যেমন, পূতনার প্রাণহরণকালেও স্তনপানরূপ নরবালক-ভাব; যেমন, মহাকঠোর শকটের ভঞ্জনসময়েও অতিকোমলচরণ উত্তানশায়ী শৈশবিক শিশুর ভাব; যেমন, মহাদীর্ঘ রজ্জুর দ্বারা বন্ধনের অনন্য অবস্থাতেও জননীর ভয়ে বিকলতা; যেমন ব্রহ্মার ও বলদেবের মোহনাবস্থায় সার্ব্বজ্ঞ্যসত্ত্বেও বৎসচারণ-লীলা। আবার ঐশ্বর্য্য থাকিলেও তদপ্রকাশের অবস্থায় ধ্বনিদ্বারা গৌর্য্য ও গোপস্ত্রীজন-লাম্পট্য প্রভৃতি। ঐশ্বর্য্যরহিত কেবল মনুষ্যলীলা-গত মুগ্ধতাকেই যদি মাধুর্য্য বলা হয়, তবে ক্রীড়া-চপল সাধারণ মনুষ্যবালকের যে স্বাভাবিক মুগ্ধতা, তাহাকেও মাধুর্য্য বলিতে হয়, কিন্তু তাহা বলিতে পারা যায় না॥ ৩॥

অনন্তর ভক্তনিষ্ঠ ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রদর্শিত হইতেছে;—'ইনি ঈশ্বর'—এইরূপ বুদ্ধি হইলে, যৎকর্ত্তৃক যে হৃৎকম্পজনক সম্ভ্রম-দ্বারা ভক্তের হৃদয়বর্ত্তী ভাবের অতি-শৈথিল্য সম্পাদিত হয়, তাহাকেই ঐশ্বর্য্যজ্ঞান বলা যায়। ০ ০ 'ইনি ঈশ্বর'—এইরূপ বুদ্ধি হইলেও যদি হৃৎকম্পজনক সম্ভ্রমের উদয় না হয়, কিন্তু যে ঈশ্বরজ্ঞান ভক্তের হৃদয়বর্ত্তী ভাবের শৈথিল্য-সম্পাদনের পরিবর্ত্তে উহার স্থৈর্য্যই সম্পাদন করে, তাহাকেই মাধুর্য্যজ্ঞান বলা যায়।

গোবর্দ্ধনধারণের পূর্ব্বে ব্রজবাসীদিগের কৃষ্ণে ঈশ্বরজ্ঞান হয় নাই; গোবর্দ্ধনধারণ ও বরুণলোকগমনের পর তাঁহাদিগের শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বর বুদ্ধি হইলেও ঐ বুদ্ধিকে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান বলা হইবে না; পরন্তু উক্তপ্রকারে উহাকে শুদ্ধ পূর্ণ

মাধুর্য্যজ্ঞানই বলিতে হইবে। ... ব্রজবাসিগণের সর্ব্বপ্রকারে শুদ্ধ মাধুর্য্যজ্ঞান পূর্ণ ছিল এবং পুরবাসিগণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্র মাধুর্য্যজ্ঞান পূর্ণ ছিল—ইহাই জানিতে হইবে। ৫।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় শ্রীরূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম গাহিয়াছেন,—

কর্ম্ম, ধর্ম্ম, দুঃখ, লোক, যেবা থাকে অন্য যোগ,
ছাড়ি' তব গিরিবরধারী। (২য় সংখ্যা)

ঘুষুক সংসারে নাম, পতিত উদ্ধার' শ্রাম,
নিজদাস কর গিরিধর। (৩য় সংখ্যা)

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম শ্রীগিরিধারীর মাধুর্য্যলীলা-বিগ্রহত্ব আরও স্পষ্টভাষায় জানাইয়াছেন,—

নন্দীশ্বর যাঁ'র ধাম, গিরিধারী যাঁ'র নাম,
সখী-সঙ্গে তথা তাঁরে রহে।

আবার গাহিয়াছেন,—

রাধিকা-চরণরেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
অনায়াসে পাবে গিরিধারী। (১ম সংখ্যা)

আবার 'প্রার্থনা'র মধ্যে ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

কাঁহা রাধা প্রাণেশ্বরি, কাঁহা গিরিবরধারি,
কাঁহা নাথ বলিয়া ডাকিব।
(প্রার্থনা ২৮ সংখ্যা)

আবার প্রার্থনার অন্যত্র বলিয়াছেন,—

রাধার দক্ষিণ কর, ধরি প্রিয় গিরিবর,
মধুর মধুর চলি' যায়।
আগে পাছে সখীগণ, করে ফুল বরিষণ,
কোন সখী চামর ঢুলায়॥ (প্রার্থনা ৩৪ সংখ্যা)

শ্রীল দাস গোস্বামি-প্রভু 'মনঃশিক্ষা'য় আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

যথা দুষ্টস্য মে দয়য়তি শঠস্যাপি কৃপয়া
যথা মহ্যং প্রেমামৃতমপি দদাত্যুজ্জ্বলমনাঃ।
যথা শ্রীগান্ধর্ব্বা-ভজন-বিষয়ে প্রেরয়তি মাং
তথা গোষ্ঠে কাম্যে গিরিবরমিহ ত্বং ভজ মনঃ।
(মনঃশিক্ষা ৮ম সংখ্যা)

ইহার পদ্যানুবাদে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

দয়া করি গিরিবর, তুলিয়া কারুতি স্বর,
তবে মোর করিবে শোধন॥
উজ্জ্বল রসের প্রীতি, শ্রীরাধা-ভজন-নীতি
অনায়াসে দিবেন আমায়।

শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভু মনঃশিক্ষায় আবার বলিয়াছেন,—

নমঃ শ্রীরূপায় স্মর-বিবশ-রাধাগিরিভৃতৌ
ব্রজে সাক্ষাৎ সেবালভনবিধয়ে তদ্গণযুজোঃ।
তদিচ্ছাধ্যানান্ত-শ্রবণনতি-সঙ্কীর্ত্তনমৃতমিদং
যথাগীতা গোবর্দ্ধনমধুপিনং ত্বং ভজ মনঃ॥

শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথ-নরোত্তম-ভক্তিবিনোদ-সিদ্ধান্তে প্রকট ও অপ্রকট উভয় লীলাতেই মধুরস-রসিক-গণের একমাত্র নিত্য আরাধ্য শ্রীরাধাগিরিবরধারী। তিনি শ্রীরাধার একমাত্র প্রাণবন্ধু ও সাক্ষাৎ স্বয়ংরূপ-বিগ্রহ। তাঁহারই শ্রীমতী-প্রমুখ গোপীগণ-সহ শ্রীগোবর্দ্ধনবিহার। অতএব গিরিধারণলীলা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যময়ী লীলা নহে, উহা মাধুর্য্যময়ী লীলা। গিরিধারী ও গোবর্দ্ধনবিহারী-লীলা উভয়ই পরিপূর্ণ মাধুর্য্যময়ী কৃষ্ণ-লীলা।

(২০২)

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার মর্ম্ম

[স্থান—শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ, চটকপর্ব্বত ; কাল—২৪শে নভেম্বর, উত্থান-একাদশী—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের অপ্রকট-বাসর, অপরাহ্ণ ৬টা—৬॥ টা।]

বর্ত্তমান সময় হ'তে একুশ বৎসর পূর্ব্বে এই উত্থান-একাদশী দিবস আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম অপ্রকট-লীলা প্রকাশ ক'রেছেন,—তাঁ'র অপ্রকটের আজ একুশ বৎসর অতীত হ'য়েছে। তিনি আমাদের নিত্যমঙ্গল বিধানের জন্য এজগতে এসেছিলেন। আমরা মঙ্গল-লাভের অনেক আশা-ভরসা নিয়ে তাঁ'র শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত হ'য়েছিলাম; তাই তিনি এজগৎ হ'তে চ'লে গেলেও তাঁ'র স্মৃতি আমাদের র'য়েছে। ভগবানের নিজ-জনগণের স্মৃতির সহিত

এমন অনেক কথা থাকে—যে কথাগুলি আমাদের শ্রবণের উৎসাহ বৃদ্ধি—শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবা করার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করে। তাঁদের আচরণ আমাদের অনুসরণে ক'র্‌তে হ'বে, অনুকরণ ক'র্‌লে আমরা অসুবিধার মধ্যে—অমঙ্গলের মধ্যে প'ড়ে যা'ব। তা'র প্রকটকালে অনেকে তাঁ'র আচরণের অনুকরণ করায় অধঃপাতিত হ'য়ে গিয়েছেন; অনুসরণ করা তাঁ'দের প্রয়োজন ছিল।

শ্রীমদ্ভাগবত ব'লেছেন,—

সতাং প্রসঙ্গান্ম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

(ভাঃ ৩।২৫।২৫)

যাঁ'রা সর্ব্বক্ষণ ভগবানের সেবা করেন, তাঁ'দের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হ'লে—তাঁ'দের শ্রীমুখ-নিঃসৃত মঙ্গলময় শ্রীহরির মাহাত্ম্য-প্রকাশক শুদ্ধভজন-তত্ত্বের প্রীতি-উৎপাদক কথা শ্রবণ ও আলোচনা ক'র্‌লে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হ'বে। আমাদের নিত্যমঙ্গলের অন্য কোন উপায় নেই।

আমরা সকলেই মেপে নেওয়ার রাজ্যে বাস ক'র্‌ছি। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জ্ঞানকে সম্বল ক'রে পার্থিব রাজ্যের যে-সমস্ত জিনিষ আমাদের নিত্যমঙ্গলের বাধা জন্মায়, তৎপরিবর্ত্তে আমরা আছি। সাধুসঙ্গ-ব্যতীত এ সকলের হাত হ'তে আমাদের নিস্তার পাওয়ার উপায় নেই। যাঁ'রা এজগতের অনিত্য—বিনাশধর্ম্মীল—হেয় বস্তুর প্রলোভনে প্রধাবিত হ'চ্ছেন, তাঁ'দের নিত্যবস্তুর—অবিনাশী বিষ্ণুচেতনের—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি হয় না। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় সাধুসঙ্গে থেকে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণ ক'র্‌লে আমাদের কর্ণে এতকাল যে-সকল অসৎকথা—অমঙ্গলের কথা প্রবেশ ক'রেছে, তা' সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হ'বে।

শ্রীভগবানের কথা নিত্য—পূর্ণজ্ঞানময়—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়; আর দুর্ল্লভ সজ্জনের মুখেই তাঁ'র কথা কীর্ত্তিত হয়। সুতরাং এরূপ সজ্জনের সঙ্গ—সাধুর সঙ্গ দুর্ল্লভ হ'লেও অনুসন্ধান ক'র্‌তে হ'বে। আমরা যে-সকল কথায় শ্রদ্ধা করি—যে-সমস্ত কথা শুন্‌তে আমাদের খুব ভাল লাগে, তা' এজগতের মায়ামুগ্ধ জীবগণের—অনর্থযুক্ত জীবসকলের ভ্রম-প্রমাদাদিদুষ্ট বিচার-বুদ্ধি হ'তে উদ্ভূত হ'য়েছে—এ'তে নিত্যভগবতের—আত্মমঙ্গলের কোন কথা নেই, উহা অনিত্য দেহ-মনের তাৎকালিক তৃপ্তিকর মাত্র। কিন্তু সাধুগণের—নিত্যযুক্ত ভগবৎপার্ষদগণের কথায় আমাদের রুচি বা শ্রদ্ধা না থাক্‌লেও তা' বৈকুণ্ঠের—চেতন-রাজ্যের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের কথা। তা' আমাদের স্বরূপের—নিত্য অণুচেতনের প্রয়োজন বিধান করে।

সাধুগণের বৈশিষ্ট্য এই যে, আমরা অজ্ঞতাবশতঃ তাঁ'দের নিকট ঐহিক সুখ-সুবিধার কথা শুন্‌তে চাইলেও তাঁ'রা বিশ্ব ব'লে আমাদিগকে বিশ্বসুখজনিত অমঙ্গলের উপদেশ না দিয়ে নিত্যরাজ্যের, পূর্ণজ্ঞানের ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের কথা বলেন। তাঁ'দের সেই সকল কথা সর্ব্বক্ষণ আমাদের স্মৃতিতে উদয় হওয়া প্রয়োজন; সে-সব কথা স্মৃতির অভাবে নানাপ্রকার ইতর কথা হৃদ্দেশে প্রবেশ করে। এজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত ব'লেছেন,—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগযুক্তম্॥

(ভাঃ ১২।১২।৫৫)

অর্থাৎ সাধুগণের মুখে যে-সব কৃষ্ণকথা শ্রবণ করা যায়, তা' অনুক্ষণ স্মরণ ক'র্‌লে জীবের যাবতীয় অমঙ্গল বিনষ্ট হ'য়ে আত্ম-কল্যাণ বিস্তার করে। তদ্দ্বারা অন্তঃকরণ-শুদ্ধি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিরাগযুক্ত প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ হয়। সাধুর বাক্য—গুরুর বাক্য—শাস্ত্রবাক্য—ভগবানের বাক্য ভিন্ন নয়,—এক কথা।

আজ আমাদের স্মরণীয় দিবস—যে দিবস আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলায় প্রবেশ ক'রেছেন, উহা আমাদের স্মরণীয় বস্তু, উহা আমাদের হেলা করা উচিত নয়; কেননা, তাঁ'র স্মৃতির সহিত ভগবৎকথা উদ্ভাসিত। এই সকল কথা স্মৃতি-পথে উদিত হ'লে আমাদের পরম-মঙ্গল লাভ হয়। ইহজগতে যে-সকল জিনিষের সঙ্গ আমাদের হ'চ্ছে বা যে-সকল লোকের সঙ্গে আমাদের দেখা হ'চ্ছে, তাঁ'রা সকলেই আমাদের অনিত্য বস্তু; কেননা, তাঁ'দের সঙ্গে আমাদের নিত্যানিত্য-বিবেক উদয় হয় না।

"কোন্ বস্তু নিত্য ? কোন্ বস্তু অনিত্য ? আমি কে ? কা'র সঙ্গে আমার নিত্যসম্বন্ধ, আমার্ কি কৃত্য ?"—এসব প্রশ্নের সুষ্ঠীমাংসা একমাত্র সাধুর নিকট হ'তেই পাওয়া যায়।

ভগবান্—বিভু চেতন, নিত্য বস্তু ; আর তাঁর অণু-অংশ ব'লে আমরাও নিত্যবস্তু ; নিত্যবস্তু ভগবানের সহিতই আমাদের নিত্য সম্বন্ধ। আমরা তাঁ'র কথা ভুলে গিয়েছি ব'লে তিনি এখন আমাদের নিকট হ'তে বহু দূরে আছেন। সেবোন্মুখ কর্ণ ও জিহ্বা-দ্বারা সর্ব্বক্ষণ তাঁ'র কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন ক'র্লে তিনি আমাদের যাবতীয় পাপ—সকল প্রকার অসুবিধা দূর ক'রে দিয়ে তাঁ'র সঙ্গ প্রদান ক'র্বেন—"হৈরুক্তনামশ্রবণস্মরণেষ্যতঃ বিষ্ণুঃ"—(ভাঃ ৬।৩।১৪)। সুতরাং এবিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়ে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া উচিত। পার্থিব জিনিষগুলি থাকে না ; কিন্তু যে জিনিষ নিত্য—পরম মঙ্গলময়, তাঁ'র সঙ্গ বিচ্যুত হওয়া কর্ত্তব্য নয়।

আমরা অজ্ঞানতিমিরে অন্ধ হ'য়ে সর্ব্বদা অচেতন বস্তুর সহিত মিলামিশা ক'র্ছি, কেবল অচেতন বস্তুর সহিত আমাদের দেখাশুনা হ'চ্ছে ; চেতনবস্তুর দর্শন আমাদের হ'চ্ছে না। কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপাপূর্ব্বক আমাদের চেতনচক্ষু উন্মীলন ক'রে দিলে আমরা বিভুচেতন ভগবান্ ও তদীয় নিত্য-জনগণের দর্শন-সৌভাগ্য লাভ ক'রে থাকি—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
প্রাপ্তে শ্রীগুরবে সাধৌ দিনেত্রং বিষ্ণুবৎ গুরুম্।
বরাভয়প্রদং শান্তং প্রণতোঽস্মি যথাবিধি॥

এ সমস্ত শ্লোক আমাদের আলোচ্য। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় আমাদের দিব্যজ্ঞান—সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয় ; তখন আমরা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার্থ নিত্যবৈকুণ্ঠবাসের যাত্রী হই—পরা শান্তি লাভ করি। আর কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষী, বিরাগক্ত প্রভৃতির সঙ্গ লাভ হ'লে তা'রা আমাদিগকে অজ্ঞানতমে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে ; তখন আমরা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ — ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-কামী হ'য়ে চতুর্দ্দশ ভুবনে জন্ম-মৃত্যুযাতনার পরিভ্রমণ ক'র্তে ক'র্তে বিভোগ-যাতনা প্রাপ্ত হ'তে থাকি, অথবা নিজেদের সর্ব্বনাশ সাধন করি। এই প্রকার দুঃসঙ্গ ত্যাগ ক'রে সাধুসঙ্গ করবার জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত আমাদিগকে উপদেশ ক'রেছেন—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥
(ভাঃ ১১।২৬।২৬)

সাধুগণের ধর্ম—আমাদের নিত্যমঙ্গল সাধন করা। তাঁ'রা সদুপদেশরূপ অস্ত্রদ্বারা আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত মুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছারূপ পিশাচীগণকে ছেদন ক'রে তৎস্থলে ভক্তিদেবীকে প্রতিষ্ঠিত করেন। নানাপ্রকার দুর্দ্দৈববিশিষ্ট হ'য়ে আমরা পরমমঙ্গলময় ভগবান্ ও তদীয় নিজ-জনগণের শ্রীপাদপদ্ম-সঙ্গ হ'তে বহু দূরে চ'লে যা'চ্ছি—তাঁহাদের অমঙ্গলের আধারকে 'মঙ্গল' মনে ক'রে ধাব'চ্ছি—তাহাদের স্বরূপতত্ত্বে অনভিজ্ঞ হ'য়ে—পশুর স্বভাব লাভ ক'রে আমরা নিজেকে সাধু মনে ক'র্ছি ও অপর পশু হওয়া ক'র্ছি, তা'তে সেই সকল পশু পরমস্থিতিময়ে আমাদিগকেও তদ্রূপ ক'র্বে,—

যে ত্বনেবংবিদোঽসদ্ভ আত্মা সদভিমানিনঃ।
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্॥
(ভাঃ ১১।৫।১৪)

কৃষ্ণেতরবাসনাবর্জ্জিত সাধুগণ সর্ব্বক্ষণ যে-সব শ্রীকৃষ্ণগুণাবলী কীর্ত্তন ক'রে থাকেন, তা' আমাদের ভবরোগের ঔষধস্বরূপ, সেবোন্মুখ কর্ণ ও মনের তৃপ্তিকর। এমন কৃষ্ণকথা শ্রবণ হ'তে ভগবদ্বহির্ম্মুখ প্রতিকূল অনুষ্ঠান-দ্বারা আত্মার অধঃপাতসাধনকারী বা পশুত্বজনকারী ব্যাধবৃত্তি-বিশিষ্ট বাক্তি-ব্যতীত অপর কোন্ বাক্তি বিরত হ'তে পারে ?—

নিষুক্তভৈষজ্যমিবাতুরৌষধাচ্ছ্রোত্রং মনোঽভিরমতে হরেঃ কথাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥
(ভাঃ ১০।১।৪)

আমরা পাশব-বৃত্তির দ্বারা চালিত হ'য়ে জগতে কত পাপ-কার্য্য-ক'র্ছি—পশুর ন্যায় আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদি কার্য্যে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত আছি ; এজন্য শাস্ত্র আমাদিগকে বিপদগস্ত ব'লেছেন। এ জগতের যত প্রকার অসুবিধা—যত অমঙ্গলের ভাগ্য, তা' আমাদের নিকট এখন খুব

ভাল মনে হ'চ্ছে। তা'তে ভবিষ্যতে—জন্মে জন্মে আমাদের যে কত অসুবিধা হ'বে—আমরা কত দুঃখ-যাতনা পাব, তা' এখন আমাদের ভাবনার বিষয় হ'চ্ছে না। আগুনে হাত দিলে যে হাত পুড়ে যা'বে, দুঃখ-কষ্ট পা'বে, তা' বালক বুঝ্‌তে না পেরে আগুনে হাত দেয় এবং শেষে কত কষ্ট পায়। পরিণাম-দুঃখকর কার্য্যগুলিও প্রথমে আমাদের নিকট ক্ষণিক সুখকর মনে হওয়ায় আমরা তা' আঁকড়াইয়া ধ'র্‌তে বাধিত হই। কিন্তু শেষে দুঃখ-যাতনাই আমাদের ভাগ্যে ঘ'টে থাকে।

এজন্যই ভগবান্ বা তাঁর নিজ-জনগণ এ জগতে এসে আমাদের পরমমঙ্গলের কথা বলেন। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম জগতে এসে তাঁর আচার-প্রচারের দ্বারা আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল — পরম মঙ্গল—আত্মমঙ্গলের কথাই সর্ব্বক্ষণ আমাদিগকে উপদেশ ক'রেছেন। "আমরা কে? এই বিশ্ব কি বস্তু? ভগবানের স্বরূপ কি? আমাদের সহিত ও এই জগতের সহিত ভগবানের কি সম্বন্ধ? আমাদের সহিত এই জগতের কি সম্বন্ধ? আমাদের কি কর্ত্তব্য?"—এই সমস্ত কথাই আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে কৃপা ক'রে জানিয়েছেন। তাঁর কৃপায় আমরা জান্‌তে পেরেছি—

ওহে মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব?
প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জ্জনের ঘরে,
তব হরিনাম কেবল কৈতব॥
জড়ের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
জান না কি তাহা মায়ার বৈভব।
কনক-কামিনী, দিবস-যামিনী,
ভাবিয়া কি কাজ, অনিত্য সে-সব।
তোমার কনক, লোকের জনক,
কনকের তরে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার যাচিক কেবল মাধব॥
প্রতিষ্ঠাশা-তরু ভক্ত-মায়াময়,
না পেল রাবণ বুঝিয়া রাঘব।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব॥

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় এই সমস্ত কথা সর্ব্বদা আমাদিগের চিত্তে জাগরূক থাক্‌লে মঙ্গল লাভ হ'বে। রূপানুগবর শ্রীল দাস গোস্বামি-প্রভুর এই শ্লোকটি সর্ব্বদা আমাদের আলোচ্য বিষয় হউক,—

ওরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্মরন্ শ্রীনাদ্রি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্ব-স্মরণে।
দধা দন্তঃ স্নিগ্ধা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা-
মরে স্বান্তর্প্রস্তুটুতিরতিবাচে ধৃতপদঃ॥

হে মন, তোমার দু'টি পায়ে প'ড়ে আমি বিশেষ কাকুতি-মিনতির সহিত প্রার্থনা ক'রছি—তুমি বৈষ্ণবে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ ক'রে অন্যান্য বাজে কাজ সব ছেড়ে দিয়ে শ্রীগুরুদেবে, গোষ্ঠে, গুরু-গোষ্ঠীতে, বৈষ্ণবে, ব্রহ্মণ্য ব্রাহ্মণগণে, 'মননদণ্ড' হ'তে ছুটি লাভ করিবে আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে'—এরূপ মন্ত্রে, শ্রীনামে ও শ্রীরাধাগোবিন্দে গাঢ় রতিবিশিষ্ট হও।

—————:০:—————

শ্রীপুরুষোত্তম-প্রসঙ্গ

২৭শে নভেম্বর প্রাতঃকালে পল্লীবাসী অনেক ভক্তের "গৃহে থাকিয়া নানাপ্রকার অসুবিধা ও বাধা-বিঘ্নের মধ্যে কিরূপে হরিভজন করা যাইতে পারে"—এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

২৭শে নভেম্বর প্রাতে শ্রীরেবতীরমণ ব্রহ্মচারী ভক্তি-নিষ্ঠ ও শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী সেবাব্রত কর্ত্তৃক প্রস্তুত শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের পরিকল্পিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীমন্দির, মহাসভার মন্দির ও চল্লিশটি বিষ্ণুমন্দিরের পরিকল্পনা দর্শন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ তাহা সংশোধন-পূর্ব্বক এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে আরও উপদেশ প্রদান করেন।

২৮শে নভেম্বর প্রাতে কতিপয় প্রাক্তন-সামরিক ব্যক্তি কল্পিত হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের নিকটবর্ত্তী রাস্তা দিয়া গমন করিতেছিল। স্রোতপন্থী শ্রীরূপানুগ জনগণ কেহই কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান্

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত—কলিযুগের যোলনাম বত্রিশ অক্ষর মহামন্ত্র কীর্ত্তন ব্যতীত চর্ব্বণগণ-পরিকল্পিত ছন্দোবদ্ধ, সুসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ, দোভাষপুষ্ট কোন পদ বা ছড়া কখনও কীর্ত্তন করেন না। যাহারা কলিকীর্ত্তারণের মহামন্ত্র ত্যাগ করিয়া অন্যান্য কল্পিত পদকে 'মহানাম' প্রভৃতি বলিয়া কীর্ত্তন করে, তাহাদিগকে শাস্ত্র ও গুরুসজ্জন-কারী ছদ্মজ্ঞানে তাঁহারা পরিত্যাগ করেন, তাহাদের মুখ দর্শন করেন না এবং তাহাদের কল্পিত সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ছড়া-ব্যতীত নামাপরাধ-কীর্ত্তনকে সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধবৎ বিষ-তুল্যজ্ঞানে কর্ণে প্রবেশ করিতে দেন না।

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের সেবকগণও এই প্রকার বিচারে উপরি-উক্ত কল্পিত ছড়া-কীর্ত্তনগানরূপ জীবণাপরাধ যাহাতে কর্ণে প্রবিষ্ট না হয় ও তজ্জন্য গৌর-নিজ-জনের ক্লেশ না হয়, তদুদ্দেশ্যে খোল-করতাল-সহ উচ্চৈঃস্বরে গৌরবিহিত ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে চটক-কুটীরের সম্মুখে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে উপস্থিত হইয়া কীর্ত্তন করিতে থাকেন। আমরা শুনিয়াছি, বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ এক সময়ে কোনও এক ব্যক্তিকে ঐরূপ ছড়াগান কীর্ত্তন করিতে করিতে আসিতে দেখিয়া তাঁহার অনুগত স্বধাম-প্রাপ্ত বিহারী লাল বাবাজীকে বলিয়া-ছিলেন—"ঐ পাষণ্ডগুলিকে তাঁড়া দিয়া এখান হইতে তাড়াইয়া দেও।" শ্রীল প্রভুপাদ সমবেত ভক্তগণের নিকট শাস্ত্র-গুরু-সজ্জনকারী অপরাধিগণের মুখে যে হরিনাম কীর্ত্তিত হয় না, কেবল নামাপরাধ কীর্ত্তন হয়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ ও মহাজনগণের পদসমূহ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি-মুখে ব্যাখ্যা করিয়া তাহা প্রদর্শন এবং ঐ প্রকার ছড়াগান সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়া শুদ্ধভক্তগণের সঙ্গে শুদ্ধনাম-কীর্ত্তনের উপদেশ-প্রধান-মুখে অনেকক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

১লা ডিসেম্বর প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুকে লণ্ডন-প্রেরণের উদ্দেশ্যের কথা বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রণালীর বিষয় প্রায় এক ঘণ্টাকাল আলোচনা করিয়াছিলেন। ঐ দিবস ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ গঞ্জাম হইতে আগত বহু ভক্তসহ বহরমপুরে প্রচারার্থ যাত্রা করেন।

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ

গত ১৭শে অগ্রহায়ণ (১৩৪৩), ৭ই ডিসেম্বর (১৯৩৬) সোমবার প্রাতে ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীপুরুষোত্তমধাম হইতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন। প্রভুপাদ গত ২৪শে অক্টোবর (১৯৩৬) রাত্রে পুরী এক্সপ্রেসে কলিকাতা হইতে পুরী যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন—শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ (ইনি শ্রীল প্রভুপাদকে আনিবার জন্য গত ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৬ কলিকাতা হইতে পুরী যাত্রা করেন), শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ রাধাচৈতন্যদাস ব্রহ্মচারী (কটক) ও কুমার শ্রীযুক্ত প্রজ্ঞাতরুণ দেব প্রমুখ সেবক-বৃন্দ। পুরী ষ্টেশনে কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম্-এ মহোদয়, সি-ভিল্ সার্জ্জিন-ডি'র ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত ব্যবিকাপ্রসাদ ওঁই, উড়িষ্যার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রথ, পুরীর মোক্তার শ্রীযুক্ত কাশীনাথ ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ঘোষ, উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিভূষণ প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শুভযাত্রাকে অভিনন্দিত করেন। মঃ মঃ কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের সমগ্র ভারত ও ভারতের বাহিরে মহাপ্রভুর বাণী প্রচার-কার্য্যে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

কটক-ষ্টেশনে মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নিখিলকান্ত ন্যায়াশ্রম ভক্তিসুধাকর প্রভৃতি প্রায় ৪০ জন ভক্তসহ আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করেন। হাওড়া ষ্টেশনে ঢাকার ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত সুপতি-রঞ্জন নাগ এম্-এ বি-এল্, বালিয়াটীর জমিদার শ্রীযুক্ত

মনোমোহন ঘোষ চৌধুরী ভক্তিপ্রকাশ, শ্রেষ্ঠাগ্র শ্রীযুক্ত সচীচরণ ভক্তিবিকাশ, শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম্-এ প্রমুখ বহু মঠাভিজ্ঞ সেবক উপস্থিত ছিলেন। মহামহোপদেশক আচার্যপ্রবর শ্রীপাদ ভক্তিবিলাসী বিদ্যাভূষণ এবং মঠের অন্যান্য সেবকগণ প্রভুপাদকে মাল্যভূষা দ্বারা সম্যক্ অভ্যর্থনা করিয়া মঠে আনয়ন করিলে মঠসেবকগণ জয়ধ্বনিমুখে শ্রীল প্রভুপাদের শুভবিজয়কে অভিনন্দিত করেন। প্রভুপাদ আসন পরিগ্রহ করিয়া ভক্তবৃন্দের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা-মুখে হরিকথা-কীর্ত্তন-দ্বারা সকলের প্রতি কৃপা-বৈভব বিতরণ করিতে থাকেন। এই সময়ে ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল ভক্তালঙ্কার, বক্তৃতার সভাপতি শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সান্যাল প্রমুখ সজ্জনগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রভুপাদ "অসৎসঙ্গত্যাগ-এষ বৈষ্ণব আচার" গ্রন্থের সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলন, কৃষ্ণভক্তি-বহির্মুখ জ্ঞান ও কর্ম্মের ঠগত্ব, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গলীলায় শ্রীস্বরূপ-রামানন্দ-সহ দিব্য-বিরহোন্মাদলীলার গম্ভীরার অন্তরঙ্গ-রহস্য, শ্রীগুরুদেবের সমস্ত শুভদর্শন-লীলা, 'সব' বলিতে সবমেশ্বর-চর্চ্চার পরিবর্ত্তে তদ্বিহীন চর্চ্চায় বিপত্তি, শ্রীল দাস গোস্বামিপ্রভুর 'সদা হৃদ্যং বিদ্ধা' এই মনঃশিক্ষানুসরণের প্রয়োজনীয়তা, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের 'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে' কথা-প্রসঙ্গে ভক্তিলতার কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষারোপণ-পক্ষে বৈষ্ণবাপরাধ, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি বিষ হইতে সতর্কতার আবশ্যকতা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজিয়াবাদের পার্থক্য" প্রভৃতি বিষয়ে ঘণ্টাধিককাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। 'অর্চ্চয়িষ্যে গোবিন্দং' ও 'আমার জীবন সদা পাপে রত' প্রভৃতি প্রসঙ্গ-ক্রমে আলোচিত হয়।

ঐদিবস সন্ধ্যায়ও শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীচরণ-দর্শনে সমাগত ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল, ঢাকা বারের পাব্লিক প্রসিকিউটার শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন ঘোষ, বাঁশবেড়িয়ার রাজা শ্রীযুক্ত কিরীন্দ্র দেব রায় মহাশয় প্রমুখ সজ্জনবৃন্দের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎকালে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ সাগর মহারাজ, শ্রীমৎ সদানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ মঠসেবকগণও উপস্থিত ছিলেন। "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ", "প্রতিষ্ঠাশা ধূম্রা যদপরবধূী", "তন্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং" প্রমুখ শ্লোকের তাৎপর্য্য কীর্ত্তন-মুখে পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবতসম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচার-প্রণালী, প্রচারকের যোগ্যতা, প্রকাশে উচ্চৈঃস্বরে সর্ব্বাগ্রে নিজমনকে সম্বোধন করিয়া শ্রীল দাসগোস্বামীর 'সদা হৃদ্যং বিদ্ধা' এবং শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের "তরবে তরবে আমার মন অতি মন্দ" প্রভৃতি শিক্ষা প্রধান, মনঃপ্রধানের মুখাপেক্ষী হইবার পরিবর্ত্তে প্রচুরপরিমাণে হরি-কথা বলিবার ও সরলভাষায় ছোট ছোট গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা, কনিষ্ঠাধিকারী অর্চ্চকের বিচার হইতে উত্তমাধিকারী প্রচারকের বিচার-বৈশিষ্ট্য, বাস্তিকের প্রচার-কার্য্যে সম্পূর্ণ অযোগ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে অনেকক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। বিশেষতঃ "তরবে তরবে আমার মন অতি মন্দ"—এই শ্রীউক্তিরই বিশেষভাবে ব্যাখ্যা হয়।

মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের সহিত আসিয়া কার্য্যবশতঃ কটক-শ্রীগঙ্গাধরমঠে একদিন অবস্থান করিয়া গত ৮ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার প্রাতে পুরী-এক্সপ্রেসে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপনীত হইয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, মহোপদেশক শ্রীপাদ হরগ্রীব ব্রহ্মচারী, মহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিসুহৃদ, শ্রীনরসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারী শ্রীজ্ঞানকীনাথ ঐ দিবস রাত্রে পুরী হইতে ভুবনেশ্বর ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হন। তথা হইতে পরদিবস শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার কটক-শ্রীগঙ্গাধরমঠে পৌঁছেন। ঐ দিবস রাত্রে মঃ মঃ শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর সহিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার এবং পুরী হইতে আগত শ্রীরেবতীরমণ ব্রহ্মচারী ভক্তিনিশ্চয় তথা হইতে যাত্রা করিয়া পরদিবস প্রাতে গৌড়ীয়মঠে পৌঁছিয়াছেন।

—:০:—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৪ঠা পৌষ, ১৩৪০ ; ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩ | ২০শ সংখ্যা

স্বারসিকী সেবা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে 'স্বারসিকী সেবা' বলিয়া একটি কথা শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (পূর্ব্ব,২লঃ, ১৩১) 'স্বারসিকী পরমাবিষ্টতা' কথাটির উল্লেখ করিয়াছেন।

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥

অতীববস্তুতে যে স্বাভাবিকী ও তদ্ভাবনিবেশময়ী সেবা-প্রবৃত্তি, উহাতে নাম 'রাগ'। এইরূপ রাগময়ী যে ভক্তি, তাহাই শুদ্ধভক্তি-সাহিত্যে 'রাগাত্মিকা' বলিয়া কথিত।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু 'দুর্গম-সঙ্গমনী'তে 'স্বারসিকী' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'স্বাভাবিকী; অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ আত্মস্বভাব হইতে উদিতা সেবাপ্রবৃত্তি। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ 'অনুভাষ্যে' স্বারসিকী শব্দের তাৎপর্য্য বলিয়াছেন,—'স্বীয় নিত্যস্বরূপ-যোগিনী স্বাভাবিকী গাঢ় তৃষ্ণাময়ী (সেবনপ্রবৃত্তি)।' শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রূপপাদের উপরি-উক্ত শ্লোকের মর্ম্মানুবাদে বলিয়াছেন,—

ইষ্টে 'গাঢ়-তৃষ্ণা'—রাগের স্বরূপ-লক্ষণ।
ইষ্টে 'আবিষ্টতা'—তটস্থ লক্ষণ কথন॥
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাহা শুনি' শুদ্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৪৬-১৪৮)

অতএব 'স্বারসিকী সেবা' নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের রসোপ-যোগিনী স্বাভাবিকী গাঢ়তৃষ্ণাময়ী ও অপ্রাকৃত-ব্রজবাসীর

আনুগত্যময়ী সেবাপ্রবৃত্তি। স্বাবসিকী সেবা অপ্রাকৃত নিত্যসিদ্ধরাগাত্মিক ব্রজ-জনগণেরই একমাত্র সম্পত্তি। যে অপ্রাকৃত সহজ-সেবা-প্রবৃত্তিতে রাগাত্মিকব্রজ-জনের আনুগত্যপূর্ণ স্বাভাবিক গাঢ়তৃষ্ণারূপ স্বরূপ-লক্ষণ আছে, তাহাই স্বারসিকী সেবা।

'স্বারসিকী সেবা' কথাটির যথেষ্ট ব্যভিচার বিষ্ণুবৈষ্ণব-সমাজে ও তাহাদের সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। নানাপ্রকার অনর্থগ্রস্ত, কামক্রোধাদিযুক্ত বহুজীব তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণ বা প্রেয়ঃকে যদি স্বারসিকী সেবার কৃত্রিম মধুরমুগ্ধ নাগাইয়া সাজাইতে চাহে, তাহা হইলে উহাকে 'স্বারসিকী সেবা' বলা যাইতে পারে না। অনর্থগ্রস্ত জীবের আত্মেন্দ্রিয়তর্পণময়ী যথেচ্ছাচারিতা 'স্বারসিকী-সেবা' নহে।

অদ্বয়-বিশিষ্টবাদী এক প্রসিদ্ধ বক্তা তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে 'স্বারসিকী সেবা'র আদর্শ উদাহরণচ্ছলে তাঁহার নিজের মহিমা প্রখ্যাপন করিয়া এক সময় বলিতেছিলেন যে, তিনি গোপালের সেবা করেন এবং গোপালকে জীবন্ত পুত্রের ন্যায় স্নেহ ও পরিচর্যা করিয়া থাকেন। তিনি এক শীতকালের রাত্রে বক্তৃতা করিবার জন্য নিজের গৃহ হইতে কএক মাইল দূরে গমন করিয়াছিলেন। বক্তৃতা করিতে করিতে তাঁহার গোপালের কথা স্মরণ হইল, তিনি সেদিন বৃন্দাবনে গোপালের ঘরের জানালা খুলিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন; শীতকালের রাত্রিতে শিশুরূপী-গোপালের ঠাণ্ডা লাগিতেছে ভাবিয়া তিনি আকুল হইয়া পড়িলেন এবং বক্তৃতা অর্দ্ধসমাপ্ত হইতে না হইতেই সভাস্থ শ্রোতৃবৃন্দের শ্রবণ-পিপাসা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে নিজ-গৃহে আসিয়া পৌঁছিলেন ও অবিলম্বে গোপালের ঘরে গিয়া গোপালের ঠাণ্ডা লাগিয়াছে ভাবিয়া অতি সত্বর 'চা' প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। ঘরের জানালা বন্ধ করিয়া গোপালকে চা খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইলেন ও স্বয়ং গোপালের অবশেষ 'চা' প্রসাদ পান করিলেন।

উক্ত বক্তার এই 'স্বারসিকী সেবা'র আদর্শ দৃষ্টান্ত শুনিয়া সভাস্থ সকল লোকই করতালি-ধ্বনির দ্বারা উক্ত সেবকের সম্মান করিয়াছিলেন। উক্ত বক্তার সহিত আলাপ করিয়া পরে জানা গিয়াছিল যে, তিনি একজন মায়াবাদী যোগীর শিষ্য ও চরমে অর্থাৎ সিদ্ধিতে তিনি ও স্বয়ং 'গোপাল' বা 'ব্রহ্ম' হইয়া যাইবেন, এইরূপ বিচার-বিশিষ্ট! আর একজন "গোস্বামী" নাম-ধারী গুরু (?) জনৈক প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহিণীকে 'মা' ডাকিয়া গোপালভাবে ঐ রমণীর ক্রোড়ে উপবেশন-পূর্ব্বক দুগ্ধ পান করিতেন এবং উক্ত রমণীও গোপালজ্ঞানে কখনও প্রহার, কখনও চুম্বন, কখনও নানাভাব-মুদ্রায় স্নেহ প্রদর্শন করিয়া স্বারসিকী সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিতেন। পূর্ব্বোক্ত বক্তাটি কিছু শাস্ত্র দেখিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার ঐরূপ স্বারসিকী সেবা শাস্ত্রসম্মত কি না, এই কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিলেন,—

লোকে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২৩।১৮)

এই বাক্যদ্বারা উক্ত পণ্ডিত বক্তা বলিতে চাহিতেছিলেন যে, তিনি ব্রজবাসীর ভাবে মুগ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং তিনি শাস্ত্রযুক্তির ধার ধারেন না। যাঁহারা এই বিচারের শ্রোতা ছিলেন, তাঁহারাও উক্ত বক্তাকেই সমর্থন করিয়া বলিলেন,—'ইনি মহাভাগবত, গোপালের সহিত কথা বলেন, গোপালও ইহার সহিত কথা বলেন, ইহার কাছে আবার শাস্ত্রযুক্তি কি? গোপালের সেবায় এইরূপ পরমা-বিষ্টতা কি ঠাণ্ডা ঘাটের লোকে দেখিতে পাওয়া যায়?'

পাঠকগণের কেহ কেহ উক্ত সেবকের সেবা-চেষ্টাকে 'স্বারসিকী সেবা' বলিয়া সমর্থন করিবেন কি না, জানি না; কিন্তু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তাঁহার উপরি উক্ত পয়ারানুবাদের মধ্যেই সকল কথার সমাধান করিয়াছেন। আবিষ্টতা তটস্থ লক্ষণ। তটস্থ লক্ষণ স্বরূপ-লক্ষণ নহে। বিশেষতঃ আবিষ্টতার প্রতিবিম্ব ও কৃত্রিমতা বা অচেতন ভোগ্যদর্শনে যে জড় আবিষ্টতা, তাহা ত্যাগ হইতে বহুদূরে অবস্থিত। গোপালের ঠাণ্ডা লাগিয়াছে বলিয়া হৃদয়ে দুঃখানুভব ও তজ্জন্য আবিষ্টতার বাহ্য অভিনয় দেখিয়াই উহাকে স্বারসিকী সেবা বলা যাইবে না। অঘটনঘটন-পটীয়সী যোগমায়া দ্বারা এখনই মনোহারিণী ছদ্মবেষা হইয়া আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে যে, আমরা ভোগকেই 'সেবা' বলিয়া মনে করি। নিজের চা-পানে 'গাঢ়তৃষ্ণা' হয় ত' অনেক সময় লোকমনোহারিণী স্বারসিকী সেবা-

বলে আত্মপ্রত্যয় করিতে পারে। আবার নিজের সৈন্য-বোধকেই হয় ত' 'গোপালের সৈন্য' (?) বলিয়া বিবর্ত্তও হইতে পারে। যাহার ইষ্টবস্তুর স্বরূপ-জ্ঞানই হইল না, তাহার পাটবকৃতা বা আবিষ্টতার অভিনয় কেবল আত্ম-ছলনা ও পরবঞ্চনা মাত্র। নির্ব্বিশেষবাদী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী বা মিছাভক্তের গোপাল (?) তাঁহাদের বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের ছাঁচে গড়া অনিত্য পুতুল, তাহা গো-পাল অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের পালক বা নিয়ামক নহে। যে গোপাল (?) জীবের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নিয়মিত অর্থাৎ জীবের ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য, তাহা জীবের ইন্দ্রিয়ের আসামী মাল। বিতীয়তঃ গোপাল-ভক্ত কখনও নিজে গোপালের আসন গ্রহণ করেন না। আমরা অপ্রাকৃত গোপাল-ভক্তের আদর্শ শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী পাদের মধ্যে দেখিতে পাই,—'লোকে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি। শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি।' এই দুইটি পদের পরিপূর্ণ তাৎপর্য্য শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের নিম্নলিখিত শ্লোকে অভিব্যক্ত হইয়াছে—

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ তদবস্থ ব্যক্তিগণের জন্য যেরূপ শাসন-বাক্য বা শাস্ত্র, তদ্দ্বারা নিয়মিত হইয়া নন্দনন্দনের সেবাতে প্ররোচিত হন না। শ্রীল পুরীপাদ নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত ব্রজবাসী। তাঁহার নিত্যসিদ্ধ স্বরূপে যে নন্দাদি অপ্রাকৃত ব্রজবাসিগণের আনুগত্যময়ী নিজ-সিদ্ধস্বরূপযোগিনী স্বাভাবিকী পাটবকৃতা আছে, তাহাই অবিকৃত শাস্ত্রসিদ্ধান্তরূপে শ্লোক বিস্তার করিয়া প্রকাশিত হয়। অতএব সেই অপ্রাকৃত সেবাশ্লোক কিছু শাস্ত্র বা মহাজনগণের আচরণ-বিরুদ্ধ নহে। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী নিজে বিষয়বিগ্রহ 'গোপাল' বা বিষয়বিগ্রহ গোপালের মূল বাৎসল্যাশ্রয়বিগ্রহ 'নন্দ' হইবার কুবুদ্ধির আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। তিনি কখনও নন্দের আনুগত্য-ব্যতীত নিজের স্বেচ্ছাচারিতার বশবর্ত্তী হইয়া স্বতন্ত্রভাবে গোপালের সেবা করিতে যান নাই। রাগাত্মিক নন্দাদি ব্রজবাসিগণ যেভাবে গোপালের সেবা করেন, তাঁহাদের সেই নিত্যসিদ্ধা রাগাত্মিকা সেবার যে আনুগত্য, উহারই নাম ব্রজবাসীর ভাবে লোভ। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোপালকে ক্ষীরভোগ লাগাইবার জন্য যে ক্ষীরের আস্বাদ গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন, উহাতে 'তাঁহার কি ব্যক্তিগত লোভ উপস্থিত হইল?' এইরূপ বিচার করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া তিনি যে লোকশিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাই প্রকৃত স্বারসিকী সেবার সেবকের আদর্শ। সেবাযোগের ভাঁণ করিবার পাটবকৃতা ও উচ্চস্তর উর্দ্ধগমে লোভাইবার চেষ্টাকে স্বারসিকী সেবা বলা যাইতে পারে না। অপ্রাকৃত শ্রীনন্দের গোপাল, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের গোপাল অনিত্য গোপাল নহেন। কিন্তু নির্ব্বিশেষবাদী বা সেবাযোগের কল্পিত গোপাল (?) অনিত্য কাষ্ঠপাষাণ বা পিত্তলের পুতুল।

অনেক বালক বালিকা বাল্য বয়সে গোপাল-মূর্ত্তি প্রভৃতি লইয়া শিশুসুলভ পুতুলক্রীড়া করিয়া থাকে এবং গৃহব্রতধর্ম্মী মাতা-পিতার অনুকরণ করিয়া ঐরূপ পুতুলের পরিচর্য্যাদিও করিয়া থাকে। তাহাতে ঐ সকল শিশুর বেশ (ভোগ্য জড়) আবিষ্টতাও লক্ষিত হয়। কিন্তু কিছু বয়স হইলেই অর্থাৎ বালিকার বিবাহাদি হইলে কিংবা বালকের অধ্যয়নাদিতে অধিক আবিষ্টতা হইলে তাহারা তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের ক্রীড়নক-স্বরূপ ভোগ্য পুতুল-সদৃশ গোপাল-মূর্ত্তি প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করে।

জনৈকা বালিকা প্রত্যহ গোপাল-মূর্ত্তিকে স্নানাদি না করাইয়া নিজে কিছু ভোজন করিত না। নিজে অলঙ্কার না পরিয়া, মাতা-পিতাকে অনুরোধ করিয়া গোপালের অলঙ্কার গড়াইয়া দিত। বালিকাটি ক্রমে ক্রমে উচ্চ ইংরাজী স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে উঠিল এবং সর্ব্ববিষয়ে প্রথম হইতে লাগিল। পরীক্ষকগণ যখনই ঐ বালিকার পরীক্ষার কাগজ পরীক্ষা করিতেন, তখনই দেখিতে পাইতেন, খাতার পাতায় পাতায় গোপালের নাম লেখা ও প্রত্যেক পাতায় তুলসী, চন্দন ও পুষ্প। কৌতূহল-পরিবৃত্তির জন্য পরীক্ষকগণ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, বালিকাটী গোপালের পরম সেবিকা এবং ঐ সকল ফুল-তুলসী-চন্দনাদি গোপালেরই নির্ম্মাল্য। প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় পরিক্ষার্থিনী বালিকাটি বিশেষ অসুস্থা হইয়া পড়িল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে পারিল না। ইহার পর হইতে বালিকা গোপালের যাবতীয় 'স্বারসিকী সেবা' (?) ছাড়িয়া দিল। যাঁহারা এতদিন বালিকার ঐরূপ ভোগচেষ্টাকে অর্থাৎ গোপালের দ্বারা পরীক্ষা পাশ করাইয়া লইবার দুরভিসন্ধিকে স্বারসিকী

দেবার আদেশ দিয়া মনে করিতেছিলেন, তাঁহাদের কর্মে এবার কিছু ভুল গেল। তথাপি তাঁহারা বুঝিয়াও বুঝিলেন না; কিন্তু যাঁহারা অকৃত্রিম ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গের সৌভাগ্য লাভ করেন, তাঁহাদের এইরূপ অসংখ্যপ্রকার কপটতা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। আত্মভোগেচ্ছা কিরূপ ভাবে 'স্বাভাবিকী সেবার' সজ্জা পরিধান করিয়া লোক-বঞ্চনা করে, তাহা শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় বুঝিতে পারা যায়।

লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী একজন অবসর-প্রাপ্ত ও প্রসিদ্ধ জজ সাহেবের বিশ্বাস বড় পরমগৌরভক্ত বলিয়া প্রচারিত ছিলেন। জজসাহেব এক সময় লক্ষ্ণৌতে আমাদের গুরুদেবের নিকট আসিয়া বলিলেন যে, তাঁহার বন্ধু পূর্বে গৌরকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, সকল সময়ই 'গৌর' 'গৌর' নাম উচ্চারণ করিতেন, গৌর ছাড়া আর কিছুই জানিতেন না; কিন্তু যখন তাঁহার একমাত্র কন্যা মৃত্যুমুখে পতিতা হইলেন, তখন হইতে তিনি মহাপ্রভুর প্রতি অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কন্যাকে যে-মহাপ্রভু বাঁচাইতে পারিলেন না, জজ সাহেবের বন্ধুর বিচারে সেই মহাপ্রভুর অস্তিত্বই নাই! উত্তরে আমাদের আচার্যদেব উক্ত বিজ্ঞ জজ বাহাদুরকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার বন্ধুর গৌরভক্তি কতটা অকৃত্রিম বা কৃত্রিম ছিল, তাহা মহাপ্রভু জজসাহেবের বন্ধুর কন্যাকে দেখাইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার আত্মীয়গণকে চোখে আঙুল দিয়া তাহা বুঝাইয়া দিবার বিশেষ সুযোগ দিয়াছেন। অনেক সময় পুত্র-কন্যাদির ভগবদ্বাধিষ্ঠিতা বলিয়া কথিত লোকগণের বিবর্ত উৎপাদন করে। শ্রীবাস পণ্ডিতের গৌরভক্তি কিন্তু জজ সাহেবের বন্ধুর গৌরভক্তির তুলনা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। অনেক সময় বদ্ধজীবগণ আমাদের যে সকল বস্তু খাইতে পরিতে ইচ্ছা হয়, সেইগুলিকে আমরা শ্রীবিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত করিবার ছলনাকে 'স্বাভাবিকী সেবা' বলিয়া থাকি! কেহ কেহ বলেন, ইহাদ্বারা অনর্থযুক্ত ব্যক্তিরও মঙ্গল সম্ভাবনা। যেমন, —আমার হয় ত' মোচা খাইবার লোভ আছে, আমি মোচা পাক করিয়া শ্রীবিগ্রহের সেবায় লাগাইলাম, তাহাতে মোচার প্রতি আমার ভোগবুদ্ধি হ্রাস হইল অর্থাৎ মোচা আমার ভোগে না লাগাইয়া কুকুরের ভোগে লাগাইলাম; ইহা মন্দের ভাল বটে, অর্থাৎ কর্মীর মত নিজের জন্য মোচাটি সংগ্রহ করিয়া নিজেই উহাকে ভোক্তৃ অভিমানে ভোজন করিবার চেষ্টার স্থানে ভোগেচ্ছা আপাততঃ দেখা না গেলেও ইহাতে কপটতা প্রবেশ করিলে ইহা প্রচ্ছন্ন কপটচেষ্টাও হইয়া যাইতে পারে; এমন কি, কর্মচেষ্টার কপট হীন সংস্করণও হইতে পারে। মোচাটি আমি খাইব বা কোন না কোনভাবে মোচার ত্যাগ পাইব, এইরূপ ভোগানুসন্ধানের সহিত মোচা সংগ্রহ-পূর্বক উহা একবার ঠাকুরকে দেখাইবার ছলনা করিয়া যদি ভোগবুদ্ধিতে ভোগ করি, তবে শ্রীবিগ্রহকে ঐরূপ দেখাইবার ছলনাটি 'স্বাভাবিকী সেবা' বলিয়া গণিত হইবে না; তাহা কপটতা ও ভোগবুদ্ধি। স্বাভাবিকী সেবার ছলনা করিয়া অনেকে অনেক প্রকার স্বপ্নাদিও দেখিয়া থাকেন। শ্রীল রাঘবেন্দ্রপুরীপাদের সহজ-সমাধিরূপ স্বপ্নে গোপালের জন্য মলয়জ-চন্দনাদি-সংগ্রহ-চেষ্টা এক কথা, আর কেহ স্বপ্নে ভগবান্‌কে পাংসাল্লভোগ, কেহ বা 'চা'-ভোগ, কেহ বা 'রাবড়ী'-ভোগ দিবার আদেশ প্রাপ্ত হন। ইহার মধ্যে অন্তরের অন্তঃপুরে অতিগুপ্তভাবে লুক্কায়িত কোন প্রকার কপটতা আছে কিনা, তাহা সদ্‌গুরুপাদপদ্মের বাণীরূপী রশ্মিদ্বারা পরীক্ষা করা আবশ্যক। রাবড়ী বা পাংসাল্ল ভোগ দিবার স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া উহা প্রকৃত বৈষ্ণবকে নিঃশেষে ভোজন করাইয়া দিলে হয় ত' ভোগবুদ্ধি সঙ্কুচিত হইতে পারে। যদি প্রকৃত বৈষ্ণব উহা কৃপা-পূর্বক গ্রহণ করেন, তবে আমার কপটতাময়ী ভোগবুদ্ধি ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইতে পারে।

এক সময় অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য নামক জনৈক উকীল ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজকে দর্শন করিতে কুলিয়া নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু উক্ত উকীল বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি কোথায় আহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন?' উকীল বাবু বলিলেন, 'আমি মহাপ্রভুর পাড়ায় অমুক গোস্বামীর বাড়ীতে মহাপ্রভুর প্রসাদ গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছি।' তাহাতে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন, 'আপনি উহাদের হাতের রাঁধা অন্ন খাওয়া পরিত্যাগ করুন, নিজহাতে রাঁধিয়া খান। উহারা মৎস্য আহার করেন, আবার মহাপ্রভুর সেবার ছলনাও করিয়া থাকেন। যখন

তাঁহাদের কন্যা বা জামাতা কিংবা বৈবাহিক বাড়ীতে আসেন, তখন তাঁহারা মহাপ্রভুকে ভাল ভাল ভোগ দেন। কন্যা বা জামাতাকে খাওয়াইবার জন্য মহাপ্রভুকে পায়স ভোগ দিয়া থাকেন। এই সকল বিষয়ীর হাতে মহাপ্রভু কিছু গ্রহণ করেন না। ইহাদের অপরাধের ভয় নাই, ইহাদের সহিত বাক্যালাপেও তখন বিঘ্নই হয়।'

ইহার পর আর একদিন উক্ত ভট্টাচার্য্য উকীলবাবু কিছু মিষ্ট দ্রব্য মহাপ্রভুকে ভোগ দিয়া বাবাজী মহারাজের নিকট লইয়া গেলেন এবং তাঁহা কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণের জন্য অত্যন্ত সকাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—'আমি মিষ্টদ্রব্য ভোজন করি না'; তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন,—'মহাপ্রভুর প্রসাদ উপেক্ষা করিতে নাই।' ইহাতে বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"যাহারা মৎস্যাদি খাইয়া মহাপ্রভুর ভোগ (?) দেয়, অথবা যাহারা কোন প্রকার অন্যাভিলাষের সহিত মহাপ্রভুর ভোগ দিবার ছলনা করে, তাহাদের দ্রব্যে মহাপ্রভুর ভোগ হয় না। নিজে মোচার ঘণ্ট খাইবার ইচ্ছা করিয়া, মহাপ্রভুর মোচার ঘণ্টের প্রতি প্রীতির উদাহরণ দেখাইয়া মোচার ঘণ্ট ভোগ দিবার ছলনা করিলে মহাপ্রভু তাহা গ্রহণ করেন না। তাহা 'স্বারসিকী সেবা' নহে। সেরূপ কপট ভোগিবাক্তি প্রকারান্তরে তাহার উচ্ছিষ্টই মহাপ্রভুর ভোগে লাগাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে! মহাপ্রভু শ্রীধরের মোচা গ্রহণ করেন। মোচার দ্বারা মহাপ্রভুর সেবা একমাত্র শ্রীধরই করিতে পারেন। মহাপ্রভু শ্রীধরের মোচা প্রীতির সহিত গ্রহণ করেন বলিয়া শ্রীধর যে মোচা দ্বারা মহাপ্রভুর সেবা করেন, তাহা স্বারসিকী সেবা। খোলাবেচা শ্রীধরের অনুগত না হইলে কেহ ঐ স্বারসিকী সেবার অধিকার পায় না।"

স্বারসিকী সেবার নামে নির্ব্বিশেষবাদি-সম্প্রদায়েও অনেক প্রকার কপটতা ও ভেল্কী চলিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের কোন এক স্থানে এক প্রসিদ্ধ ব্রহ্মচারী ছিলেন। তাঁহার এক একনিষ্ঠ ভক্ত বলিতেন যে, "তিনি নিত্য আত্মপূজা করিতেন এবং তাঁহার যে-সকল দ্রব্য ভাল লাগিত, সমস্ত ভোজন ও গ্রহণ করিয়া বলিতেন,—ইহা দ্বারা আত্মপূজা হইতেছে।" ইহাও স্বারসিকী সেবার একপ্রকার ব্যভিচার-বিশেষ। অনেক গ্রাম্য লোক অনেক সময় 'আমাকে কষ্ট দিতে নাই' বলিয়া ভোগোন্মুখ মনের কামুকতার উদ্দীপনস্বরূপ মৎস্য-মাংসাদি অন্বেষণ, এমন কি, পত্নী-গমনাদি কার্য্যকে 'স্বারসিকী সেবা' বলিয়া আত্মরক্ষা ও পরবঞ্চনা করিয়া থাকে! কর্ত্তাভজা, বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায়ে স্বারসিকী সেবার নামে অনেক প্রকার ব্যভিচার ও পাষণ্ডতা চলিয়াছে। এই পাষণ্ডতা নিরাসকল্পে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভু 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন,—

বর্ত্তিতব্যং সদা তেষু তদ্ভক্তত্বমভীপ্সুভিঃ।
ইত্যেষ ভক্তিশাস্ত্রাণাং তাৎপর্য্যার্থঃ নিরূপিতঃ।
রামাদিবন্নবর্ত্তিতব্যং ন কদাচিদ্রাবণাদিবৎ।
ইত্যেষ মুক্তি-দর্শাদিস্বরূপাণাং নয় ঈরিতঃ॥

(উজ্জ্বলনীলমণি কৃষ্ণবল্লভা ১১, ১২)

তাৎপর্য্য এই যে,—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, সাধারণ লোক তদনুগামী হইয়াই চলে—এই ন্যায়ে সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ রাসলীলা করিয়াছেন, জীবগণও ঐ আদর্শের অনুকরণ করিবে, ইহা বিচার করিলে অমঙ্গল হইবে। যে-সকল মানব কল্যাণ ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অকৃত্রিম সেবকগণের ন্যায় ব্যবহার করিবেন, কখনও কৃষ্ণতুল্য আচরণ করিবেন না। সমস্ত ভক্তিশাস্ত্রের তাৎপর্য্যরূপে ইহাই নিশ্চিত হইয়াছে। তবে যে 'রামচন্দ্রাদির ন্যায় ব্যবহার করা উচিত, রাবণাদির ন্যায় আচরণ করিবে না'—এইরূপ নীতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা মুক্তি-দর্শাদির ব্যক্তিগণের প্রতি উপদেশ, অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের প্রদর্শিত সদাচার মাত্র শাস্ত্রাধিকারের ন্যূনাধিক অংশিক ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ গ্রহণ করিতে পারেন। বিষয়-বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের নিত্য-লক্ষ্মী সীতাদেবীর প্রতি আসক্তির উদাহরণকে প্রাকৃত পতি-পত্নী গ্রহণ করিলে পরম অমঙ্গল লাভ করিবে। ভগবদ্ভক্তগণ বিষয়বিগ্রহের কোন প্রকার অনুকরণই করেন না। বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ যখন পরমৌদার্য্যময় গৌরাবতার আবির্ভাব করিয়া ভগবদ্ভক্তের আচরণ শিক্ষা প্রদান করেন, তখন আত্মমঙ্গল-কামী, তাঁহার কেবল ভক্তবৎ আচরণটি মাত্র অকপট গৌর-ভক্তগণের আনুগত্যে অধিকারানুযায়ী অনুসরণ করেন,—অনুকরণ করেন না, কিংবা গৌরসুন্দর তাঁহাকে প্রকাশ করিবার জন্য সময় সময় যে বিষয়-বিগ্রহের লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, উহারও অনুকরণ করিতে যান না।

নিরন্তর সাধকদেহে ও সিদ্ধদেহে যে অপ্রাকৃত ব্রজজনের নিত্যসিদ্ধ সেবানুসারে স্বাভাবিকী ভাব-সেবা, তাহাই আত্মনিবেদনের ফলাশ্রয় ও অন্তরে স্বাভাবিকপ্রেমানুরূপ সঙ্গের তদনুরূপ ফলে 'স্বারসিকী সিদ্ধি' প্রদান করিয়া থাকে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

স্বারসিকী সিদ্ধি, ব্রজগোপী-ধন,
পরম চঞ্চলা সতী।
নিত্যদেহে জান,
না পায় এখানে স্থিতি॥
মধ্যাহ্ন লীলায়,
রাধাপদ-সেবাধিনী।
করহ যতনে,
শ্রীরূপচরণে ধনি॥

ঐ উপদেশে শ্রীরূপমঞ্জরী স্বারসিকী সেবায় সুদক্ষ নিজজনকে উপদেশ করিতেছেন। যাঁহার স্বারসিকী সেবা-ভূমিকা উদিত হইয়াছে, তিনি শ্রবণদশা, স্মরণদশার পূর্ণত্বলাভে বরণদশা, ক্রমে অন্বেষণদশা, ভাবাপনদশা ও প্রেম-সম্পত্তিদশা লাভ করিয়া থাকেন। ভাবাপনদশাই স্বারসিকীসিদ্ধি বা স্বরূপসিদ্ধি। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—"ভাবাপনদশায় অপ্রাকৃত দৃষ্টিশক্তি উদিত হয়, তখন তত্ত্ব নিত্যসখী ও নিত্যেশ্বরীকে দর্শন পান। গোলোক-নাথ কৃষ্ণকে দেখিয়াও যে-পর্য্যন্ত তাঁহার নিত্য ও মূলদেহ-বিলাসসকল সম্পত্তিদশা না হয়, সে-পর্য্যন্ত অনুরূপ অনুভব হয় না। ভাবাপনদশায় জড়ের মূলদেহ ও লিঙ্গদেহের উপর শুদ্ধভাবের আধিপত্য জন্মে, কিন্তু কৃষ্ণকৃপা পূর্ণ হইলে যে অবস্থা হয়, তাহার অবান্তর ফল এই যে, জীবের সহিত প্রাপঞ্চিক জগতের সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়। ভাবাপন-দশার নাম স্বরূপসিদ্ধি এবং সম্পত্তিদশা হইলে বস্তুসিদ্ধি হয়। প্রাপঞ্চিক দৃষ্টাদিগের চক্ষে যে-সকল মায়াপ্রতাবিত ব্যাপার উদিত হয়, তাহা স্বরূপসিদ্ধির সময় থাকে না।"

স্বরূপসিদ্ধ ব্যক্তিগণের লক্ষণে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু এই বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের আচার-ব্যবহার অন্য অপ্রাকৃত স্বরূপসিদ্ধ ব্যক্তি ছাড়া অপরের নিকট দুর্বোধ্য হয়। অতএব স্বারসিকী সেবা বা স্বারসিকী সিদ্ধি স্বরূপসিদ্ধ মহাভাগবতই উপলব্ধি করিতে পারেন। অপর সাধারণের নিকট উহা কেবল দুর্বোধ্য, এমন কি, দুরাচার-প্রায় মনে হয়, কিংবা একবস্তুতে আর একবস্তু ভ্রান্তি হইয়া থাকে।

"অনে চেজ্জাতভাবেঽপি বৈগুণ্যমিব দৃশ্যতে।
কার্য্যা তথাপি নাস্থেহ কৃতার্থঃ সকৃদেব সঃ॥
যস্যাঃ নবঃ প্রেমা যত্নোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্বাণিভিরপ্যস্য মুহুঃ দুর্গমা॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ৪র্থ লঃ ২৯ ও ৩৩ঃ ১১ শ্লোক)

তাৎপর্য্য—জাতভাব ভক্তে যদি বহির্দৃষ্টাচারের ন্যায় কোন প্রকার বৈগুণ্যও দেখা যায়, তথাপি তাহাতে অসূয়া করা কর্ত্তব্য নহে; কারণ, কৃষ্ণের বিষয়ে অনাসক্তিতেও তিনি সকৃতোভাবে কৃতার্থ হইয়াছেন। যাঁহাদের চিত্তে এই নবপ্রেম উন্মীলিত হয়, তাঁহারাই ধন্য। তাঁহাদের ক্রিয়া-মুদ্রা শাস্ত্রবিদ্‌গণেরও অতিশয় দুর্বোধ্য। যাঁহারা ভাগ্যবান্, তাঁহাদিগেরই চিত্তে এই নব প্রেম উদিত হয়, কিন্তু শাস্ত্রবিদ্‌গণের নিকট এই নব প্রেমের মুহুঃ পরিপাটি দুরবগাহ।

—:০:—

শ্রীভক্তিরঞ্জন-বিরহ-স্মৃতি-সভা

আগামী ১২ই পৌষ (১৩৪০), ২৭শে ডিসেম্বর (১৯৩৩) রবিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বতশ্রবণসদনে অধ্যাসগত শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের ষষ্ঠবার্ষিকী বিরহ-স্মৃতি উপলক্ষে একটি বিরাট সাধারণ-সভার অধিবেশন হইবে। কাশিমবাজারের মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এম্ এ, এল্-এল্-সি মহোদয় অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত সভার সভাপতিত্ব-গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন। সজ্জনবৃন্দের যোগদান প্রার্থনীয়।

—:০:—

শ্রীভক্তিরঞ্জন-বিরহ-স্মৃতি-সভায় শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

(স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠের নাটমন্দির-প্রবেশ-সম্মুখ , সময়—১০ই ডিসেম্বর, ১৯৩৬ সন্ধ্যা)

[সেবকবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদকে আসনে বসিয়া বলিতে অনুরোধ করায় প্রভুপাদ "আমাকে ক্ষমা ক'রবেন, আমি ব'সে কিছু ব'লছি"—এই ভাবে বৈনাতুখে বক্তৃতা আরম্ভ করেন।]

মানবের স্বভাব তা'র বাসনার পরিতৃপ্তির মধ্যে আশ্রিত। আমরা সকলেই কামনার দাস। আমাদের যখন যখন যে যে ইচ্ছার উদয় হয়, তখন তখন সেই সেই ইচ্ছা পূরণের জন্য আমরা ব্যস্তচিত্ত হই। কিন্তু সকল ইচ্ছার পূরণ হ'য়ে উঠে না। আমরা অভাবগ্রস্তই থেকে যাই। এই অভাব-পূরণের জন্য চেষ্টাতে আমাদের বর্ত্তমান ক্রিয়াকলাপ আবদ্ধ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলেন,—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।

তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া।

ফল ভগবান্ ব'লছেন—যা'র যে কামনা, তা'র দ্বারা হৃতজ্ঞান হ'য়ে মানুষ নিজ নিজ কাম-চরিতার্থতার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে। তা'তে অন্য-বস্তুকে দেবতা মনে ক'রে তাঁ'র পূজারত হ'বার বিচার আসে। এখানে 'অন্য-দেবতা' ব'লে একটি শব্দের ব্যবহার হ'য়েছে। অধোক্ষজ-ভগবান্ ব্যতীত আমরা অন্যদেবতার প্রশ্রয় কই কেন—তাঁদের ভজন করি কেন?—তদুত্তরে বলা যায়—কামদেব ভগবানের কামপরিতৃপ্তির বস্তুব্যতীত আমাদের ভিন্ন ভিন্ন কামনা-বশতঃ অন্যান্য চেষ্টা এসে প'ড়ছে। তাই আমরা অবৈষ্ণব হ'য়ে—বিষ্ণুভক্তিরহিত হ'য়ে এখানে বাসের উপযোগিতাও দেখেছি। অধোক্ষজ-বিষ্ণুর সেবা-ব্যতীত 'আমাদের সেবা কে ক'রবে'—এটাই খুঁজে বেড়াচ্ছি। "আমরা বিষ্ণুর সেবা করি না কেন? ভগবান্ ব্যতীত অন্য দেবতার ভজনে প্রবৃত্তি আসে কেন? আমরা অভক্ত হ'য়ে যাই কেন?" আমাদের ব্যক্তিগত কামপরিতৃপ্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষা-ব্যতীত এর আর অন্য কোন কারণ দেখি না। যিনি আমাদিগকে সমস্ত কামনার হাসম্ব-বিচার হ'তে অবসর দিতে পারেন—যিনি সকল কামনার আশ্রয়—যাবতীয় কামনা যাঁ'র পাদপদ্মে আশ্রিত—সর্ব্বকাম-পরিতৃপ্তিকারী যাঁ'র শ্রীপাদপদ্ম, সেই শ্রীকামদেব ভগবানের সেবার বিচার আসলেই—তাঁ'র কামপরিতৃপ্তির জন্য আমাদের যাবতীয় চেষ্টা বিরত হ'লেই নিজ নিজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণচেষ্টা থেকে যায়—জগতের অভাব-অভিযোগ—সুখ-দুঃখের ঘাতপ্রতিঘাতময় দ্বন্দ্ব ধর্ম্ম আর আমাদিগকে অভীপ্সিতার্থী ক'রতে পারে না। ভগবানের সেবাই সর্ব্ব-কামের পরিপূরক। কিন্তু আমাদের কপাল পোড়া, তাই ঐটি ছাড়া অর্থাৎ ভগবানের সেবা-ব্যতীত আর সব কাজেই আমরা সর্ব্বক্ষণ চেষ্টান্বিত হ'চ্ছি, তা'তে আমাদের কষ্টই না উৎসাহ—কষ্টই না উদ্যম! কোন-প্রকারে ভগবানের সেবা না হয়, এরূপ ইতর কাজেই আমাদের ঘর বাড়ছে। ভগবানের সেবা না করাটাকেই—সর্ব্বক্ষণ অকাজে নিযুক্ত হওয়াটাকেই যেন আমরা আমাদের সময়ের সদ্ব্যবহার ব'লে মনে ক'রে থাকি। আর যদি কোন সময় কোন প্রকারে আমাদের সময়টা ভগবানের সেবায় লেগে যায়, তা'হলে তা'তে সময়ের সদ্ব্যয় হ'লো না এই রকম ভ্রমপূর্ণ বিচার আমাদের।

এক সময়ে শুক্রাচার্য্য বলিরাজকে ভগবান্ উরুক্রমের পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করবার বিচারবিশিষ্ট দেখে ব'লেছিলেন,—"সর্ব্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা মূঢ় বর্ত্তিষ্যসে কথম্?" (ভাঃ ৮।২০।৩৩)।—হে মূঢ়! বিশ্বিক্রম কামদেব বিষ্ণুর সেবায় তোমার সর্ব্বস্ব দান ক'রলে তুমি খাবে কোথায়? তোমার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হ'বে কি ক'রে? অর্থাৎ অবৈষ্ণবতা শিক্ষা দিবার যেন তিনিই মালিক। শুক্রাচার্য্য বড় পণ্ডিত ছিলেন। ভগবান্ বামনলীলাবিচারে তৃতীয় পদচিহ্ন দান ক'রেছিলেন, তাই শুক্রাচার্য্যকে তিনি জানবার সুযোগ, সুতরাং শুক্রাচার্য্য একজন পরম বৈষ্ণব; কিন্তু যোগ্যতা-অযোগ্যতা-বিচারে ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের প্রধান ব্যক্তি মনে ক'রে, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ভার্গব শুক্রাচার্য্য 'বলি'কে ব'লেছিলেন—"নির্ব্বোধ! বিষ্ণুকে সব দিয়ে তুমি দাঁড়াবে কোথায়? তোমার কাজের জন্য—ভোগের জন্য—কিছু না রাখলে তুমি বাঁচবে কেমন ক'রে? নিজের সুবিধার চেষ্টা না ক'রলে তুমিই যে মারা প'ড়বে।"

'লোকা লোকেই বৈষ্ণব হ'য়ে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবার বিচার বরণ করে, আর বুদ্ধিমান্ লোকই অবৈষ্ণব হ'য়ে অন্য লোকের সেবা নেয়।"—জগতের লোকের এই প্রকারই

বিচার। লোকে ভগবদ্ভক্তিকেই দুর্ঘট ব'লে জানে—ভগবান্ ও ভগবানের ভক্তের সেবা করাকে প্রায় সমগ্র পৃথিবীরই মনুষ্য-জাতি খারাপ মনে ক'রে শুক্রাচার্য্যের এই কপালের পরামর্শ গ্রহণ ক'রবার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু শুক্রাচার্য্যের মূল বক্তব্য বিষয়—যা'তে ভগবান্ আমরা ক'রলেন, তা' এই যে, সমস্ত কামনা যাঁর পাদপদ্মে আশ্রিত, সেই কামদের বস্তুটির সন্ধান কম বদী ব্যক্তি যেন না করে; অন্য লোককে ছোলা দিয়ে যদি দুটি পাওয়া যায়, তবে আর নিজে অত্যাজিত বস্তু তাকে দেওয়ার কি প্রয়োজন?

চক্ষু যদি চুটে তবে যুক্তিযুক্তি বিধা।
তবু ভক্তিধন না যেন রাখেন লুকাইয়া॥

ভগবানের কথা তাঁর ভক্তই বেশী জানেন; সুতরাং শুক্রাচার্য্য বলিকে পরামর্শ দিলেন—"তুমি সমস্ত অন্য লোককে নিয়ে নিজে দাঁড়াবে তোমার?" বিষ্ণু যেন কুত্র, আর জগৎ যেন বাসুদেবময় নয়! মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থিব বস্তুর কামনা নিয়ে যে অন্যদেবতার পূজা করে, তা'কেই তা'রা বিষ্ণুভক্তি মনে করে। যে জিনিষটি ভবিষ্যতে পা'বে, তা' সর্ব্বস্বের মধ্যে নয়, সে জিনিষটি সর্ব্বস্ব হ'তে আরও বেশী—তিনি কামদেব। যাঁর যত কামনা, সবই তিনি পূরণ ক'রবেন, এইটিই কামদেবের পূর্ণতার লক্ষণ। এই জন্যই ভগবান্ "কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ" এই কথাটি ব'লেছেন। মানুষের জ্ঞান অপহৃত হয়—চুরি করা হয়—ধ্বংস হ'য়ে যায়, যখন সে কামদেব বিষ্ণু-ব্যতীত অন্যের উপাসনা করে। সকল কামনা থেকে মুক্ত না হ'য়ে কামদেবের উপাসনা হয় না।

ঐ সম্মুখে কামদেবের মূর্ত্ত বিগ্রহ, অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ ক'রছেন। তাঁর তখন বুঝ্‌তে না পারলে আমাদের জীবন বৃথা; পাঁচসের ধনসের এক একটা মুণ্ড বহন করা বৃথা হ'য়ে যাচ্ছে। বৃথা কার্য্যে লোক সব হতজ্ঞান হ'য়ে—বিপর্য্যস্ত বুদ্ধি হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বুদ্ধির বিপর্য্যয় হওয়ায় তাদের ঈশ্বর-বিমুখতা এসে যাচ্ছে। নিজেদের যে সমস্ত অভাব-বোধ হ'চ্ছে, তা' পূরণের জন্যই মানুষ বড় ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়ছে—এরই নাম কামনা। কিন্তু যে মহাত্মার আজ বার্ষিক মহাপ্রয়াণের দিবস, তাঁর বিচার একটু অন্যরকম ছিল তিনি সাধারণ লোকের মত বিচারবিমূঢ় ছিলেন না। সাধুসঙ্গক্রমে তাঁর বিচার উন্নত হ'য়েছিল; তিনি সমস্ত ভালকাজের মধ্যে ঈশ্বর-সেবাকেই সর্ব্বোত্তম কাজ ব'লে বুঝ্‌তে পেরেছিলেন। আমাদের মত অল্পবুদ্ধির বিচারে তিনি আবদ্ধ ছিলেন না। "ভগবানের সেবা-ব্যতীত জগতে আর কি কোন ভাল কাজ নাই?"—ইহাই অল্পবুদ্ধিগণের বিচার। ভগবানের নামগুণকীর্ত্তনকে এইরূপ অন্য শুভক্রিয়ার সঙ্গে সমান মনে করা জীবন নামাপরাধ,—

"ধর্ম্মব্রততত্যাগহুতাদি-সর্ব্বশুভক্রিয়া-সাম্যমপি প্রমাদঃ।"

ভগবানের উদ্দেশ্যে কামনার পরিচালনা ব্যতীত অন্য সকল কামনাই অপরাধের অন্তর্গত। তাঁর সেবা ছাড়া আর যতই না কেন ভাল কাজ হ'ক, তা' অপরাধী—সাজা পাওয়া ব্যক্তিদিগের চেষ্টা-ব্যতীত আর কিছুই নহে। কৃষ্ণসেবা-ব্যতীত অন্য চেষ্টার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি কম হওয়ার ফলেই হ'য়ে থাকে।

ইহা যত ঘরেঘরে কর্ণে মনে গিয়া।
নিখিলাসপাবহাপু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

(হঃ ভঃ সিঃ ১।২।৮৩)

এই মন্ত্রকবচ ধারণ ক'রে শ্রীহরির হাতে আমাদের সমস্ত চেষ্টা কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত না হ'লে আমরা বাস্তবিকই জীবন্মৃত। ভগবানের সেবার বিচার এলে জীবন ধারণ ক'রেও জীবন্মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু মানুষ ঘুমের ঘোরে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে।—কৃষ্ণসেবা-ব্যতীত তা'র অনেক কাজ প'ড়ে গেছে। মনোবৃত্তি ও শারীরবৃত্তি ছাড়া আত্মবৃত্তি—নিজবৃত্তি জাগ্রত হ'লে কামদেবের সেবা-বুদ্ধি-ব্যতীত অন্য কোন কামনারই উদয় হয় না। কিন্তু আত্মবৃত্তি-ব্যতীত দেহ-মনের বৃত্তি জাগ্রত থাকলে অন্যান্য কাজ এসে পড়ে। কোটি কোটি জন্মের সঞ্চিত সুকৃতি-ফলে মানুষের কৃষ্ণসেবার সুযোগ উপস্থিত হয়। আমাদের কপাল পোড়া, তাই আমরা অন্যকর্ম্মে নিযুক্ত হ'য়ে দিন কাটাই! অনুকূলকৃষ্ণানুশীলন-ব্যতীত প্রতিকূল অনুশীলনের বিচারে কৃষ্ণকে প্রতিকূলভাবে গ্রহণ ক'রে তাঁর প্রতিকূলতা আচরণের উদ্দেশ্যেই মৌখিক অর্থাৎ নামমাত্র অন্যদেবতার পূজা করি। কিন্তু যাঁরা মানুষ, দেবতা—সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁদের চিন্তাস্রোত—ভগবানের সেবা করা; ভগবানের পূজাতেই সকলের প্রকৃত পূজা হ'য়ে যাবে, সকলেই সন্তুষ্ট হ'বেন। তাঁর সেবাই সবচেয়ে

বড় কথা, আবার তা' অপেক্ষাও বড় কথা—ভগবানের ভক্তের সেবা ; কেননা ভক্তই ভগবানের সন্ধান দিতে পারে। "ভক্তের হৃদয়ে গোবিন্দের সতত বিশ্রাম। গোবিন্দ কহেন মম ভক্ত সে পরাণ" ভক্তের সেবা ছেড়ে আর কোন বড় কথা নেই।

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥

মনুষ্যজাতি বর্ত্তমান সময়ে যে সমস্ত কার্য্যে নিযুক্ত আছে, সেই সমস্ত কার্য্য থেকে তফাৎ হ'য়ে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকাই সর্ব্বোত্তম কার্য্য। যাবতীয় কামনার হস্ত হ'তে মুক্ত হ'য়ে কামদেবের সেবা ক'রলেই মানুষের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হয়।

ধর্ম্মকাম, অর্থকাম, কামকাম ও মোক্ষকাম—এই চা'রপ্রকার কাম। তোমী জগৎ ধর্ম্ম লাভ ক'রে পাপ-বিমুক্ত হ'য়ে কিসে—এই চিন্তায় দিন কাটায় ; প্রাকৃত অর্থকে প্রয়োজন মনে ক'রে জীবনাতকাল সেই অর্থের জন্য ঘর ক'রে মরণ হ'লে প্রয়োজন সিদ্ধি হ'লো মনে ক'রছে। এই প্রকারে কামকোভ্য ধর্ম্ম-অর্থের জন্য ঘর ক'রে মানুষ নূতন নূতন কামকোভ্য জিনিষ পা'বার চেষ্টা ক'রছে ; কিন্তু কামদেব ভগবানের উপাসনায়ই যে আমাদের সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল সাধিত হয়, তা' আর বিচারের বিষয় হ'চ্ছে না ! কামদেবের পূজায় ধর্ম্মার্থকাম বা মোক্ষ-কামনা নাই। মনুষ্যের যদি নিজে লাভবান্ হ'বার বিচার থাকে—'আমি ধার্ম্মিক হ'ব, অর্থ লাভ ক'রব, কামনা পরিপূরণ ক'রব বা মুক্তি লাভ ক'রব'—এই প্রকার দুর্ব্বুদ্ধি হ'য়ে যায়, তা'হ'লে আর ভক্তি থাকে না।

মুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

ভক্তিমুক্তি—আত্মার নিত্যা বৃত্তি। ভক্তি পরমানন্দময় বস্তু ; তা'তে নিরানন্দ ব'লে কোন কথা নাই। এইটি বিশেষরূপে আলোচনা করা মনুষ্য জাতির একান্ত কর্ত্তব্য—এই আলোচনার পথে যতপ্রকার বাধা উপস্থিত হয়, তা' অপসারিত করাই প্রধান কার্য্য। যা'রা তা' না করেন, তা'দেরই বিচার হ'য়ে পড়ে—"শরীরবাধনং ধলু ধর্ম্ম-সাধনম্"।

হরি-ভজন হ'লে ব্যায়াম হওয়াও ভাল ; হরিভজন না হ'লে ব্যায়াম থেকে ছুটি পেলেই বা লাভ কি? হরিচিন্তা হ'তে অবসর লাভ ক'রে ধনবান্ হ'য়ে ধনের পূজা Mammonএর উপাসনা হ'তে পারে—Lucre hunter হ'তে হ'বে। আকাট মূর্খ আমি পণ্ডিত হ'য়ে যেতাম, ধনবান্ গুণবান্ হ'লাম—এই প্রকার নানা দম্ভপূর্ণ চিন্তা-স্রোত এসে মানুষের বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত ক'রে দেয়। বৈষ্ণবের বিচার এ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যে, যে অবস্থায় থাকুক না কেন, সকল অবস্থায়ই সে ভগবানের সেবা করুক—ইহাই বৈষ্ণবের বিচার।

তোমার কনক　　তোমার কনক
কনকের যারে সেবহ যাহারে।
কামিনীর কাম　　নহে তব নাম
তাহার মালিক কেবল যাহার।
প্রতিষ্ঠাশাশুক　　ফল্গুবৈরাগ্য-মদ
না পেল রাবণ বুঝিয়া রাঘব।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা　　তা'তে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে শকতি রৌরব।

—এগুলি আমাদের চিত্তে উদিত না হ'লে কত বিষয়-ভোগের কামনা-ক্রমে আমরা কামনার দাস হ'য়ে পড়ি, কৃষ্ণপাদপদ্মকে পরিত্যাগ ক'রে কামকামী হ'য়ে অন্যদেবতার পূজায় ব্যস্ত হই। এই কাম-কামনার হাত থেকে মুক্তি লাভ ক'রতে হ'বে ; কিন্তু পরিত্রাণের উপায় কি ?

তাই শ্রীমদ্ভাগবত ব'লছেন—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

(ভাঃ ৩।২৫।২৫)

ভক্তি হ'বে যা'তে, তা'রই ব্যস্ত করা দরকার। সাধুর প্রসঙ্গ ব্যতীত ভক্তিলাভের আর উপায়ান্তর নাই। কিন্তু আজকালকার লোক সাধু ব'লতে বোঝে—যিনি একটু প্রাণায়াম, গলাস্নান, ব্রহ্মচর্য্যপালনাভিনয় বা পাথর পূজো ক'রে বেড়ান, তা'রই নাম সাধু। কিন্তু প্রকৃত সাধু কখনও অসাধু-বৃত্তি গ্রহণ ক'রতে পারেন না। চেহারায় সাধু থাকলেই সাধু হওয়া যায় না। সত্যসত্যই সাধু হওয়া আবশ্যক। ভগবানের বিক্রম, তাঁ'র শক্তির

পরিচয় জানা দরকার; সাধুই তা' ব'লে দিতে পারেন। অসাধু ভগবান্ মনে করে যে জিনিষ—নিরোধ ব্যক্তিকে তথাৎ করার জন্য ভগবান্ যে-যে বিচার দিয়েছেন, তা'কেই 'সাধুর বিচার' ব'লে ভুল বুঝিবে দেয়। যারা হাসপাতাল করে, চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা করে, ওষুধ বিলাই দেয়, মরা মানুষ বাঁচিয়ে দিতে পারে, তা'রাই জগতে সাধু ব'লে পরিচিত। নিজের বা অন্যের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি কখনও সাধুর কার্য্য নয়, উহা পিশাচের কার্য্য। যুক্তি-যুক্তিকারী উভয়েই অসাধু; আমার ইন্দ্রিয়তর্পণকারী কখনই সাধু নয়; তা'রা সাধুর license থাকী হ'লেও আমাদের অন্য রাস্তায় ফেলে দেয়। সাধুসঙ্গেই ভগবানের শক্তি জানা যায়; অসাধুর সঙ্গে তা' জানা যায় না। অসাধু নিঃশক্তির দল করে ব'লে ভগবদ্ভক্তেরা বলেন—আমাদের নিজের কোন স্বতন্ত্র শক্তি নাই; আমরা ব্রহ্মশক্তির নিঃশক্তিক।

ভগবান্ পরম শক্তিমান্, তিনি আমাদিগকে যে শক্তি দেন, তা' নিয়েই আমরা শক্তির পরিচয় দিই। তাঁর দেওয়া শক্তি তিনি আকর্ষণ ক'রে নিলে আমাদের কিছুই থাকে না। তাঁকে সেবা করবার জন্য তাঁর আনুগত্যের পরিবর্ত্তে তাঁর কাছ থেকে কিছু পা'বার অভিপ্রায়ে যখন আমরা ভক্তির ভাণ প্রদর্শন করি, তখন তাঁর কৃপা হ'তে বিতাড়িত হ'য়ে বঞ্চনাই গ্রহণ ক'রতে হয়।

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে মুক্তিমুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া॥

(চৈঃ চঃ আ ৮।১৮)

যখন আমাদের বিচার হয়—ভগবান্ কেন ভক্তিধন না দিয়ে অন্য কিছু দিয়ে যান—আমাদের কেনই বা অবিচার আসে, তখনই বেশি আমাদের অমঙ্গল কেটে এসেছে। আমাদের কপটতা না থাকলে ভগবান্ আমাদের অজ্ঞতামূলা প্রার্থনার অপূর্ণতা দূর ক'রে পূর্ণবস্তু দিয়ে যেন। ভগবান্ মনে করেন—

আমি বিজ্ঞ, সেই মূর্খে বিষয় কেনে দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥

—এই বিচারটি বুঝতে পারলেই আমাদের মঙ্গল হয়।

প্রাকৃত সাম্প্রদায়িক লোক কখনও ভক্ত হ'তে পারে না। প্রাকৃতসহজিয়া যা'রা, তা'রা ইহলোকের মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত। তা'রা এই প্রাকৃত জগতের অমঙ্গলকে মঙ্গল মনে ক'রে, নিত্য মঙ্গলময় ভগবানের সেবা হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে আসুরবিক হ'য়ে প'ড়ছে। অসুরগণের বিচার গ্রহণ ক'রছে না। তা'রা ভক্তের সঙ্গ করে না। ভক্তকে, মম মনে করে। ভক্ত কিন্তুকের বেশে তাঁর নিত্যমঙ্গলের জন্য তাঁর দ্বারে উপস্থিত হ'লে তাঁর সঙ্গে দেখাও পর্য্যন্ত ক'রতে চায় না; তার—'আমি আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুবান্ধবের ভোগের কার্য্যে লাগা'বার জন্য যে অর্থ সঞ্চয় ক'রে রেখেছি, পাছে তা' সাধুরা এসে গ্রহণ করে!' তা'তে শুক্রাচার্য্যের সেই বিচার এসে যায়—"সর্ব্বং বিষ্ণবে দদ্যা মূঢ় বুদ্ধিজনে কদাচ্।"

তা'রা অধোক্ষজ-সেবা-বঞ্চিত। ভগবানের ভক্তেরাই ভাগবত বা ভগবদ্ভক্তির কথা আলোচনা ক'রে জগতের মঙ্গল বিধান ক'রতে পারেন। অভক্তেরা ভগবদ্ভক্তির কোন সন্ধান রাখে না। তা'রা জগন্মায়ার দ্বারা ভ্রান্ত আধিকারিক দেবতা-পূজার ব্যবস্থা দিয়ে মানুষের যা'তে অসুবিধা হয়, তাই ক'রে যেন। ঐ সকল অসুবিধার হাত থেকে অবসর নিতে হ'বে। অন্য যাতে কথায় যা'তে দিন না কাটে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হ'বে। শ্রীচৈতন্যদেব ব'লেছেন—

নানোপচারকৃতপূজনমার্দ্রধীনাং
তুষ্ট্যৈ ন চেন্ন তনুভৃতামখিলেন্দ্রিয়ীয়ম্।
যত্তৎপরৈঃ প্রতিতরুপ্রতিসত্ত্বমেবং
সর্ব্বাননাশ্রিতপদাং নহি শান্তিরূপঃ॥

(শিক্ষাষ্টক ৪র্থ শ্লোক)

এমনই দুর্দ্দৈব আমাদের যে, ভগবান্‌কে ছেড়ে আর সব কথাই আমাদের আগ্রহ।

"যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥"

—"অবিবেকীদিগের বিষয়ের দিকে যে-প্রকার আটা, সেই প্রকার আটা আমাদের ভগবানের দিকে হ'ক"—ইহাই ভক্তের বিচার।

কিন্তুর যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।
সেই মত প্রীতি হ'ক চরণে তোমার॥

আমরা যদি অভক্ত থেকে ম'রে যাই, তা'হ'লে কেবল অমঙ্গলই লাভ হ'লো। আর যদি ভক্তির কিছু সন্ধান পাই, তবেই সব মঙ্গল হ'য়ে যায়—মনুষ্যজন্মের সার্থকতা হয়।

অভক্তির সন্ধানে কেবল নামাপরাধই প্রবল হয়—নামাপরাধে subscribe বা অনুগমন ক'র্‌বার জন্য অন্তরে অন্তরে ইচ্ছা উদিত হ'লে সম্পূর্ণ অমঙ্গলের পথে প্রধাবিত হই। তখন ভগবদ্ভক্তদের ঘর প'ড়ে প্রেত-দেহ হ'তে উদ্ধার ক'র্‌ব —তাঁর শ্রাদ্ধশ্রাদ্ধ ক'রে তাঁকে উদ্ধার ক'র্‌ব—এরূপ দুর্বুদ্ধি হ'য়ে পড়ে। প্রথমতঃ গ্রহণ ক'রে কুতাপত্যের বশবর্ত্তী হ'য়ে অন্য লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য অন্যের চক্ষে অপরাধী হই। অদ্বৈত প্রভু অপ্রকটলীলা আবিষ্কার ক'র্‌বার পর তাঁর পুত্র এবং পৌত্র পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর কথা কিছু শুনে ছিলেন। কিন্তু প্রপৌত্রের আমলে তাঁর কৃষ্ণপুত্তলিকা দত্ত ক'রে তাঁকে প্রেতযোনি হ'তে মুক্ত কর্‌বার চেষ্টা হ'লো! কি পিতৃবাৎসল্য!! শ্রীচৈতন্যদেব ঐরূপ উৎকট বাৎসল্য প্রদর্শন ক'রতে নিষেধ ক'রেছেন। শ্রীচৈতন্যদেব ব'লেছেন—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাংপিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥

নিজে ভগবান্‌কে ভক্তি ক'র্‌লেই সব সুবিধা হ'য়ে যায়। পিতাকে ঐরকম প্রেতশ্রাদ্ধাদি ক'রে পুন্নামক নরক হ'তে উদ্ধার-চেষ্টা নামাপরাধ ছাড়া আর কিছু নয়। শঙ্করাচার্য্য যাদ পাদে ভ্রান্ত হন—এই ভয়ে বিবর্ত্তবাদ প্রচার ক'রে গুরুর ভুল সংশোধন ক'র্‌তে গিয়েছিলেন, কিন্তু গুরুর কার্য্যে যে কোন ভুল হ'তে পারে না, তা যাদের প্রকৃত অনুগত-সম্প্রদায় দেখিয়ে দিয়েছেন। গুরুর কথাটি আপাত দর্শনে ভ্রান্তিপূর্ণ মনে হ'লেই তা সংশোধন কর্‌বার জন্য ব্যস্ত না হ'য়ে নিজের ভুল হ'চ্ছে কিনা গুরুদেবের কথা বুঝ্‌তে, গুরুদেব যে কথা ব'লেছেন তাহাই যে ঠিক আছে তা'র প্রকৃত মর্ম্মটি অনুসন্ধানের দ্বারই প্রকৃত গুরুবাক্য। গুরুদেবের আচারবিচারকে অভ্রান্ত ব'লে বুঝে তাঁর অনুসরণ-চেষ্টাই শিষ্যের কার্য্য; নতুবা আমরা যদি গুরুর বিচার-বিরুদ্ধ কার্য্য ক'রে তাঁকে গুরুর বিচার-সম্মত কার্য্য ব'লে চালাই, তা অর্ব্বাচীনতা-রূপ অপরাধ ছাড়া আর কিছুই নয়।

শ্রীচৈতন্যের বিচারে—তাঁর সেবা-নিষ্ঠায় শ্রদ্ধা না থাক্‌লেই নামাপরাধে শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। নামাপরাধে শ্রদ্ধা হ'লেই নানাপ্রকার অনর্থে প্রপীড়িত হ'য়ে কষ্ট পেতে হ'বে। তা'দের কিছুতেই মঙ্গল হ'তে পারে না। ভগবানের ভক্তের কথা না শুনার ফলেই অন্যবস্তুর প্রতি আসক্তি বেড়ে যাচ্ছে, কৃতাপত্য-প্রধানের বিচার এসে প'ড়ছে। ভগবদ্ভক্ত ভগবান্‌ব্যতীত অন্যবস্তুর আশ্রয়ের ঘর থেকে অবসর পা'বার কথাই সর্ব্বদা ব'লে থাকেন। মহাপ্রভু আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের অনুশীলনের কথা ব'লেছেন, কিন্তু আমাদের এমনই দুর্দ্দৈব যে, তা'তেই যত অসুবিধা মনে হ'চ্ছে। সাধুর প্রসাদ হ'তে কখনই তফাৎ থাক্‌তে হ'বে না। এই মহাত্মা (শ্রীল ভক্তিবল্লভ) তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা ও চেষ্টার দ্বারা যে-কার্য্যটি সম্পাদন ক'রেছেন, তা'তে নিত্যকাল হরিকথা আলোচনা হ'য়ে সকলের মঙ্গল বিধিত হ'বে। তাঁর জীবনব্যাপী চেষ্টার ফলে শুদ্ধভক্তগণ এখানে যে শুদ্ধভক্তির কথা আলোচনার স্থান পেয়েছেন, যে-স্থান অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানাদি আলোচনার স্থান নয়, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা কি ভাষায় প্রকাশ ক'র্‌ব তা আমরা খুঁজে পাইনা। অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানাদি আলোচনার আড্ডা নির্ণয় করা আর শুদ্ধভক্তি আলোচনার স্থান ক'রে দেওয়া সম্পূর্ণ পৃথক্ জিনিষ। শুদ্ধভক্তিই আত্ম-মঙ্গলের কথা, তাহাই পরম প্রয়োজনীয়। যিনি তাহা কীর্ত্তনের সহায়তা করেন, তিনিই আমাদের পরম আত্মীয়—পরমবান্ধব। শ্রীভগবদ্বন্ধু আমাদের নিত্যমঙ্গল আকাঙ্ক্ষা ক'রে আজ পিতৃস্থানীয় হ'য়েছেন। ভগবন্মন্দিরে কৃষ্ণকীর্ত্তনের—কৃষ্ণকথা-শ্রবণের স্থান ক'রে তিনি আমাদের পিতা বা পালকের স্থান অধিকার ক'রেছেন। পিতা যেমন সন্তানের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনিও সেইরূপ আমাদের নিত্যমঙ্গলস্বরূপ কৃষ্ণানুশীলনের সহায়তা ক'রে আমাদের পিতৃস্থান অধিকার ক'রেছেন। আর যাঁ'রা তাঁর এই পিতৃতুল্য কার্য্যে সহায়তা করেন, তাঁ'রাও পিতৃব্যের কার্য্য ক'রে থাকেন। তিনি আমাদের নিত্যমঙ্গললাভের যেরূপ সুবিধা দান ক'রেছেন, তাঁর স্মরণবিষয়ে তাঁর সেই আত্মীয়তার কথা স্মরণ না ক'র্‌লে আমরা নিতান্ত অকৃতজ্ঞ হ'ব। তিনি যত বড় উপকার ক'রেছেন, মানবজাতি এত বড় উপকার আর কখনও কা'রও কাছে পেতে পারে না। অন্তর্দ্ধান স্মরণীয় দিবসে যাঁ'রা সেই পিতৃপুরুষের স্মরণ করেন—আত্মার মঙ্গলের কথা হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করেন, তাঁ'দের নিত্য-

মঙ্গল লাভ হ'বে। হরিকথা শ্রবণকীর্ত্তনেই প্রকৃত জ্ঞানোদয় সাধিত হয়। যেমনের কথায় কোনও মঙ্গলের কথা নাই। শ্রীল ভগবন্ধু যেমনের পুত্রস্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য যত্ন না ক'রে আত্মার নিত্যমঙ্গলের জন্য যে যত্ন ক'রেছেন, তা' সকলেরই আলোচ্য হওয়া আবশ্যক। তাঁর মহিমা গান ক'রে আমরা ধন্য হ'ব। সন্তানগণের প্রতি পিতৃস্নেহের কার্য্যস্বরূপ তিনি যে হরিকথা-শ্রবণের স্থান ক'রে দিয়েছেন, তা'র মূল্য অভক্তগণ বুঝ্‌তে পার্‌বেন না। তাঁ'রা এস্থানে আমার প্রয়োজন বোধ ক'রবেন না। যাঁরা নিত্য—সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ মঙ্গলের বাসনা করেন—যথার্থ-কাম-মোক্ষের আশা-ভরসাকে মনুষ্যের ভ্রান্ত ভোগে বিসর্জ্জন ক'রে থাকেন, তাঁ'রাই এই সারস্বত-প্রবন্ধনে হরিকথা শ্রবণ করার বিচার বরণ ক'রে জাগতিক আবিলতাপূর্ণ চিন্তাস্রোত হ'তে উদ্ধার লাভ করেন।

যাঁ'রা মায়ার দ্বারা অপহৃত-জ্ঞান, তাঁ'রা কি ক'রে জগৎ ভোগ ক'র্‌বে—এই প্রকার চিন্তাস্রোতে সর্ব্বদা আপ্লুত। তাঁ'দেরই মঙ্গলের জন্য তাঁ'দের বিপরীত চেষ্টার কথা—এই হরিকথার প্রচার। ভগবৎ কথার প্রচার-ব্যতীত জগতে ভাল কাজ ব'লে আর কিছুই নাই। পুত্র-জননাদি কার্য্য—পুত্রগণকে শতবৎসর বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা পুণ্যজনক বটে; কিন্তু তা' অনিত্য। মানব-জাতিকে পুত্র-বাৎসল্যে পালন ক'র্‌বার জন্য—তাঁ'দিগকে হরিকথা শ্রবণ-করা'বার জন্য ঘর করাই নিত্য পিতার কার্য্য—নিত্য পুত্র-বাৎসল্য—নিত্য পুণ্যজনক কার্য্য। মানুষ সাধুমত করুক, তাদের কাছে শুষ্ক যুক্তির কথা শত কণ্ঠে কীর্ত্তিত হ'ক, অসাধুর যার কত হ'য়ে যাক্, তাদের লক্ষ লক্ষ—কোটি কোটি প্রতিষ্ঠানে কার্পণ্য করিবার নাই; কিন্তু শুদ্ধভক্তির প্রতিষ্ঠানে সর্ব্বস্ব সমর্পণ কর্‌বার প্রয়োজন আছে। তাতেই মানুষের সমস্ত অমঙ্গল, সমূহ বিপদ হ'তে উদ্ধারের সকল উপায় কীর্ত্তিত হ'য়ে থাকে। তাঁ'র আশ্রয়েই মানুষ নিত্যমঙ্গল লাভ ক'রে জীবন জ্যোতির্ময় ক'র্‌তে পারে।

আমাদের আর একটি বন্ধুবান্ধবের পাত্র হ'য়েছেন—শ্রীল ভগবন্ধুর ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারিণী তাঁ'র ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণীরা। তাঁ'রা বরাবর শুদ্ধভক্তি-প্রচারে বদান্যা হ'য়ে যাওয়ার কার্য্য ক'র্‌ছেন। তাঁ'রাও তাঁদের পুত্রের ন্যায় আমাদের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। শ্রীল ভগবন্ধু আমাদের পিতার কার্য্য ক'রেছেন, তাঁ'র সহধর্ম্মিণীরাও আমাদের মাতার ন্যায় কার্য্য ক'র্‌ছেন। তাঁ'রা যে কার্য্য ক'রেছেন বা ক'র্‌ছেন, তজ্জন্য জগতের লোক তাঁ'দের নিকট কৃতজ্ঞ। পাকরাত্রিক অধিষ্ঠানের কার্য্যে কেহ আক্রমণ না করে, এইজন্য মঠমন্দিরাদির প্রয়োজনীয়তা আছে। ভাগবতসম্প্রদায়ের কার্য্য হরিকথা প্রচার। যা'তে সমগ্র পৃথিবীতে ভাগবতের কথা প্রচারিত হয়, তজ্জন্য যত্ন হ'ক। "পঞ্চরাত্রে ভাগবতে একই কথা ক'য়।" সুতরাং ভাগবতসেবানুকূল পঞ্চরাত্র পরিত্যাগের বিষয় নহে। ভাগবতমার্গের সহিত উহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। পঞ্চরাত্রে ব্যক্তিগতভাবে পুরুষোত্তমের উপাসনার কথা বলা হ'য়েছে—যাতে অধম পুরুষের—পুরুষাধমের চেষ্টা বাধা-প্রাপ্ত হ'তে পারে। মনুষ্যজাতির মধ্যে যে-সকল অমঙ্গলের কথা—অমঙ্গলের কার্য্য বেড়ে উঠ্‌ছে, তা' থেমে গিয়ে হরিকথা-কীর্ত্তন—হরিকথা-প্রচারই একমাত্র কার্য্য হ'ক, তা'তেই আমাদের কায়মনোবাক্য নিযুক্ত হ'ক। সাধারণ-শিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিতগণকে হরিজনের সুযোগ প্রদানের জন্য অর্চ্চন-প্রধান মার্গের বিচারে শ্রীমদ্ভাগবত—

"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥"
(ভাঃ ১১।২।৪৭)

—এই শ্লোকে কর্ম্মিাধিকারের বিচার প্রদর্শন ক'রেছেন। সমাধিকারীকেও শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের সেবার সুযোগ প্রদানের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥
(ভাঃ ১১।২।৪৬)

—এই শ্লোকটি কীর্ত্তিত হ'য়েছে। সর্ব্বোত্তম অধিকারী মহাভাগবতের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত—

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"
(ভাঃ ১১।২।৪৫)

—এই শ্লোকটি কীর্ত্তন ক'রেছেন। এই সকল অধিকারের কথা বিশেষভাবে আলোচ্য হ'লে পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের উদ্দেশ্যের একবাক্যপরায়ণতা হৃদয়ঙ্গম হ'বে।

মৃত্যুপথের পথিক আমরা, সকলকেই ম'রে যেতে হ'বে ; সুতরাং এই জীবদ্দশায় কি ক'রে পুরুষ স্ত্রী, উত্তম অধম, রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ—সকলেই সেই নিত্যশুদ্ধ পূর্ণ আনন্দময় শ্রীহরির কিঙ্করানুকিঙ্কর হ'য়ে স্বরূপগত মনুষ্যজন্ম সার্থক ক'রতে পারি—জীবদ্দশায়ও জীবন্মুক্ত হ'তে পারি, তজ্জন্য চেষ্টান্বিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। এইজন্যই শাস্ত্র আমাদের নিকট 'ইহা যত্ন করেআছে', 'সত্বাং প্রলভ্যতে' প্রভৃতি রোচ কীর্ত্তন ক'রেছেন। যাঁরা আমাদিগকে এসময় কথা আলোচনার সুযোগ দান করেন, তাঁদের প্রতি আমরা চির কৃতজ্ঞ।

এতদ্ব্যতীত আমাদের আর একটি ধন্যবাদের পাত্র আছেন—যিনি শ্রীল ভগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন প্রভুর বিচার যা'তে হরিসেবার কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত হয়, তজ্জন্য কায়মনোবাক্যে সাহায্য ক'রেছেন, সেই শ্রীমান্ কৃষ্ণবিলাসী বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রচুর পরিমাণে জয়যুক্ত হউন। তাঁর সহকারী ব্যক্তিগণ তাঁর অনুসরণ ক'রতে পা'রলে তাঁদেরও প্রচুর মঙ্গল হ'বে।

বিশ্ব-ভোক্তা

নিখিল মানবের বিশ্ব-ভোগতৃষ্ণা আজ চরমসীমায় এসে উপস্থিত হ'য়েছে। জগৎ জোড়া তাঁর বিপুল বপু। তৃষ্ণাময়ী তাঁর ভোগ-লোলুপ বিলোল কটাক্ষ সব কিছুরই উপর নিক্ষেপ ক'রছে।

অরুণ রাঙ্গা প্রভাতের সোনালী সুষমায়,—শ্যামপত্র-পল্লবচ্ছন্ন বনশ্রীর শান্ত শোভায়,—কলনাদিনী তটিনীর সলীলে, আর সিগ্ধতরঙ্গিত বরণার নৃত্য-ভঙ্গীতে,—বিশাল সিন্ধুর ভৈরব কল্লোলে আর বসন্তের মৃদু মলয় হিল্লোলে,—কোথায় না তাঁর সম্ভোগ-দৃষ্টি ? ঐ দেখ, কোথায় সে না আছে !—মেঘলোকস্পর্শী হিমাদ্রি-চূড়ায়,—আর হিল্লোলিয়া প্রপাতের রজত-ধারায়, নাম্নাগ্রার ধূমায়িত ফেন-পুঞ্জে,—আর (ভূস্বর্গ) কাশ্মীরের দ্রাক্ষাকুঞ্জে, ধনির তিমির-গহ্বরে এবং মায়াবেরা মরুস্থানের প্রান্তরে—আছে সে, সর্ব্বত্রই আছে।

সে তাঁর ভোগোপকরণ সংগ্রহের জন্য (সাজাহানের) 'অর্দ্ধরাত্র' তাজের পাদদেশে ব'সে অতীত প্রেমের স্মৃতি গাইছে ; ব'লছে সে উচ্চসিতকণ্ঠে, —ম'রতে পারি শতবার, যদি এমন স্মৃতিসৌধ আমায় অমর করে !

গাচ্ছে সে অভ্রভেদিমন্দির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে,—অজন্তা, ইলোরা ইত্যাদি গুহা-মন্দিরের গায়ে গায়ে,—সংগ্রহ হ'চ্ছে কত নক্সা, কত কারুনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা। বাহবা দিচ্ছে বিশ্ব-মানব, গাইছে অতীতের বন্দনা গীতি। চারের চৌবিল ঢাকা বস্ত্রখণ্ডের প্রান্তে প্রান্তে, কামিনীর কমনীয় কণ্ঠহারের মধ্যালোকে, কর্ণভূষণের দোদুল্যমান ছন্দে, 'কেশপ্রথিকা' আর 'বস্ত্রবন্ধনীর' শিল্পে ফুটে উঠ্‌ছে সে সব নৈপুণ্য। শিল্পসুন্দরী ধরা দিচ্ছেন তৃষ্ণাময়ীর কাছে। আমরা গর্ব্ব-ভরে ব'লছি—দেশের বড় উন্নতি হ'য়েছে, সব দিকেই উন্নতি।

বাধ দিবে না, সে কিছুই বাধ দিবে না,—স্বর্গ গন্ধ ছন্দোময়ী এই ধরণীর পানপাত্রখানি ভ'রে সে নিঃশেষে পান ক'রবে, ধরিত্রীর সুধা-(?)-রস সে পান ক'রবেই ক'রবে !

তাই তো সে বিপুল তৃষ্ণায় কেবলই খুঁজ্‌ছে,—খোঁজার আর শেষ নাই, সে কিনা 'সৌন্দর্য্যের প্রয়াসী'।

ভোগময়ী এখন সত্যযুগে মার্জ্জিত-রুচি-বিশিষ্টা হ'য়েছেন, তাই, বাহ্যিকরূপ চলচ্চিত্র-সহযোগে, এমন কি, দু'-হাজার বছর পরে পৃথিবী কতটা উন্নত হ'য়ে তা-ও তাঁকে দেখাচ্ছে ! কি দেখাচ্ছে ? ওগো বিশ্বমানব ! ভোগযজ্ঞে নূতন নূতন ইন্ধন সরবরাহের খবর যেওয়া ছাড়া, আর কিছু খবর পাচ্ছ কি ? 'জগতের উন্নতি'। মিথ্যা কথা ;—শাস্ত্রগণ ব'লছেন, উন্নতি নয়, অবনতি। ঘোর অবনতি। কুহকিনী ভোগতৃষ্ণা মানবের অন্তরাত্মা শোষণ ক'রে, তাঁকে শবের ন্যায় কাঁপা ক'রে, রিক্ত ক'রে, শূন্য ক'রে ধরার পাত্র ক'রে তুলছে।

জগদ্রূপ চিত্রশালায় হরেক রকম চিত্রে এখন আর তৃষ্ণাময়ীর মনস্তুষ্টি হ'চ্ছে না। সেই জন্যই গ্রহ-তারা ইত্যাদির সম্পর্কে নানারকম ভোগময় কল্পকাহিনী তৈরী ক'রে, বাহ্যিক সভ্যতা কত চলচ্চিত্র দেখাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ

আবালবৃদ্ধ ব'লতো একত্র হ'য়ে বাহবা দিচ্ছি ; "বেশ, বেশ ! জগতের চরম উন্নতির দৃশ্য এসেছে, বেশ, বেশ !"

কৃষ্ণময়ী ত সর্ব্বত্রই তার ভোগদৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রছে, কোকিল-কুজিতকুঞ্জ, কুসুম-সম্ভারোদ্ভিত কানন, ফুল-মুকুল-গন্ধবিহ্বল সমীর, আর 'ভিজে মুঁই'এর গন্ধ-বিধুর আউষবায়ু, এমন কি প্রথম বৃষ্টিপাতে 'ভিজে মাটির গন্ধ'—সবই তো তাকে ভোগের যোগান দিচ্ছে। প্রকৃতির ভোক্তা সেজেছে সে, তাই প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হ'তে চিত্ত তার ভোগাবেগে কত স্তুতি-গাথা উচ্চারণ ক'রছে।

রাজাধিরাজের প্রাসাদ-শিখর হ'তে পাকাগ্রভোজী দীন-দরিদ্রের জীর্ণ কুটীর, ষড়োচ্ছ্বাস-কেলিল বিলাস-হাস হ'তে মর্ম্মপরশ-ভেদী লোকের হাহাকার, সর্ব্বত্রই যে বিশ্বভোগীর কৃষ্ণবিলোল দৃষ্টি ! কথা উঠ্‌তে পারে,—দুঃখের প্রতিও কি ভোগদৃষ্টি যায় ?—হাঁ, বিশ্বভোগিগণ দুঃখের কাহিনী উপভোগ করেন ব'লেই 'চলচ্চিত্র'-প্রদর্শকগণ অনেক সময় সেরূপ দৃশ্যের অবতারণা করেন !

আচ্ছা, এখন জিজ্ঞাসা ক'রতে পারি, ওগো কৃষ্ণময়ি ! এত ভোগের উপকরণ পেয়েও তোমার পিপাসার নিবৃত্তি হ'ল কি ? অভাব তোমার গেল কি ? বিশ্ব-ভোগকামী রাবণের মাত্র ছিল,—বিশটা চোখ ; তোমার যে অনন্ত চক্ষু তুমি বিশ্বময় বিস্তৃত ক'রে দিয়েছ, ভোগ-পরিতৃপ্তির তত দূর ?

গানে-গল্পে, প্রবন্ধে-নিবন্ধে, মাসিক-সাপ্তাহিক পত্রে, কবিদের রচনার ছত্রে ছত্রে, চিত্রকরদের নবীন 'আর্টে', নাট্যশালার অভিনব নাট্যে—কত কিছুতেই তো তোমার "মায় তৃপ্যন্তু" প্রতিমূর্ত্তি দেখ্‌ছি, তবু কি তোমার তৃপ্তি হ'ল না ? জলে-স্থলে, অন্তরীক্ষে,—সন্ধানে ভোগাগার ছুটছ, তথাপি তো আশা মিটল না ! ওগো দুর্ব্বার ভোগতৃষ্ণা ! বলিহারি যাই তোমার সন্ধানী দৃষ্টিকে ! তুমি অবশেষে ভাগবত-শাস্ত্র এবং ভক্ত-ভাগবতের মেষে, অপ্রাকৃত ভগবদ্বিগ্রহে, আর ভগবল্লীলেও ভোগ-জিহ্বা বিস্তার ক'রেছ ! মিছা ভক্তের সাজে সেজে কত সরল মনের প্রাণনাশ ক'রছ ;—হায়, ভাগবত-ধর্ম্মকে, ভাগবত-শাস্ত্রকে ভোগের সরঞ্জামকারী পণ্যরূপে পরিণত ক'রে, ভগবৎপ্রেমিক ব'লে স্তুতি কুড়াচ্ছ। কলিমল-বিধ্বংসী হরিগুণ-গাথা-প্রচারক ব্যাস-শুকের আসনে গিয়ে ব'সেছ তুমি, ধন্যবাদ তোমাকে ! ওগো বহুরূপিণী ! তুমিই তো শুরুর সজ্জা নিয়ে শিষ্যের মস্তকে পা তুলে দিচ্ছ ? লোকে জান্‌ছে,—পতিতপাবন গুরুদেবের এটা একটা পাবন-লীলা ! বিমোহিনী ! তুমি অনভিজ্ঞের নিকট সম্মান পাচ্ছ বটে, কিন্তু সাধুগণের 'রঞ্জনরশ্মি' তোমার কপট-নাট্যের সব যাদুমন্ত্র ছেনে ফেলেছে। ভগবদ্ধাম মথুরা, বৃন্দাবনাদিতে শ্রীবিগ্রহ নিয়ে ব্যবসায় পেতে ব'সেছ, শ্রীকৃষ্ণ-সেবার সমস্ত উপকরণরাশি তুমি ভোগে লাগাচ্ছ, তবু কি তোমার যাহা পূর্ণ হ'ল না ?

এই যে হাটে-ঘাটে-মাঠে রাই কানুর গানের এত ছড়াছড়ি, কৃষ্ণলীলা মান-ভঞ্জন ইত্যাদি যাত্রা গানের এত ছড়াছড়ি, চলচ্চিত্রে সবাক্‌চিত্রে 'যমুনা পুলিনে' ইত্যাদি দেখ্‌বার জন্য এত ভিড়,—এ সব ত ভক্তে ভোগ-বুদ্ধিরই অনন্ত দৃষ্টান্ত !

অনেকের মুখে শুন্‌তে পাই,—এ সবের দ্বারা নাকি মন উন্নত হয় ! প্রাণে সরসতা আসে।

হায়রে ভোগ-তৃষ্ণা ! তুমি কত রকম কথা দিয়েই যে নিজের সর্ব্বগ্রাসিনী বহ্নিমূর্ত্তিকে ঢাক্‌তে চাও ! হায়রে, অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-প্রেমময়ী ব্রজরামাগণের উজ্জ্বল-মধুর সেবাকাহিনী, তাঁদের মহাভাবময় জীবন-মাধুরী কি মায়া-মর্ত্ত্যের ছায়া-চিত্রে দেখাতে পার্‌বে ? কত বড় অধিকারী হ'য়েছে সে ?

আধ্যাত্মিক বিশ্ব-মানব সভা হ'য়েছে ব'লে অভিমান ক'রছে। যে যত ভোগ-তর্পণের যোগানদার হ'চ্ছে—বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ইত্যাদি ক'রে,—সেই তত অভিনন্দন লাভ ক'রছে !

পূর্ব্বে কেহ কেহ কখনো কখনো বা একটু আক্ষেপ ক'রতেন,—জীবনটা বাজে কাজে, কেবল বিষয়-ভোগে কেটে গেল ব'লে। বর্ত্তমান শিক্ষা ও সভ্যতার যুগে আর এখন কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কারো মুখেই ও' কথা বড় একটা শুনা যায় না। বিশ্বকে সর্ব্বপ্রকারে ভোগ ক'রে মনুষ্য-জন্ম-লাভের সার্থকতা (?) ক'রবে তা'রা। আধুনিক উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্তই হউন কিম্বা অল্পশিক্ষিতই হউন, মহিলা-সমাজে যেন ভোগের স্রোতঃ আরো প্রবল বেগে বইছে।

কত রকমে যে তা'রা দেহ-চর্য্যা ক'রছে, রক্ত মাংস যেন-

মজ্জাগত কড় পিণ্ডটার রূপ বর্জনের জন্য নিয়ত কত যে চেষ্টা, কিসে আরও ভাল দেখাবে, সে-জন্য যেন চেষ্টার আর বিরাম নাই। হায়রে ভোগতৃষ্ণা!

কেবল দেহাত্মবোধ যে-সভ্যতার মূলমন্ত্র, কেবল 'বাহির' দেখানো চাকচিক্য যে-শিক্ষার ধন,—তাহাতো বরণীয় নহে। কথা-সাহিত্যে, চিত্র-শিল্পে এবং যন্ত্র-সমস্যায় যেমত আর্টের উন্নতি দেখুন, কুৎসিত পারিপাট্য দেখুন, কিন্তু আমরা কেহ কেহ ভারত-নারীর দুর্দ্দিন দেখ্‌ছি। দেখ্‌ছি সভয়ে তাকিয়ে,—বিশ্ব-ভোগ-তৃষ্ণা বহু পল্লবিত বিরাট্ বপু বিস্তার ক'রে বিশ্বের অন্তঃকরণকে অক্টোপাসের মত আক্রমণ ক'র্‌ছে। আজ ভোগ-ব্যাধির মারাত্মক মহামারী দেখা দিয়েছে; এ রকম হবেই যে,—হরি-সেবা-প্রণয়হীন বিশ্বকে, হয় ভোগ-রাক্ষসী, নয় ত্যাগ-রাক্ষসী, একজন না একজন গিল্‌বেই গিল্‌বে।

এই কাল-ব্যাধির সংক্রামক বিষ দূর ক'র্‌তে হ'লে কি ক'র্‌তে হ'বে?—

বিশ্বের ভোক্তা নয়,—বিশ্ব-ত্যাগীও নয়, কিন্তু বিশ্বনাথ শ্রীগোবিন্দের সেবক,—নিখিল বিশ্বের যাবতীয় সুষমা-ময় উপকরণের দ্বারা সেবাকারী, হরিভক্তের কাছে গিয়ে শ্রবণ ক'র্‌তে হ'বে অকপটে। নিজ নিজ আপাতিক জ্ঞানের ঝাঁপ কাঠিটা ফেলে দিয়ে, বৈকল্য দিয়ে, শুভ্রমু হ'য়ে যেতে হ'বে। তা' হ'লেই জান্‌তে পারা যাবে,—"বিশ্বস্বামী এ বিশ্বের ভোক্তা নয়, তার ভোগে অধিকার নেই; প্রভুর দ্রব্যে কি বিশ্বস্ত ভৃত্যের উপভোগ-বাঞ্ছা যায়? তা' ব'লে ও'সব ত্যাগ ক'রে গিরি-কন্দরেও যেতে হ'বে না। নিখিল বিশ্বের যাবতীয় উপচার দিয়ে বিশ্বাত্মা শ্রীরাধাগোবিন্দের পূজা-নৈবেদ্য রচনা ক'র্‌তে হ'বে; তাঁর তৃপ্তি-বিধানে, যা' কিছু সুন্দর, যা' কিছু উজ্জ্বল, যা' কিছু মধুময়,—সবই সমর্পণ ক'র্‌তে হ'বে।"

তখনই জান্‌তে পারা যাবে,—"শ্রীভগবান্‌ই একমাত্র "অদ্বিতীয় ভোক্তা।"

—শ্রীঅপর্ণা দেবী

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীভক্তিরঞ্জন-বিরহতিথি

গত ১৩ই ডিসেম্বর (১৯৩৬) রবিবার কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে স্বধামপ্রাপ্ত প্রেষ্ঠার্ঘ্য শ্রীল ভগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের ষষ্ঠবার্ষিকী বিরহতিথি সম্মানিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিরঞ্জন প্রভুর ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণীদ্বয় ঐ দিবসে মহোপদেশক শ্রীপাদ শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রেমবিদ্যালঙ্কার ও শ্রীযুক্ত আচার্য্যদাস দেবশর্ম্মা পঞ্চরাত্রাচার্য্য মহোদয়ের পৌরোহিত্যে মহাপ্রসাদান্ন-দ্বারা সাম্বৎসরিক তিথিকৃত্য সম্পাদন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে সন্ধ্যার শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন-সহনে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদ ঐ সভায় সভাপতিত্ব করিয়া একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। (বক্তৃতার মর্ম্ম স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য)। প্রভুপাদের বক্তৃতার পরে তাঁহার আদেশানুসারে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ প্রভুপাদের কথিত বিষয়েরই বিশ্লেষণ-মুখে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। শ্রীমন্দিরের পশ্চিম-পার্শ্বস্থ ময়দানে শ্রীল ভগবন্ধুর সমাধিক্ষেত্র পত্র, পুষ্প ও বিচিত্র বস্ত্রাতরণদ্বারা উত্তমরূপে সুসজ্জিত হইয়াছিল। সভারম্ভের পূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে সমাধি-সম্মুখে শ্রীগুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও 'বৈষ্ণবঠাকুর ঘরার দাসের' প্রীতিটি কীর্ত্তনান্তে মহামন্ত্র-কীর্ত্তনমুখে সমাধি ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিয়া ভক্তবৃন্দ সভাস্থলে উপনীত হন। সভার প্রারম্ভে "ঠাকুর বৈষ্ণবগণ অবনীর সুসম্পদ"—এই প্রীতিটি উদ্বোধন-সঙ্গীতরূপে কীর্ত্তিত হইবার পর শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা হয়। বক্তৃতার পর পুনরায় 'কিরূপে পাইব সেবা', 'এবার করুণা কর' প্রমুখ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত দিব্যসূরি দাসাধিকারী মহোদয় অনেকক্ষণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সভায় বহুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও মহিলার সমাবেশ হইয়াছিল। সকলকেই বিবিধ বিচিত্রতা-পূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। মহোপদেশকের আচার্য্যোচিত শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর সুব্যবস্থায় উৎসব সুশৃঙ্খলার সহিতই সম্পন্ন হইয়াছে।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ

৮ই ডিসেম্বর—সন্ধ্যায় রাজর্ষি কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম্-এ প্রাক্ত বেদান্তভূষণ কুমুদবন্ধু সান্যাল শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম-দর্শনে আগমন করেন। প্রভুপাদ তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ ভগবৎকথা আলাপ করেন।

৯ই ডিসেম্বর—শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারী-জীর নিকট 'যস্যাস্তবুদ্ধিঃ কুণপে, 'তস্মাদিদং জগৎ' প্রভৃতি ভাগবতীয় শ্লোক ইংরাজী ভাষায় ব্যাখ্যা করেন।

১০ই ডিসেম্বর—রাত্রে শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী কার্ডোবিয় মতের কথা-প্রসঙ্গে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনএর 'Soul elastic' এই সিদ্ধান্তের কথা উত্থাপন করিলে প্রভুপাদ আত্মার স্বরূপবর্ণালোচনা-প্রসঙ্গে 'ন বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো' শ্লোক এবং ঐ শ্লোক-ব্যাখ্যা 'অধোক্ষজ' শব্দের মর্ম্ম বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন। এতৎপ্রসঙ্গে 'জ্ঞানং যে,' 'যাবানহং,' 'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ' প্রভৃতি শ্লোকও আলোচিত হয়। প্রভুপাদ বলেন—ভাগবতের প্রথম দুইটি শ্লোক পড়িয়া চতুঃশ্লোকী পড়িলে ভাগবত পড়া হয়। অনন্তর "বৈকুণ্ঠে চতুর্ব্বিংশতি বিষ্ণুমূর্ত্তি আছেন, তাঁহাদের অনুভেদে নামভেদ আছে, ইঁহারা ঐশ্বর্য্যমার্গে আড়াইটি গৌরব-রসে সেবিত হন, গোলোকে মাধুর্য্যমার্গে পূর্ণ সকলে বিশ্রম্ভভাবে কৃষ্ণ সেবিত হন" ইত্যাদি কথা আলোচনা-মুখে 'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব' প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পয়ারসমূহ ব্যাখ্যা করেন।

১১ই ডিসেম্বর—সন্ধ্যায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারাদি বিষয়ে প্রস্তাবান্ এবং 'গৌড়ীয়' ও 'নদীয়াপ্রকাশে'র নিয়মিত পাঠক (গত ২রা নবেম্বর ১৯৩৯, একাদশী দিবসে) পরলোকগত শ্রীমান্ কালীপদ বিশ্বাসের শোকার্ত্ত মাতা, পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ-পদ্ম দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণার্থ আগমন করেন, প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকট অনিত্য-সম্বন্ধে অভিনিবিষ্ট না হইয়া নিত্যসম্বন্ধে শ্রীভগবৎপাদপদ্মে অনুরাগী হইবার বিচার কীর্ত্তন করেন। এতৎপ্রসঙ্গে 'অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদার-বিন্দয়োঃ, ইহা বহু হরেনাম,' 'লৌকিকী বৈদিকী বাপি' 'আরাধনানাং সর্ব্বেষাং' প্রভৃতি শ্লোক আলোচিত হয়।

গত ১১ই ডিসেম্বর শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ পরলোকগত ব্যাড্‌ভোকেট্ শরচ্চন্দ্র বসু মহাশয়ের গৃহে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। নাম-মাহাত্ম্য ও গৃহস্থের কর্ত্তব্য-সম্বন্ধেই বিশেষ-ভাবে আলোচনা হয়।

———:o:———

আশ্রম-প্রাপ্তি

গত ২৮শে অগ্রহায়ণ (১৩৪৩), ১৪ই ডিসেম্বর (১৯৩৬) শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ-ভক্ত ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় মহোদয় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

———:o:———

ভ্রম-সংশোধন

গত ১৯শ সংখ্যা (১৫শ বর্ষ) 'গৌড়ীয়ে'র 'শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার মর্ম্ম' শীর্ষক প্রবন্ধে ৩০৫ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভে ২৭শ পংক্তিতে 'প্রাতে শ্রীমন্নবদ্বীপে' স্থানে 'প্রাতঃ শ্রীমন্নবদ্বীপে' এবং উক্ত সংখ্যারই ৩০৩ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভে ১৫শ ও ১৬শ পংক্তিতে 'রাধাগিরিকৃতৌ ব্রজে' স্থলে 'রাধাগিরিকৃতোব্রজে' পাঠ হইবে।

গত ১১শ সংখ্যা (১৫শ বর্ষ) 'গৌড়ীয়ে'র 'রাসোৎসব' শীর্ষক প্রবন্ধে ২৬৬ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভে ২২শ পংক্তিতে "শ্রীরাধা নিজকান্তাতে" পাঠস্থলে 'শ্রীরাধা নিজকান্তকে,—এইরূপ পাঠ হইবে।

———(:o:)———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৮ই পৌষ, ১৩৪০; ২রা জানুয়ারী, ১৯৩৪। | ২১শ—২২শ সংখ্যা

বিনোদ-বাণী-গৌরসেবা কি ত্যাগ করিব ?

শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বৈষ্ণবদাসে আপনাকে শ্রীনামহট্টের পরিমার্জ্জক বা 'ঝাড়ুদার' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি শ্রীনামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের অভিন্নবিগ্রহ। কেবল শ্রীনাম-কীর্ত্তনের অভিনয়-মাত্র তাঁহার আদর্শে প্রকাশিত হয় নাই, নামকীর্ত্তনা-ভিনয়ে কোথায় কোথায় অপরাধ প্রবেশ করে, তাহা তিনি তাঁহার 'হরিনামচিন্তামণি'তে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এখানে তিনি শ্রীনামাচার্য্যের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াও শ্রীনামহট্টের পরিমার্জ্জকের লীলাভিনয়কারী।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীল স্বরূপ-গোস্বামী প্রভু ভক্তিসিদ্ধান্তের পরীক্ষক ও সিদ্ধান্ত-সম্রাট্। মহাপ্রভুর যে-কোন মতিবাদকে তিনি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন নাই। মহাপ্রভুকে বহুদেশীয় কবি স্বয়ংরূপসন্নিবেশে বর্ণন করিয়াছেন দেখিয়া তিনি তাহাতে স্বয়ং আস্থাবান্ হন নাই, কিংবা মহাপ্রভু কৃতার্থ হইয়াছেন,—এরূপ বিচার করেন নাই। বস্তুতঃ ঐরূপ স্তুতিগানের মধ্যে যে সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস আছে, সেই অপ্রিয় সত্য স্বতঃসিদ্ধ নির্ভীকভাবে কীর্ত্তন করিয়া বহুদেশীয় কবির মঙ্গল ও সমস্ত জীবজগতের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন।

'শ্রীরূপ শত মুখে শত বলে,' শত হাতে শত লিখে'— বৈষ্ণব-সমাজে এইরূপ একটি কথা প্রচলিত আছে। শ্রীরূপের 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র প্রারম্ভেই অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, প্রতিকূল-কৃষ্ণানুশীলন-কারী প্রভৃতিকে নিরাস করা হইয়াছে। শ্রীরূপও

রূপানুগবিচার ছাড়ে এইরূপ পরিমার্জ্জনের লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমস্ত শিক্ষার মধ্যে এই পরিমার্জ্জন-লীলার আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—যখন তিনি সত্যকথা প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন "কত লোকে কত কথা বলিতে লাগিল, গৌরাঙ্গভক্তগণকে অনেক প্রকার গালি বর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু যাঁহারা গৌরাঙ্গের চরণে দেহ সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা সত্যবাণি কখন কেন পশ্চাৎপদ হইবেন?"

শ্রীস্বরূপ-রূপ-ভক্তিবিনোদ-ষড়্গোস্বামী-পরিপূরক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ সমস্ত জীবনব্যাপী শ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপ-শ্রীজীব-রঘুনাথ-কবিরাজ-নরোত্তম--বিশ্বনাথ--বলদেব--জগন্নাথ--ভক্তিবিনোদ--গৌর-কিশোরের পরিমার্জ্জন-লীলার ঐকান্তিক ধারাবাহিক বিগ্রহ-রূপে আবির্ভূত থাকিয়া অনেক অপ্রিয়সত্য স্বতঃসিদ্ধ নির্ভীককণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন। প্রতিকূল-কৃষ্ণানুশীলন পরিবর্জ্জন ও অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন গ্রহণই তাঁহার চরিত্রের সত্তা। সেই বিনোদ-বাণী-গৌরের বিন্দুমাত্রও প্রসাদ যাঁহাদের ঘটিয়াছে, তাঁহাদেরও চরিত্রে ন্যূনাধিক তাহা দৃষ্ট হয়। তাঁহারা সেই সত্য পরিত্যাগ করিয়া বাঁচিতে পারেন না।

হই না কেন আমি ভক্তিবিনোদ-বংশের একটা অধমতম কুলাঙ্গার, লক্ষ অনর্থের কিঙ্কর, ষড়্রিপুবশ জীব, তথাপি কোন-না-কোন দিন, কোটি জন্ম পরেও কি সেই নামহট্টের অধিমর্ত্ত্য বাদ্ধবগণের কোন-না-কোন প্রকার অতি নিম্ন যোগ্যতার হইবার আশাবন্ধটুকুকে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় এই জীবন্মৃত্যুর একমাত্র ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাথেয় করিতে পারিব না? সেই আশাটুকু ছাড়িয়া দিলে এই বিশ্বের ভোগ ও ত্যাগরূপ দুর্ভাগ্য পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে কি করিয়া বাঁচিব?

আমি সংশোধক নহি, সংশোধিতও নহি; আমি শাসক নহি, শাসিত হইতেও অকপট অভিলাষী নহি। আমি আদর্শ নহি, আচরণশীল নহি। আমি দুষ্কৃতিশীল, শত শত অনর্থযুক্ত, শত ছিদ্রযুক্ত, পতনোন্মুখ, ভোগোন্মুখ শত অপরাধপ্রবণ বহুজীব। কিন্তু এই দুর্দ্দৈব ও বিপদের মধ্যেও আমার ভাগ্যাকাশে একটি ধ্রুবতারা উদিত হইয়াছে,—ইহাই আমার আশা ও ভরসা।

আমি কৃষ্ণভজন কাহাকে বলে, তাহা ত' জানিই না, গৌরসুন্দরের শিক্ষা ও আদর্শ-অনুসরণ অতি-দুর্লভ আমার পক্ষে স্বপ্নতুল্য। গৌর-অর্চ্চার সেবা করিতে গিয়া আমিই অর্চ্চার ভুক্তি-মুক্তি উদিত হয়, নানাপ্রকার দৈহিক ও মানসিক বিঘ্ন অর্চ্চনকে ছিদ্রযুক্ত করিয়া দেয়। গৌর-ভজন করিতে গিয়াও আমি কখনও গৌরনাগরী বা গৌরভোগী হইতে চাহি, কখনও বা গৌর-ভক্তের নামে প্রাকৃত-সহজিয়া, সখীভেকী, আউল, বাউল, অতিবাড়ী হইয়া পড়ি। আবার গৌর ধামের আশ্রয়ের অভিনয় করিতে গিয়াও নানা-প্রকার ধামাপরাধ করিয়া বসি, 'ধামে বসিয়া সংসারসুখ বা গ্রাম্যসুখ উপভোগ করিব, ধামবলে অধিকতর পাপ-প্রবৃত্তি চালাইতে পারিব'—এইরূপ নানাপ্রকার দুর্বুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়।

কৃষ্ণকাম, গৌরকাম পরিপূরণের ছলনার নামে নিজের বহির্মুখ ইন্দ্রিয়ের কাম-চরিতার্থ করিবার চেষ্টাতেই ঘুরিয়া বেড়াই। তবে আমার কি মহাবদান্য গৌরের সেবা হইবে না?

লোকে বলে,—গুরুপদাশ্রয় না করিলে গৌর-কৃষ্ণের সেবা হয় না। গুরুপদাশ্রয়ের অভিনয়ও করিয়াছি, শিষ্যত্বেরও অভিনয় করিয়াছি; কিন্তু দুষ্ট মন নিজেই গুরু সাজিতে চাহে,—শাসিত হইতে চাহে না। অপরের শাসক হইতে চাহে, এমন কি, গুরুরও শাসক হইতে চাহে, কিন্তু গুরুদেবের দ্বারা অন্যায়ের শাসিত হইতে চাহে না! এরূপ অবস্থায় আমার কর্ত্তব্য কি?

অর্চ্চা-গৌর আমার সহিত কথা বলেন না, আমার সন্দেহ ভঞ্জন করেন না, প্রত্যক্ষভাবে আমাকে সংশোধন করেন না। গুরু-গৌর অর্থাৎ চৈত্যগুরু এবং শিক্ষা ও দীক্ষাদাতা গৌর-প্রকাশ-বিগ্রহও আমাকে অনেক সময় বঞ্চনা করেন অর্থাৎ আমি আমার নিজের মনঃকল্পনা বা মনোধর্ম্মকেই চৈত্যগুরুদেবের উপদেশ ও নির্দ্দেশ বলিয়া মনে করি। দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর সহিতও কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক সম্বন্ধমাত্র স্থাপন করিয়া ও ব্যবহারিকতা সম্বন্ধ করিয়া বিদায় লইতে চাহি! এরূপ অবস্থায় 'আমি কি করিয়া আমার শত শত অনর্থযুক্ত, শত শত ছিদ্রযুক্ত,

আশ্রমহীন, আচারহীন, দুর্বুদ্ধিগ্রস্ত, পদে পদে পতন ও অপরাধ-প্রবণ জীবনকে সংশোধিত ও শাসিত করিব?' যখন এই সমস্ত আমাদের হৃদয়ে উদিত হয়, তখন বাণী-গৌর কৃপা-পূর্ব্বক উদিত হইয়া আমাদের এই সমস্যা ভঞ্জন করেন।

বাণী-গৌর আমাদিগকে মৌনব্রত শিক্ষা দেন না, আমাদিগকে 'বোবা' করিয়া দেন না; আমরা মূক থাকিলে বাচাল করিয়া দেন—মুখর করিয়া দেন, পঙ্গু থাকিলে গিরিলঙ্ঘনের শক্তি সঞ্চার করেন।

বাণী-গৌর আমাদের বাক্য ও অবাক্ য়াবতীয় বেগকে তাঁহার বাণীতে বাচাল করিয়াই সংযমিত করেন, আমাদের মনোধর্ম্মের বেগকে তাঁহার বাণী-মুখর করাইয়া দমন করেন, আমাদের অবৈধ ক্রোধ-বেগকে তাঁহার ভক্তদ্বেষি-জনের প্রতি বাণী-কীর্ত্তনমুখেই নিয়মিত করিয়া থাকেন, জিহ্বা-বেগকে অনুক্ষণ বাণী-গৌরের কীর্ত্তন-আরতি শিক্ষা দিয়া প্রণমিত করিয়া থাকেন, উদর ও উপস্থ-বেগকেও বাণী-যজ্ঞোৎসবে আহুতি দিয়া নির্ম্মূল করিয়া থাকেন। বাণী-গৌরই আমাদিগকে ত্রিগুণী বা জীবন্মুক্ত করিতে পারেন।

সুমেধোগণ সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞেই গৌরসুন্দরের আরাধনা করেন। এই সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে গৌর-নিজ-জনের জিহ্বা-প্রাঙ্গণে বাণী-গৌরের অবতার।

গৌরাবতার মহাবদান্য সত্য, কিন্তু বঙ্গকবি-প্রমুখ সিদ্ধান্তবিরোধী রসাভাসদুষ্ট ছন্দ-কবিগণ, সার্ব্বভৌম ও প্রকাশানন্দাদির ন্যায় মায়াবাদী অশুদ্ধ বৈদান্তিকগণ, সমসাময়িক নবদ্বীপবাসী পাষণ্ডী হিন্দুগণ, রামচন্দ্রপুরী প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ, গঙ্গত ভট্টাদির ন্যায় ভক্তোৎকর্ষক শ্রীগুরু পাদপদ্মের বিদ্বেষি-পণ্ডিতগণ, কৃষ্ণদাস বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের ন্যায় অন্তরঙ্গ সেবকাভিমানকারী ব্যক্তিগণ, কোট বিরিধাদের আদর্শাভিনয়কারী ছদ্ম-ত্যাগিগণ ও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-কিঙ্কর সেবকাভিমানিগণ তাঁহাদের প্রত্যক্ষবাদরূপ গোরে মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাণী-গৌরের কৃপায় আবার কাহারও কাহারও অনেকেই উত্তোলন হইয়াছিল। শ্রীস্বরূপের জিহ্বা-প্রাঙ্গণে যখন বাণী-গৌরের অবতার হইল, তখন বঙ্গদেশীয় বিপ্র কবি শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিলেন, তখন তিনি শ্রীস্বরূপের বাণী-গৌরের দ্বারা সংশোধিত ও শাসিত হইয়া ঐশ্বর্য্য-প্রধান-প্রাকৃত-সিদ্ধান্ত-বিরোধি-রসাভাস-দুষ্ট গৌর-স্তুতিকে সংশোধিত করিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বে গৌরসুন্দরকে বেদান্ত শিক্ষা দিয়া শাসিত ও সংশোধিত করিতে চাহিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ গৌরসুন্দরকে দর্শন করিয়াও গৌরসুন্দরের প্রতি তাঁহার মর্ত্যবুদ্ধি বিদূরিত হয় নাই। তিনি তাঁহার জ্ঞেয় ধারণায় গৌরে মোহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন বাণী গৌর অবতীর্ণ হইলেন, তখনই তাঁহার ভ্রম-দুষ্কৃতিতা অপসারিত হইতে থাকিল। প্রকাশানন্দের সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছিল। কেহ কেহ বলিতে পারেন, কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণ গৌরসুন্দরের "মহাভাগবতোত্তম বপু কোটি-সূর্য্য-সম"-দর্শনেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষ বিচারের সহিত আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—গৌর-বপুর ঐশ্বর্য্য-প্রকাশে ঐশ্বর্য্য-প্রধান-ধাতুস্থ কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণ কথঞ্চিৎ আকৃষ্ট হইলেও শ্রীগৌরসুন্দরে মর্ত্য-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। শ্রীগৌরসুন্দরকে তাঁহারা তাঁহাদেরই মত সন্ন্যাসী, এমন কি, হীন-সম্প্রদায়ের হীনাচার-বিশিষ্ট সন্ন্যাসী বলিয়া বিচার করিয়াছিলেন এবং বেদান্ত-পঠন ও ধ্যানাদি কৃষ্ণনামকীর্ত্তন বা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ বিচার করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন বাণী-গৌর প্রকাশিত হইয়া তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিলেন, তখনই তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাক্য বৃঢ় সত্য মানি।
কলিকালে সন্ন্যাসে সংসার নাহি জিনি॥

—(চৈঃ চঃ ম ৭।১৯৮)

শ্রীবল্লভ ভট্টাদি পরম পণ্ডিত ব্যক্তিগণ বাণী-গৌরের কৃপায়ই প্রকৃত শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ৭ম পরিচ্ছেদে বিস্তৃত-ভাবে বর্ণিত আছে। বাণী-গৌরের কৃপাব্যতীত অন্তরের অন্তঃপুরের অভিমান, অনর্থ, প্রেয়ে শ্রেয়োবিবর্জ, অহিতে হিত-বুদ্ধি কিছুতেই বিদূরিত হইতে পারে না; তাই বাণী-গৌরের অবতার-কথা-প্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু লিখিয়াছেন,—

জগতের হিত লাগি' গৌর-অবতার।
অন্তরের অভিমান জানেন তাঁহার॥

নানা অবজ্ঞানে ভট্টে গৌরেন ভগবান্।
কৃষ্ণ বৈসে যত্তিসেন ইন্দ্রের অভিমান।
অন্ত জীব নিজ-হিতে অহিত করি, মানে।
গর্দ্ধ চুর্ণ বৈসে পাছে উঘাড়ে নয়নে॥
—(চৈঃ চঃ অ ৭।১১৭-১১৮)

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবল্লভ ভট্টের স্মৃতি-বিরোধি-ব্যাখ্যার অনুমোদন করিয়া ভট্টপাদের মনস্তুষ্টি করিতে পারেন নাই, কিন্তু নিরপেক্ষ অপ্রিয় সত্যকথা কীর্ত্তন করিয়া জগদ্‌গুরু-লঙ্ঘনাপরাধ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। কেবল ভোগোন্মুখতার মৌনী-গৌর, যা কেবল অর্চ্চা-গৌরের অবতার হইলে আমরা হয় ত' এই জগদ্‌গুরু-লঙ্ঘনাপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইতাম না। যদি বাণী-গৌর কালাকৃষ্ণদাসের আদর্শকে শাসিত ও সংশোধিত না করিতেন, যদি বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের বহুমানিত গণমতের কৃষ্ণকে 'মায়া' বলিয়া উচ্চকণ্ঠে না জানাইতেন, যদি ছোট হরিদাসের আদর্শকে নিন্দা না করিতেন, তাহা হইলে আমরা কখনই আমাদিগকে সত্যের পথে চালিত করিতে চাহিতাম না।

শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রকট-লীলা আবিষ্কারের পর অর্চ্চা-গৌর প্রকাশিত হইয়া জীবমঙ্গল বিধান করিতেছেন। কিন্তু বাণী-গৌরই অর্চ্চা-গৌরের স্বরূপ জানাইয়া দিতেছেন। স্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীগুরুবর্গগণ হইতে যদি এই বাণী-গৌরের অবতার না হইত, তবে জগতে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মেরই রাজত্ব চির-প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যাইত।

জগতে কি ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের বহুরূপী চিত্রের অভাব আছে? জগতে কি অসংখ্য ধর্ম্মধ্বজের সৃষ্টি হয় নাই? জগতে কি সর্ব্বলোকরঞ্জনকারী, সর্ব্বচিত্তহারী ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অভাব আছে? আবার কেহ কেহ বলিতেছেন —'বিগত শতাব্দীতে ধার্ম্মিক সভ্যতার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম-বঞ্চকতা হ্রাস হইয়া ধর্ম্ম-সত্যতার বিশ্বব্যাপী পুনরভ্যুত্থান হইয়াছে।' কিন্তু এই সকল বিশ্বচিত্তহারী ধর্ম্মের রহস্যকথা-সমূহ কেবলই বৈভবপূর্ণ, ইহা আজ নির্ভীক-কণ্ঠে সংশাস্ত্র ও সদ্‌যুক্তির সহিত কে জানাইয়া দিত যদি শ্রীগুরুবর্গগণ হইতে অনুক্ষণ বাণী-গৌরের অবতার না হইত।

ভোগোন্মুখ মানব-জাতির একটি চিরন্তন স্বভাব,—তাঁহারা গুরু ও সাধুকে মৌনধর্ম্মাবলম্বী দেখিতে চাহেন, আর নিজেরাও এক একজন মৌনীবাবা হইয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু গৌরাবতারের "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই মহাবাক্য ভোগোন্মুখ ও ত্যাগোন্মুখ মানব-জাতির সেই বিচারে আঘাত করিয়া রহিয়াছে। বাণী-গৌরের অবতারই এই যুগের মহাদান। বাণী-গৌর অনুক্ষণ কীর্ত্তন-মুখে শুদ্ধিতা-মার্জ্জনের উপদেশ দিয়া থাকেন।

বাইবেলে ও গৌরের জেন নাই, নামে ও নামীতে ভেদ নাই। যেখানে ভেদ, সেখানেই মায়া। ইহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানেও সকলে বুঝিতে পারে, স্বরূপ-রূপানুগবর ভক্তি-বিনোদ-বাণী-গৌরের প্রচারের বৈশিষ্ট্য—যাবতীয় অসৎ মতবাদ-নিরাস ও স্ব-মত স্থাপন। 'স্ব' বলিতে এখানে স্বরূপ-রূপের মত, শ্রীগুরুপাদপদ্মের মত। বেদান্তের কার্য্যও তাহাই,—পরমত খণ্ডন ও স্বমত স্থাপন। বেদান্ত নির্ব্বিশেষ নহে,—অকৃত্রিম বেদান্ত-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমেই যাবতীয় ধর্ম্মকে কৈতব ও মৎসরগণের ধর্ম্ম এবং শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্মকে অকৈতব ও নির্ম্মৎসরগণের স্বধর্ম্ম বলিয়াছেন। সুদর্শনের কার্য্যই — বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধকে আক্রমণ — দুর্দ্দর্শনকে আক্রমণ—কুশিক্ষাকে আক্রমণ; সুদর্শন নির্ব্বিশেষ নহেন, তিনি স্বয়ং সবিশেষ এবং সবিশেষ বিষয় ও আশ্রয়-বিগ্রহের আক্রমণকারিগণের প্রতি তদ্রূপ।

সুদর্শনের এই আক্রমণ আমরা সহ্য করিতে পারিলে আত্মসংশোধন করিতে পারিব। এইরূপ জন্ম-জন্মান্তর সুদর্শনের অমায়ার কৃপা শিরে বরণ করিতে পারিলে জন্ম-জন্মান্তর পরেও সেবা-সিদ্ধি, প্রাপ্ত করিতে পারিব। সুদর্শনের আক্রমণ সহ্য করিয়া আত্মসংশোধন করিবার জন্যই নিরপেক্ষ সত্যকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের উপদেশ বিনোদ-বাণী-গৌরে আমরা প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

আমার অসংখ্য প্রকার দুর্ব্বলতা আছে সত্য; অসংখ্য প্রকার অনাচার, দুরাচার ও ছিদ্র আছে। কিন্তু এই দুর্ব্বলতা, অনাচার ও ছিদ্র "মৌনী বাবা" হইয়া বসিয়া থাকিলে, কিংবা 'তুমতি চুপ্, হামতি চুপ' ন্যায় অবলম্বন করিয়া প্রাকৃত-সহজিয়াগণের ন্যায় "তুমিও বড় ভক্ত, আমিও বড় ভক্ত" বলিয়া পরস্পর পিঠ চাপড়াইয়া দিলে, কিংবা আত্মমঙ্গল ও আত্মসংশোধনের কথা বাদ দিয়া

উন্নত অধিকারের কথা বা অন্যান্য প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিলে কি আমার অসংখ্য দুষ্কৃতগুলি বিদূরিত হইবে? যখন শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-কার্য্য আরম্ভ হয়, তখন প্রাকৃত-সহজিয়াগণ বলিত,—"আপনারা মহাপ্রভুর কথা প্রচার করুন, তিনি কি লীলা করিয়াছিলেন, কিরূপ ভাবে নৃত্য করিতেন, কৃষ্ণ কোন্ সখীর মুখে কি সেবা শ্রবণ করেন, বৈষ্ণবধর্ম্মের এই সকল কথা খুব প্রচার করুন, আমাদের আপত্তি নাই।" আবার প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ বলিতেন ও এখনও বলেন,—"আপনারা নির্ব্বিশেষ বেদান্তমতকে খণ্ডন করুন, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মধ্যে খুব পাণ্ডিত্য ও বৈভব আছে, তাহা প্রদর্শন করুন, গোস্বামিপাদগণের সংস্কৃত গ্রন্থগুলি বঙ্গানুবাদ করিয়া প্রকাশ করুন, লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করুন, জগতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের ঐশ্বর্য্য ও প্রভাব প্রকাশিত হউক,—ইহাতে আমাদের আপত্তি নাই (কারণ, তাহাতে আমাদের বর্ত্তমান ও ভাবী ভোগের যোগানদারী আছে); কিন্তু আপনারা আমাদের (অদ্য) গুরুবর্গের ও আমাদের কোন দোষ প্রদর্শন করিবেন না—আমাদিগকে আক্রমণ করিবেন না।" তাঁহারা শাস্ত্র-প্রমাণ দেখাইয়া বলিতেন,—"পরচর্চ্চকের গতি নাহি কোন কালে।" জগতের সকল মনোধর্ম্মীই একবাক্যে বলেন,—"আপনারা শত শত ধর্ম্মকথা ও ধর্ম্মমত প্রচার করুন, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু আমাদিগকে কোন কটাক্ষ করিবেন না অর্থাৎ অসৎসঙ্গ পরিবর্জ্জন করিবার বাস্তব উপদেশটি দিবেন না।"

সে-দিন এক ব্যক্তি একখানি পুস্তিকা ছাপাইয়া এইরূপ প্রচার করিয়াছেন,—

"রাধা-ভাবাঢ্য মহাপ্রভু যদি 'কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন' বাক্যে বিলাপ এবং অস্ত্র-বর্ষণ-পূর্ব্বক স্বীয় বিরহানল নির্ব্বাণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, অথবা নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিয়াই শান্ত থাকিতেন, পক্ষান্তরে শ্রৌতজগৎ-কারণস্থ স্বীয় প্রাণনাথের এতিহ্য-প্রতিপাদন-তত্ত্বে শ্রুতি ও যৌক্তিক সূত্রে বস্তুক্ষেপ-পূর্ব্বক জন-সাধারণের ভ্রান্তি উৎপাদন না করিতেন এবং নাস্তিক, পাষণ্ডাদি আখ্যান প্রদান-পূর্ব্বক ভিন্নমতাবলম্বীর জন্য নরকের ব্যবস্থা-দানে বিরত থাকিতেন, তবে আমরা তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতাম না; তাঁহাকে প্রেমের ঠাকুর গৌর বলিয়াই পূজা করিতাম। কিন্তু তিনি যখন পরচর্চ্চা করিয়াছেন, তখন আমরাও তাঁহার সমালোচনা করিব।"

মনোধর্ম্মিগণের ঐ সকল উক্তির মধ্যে যে কপটতা, মৎসরতা ও বাস্তবসত্য-বিদ্বেষ আছে, তাহা বিনোদ-বাণী-গৌরই ধরাইয়া দিয়াছেন,—বিনোদ-বাণী-গৌর ইঁহাই শিক্ষা দিয়াছেন,—

যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥
(চৈঃ চঃ ম ৭।১২৮-১২৯)

'কৃষ্ণ-উপদেশ'-বলিতে কৃষ্ণ ব্রজের কোন্ স্থানে কোন্ লীলা করিয়াছেন, কেবল তাহাই নহে। আত্ম-মঙ্গল ও আত্ম-সংশোধনের উপদেশ—যাহা অপ্রাকৃত-কৃষ্ণ-লীলায় প্রবেশের অধিকার দান করে, তাহাই কৃষ্ণোপদেশ। সেই কৃষ্ণোপদেশ-কীর্ত্তনের উদ্দেশ্য—বিষয়তরঙ্গ হইতে নিষ্কৃতি ও তৎসঙ্গে বাণী-গৌরের সঙ্গ-প্রাপ্তি। গুরুপাদপদ্ম-বাণীর অনুকীর্ত্তন—আত্ম-সংশোধন ও আত্ম-শাসনের জন্য। তবে ঘরে বসিয়া একাকী বা মনে মনে কীর্ত্তন করিলে লোকে আমাকে কেবল 'ভক্ত'-প্রতিষ্ঠা দিয়া আমার অমঙ্গল সাধন করিতে পারে; কিন্তু সর্ব্বসাধারণে উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তন করিলে আমিও তাহাদের আক্রমণের পাত্র হইয়া বা আক্রমণের পাত্র হইতে পারি ভাবিয়া পূর্ব্বেই সতর্ক বা কবিযুতে সংশোধিত হইবার বিশেষ সুযোগ পাই; এইজন্যই শ্রীগুরুপাদপদ্ম ঘর বন্ধ করিয়া একাকী কীর্ত্তন করিবার উপদেশ না দিয়া নির্ভীকভাবে উচ্চকণ্ঠে মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক বা দৈনিক কাগজ ছাপাইয়া দেশে-দেশে, নগরে-নগরে, গ্রামে-গ্রামে, পল্লীতে-পল্লীতে, ঘরে-ঘরে সর্ব্বসাধারণে কীর্ত্তন করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

অনুকীর্ত্তনকারি-সূত্রে আমার বিচার থাকা উচিত,—আমি বিনোদ-বাণী-গৌরের ধারাবাহিকাভিলাষী। আমি উপদেষ্টা নহি, আচার্য্য নহি, সংশোধক নহি, শাসক নহি। আমি কেবল শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রুত বিষয় সকলের নিকট নিষ্কপট ও নিরপেক্ষভাবে অনুকীর্ত্তন করিবার কৃপা ভিক্ষা করিয়া বাণী-গৌরের প্রতি-শব্দের দ্বারা আমার আত্মসংশোধন করিবার চেষ্টা করিতেছি। সেই

সকল বাণী পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিতে করিতে হৃদয়ে বিনোদ-বাণী-গৌরের নিত্য প্রতিষ্ঠা আকাঙ্ক্ষা করিতেছি ; শত শত জন্ম পরেও যেন বিনোদ-বাণী-গৌরের দ্বারা শাসিত হইতে পারি, শত শত জন্ম পরেও যেন বিনোদ-বাণী-গৌরের নিজ-জনগণের আনুগত্যে তাঁহাদের সত্যমূখী-দ্বারা আমার চিত্ত-শুদ্ধি বর্দ্ধন করিতে করিতে আমাকে জগদ্দর্শনের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া শ্রীজগন্নাথের সুশীতল সিংহাসনতলে প্রকাশিত করিতে পারি, ইহাই আমার লক্ষ্য থাকা উচিত। প্রবন্ধ-লেখকানুচর বা সম্পাদকানুচরগণ বিনোদ-বাণী-গৌরের সেবকানুসেবকের বিচার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভ্রমক্রমেও যেন আমার এই বুদ্ধি না হয়,—'আমি কি হনুরে', 'আমি বড়', 'আমি ভাল', 'আমি আদর্শ', 'আমি আচারবান্', 'আমি ঠিক, আর সব বেঠিক', 'আমি সব জান্তা, আর সকলেই ভ্রান্ত'। তবে ইহাও যেন মনে না হয়—'আমার গুরুপাদপদ্ম ভ্রান্ত, ব্যাস ভ্রান্ত।' 'ব্যাস ভ্রান্ত'—এই বুদ্ধি অন্তরে টনটনে রাখিয়া যেন কপটতা করিয়া ব্যাসকে আমি 'অভ্রান্ত' করিয়া লোকের নিকট সাজাইয়াছি বা সাজাইতে পারি—এরূপ কুবিচার পোষণ না করি।

অথবা যদি নির্ভীক কণ্ঠে সত্যকথা বলিতে যাই, তবে আমার সংসারের ক্ষতি হইবে, চাকুরীর ক্ষতি হইবে, আমার রুটী মারা যাইবে, জলপানি বন্ধ হইবে, ভক্ষ্য-চুষ্য-ভোগে বিঘ্ন হইবে, অথবা আমার কোন-না-কোনপ্রকার ভোগের ঘরে আগুন লাগিবে, অপরের আক্রমণের পাত্র হইব, আমার সযত্নে ও সকৌশলে আবৃত অনন্ত ছিদ্রগুলি লোকের নিকট উন্মুক্ত হইয়া পড়িবে—এই ভয়ে বা কোন-প্রকার আপেক্ষিকতার বশবর্ত্তী হইয়া যদি বিনোদ-বাণী-গৌরের হাত পরিত্যাগ করি, তবে আমার কোন দিনই মঙ্গল হইবে না। 'গৌড়ীয়ে'র প্রত্যেকটি প্রবন্ধের দ্বারা নিত্য যেন আমি স্বরূপ-রূপানুগবর ও তদনুগ ভক্তিসিদ্ধান্ত-পন্থীকগণের নিকট আত্ম-পরীক্ষা প্রদান করিয়া এবং তাঁহাদের দ্বারা অমায়ায় সংশোধিত হইয়া বিনোদ-বাণী-গৌরের সেবকানুসেবকের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি,—এই নিত্য-স্মরণ হইতে যেন কখনও পতিত না হই।

আমার শত শত দুর্বলতা থাকে থাকুক, শত শত ছিদ্র থাকে থাকুক, শত শত অনর্থ থাকে থাকুক ; কিন্তু আমি বাণী-গৌরের নিজ-জনগণের সেবকানুসেবকসূত্রে শত শত আক্রমণ সহ্য করিয়া, কোটি কোটি কটাক্ষবাণে জর্জ্জরিত হইয়া আত্ম-সংশোধনের জন্য—আত্মপালনের জন্য সর্ব্ব-প্রকার আপেক্ষিকতা বর্জ্জন করিয়া, অতঃ শ্রীকৃষ্ণ-বিপ্রলম্ভের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া যদি নির্ভীক-কণ্ঠে সত্য-কথা প্রচার করি, তবে হয় ত' জন্ম-জন্মান্তর পরেও আমি স্বরূপ-রূপ-রঘুনাথ-কবিরাজ-নরোত্তম-ভক্তিবিনোদবাণী-গৌরের পদে পতিত হইতে পারিব। আমার অনন্ত-কোটি জন্ম হইতেছে না হয় হউক, তথাপি যেন স্বরূপ-রূপানুগ-ভক্তিবিনোদবাণী-গৌরবিরোধি-সিদ্ধান্তের ও কার্য্যকলাপের অনুমোদন করিতে চিত্ত বাধিত না হয়—নিরপেক্ষভাবে আত্মসংশোধনের জন্য ও আত্ম-পালনের জন্য উহার প্রতিবাদ করিতে হৃৎকম্প উপস্থিত না হয়।

সকল দুর্বলতা হইতে নিস্তার আছে ; কিন্তু স্বরূপ-রূপানুগ-ভক্তিবিনোদবাণী-গৌর-বিরোধি-সিদ্ধান্ত ও কার্য্য-কলাপের প্রতিবাদে হৃৎকম্পরূপ দুর্বলতাকে বিদূরিত ও প্রশ্রয় দিলে তাহা অতি অল্প দিনেই এরূপভাবে সহিয়া যাইবে ও তাহাতে একটি নূতন অভ্যাস গঠন করিবে যে, আমি সত্যের সন্ধান হইতে চিরতরে পতিত হইয়া যাইব। অতএব আমার অনাচার, শত শত ছিদ্র, শত শত অনর্থ দেখাইয়া, শতশতভাবে আক্রমণের ভয় দেখাইয়া, অপরদিকে শত শত প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া আমাকে বিনোদ-বাণী-গৌরের নিজ-জনগণের আনুগত্যময়ী সেবা হইতে ভ্রষ্ট করিবার জন্য মৌনধর্ম্মাবলম্বী করিবার শতচেষ্টা করিলেও যেন আমি কেবল কাতর কণ্ঠে ব্যাকুল অন্তঃকরণে বিনোদ-বাণী-গৌরের নিকটই আশ্রয় ভিক্ষা করি।

আমি বিশ্ব রাখিব,—না ব্রহ্ম রাখিব ; কূল রাখিব,—না শ্যাম রাখিব ; ধনিক-ভৃত্য হইব, না ভক্ত-ভৃত্য বা ভক্তভৃত্য-ভৃত্য হইব ; আমি জগদ্ভোক্তা হইব, না জগন্নাথের আশ্রয়বিগ্রহের দাস্যাভিলাষ করিব ; আমি মৌন হইব,—না ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীমুখর হইব ?—এই সমস্যা উদিত হইলে আমি বিনোদ-বাণী-গৌরের নিকট যেন অকপটচিত্তে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আত্মনিবেদন জানাইতে পারি,—

"হে বিনোদ-বাণী-গৌর ! আমি অতি দুর্বল, আমি শত শত অনর্থযুক্ত, প্রতিমুহূর্ত্তে প্রলুব্ধ হইবার জন্যই প্রস্তুত

হইয়া রহিয়াছি, আমি হৃৎকম্পরোগের রোগী ; কিন্তু আমি শুনিয়াছি—কীর্ত্তনমুখে কীর্ত্তন-বিগ্রহ তোমার সেবা করিতে করিতে হৃদয়ে বল সঞ্চার হয়। ভক্তিরতন কাহাকে বলে, তাহা আমি বুঝি না, জানি না ; সিদ্ধি কি, তাহাও আমার অগোচর। কিন্তু ইহা আমি তোমার কৃপায় শ্রবণ করিয়াছি যে, তোমার বাণী কীর্ত্তন করিতে করিতে তোমার নিকপট দঙ্গ-সৌভাগ্য লাভ হয়। জন্ম-জন্মান্তর যেন বিনোদ-বাণী-গৌরসেবাই আমার একমাত্র ব্রত হয়, ইহা ব্যতীত আমি কোন সিদ্ধি চাই না ; — অতঃ এই আশীর্ব্বাদটি যেন নিকপটে আকাঙ্ক্ষা করিতে পারি। আমি নিজের অসাধুকামনাগুলি মনকে বেত্রাঘাত করিবার জন্য, তোমার নিজ-জনগণের আনুগত্যে তাঁহাদের শতমুখীদ্বারা আমার চিত্ত মার্জ্জিত করিবার জন্য আমার প্রতি তাঁহাদের যে-সকল শাসনবাক্য লিখি ও বলি, তাহা কেহ যদি কৃপা করিয়া আমার ভ্রান্তি অপনোদন ও আমাকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য ইহা অপরের প্রতি আক্রমণ ও অনাচারী আমার ধার্ষ্টিকতা বলিয়া স্মরণ করাইয়া দেন, তখন যেন আমি তাঁহাদের সেই সুজন বাক্যে সতর্ক হইয়া অনুক্ষণ তোমারই সেবা করিতে করিতে আমাকে সংশোধিত ও শাসিত করিতে পারি ; কিন্তু শত আক্রমণ ও বিঘ্নের মধ্যেও যেন বিনোদ-বাণী-গৌরের দাস্য-কামনা পরিহার না করি।

হে বিনোদ-বাণী-গৌর, আমি যেন বিষয় ও আশ্রয়-বিগ্রহের সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য, সালোক্য ও সাযুজ্য-কামী না হই, কিম্বা তাঁহারা শ্রীগুরুর সাযুজ্য, সার্ষ্টি প্রভৃতি কামনা করেন, সেই সকল অতি সংব্যক্তির সহিত আমাকে কোনরূপে প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী মনে না করি। আমি যেন কখনও ভুলিয়া না যাই,—"ক্ষীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা সৎসেবনং জনাঃ"—ইহাই শুদ্ধ-সেবকের স্বরূপ-লক্ষণ, আমি যেন শুদ্ধ-ভক্তকে দিয়া কেবলমাত্র সংসারোত্তরণ, বিষ-দর্শনের হস্ত হইতে উদ্ধার-লাভ কামনা না করি, আমাকে সদা আশ্রয়বিগ্রহের কৃষ্ণ-সংসারের সংসারী, কৃষ্ণের সংসার-পালনকারী আশ্রয়বিগ্রহের সংসারে নিত্য প্রবিষ্ট রাখিয়া আশ্রয়বিগ্রহের সুখে বিষয়বিগ্রহকে সুখী করিতে পারি। আমি বিনোদ-বাণী-গৌরপাদপদ্মের অতি নিম্নস্তরে সঙ্গ-নিষ্কপটসেবক-গণের পশ্চাতে থাকিয়া যেন জন্ম-জন্মান্তর পরেও কোন প্রকার অতি নীচসেবার অধিকার প্রাপ্ত হই। মানবজাতির সর্ব্বশেষ আকাঙ্ক্ষা যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হইবার চেষ্টা, তাহাতে যেন আমার চিত্ত প্রলুব্ধ না হয়। আমি যেন নামহট্টের পরিমার্জ্জকের, ভক্তিমণ্ডপের বিনোদ-বাণী-গৌরের দাসানুদাসগণের একজন হীন দাস্যাভিলাষী হইতে পারি। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীপুরুষোত্তমে গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ-জন শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে শ্রীগৌরপাদপদ্মের সম্মুখে ভক্তিমণ্ডপ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আর বিনোদ-বাণী-গৌর উৎকল পুরুষোত্তমে আত্ম-প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রচার-কার্য্যের মধ্যে শ্রীগৌর-সুন্দরের গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলা ও শ্রীনামহট্টের পরি-মার্জ্জকের মনোহভীষ্ট-পরিপূরণ-লীলা সাধন করিতেছেন। 'গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে'র ভূমিকায় শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

"শ্রীনামহট্টের বাহ্যবাহ-পরিচয়ে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় যে অপ্রাকৃত-লীলার প্রাকট্য সাধন করিয়াছেন, তাঁহার প্রপঞ্চ-মার্জ্জন-সেবার উপকরণরূপ শতমুখী-সূত্রে আমাদের শত শত জনের মহাজনানুগমন এবং ভূমানন্দানুকরণ-বর্জ্জনকার্য্য জগতের অপ্রিয় হইলেও উহাই আমাদের চরম কল্যাণ উৎপন্ন করিবে।"

সেই নামহট্ট বা ভক্তিমণ্ডপের বিরোধী জড়প্রতিষ্ঠাশার পরিণাম বিষ্ণু বা ব্রহ্মত্বের অভিমান-ভূমিকা মুক্তিমণ্ডপে অবস্থান করিবার ধার্ষ্টিকতা ও পাষণ্ডতা যেন আমাদের হৃদয়ে উদিত না হয়। যেন শত শত জন্ম পরেও সেই পরিমার্জ্জকের ধারার একজন অতি নীচ যোগানদারের পদের জন্য নিষ্কপটে আন্তরিক আবেদন জানাইতে পারি। পরিমার্জ্জকের ধারার একটি কুলাঙ্গার হইলেও যেন পরিমার্জ্জকের পরিমার্জ্জন-সেবার কোন-না-কোন একটি যোগানদারী বিনোদ-বাণী-গৌরের অকপট কৃপায় লাভ করিয়া আত্মসোৎসর্গ করিতে পারি এবং এই সেবা-কামনার যতপ্রকার নির্য্যাতন, বিঘ্ন ও বিপদ উপস্থিত হয়, তাহা যেন নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের আনুগত্যে সহ্য করিবার মত শ্রীগুরু-কৃপার বল প্রাপ্ত হই। শ্রীনামহট্টের পরিমার্জ্জকের অকপট কৃপা-কটাক্ষ জন্ম-জন্মান্তর পরেও এই কুলাঙ্গারের প্রতি পতিত হইলে অসাধু লোকের কটাক্ষ আমাকে

বিনিষ্ক্ত করিতে পারিবে না ভক্তিগুণের স্বরূপ-রূপানুগ-ধর পরিমার্জ্জক বিনোদ-বাণী-কৌং কোনদিন পরিমার্জ্জন-সেবায় কোনপ্রকার যোগানদারি-কার্য্যে এই মুদ্রাযন্ত্রকে আহ্বান করিবেন—এইরূপ সকল আশাবন্ধ হৃদয়ে তরপুর রাখিয়া যেন অনন্তকোটি জন্ম বরণ করিতে পারি। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের নিকট আনুগত্যে এই ভক্তিগ্রন্থের পরিমার্জ্জকের সেবা-কার্য্য ব্যতীত মুক্তিস্তরূপ বা মুক্তিস্তরূপের কোন প্রকার লোকরঞ্জনকারী বীজত্বে যেন প্রলুব্ধ না হই।

—:০:—

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

[স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কাল—৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩৬ প্রাতঃকাল। পুরী হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়াই শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণ সমীপে এই সকল কথা কীর্ত্তন করেন।]

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।" এবং "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্। সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।"—প্রমুখ ভাগবতীয় শ্লোক আমাদের একান্ত ভাবে অনুসরণীয় বিষয় হওয়ায় জগতের সকল লোকের সহিত সঙ্কোচভাবে মিশিয়া উঠা আমাদের পক্ষে কখনই সম্ভবপর হয় না। আমাদের গুরুবর্গ কথা ও জ্ঞানকে 'ঠগের ধর্ম্ম' বলিয়া থাকেন; ভক্তির পথই আমাদের একমাত্র অনুসরণীয় পথ। যাঁহারা সেই পথের পথিক, তাঁহাদের সঙ্গই আমাদের প্রয়োজনীয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অন্তর্লীলার দ্বাদশবর্ষ যে ভাবে তাঁহার পরমপ্রেষ্ঠ 'অন্তরঙ্গ' শ্রীস্বরূপ-রামানন্দ-সঙ্গে কৃষ্ণকথারঙ্গে গম্ভীরা-মধ্যে যাপন করিয়াছিলেন, তাহাই আমাদের একমাত্র অনুশীলনীয় ও অনুসরণীয় বিষয় হউক। আশ্রয়ের ভাবে বিভাবিত মহাপ্রভু যখন তাঁহার দিব্য-বিরহোন্মাদ-লীলায় লোক-জনের সহিত মেশা-মেশার কার্য্য, দীর্ঘ-ভ্রমণ-লীলা, প্রচার-কার্য্য-পর্য্যবেক্ষণাদি—সমস্ত কার্য্য ছাড়িয়া গম্ভীরা-মধ্যে অহর্নিশ "কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলী-বদন। কাঁহা করোঁ কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন। কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর দুখ। ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক।"—এই প্রকার তীব্র বিরহকাতর, তখন কেবল "রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান। বিরহ-বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ। তাঁ'র সুখ-হেতু সঙ্গে রহে দুই জনা। কৃষ্ণ-রস-প্রেম-লীলা করেন আস্বাদনা। দুই জনার সৌভাগ্য কহন না যায়। প্রভুর 'অন্তরঙ্গ' বলি' যাঁ'রে লোকে গায়।" "সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ যতো বরে" শ্রীরূপপাদের এই কথাটি আমাদের সঙ্গ-বিচারে বিশেষ ভাবে জ্ঞাতব্য।

বহু শিষ্য করা উচিত নহে। আমি কাহাকেও শিষ্য করি নাই, সকলেই আমার গুরুবর্গ। সকলের নিকটই আমি শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকি। তাঁহারা যেন কৃপা করিয়া তাঁহাদের অকৃত্রিম ভজনাদর্শ অনুসরণ করিবার সুযোগ দান করেন, ইহাই প্রার্থনা। শত কোটি গোপীর শত কোটি মত হইলে কুরুক্ষেত্রে-তর্পণে বাধা পড়িয়া যায়। শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর আনুগত্য-ব্যতীত মাধবের মন রাখিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই।

"শতকোটি গোপী মাধব মন।
রাখিতে নারিল করি যতন॥
বেণুধ্বনি ডাকে রাধিকা নাম।
এস এস রাধে ডাকয়ে শ্যাম॥
শুনিয়া শ্রীরাস মণ্ডল ত্যজে।
রাধা-অন্বেষণে চলয়ে ব্রজে॥
দেখা দিয়া রাধে রাখহ প্রাণ।
বলিয়া কাঁদয়ে কাননে কান॥
নির্জ্জন কাননে রাধারে ধরি'।
মিলিয়া পরাণ জুড়ায় শ্রীহরি॥
বলে তুঁহু বিনা কাহার রাস?
তুঁহু লাগি মোর বৃন্দাবন বাস॥
এহেন রাধিকা চরণ তলে।
ভকতি বিনোদ কাঁদিয়া বলে॥
তৃণাদপি-ভাবে আমারে গণি'।
কিঙ্করী করিয়া রাখ আপনি॥"

কর্ম্মের পথে আমরা যে সকল নশ্বর ফল পাইব, তাহাতে কোন নিত্য মঙ্গলের কথা নাই। সেই জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে "জ্ঞান-বিয়াগ-ভক্তি-সহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতম্"। মনুষ্যজাতি

সাধারণতঃ আমেন্দ্রিয়-তর্পণ-ব্যতীত আর কিছুই বুঝিতে চাহেন না। "আমার সুখ-সুবিধা হউক অন্যের শত সহস্র অসুখ অসুবিধার বিনিময়ে"—ইহাই কর্ম্মকাণ্ডীয় চিন্তা-স্রোত। জ্ঞানকাণ্ডীয় বিচার—জগতের সুখ ও অসুখ উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিশেষ হইয়া যাওয়া। আমার প্রীতি ও আমার বীতরাগ পরিত্যাগ করিলে "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ" বলা হয়। দুই জনের প্রীতিতে clashing (বিরোধ) হওয়ায় দ্বন্দ্ব ভক্তির পথ লওয়াই নিঃশ্রেয়স্কর বিচার। জ্ঞান ও কর্ম্ম দুইটিই—ঠগের বিচার। কর্ম্মী নিজের শক্তির প্রাধান্য-স্থাপনে ব্যস্ত, আর জ্ঞানী সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্‌কে নিঃশক্তিক প্রতিপন্ন করিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু এতদুভয় ক্ষেত্রেই ভগবান্-এর শক্তি বহুধাবিভক্ত না হওয়ায় আমাদের শক্তি পরস্পরে বিবদমানা হইয়া পড়ে। সুতরাং how to do away with these two conflicting energies অর্থাৎ পরস্পর বিবদমান এই জ্ঞান ও কর্ম্মের বিচার হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় কি, তাহাই আমাদের সর্ব্বাগ্রে চিন্তনীয় বিষয় হওয়া আবশ্যক।

Absolute-এর (বাস্তবসত্যের) জন্য সমস্ত কার্য্য এবং সদ্‌জ্ঞান উদ্দিষ্ট হইলেই সকল বিবাদ প্রশমিত হইয়া যায়। তাহারই নাম ভক্তিযোগ। Non-absolute-এর (অবাস্তব-বস্তুর) জন্য উদ্দিষ্ট হইলে কখনই বিবাদ প্রশমিত হইতে পারে না। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ভগবান্‌কে যথাসর্ব্বস্ব Subscribe (সমর্পণ) করার নামই ভক্তি বা একায়ন-পন্থা, তদ্ব্যতীত বিচারে যাবিত হইলেই অভক্তি বা বহ্বয়ন-পন্থা আসিয়া যায়। বহ্বয়ন-পন্থী বহুত্বীশ্বরবাদী হইয়া যে-সকল বিচারকে বহুমানন করেন, তাহা তাঁহাদের বিচারে ঠিক হইলেও ভক্তির বিচার তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভেদ-বাদীর বিচার একায়ন-পন্থার বিচারকে সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করে না। সমাতীয়াশয়স্নিগ্ধ অর্থাৎ সমকালীন আশয়ই উদ্দিষ্ট বিষয় হইলে ভক্তির পথ অনুসৃত হইল, নতুবা স্ব-স্ব-প্রাধান্যস্থাপনে ব্যস্ত আসিয়া উৎপথগামী হইতে হয়। আমার আশয় যেখানে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবসত্যের সেবায় উন্মুখ, সেখানেই আনিব সাধুতা। নতুবা সর্ব্বত্রই অসাধুতা বিরাজিত। "যা'র যা'র তরু, তা'র তা'র গুরু রয়"—যিনি যাহা করিবেন, তাহাই accept (গ্রহণ) করিয়া লইতে হইবে, ইহাতে কোন মঙ্গলামঙ্গলের বিচার নাই; আছে কেবল—একমাত্র ভগবান্‌কে বিশ্বস্ত হইবারই উপযোগিতা।

"পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ" (ভাঃ ১১।২৮।১)—এই উপদেশটি অগ্রাহ্য করিয়া যাঁহারা বিবাদিপি পরচর্চ্চায় ঘানন্দ উপভোগ করেন, তাঁহারা কখনই আত্ম-মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না। আমাদের দেশের একটি চলিত কথায় বলে—'চাচা আপন বাঁচ', তাই আমরা বলি, প্রত্যেক দিন সকাল বেলা উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে নিজের মনকে দু'শ বা দুই, আর পাঁচ শ' বা পাঁচটা মারিয়া মনকে শিখাইতে হইবে—"মন, তোমার পরচর্চ্চা করিয়া কি লাভ? তোমার চর্চ্চা তুমি কর না কেন?" "পরচর্চ্চকের গতি নাহি কোন কালে।" শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—সর্ব্বে মনোনিগ্রহ লক্ষণাস্তাঃ, পরো হি যোগো মনসঃ সমাধিঃ (ভাঃ ১১।২৩।৩৫); অর্থাৎ সমস্ত উপায়ই মনোনিগ্রহরূপ ফল-লাভের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মনোনিগ্রহই পরম-যোগরূপে কথিত হইয়াছে। "পরচর্চ্চা" শব্দে 'পর' বলিতে পরমেশ্বর-বিমুখজনের চর্চ্চা। উহাদ্বারা আত্মার অবনতি হয়; কিন্তু 'পর' অর্থাৎ পরমেশ্বরের চর্চ্চার দ্বারা আত্মোন্নতি হইয়া থাকে।

আমরা যদি অন্যলোকের ক্রীড়া-পুত্তলী হইয়া পড়ি, তাহা হইলে আর স্বাধীনতা থাকে কি করিয়া। True sincerity (ঐকান্তিক সরলতা)—true punctuality (ঐকান্তিক সময়নিষ্ঠা) আর seeming sincerity (কৃত্রিম সরলতা) ও seeming punctuality (কৃত্রিম সময়নিষ্ঠা) কখনই এক হইতে পারে না। সাধু ও অসাধুর বিচার এক নহে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৩ ঘণ্টাই ভগবানের কথায় না থাকিয়া অন্য কথায় প্রবেশ করিলে হাওয়াযোগ-প্রবাসী ● ● ● ● বিহাবাবাজী হইয়া দেখায়—হরিজন হইতে সম্পূর্ণরূপে ছুটি পাইলাম।

অন্যাভিলাষীদিগের অন্যের মস্তক চর্ব্বণ করিবার প্রবৃত্তিই প্রবলা; তাঁহারা অত্যন্ত ধার্ম্মিক। ধার্ম্মিকগণ কখনও হরিজন করিতে পারেন না। ভগবদ্ভক্তকে অসম্মান করাই ধার্ম্মিকের কার্য্য। এই জন্য শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু "সর্ব্বা যস্যাং বিত্তা কৃষ্ণ রহিম্" বলিয়া আমা-দিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও

ভাবমার্গে] প্রবৃত্তিই লক্ষিতব্যের পরিচয়। তাহাতে হাতে হাতে misunderstanding (ভুল বুঝিবার কারণ) ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

[শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া] 'গৌড়ীয়ে' (গত ১৮শ সংখ্যায়) দেখিলাম, আপনি চন্দ্রশেখরিয়া রোডে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুর গৃহে বক্তৃতা করিয়াছেন। অনেক-গুলি কথা একসঙ্গে বলা হইয়াছে; ঐরূপ কথাই বলা হউক্, তবে সব কথা এক সঙ্গে বলিলে শ্রোতাদের ধরিবার পক্ষে একটু অসুবিধা হয়। ঐ সকল কথা এক একটী করিয়া বুঝাইয়া বলিতে হইবে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ১৯শ পরিচ্ছেদে শ্রীরূপ-শিক্ষায় "প্রথমে লইবে কোন ভক্তির স্বীকার। তবে কৃষ্ণ-প্রেমে পাবে ভক্তিরসার-পার।" ইত্যাদি কথা-প্রসঙ্গে মহাপ্রভু যে-সকল উপদেশ করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। ভক্তিলতার মূলকন্দ-স্বরূপে আরোহ-পথে যাহাতে 'বৈষ্ণব-অপরাধ' রূপ মত্তহস্তী এবং 'মুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা', 'নিষিদ্ধাচার', 'কুটীনাটী', 'জীবহিংসন', 'লাভ', 'পূজা', 'প্রতিষ্ঠাশা' প্রভৃতি উপশাখা কোন বিঘ্ন উৎপাদন করিতে না পারে, তৎপ্রতি সাধকের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে ভক্তাভাস-অভিনয় সত্ত্বেও ভক্তিলতিকা অবলুপ্তপ্রায় হইয়া পড়ে, ফলে প্রাকৃত সহজিয়া বা কর্তাভজাদি হইতে হয়। উপশাখা বাড়িয়া চলিলে যেমন মূলশাখা শুষ্ক হয়, সেই প্রকার পরমার্থ-কথা হইতে অন্যান্য কথা বাড়িয়া উঠিলে আমাদের অন্তর্নিহিত রস শুকাইয়া যাইবে।

জগতের লোক জগতের সমস্ত বস্তু তাহাদেরই ভোগের বা আরামের জন্য করিয়া তৎসমূহের উপর প্রভুত্ব করিবার বিচার-বিশিষ্ট হয়। কিন্তু মহাপ্রভু প্রচার করিলেন—জগতের যাবতীয় বস্তুই ভগবানের সহিত সম্বন্ধ আছে, তাঁহার সেবাতেই সমস্ত নিযুক্ত হওয়া কর্তব্য। তুলসী, আশ্বত্থ, আমলকী প্রভৃতি কোন বৃক্ষের কোন গ্রহের কোন প্রকার অভক্তিপর চিন্তাস্রোতকেই মহাপ্রভু আদর করেন নাই। তিনি সকলকেই ভক্তির পথ অনুসরণের উপদেশ দিয়াছেন। উহা ভক্তির প্রচারই মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট, আমাদের নিজের বা অন্যের ইন্দ্রিয়তর্পণ অভিপ্রায় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে সর্বত্র একথার দ্বারাই নীমাংসা-পুরুষোত্তম ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণই সত্যতত্ত্ব বিচার। একদলের কথা particular sect or (সম্প্রদায়-বিশেষের) interest (স্বার্থ) লইয়া এবং তাহাতে অন্যের অর্থের সহিত clashing (সংঘর্ষ) হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ঐরূপ একতাৎপর্যের না হইলেই নানাপ্রকার অসুবিধা আসিয়া পড়িবে।

"অর্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং কাম্যিকঃ স্মৃতঃ॥"
(পদ্মপুরাণ)

এই শ্লোকটিতে কাম্যিকের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু তাঁহার মনঃশিক্ষাদশকের প্রথম শিক্ষায় আমাদের মনকে সর্বদা বস্তু পরিত্যাগ করিবার শিক্ষা দিয়াছেন। "হরি হরি, কোথাকে যুবা, নারি, কাঁহা নাহিবারে পারা যেন না; এখন তোমার পাকে ঘরি, 'আমি খুব বাহাদুর, অন্যলোক অসুর'—এই প্রকার বাস্তিকতাটি তোমাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। তুমি মনোরূপে গান করিয়া বল,—

আমার জীবন, সদা পাপে রত,
নাহিক পুণ্যের লেশ।
পরের উদ্বেগ দিয়াছি যে কত,
দিয়াছি জীবের ক্লেশ॥
নিজ সুখ লাগি', পাপে না ডরি,
সদাই বাসনা মনে।
পর-দুঃখে দুঃখী নহি কদাচারী
পরসুখে সুখ হয়॥
অশেষ কামনা, হৃদি মাঝে মোর,
ক্রোধী বহুতরতর।
অসত্য লম্পট, বিষয়ে লোভিত,
হিংসা সদা বিষুদ্ধর॥
নিদ্রালস-বশ, দুষ্কার্যে বিবশ,
অকাজে উৎসাহী অতি।
এ'হেন পাপিষ্ঠ পাইয়া আচম্বিত,
মোহ-বশ সদাকাম।
এ বেষ ধরিল, সজ্জন-বঞ্চিত,
অসাধী বিষয়ী।
তরুণাণ্ড-মুণ্ড, মুক্তকচ্ছধর,
বাসা দুঃখে ভরপুর॥

ষষ্ঠীতে। প্রথম, উপায়-বিভক্তি,
তাহার তৃতীয় অভিধেয়।
তৃতীয়াবিনোদ, প্রথম চতুর্থে,
তবে হয় বিশেষ ই'

'সহজে সুখদ'—ইহাই হইল আমাদের অবস্থা। এইটি সত্য সত্য study (আলোচনা) করা এক জিনিষ, আর বৈষম্যতা-সাগরে ভাসিয়া যাওয়া আর এক জিনিষ।

বৈষম্যতা—5th stage (৫ম অবস্থা)। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদের চরম উৎকর্ষ—বৈষম্যতা। সহজ-অভিজ্ঞতাই বৈষম্যের স্বভাব। অতলোকের কেন্দ্র ভূবিয়া হইবে—এই প্রকার বৈষম্যতার নামই হইয়াছে আজকাল-কার Nationalism বা জাতীয়তা—বৈষম্যটাই হইয়াছে জাতীয় সভ্যতার চরম লক্ষ্য। একদেশের বাহী বা সমষ্টি-গত ভোগ বৃদ্ধি করিবার জন্য অন্যদেশের ভোগের প্রতি যাবতীয় কপটই উদারতা বা সভ্যতা নামে পরিগণিত হইতে পারে না। তাহার লোকের সেবার (ভোগ-ভোগাবস্থারই) নাম করিয়া নিজের যে প্রকার ভোগের ব্যবস্থা হয়, তাহা বাহ্যিকবৈষম্যের নিকট বড় উদারতা বলিয়া প্রশংসাই হইলেও (কিংবা সর্ব্বত্রই এরূপ বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইলেও উহাকে আত্মনিষ্ঠ বৈষম্যতা ব্যতীত আর কিছুই বলেন না।

সকল হইতে নিবিড় অন্ধকারপ্রসূত চিত্রিতে বোধহয়, সে দেশে ভগবদ্ভক্তির কথার আদৌ শুনা পাওয়া কঠিন। ভোগের ইচ্ছাই সকল আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের ছবি চারিটি লোক কম্ব ভক্তির কথা আছে, কিন্তু সেখানে কেবল ভোগের কথা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। অতিপূর্ণ জাতি-সম্প্রদায়ের লোক, তাঁহাদের চক্ষে নিষ্কিঞ্চন-বাহুল্যই প্রবল। ভগবদ্ভক্তই কেবল এই সকল কর্ম্মী ও জ্ঞানী মূঢ়ের লোকের ভোগ ও ত্যাগের বিচার না করিয়া সমস্ত বস্তুকেই proper directions (যথাযথভাবে) adjusted (সামঞ্জস্য) করিয়া লইতে পারেন। কোন কোন দেশে দেখা যায়, তত্রত্যবাসী "I"তে সমস্ত Capital ঢালিয়া দেয় অর্থাৎ "everything for myself" ('আমার নিজে ভোগ'-নীতি)—এই প্রকার egoistic thoughtই (ভোগ আত্মি-চিন্তা) developed (প্রসারিত) হইতে দেখা যায়। সমস্তই এক ভক্ত-ভাবনাভাবের না হইলে পরস্পরে অসঙ্গতিরতা—বিবাদ-বিসম্বাদে অবস্থানী। কাহারও ব্যক্তিগত উৎকর্ষে প্রবলতা বা অপ্রবলতা হইয়া মূল উৎকর্ষ ভগবৎ-সেবার বিচারকে হারাইতে হইবে না। 'অতো দুঃসঙ্গ-দুষ্কৃতা সহজ সঙ্গেন মুচ্যতাম্'—ইহাই আমাদের মুক্তি-পথে সর্ব্বক্ষণ জাগরূক রাখা প্রয়োজন। আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাতকারীকে অন্ধ করিয়া বা মারিয়া ফেলিব—এই প্রকার বিচার ভক্তসঙ্গলাভের মূলে। ভক্তসঙ্গের বিচার—ভক্তেন্দ্রিয়-তর্পণের ব্যাঘাতকারী হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখা। তাহাতে সম্ভব অসম্ভব, মারামারি, কাটাকাটি করিয়া অন্যকে অনর্থ উৎপাদন করা আমাদের মূল উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আমাদের বিচার হইবে—"বৈষ্ণব-চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র, বেই নিন্দে বিনা করি। ভক্তিবিনোদ না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি'।' অসৎসঙ্গ হইতে দূরে থাকাই আমাদের কার্য্য।

সঙ্গ করা উচিত কিনা—এই চিন্তা-ধারাটি আমাদেরই ভক্তিশাস্ত্রের আবিষ্কৃত। অসতের সঙ্গে non-co-operation (অসহযোগিতা) করিয়া সাধুর সঙ্গে co-operation (সহযোগিতা) করিতে হইবে—"সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ.....উক্তিঃ প্রসিদ্ধতি," "অতো দুঃসঙ্গ-দুষ্কৃতা সহজ সঙ্গেন মুচ্যতাম্", "অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার" ইত্যাদি সদ্বিষয়ক বিচার ভগবদ্ভক্ত-সম্পর্কেই করিব ; কিন্তু কপটবেশে বিভব-ক্রীত ভগবদ্ভক্তাভিমানী ধনী'র-সম্প্রদায় এই বিচারটিকে তাঁহাদের অন্ধ ইন্দ্রিয়তর্পণের অনুকূলে নিযুক্ত করিয়া মূঢ়ের কথার আবোল বলিয়া বাদ দিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র যে asthetic cultureকে (সৌন্দর্য্যবিজ্ঞান বা রসবিজ্ঞানকে) একমাত্র অবিদ্যাসমাচ্ছন্ন-মূর্খ ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্যই নিযুক্ত বলিয়া জানাইয়াছেন, তদ্রূপ কাব্য-রসালোচনা তাহাকে ভক্তসঙ্গলাভপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়তর্পণ-বিচারে নিযুক্ত করিয়া নিজেদের বাহাদুরী প্রচার করিতেছেন। ভক্তপক্ষের Non-co-operation movement কিংবা asthetic culture প্রভৃতির proper adjustment অর্থাৎ যথাস্থানে সংযোজিত না হওয়ার নামা-প্রকার বিষ উদ্গিরিত হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতের কথাগুলি আত্মেন্দ্রিয় তর্পণের বিচারে না আনাইয়া ভক্তেন্দ্রিয়-তর্পণবিচারে নিযুক্ত করিলে ভগবদ্ভক্তের সাহিত্য, শিল্প, কলা,

বিজ্ঞান কিরূপ কৃতকৃতার্থ হইত, তাহা বিচার করিবার সুযোগ মহত্তমাত্রির ভবে হইবে জানি না।

শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবায়ই আমাদের সর্ব্বস্ব নিযুক্ত হউক; আমাদের সর্ব্বেন্দ্রিয় তাঁহাদেরই অনুশীলনে প্রযুক্ত হউক; অখিল রস অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণচন্দ্রের সেবায় নিযুক্ত হইলেই রুচিবিবেক, সৌন্দর্য্য-বিবেক বা রসবিবেক পরিপূর্ণতা লাভ করে। তাহা না হইলেই সমূহ বিপদ। 'হয় কি না হয়' ব্যক্তি-বিশেষ বিচার করুন, কিন্তু কথাটি পরম সত্য। শ্রীমদ্ভাগবত যে সমস্ত বড় বড় কথা বলিয়াছেন, তাহা কাহার জন্য, কোথায় কি ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, আর মনুষ্য জাতি তাঁহাদের আধ্যক্ষিক চিন্তা-ধারায় যতই না কেন বড় কথা আবিষ্কার করুন, তাহা কোথায় কি ভাবে, কাহার উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হইয়াছে, তাহা নিরপেক্ষ ভাবে সমালোচিত হইলে আধ্যক্ষিতারই সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্যতা প্রতিপাদিত হইবে। যতই না কেন বড় কথা হউক, কৃষ্ণ-সেবায় না লাগিলে তাহা 'ভাষা' হইয়া গেল, তাহার মূল্য অল্প কপর্দ্দকও রহিল না। প্রাকৃতসহজিয়াগুলি anthropomorphic (ঈশ্বরে মনুষ্য-বুদ্ধি) বা apotheotic (মনুষ্যে ঈশ্বর-বুদ্ধি) হইয়া ঈশ্বরে নরত্ব আরোপ বা মানুষের ক্রিয়া কলাপ ঈশ্বরে আরোপ-দ্বারা যে রাইকানুর গান গাহিয়া বেড়ায়, তাহা রাইকানুর ইন্দ্রিয়-তর্পণের পরিবর্ত্তে তাহাদেরই ভোগের বিষয় হইয়া থাকে। তাহারা নিজেরাও যেমন উল্টাপাল্টা, তাহাদের বিচারগুলিও তেমন। গৌড়ীয় মঠের বিচার করিতে না পারিয়া উহারা নাকি লর্ড * *কেও বলিয়াছে—'গৌড়ীয় মঠ কিছুই নয়।' নিজেরা যেমন পাপ-পরায়ণ, দুশ্চরিত্র; পাপচিন্তা, পাপ-কার্য্য যাহাদের দৈনন্দিন জীবনোপায়, তাহারা নিজেদের পাপ-কার্য্য প্রকাশিত হইলে অসুবিধা হইবে বলিয়া তাহা ঢাকিবার জন্য ঐরূপ 'ঐ চোর' নীতি অবলম্বন করিয়া থাকে। অবশ্য উহাদিগকে সাহায্য করিবার বা উহাদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিবার লোকেরও জগতে অভাব নাই। বরং উহাদের দলটি বেশী গুলজার। মুর্শিদা-বাদের batch (দল) * * পরলোকগত * * র চারি পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইত, বাড়িচারটাকেই তাহারা 'হরিজন' বলিয়া প্রচার করিত; কিন্তু প্রাকৃতসহজিয়া-দলের ব্যভিচার কখনও সদাচার বা হরিজন নহে।

আমাদিগকে হরিজন করিতে হইবে। শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর মনঃশিক্ষার 'সদা হৃদয়ং নিধায়' বিচার অনুসরণ করিতে হইবে। আমাদের এক উদ্দেশ্য—এক পদ্ধতি—একায়ন-পন্থা হওয়াই প্রয়োজনীয়। বহুয়ন-পন্থা হইলে পরস্পরের স্বার্থ লইয়া নানাপ্রকার বিবাদ-বিসংবাদ উত্থিত হইবে—সব উল্টাপাল্টা হইয়া যাইবে।

———:০:———

পত্র-প্রেরকগণের প্রতি

'গৌড়ীয়'-গ্রাহক (৪০৩১নং) শ্রীযুক্ত অমাচিতাদ দত্ত মহাশয় অবসুদ্ধ (যৌবনুষ) হইতে যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তদুত্তরে বক্তব্য এই যে,—বার্ত্তাকু, অলাবু, কলম্বীশাক প্রভৃতি যে হরিকিকিবিলাসে ভোজন নিষেধ দেখা যায়, এবং হরিতকিবিলাসেই আবার উহার বাধরা দূর হয়, তদ্ব্যতীত শ্রীগোবিন্দলীলামৃতাদি-গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের ভোজ্য-বস্তুর মধ্যে বার্ত্তাকু ও অলাবু এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৈবেদ্যের অন্তর্গত দ্রবদুম্বী প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, তাহা কলম্বস্তকগণ এইরূপ ভাবে বিচার করেন,—"বার্ত্তাকু বলিতে খেতবেগুনই বিষ্ণুভক্তের পক্ষে নিষিদ্ধ, গোলাকৃতি লাউ বা অলাবুই ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে। উভয় বা বহুদুম্বুরের মধ্যেও বিভিন্ন ভেদ দৃষ্ট হয়। কলম্বী বিশেষ ও হরিশয়নকালে বা চাতুর্ম্মাস্য-কালে কলম্বীশাক নিষিদ্ধ।

—:০:—

ময়মনসিংহের মহেড়া ডাকঘর, ছাওয়ালি দালালবাড়ী হইতে শ্রীযুক্ত উমাচরণ দেবভূতি মহাশয় যে কএকটি প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার উত্তর সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভ-বিভাবিত চিত্তবৃত্তি—যাহা শ্রীস্বরূপ-শ্রীরূপাদি পরিপোষণ করিতেন, সেই ভাবের আনুগত্যে স্বরূপ-রূপানুগত্য। স্বরূপ-রূপানুগত্যে সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস-দোষ নাই—যাহা বঙ্গ-বিপ্রকবির আদর্শে প্রদর্শিত হইয়াছে।

২। লেখকের কথিত পুরুষ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ, না বহিরঙ্গ, তাহা স্বরূপ-রূপানুগত্যের কষ্টিপাথরে প্রমাণিত হইবে।

৩। 'সিদ্ধান্তরত্নাবলী' ও 'ভোগমালা' প্রভৃতি গ্রন্থ কোন গোস্বামী, কিংবা তৎপরবর্ত্তী শ্রীল কবিরাজ, ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীনরোত্তম, শ্রীশ্রীনিবাস, শ্রীশ্যামানন্দ, শ্রীবিশ্বনাথ-বলদেব, শ্রীজগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর—কেহই প্রামাণিক বলিয়া জানান নাই।

৪। বৈষ্ণব-নিন্দা বৈষ্ণবোচিত ধর্ম্ম নহে, কিন্তু অবৈষ্ণবকে বা কল্পিত বৈষ্ণবকে 'বৈষ্ণব' বলিলে ও প্রকৃত বৈষ্ণবের সহিত তাহাকে সমান করিলে অপরাধজনক বৈষ্ণব-নিন্দা হয়।

৫। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় অন্তরঙ্গ ভক্তগণের স্বাভাবিক বৃত্তিই জীবের মনোধর্ম্মসঙ্গ-ছেদন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতকে, গোপাল-চাপালকে, শ্রীবল্লভ-ভট্টকে, রামানন্দী বৈষ্ণব রামদাসকে, বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে, ছোট হরিদাসকে এবং অসংখ্য ব্যক্তিকে তীব্র ভাষায় শিক্ষা প্রদান করিয়া ও তাঁহাদের প্রাণে আপাত উদ্বেগ দিয়া মহাবদান্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ও অন্তরঙ্গ শ্রীস্বরূপ-দামোদর বঙ্গদেশীয় বিপ্রকবির গৌরস্তুতি-মূলক কাব্যে সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস-দোষ প্রদর্শন করিয়া তাঁহার প্রাণে উদ্বেগ দেওয়ায় কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন? গুরুদেব শিষ্যকে শাসন করিয়া, সাধুগণ জীবের হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিয়া, তাহাদের প্রাণে উদ্বেগ প্রদান করিয়া কি হিংসা করেন,—না দয়া করেন? 'প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ'—এই দুইটি শ্রুতির কথা সদ্গুরুপাদপদ্ম হইতে আলোচনার অভাবেই ঐরূপ প্রশ্নের উদয় হইতে পারে।

৬। জীব—বদ্ধ, তাহাতে 'কৃষ্ণ'বুদ্ধি অপরাধজনক। আচার্য্য বদ্ধ নহেন,—গুরু; কিন্তু কল্পনা করিয়া আচার্য্য সৃষ্টি করিলে তাহা আচার্য্য-পদবাচ্য হইবে না। আচার্য্য 'বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণ' নহেন, তিনি 'আশ্রয়বিগ্রহ কৃষ্ণ'। এই সিদ্ধান্তের অনুকরণ কিংবা বহুরূপ করিয়া যে-কোন লোককে 'আচার্য্য' খাড়া করিয়া তাহাতে 'আশ্রয়-জাতীয় কৃষ্ণ'বুদ্ধি করিলে জীবপাদপি-জীবন অপরাধ হইবে। মর্ত্য-জীবকে 'বাঙ্গীচপতন' প্রভৃতি বিকৃত যন্ত্রিকের ছড়ায় ভূষিত করিলে বা ভগবদবতার বলিয়া খাড়া করিলে শুদ্ধবৈষ্ণবগণ উহাকে পাষণ্ডতা বলিয়া পরিহার করিবেন। এই সকল কথা বুঝিতে না পারিয়া সত্য-কথা-কীর্ত্তনকারীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে নিজের অমঙ্গল হইবে। নিষ্ঠাবান সত্যবাদী পাষণ্ডতার তোষামোদে কখনও সত্য ত্যাগ করেন না।

৭। যে-কোন মর্ত্য ব্যক্তিতে 'আচার্য্য'-বুদ্ধি বা আচার্য্যে 'বিষয়-জাতীয় কৃষ্ণ'বুদ্ধি, কিংবা মালা-তিলক দেখিলেই বৈষ্ণব-বুদ্ধি, কিংবা সকল বৈষ্ণবকেই সমবুদ্ধি মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত নহে—উহা প্রাকৃত সহজিয়া ও মায়াবাদিগণের সিদ্ধান্ত। শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাপ্রভু কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম-ভেদে ত্রিবিধ বৈষ্ণবের কথা বলিয়াছেন। শ্রীরূপও উপদেশামৃতে তাহা জানাইয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

যে যেন বৈষ্ণব, চিনিয়া লইয়া,
আদর করিব যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা, যাহে সর্ব্বসিদ্ধি,
অনায়াসে পাইব তবে॥

৮। সাক্ষাৎ অধোক্ষজ-ভক্তিশিক্ষাদাতা অধোক্ষজ-ভগবানের নিজ-জনই আচার্য্য-পদবাচ্য।

৯। বঞ্চক গুরু ও মহাপুরুষকে চিনিবার উপায়—অসৎসঙ্গ-পরিবর্জ্জন-পূর্ব্বক অকপটে সৎ-সঙ্গ-বরণ ও অধোক্ষজ-পরমেশ্বরের নিষ্কামকর্ম্মে সর্ব্বাত্ম-সমর্পণ।

১০। গুরুতত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ গুরুদেব—আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্, আর কৃষ্ণ—বিষয়-জাতীয় ভগবান্। জীব—সংসার-বদ্ধ, আর বৈষ্ণব—সংসার-মুক্ত; জীব—ভোক্তৃঅভিমানী, আর বৈষ্ণব—অপ্রাকৃতদেবকাভিমানী; জীব—প্রাকৃত ও সদ্গুরু-পাদাশ্রয় হইতে বঞ্চিত, কর্ম্মফল-ভোক্তা, আর বৈষ্ণব—অপ্রাকৃত শ্রৌতপন্থাবলম্বী ও কর্ম্মবন্ধন-মুক্ত।

১১। সদ্গুরু-পাদাশ্রিত না হওয়া পর্য্যন্ত সাধারণের নিকট গুরুধ্যানের প্রণালী অপ্রকাশ্য। হৃদয় হইতে সকল কৈতব ও দুঃসঙ্গ বিতাড়িত করিবার অকপট আর্ত্তি থাকিলে কৃষ্ণই সদ্গুরু প্রেরণ করেন। অন্যাভিলাষ ও কপটতা থাকিলে কপটগুরু জাগো লাভ হয়। গুরুত্বের নিজেকে 'গুরু' বলে ও বলায়, অপরের দ্বারা ভগবান্ সাজিতে

চাহে। যে গুরু আপনাকে ভগবান্ মনে করে, সে বাউল ও মায়াবাদী পাষণ্ড। কোন বৈষ্ণব-সদ্‌গুরু শিষ্যকে প্রণত তুলসী নিজ চরণে প্রণাম করেন না। যে ঐরূপ আচরণ করে, সে মূল বিষয় ও আশ্রয় বিগ্রহের নিত্যসিদ্ধ মঞ্জরীর চরণে অপরাধী, পাষণ্ড, মায়াবাদী, বাউল।

১২। এই প্রশ্নের উত্তর ৯ম ও ১০ম সংখ্যার প্রবন্ধ হইয়াছে। গুরুতে বিষয়বিগ্রহ-বুদ্ধি, বিশেষতঃ কল্পিত গুরুতে 'কৃষ্ণ'বুদ্ধি—অর্থাৎ, তদ্দ্বারা মহাপ্রভুর সেবা ও কৃষ্ণপ্রেম লাভ কথা দূরে থাকুক, তাহা হইতে চিরতরে ভ্রষ্ট হইতে হয়।

———(:০:)———

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথার মর্ম্ম

গত ১৭ই ডিসেম্বর (১৯৩৬) রাত্রে বরিশাল জেলার অন্তর্গত ঝাটাজোড়নামক স্থানের শ্রীযুক্ত ● ● অধিকারী নামক জনৈক ব্রাহ্মণদ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করেন। [গত ১০ই ডিসেম্বর রাত্রে প্রভুপাদের বক্তৃতাকালে উক্ত অধিকারী মহাশয় তাঁহার মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনসহ সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ গুরু হইয়াও শিষ্যের প্রতি কি প্রকার ধৈর্যপূর্ণ ব্যবহারের আদর্শ প্রদর্শন করেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন।] দুইঘণ্টা বিষয় প্রবণ করিবার পর সদ্‌গুরু-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন—"আমি এক সময় অ..... ... গোস্বামীকে বলিয়াছিলাম, 'বৈষ্ণবের গুরু' একথাটি কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে? বৈষ্ণবের ত' শিষ্যই হওয়া যায়। যিনি গুরুর কার্য্য করিবেন, তাঁহার বিচার হইবে—'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ।' তিনি 'তৃণাদপি সুনীচেন' বিচারের অনুসরণ করিবেন। বৈষ্ণবগুরুর শিষ্যেরই গুরুত্ব সম্ভব, নতুবা নশ্বর অবস্থাবী। নশ্বর বাস্তিক হইয়া আত্মমদে উদাসীন থাকায় কখনও গুরুর কার্য্য—ভগবদ্ভজনবিধান করিতে পারেন না। এই সময়ে মোহিত বাবু আসেন। জনৈক ব্রহ্মচারী তাঁহার কনিষ্ঠ-পুত্রের পড়াশুনা কিরূপ হইতেছে জিজ্ঞাসা করায় প্রভুপাদ বলিলেন—পিতা কি প্রকারে পড়াশুনা করিতেছেন, 'গৌড়ীয়', 'নদীয়া-প্রকাশ' কিরূপ আলোচনা করিয়া থাকেন, তাহার কথাই আগে জিজ্ঞাসা করিতে হয়। তাহাতে মোহিত বাবু সবিনয়ে নিবেদন করিলেন—আজ কাল বেদের প্রবন্ধ গৌড়ীয়ে পাইয়া থাকি, তাহার আর তুলনা নাই। তখন প্রভুপাদ বলিতে থাকেন—

ভগবানের সেবার জন্য আমাদের যন্ত্রকার পড়িয়া গেলে তাঁহার সম্বন্ধে কি কথা আছে, তাহা আমাদের জানিয়া রাখা আবশ্যক, তবিষ্যতে প্রয়োজন হইবে। এখানে থাকিতে থাকিতে ভগবানের সঙ্গে কি কি কার্য্য আছে ও পরে কি কি কার্য্য হইবে এবং সে ইতিকার্য্যের প্রতিকূলে কি কি কার্য্য আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে, সেই সকল বিঘ্নের হস্ত হইতে পরিত্রাণেরই বা উপায় কি, তাহা জানিয়া রাখা দরকার।

শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীরঘুনাথদাস-শ্রীনরোত্তমঠাকুর প্রমুখ মহাজনগণের গ্রন্থে যে সকল কথা পাওয়া যায়, সে সকল কথার সন্ধান রাখা দরকার। তাঁহারা এদেশের লোক ছিলেন না, তাঁহারা সাক্ষাৎ গোলোকের বস্তু—গোলোকনাথের নিত্যপরিকর। তাঁহারা Absolute হইতে—বাস্তববস্তু বিষয়-বিগ্রহের সহিত তদাশ্রিত সম্প্রদায়ের কি কি কথা—কি কি কথাবার্ত্তা আছে, তাহার কিছু কিছু তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে রাখিয়া গিয়াছেন। অপ্রাকৃত রসবিচার সম্বন্ধে যাহা শ্রোতব্য এবং শ্রবণের পর যাহা আমাদের কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধানে আলোচনা হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে তদনুকূল যোগাযোগ না ঘটিলে কিছুতেই সুবিধা হইয়া উঠে না। তজ্জন্য এজগতে missing line ও Cementing bridge দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

আমি শৈশবে যখন স্কুলে পড়িতাম, তখন একদিন আমার জনৈক আত্মীয় আমার পড়ার টেবিলের দুয়ারে একখানি 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' পাইয়া আমাকে বলিলেন—"তোমার এখন এ সব কেন?" আমি খুব শাসনের মধ্যে পড়িয়া গেলাম। সাধারণ লোকে যে সমস্ত কথায়

কোন খবর রাখেন না, বৈষ্ণবের গৃহে জন্মগ্রহণ করার ফলে আমাদের প্রথম হইতেই—অতি শিশুকাল হইতেই সে সকল কথা শুনিবার ও আলোচনা করিবার সুযোগ হইয়াছিল।

শ্রীমদ্ভাগবতে জগৎ কি জিনিষ, জগতের অধীশ্বর জগন্নাথ কোন্ বস্তু, জগন্নাথের সহিত জগতের কি সম্বন্ধ, তাহা 'তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং' প্রভৃতি শ্লোকে বলা হইয়াছে। জগতের ভোক্তৃঅভিমানীর ভোগ্য বিষয় ও জগন্নাথের ভোগ্য বিষয়গুলি এক নহে। ইহজগতে অনিত্য সুখস্বাচ্ছন্দ্য-প্রাপ্তিই ভোগীর আকাঙ্ক্ষণীয় পদার্থ, ভগবানের সঙ্গে তাহাদের একপ্রকার কোন সম্বন্ধই নাই। মায়াবাদি বা মিশ্রভাবযুক্ত যাঁহারা, তাঁহারাও ভগবানের সেবার কথা কিছুই বুঝিতে পারেন না। এতদুভয়ের অতীত অবস্থা যাঁহাদের, যাঁহারা সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে অজ্ঞাতিলাবিতা-শূন্য—জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃত হইয়া অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনের বিচার বরণ করেন, তাঁহারাই কৃষ্ণভজনের সন্ধান প্রাপ্ত হন। নতুবা সে রহস্য কাহারও ভেদ করিবার সামর্থ্য নাই।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী বলিতেছেন—

যং ব্রজন্তমনি সখি প্রবিশ্য পুংসোঽস্মিন্
পুংসঃ পরস্য বপুষো ন হি পশ্যতীতি।
বিশ্বাধরে ক্ষতমনাগপরক্তকাষা
যস্যে বাধাদি কিমু তদ্ধুকপূরুষেণ॥

সাধারণ সংস্কৃত জানা লোক এই সকল শ্লোকের মর্ম্মার্থ কি বুঝিবেন? নিজ গুরুপাদপদ্মকে—শ্রীরঘুনাথ বলিতেছেন শ্রীরূপপাদকে—"হে সখি! শ্রীরূপ-মঞ্জরি! আপনি এই ব্রজমণ্ডলে বাস করিতেছেন, ব্রজে দক্ষচিত্রা—সতী বলিয়া আপনার প্রসিদ্ধি আছে। আপনি কখনও পরপুরুষের মুখও দর্শন করেন না। আবার আপনি প্রোষিতভর্তৃকা, আপনার স্বামী দূরে বাস করেন। তবে তাঁহার অনুপস্থিতিকালে আপনার কপোলদেশে যে সম্ভোগের চিহ্ন দেখা যাইতেছে, কোন শুকপাখী কি একার্য্য করিয়াছে?"

এরকম ধরণের কথা সাধারণ লোকের আলোচ্য বিষয় নহে। 'আপনি পরপুরুষের সঙ্গ করেন না, পতিপ্রাণা, morallst (পঞ্চচিত্রা) আপনি' ইত্যাদি শুকের এতেলাকে লক্ষ্য করিয়া ত' বলা হইতেছে না। শিক্ষের মুকাবয়ায় শুকে ব্রজবাসিনী-বিচারে এরূপ বলা হইয়াছে। শ্রীরতিমঞ্জরী রঘুনাথ মুক্তবিচারে মুক্তবিচারের গুরুপাদপদ্ম শ্রীরূপ-মঞ্জরীকে বলিতেছেন—"বোধ হয় শুকপাখীতে মুখটা ক্ষত করিয়াছে, নতুবা স্বামী নাই, অথচ সম্ভোগের চিহ্ন কেন?" এই যে অপ্রাকৃত পারকীয় রসের বিচার, যাহা শিষ্য গুরুকে বলিতেছেন, ইহাই ভজনের কথা। কিন্তু ইহা ত' সাধারণ এস্ • • ক্লাসের ব্যক্তির বুঝিবার নয়! তাঁহারা বলিবেন—"Bengal Baisnabs বড় মূর্খ, Krishnites numerous, কিন্তু least intellectual; ভারতের ১২ আনা লোক বৈষ্ণব আর শৈব, রাম ও কৃষ্ণভক্তরাই বৈষ্ণব, রামভক্তরা Strong ইত্যাদি।" ইঁহারা মনে করেন, এই সকল অদ্ভুত গবেষণা-দ্বারা বুঝি তাঁহাদের অনেকটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হইল। এই সকল ভ্রান্ত গবেষণা অনুশীলন করিলে মানুষ কি লাভবান্ হইবে? ছ'দশ বছর পড়িয়া শুনিয়া বা ঐরূপ আধ্যক্ষিকতা লইয়া শত সহস্র যুগযুগান্তর ধরিয়া পড়িয়া শুনিয়াই বা মানুষ অধোক্ষজ-পরতত্ত্বের ভজন-রহস্যের কথা কি বুঝিবে? মাঝে ত' অনেক gap পড়িয়া গেল। আধ্যক্ষিকগণ অক্ষজবিচার-দ্বারা অপ্রাকৃত ভূমিকার কথা বুঝিতে গিয়া নানা অনর্থ ঘটাইতেছেন। এজগতে যে পারকীয় রসের কথা অত্যন্ত হেয়, সেজগতে—যেখানে ভোক্তা এক অদ্বিতীয় স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম অধোক্ষজ-পরতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন, আর সকলই তাঁহার ভোগ্য, সেখানে পারকীয় বিচারই সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয় বলিয়া পরমমুক্ত-মুকুটশিরোমণিগণ-কর্ত্তৃক বন্দিত হইয়াছে—'পারকীয়ভাবে হয় রসের উল্লাস'। সাধারণ নীতিবাদিগণ ইহাতে নীতির অভাব দেখেন, অথচ এইটিই মুক্তপুরুষদিগের একমাত্র আলোচ্য বিষয়।

এইসকল বিচারের গ্রন্থ আছেন, তবে সেই সমস্ত Sealed book. ঠাকুর মহাশয়ের গ্রন্থে মুক্তজীবনের ভজনকথা বা মুক্তজীবনের ভজন-লালসার কথার কিছু কিছু ইঙ্গিত দেওয়া আছে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও অতি সন্তর্পণে কিছু ইঙ্গিত দিয়াছেন। তাঁহার কল্যাণকল্পতরুর 'অভিসার' গীতি-মধ্যে এই কথা কয়টি লেখা আছে—

কেন মোর দুরদৃষ্ট সেবনী নাহি সরে।
'অভিসার' আরম্ভিয়া সকম্প অন্তরে॥
মিলন সম্ভোগ বিপ্রলম্ভাদি বর্ণন।
প্রকাশ করিতে নারি সরে মন মন॥
দুর্ভাগা না বুঝে রাসলীলা-তত্ত্বসার।
শূকর যেমন নাহি চিনে মুক্তাহার॥
অধিকারহীনজনমঙ্গল চিন্তিয়া।
কীর্ত্তন করিনু শেষ কাল বিচারিয়া॥

অবশ্য তাঁকবিরাজ ঠাকুর তাঁহার ঐ গ্রন্থের পর আরও অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তখনের ক্রমপন্থা উদ্ঘাটন করিয়া যাঁহারা অনধিকারচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা তত্ত্বস্তরে অপরাধী হইয়া মহাজনের বিচার-তাৎপর্য্যবোধে সম্পূর্ণ অসমর্থ হন।

বিরহ-বিচারে যাহাতে লোকের অসুবিধা না হয়, এজন্য missing link দেখাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে। How soul is translated to the Transcendence—কি করিয়া আত্মা পরজগতে কৃষ্ণচরণকল্পদ্রুমে নীত হইতে পারেন, সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি কিপ্রকার, তাহা নানাপ্রকারে বুঝাইবার যত্ন হইতেছে। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ ও শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুদের আনুগত্যের নামে বঙ্গদেশে নানা ব্যভিচারস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। প্রকৃতিজাত জগৎ যে এক জিনিষ, আর অপ্রাকৃতজগৎ যে সম্পূর্ণ অন্য জিনিষ, তাহা অল্পবুদ্ধি লোক বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। তাঁহারা মুড়ি-মিশ্রি এক করিয়া বসেন। অপ্রাকৃত বিচারকে প্রাকৃত ব্যভিচারের অন্তর্গত করিবার এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি সর্ব্বতোভাবে গর্হণযোগ্য।

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণু-নিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥

সাধারণ অজ্ঞ লোক non-absolute-এর রাজ্যে বাস করায় তাঁহারা কৃষ্ণ, কালী, শিব, বিষ্ণুতে তফাৎ বুঝেন না। তাঁহারা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোক্ত—

"কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥"

শ্লোকের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন না। মনুষ্যজাতি কৃষ্ণকথা ছাড়িয়া অন্যান্য কথায় ব্যস্ত হইয়া অন্যদেবতাপূজার জন্য দৌড়াইতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন চিত্তাস্রোতে ভাসমান হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কামনার বশবর্ত্তী হইতেছেন। অমেধ্য-ভক্ষণ-প্রবৃত্তি, ধন-জন-পাণ্ডিত্য-তদবতীতার্থাদিপ্রভৃতির আকাঙ্ক্ষা, পরস্বাপহরণ-চেষ্টা, পরস্ত্রীসন্নিকৃষ্টতা প্রভৃতি কতপ্রকার অনাচারের কথা যে মানুষের নিকট আসিয়া পড়িতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কেহ কর্ম্মমার্গে বা ভোগের পথে, কেহ বা জ্ঞানমার্গে বা ত্যাগের পথে প্রধাবিত হইয়া আক্ষেপ্রিয়-তর্পণেরই বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিতেছেন। কিন্তু ঐসকল কথা যে কত দিন থাকিবে, তাহা কাহারও চিন্তার বিষয় হইতেছে না।

শরীর থাকা অবস্থায় আমাদের কি দরকার, এই শরীরটির পশ্চাতে চেতনময়ী তত্ত্বই বা কি প্রকার, তাহার বিচার না হইলে অচেতনের কথা লইয়াই আমরা ব্যস্ত হইয়া পড়িব—ও ও যে হইয়া গিয়া বহুসন্দর্ভ অনুবাদ করিবার জন্য ব্যস্ত হইব, তাহার বাহিরে যেন তাঁহার আধ্যক্ষিক-বিচার-দ্বারা কৃষ্ণলীলার মর্ম্ম ধরিয়া উঠিতে পারেন নাই, এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া বসিয়াছেন, সেইরূপ বিপত্তি ঘটিবে।

অচেতনের Philosophy (দর্শনশাস্ত্র) ও Transcendental world এর (অপ্রাকৃত জগতের) acme (চরমোৎকর্ষ) diametrically opposite (সম্পূর্ণ বিপরীত)।

প্রাকৃত জগতের সুখ দুঃখের সীমা করিতে গিয়া নির্ব্বিশেষবাদী অপ্রাকৃত জগতের সুখের acme বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। সাধারণ মনুষ্যজাতির ও পরমার্থপথের পথিকের চিন্তাস্রোত এক নহে। আমাদের task (কৃত্য) পড়িয়া গিয়াছে—অপারমার্থিক ক্লাসের লোককে টানিয়া আনিয়া নিরপেক্ষতা শিখান'—পরমার্থপথের সন্ধান জানাইয়া দেওয়া। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে জিনিষটি দিবার জন্য আসিলেন, তাহার সন্ধান না পাইয়াই আমাদের বিচার অন্যরূপ হইয়া যাইতেছে।

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥"

শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি আমাদের হৃদয়কন্দরে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন, এ প্রার্থনা আসিতেছে না। শ্রীচৈতন্যদেব যে বিপ্রলম্ভের কথা বলিলেন, সে রাজ্যের কথা কেবল ভাব-

তের কেন, জগতের কোন লোকই জানেন না। অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি ব্রজেন্দ্রনন্দন উপাস্য; যাদব প্রকার হলে (পক্ষ মূর্খাস, সপ্ত গৌরস) 'রসো বৈ সঃ' তাঁহার ইন্দ্রিয়-তর্পণই উপাসনা—এই সকল কথার কোন সন্ধান না রাখিয়া উপাস্য-উপাসনা-নির্ণয়ে আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ-বিচারই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। তোমার সুখ হয়, দুঃখ হয় হউক, তুমি মর কিম্বা বাঁচ, আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ হইলেই হইল, আমার অভীষ্ট-সিদ্ধি লইয়াই কথা—ইহা কখনও পারমার্থিকের বিচার নহে। Conception of Godhead (ভগবানের ধারণা) সম্বন্ধেই উল্টা-পাল্টা বিচার আসিয়া যাইতেছে। জড়জগতের ছায়া দর্শনেই মানুষের চিন্তাস্রোত প্রধাবিত হইতেছে, মূল বস্তু দর্শনের চিন্তা আসিতেছে না। লোকে বড় বড় কথা বলিয়া উঠিতে পারিতেছে না। আবার 'ইঁড়ে পাকা' হইলেও সর্ব্বনাশ। মধুপূর্ণ কাচভাণ্ডের বহির্দ্দেশে বসিয়া মক্ষিকার মধুপানচেষ্টা বা রাবণের ছায়াসীতা-হরণের দুর্ব্বুদ্ধি যেমন প্রকৃত মধুপান বা রামরক্ষীসীতা-হরণ নহে, তদ্রূপ মনুষ্যের ভোগ্য বিষয় কখনও ভগবদ্ভোগ্য হইতে পারে না বা ভগবদ্ভোগ্য বিষয় কখনও মনুষ্যভোগ্য হইতে পারেন না। ভগবদ্ভোগ্য বিষয় অজ্ঞলোকের approachable নহেন। 'রাম দুর্ব্বল বলিয়া রাবণ রামের পত্নী হরণ করিল',—এরূপ কোন কথা নহে। "সীতাদেবীর প্রার্থনায় অগ্নি ছায়া-সীতা প্রস্তুত করিলে রাবণ সেই ছায়াসীতা হরণ করিয়াছিল, রামপত্নী সীতাদেবী বহ্নিপুরে ছিলেন। যখন রামচন্দ্র পরীক্ষা করেন, তখন ছায়াসীতা অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন, অগ্নিদেব মূলসীতাকে রামচন্দ্রের নিকট আনিয়া দেন।" ইহাই প্রকৃত সিদ্ধান্ত।

ভগবৎসেবা করিতে গিয়া ভোগবুদ্ধি মাঝে আসিয়া পড়িলে সেবা আর হইয়া উঠে না। অনেক লোকেরা কত বড় বড় কথা শুনিল, অথচ কোথায় nonabsoluteএর রাজ্যেই পড়িয়া রহিল! কাউল বাউল পাগল, কর্ত্তাভজার দল যেমন। তাহারা মনে করে,—ভগবদ্ভজনের কথা অতিরঞ্জিত, মানবিক তাহাদেরই ব্যভিচারটি supported হউক। এমন কি ০ ০ শাস্ত্রীর মত লোকও বলিয়া গিয়াছেন—ঠাকুর নরোত্তম প্রভৃতি যে সব কথা বলিয়াছেন, সব গোলমালের কথা। উঁহাদেরই তাবক সম্প্রদায় প্রাকৃতসহজিয়া হইবে না ত' আর কি হইবে? উহারা "প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর। বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥"—কথাটির মর্ম্ম বুঝিতে পারে না।

'জগৎ ও জগন্নাথ' বলিয়া নিম্বার্ক শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের 'ত্বন্মায়য়ং' শ্লোক-ব্যাখ্যা-মুখে বিশেষ-ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই জগৎটিকে realistic world বলিবার মত বাহিরে প্রতিভাত হইলেও বস্তুতঃ ইহা অসৎস্বরূপ। যাহা হইতে উঠিলেও ভগবানের সহিত ওতপ্রোতভাবে সম্বন্ধ থাকায় বস্তুতঃ ইহার নিত্য অস্তিত্ব আছে বলিয়া ধারণা হয়, কিন্তু তাহা নহে। জগতে অনেক বিচিত্রতা আছে বটে, কিন্তু phenomenal existence এর permanency নাই—বরাবর থাকিবে তাহার কোন assurance নাই। It will undergo transformation. ইহা স্বপ্নবৎ। স্বপ্নকালীন প্রতীতির সহিত জাগরকালীন প্রতীতির ভেদ আছে। মনুষ্যের জাগতিক প্রতীতিগুলি স্বপ্নবৎ, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের Impression পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। রূপ-রসাদি জাগরকালে উপলব্ধির বিষয়-সমূহ স্বপ্নবৎ, আবার স্বপ্নকালের শিংহাদি বিষয় জাগরকালে অস্তিত্বশূন্য। এই প্রকার আমাদিগের জীবদ্দশায় যে সকল জাগতিক বিষয়ের অনুভূতি হয়, তাহা অল্প সময়ের জন্যই সত্যবৎ, উহাদের durability (স্থায়িত্ব) নাই। ঐ সকল অবান্তর ব্যাপার লইয়া আমরা কেন উন্মত্ত হইয়া পড়ি? 'অন্তবিষণ্ণং'—আমাদের বুদ্ধি—বিচারশক্তি অস্ত হইয়া যাইতেছে। Atoms--molecules true investigationকে বাধা দিতেছে—Intelligence obstructed হইতেছে। Intelligentsia বলিয়া যাঁহারা অভিমান করিতেছেন, তাঁহারাই least intellectual. Phenomenal object লইয়া যাঁহারা মত্ত, তাঁহাদের নিত্যতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। In the long run they will be frustrated. প্রাকৃত বিষয় লইয়া মত্ত হইলে নিত্যমঙ্গল হইতে deprived হইতে হইবে। যেহেতু ঐ পথ 'পুরুদুঃখবহম্'—'পুরু'—ঘন—intense, মানুষ শেষে অতিশয় দুঃখে frustrated হইবে। They should know that they are jumping to a wrong plane. তাহাতে বলা হইতেছে —'ঋষি,' তোমাতে জগৎ থাকায় তত্ত্ব তোমার স্তবস্তুতি

মানুষ জগতের উপর ascribe করিতেছে। কিন্তু ঐরূপ করিলে তাহাদের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে। They are hunting after the wrong phantas magoria. 'নিত্য-সুখ-বোধ-তনু' — সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে গ্রহণ করিয়াছেন যিনি। জগৎ তাঁহাতে অবস্থিত, জগতের অন্তর্গত তিনি নহেন। বিষয়াশ্রয়কে ছাড়িয়া বিষয়ধর্মেই যত অসুবিধা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। তাহাতেই বন্ধ বলিয়া ভ্রম হইতেছে। শ্রীব্রহ্মসংহিতার উক্ত হইয়াছে—

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধন-শক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

কৃষ্ণের shadow—ছায়ার ন্যায় দুর্গা। তিনি গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ বিশ্বের ভয়স্থিতিভঙ্গ বিধান করিতেছেন—বঞ্চনা-প্রয়াসী লোকসকলকে বঞ্চনা করিতেছেন। কিন্তু মূল আদি জিনিষটি যে গোবিন্দ, তাহা লোকে ধরিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। 'গৌড়ীয়ে' এসকলের missing link না দিলে উহা intelligible course হইবে না। এই সকল কথা বিশেষভাবে আলোচনা না হইলে কিছুই বুঝিতে পারা যাইবে না।

শ্রীল দাস গোস্বামী অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি মূল আশ্রয়-বিগ্রহের কথা লইয়া যে সকল কথা বলিতেছেন, সে সকল এখানকার কথা নহে। তাঁহারা সেখানকার (অপ্রাকৃত জগতের) বস্তু, সেখানকার কথাই বলিতেছেন। এখানের লোকগুলি মায়াশক্তির—ছায়াশক্তির কথা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সুতরাং ইহারা একদিকে আর তাঁহারা আর একদিকে। ইহারা বলিবে—উঁহাদিগের বুদ্ধি কম, তাহারাই বেশী বুঝ্‌দার। কিন্তু কৃষ্ণ বলিয়া থাকেন—

আমি বিজ্ঞ, সেই মূর্খে বিষয় দেলে দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥

অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বিষয়-গ্রহণটাই মূর্খতা; কৃষ্ণ সেই মূর্খতা দূর করেন, যদি আমাদের হৃদয়ে কপটতা না থাকে। কিন্তু কপটতা থাকিলে অর্থাৎ কৃষ্ণকে সেবা করিবার—তাঁহার প্রতি অনুরাগ দেখাইবার ভাণ করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-ব্যতীত অন্তরে নিজেন্দ্রিয়তর্পণাভিলাষ পোষণ করিলে কৃষ্ণের নিকপট কৃপা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

কৃষ্ণ যদি ছুটে তবে মুক্তি হাতি দিয়া।
ভক্তি না দেন, রাখেন লুকাইয়া॥

Higher truth, better truth, more efficacious truth—এখানকার কোন কথা নহে। Nonabsolute-এর কথা লইয়া যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের কথা নহে। অবাস্তব কথা লইয়া যাঁহারা সময়াতিপাত করেন, তাঁহাদিগকে 'বিদ্বান্' আখ্যা দেওয়া যায় না। "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে। পরা চৈবাপরা চ তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ।" আধ্যক্ষিকদিগের বিদ্যা আধ্যক্ষিকী বা অবিদ্যা। অধোক্ষজ-সেবকগণ অধোক্ষজবিদ্যা বা পরমার্থবিদ্যার বিদ্বান্—অধোক্ষজ ভগবানের ঐন্দ্রিয়-তর্পণবিচারেই তাঁহাদের বিদ্যাবত্তা।

শ্রীরাধিকা, শ্রীনন্দযশোদা, শ্রীদামাদি কৃষ্ণসখা, রক্তক-পত্রকাদি কৃষ্ণদাস—ইহারা সকলেই কৃষ্ণসেবার উন্মুখ। কিন্তু এজগতের কাকা, মাতামহী, সখা, দাস প্রভৃতির বিচার বিপরীতজাতীয়, এখানকার সবই ছায়া। যাঁহারা এই সকল ছায়ার মায়ায় মুগ্ধ, তাঁহারা অপরা বিদ্যা বা অবিদ্যার কিঙ্কর হইয়া কামাদি রিপু-কবলিত। ইহজগতে এই কামাদির হস্ত হইতে যদি কেহ পরিত্রাণ পাইবার ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার বাস্তবসত্যে অকপট শ্রদ্ধা হওয়া দরকার। শ্রদ্ধা হইলেই অপ্রাকৃতরাজ্যের কথা ধরিতে পারা যায়। শ্রদ্ধাই medium. পরবিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা না হইয়া বোকামির দিকে হইলে মঙ্গল হইবে কি প্রকারে?

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

—ভগবৎকথা শ্রবণে শ্রদ্ধা না হওয়া পর্য্যন্ত মনুষ্যের নানা বিষয়ে মতি দৃষ্ট হয়। যাঁহারা জগতে কর্ম্মবীর বলিয়া প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিতেছেন, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে বাষ্টি বা সমষ্টিগত ভাবে নিজসুখ ব্যতীত আর কিছুর অন্বেষণ করেন না। এ জগৎ পরজগতের ছায়া স্বরূপ। সে জগতের কথা বাস্তবতঃ এরূপই মনে হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

এখানে যদি সংসারটাই প্রবল হয়, তবে সে দেশের কথাকে বিপরীত বলিয়া মনে হইবে।

বিষয়টি এই যে, আমাদিগকে ক্রমশঃ এ জগৎ হইতে

চলিয়া যাইতে হইবে। যদিও লোকগুলি কিছুতেই বুঝিতে চাহিবেন না, তথাপি এ সকল কথা কিছু কিছু বলিয়া রাখা আবশ্যক। অনেকে বলিতেছেন, আপনারা জগতের কি করিতেছেন? আমরা উত্তরে বলি—আমরা বৃথা সময় কাটাইতেছি না। এ জগতের কোন কথায় আমাদের দরকার নাই। 'সদা সত্য কথা বলিবে' প্রভৃতি শিশু-পাঠ্য নীতি-কথাও আমাদের অধিক দরকার পড়িয়া যায় নাই, তবে অক্ষরজ্ঞানের জন্য পড়িতে হইয়াছে বটে। কৃষ্ণপাদপদ্মই একমাত্র বাস্তব সত্য, যে সত্য তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান নহে, তাহা কখনও সত্য নহে, তাহা মিথ্যা, তাহার অনুসরণ অসতের পথে লইয়া যায়। তাঁহার নিষ্কপট সেবাই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন, তাহাকেই প্রকৃত সত্যের অনুসরণ বলে। শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথাই আমাদের একমাত্র জীবাতু হউক।

এই সকল কথা বলিতে বলিতে প্রভুপাদ এক অতিমর্ত্য ভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের "আমার জীবন সদা পাপে রত" ও "গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া" প্রমুখ স্বরচিত গীতিসমূহ আবৃত্তি করিতে থাকেন। প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব ভক্তিমৈত্রের মহোদয় ঐ গীতিসমূহ কীর্ত্তন করেন।

—:o:—

দৃশ্য ও দ্রষ্টা

[শ্রীঅপর্ণা দেবী]

আমরা বদ্ধ জীব, আমাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের সহিত যথার্থ দেহীর ভেদ বর্ত্তমান আছে। আমার দেহ ও দেহী এক বস্তু নহে। মায়া দেবীর বন্দীশালায় এই জড় দেহটা লাভ করিবার পর প্রাকৃত স্বজনের নিকট যে নাম প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাও আমার নিত্য স্বরূপগত নাম নয়। আমি বাহিরের জগতে স্ত্রী, পুরুষ, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, যুবক-যুবতী, ধনী-নির্ধন ইত্যাদি যে সব পরিচয়ে পরিচিত, তাহার সহিত আমার যথার্থ স্বরূপের নিত্য পার্থক্য বিদ্যমান। নাম, দেহ ও স্বরূপের বিভিন্নতাই আমার ধর্ম্ম।

পরম করুণাময় শ্রীভগবান্ বিষয়বিমূঢ় বদ্ধজীবের উদ্ধারের জন্যই এই প্রপঞ্চে প্রকট হইয়াছেন; তিনি স্বরাট্ প্রভু, সর্ব্ব পরিপূর্ণ চেতন বিগ্রহ, তাঁহার কোনও অভাব নাই; তথাপি সেবক-বৃন্দের বিবিধ সেবা-প্রবৃত্তির দ্বারা নিত্য নবনবায়মান লীলা-চমৎকারিতা বিস্তার করিতেছেন।

আমার যেরূপ দেহ ও দেহীতে, নাম ও নামীতে, বাহিরের রূপে ও যথার্থ-স্বরূপে নিত্য-ভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তদ্রূপ বিগ্রহে তদ্রূপ অবস্থার অবকাশ নাই। সে জন্যই শ্রীচরিতামৃত গাহিতেছেন—

"'নাম,' 'বিগ্রহ,' 'স্বরূপ'—তিন একরূপ।
তিনে 'ভেদ' নাহি,—তিন 'চিদানন্দরূপ'॥
দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি 'ভেদ'।
জীবের ধর্ম্ম-নাম-দেহ-স্বরূপে 'বিভেদ'॥
অতএব কৃষ্ণের 'নাম', 'দেহ', 'বিলাস'।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥"

—"প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে"—এ আবার কি ধরণের কথা? জড়ীয় মাপ কাঠিই যাঁহাদের সর্ব্বস্ব, তাঁহারা তো এখনই বলিবেন,—"তবে কি আমরা ঠাকুর দেখ্‌তে পাই না; ঐ তো স্কুলন, অন্নাষ্টমী, গোপাষ্টমী ইত্যাদিতে কত ঠাকুর বাড়ী যেয়ে ঠাকুর দেখে আস্‌ছি, কত গোপাল-নাচ, রাই নাচ, আর সুবল সুধাম সহ কানাই বলাইএর লীলা দেখ্‌ছি। এ আবার কি কথা!" কিন্তু আমাদের ত' অসহিষ্ণু হইয়া কেবল অমঙ্গলের পথ বরণ করিলেই চলিবে না। সহিষ্ণু ভাবে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-মুখ-বিগলিত সিদ্ধান্ত-বাণী শ্রবণ করিতে হইবে।

প্রধান কথাই হইতেছে এখানে,—আমরা যে প্রকার বর্ত্তমানে আছি, যে প্রকার মনোভাব লইয়া, শ্রীবিগ্রহ-দর্শনে যাই, তাহাতে প্রকৃতপক্ষে অপ্রাকৃত শ্রীজগন্নাথদেবের দিব্য-কিশোর-মূর্ত্তির দর্শন পাই কি? এই প্রাকৃতরূপ-লোলুপ জড়নেত্র-দ্বারা সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধিকা-গিরিধরের চিন্ময় ভাবের সাক্ষাৎ লাভ হয় কি? শ্রীবিগ্রহ কি আমার ভোগলুব্ধ নয়নের নিকট স্বীয় সচ্চিদা-

নশ্বরত্ব তত্ত্ব-শ্রী আবৃত্ত করেন না? আমি যদি সত্যই ব্রজবিলাস-পুরুষোত্তমের কোটি ইন্দু বিনিন্দিত অপ্রাকৃত পদনখমণি-কিরণের সৌন্দর্য্য দর্শন করিতাম, তবে কি আর জাগতিক কোন পিপাসা থাকিত? তাহা হইলে নিশ্চয়ই পৃথিবীর নশ্বর কুসুম বা প্রস্তরে আর বিমোহিত হইতাম না। বিগ্রহের দাসত্ব নিশ্চয়ই অনুসরণীয় হইয়া উঠিত,—নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণপদনখমণির অপ্রাকৃত দ্যুতি আমার সমগ্র সত্তাকে আত্মসাৎ করিত।

আমি আমার নিজের মনে ভগবদ্বিগ্রহ দেখিয়া লইব, আমি এই দর্শন-ক্রিয়ার কর্ত্তা,—এই প্রকার বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া কোটি কোটি জন্ম ঠাকুর-মন্দিরে পড়িয়া থাকিলেও যে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, তাহা আমায় জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রজ্ঞ শাস্ত্র শ্রীব্রহ্মসংহিতা ঘোষণা করিতেছেন,—

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তি-বিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষ্বপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

প্রেমাঞ্জন-দ্বারা রঞ্জিত ভক্তি-চক্ষু-বিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্যগুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দরকে হৃদয় বৃন্দাবনে নিত্য অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দ কি আমার মত বিষয়াসক্ত দৃশ্যসেবীর দর্শনের বিষয় হন? কখনই নয়। কেন নয়, তাহাই এখন আলোচনা করিব। অখিল-নিত্যানন্দ-স্বরূপ শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের নিজজন, তিনিই কৃষ্ণের ভাণ্ডারের মালিক। তাঁহার কৃপালব্ধ ভক্তিবিলোচনের দ্বারাই অপ্রাকৃততত্ত্বের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য উপলব্ধির বিষয় হয়। যদি আমি প্রকৃতপক্ষে ভক্তপ্রবর শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের পাদপদ্মে সেবানুরাগ-সহকারে প্রপন্ন হইতে পারি, তবেই—শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম-শোভা সন্দর্শনের মত ভক্তি-নির্ম্মল-নেত্র লাভ করিতে পারিব। শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত না হইয়া, তদীয় হরিকথা-মন্দাকিনী কর্ণপুটে পান না করিয়া, স্বতঃকর্ত্তৃত্ব দর্পের বশে, শ্রীবিগ্রহ-দর্শনের জন্য যতই ছুটাছুটি করি না কেন, ইহাও যে আমার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-বাঞ্ছা, স্ব-ভোগ-চেষ্টারই নামান্তর, ইহা আমায় পুনঃপুনঃ আলোচনা করা সঙ্গত।

এই যে বাস-বাড়ী, দোল-যাত্রা ইত্যাদিতে ঠাকুর-বাড়ী, আখড়া বাড়ী, গোঁসাই বাড়ী গুলির দ্বারে দ্বারে এত নর-নারীর সমাগম, ইহা কিসের জন্য তাহা সকলেই জানেন।

সকলেই যে তখন তামাসা দেখিতে যান, তাহা বলিতেছি না; কিন্তু অনেকেই তো, 'বায়স্কোপ', 'যাত্রা' ইত্যাদি যেমন দর্শনীয় বিষয়, 'ঠাকুর দেখা'ও তেমনই একটা আমোদ-আহ্লাদের বিষয় মনে করিয়াই যান।

কোন্ ঠাকুরবাড়ীতে বেশী অলঙ্কার ও মূল্যবান্ বস্ত্রাদির দ্বারা রাধাগোবিন্দের মনোরম মূর্ত্তি রচিত হইয়াছে, কোথায় শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে কৃত্রিম উদ্যানাদি স্থাপিত হইয়া থাকে ইত্যাদি অন্বেষণ করিতেই তথু যদি সেখানে যাই এবং অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহ সম্বন্ধে 'কাষ্ঠের গোপাল' (?), 'পিত্তলের নিতাই' (?), 'জয়পুরী গোবিন্দ' (?) ইত্যাদি বিচার মনে পোষণ করি, তবে কখনই শ্রীবিগ্রহ আমাদিগকে দর্শন দিবেন না। আমরা যেমন বাহিরের বিচার লইয়া ব্যস্ত, যেমন আমাদের মাংসদৃক্ চক্ষু, তেমনই শ্রীবিষ্ণুর বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে, চিন্ময় রূপ-দর্শনের বদলে নিতান্ত স্থূল দর্শনেই বঞ্চিত হইব।

কেহ যেন মনে না করেন যে, শ্রীবিগ্রহ-দর্শনের বিরুদ্ধে কোন কথা উপস্থিত হইতেছে। সর্ব্বেন্দ্রিয়-দ্বারা শ্রীভগবদ্-বিগ্রহের তুষ্টি-বিধানই শুদ্ধ জীবাত্মার একমাত্র কৃত্য। বেদ-মুনীন্দ্র-বাঞ্ছিত শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের পাদপদ্ম-শোভার দর্শন-প্রাপ্তি জীবের পক্ষে মহা-সৌভাগ্যের বিষয়। এই সৌভাগ্য লাভের পরিবর্ত্তে কেবল যে বঞ্চিতই হইতেছি, ইহাই আলোচ্য।

তথাকথিত কোন কোন কীর্ত্তন-সঙ্ঘে শুনা যাইতে পারিতে শুনি,—

"গৌর এস হে আমারে,
একবার দেখ্‌ব তোমায় নয়ন ভ'রে।" ইত্যাদি।

এটা যেন ভৃত্যকে হুজুরে হাজির করার মত ব্যাপার। আমার ভাল লাগে, অতএব তোমায় আসিতে হইবে। এই আগমন-কার্য্যে তোমার ইচ্ছা আছে কি না আছে, ইহাতে তোমার সম্ভোষ সাধিত হইবে কি না হইবে, তাহা আমায় দেখিবার প্রয়োজন নাই। আমি আমার আনন্দ-প্রাপ্তির জন্য চীৎকার করিব - প্রাণপণে চীৎকার করিব,—

"গৌর এস হে আমারে।"

গৌরসুন্দর যে ভক্তিতাৎপর্য্যের-লীলা-দ্বারা নিখিল আপনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আকৃষ্ট করিয়া আনিয়াছিলেন, সে আদর্শ আমরা খুব কম লোকই আলোচনা করি। আমি ভগবান্‌কে দেখিব, ইহাতে আমার আনন্দ হইবে, অতএব ইহা আমি চাই-ই চাই ;—এই অভিলাষটিকে কৃত্রিমভক্তি-প্রদর্শনকারী ব্যক্তিগণ যতই সম্মান করুন্ না কেন, কৃপাময়-গণ কখনই ইহাকে আদর করেন নাই।

কেননা শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণকার শ্রীশুকদেবগণ বলেন—"একমাত্র দ্রষ্টা শ্রীহরিই নিখিল বিশ্বের ভোক্তা প্রভু, যাবতীয় বস্তু—যাহা কিছু—সবই তাঁহার দৃশ্য ও ভোগ্য। হে জীব! তুমি দ্রষ্টার সাজে সাজিয়া ভোগের ফাঁস গলায় পরিও না। কুরুক্ষেত্রমণ্ডলের নয়নোৎসব-বিধানকারী 'দৃশ্য' হও। নিজানন্দ লাভের জন্য প্রধাবিত হইও না, নিত্য সেবা জগন্নাথের চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের সুখ-বিধানে আত্মেন্দ্রিয়ের আনুগত্যে সমর্পণ কর।"

আমার সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত, আমি যদি সবারই প্রভুর দৃশ্য হইতে পারি, আমাকে তিনি সেবার যে যোগ্যতা দিয়াছেন, সেই যোগ্যতার সদ্ব্যবহার-দর্শনে যদি সুখী হন, তবেই আমার জীবন-ধারণের সার্থকতা।

ভগবান্ স্বতন্ত্র ইচ্ছাময় ; তিনি আমার হৃদয়ে তাঁহার পাদপদ্ম প্রকাশিত করিয়া আমাকে আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত করিতে পারেন, আবার অদর্শনের দ্বারা মর্ম্মাহতও করিতে পারেন। যাহাই দিউন, আর পুরস্কারই প্রদান করুন্, তিনি তো সর্ব্ববিধাতা ; যাহাই করুন না কেন, আমি তো সেই নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময় প্রভুর পদে নিত্য বিক্রীত দাস। তাঁহার সুখ-বাঞ্ছা ভিন্ন আমার তো—"সেবা দাও, সেবা দাও" বলিয়া স্বতন্ত্র অভিলাষ হওয়া উচিত নয়। তাহা যদি হয়, তবে তো আমার ভক্তি-সত্তার গতি চিরতরে রুদ্ধ হইল! সেবকের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, তিনি সেব্যের সুখে সতত পরিতৃপ্ত হন, কিন্তু কখনই নিজ-সুখাশায় সেব্যকে স্বতন্ত্রভাবে নিযুক্ত করেন না।

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

—শ্রীগীতার এই উক্তি সর্ব্বদাই হৃদয়ে জাগ্রত রাখা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আর কর্ত্তৃত্বাভিমান আমাকে দ্রষ্টার সাজে সাজাইবে না।

অনেক সময় মনে ভাবি,—যেন গর্ব্বের সহিত বলিয়াও থাকি, "আমি সদাশিব আচার্য্যপাদপদ্মের দর্শন-লাভে ধন্য হইয়াছি।" সত্য সত্য কি তাই? আমি কি বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে শ্রীগুরুদেবে শরণাগত হইয়াছি? আমি আমার দেহ-মনের অভাব নিবারণের জন্য যতটা ব্যাকুল, শ্রীগুরুদেবের প্রীতি-বিধানে কি তাহার কোটি কোটি ভাগের এক ভাগও আকুলতা পোষণ করি? আমার অন্তরাত্মা যদি আমাকে ছলনা না করে, তবে সে ত' সত্য অস্বীকার করিতে পারিবে না! আচার্য্যদেবের সতর্ক বাণী শ্রবণে যখন আমার তাদৃশ ব্যাকুলতা নাই, তখন জানিতে হইবে যে, আমার এখনই তত্ত্বীয় অশোক অভয় চারুণ পদযুগল দর্শন হয় নাই। প্রকৃত পক্ষে দর্শন পাইব সেই দিন,—যে দিন "আমার বলিতে প্রভো, আর কিছু নাই, তুমিই আমার মাতা পিতা, বন্ধু, ভাই"—ইহা জানিয়া সেই চরণে আত্মনিবেদন করিতে পারিব। কিতিপাবন বৈষ্ণবগণ,—বিষ্ণু অনুকম্পিত বৈষ্ণবগণ, যাঁহাদের দর্শন-প্রাপ্তি চক্ষুর একমাত্র সার্থকতা,—সেবা-বিমুখ এই প্রাকৃত মনশ্চক্ষুতে কি তাঁহাদের দর্শন পাই? শ্রীগুরুবৈষ্ণব-গণের সত্যাকারের দর্শন পাইলে তাঁহাদের বাণী-বরণে কখনই সন্দিহান হইতাম না, তাঁহাদের অমৃতময়ী বাণীর সেবাই আমার একমাত্র জীবাতু হইত। তাই বলি,—দর্শন এখনও পাই নাই। অহঙ্কার-বিমূঢ় মনের কৃপা অভিমান লইয়া মত্ত আছি।

পরম দ্রষ্টা, পরম সাক্ষী শ্রীগোবিন্দের আনন্দ-বিধায়ক দৃশ্য হইবার জন্য, শ্রীগোবিন্দ-প্রিয় গুরুবর্গের উপদেশ-বাণী-পালনে একান্ত ভাবে নিযুক্ত হওয়া, ইহাই আমার নিত্য-কৃত্য হউক।

শ্রীভগবান্‌কে দেখিয়া নিজের আনন্দ লাভ করার জন্য যেন কোন চেষ্টা উদিত না হয়, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রেষ্ঠ শুকদেবের শ্রীচরণ-পদ্মে নিয়ত এই কৃপা ভিক্ষা করিতেছি।

আত্মেন্দ্রিয়-বিপ্রলব্ধ প্রভুবরের করুণা-বাতীত বিষয়-বিপ্রলব্ধের করুণা কখনই লাভ করিতে পারিব না। তথাপি তিনি যিনে প্রসন্ন হইবেন, সকলে আমার তাহাই ধ্যান-জ্ঞান হওয়া দূরে থাকুক,—দিবানিশি বিষয়-বিষের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছি।

আমি ভালরূপেই জানি, আমার সেবা-বিহীন কুরূপ

আশ্রয়-জাতীয় ভগবানের বিশেষ ভক্তিতি-প্রেরক—যত্ন ধর্ম-পীড়-প্রদ; তিনি চাহেন,—আমার শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবোন্মুখতা-দীপ্ত সহজ সরল কান্তি দর্শন করিতে, তিনি রক্ত-মাংসের এই স্থূল পিণ্ডটা কখনই দর্শন করেন না। কিন্তু আমি করিতেছি কি? আমি কি একবারও ভাবিয়া দেখিতেছি যে, যুগল-প্রেমের আনন্দদায়ক দূত হইতে না পারিলে শ্রীশ্রীযুগলের কখনই আমাকে দেখিবেন না?

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় 'প্রার্থনা' গীতিতে গাহিয়াছেন—

"শ্রীরূপ মঞ্জরী সখী, মোরে অনাথিনী দেখি'
রাখিবে রাতুল দু'টি পায়।"

আমার এ জগতে অন্য কোন রক্ষাকর্ত্তা নাই, আর কেহ দেখা নাই, এরূপ জ্ঞান থাকিতে, আশ্রয়-স্বরূপ মায়িক বর্ত্তমান—এরূপ ধারণা থাকিতে, শ্রীচৈতন্যবাণী-বিগ্রহের কৃপা-দৃষ্টি আমার প্রতি পতিত হইবে না। জগতের দিক্ দিয়া যে যাহাই বলুন না কেন,—অন্তরে অন্তরে অনাথিনী, কাঙ্গালিনী—না হইলে রূপপ্রেষ্ঠের করুণায় আশা আমার পক্ষে দুরাশা মাত্র।

—:০:—

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

ময়মনসিংহ জেলার ছাওয়ালী গ্রাম-নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত উমাচরণ দেবভূতি মহাশয় একখানি বিশেষ বৈধ ও আস্তিপূর্ণ পত্রে তাঁহার কতকটি "সংশয়" জানাইয়া 'গৌড়ীয়ের' মারফত তাহার উত্তর চাহিয়াছেন। তাঁহার ভাষায় আচার্য্যের প্রতিও বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—"সপার্ষদ অভিন্ন-নিত্যানন্দবিগ্রহ, পৃথিবীতে গৌর-নামপ্রচারকারী পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য বিশ্ববিগ্রহ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সহিত আপনি আমার ন্যায় অতলস্পর্শ মূঢ়ব্যক্তির সাক্ষাৎ ধ্রুবস্থিতি পুনঃ পুনঃ প্রদান করতঃ মদ্গুরু অধোক্ষজ পাদপদ্মের সেবায় নিত্যনিযুক্ত রাখুন। আপনাদের ন্যায় পবিত্র বৈষ্ণবদঙ্গ জীবের নিত্যারাধ্য সন্দেহ নাই" ইত্যাদি। তিনি আরও লিখিয়াছেন—"আপনাদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক গৌড়ীয়পত্র ও নিত্যধর্ম-গ্রন্থাদি কতিপয় বর্ষব্যাপী অধ্যয়ন করিতেছি; কিন্তু আমার ন্যায় বালিশব্যক্তির পক্ষে বৈষ্ণবতত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার অযোগ্যতাহেতু বহু সংশয় চিত্তে উদিত হইতেছে।"

উক্ত পত্রপ্রেরক মহাশয়ের সংশয় বা প্রশ্ন এই—

১। "শ্রীগৌড়ীয়মঠস্থিত সাম্প্রদায়িক মন্ত্র গ্রহণ না করিয়া অন্য যে কোন আশ্রমী গোস্বামী মোহান্তবৈষ্ণব-বংশাবতংস শ্রীশ্রীমহান্তবৈষ্ণবগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে প্রাপ্ত মহামন্ত্র (?) জীবহৃদয়ে শ্রীগুরু, আপনাদের ন্যায় শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবমূলের ও নিত্যারাধ্য অধোক্ষজ শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব করাইতে পারেন কিনা?"

২। "যাঁহারা আপনাদের সম্প্রদায়ভুক্ত হন নাই অথচ গৌরভক্ত, গৌরধ্বনি তাঁহাদের প্রাণস্বরূপ ইত্যাদি—তাঁহাদিগকে আপনারা বৈষ্ণবোচিত সম্মান প্রদান করেন কিনা?"

৩। "বিষ্ণুবৈষ্ণবধর্ম্মকে পৃথক্ করিলে যে শুষ্কবৈষ্ণব-ধর্ম্মের উদয় হয়, সেই শুষ্কবৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী মোহান্তগণের সহিত আপনারা প্রিয়জন বলিয়া মৈত্রী স্থাপন করেন কিনা?"

৪। "যাঁহার নয়ন গলদশ্রুধারে ও বাক্য গদ্গদভাবে রুদ্ধ হইয়া প্রেমরূপ পুলকদ্বারা বপু শুধু হেলিতে দুলিতে থাকে, এইপ্রকার শুষ্কভক্তদিগকে (যাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়-মঠস্থিত সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন, অথচ অন্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-ভুক্ত) আপনারা 'ভাগবতোত্তম' বলিয়া যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন কিনা? না, "যাঁ'র ইষ্ট, তাঁ'র মিষ্ট" এইরূপ সঙ্কীর্ণতারূপ মোহগ্রস্ত হইয়া কাপটিক জীবদিগের সঙ্গে ব্যবহার করেন?"

প্রসঙ্গক্রমে প্রশ্নকর্ত্তা তাঁহার গুরুদেবের পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন,—"যশোরে পরম দুর্দ্দৈবগ্রস্ত কলিহত জীবগণের নাম ও প্রেম বিতরণের জন্য শ্রীশ্রীমান্ মহাপ্রভু গৌরসুন্দর কর্ত্তৃক প্রেরিত জগদ্গুরু মোহান্তবৈষ্ণব শ্রীশ্রীল বিষ্ণুদাস কবীন্দ্র প্রভুর (চাঁদা শ্রীপাট সাদোয়া, পূর্ব্ববঙ্গ) বংশাবতংস মদ্গুরু অভিন্ন শচীনন্দন শ্রীশ্রীল জগদ্গুরুসুন্দর কলিকুবন গোস্বামী মহাপ্রভু।"

পত্রের সর্ব্বোপরি উক্ত পত্রপ্রেরক মহাশয় "ওঁ শ্রীশ্রীগুরু-

গৌরাঙ্গো কলীকুরুতে জগতঃ" লিখিয়াছেন। পত্রের সর্ব্বশেষে তিনি বিশেষ কাতরভাষায় বলিয়াছেন, আমার ন্যায় বালিশব্যক্তির চিত্তে সংশয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএবই অপ্রতিহত-ভাবে আমার ন্যায় মূঢ়কে কৃপা করুন" ইত্যাদি। আমরা প্রশ্নকর্ত্তা মহাশয়ের ভাষা অটুটভাবে উদ্ধৃত করিলাম।

উত্তর

প্রশ্নকর্ত্তা মহোদয় বৈষ্ণবদ্বেষেই হউক বা যে কোন ভাবেই হউক, আপনাকে বহুবার 'বালিশ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং 'গৌড়ীয়'পত্রের নিকট উত্তর প্রার্থনা করিয়াছেন। উত্তর-প্রদানকারী মধ্যম অধিকারের বিচারে অবস্থিত না হইলে উত্তর দান বা বালিশের সংশয় ভঞ্জন করিতে পারেন না। পরমেশ্বরে প্রেম, তদধীন ভাগবতে মৈত্রী, বালিশে কৃপা ও বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষাই মধ্যমাধিকারের লক্ষণ বা লক্ষ্য। মধ্যম অধিকারী যখন বালিশকে কোন বিষয় জ্ঞাপন করেন বা কিছু প্রচার করেন, তখন তাঁহাকে অন্বয় ও ব্যতিরেক ভাবে অর্থাৎ কোন্‌টি সৎ কোন্‌টি অসৎ তাহা প্রদর্শন করিয়া সত্যের স্বরূপ নির্ণয় করিতে হয়। দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন না করিলে সৎসঙ্গের স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। 'গৌড়ীয়'-পাঠক প্রশ্নকর্ত্তার এবিষয়টি খুবই জানা আছে।

প্রশ্নকর্ত্তা আমাদিগকে ব্যক্তিগতভাবে 'কৃপাসিন্ধু', 'পতিতপাবন' ও 'বাঞ্ছাকল্পতরু' প্রভৃতি অনেক কিছু প্রশস্তিসূচক বাক্য বলিয়াছেন। প্রশ্নকর্ত্তার নিকট প্রার্থনা এবং সর্ব্বোপরি সত্যস্বরূপ হরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিকট প্রার্থনা, যেন তাঁহার ঐ সকল প্রশস্তি মহাজনগণের পাদপদ্ম হইতে শ্রুত শাস্ত্রীয় সত্যবাণী অনুকীর্ত্তনের নির্ভীককণ্ঠকে বিন্দুমাত্রও প্রতিরোধ না করে। ইহাতে বক্তা ও শ্রোতার উভয়েরই আপাতপ্রীতি না হইলেও নিত্যশ্রেয়ঃ সাধিত হইবে।

অতএব কুতার্কিক নাস্তিক-সম্প্রদায়কে ঐসকল প্রশ্নের উত্তর যে ভাবে দেওয়া উচিত, তাহা হইতে স্বতন্ত্রভাবে আমরা বৈষ্ণবধর্ম্মের আলোচনাকারী বিশেষতঃ কএক বর্ষব্যাপী 'গৌড়ীয়'-পাঠক ও শাস্ত্রীয় প্রবন্ধাবলীর আলোচক পত্র-প্রেরক মহাশয়কে উত্তর প্রদান করিব। কারণ, আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস, তিনি শাস্ত্রপ্রমাণ, যুক্তি ও গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার্য্য ও মহাজনগণের বাক্যে বিশ্বাসী।

১। তাঁহার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে—"শ্রীগৌড়ীয়মঠ-বিহিত সাম্প্রদায়িকমন্ত্র" বলিতে প্রশ্নকর্ত্তা কি মনে করিয়াছেন, তাহা আমাদের জানা নাই। তবে, আমরা ইহা নিশ্চিতভাবে জানি, শ্রীচৈতন্যদেব হইতে কৃপানুগধারায় যে সম্প্রদায়িক মন্ত্র ও শিক্ষা অবতরণ করিয়াছেন, তাহাই গৌড়ীয়মঠের 'সাম্প্রদায়িক মন্ত্র'। "সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ" এই শাস্ত্রবাক্যটি প্রশ্নকর্ত্তার কিছু অপরিচিত নহে। মন্ত্র বা মহামন্ত্র কিছু বিকৃত হয় না, কিন্তু তাহা মহান্তগুরুর নিকট হইতে লাভ না করিলে এবং তাহার প্রবণপ্রণালী বিকৃত হইলে 'অপরাধ' নামক একটি বাধা মন্ত্র ও হরিনামের ফলোদয় করায় না, পরন্তু অপরাধের বৃদ্ধি, এমন কি, প্রচ্ছন্ন-পাষণ্ডতা পর্য্যন্ত উদিত হইয়া থাকে।

কোন 'মোহান্তবৈষ্ণববংশাবতংসের' প্রকৃত পারমার্থিক পরিচয় না জানা থাকিলে তাঁহার মন্ত্রের দ্বারা মননধর্ম্ম হইতে ত্রাণ ও প্রেমফল লাভ হইবে কিনা, বলা অসম্ভব। আবার জানা থাকিলেও ব্যক্তিগত আলোচনা অনেকস্থলেই প্রীতিকর হয় না। জগতে আমরা প্রেমের গ্রাহকই প্রায় সকলে, প্রেমের প্রাহক কোটির মধ্যে একটি পাওয়াও দুর্লভ। তবে ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, মহান্তবৈষ্ণববংশের অবতরণ হইলেই যে কেহ 'মহাভাগবত' হইবেন—মহাজনগণ এরূপ কোন তাম্রশাসন প্রদান করেন নাই। প্রশ্নকর্ত্তা স্বয়ং একজন ডাক্তার, কিন্তু তাঁহার সন্তান-সন্ততি বা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ যে বাধ্যতামূলকভাবে সকলেই ডাক্তার হইবেন বা ছিলেন, এরূপ না'ও হইতে পারে।

"যে কোন আশ্রয়ী গোস্বামী" এই কথাটি স্পষ্ট বুঝা গেল না। গোস্বামী বর্ণ এবং আশ্রমের অতীত, পরমবিরিঞ্চিবৈষ্ণব পরমহংস। 'গৃহস্থ গোস্বামী' (?) বা লৌকিক বংশধারায় উপাধিগত 'গোস্বামী' কথাটি শাস্ত্র ও মহাজনগণের প্রমাণ ও আচরণের বহির্ভূত আধুনিককালে সৃষ্ট ব্যাপার-বিশেষ। শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ষড়্‌গোস্বামীর আদর্শে এইরূপ কোন সমর্থন নাই।

একান্ত অনিচ্ছির কৃপানুগধারায় শিক্ষা-দীক্ষা লাভ

ও তদনুযায়ী আচার-প্রচারপূর্ণ জীবন যাপন করিলে জীবের হৃদয়ে অযোজক প্রবৃত্তির উদয় হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু এই আদর্শে কোনপ্রকার কপটতা থাকিলে অর্থাৎ অকৃত গুরুক্রবকে অন্যের কথার অনুকরণ করিয়া 'অযোজক গুরুসম্প্রদায়' বলিলে বা বিদ্ধ ও পাষণ্ড ব্যক্তিগুলিকে 'শুদ্ধভক্ত' বলিয়া কল্পনা বা তাহাতে ধর্ম্মোন্মত্ততা প্রদর্শন করিলেই সত্য লাভ হইবে না, অধিকন্তু জীবদ্রোহিতাদি অপরাধপঙ্কে নিমগ্ন হইতে হইবে। অন্যত্রের প্রতি সরল বিশ্বাস বা অজ্ঞতা থাকিলেও তাহা পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত প্রকৃত সত্যে উপনীত হওয়া যাইবে না।

২। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে,—প্রকৃত গৌরভক্ত ও গৌরহরিই যাঁহাদের একমাত্র জীবাতু, তাঁহাদিগের চিত্তবৃত্তি ও বিচার গৌড়ীয়মঠের সিদ্ধান্ত ও বিচার হইতে পৃথক্ থাকিতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ও দেখা গিয়াছে, যাঁহারা মহাপ্রভুর বিচারকে সম্পূর্ণভাবে বরণ করিয়াছেন এবং মহাপ্রভু যাঁহাদিগকে আত্মসাৎ করিয়াছেন, তাঁহারা মহাপ্রভুর একান্ত আনুগত্য হইতে বিন্দুমাত্র স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিয়া আপনাদিগকে অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া রাখিতে পারেন নাই। সেরূপ অভিমানও তাঁহাদের পক্ষে মহাপ্রভুর সম্পূর্ণ আনুগত্যের পরিপন্থী, ন্যূনতাজ্ঞাপক, অত্যন্ত কষ্টকর ও অসহ্য বলিয়া তাঁহারা অনুভব করিতেন। শ্রীবল্লভভট্ট প্রথমে আপনাকে "অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত" অভিমান করিয়া মহাপ্রভুর বাক্য ও বিচারকে দূর হইতে বা আংশিকভাবে অনুমোদন করিতেন। এজন্য সময় সময় শ্রীবল্লভভট্টের ন্যায় পাণ্ডিত্যাভিমানী ও ভজনকারী বৈষ্ণব-অভিমানবশতঃ পণ্ডিত-ব্যক্তিও সিদ্ধান্তে ও আচারে প্রচারে ভ্রম করিয়া বসিতেন। মহাপ্রভু শ্রীবল্লভভট্টকে লৌকিক সম্মান প্রদর্শন, এমন কি, নিকটের ভক্তগণ অপেক্ষাও তাঁহার অধিকতর প্রশংসা করিয়া ভট্টপাদকে বিশ্বাস দিতেন; কিন্তু শ্রীবল্লভভট্টের কল্পিত সিদ্ধান্ত-সমূহ খণ্ডন করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠা প্রকাশ করিতেন না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নলিখিত বাক্যসমূহ "অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত" অভিমানকারী বল্লভভট্টের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপার আদর্শের প্রকার প্রকাশ করিতেছে।

"আচার্য্যাদি আগে ভট্ট ঘরে ঘরে যায়।
রাজহংস-মধ্যে যেন বহে বকপ্রায়॥"
(চৈঃ চঃ অঃ ৭।৯৮)

"অন্তরীক্ষ নিজ-চিত্তে 'অদ্বিত' করি' মানে।
গর্ব্বচূর্ণ হৈলে, পাছে উঘাড়ে নয়নে॥"
(চৈঃ চঃ অঃ ৭।১১৭)

বল্লভভট্টের প্রতি মহাপ্রভুর উপদেশ—

"অপরাধ ছাড়ি' কর কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥"
(চৈঃ চঃ অঃ ৭।১৩৩)

রামানন্দি-সম্প্রদায়ের "পরম বৈষ্ণব" (চৈঃ চঃ অঃ ১৩।২২) পণ্ডিত রামদাস বিশ্বাস মহাপ্রভুর ভক্ত শ্রীল রঘুনাথ ভট্টের সেবা এবং মহাপ্রভুকে মুখে প্রচুর প্রশংসা করিলেও আপনাকে "অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত" অভিমানে মহাপ্রভুর সম্পূর্ণ আনুগত্য করিতে পারেন নাই, এজন্য—

"রামদাস বহি প্রথম প্রভুরে মিলিলা।
মহাপ্রভু অধিক তাঁ'রে কৃপা না করিলা॥"
(চৈঃ চঃ অঃ ১৩।১০৯)

এদিকে কিন্তু রামদাস মহাপ্রভুর ভক্ত রঘুনাথ ভট্টের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন। এমন কি রঘুনাথ যখন পুরীতে মহাপ্রভুর নিকট আগমন করেন, তখন 'সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ', 'পরম বৈষ্ণব' (চৈঃ চঃ অঃ ১৩।৯১) রামদাস "ভট্টের বাটি মাঝে করি' বহিয়া চলিলা।" "নানা সেবা করি' করে পাদসম্বাহন।" কেবল তাহাই নহে—"রাত্রিদিন জপেন রাত্রি দিনে"—এইরূপ প্রকৃতির ব্যক্তিকেও মহাপ্রভু বিশেষ কৃপা করিলেন না। কেননা, **নিজেকে অন্য সম্প্রদায়-ভুক্ত অভিমান পূর্ণতম সত্য-বরণ বা মহাপ্রভুর পূর্ণানুগত্যের অভাবজ্ঞাপক।** মহাপ্রভুর পূর্ণানুগত্য যাঁহার যতটুকু কম, তিনি যেমন ততটা সত্যগ্রহণে পরাঙ্মুখ, অকৃত্রিম কৃপানুগ ভক্তিবিনোদ-ধারায় পূর্ণানুগত্য যাঁহার যতটা কম, তাঁহারও শ্রীচৈতন্যবাণীকে জীবাতু-জ্ঞান ততটা কম। তাঁহারা মনে করিতে পারেন যে, আমরা বা কোন কোন ব্যক্তিবিশেষ মহাপ্রভুর পরমভক্ত কিংবা মহাপ্রভুই আমাদের বা ব্যক্তিবিশেষের বা অন্য সম্প্রদায়-বিশেষের জীবাতু। কিন্তু ইহা হইতে তাঁহারা ততটা বিচ্যুত, তাহা তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ও আদর্শের উদ্গারের

যথাই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। অতিবাড়ী-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক অতিবাড়ী জগন্নাথদাস, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-মাত্রে পরিচয়-প্রদানকারী সম্প্রদায়-বিশেষের প্রবর্তক আপামরীয়া শঙ্করদেব প্রভৃতির সাম্প্রদায়িক পুঁথিতে ও উক্তিতে যেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায় যে, ইঁহারা মহাপ্রভুকে বিশেষ আদর করিতেন। কিন্তু ইঁহারা স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ভুক্ত অথচ মহাপ্রভুর প্রচারিত সত্যের প্রতি বা ব্যক্তিগতভাবে মহাপ্রভুর প্রতি অনুরাগী,—এরূপ অভিমান করিয়াও মহাপ্রভুর প্রকৃত পথে গমিত হইতে পারেন নাই,—শিক্ষায় ও দীক্ষায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছেন, এমন কি, ইঁহারা বা ইঁহাদিগের শিষ্যবর্গ মহাপ্রভুর অনুকরণে ইঁহাদিগকে এক এক 'মহাপ্রভু' খাড়া করিয়াছিলেন। শ্রীবল্লভভট্টের অধস্তনগণ, অতিবাড়ী জগন্নাথ দাস এবং আপামরীয়া শঙ্করদেবের অধস্তনগণ সকলেই আপন মহাপ্রভুর অনুকরণ করিয়া তাঁহাদের গুরুবর্গের নকল 'মহাপ্রভু' নাম দিয়াছিলেন। ভক্তিবিনোদ-ধারার রূপানুগ-সংসিদ্ধান্ত প্রবাহিত শুনিতে পাইয়া তাঁহার নকল সংস্করণরূপে ঐ নামের আনুকরণিক বহুব্যক্তি শৃগাল-বাসুদেবের ন্যায় ও আনুকরণিক মহাপ্রভুর ন্যায় অধুনা বাজারে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

রূপানুগ-ধারার পূর্বানুগত্যের তারতম্যানুসারে,সজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধ সাধুস্থানে তাঁহাদের সহিত পারমার্থিক সঙ্গের তারতম্য হইয়া থাকে। বৈষ্ণবোচিত সম্মানটি কেবল বাহিরের কদর্থ নহে, উহা পারমার্থিক বৃত্তিবিশেষ। ভক্তিশাস্ত্র আমাদিগকে কপটতা করিয়া অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণবোচিত সম্মান বা প্রাকৃতভক্তকে মহাভাগবতোচিত সম্মান প্রদর্শনের দ্বারা ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধ ও পারমার্থিক সম্মানের অযোগ্যতা সাধনের শিক্ষা প্রদান করেন নাই। তবে যে-কোন সম্প্রদায়ভুক্তই হউন না কেন, তাঁহাকে আমরা তাঁহার উপযোগী ব্যবহারিক সম্মান প্রদান করিতে কুণ্ঠিত নহি—যদি তিনি হরি-গুরু-বৈষ্ণবের বিদ্বেষী বা পাষণ্ড না হন আমরা ইহা জানি যে, যাঁহারা প্রকৃত গৌরভক্ত ও গৌরহরি যাঁহাদের প্রাণ, তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি সর্বতোভাবে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সৎ-সিদ্ধান্তের সহিত মাপ খাইবে, বিন্দুমাত্রও পৃথক্ থাকিবে না।

৩। "বিষ্ণবৈষ্ণব-ধর্মকে পৃথক্ করিলে যে শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্মের উদয় হয়",—সেই শুদ্ধবৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ বুঝিবে কে? বালিশ ত' অন্তরঙ্গ, তিনি প্রতিপদেই বিষ্ণুকে শুদ্ধ ও গুরুকে বিষ্ণু মনে করিয়া ভবে পতিত। বিদ্বেষী ত' পাইবেই না। জগতের শতকরা প্রায় শতজন লোকই বালিশ ও বিদ্বেষী শ্রেণীর অন্তর্গত। এই শ্রেণীর লোকের ভ্রম (ভ্রান্তি), প্রমাদ (এক বুঝিতে আর এক বুঝা), করণাপাটব (ইন্দ্রিয়ের অপটুতা) ও বিপ্রলিপ্সা (বাঞ্ছা ও পরবঞ্চনেচ্ছা)—এই চারিপ্রকার দোষ সর্বদাই আছে, অতএব তাঁহারা যদি কোন কোন লোককে বা সম্প্রদায়-বিশেষকে শুদ্ধবৈষ্ণবধর্মাবলম্বী বলেন বা মনে করেন, তাহা হইলে সেইরূপ ব্যক্তিগণকে নিষ্কপট ও সত্যানুরাগী ব্যক্তিগণ প্রিয়জন বলিয়া তাঁহাদের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিতে পারেন না। পারমার্থিক মৈত্রী ও ব্যবহারিক বা সাময়িক মৈত্রী সম্পূর্ণ পৃথক্। পারমার্থিক মৈত্রী একমাত্র অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভরস-রসিকগণের সহিতই করা কর্তব্য—প্রাকৃত সম্ভোগরসাদিগণের সহিত নহে। তাই শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

শ্রীমদ্ভাগবতার্থীনামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ।
সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ পরো যদেহ

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৪০)

৪। চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রশ্নকর্তা প্রেমিকের যে-সকল লক্ষণ লিখিয়াছেন, তাহা অনেক সময় অতিসম্ভব প্রাকৃতসম্ভোগবাদী কপট ও ভণ্ডব্যক্তিতেও পরিলক্ষিত হয় এবং অনেক স্থলেই ঐরূপ আদর্শ জগতে পাওয়া যায়। কারণ, মহাপ্রভু বলেন—"কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।" বিশেষতঃ যাঁহারা ভাগবতোত্তম প্রকৃত প্রেমিক ও রসিক, তাঁহারা সর্বত্রই অপ্রাকৃত ভাবনিধিকে বিশেষ গোপনে সংরক্ষণ করেন। বাহিরে সহজে প্রকাশ হইতে দেন না।

"তবস্মরাং হৃদয়ং বতেদং" (ভাঃ ২।৩।২৪) শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলিতেছেন—

"অজ্ঞস্যেতরকামবদ্ধ চিত্তস্যেবাবিজ্ঞস্যাপি, ন পক্ষান্তে বক্তুঃ; বহুক্তং শ্রীভরতপ্রবোধাদিচরিতৈঃ—"বিদ্বাংসমপি বেদবাদরতং" ইত্যাদ্যৈশ্চ। সম্ভাবনায়াং বিধাপি হ্যঃ ভাগবতস্যেতরস্যাপি। ইতি। এবং—অতিসম্ভাবনায়ামপ্যতিবাদেষু হরিনামাদিকীর্তনেষ্বপি বহিরজ্ঞস্যেবাদরো ন দৃশ্যত ইতি। ০ ০ ০ অন্তর্যামিক্রিয়াজ্ঞত্বেনাবাধ্যত্বাদ্যাপি আত্মিনাশ্রবণাদ্যভাবাদীশ্বরস্যেব জ্ঞেয়ানি।"

হাৎপদ্মে এই যে, অশ্রু ও পুলকই চিত্তদ্রবের লক্ষণ, ইহাও বলা যায় না। যেহেতু শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন, 'কতকগুলি লোক পত্রাবলিচ্ছল হৃদয় অর্থাৎ তাঁহার এত ভাবপ্রবণ দুর্বল-হৃদয় যে, বিষের ভোগ ও ত্যাগজনিত উত্তেজনার সহজেই তাঁহাদের চিত্তবিকার উপস্থিত হয়। কেহ কেহ আবার ভাবুক বলিয়া প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য কৃত্রিম অভ্যাসদ্বারা অশ্রু ও রোমাঞ্চ আনয়ন করিয়া থাকে, অথচ ইহাদের আত্মসেবা-বৃত্তি সম্পূর্ণ বর্তমান থাকে। অতি গভীর মহাপ্রভাববিশিষ্ট ভক্তগণের চিত্ত হরিনাম-কীর্তনের দ্বারা দ্রব হইলেও তাঁহাদিগের বাহিরে অশ্রুপুলকাদি প্রকাশ হয় না। অতএব স্তম্ভ প্রভৃতি যে নয়প্রকার ভাবাঙ্কুর উদয়ের লক্ষণ আছে, অকৃত্রিমভাবে তাহা না থাকিলে কেবলমাত্র বাহিরের অশ্রু-পুলকাদি দেখিয়া ভাগবতোত্তম বলিয়া বিচার করা যায় না।

গ্রন্থকর্ত্তা মহাশয় বোধ হয় গৌড়ীয়পাঠকালে দুইটি প্রতিযোগী গ্রামের কবিদলের 'চারি আনার ভাবে'র সত্য ঘটনাটি জানেন, কাজেই আত্ম ও পরমঙ্গলকামী সত্যানুরাগী ব্যক্তিগণ 'যাহাকে তাহাকে' ভাগবতোত্তম বলিয়া গ্রহণ ও সম্মান প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত নহেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা অনাবেলভাবে নিখিল চেষ্টা যিনি একমাত্র হরিকীর্তনে নিযুক্ত রাখিয়াছেন, তাঁহাকেই শাস্ত্রানুসারে আমরা ভাগবতোত্তম বলিয়া জানি। নানাপ্রকার কৃত্রিম-ভাবের ভ্যাবহ বা ব্যায়াম প্রদর্শনকারী কৃত্রিমপন্থী প্রচ্ছন্ন সম্ভোগপরাকে আমরা ভাগবতোত্তম বলিতে প্রস্তুত নহি।

ন ভাগবতপরীক্ষায়াং বস্তু চেতসি সদ্ভবঃ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥
(ভাঃ ১১।২।৫৩)

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা-
দ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥
(ভাঃ ১১।২।৫৪)

যিনি কৃষ্ণে অবস্থিত হইয়া শাস্ত্র হন এবং কায়-কর্ম-বীজ যাঁহার চিত্তে উদ্ভব হয় না, তিনি 'ভাগবতোত্তম'।

অবশেষে জনসঙ্ঘ যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে তিনি তাহাদের সমস্ত পাপ বিনষ্ট করেন, তাদৃশ শ্রীহরি যাঁর পদযুগলে পরমে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যে-ভক্তের হৃদয়কে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন না, সেই ভক্তই উত্তমভাগবত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন।

অনেকসময় কলিহাবিকারী বা ছুঁৎমার্গাসক্ত ব্যক্তিগণ সদাচারী ও 'উত্তমভাগবত' বলিয়া অজ্ঞলোকের নিকট বহুমানিত হইয়া থাকেন।

ঐতিহ্যিক রূপানুগবারা ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ে থাকিবার পৃহা ও তজ্জন্য প্রেমের অবকাশ আমাদের হৃদয়ে উদিত হয় কেন? রূপানুগত্বের প্রতিযোগী বা তাহার সমান অন্য কোন সম্প্রদায়ের অবস্থান আছে,—এইরূপ বিচার হইতেই ঐরূপ প্রশ্নের জন্ম হয়। আধুনিক যুগে চিজ্জড়সমন্বয়বাদের বিষ বৈষ্ণবধর্ম্মের ঘোলাই প্রধানকারী আমাদের অনেকের মধ্যে গুপ্তভাবে সঞ্চারিত হইয়াছে। অথবা ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কারণ, বর্ত্তমানে চিজ্জড়সমন্বয়বাদের যে মহামারী ব্যাপকভাবে বহির্মুখ জগৎকে গ্রাস করিয়াছে, তাহাতে উহার সংক্রামকতা জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে বহির্মুখ প্রত্যেকের মধ্যেই আসিয়া পড়িবে। ঐরূপ 'চিজ্জড়সমন্বয়বাদ হইতেই "যা'র ইষ্ট, তা'র মিষ্ট"—এই সকল গ্রাম্য চিন্তা-স্রোতের উদয় হয়।

আমাদের স্মরণ হয়,—এক সময় নবদ্বীপ কৃষ্ণনগরে কোন এক বিশেষ প্রতিষ্ঠাশালী কীর্ত্তন-গায়ক ও ভাবুকের শিষ্য-নামে পরিচয়-প্রদানকারী এক ব্যক্তি অন্য সম্প্রদায়ে থাকিয়া 'শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথার অনুমোদন ও আচার প্রচার করিলে শুদ্ধভক্তি ও তৎসাধ্য কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয় কি না'—এইরূপ এক প্রশ্ন করিয়াছিলেন। পরে ক্রমাগত কএকদিবস আচার্য্যের নিকট হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত সিদ্ধান্ত শ্রবণ করার ফলে তিনি জানিতে পারিলেন যে, সখীভেকী প্রভৃতি সম্প্রদায় রূপানুগ-ধারা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন; অতএব ঐরূপ পরিচয়প্রবাহে অবস্থিত হইয়া কেবলমাত্র মুখে শ্রীমদ্ভাগবত প্রভুর ঘোলাই বা 'গৌর আমাদের প্রাণবল্লভ (?),' 'আমরা রাইয়ের রাই আমাদের' মুখে বলিলেই শুদ্ধভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর বিন্দুকণাবও স্পর্শ ঘটে না। তখন উক্ত গ্রন্থকর্ত্তা ব্যথা হইয়া বলিয়া ফেলিলেন—"ভালই হউক, মন্দই হউক, একবার যখন শুরু করিয়া ফেলিয়াছি, অন্য সম্প্রদায়ে ঢুকিয়া পড়িয়াছি, তখন আর উপায় নাই। আগে এই সকল কথা জানিলে কখনই ঐরূপ সম্প্রদায়ে প্রবেশ

করিতাম না।" তাঁহাকে তখন নিম্নলিখিত শাস্ত্রবাক্য জানান' হইয়াছিল—

যেনাস্য লোকস্তেনাপি যেনাস্য পৃথুনা যথা।
তস্মিন্ গুরৌ মনিষো কুর্বেরতাপগতিং আপ্নুহি॥

(হঃ ভঃ বিঃ ২।৫)

যেহেতুঃ যা লোকহেতুঃ যে গুরু দীক্ষা দেন এবং জ্ঞানবাদার আশ্রয়ে বা কোনরূপ লোকের আশায় যিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাঁহারা উভয়েই যেরূপ অধিগতি প্রাপ্ত হন।

যো বক্তি জ্ঞানরহিতমজ্ঞানেন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৬২)

যিনি (আচার্যবেশে) অজ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্রশাস্ত্রবিরোধী কথা কীর্তন করেন এবং যিনি (শিষ্যরূপে) অজ্ঞানভাবে তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অনন্তকাল ঘোর নরকে গমন করেন।

"পরমার্থগুর্বাশ্রয়ো ব্যবহারিকগুর্বাদিপরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ।" —(ভক্তিসন্দর্ভ ২১০ সংখ্যা)

ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক অযোগ্য গুরুকুল পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

এই সকল শাস্ত্রবাণী শুনিয়াও অসৎসঙ্গে প্রবল আসক্তি, বিশেষতঃ নিজের কতকগুলি কুঅভ্যাস ও কীর্তনাদি দ্বারা জীবিকার্জন প্রভৃতি ভক্তিবিরোধী কার্য্যকে পরিত্যাগ করিতে হইবে জানিয়া তিনি "সর্বশীলা ভবন্তি বৈ" ন্যায়ানুসারে "যার যার ইষ্ট, তার তার কাছে মিষ্ট"—এই বিচারেই অতিনিবিষ্ট থাকিতে ইচ্ছা করিলেন। আমাদের প্রশ্নকর্ত্তা যখন বিশেষ সত্যানুরাগী, বিশেষতঃ যখন আপনাকে নিষ্কপটে 'বালিশ' বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই "যার যার ইষ্ট, তার তার কাছে মিষ্ট"—এইরূপ গ্রাম্য বিচার পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্র ও মহাজনগণের বিচার শ্রবণ ও গ্রহণ করিবেন। বস্তুতঃ আমরা ঐরূপ গ্রাম্য সঙ্কীর্ণ বিচারকে আদৌ স্বীকার করি না। যে কোন ব্যক্তি আমার কচির কিম্বা আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির যোগানদার, তাহাকে আমরা 'আমার মঙ্গলবিধানকর্ত্তা গুরুপাদপদ্ম' বলিতে পারি না। তিনি প্রেয়ঃকথা বলিয়া সকল জীবের মঙ্গল বিধান করেন—সর্ব্ববিধ মনোধর্ম্ম ও অনোপ্রবৃত্তি ছেদন করেন, তিনি ব্যক্তি-বিশেষের নিকট মিষ্ট না হইলেও প্রকৃত জগদ্গুরু।

প্রশ্নকর্ত্তা "বঙ্গদেশে পরম দুর্ভাগ্য কলিহত জীব-গণের নাম ও প্রেম-বিতরণের জন্য শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু গৌর-সুন্দর কর্ত্তৃক প্রেরিত জগদ্গুরু মহাত্মা বৈষ্ণব শ্রীশ্রীল বিষ্ণু-দাস কবীন্দ্র প্রভুর (ঢাকা শ্রীপাট সাতোরা, পূর্ব্ববঙ্গ) বংশাবতংস মদ্গুরু অষ্টোত্তর শতশ্রীযুক্ত শ্রীশ্রীল জগদ্গুরু-সুন্দর ৺ ৺ গোস্বামী মহাপ্রভু"—প্রভৃতি যাহা লিখিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমাদের ব্যক্তিগত কোন মতামত নাই, তবে শ্রীগুরানুগ-ধারার ও ভাগবত-আম্নায়ে আবির্ভূত গৌড়ীয়-আচার্য্যবর্য্য অপ্রাকৃত রসিককুল-চূড়ামণি, গৌড়ীয়-বেদান্ত-ভাষ্যকারের শিক্ষাগুরু এবং একাধারে সমগ্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের নিয়ামক শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার 'গৌরগণচন্দ্রিকা' নামক গ্রন্থে এক শ্রীবিষ্ণুদাস কবীন্দ্রের পরিচয়-প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

শ্রীবিষ্ণুদাসো রঘুনন্দনোঽহং
বৈকুণ্ঠধায়ঃ সমিতঃ কবীন্দ্রাঃ।
ভক্তা মমেতি জনবাপরাধা-
স্তাক্তঃ কবীন্দ্রেতি সমাখ্যয়ৈনাঃ॥
অতিস্তবাদরোঽশাস্ত্রে পরিত্যক্তায় বৈষ্ণবৈঃ।
হেয়াং দম্ভো ন কর্ত্তব্যঃ সদাস্তর্শো বিনশ্যতি॥
আলাপাৎ গাত্রসংস্পর্শাদ্নিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
সঙ্ক্রান্তাঃ পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি॥

শ্রীবিষ্ণুদাস "আমি রঘুনন্দন (স্বয়ং ভগবান্ রাম), বৈকুণ্ঠ হইতে আগত এবং কবীন্দ্রগণ আমার ভক্ত"—এইরূপ ভজনাপরাধেরও বৈষ্ণবগণ-কর্ত্তৃক "কবীন্দ্র" এই আখ্যায় পরিত্যক্ত হইয়াছেন।

তদ্ব্যতীত অন্যান্য কতকগুলি অতিবাড়ী ব্যক্তিও বৈষ্ণবগণের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। তাহাদের সঙ্গ করা কর্ত্তব্য নহে, তাহাদের সঙ্গের দ্বারা ধর্ম্ম বিনষ্ট হয়, তাহাদের সহিত আলাপে, গাত্র-সংস্পর্শে, নিঃশ্বাসে, একত্র ভোজনে নিশ্চল জলে তৈলবিন্দুর (দ্বারা জলের নির্ম্মলতার বিনাশের) ন্যায় পাপ সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন,—যেরূপ "অতিবাড়ী" সঙ্গকে

অভিরাড়ী-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ "ক'ভেড়" বা "অভিবড়ী" কহিয়াছেন, তদ্রূপ কবীন্দ্রকেও "কবীন্দ্র" করিয়াছেন।

শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত ভক্তিরত্নাকরের চতুর্দ্দশ তরঙ্গের * পূর্ব্ববঙ্গবাসী কবীন্দ্র নামক এক ব্যক্তির সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"বহির্মুখগণ মধ্যে যে প্রধান তারে।
রঘুনাথ পাঠাইয়া ফাঁড়ায় লোকেরে॥
সমস্ত রচিয়া সে পাপিষ্ঠ দুরাচার।
করয়ে কবীন্দ্র বঙ্গদেশেতে প্রচার॥"

তথাহি—

"সেই ভাগ্যে অদ্যাপিহ সর্ব্ব বঙ্গদেশে।
শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তন করে স্ত্রী-পুরুষে॥
যথা যথা যায় কত পাষণ্ডিগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে মজাইয়া॥
উদর ভরণ লাগি পাপিষ্ঠ সকলে।
রঘুনাথ করি আপনারে কেহ বলে॥
কোন পাপিগণ সব ছাড়ি কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া নারায়ণ॥
দেখিতেছি দিনে দিন অবস্থা যাহার।
কোন্ লাগে আপনারে গাওয়ায় সে ছার॥

—চৈতন্যভাগবত আঃ ১৪।৮১-৮৫

শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ ব্যাসাবতার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন, গৌড়ীয় আচার্য্যবর্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও ভক্তিরত্নাকর-লেখক শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর—ইহারা সকলেই পূর্ব্ববঙ্গবাসী এক বিষ্ণুদাস কবীন্দ্রকে মহাপ্রভুর পরিত্যক্ত স্বতন্ত্র ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া তীব্র ভাষায় ইহার দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। আমরা সত্যের অনুরোধে যাহা ও যতদূর বাক্য উদ্ধার করিলাম তদতিরিক্ত আমাদের আর বলিবার কিছুই নাই।

শ্রীযুক্ত নিখিলরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শ্রীযুক্ত দেবব্রতি মহাশয় বিষ্ণুদাস কবীন্দ্রের যে বিকৃত চরিত্র এবং তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল শাস্ত্রপ্রমাণাদি উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে এক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যতীত অন্য কোন প্রামাণিক গ্রন্থের নাম নাই। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের নিম্নলিখিত প্রমাণ দেবব্রতি মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন,—

নিত্যানন্দ গঙ্গাদাস আর বিষ্ণুদাস।
এই সবের প্রভু-সঙ্গে নীলাচলে বাস॥
(চৈঃ চঃ আদি ১০।১৫১)

ভাগবতাচার্য্য, আর বিষ্ণুদাস আচার্য্য।
(চৈঃ চঃ আদি ১২।৫৮)

এই বিষ্ণুদাস চতুর্ভুজ পণ্ডিতের পুত্র বিষ্ণুদাস ভট্টাচার্য্য বলিয়াই মনে হয়। বিষ্ণুদাস আচার্য্য শেষখণ্ড মহোৎসবে অদ্যাপানন্দ প্রভুর সহিত গিয়াছিলেন, ইহাও ভক্তিরত্নাকরের দশম তরঙ্গে দেখা যায়। বিষ্ণুদাস কবীন্দ্র ও বিষ্ণুদাস আচার্য্য এক ব্যক্তি ও গৌরপার্ষদ হইলে ভক্তিরত্নাকরের লেখক কবীন্দ্র বিষ্ণুদাসের সম্বন্ধে ঐরূপ বিরুদ্ধ কথা লিখিতেন না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি একাদশ পরিচ্ছেদ ৩৩ সংখ্যায় যে বিষ্ণুদাসের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার আরও দুই-ভাই নন্দনাচার্য্য ও গঙ্গাদাস। যথা—

বিষ্ণুদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস—তিন ভাই।
পূর্ব্বে যার ঘরে ছিল ঠাকুর কানাই॥
(চৈঃ চঃ আদি ১১।৪৩)

এই নন্দনাচার্য্যের গৃহেই মহাপ্রভু ও অদ্বৈত প্রভু লুকাইয়াছিলেন ও নিত্যানন্দ প্রভুও কিছু দিন বাস করিয়াছিলেন। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫ম—৭ম সংখ্যায় ইঁহারা চতুর্ভুজ পণ্ডিতের পুত্র বলিয়া বর্ণিত আছেন।

প্রবন্ধকর্ত্তা নিজ গুরুদেবের পশ্চাতে যে 'মহাপ্রভু' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ এবং অপরাধজনক। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন —

এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৭।১৪)

সাক্ষাৎ স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব ও মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু পর্য্যন্তও মহাপ্রভুর সেবক-লীলাভিনয়কারী বলিয়া 'প্রভু'রূপে বর্ণিত।

শ্রীনন্দনাচার্য্য প্রভু ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের বিচারে শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আশ্রয়জাতীয় ভগবৎপ্রকাশ-তত্ত্ব গুরুদেবকে মহাপ্রভু বলা যাইতে পারে না বা তাঁহার চরণে তুলসী প্রদান করা যাইবে না।

* মুর্শিদাবাদ বহরমপুর হইতে প্রকাশিত ভক্তিরত্নাকর তৃতীয় সংস্করণ ১০৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পত্র-প্রেরক পত্রের শীর্ষদেশে "ওঁ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ" যে বাক্য লিখিয়াছেন, তাহা অনুকরণ-মূলক ও ব্যাকরণদোষ-দুষ্ট। গুরু এবং গৌরাঙ্গ—এই দুই তত্ত্ব নিত্যই হইয়াছে বলিয়া দ্বিবচনের প্রয়োগ হইয়াছে। "জনিদুষ্যো" এই পদে দ্বিবচন-প্রয়োগের সার্থকতা কি? ইহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। দ্বিতীয়তঃ প্রথম বা তারকব্রহ্ম নামাদি পত্রের শীর্ষে দেবা বৈষ্ণবোচিত বিধি নহে। বীজ বা মহামন্ত্র ঔরূপভাবে লিখিলে তাহার উপদেষ্টার অভিমান স্বীকার করিতে হয়। অসাম্প্রদায়িক-সম্প্রদায়ে সচরাচর ঔরূপ বিধি দেখিতে পাওয়া যায়, শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানেরই জয় সর্ব্বোপরি লিখিত হয়।

যাহা হউক, প্রবন্ধকর্ত্তা সত্যকথা শুনিবার স্পৃহা ও আস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া আমরা নিরপেক্ষভাবে শাস্ত্রযুক্তি ও মহাজনের বাক্য অবলম্বন করিয়া সত্যকথা কীর্ত্তন করিলাম। আশা করি, তাঁহার ন্যায় সত্যানুরাগী ব্যক্তি এই সকল কথা পুনঃ পুনঃ পাঠ ও হৃদয়ে অবধারণ করিয়া কোটি কোটি বিঘ্ন সত্ত্বেও একান্ত নিরপেক্ষ সত্য-গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইবেন না। কোনপ্রকার পূর্ব্বসংস্কার বা বন্ধন কিংবা "তাতস্থ কৃপঃ" নীতি যেন আমাদের সত্য-গ্রহণের প্রতিবন্ধক না হয়।

———: ১ :———

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিশান্তলীলা-প্রবেশ

গত ১৭ই পৌষ (১৩৪০), ১লা জানুয়ারী (১৯৩৪) শুক্রবার প্রত্যূষে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সভাপতিপ্রবর শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী-নবযাবতনাধিষ্ঠিত আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর শত শ্রীযুক্ত ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত সেবকবৃন্দকে বিরহ-সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া স্বেচ্ছায় নিজ-নিত্যধাম শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের নিশান্ত-লীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত সেবকবৃন্দ গদ্গদ-নয়নে মহামন্ত্র ও "যে আনিল প্রেমধন" প্রভৃতি বিরহ-গীতি-কীর্ত্তন-মুখে আচার্য্য-পাদ-পদ্মে বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিতে থাকেন। মঠ লোকে লোকারণ্য হইয়া যায় এবং কৃষ্ণ-কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠে। মহামহোপদেশক শ্রীপাদ মনস্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রভুপাদের বাহ্যদেহে তিলক-সেবা করিয়া দিলে প্রভুপাদের শ্রীঅঙ্গ সুবাসিত চন্দন-সিক্ত পদ্মপুষ্প ও কর্পূরমালা এবং সুপবিত্র বস্ত্রাভরণ-ভূষিত করা হয়। অতঃপর ভক্তবৃন্দ একে একে পদ্ম-পুষ্প-চন্দনাদি দ্বারা প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম পূজা করিয়া বেলা প্রায় ১০ ঘটিকার সময় সঙ্কীর্ত্তন-মুখে শ্রীল প্রভুপাদের চিন্ময় কলেবরকে "শ্রীসারস্বত গৌড়-সদন" নাট্য-মন্দিরে শ্রীগৌরবিনোদানন্দ-ভিটে শ্রীবিগ্রহ-সমক্ষে আনয়ন পূর্ব্বক পদ্ম-পুষ্প-মালা-বস্ত্রাভরণে বিভূষিত বিচিত্র পালঙ্কোপরি স্থাপন করেন এবং বিহিত বিধানে পূজা-ভোগরাগাদি সম্পাদন পূর্ব্বক বেলা প্রায় ১২ ঘটিকায় বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ তাঁহাকে লইয়া শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করেন। শোভাযাত্রা মাণিকতলার ষ্ট্রীট, কর্ণ-ওয়ালিশ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোড্ দিয়া পৌনে এক ঘটিকায় শিয়ালদহ ষ্টেশনে উপস্থিত হন। তথা হইতে বেলা ২টা ১০ মিনিটের সময় স্পেশাল ট্রেণে প্রায় দুইশত পুরুষ ও মহিলা-ভক্ত-সমভি-ব্যাহারে প্রভুপাদকে কৃষ্ণনগর লইয়া যাওয়া হয়। ট্রেণখানি শিয়ালদহ হইতে একেবারে রাণাঘাটে আসিয়া কিছুক্ষণ

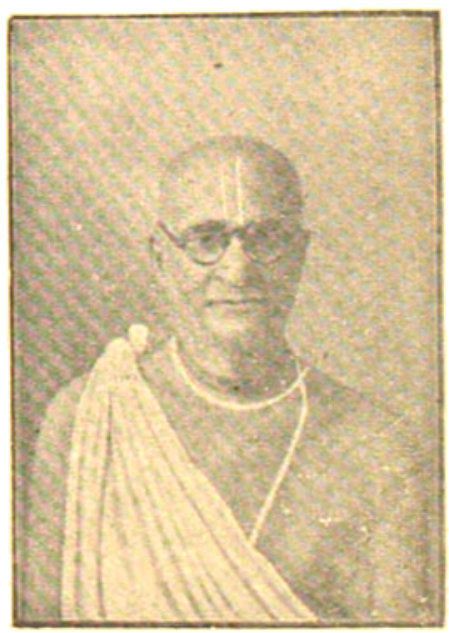

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

[illegible] করে, তথায় বহুলোক সমবেত হইয়া প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। পরে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার ট্রেণখানি কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে পৌঁছায়। তথা হইতে মোটর-যানে করিয়া প্রভুপাদকে নবদ্বীপ ঘাটে আনয়ন করা হয় এবং তথা হইতে নৌকাযোগে ভাগীরথী পার হইয়া সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ শ্রীধাম মায়াপুরে লইয়া যাওয়া হয়। শ্রীল প্রভুপাদপদ্মসহ ভক্তবৃন্দ রাত্রি প্রায় ৭।০ ঘটিকার সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী যোগপীঠের শ্রীমন্দিরে এবং তথা হইতে রাত্রি ৮—৮ মিনিটের সময় শ্রীচৈতন্য মঠে উপস্থিত হন।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধামে যাত্রা করিবার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম দর্শনের নিমিত্ত বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দলে দলে শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়া সম্মিলিত হন এবং অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা ও তাঁহার কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতে থাকেন। সজ্জন-বৃন্দের মধ্যে অনেকেই শিয়ালদহ ষ্টেশন পর্য্যন্ত, কেহ বা শ্রীধাম মায়াপুর পর্য্যন্ত প্রভুপাদের অনুব্রজ্যা করেন। যাঁহারা অনিবার্য্য কারণ বশতঃ উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা টেলিফোনে, টেলিগ্রাম ও পত্রাদি দ্বারা প্রভু-পাদের শ্রীপাদপদ্মে আর্ত্তি জ্ঞাপন করিয়া প্রভুপাদের কৃপাশী-র্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়াছেন। (সময়াভাবে ঐ সকল 'গৌড়ীয়'-পত্রে প্রকাশিত হইতে পারিবে।)

স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি পরমশ্রীমদ্ ধর্ম্মপুরন্দর মহারাজ ভাব শ্রীমদ্বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম বাহাদুর শ্রীল প্রভুপাদের সংবাদ জানিবার জন্য মধ্যে মধ্যে টেলি-ফোন যোগে ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রভুপাদের শ্রীবিগ্রহ গৌড়ীয় মঠের তোরণ দেশে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময় শ্রীমন্ মহারাজ বাহাদুরের পক্ষ হইতে তাঁহার চীফ্ সেক্রেটারী রায়ের রাণা গোবিন্দ বাহাদুর অতীব ব্যাকুলতার সহিত প্রভুপাদের পাদপদ্মে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। অনারারী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ, মিঃ ডব্লিউ সি ব্যানার্জ্জী, নদীয়ার মাননীয় রাজা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর, বাঁশ-বেড়িয়ার ধর্ম্মপ্রাণ কুমারিকারী রাজা কিতীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, শ্রীযুক্ত কিতীশ চন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত মাখনলাল বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ দত্ত ভক্তিভূষণ, পরলোকগত রায় দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুর মহোদয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা, রাণিগঞ্জের অধিবাসবর্গ, শিয়ালদহ ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টার প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মঠে, পথিমধ্যে ও শিয়ালদহ ষ্টেশনে প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঔষধ-বিক্রেতা মেসার্স ও, এম মুখার্জ্জী এণ্ড সন্স্ কোম্পানীর কর্ত্তাধিকারী শ্রীযুক্ত যামিনী মোহন মুখোপাধ্যায় মহোদয়, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় মহোদয়, কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অবনীমোহন মুখোপাধ্যায়, তাঁহাদের মাতাঠাকুরাণী, ভগ্নী, ভ্রাতৃবধূ প্রভৃতি পরিবারস্থ সকলেরই প্রভুপাদের পাদপদ্মে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আদর্শস্থানীয়। তাঁহাদের সজ্জনতার কথা ভাষাদ্বারা বর্ণনা করা যায় না। যামিনী বাবু তাঁহার শত প্রয়োজনীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াও প্রভুপাদের শ্রীমঠের সেবা বিষয়ে নানাভাবে যে প্রকার যত্ন লইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ। শ্রীল প্রভুপাদকে শ্রীমায়াপুরে লইয়া যাইবার জন্য স্পেশাল-ট্রেণের ব্যবস্থা-বিষয়ে যামিনী বাবুর প্রযত্ন সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ-যোগ্য। শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল দাসাধিকারী ভক্ত্যালোক, বালিয়াটীর অধিপতি শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী মহোদয়, শ্রীযুক্ত কিতীশচন্দ্র বসু মহোদয়ের ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী ও প্রেষ্ঠাগণ, শ্রীযুক্ত সদীচরণ ভক্তিবিজয় মহোদয়ের ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী প্রমুখ ভক্তবৃন্দও উক্ত ব্যাপারে আনুকূল্য করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা-সৌভাগ্য বরণ করিয়াছেন।

প্রভুপাদের স্পেশাল ট্রেণ কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, শ্রীপাদ বিলাস-বিগ্রহ দাসাধিকারী ও কৃষ্ণনগর-কুঞ্জকুটীরের ভক্তবৃন্দ ছিন্নমূলক্রমবৎ প্রভুপাদের পাদপদ্মে পড়িয়া বিলাপ করিতে থাকেন। কৃষ্ণনগরের ষ্টেশন-মাষ্টার মহাশয়, কৃষ্ণনগর কোতোয়ালীর থানা অফিসার, ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রিক্ট জজ বাহাদুরের পরিবারবর্গ, ডাঃ শ্রীযুক্ত শান্তিপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উমাপদ চট্টোপাধ্যায় বি-এল, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ পাল চৌধুরী জমিদার বেথুয়াডহরী এষ্টেট, মোক্তার শ্রীযুক্ত অনাদি চক্রবর্ত্তী প্রমুখ বহু সজ্জন প্রভুপাদের পাদপদ্মে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

কৃষ্ণনগর হইতে আসিবার পথে শ্রীকুলচুটীয়া, স্বর্ণবিহার-গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীবাসঅঙ্গনস্থ শ্রীমুরারিগুপ্তের ভজনস্থান

করা হয়। নবদ্বীপবাসিগণ লোকে লোকারণ্য হয়। শ্রীধাম মায়াপুরের ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তন-সহ মায়াপুরের পারে অপেক্ষা করিতেছিলেন। কতিপয় ভক্ত পারাপারের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। প্রভুপাদ শ্রীমায়াপুরের পারে বিজয় করিলে গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীচৈতন্য মঠের বিরহ-বিহ্বল ভক্তবৃন্দের পরস্পর মিলনে যে ভাব-বিনিময় উপস্থিত হইল, তাহা ভাষা দ্বারা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তন-মুখে প্রভুপাদের শ্রীবিগ্রহ যোগপীঠে লইয়া গেলে তত্রত্য ভক্তবৃন্দের যে অবস্থা, তাহা অবর্ণনীয়। সকলেই প্রভুপাদের পাদপদ্মে পতিত হইয়া অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয় ধ্বনি করিতে করিতে শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে থাকেন। সন্ধ্যা প্রায় ৭॥ ঘটিকায় যোগপীঠে পৌঁছান হইয়াছিল, তথা হইতে জয়ধ্বনি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তবৃন্দ শ্রীধাম-ভ্রমণ ও শ্রীমন্দির ভবন দিয়া প্রভুপাদসহ রাত্রি ৮—৮ মিনিটে অভিন্নগোবর্দ্ধন শ্রীগুরুভবন শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীভক্তিবিজয়ভবনে লইয়া আসেন; শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকটলীলাবিস্তারের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে হরিকথা-প্রসঙ্গে ভাবভরে "নিকুঞ্জকুটিরাঙ্গনে দেহি গোবর্দ্ধন ধন্ম"—এই কথাটি অনেক সময়ে বলিতেন। অতঃপর ভক্তিবিজয়ভবনের সম্মুখে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তথা হইতে প্রভুপাদসহ শ্রীরাধাকুণ্ডতটে নিত্য-লীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের সমাধি-মন্দির-সমক্ষে লইয়া যাওয়া হয় এবং তথায় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বরাভয়নিহস্ত মহামন্ত্র ও "যে আনিল প্রেমধন" প্রভৃতি বিরহ-গীতি কীর্ত্তন করা হয়। অনন্তর তথা হইতে প্রভুপাদের শ্রীবিগ্রহ শ্রীঅবিদ্যাহরণ-নাট্য-মন্দিরে লইয়া আসা হয়। কৃষ্ণ-কোলাহলে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠে। ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তন-মুখে প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম পূজা ও আরাত্রিকাদি সম্পাদন করেন। সমস্ত রাত্রি কীর্ত্তন চলিতে থাকে। শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দির ও শ্রীভক্তিবিজয়ভবনের মধ্যবর্ত্তিস্থলে প্রভুপাদের শ্রীঅঙ্গের সমাধি-ক্ষেত্র নিরূপিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত পরমহংস-বেষাশ্রিত ব্রাহ্মণ, ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ ভক্তবৃন্দ সমাধিক্ষেত্রের সমাধিবিধি সেবা-কার্য্য আরম্ভ করেন। রাত্রি-শেষে শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদের সঙ্কেত-দীপিকার বিধানানুসারে বৈষ্ণব-গণের ইচ্ছায় বিরক্তাগ্রণী শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ শ্রীল প্রভু-পাদের শ্রীঅঙ্গে চন্দন-দ্বারা সমাধি-মন্ত্র লিখিয়া দেন। তৎপর সকল ভক্ত প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করেন। অতঃপর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পাঞ্চর্ব্বা-গিরিধরের মহানারাত্রিক সম্পাদন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত কলেবর কীর্ত্তন মুখে সমাধি-ক্ষেত্রে আনয়ন করা হয় এবং শ্বেত প্রস্তরের সিংহাসন রচনা করিয়া তদুপরি বহুমূল্য বস্ত্রাসন বিস্তার পূর্ব্বক শ্রীতুলসীদেবী-মৃত্তি-মুখে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীঅঙ্গ তদুপরি সযত্নে স্থাপনপূর্ব্বক শ্রীপাদপদ্মে অগুরু-চন্দন-লেপন, গল-দেশে পুষ্পমাল্য অর্পণ এবং শ্রীঅঙ্গের চতুর্দ্দিকে তুলসী বৃক্ষ রোপণ করা হয়। ভক্তবৃন্দ প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। এই সময় ভক্তবৃন্দের অবস্থা বর্ণনাতীত। প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মের হস্ত ও শ্রীপাদপদ্মে অর্পিত পুষ্প আচ্ছাদন করিয়া রাখা হয়। শ্রীমদ্ বাসুদেব প্রভু উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে শ্রীল প্রভুপাদের প্রিয় গীতিকা—"শ্রীগুরুচরণপদ্ম," "যাচকসুখবহুকরুণমোহন" ও "যশোমতী নন্দন" প্রভৃতি কীর্ত্তন করিতে থাকেন। "যে আনিল প্রেমধন" গীতিটী শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলা-বিস্তারের মুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত দিবা-রাত্র পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন হইতেছিল। ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তন-মুখে প্রভুপাদের সমাধি-ক্ষেত্র পরিক্রমা করিতে থাকেন। এই প্রকারে মহাজন-কথিত পদ্ধতি-অনুসারে নিত্যসিদ্ধ ভক্তজন শ্রীল প্রভুপাদের সচ্চিদানন্দময় শ্রীঅঙ্গ অভিন্নগোবর্দ্ধন শ্রীচৈতন্যমঠে সমাধিস্থ হইলে ভক্তবৃন্দ সমাধিক্ষেত্রের চতুষ্পার্শ্বে ও শীর্ষদেশে তুলসীবৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, সমাধির উপরিস্থিত মৃত্তিকা-স্তূপে গোপী-চন্দন-দ্বারা তিলকরচনা ও পুষ্পমাল্যদ্বারা সুসজ্জিত করিয়া পূজার আয়োজন করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমাধির চতুর্দ্দিকে ও ঊর্দ্ধদেশে আচ্ছাদনের ব্যবস্থা হইয়া গেল।

শ্রীপাদ শ্রীল মহারাজ ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রপন্নকে লইয়া সমাধি-প্রাঙ্গণে বৈষ্ণব-হোম সম্পাদন করেন। অতঃপর শ্রীপাদ নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু যথাবিধানে ষোড়শোপচারে পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পাদন করিলে শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভুর ইচ্ছায় শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ সঞ্চল-নেত্রে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ-প্রসঙ্গ ও অনুভাষ্যসহ প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী পাঠ

করেন। তৎপর শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভু উত্থিত হইয়া কম্পিতকণ্ঠে বলেন— আমি আর কি বলিব, আপনাদের শ্রীপাদপদ্মে আমার এই নিবেদন, যেন শ্রীল প্রভুপাদের বাণীর সেবায় এবং তাঁহার প্রচারের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবার জন্য আমরা নিষ্কপটে সর্ব্বান্তঃকরণে নিয়োগ করিতে পারি, তাহার জন্য সর্ব্বতোমুখ প্রয়াস আমাদের একমাত্র কৃত্য।" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যাওয়ায় তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না। অতঃপর শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের মূলগায়কত্বে ভক্তবৃন্দ "হে আনিল প্রেমধন", "গুরুদেব। কৃপাবিন্দু দিয়া" প্রমুখ গীতিমালা কীর্ত্তন করিতে করিতে সমাধিস্থল পরিক্রমা এবং মাল্যাদি দ্বারা সমাধি বিধান করেন।

প্রভুপাদের শ্রীঅঙ্গের পরিচর্য্যা-বিষয়ে তত্র ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার, ডাঃ শ্রীযুক্ত শিবপদ ভট্টাচার্য্য এম্ ডি, ডাঃ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বসু এম্ ডি, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার ভট্টাচার্য্য এম্-বি, ক্যাপ্টেন পি পাকুলী বি-এ (ডি-টি এম, ডাঃ পি ব্রহ্মচারী এম্-এ এম্-বি সি-আর-এস্, ডাঃ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস এম্-বি প্রমুখ অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বিশেষ যত্ন লইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ। এতদ্ব্যতীত মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন, ডাঃ শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্-বি, ডাঃ বি রায় এম্-বি, রায় বাহাদুর ডাঃ নগেন্দ্রনাথ দত্ত, ডাঃ শ্রীযুক্ত মাখনলাল দে এম্-বি, কবিরাজ শ্রীযুক্ত বহুনাথ গুপ্ত প্রমুখ মহোদয়গণও প্রভুপাদের শ্রীঅঙ্গের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, অনোয়ার জামদার শ্রীযুক্ত সতীনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্তা লক্ষ্মীমণি দত্ত ও ক্ষীরদাসুন্দরী দত্ত, শ্রীযুক্ত সতীচরণ ভক্তিবিজয়, শ্রীযুক্ত নিতাইগোপাল ভক্তালঙ্কার, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিসেম্ দে এন্ পাল, শ্রীযুক্ত মোহিতলাল ঘোষ পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর প্রমুখ ভক্তবৃন্দ প্রভুপাদের শ্রীঅঙ্গের সেবাকার্য্যে যে আনুকূল্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ। শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট-সেবার জন্য যিনি যাহা কিছু করিয়াছেন, করিতেছেন বা করিবেন, আমরা তাঁহাদিগের সেই সকল সেবা-চেষ্টা সাদরে বন্দনা করিতেছি।

প্রভুপাদের চরণাশ্রিত সেবকগণ ক্রমে ক্রমে সংবাদ পাইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে সমবেত হইতেছেন। তাঁহাদিগের বিলাপে পাষাণ বিদীর্ণ হইতেছে। শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম্-এ মহোদয় ১লা জানুয়ারী রাত্রিতেই সংবাদ পাইয়া মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করেন। অদ্য (২রা জানুয়ারী শনিবার) পূর্ব্বাহ্নে সমবেত হইতে অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ বসুবর ভক্তিশাস্ত্রী, অধ্যাপক শ্রীপাদ হরিপদ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ উদ্ধবদাস অধিকারী, শ্রীপাদ মনোভিরাম দাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মচারী প্রকৃতি, ঢাকা হইতে শ্রীপাদ শিবদাসাত্মবিগ্রহ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ বি-এল, তাঁহার ধর্ম্মমাতা ও সহধর্ম্মিণী এবং মনোমোহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে ভক্তিভূষণ এবং বারাকপুর হইতে শ্রীপাদ দিব্যসূরি দাসাধিকারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ আসিয়া শ্রীধামে উপনীত হন।

বালেশ্বর-নিবাসী শ্রীমান্ বিজয়গোপাল দে ও তাঁহার মাতাঠাকুরাণী শ্রীযুক্তা যামিনীসুন্দরী দেবী শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিসেবার আনুকূল্য করিয়াছেন। ঢাকা-নয়াবাজার-নিবাসী শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র চৌধুরী (Mr. S. Chowdhury M. Sc. A. R. T. C. Glas.) মহোদয়ের পরমা ভক্তিমতী মাতাঠাকুরাণী (ঢাকা পুরাণপল্টননিবাসী শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল মহোদয়ের শ্বশ্রূঠাকুরাণী) প্রত্যহ শ্রীল প্রভুপাদের স্বায়দিকী সেবা করিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আরও অনেকে অনেক প্রকার সেবার ভার লইতেছেন, আমরা ইঁহাদের সকলেরই নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীধাম মায়াপুরস্থ সমাধিক্ষেত্রে ও কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠস্থ ভজনকুটীরে তাঁহার নিত্যপূজা, ভোগরাগাদি যথানিয়মে যথাসময়ে সম্পাদিত হইতেছে।

—:০:—

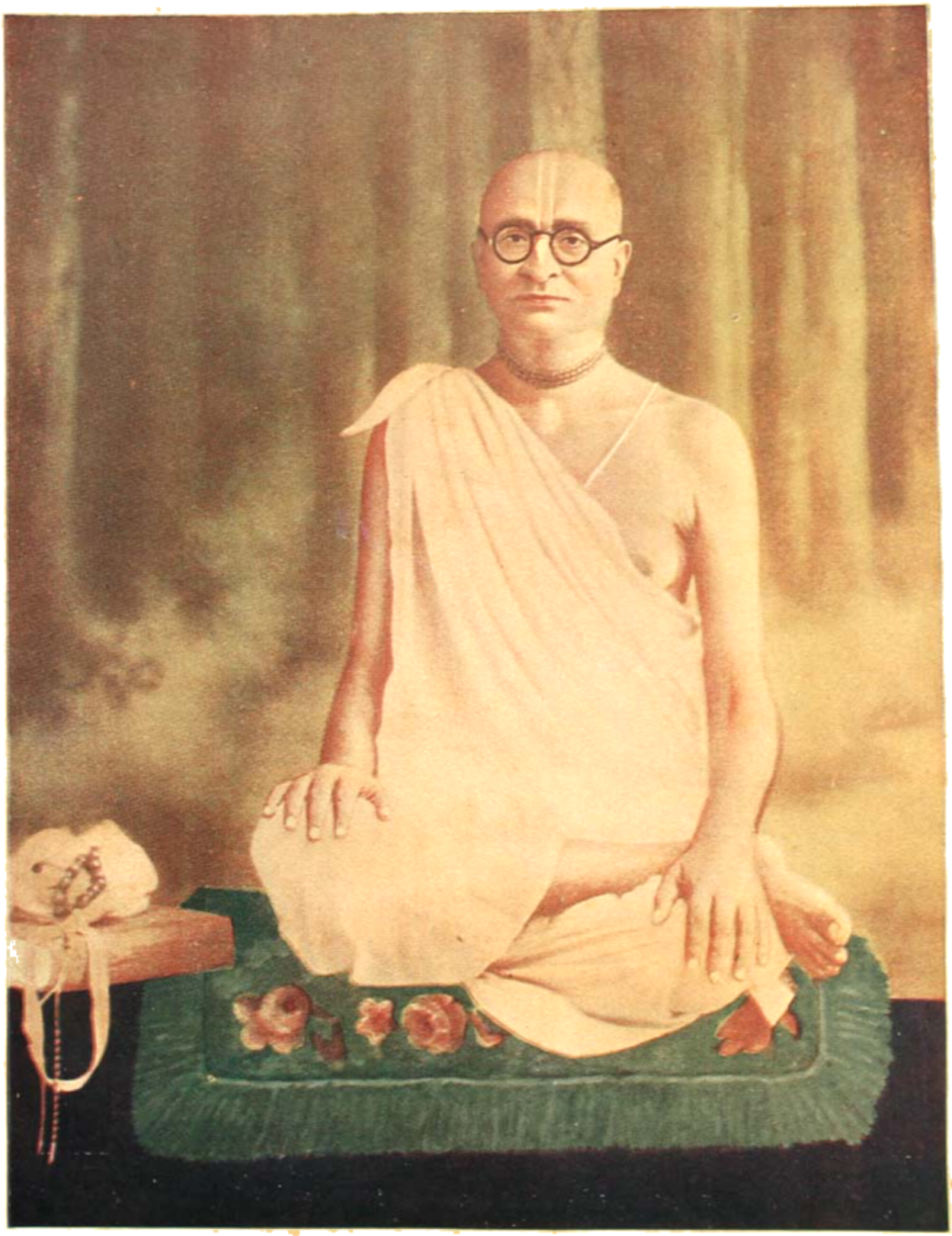

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

১৫শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৩রা মাঘ, ১৩৪৩ ; ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৩৭ | ২৩শ—২৪শ সংখ্যা

জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদকী জয়

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতিনামিনে ॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে ॥
নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে ॥

শ্রীল প্রভুপাদের বাণী

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অপ্রকট-লীলা আবিষ্কারের অব্যবহিত পূর্ব্বে অর্থাৎ ২৩শে ডিসেম্বর (১৯৩৬) প্রাতঃকালে সমবেত ভক্তগণের নিকট নিম্নলিখিত উপদেশাবলী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন—

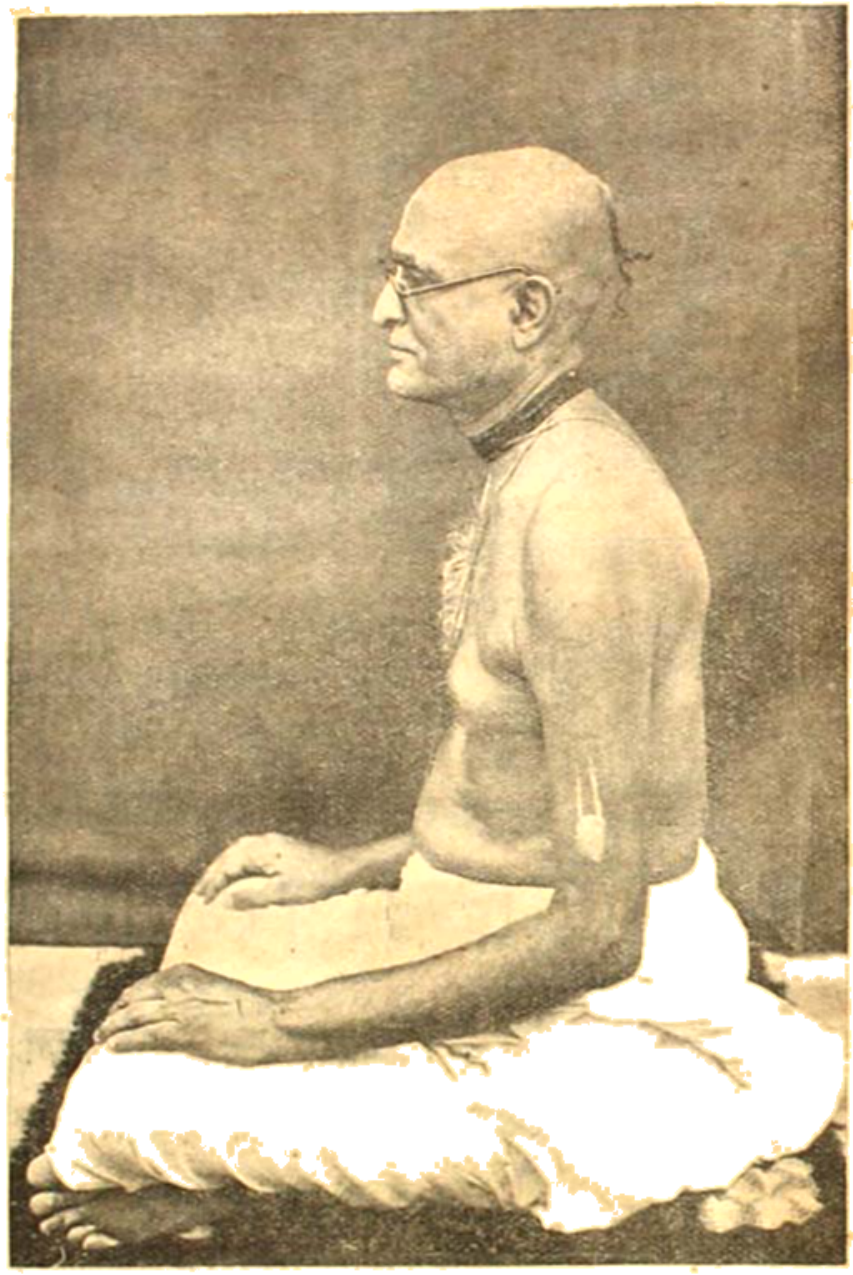

"আমি বহু লোককে উদ্বেগ দিয়েছি, অকৈতব সত্যকথা বল্‌তে বাধা হ'য়েছি ব'লে, নিষ্কপটে হরি-ভজন কর্‌তে ব'লেছি ব'লে অনেক লোক হয়ত' আমাকে শত্রুও মনে ক'রেছেন। অন্যাভিলাষ ও কপটতা ছে'ড়ে নিষ্কপটে কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ হ'বার জন্যই আমি অনেক লোককে নানাপ্রকার উদ্বেগ দিয়েছি। এ কথা তাঁ'রা কোনও না কোনও দিন বুঝ্‌তে পার্‌বেন।

সকলে রূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহের সহিত প্রচার করুন। শ্রীরূপানুগ-গণের পাদপদ্মধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। আপনারা সকলেই এক অদ্বয়জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে মিলে-মিশে থাক্‌বেন। সকলেই এক হরিভজনের উদ্দেশ্যে এই দু'দিনের অনিত্য সংসারে কোনরূপে জীবন-নির্ব্বাহ ক'রে চল্‌বেন। শত বিপদ, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়্‌বেন না। জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ কর্‌ছে না দে'খে নিরুৎসাহিত হ'বেন না, নিজ-ভজন, নিজ-সর্ব্বস্ব কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ছাড়্‌বেন না। তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন কর্‌বেন।

আমাদের এই ক্ষরদসব-তুল্য দেহটাকে আমরা সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে আহুতি দিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছি। আমরা কোনপ্রকার কর্ম্মবীরত্ব বা ধর্ম্মবীরত্বের অভিলাষী নহি, কিন্তু জন্মে-জন্মে শ্রীরূপ-প্রভুর পাদপদ্মের ধূলিই আমাদের স্বরূপ—আমাদের সর্ব্বস্ব। ভক্তিবিনোদ-ধারা কখনও রুদ্ধ হ'বে না, আপনারা আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত ভক্তিবিনোদ-মনোঽভীষ্ট-প্রচারে ব্রতী হ'বেন। আপনাদের মধ্যে বহু যোগ্য ও কৃতী ব্যক্তি র'য়েছেন। আমাদের অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, আমাদের একমাত্র কথা এই—

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥

সংসারে থাকা-কালে নানাপ্রকার অসুবিধা আছে, কিন্তু সেই অসুবিধায় মুহ্যমান হওয়া বা অসুবিধা দূর করবার চেষ্টা করাই আমাদের প্রয়োজন নয়। এই সকল অসুবিধা বিদূরিত হ'বার পর আমরা কি বস্তু লাভ করব, আমাদের নিত্যজীবন কি হ'বে, এখানে থাকা-কালেই তা'র পরিচয় লাভ করা আবশ্যক। এখানে যত রকম ধরণের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের বস্তু আছে—যাহা আমরা চাই ও চাই না, এই উভয় প্রকারেরই মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। কৃষ্ণপাদপদ্ম হ'তে আমরা যতটা তফাৎ হ'ব, ততই এখানকার আকর্ষণ ও বিকর্ষণ আমাদিগকে আকৃষ্ট করবে। এই জগতের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের অতীত হ'য়ে অপ্রাকৃত নামাকৃষ্ট হ'লেই কৃষ্ণসেবারসের কথা বুঝতে পারা যায়। কৃষ্ণের কথা আপাত বড়ই startling ও perplexing. যে আগন্তুক ব্যাপার-সমূহ আমাদের নিত্যপ্রয়োজনের অনুভূতিতে বাধা প্রদান করছে, তাহা eliminate করবার জন্য মনুষ্যনামধারী সকলেই জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে ন্যূনাধিক struggle করছে। দ্বন্দ্বাতীত হ'য়ে সেই নিত্যপ্রয়োজনের রাজ্যে প্রবেশই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন।

এ জগতে কাহারও প্রতি আমাদের অনুরাগ বা বিরাগ নাই। এ জগতের সকল বন্দোবস্তই ক্ষণস্থায়ী। প্রত্যেকের পক্ষেই সেই পরম প্রয়োজনের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা আছে। আপনারা একই উদ্দেশ্যে ঐকতানে অবস্থিত হ'য়ে মূল আশ্রয়-বিগ্রহের সেবাধিকার লাভ করুন। জগতে শ্রীরূপানুগ-চিত্তস্রোত প্রবাহিত হউক। সপ্তজিহ্ব শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের প্রতি যেন কখনও আমরা কোন অবস্থায় বিরাগ প্রদর্শন না করি। তা'তে একান্ত বর্দ্ধমান অনুরাগ থাকলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হ'বে। আপনারা শ্রীরূপানুগ-গণের একান্ত আনুগত্যে শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহে ও নির্ভীক-কণ্ঠে প্রচার করুন।

'গৌড়ীয়'-সেবকগণের প্রতি প্রভুপাদের অপ্রকটকালীন আশীর্ব্বাণী

গত ৪ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫০ ; ১৭ই পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৩ ; ১লা জানুয়ারী, খৃষ্টাব্দ ১৯৩৭, শুক্রবার গৌড়ীয়-আচার্য্যভাস্কর গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-নবদ্বীপধামপ্রবর্ত্তক পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রথম ধাম-সেবায় অর্থাৎ নিশান্ত-লীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। তদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম, আমাদের পরমগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুও নিশান্ত-লীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন।

শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবরের নিশান্ত-লীলায় প্রবেশের তাৎপর্য্য মর্ম্মী ভক্তগণের হৃদয়ে স্বতঃপ্রকাশ পরিস্ফুট। তথাপি ইঙ্গিতে এখানে সৌভরিলীলা কীর্ত্তিত হইল। নিশান্ত-লীলায় অপ্রাকৃত রাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত গাঢ় সমাশ্লিষ্টাবস্থা—"গাঢ়ালিঙ্গন-নির্ভেদমাপ্তৌ"। জয়দেব সরস্বতী 'গীতগোবিন্দে' "মেঘৈর্মেদুর-মম্বরম্" শ্লোকে 'নক্তং' এর পর যে অবস্থার ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাই নিশান্ত-লীলায় রাধাগোবিন্দের সম্মিলিতাবস্থা। এখানেই শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত-নিত্যলীলা। সেই লীলায়ই শ্রীগৌর নিজ-জন শ্রীশ্রীবার্ষভানবীসহিতদাস প্রভু প্রবেশ করিয়াছেন।

গৌড়ীয়ের শ্রীস্বরূপ-রূপের অভিন্ন-বিগ্রহ গৌড়ীয়াচার্য্য-ভাস্করের সংগোপনে আজ যে কেবল গৌড়ীয়ের প্রচার-গগন অন্ধকার হইল, তাহা নহে, সমগ্র বিশ্বে অকৈতব ভাগবত-সূর্য্যের আলোক বোধ হয় লোকলোচনে পুনরায় আচ্ছাদিত হইবার সূচনা হইল। কিন্তু আচার্য্যভাস্কর যে অতুলনীয় অধোক্ষজ-সেবা-প্রেরণা, হরিসেবায় যে নিত্য নবনবায়মান উৎসাহ, সর্ব্বোপরি যে ত্রিলোক-দুর্ল্লভ অনন্যসাধারণ আচার ও প্রচারের আদর্শ তাঁহার নিষ্কপট অনুগামি-জনগণের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ভক্তিবিনোদ-ধারা যে উত্তরোত্তর সম্বর্দ্ধিতই হইবে, ইহা ব্যতীত অন্য কোন কথা ঘুণাক্ষরেও হৃদয়ে উপস্থিত হয় না। তিনি তাঁহার অপ্রকট-লীলা আবিষ্কারের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে আশীর্ব্বাণী প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বাণী-কীর্ত্তন-সেবার মধ্যেই অনুক্ষণ তাঁহার সাক্ষাৎ সঙ্গ ও শক্তিসঞ্চার আমরা লাভ করিতে পারিব এবং নির্ভীক-কণ্ঠে, নিরপেক্ষ হৃদয়ে ও অকপট সেবানুগত্যময় চরিত্রবলে আমাদের প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী জগতে আচারমুখে প্রচার করিয়া তাঁহার কৃপাশীর্ব্বাদ আরও প্রচুর পরিমাণে বরণ করিয়া লইতে পারিব। ইহাই আমাদের কোটিকণ্টক-কৃত্ত শুদ্ধভক্তিমার্গ-বিচরণের একমাত্র আলোকস্তম্ভ।

যদিও আজ গৌড়ীয়ের লেখনী আশ্রয়হীনা, যদিও ভক্তিসিদ্ধান্তপরীক্ষক স্বরূপ-রূপানুগবরের নিকট সাক্ষাদ্ভাবে আমরা গৌড়ীয়ের প্রবন্ধ পরীক্ষা করাইতে পারিব না, 'গৌড়ীয়ে'র প্রবন্ধ লাগ্রহে পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া প্রভুপাদ আমাদিগের প্রতি প্রচুর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ ও অন্তরের গভীরতম আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন, ইহা যদিও সাক্ষাদ্-ভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারিব না, তথাপি তিনি তাঁহারই অন্তরের সিদ্ধান্তে ও অলীষ্টে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য ভক্তিবিনোদ-বাণীর কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎএর দাস্যে যে আমাদিগকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই আমরা আশ্রয়হীন হই নাই, তাঁহার নিত্য আশীর্ব্বাদ ও কৃপাশক্তি-সঞ্চার হইতে বঞ্চিত হই নাই। সারস্বত-শ্রবণ-ভূরে, বাসুদেব-দাস্তে, ভক্তিবিনোদ-সুধাকরের সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ অপ্রাকৃত-কৃপা-কিরণে নিরন্তর স্নাত হইয়া আমরা যেন অনুক্ষণ বিনোদ-বাণী-গৌরের সেবা করিতে পারি। প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট-লীলা আবিষ্কারের অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীরূপানুগ-দাস্তে শ্রবণকীর্ত্তনমুখে বিনোদ-বাণী-গৌরের সেবা-বরণ ও সেবার ফল বৈষ্ণব-সঙ্ঘ রক্ষার সংরক্ষণ করিবার জন্য যে প্রচুর আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়াছেন, সেই আশীর্ব্বাদকে যেন সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিবার যোগ্য হইতে পারি।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিত্যলীলায় প্রবেশের পর শ্রীল প্রভুপাদ "সজ্জনতোষণী" পত্রিকা সম্পাদন করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন,—

"সজ্জনতোষণী যে উদ্দেশ্য নিয়ে, এখনও তাহাই থাকিবে। বিদ্বজ্জনপ্রবর ঠাকুর মহাশয়ের কৃপায় এই পত্রিকা পুনরায় স্বীয় ভক্তিপ্রভায় সকল সজ্জনের সন্তোষ বিধান করিবেন। ... কেহ বা বিশ্বিষণের মতানুসরণে শুদ্ধভক্তির বিরোধ-সাধন করিয়া ভক্তিমার্গের ইতরতা ঘটাইতে যত্নবান হইবেন, কেহ বা প্রাকৃত-সম্প্রদায়-বিশেষের সুবিধা লক্ষ্য করিয়া শুদ্ধভক্তিসৌধের ধ্বংস করিয়া ফেলেন।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ 'কল্যাণকল্পতরু'তে গাহিয়াছেন,—

ভক্তিবাধা যাহা হ'তে, সে বিদ্যার মস্তকেতে,
পড়াঘাত কর অকৈতব।

সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁ'র ক্রিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব ॥

ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী বিন্দুমাত্রও ভক্তির বিরুদ্ধ কথার সমর্থন বা সময়য় করিতে পারেন না; ইহাই তাঁহার অসমোর্দ্ধ বৈশিষ্ট্যরূপে আমরা অনুক্ষণ উপলব্ধি করিয়াছি। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী শ্রীভক্তিবিনোদের বৈভব অর্থাৎ মূল আশ্রয়-বিগ্রহের শ্রীপাদপদ্মেরই বিস্তৃতি—অভিন্নব্যাবস্থানবী ভক্তিবিনোদই গৌরবাণীরূপে বিস্তার লাভ করিয়াছেন। সেই বাণী-বিনোদ-গৌরের সেবাই গুর্ব্বানুগত্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা, শ্রীরূপমঞ্জরীর আনুগত্যে গোপী-গোপীনাথের সেবা।

ভক্তিপ্রতীপাপোহ বিনোদবাণী-গৌরের কৃপার পথ, প্রদর্শন করিয়া আমাদিগের ন্যায় অনাদি-বহির্ম্মুখের কর্ণ-প্রাঙ্গণে গৌর-সরস্বতীর "শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-জনে থাকিয়া ত' সঙ্গ লহ নাম"—এই আদেশ-বাণী প্রকট করিয়াছেন। আমরা যেন একতানে ও একপ্রাণে সেই বাণীকুঞ্জের কৃষ্ণাভিন্ন গৌরগুণধামের সঙ্কীর্ত্তনে অপ্রাকৃত রুচিবিশিষ্ট হইতে পারি স্বরূপ-রূপানুগবর আচার্য্যের শ্রীচরণানুগ নিখিল বৈষ্ণব-চরণে আমরা আজ এই আশীর্ব্বাদই প্রার্থনা করিতেছি।

• • • • •

বিরহ-সংখ্যা 'গৌড়ীয়' প্রকাশিত হইতে নানা কারণে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া গেল। এজন্য সর্ব্বাগ্রে পাঠকগণের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। চিত্ত অত্যন্ত ব্যথিত ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকায় বিরহ-সংখ্যার প্রবন্ধাবলীতে নানা-প্রকার ভ্রম এবং অনিচ্ছাকৃত ভাষা ও শব্দগত দোষ প্রবেশ করিয়াছে। ব্যক্তিবিশেষের প্রতি যদি কোন প্রকার অযোগ্য শব্দ কিংবা বাক্য বিক্ষিপ্ত-চিত্তের অস্বাভাবিক অবস্থা-নিবন্ধন প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সারগ্রাহী সুধী পাঠক, সজ্জন ও বৈষ্ণববৃন্দ তাহা নিজ-গুণে ক্ষমা করিবেন। প্রবন্ধ অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত চিত্তের বিক্ষুব্ধাবস্থার মধ্যে লিখিত ও তাহা পুনর্ব্বার সংশোধনের সুযোগ না হওয়ায় এবং দুইটী বিভিন্ন প্রেসে যুগপৎ মুদ্রণ-কার্য্য চলিতে থাকায় ও নিজে প্রুফ পরিদর্শন করিবার সময় না পাওয়ায় কতকগুলি মুদ্রাকর-প্রমাদ ও অশোভন ত্রুটী সংঘটিত হইয়াছে। সেই সকল ভ্রম সংশোধন করিতে হইলে কর্ম্মাগুলি সম্পূর্ণভাবে পুনর্মুদ্রণ ব্যতীত উপায় নাই। কিন্তু এ সময়ে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। বস্তুতঃ যাহা কিছু সত্য, শিব ও সুন্দর, তাহা সকলই গুরুপাদপদ্মের, আর যাহা কিছু অশোভন, অপ্রশংসনীয় ও ভ্রমাদিযুক্ত, তাহা সকলই লেখকের ব্যক্তিগত। অতএব সজ্জনবৃন্দের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা —তাঁহারা আমাদের ব্যক্তিগত সমস্ত ত্রুটীকে উপেক্ষা করিয়া ভুবনমঙ্গল আচার্য্য-চরিত অনুশীলন করুন।

• • •

আচার্য্যের নিত্যলীলাপ্রবেশের তারিখ **১৬ই পৌষ ১৩৪০, বৃহস্পতিবার নিশান্ত**। ভারতীয় পঞ্জিকার গণনা-মতে তখনও দিন আরম্ভ হয় নাই, কিন্তু ইংরাজী মতে উহা শুক্রবার ধরা যায় বলিয়া এই প্রবন্ধে ১লা জানুয়ারী ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ শুক্রবার লিখিত হইয়াছে এবং ইংরাজী তারিখের সহিত সমকক্ষতা বজায় রাখিতে গিয়া ৪ নারায়ণ ও ১৭ই পৌষ লিখা হইয়াছে। আচার্য্য-চরিতের ১৭ পৃষ্ঠার শেষে পরমপূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী শ্রীযুক্তা ভগবতী দেবীর নিত্যধাম-প্রাপ্তি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটের ঠিক ছয় বর্ষ 'পরে' হইবে। কিন্তু মুদ্রাকর-প্রমাদবশতঃ 'পূর্ব্বে' ছাপা হইয়াছে। ৪০ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের শেষভাগে Ruptureএর বাঙ্গালা প্রতিশব্দ 'বিরোধ' বা 'অমিল' এক কথায় কোনটীই সুসঙ্গত ও সম্পূর্ণ ভাবদ্যোতক হয় না বলিয়া পরে কেবল ইংরাজী শব্দই রাখা হইয়াছে।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীগোস্বামিচরণানাং নিত্যলীলাপ্রবেশমুদ্দিশ্য

বিলাপকুসুমাঞ্জলিঃ

কিমিদং হৃতিমূলমাগতং হৃদয়ান্নস্তুলঘাতিবদ্ভবৎ।
প্রভুপাদসুপুণ্যবিগ্রহঃ প্রকটং লোকদৃশা ন লক্ষ্যতে॥

কিমহং হতদৈবদারুণপরিহাসঃ খলু মর্ম্মদারণঃ।
জনদুষ্কৃতিপুঞ্জ দুঃসহপরিপাকঃ কিমহং ভবেয়ু বা॥

অয়ি গৌড়নভঃপ্রভাকর ধৃতসত্যোজ্জ্বলদীপ্তিভাস্বর।
বদ কুত্র গতস্তদাশ্রিতাংশ্চিরদুঃখে তিমিরে বিহায় নঃ॥

ন চলস্যনিশং ন বর্ত্তসে ন হি কালঃ কলয়েদ্ভবাদৃশম্।
অপি চেহ ন দৃশ্যসে স্ফুটং ভগবত্যাং প্রভুবর্য্য যদ্ ভবেৎ॥

ত্বয়ি ভক্তিধুরা প্রতিষ্ঠিতা হৃদধীনাঃ খলু সৎপ্রবৃত্তয়ঃ।
ত্বয়ি সজ্জনসংঘপালনং সর্ব্বমেতদ্ বিবশং বিনা ত্বয়া॥

তব পুণ্যমুখাম্বুজস্করদ্রূপদেশামৃতজীবিনঃ সদা।
ইহ সাধুজনাঃ সমাসতে দয়য়া তেষু সমাগমং কুরু॥

অয়ি বৈকুবরাজসংসদঃ পতিবর্য্য ত্বমনন্যসংশ্রয়াম্।
নিরবদ্যগুণৈশ্চ তাং সতীং পরিহায়াদ্য গতঃ কথং পুনঃ॥

জগদদ্য প্রপূরিতং মহাভরনাস্তিক্যতমোভিরাকুলম্।
অয়ি সাত্বতশুদ্ধদীধিতীর্দধদাচার্য্যরবে ক বর্ত্তসে॥

হরিনামসুধৈব জীবনং কলিহালাহললুপ্তচেতসাম্।
ইতি নিশ্চিতধীঃ সদা ভবান্ করুণাসিন্ধুরিতঃ কুতোগতঃ॥

ম্রিয়তে তব ভক্তচাতকৈরধুনৈবাগতয়া পিপাসয়া।
ইহ বিষ্ণুপদং প্রকাশয়ন্নয়ি দেবাম্বুদ দেহি দর্শনম্॥

কলিতং কলিকল্মষৈর্জগদ্দলিতং মর্ম্মসতাং দুরাত্মভিঃ।
স্খলিতং নিজধর্ম্মতো নৃণাময়ি দেব ক পুনস্ত্বরা গতম্॥

দশতীহ পরীক্ষিতং যথা জনবৃন্দং ননু পাপতক্ষকঃ।
অয়ি ভাগবতামৃতপ্রদ শুকদেব ক পুনর্গতো ভবান্॥

ভবতা ভবতাপশান্তয়ে বহুধা ভক্তগণৈর্বিচেষ্টিতম্।
ত্বয়িসম্প্রতি সাম্প্রতং ন তদ্বদকাণ্ডে প্রভুবর্য্যগম্যতে॥

অপনেতুমশেষজীবকে ভবতা মায়িকদাস্যবন্ধনম্।
বিহিতং গরুড়ানুকারিণা খলু বৈকুণ্ঠসুধাং প্রবর্ষতা॥

প্রিয়গৌরহরেশ্চ মানসচিরবাঞ্ছা ভবতা প্রপূরিতা।
ভুবি নাম প্রচার্য্য তস্য তদধুনা নামগুরো ক গম্যতে॥

য ইহাক্ষরলব্ধয়ে নৃণাং পরবিদ্যাপ্রদপীঠ এব তে।
স কথং রহিতস্ত্বয়া ভবেৎ পরবিদ্যাগুরুবর্য্য তদ্ বদ॥

ভুবি গৌরপুরোজ্জ্বলপ্রভাং ভবতা প্রাপয়তা নৃণাং দৃশম্
অয়ি ভক্তিবিনোদ-বৈভব স্বয়মদ্য ক গতং পুনঃ প্রভো॥

ভুবনে জয়তি শ্রিয়োজ্জ্বলস্তব গৌড়ীয়মঠঃ সদাশ্রয়ঃ।
অয়ি গৌড়জনৈকনায়ক স্বয়মেব ক পুনর্গতস্ততঃ॥

অথবা নিজদেব এব কিমসুভূয়োত্তমপার্ষদস্য তে।
বিরহং চিরমর্ত্তবাসজং স্বপদং স্বামনয়ত্ত্বরান্বিতঃ॥

ব্রজ ভো বৃষভানুনন্দিনী-দয়িতাস্বন্নিজনাথমন্দিরম্।
কুরু দেব জনে হৃদাশ্রিতে করুণাং দীনতমে নমোঽস্তু তে॥

পরমহংস ও বৈষ-বর্ণাশ্রম-ধর্ম-প্রতিষ্ঠাতা, শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-ধর্ম-প্রচারক

শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

বস্তু শত্রু হ'য়ে আমাদিগকে আক্রমণ কর্‌বে। প্রকৃত সাধুর হরিকথাই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা। (ঐ)

২২। তোষামোদকারী গুরু বা প্রচারক নহে। (ঐ ১২ই চৈত্র, ১৩৩৪)

২৩। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ যোনিতে থাকা ভাল, তথাপি কপটতা আশ্রয় করা ভাল নহে। কপটতা-রহিত ব্যক্তিরই মঙ্গল হয়।৩

২৪। সরলতার অপর নামই বৈষ্ণবতা, পরম-হংস বৈষ্ণবের দাসগণ—সরল; তাই তাঁহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। (ঐ)

২৫। জীবের বিপরীত রুচিকে পরিবর্ত্তিত করাই সর্ব্বাপেক্ষা দয়াময়গণের একমাত্র কর্ত্তব্য। মহানায়ার দুর্গের মধ্য থেকে একটা লোককে যদি বাঁচা'তে পার, তা'হ'লে অনন্তকোটি হাসপাতাল করা অপেক্ষা তা'তে অনন্তগুণে পরোপকারের কাজ হ'বে। (ঐ)

২৬। গৌড়ীয়মঠের নিঃস্বার্থ দয়াশীল প্রত্যেক লোক এই মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির চিৎশরীর-পুষ্টির জন্য দু'শ গ্যালন রক্ত ব্যয় কর্‌বার জন্য প্রস্তুত থাকুক্। (১২ই চৈত্র, ৩৪)

২৭। গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের উদয়াস্ত পরিশ্রমের ফলে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তাহার শেষ পাই পর্য্যন্ত জগতের (ভ্রান্তিজন্য ক্লেশপর) ইন্দ্রিয়-তর্পণ বন্ধ ক'রে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের কথায় ব্যয়িত হয়। (ঐ)

২৮। যাহাদের আত্মবিৎএর নিকট নিজেদের ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি সর্ব্বক্ষণ উদিত হয় নাই, সেই সকল ব্যক্তির সঙ্গ যতই প্রীতিপ্রদ হউক না কেন, উহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।৪

২৯। কেবল আচার-রহিত প্রচার কর্ম্মাঙ্গের অন্তর্গত। (ঐ ২৩ অক্টোবর, ১৯৩৬)

৩০। ভোগীর ইন্ধনের যোগান ও জ্ঞানীর বিষয়-বিদগ্ধ বিচারের অনুগমনের জন্য আমাদের মঠ স্থাপিত হয় নাই। কেবল দুই একটি টাকা দ্বারা মঠের উপকার পাওয়াই আমাদের একমাত্র সম্বল নহে, পরন্তু যদি কাহারও উপকার করিতে পার, তবেই সে কৃষ্ণসেবাময় মঠের সেবা করিবে। (পত্রাবলী ৩য় খঃ ৭০)

৩১। শ্রীনামহট্টের বাড়ুদার-পরিচয়ে শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর মহাশয় যে অপ্রাকৃত-লীলার প্রাকট্য সাধন করিয়াছেন, তাঁহার প্রপঞ্চ-মার্জ্জন-সেবার উপকরণরূপ-শতমুখীসূত্রে আমাদের শত শত জনের মহাজনানুগমন এবং দুঃসঙ্গানুকরণ-বর্জ্জন-কার্য্য জগতের অপ্রিয় হইলেও উহাই আমাদের চরম কল্যাণ উৎপন্ন করিবে। (গৌড়ীয়-কণ্ঠহার-ভূমিকা)

৩২। ভগবান্ ও ভক্তের সেবা করিলেই গৃহব্রতধর্ম্ম কম পড়ে। (পত্রাবলী ৩য়ঃ খঃ ৭৪)

৩৩। কৃষ্ণেতর বিষয় সংগ্রহই আমাদের মূল ব্যাধি। (ঐ ৮৩)

৩৪। আমরা কিছু জগতে কাঠ-পাথরের মিস্ত্রী হইতে আসি নাই, আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর পিয়ন মাত্র। (বক্তৃতা—৮ই নভেম্বর, ১৯৩৬)

৩৫। আমরা জগতে বেশীদিন থাকিব না, হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে আমাদের দেহপাত হইলেই এই দেহধারণের সার্থকতা। (ঐ)

৩৬। শ্রীচৈতন্যদেবের মনোহভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীরূপের পাদপদ্মধূলিই আমাদের জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু। (ঐ)

৩। বক্তৃতা—১৮ই ফাল্গুন, ১৩৩৪ ৪। পত্রাবলী ১ম খণ্ড ১১ পৃষ্ঠা

আচার্য্য-চরিত

পুরীধামে আবির্ভাব

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের (১৭৯৫ শকাব্দ, ১২৮০ বঙ্গাব্দ) ৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে অপরাহ্ণ ৩৷৷ ঘটিকার

পুরীর শ্রীমন্দির

পর পুরী শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সন্নিকটে "নারায়ণ ছাতা"র সংলগ্ন ঠাকুর ভক্তিবিনোদের হরিকীর্ত্তন-মুখরিত বাস-ভবনে শ্রীভগবতীদেবীর ক্রোড়ে এক জ্যোতির্ম্ময় দিব্যকান্তি শিশু-

শ্রীল প্রভুপাদ

রূপে অবতীর্ণ হন। যাঁহারা সেই সময় শিশুকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই শিশুর গাত্রে স্বাভাবিক উপবীত বিজড়িত দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীজগন্নাথদেবের পরাশক্তি শ্রীবিমলা-দেবীর নামানুসারে এই শিশুর নাম রাখিয়াছিলেন—'শ্রীবিমলাপ্রসাদ'।

শিশুর রুচি

শিশুর আবির্ভাবের ছয়মাস পরে রথযাত্রা-মহোৎসব উপস্থিত হইল। সে বৎসর সেই রথ শ্রীজগন্নাথদেবেরই

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ইচ্ছায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাস-গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইয়া আর কিছুতেই অগ্রসর হইল না। ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের বাসস্থানের সম্মুখে তিনদিবসকাল রথাস্থ শ্রীজগন্নাথদেব অবস্থান করিলেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের

নেতৃত্বে শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে তিনদিবসকাল শ্রীহরি-কীর্ত্তনোৎসব হইতে থাকিল। তন্মধ্যে একদিন মাতৃক্রোড়-স্থিত ছয়মাসের শিশু শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হস্তপ্রসারণ-পূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণালিঙ্গন এবং শ্রীজগন্নাথের গলদেশ হইতে একটি প্রসাদী মালা গ্রহণ করিলেন। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর শিশুর মুখে মহাপ্রসাদ প্রদান করিয়া শিশুর অন্নপ্রাশন সম্পন্ন করিলেন।

আবির্ভাবের পরে শিশু জননীর সহিত দশমাসকাল পুরুষোত্তমে বাস করিয়াছিলেন এবং তৎপরে পাল্কীর ভাকে স্থলপথে বঙ্গদেশের প্রাণাঘাটে উপনীত হইলেন। হরিসঙ্কীর্ত্তনোৎসবের মধ্যেই শিশুর সমস্ত শৈশবকাল কাটিয়াছিল।

হরিনাম ও নৃসিংহ-মন্ত্র-গ্রহণ

শ্রীরামপুরে থাকা-কালে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পুরী হইতে তুলসীর মালিকা আনাইয়া হাইস্কুলের সপ্তমশ্রেণীর ছাত্রকে হরিনাম ও শ্রীনৃসিংহ-মন্ত্ররাজ প্রদান করেন। শ্রীরামপুরে পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে বালক Phonetic typeএর মত একটি নূতন লেখন-প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উহার নাম হইয়াছিল - বিকৃতি বা Bigunto. ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বালককে "শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত" গ্রন্থ পাঠ করান।

শ্রীকূর্ম্মদেবের অর্চ্চন

১৮৮১ সালে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কলিকাতা-রামবাগানে যখন 'ভক্তিভবন' নির্ম্মাণ করেন, তখন গৃহের ভিত্তি খনন-কালে মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে শ্রীকূর্ম্ম-মূর্ত্তি প্রকাশিত হন। ৮।৯ বৎসরের বালককে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীকূর্ম্মদেবের পূজার মন্ত্র ও অর্চ্চন-বিধি শিক্ষা দেন; বালক নিয়মিতভাবে কূর্ম্মদেবের পূজা ও তিলকাদি সদাচার গ্রহণ করেন। ১৮৮৫ সালে ভক্তিভবনে 'বৈষ্ণব-ডিপজিটরী' নামক একটি ভক্তি-গ্রন্থ-প্রচার-বিভাগ খোলা হয়। এই সময় হইতেই বালক মুদ্রাযন্ত্র-সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ ও প্রুফ-সংশোধনাদি কার্য্যে সহায়তা করেন। এই সময় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকা (২য় বর্ষ) পুনঃ প্রকাশিত হয়। ১৮৮৫ সালে বালক ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত গৌরপার্ষদগণের আবির্ভাব-ভূমি কুলীনগ্রাম, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থান দর্শন এবং তথায় নামতত্ত্ব-সম্বন্ধে শাস্ত্র-বিচার শ্রবণ করেন।

জ্যোতিষ-শাস্ত্রে প্রতিভা

যখন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র, তখনই বালক গণিত ও ফলিত-জ্যোতিষ-আলোচনায় স্বাভাবিক প্রতিভা প্রদর্শন করেন। তারকেশ্বর লাইনের শিয়াখালা গ্রামের পণ্ডিতবর মহেশচন্দ্র চূড়ামণির নিকট গণিত-জ্যোতিষ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অল্পকাল মধ্যেই ঐ শাস্ত্রে অদ্ভুতপূর্ব্ব প্রতিভা ও পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আলোয়ার নিবাসী পণ্ডিত সুন্দরলাল নামক জনৈক জ্যোতিষীর নিকটও বালক জ্যোতির্বিদ্যায় অধিকার লাভ করেন।

"সিদ্ধান্তসরস্বতী"

চূড়ামণি মহাশয় পঞ্চমবর্ষীয় বালকের প্রতিভায় বিশেষ মুগ্ধ হন। সেই শৈশবকাল হইতেই তাঁহার মহাভাগবত গুরুবর্গ তাঁহাকে "শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী" নামে অভিহিত করেন। ইংরাজী ১৯১৮ সালে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণকালে তিনি "পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী" নামে অভিহিত হন। তিনি বিশেষস্থলে "শ্রীবার্ষভানবী দয়িত-দাস" নামেও আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বিশ্ববৈষ্ণব-সভা

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ৩৯৯ চৈতন্যাব্দে কৃষ্ণসিংহের গলিতে (অধুনা বেথুন রো) স্বধামগত রামগোপাল বসুর ভবনে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'বিশ্ববৈষ্ণব-সভা' প্রতিষ্ঠা করেন এবং ৪০০ চৈতন্যাব্দ প্রবর্ত্তিতে অর্থাৎ ইংরাজী ১৮৮৬ সালে শ্রীচৈতন্যদেবের চারিশত বার্ষিক আবির্ভাবোৎসব সম্পাদন করেন। মদনগোপাল গোস্বামী, নীলকান্ত গোস্বামী, বিপিনবিহারী গোস্বামী, রাধিকানাথ গোস্বামী, শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি অনেকেই বিশ্ববৈষ্ণব-সভার বিভিন্ন বিভাগের সভ্য ছিলেন। শ্রীসরস্বতী ঠাকুর বিশ্ববৈষ্ণব-সভার প্রতি-রবিবারের সাপ্তাহিক অধিবেশনে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থ বহন করিয়া লইয়া যাইতেন এবং সভায় শাস্ত্রীয় আলোচনা মনো-যোগের সহিত শ্রবণ করিতেন।

অসৎসঙ্গ ও জড়বিদ্যায় অরুচি

সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার ছাত্রজীবনে কোন অসৎ প্রকৃতির বালকের সহিত কখনও মিশিতেন না। অসৎসঙ্গ-ত্যাগে সুসূচসভ্য ও অকপট সাধুসঙ্গের প্রতি ঐকান্তিকী নিষ্ঠা তাঁহাতে আশৈশব লক্ষিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীতে পড়িবার সময় তিনি জ্যোতিষ-শাস্ত্রালোচনা ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠেই অধিক সময় কাটাইতেন। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের প্রতি তাঁহার আদৌ মনোযোগ ছিল না। বিশেষতঃ স্কুলের সময় ব্যতীত গৃহে স্কুল-পাঠ্য-পুস্তক স্পর্শ করা অনাবশ্যক বিবেচনা করিতেন। 'ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা' 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' ও ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী সরস্বতীর পাঠ্য-পুস্তকের স্থান অধিকার করিয়াছিল।

আগষ্ট্ অ্যাসেম্‌ব্‌লী

পাঠ্যাবস্থায়ই তিনি 'সূর্য্যসিদ্ধান্ত', 'ভক্তিভবন পত্রিকা' প্রভৃতি গণিত-জ্যোতিষ-গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছিলেন এবং অপরাহ্ণে কলিকাতার বিডন-উদ্যানে ছাত্রগণের সহিত নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্ক ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গ-আলোচনায় অতিবাহিত করিতেন। ১৮৯১ সালে এই আলোচনা-সভার নাম হইয়াছিল—"আগষ্ট্ অ্যাসেম্‌ব্‌লী (August Assembly). এই সভায় সভ্যবৃন্দকে চিরকুমার-ব্রত পালনের উৎকর্ষ-সাধনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইত। তরুণ ও প্রাচীন সকল প্রকার শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই এই সভার আলোচনা-শ্রবণে উপস্থিত হইতেন।

সংস্কৃত কলেজে

১৮৯২ সালে সরস্বতী ঠাকুর সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিয়া পাঠ্য পুস্তক পড়িবার পরিবর্ত্তে কলেজ-লাইব্রেরীর প্রধান প্রধান পুস্তকসমূহ পড়িয়া ফেলিলেন। কলেজের অতিরিক্ত সময় বৈদিক পণ্ডিত পৃথ্বীধর শর্ম্মার নিকট বেদ অধ্যয়ন করিতেন। পরে ১৮৯৮ সালে সারস্বত চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনাকালে পৃথগ্‌ভাবে 'ভক্তিভবনে' পৃথ্বীধর শর্ম্মার নিকট 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' অধ্যয়ন করেন। অত্যল্পকাল মধ্যেই সিদ্ধান্তকৌমুদীর পাঠ শেষ করিয়া ফেলেন। পৃথ্বীধর আজীবন সিদ্ধান্তকৌমুদী অধ্যয়নের পরামর্শ দেওয়ায় সরস্বতী ঠাকুর অধ্যাপকের সহিত মতভেদ করিয়া বলেন যে, তাঁহার জীবন হরিভজনের জন্য, শিশুশাস্ত্র ব্যাকরণের 'ডুকৃঞ্' বা জড়সাহিত্যকাব্যের অনুস্বার-বিসর্গ প্রত্যয়ের জন্য নহে। সংস্কৃত কলেজে পড়িবার সময়ই সরস্বতী ঠাকুর কাশীর সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ম: ম: বাপুদেব শাস্ত্রীর ছাত্র ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্যের সন্দিগ্ধ বিচারের প্রতিবাদ করেন।

সারস্বত চতুষ্পাঠী

ইংরাজী ১৮৯৭ সালে কলিকাতা 'ভক্তিভবনে' সারস্বত চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। রাজা হরগৌরীশঙ্কর, ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্-বি, সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত-ভূষণ, নিত্যানন্দ-বংশীয় পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামী, শরচ্চন্দ্র জ্যোতির্ব্বিনোদ মহাশয় প্রভৃতি অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং কলেজের অনেক ছাত্র তাঁহার সারস্বত চতুষ্পাঠীতে গণিত-জ্যোতিষ অধ্যয়ন ও শিক্ষালাভ করেন। সারস্বত চতুষ্পাঠী হইতে সরস্বতী ঠাকুর 'জ্যোতির্ব্বিদ', 'বৃহস্পতি' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অনেক প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

জড়বিদ্যার্জ্জন-পরিত্যাগ

শ্রীমন্মহাপ্রভু যেরূপ প্রথমে বিদ্যাবিলাস ও দিগ্বিজয়াদি লীলা প্রদর্শন করিয়া পরে হরিকীর্ত্তন-প্রচারের আদর্শ প্রকাশ করিয়াছিলেন, গৌরজন সরস্বতী ঠাকুরের চরিত্রেও সেই আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি তাঁহার আত্ম-জীবনীতে লিখিয়াছেন,—"আমি যদি মনোযোগ-সহকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শিক্ষা করিতে থাকি, তাহা হইলে সংসারে প্রবেশের জন্য আমার প্রতি যৎপরোনাস্তি পীড়ন হইবে, আর যদি লোকের নিকট মূর্খ অকর্ম্মণ্যরূপে প্রতিপন্ন হই, তাহা হইলে সাংসারিক উন্নতির জন্য কেহ আর তাদৃশী প্রয়োচনা করিবে না। এই বিচার করিয়া আমি সংস্কৃত কলেজ পরিত্যাগ করিলাম ও হরি-সেবাময় জীবন রক্ষাকল্পে গুরুবিত্ত অর্জ্জন করিবার অভিপ্রায়ে একটি সামান্য উপায় সংগ্রহের ইচ্ছা করিলাম।"

ত্রিপুরায়

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে সরস্বতী ঠাকুর স্বাধীন-ত্রিপুরা-ষ্টেটে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ত্রিপুরার রাজবর্গের জীবন-চরিত্র "রাজরত্নাকর"

গ্রন্থ প্রকাশের সহকারী সম্পাদকতা করিতে লাগিলেন এবং রাজ-গ্রন্থাগারের যাবতীয় প্রধান প্রধান পুস্তক পাঠ করিবার অবসর পাইলেন। মহারাজ বীরচন্দ্রের স্বধামগমনের পর (১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ, ১১ই ডিসেম্বর) মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যবাহাদুর রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া পরবৎসর সরস্বতী ঠাকুরের উপর যুবরাজ বাহাদুরের ও রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের সংস্কৃত ও বাংলা শিক্ষার ভার এবং তৎপরবর্ষে কলিকাতার বিভিন্ন কার্য্য-পরিদর্শন-ভার অর্পণ করিলেন। কিন্তু সরস্বতী ঠাকুর ঐ সকল কার্য্য হইতেও অবসর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যবাহাদুর সরস্বতী ঠাকুরকে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে পূর্ণ বেতনে পেন্সন প্রদান করেন। সরস্বতী ঠাকুর ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সেই পেন্সন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভক্তিবিনোদ-সঙ্গে তীর্থ-ভ্রমণ

ইতঃপূর্ব্বে ইংরাজী ১৮৯৮ সালের অক্টোবর মাসে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়া

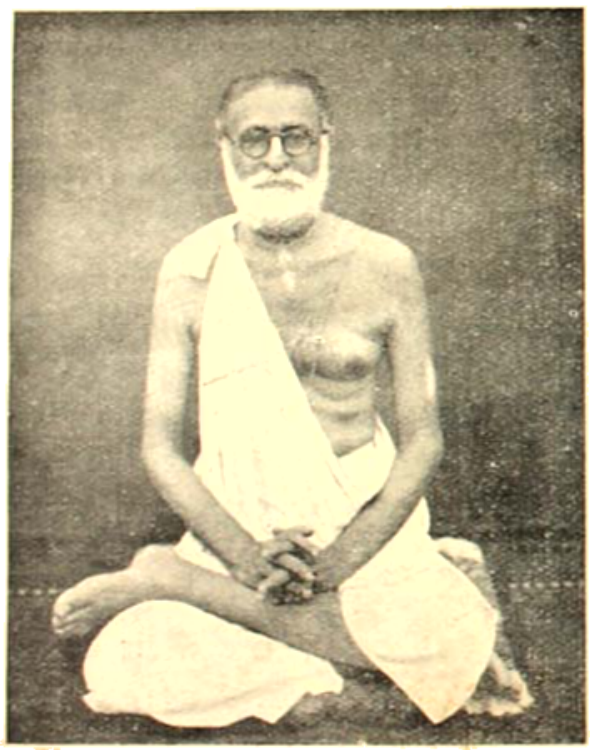

চাতুর্ম্মাস্যে শ্রীল প্রভুপাদ

কাশী, প্রয়াগ ও ফিরিবার পথে গয়ায় গমন করেন। কাশীতে মঃ মঃ রামমিশ্র শাস্ত্রীর সহিত রামানুজ-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কথা আলাপ ও আলোচনা করেন। সেই সময় তাঁহাতে অদ্ভুত বৈরাগ্যময় জীবনের আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৯৭ সাল হইতেই তিনি বৈষ্ণব শাস্ত্রের বিধানানুসারে নিয়মিতভাবে চাতুর্ম্মাস্যব্রত-পালন, স্বহস্তে

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু

হবিষ্যান্ন রন্ধন, ধরাপৃষ্ঠে পাত্রহীন ভোজন ও উপাধানাদি পরিত্যাগ করিয়া ভূমিতে শয়ন করিতেন। ইংরাজী ১৮৯৯ সালে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 'নিবেদন' নামক সাপ্তাহিক পত্রে তিনি পারমার্থিক বিষয় আলোচনা ও প্রচার করিতে থাকেন। ১৯০০ সালে তাঁহার রচিত 'বঙ্গে সামাজিকতা' নামক সমাজ ও ধর্ম্মনীতি-সম্বন্ধীয় বহু তথ্য ও গবেষণাপূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত হয়।

শ্রীগুরুদেবের দর্শন

ইংরাজী ১৮৯৭ সালে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নবদ্বীপের গোদ্রুম-দ্বীপে সরস্বতী নদীর তীরে 'আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ' নামক নিজ-ভজনকুঞ্জ স্থাপন করেন। তথায় ইংরাজী ১৮৯৮ সালের শীতকালে শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ নামে প্রসিদ্ধ এক অতিবর্ত্ত্য-চরিত্র, অবধূত ভাগবত পরমহংসের দর্শন পাইয়া স্বভাবতঃই তাঁহার শ্রীচরণে আকৃষ্ট হন ও ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশানুসারে ১৯০০ অব্দের মাঘ মাসে শ্রীল গৌরকিশোরের নিকট হইতে ভাগবতী দীক্ষা লাভ করেন।

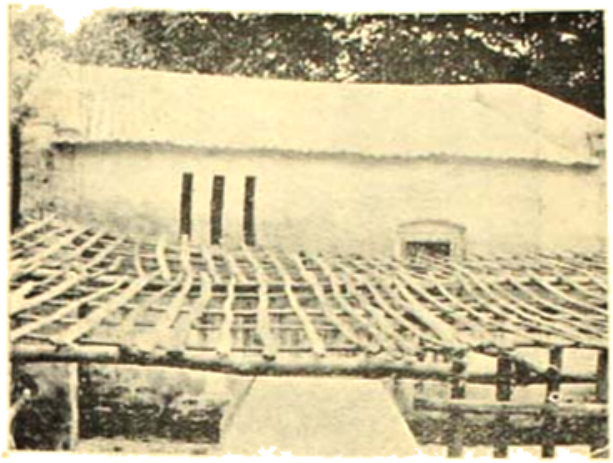

স্বানন্দসুখদকুঞ্জে শ্রীল গৌরকিশোরের ভজনকুটী

"সাতাসন মঠ", "ভক্তিকুটী"

ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে ইংরাজী ১৯০০ সালের মার্চ্চ মাসে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত সরস্বতী ঠাকুর বালেশ্বর

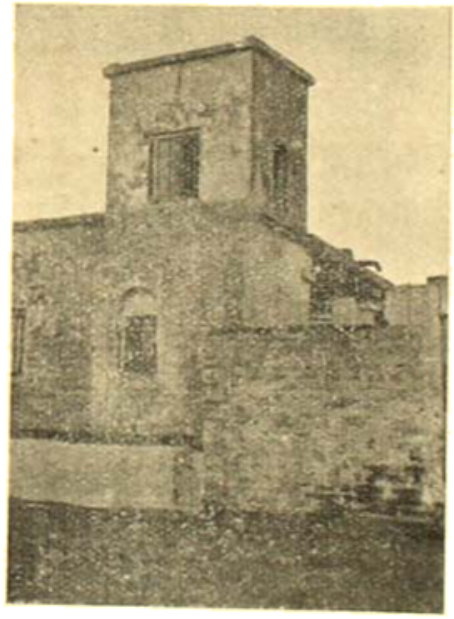

পুরীতে শ্রীভক্তিবিনোদের ভজনস্থান—'ভক্তিকুটী'

হইয়া রেমুণায় "ক্ষীরচোরা গোপীনাথ" দর্শন ও তৎপরে ভুবনেশ্বর হইয়া পুরী গিয়াছিলেন। এই সময় হইতে সরস্বতী ঠাকুরের পুরীর সহিত সম্পর্কিত অধিক ঘনীভূত হইল হরিদাস ঠাকুরের সমাধির সম্মুখে একটী মঠ স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিলে তদানীন্তন সব্‌রেজিষ্ট্রার জগবন্ধু পট্টনায়ক প্রমুখ সজ্জনগণের আগ্রহে সুপ্রাচীন 'সাতাসন মঠে'র অন্যতম শ্রীগিরিধারী আদনের সেবাভার গ্রহণ করেন। ইংরাজী ১৯০২ সালে স্বর্গদ্বারে হরিদাস ঠাকুরের সমাধির সন্নিকটে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর "ভক্তিকুটী" নামক ভজন-ভবন নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। সেই সময়ে কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর আত্মীয়-বিয়োগ-জনিত শোকের শান্তির জন্য ভক্তিকুটী ও সাতাসনের পূর্ব্বাংশের পতিত জমিতে তাঁবুতে বাস করেন এবং ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও সরস্বতী ঠাকুরের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন।

পুরীতে চরিতামৃত ব্যাখ্যা

যখন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও সরস্বতী ঠাকুর পুরীতে যান, তাহার পূর্ব্ব হইতে রাধারমণ চরণদাস বাবাজী মহাশয়

বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ও বিদ্যাল শ্রীল জগন্নাথ

উড়িষ্যার গানের দল করিয়া পথে ও স্থানে কীর্ত্তন করিতেছিলেন। অনেক সময়ই উক্ত বেষধারী ভক্তিকুটীতে ও সাতাসন-মঠে আসিতেন। শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের অকৃত্রিম শিক্ষা-দীক্ষায় অনুপ্রাণিত ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পুরীতে থাকা-কালে "নিতাই-গৌর রাধেশ্যাম" প্রভৃতি নব-কল্পিত ছড়া গানের মধ্যে যে-সকল ভক্তিবিরোধ-সিদ্ধান্ত ও রসাভাস-দোষ আছে, তাহা উক্ত বেষধারীকে জানাইয়া গৌর-নিত্যানন্দ ও হরিদাসের কীর্ত্তিত মহামন্ত্র কীর্ত্তনের উপদেশ প্রদান করেন। সরস্বতী ঠাকুরও তখন চরণদাস বাবাজী মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত "সখীভেকী" প্রথা অশাস্ত্রীয় বলিয়া তাঁহাকে স্পষ্টভাবেই জানাইয়াছিলেন এবং পুরীর

"ভক্তিকুটী"তে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও বৈষ্ণব-মণ্ডলীর সম্মুখে সরস্বতী ঠাকুর ও চরণদাসজীর মধ্যে ইহা লইয়া আলোচনা হয়। সরস্বতী ঠাকুরই সত্যের নির্ভীক বক্তা ছিলেন। এই সকল কথা নির্ভীক কণ্ঠে সকল বৈষ্ণবের সম্মুখে জানাইলে কিছুদিনের মধ্যেই সরস্বতী ঠাকুরের উপর নানাপ্রকার উৎপাত আরম্ভ হইল। এই সময় সরস্বতী ঠাকুর ভক্তিকুটীতে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্মুখে নিয়মিতভাবে "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" ব্যাখ্যা করিতেন। তাহাতেও অনুকূলের শ্রোতার অভাব হইল।

মঠরক্ষার উপকরণ সংগ্রহ

তিনি পুরীতে বৈষ্ণব-মঠরক্ষার উপকরণ সংগ্রহ ও দ্বারে দ্বারে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা প্রচার করিতেছিলেন, তখন তাহাতেও নানাপ্রকার বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হইল। সাতাসন-মঠের তিথিদারীর আসনের সেবার যে ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতেও নানাপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইল; কিন্তু প্রহ্লাদের দ্বিতীয় আদর্শ প্রদর্শন করিয়া সরস্বতী নানাপ্রকার নির্য্যাতনে সহিষ্ণুতা ও দুর্মুখগণের কুবাক্যের প্রতি বধিরতা প্রদর্শন করিলেন। তখন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সরস্বতীকে রামানুজাচার্য্যের তিরুনারায়ণপুরে নির্জ্জন বাসের ন্যায় শ্রীধাম-মায়াপুরে গিয়া হরিভজন করিতে বলেন।

মহাত্মা বংশীদাস

নবদ্বীপ-মণ্ডলে আসিয়া সরস্বতী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দ্বারা মহাত্মা বংশীদাস বাবাজী মহারাজের সহিত পরিচিত হন। ইহার কিছুকাল পরে চরণদাস বাবাজী মহাশয় তাঁহার সঙ্গে কাল্না'র বিষ্ণুদাস প্রভৃতি বহু লোক লইয়া শ্রীধাম-মায়াপুরের উৎসবে যোগদান-পূর্ব্বক নৃত্য-কীর্ত্তন করিয়া যান। পরের বৎসর তিনি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট বলিয়া যান যে, তিনি দলবল-সহ প্রতি বৎসর নবদ্বীপ-পরিক্রমার সেবা করিবেন। কিন্তু ইংরাজী ১৯০৬ সালে তাঁহার স্বধাম-প্রাপ্তি হওয়ায় তিনি আর পরিক্রমায় যোগদান করিতে পারেন নাই।

শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ

পুরীতে প্রচার

পুরীতে থাকা-কালে সরস্বতী ঠাকুরের সহিত পুরীর গোবর্দ্ধন-মঠের মঠাধীশ মধুসূদন তীর্থের বিশেষ পরিচয় ও শাস্ত্রীয় বিচারাদি হইয়াছিল। সরস্বতী ঠাকুরকে তীর্থস্বামী বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। সেই সময় সমাধি-মঠের শ্রীবাসুদেব রামানুজ দাস, শ্রীগোবিন্দ রামানুজ দাস, এসার মঠের শ্রীরঘুনন্দন রামানুজ দাস, জনার্দ্দন সম্প্রদায়ের পাপড়িয়া মঠের জগন্নাথদাস, স্বর্গদ্বারের ছাতার ওঁকারজপী বৃদ্ধতাপস, মহামহোপাধ্যায় সদাশিব মিশ্র, বড় হরিবাবু উকিল (হরিশ্চন্দ্র বসু), গঙ্গামাতা মঠের শ্রীবিহারীদাস পূজারি, রাধাকান্ত মঠের অধিকারী নরোত্তম দাস, অনন্ত-চরণ মহান্তি প্রভৃতি সজ্জনগণের সহিত সরস্বতী ঠাকুরের পরিচয় ও প্রায়ই ধর্ম্মপ্রসঙ্গ হইত।

শ্রী-সম্প্রদায়ের তথ্যালোচনা

বঙ্গদেশে সরস্বতী ঠাকুরই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীরামানুজাচার্য্য ও তৎসম্প্রদায় সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণার সহিত প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন। ইংরাজী ১৮৯৮ সাল হইতে তিনি "সজ্জনতোষণী" পত্রিকায় শ্রীনাথমুনি, শ্রীযামুনাচার্য্য প্রভৃতি

আচার্য্যপদের চরিত্র ও শিক্ষা প্রকাশ করিতে থাকেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি পণ্ডিত সুন্দরেশ্বর শ্রৌতির নিকট হইতে দাক্ষিণাত্যের চারিটী ভাষার পুস্তকাদি আনাইয়া রামানুজ ও মধ্ব-সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি সমালোচনা করেন।

জ্যোতিষ-শাস্ত্রে দিগ্বিজয়

১৯০৩ সালের ২রা জানুয়ারী রায়বাহাদুর রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী পি, আর, এস্ মহাশয়ের মধ্যস্থতায় তাঁহার ভবনেই বাসুদেব শাস্ত্রীর একজন প্রতিষ্ঠাশালী ছাত্র এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও পৃথিবী-বিখ্যাত কোন মনীষীর গণিত-জ্যোতিষ-শিক্ষার আচার্য্যের সহিত বর্ষ প্রবেশ লইয়া অয়নাংশ-সম্বন্ধের বিচারে উক্ত পণ্ডিতকে সরস্বতী ঠাকুর এমপ্রকারে পরাজিত করেন যে, অধ্যাপক পরাজিত হইয়া বিচার-সভায় বিষ্ঠামূত্র বিসর্জ্জন করিয়া ফেলেন।

তীর্থ-ভ্রমণ

১৯০৪ সালের জানুয়ারী মাসে সরস্বতী ঠাকুর সীতাকুণ্ড, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি স্থানে গমন করেন ও ডিসেম্বর মাসে পুরীতে

শ্রীরামানুজাচার্য্য

গমন করিয়া ১৯০৪ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী দক্ষিণ-ভারতের তীর্থ-পর্য্যটনার্থ বহির্গত হন। সিংহাচল, রাজ-মাহেন্দ্রি, মাদ্রাজ, পেরেম্বেদুর, তিরুপতি, কলিভেরাম, কুম্ভকোনম্, শ্রীরঙ্গম, মাদুরা প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া কলিকাতা ও তৎপরে শ্রীমায়াপুরে আগমন করেন। পেরেম্বেদুরে এক রামানুজীয় শ্রীবৈষ্ণবাগ্রণীর নিকট হইতে তিনি সরস্বতী ঠাকুর বৈদিক শ্রীবৈষ্ণব-বৈষ্ণব-সন্ন্যাস-বিধির সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেন।

শ্রীমায়াপুরে বাস

শ্রীমায়াপুরে অবস্থান করিয়া ১৯০৫ সাল হইতে তিনি শ্রীমহাপ্রভুর বাণী প্রচারের কার্য্য আরম্ভ করেন এবং শ্রীল

শতকোটি-মহামন্ত্র-গ্রহণব্রত শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

শতকোটি-মহামন্ত্র-গ্রহণব্রত

হরিদাস ঠাকুরের অনুগমনে প্রত্যহ অপতিত ভাবে তিন লক্ষ মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া শতকোটি-নামমন্ত্র-কীর্ত্তনব্রত উদ্‌যাপন করেন। ১৯০৬ সালে অষ্টম্ চন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার ঘোষ এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন করিয়া সরস্বতী ঠাকুরের প্রথম দীক্ষিত শিষ্য হন। ১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে সরস্বতী ঠাকুর শ্রীমায়াপুরের চন্দ্রশেখর-ভবনে একটি ভজন-ভবন নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডতট-বিচারে তথায় নিরন্তর ভগবদ্ভজন করিতে থাকেন।

'ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব'

ইংরাজী ১৯১১ সালে বৈষ্ণব-জগতে এক মহাদুর্দ্দিন উপস্থিত হয়। তথাকথিত স্মার্ত্ত-সম্প্রদায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণকে বিশেষভাবে আক্রমণ করেন। আচার্য্য-সন্তান-নামধারিগণও তখন স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়ের অনুগ্রহ লাভের আশায় তাঁহাদের সঙ্গে যোগদান করেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তখন শয্যাশায়ী থাকিবার লীলা প্রদর্শন করিতেছিলেন। তাঁহারই মনোহভীষ্টানুসারে সরস্বতী ঠাকুর মেদিনীপুরের 'খালিঘাই' নামক স্থানে অশেষ শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতপ্রবর বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী মহাশয়ের সভাপতিত্বে ও বৃন্দাবনের পণ্ডিত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয়ের অনুরোধক্রমে 'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব' নামক একটী প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা দ্বারা কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়ের সকল যুক্তি খণ্ড-বিখণ্ড করিয়াছিলেন।

নবদ্বীপে 'গৌরমন্ত্রে'র সভা

নবদ্বীপ সহরের 'বড় আখড়ায় গৌরমন্ত্র-সম্বন্ধে একটী সভায় সরস্বতী ঠাকুর অথর্ব্ববেদান্তর্গত শ্রীচৈতন্যোপনিষদ এবং অন্যান্য শাস্ত্র-প্রমাণ হইতে গৌরমন্ত্রের নিত্যত্বের প্রতিষ্ঠা করেন।

কালিদহবাজার-সম্মিলনী

১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ্চ কালিদহবাজার-সম্মিলনীতে গমন, তথায় বক্তৃতা ও নিরপেক্ষভাবে শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের কথা কীর্ত্তনের পরিবর্ত্তে তথাকথিত প্রচারকগণের বিষয়-চেষ্টা ও লোকরঞ্জন-স্পৃহা-দর্শনে তাহাতে অসহযোগের আদর্শ স্থাপন-কল্পে চারিদিবসকাল উপবাসান্তে শ্রীমায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

গৌরজন-লীলাক্ষেত্র-ভ্রমণ ও প্রচার

ইংরাজী ১৯১২ সালের ৪ঠা নভেম্বর সরস্বতী ঠাকুর কতিপয় ভক্তসহ শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম, কাটোয়া, কাঞ্চনপুর, ঝাকাইহাট, চাখন্দি, দাইহাট প্রভৃতি গৌর-পার্ষদ-লীলাস্থান পর্য্যটন ও তথায় শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের কথা পুনঃ প্রচার করেন।

'ভাগবত-যন্ত্র' ও 'অনুভাষ্য'

১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতা কালীঘাটের নিকট সানগর-লেনে ভাগবত-যন্ত্রালয় স্থাপন করিয়া স্বরচিত অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকাসহ গীতা, উৎকল-কবি গোবিন্দলালের গৌরকৃষ্ণোদয় মহাকাব্য প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ ও হরিকথা প্রচার করিতে থাকেন। ১৯১৪ সালের ২৩শে জুন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। ১৯১৪ সালের জানুয়ারী মাসে ভাগবত-যন্ত্র শ্রীব্রজপত্তনে স্থানান্তরিত করিয়া তথা হইতেও গ্রন্থ প্রচার করেন। ১৪ই জুন (১৯১৪) শ্রীমায়াপুর ব্রজপত্তনে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের 'অনুভাষ্য' রচনা সমাপ্ত করেন।

'সজ্জনতোষণী' সম্পাদন

ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটের পর তাঁহার সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' মাসিক পত্রিকা সরস্বতী ঠাকুরের সম্পাদক-তায় পুনঃ প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৯১৫ সালের জুলাই মাসে কৃষ্ণনগরে ভাগবত-যন্ত্র স্থানান্তরিত করিয়া 'সজ্জন-তোষণী' ও ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ প্রচার করিতে থাকেন।

গৌরকিশোর প্রভুর তিরোভাব

১৯১৫ সালের ১৭ই নভেম্বর উত্থান-একাদশী-তিথিতে শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করেন। শ্রীসরস্বতী ঠাকুর শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর 'সংস্কার-দীপিকা'র বিধানানুসারে স্বহস্তে প্রাচীন কুলিয়া-নবদ্বীপ-সহরের নূতন চড়ায় নিজ-গুরুদেবের সমাধি প্রদান করেন।

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা ও শ্রীচৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠা

পরিব্রাজক-বেষে পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে নিত্যসিদ্ধ বিষ্ণু সন্ন্যাসী হইয়াও সরস্বতী ঠাকুর বৈষ্ণ-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আদর্শ স্থাপন ও গুরুবর্গের পরমহংস বেষের অসমোর্দ্ধত্ব জ্ঞাপনের জন্য ইংরাজী ১৯১৮ সালের ৭ই মার্চ্চ গৌরজন্ম-বাসরে শ্রীমায়াপুরে বৈদিক-বিচারে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রকাশ করেন এবং চন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবনে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ-বিগ্রহ স্থাপন ও শ্রীচৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠা করেন। এই শ্রীচৈতন্যমঠই কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রমুখ বিশ্বব্যাপী শাখামঠসমূহের আকর মঠ। মার্চ্চ মাসের শেষভাগে কৃষ্ণনগর-টাউনহলে সাহিত্য-সভায় 'বৈষ্ণব-দর্শন' সম্বন্ধে এক গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা করেন এবং সে মাসে মৌলভপুর প্রভৃতি স্থানে হরিকথা প্রচার করেন।

শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ভ্রমণ

২রা জুন সরস্বতী ঠাকুর ২৩ জন ভক্তের সহিত কলিকাতা হইতে পুরী [illegible] করেন এবং সাইরি, কুমারা প্রভৃতি

ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসি-বেশে পরমহংসবর শ্রীল প্রভুপাদ

স্থানে হরিকথা প্রচার করিয়া রেমুণায় ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শন ও বালেশ্বর-হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভায়, 'শিক্ষাষ্টক' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পুরীর পথে চলিতে চলিতে শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত হন। বালেশ্বরের স্থানীয় সব্-ডিভিসন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট্ ব্রাহ্মসাহেব শ্রীযুক্ত গৌরপ্রসন্ন মহান্তি প্রভৃতি সজ্জনগণ সরস্বতী ঠাকুরকে অভিনন্দিত করেন। কটকের দেওয়ানবাহাদুর শ্রীযুক্ত মহাপাত্রের বিশেষ প্রার্থনায় তাঁহার ভবনে অবস্থান করিয়া হরিকথা প্রচার এবং পুরীতে ভক্তিকুটীতে অবস্থান-পূর্ব্বক পুরুষোত্তম পরিক্রমা ও বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত থাকিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন। ১৯০৭ সালে পুরীর ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর ও তাৎকালিক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ অটলবিহারী মৈত্র সরস্বতী ঠাকুরের নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে রায় হরিবল্লভ বসু বাহাদুরের 'শশিভবনে'র প্রাঙ্গণে একটী বিরাট্ সভায় সরস্বতী ঠাকুর "সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষতত্ত্ব" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পুরীর শ্রীমন্দিরের শ্রীচৈতন্যপার্শদেহ-সম্বন্ধে সরস্বতী ঠাকুর কয়েকটি শ্লোকাত্মক স্তব রচনা করিয়াছিলেন।

প্রতীপের জিজ্ঞাস্য খণ্ডন

১৯১৮ সালের আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে অদ্বয়জ্ঞান পাষণ্ড-সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ এক ব্যক্তি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের বিরুদ্ধে ২৯টি প্রশ্ন উত্থাপন করিলে ঐ সকল প্রশ্নের শাস্ত্রযুক্তি-মূলক প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া ভক্তিবিরোধি-জিজ্ঞাস্য খণ্ডন করিয়াছিলেন। ঐ সকল প্রশ্ন ও উত্তর পরে "প্রতীপের প্রশ্নের প্রত্যুত্তররূপে" প্রকাশিত হইয়াছিল।

"ভক্তিবিনোদ-আসন"ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা

কলিকাতায় বিশেষভাবে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্যে ১নং উল্টাডিঙ্গি-জংসন-রোডে ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে "শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন" স্থাপন করেন এবং তথা হইতে যশোহর ও খুলনার বিভিন্ন স্থানে পর্য্যটন করিয়া হরিকথা প্রচার ও ১৯১৯ সালের ৪ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পুনঃ সংস্থাপন করেন। ২৭শে জুন গোদ্রুম-স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অর্চ্চা প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮ই আগষ্ট হইতে ১৮ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ভক্তিবিনোদ-আসনে সর্ব্বপ্রথম তিনসপ্তাহব্যাপী হরিকীর্ত্তনোৎসব প্রবর্ত্তন করেন।

পূর্ব্ববঙ্গে বিজয়

৪ঠা অক্টোবর মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথিতে উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে হরিকথা-প্রচারার্থ বহির্গত হন। ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে কুমিল্লার কাশিমবাজার-মহারাজের সন্নিধানীতে বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ ৭টি প্রশ্ন প্রেরণ করিয়া বিদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের সহিত শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের পার্থক্য সর্ব্ব-সাধারণে প্রচার করেন। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটের ঠিক ছয় বর্ষ পূর্ব্বে ১৯২০ সালের ২৩শে জুন মাতাঠাকুরাণী শ্রীভগবতী দেবী নিত্যধাম প্রাপ্ত হন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রকাশ

১৯২০ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশিত ও তথায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠিত হন।

বৈষ্ণব-মহুয়া

সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুজ্ঞা ও শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের অনুরোধক্রমে একটি সার্ব্বভৌম বৈষ্ণব-বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন এবং তজ্জন্য ১৯১০ সাল হইতে পূর্ব্বমেদিনীপুর, দক্ষিণ-ভারত ও গৌড়মণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে স্বয়ং পর্য্যটন করিয়া অনেক তথ্য সংগ্রহ করিতেছিলেন। ১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে কাশিমবাজারের মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের বিশেষ আগ্রহে কাশিমবাজারে পদার্পণ করিয়া

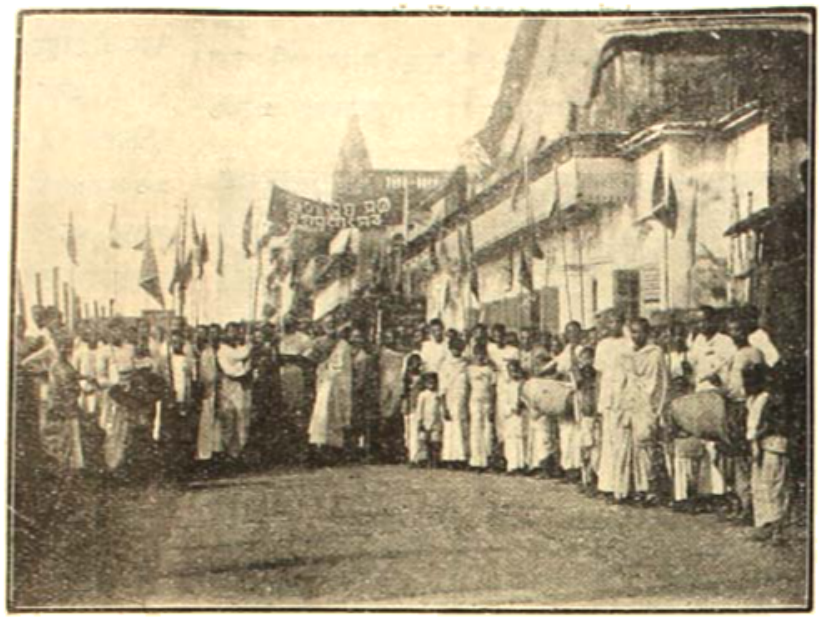

কলিকাতায় নগর-সংকীর্ত্তন

বৈষ্ণব-মহুয়া সঙ্কলনের বিশেষত্ব জ্ঞাপন ও উক্ত কার্য্য সম্পাদনের আনুকূল্যের জন্য মহারাজের নিকট আবেদন করেন। মহারাজ মহুয়ার কার্য্যের জন্য মাসিক নির্দ্দিষ্ট সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি সমগ্র আনুকূল্য প্রদান করিতে পারেন নাই। কাশিমবাজার হইতে সপার্ষদ সরস্বতী ঠাকুর মৈদাবাদ, নেয়াজিশপাড়া, বেতুয়ী প্রভৃতি গৌরপার্ষদগণের লীলাস্থান দর্শন ও তথায় হরিকথা প্রচার করেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীবিগ্রহ—শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-দান

১৯২০ সালের ১লা নভেম্বর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুকম্পিত মহামহোপদেশক শ্রীমদ্ জগদীশ ভক্তিপ্রদীপ বৈষ্ণবসিদ্ধান্তভূষণ, সম্ভ্রদাচবৈভবাচার্য্য বি-এ মহোদয় শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নিকট হইতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস লাভ করিয়া বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সর্ব্বপ্রথম ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ নামে পরিচিত হন।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা

১৯২১ সালের ১৩ই মার্চ্চ সরস্বতী ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। মার্চ্চ মাসের শেষভাগে পুনরায় পুরীতে গমন করিয়া সরস্বতী ঠাকুর হরিকথা প্রচার করেন। সেই সময় "আচার ও আচার্য্য" নামক

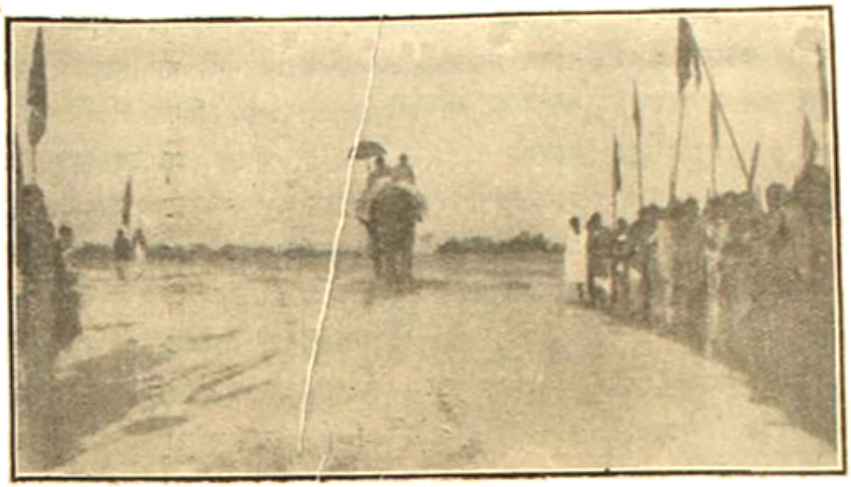

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

একটী পুস্তক শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থস্বামীর মীমাংসার সহিত প্রকাশিত হওয়ায় ধর্ম্মব্যবসায়ী ও লৌকিক গুরু-গোস্বামী উপাধিধারী সম্প্রদায়ের চিত্তাম্ভোধিতে বিপ্লব আনয়ন করে।

পূর্ব্ববঙ্গে প্রচার ও মঠস্থাপন

তৎপরে সরস্বতী ঠাকুর ধানবাদ, কাটরাসগড়, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে প্রচারার্থ গমন করেন। ঢাকায় একমাস-কাল "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকের ত্রিংপ্রকার ব্যাখ্যা এবং ১৯২১ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা, ৩১শে অক্টোবর তথায় শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ ও মহামহোৎসব সম্পাদন করেন। ঢাকা হইতে ময়মনসিংহে হরিকথা প্রচার করিয়া নবদ্বীপ-মণ্ডলে চাঁপাহাটীতে গৌর-গদাধরের লুপ্তসেবা উদ্ধার, শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের আবির্ভাব-ভূমি বোদ্রুমদ্বীপে ছত্র-প্রতিষ্ঠা এবং কলিকাতা ও তাহার পারিপার্শ্বিক স্থানসমূহে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন।

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ

"হুংকলে পুরুষোত্তমাৎ" অর্থাৎ উৎকল হইতে সমগ্র পৃথিবীতে শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত হইবে,—এই ব্যাস-বাণীর আরাধনার জন্য সরস্বতী ঠাকুর ইংরাজী ১৯২২ সালের ৯ই জুন তারিখে ভক্তিকুটীতে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ প্রতিষ্ঠা ও শ্রীগৌর-বিগ্রহ প্রকাশ করিয়া মহাপ্রভুর অন্বেষণে ভক্তিগা-মার্জ্জন-লীলা, পুরুষোত্তম-পরিক্রমা ও অনন্তরকালে আলালনাথে গমন করেন। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রকট-তিথি-উপলক্ষে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব প্রবর্ত্তন করেন। পুরী হইতে নিজ অনুগত প্রচারকগণকে প্রেরণ করিয়া কটক, বারিপদা, ময়ূরভঞ্জ, উদালা, বস্তিপদা ও নীলগিরি প্রভৃতিস্থানে চৈতন্য-বাণী প্রচার করেন।

"গৌড়ীয়"

ইংরাজী ১৯২২ সালের ১৯শে আগষ্ট ভাগবত-প্রেস হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের মুখপত্র সাপ্তাহিক "গৌড়ীয়" প্রথম প্রচার করেন।

শ্রীব্রজমণ্ডলে

২৮শে সেপ্টেম্বর সরস্বতী ঠাকুর ব্রজমণ্ডলে শুদ্ধভক্তি-কথার প্রচারকেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে মথুরা, বৃন্দাবন ও

"জন্মাদ্যস্য" শ্লোক-ব্যাখ্যাকালে শ্রীল প্রভুপাদ

রাধাকুণ্ডারি স্থানে ভক্তগণসহ গমন করেন। শ্রীরূপাবনে লালাবাবুর মন্দিরে বিষয়ভক্তি-মণ্ডিত ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন। ইহার কিছুদিন পরে ঊর্দ্ধব্রতকালে ঢাকায় শুভবিজয় করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের যথার্থ স্বরূপ বিচার করেন। ইহার পরেই কুলিয়ায় অপরাধ-ভঞ্জন-পাট প্রকাশ ও সাতভাই পরগণায় হরিকথা প্রচার করেন।

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীমন্দির

১৯২৩ সালের ২রা মার্চ্চ শ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইতে শ্রীচৈতন্যমঠের মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হয়। সরস্বতী

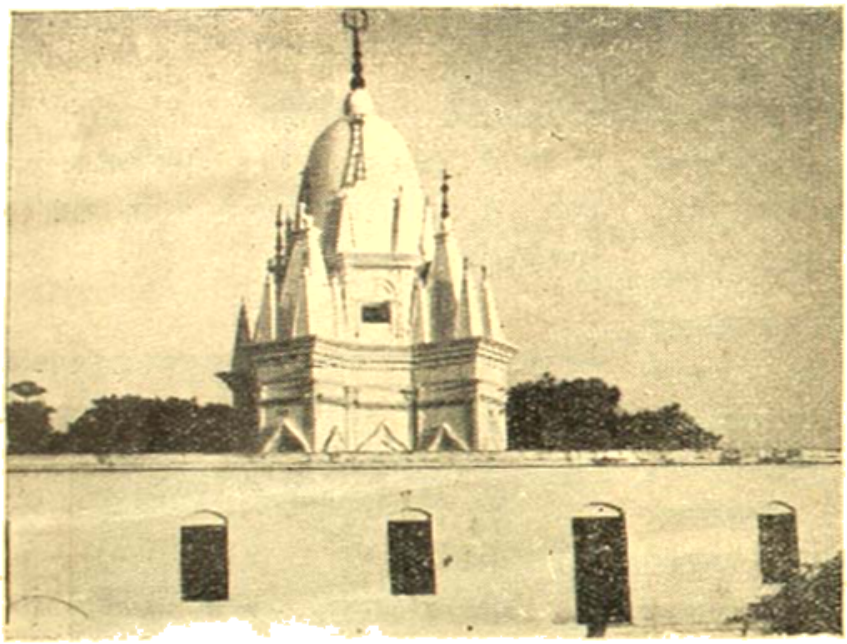

শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দির

ঠাকুরের পরিকল্পনানুসারে এই মন্দিরের নবাবর্ত্তী মূল প্রকোষ্ঠে শ্রীভক্তগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাগোবিন্দ-বিগ্রহ এবং চতুষ্কোণে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও চতুঃসনের সহিত যথাক্রমে শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বার্কের আসন রচিত হইতে থাকে।

পুরীতে

পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গে প্রচারের পরে পুনরায় সরস্বতী ঠাকুর পুরুষোত্তম-মঠের উৎসবোপলক্ষে পুরীতে আসিয়া মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভ-সীলার অনুগমনে রথাগ্রে নৃত্য এবং উপস্থিত বহু শ্রোতার নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। সে সময় মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, ভক্তকবি দীনবন্ধু দাস, ভক্তবর মনোমোহন গোস্বামী প্রভৃতি অনেকে হরিকথা শ্রবণ করেন। মযূরভঞ্জ ও মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সীতে প্রচারকবৃন্দের দ্বারা শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন এবং বর্দ্ধমানের আমাইপোড়া-গ্রামে ও বরিশালের বানরিপাড়ায় স্বয়ং সপার্ষদে গমন করিয়া হরিকথা প্রচার করেন।

'শ্রীমদ্ভাগবত' প্রচার

১৯২৩ সালে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসবের পূর্ব্বে কলিকাতায় গৌড়ীয়-প্রিন্টিং-ওয়ার্কস্ স্থাপন করিয়া তথা হইতে 'গৌরকিশোরাষ্টক', 'স্বানন্দ-সুখদাষ্টক', 'অনন্তগোপাল স্তব,' ও 'সিদ্ধুবৈভব' বিবৃতির সহিত খণ্ডে খণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবত প্রচার করেন। ১৯২৪ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের আবির্ভাবের পঞ্চাশত্তম বর্ষপূর্ত্তি-তিথি সমাগত হইলে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে ব্যাসপূজার প্রথম প্রবর্ত্তন হয়; তদুপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদ যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা বৈষ্ণব-সাহিত্য-ভাণ্ডারের একটী অতিনব্য অমূল্য রত্নরূপে প্রকটিত হইয়াছে।

'শ্রীচৈতন্যভাগবত'

ইংরাজী ১৯২৪ সালে শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের সময় ঢাকা শ্রীরাধাগৌড়ীয়মঠ হইতে সরস্বতী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রথম সংস্করণ সম্পাদন করেন।

ত্রিদণ্ডিমঠ ও সারস্বত-আসন

১৯২৪ সালের ৭ই জুলাই ভুবনেশ্বরে ত্রিদণ্ডি-মঠ-প্রতিষ্ঠা, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে প্রচার ও শ্রীগৌড়ীয়মঠে সারস্বত-আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া সরস্বতী ঠাকুর ভক্তগণের অধ্যাপনা ও ভক্তিবিনোদ-গ্রন্থাবলীর বিপুল প্রচার করেন। ১৯২৪ সালের

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমভাগে নদীয়ভক্তের রাইংরাজ্যাহেব, জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, নেপালের ডিভ্ এক্সেলেন্সী জেনারেল পুণ্যাসনসের রাণা সাংবাহাদুর প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ গৌড়ীয়মঠে আসিয়া সরস্বতী ঠাকুরের বাণী শ্রবণ করেন।

মাধ্বগৌড়ীয়-সিদ্ধান্ত বিচার

অক্টোবর মাসে পঞ্চম বার ঢাকায় পদার্পণ করিয়া শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে মাধ্ব-সম্প্রদায়, মধ্ব ও পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন, মধ্ব ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এবং মাধ্বগৌড়ীয়-সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন।

কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে

১৬ই ডিসেম্বর কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্বন্মণ্ডলি-মণ্ডিত সভায় "ধর্ম্মজগতে বৈষ্ণব-দর্শনের স্থান" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য-বিভাগের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ অধিকারী এম্-এ প্রমুখ শ্রোতৃমণ্ডলী দ্বারা অভিনন্দিত হন। অতঃপর কাশীতে শ্রীচৈতন্য-পদাঙ্কিত স্থানের অনুসন্ধান ও প্রয়াগে দশাশ্বমেধ-ঘাটে রূপ-শিক্ষার স্থান নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্য-পদাঙ্কপূত আড়াইল গ্রামে গমন করিয়া হরিকথা প্রচার করেন।

গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা

১৯২৪ সালের ২২শে জানুয়ারী গৌড়মণ্ডলে মহাপ্রভুর পার্ষদগণের বিভিন্ন লীলা-স্থান বহু ভক্তসঙ্গে পরিক্রমা করিতে করিতে গৌরপার্ষদগণের সেবাময় ভাবে বিভাবিত হইয়া তত্তৎস্থানে পুনঃ শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করেন। সেই বৎসর নবদ্বীপ পরিক্রমার সময় কোলদ্বীপ-পরিক্রমাকালে হট্টীপুরোপরিস্থিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ এবং তদনুগমনকারী সপার্ষদ সরস্বতী ঠাকুর ও পরিক্রমাকারী যাত্রিগণের প্রতি মাৎসর্য্য-বশ ধর্ম্মব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিভূস্বরূপে দুর্ব্বৃত্তগণ কোলদ্বীপের পোড়ামা-তলায় শত শত ইষ্টক বৃষ্টি করিতে থাকে। এই সময়ের (২৪শে ফাল্গুন, ১৩৩১ তারিখের) "আনন্দবাজার পত্রিকা"য় কুলিয়া-নবদ্বীপবাসী কোনও প্রত্যক্ষদর্শী লিখিয়াছিলেন,—"প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে অবধূত নিত্যানন্দের প্রতি জনৈক নবদ্বীপের কোতোয়াল জগাই ও মাধাই নামক দুর্ব্বৃত্তদ্বয় কার্য্য করিয়াছিল, আজও সেই লীলার পুনরাভিনয় দর্শন করিলাম।"

মদনমোহন মালব্য

ইংরাজী ১৯২৪ সালের ১৭ই এপ্রিল পণ্ডিত মদনমোহন শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়া সরস্বতী ঠাকুরের নিকট

কাশীতে শ্রীচৈতন্যের অবস্থান-ক্ষেত্র

ভাগবত-ধর্ম্ম ও "ভাগবতপ্রচারিণী" হইতে বৈষ্ণব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিচার শ্রবণ করেন। তৎপরে প্রচারকবর্গকে শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে প্রচার-মানসে প্রেরণ করেন।

শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশোৎসব ও ভাগবতজনানন্দ মঠ

১৯২৬ সালে শ্রীমায়াপুরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব ও ত্রিদিবসকাল নামযজ্ঞের প্রবর্ত্তন করেন। এপ্রিল মাসে

ত্রিকলিঙ্গ ভাগবতজনানন্দ মঠ প্রতিষ্ঠা, মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার, নিজ অনুগত ত্রিদণ্ডি-পরিব্রাজকগণকে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর-পশ্চিম-ভারতে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারার্থ প্রেরণ, ভারতের সর্ব্বত্র গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা এবং প্রবলভাবে হরিকথা বিস্তার-কার্য্য আরম্ভ করেন।

শ্রীমন্মাধ্বাচার্য্য

ভারত-ভ্রমণ ও প্রচার

ইংরাজী ১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসের প্রথমভাগে সমগ্র ভারত পর্য্যটন করিয়া তথায় শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার, পণ্ডিত-মণ্ডলীর সহিত আলোচনা, বিচার ও তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। এই সময়ে বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ সরস্বতী ঠাকুরকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-আচার্য্য-মুকুটমণি বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। শ্রীমায়াপুরের মহারাজ, বোম্বাইর গোকুলনাথ গোস্বামী মহারাজ, উডুপীর মধ্বাচার্য্যমঠের মঠাধীশ, সলিমাবাদের গাদির মঠাধীশ প্রমুখ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে বৈষ্ণবাচার্য্যোচিত অভিনন্দন প্রদান করেন।

পরমহংসমঠ ও পরিব্রাজকপীঠ

এই সময় সরস্বতী ঠাকুর নৈমিষারণ্যে পরমহংস মঠ, তৎপরে শ্রীমায়াপুরে পরিব্রাজকপীঠ স্থাপন এবং শ্রীচৈতন্য-মঠে সুনির্ম্মিত উনত্রিংশ চূড়ার মন্দিরে আচার্য্যগণের শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

"হারমনিষ্ট"

১৯২৭ সালের ১৫ই জুন হইতে ইংরাজী, সংস্কৃত ও হিন্দী—এই তিন ভাষায় "সজ্জনতোষণী" পত্রিকার পুনঃ প্রকাশ করেন। "সজ্জনতোষণী"র ইংরাজী নাম হয়—"The Harmonist." ১৯২৭ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর নীলগিরি ডুবুরকোন্দায় শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা করেন।

ভারত-ভ্রমণে

সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে কাশী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, জয়পুর, গলতাপর্ব্বত, সলিমাবাদ, পুষ্কর, আজমীঢ়, দ্বারকা, সুদামাপুরী, গির্ণার পর্ব্বত, প্রভাস, অবন্তী, মথুরামণ্ডল, ইন্দ্রপ্রস্থ, কুরুক্ষেত্র এবং নৈমিষারণ্যে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন।

১৯২৮ সাল হইতে গৌড়ীয়মঠের উৎসবের সময় কলিকাতা-এলবার্ট-হলে ও কলিকাতার বিভিন্ন সাধারণ স্থানে বক্তৃতার দ্বারা সর্ব্বসাধারণে হরিকথা প্রচার

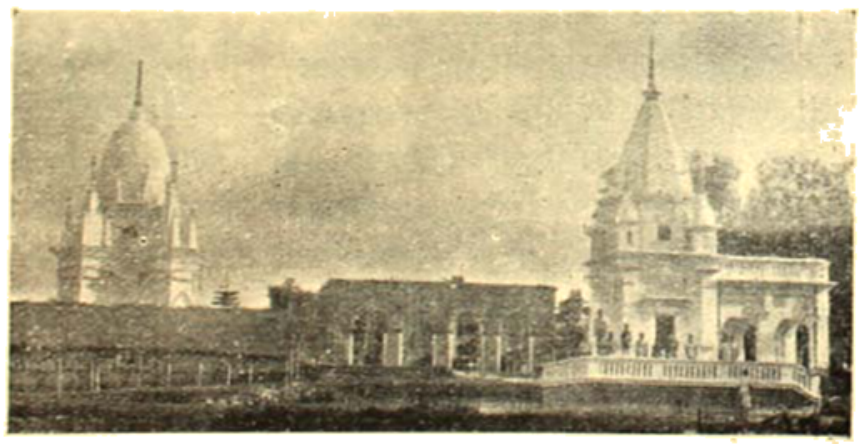

শ্রীচৈতন্য মঠ-মায়াপুর

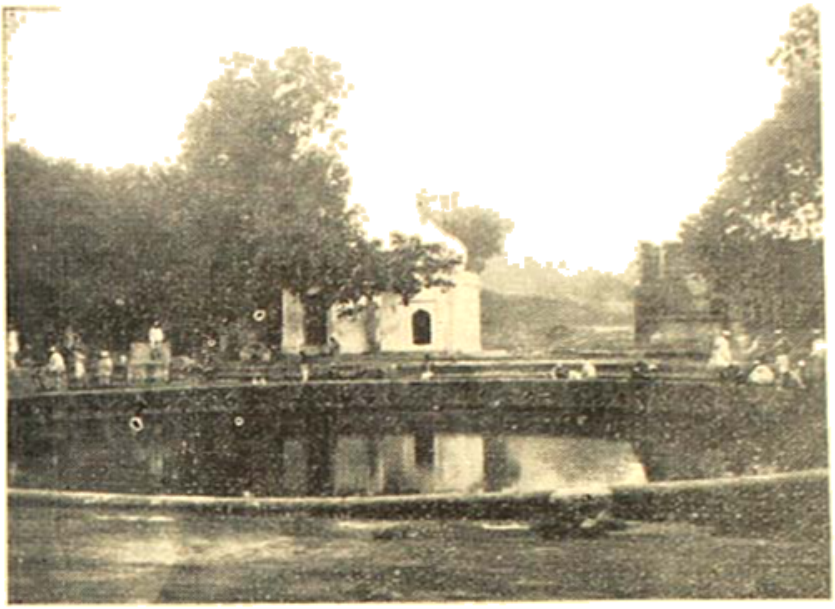

১৮বিহারে—চক্রতীর্থ

করাইতে থাকেন এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের চতুর্থ সংস্করণ সম্পাদন করেন। ২৮শে সেপ্টেম্বর বাগবাজারে গঙ্গার তীরে **গৌড়ীয়মঠের মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন** করেন। ৭ই অক্টোবর সরস্বতী ঠাকুর আসান-প্রদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ বহু ভক্তের সহিত গমন করেন ও তৎপরে **শিলং শৈলে** রাজর্ষি কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় প্রমুখ সজ্জনগণের নিকট শ্রীচৈতন্যের অসমোর্দ্ধ বিচার ও শিলংএর কএকটী সাধারণ সভায় হরিকথা কীর্ত্তন করেন

কুরুক্ষেত্র সূর্য্যগ্রহণে

৪ঠা নভেম্বর কুরুক্ষেত্র-সূর্য্যোপরাগে নাথুর-বিরহ-কাতর গোপীগণের ও নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের বিপ্রলম্ভভাবের সেবা অনুসরণ করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়া অনুক্ষণ শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন ও লক্ষ লক্ষ লোককে গৌরনাম শ্রবণ করান। সেই সময় কুরুক্ষেত্র-শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠে শ্রীগৌর-বিগ্রহ-প্রকাশ ও ভাগবত-প্রদর্শনী উন্মোচন করেন।

একায়ন মঠ প্রতিষ্ঠা

৩০শে ডিসেম্বর মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিলে সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার নিকট বিস্তৃতভাবে বৈদ-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসে কৃষ্ণনগরে একায়ন মঠ স্থাপন করিয়া প্রতির এবান্নয়-ভক্ত বন্ধুবর শাখা সম্বন্ধে নৈতিক বিচার জগতে প্রবর্ত্তন করেন। ১৪ই জানুয়ারী ১৯২৯। সরস্বতী ঠাকুর আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ের **অধ্যাপক মিঃ এলবার্ট-ই-সাণ্ডার্স** নামক মনীষীর নিকট বৈষ্ণব-ধর্ম্ম যে বৃহত্তর ও পূর্ণতম খৃষ্টধর্ম্ম (Extended and perfect Christianity), তৎসম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। ১৯২৯ সালের ১৬ই জানুয়ারী নূতন দিল্লীতে **দিল্লী গৌড়ীয়মঠ** স্থাপন করিয়া ভারতের রাজধানীর অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের কথা প্রচারের অভূতপূর্ব্ব সুযোগ প্রদান করেন।

কৃষ্ণনগর টাউন-হলে বক্তৃতা

৩০শে মার্চ্চ ১৯২৯ কৃষ্ণনগর রামগোপাল টাউন-হলে "শ্রীনাম"-সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৯২৯ সালের মে মাসে নীলাচলে শ্রীগৌরসুন্দরের চন্দনযাত্রা প্রবর্ত্তন এবং আলালনাথ-মন্দিরের সংস্কার-কার্য্য আরম্ভ করেন। ১১ই আগষ্ট কলিকাতা **এল্‌বার্ট-হলে "গৌড়ীয়-দর্শন"** সম্বন্ধে একটী অভিভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ

শ্রীচৈতন্যদেব ভারতের যে যে স্থান পদাঙ্কপূত করিয়াছিলেন,—এইরূপ ১০৮টী স্থানে শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ সংস্থাপনের ইচ্ছায় ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর সরস্বতী ঠাকুর কামাইর নাটশালা ও ১৪ই অক্টোবর মন্দারে শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ স্থাপন-পূর্ব্বক রাজমহল, ভাগলপুর, নালন্দা, রাজগিরি প্রভৃতি স্থানে ভক্তগণসহ শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতে করিতে কাশীতে উপস্থিত হইয়া শ্রীসনাতন-শিক্ষা ব্যাখ্যা করেন।

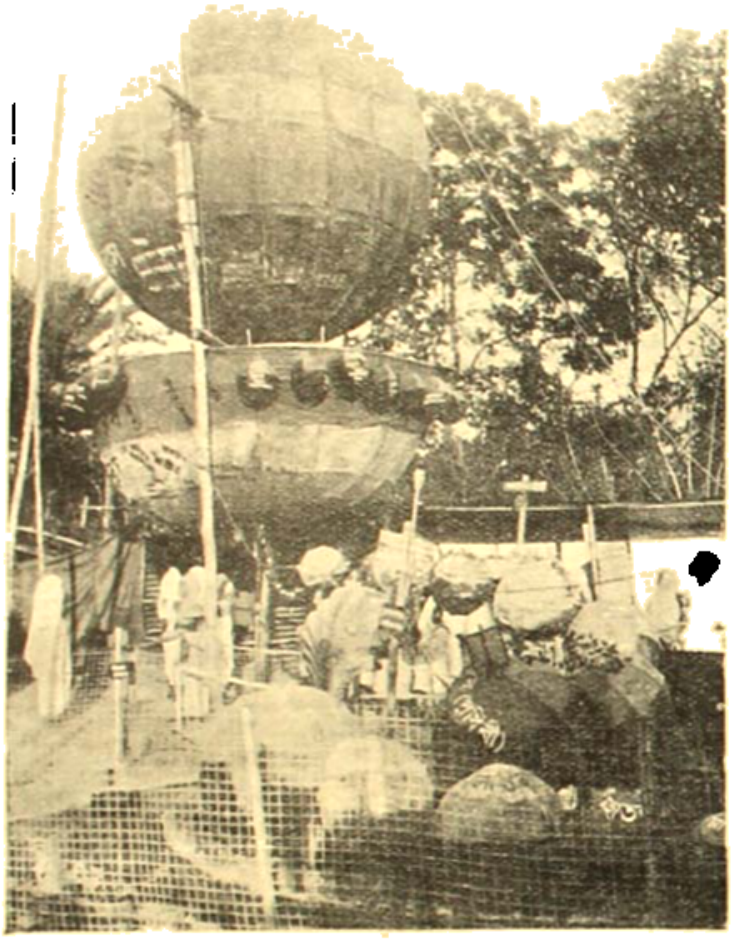

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী

ভারতের সর্ব্বত্র পরিব্রাজকরূপে প্রচার

কাশী, ফয়জাবাদ, অযোধ্যা, নৈমিষারণ্য, কয়েথা, মিশ্রিখ, সীতাপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ দ্বারা সরস্বতী ঠাকুর অভিনন্দিত হন এবং বহু সত্যানুসন্ধিৎসুকে শুদ্ধভক্তিধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। লক্ষ্ণৌর সুপ্রসিদ্ধ ও প্রাচীন বার-এট্-ল মিঃ এ, পি, সেন; অধ্যাপক ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়; ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায়; ডক্টর এ. এন্ সেনগুপ্ত প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সরস্বতী ঠাকুরের বাণী শ্রবণ করেন।

"শ্রীমায়াপুর" ডাকঘর

১৯২৯ সালের ১লা জুন হইতে শ্রীমায়াপুরে পোষ্ট অফিস উন্মুক্ত হয় এবং ১লা নভেম্বর হইতে শ্রীমায়াপুর-ডাকঘর স্থায়ী ডাকঘরে পরিণত হয়। এই সময় সরস্বতী ঠাকুর নিজ অনুগত ভক্তের দ্বারা শ্রীমায়াপুরে ভক্তি-বিনোদের বাঞ্ছিত ঈশোদ্যান ও শ্রীচৈতন্য-মঠের চূড়ায় তড়িল্লোক প্রকাশ করেন।

মঃ মঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

১৯৩০ সালের ৮ই জানুয়ারী মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সরস্বতী ঠাকুরের নিকট বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, বিভিন্ন আচার্য্যের অভ্যুদয়কাল, পঞ্চরাত্র, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় এবং শ্রীচৈতন্যদেব-সম্বন্ধে অনেক তথ্য ও বিচার শ্রবণ করেন। জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে প্রয়াগে পূর্ণ-কুম্ভমেলা উপস্থিত হইলে তথায় শ্রীরূপ-শিক্ষা প্রচারার্থ শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণকে নিয়োগ করেন এবং কুম্ভমেলা-ক্ষেত্রে ত্রিবেণী-সঙ্গমে শ্রীরূপানুগ-গণের প্রার্থনে শ্রীরাধা-গোবিন্দ-বিগ্রহ প্রকাশ করেন। শ্রীরূপানুগ-বরের কৃপায় কুম্ভমেলায় সমাগত ব্যক্তিগণ শুদ্ধভক্তির সন্ধান পাইয়া কৃতকৃতার্থ হন।

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী

৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত শ্রীমায়াপুরে এক অভূতপূর্ব্ব "শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী" নামক ভাগবত-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। বিজ্ঞানাচার্য্য ডক্টর জগদীশ পি, সি, রায় এই প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারী শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত ও আচার্য্য-পাদপীঠ প্রতিষ্ঠিত হন। ৪ঠা মে মিঃ ই, এইচ, নেপার সরস্বতী ঠাকুরের নিকট ভারতীয় পারমার্থিক-দর্শনের কথা শ্রবণ করেন। ২৪শে মে গৌরপদাঙ্কিত তীর্থ ভ্রমণোদ্দেশে গমন করিয়া বহু সত্যানুসন্ধিৎসুকে কৃপা করেন। জুলাই মাসে

কটক সঙ্কির্ত্তনসহ শুভবিজয় করিয়া কটকের শিক্ষিত-সম্প্রদায় ও জনসাধারণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ২১শে আগষ্ট এলাহাবাদ পৌঁছিয়া অবসরপ্রাপ্ত সেসনজজ মনোমোহন সান্যাল মহাশয়ের ভবনে সপার্ষদে অবস্থান-পূর্ব্বক হরিকথা কীর্ত্তন ও সান্যাল মহাশয়কে শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্মে আকৃষ্ট এবং অন্যান্য ডক্টর পি, কে, আচার্য্য-প্রমুখ স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অনেক পরিপ্রশ্নের মীমাংসা করেন।

পারমার্থিক-সম্মিলনী

৪ই অক্টোবর কলিকাতা ১নং উল্টাডিঙ্গি-জংসন-রোড্ হইতে বাগবাজারের নবনির্ম্মিত গৌড়ীয়মঠে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও ভক্তগণসহ প্রবেশ করিয়া তথায় শ্রীরাধা-মদনমোহন, শ্রীরাধা-গোবিন্দ ও শ্রীরাধা-গোপীনাথ-উৎসব-সম্পাদন, পারমার্থিক-প্রদর্শনী উদ্ঘাটন ও একটি পারমার্থিক-সম্মিলনী আহ্বান করেন। গৌড়ীয়মঠের নূতন-মন্দির-নির্ম্মাণকারী শ্রেষ্ঠ্যার্য্য শ্রীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন ১৯শে

কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের ইমারত

নভেম্বর নিত্যধামে গমন করেন। ২৩শে ডিসেম্বর যাজপুর, ২৬শে কুর্ম্মক্ষেত্র, ২৭শে সিংহাচল, ২৯শে কম্বুর ও ৩১শে ডিসেম্বর মঙ্গলগিরিতে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপন ও তত্তৎ-প্রদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন। তত্র পি, এস, শিবস্বামী আয়ার কে, পি, এস্, আই; ডক্টর ইউ, রামরাও; পি, এন্, সুব্রহ্মণ্য আয়ার প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্যবাণীতে আকৃষ্ট হন।

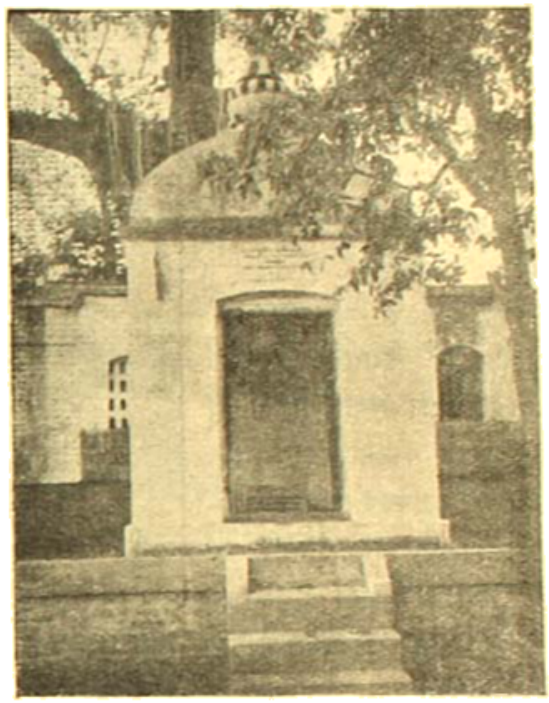

শ্রীচৈতন্য মঠ।

ভক্তিবিনোদ-ইন্‌ষ্টিটিউট্

১৩৩১ সালের ৩রা এপ্রিল শ্রীধাম-মায়াপুরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইন্‌ষ্টিটিউট্ উদ্ঘাটন ও তদুপলক্ষে আহূত বিরাট্

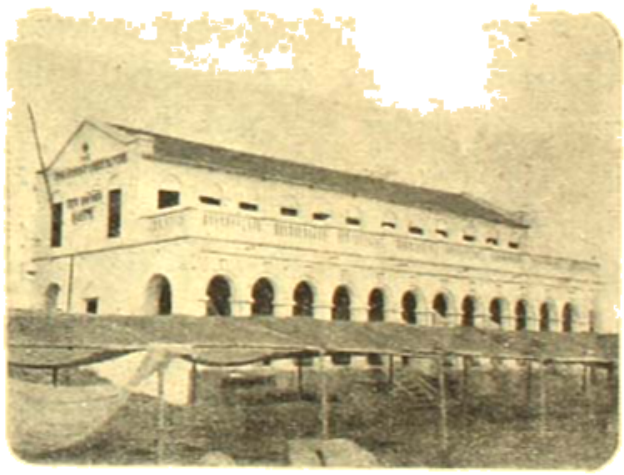

[illegible]-ভক্তিবিনোদ-ইন্‌ষ্টিটিউট্

সভায় "অপরা ও পরা বিদ্যা" সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। ৩রা মে তারিখে হাজিলিংএ শুভবিজয় করিয়া তৎপ্রদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন। ২৮শে জুন শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর পার্ষদ শ্রীমহেশ পণ্ডিতের পাটের

(চাকদহ) সেবাগ্রহণ এবং তথায় এক বিরাট্ সভায় অভিভাষণ প্রদান করেন। ১২ই জুলাই আলালনাথ শ্রীব্রজগৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌড়ীয়নাথ প্রকাশ ও ১৭ই জুলাই মধুবনের মহারাজের আনুকূল্যে সংগৃহীত ভূমিতে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-সংস্থাপন, তৎপরে কটক গুরুবিদ্যা করিয়া শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠে হরিকথা কীর্তন করেন। অতঃপর প্রচারকগণকে সিমলা-শৈলে প্রেরণ করিয়া তথায় হরিকথা প্রচার করান। ২০শে জুলাই কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর কালিদাস নাগ প্রমুখ

চক্রশ্রীকিষ্ণের চাকদহ-সারোহণকের চাকদহে প্রবেশ

ব্যক্তিগণের নিকট গৌড়ীয়মঠে হরিকথা কীর্তন করেন। ৫ই সেপ্টেম্বর মাননীয় জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সরস্বতী গোস্বামি ঠাকুরের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠে হরিকথা শ্রবণ করেন।

কলিকাতায় সংশিক্ষা-প্রদর্শনী

৬ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে কলিকাতা-নগরীতে বিরাট্ "সংশিক্ষা-প্রদর্শনী" প্রকাশ করেন। ১৩ই সেপ্টেম্বর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্-এ, এম্-এল্-সি মহাশয়, ১১ই সেপ্টেম্বর রায়বাহাদুর ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, ইউনিভার্সিটি-ল-কলেজের ভাইস্-প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন মজুমদার, ১৮ই সেপ্টেম্বর পৃথিবী-পর্যটক জার্মাণ-মনীষী Dr. Magnus Hirschfeld, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর রেণা ক্লেমরিন্ প্রভৃতি অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি গৌড়ীয়মঠে আসিয়া সরস্বতী ঠাকুরের বাণী শ্রবণ করেন। গৌড়ীয়মঠের বিশেষ বিশেষ উৎসবে সরস্বতী ঠাকুর অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। ২৯শে সেপ্টেম্বর মেডিক্যাল-কলেজের প্রিন্সিপাল কর্ণেল হারকা-প্রসাদ গোয়েল আই-এম্-এস্ এবং ২রা অক্টোবর তারিখে আমেরিকান পৃথিবী-পর্য্যটক এ, জারষ্টুস্ জেকব সাহেবের নিকট অপ্রাকৃত শব্দতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে হরিকথা কীর্তন করেন। ১১ই অক্টোবর প্রয়াগে এলাহাবাদ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চেন্সেলার মঃ মঃ ডক্টর গঙ্গানাথ ঝা, এলাহাবাদ-ডিভিসন্যাল কমিশনার মিঃ বিনায়ক নন্দশঙ্কর মেটা আই-সি-এস্ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সরস্বতী ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তাঁহাদের পরিপ্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

হিন্দি "ভাগবত"পত্র

১৬ই অক্টোবর কাশীবাসী সজ্জনবৃন্দের দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া কাশী নরেশের মিন্ট্ প্যালেসে অবস্থান-পূর্ব্বক হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ১৯শে ও ২০শে অক্টোবর তারিখে ডিপুটী একাউন্টেন্ট্ জেনারেল অব্ বেঙ্গল সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্-এ মহাশয়ের নিকট বৈষ্ণব-দার্শনিক-সিদ্ধান্ত ও লীলা-সম্বন্ধে বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। নভেম্বর মাসের প্রথমভাগে সিমলা-শৈলে ভক্তিরাজ্যে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ প্রচারক প্রেরণ করেন। ৩১শে অক্টোবর লক্ষ্ণৌ-সহরে হরিকথা প্রচারার্থ গমন করিয়া লক্ষ্ণৌ হইতে ১লা নভেম্বর অমাবস্যা-তিথিতে নৈমিষারণ্য-পরমহংসমঠের মুখপত্ররূপে 'ভাগবত' নামক হিন্দি পাক্ষিক পত্রিকার প্রচার প্রবর্ত্তন করেন। ১৪ই নভেম্বর ভারতের মহামান্য বড়লাট লর্ড্ উইলিংডন্-এর নিকট নিউ-দিল্লীতে প্রচারকের দ্বারা গৌড়ীয়মঠের প্রচার-বার্ত্তা প্রেরণ করেন।

১৭ই নভেম্বর দিল্লি-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব প্রবর্ত্তন করিয়া তথায় অভিজাত-সম্প্রদায় ও সর্ব্বসাধারণের নিকট শ্রীচৈতন্য-কথা প্রচার এবং মহাশিল্পীর "গুরুদ্বার বাঙ্গলা সাহেব হলে" 'ভক্তি' সম্বন্ধে এক অভিভাষণ প্রদান করেন। ২৯শে নভেম্বর বঙ্গোপসাগর নগরে অনারেবল কাউন্সিল অব্ ষ্টেটের সদস্য রায়বাহাদুর লালা জগদীশ প্রসাদের উদ্যান-ভবনে একটি বিরাট্ সভায় অভিভাষণ প্রদান করিয়া ৩০শে নভেম্বর শ্রীগুরুদেবের ভাগবত-কীর্ত্তনপ্রণালী গুরুতরভাবে সমর্থনে গমন-পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করেন। ২রা ডিসেম্বর দিল্লী-গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ৯ই ডিসেম্বর কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের গৌর-নির্দ্দাণকারী স্বধাম-গত শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের প্রথম বার্ষিক মহোৎসবে 'ভক্ত-পূজা' সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন। মাননীয় জষ্টিস্ স্যর মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ১০ই ডিসেম্বর স্যর মন্মথ-নাথ শ্রীধাম মায়াপুরে গমন করিয়া শ্রীসরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুরের বাণী-শ্রবণ, ধাম-দর্শন ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ পরিদর্শন করেন।

দিল্লি গৌড়ীয়মঠের শ্রীরাধাগোবিন্দ-বিগ্রহ

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী সরস্বতী ঠাকুর ২০জন ভক্তের সহিত মাদ্রাজে পৌঁছিলে মাদ্রাজ-কর্পোরেশনের প্রেসিডেণ্ট্ মিঃ টি, এস্, রাঘস্বামী আয়ার; অনারেবল মিঃ টি, রঙ্গন; মিঃ এস, ভি, রাঘস্বামী মুদালিয়ার; অনারেবল দেওয়ানবাহাদুর জি, নারায়ণস্বামী চেট্টিয়ার সি-আই-ই; মিঃ টি, গুরুদাস পিল্লাই প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বেসিন-ব্রিজ-ষ্টেশন হইতে বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা করিয়া নর-গোপালপুরম্ পল্লীর তদানীন্তন গৌড়ীয়মঠে লইয়া যান ও ঠাকুরকে অভিনন্দন প্রদান করেন। এই সময় অনারেবল মিঃ দেওয়ানবাহাদুর কুমারস্বামী রেড্ডিয়ার আচার্য্য-চরণে বিশেষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপক একটি অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। ১৪ই জানুয়ারী মাদ্রাজ-হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি দেওয়ান বাহাদুর সুব্বায় চেট্টিয়ার মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয়মঠে সরস্বতী ঠাকুরের নিকট পরিব্রজ-সহকারে অনেক সিদ্ধান্ত শ্রবণ করেন। ২০শে জানুয়ারী তারিখে মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও রায়পেটা-পল্লীতে নূতন শ্রীমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। ২৪শে জানুয়ারী একটি বিরাট্ সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে করিয়া তার "বিশ্বাসে" আচার্য্য প্রবর্ত্তিত বহু মহান্ ব্যক্তিকে শ্রীচৈতন্য-শিক্ষায় আকৃষ্ট করেন। ২৭শে জানুয়ারী মাদ্রাজের মহামান্য গভর্ণর স্যর ফ্রেডারিক হেন্‌লি মাদ্রাজে 'গৌড়ীয় মঠে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-হলে'র ভিত্তি স্থাপন করেন। ২৮শে জানুয়ারী মাদ্রাজ মিউনিসিপাল কর্পোরেশন শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে একটি গৌর-অভিনন্দন প্রদান করেন। এতদুপলক্ষে কর্পোরেশনের রিপন বিল্ডিংএ সরস্বতী ঠাকুর একটি প্রত্যভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। ৩০শে পশ্চিম গোদাবরী জেলার ইলোর-নগরে বিপুল-সংকীর্ত্তন-বাহিনীর মধ্যে তত্রত্যবাসী সজ্জনগণের দ্বারা অভ্যর্থিত হন এবং "ভজনীয়-প্রার্থনা সমাজে"র অভিনন্দন-পত্রের প্রত্যভি-ভাষণ প্রদান ও তত্রত্যবাসী বহু সজ্জনকে শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত ও অনুপ্রাণিত করেন। অষ্টপঞ্চাশত্তম-আবির্ভাব-বাসরে মাদ্রাজ হইতে একটি অভিভাষণ রচনা করিয়া কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে প্রেরণ করেন।

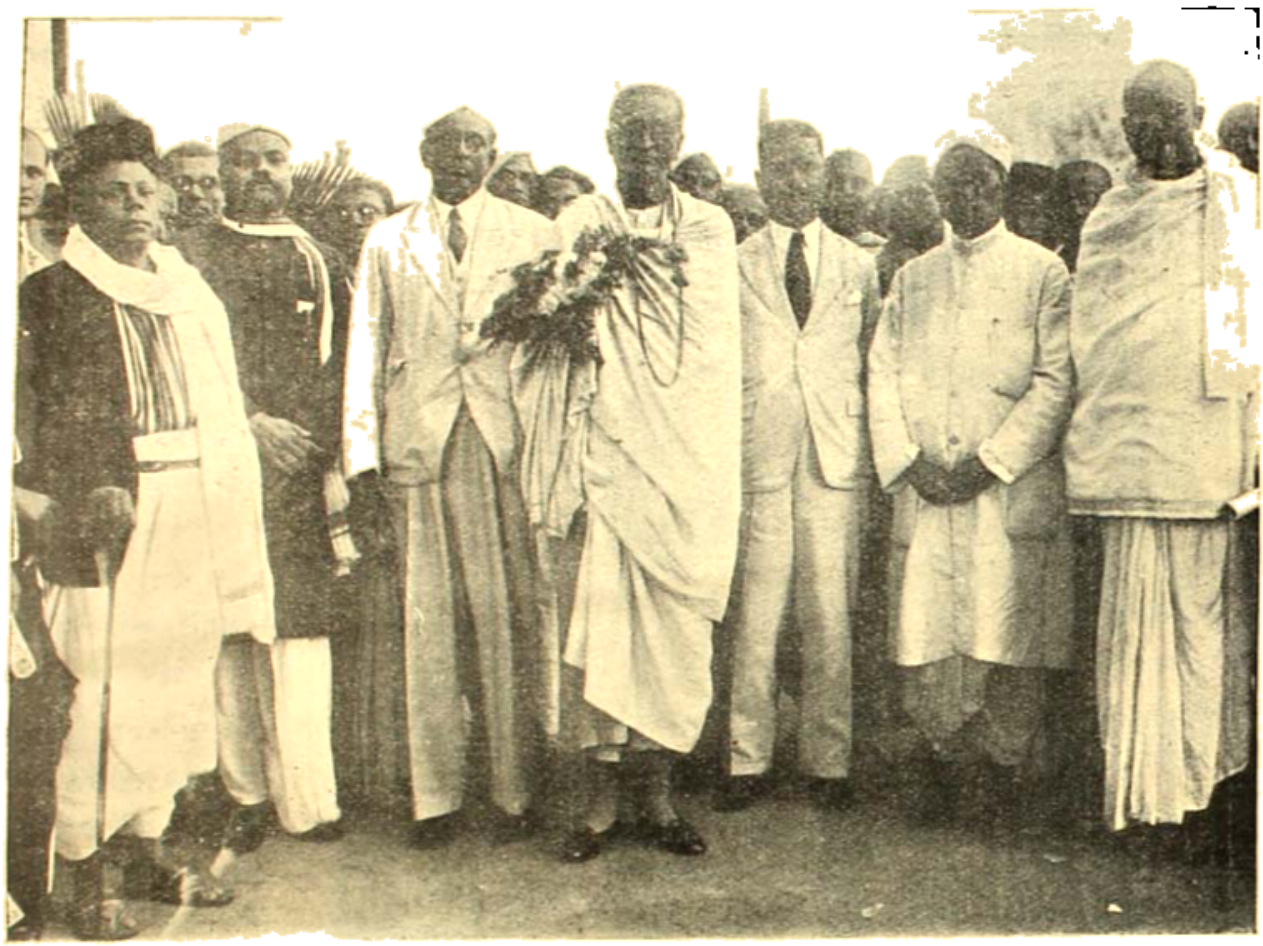

মাদ্রাজ-কর্পোরেশন-কর্তৃক প্রীল প্রভুপাদকে গৌর-অভিনন্দন-প্রদান

শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার পূর্ব্বে শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর জন্মোৎসবের দিবস অদ্বৈত-ভবনের নূতন মন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন, ভক্তিশাস্ত্রী-প্রবেশিকা-পরীক্ষা ও সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য পরীক্ষা গ্রহণ এবং শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার বার্ষিক অধিবেশনে অভিভাষণ প্রদান করেন। ৩রা এপ্রিল ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ-ইন্‌ষ্টিটিউটের পারিতোষিক-বিতরণী সভায় "Altruism ও Extended Altruism" সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন।

মাদ্রাজ, উতকামণ্ড, মহীশূর ও কলুরে

২৩শে মে পুনরায় মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়া শ্রীশঙ্কর, শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের আচার্য্য পণ্ডিত-গণের নিকট গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যের কথা কীর্ত্তন করেন। ২৪শে মে পুডুকোট কলেজের অধ্যাপক মিঃ কে, পঞ্চাপাগেসন প্রমুখ ব্যক্তিগণের পরিপ্রশ্নের মীমাংসা করেন। ২৯শে মে কোয়িম্বেটোরের অধিবাসী ও প্রবাসিগণের দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া তথায় ও মেটুপেলেইয়াম্ নগরে ভবানী নদীর তীরে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া ঐ দিবসই উতকামণ্ড-শৈলে 'রত্নবিলাস' ভবনে উপস্থিত হন এবং তথায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল-সঙ্কলিত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামক ইংরাজী গ্রন্থ সংশোধন, 'ব্রহ্মসংহিতা'র ইংরাজী অনুবাদ পরিদর্শন, 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে'র 'গৌড়ীয় ভাষ্য ও 'রায় রামানন্দ' নামক ইংরাজী চরিত-গ্রন্থ সমাপন করেন।

উতকামণ্ডে হায়দ্রাবাদের মহামান্য নিজামের প্রধান মন্ত্রী স্যর কিষণপ্রসাদ সি-সি-আই-ই; হায়দ্রাবাদের রাজা ধনরাজ গিরজী; স্যর পি, এস্. শিবস্বামী আয়ার এবং অনারেবল দেওয়ানবাহাদুর পি, মুনিস্বামী নাইডু প্রভৃতি

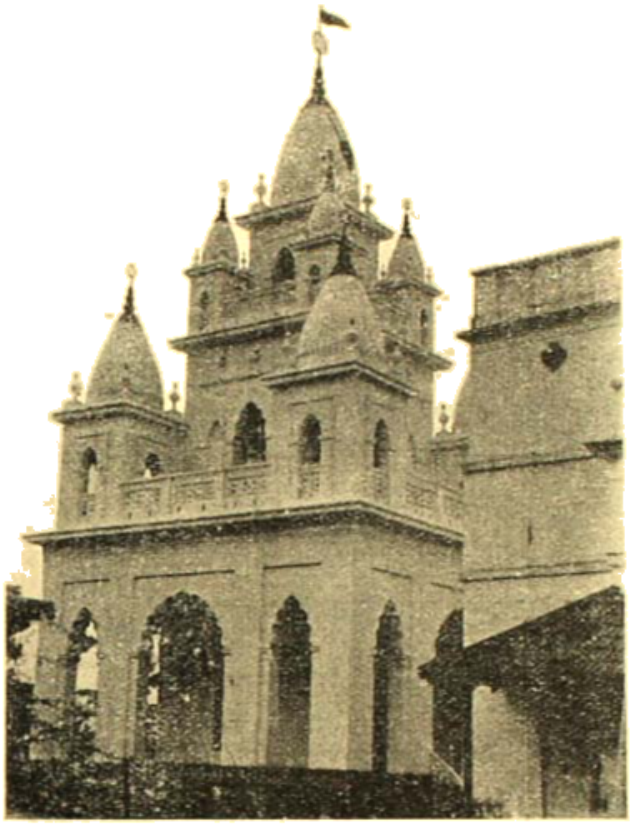

মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির

বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুরের বাণী তদনুগত প্রচারকগণের মুখে শ্রবণের সুযোগ পাইয়াছিলেন। ১৭ই জুন মহামান্য মহীশূরাধিপতি স্যর শ্রীকৃষ্ণরাজ ওয়াডিয়ার জি-সি-এস-আই, জি-বি-ই বাহাদুরের বিশেষ আহ্বানে সরস্বতী ঠাকুর সপার্ষদে মহীশূর গমন করিয়া রাজ-অতিথি-রূপে 'জগন্মোহন প্রাসাদে' অবস্থান-পূর্ব্বক মহীশূর-রাজ্যে অবিশ্রান্তভাবে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ১৯শে জুন কৃষ্ণরাজ-সাগর ও শ্রীরঙ্গপত্তন দর্শন করেন। ২০শে জুন প্রাতঃকালে মহারাজার সংস্কৃত-কলেজ পরিদর্শন-কালে অধ্যাপকগণ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে অভিনন্দন প্রদান করেন এবং অপরাহ্ণে সরস্বতী ঠাকুর মহীশূর মহারাজের নিকট তাঁহার প্রাসাদে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা কীর্ত্তন ও মহাপ্রভুর পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর প্রদান করেন। উত্তকামণ্ড হইতে মহীশূরে আগমনের পথে সরস্বতী ঠাকুর নঞ্জনগুড়ে শিবাইংগরের শ্রীকণ্ঠেশ্বরের মন্দির ও মন্দিরস্থ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন তৎপরে নঞ্জনগুড়ে হরিকথা প্রচার করিয়া অন্ধ্রপ্রদেশে গোদাবরী তীরস্থ গৌড়-রামানন্দ-মিলনক্ষেত্র কদুরে রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে ৪ই জুলাই শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, পুরুষের জ্ঞানযোগে সমুপস্থিত লক্ষ লক্ষ যাত্রিগণকে গৌরনাম-শ্রবণের সুযোগ-প্রদান এবং তথায় সমবেত শিক্ষিত-মণ্ডলীর নিকট আস্তিক্যতার ক্রম-সোপান ও সাধ্য-পরাকাষ্ঠা-সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন। ১৬ই আগষ্ট স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী শ্রীগৌড়ীয়মঠে সরস্বতী ঠাকুরের নিকট "শ্রীচৈতন্যের প্রেম" সম্বন্ধে অনেকক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। গৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে ২৮শে আগষ্ট "Relative worlds" বা "পরতত্ত্বসমন্বয়", সম্বন্ধে গৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে সরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুর অভিভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীল গৌরকিশোর-সমাধি স্থানান্তরিত

শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের কুলিয়ার নূতন চড়ার সমাধি-মন্দির গঙ্গাগর্ভগত-প্রায় হইতে থাকিলে সরস্বতী ঠাকুরের ইচ্ছানুসারে ২১শে আগষ্ট তারিখে সেই

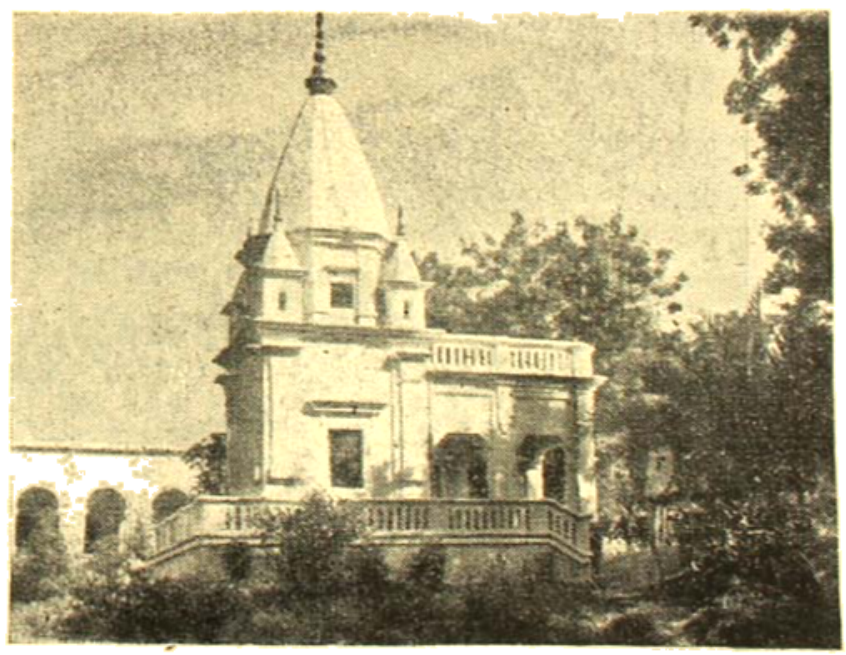

শ্রীবাসপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল গৌরকিশোরের সমাধি-মন্দির

সমাধি অট্টালিকায় শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে সংস্থাপিত হন। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমভাগে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নির্দ্দেশক্রমে আসাম-সুরমা হইতে আসামী ভাষায় 'কীর্ত্তন' নামক পারমার্থিক মাসিক পত্রের প্রচার আরম্ভ হয়। ৩রা সেপ্টেম্বর সরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুর শ্রীগৌড়ীয়মঠে "পুরুষার্থ-বিনির্ণয়" সম্বন্ধে একটী অভিভাষণ প্রদান করেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ও নদীয়ার ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ডি. সি. রায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীসরস্বতী ঠাকুরের বাণী শ্রবণ করেন। ১১ই সেপ্টেম্বর শ্রীগৌড়ীয়মঠে "বেদান্ত" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ঐ তিনটি বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৬ই সেপ্টেম্বর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীরাধাকুণ্ড-তটে শ্রীসরস্বতী ঠাকুর শ্রীগৌর-কিশোর প্রভুর সমাধিকুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত করেন।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

৯ই অক্টোবর শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি হইতে অগণিত ভক্ত-সঙ্গে চৌরাশিক্রোশ ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা আরম্ভ করেন এবং প্রত্যেক লীলা-স্থানে স্বয়ং গমন করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন ও বিভিন্ন দেশবাসী যাত্রিগণের বোধ-সৌকর্য্যার্থ স্বয়ং এবং নিজ-অনুগত প্রচারকগণের দ্বারা বিভিন্ন ভাষায় হরিকথা কীর্ত্তন করান। শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের সঙ্গমতীর্থে ব্রজবাসী ও পণ্ডিতগণের একটী বিরাট্ সভায় শ্রীরূপগোস্বামীর 'উপদেশামৃত' ব্যাখ্যা করেন। ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার পর ৪ঠা নভেম্বর হরিদ্বার-মায়াপুরে গমন করিয়া শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠের ভিত্তি স্থাপন করেন। শ্রীসরস্বতী ঠাকুরের সম্বন্ধে তাঁহার অনুরোধ-মতে ২১শে নভেম্বর যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর স্যর উইলিয়ম ম্যাল্‌কম্ হেইলি শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভিত্তি স্থাপন করেন। ২৪শে নভেম্বর সরস্বতী ঠাকুর কাশীর সনাতন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করেন। ২৭শে নভেম্বর স্যর মন্মথনাথ রায় চৌধুরী রাজাবাহাদুরের সভাপতিত্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠের দ্বিতীয় বার্ষিক ভক্তিরঞ্জন-বিরহ-স্মৃতি-সভার অনুষ্ঠান হয়। ৪ঠা ডিসেম্বর কৃষ্ণনগর-কলেজের অধ্যাপক ডক্টর সুধীন্দ্রকুমার লাহা, পুরী রাধাকান্তমঠের শ্রীবিশ্বম্ভর ব্যাকরণতীর্থ বেদান্তশাস্ত্রী প্রভৃতি শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করিয়া ঠাকুরের নিকট বিভিন্ন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের তত্ত্ব শ্রবণ করেন।

ঢাকায় সংশিক্ষা-প্রদর্শনী

২১শে ডিসেম্বর সরস্বতী ঠাকুর ঢাকায় সংশিক্ষা-প্রদর্শনী উদ্বোধন করিবার জন্য তথায় শুভবিজয় করিয়া প্রায় মাসাধিককাল (৩০শে জানুয়ারী, ১৯৩০ পর্য্যন্ত) বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ১৯৩৩ সালের ৮ই জানুয়ারী ঢাকা পুরাণা-পল্টনের মাঠে

শ্রীরাধা-কুণ্ডতটের তীরে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা-যাত্রিগণকে উপদেশ-প্রদানরত প্রভুপাদ

একটী অভূত ও অদৃষ্ট-পূর্ব্ব সংশিক্ষা-প্রদর্শনী উদ্বোধন এবং তদুপলক্ষে বিষয়গুলি-মণ্ডিত সভায় "প্রদর্শকের অভিভাষণ" নামক একটি অভিভাষণ প্রদান করিয়া শিক্ষিত ও সাধারণ ব্যক্তিগণের চিন্তাস্রোতে ও তথাকথিত ধর্ম্মের ধারণায় বিপ্লব আনয়ন করেন। ২৭। ফেব্রুয়ারী কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠে আগত হাওড়ার নরসিংহ-কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহাশয়দ্বয়ের প্রশ্নের উত্তর-প্রদান-প্রসঙ্গে একদণ্ড ও ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-সম্বন্ধে অনেক তথ্য কীর্ত্তন করেন। ৮ই ফেব্রুয়ারী শ্রীধামমায়াপুরে শুভবিজয় করিয়া তথায় শ্রীনিত্যানন্দ-জন্মোৎসব, ব্যাসপূজা প্রভৃতি সম্পাদন এবং শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের পর য়ুরোপে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের সঙ্কল্প করেন। শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের দিন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ সান্যাল মহাশয়-সঙ্কলিত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামক ইংরাজী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

য়ুরোপে প্রচারক প্রেরণ

১৮ই মার্চ্চ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্-এল্-সি মহাশয়ের সভাপতিত্বে য়ুরোপ-যাত্রী প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ ও শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস এম্-এ ভক্তিশাস্ত্রীকে বিদায়-অভিনন্দন-প্রদানার্থ আহূত সভায় সরস্বতী ঠাকুর প্রচারক-ত্রয়কে "আমার কথা" শীর্ষক উপদেশ প্রদান করেন। এই সময় শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর মহোদয়ের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনম্' উদ্বোধন করেন। তথা হইতে বোম্বাই পৌঁছিয়া নেপাল-প্রবাসী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার চৌধুরী এম্-এ মহাশয়ের তিনটি পরিপ্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। লণ্ডনের প্রচারের স্থলে মে মাসের প্রথমভাগে লণ্ডনে '৩৯নং ডেভনশায়ার্ড্‌স্ স্কেয়ার, সিটন্; এস্. ডব্লিউ, ১০'—এই ঠিকানায় গৌড়ীয়-মঠের একটি প্রচার-কার্য্যালয় স্থাপিত হয়।

ঢাকা-ঈশানগৌড়ীয়মঠে প্রদর্শনী-উদ্বোধনকালে সমাগত ভক্তবৃন্দ

বোম্বাই, কৃষ্ণনগর ও লণ্ডনে প্রচার

এই সময় সরস্বতী ঠাকুর বোম্বাই বাবুলনাথ-রোডে ভক্তি-বিলাতে গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং বোম্বাইতে অবস্থান করিয়া বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা প্রচার করেন। ২০শে মে দাদাভাই নারজীর কোন বিশিষ্ট আত্মীয়ের প্রশ্নে "অস্পৃশ্যতা ও মন্দির-প্রবেশ" আন্দোলনের সমস্যা ভঞ্জন করেন। ৩১শে মে লণ্ডনে আর্ক্‌ইস্ অব্ সুলিভান্ ও লর্ড্ হেট্‌ল্যাণ্ডের প্রশ্নের উত্তর লণ্ডনে প্রেরিত প্রতিনিধির দ্বারা প্রদান করেন। ১৫ই জুন মাননীয় লর্ড হেট্‌ল্যাণ্ডের সভাপতিত্বে অক্সফোর্ড ব্রোয়ারে "Society for study of Religion" কর্ত্তৃক আহূত সভায় প্রেরিত প্রচারকের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কথা প্রচার করান। ১৬ই জুন তারিখে কৃষ্ণনগর টাউন-হলে "শ্রীমদ্ভাগবতের বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। উক্ত টাউনহলে শ্রীযুক্ত

ক্ষীতিশচন্দ্র মিত্র ও রায়বাহাদুর লক্ষ্মীনাথ সান্যাল মহাশয়ের সভাপতিত্বে ভক্তিবিনোদ-স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। ২৩শে জুন তারিখে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে ভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসবে ডি অনারেবল ফইস্ দিল্লী প্রমুখ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ভক্তিবিনোদ-বাণী শ্রবণ করেন। ৩রা জুলাই লর্ড আবউইনের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী ও মিঃ আর, বাটলার; ৭ই জুলাই লর্ড ইস্ অব্ লুসিয়ান; ১২ই জুলাই 'টাইম্স্' এর সম্পাদক মিঃ ব্রাউন ও ১লা আগষ্ট স্যর হ্যামণ্ড জেক্সন্ সরস্বতী ঠাকুরের নিকট বিভিন্ন পত্রে গৌড়ীয়-মিশনের উৎকৃষ্ট কার্য্যের কথা ব্যক্ত করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। ৩রা জুলাই প্রভুপাদ ত্রিদণ্ডি-গোস্বামীমঠের নব-নির্ম্মিত মন্দিরে শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীরাধা-গোবিন্দ-বিগ্রহ প্রকাশ এবং হরিকথা-কীর্ত্তনোৎসব সম্পাদন করেন। ৫ই জুলাই লণ্ডনে লর্ড ও লেডি আরউইন এবং পার্লামেণ্ট্ মহাসভা-সম্পর্কীয় জয়েট্ সিলেক্ট্ কমিটির প্রতিনিধিবর্গের নিকট য়ুরোপে গৌড়ীয়-মিশনের উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে লণ্ডনের প্রচারকের দ্বারা প্রচার করান। ১০ই জুলাই ভারত-সচিব স্যর সামুয়েল্ হোর অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় গৌড়ীয়মঠের প্রতিনিধি প্রচারককে লণ্ডনের বাকিংহাম-প্যালেসে মহামান্য ভারতসম্রাট্, পঞ্চমজর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরীর সহিত পরিচয়, সম্মান-প্রদর্শন ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য জ্ঞাপনের অবসর দিয়াছিলেন। ১৬ই জুলাই বৃটিশ-প্রটেষ্টাণ্ট্ খৃষ্টানগণের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মযাজক আর্চ্‌বিশপ অব্ ক্যেণ্টারবারির নিকট প্রচারকের দ্বারা গৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করান। আগষ্ট মাসে কুরুক্ষেত্র-সূর্য্যোপরাগে পলক্ষে দ্বিতীয়বার কুরুক্ষেত্রে গৌড়ীয়-প্রদর্শনী উন্মুক্ত হয়। গৌড়ীয়মঠের উৎসবের সময় নগরসঙ্কীর্ত্তন-বাহিনী লইয়া কলিকাতার বিভিন্ন পল্লীতে নাম প্রচার করেন। ১২ই আগষ্ট শ্রীগৌড়ীয়মঠে "মানবের পরম ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতার সভাপতিরূপে অভিভাষণ প্রদান করেন। ২০শে আগষ্ট তারিখে সারস্বত-শ্রবণ-সদনে "শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য", ২৭শে আগষ্ট "The Vedanta its Morphology and Ontology" সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন। ৭ই সেপ্টেম্বর হইতে 'নীলা' ও 'সুরধুনী' মোটর-লরি-সহযোগে নবদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে সংকীর্ত্তন-মণ্ডলি-সহ সপার্ষদে গমন করিয়া শ্রীনাম-বিতরণ ও হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ৭ই ও ৮ই অক্টোবর অক্সফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রমণ্ডলীর নিকট দুইটী বিরাট্ সভায় 'নামতত্ত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। ২৭শে অক্টোবর পাটনা ভ্রমণ করিয়া স্থানীয় অধিবাসিগণের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের কথা প্রচার করেন। ২৯শে অক্টোবর রায়বাহাদুর অমরেন্দ্র নাথ লাস ৩রা নভেম্বর বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর-ডিভিসনের গভর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্র; ব্যারিষ্টার পি, আর, দাস; পাবলিক্ প্রসিকিউটর শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র ঘোষ; ডিষ্ট্রীক্ট্ ও সেসন-জজ শ্রীযুক্ত দিজেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু ব্যক্তি সরস্বতী ঠাকুরের উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন। ১৪ই নভেম্বর তারিখে সরস্বতী ঠাকুরের পরিকল্পিত পাটনা-সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর দ্বার দ্বারোদ্ঘাটন মহারাজাধিরাজ অমরেশ্বর স্যর কামেশ্বর সিংহ কে, সি, এস্, আই বাহাদুর উদ্ঘাটন করেন; তদুপলক্ষে বিহার ও পাটনা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া এই অভূতপূর্ব্ব সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ১৯শে নভেম্বর কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠে স্যর বিজয়-প্রসাদ সিংহরায়ের সভাপতিত্বে শ্রৌতার্য্য ভগবদ্ভক্তিরঞ্জনের তৃতীয় বার্ষিকী স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। নভেম্বর মাসের শেষভাগে সরস্বতী ঠাকুরের সম্পাদিত 'ভক্তিসর্ব্বস্ব' সম্পূর্ণ-ভাবে প্রকাশিত হয়। ২৪শে নভেম্বর নবদ্বীপ-মণ্ডলের অন্তর্গত শ্রীনৃসিংহপল্লীর নিকটবর্ত্তী তেঁতিয়াপল্লী পরিদর্শন করিয়া শ্রীসরস্বতী ঠাকুর তথায় হরিকথা কীর্ত্তন এবং ২৬শে ও ২৭শে নভেম্বর একায়নমঠে সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব সম্পাদন করেন। মেদিনীপুর জেলার অমথি গ্রামেও সরস্বতী ঠাকুরের কৃপায় এই সময় শুদ্ধভক্তি-কথা প্রচারিত হয়।

জার্ম্মেণীতে প্রচারক প্রেরণ

২৪শে ও ২৫শে নভেম্বর "East Bourn Theosophical Society"তে, ১০ই ডিসেম্বর জার্ম্মেণীর মিউনিচে ডিউটসি একাডেমিতে, ১২ই ডিসেম্বর বার্লিন-সহরে হাবলণ্ড্ হাউসে, ১৪ই ডিসেম্বর ক্যানিংস্‌বার্গে, ১৬ই হইতে ১৮ই ডিসেম্বর ফ্রান্সের ইন্‌ষ্টিটিউট্ ডি রিলিজিয়ন্ ইওয়ানিতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের আয়োজন হয়। ২০শে ডিসেম্বর লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ "৩ ষ্টার্লিং হাউস্ কর্ণওয়াল গার্ডেন্স্ এস্-ডব্লিউ ৭"—ঠিকানায় স্থানান্তরিত করা হয়।

এই সময় করাচীতে শ্রীচৈতন্য-কথা প্রচারিত হয়। ২৪শে ডিসেম্বর শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরিকল্পনা অনুসারে আসীরগড়ে বিভিন্ন গোক্‌রা পল্লীতে সরস্বতী ঠাকুরের অনুগত

ডিষ্ট্রীক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও কালেক্টর মিঃ পান্নালাল আই-সি-এস্ মহোদয় পারমার্থিক-প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে ত্রিপুরাধীশ

ইংরাজী ১৯৩৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে স্বাধীন ত্রিপুরাধীশ পরমশ্রীমৎ মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্যবাহাদুর নিজ-পাত্রমিত্রবর্গসহ কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়-মঠে আসিয়া আচার্য্য-সমীপে শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন ও একটি বিরাট্ সভায় গৌড়ীয়মঠের প্রশংসনীয় কার্য্যাবলী সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। ২রা ফেব্রুয়ারী হেতমপুরের কুমারবাহাদুর শ্রীযুক্ত রাধিকারঞ্জন চক্রবর্ত্তী বি-এ ও তাঁহার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী প্রভৃতি শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নিকট আসিয়া উপদেশ লাভ করেন। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সরস্বতী ঠাকুরের ষষ্টিবর্ষ-পূর্ত্তি-তিথি-উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠে ব্যাসপূজা ও 'সরস্বতী-জয়শ্রী' গ্রন্থের বৈষ্ণব-পর্ব্ব প্রকাশের উদ্যোগ এবং লর্ড্ ছেট্‌ল্যাণ্ডের সভাপতিত্বে লণ্ডনের পার্ক্‌লেনস্থ গ্রস্‌ভেনর হাউসে ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে আচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি-উপলক্ষে একটি অধিবেশন হয়।

২৫শে ফেব্রুয়ারী মোদদ্রুম-দ্বীপে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাটে নূতন শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমার পূর্ব্বে শ্রীমায়াপুরে গমন করিয়া পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব-সম্পাদন, শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা, নবনির্ম্মিত শ্রীগৌরকিশোর-সমাধি-মন্দিরের দ্বার-উদ্ঘাটন, ভক্তিবিজয়-ভবনে হরিকথা-কীর্ত্তন, তিনজন ভক্তকে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-প্রদান ও নবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশনে অভিভাষণ প্রদান করেন। ১৯শে ফেব্রুয়ারী রায়বাহাদুর রণাপ্রসাদ চন্দ, রাজর্ষি কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় প্রভৃতি শ্রীধাম-মায়াপুরের বিভিন্ন স্থান দর্শন করিয়া সরস্বতী ঠাকুরের নিকট বহু তথ্য শ্রবণ করেন।

চাঁচুরি পুরুলিয়ায়

৪ই মার্চ্চ সরস্বতী ঠাকুর বহু ভক্তসহ গৌড়ীয়মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীযুক্ত বৃন্দবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জন্মভূমি বর্দ্ধমানের চাঁচুরি পুরুলিয়া গ্রামে শুভবিজয় করিয়া স্থানীয় অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হন ও তথায় পাঁচদিবসকাল অনুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

যোগপীঠের মূলমন্দির

১৮ই মার্চ্চ যোগপীঠের প্রস্তাবিত শ্রীমন্দির ও শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীমুরারিগুপ্ত-ভবনের মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন

ভক্তিবিজয়-ভবন—শ্রীধাম-মায়াপুর

করেন। ১লা এপ্রিল তারিখে শ্রীচৈতন্য-পদাঙ্কিত চট্ট-গ্রামে শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ প্রতিষ্ঠা করেন। চট্টগ্রাম গ্রামের অধিবাসিবৃন্দ সরস্বতী ঠাকুরকে একটি অভিনন্দন প্রদান করিলে আচার্য্য তাঁহার প্রত্যভিভাষণ প্রদান করেন। ৮ই এপ্রিল অনুগত প্রচারককে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস প্রদান করেন। ২০শে এপ্রিল কলিকাতা হইতে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে যাত্রা করেন।

লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিসন-সোসাইটি

২৪শে এপ্রিল ওয়েষ্ট্ মিনিষ্টার ক্যাক্সটন্ হলে একটি সাধারণ সভায় লর্ড্ ছেট্‌ল্যাণ্ডের সভাপতিত্বে গৌড়ীয়-মিসন-সোসাইটির উদ্বোধন হয়। ৬ই মে শ্রীগৌড়ীয় মঠে একটি বিরাট্ সভায় প্রত্নতাত্ত্বিক রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ভক্তিনিধি এম্-এল-সি মহাশয়ের সভাপতিত্বে "শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপ" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

পুরীতে

১৪ই মে পুরীর সংস্কৃত কলেজের আয়ুর্ব্বেদ-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আনন্দ মহাপাত্র কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ,

১৮ই মে প্রবীণ ও ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ২০শে মে এমার্ হাঠের মহান্ত শ্রীযুক্ত গঙ্গাদেব রামানুজ দাস ও শ্রীযুক্ত হনুমান পুটিয়া, ২১শে মে রায়সাহেব শ্রীযুক্ত গৌরশ্যাম মহান্তি ও শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম মহান্তি, ২৩শে মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডুনাকর, ২৪শে মে শ্রীযুক্ত রেবতীনাথ চট্টোপাধ্যায় ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও পুরীর ম্যাজিষ্ট্রেট্ রায় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত বাহাদুর, ২রা জুন যোধনা আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ৭ই জুন রায়বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

অধোক্ষজ বিষ্ণুমূর্ত্তির আবির্ভাব

শ্রীযুক্ত সঞ্চীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে নবনির্ম্মীয়মান শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠ-মন্দিরের ভিত্তি খনন-কালে ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৫ই জুন বেলা ১০ ঘটিকায় শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রের পূজিত গৃহদেবতা অধোক্ষজ চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে প্রকাশিত হন। ২৭শে জুন আলালনাথ-ব্রহ্ম-গৌড়ীয়মঠে শ্রীগোপীনাথগীতি প্রকাশ ও হরিকথা কীর্ত্তন করেন। এই সময় "ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হয়।

শ্রীঅধোক্ষজ বিষ্ণুবিগ্রহ

১২ই জুলাই শ্রীধাম-মায়াপুরের গৌরকিশোর-সমাধি-মন্দিরে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর অর্চ্চা-বিগ্রহ সঙ্কীর্ত্তনমুখে প্রকাশ করেন। ১৩ই আগষ্ট স্বনামধন্য ও, এন্, মুখার্জ্জী মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায়ের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীশ্রীগৌর-বিহার-গোবিন্দজীউ

পাটনা-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

১৪ই আগষ্ট পাটনা-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে প্রতি-বৎসরের ন্যায় সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলীসহ কলিকাতা মহানগরীতে শ্রীনাম বিতরণ করেন।

"সরস্বতী-জয়শ্রী" ও নব পর্য্যায়ের "হারমনিষ্ট" পাক্ষিক পত্র

১লা সেপ্টেম্বর শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী দিবস "সরস্বতী-জয়শ্রী" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ৪ঠা সেপ্টেম্বর মাসিক "হারমনিষ্ট" পত্রিকা নব-পর্য্যায়ে পাক্ষিক পত্রিকারূপে পরিণত করিয়া প্রচার আরম্ভ করেন।

১৬ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে শ্রীযুক্ত দ্বারকা-নাথ মিত্র এম্-এ, ডি-এল্ মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'রাধাষ্টমী' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা-সভার অধিবেশন হয়। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব কালে সরস্বতী ঠাকুর আগত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

মথুরায় কার্ত্তিক-ব্রত

১৭ই অক্টোবর হইতে মাসাধিক-কাল মথুরায় বহু ভক্তের সহিত কার্ত্তিক-ব্রত পালন এবং অষ্টকালীয় লীলাকথা শ্রবণ-

কীর্ত্তনের আদর্শ প্রদর্শন করেন। ২১শে অক্টোবর মথুরায় সাতঘরা পল্লীতে **শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর গোপাল-দর্শন-স্থান** আবিষ্কার করেন। অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ হইতে জার্ম্মেণীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিনিধি-প্রচারক প্রেরণ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের কথা কীর্ত্তন করান। ১লা নভেম্বর ব্রজমণ্ডলে চক্রসরোবর, পরাসৌলি, গৌরীতীর্থ ও সৈঠগ্রাম প্রভৃতি দর্শন ও তত্তৎ স্থানের লীলার উদ্দীপনে উদ্দীপ্ত হইয়া হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ১৭ই নভেম্বর নিম্ব আম্বেবাসী ব্রহ্মচারীকে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রদান করেন। ২৯শে নভেম্বর নিউদিল্লীস্থ রাজেন্দ্র-ভবনে 'মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য,' 'শ্রীচৈতন্যের দয়া ও উপদেশ' সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত টি, এন, চাটার্জ্জি; ডাঃ কে, কে, সেন প্রভৃতি ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

তেলেগু ভাষায় 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত'

৬ই ডিসেম্বর রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের সভাপতিত্বে চতুর্থ বার্ষিক ভক্তিরঞ্জন-স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। এই সময় সরস্বতী ঠাকুরের চরণাশ্রিত আন্ধ্রদেশবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ওরাই অপরাধম্ বি-এ ঠাকুরের ইচ্ছাক্রমে তেলেগু ভাষায় 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত' প্রকাশ করেন এবং ইংরাজী ভাষায় 'গৌড়ীয়' প্রকাশিত হইতে থাকে।

শ্রীমায়াপুরে বঙ্গের গভর্ণর

১৯২৮ সালের ১৪ই জানুয়ারী বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর হর স্যর এষ্টানলি জ্যাক্সন্ গৌড়-ভক্তবৃন্দ শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করিয়া সরস্বতী ঠাকুরের নিকট শ্রীধাম-মায়াপুরের তথ্য শ্রবণ ও একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারী সরস্বতী ঠাকুরের একষষ্টিতম বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথি-পূজা আচার্য্যের প্রকট-স্থান শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে চটক-পর্ব্বতে অনুষ্ঠিত হয়। তদুপলক্ষে মাননীয় পুরী-রাজ গজপতি শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দেব বাহাদুরের সভাপতিত্বে একটি বিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তৎপরদিবস শ্রীসরস্বতী ঠাকুরের অনুগমনে সকলে পূর্ব্বোক্ত পরিক্রমা করেন এবং তদুপলক্ষে সরস্বতী ঠাকুর একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের পূর্ব্বেই শ্রীযুক্ত সুরেশ্বর ভক্তিবিজয় মহোদয় শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠের শ্রীমন্দির বৈদ্যুতিক আলোকে বিভূষিত করেন। মার্চ্চ শ্রীধাম-মায়াপুরে

শ্রীমায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ ও বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর হর এষ্ট্যানলি জ্যাক্সন্

হর বি, এন্, মিত্র শ্রীসরস্বতী ঠাকুরের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শ্রবণ করেন।

ত্রিপুরাধীশ কর্ত্তৃক মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন

২০শে মার্চ্চ শ্রীগৌরজন্মযাত্রার দিন স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি বর্ত্মবুরুদ্বর হর শ্রীমদ্ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম

বাণিজ্যবন্দরের শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করিয়া গৌড়-জন্মভিটায় নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। ২৪শে মার্চ্চ বহু ভক্তসঙ্গে মুলতান মেল ট্রেণযোগে উপস্থিত

শ্রীমায়াপুর-শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্দির

করিয়া গৌড়ীয়াচার্য্য কএকটি মহতী সভায় হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ৩১শে মার্চ্চ শ্রীগৌড়ীয়মঠে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর স্বয় বিজয়চাঁদ মহাতাব্ আগমন করিয়া আচার্য্যের বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গে হরিকীর্ত্তন ও শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ

৮ই এপ্রিল ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের নারিন্দা-পল্লীস্থ প্রস্তাবিত নূতন মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করেন। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জবাসী সজ্জনবৃন্দ আচার্য্যকে অভিনন্দন প্রদান করেন। ১২ই এপ্রিল ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ এবং তথায় ১৪ই এপ্রিল পর্য্যন্ত মহারাজ শশীকান্ত আচার্য্যের প্রদত্ত 'শশীলজে' অবস্থান করিয়া বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

গয়া-গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা

১৯শে এপ্রিল গয়ায় গমন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত স্থান-সমূহ দর্শন, বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট অনুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন এবং ২২শে এপ্রিল গয়া-গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ৩০শে এপ্রিল তারিখে ব্রহ্মদেশে কতিপয় প্রচারককে প্রেরণ করিয়া ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী বিস্তার করেন। ৩১শে মে বহু ভক্তের সহিত দার্জ্জিলিংশৈলে হরিকথা প্রচারার্থ গমন করিয়া স্বয়ং অনুক্ষণ সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট হরিকথা কীর্ত্তন এবং স্যর যদুনাথ সরকার ও কর্ণেল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে যথাক্রমে ৯ই ও ১০ই জুন ভক্তগণ দ্বারা শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার করান। ৯ই জুন ইণ্ডিয়ান ব্রডকাষ্টিং সার্ভিস্ কেন্দ্র হইতে রেডিওযোগে শ্রীচৈতন্যের বাণী বিস্তার করেন। ২৮শে জুন কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে কুচবিহারের মহারাণী শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী, মহারাজ-কুমারী ইলাদেবী, মহারাজ-কুমারী গায়ত্রীদেবী, মহারাজ-কুমার শ্রীযুক্ত ইন্দ্রজিতেন্দ্রনারায়ণ বাহাদুর, ফরাসী বিদুষী মাদ্মোয়াজেল গোটার্স্ (সি-এইচ্-ডি) আচার্য্য-সমীপে হরিকথা ও বৈষ্ণব-দর্শনের কথা শ্রবণ করেন। ৮ই জুলাই তারিখে প্রোফেসার রোডস্থ বোম্বাই-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা এবং "Peoples Jinnah Hall"এ একটি বিরাট্ সভায় 'পঞ্চরাত্র' ও 'ভাগবত'-সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। এই সময় লণ্ডনে প্রেরিত আচার্য্যের অনুকম্পিত শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ দাস এম্-এ, ভক্তিশাস্ত্রী প্রত্নতত্ত্ববিশারদ বৈষ্ণব-ইতিহাস ও সাহিত্য-গবেষণায় লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডক্টরেট্' উপাধি প্রাপ্ত হন। জুলাই মাসের শেষভাগ হইতে আগষ্ট মাসের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত আচার্য্য নবদ্বীপ-মণ্ডলের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করিয়া হরিকথা প্রচার করেন।

রেডিওযোগে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব আরম্ভ হইলে প্রতি রবিবারে নগর-সঙ্কীর্ত্তন এবং জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসব, রাধাষ্টমী ও ভক্তি-বিনোদবিরহোৎসব-সম্বন্ধে রেডিও-যোগে বক্তৃতা হয়। বলদেব-জন্মোৎসব হইতে আচার্য্যবর্য্য প্রত্যহ অপরাহ্ণে শ্রীগৌড়ীয়মঠে ষোলদিন ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। উৎসবকালে কাশিমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সভাপতিত্বে "সংসার ও ভক্তি" সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং কুমার শ্রীযুক্ত হিরণ্যকুমার মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে "বিরাগ ও ভক্তি" সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছিল।

১৬ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় গৌরবাসিগণ লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের ভারপ্রাপ্ত প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ এবং তৎসহ ভারতবর্ষে আগত বিদেশি ভক্তদ্বয়কে অভ্যর্থনা ও মানপত্র প্রদান করেন। ১৭ই সেপ্টেম্বর ভাদ্র-পূর্ণিমা-দিবস আচার্য্যবর্য্যের বিবৃতি-সম্বলিত ১২শ স্কন্ধ ভাগবত সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় এবং আচার্য্য শ্রীমদ্-ভাগবত প্রকাশ সমাপ্তি-সম্বন্ধে গৌড়ীয়মঠে একটী অভিভাষণ প্রদান করেন। ১লা হইতে ৭ই অক্টোবর আচার্য্যদেব নবদ্বীপে গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীরাধাকুণ্ডে বিরহসেবা ও ব্রজধামপ্রচারিণী সভা

৮ই অক্টোবর হইতে মাসাধিক-কাল শ্রীরাধাকুণ্ডে কার্ত্তিকব্রত উদ্‌যাপনচ্ছলে প্রত্যহ উপনিষৎ, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা, শ্রীকৃষ্ণ পরিক্রমা ও অষ্টকাল-লীলা-স্মরণ-কীর্ত্তনের আদর্শ প্রদর্শন করেন। এই সময় শ্রীব্রজমণ্ডলের উন্নতির জন্য শ্রীব্রজধামপ্রচারিণী-সভার উদ্বোধন করেন।

শ্রীকৃষ্ণবিহারীমঠ ও ব্রজধামব্রহ্মসুখদ-কুঞ্জ

৪ঠা নভেম্বর শ্রীকৃষ্ণবিহারীমঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, ৬ই নভেম্বর ব্রজধামব্রহ্মসুখদকুঞ্জে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাবসেবা ও পুষ্পসমাধি স্থাপন, ৭ই নভেম্বর দেবপল্লী হইয়া দিল্লীতে গমন-পূর্ব্বক ১০ই নভেম্বর দিল্লীতে হরিকথা-কীর্ত্তন ও সাধারণ উৎসব সম্পাদন, ১১ই নভেম্বর গয়ায় উপস্থিত হইয়া ১৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত গয়াবাসী ও প্রবাসিগণের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের গয়ার কথা কীর্ত্তন এবং ১৩ই নভেম্বর গয়ামঠে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় ব্রহ্মদেশে বিশেষভাবে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা প্রচারিত হয়। ২৩শে-ডিসেম্বর তারিখে ত্রিপুরাধীশ পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্যবাহাদুর ধর্ম্মধুরন্ধর মহোদয়ের সভাপতিত্বে শ্রৌতাশ্রয় ভগবদ্ভক্তিরত্নের পঞ্চমবার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। সভাভঙ্গের পর আচার্য্য কানিফোর্ণিয়ার ডক্টর হেনরি ছাণ্ড্ ও মিঃ এস্, ভি, রোসেটো; ব্যারিষ্টার মিঃ এস্, এন্, কর; অবসরপ্রাপ্ত জজ শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বসু প্রভৃতি ব্যক্তিগণের নিকট অধোক্ষজ-তত্ত্ব-সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। ২৭শে ডিসেম্বর হইতে পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে হরিকথা-কীর্ত্তন এবং ৩০শে ডিসেম্বর এলাহাবাদে গমন করিয়া শ্রীচৈতন্যের শ্রীরূপশিক্ষার বাণী কীর্ত্তন করেন।

প্রয়াগে প্রদর্শনী

১৯২৬ সালের ৭ই জানুয়ারী তারিখে প্রয়াগে পারমার্থিক-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন ও বিষয়গুলি-সম্বলিত বিরাট্ সভায় সভাপতিরূপে ইংরাজী ভাষায় একটী অভিভাষণ প্রদান করেন। ১৫ই জানুয়ারী হইতে পূর্ণ ছইমাসকাল শ্রীধাম-মায়াপুরে অবস্থান করিয়া প্রত্যহ শ্রীগৌরসুন্দরীতে ও শ্রীচৈতন্যমঠে ভক্তগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

কৃষ্ণানুশীলনাগার ও বৈষ্ণব-বর্ণাশ্রমসঙ্ঘ

আচার্য্যের দ্বিষষ্টিতমা আবির্ভাব-তিথি-দিবস ১২ই ফেব্রুয়ারী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রিসার্চ্-ইন্‌ষ্টিটিউট্ বা অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার ও বৈষ্ণব-বর্ণাশ্রম-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীব্যাস-পূজার অনুষ্ঠান হয়। লণ্ডনেও লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটির চেয়ারম্যান দি রাইট্ অনারেবল স্যর সাদিলালের সভাপতিত্বে আচার্য্য-তিথি সম্বর্দ্ধনা হইয়াছিল। আচার্য্যপ্রবর নবদ্বীপ পরিক্রমার পূর্ব্বে ২৪শে ফেব্রুয়ারী হইতে নবদ্বীপের বিভিন্ন দ্বীপে তত্তৎ দ্বীপের বিষয় ও আশ্রয়বিগ্রহগণের শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ ও ১লা মার্চ্চ সুবর্ণবিহারে সুবর্ণবিহারীমঠ ও তথায় শ্রীবিগ্রহসেবা-প্রকাশ, ৫ই মার্চ্চ বিদ্যানগরে সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা এবং ৭ই মার্চ্চ ঋতুদ্বীপে শ্রীঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ ও তথায় শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করেন। ৮ই মার্চ্চ শ্রীগৌরজন্ম-তিথিতে আচার্য্যের নির্দ্দেশক্রমে ব্রহ্মদেশের শিক্ষানবীশ ডক্টর বামো প্রমুখ ব্যক্তিগণের সহায়তায় ২৯নং ক্রফিং ষ্ট্রীটে **রেঙ্গুন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়** প্রকাশিত হয়। ঐ দিন লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে ডক্টর পার্সি মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসবের একটী বক্তৃতা-সভা হয়। ১৫ই মার্চ্চ আসামে সরভোগ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করেন। সরভোগবাসী সজ্জনগণ আচার্য্যকে অভিনন্দন প্রদান ও বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করেন। ২৭শে মার্চ্চ কটকে গমন করিয়া নূতন উড়িষ্যার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

উৎকলে সপ্তাহব্যাপী কীর্ত্তনোৎসব

২৯শে মার্চ্চ হইতে পুরীতে চটক-পর্ব্বতে অবস্থান করিয়া তথায় সাধুনিবাস ও শ্রীরাধা-গোবিন্দের শ্রীমন্দির প্রকাশ এবং বহু শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট অনর্গল হরিকথা-কীর্ত্তনমুখে উৎকলে সপ্তাহব্যাপী উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। ৪ঠা মে আলালনাথ-ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে গমন করিয়া তথায় নৃসিংহ-চতুর্দ্দশীতিথি পালন ও হরিকীর্ত্তনোৎসব সম্পাদন

করেন। ৩০শে মে পুরীতে প্রচারক ব্রহ্মচারীকে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রদান করেন। ৭ই জুন ঢাকায় শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ নাগ এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ের ভবনে অবস্থান করিয়া বহু বিশিষ্ট শ্রোতৃবৃন্দ সমক্ষে হরিকথা কীর্ত্তন ও সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণকে শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্মে দীক্ষিত করেন।

বালিয়াটি, গোদ্রুম, দার্জ্জিলিং ও নওগাঁয়

৯ই জুন বালিয়াটি গ্রামে শুভবিজয় করিয়া স্থানীয় সজ্জনবৃন্দের অভিনন্দন-গ্রহণ ও সভায় প্রত্যভিভাষণ প্রদান করেন। ১০ই জুন তারিখে বালিয়াটি-শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন ও শ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩ই ও ১৪ই জুন ঢাকা-বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ও ঢাকা-বারলাইব্রেরীতে অনুকল্পিত ভাগবত-ভক্ত ও ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী প্রচারকের দ্বারা হরিকথা প্রচার

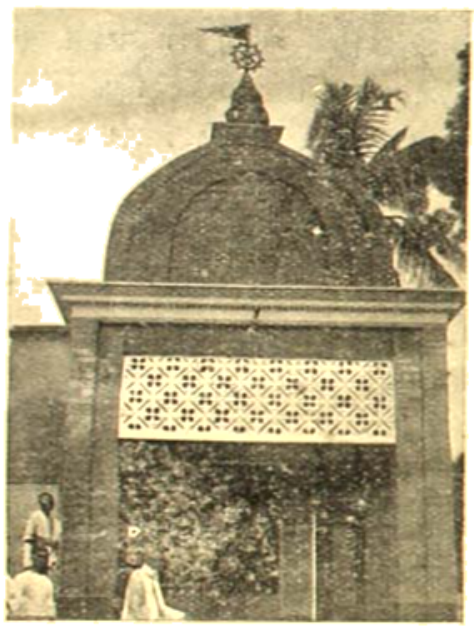

গোদ্রুমে ভক্তিবিনোদ-সমাধি-মন্দিরে প্রভুপাদ

করান। ১৯শে জুন তারিখে গোদ্রুম-স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের দ্বাবিংশতিতম বিরহ-তিথিতে 'দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন' সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান ও সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব সম্পাদন করেন। ঐ দিবস সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ লোককে শ্রীচৈতন্য-বাণী শ্রবণের সুযোগ দিবার জন্য তথায় সংশিক্ষা-প্রদর্শনী প্রকাশ করেন। ২৭শে জুন দার্জ্জিলিং-গৌড়ীয়মঠালয়ে শুভবিজয় করিয়া তথায় স্বয়ং বিশিষ্ট ব্যক্তি-গণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন ও অনুকল্পিত প্রচারকগণের দ্বারা হরিকথা কীর্ত্তন করান। ১৯শে জুলাই দার্জ্জিলিং-গৌড়ীয়মঠে শ্রীরাধা-গোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ ও তদুপলক্ষে সমাগত বিশিষ্ট শ্রোতৃবৃন্দের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ২৪শে জুলাই নওগাঁর সজ্জনবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে তথায় পদার্পণ করিয়া বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বিপুল সম্বর্দ্ধনা লাভ করেন এবং স্থানীয় হিন্দু-সভায় তত্রত্য অধিবাসিগণ আচার্য্যকে অভিনন্দন প্রদান করিলে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের কৃপা-বর্ষিত উত্তরবঙ্গে শ্রীচৈতন্যবাণী পুনঃ প্রচারের আবশ্যকতা-সম্বন্ধে প্রত্যভিভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীবৃন্দাবনে পুরুষোত্তম-ব্রত

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠে বলদেবাবির্ভাব ও জন্মাষ্টমীতে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া পুরুষোত্তম মাসে (ভার্গবগণের

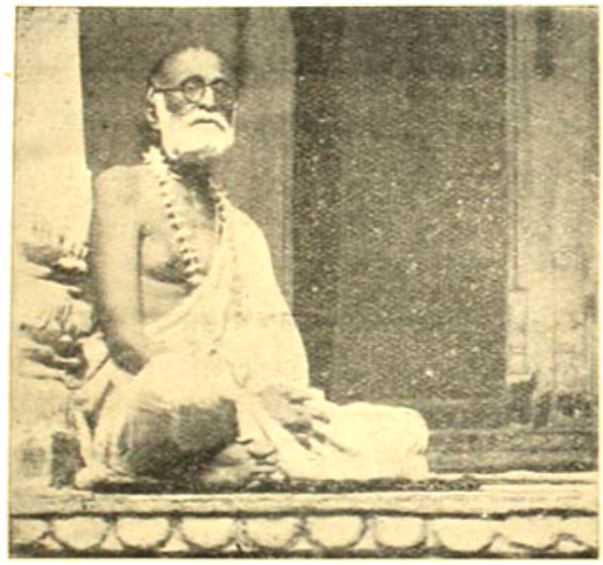

শেষ-বয়সে শ্রীবৃন্দাবনে প্রভুপাদ

বলমাসে) মথুরামণ্ডলে পুরুষোত্তম-ব্রতোৎসব পালনের আদর্শ প্রদর্শনার্থ ১২ই আগষ্ট (১৯৩৬) কলিকাতা হইতে মথুরা যাত্রা করেন। প্রভুপাদ মথুরা-কেণ্টন্‌মেণ্টে 'শিবালয়' নামক ভবনে অবস্থান-পূর্ব্বক হরিকথা কীর্ত্তন করেন ও মথুরা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে 'মধুমঙ্গলকুঞ্জে' শুভবিজয় করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। এই সময় শ্রীল প্রভুপাদ গোবর্দ্ধনে একটি ভজনস্থানে প্রকাশ করেন। ৯ই সেপ্টেম্বর প্রভুপাদ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বার্ষিক উৎসবে নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

গৌড়ীয়-সঙ্ঘপতিকে বিলাতে প্রচারার্থ প্রেরণ

১৩ই অক্টোবর শ্রীল প্রভুপাদ ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য্য এম, ডি মহাশয়ের নিকট প্রায় একঘণ্টাকাল অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ২৩শে অক্টোবর তারিখে

শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ প্রভুকে বিলাতে ও মার্কিনদেশে প্রচারের ভার প্রদান করিয়া নগরে গ্রেরণের প্রাক্কালে গোষ্ঠি, গাভুরী ও গোবর্দ্ধনশিলার্চ্চার অর্চ্চনোপদেশ এবং দারুব্রহ্ম শ্রবণ-মননে একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। ২৪শে অক্টোবর তারিখে পুরী যাত্রা করেন। ১লা নভেম্বর শ্রীধাম-অঙ্গনে প্রভুপাদের পরম প্রিয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপপুরী মহারাজ নির্য্যাণ লাভ করেন।

অপ্রকট-লীলার পূর্ব্বাভাস ও আশীর্ব্বাণী

শ্রীল প্রভুপাদ পুরীতে গিরি-গোবর্দ্ধনাভিন্ন চটকপর্ব্বতে শ্রীমন্দির-জন্মোৎসব ও শ্রীরূপ-রঘুনাথের অর্পিত মঠের দ্বারা

চটক-পর্ব্বতে প্রভুপাদের ভজন-কুটীর

গোবর্দ্ধন-পূজোৎসব ও নিজ-প্রভু শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের বিরহোৎসব সম্পাদন করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার হরিকথা-প্রণালিনী-ধারায় ভক্ত ও সজ্জনগণ স্নাত হইবার পরম সুযোগ প্রাপ্ত হন। শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থান-কালে সর্ব্বদাই শ্রীল প্রভুপাদ সকলকে সাবধান করিয়া বলিতেন,—"আপনারা নিষ্কপটে হরিভজন করিয়া নি'ন, আর অধিক দিন নাই।" বিশেষতঃ তিনি অনুক্ষণই শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথের এই কএকটি বাক্য উচ্চারণ করিতেন—

"প্রতনাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাম্"।

অর্থাৎ হে গোবর্দ্ধন! তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ কর।

"নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্"।

অর্থাৎ হে গোবর্দ্ধন! আমাকে তোমার নিজের নিকটে (কুণ্ডতটে) বাসস্থান দান কর।

শ্রীল প্রভুপাদ ৭ই ডিসেম্বর প্রাতে পুরুষোত্তম-মঠ হইতে গৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সর্ব্বক্ষণ সমবেত ভক্তগণ-সমীপে অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অপ্রকট-লীলা আবির্ভাব-দিবসে প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজকে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের "শ্রীরূপমঞ্জরী পদ, সেই মোর সম্পদ"—সঙ্গীতটী ও আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভুকে "নিষ্কাইঞ্চন" (সঙ্গীত) কীর্ত্তন করিতে বলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ঐ দিনই (১৬ই পৌষ, বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ণ ১০-৩০ মিনিটে) কতিপয় ভক্ত-সমীপে তাঁহার চিরাভীপ্সিত বৈষ্ণব-মহত্বার সঙ্কলন-সেবা অপ্রাকৃত শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ সিদ্ধান্তবিদ্‌গণের আনুগত্যে সম্পাদনের জন্য শ্রীভক্তিরঞ্জন বিদ্যাবিনোদকে সকল আশীর্ব্বাদ-আদেশ প্রদান করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যাত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু ধারবঙ্গীস্থ মঠসমূহের কার্য্য-নির্ব্বাহ (manage) করিবেন এবং ১০।১২ জন ভক্ত মিলিয়া একটি কার্য্য-নির্ব্বাহ-সমিতি গঠন-পূর্ব্বক সকলে হরিসেবাপর হইয়া থাকিবেন,—প্রভুপাদ এইরূপ ইচ্ছা ও আদেশ জ্ঞাপন করেন। শ্রীগোদ্রুম স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জের নাট্যমন্দিরের আরব্ধ-কার্য্য সম্পাদন, আচার্য্যাত্রিক প্রভুর বুদ্ধিমত্তা, সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি প্রভুর সকলের প্রতি সহানুভূতি-প্রকাশ ও সকলের নিকট হইতে তৎপ্রাপ্তি প্রভৃতি প্রশংসা করিয়া আচার্য্যাত্রিক প্রভুর প্রতি সকলকে যথাবিহিত সম্মান করিবার আদেশ প্রদান করেন। শ্রীমৎ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন প্রভুকে বলেন যে, তাঁহার প্রতি আচার্য্যাত্রিক প্রভু বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন থাকিবেন। ৮ই পৌষ, ২৩শে ডিসেম্বর বুধবার প্রাতঃকালে কটক হইতে সদ্য সমাগত শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ হৃষীকেশ প্রভু, ডাক্তার শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ভক্তিকুসুম, শ্রীপাদ নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু ও সমুপস্থিত অন্যান্য ভক্তসঙ্ঘকে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর বাক্যের কুশল জিজ্ঞাসান্তে তাঁহাকে আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীরূপ-রঘুনাথের হাতে নিত্যকাল প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া হরিবিমুখ জগতে নিরপেক্ষভাবে হরি-ভজন করিবার কৃপাশীর্ব্বাদ উচ্চারণ করেন এবং পরদিন (১৭ই পৌষ তারিখে পূর্ব্বাহ্ণে) শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুকে হরিকথা-কীর্ত্তন-প্রচার এবং শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ও শ্রীমৎ ভক্তিসুধাকর প্রভুকে আচার্য্যের মনোহভীষ্ট-প্রচারে সাহায্য করিবার কথা বলেন। ভক্তিসুধাকর প্রভুর সেবায় প্রভুপাদ তাঁহার সন্তোষ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। পাটনার শ্রীপাদ ব্রজেশ্বরীপ্রসাদ প্রভুকে সেবায় [illegible] প্রদানের

কথাও প্রভুপাদ জ্ঞাপন করেন। অপরাহ্ণ প্রায় চারি ঘটিকায় শ্রীপাদ সতীচরণ রায় ভক্তিবিনয় প্রভুকে ডাকিয়া বলেন যে, তিনি শ্রীমায়াপুরের সেবার জন্য অনেক করিয়াছেন, সুতরাং তিনি যদি বৈকালে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজকে বলেন,—"আপনি কাহের লোক, 'মিশন' দেখিবেন। Love & Rapture দুইটীই একতাৎপর্য্য-বিশিষ্ট

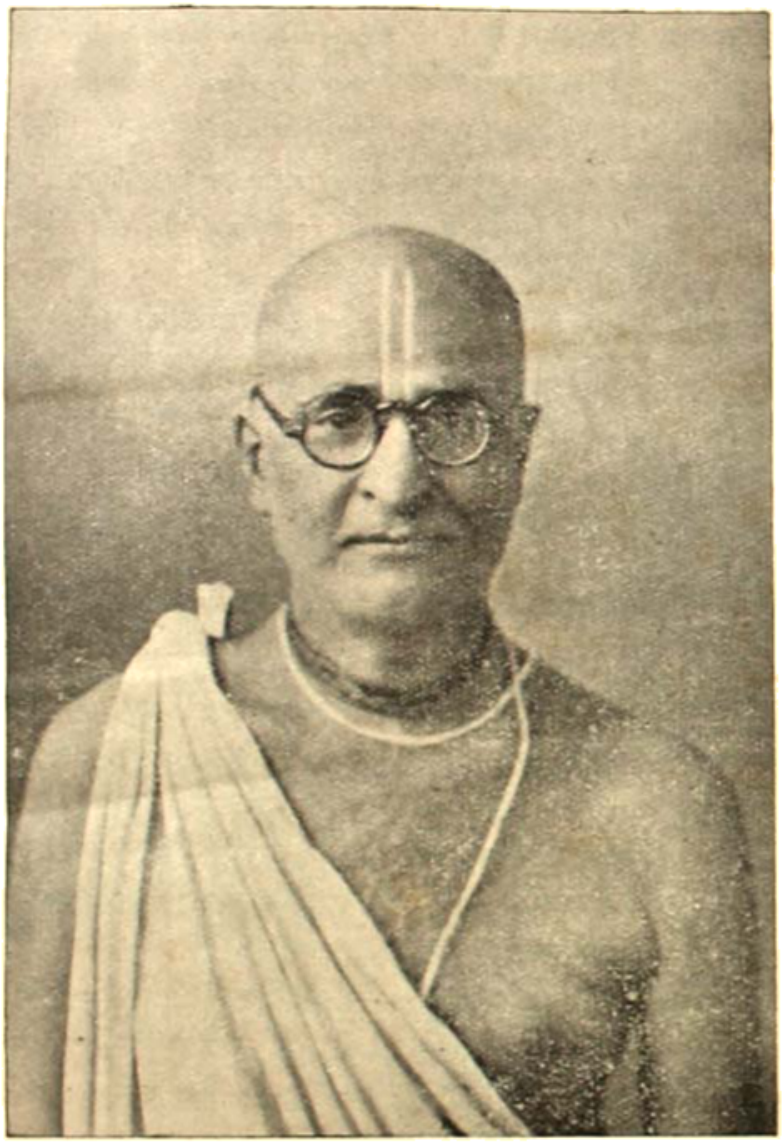

ভাগবত-পরম্পরা

মহাপ্রভু-শ্রীচৈতন্য,
তাঁহার স্বরূপ অদ্বৈত ভক্ত,
তাঁহাদের অনুগ জীবন।

বিশ্বের প্রিয়তম,
শ্রীস্বরূপ-দামোদর,
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-রূপ-সনাতন।

রূপপ্রিয়-মহাজন,
জীব রঘুনাথ দাস,
তাঁর প্রিয় কবিরাজদাস।

কৃষ্ণদাস প্রিয়তম,
নরোত্তমের সেবাপর,
যাঁর পদ বিশ্বনাথ ধরে।

ভাগবত-পরম্পরা

বিশ্বনাথ ভক্তিনাথ,
বলদেব জগন্নাথ,
তাঁর প্রিয় ভক্তিবিনোদ

মহাভাগবতবর,
শ্রীগৌরকিশোরবর,
হরিজনদ্বেষে যাঁর ক্ষোভ॥

শ্রীবার্ষভানবীদয়িতা,
সদা সেব্য-সেবাপরা,
তাঁহার ভক্তিবিলাস নাম।

এই সব হরিজন,
গৌরাঙ্গের নিজ-জন,
তাঁদের উদ্দিষ্টে মোরকার

হওয়া ভাল। রূপ-রঘুনাথের বিচার ঠাকুর নরোত্তম নিয়াছিলেন, সেই বিচারানুসারে চলা ভাল।" শ্রীল প্রভুপাদ সকলকে বলেন,—"আপনারা যাঁহারা এই স্থানে উপস্থিত আছেন এবং যাঁহারা না আছেন, সকলেই আমার আশীর্ব্বাদ

প্রবেশ করেন। যে নিশান্ত-লীলায় শ্রীরাধা-মাধবের গাঢ়-সমাশ্লেষ অর্থাৎ যে-কালে যে-স্থানে শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত নিত্যলীলার প্রাকট্য, তথায়ই শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস প্রভুবর প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥

শ্রীল প্রভুপাদের রচিত ও সম্পাদিত কতিপয় গ্রন্থ ও সাহিত্য

ব্রহ্মসংহিতা—(৫ অধ্যায়ে বাঙ্গালা পদ্যে রচিত)—১৯৮৬ খৃষ্টাব্দ।

কাম গায়ত্রীর বিস্তৃতবিবেচনি সোপানারোহ বাঙ্গালা, ব্যাখ্যানুবাদ ও বিবৃতি সহ; পাঞ্চরাত্রিক ঐতিহ্যসম্বলিত, সমুজ্জ্বলিত, তত্ত্বোৎপত্তি-টীকা ও ব্যাখ্যানুবাদ; সমুপাসনাপরীক্ষা বা উপাসনা-প্রকাশ, বৈষ্ণবদত্ত টীকা, ব্যাখ্যানুবাদ ও বিবৃতি-সহ; মূলশ্লোক ভট্টাচার্য্য-কৃত জ্যোতিষ্টত্ত্ব ব্যাখ্যানুবাদ-সহ, পাঞ্চরাত্রিকের কৃষ্ণস্থাই সাধক সম্বন্ধে মৌল সিদ্ধান্ত; আধারতত্ত্বের সমন্বয় আধা-সিদ্ধান্ত; পরমাত্মাধর কৃত অনুলোমিকা-টীকা, বিবাহতত্ত্বসূত্র, ব্রহ্মকার-চিন্তামণি, জ্যোতিষতত্ত্ব-সংহিতা ('বৃহস্পতি' ও 'জ্যোতির্বিদ'-মাসিক পত্রে প্রকাশিত)—১৯৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রকাশিত।

সংস্কৃত ব্যাকরণ—(সজ্জনতোষণী ৮ম ও ৯ম সংখ্যা সমালোচনা) ১৮৮৭।

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা—(সজ্জনতোষণী ১০ম সংখ্যা হইতে প্রকাশিত)১৮৮৮।

বিবেক (সাপ্তাহিক পত্র) পারমার্থিক অংশ ১৮৮৯খৃঃ হইতে লিখিত।

বাঙ্গালাভাষা—(সজ্জনতোষণী ১০ম৩ সংখ্যা হইতে প্রকাশিত) ১৮৮৮।

শ্রীমদ্ভাগবতার্থ—(সজ্জনতোষণী ১১শ সংখ্যা হইতে প্রকাশিত)১৮৮৯

বঙ্গে সাময়িকতা(সময়ের ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের সমালোচনা-গ্রন্থ)১৯০০।

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য-বিষয়ক সিদ্ধান্ত—১৯১১।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্য—১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৯-বারম্বার ও ১৯১৪ সালের ১৪ই জুন সমাপ্ত।

উপদেশামৃতের অনুবৃত্তি—১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট সমাপ্ত।

গৌড়ীয়কোষ—উৎকল অধিকৃত গৌড়ীয়-মহাকোষ সম্পাদন, ১৯১৪।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকা ও শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের ব্যাখ্যানুবাদসহ সম্পাদিত—১৯১৪।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা (সংকেত সংকলন)—১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রকাশিত।

সজ্জনতোষণী-মহাকোষ—(সজ্জনতোষণী ১৮শ বর্ষে প্রকাশিত) ১৯১৪, জুলাই।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটের পর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সজ্জনতোষণী পত্রিকা (১৮শ বর্ষ) সম্পাদন ও তাহাতে নিম্নলিখিত প্রবন্ধাবলী প্রকাশ (১৯১৪-১৬)—

পূর্ণাভাস, গ্রাহীর প্রতি কথা, মঙ্গলমুনি-চরিত, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভক্তিগ্রন্থ, ঠাকুরের স্মৃতি-সমিতি, বিশ্বস্মৃতি বা আত্মতত্ত্ব, মহাতীর্থ, তোষামোদী, পাশ্চাত্যিক অধিকার, প্রাপ্তি স্বীকার, বৈষ্ণব-স্মৃতি, শ্রীপত্রিকার কথা, ভক্তাভিমানী, মূলশ্লোকার্থ, সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীগৌরাঙ্গ, অভক্তিমার্গ, বিস্মৃতির, প্রতিকূল মতবাদ, কৃষ্ণদাস বাবাজী, তোষণী-কথা, ভক্তফল, প্রয়োজনতত্ত্ব, ভক্তিমার্গ, সমালোচনা, তোষণী-প্রসঙ্গ, অর্থ ও অনর্থ; বদ্ধ, উদিত ও মুক্ত; তোষিত পূর্ণাভাস, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, অন্তর্যাগ, প্রকট-পূর্ণিমা, ঐক্যতান, উনপূর্ণাশ, বর্ষশেষ।

সজ্জনতোষণী ১৯শ বর্ষের প্রবন্ধাবলী ও সূচিপত্র (১৯১৬-১৭)

৬

নব-বর্ষ, আমাদের কথা, সাময়িক প্রসঙ্গ, আচার্য্য-সন্তান, বিশেষে গৌরকথা, সমালোচনা, আমার প্রভুর কথা (ঠ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামী মহারাজের চরিত), বৈষ্ণবের বিনয়, ভক্তকণ্ঠে পুষ্প গ্রন্থ, বৈষ্ণব-বর্ষে, বিদ্বদ্-অন্বেষণ, শ্রীপত্রিকায় উক্তি, প্রাপ্তস্বীকার-পত্র-সূচনী (প্রাকৃত সাহজিক-সম্প্রদায়ের বিবাহ-প্রণালী পত্র প্রকারে বিবাহ, পত্রদ্বয়), দুইটি উইল, সাধের অধিকারী কে? সম্বোধন, অমানী, প্রার্থনাবলম্বন-বিবৃতি (শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা'র বিস্তৃত ব্যাখ্যা), প্রতিবন্ধক, ভাই সহজিয়া, বর্ষশেষ।

সজ্জনতোষণী ২০শ বর্ষে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী (১৯১৭-১৮)—

নব-বর্ষ, সমালোচনা, সাময়িক প্রসঙ্গ, সজ্জন—কৃপালু, শক্তি-পরিণত জগৎ, সজ্জন—অকৃতদার, প্রার্থনা মন-বিবৃতি, সজ্জন—মহাশয়, প্রাকৃত দুষ্ট বৈষ্ণব নহে, আবশ্যকতা, সজ্জন—নম্র, সজ্জন—নির্ব্বাক, সজ্জন—মহাশয়, তাড়াতাড়ি ভক্ত নহে, সজ্জন—মৃদু, সজ্জন—অকিঞ্চন, সজ্জন—শুচি, বৈষ্ণব-মর্ম্ম (কৃষ্ণনগর টাউনহলের সাহিত্য সভায় ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের মাঘোৎসবে বক্তৃতা), বর্ষশেষ।

সজ্জনতোষণী ২১শ বর্ষে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী (১৯১৮-১৯)—

নব-বর্ষ, সজ্জন—সংশোধকাত্মক, সজ্জন—শান্ত, গৌড়ীয় কি বস্তু? সজ্জন—কূটকৌশলহীন, সজ্জন—অমায়ী, সজ্জন—নিরীহ, সজ্জন—স্থির, সজ্জন—বিনিত ষড়্গুণ, শ্রীমূর্ত্তি ও নামাভাস, শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবাভেদতত্ত্ব, সজ্জন—মিতভুক্, ভক্তিসিদ্ধান্ত, সজ্জন—অপ্রমত্ত।

সজ্জনতোষণী ২২শ বর্ষে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী (১৯১৯-২০)—

সর্ব্বোত্তম, সজ্জন—সাধু, সজ্জন—অমানী, সজ্জন—গম্ভীর, সজ্জন—করুণ, সজ্জন—ধৈর্য্য, কাল-সংক্ষার নাম, শৌক্ষ ও বৈষ্ণবত্ব ধর্ম্মের, ভক্তীয় কাপাকড়ি, ভক্তদাস, দশা, শৌক্ষিত।

সজ্জনতোষণী ২৩শ বর্ষে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী (১৯২০-২১)—

হাস্যোল্লাস, ঐকান্তিক ব্যভিচারী, নির্জ্জনে অনর্থ, (শ্রেষ্ঠ, তুমি কিসের বৈষ্ণব?—সঙ্গীত), সজ্জন—কবি, চাতুর্য্যাস, পাশ্চাত্যসেবা, বৈষ্ণব ও ইতর সৃষ্টি, সংসার-সমর্থ, সজ্জন—দক্ষ, বৈষ্ণব-মহাত্মা, সজ্জন—মৌনী, যোগপীঠে শ্রীমূর্ত্তি-সেবা, অজাতশত্রু।

শিক্ষাষ্টকের নব বিবরণ—১৯২১।

সজ্জনতোষণী ২৪শ বর্ষে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী (১৯২১-২২)—

নব বর্ষ, সর্ব্বশেষ ও নির্ব্বিশেষ, শ্লোক ও আলোক, সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবত, ভাগবতসমন্বয়, হরিনাম-মহামন্ত্র, সমালোচনাসেবা, নিত্যিভাবের বৈষ্ণব-মহত্ত্ব-সমালোচি—(বৈষ্ণব-পরিচয়ার্থ অভিধান, ১ম সংখ্যা—১৯২২, জানুয়ারী ২য় সংখ্যা—১৯২২, মে ৩য় সংখ্যা—১৯২৩, মে; ৪র্থ সংখ্যা—১৯২৪, মার্চ্চ।

শ্রীমদ্ভাগবত—গৌরকিশোরাশ্রম, স্বামিপাদানুবাদ, অন্বয়, বিশেষ-কথা ও বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিবৃতির সহিত ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে গৌড়ীয়মঠের মাসিক

উদ্বোধন পূর্ণ খণ্ড খণ্ড প্রচারাবলি ও ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে মুদ্রিত।

প্রতিষ্ঠাকাল—২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১৯।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (প্রথম সংস্করণ)—১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ফিব্রুয়ারী-মার্চ মাসের সময় সম্পাদিত। দ্বিতীয় সংস্করণ 'গৌড়ীয়-আশ্রমের সহিত ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মে সমাপ্ত।

ভক্তিসন্দর্ভ—(গৌড়ীয়-আশ্রম-সহ ১৯২৭, ডিসেম্বর। হইতে মুদ্রারম্ভ ও ১৯৩৩, ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সমাপ্ত।

শ্রীবেদব্যাসপূজা—('গৌড়ীয়-আশ্রম') ১৯২৮, এপ্রিল।

শ্রীচৈতন্যভাগবত ও নবদ্বীপশতক—(ঐক্য প্রবোধানন্দ সরস্বতী) অক্ষর, ওঁকারপুরে ও গৌড়ীয়-আশ্রমের সহিত সম্পাদন—১৯২৯।

শ্রীমদ্ভাগবত মহিমাদর্শন—১৯২৯, ফেব্রুয়ারী।

বেদান্তদর্শন—(শ্রীরামানুজাচার্য-প্রণীত বেদান্ত-বিষয়ক গ্রন্থ) বঙ্গানুবাদসহ সম্পাদন—১৯২৯, এপ্রিল।

গীতাবলী—১৯২৯, অক্ষয় সম্পাদন।

শ্রীভাগবতের পুনরাবৃত্তি—২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৯।

শ্রীমদ্ভাগবত-কৃত সমন্বয়-সূচিঃ (বঙ্গানুবাদ ও পরিশিষ্ট সহ প্রভৃতি), ১৯২৯, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী।

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রদক্ষিণা—১৯২৯, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী।

সজ্জনতোষণী পত্রিকা বা হায়ধর্মিষ্ট—ইংরাজী, সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষায় প্রকাশ। ১৫ই জুন, ১৯২৯।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—(ইংরাজী অনুবাদ) ১৯২৯।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—(বিশ হাজার প্রকাশ) ১৯২৯।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ সম্পাদন—১৯২৮।

প্রতিনিবেদন—১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮।

নিবেদন—২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৯।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল—(শ্রীলোচনদাস ঠাকুর-বিরচিত) ১৯২৯, সম্পাদন।

হায়ধর্মিষ্ট প্রতিষ্ঠিতাদন—১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০।

চরিতকিঙ্করতালিকা (২য় সংস্করণ) বঙ্গানুবাদসহ, ১৯৩১ ফেব্রুয়ারী।

বার্ষিক অধিবাসন—২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১।

My Guru Puja—(রাঁচীতে লিখিত) ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১।

Rai Ramananda—(ইংরাজীতে) ২৯শে মে, ১৯৩১।

Sree Brahma Sambita—(fifth Chapter) ইংরাজী ভাষায় অনূদিত) ১৯৩১।

Relative Worlds—২৮শে আষাঢ়, ১৯৩১।

পরতত্ত্বসমন্বয়—২৮শে আষাঢ়, ১৯৩১।

পুরুষার্থ-বিনির্ণয়—৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩১।

A few words on Vedanta—১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩১।

The Vedanta—Its Morphology and Ontology—২১শে আষাঢ়, ১৯৩০।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্রে প্রভুপাদের লিখিত কতিপয় প্রবন্ধ :—

১ম বর্ষ (১৯২২-২৩)—শ্রীকৃষ্ণনাম, মধুর লিপি, লোকশিক্ষার, পরমার্থ, পুরাণ-সংবাদ, বীতিহোত্র, ভক্তিতত্ত্ব, শ্রীজীবগোস্বামী, গৌড়ীয়ে প্রীতি, দুর্গাপূজা, পাশ্চাত্যাবাসন, যে-দিকে যাত্রার, মঙ্গলে মৌন, স্মর্তের কাণ্ড, বিচার-আলোচনা, মোহান্ধ বাদ, ত্রিবিধি-ভিক্ষু-স্থিতি, শ্রীবৃষভ-অবতিথি, বর্ণাশ্রম, অপ্রকট-তিথি, ব্রহ্মে বাদ, সাম্প্রদায়িক ভেদ, ছাত্রসমাজ, বুদ্ধাত্রাধিকার, কৃষ্ণক শ্রোতা, বৈষ্ণব ও অকৃষ্ণক, লীলাবিধান, আধুনিক প্রবৃত্তি, ঈশ্বরের বিস্মারণ, সমাজের-দুর্গতি, পঞ্চরাত্র, বিষয় ও আশ্রয়, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী, বৈষ্ণব-ধর্ম, বর্ণাশ্রম, পরিচয়ে প্রশ্ন, অনন্তের আহ্বান, অমোঘ সন্ধান, অমূঢ় দীক্ষা, পূজাধিকার, অনাসক্তভাব, নিত্য-পরিচয়, ধ্যান-প্রণালী, গৌর-ভজন, বাক্য ও ভাষা, তৃতীয় জন্ম, অদৈব সাধন, বৈষ্ণবাক্ষেপ, প্রচারে ত্রুটি, ভাগবত-প্রবন্ধ, ধর্ম কি ? আহে অধিকার, শ্রীগুরুবাণী, ব্যবহার, কবিতা, পত্রিকাকার, ধর্ম-পরীক্ষা, একজাতি, ইহলোক, পরলোক।

২য় বর্ষ (১৯২৩-২৪)—বর্ষপ্রবেশ, ব্রহ্মগায়ত্র, ভক্তজন, কীর্তনে বিজ্ঞান, আবির্ভাব-তিথি, মঠের উৎসব, দীক্ষিত, ঘোষাবিলাপ, কৃষ্ণে দোষবুদ্ধি, গৌড়ীয়-ভজন-প্রণালী, শ্রীবিগ্রহ, ভাষান্তর-কথা, আর্য ও বৈষ্ণব, সাম্প্রদায়িক অহিত, প্রকৃত ভোক্তা কে ? গৌড়ীয়ের দেব, প্রতি-সন্ধানে, পুত্রবিরোধ, সাময়িক প্রসঙ্গ (৪২-৪৪, ৪৮-৫০ সংখ্যা আংশিক)।

৩য় বর্ষ (১৯২৪-২৫)—গৌড়ীয় দ্বাদশাত্রাল, সাময়িক প্রসঙ্গ (৭ম সংখ্যা), ভাগবত-বিবৃতি, শ্রীগুরুদেবের, ভোজলি-শিক্ষাধারী।

৪র্থ বর্ষ (১৯২৫-২৬)—মধুর লিপি, শ্রীব্যাস-পূজার অভিভাষণ, প্রার্থনাপত্র (রহস্য), অপ্রোক্ত বর্ণন, বেদান্তসূত্রভাষ্যের উপোদ্ঘাত।

৫ম বর্ষ (১৯২৬-২৭)—পত্রাবলী, বর্ণাশ্রম আহি (৫৮ সং) বৈষ্ণব-স্মার্ত-সংবাদ (৩১ সং), আলোচকের আলোচনা, ভাষান্তরোক্তার বন্ধন।

৬ষ্ঠ বর্ষ (১৯২৭-২৮)—মান-দান ও হানি, প্রতি-বিবেদন, পরমার্থ, গৌড়পুর, আসন ও বন্ধন, অহৈতুক বাসনেবক, সর্বপ্রধান বিদ্বেষভাব বিষয়, তাই মূর্তাত্মিক, কৃষ্ণভক্ত বিবেকে নাহের, প্রাচীন কুলিয়ার নবদ্বীপ, কপটতা দরিদ্রতার মূল, একপত্র, পুণ্যাহেণা, গৌড়ায় গলদ, নীলাচলে শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ।

৭ম বর্ষ (১৯২৮-২৯)—সাময়িক প্রসঙ্গ (১ম সংখ্যা), বিরক্ত কখন নহে, আমি এই নই আমি সেই, ব্যবসায়ীয়ের কপটতা, হংসদূতির ইতিহাস, পত্রাবলী, মন্ত্র-সংস্কার, ভোগ ও ভক্তি, সুনীতি ও দুর্নীতি, কৃষ্ণতত্ত্ব, শ্রীবাস-ভিটার, একায়ন-প্রতি ও তদ্বিবরণ, প্রতীলে ভাক্ত-পঞ্চরাত্র, বিজয়তি, পঞ্চরাত্র, নীলাচলে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ, তীর্থ পাঞ্চরাত্রপুর, বাণিজ্যতাপস, বৈষ্ণবস্মৃতি, মহাভাগবতত্ত্ব (৫২ সংখ্যা), গৌড়ীয় পার্সাবেন্ট, অলৌকিক তত্ত্বচরিত্র (৪৮ সংখ্যা)।

৮ম বর্ষ (১৯২৯-৩০)—শ্রীবাস-অঙ্গনপুর কোথায় ? গৌড়াচলে শ্রীল ভক্তিবিনোদ, সাধক ও অসাধক, ভাবক ও পরমার্থ, পরমার্থের

বক্তৃতা, পত্রাবলী, গৌরসুন্দর প্রভৃতিভাবে, প্রাচীন মুদ্রিতাংশ ঘাটোয়ট, শিক্ষক ও শিক্ষিত, বিদেশীর কৃষ্ণপ্রেম, আহমদাবাদ সাইক, বাগানের বেড়া।

৮ম বর্ষ (১৩০০-০১) শ্রীকৃষ্ণবিজয়, পারমার্থিক সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ, অভিনন্দনীয় হাসপাতাল, অমরকুঞ্জ কুশানুশীলন, পত্রাবলী।

৯ম বর্ষ (১৩০১-০২)—গৌড়ীয়-মহিমা, পত্রাবলী, সংশিক্ষার্থীর বিবেচ্য, নিবন্ধাবলী, অজ্ঞ ও বিজ্ঞের সর্বজ্ঞতা, বৈষ্ণব-পাপ, ধার্মিক অভিজ্ঞান (যাদু-পুরাণ মাদ্রাজ হইতে প্রেরিত), কলকুঁড়োর বিচারে, পত্র।

১০ম বর্ষ (১৩০২-০৩)—প্রকাশক-প্রার্থনিকা, পত্রাবলী (১), বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, গ্রন্থকর্তৃর ভৈক্ষা, প্রবর্তকের অভিভাষণ, পত্রাবলী (২), বৃষ্টি-বৈকল্য (২য় সংখ্যা), আমার কথা, সংশিক্ষা-প্রশ্নাবলী (৩য় সংখ্যা) কৃষ্ণকীর্তি গৌড়-ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণপত্র, কৃষ্ণে মতিরস্তু।

১১শ বর্ষ (১৩০৩-০৪)—কৃপাশীর্বাদ।

১২শ বর্ষ (১৩০৪-০৫)—শ্রী-পত্র-মঙ্গল, বৈষ্ণব ও ওপন্যাস ছোটোবাদ ও ভক্তি।

১৩শ বর্ষ (১৩০৫-০৬)—ধর্ম-গীত, পত্রাবলী, ষড় আমি ও তার আমি, প্রবন্ধ, বাস্তব-বস্তু।

১৪শ বর্ষ (১৩০৬-০৭)—হরিবোহরাত, পত্র।

এতদ্ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত আরও প্রবন্ধ, পত্র, আত্মচরিত, নিবন্ধাবলী, ব্যাখ্যা, বিবৃতি, গ্রন্থ ও সাহিত্য গৌড়ীয়-কার্যালয়ে সংরক্ষিত আছে; "অমৃতবাজার-পত্রিকা," ও "হরিনিষ্ঠে" লিখিত শ্রীল প্রভুপাদের বহু প্রবন্ধ আছে। উহার তালিকা সময়ান্তরে প্রকাশিত হইবে। ব্যাসপূজা-সংখ্যা "গৌড়ীয়ে" তাঁহার "আলো ও কালো" নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। "গৌড়ীয়ের" আরও কতিপয় প্রবন্ধের নাম উদ্ধৃত হয় নাই।

শ্রীল প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভক্তিবিনোদ-গ্রন্থাবলী

ঈশোপনিষদ্ (২য় সংস্করণ), ব্রহ্মসংহিতা (২য় সংস্করণ), ব্রহ্মসংহিতা ইংরাজী অনুবাদ; প্রেমবিবর্ত (৩য় সংস্করণ), ভজন-রহস্য (৩য় সংস্করণ); অর্চন-পদ্ধতি (৩য় সংস্করণ); অর্চনবর্ণন (২য় সংস্করণ); জৈববর্ম (৩য় সংস্করণ); জৈবধর্মের ইংরাজী অনুবাদ, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (৩য় সংস্করণ), শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (ইংরাজী ও তেলেগু ভাষায় প্রকাশ), গীতা—(শ্রীবলদেব-ভাষ্য ও শ্রীভক্তিবিনোদ-কৃত ভাষ্যাদি সহিত (৩য় সংস্করণ); গীতা—(শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর-কৃত ভাষ্য ও ভক্তিবিনোদ-ভাষ্য-তাৎপর্যের সহিত (৩য় সংস্করণ); ঈশোপনিষদ্ (২য় সংস্করণ); শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা (৩য় সংস্করণ); তত্ত্বসূত্রাবলী (দ্বিতীয় সংস্করণ); তত্ত্ববিবেক (২য় সংস্করণ); তত্ত্বসূত্র (বেঙ্গলাক্ষর অক্ষরে প্রকাশ); হরিনামচিন্তামণি (৩য় সংস্করণ); সপ্তশিক্ষাষ্টকটীকা ও সপ্তশ্লোকীটীকা (৩য় সংস্করণ); Life and Precepts of Sree Chaitanya Mahaprabhu (4th edition); The Bhagavat: Its Philosophy and Theology (3rd edition); শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অমৃতপ্রবাহভাষ্য (৩য় সংস্করণ); শরণাগতি (১৩শ সংস্করণ), শরণাগতি (ইংরাজী ও তামিল ভাষায়); কল্যাণকল্পতরু (৮ম সংস্করণ); ঐ উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশ; গীতাবলী (২য় সংস্করণ); ঐ উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশ; গীতমালা (৪র্থ সংস্করণ); শিক্ষাষ্টকের সংক্ষেপ ভাষ্য (৩য় সংস্করণ) ইত্যাদি।

শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্কলিত কতিপয় গ্রন্থ

শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুর 'বৃহদ্ভাগবতামৃত' ২। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর 'সংক্ষেপভাগবতামৃত' ৩। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর 'ভাগবত-সন্দর্ভ' বা 'ষট্‌সন্দর্ভ' ৪। 'সঙ্কল্পবাহিনী' ৫। ঔপনিষদভাষ্যবৃত্তি-ভিক্ষু-বিবৃতি ৬। শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুর 'হংসদূত' (অন্বয় ও অনুবাদ-সহ), শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভুর 'স্তবাবলী' (অন্বয় ও অনুবাদ-সহ); ৮। শ্রীল রূপ গোস্বামি-প্রভুর 'পদ্যাবলী'; ৯। শ্রীগৌড়ীয়-মিশনের সমস্ত গ্রন্থের অন্তরঙ্গ মুদ্রণ; ১০। বৈষ্ণবস্মৃতিকল্পদ্রুম অথবা অষ্টোত্তরশত-তত্ত্ব ১১। বেদান্তকল্পদ্রুম; ১২। Sree Rupa Goswami (in English) ১৩। পারমার্থিক ভারত; ১৪। প্রধান প্রধান কতকগুলি উপনিষদ্ (বৈষ্ণবাচার্যগণের ভাষ্য ও গৌড়ীয়-ব্যাখ্যা-সহ); ১৫। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধের শ্রীল সনাতন ও শ্রীল জীব গোস্বামি-প্রভুর এবং শ্রীবিজয়ধ্বজ তীর্থপাদের টীকা ও পরিত্যক্ত বিবৃতি-সহ; ১৬। Hints on the Study of Bhagavatam; ১৭। শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালার নূতন সংস্করণ—পরিশিষ্ট ও অন্বয়ানুবাদ-সহ; ১৮। "সজ্জনতোষণী" পত্রিকার ২৪শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা পর্যন্ত ছাপা হইয়াছে। উহার ১১শ ও ১২শ সংখ্যা সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা রহিল। ১৯। শ্রীহরিভক্তিবিলাস-সার; ২০। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত—শ্রীবল্লভাচার্য ঠাকুরের অনুবাদ, শ্রীল বিশ্বনাথ-পুত্র শ্রীচৈতন্যদাস-কৃত টীকা ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-কৃত 'সারঙ্গ-রঙ্গদা' নাম্নী টীকা এবং অন্বয় সহ ২১। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকাশিত 'অমিয়মধুরাশ্রমকল্প' ২২। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'র বিবৃতি; ২৩। 'হেলোদ্ধারণ' ও 'সিদ্ধান্তরত্ন' বা 'ভাবপটীক' ২৪। 'শ্রীমদ্ভাবিভেদ' (অন্বয় ও অনুবাদ-সহ); ২৫। শ্রীমদ্ভাগবত 'মহাভারত-তাৎপর্যাদি কতিপয় গ্রন্থ (অনুবাদ-সহ); ২৬। 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'—শ্রীরামানুজ ও শ্রীধরের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা-সহ; ২৭। 'বৈষ্ণব-মহিমা'; ২৮। শ্রীমদ্ভাগবত—শ্রীধরস্বামি-কৃত ভাবার্থদীপিকা বা লঘুটীকা টীকা-সহ; ২৯। 'ভক্তিরসামৃত' সম্পূর্ণ (বাকী ৪টি লহরীর অনুবাদ-সহ); ৩০। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর-কৃত 'শ্রীব্রহ্ম-সূত্রের ভৌম, আর্ত ও প্রবন্ধ-ভাষ্য-সহ (অপ্রকাশিত); ৩১। 'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা'—সংস্কৃত-টীকা-সহ।

শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত যন্ত্রস্থ-গ্রন্থ

১। 'ভক্তিরসাকর' ২। 'বৈষ্ণব-মহিমা' (২য় খণ্ড আংশিক মুদ্রিত); ৩। ব্রহ্মসূত্রের শ্রীবলদেব 'অণুভাষ্য'; ৪। 'সহজতী-তত্ত্বটী' (দ্বি-পর্ব)।

প্রভুপাদের সম্পাদিত ও প্রবর্ত্তিত সাময়িক পত্র

১। "সঙ্কীর্ত্তনোৎসব" বা "The Harmonist"—ঐ বিভূপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বঙ্গাব্দ ১৮৮৮ সালের বৈশাখ মাসে (১৮৮১ খৃষ্টাব্দ, এপ্রিল) কলিকাতার বড়বাজার হইতে এই পাক্ষিক পত্রিকা প্রবর্ত্তন ও সম্পাদন করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটের পর উক্ত পত্রিকার ১৮শ খণ্ড বঙ্গাব্দ ১৩২২, ইং ইংরাজী ১৯১৫, মার্চ্চ হইতে শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ পুনঃ সম্পাদন করিতে থাকেন। ২৪শ খণ্ড হইতে উক্ত পত্রিকা "Harmonist" নামে পরিচিত হইয়া ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাস হইতে মাসিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হয়। তৎপরে ১৯৩৪ খৃঃ সেপ্টেম্বর হইতে ত্রৈমাসিক পত্রিকারূপে পরিণত হয়।

"গৌড়ীয়"—বঙ্গাব্দ ১৩২৩, ২রা ফাল্গুন; খৃষ্টাব্দ ১৯১৭, ১৪ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে সাপ্তাহিক পাক্ষিকরূপে শ্রীগৌড়ীয় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

৩। "দৈনিক-নদীয়াপ্রকাশ"—বঙ্গাব্দ ১৩৩৩, ফাল্গুন; খৃষ্টাব্দ ১৯২৬, মার্চ্চ মাসে শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে নবদ্বীপের অধীশ্বর মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের কথা প্রচারের জন্য নবদ্বীপ-প্রকাশ পত্র-প্রবর্ত্তন করেন। ইহা প্রথমে ইংরাজী ও বঙ্গভাষায় দুইবার প্রকাশিত হইত; পরে বঙ্গাব্দ ১৩৩৪, ১৩ই ভাদ্র, ইংরাজী ১৯২৮ ২৮শে ফেব্রুয়ারী হইতে শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে নবদ্বীপ-প্রকাশ দৈনিক পত্ররূপে প্রকাশিত।

৪। "হারমনি"—ইউনিভার্সাল শ্রীমায়াপুর মঠ হইতে বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২২শে আশ্বিন; ইংরাজী ১৯৩১, ৮ই অক্টোবর শ্রীল প্রভুপাদ প্রচার-সুবিধা ও অসুবিধার এই পত্র দ্বিবিধ-ভাষায় প্রবর্ত্তন করেন।

৫। "কীর্ত্তন"—বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৩৮; ইংরাজী ১৯৩২, সেপ্টেম্বর মাসে আসানসোল সাব্ডিভিসনাল অফিসার হইতে শ্রীল প্রভুপাদ এই পাক্ষিকপত্র প্রবর্ত্তন করেন; ইহা প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়।

উপরি-উক্ত পাক্ষিক সাপ্তাহিক পত্র ব্যতীত শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তাঁহার অপ্রাকৃত-লীলা-বিলাসকালে নিম্নলিখিত পত্রিকা সম্পাদন ও প্রচার করেন—

১। "বৃহস্পতি" or "Scientific Indian"—বঙ্গাব্দ ১৩০৩, কার্ত্তিক, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ, অক্টোবর মাসে গণিত ও ফলিত জ্যোতিষ-বিষয়ক উক্ত মাসিক পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়।

২। "জ্যোতির্বিদ"—বঙ্গাব্দ ১৩০৮ সালের বৈশাখ, ১৯০১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে গণিত ও ফলিত জ্যোতিষ-বিষয়ক উক্ত মাসিক পত্র ১৮১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়।

৩। "নিবেদন" or "Sign Board"—সাপ্তাহিক পত্র, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রকাশিত।

প্রভুপাদের কীর্ত্তনাঙ্গ মুদ্রাযন্ত্র বা "বৃহৎ মৃদঙ্গ"

১। ভাগবত-যন্ত্র (কৃষ্ণনগর)—১৯১৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা ৪৮নং সা-বাগান লেনে ভাগবত-যন্ত্র স্থাপন করেন। ১৯শে মে তারিখে তাহাতে প্রথম পারমার্থিক সাহিত্য প্রচারের কার্য্য আরম্ভ হয় এবং ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভক্তিবিনোদের অপ্রকটপ্রাক্কালে ও প্রভুপাদের অনুরোধের সহিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মুদ্রিত হয়। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শ্রীভাগবত-যন্ত্র শ্রীমায়াপুর উদ্যানে স্থানান্তরিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে গোয়ালি-কৃষ্ণনগরে ভাগবত-যন্ত্র স্থানান্তরিত হইয়া "ভাগবত প্রেস্" নামে পরিচিত হয়।

২। গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ (কলিকাতা)—বঙ্গাব্দ ১৩৩০, শ্রাবণ; ইংরাজী ১৯২৩, আগষ্ট মাসে কলিকাতা ২৩০।২ আপার সার্কুলার রোডে শ্রীল প্রভুপাদ 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব প্রচারের জন্য গৌড়ীয়-প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ স্থাপন করেন। পরে ১লা জুন, ১৯৩৪, ইহা বাগবাজার-গৌড়ীয়মঠের নিকট স্থানান্তরিত হইয়াছে।

৩। নবদ্বীপ-প্রকাশ-যন্ত্রালয় (শ্রীধাম-মায়াপুর) বঙ্গাব্দ—১৩৩৪ সাল, ইংরাজী ১৯২৮, জুন, দৈনিক-নবদ্বীপপ্রকাশ মুদ্রণ ও পারমার্থিক গ্রন্থাবলী প্রচারের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে এই মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়।

৪। পরমার্থ-প্রিন্টিং-ওয়ার্কস্ (পুরী)—ইংরাজী ১৯৩৩, জানুয়ারী; বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, মাঘ; উৎকল ভাষায় পাক্ষিকপত্র পরমার্থী ও অন্যান্য পারমার্থিক সাহিত্য উৎকল ভাষায় প্রচারের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ এই মুদ্রা-যন্ত্রালয় স্থাপন করেন। গঞ্জামের অন্তর্গত বহরমপুরের কবিরাজ সজ্জনবন্ধু শ্রীযুক্ত মধুসূদন পর্ব্বা এই মুদ্রাযন্ত্রটী দান করিয়া প্রচারের আনুকূল্য করিয়াছেন।

প্রভুপাদের লিখিত অপ্রকাশিত পত্রসমূহ "পত্রাবলী ৪র্থ খণ্ড" রূপে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রকাশিত ও সেবা-সম্বর্দ্ধিত শুদ্ধভক্তিমঠ, মঠালয় ও হরিসেবা-প্রতিষ্ঠানসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ (মূলমঠ)

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। পোঃ—শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া। এই স্থানে আচার্য-পাদপীঠ, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ, শ্রীশ্রীবিনোদবাণীপীঠ এবং সাধক সাম্প্রদায়িক আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত। বৈদিক পারমার্থিক মুখপত্র 'নদীয়াপ্রকাশ' নিয়মিতভাবে প্রকাশিত।

২। শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার কলিকাতা; ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ১নং উদ্বোধন লেনস্থ-রোডে স্থাপিত ও ১৯৩০ অব্দে বাগবাজারের নূতন মঠালয়ে স্থানান্তরিত হয়। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীবিনোদানন্দজীউর নিত্যসেবা। 'হারমনিষ্ট' বা 'সজ্জনতোষণী' নামক ইংরাজী পাক্ষিক ও 'গৌড়ীয়' নামক বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত।

৩। শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান। শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া, শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীগৌরনারায়ণ, শ্রীরাধামাধব, পঞ্চতত্ত্ব ও যোগপীঠের অন্যান্য হইতে প্রকাশিত শ্রীমদ্বোধক বিগ্রহের নিত্যসেবা বর্ত্তমান।

৪। অদ্বৈত-ভবন

শ্রীধাম-মায়াপুর; অদ্বৈত-প্রভুর বৈষ্ণব-সভা ও সেবা।

৫। শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীধাম-মায়াপুর; শ্রীগৌর-লীলার সঙ্কীর্ত্তনরাসস্থলী। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের নিত্যসেবা।

৬। কাজির সমাধিপাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া), শ্রীগৌর-কৃপাপ্রাপ্ত চাঁদকাজির সমাধি।

৭। শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীপাট

শ্রীধাম-মায়াপুর; শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীসীতা-রামের সেবা বর্ত্তমান।

৮। পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠ; শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গ-সমূহ, সপ্রমাণ চতুষ্টয় বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার আসন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ্চ স্থাপিত।

৯। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত। পারমার্থিক শিক্ষার অনুকূলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রদত্ত হয়।

১০। অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার বা ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ-রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্

১৯৩৯ অব্দে প্রকাশিত; শ্রীধাম-মায়াপুর।

১১। জয়দেব-গৌড়ীয়-মঠালয়

শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া), শ্রীজয়দেব-স্মৃতিবিজড়িত ভজনের স্থান।

১২। আনন্দসুখদকুঞ্জ

শ্রীযোগপীঠ, পোঃ মায়াপুর, (নদীয়া); শ্রীমতীলোকশিক্ষাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর ভজন-স্থান। শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধা-মাধবের সেবা।

সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, (নদীয়া); ইহা কল্পবর্ষ সমাধি গৌরকৃষ্ণের কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-ক্ষেত্র।

১৩। শ্রীকুঞ্জকুটীর

কৃষ্ণনগর, (নদীয়া); আচার্যের ভজন-স্থান।

১৪। তেঁতিয়া-কৃষ্ণকানন

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)।

১৫। শ্রীভাগবত-আসন

কৃষ্ণনগর, (নদীয়া); ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত আচার্য-প্রয়াগরাজ-ভাগবত-মুদ্রায়ন্ত্র স্থাপিত।

১৬। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান), গৌর-পার্ষদ দ্বিজবাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌর-গদাধর-সেবা। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত।

১৭। শ্রীযোগাদ্যম-ক্ষেত্র

মাটিয়ারি, পোঃ কাঞ্চনপল্লী, (বর্দ্ধমান) শ্রীবাসাঙ্গনে ঠাকুর বৃন্দাবনের আবির্ভাব-স্থান। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-সেবা; ১৯৪১ খৃঃ।

১৮। সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠালয়

বিদ্যানগর, পোঃ কাঞ্চনপল্লী, (বর্দ্ধমান); সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের স্থান।

১৯। ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)।

২১। শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া); ১৯২৯ সালে প্রকাশিত।

২২। শ্রীমহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচনপুলি, পোঃ চাকদহ, (নদীয়া); ১৯৩১ সালে পুনঃ সেবা-প্রকাশ। এখানে নিত্যানন্দ-পার্ষদ ধনঞ্জয়-গোপালের অন্যতম মহেশ পণ্ডিতের সমাধি বর্ত্তমান।

২৩। শ্রীবাঙ্ময়গৌড়ীয় মঠ

ঢাকা; ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীবিনোদ-বাণীগীতির নিত্যসেবা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

২৪। শ্রীগোপালজী মঠ

কলাকুপুর, পো: ঢাকা; শ্রীগোপাল-বিগ্রহের নিত্যসেবা।

২৫। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পো: বালিয়াটি, (ঢাকা) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্যসেবা।

২৬। শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয় মঠ

বড়বাজার, পো: মহেশ্বরদিয়া।

২৭। আমলাবোড়া-প্রপন্নাশ্রম-মঠ

পো: হাজরাথা, (বর্দ্ধমান)স্থ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীবিনোদবিহারীজীর নিত্যসেবা।

২৮। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

১৯১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত; চুনুয়াখোলা, পো: চট্টগ্রাম, (ত্রিপুরা)।

২৯। শ্রীভাগবতজনানন্দমঠ

১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত; চিকলিয়া, পো: বালেশ্বরপুর, (বেহিনীপুর)। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও শ্রীবিনোদবিহারীজীর নিত্যসেবা।

৩০। অনন্তি-গৌড়ীয়মঠ

পো: অনন্তি, (মেদিনীপুর)।

৩১। ব্রাহ্মণপাড়া-প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পো: আড়ু, (চাঁদপুর); ষড়ভুজ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা।

৩২। দার্জ্জিলিং-গৌড়ীয়মঠ

আবহাওয়া, দার্জ্জিলিং; ১৯৩৯ অব্দে প্রকাশিত; শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান।

৩৩। হাপাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

৩৪। পুঁড়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পুঁড়া, (চব্বিশপরগণা)।

৩৫। গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

গোয়ালপাড়া,(আসাম); আসামী ভাষায় 'কীর্ত্তন' নামক মাসিক পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হয়।

৩৬। সুরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পো: চকচকা, কামরূপ; (আসাম)।

৩৭। শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী। পুরুষ ভক্তিবিনোদের ভজন-স্থানে 'ভক্তিকুটি'তে প্রভুপাদ কর্ত্তৃক ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। গোবর্দ্ধনাদ্রির চটকপর্ব্বতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ, শ্রীব্যাস, শ্রীবলভদ্র, শ্রীগৌর-নিতাই ও শ্রীশ্রীবিনোদবিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান।

৩৮। ভক্তিকুটি

পুরী; পুরুষ ভক্তিবিনোদের ভজন-স্থান।

৩৯। ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। পো: কুসুমেশ্বর, (পুরী); আচার্য্যের ভজন-স্থান ও শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা।

৪০। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আদরবাদ, পো: ব্রহ্মগিরি, (পুরী);

শ্রীগৌড়ীয়নাথ ও শ্রীশ্রীগোপী-গোপীনাথের নিত্য-সেবা বর্ত্তমান।

৪১। শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ

বাঁশদলি, পো: চট্টগ্রাম-বাজার, (আসাম); ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। এই স্থানে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীবিনোদবিহারীজীর নিত্যসেবা। উৎকল ভাষায় শুদ্ধভক্তিসাহিত্য ও 'পরমার্থী' নামক পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হয়।

৪২। বালেশ্বর-গৌড়ীয়মঠ-পীঠ

৪৩। শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পো: কন্দুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী; গৌর-রামানন্দ-মিলনস্থানে আচার্য্য কর্ত্তৃক ১৯১০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ ও শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা।

৪৪। মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পো: ব্যাসপেটা মাদ্রাজ; ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। কৃষ্ণকীর্ত্তনগান ও তুলুবৎ মন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা। এই স্থান হইতে তৈলুগু ও দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থ ও পত্রিকাদি প্রচার হয়।

৪৫। পাটনা-গৌড়ীয়মঠ

পো: বাঁকীপুর, কদমকুয়া; শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীবিনোদ-গোবিন্দজীউর নিত্যসেবা এবং বিহারের প্রচার-কেন্দ্র।

৪৬। জানাপুর-গৌড়ীয়মঠাসন

৪৭। গয়া-গৌড়ীয়মঠ

ইমলী রোড, গয়া; ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত।

৪৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ

৪২, ফরিদপুর, বেঙ্গল-সিটি; ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীবিনোদ-বিনোদজীউর নিত্যসেবা ও পারমার্থিক হিন্দি-সাহিত্য-প্রচার-কেন্দ্র।

৪৯। শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠ

এলাহাবাদ; ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী প্রকাশিত। গৌর-পরাশ্রিত ভগবিদ্ধাক্ষেত্রে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা ও ত্রিদণ্ডিগোস্বামী-সংরক্ষক আচার্য্যোত্তম-শ্রীভগবিদ্ধ প্রচারের কেন্দ্র।

৫০। শ্রীপরমহংস মঠ

পোঃ মিয়ার, (মৈথিবাড়না), শীতামুখ ; এখানে ভাগবত-পাঠশালা এবং শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারীজীউর সেবা বর্ত্তমান। এখান হইতে ত্রিপ্রিভাষায় পাক্ষিক পারমার্থিক 'ভাগবত' পত্র প্রকাশিত হয়।

৫১। ভাগবত-পাঠশালা

মৈথিবাড়না, ১৯৫৮ অব্দে প্রকাশিত।

৫২। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল ; শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীগৌর-বিনোদ-রাধার নিত্যসেবা। ১৯১৭, ২১শে সেপ্টেম্বর।

৫৩। শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

হরিদ্বার, সাহারণপুর, ইউ. পি।

৫৪। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ

পুরাণদরজা, শ্রীধাম-বৃন্দাবন, মথুরা ; শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউর নিত্যসেবা। ১৯১৯, ১৩ই অক্টোবর।

৫৫। শ্রীমথুরা-গৌড়ীয়মঠাশ্রয়

বিশ্রামঘাট, মথুরা।

৫৬। শ্রীকুঞ্জবিহারী মঠ

শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-ব্যাকরিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা ও শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর পুষ্পসমাধি।

৫৭। ব্রজানন্দসুখদকুঞ্জ

আচার্য্যের বপুরক্ষা-স্থান ; ভাগবসেবা ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পুষ্প-সমাধি-সেবা।

৫৮। শ্রীরাধাকুণ্ডগোষ্ঠবাটী

শ্রীরাধাকুণ্ড।

৫৯। সচ্চেতবিহারী মঠ

বর্ষাণা, পোঃ মথুরা।

৬০। নন্দগ্রাম-গৌড়ীয়মঠাশ্রয়

নন্দগ্রাম, মথুরা।

৬১। বর্ষাণা-গৌড়ীয়মঠাশ্রয়

বর্ষাণা, মথুরা।

৬২। গোষ্ঠবিহারী মঠ

গোবর্দ্ধন, পোঃ জোড়াল্, জেলা ভরতপুর, রাজস্থান; গৌরবাণীকিরণ-স্থানে গুরু-গৌরাঙ্গ-ব্যাকরিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা।

৬৩। দিল্লী গৌড়ীয়মঠ

৩৩, হনুমান রোড্, নিউদিল্লী; ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-ব্যাকরিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা ও পঞ্জাব-প্রচারে মূলকেন্দ্র-প্রচারকেন্দ্র।

৬৪। বোম্বে-গৌড়ীয়মঠ

কল্যাণধাম বিল্ডিং, মোরালিয়র টেক রোড্, বোম্বে ৭। ১৯৩৩ অব্দে প্রকাশিত

৬৫। লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠাশ্রয়

৩, চেলটার হাউস, ফর্ণওয়ালে গার্ডেন্স, এস্, ডব্লিউ ৭, লণ্ডন। টেলি—'গৌড়ীয়' লণ্ডন। ১৯৩৩ অব্দে প্রকাশিত।

৬৬। রেঙ্গুন-গৌড়ীয়মঠাশ্রয়

১১১ দুইন্ হ্লাই, রেঙ্গুন। ১৯৩৯ অব্দে প্রকাশিত।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ

১। মলার-শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ

২৭শে আশ্বিন ১৩৩৬, ১৩ই অক্টোবর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত।

২। কানাইনাটশালা-শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ

২৯শে আশ্বিন ১৩৩৬, ১৫ই অক্টোবর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত।

৩। বালিপুর-শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ

২৮ পৌষ ১৩৩৭, ১২ই জানুয়ারী ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত।

৪। কুর্মক্ষেত্র-শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ

১০ই পৌষ ১৩৩৭, ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত।

৫। সিংহাচল-শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ

১১ই পৌষ ১৩৩৭, ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত।

৬। কটক-শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ

১৩ই পৌষ ১৩৩৭, ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত।

৭। মঙ্গলগিরি-শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ

১৪ই পৌষ ১৩৩৭, ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত।

৮। ছত্রভোগ-শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ

১৯শে চৈত্র ১৩৩৭, ২রা এপ্রিল ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত কতিপয় প্রচার-প্রতিষ্ঠান, সভা, সম্মিলনী ও সঙ্ঘ

শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন

১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে কলিকাতায় প্রকাশিত।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা

শ্রীসনাতন-শ্রীরূপাদি-গোস্বামিবর্গের প্রতিষ্ঠিত উক্ত সভা শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী পুনঃ কলিকাতায় প্রকাশিত।

৩। সারস্বত আসন

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রকাশিত।

গৌড়ীয়-সম্পাদক-সঙ্ঘ

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট স্থাপিত।

নিখিল-বৈষ্ণব-সম্মিলনী

১৯২৭, ১৮ই মার্চ্চ গৌরপূর্ণিমায় শ্রীধাম-মায়াপুরে আহূত।

পারমার্থিক আলোচনা-সম্মিলনী

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর হইতে ৯ দিবস কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আহূত।

লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন সোসাইটী

১৯৩৪ অব্দের ২৪শে এপ্রিল ভারতসচিব লর্ড লেট্‌লেণ্ডের সভাপতিত্বে য়ুরোপে প্রচারানুকূল্যে লণ্ডনে স্থাপিত।

শ্রীব্রজধাম-প্রচারিণী সভা

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর শ্রীবৃন্দাবনে প্রকাশিত।

৯। অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগার

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী শ্রীমায়াপুরে প্রকাশিত।

১০। দৈব-বর্ণাশ্রম-সঙ্ঘ

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী শ্রীমায়াপুরে প্রকাশিত।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রদর্শিত পারমার্থিক প্রদর্শনীসমূহ

কুরুক্ষেত্র-গৌড়ীয়-প্রদর্শনী

৪ঠা নভেম্বর, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে উদ্ঘাটিত।

২। শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী

৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে উদ্ঘাটিত।

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে পারমার্থিক-প্রদর্শনী

৫ই নভেম্বর, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে উদ্ঘাটিত।

৪। কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে সৎশিক্ষা প্রদর্শনী

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে উদ্ঘাটিত।

ঢাকা-সৎশিক্ষাপ্রদর্শনী

৬ই জানুয়ারী, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে উদ্ঘাটিত

কুরুক্ষেত্র-গৌড়ীয়-প্রদর্শনী

২১শে আগষ্ট, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে উদ্ঘাটিত

পাটনা-পারমার্থিক-প্রদর্শনী

১৪ই নভেম্বর, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে উদ্ঘাটিত

কাশী-পারমার্থিক-প্রদর্শনী

২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে উদ্ঘাটিত

প্রয়াগ-সৎশিক্ষাপ্রদর্শনী

৭ই জানুয়ারী, ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে উদ্ঘাটিত

১০। কুরুক্ষেত্র-সৎশিক্ষাপ্রদর্শনী

১৯শে জুন, ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে উদ্ঘাটিত

সমবেদনা

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-বার্ত্তা জানিয়া বিভিন্ন স্থান হইতে বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তিগণ শ্রীগৌড়ীয় মঠে সমবেদনা-সূচক অসংখ্য পত্র ও টেলিগ্রামাদি প্রেরণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নে মাত্র কয়েকটি প্রকাশিত হইল।

Private Secretary's Office — Viceroy's Camp India, 4th January, 1937

Dear Sir,

His Excellency is sorry to hear of the disappearance of Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, President-Acharyya of the Gaudiya Math, and has asked me to send you his condolences.

Yours faithfully
Sd. C. B. Duke
Assistant Private Secretary
to the Viceroy.

Private Secretary to the Governer of Bengal — Government House, Calcutta, The 1st January, 1937

Dear Sir,

His Excellency has heard with deep regret of the disappearance of the President Acharyya of the Gaudiya Math, whose acquaintance he was very pleased to make during his visit to Mayapur in January 1935, and desires me to convey to you and to other members of the Math his sympathy in your great loss.

Yours faithfully
Sd/- L. G. Pinnell

Private Secretary to the Government of Bengal — Government House, Calcutta. 2-1-37.

Dear Sir,

You will have received by now a message of condolence from His Excellency upon the great loss you have sustained in the demise of your President Acharyya. I did not personally have the pleasure of knowing him but had heard of His Excellency's visit which was before my time. If there is anything further which I can do you will doubtless let me know.

Yours sincerely,
Sd/- L. G. Pinnell.

Hon'ble Sir Frank Noyce, K.C.S.I., C.B.E.

"I should first of all express my very deep sympathy with you on the very great loss you have sustained at the sudden departure of your revered President, the Founder of this Mission. I am quite sure that you will be inspired by him in carrying on the good work entrusted to you. 3-1-37.

Dear Sir,

I deeply regret to hear that the President of the Math Acharyya Srimad Saraswati Goswami passed away yesterday morning at 5-30 p. m.

2. 1 37

Yours faithfully
Sd/ L. H. Colson
Commissioner, Police, Calcutta

স্বামীজি বিষ্ণুবনের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী মহোদয়ের টেলিগ্রাম—

Deeply concerned hearing Siddhanta Saraswati's passing to join Bhaktivinode Thakur. 4-1-37.

We are really shocked and extremely sorry to read in to-day's paper the sad news of the unexpected passing on of His Divine Grace Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj of Sree Gaudiya Math. Kindly accept our sincerest sympathy at your great loss and convey it to our other friends of the Math.

Yours sincerely,
Sd/- S. Banerjee. I. C. S.
(Secretary of Board of Revenue)

I learnt with a heavy heart the sad news of the passing away of Astottara Sata Sree Chidvilas Sreela Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj. Not to speak of the Sree Gaudiya Math alone, India has lost in him an erudite scholar of the highest order and one of her greatest religious thinkers. Pray allow me to offer sincere condolence in this of your darkest bereavement.

With kindest regard
Yours sincerely
Sd/- H. K. Mitter.

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর লিখিয়াছেন—

নিজ-অফিস,
নং ৯নং কোর্ট হোউস, কলিকাতা।
তারিখ ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৩৬ ইং ৩রা জানুয়ারী ১৯৩৭

কলিকাতা পৌরীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য নিত্য লীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের লোকান্তর-গমনে মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাইয়াছি। আপনি ও মঠের সন্ন্যাসগণ আমার আন্তরিক সমবেদনা জানিবেন ইতি—

ভবদীয়—ডিভিসিয়ানাল মহারাজ

মহাশয়—

প্রস্তাবের পরিষদ বিবেচনা—

আজকার Advance পত্রে নিম্নোক্ত সংবাদ বাহির হইয়াছে। তাহার অবধিষ্ট বিবরণ পুনরায় বিজ্ঞপ্তি হইবে। আমি এখানে বলিতে চাহিয়াছি। প্রস্তাব:

শ্রীসর্ব্বেশ্বর রায়চৌধুরী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

বাহাদুর,

দুঃখ করিবার সংবাদপত্রে কি পড়িলাম! ইহা সত্যই অসম্ভব হইল ও অন্তরের মূর্ত্তিমা হইল। তিন তিন বৎসর পার্থি নাই। এত বয়সেই ইতিমধ্যে সাধারণ অসম্ভবই হয় নাই, বরং এই সংবাদে মুহ্যমান আছি।

ইনি ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর আমার বড় সহায় ছিলেন। তাঁহার সাহায্যে আমি ইংলণ্ডেশ্বরে ধর্মপ্রচার করিয়াছিলাম। অধিক লিখিবার অবস্থা নাই। যদি পারি তবে এই ডিরিশ্যুর উপর লেখ ও সকল কথা লিখ, তাহা ভিন্ন করিব।

ডিউক (ডিউক অব্ সেট্‌ল্যাণ্ড)

২৫ জানুয়ারী তারিখে কলিকাতা কর্পোরেশনের বিশেষ অধিবেশনে কাউন্সিলরগণের উপস্থিতিতে মেয়র মহাশয় শ্রীযুক্ত হারেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে নিম্নে প্রদত্ত বক্তৃতা করিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের অন্তর্ধানে নিম্নলিখিত শোকজ্ঞাপক প্রস্তাব গ্রহণ করেন :—

"On behalf of the Corporation of Calcutta I rise to condole the passing away of His Divine Grace Paramahansa Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, the President-Acharyya of the Gaudiya Math of Calcutta and the great leader of the Gaudiya Movement throughout the world. This melancholy event happened on the first day of this New Year Born in 1874 he dedicated his whole life to religious pursuits and dissemination of the cultural wealth of this great and ancient land of ours. An intellectual giant he elicited admiration of all by his unique scholarship, high and varied attainments, original thinking, and wonderful exposition of many difficult branches of knowledge. With invaluable contributions he enriched many journals. He was the author of some devotional literature of repute. He was one of the most powerful and brightest exponents of the cult of Vaishnavism, his utterances and writings displaying a deep study of comparative philosophy and theology. Catholicity of his views, soundness of his teachings and above all, his dynamic personality and the irresistible force of the pure and simple life, had attracted thousands of followers to his Message of Love and Service to the Absolute as propagated by Sri Krishna-Chaitanya. He was the founder and the guiding spirit of the Sree Chaitanya Math at Sree Mayapur (Nadia) and the Gaudiya Math of Calcutta. The Gaudiya movement to which his contribution is no small has received a set back at the passing away of such a great soul. His departure has created a void in the spiritual horizon of India, which is difficult to be filled up.

With these few words I move the following resolution which, I am sure, conveys your own sentiments :—

(1) That the Corporation of Calcutta places on record its deep sense of sorrow at the sad demise of His Divine Grace Paramahansa Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, Founder-President of the Calcutta Gaudiya Math, on the 1st January last at the age of 64.

(2) That this House conveys its sympathy to the members of the Gaudiya Math in Calcutta.

All the Councillors present with the Mayor and the Deputy Mayor inside the Corporation Council Chamber stood up as a sign of unanimous support of the resolution and all bowed down their heads in respect to pay their homage to the great spiritual leader of India.

৪ঠা জানুয়ারী (১৯৩৭) 'Advance' পত্র সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিয়াছেন,

The passing away of His Divine Grace Paramahansa Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, Founder-President of the Calcutta Gaudiya Math removes a great religious personality from India. The Gaudiya Math which is comparatively of a recent origin, being established in 1920, has acquired a great reputation as a religious centre for the Vaishnavas. It has even a branch in London, the Marques of Zetland being the first President of the London Gaudiya Mission Society. There are branches in Delhi, Allahabad and Madras which together with the Central Math in Calcutta provide a powerful asylum for the cult of true Vaishnavism and as such have thus been the centre of world's interest in recent years.

৯ই জানুয়ারী তারিখের "Star of India" লিখিয়াছেন,—

On the passing away of the great leader of the Gaudiya Movement and President-Acharyya of the Gaudiya Math, the leading personalities of India and abroad expressed their deepest regret and sympathy to the members of the Gaudiya Mission appreciating that the world has lost in him a real religious inspirator and pioneer of true devotion, a competent interpreter and exponent of the genuine Hindu Philosophy and Religion. The purely spiritual activities of the Gaudiya Math under his guidance have won the sympathy and admiration as the most important work for the spiritual understanding between the East and West and for the revival of Hindu culture on the basis of the common devotional service of God. These activities received the unrestricted appreciation by all interested in the matter.

Printed by Mahamahopadeshak A. Vidyabhusan M. A. at the Gaudiya Printing Works, 1414, Kalipratik Chakrabarty Street, Calcutta.

১৫শ খণ্ড { শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১০ই মাঘ, ১৩৪০; ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৩৪ } ২০শ সংখ্যা

বর্ষাদ্ধিশেষে আশীর্ব্বাদ-প্রার্থনা

চতুর্দ্দশ বর্ষাব্দের শেষে আমরা মহাযান্ত ভারত-সম্রাট্, পঞ্চম জর্জ্জের স্বর্গারোহণের বার্ত্তা জানাইয়াছিলাম; কিন্তু চতুর্দ্দশভুবনৈক-সম্রাট্, শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন বর্ত্তমান গুড়বৈষ্ণব-জগতের অধিতীয় অতিমর্ত্ত্য সম্রাট্ ও সংরক্ষক স্বরূপ-রূপানুগবরের স্বেচ্ছাপূর্ব্বিকা অপ্রকটলীলার বার্ত্তা লইয়া পঞ্চদশ বর্ষাব্দের 'নিবেদন' লিখিতে হইবে—ইহা আচার্য্যবর্য্যের ইঙ্গিতে জানিলেও হৃদয়ে ধারণা করিতে পারি নাই। শ্রীগৌরসুন্দর অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিলে তদনুগত শ্রীমদ্রূপসনাতন-শ্রীমদ্-রঘুনাথাদি গোস্বামিগণ জগতে গৌরমনোহভীষ্ট প্রচার করিয়াছিলেন; শ্রীস্বরূপের অপ্রকটের পর শ্রীরঘুনাথ ও শ্রীল জীবাদি গোস্বামিগণ শ্রীল স্বরূপ-রূপের কথা প্রচার করিয়াছিলেন। তৎপরে ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম শ্রীল রূপরঘুনাথের বিচার-ধারা জগতে প্রবাহিত করিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অপ্রকটের পর গৌড়ীয়গগন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছিল। ভক্তি-বিনোদ-চক্রমা গৌড়ীয়গগনের সেই সুদীর্ঘ অমানিশার অবসান করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় আচার্য্যভাস্কর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার জীবাত্মু শ্রীমদ্রূপরঘুনাথের কথা আচার ও প্রচারের মূর্ত্তবিগ্রহরূপে জগতের বহুভাগ্যে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া "হৃৎকলে পুরুষোত্তমাৎ" এই বাণীরাণী সার্থক করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ রূপরঘুনাথের কথা ই

প্রচার করিবার জন্য তাঁহার অন্তরঙ্গগণকে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিয়াছেন। শ্রীল রূপরঘুনাথের কথা সম্পূর্ণভাবে আচার-প্রচার ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষকে কৃপানুগবর অনুমোদন করেন নাই। প্রভুপাদ 'গৌড়ীয়ে'র চতুর্দশবর্ষের প্রারম্ভে জানাইয়াছিলেন,—

"ভাবিবর্ষে চতুর্দশভুবনৈকপূজ্য শ্রীমদ্গৌরসুন্দরের বহিরঙ্গ কথা অনন্য মুখে শ্রুত হইতে শুনিলে আমরা পরমানন্দিত হইব।"

শ্রীল রূপের অবদান কোটিগুণ বিস্তার-বর্ধনেই স্বরূপ-রূপানুগবরের পরমানন্দ। শুদ্ধগৌরগোষ্ঠী বর্দ্ধিত হউক, ইহাই স্বরূপরূপানুগের বিচার। শুদ্ধগৌরগোষ্ঠী-বর্দ্ধনকার্য্যটি যেন শুষ্ক ও অচেতন না হইয়া পড়ে, বিশ্ব-সংসার মোচন করিয়া কৃষ্ণসংসারে প্রবেশ করাইবার সেবাটি যেন রুদ্ধ না হয়। শ্রীমতীর যূথেশ্বরীনই সখী ও মঞ্জরীগণের কার্য্য; যিনি সর্ব্বাপেক্ষা "তৃণাদপি সুনীচ" হইতে পারেন, তিনিই সত্বর শুদ্ধ বৈষ্ণব ও শুদ্ধগৌড়ী বর্দ্ধিত করিতে পারেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

"সদয়তা কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁ'র দিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈষ্ণব।"

স্বরূপরূপের—ভক্তিবিনোদের বৈষ্ণব-বিস্তারই রূপরঘুনাথের সেবা। বৈষ্ণব যষ্টটি নিত্যানন্দ। ঔদার্য্যরসে বৈষ্ণবে নিত্যানন্দের কার্য্য ও মধুর রসে ললিতা-বিশাখাদির কার্য্য লক্ষিত হয়। পরতত্ত্বানুশীলন ও পূর্ণতম অপ্রাকৃত হরিজনের সেবাই শ্রীরূপরঘুনাথ-ভক্তিবিনোদ-ধারায় দৃষ্ট হয়। কেবল অর্চ্চানুশীলন বা অর্চ্চাবিরোধ শ্রীরূপানুগের চিন্তাস্রোত নহে। পূর্ণ-হরিজনানুশীলন, পূর্ণতর-হরিজনানুশীলন ও পূর্ণতম-হরিজনানুশীলনের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান, তাহা স্বরূপ-রূপানুগবর আচার্য্যের বাণীতে আমরা শ্রবণ করিতে পারি।

"অস্যার্চ্চে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
যস্যাঃ তে মম রুদোঽস্তু রুদোঽস্তু সত্যম্।"

রূপানুগগণ মূল আশ্রয়বিগ্রহের পদীয়ের প্রতি নমস্কার বিধান করেন সত্য, কিন্তু দাস্যত্বকে সাগ্রহে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন, আশ্রয়বিগ্রহের দাসীত্বের প্রতি রসবৃদ্ধি হওয়াই রূপানুগত্ব।

আমরা বিদ্বেষ নহি, প্রভুও নহি। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গই বিভু ও প্রভু। তাঁহাদের বৈষ্ণব বিস্তার অর্থাৎ যাবতীয় প্রতিষ্ঠা শুদ্ধগৌরাঙ্গের সেবায় নিযুক্ত করাই বিষয়সংসার হইতে মোচন ও কৃষ্ণ-সংসারে প্রবেশের পথ।

কৃষ্ণ-সংসারে প্রবেশ করিতে হইলে রূপানুগগণের আনুগত্যে রমাচিদ্ঘন-সুখ-স্বরূপ গোকুল-মহোৎসব অপ্রাকৃত-পন্থানুশীলনই জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। বিনোদবাণী-গৌর সেই গোকুল-মহোৎসবে যোগদানের জন্যই "গৌড়ীয়ে"র সেবা প্রদান করিয়াছেন। "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" বেদান্তের এই চরমসূত্রের ব্যাখ্যা শ্রীস্বরূপরূপানুগবর আচার্য্য আমাদিগকে জানাইয়াছেন। আচার্য্যের ভাষায় বলিতে গেলে,—

"শ্রীগুরুচৈতন্যের বিশুদ্ধ উপদেশ যাঁহাদের রুচিকর, অথবা তাঁহাতে রুচি উৎপাদনের জন্য যাঁহাদের যত্ন, তাঁহাদের সেবা করিবার জন্যই 'গৌড়ীয়' সর্ব্বদা ব্যগ্র।"

সেই 'গৌড়ীয়ে'র সেবা যেন আমরা স্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগবর্গের আনুগত্যে জন্ম-জন্মান্তর পরেও লাভ করিতে পারি—এই আশীর্ব্বাদই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমৎ ঠাকুরভক্তিবিনোদ-প্রবর্ত্তিত "সজ্জন-তোষণী"-সম্পাদনকালে বলিয়াছিলেন,—

"বিষয়-কথায় যাদ না মিশাইয়া খাঁটী হরিকথা-কীর্ত্তনে একমাত্র সজ্জনতোষণীই ব্যাপৃতা, অন্যেরা স্ব-স্ব-বিষয়ানুশীলন বা ইন্দ্রিয়তর্পণের অনুমোদন এবং প্রশ্রয় না পাইয়া তোষণীর সেবা ছাড়িয়া চরম কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হন। তাহাতেও তোষণী বিশেষ দুঃখী নহেন, কারণ তোষণী জানেন, "বুটা জগৎ ঝুটাই"। অকল্যাণের কথা—হিংসার কথা তোষণী জানেন না, কাজেই তিনি যাহা কীর্ত্তন করেন, তাহাতে কুহকমূলক কপটতা নাই—দ্বিধা বা সঙ্কোচ নাই বা ইন্দ্রিয়-তর্পণ নাই, আছে কেবল শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির কথা, আছে কৈতববিধ্বংসিনী নিত্য-নিঃশ্রেয়সদায়িনী চরমকল্যাণপ্রদায়িনী হরিকথা। ... তোষণী বজ্র-কঠোরবাক্যে পাষণ্ডের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করিয়া প্রহ্লাদজনের দুঃসহদলিত হৃদয়ের অন্তর্গ্রন্থি-নিচয় সমূলে ছেদন করেন। কিন্তু এই কঠোর বাক্যের অন্তরালে তাঁহার সেই চিরন্তন করুণাময়-কল্যাণকামনার মন্দাকিনীধারা প্রবহমানা। এই শুদ্ধ

হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াই তোষণী নিত্যকাল হরিজন-গণের আনন্দদায়িনী। এই কলুষ জগৎ করিয়া—কণ্টক-রাজি উন্মূলিত করিয়া—ভক্তিমার্গে বৃহদ্রথ আস্তীর্ণ করিয়া দেওয়াই তোষণীর নিত্যব্রত।"

—সজ্জনতোষণী ৫৪শ বর্ষ, ১ম সং, ৫পৃঃ

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সজ্জনতোষণীর এই নিত্যব্রতের অনুকরণ না করিয়া আচার ও প্রচারমুখে অনুসরণ করিবার মত বল যেন আমরা গৌড়ীয়ের সেবার মধ্যে লাভ করিয়া আত্মমঙ্গল বিধান করিতে পারি, শ্রীরঘুনাথের কথা রূপানুগগণের আনুগত্যে প্রচার করিয়া স্বরূপরূপানুগবরের পরম আনন্দ বিধান ও বৈষ্ণব বিচারের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারি—এই আশীর্ব্বাদ বৈষ্ণবগণের নিকট প্রার্থনা করিয়াই আমরা "গৌড়ীয়ে"র পঞ্চদশবর্ষারম্ভের বিবৃতি গান করিলাম।

——(:০:)——

ভক্তিরঞ্জন-বিরহ-স্মৃতিসভা

অনিবার্য্য কারণে সম্প্রতি স্থগিত

বিশেষ অনিবার্য্য কারণে গত ৫৭শে ডিসেম্বর রবিবার কাশিমবাজার মহারাজের সভাগৃহে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সারস্বত-প্রবণ-সদনে যে ভক্তিরঞ্জন-বিরহ-স্মৃতি-সভার অধিবেশন হইবার কথা ছিল, তাহা সম্প্রতি স্থগিত রাখিল। ইহা দৈনিক 'অমৃতবাজার', 'আনন্দবাজার' প্রভৃতি স্থানীয় সাধারণ সংবাদপত্রেও বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। বিরহ-স্মৃতিসভার নিমন্ত্রণ পত্রের উত্তরে অনেকে অনেক প্রকার সহানুভূতিপূর্ণ পত্র গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। সাহিত্যিকবর রায়বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহোদয় গৌড়ীয়মঠের সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর নিকট যে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, তাহা যথাযথভাবে নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

Rai Bahadur
Dr. Dinesh Chandra Sen
D. Litt. (Hon.)

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

শ্রদ্ধাস্পদেষু,—

আপনার নিমন্ত্রণ চিঠি পাইলাম। কোন বিঘ্ন না হইলে আমি ঐ তারিখ রাঁচীতে থাকিব, সুতরাং আপনাদের স্মৃতি-সভায় যোগদানের সৌভাগ্য আমার হইবে না।

এই সম্বন্ধে গৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ ঠাকুর মহাশয়ের অবগতির জন্য দুই একটি কথা জানাইতে চাই। প্রদেশে তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা তাপূর্ব্ব সাধনার ফল। তিনি মহাপ্রভুর জন্মস্থানকে অসামান্য সমৃদ্ধিসম্পন্ন এক নগরীতে পরিণত করিয়াছেন। আমি বহু প্রাচীন গ্রন্থ ও মানচিত্রাদি আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, আপনাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানই ঠিক,—

রামচন্দ্রপুর কখনই মায়াপুর নহে; সেখানে পূর্ব্বকালে খুব ধুমধামের সহিত রাস-যাত্রা হইত এবং যে মন্দির গঙ্গাগর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহা রামচন্দ্রের মন্দির, সে মন্দিরে মহাপ্রভুর এবং অন্যান্য ঠাকুর-দেবতার ছোট ছোট বিগ্রহ হয়ত ছিল, কিন্তু মন্দিরটি শ্রীরামচন্দ্রের। গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা বাঙ্গালা দেশে যে প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। তিনি সাধারণ লোকের মধ্যে যে অদ্ভুত প্রেরণা জাগাইয়া এদেশের লোককে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা তৎকৃত প্রাসাদাবলী অপেক্ষাও দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠাপিত। আশা করি, মহাপ্রভুর পতাকার নিম্নে বিশ্বের জনতা একত্র হইয়া প্রেমধর্ম্মের শিক্ষা লাভ করিয়া ধন্য হইবে। আজ জগৎ জুড়িয়া যে রণদুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহার ফলে জড়-সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য্য। জড়সভ্যতার সমাধিক্ষেত্রে প্রেমকুঞ্জ গড়িয়া উঠিবে, তাহা হইতে শ্যামের বাঁশী বিশ্ববিমোহনসুরে মানুষকে ভগবানের পাদপদ্মে আপনাকে ডালি দিতে আহ্বান করিবে। গৌড়ীয়মঠ সেই অনাগতকুঞ্জের অগ্রদূত।

আমার বড় ইচ্ছা—আপনাদের সভাসমিতিতে যোগদান করি। কিন্তু আমার বয়স ৭১ বৎসর এবং আমি নানা পীড়ায় অনেক সময় কষ্ট পাই। আপনাদের সদয় আহ্বানের বিরাম নাই। আমার মত অযোগ্য ব্যক্তিকে আপনারা বিস্মৃত হন নাই। কিন্তু আমার কোন মুরুব্বি না হইলে বেহালা হইতে একক যাইতে ভয় হয়। আপনাদের বিশেষ কোন উৎসবে যদি সেইরূপ কোন তরুণ অভিভাবকের সাহচর্য্য পাই, তবে তিনি অপোগণ্ড শিশুর মত আমাকে হাতে ধরিয়া লইয়া যাইতে পারেন। ভবিষ্যতের কোন উৎসবে আমার এই অনুরোধটি রক্ষা করিলে বাধিত হইব।

গুণ-মুগ্ধ

শ্রীকালীশচন্দ্র সেন

—(:০:)—

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্টানুসারে এবৎসর আগামী ১৮ই ফাল্গুন (১৩৪৩), ২রা মার্চ্চ (১৯৩৭) মঙ্গলবার শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়াম্নায়ের শ্রীব্যাসপূজার বিশেষ মহোৎসব ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে অনুষ্ঠিত হইবেন।

—:০:—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ; শনিবার, ১৭ই মাঘ, ১৩৪০; ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৩৪ | ২৬শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের বাণী

লোকের কাছে 'নিরপেক্ষ সত্য' বলিলে পাছে উহা লোকের অপ্রিয় হয়,—এই ভয়ে আমি যদি সত্যকথা-কীর্ত্তন পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে ত' আমি শ্রৌতপথ পরিত্যাগ করিয়া অশ্রৌতপথ গ্রহণ করিলাম, তাহা হইলে আমি 'অবৈদিক'—'নাস্তিক' হইলাম—সত্যস্বরূপ ভগবানে আমার বিশ্বাস নাই।

—(বক্তৃতা—নবেন্দ্র-সরোবর, ২২শে আষাঢ়, ১৩৩১)

শ্রীরূপানুগ ভক্তগণ নিজশক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন না করিয়া আকর স্থানে সকল মহিমার আরোপ করেন।

—(পত্রাবলী ৩য় খঃ ৮৯ পৃঃ)

মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে লিখিত "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্"ই গৌড়ীয় মঠের একমাত্র উপাস্য।

—(ঐ—১৮পৃঃ)

———:০:———

উত্তরার্দ্ধের মঙ্গলাচরণ

প্রতি বৎসরই "গৌড়ীয়ে"র নব বর্ষে ও বর্ষের উত্তরার্দ্ধের প্রারম্ভে আমাদের নিত্যারাধ্য অধীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক এক একটি প্রবন্ধ-প্রসাদ প্রদান করিতেন। সেই প্রবন্ধের এক একটি শব্দ লইয়া সমগ্রবর্ষে ও উত্তরকালে প্রবন্ধ লিখিবার অফুরন্ত উপাদান-রত্নখনি আবিষ্কৃত হইত। আজ বর্ষের উত্তরার্দ্ধের প্রারম্ভে তাঁহার বাণীকেই পুরোভাগে স্থাপন করিয়া আমরা তাঁহার পাদপদ্ম হইতে শক্তিসঞ্চার ও কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি।

চতুর্দ্দশবর্ষের উত্তরার্দ্ধের প্রথমে প্রভুপাদের লিখিত "বড় আমি ও ভাল আমি" প্রবন্ধ আমাদের দাম্ভিকতা ও অনর্থময় চিত্তবৃত্তির উপর কশাঘাত করিয়া স্বরূপ-রূপানুগবরের মনোঽভীষ্ট ও ভক্তিবিনোদধারার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিবার সুযোগ দিয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ সেই প্রবন্ধের উপসংহারে বলিয়াছিলেন—

"আমরা কি যোগমায়ার পুরপীঠের সন্নিহিত প্রদেশে কুণ্ডতীরবাসে চিরবঞ্চিত হইব? শুনিয়াছি, আধ্যক্ষিকগণ-বঞ্চিত ব্যক্তিরই কৃষ্ণপ্রাপ্তি সহজলভ্য। আমরা কি ক্ষেত্রমণ্ডলের শোভায় জগন্নাথবল্লভের লেখকের রাধাগোবিন্দ-মিলনের কথা বুঝিতে পারিব না? দৃঢ়ভাবে জানিয়াছি যে, "অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে"; সুতরাং শ্রীধামসেবা কি শ্রুতিমৌলিরত্নমালা-দ্যুতিনীরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত হরিনাম হইতে পৃথক্ বস্তু? তাহা ত' নহে!! নবধাভক্তির অঙ্কুর বিষ্ণু-পুরী হইতে মাধবেন্দ্রপুরীর প্রেমাঙ্কুর শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মকল্পবৃক্ষের প্রপক্ক ফল পাওয়া যায়। অন্য প্রকারে কৃষ্ণপ্রীতির কোন সুগম পথ বা বর্ত্মের কথা কেহই আবিষ্কার করিতে পারিব না। সুতরাং শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয়েই শিক্ষামন্ত্রের তৃতীয় মন্ত্র লাভ করিয়া ভগবদ্ভজনে আশাবন্ধ-অবস্থা আমাদিগের নিত্যকল্যাণ বিধান করুক। আমি বড় হ'ব না, ভাল হ'ব, তবেই ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণ বুঝিতে পারিব শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে। সুতরাং সুবর্ণবিহারীর জয়গান—ভাগবতার্কমরীচিমালা আমাদের অবলম্বনীয় হউন।"

"আমি বড় হ'ব না, ভাল হব, তবেই ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণ বুঝিতে পারিব শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে"—শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণীটি যেন আমাদের নিত্য জীবনপথের ধ্রুবতারা হয়। আমাদের পূজ্যপাদ শিক্ষাগুরু ও নিত্যবান্ধববর সম্প্রতি শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর একখানি পত্রের উত্তরে যে কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে আমাদের বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় আছে,—

"শ্রীল প্রভুপাদ, প্রাচীন স্বরূপ-রূপ-প্রভু-প্রমুখ শিক্ষাগুরুবর্গ ও শ্রীল গৌরসুন্দর আমাদিগকে "গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ"—ইহাই আমাদের নিত্যস্বরূপ বলিয়া জানাইয়াছেন। যে মুহূর্ত্তে নিজেকে 'গুরু', 'বৈষ্ণব', 'প্রভু' বা 'বিভু' বলিয়া অভিমান হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই আশ্রয়-বিগ্রহের নিকট অপরাধ-ফলে নিত্যকাল কৃষ্ণবৈমুখ্য বা চরমমৃত্যু নির্ব্বিশেষ-গতি লাভ করিবার দুর্ভাগ্যের শেষসীমায় উপনীত হইব, ইহা সকল নিত্য-মঙ্গলপ্রার্থীরই একমাত্র বিচার হওয়া কর্ত্তব্য। আপনি আমায় কৃপা করিবেন, যাহাতে কোন জন্মে কোন মুহূর্ত্তে আমাকে ঐরূপ শোচ্যতম বিচার আসিয়া আক্রমণ না করে। আমি নিত্যকালই অনুচিৎ ও গুরুদাসগণের দাসত্ব-লাভেচ্ছু, ইহাই যেন নিত্য-

কাল আমার স্মরণপথে থাকে, এইটুকু কৃপা করিবেন। "আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। এ বড় ভরসা চিতে ধরি নিরন্তর॥"—এই বাণীই আমার নিত্যকালের আশাভরসা ও সম্বল। * * * শ্রীল ভক্তিবিনোদ-সরস্বতীর কৃপায় শুনিয়াছি,—"কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর" ইত্যাদি এবং "তুষ্টমন। তুমি কিসের বৈষ্ণব?" ; "কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী, ছাড়িয়াছে যা'রে সেই ত বৈষ্ণব।" ; "রাধাদাস্যে রহি, ছাড়ি ভোগ-অহি, প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্ত্তন-গৌরব।"—এই চেতনবাণীর শ্রবণ বা নিত্যই কোন দিনই যেন আমার হৃদয়কে পরিত্যাগ না করে, ইহাই আমার প্রার্থনা। কৃপানুগবর শ্রীল রঘুনাথের কথাও প্রভুপাদের মুখে শুনিয়াছি—

সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং।
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্॥

শ্রীভক্তিবিনোদ-সরস্বতীর বা বাণীর অমায়ায় কৃপা হইলেই চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হইয়া বপুকে ভোগ্যরূপে দর্শন করিবার পরিবর্ত্তে সেব্য মাধবরূপে দর্শন হয়, নতুবা বপু বিষের রূপ ধারণ করিয়া চিত্তকে মলিন করিবে, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ।"

আজ গুরুবৈষ্ণবের এই উপদেশ ও শিক্ষা পুরোভাগে স্থাপন করিয়া আমরা শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মের কৃপাশক্তি লাভের জন্য সর্ব্ব বৈষ্ণব ও সজ্জনের পাদপদ্মে প্রণত হইয়া উত্তরার্দ্ধের মঙ্গলাচরণ করিতেছি।

——:০:——

শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট-সেবা

অপূর্ব্ব-প্রেমাব্ধেঃ পরিমলপরঃ-কেননিবহৈঃ
সদা যো জীবাতুর্মমিহ কৃপয়া সিঞ্চতি তরাম্।
ইদানীং দুর্দ্দৈবাৎ প্রতিপদ-বিপদ্ভাব-বলিতো
নিরালম্বঃ সোঽয়ং কমিহ তমুতে যাতু শরণম্॥
(প্রার্থনাশ্রয়চতুর্দ্দশকম্—১০)

শ্রীরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভু শ্রীরূপ-গোস্বামি-প্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর বিরহ-ব্যথিত হইয়া এইরূপভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—আমার জীবাতু, যদীয় শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু অপূর্ব্ব প্রেমসিন্ধুর পরিমলবারির ফেনসমূহদ্বারা আমার ন্যায় নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তিকেও কৃপাপূর্ব্বক সর্ব্বদা যেরূপ সিক্ত করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। সম্প্রতি দুর্দ্দৈববশতঃ পদে পদে বিপদ্-দাবানলের দ্বারা গ্রস্ত হইয়া আমি আশ্রয়শূন্য হইয়াছি। অতএব এই আশ্রয়হীন ব্যক্তি এখনও যদীয় শ্রীরূপের পাদপদ্ম-ব্যতীত আর কাহার শরণ গ্রহণ করিবে?

শ্রীরূপের সম্বন্ধে শ্রীরঘুনাথ যে কথা বলিয়াছিলেন, শ্রীরূপের অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর ও বিশ্বগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের পাদপদ্মের সম্বন্ধেও আমাদের ন্যায় দুর্দ্দৈবগ্রস্ত বিপদ্-দাবানলে পতিত আশ্রয়শূন্য, নিতান্ত অযোগ্য কিঙ্করাভাসগণ আজ শ্রীল দাসগোস্বামি-প্রভুর পদাঙ্কানুসরণে সেই কথাই অকপটে বলিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে।

গৌড়ীয়-গগনের এক সুদীর্ঘ অন্ধকারযুগের পর যে ভক্তিবিনোদ-চন্দ্রমা গৌড়ীয়-জগৎকে পুনরায় উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন, তাহা আত্মগোপন করিলে অতুল অন্তর্জ্জগদ্-ব্যাপ্ত বারিধি অধিতীয় পরঃসম্বন্ধী অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যভাস্কর শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ শ্রীচৈতন্যবাণীর বিগ্রহ ধারণ করিয়া গৌড়ীয়ের শুদ্ধভক্তি-প্রচারাকাশে উদিত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকট-লীলা আবিষ্কারের পর শ্রীস্বরূপ-

সনাতন-রূপ-রঘুনাথ-শ্রীজীবাদি গোস্বামিগণ শ্রীচৈতন্য-বাণীর ধারা জগতে প্রবাহিত রাখিয়াছিলেন। গোস্বামিগণের অন্তর্ধানের পর শ্রীনিবাসাচার্য্য, ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ প্রমুখ আচার্য্যগণ রূপানুগ ভক্তিধারা জগতে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের তিরোভাবের পর গৌড়ীয়গগন ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইলে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রমুখ আচার্য্যগণ গৌড়ীয়-গগনের প্রোজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে উদিত হইয়া গৌড়ীয়ের অন্ধকারযুগের উপসংহার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অন্তর্ধানের পর গৌড়ীয়াকাশ সুদীর্ঘকালের জন্য অধিকতর নিবিড় কালিমায় আচ্ছন্ন হইল। জগতের ভাগ্যে, জগতের মহাদুর্দ্দিনের মধ্যে আসুরিক নাস্তিকতা ও বহুরূপী ধর্ম্মবিপ্লবের মধ্যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রভৃতি রূপানুগ-শুদ্ধভক্তি-কিরণজাল পুনরায় জগতে বিকীরণ করিয়া গৌড়ীয়ের সুদীর্ঘ অন্ধকারযুগের অবসান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে "দুঃখকলে পুরুষোত্তমাৎ"—এই ন্যায়বাণী সার্থক করিবার জন্য পুরুষোত্তমে শ্রীচৈতন্যের ভক্তিবিনোদ-ধারার সমুদ্ভবে গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর উদিত হইয়া যুগপৎ ক্ষেত্রমণ্ডল, গৌড়মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলে অনুপমেয় অমন্দোদয়-দয়ারশ্মি বিকীর্ণ এবং সমগ্র পৃথিবীতে শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ভক্তিবিনোদ-ধারার অমর্ত্ত্য প্রবাহ বিস্তার করিলেন। কিন্তু আমাদের পরম দুর্দ্দৈববশতঃ সেই আচার্য্যভাস্করও অধুনা অন্তর্ধান-লীলা আবিষ্কার করিলেন।

তিনি এই স্বল্পকালমধ্যে শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট-প্রচার-লীলায় জগতে শ্রীস্বরূপ-রূপ-গণের ও গৌর ধরার যে কত বিচিত্র আদর্শসমূহ সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা সংখ্যায় গণনা করা যায় না।

তাঁহার শ্রীমায়পুর গোবর্দ্ধনাস্থিত শ্রীচৈতন্যমঠ, তাঁহার শ্রীমধুবন তমালশ্যাম শ্রীরাধাকুণ্ডাস্থিত ব্রজপত্তন, গৌর-লীলার রাসস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গন, মধুপুরীস্বরূপ শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠ, তাঁহার প্রাত্যহিক শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট-প্রচারের মুখপত্র 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ', তাঁহার প্রীতি ও স্নেহপ্রবণতাস্বরূপ 'গৌড়ীয়', তাঁহার পরমপ্রিয় 'সজ্জন-তোষণী'-'হারমণিষ্ট', তাঁহার উৎকল ভাষায় শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মুখপত্র 'পরমার্থী', তাঁহার হিন্দি 'ভাগবত'-পত্র আসাম ভাষায় প্রকাশিত 'কীর্ত্তন', তাঁহার ভক্তিবিনোদ-চিত্তবিনোদক 'অনুভাষ্য', তাঁহার শ্রীগুরুদেবের উপদেশামৃত-বিবৃতি, শিক্ষাষ্টক ব্যাখ্যা, তাঁহার অভক্তি-মতান্ধকার-বিনাশক 'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব', তাঁহার 'বৈষ্ণব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম', তাঁহার প্রাকৃতসাহজিক মতবাদবিধ্বংসী 'প্রাকৃত-রসশতদূষণী' ও 'মনঃশিক্ষা', তাঁহার শ্রীরূপানুগবিরুদ্ধপরিভাষাধ্বান্তহারী শ্রীভক্তিরসামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও প্রমেয় রত্নাবলীর 'গৌড়ীয়ভাষ্য', তাঁহার 'ভক্তিধর্ম্ম', ইংরেজীভাষায় রচিত তাঁহার 'রায় রামানন্দ', 'ব্রহ্মসংহিতা', 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য', 'ধেমাল', 'পর-তত্ত্ব-জগদ্ধর্ম' (Relative worlds), তাঁহার জীবাতুস্বরূপ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', তাঁহার চেতনবাণীর বিজলীলাকালের বক্তৃতাবলী, পত্রাবলী, প্রবন্ধাবলী ও অভিভাষণসমূহ, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভারতব্যাপী ও ভারতের বাহিরের শুদ্ধসত্ত্বারামসমূহ, তাঁহার বহু সাধের 'শ্রীচৈতন্য-গাদপীঠ', লোকশিক্ষা-প্রচারের 'ভাগবতপ্রবর্ত্তনী'-সমূহ, তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার-লীলা, দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, দ্বারে দ্বারে শুদ্ধভক্তি-প্রচারক প্রেরণ, তাঁহার নবদ্বীপমণ্ডলের ক্রোশে ক্রোশে শুদ্ধভক্তির কীর্ত্তনসঙ্ঘারাম, তাঁহার 'সারস্বত শ্রবণ-সদন', তাঁহার 'গৌড়ীয়মঠ', তাঁহার কীর্ত্তন-প্রচারার্থ 'মৃদঙ্গ মুরজ' বা মুদ্রাযন্ত্রালয়সমূহ, তাঁহার প্রবর্ত্তিত 'ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য', 'সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য', 'সার্ব্বভৌম' পরীক্ষা প্রভৃতি, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'ভক্তিবিনোদ আসন', 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইন্‌স্টিটিউট্', তাঁহার 'পরিষদ্‌পীঠ', 'অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগার' (Thakur Bhaktivinode Research Institute) তাঁহার 'সারস্বতাসন', তাঁহার 'সারস্বতশ্রবণসদন অধিষ্ঠানরূপ নাট্যমন্দির', তাঁহার 'শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা', 'শ্রীব্রজধাম-প্রচারিণীসভা', তাঁহার সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব-বিজ্ঞানে পারমার্থতার জন্য অসংখ্য উৎসাহ-দান, তাঁহার চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতপালন-লীলা, তাঁহার 'শতকোটি মহামন্ত্রজপ উদ্‌যাপন'-লীলা, তাঁহার বিশ্বব্যাপী 'অমানত'-শ্লোক-ব্যাখ্যা-লীলা, তাঁহার অনর্গল অবিচ্ছিন্ন হরিকথা-কীর্ত্তন-লীলা, তাঁহার বৈষ্ণব-সভায় অভিভাষণ প্রদান-লীলা, তাঁহার একান্ত নিজস্ব ও মৌলিক স্বরূপ-রূপানুগ নবনবায়মান চমৎকারিতা-পূর্ণ ভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রকাশ-লীলা, ভক্তগোষ্ঠীর সহিত হরি-কীর্ত্তনে অনুক্ষণ অনুভূতপূর্ব্ব অনুরাগ-লীলা, তাঁহার পাবন-

ভজন ও প্রেমপ্রচারণ-লীলা, তাঁহার নিরপেক্ষতা, নির্ভীকতা, সিংহ-হুঙ্কারে অসৎসঙ্গ-পরিবর্জনপূর্ব্বক একান্ত সত্যনিষ্ঠার জন্য লোকনিয়ন্ত্রণ-লীলা, তাঁহার লোক-চিত্তাকর্ষী পরিব্রাজকবেষে সমগ্র ভারত-ভ্রমণ-লীলা, তাঁহার নবদ্বীপ-পরিক্রমা পুনঃপ্রবর্ত্তন-লীলা, তাঁহার ক্ষেত্র-মণ্ডল-দর্শন ও ভ্রমণ-লীলা, তাঁহার গৌড়মণ্ডল-পরিক্রমণ-প্রবর্ত্তন-লীলা, তাঁহার ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমণ-লীলা, তাঁহার মথুরায় ও রাধাকুণ্ডে কার্ত্তিকব্রত-উদ্‌যাপন-লীলা, তাঁহার উৎকলে সপ্তাহব্যাপী হরিকীর্ত্তনোৎসবানুষ্ঠান-লীলা, তাঁহার পণ্ডিত জীবকে বেদার্থবর্ণনপূর্ব্বক সংশোধন ও স্বচরণে স্থান-প্রদান-লীলা, তাঁহার অধিতীয় বিদগ্ধ-নটন-লীলা, তাঁহার কোটিকন্দর্পদর্পহরসুন্দর ঔদার্য্য, কোটি-সমুদ্রবৎ গাম্ভীর্য্য, অতিমর্ত্ত্য বন্ধু-কোটিবৎ বাৎসল্য, অতি-মর্ত্ত্য শিক্ষকোটিবৎ আশ্রিত-পালন, দীক্ষিত সেবকগণকে, ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণকে ও গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃ সজ্জনগণকে নবনব-ভক্তিসূচক নামে বিভূষিত-করণ-লীলা, তাঁহার পঞ্চ-রাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়-প্রবর্ত্তন-লীলা, তাঁহার অতুলনীয় অতিমর্ত্ত্য গুরুগৌরাঙ্গ-ভাব, তাঁহার শ্রীনাম-প্রচারিণী সভার সভাপতিত্ব-লীলা, শ্রীনামের মুখ্য-সেবা উদ্ধার ও সর্ব্বতোভাবে শ্রীনামের ঔজ্জ্বল্যবিধানব্রতলীলা, নবদ্বীপের প্রতি ধামে নবধা-ভক্তির আশ্রয় ও বিষয়-বিগ্রহের অর্চ্চাবতার-প্রকটন-লীলা, তাঁহার ভক্তিবিনোদ-সেবা-সর্ব্বস্বতা, শ্রীরাধাকুণ্ডে ব্রজধামসমন্বয়কুঞ্জ স্থাপনপূর্ব্বক ভক্তিবিনোদ-দ্বারে অপ্রাকৃত-ভাবসেবা-প্রকাশ-লীলা, তাঁহার শ্রীরূপমঞ্জরীর বার্ষভানবীর প্রতি অনুভূতপূর্ব্ব পক্ষপাতিত্ব, তাঁহার পরমপ্রিয় পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র, বিগুণিত বিপ্রলম্ভ আলালনাথ, চটকপর্ব্বত, চটকপর্ব্বতে ব্যাসপূজা-লীলা, গোবর্দ্ধন-পূজা-লীলা, তাঁহার গদাধরানুগত্য, পুরুষোত্তমে শ্রীরূপানুগত্যে গৌড়ীয়ের প্রাণধন রাধানাথ গোবিন্দের মন্দির-প্রকটন-লীলা, অবিশ্রান্ত হরিকীর্ত্তন-লীলা, অনুঘাতিনয়ের মধ্যেও অবিশ্রান্ত জীবদুঃখকাতরতা, অনর্গল হরিকীর্ত্তন-লীলা ও সংখ্যাতীত স্বতন্ত্রন-বিতন্ত্রন-লীলা আজ হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাদিগকে তাঁহার বিরহে মুহুর্মুহুঃ অধিকতর উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে। আজ তাঁহার বিরহে তাঁহার অতি সাধের গোবর্দ্ধনাভিন্ন শ্রীচৈতন্য-মঠ, প্রিয়তম রাধাকুণ্ডাভিন্ন ব্রজপত্তন, তাঁহার কীর্ত্তন-মুখ-রিত সারস্বত-শ্রবণ-সদন, তাঁহার শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভজন-মন্দির, তাঁহার পাংশুরাগ-বিভূষিত ভক্তিবিনয়-ভবন, তাঁহার বাণীমুখর অধিষ্ঠানরূপ শ্রীমায়াপুর, তাঁহার বন্ধু-সাধের ভজনাগার "চটকপর্ব্বত", নব-প্রতিষ্ঠিত গোবর্দ্ধন-ভজন-কুটীর সমস্তই মূর্ত্তিমান্‌শূন্য বোধ হইতেছে, সমস্তই সর্ব্বস্ব হারাইয়াছে সমস্তই অন্ধকার হইয়াছে—

শূন্যায়তে মমাপোষ্ঠে গিরীন্দ্রোদ্ধরণায়তে।
ব্যাঘ্রতুণ্ডায়তে কুণ্ডং জীবাতুরহিতক্ষণে॥

(প্রার্থনাশ্রয়-চতুর্দ্দশকম্—১১)

জীবাতু শ্রীহরির বিরহে আমার নিকট মহাপোষ্ঠ মুক্তের ন্যায়, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন অজগরের ন্যায় ও শ্রীরাধাকুণ্ড ব্যাঘ্রতুণ্ডের ন্যায় বোধ হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকটলীলায় পর বিরহ-ব্যথিত হইয়া তাঁহার প্রিয়তম শ্রীরূপ গাহিয়াছিলেন—

রথারূঢ়স্যাগ্রে দয়িতপতিরীলাচলপতে-
রনভ্রপ্রেমোর্ম্মিস্ফুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃততয়ৈষ্যৎসহচরৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥

(স্তবমালা—৭)

রথারূঢ় নীলাচলপতি শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখবর্ত্তী-পথ-মধ্যে বৈষ্ণবগণ মহানন্দে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলে যিনি তাঁহাদের সঙ্গে যোগদান করিয়া মহাপ্রেমতরঙ্গে বিবশ হইয়া নৃত্য করিতেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব পুনর্ব্বার কি আমার নয়নপথের পথিক হইবেন?

শ্রীরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যবিরহ-ব্যথিত হইয়া স্তব করিয়াছিলেন—

নিজয়ে গৌড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্
ইয়েক্ষেত্রোবর্ত্তং গময়ন-বিধিনা কীর্ত্তয়ত তোয়ৈঃ।
ইতিপ্রাদাৎ শিক্ষাং জনক ইব তেভ্যঃ পরিবিশন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন-সরণীং যাস্যতি পুনঃ॥

(স্তবাবলী—৫)

যিনি জগতে গৌড়দেশীয় জনগণকে আত্মীয়রূপে স্বীকার করিয়া—"হে জনগণ, তোমরা সংখ্যানুসারে 'হরে কৃষ্ণ' এই নাম কীর্ত্তন কর"—এইরূপ বাক্যে পিতার ন্যায় উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গদেব কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন?

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ শ্রীগৌরহরির লীলা-সঙ্গোপনের পর ভক্তিমার্গের বিশৃঙ্খলতা দেখিয়া খেদ করিয়া গাহিয়াছিলেন—

ক্বাপ্যহং কথমু কুত্রচিজ্জনস্তথো যোগাদিকং কুত্রচিৎ
গোবিন্দার্চনবিক্রিয়াঃ ক্বচিদহো জ্ঞানাভিধানঃ ক্বচিৎ।
শ্রীভক্তিঃ ক্বচিদুজ্ঝতাপি চ হরের্বাত্মাত্র এব স্থিতা
হা চৈতন্য কৃতো গতোঽসি করুণা কুত্রাপি তে নেক্ষ্যতে ॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্—১৫৮)

হা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! তুমি কোথায় প্রস্থান করিলে? তোমার শুদ্ধ 'রসপুষ্ট উন্নতোজ্জ্বলরস-ভক্তিমার্গ আর কোন সম্প্রদায়েই ত' দৃষ্ট হয় না। কোন সম্প্রদায়ে কর্ম-জড়তা, কোন সম্প্রদায়ে তপঃ, জপ, যোগাদি, কোন সম্প্রদায়ে অর্চ্চনমার্গে গোবিন্দ-পূজনবিধি, কোন সম্প্রদায়ে জ্ঞান-মিশ্রভক্তি এবং কোথাও বা উজ্ঝিতভক্তি আচার-বিহীন বাক্যমাত্রেই অবস্থান করিতেছেন।

অভিব্যক্তো যত্র দ্রুতকনকগৌরো হরিরসু-
স্মরিদ্রা তস্যৈব প্রণয়রসময়া ভক্তিসুহৃৎ।
অসূত্রৈশ্চৈতন্যস্তমহহরিদংকীর্তনবিধিঃ
স কালঃ কিং ভূয়োঽপ্যহহপরিবর্ত্তেত মধুরঃ ॥

(ঐ—১৩২)

যেকালে গলিত-কনককান্তিকলেবরস্থ শ্রীহরি প্রপঞ্চের গোচরীভূত হইয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার প্রভাবে পৃথিবী প্রণয়রসে মগ্ন এবং উচ্চৈঃস্বরে তুমুল কৃষ্ণ-সংকীর্তন-প্রণালীও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। হায়! সেই মধুরকাল আর কি পুনরায় ফিরিয়া আসিবে?

সৈবেয়ং ভুবি বঙ্গগৌড়নগরী সোঽপি সৈবাম্বুধেঃ
সোঽয়ং শ্রীপুরুষোত্তমো মধুপতেস্তাস্যৈব নামানি তু।
ন্যূনং কুত্রাপি নিরীক্ষ্যতে হরিহরি প্রেমোৎসবস্তাদৃশো
হা চৈতন্যকৃপানিধান তব কিং বীক্ষ্যো পুনর্বৈভবম্ ॥

(ঐ—১৪০)

পৃথিবীতে সেই এই বঙ্গ গৌড়নগরী, সেই এই সমুদ্রের উপবনাধিযুক্ত-তীর, সেই এই শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীকৃষ্ণের সেই সকল 'হরেকৃষ্ণ' আদি নামও বর্ত্তমান, হরি! হরি!! কিন্তু কোথাও ত' তাদৃশ প্রেমানন্দোৎসব দৃষ্ট হইতেছে না। হা চৈতন্য, হা কৃপানিধে, তোমার বৈভব পুনরায় কি আমার নয়নগোচর হইবে?

শ্রীসনাতন-রূপাদি গোস্বামিবর্গ ও নিজ অধীশ্বর শ্রীলোকনাথ গোস্বামি-প্রভুর অদর্শনে ব্যথিত হইয়া ঠাকুর নরোত্তম বিলাপ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন,—

সব হৈল অদর্শন, শূন্য হৈল ত্রিভুবন,
আঁধার হইল এবা আঁখি।
কাহারে করিব দুঃখ, না দেখাঙ হায় মুখ,
আছি যেন মরা পশুপাখী ॥
যে মোর জনের ব্যথা, কাহারে কহিব কথা,
এছার জীবনে নাহি আশ।
অহরহ দিয়ে যাই, মরিয়া নাহিক যাই,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস ॥

জীবের সম্ভোগবাদ বা ভুক্তি-মুক্তি-পিপাসা প্রবল হইলেই গৌর-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুবাদনস্থ আত্মগোপন করেন। আমরা মন্ত্রমূর্তিহীন হইয়া প্রত্যহ ভোগ ও ত্যাগ-পিপাসা হৃদয়ে লুকাইয়া যখন কেবল ব্যবহারিকতায় ক্রিয়াকাণ্ড ও হরিকীর্ত্তনের ছল করি, কেবল মৌখিকতায় "পাষাণে কুটিব মাথা, অনলে পশিব। গৌরাঙ্গ-গুণের নিধি কোথা গেলে পা'ব ॥"—প্রভৃতি মহাজনগণের পদ আবৃত্তি মাত্র করিয়া ক্ষান্ত হই, ঐকান্তিকে শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক গুরুপাদপদ্মের সেবায় নিযুক্ত না থাকিয়া নাম-পুরুষ-প্রতিষ্ঠাদিকে বহুমানন করিতে থাকি, তখনই পরম কৃপালু গৌর-পার্ষদগণ আত্মগোপন করেন। আমরা যাঁহাকে আত্মাভিন্নতায় প্রত্যক্ষে বুঝিতে অসমর্থ হই, তিনি তাঁহার বিরহের মধ্যে তাঁহাকে বুঝিবার দ্বিতীয় সুযোগ দেন, গৌরজনের এত করুণা।

শ্রীচৈতন্যের অপ্রকট-লীলা আবিষ্কারের পর শ্রীরূপাদি গোস্বামিবৃন্দ তাঁহার বাণীই প্রচার করিয়া, "শতমুখে শত বলিয়া ও শত লেখনীতে শত লিখিয়া' সকল সেবোন্মুখ ব্যক্তির নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের নিত্য-স্থিতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। শ্রীস্বরূপ-রূপের অন্তর্ধানের পর স্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথ ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রমুখ তদীয় অন্তরঙ্গ জন প্রার্থনা করিয়াছিলেন—যেন শ্রীরূপমঞ্জরীর শ্রীরাধাগোবিন্দের কীর্ত্তি প্রচার করিতে করিতে ও শ্রীরাধাগোবিন্দের পরস্পর রাগ ও রমণীয় পারমহংস্য স্মরণ করিতে করিতে, শ্রীরাধাৎপন্ন দ্রব্যে কোনভাবে জীবন-ধারণ করিতে করিতে নিত্যকাল শ্রীরাধা-কুণ্ডে বাস করিতে পারেন। আশ্রয়-বিগ্রহকে সর্ব্বতোভাবে

করিয়া বিগ্রহবিগ্রহের নামোচ্চারণ করিতে করিতে কেন দিনসমূহ অতিবাহিত করিতে পারেন।

(প্রার্থনাশ্রয়-চতুর্দশকম্—১২-১৪)

শ্রীস্বরূপ-রূপাগ্রজবর গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর তাঁহার অন্তর্ধানের অব্যবহিত পূর্ব্বে উপদেশমুখে আমাদিগকে বলিয়াছেন,—"পৃথিবীতে পরমোৎসাহের সহিত প্রবলভাবে শ্রীরূপের কথা আচারমুখে প্রচার করিতে থাকুন, তবেই আপনাদের মঙ্গল হইবে। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মবীর বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবীর প্রভৃতির প্রতিযোগী বা অন্যতম কোন বস্তু হইতে চাহিবেন না। ঐরূপ কোটি কোটি কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীরের আদর্শ অপেক্ষা আমি জন্মে-জন্মে শ্রীরূপের পাদপদ্মের একটি ধূলিকণা হইতে চাহি। ইহা ব্যতীত উচ্চতম অকপট অভিলাষ যেন আমাদের কখনও না হয়।"

আচার্য্যবর্য্য ১৪শ বর্ষের 'গৌড়ীয়ে' যে শেষ প্রবন্ধটি কৃপা-পূর্ব্বক তাঁহার স্বহস্তে লিখিয়া পুরী হইতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহার কএকটি মনোহভীষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—

"গৌড়ীয়গণ শুদ্ধ ভগবদ্ধামে পাঠকগণ ও গ্রাহকবৃন্দ বিজ্ঞাপন দান করুন। পাঠিগণেও যাহাতে গৌড়ীয়ের বিচার বিস্তৃতি লাভ করে, তজ্জন্য বৈষ্ণবগণের কৃপা-প্রার্থী হওয়াও প্রার্থনীয়। তাঁহাদের কৃপায় দুরাশেপ, বিশেষতঃ লণ্ডনে গৌড়ীয়-কথা আলোচিত হইতেছে। পাঠিগণের আর কেহ বাকী থাকে?

তাঁহার অনোভবের প্রার্থনা'র পঞ্চম পর্য্য এবং তাঁহার ভক্তিবিনোদের প্রোক্ত শীতিহস্ত ও পরমার্থ-পাঠিকা পরমেশ, উৎকল অবনীর ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে কীর্ত্তিত হউক। তাহিম তাহার 'পরমার্থতি', আর তাহার 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত' প্রচার-বলে ভক্তদেশবাসী বিদ্বানই পরমার্থ-পথের সন্ধান পাইতে পারিবেন।

গৌড়ীয়-বিরক্তি-মহোদয়গণ গৌড়ীয়ের আবশ্য বর্দ্ধন করুন। সকল দেশের গৌড়ীয়গণ শ্রীচৈতন্যসেবার দৃঢ়তা লাভ করুন। "পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্ম-নামে চলে। ভাগবত করে তাহা পরিপূর্ণ ছলে।" —এই কথা সমগ্র মানবজাতির নিরপেক্ষ ধর্ম্মের বিবৃতি হউক। 'ভাগবতধর্ম্ম' ও 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত' বিশ্বের জ্ঞানীগণের আরাধ্যবস্তু হউক। জীবাত্মা নিরপেক্ষধর্ম্মের বিজয়পতাকা বহন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানকে একই বস্তু জানুন। অনুক্ষণ ভাগবত-শ্রবণ-কীর্ত্তন ও তদ্বিচারপরা স্মৃতি গৌড়ীয়গণের ও বিশ্ববাসীর অনুশীলনীয় হউন। ভাগবতীয় ধন বিচারের তুলাটিকা লাভের হইতেই ভাগবতধর্ম্মনীতিমালায় সম্পাতে মানব-জন্ম ইহিতে বিমুক্তি হইবে।"

কএকদিন পূর্ব্বে পুরীতে অবস্থানকালে প্রভুপাদ কলাকুমারিকায় গমন করিয়া মঠস্থাপনের জন্য বিশেষ উদ্গ্রীব হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অষ্টাশীতিবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-বর্ষে মাদ্রাজ হইতে যে অভিভাষণ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে বলিয়াছিলেন,—

"মাদ্রাজীবিগ্রহের বিলাস-বৈচিত্র্য বাক্তিগতের অধিক গ্রন্থে যে বিপ্রলম্ভবিগ্রহা মহাপ্রভুরূপা দুর্গা, তাঁহাকে কেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিপ্রলম্ভরসোদ্বেষক মহাভাবস্বরূপে দর্শন না করিয়া ধরির অদর্শ মহাকালের অন্যা বিরহাবেশে কাল্পনিক দেখিতে যাই? ওঃ! পাশ্চিমাত্যে বিকৃত ঘনিত দৃষ্টিতে বিবর্ত্তবাদাদর্শ। এই অন্যা গোপীকে দর্শন দিবার জন্য গোপীজনবল্লভ অনুরাগের সহিত শিক্ষিত্রী পরোয়া গোপীর ভাব লইয়া তাঁহাকে কৃপা করিবার জন্যই দুরাশিকা অবতীর্ণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। গতকল্পের বর্ষাবাসান, ভক্তি-প্রধান পথের রাগানুগ চেষ্টা কি আবার শ্রীরাধাগোবিন্দের বিচারবিলাস দেখাইবার জন্য দুরাশিকা অবতীর্ণে শ্রীগৌরসুন্দরের ও শ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর অর্চ্চাবতারস্বরূপে প্রকটিত হইবেন না?"

শ্রীল প্রভুপাদ গত বৎসর শ্রীবাসাঙ্গনে শ্রীব্যাসপূজার সময় যে "অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগার" উন্মোচন করিয়াছেন, তাহার সেবা তাঁহার মনোহভীষ্টের কেটি প্রধানতম বিষয়। অধোক্ষজ গুরুপাদপদ্মের সহিত True and proper adjustmentকেই প্রভুপাদ 'অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন' বলিয়া জানাইয়াছেন।

গত বৎসর শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার সময় প্রভুপাদ নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপে নববিধা ভক্তির আশ্রয় ও বিষয়-বিগ্রহের শ্রীমূর্ত্তি সংস্থাপন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সাতটি দ্বীপে শ্রীমূর্ত্তি-সেবা প্রকাশিত হইয়াছে। সীমন্তদ্বীপে শ্রবণাশ্রয় সীমন্তবিষ্ণুর প্রভুর সেবা ও কোলদ্বীপে লক্ষ্মীদেবীর আনুগত্যে সেবাশ্রয়ীর পদসেবনরত প্রকাশিত হওয়া অবশিষ্ট রহিয়াছে।

ব্রজমণ্ডলের গোকুলে ও কামবনে শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করাও শ্রীল প্রভুপাদের একটি বিশিষ্ট অভিলাষ ছিল।

অষ্টোত্তরশত শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ-স্থাপন-সঙ্কল্পের মধ্যে আটটি স্থানে পাদপীঠ স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যবাণীর আনুগত্যে এখনও আরও শতস্থানে পাদপীঠ স্থাপন করিয়া আমাদের গৌরজনের মনোহভীষ্ট দেবার পরিপূরণ করা আবশ্যক।

'বৈকবমহুষা'-প্রকাশ তাঁহার শ্রীচৈতন্তমনোহভীষ্ট-প্রচার-সেবার একটি প্রধানতম ব্রত। তাঁহার অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের অব্যবহিত পূর্ব্বের বাণীতে তিনি তাঁহার সেই সেবার ভারটি গ্রহণ করিবার কথা সর্ব্বাগ্রে বলিয়াছেন। মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরকেও তিনি বলিয়াছিলেন—'যদি আমি এখন বৈকবমহুষা শেষ করিতে না পারি, তাহা হইলে কেবল এই জন্তই আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিয়া এই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইবে।' অতএব বৈকবমহুষার সেবায় আমরা নিশ্চয়ই প্রভুপাদের সহায়ী থাকিব না।

চট্টগ্রামে গৌরজন্মোৎসব দিবস শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন—"গৌরজন্মভূমির চট্টগিরির অত্যুন্নত প্রদেশে শ্রীগোরাঙ্গদেবের শ্রীমন্দির হইবে, তাহার চতুষ্পার্শ্বে অষ্টদলের প্রকোষ্ঠ এবং উহার প্রত্যেক অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ-প্রকোষ্ঠে বিভিন্ন অস্ত্র-সমন্বিত চতুর্ভিংশতি অবতারের শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইবে। শ্রীল প্রভুপাদের সেই মনোহভীষ্ট-পরিপূরণসেবাও আমাদের একটি বিশেষ কর্ত্তব্য।

হেমুখ-শ্রীগৌড়ীয়মঠাদিতে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী স্থাপনের জন্ত শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট-লীলা আবিষ্কারের কতকদিবস পূর্ব্বেও তথায় গমনের অভিলাষ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের সেই মনোহভীষ্ট পরিপূরণের জন্ত অনুরাগী সেবকগণ অনেকেই অগ্রসর হইয়াছেন।

নবদ্বীপে 'অধোক্ষজ' বিষ্ণুমন্দির ও 'পতিতপাবন' শ্রীজগন্নাথের অর্চ্চাবতার প্রকাশও শ্রীল প্রভুপাদের একটি প্রধান মনোহভীষ্ট। ত্রিপুরেশ্বর পরমশ্রীমৎ ত্রিপুর বীর-বিক্রম দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর ধর্ম্মনগরস্থ মহারাজ আচার্য্যের সেই মনোহভীষ্ট পরিপূরণের জন্ত অগ্রসর হইয়াছেন।

হরিদ্বারে সারস্বত-গৌড়ীয়মঠাদিতে শুদ্ধভক্তসজ্জারাম-প্রকাশও আচার্য্যের একটি মনোহভীষ্ট। তাহাও তাঁহারই কৃপায় পরিপূর্ণ হইবে, এইরূপ আশা করা যাইতেছে।

শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-প্রকাশনের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, উহা সমাপ্ত করিয়া তথায় শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী আচারমুখে প্রচার করা শ্রীল প্রভুপাদের একটি মনোহভীষ্ট ছিল। শ্রীল প্রভুপাদের এই মনোহভীষ্টও তদনুরাগী সেবকগণ পরিপূরণ করিবেন।

এ বৎসর ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হইবে, শ্রীল প্রভুপাদ এইরূপ মনোহভীষ্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন। আচার্য্যাত্মিক প্রভুও ইহা অনুমোদন করিয়াছিলেন। ঢাকা-শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠে আগামী শ্রীব্যাসপূজানুষ্ঠানের জন্ত আয়োজন হইতেছে।

স্বরূপরূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁহার মনোহভীষ্ট নিত্য ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণময়। সেই মনোহভীষ্টের সেবা একতানে ও একপ্রাণে অনুশীলন করিবার জন্তই জীবন-ধারণ আচার্য্য-বিরহানুভূতি। আমরা রূপানুগবর প্রভুপাদের সমগ্র চরিত্রে এই আদর্শই পরিপূর্ণভাবে দেদীপ্যমান দেখিয়াছি। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মনোহভীষ্ট ও তৎপ্রতিবন্ধকের কথা ১৩০২ সনের ১৮ই চৈত্র তারিখের শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে লিখিত একখানি পত্রে যাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলীর ২য় খণ্ডের ৫০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রচারকার্য্যে সকলের কিরূপ একতাৎপর্য্যপর হওয়া আবশ্যক, তাহাও তৎপরবর্ত্তী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

"সকলে মিলিয়া মিশিয়া ও একতাৎপর্য্যপর হইয়া হরিসেবা করুন,—ইহাই আমার প্রার্থনা। 'একাকী আমার নাহি পায় বল'—এই পদটি স্মরণ রাখিয়া সকলে মিলিয়া আমাদের অভীষ্ট-কীর্ত্তন-যজ্ঞ সম্পাদন করুন।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মনোহভীষ্ট সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায় শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি ঠাকুরের নিম্নলিখিত আদেশ জানাইয়াছেন,—

১। বৃদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মাশ্রমধর্ম্ম-সংস্থাপন-কার্য্যই প্রকৃত বৈষ্ণব-সেবা বলিয়া জানিবে।

২। ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার ও প্রাকৃত প্রচার ও আচার-দ্বারা সকল বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত সর্ব্বথা দলন করিও।

৩। মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, ভক্তিগ্রন্থের প্রচার ও নামহট্টের প্রচার (নির্জ্জন ভজন নহে) দ্বারাই শ্রীমায়াপুরের প্রকৃত সেবা হইবে।

৪। শ্রীমদ্ভাগবত, ষট্‌সন্দর্ভ, গোস্বামিদর্শন প্রভৃতি

প্রভুর তত্তদ্ভক্তিতাৎপর্য্যময়তা দেখাইবার আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, সেই কার্য্যের ভার তুমি গ্রহণ করিবে।

শ্রীস্বরূপরূপাদ্যগণের আনুগত্যে ভক্তিবিনোদগৌরবাণীর মনোহরীই-কীর্ত্তনযজ্ঞে আমরা কবে এই দেহ আহুতি প্রদান করিতে পারিব? শ্রীরূপানুগবরের প্রত্যক্ষ আদর্শ দেখিয়াও কি আমরা সেই লোভে আকৃষ্ট হইতে পারিব না?

—:০:—

আচার্য্য বিরহে

পরম করুণাময় শ্রীচৈতন্যবাণী,
নীলাচল সিন্ধুতটে হইয়া উদয়,
প্রচারিয়া জগতরি' শ্রীহরি-কাহিনী,
প্রকাশ করিলা লীলা,—শ্রীগুরুবিনয়।
অযাচ কৃপায় যিনি শ্রীগুরুরূপ,
অকপট ভৈক্ষে কবে করিব বরণ?

শ্রীহরিবিমুখ দেব। করুণার নিত্য প্রস্রবণ।
অনাথ জনার বন্ধু। গুরুদেব। পতিতপাবন।
মূর্ত্তিমান্ গৌরবাণী, এসেছিলে বড় কৃপা করি',—
তিনি নাই অন্ধ মোরা, তুমি নাই কর্ম্মপুট ভরি'।
হায়, হায়, হেলাভরে হারায়েছি অমূল্য রতন,
হে ঠাকুর। তাই কি গো ধীমগণে কৈলে উপেক্ষণ?
সেবায় অলস মোরা, না ভজিনু করুণা তোমার,
হেরিয়া মোদের দশা, অপ্রকট কৈলে আবিষ্কার।
কৃষ্ণসেবা বিতরিতে এসেছিলে এ' ভুবন' পরে,
অশেষ উপায়ে সেবা, শিক্ষা দিলে বিমুখ বিশ্বেরে।
হে গৌর-করুণাশক্তি! দীননাথ কৃপা-পারাবার!
কবে বা চরণ-পদ্মে আর্ত্তি-ঘন দিব উপহার?
ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী সকলিখে মন্দাকিনী-ধারা,
এ'ধারা বহিলে শিরে ভেঙ্গে যায় 'মায়া-বাসা' কারা।
কর্ম্মজ্ঞানের মোহ-নিগড় পলকে যায় যে টুটি,
শুদ্ধ প্রাণের সেবা-প্রবৃত্তিতে কল্যাণ-মুকুর ফোটে।
ভব-দাবজ্বালা নিভিয়া সেবায়, প্রেয়ঃ-চন্দ্রিকা হাসে,
বিশ্ববন্ধুর জীবন-দেবতা অবিদ্যা-তিমির নাশে।
সে ধারায় আছে ব্রজবিপিনের মিষ্ট-প্রসন্নতা,
আছে সে প্রবাহে, গৌরবনের উদার করুণা-কথা।
সে ধারায় রহে শ্রীরূপ-রঘুর স্তব-গাথা-ঝঙ্কার,—
বিপ্রলম্ভময় ভজন-চাতুরী,—অনুপম গোড়ীয়ার।
আছে, তা'তে আছে, বিষ্ণু-বৈষ্ণবের কেবল সেবন-প্রীতি,
সেব্যের সুখ-বিধানের তরে, অগাধ অতুল প্রীতি।

সঞ্জীবনী বাণী তব, মৃত্যুময় ভুবনের মাঝে,
না পিয়ে সে সুধাধারা, মত্ত ছিনু শত দুঃখ কাজে,
কৃষ্ণ-আরাধন-তত্ত্বে বিন্দুমাত্র অনুরাগ নাই,
হেরিয়ে কি বিমুখতা, তিরোধান আনিলে গোঁসাই?
হে হরিবিরহিত প্রভো। চৈতন্যবাণীর অবতার।
কবে বা কৃপায় তব বাণী-পূজার পা'ব অধিকার?
শ্রীহরিবিমুখ বিশ্ব চাহেনা সে আপন কল্যাণ,
বিষেরে অমৃত বলি' নিরন্তর করিছে সে পান,
ভুক্তি-কথা, মুক্তি-কথা, বিশ্বচিত্ত নিয়েছিল হরি'—
অন্য অভিলাষরাজি বাজাইত সদা জয় ভেরী।
পরিয়া সাধুর সাজ, কলিচর ধর্ম্মধ্বজিগণ,
নানা দুষ্ট ক্রিয়াকাণ্ডে করিত যে মায়ার তর্পণ—
দেবারাধী সহজিয়া আপনারে কহিত বৈষ্ণব,—
শাস্ত্র-মন্ত্র-ব্যবসায়ে প্রচারিত কেবল কৈতব—
ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিনা ছিন্ন ছিল নিখিল আঁধার,
সে দুর্যোগে বাটপাড় হরি' নিত ধন-রত্ন তা'র।
সত্য কথা কে বলিবে? সত্য ছিল নিবিড় গুহায়—
এহেন দুর্দ্দিনে প্রভো, আবির্ভূত হইলা কৃপায়
নীলাচল সিন্ধুতটে; গৌড়ীয়গগন-প্রভাকর;
প্রখর কিরণ-করে পলাইল সব মায়া-চর।
নির্ভীক কণ্ঠেতে তব বিরাজিত সিংহের হুঙ্কার,
সত্যের মর্য্যাদা-হানি সহে নাই কখনও তোমার।
(তুমি) অসতের যম-সম, সজ্জনের পরম সুহৃৎ
বজ্রসম নিরন্তর এ'বিশ্বের করিয়াছ হিত।
অকপট সত্যব্রত। দুর্জ্জিত-দমনী প্রভুবর।
তোমার চরণে কবে সুপ্রসন্ন হইবে অন্তর?
মায়া-অনুরাগ-বশে, চাহিনা তো করিতে সেবন,
সেবার উৎসাহ দিতে কতভাবে ক'রেছ যতন,
অযুথাস্থ সেবা-চেষ্টা তোমারে করেছে আনমিত,
কতই আগ্রহভরে (চাহিয়াছ) সেবকের হিত,

রাজা-প্রজা, ধনী-দীন, দুর্বৃদ্ধি-বিজ্ঞ, সুরূপ-কুরূপ,
সকলেরে সমকৃপা, সবাপ্রতি একই স্বরূপ।
এমন করুণাসিন্ধু, জগদ্গুরু অভিন্ন নিতাই,
অহেতুক জীব-বন্ধু নাই নাই, তোলনাতে নাই।
কৃষ্ণনাম প্রচারিতে এসেছিলে মহত মাঝারে,
অপূর্ব ভজন-রীতি শিক্ষা দিলে জগতের দ্বারে।
মোদের দৈন্যতা হেরি' হে দয়াল পেয়েছ বেদন,
অতই যে করুণায় ভরিয়াছে কমল নয়ন।
হায়! কভু দুঃখ নাই, চিন্তি নাই করুণা তোমায়,
যেন চিন্তামণি ধনে অনাদর করিনু অপার।
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধো! একমাত্র অভয় তারণ।
কবে বা চরণ-যুগে অকপটে লইব শরণ?
কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা,—কে জানাল মর্মকথা সার?
সর্বেন্দ্রিয়ে হরি-তুষ্টি, কে জানাল মহত্ত তাহার?
জনকে মাধব-সেবা কে শিখাল কথা অভিনব,
বিশ্বের যা' কিছু দ্রব্যে কে দেখাল সেবার গৌরব?
কে জানাল ভোক্তা—কৃষ্ণ, জীব শুধু ভোগ্যবস্তু যত,
ভ্রষ্টা এক জগন্নাথ, জগৎ যে তাঁরই দৃশ্য রথ।
পাপ পুণ্য, দুই-ই রোগ, ভোগ-মোক্ষে করিয়া ধিক্কার—
ভক্তিক-পীড়িত বিশ্বে কে বহিল কৃষ্ণ-কথা সার?
যাহার যে টুকু আছে তাই দিয়ে করা যায় সেবা,
চাই শুধু 'আমা প্রাণ'—এ' বাণী শুনাল বিশ্বে কেবা?
ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র পরিবেশও আছে, আছে সেবা অধিকার,
পিতার অমৃত ধনে সন্তানের দাবী যে অপার।
প্রয়োজন—ঔদার্যতা, অকপট আত্মনিবেদন,
এ মহা করুণা-বাণী শুনালে কি করিয়া যোষণ
শ্রীহরি-তোষণ-যজ্ঞে সেবকেরে নিয়োজিত করি'
স্বপ্ন-মণি-মঞ্জুষারে উষাড়িয়া দিয়াছ বিতরি'।
শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত জগ-মাঝে করিয়া প্রচার,
অচৈতন্য বিশ্বপুরে প্রাণশক্তি সিঞ্চিলে আবার,
মায়ার বিক্রমে যা'রা জর্জরিত ছিল নিশিদিন,
মরণের হাহাকারে ছিঁড়েছিল মানসের বীণ,
তাদেরো চেতন-মন্ত্রে কৃপাবলে করিয়া দীক্ষিত,
কৃষ্ণ-সেবা-মহোৎসবে যোগপীঠে করিলে মিলিত,
হরিসেবা-সুখ-রোলে পরিপূর্ণ করিয়া অবনী—
কতই না সুখোৎসব, প্রকাশিলে তত্ত্ব তথ্যমণি।
অপ্রাকৃত দুঃখোৎসবে আর্ত জনে করি' নিমন্ত্রিত,
কল্যাণ-তরুর ফল বাঁটি দিলে শাস্ত্র-সুবিহিত।
হায় হায়! না চিনিনু, না হেরিনু, সে সুখ-বিলাস,
যে অভিন্ন নিত্যানন্দ। পূরিবে কি মনো অভিলাষ?
কবে বা চরণপদ্ম অকপটে করিয়া আশ্রয়,
জীবনের বীণাযন্ত্রে নিরন্তর গাবো তব জয়?
মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে ঘোরা, হেরিতেছি মোহ-প্রহসনী,
কাচ পণ্যে মায়াদেবী সাজায়েছে বিশ্বের বিপণি,
কৃপাময় প্রভুবর! আমাদের করিতে উদ্ধার,
সংশিক্ষা-প্রহসনীতুল্যে করিলে সুবিস্তার।
কুশিক্ষা-পীড়িত বিশ্বে শিক্ষা দিতে শ্রীহরি-মহিমা,
(পর)-বিদ্যাপীঠ স্থাপিয়াছ; নাই তব করুণার সীমা—
ভক্তি-বিনোদ-বাণী, পূর্ণভাবে করিতে বিস্তার,
আজ বিদ্যালয় রচি' কত জনে করিছ উদ্ধার।
মঠ স্থাপি' দেশে দেশে সবারে করিলে আকর্ষণ,
কত প্রান্ত পথ-প্রান্ত, শক্তিতেছে নিত্য সেবাধন।
হিমালয় হ'তে কুমারিকা, ঐ সুদূর সাগর পার,
চেতনবাণীর বিজয় কেতন করিলে হে সুবিস্তার।
দেশে দেশে প্রেরি' নিজজনগণে, শুনায়ে শ্রেষ্ঠবাণী—
উত্তমশ্লোকের গুণানুকীর্তনে টানিলে অমৃত প্রাণী।
নানান্ ভাষায় করিলে প্রকট (কৃষ্ণ)-পদের অবতার,
পত্রিকা-আকারে দিলে ঘরে ঘরে হরিকথা-সুধাসার।
সেই কলধ্বনি পশিল যেথায়, সেথায় মহোৎসব;
শ্রীরূপ-অনুগ বিনোদবাণীর মঙ্গলময় রব।
হে হরি-দয়িত প্রভো! করুণায় নিত্যপ্রবহণ!
রাতুল চরণ-পদ্ম কবে আর পাইব দর্শন?
মোদের বিপথে নিতে মায়া সদা করে আকর্ষণ,
অগত বারতা নিতি দেখাইছে নানা প্রলোভন;
জগৎ যে অন্ধকার, তুমি বিনে আচার্য-তপন!
কলির কবল হ'তে মো সবারে করগো রক্ষণ।
আছ তুমি অন্তর্যামি!' আছ প্রাণে আচার্য-ভাস্কর,
বিরহ তোমার নিত্য সচেতন করিবে অন্তর।
জীবের উদ্ধার লাগি' এসেছিলে এ' মরত ধাম।
উজল আনন্দে সদা প্রচারিলে গৌর-কৃষ্ণনাম,
ধাম-সেবা, নাম-সেবা, নামাশ্রিত নামীর সেবন,
জীবন্ত আচার-মুখে শিক্ষা দিলে তুমি অনুক্ষণ,

ধারবে ধারণ বিধি,—না করিনু সেবন তোমার,
(মোরা) ভুলিয়া তোমার বাণী, অপরাধ করিনু অপার।
হে দেব, করুণাসিন্ধো, জানি,—তুমি পতিতপাবন,
কৃপা-ঘন বরষিও, চরণে পতিত অকিঞ্চন।
পূত হরিকথামৃত বরষিলে দেবা অনর্গল,
অমুক্ষণ কৈলে দেব! ভুবনের পরম মঙ্গল;
সাক্ষাতে না শুনিলাম, না মিলায়, নিম্প্রেয়ঃ কলাপি,
সে দোষে কি প্রভুবর! নিত্যলীলায় করিলে প্রয়াণ?
প্রসন্নদৃষ্টিতে তুমি যুচায়েছ বিশ্ব-হাহাকার,
কবে প্রভো! পশিবেগো প্রসাদতা লভিবে তোমার?
কবে হবে শুভদিন, ধন্য কবে হইবে জীবন,
প্রণতি-কুসুমে কবে অর্ঘ্যাঞ্জলি করিব রচন?
অভিন্ন-শ্রীরাধারাণী, গুরুদেব পতিত-পাবন।
তোমার সেবায় কবে কৃষ্ণ-কৃপা করিব বরণ?
বিনোদবাণীর কুঞ্জে হই যেন পদরেণু-কণ,
করিও এ হেন দয়া, হৃদয়ের বড় আকিঞ্চন।
অনাথ-তারণ প্রভো! কাঙালের আশ্রয় রতন!
জন্মে জন্মে যেন কভু পাদপদ্ম নহি বিস্মরণ।
মুক্তি থাক্ দীপ্তভাবে, উদ্ভাসিত করুক্ বিরাট।
করুণায় আসে তব কাঙালেরা কাঁদে অহরহ।

—:০:—

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—কলিকাতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, সময়—৭ই ডিসেম্বর (১৯৩৬) রাত্রি,

উপস্থিত—চাকার শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাথ এম্-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, বাঁশবেড়িয়ার রাজা শ্রীযুক্ত কিরীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, শ্রীযুক্ত দেবানন্দ ব্রহ্মচারী (মিঃ ডুন্‌ডেস) এবং শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ প্রভৃতি মঠবাসী ভক্তবৃন্দ।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রথমে "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ", "তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি", "প্রতিষ্ঠাশা দম্ভো যদনুচরলীলা মুখ দৃশি নটেৎ কথা সাধুঃ প্রেম্না শ্রুপতি গুটিরেতদ্ধ্রুব মনঃ" ইত্যাদি শ্লোক ব্যাখ্যা-মুখে সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনের প্রয়োজনীয়তা কীর্ত্তন করিয়া অত্যন্ত হৃদয়পূর্ণ ভাষায় বলিতে থাকেন,—

বড় দরিদ্র জীব আমরা, 'দরিদ্রনারায়ণ' নহি। আমাদের এই দরিদ্রতা ঘুচিয়া যাওয়া দরকার। ধন সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কৃষ্ণপ্রেমই সেই মহাধন। "প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র-জীবন। দাস করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥"—ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয় বিষয়। কৃষ্ণপ্রীতি প্রয়োজন হইলে কৃষ্ণেতর বস্তুতে অপ্রীতি স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। নতুবা পক্ষরাজের মূল উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া অন্য বিচার প্রবল করিয়া ফেলি, যন্ত্র বড় কর্কশীয় হইয়া পড়িতে চাই। আমাদের ইংরেজের কার্য্যপ্রণালী কিরূপ হইবে? মহাপ্রভুর আদেশ—"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" জগতে মামিক-নামই সর্ব্বত্র চলিতেছে, বৈকুণ্ঠনাম প্রচারিত হউক। পাকযান্ত্রিক process (প্রণালী) অনুসারে representative (প্রতিনিধি) থাকেন থাকুন, মন্দির করা হউক, ঠাকুর থাকুন; কিন্তু better class—higher class যাঁহারা, তাঁহাদের প্রচার-কার্য্য। বৈকুণ্ঠনামের সর্ব্বত্র প্রচারই মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট। প্রচুর পরিমাণে বৈকুণ্ঠ-কথা বলিতে হইবে, এজন্য অনেক করিয়া pamphlet (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ) ছাপা হউক, তাহাতে বহুল প্রচারের সুবিধা হইবে। বড়লোক—ধনবান্ লোক যাঁহারা, তাঁহারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাদের নিকট প্রচুর পরিমাণে চীৎকার করিয়া গলা ভাঙ্গিলেও তাঁহারা কর্ণপাত করিবেন না। সুতরাং তাঁহাদিগকে লইয়া সময় নষ্ট করা কি প্রয়োজন? এজন্য আমরা বলিতেছি, আমাদের প্রচার-প্রণালী এইরূপ হউক—প্রচুর পরিমাণে pamphlet করা হউক। মঠ-মন্দির না হয় নাই হইল। উহারা দেখুন—উহাদের দেশে ধর্ম্ম বা প্রয়োগশাস্ত্রে কতটুকু কি

আলোচনা হইয়াছে, আর আমরা কত বড় লিমিটে বলিতে বসিয়াছি।

বাস্তিক লোক কখনও প্রচার-কার্য্য করিতে পারে না। বাস্তিক কি প্রচার করিবে? বাস্তিক প্রচারকের সঙ্গ গ্রহণ করিয়া 'আমিই প্রচারক' এই প্রকার অভিমান করে; বাস্তবসত্য তাহার নিকট আত্মপ্রকাশ করেন না, সুতরাং তাহার দ্বারা জগতের কোন বাস্তব-মঙ্গল বিহিত হইতে পারে না। কেহ কালীঘাটের অধ্যক্ষ হইবে, কেহ বা স্বদেশপ্রীতির নামে স্ব-পর-ভেদবশী হইয়া মাৎসর্য্যানলে দগ্ধীভূত হইবে, কেহ ভুক্তি, কেহ বা মুক্তিপিশাচীর কবলে কবলীকৃত হইবে, কেহ বা ভক্তির ভাণ লইবে—এই শ্রেণীর ব্যক্তি নিয়তকৃষ্ণ বাস্তবসত্যের কি সন্ধান রাখিবে? ইহারা ত' হাতুরের পাত্র। ভারতবর্ষের প্রচার বন্ধ হইল—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রচার বন্ধ হইয়া গেল। 'ঘণ্টা বাজান', তথাকথিত তীর্থ-বাস, আহমোসাইগিরি, ভাগবত পড়িয়া পেট চালান'র নামই লোকে 'ভক্তি' বলিয়া জানিল। কাহাকে বলে আরাধ্যের আরাধনা, কাহাকে বলে প্রকৃত তীর্থবাস, কাহাকে বলে সত্য সত্য গোস্বামিত্ব, কাহাকে বলে শুদ্ধ ভাগবতানুশীলন, বিদ্ধা বা মিশ্রা ভক্তি, অবিদ্ধা ভক্তি বা শুদ্ধভক্তি ইত্যাদির কোন অনুসন্ধান হইল না। পরোপ-দেশে পণ্ডিত হাসিয়া পরচর্চ্চায় দিন চলিয়া গেল। তাই প্রতিদিন সকালে উঠিয়া আমাদের এই দুই মনকে শুনাইতে হইবে—

শুন রে শুন রে আমার মন অতি মন্দ।
(ভজন বিনা গতি নাইরে)
(ভজ) ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণচরণারবিন্দ।
(জ্ঞান-কর্ম্ম পরিহরি রে)
(ভজ) গৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈত শুদ্ধ নিত্যানন্দ।
(গৌরকৃষ্ণে অভেদ জেনে রে)
(শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রিয় জেনে রে)
(স্মর) শ্রীনিবাস, হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ।
(গৌরপ্রেমে মত্ত, স্মররে)
(স্মর) রূপ-সনাতন-ভট্ট রঘুনাথদ্বন্দ্ব।
(যদি ভজন ক'রবে রে)
(স্মর) রাঘব-গোপালভট্ট-স্বরূপ-রামানন্দ।
(কৃষ্ণপ্রেম যদি চাওরে)
(স্মর) গৌরীদাস কর্ণপুর, সেন শিবানন্দ।
(অভয় স্মর, স্মররে)
(স্মর) রূপানুগ সাধুজন ভজন-আনন্দ।
(ভ্রমে বাস যদি চাওরে)

মনকে ব্রজবনে রাধাগোবিন্দের ভজন করিতে বলিতে হইবে। তাটস্থ-বিচারে মধুররস অপেক্ষা বাৎসল্যরস একটু কম, সখ্যরস তাহা অপেক্ষা কম, দাস্যরস তদপেক্ষা কম। শান্তরসে নিরপেক্ষভাব। ভজনের প্রতিকূল নহেন, আবার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অনুরাগসহকারে সেবা-চেষ্টাও নাই, বিরোধও করিব না, ভজন হয় হউক, না হয় না হউক—এইরূপ একটি ভাব।

আমি কর্ম্মকাণ্ডের ন্যায় অন্যায় বিচার করিতে পারি—ইহা স্মার্ত্তভাব, উহা ভক্তির বিপরীত কথা। ঠাকুর নরোত্তম বলেন—'কর্ম্মী, জ্ঞানী, মিছাভক্ত, না হব তা'তে অনুরক্ত, শুদ্ধভজনেতে কর মন'।

তথাকথিত সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তগণ বিগত ও বর্ত্তমান যুগে যে-সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা ভগবদ্ভক্তির বিচার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তাঁহাদের অনুসরণকারিগণ বর্ত্তমানে নানা জোগমর আন্দোলনে ব্যস্ত ব্যস্ত।

ভগবদ্ভক্তির কথা ছাড়িয়া যাঁহারা অনিত্য দেশকাল-পাত্রের আন্দোলনে ব্যস্ত, তাঁহারা উই আর ইঁদুরের মত নিজের পরীর নিজেই কাটিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যে কৃষ্ণ সর্ব্বরসাশ্রয়, সর্ব্বরস-দ্বারা যাঁহার সেবা করিতে হইবে, তাঁহার সেবা-বিমুখ হইয়া উত্তরানুশীলনে দিনাতিপাত করা অত্যন্ত মূর্খতার পরিচয়। অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি কৃষ্ণের ভজনেই অখিল রস fixed হইবে। তাহা না হইলে কৃষ্ণের ভজন হইতে অবসর লইতে লইতে ক্রমশঃ বৈকুণ্ঠ-নাথ, নৈমিত্তিক অবতার-সমূহ ও পুরুষাবতারত্রয় এবং তাহা হইতেও অবসর লইয়া ক্রমে নির্ব্বিশেষবাদই চরম প্রাপ্য হইয়া পড়ে। ইহা অপেক্ষা দুর্দ্দৈব মনুষ্য-জাতির আর কি হইতে পারে।

প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া আমাদের "শুন রে শুন রে আমার মন অতি মন্দ"—এই গানটিই ভাল করিয়া গাওয়া হউক। 'তৃণাদপি সুনীচেন' বিচারেই 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'। 'তৃণাদপি' বিচার ছাড়িয়া কখনও কৃষ্ণ-

কীর্ত্তন হইতে পারে না। আমাদের ভজনীয় পদার্থ কি? ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণচরণারবিন্দই একমাত্র ভজনীয় বস্তু। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া রাগানুগ ভক্তিযাজীর আচার বর্ণন করিতেছেন,—

গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে॥

"গ্রাম্যকথা না শুনিবে" হইতে "ভাল না পরিবে"—এইটি negative (নিষেধবাচক), আর অমানীমানদ হঞা সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম লইবে, মানসে ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা করিবে—এইটিই positive (বিধিজ্ঞাপক)। শুদ্ধ মনে স্বীয় স্বরূপদেহে যে ব্রজসেবা, তাহাই মহাপ্রভুর উক্তিই। মানুষ উহা বুঝিতে ভুল করিয়াই প্রাকৃতসহজিয়া হইয়া পড়েন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার সাধারণ লোকে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না।

অতি মন্দ মন আমার। কেহ যেন মনে না করেন—আমি অতি ভাল। রোজ সকাল বেলা উঠিয়া নিজের মনকে শত ঝাঁটা মারিতে মারিতে বলিতে হইবে—মন, তোমার অঙ্গের ছিদ্র দেখিতে হইবে না, নিজেকে শুদ্ধভক্ত বা মিশ্রভক্ত বলিবার জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে না।

কর্ম্মী, জ্ঞানী, মিশ্রভক্ত, না হবে তার অনুরক্ত,
শুদ্ধভজনেতে কর মন।
ব্রজ-জনের যেই মত, তাহে হবে অনুগত,
এই সে পরমতত্ত্ব-ধন॥

এই মনটা 'এই ভাল, এই মন্দ'—এই প্রকার দ্বন্দ্বে পতিত।

যৈছে শুদ্ধাশুদ্ধজ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল, এই মন্দ—এই সব ভ্রম॥

Mental speculation (মানসিক চিন্তাধারা) যত রকম আছে, তাহা লইয়াই মানুষ বড় ব্যস্ত। তাহাতেই তাঁহাদের দিন কাটে। ঐ সকল ছাড়িয়া দিয়া "আমার ভাল কিসে হয়"—ইহাই বিচার্য্য বিষয় আবশ্যক। "পরচর্চ্চকের গতি নাহি কোন কালে"—ইহাই মহাজন-বাক্য। অন্যাভিলাষী অন্য কর্ম্ম করুক, আমার তাহা লইয়া কি দরকার? অন্যলোকের অসুবিধা হইয়াছে বলিতেছে, কিন্তু আমি ত' তাহাদের অপেক্ষাও মন্দ।

"আমার জীবন, সদা পাপে রত,
নাহিক পুণ্যের লেশ।
• • •
পর-দুঃখে দুঃখী, সদা মিথ্যাভাষী
পরদুঃখ সুখকর॥"

—এই গানটি আমাদের সর্ব্বক্ষণ মনে রাখা দরকার। আমার মন্দ মনকে সর্ব্বক্ষণ ভজনের জন্য নিযুক্ত রাখিতে হইবে।" Dissuading policy (নিরসনপন্থা) লইয়া অন্যলোককে আক্রমণ করিয়া বেড়াইব—ইহা কখনও প্রচারকের কার্য্য নহে, উহা প্রতারকের কার্য্য।

কর্ম্মি-জ্ঞানীর পথ জগতে নানা অসুবিধা আনয়ন করে। অনৎস্বরূপ ছায়ার বিচারেই মানুষ প্রমত্ত হইয়া পড়ে, কায়ার, তাহার অনুসন্ধান করিবে না—নিত্যসুখবোধতত্ত্বর সন্ধান লইবে না। জড় প্রতিভাবিষ্ট কাঠের ঠাকুর, মাটীর ঠাকুর ইত্যাদি লইয়াই ব্যস্ত। কেহ বা Iconographer, কেহ বা Iconoclast; কেহ বা ভগবান-কার বাগানে শেওলা, ঘুঙ্গে বেশী হইয়াছে, ওদের জমিতে আবর্জ্জনা বেশী ইত্যাদি আলোচনায় খুব উৎসাহ প্রদর্শন করেন। কিন্তু আমাদের হৃদয়ে যে আবর্জ্জনা জমিয়াছে, তাহা weed out করিবার জন্য যত্ন হইতেছে না। যদিও এটা আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ, তথাপি উহাই আমার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে।

ভজন করিব কাহার? Mammonএর—ইন্দ্রিয়তর্পণের ভজন করিব—American Republicএর president হইব ইত্যাদি নানা বিষয়ে মন পড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু "ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণচরণারবিন্দ ভজন বিনা গতি নাই" ইহা বিচারের বিষয় হইতেছে না। কেহ বলিতেছেন—রামকানাইয়ের ভজন করিব, শত সহস্র মহিষী যাঁহাকে সেবা করেন। কেহ বলেন—বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণের ভজন হউক, যেখানে কুণ্ঠধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে বিগত হইয়াছে, মধ্যাধা-পথে মস্তক হইতে নাভি পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত। সৌরভ-বিচারে তাঁহারই সেবা করা যাউক। কিন্তু কৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিতেছেন—নাভি হইতে পদদেশ পর্য্যন্ত যে বিচার আছে, তাহার কি কোন কার্য্য থাকিবে না? তবে

সেগুলি আসিল কোথা হইতে, যদি চেতন জগতে তাহার কোন ব্যবহার না থাকে? সেখানে সেবার তৎসমূহের নিয়োগই উক্ত অচেতনসমূহের proper adjustment—প্রকৃত সদ্ব্যবহার। নতুবা কর্ম্মপথ বা জ্ঞানপথের পথিক হইয়া 'ত' সমূহ অমঙ্গলই বরণ করিতে হয়।

ব্রজবনই বরণীয় বা ভজনীয়—তদ্বনং উপাসিতব্যম্। এখানেই আমাদের নিত্যবাসস্থান। সেজন্য "চৈতন্যের অনুগের নিত্য কর সঙ্গ।" কেহ Historic side of চৈতন্যদেবের বা Speculating side of চৈতন্য দেখিতে যান, তাঁহাদের সঙ্গ করিলেই সর্ব্বনাশ হইবে। শ্রীচৈতন্যদেব কি বলিয়াছেন? "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।"—ইহাই মহাপ্রভুর কথা। ব্রজবনে যে কৃষ্ণকথা আছে, তাহা সমস্ত জগতের লোক জানুক, ইহাই মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট। যাহার যে বাসনাই থাকে, তাহা থাকুক, রাধাগোবিন্দের ভজনই একমাত্র প্রয়োজনীয় হউক।

ব্রজবন—বাসভবন—বাসস্থলের স্থান। শান্তাদি পঞ্চ মুখ্যরস ও হাস্যাদি গৌণরস। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি বনবিহারী কৃষ্ণ এই ব্রজবনে বাসস্থলে সেবিত হইতেছেন, ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণচরণারবিন্দ একমাত্র ভজনের বস্তু। জলকাদামাটীর ভজন প্রয়োজনীয় নহে। ব্রজবনবিহারীর চরণারবিন্দসেবী হইতে হইবে, কিন্তু বাউল হইতে হইবে না। কৃষ্ণের আদর্শ লইয়া আমরা নিজেরা ব্রজবনবিহারী সাজিতে যাইব না; তাহা হইলে অভক্তবনবিহারী হইয়া বিলাসীদের সঙ্গে ঝগড়া বাধাইতে হইবে। (শ্রীপাদ ঐ পর্য্যায়কে লক্ষ্য করিয়া) বিহারে বিহারীজীর সেবা যতটা দরকার। যাঁহারা বিহারীজীর সেবা ছাড়িয়া নিজেরা বিহারী হইয়াছেন, তাঁহারা পরস্পরের স্বার্থ লইয়া কাড়াকাড়ি মারামারি করিয়া শেষে নামিয়া যাইবেন।

("ভজ) গৌর-গদাধরাদ্বৈত গুরু নিত্যানন্দ।" শ্রীগদাধর প্রভুর সেবা করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা কি করিয়া করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। রায় রামানন্দ, স্বরূপ-দামোদরপ্রভৃতি সেইরূপ সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন; স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণের সেবকের বিচার বলিয়াছেন। আশ্রয়বিগ্রহের function (কার্য্যগুলি) দেখাইয়াছেন। স্বয়ং বিষয়বিগ্রহ আশ্রয়ের ভাবে বিভাবিত হইয়া আশ্রয়বিগ্রহের স্বরূপ জানাইয়াছেন। আবার শ্রীগদাধর প্রভুও আশ্রয়বিগ্রহ স্বয়ং। শ্রীগৌরসুন্দরের সম্ভোগের লীলায় কৃষ্ণ এবং তাঁহার নিত্য অপ্রাকৃত বেশ-সজ্জা গদাধর প্রভু। একটী মানুষ নিজের গা চুলকাইতেছেন—এটি অন্বয়ধা, আর একটি অন্যের সেবা করিতেছেন; আর একটি third party আসিয়া কিরূপে সেবা করিবে, তাহাই শ্রীগদাধর প্রভু প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীঅদ্বৈত—আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী প্রণাম করিয়াছেন—

অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥

আজকালকার আচার্য্য শিষ্যের বিভাগযুক্তরূপ। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আচরণ কি প্রকার?

চৈতন্যের দাস মুঞি, চৈতন্যের দাস।
চৈতন্যের দাস মুঞি, তাঁ'র দাসের দাস॥
এত বলি' নাচে, গায় হুঙ্কার গম্ভীর।'
• • • •
কায়মনোবাক্যে তাঁ'র ভক্তি সদা কার্য্য।
বাক্যে কহে 'মুঞি চৈতন্যের অনুচর'।
'মুঞি তাঁ'র ভক্ত'—মনে ভাবে নিরন্তর॥
জল-তুলসী দিয়া করে কায়াতে সেবন।
ভক্তি প্রচারিয়া সব তারিলা ভুবন॥

(চৈঃ চঃ আ ৬।৮৪-৫,৯০৮-১১)

ভক্তিরাজ্যে দাস্যের বিচারই প্রবল। আচার্য্য আপনাকে শ্রীচৈতন্যদাসানুদাস অভিমানে সেই দাস্যের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—সকল রসেই দাস্যভাব প্রবল।

পিতামাতা গুরুসখা ভাব কেনে নয়।
কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবে দাস্যভাব সে করয়॥

পিতামাতার ন্যায় গৌরবের পাত্র হইয়াও সন্তানের ভৃত্যের ভৃত্যাভিমান। ইহাই আচার্য্যের আচরণ-বৈশিষ্ট্য। আর অকর্ম্মণ্য-সন্তান নাস্তিকী যাঁহারা, তাঁহাদের বিচার হইয়া পড়িতেছে—"খাবো খাবো খাবুবো, গুরুগিরি ক'রবো।" শ্রীচৈতন্যের দাসানুদাস হইবার বিচার কোথায়?

("ভজ) গৌরগদাধরাদ্বৈত গুরু-নিত্যানন্দ"

—শ্রীগুরু-নিত্যানন্দপাদপদ্মের সেবা করিতে বলা

হইতেছে। তাঁহারা যে-প্রকার সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই প্রকার আদর্শের অনুসরণ করিতে হইবে। তাঁহাদের পথ ধরিতে হইবে। ছাগল খাওয়ার নাম হরিভক্তি নহে—মূর্খ লম্পট বহুমানের কখনও গুরু হইতে পারে না। যাহারা নিজেরা মরিয়াছে, তাহাদের সঙ্গ করিয়া কি লাভ হইবে?

('পদ্য) শ্রীনিবাস, হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ'

ইহারা শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের নবদ্বীপ-লীলার সহচর —নিত্যানন্দ প্রভুর assistant। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দ-হরিদাসকে প্রত্যেক ঘরে ঘরে পাঠাইয়া হরিনাম বিতরণ করিতে বলিয়াছেন।

প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা॥
ইহা বই আর না বলিবা, না বলিবা।
দিবা অবসানে আসি আমারে কহিবা॥
('পদ্য) রূপ-সনাতন-জীব-রঘুনাথ বন্দ'

শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড়্‌গোস্বামী। ইহাদের আনুগত্য করিতে হইবে। শ্রীরূপের আনুগত্য ব্যতীত তখন হইবে না।

শ্রীল প্রভুপাদ এই সকল কথা বলিতেছিলেন, এমন সময় বীরভূমির রাজা কিতীন্দ্র দেব রায় মহাশয় আসিয়া প্রভুপাদের পাদপদ্মে প্রণাম করেন। প্রভুপাদ তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে বলিয়া কিছুক্ষণ তাঁহার সহিত আলাপ করেন। নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম প্রকাশিত হইল :—

প্রভুপাদ। আমি শ্রীপুরুষোত্তম হ'তে আজ দেড়মাস বাদে আস্‌ছি।

রাজা। আমি আর একদিন আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শনের জন্য এসেছিলাম, শ্রীযুক্ত সুন্দরজী সাহেবের সহিত দেখা হ'ল। (সাধুবাবা) পুজার পরে আর দেখা হয় নাই, একবার প্রণাম ক'রতে যেতে হ'বে, অনেকদিন হ'তে এ বাসনা পোষণ ক'রছিলাম। আজ সকালে একটি লাইব্রেরীতে ব'সে আর্য্যবিদ্যাবিদ্যালয়ের একটা রিপোর্ট প'ড়তে প'ড়তে সুন্দরজী সাহেবকে ভাব্‌ছিলাম। ভাগ্যক্রমে যশোদানন্দন প্রভুর সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল, তাঁর নিকট আপনার সংবাদ পেলাম। সবই ভগবানের যোগাযোগ।

প্রভুপাদ। হাঁ, হাত বাড়াতে হ'বে, সেখান থেকে রজ্জুটা আস্‌ছে, আমাদের তা' ধ'রতে হ'বে। তাঁর কৃপাকে অপেক্ষা ক'রেই অবিদ্যের দিকের [illegible] হওয়া দরকার। তা' হ'লেই সব ঠিক হ'বে।

রাজা। সর্ব্বোপরি আশীর্ব্বাদ—আপনার চরণধূলি আজকার দিনই দরকার। ভগবান্ কৃপা ক'রে আজ Soulএর খোরাক দিলেন।

প্রভুপাদ। হাঁ, Soulএর খোরাক চাই। Universal Soulএর সঙ্গে limited soulএর যে কার্য্য, তাহাই দরকার, তাহার নাম ভক্তি। সাধারণ লোকে ভক্তি বোঝে না। ভক্তিতেই সকলে meet ক'রবে, নতুবা কোথাও মিল নাই। মিল আর কিছুতেই হ'তে পারে না।

রাজা। Chemical affinityর মত।

প্রভুপাদ। প্রত্যেক জিনিষকে ভগবানের সেবায় লাগা'তে হ'বে। তাঁর সেবায় লাগানই জিনিষের proper adjustment। যা কিছু আহৃত জ্ঞান, সব তাঁ'তে adjusted হ'লেই ঠিক হ'ল—Coincidence of circumstances পাওয়া গেল, নতুবা সব গোলমাল।

রাজা। কাগজে আপনার কথা প'ড়তেই আপনার মূর্ত্তি মনে প'ড়লো।

প্রভুপাদ। শ্রীমূর্ত্তি-সেবায় এইরূপ association of ideas হয়। নতুবা নির্ব্বিশেষ হ'য়ে যেতে হয়। Absoluteএর সঙ্গেই আমাদের দরকার, আমরা তা' থেকে detached হ'য়ে আছি—এটা সেটা হ'তে যাচ্ছি—বহু দ্রব্যের জন্য অস্থির হ'য়ে প'ড়ছি, তাই নানা অসুবিধা ভোগ ক'র্‌তে হ'চ্ছে। অখণ্ড বস্তু ভগবান্, তাঁর আশ্রয় না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা less theistic থাক্‌বো—নানা অনর্থ বরণ ক'রবো। শ্রীবিগ্রহ ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ-নিদর্শন ব্যতীত কোন স্বরূপেরই বস্তু নহেন।

রাজা। ভগবানের স্বরূপ-সম্বন্ধে এক এক সম্প্রদায়ের এক এক মত। কেহ বলেন,—invisible, কেহ বলেন,—visible ইত্যাদি।

প্রভুপাদ। ঐগুলি মনোধর্ম্মের বিভিন্ন perspectives. একটা ছেড়ে আর একটা—এই রকম না ক'রে, তিনি যা', তাঁ'র কাছেই যাওয়া যা'ক্—এই রকম বিচার ভাল। তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, তাঁর কাছে যাওয়া দরকার। কিন্তু তিনি অধোক্ষজ-বস্তু, তাঁকে প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দিয়ে মেপে নিতে গেলেই সর্ব্বনাশ—ঐরকম বিভিন্ন মতবাদ এসে প'ড়বে। সুতরাং—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"
"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষ্বপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

—এই সকল বিচার অনুসরণ ক'রতে হ'বে।

ঐ সময় শ্রীযুক্ত জ্ঞানবাবু প্রসঙ্গ-ক্রমে [illegible] শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মীয়মান শ্রীমন্দির ও নাট্য-মন্দিরের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন—প্রভুপাদ চাকাবাসীর যত বড় একটি অভাব পূর্ণ করিলেন। ঠাকুরবাড়ী অবশ্য চাকায় অনেক আছে, কিন্তু একস্থানে বহু ব্যক্তি মিলিত

হইয়া বিশুদ্ধ আচারবান্ প্রচারকের নিকট ভক্তিশাস্ত্রের নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত নিঃসঙ্কোচে শ্রবণ ক'রবার আর দ্বিতীয় স্থান নাই।

প্রভুপাদ। ভগবৎসম্বন্ধী ব্যাপারে মমতা উদয় হ'লেই আমরা নিত্যমঙ্গল লাভ ক'রতে পা'রবো।

কথা-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ সতর্কতা অর্থাৎ ৬ই ডিসেম্বর পুরীতে মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম্ এ, এম্-বি মহোদয়ের তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কথা ব'লয়া তাঁহার যৌজন্যের প্রশংসা করেন। কবিরাজ মহোদয় শ্রীযুক্ত সদানন্দ ব্রহ্মচারী (হেড্ আর্টিষ্ট্, গেজেট্ সুলুসে) মহোদয়ের বক্তৃতা-শ্রবণে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও বলেন।

—:০:—

শ্রীধাম মায়াপুরে টেলিগ্রাফ অফিস

"গৌড়ীয়"-পাঠকগণের স্মরণে থাকিতে পারে, শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বিশ্বের সর্ব্বত্র আদান-প্রদানের জন্য গত ১৯২৯ সালের ১লা জুন হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে "শ্রীমায়াপুর" পোষ্টঅফিস উদ্ঘাটিত হয় এবং ঐ বর্ষের ১লা নবেম্বর তারিখে উহা স্থায়ী পোষ্টঅফিসে পরিণত হয়। আরও বিশেষ আনন্দের সংবাদ এই যে, আগামী মার্চ্চ মাসের প্রথম ভাগেই শ্রীধাম মায়াপুর টেলিগ্রাফ অফিস হইতেছে। শ্রীগৌরজন্মোৎসবের পূর্ব্বেই যাহাতে উহা উদ্ঘাটিত হইতে পারে, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। শ্রীধাম মায়াপুর হইতে প্রকাশিত "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ"-পত্রের সংবাদ-দাতৃগণ এখন হইতে অতি অল্পসময়ের মধ্যে শ্রীধাম মায়াপুরে সংবাদপ্রেরণের সুযোগ পাইবেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রচার-কেন্দ্র হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে এবং শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে সর্ব্বত্র শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণীর আদান-প্রদানের সুবিধা হইবে। এই মহা-সুবিধা প্রদান করিয়া পোষ্ট-টেলিগ্রাফ-অফিসের কর্ত্তৃপক্ষ সকলেই বিশেষ ধন্যবাদ-ভাজন হইলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলাকালে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ

শ্রীল প্রভুপাদের অন্তর্দ্ধান-লীলা-কালে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত ছিলেন—শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক, শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ-তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ, শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজ, শ্রীপাদ পুরীর মহারাজ, শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবিলাস, শ্রীপাদ অপ্রাকৃতাচরণ ভক্তিবান্ধব, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কবিরত্ন, শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভবভঞ্জিত দাসাধিকারী, শ্রীপাদ হরগ্রীব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, শ্রীপাদ প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ রাধাচৈতন্যদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কবিভূষণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ ঘনশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ সত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ হরিপদ ভক্তিবিনোদ, শ্রীপাদ হরিকিশোর ব্রজবাসী, শ্রীপাদ আউবিহারী কপূর এম্-এ, শ্রীযুক্ত সখীচরণ ভক্তিবিনয়, শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব ভক্তিমৈত্রেয়, শ্রীপাদ গৌরসুন্দর দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত অনিলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীউদ্ধারণ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মিত্র ও তাঁহার পরমভক্তিমতী মাতৃদেবী, শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন ভাগবতভূষণ, শ্রীযুক্ত অবধূতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ত্রিগুণনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভূদেব ও অনন্ত ব্রহ্ম, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত বিনভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আলোয়ার জমিদার সম্রাট শ্রীযুক্ত শঙ্কীনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল ভক্তালঙ্কার, শ্রীযুক্ত গৌরকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসু ও তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী অনীমা বসু, কিতীশচন্দ্র বসু ও তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী, শ্রীযুক্তা লক্ষ্মীমণি দত্ত, শ্রীযুক্তা কীরদা সুন্দরী দত্ত, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, তাঁহাদের বৃদ্ধামাতা ও ভগ্নী, পাটনার উকীল শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কাপ্তেন জে এম্ ব্যানার্জী এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যান্য ভক্তবৃন্দ।

—:০:—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীকৃপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-
সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

গৌড়ীয়

১৫শ খণ্ড | শ্রীগৌরাব্দ ৮৮, শনিবার, ২৪শে মাঘ, ১৩৪৩ : ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭ | ২৭শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের বাণী

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর হীনচিত্ত ও অসমর্থ জনের প্রতি বিশেষ দয়াময়। —"পত্রাবলী", ১৫ই মার্চ্চ, ১৯১৫

পূজা-ধ্যানাদি হইতে তাৎপর্য্যরূপে কৃষ্ণনামগ্রহণ প্রধান ফল বলিয়া জানিবেন। —ঐ, ১৭ই মার্চ্চ, ১৯১৫

সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত হরিনাম গ্রহণ করিলে কোন বিষয়ই আপনার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। • • নামই সাক্ষাৎ ভগবান্। —ঐ, ১৩ই মে, ১৯১৫

সংখ্যানাম নির্জ্জন করিয়া গ্রহণ করিবেন।

—ঐ, ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৫

বৎসরে মহাপ্রভুকে একবার দেখিবার চেষ্টা করা ভক্তমাত্রেরই উচিত। —ঐ, ৩রা মার্চ্চ, ১৯১৬

সর্ব্বদা হরিগুরু-বৈষ্ণবসেবা করিলে জীব সংসার হইতে অবসর পান, নতুবা বিষয় আসিয়া গ্রাস করে।

—ঐ, ২৪শে আগষ্ট, ১৯১৬

আপনারা নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ করুন। অপরাধ-শূন্য হইয়া ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করুন।

—ঐ, ১১ই অক্টোবর, ১৯১৬

শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে (ভগবৎসেবোন্মুখগণকে) নানাপ্রকার অসুবিধা ও সঙ্কটের মধ্যে ফেলিয়া নানাপ্রকারে পরীক্ষা করেন। সেই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া জীবের ভাগ্যের উপর নির্ভর করে।—ঐ, ১১ই মার্চ্চ, ১৯১৮

বহির্ম্মুখের কথা আর আলোচনা না করাই উচিত। কৃষ্ণনাম করিলে সর্ব্বপ্রকার সুযশ আপনা হইতেই কুহুটিকার ন্যায় দূরীভূত হইবে।—ঐ, ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯১৮

"সর্ব্বনাশ" শব্দে ভক্তিহীনতা অর্থাৎ মায়াবাদী হইয়া যাওয়া।

—শ্রীহরিভাবন ভূমিক

গৌরজন ও কর্ম্মবীর

গৌরজন ও কর্ম্মবীরের সঙ্গে তুলনাই চলে না, তুলনা করাটা ও সম্পূর্ণভাবে অযৌক্তিক ও অন্যায়। তবে যাঁহাদের হৃদয়ে গৌর-জনকে কর্ম্মবীরের প্রতিযোগী ক্ষুদ্র সংস্করণ বা তৎসদৃশরূপে, কিংবা কর্ম্মবীর অপেক্ষা এক অঙ্গুলি উচ্চ দেখিবার অভিলাষ, তাঁহাদিগের চিত্তাম্রোতের কতটা মূল্য আছে, তাহা যাচাইয়া দেখিবার জন্যই ঐরূপ তুলনার অবতারণা।

জগতের লোকের 'ভোট' ও 'বাহবা' কুড়াইয়া কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীরের অভ্যুদয় হয়। জগত কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীরের প্রতিমা গড়ে ও প্রাণ সঞ্চার করে; আবার তাহাদিগকে বিসর্জ্জনও করিয়া থাকে। এজন্যই কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীরগণ জগতের বাহ্যাকী।

কোন কোন কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীরের জগদ্ব্যাপি-প্রতিষ্ঠা-সম্ভার দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন, উহার আনুষঙ্গিক সংস্করণ হওয়াই মানবজীবনের চরম সার্থকতা। হিট্‌লার, মুসোলিনী, ডিক্টেনেরা, কন্‌স্তেন্ট, গান্ধী প্রভৃতি কর্ম্মবীরের, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ধর্ম্মবীরের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা দেখিয়া অনেকে মনে করেন,—"শ্রীচৈতন্যের ঐরূপ প্রতিষ্ঠা নাই, শ্রীচৈতন্যের কিঞ্চিৎ থাকিলেও তাঁহার অনুগত শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ বা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, শ্রীবিশ্বনাথ, শ্রীবলদেব, শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীভক্তিবিনোদ প্রমুখ গৌরজনের সেরূপ প্রতিষ্ঠার কোটি অংশের একাংশও নাই। পৃথিবীর সভ্যজাতির কম লোকেই তাঁহাদের খবর রাখেন, অথচ প্রত্যেক সভ্যজাতির আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মুসোলিনী বা হিট্‌লারের নাম জানেন; অতএব শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যদাসগণের মূল্য খুব কম।" আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যদাসগণের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ (?) ও সহানুভূতিসম্পন্ন (?) হইয়া মনে করেন, যদি কোন প্রকারে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীর-গণের পক্ষাবলম্বী সভার এক কোণে বা বিশ-ভোজের নিমন্ত্রণোৎসবের পংক্তিতে শ্রীচৈতন্যজনগণকে কোনও একটি স্থান দিতে পারা যায়, তবেই শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্য-দাসগণ কৃতকৃতার্থ হইয়া যেতেন, কিংবা স্থানদাতৃগণ কৃত-কৃতার্থ হইতেন !!

আনাতোল ফ্রান্স্ (Anatole France) অথবা রোমা-রোলাঁ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠাশালী সাহিত্যিক যদি সদয় হইয়া কোন কর্ম্মবীরের চরিত্র লেখেন, কিংবা গণমতের ভোটে জয়ী কোন কর্ম্মবীর বা ধর্ম্মবীরকে স্বীকার করেন, তবেই আমরা সেরূপ ব্যক্তিকে নিঃসন্দেহে ধর্ম্মরাজ্যের যুগ-যুগ-বিধাতা বলিয়া বর্ণন করিতে পারি। এই বিচারের অনুকরণ ও অনুধাবন করিয়া শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার নিত্যদাস-গণকেও ঐ সকল সাহিত্যিকের মনিষ্যত্বের কৃপাকটাক্ষে আনিবার জন্য আমরা ব্যর্থ উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া থাকি।

শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার নিজজনগণের অতিমর্ত্য ভগবত্তার ও গুরুত্বে, তাঁহাদের অতিমর্ত্য স্বেচ্ছাতান্ত্রিকতার বিশ্বাস-হীনতা ও প্রজ্ঞার মর্ত্যবুদ্ধি হইতেই ব্যাসভক্তকে 'ভ্রান্ত' অথবা 'ছোট' বা 'কম' মনে করিয়া গুরুকে প্রজ্ঞার-সমু-বিচারে 'অভ্রান্ত' বা 'বড়' করিয়া গড়িবার চেষ্টা-রূপ ইন্দ্রিয়-তর্পণ-পিপাসার উদয় হয়। আমার গুরুকে (?) কর্ম্মবীরের আদর্শের অনুকরণে লোকের ভোটে 'বড়' করিয়া গড়িয়া 'আমি অতবড় কর্ম্মবীর গুরুর চেলা',—এই পরিচয় দিয়া আমার গুরুদেবের দুন্দুভি বাজাইব—এই প্রজ্ঞার পিপাসা হইতে গৌর ও গৌর-জনকে জগতের কর্ম্মবীর ও ধর্ম্ম-বীরের আদর্শের সঙ্গে পাল্লা দিয়া বড় করিয়া গড়িবার সাধ হয়। বস্তুতঃ আমার ঐরূপ 'বড় করিয়া গড়া' বা 'ছোট করিয়া গড়া'—উভয় প্রকারের প্রতীকই আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণের বাহ্যাকি।

সভা-সমিতি, বিজ্ঞাপন, চাকচোলের জোরে বহির্ম্মুখ-সমাজের অনুমোদনে যে বৈকুণ্ঠতার প্রতিমা গড়িয়া তোলা যায়, তাহাতে লোক-মনোহারী চাকচিক্য থাকিতে পারে, কিন্তু সে বৈকুণ্ঠতা মহাপ্রভুর কতটা প্রীতি উৎপাদন করিয়াছে, তাহা যে কষ্টিপাথরে দেখা যায়, তাহার অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক।

ব্রজবনেশ্বরী যাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, আর ব্রহ্মাণ্ড-

ভাগোদয়ের কপট কৃপাপ্রার্থী সমগ্র মানবজাতি বা দেবতা-জাতি যাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, এই উত্তরকে গণনত-তৌলদণ্ডে মাপিলে এই বিশ্বে ব্রহ্মাণ্ড-ভাগোদয়ীর দলের লোকেরই জয় হইবে। ব্রজবনেশ্বরী যাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার নাম হয়ত' বহির্মুখ সভ্য পৃথিবীর কোন সংবাদপত্রই প্রকাশ করে নাই; ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্যলোকের কোন বিজ্ঞাপন-পত্রে তাঁহার নাম বাহির হয় নাই। বিরজা, ব্রহ্মলোক, এমন কি বৈকুণ্ঠের কোন ব্যক্তি, অধিক কি, দ্বারকার অধিবর্ত্তা সেবকগণও তাঁহাকে জানিতে পারেন নাই। কিন্তু এক অদ্বিতীয় মূল আশ্রয়-বিগ্রহ যূথেশ্বরী ব্রজবনেশ্বরী তাঁহাকে নিজ-যূথে গ্রহণ করিয়াছেন। এরূপ গৌর-ভৃত্যগণকে কে চিনিবে? তাই ঠাকুর বৃন্দাবন গাহিয়াছেন—

ধন নাহি, জন নাহি, নাহিক পাণ্ডিত্য।
কে চিনিবে এ সকল বৈষ্ণবের কৃত্য॥
কি করিবে বিদ্যা-ধন-রূপ-কুল-বলে।
অহঙ্কার বাড়ি' সব পড়য়ে নির্ম্মলে॥
কলা-মূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইলা যারা।
কোটিকল্পে কোটীশ্বর না দেখিবে তারা॥
অহঙ্কার-দ্রোহমাত্র বিষয়েতে আছে।
অধঃপাত-ফল তার না জানয়ে পাছে॥
যেহি' মূর্খ দরিদ্র যে সুজনেরে হাসে।
কুম্ভীপাকে যায় সেই নিজ কর্ম্ম দোষে॥
বৈষ্ণব চিনিতে পারে কাহার শকতি।
আপনে সকল সিদ্ধি, দেখয়ে দুর্গতি॥
খোলাবেচা শ্রীধর তাহার এই সাক্ষী।
ভক্তিমাত্র নিল অষ্টসিদ্ধিকে উপেক্ষি'॥
যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥
বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে, ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ৯।২৩৩-২৪১)

বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর প্রমুখ গৌর-নিজ-জনগণ—যাঁহারা ব্রজবনেশ্বরীর যূথে নিত্য অবস্থিত, যাঁহারা স্বেচ্ছায় জগতে আসেন, স্বেচ্ছায় জগৎ হইতে চলিয়া যান, তাঁহাদের কথা জগতের কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীরগণের ন্যায় বহির্মুখ-সমাজের গ্রাম্য-বার্ত্তারূপে কখন-প্রচারিত হয় নাই বলিয়া গৌর-নিজজনগণের—ব্রজবনেশ্বরীর অন্তরঙ্গ জনগণের মহত্ত্ব কম, যাহাদের এরূপ ধারণা আছে, তাহারাই কর্ম্মবীরত্বের বহুমাননকারী ভোগ ও ত্যাগ-পথের যাত্রী।

যাহাদের কর্ম্মের ধাতু প্রবল, তাঁহারা হরি-গুরু-বৈষ্ণবকে বহির্মুখ জগতের কৃপাপাত্র করিবার জন্য—কৃষ্ণবহির্মুখ বিষয়পঙ্কগণের দ্বারা "সংস্কৃত" করাইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত। তাঁহারা নিজেরা বহির্মুখ-সমাজের কৃপা-ভিখারী বলিয়াই হরি-গুরু-বৈষ্ণবের হস্তে ভিক্ষাপাত্র প্রদান করিয়া বহির্মুখ-সমাজের কৃপা ভিক্ষা করাইতে আগ্রহবিশিষ্ট!

কোন এক সময় এক শ্রেণীর ব্যক্তির চিন্তাস্রোতে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল যে, তাঁহারা কর্ম্মবীরের লোভনীয় আদর্শের অনুকরণে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহস্মৃতি-সভায় বড় বড় নামজাদা বহির্মুখ লোকের দ্বারা ঠাকুরের মহত্ত্বের সুপারিসপত্র সংগ্রহে তৎপর হইয়াছিলেন। ঐরূপ এক সভায় কোন এক প্রথিতনামা মহামহোপাধ্যায় সাহিত্যিক ব্যবহারিকভাবে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিলেও সভার অন্যে ঠাকুর নরোত্তমের যশেই নিস্নাবাদ করিয়াছিলেন! ঐ সকল হোমরা-চোমরা নামজাদা ব্যক্তিগণের সুপারিসে গৌর-জনের মহত্ত্ব বা কৃতিত্ব বৃদ্ধি হয় না; কতকগুলি বহির্মুখ-লোক একটা ভোগ্য সাধারণ ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে আকৃষ্ট হইয়া নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে মাত্র; এই বিচার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন আমাদের আচার্য্যদেব। তিনি শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সহিত ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীকীর্ত্তনমুখে সুষেবস্থিতি-পালনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার বিচার এই যে, জগতের বহির্মুখ নাম-জাদা লোকের অনুমোদনে বা প্রত্যাখ্যানে গৌরজনের মহত্ত্ব বর্দ্ধিত বা বিনষ্ট হইবে না। তবে ঐ সকল লোককে যথাযোগ্য লৌকিক মান দান করিয়া তাঁহাদিগকে গৌর-জনের মহিমা শ্রবণের সুযোগ দিলে তাঁহাদের ও তাঁহাদের তাবক ও অনুগত সমধীন বহির্মুখ ব্যক্তিগণের মঙ্গল হইতে পারে। তাই গৌড়ীয়াচার্য্যের অনুমোদিত সভা-সমিতিতে গৌরজনের বাণীই কীর্ত্তিত হয়। বহির্মুখ নামজাদা ভিন্ন ভিন্ন বক্তার মনোধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন চাটুনি

ইতিহাসবিদ্‌গণকে আমন্ত্রণ করাইয়া তাহাদের ইতিবৃত্তপাঠ করাইবার জন্য কোন সভা শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের অনুমোদনে কোথাও আহূত হয় নাই।

সে-দিন কোন এক বন্ধু বলিতেছিলেন,—'যে-সকল বৈষ্ণবের গুণকীর্ত্তনের জন্য বড় বড় সভাসমিতি হয়, তাঁহাদেরই বৈষ্ণবতা অধিক।' আমাদের বন্ধুর সেই বিচার আচার্য্যের বিচারের সহিত পার্থক্য স্থাপন করিয়াছে বলিয়া জানাইতে বাধ্য হইলাম। কারণ, আচার্য্যের অনুগগণের মধ্যেই এরূপ বৈষ্ণবও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে—যিনি অকপটে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন—যাঁহাকে ব্রজবনেশ্বরী রাধাগণে গণনা করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন, সেরূপ বৈষ্ণবের সম্বন্ধে আদৌ কোন সাধারণ সভাসমিতি হয় নাই, প্রায় সংবাদপত্রেও তাঁহার নাম বাহির হয় নাই, অথচ তিনি গৌরজনের সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়াছেন, তিনি ব্রজবনে নিত্যস্থান লাভ করিয়াছেন।

গৌরজন ও গৌরজনানুগজনকে কর্ম্মবীর বা জাগতিক ধর্ম্মবীর সাজাইবার চেষ্টা তাঁহাদের পূজা নহে, উহা তাঁহাদের চরণে অপরাধ; উহাতে তাঁহাদের মহত্ত্ব বৃদ্ধি হয় না, বরং তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ মহত্ত্বকে নিজচক্ষে ও লোকচক্ষে আবৃত করা হয়। কাজেই আমাদের গুরুবর্গ বা গুরুনুগগণকে যেন আমরা কোনরূপে সমাজের কর্ম্মবীরগণের পার্শ্বচর করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া তাঁহাদের অকপট কৃপা ও সেবায় বঞ্চিত না হই।

—:০:—

শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্ম-স্মরণে

সভা-সমিতি

শ্রীশ্রীবরদপাদানুগবর গৌড়ীয়াচার্য্যকাঞ্চন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদের গত ১৮ই পৌষ (১৩৪০) রাত্রিশেষে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিশালীলা-প্রবেশ-স্মরণে ভারত ও ভারতের বাহিরে বিভিন্নস্থানে তদীয় শ্রীপাদপদ্মাশ্রিত সেবকগণ এবং তাঁহার অভিমর্ত্ত্য ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ সজ্জনগণ তাঁহার অপ্রাকৃত গুণগ্রাম-কীর্ত্তনমুখে অপ্রকটমহোৎসব ও বিরহ-স্মৃতিসভার অধিবেশন করিতেছেন। আমরা তাঁহাদিগের সকলেরই সেবাচেষ্টার জয়গান-মুখে তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া 'গৌড়ীয়'-পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত কয়েক-স্থানের সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উদ্ধার করিতেছি।

পুরী-শ্রীপুরুষোত্তম মঠে

গত ১০।১।৩৪ তারিখে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-ক্ষেত্র-পুরীধামে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে তাঁহার অপ্রকট উৎসব বিশেষ সফলতার সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও ভদ্রমহিলা ঐ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। ঢাকার Agricultural Department এর Chief Officer শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র দে মহাশয় সপরিবারে উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সমাগত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ আনুমানিক চারি শতের অধিক সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন। সভাস্থে সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। পুরীর জজ্ কোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দ চন্দ্র মিশ্র মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের অলৌকিক গুণাবলী বিষদভাবে কীর্ত্তন করেন। তিনি এতৎ প্রসঙ্গে বলেন যে—

'আমার ধর্ম্মই হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম। শ্রীল প্রভুপাদ নিজ আচরণ ও প্রচারের দ্বারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ও ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী প্রভৃতি উচ্চ শিক্ষিত দেশে তাঁহার অপ্রকট লীলায় পূর্ণ পর্য্যন্ত সদর্পে এই আমার ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। উৎকলবাসীর মহাসৌভাগ্যে তিনি শ্রীপুরুষোত্তমে আবির্ভূত হইয়া এই সনাতন ধর্ম্ম নির্ভীকভাবে প্রত্যেক সুকৃতিবান্ জীবের নিকট নিজে অথবা নিজজন দ্বারা কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই প্রকার মহাপুরুষের আবির্ভাবে জগৎ যে কি ভাবে উপকৃত হয়, তাহা অল্প জীব প্রথম মুখে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তিনি এক মহাপুরুষের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। উৎকলের প্রত্যেক সজ্জন ব্যক্তি

সেই মহাপুরুষের অনুগত ছিলেন। উৎকলের সজ্জন-সমাজে শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি স্বাভাবিকী ভক্তি দৃঢ়ভাবে বর্ত্তমান আছে। শ্রীল প্রভুপাদের অভাবে উৎকল ভূমি বিশেষ অভাবগ্রস্ত হইল। মহাপুরুষের প্রকট লীলার অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই তাঁহার সুদুর্লভ ব্যক্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। আমরা যে কি মহামূল্য রত্ন হারাইলাম, ক্রমে তাহা বুঝিতে পারিব।"

শ্রীপুরুষোত্তম মঠের শ্রীযুক্ত শচীকুমার দাসাধিকারী বি-এল, ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ, শ্রীগদাধর দাসাধিকারী ভক্তি সুহৃৎ ও শ্রীল প্রভুপাদের অভিমর্ত্ত্য চরিত্রের কিছু আলোচনা করেন। স্থানীয় মোক্তার শ্রীযুক্ত কালীনাথ চিনেয়া মহাশয় এবং ভক্তিসহিম শ্রীযুক্ত কানাই লাল মিত্র মহাশয় স্বরচিত প্রভুপাদের স্তুতি গান করেন। শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের প্রধান পাণ্ডা ও জমিদার শ্রীযুক্ত হনুমান্ খুঁটিয়া মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া মহাপ্রসাদ বিতরণাদি কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন।

এই উৎসবে বহু সম্ভ্রান্ত স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ যোগদান করিয়াছিলেন। স্থানাভাবে তাঁহাদিগের মধ্যে মাত্র কএক ব্যক্তির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

শ্রীহনুমান্ খুঁটিয়া—শ্রীজগন্নাথদেবের পাণ্ডা ও জমিদার; শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র মিশ্র—উকীল, পুরী; শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু—উকিল, পুরী; শ্রীভাগীরথী মিশ্র—সর্ভণমেণ্ট অডিটার; শ্রীকালীনাথ চিনেয়া—মোক্তার, পুরী; শ্রীপ্রসন্নকুমার সিংহ—সেরেস্তাদার অফিসার পি, ডব্লিউ, ডি; শ্রীদীনবন্ধু মহান্তি—ক্লার্ক পি, ডব্লিউ, ডি অফিস, পুরী; শ্রীরামরথ—ক্লার্ক, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড অফিস, পুরী; শ্রীউদয়নাথ পট্টনায়ক—আমিন, পুরী মিউনিসিপ্যালিটি; শ্রীশরৎ চন্দ্র চন্দ—ক্লার্ক, পুরী কালেক্টরেট; শ্রীউদয়নাথ পট্টনায়ক—ঐ; শ্রীনটকৃষ্ণ মহান্তি—ঐ; শ্রীরামচন্দ্র ঘোষ—ঐ; শ্রীবৈদ্যনাথ পাহা—মার্চ্চেণ্ট, কলিকাতা; শ্রীনিত্যানন্দ সাহু—মার্চ্চেণ্ট, বর্দ্ধমান প্রভৃতি।

কটক-শ্রীলক্ষ্মিদাসন্ধ মঠে

গত ৫ই মাঘুয়ারী রবিবার সন্ধ্যায় কটকের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্স জজ শ্রীযুক্ত অঘোরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের সভাপতিত্বে শ্রীলক্ষ্মিদাসন্ধমঠে একটি বিরহ-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে সুসজ্জিত উচ্চাসনোপরি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য সংস্থাপন করা হয়। মঠের সেবকবৃন্দ উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিবার পর শ্রীপাদ পদ্মাকর দাসাধিকারী ভক্তিসুহৃৎ, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী (উৎকল ভাষায়), শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী ভক্তিকুমুদ ও মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ মহোদয় যথাক্রমে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে—সভাপতি মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণতিজ্ঞাপন মুখে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন।

বক্তৃতার শেষে বিরহ-গীতি-কীর্ত্তন ও মহামন্ত্র-সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। এই সভায়—রায় বাহাদুর শ্রীউমাচরণ দাস রেজিষ্ট্রিং কমিসনারের পার্সোন্যাল এসিষ্ট্যাণ্ট, মুন্সেফ শ্রীচারুচরণ কৌরী, মুন্সেফ শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, বরম-রেটের ম্যানেজার শ্রীশরৎ চন্দ্র দে, হেড্ এসিষ্ট্যাণ্ট শ্রীমতুলচন্দ্র ঘোষ, খ্যাতনামা ব্যবসায়ী শ্রীআকাশি লোমশেখম্, শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বসু, শ্রীবনবিহারী পণ্ডিত বি-এল্, শ্রীবসন্তকুমার সরকার বি-এ, শ্রীবেদেহনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রফেসার শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগোবিন্দবল্লভ ঘোষ, শ্রীসুশীলচন্দ্র গুপ্ত এম্-এ বি-এল, শ্রীযুক্ত গোপীনাথ-প্রসাদ দাস, শ্রীসরোবর কর বি-এল, শ্রীশ্রীধর মহাপাত্র, পণ্ডিত বৈদ্যনাথ মিশ্র, ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার শ্রীসতীশ চন্দ্র বসু বি-এ, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রলাল দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত অনিরুদ্ধ দাসাধিকারী, ডাঃ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ দাস, শ্রীযুক্ত নারায়ণপ্রসাদ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত চিন্তামণি নায়ক প্রমুখ বহু সজ্জন, ছাত্র ও মহিলা সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। উপস্থিত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

মাদ্রাজ-'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-হলে' বিরাট্ সভা
মাদ্রাজ-করপোরেশনের প্রস্তাব

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের সংবাদ-প্রাপ্তিমাত্র মাদ্রাজের সজ্জন-সাধারণ বিশেষ ব্যথিত হইয়া গত ৩১শে মাঘুয়ারী (১৯৩৭) রবিবার অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকায় মাদ্রাজ-(ব্লাপেট্টা)-গৌড়ীয়-মঠের সাধুবর্গ প্রবর্ত্তকগণ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনহলে' একটি বৃহতীসভায় আহ্বান করেন।

ভক্তদেবকারী শ্রীল প্রভুপাদের বিরহে কিরূপ কাতর হইয়াছেন, তাহার নিদর্শন উক্ত সভায় বিশেষ ভাবে অনুভূত হইয়াছিল।

শ্রীল প্রভুপাদের নিত্যলীলা-প্রবেশের সংবাদ পাইবামাত্র মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর স্যার কে, ভি, রেড্ডি, কে-টী, মাদ্রাজ কর্পোরেশনের মেয়র ইরাসানু নাইডু; এডুকেশনিষ্ট-টির কাউন্সিলের ভূতপূর্ব্ব মেম্বার স্যর পি, এস, শিবস্বামী আইয়ার কে-টী, কে-সি-এস্-আই, সি-আই-ই; মাদ্রাজ-হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ্ সার্ কেপা রামেসম্ কে-টী, হাই-কোর্টের জজ্ দি অনারেবল মাষ্টিস্ ভি, পি, রাও আই-সি-এস; বোর্ড অফ্ রেভিনিউএর সর্ব্বপ্রধান মেম্বার দেওয়ান বাহাদুর এন্, গোপালস্বামী আয়াঙ্গার, সি-আই-ই; পাবলিক সার্ভিস্ কমিশনের মেম্বার রাও বাহাদুর এম্, নরসিংহম্ পন্তুলু, মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব প্রধান ইঞ্জিনীয়ার দেওয়ানী বাহাদুর এ, ভি, রামলিঙ্গম্ আইয়ার; মাদ্রাজ-মেডিকেল-কলেজের প্রধান ডাক্তার লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল কে, ভি, পাণ্ডলে আই-এম্-এস্; রাও সাহেব কে, ভি, বেঙ্কিটি রাও; রাও সাহেব কে, ভি, আয়ার; গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, মাদ্রাজ টি, বি ডিপার্টমেণ্টের প্রধান ডাক্তার কেশব পাই এন্-ডি, ও-বি-ই, দেওয়ান বাহাদুর আর, শ্রীনিবাসন্, এম্-এস্-সি; রাও বাহাদুর কে, এম্, নরসিংহাচারী, মাদ্রাজের প্রধান ইংরাজী পত্র "দি হিন্দু"র স্বত্বাধিকারী মিঃ কে, গোদাসন; মাদ্রাজের প্রধান তামিল পত্র "স্বদেশ মিত্রন্"এর সম্পাদক মিঃ সি, আর, শ্রীনিবাসন্; হিন্দুস্থান ব্যাঙ্কের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক মিঃ সি, এইচ্ ডিভাজি, কাউন্সিলার মিঃ কে, সুব্রহ্মণ্যম্; ভূতপূর্ব্ব জজ্ আর, নরসিংহ আয়েঙ্গার; এনডাউমেণ্ট বোর্ডের সেক্রেটারী ভি, শিবশঙ্কর রাও, টি, এম্ কৃষ্ণস্বামী আইয়ার, সি, ভি কৃষ্ণস্বামী আইয়ার, প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল পি, এন্ শ্রীনিবাসাচারি; ভি, এ নটেশন্, এম্, এস্ রাঘবাচারী আইয়ার, পি, নাগেশ পিল্লে, এন্ বরদরাজ পিল্লে, এম্, কে রঙ্গাচারী; আর, কৃষ্ণাচারী; অপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; ইন্দুশেখর মৈত্র, এম্, আর অনন্ত পাই, টি, ভি কল্যাণ-সুন্দরম্; টি পনিকল্ পিল্লে; এন্, আর গোবিন্দস্বামী নাইডু; পি, বিজয়রত্ন পিল্লে প্রভৃতি মাদ্রাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের স্মৃতি-সভার প্রস্তাবলী প্রধানের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে (৩১শে জানুয়ারী, ১৯৩৭ তারিখে) শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মস্মৃতি-সভার অধিবেশন-সংবাদ সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দেন।

তদনুসারে উক্ত দিবস মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে যে বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে এত সজ্জন সমাগম হইয়াছিল যে, শ্রীমঠের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ প্রবেশদ্বার, পার্শ্ববর্ত্তী অলিন্দ প্রভৃতি লোকে লোকারণ্য হয় এবং ঘোটর যানাদিতে শ্রীমঠের প্রশস্ত অঙ্গন ও সম্মুখস্থ রাজপথ পরিপূর্ণ হইয়া যায়।

সভাস্থলটি অতি উত্তমরূপে সুসজ্জিত করিয়া সকলের পক্ষেই দর্শন-লাভ হইতে পারে এমন একটি স্থান নির্ব্বাচন পূর্ব্বক তথায় পত্র-পুষ্প-মালা ও বস্ত্রাভরণাদি-দ্বারা একটি সুদৃশ্য মঞ্চের নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সচন্দনগন্ধপুষ্পমাল্যবিভূষিত শ্রীআলেখ্য-বিগ্রহ সংরক্ষণ করা হয়। এই সেবাকার্য্যে শ্রীমান্ রাধারমণ ব্রহ্মচারীজীর নৈপুণ্য সভায় সকলেরই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। লোকসঙ্ঘ নিয়মিত করিবার জন্য মঠে প্রবেশ ও নির্গমনের দুইটি তোরণের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার প্রায় ষষ্টিসংখ্যক সজ্জন একটি সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায় রচনা করিয়া সভায় যোগদান করেন। জেপুরের মহারাজ বাহাদুর তাঁহাদিগকে সংকীর্ত্তন করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে তাঁহারা মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ-রক্ষক শ্রীপাদ ভগবানন্দ ব্রজবাসী প্রভুর মূলগায়কত্বে তদনুসরণে 'গায় গোরাচাঁদ' ও 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। সভায় সকলেই তাঁহাদের সহিত মহামন্ত্র-কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। মহারাজ বাহাদুর এই কীর্ত্তন শ্রবণে অতীব মুগ্ধ হন। অতঃপর শ্রীমান্ রাধারমণ ব্রহ্মচারী স্বরচিত একটি বিরহগীতি কীর্ত্তন করিবার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

দেওয়ান বাহাদুর এন্ গোপাল স্বামী আয়েঙ্গার সি আই ই মহোদয় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতামুখে জেপুরের মহারাজ বাহাদুরকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিলে মিঃ টি এস্ স্বামিনাথ আইয়ার এম্-এ, বি-এল মহোদয় উক্ত প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। অতঃপর জেপুরের মহারাজ শ্রীশ্রীশ্রী শ্রীবিক্রমদেব বর্ম্মা ডি-লিট্

হরিদাসের মহারাজ বাহাদুর "ত্রিদণ্ডিস্বামী" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভুর পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া আসন গ্রহণ করেন। মহারাজ বাহাদুর কিছু বলিবার পর জজ পি এস্ শিবস্বামী আইয়ার কে-সি-এস্-আই, সি-আই-ই মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের অভিমর্ত্য মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে বক্তৃতামুখে বলেন যে,—জীবের চিত্ত ধর্ম্মভাবাপন্ন হওয়া আবশ্যক, শ্রীল প্রভুপাদ এই বিষয়ে জগতের মহাকল্যাণ সাধন করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শ্রীপাদ বন মহারাজের সহিত তাঁহার সম্পর্ক অতি মধুর ইত্যাদি। এই সমস্ত কথা তিনি গদ্গদস্বরে প্রকাশ করেন। অতি বৃদ্ধ বয়সেও শ্রীল প্রভুপাদের আকর্ষণে তিনি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

অনন্তর মাদ্রাজের বিখ্যাত কাউন্সিলার মিঃ সি, সুব্রহ্মণ্য চেটিয়ার মহোদয় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন—

"This meeting of the citizens of Madras records its profound regret and sorrow and sense of loss to the country by the *Niryana* of Om Vishnupad Paramahansa Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Founder Acharya of the Gaudiya Mission which carries the banner of Indian culture in Britain, Germany, Austria and various other countries of Europe."

—"বৃটেন, জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি ইউরোপের বহুদেশে শ্রীচৈতন্য-বাণীর পতাকাবাহী গৌড়ীয় মঠের সংস্থাপক আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অপ্রকটে এই সভা গভীর দুঃখ, সহানুভূতি এবং জগতের অপূরণীয় ক্ষতি লিপিবদ্ধ করিতেছেন।"

মাদ্রাজ-কর্পোরেশনের সুবিখ্যাত কাউন্সিলার মিঃ কে, সুব্রহ্মণ্যম্ উক্তপ্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থনমুখে ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিমর্ত্য গুণগাথা কীর্ত্তন করেন। প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

অতঃপর হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত সদাশিব আইয়ার মহোদয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বাসিনাথ আইয়ার এম্-এ, বিল ব্যাড্‌ভোকেট মহোদয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবন-তাণ্ডবত্ব সম্বন্ধে ইংরাজীতে লিখিত একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ পাঠ করেন।

তৎপর মাদ্রাজ-কর্পোরেশনের মেয়র মিঃ কে, সি গণপতি নাইডু ইংরাজী ভাষায় একটি বক্তৃতা প্রদানকরেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে বলেন যে,—১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে শ্রীল প্রভুপাদকে মাদ্রাজ-কর্পোরেশন হইতে একটি Civic Address (সম্রান্ত নাগরিকগণের অভিভাষণ) দেওয়া হয় এবং তাঁহাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

অনন্তর শ্রীযুৎ সত্যব্রতস্য দাস ব্রহ্মচারী মহোদয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের "স্বরূপ-রূপের কথা প্রভুর পরিবারে প্রচারিত হউক" এই শ্রীমুখবাণী অবলম্বন করিয়া ইংরাজী ভাষায় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

তৎপর হিন্দু থিয়লজিক্যাল্ এন্ডাউমেণ্ট বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার মিঃ এন্, শ্রীনিবাসাচারিয়ার তামিল ভাষায় এবং পাবলিক সার্ভিস্ কমিশনের মেম্বার রাও বাহাদুর এম্ নরসিংহম্ পান্তুলুগারু তেলেগুভাষায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। ইঁহারা উভয়েই মাদ্রাজ জনসাধারণের নিকট বিশেষরূপে পরিচিত ও সম্মানিত।

অনন্তর শ্রীপাদ ভূতপূর্ব্ব ব্রহ্মচারী মহোদয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিমর্ত্য চরিত্র সম্বন্ধে একটি হৃদয়-গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিবার পর শ্রীযুৎ সত্যব্রতস্য দাস ব্রহ্মচারী মহোদয় সভাপতি, বক্তৃবৃন্দ ও শ্রোতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ প্রদানকালে বলেন,—"আমাদের বিপদের পরিমাণ ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। আপনারা শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট—শ্রীস্বরূপরূপের বাণী-প্রচারে সহায়তা করিলেই আমরা হৃদয়ে বল পাই। আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, শ্রীস্বরূপরূপের বাণীর আচার্য্যের অপ্রকটে ব্যথিত আমাদের হৃদয়ে সান্ত্বনা দিবার জন্য আপনাদের ন্যায় এত শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সজ্জনব্যক্তি এক মাদ্রাজ সহরেই বিদ্যমান আছেন। আপনাদের সহৃদয়তা ও সৌজন্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের যথোপযুক্ত ভাষা আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী আপনাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।"

সভার কার্য্য শেষ হইলে শ্রীভক্তিবিনোদ-তরুমণ্ডলীর সভ্যগণ প্রায় দুই ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া শ্রীআলোয়ারগণের স্তোত্র এবং 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র নর্ত্তনসহকারে কীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু তাঁহাদিগকে সিদ্ধান্ত-বিষয়ে সাহায্য করেন। খেতড়ির মহারাজ বাহাদুর বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া ঐ কীর্ত্তন শ্রবণ করেন।

মহারাজ বাহাদুর সভার সর্ব্বাঙ্গীণ সাফল্যদর্শনে এত প্রীত হন যে, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বয়ং পরদিবস ঘাটে আসেন এবং আগামী কল্য (৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭ রবিবার) মাহারাজ-শ্রীগৌড়ীয়মঠের সাধারণপ্রবন্ধমন্দিরে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতা দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তদনুসারে শ্রীমঠে আর একটি বিরাট সভার আয়োজন হইতেছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে মন্তুদেশবাসী সজ্জনসাধারণের একটি স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা আছে। আমরা তাঁহাদিগের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সন্তোষ জ্ঞাপন করিতেছি।

সভার আয়োজনকার্য্যে শ্রীপাদ ভূতভৃৎ ব্রহ্মচারীজী অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সিংহ মহোদয় সভার কার্য্যে প্রয়োজনীয় যাবতীয় পুষ্প ও পুষ্পমাল্যাদি সরবরাহ করিয়া আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তিনি বহুপ্রকারে শ্রীমঠের সেবাকার্য্যে সহায়তা করিয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপাশীর্ব্বাদ-ভাজন হইতেছেন। আমরা তাঁহার সৌভাগ্যের সর্ব্বতোভাবে প্রশংসা করি। সভায় উপস্থিত সজ্জন বৃন্দের সকলকেই শ্রীভগবৎপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। এইরূপ পারমার্থিক বিরাট সভা এবং একস্থানে এত শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমাগম প্রায়ই দেখা যায় না।

'কৃষ্ণনগর' মিউনিসিপ্যালিটীর সভা ও প্রস্তাব

গত ৯ই মাঘুয়ারী ১৯৩৭ সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় নদীয়া জেলার স্থিত কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটীর সম্মানিত কমিশনারগণ কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যাল অফিসে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলার সমবেদনা জ্ঞাপনার্থ একটি সভায় আহূত হন। সভার প্রারম্ভেই মাননীয় সভাপতি কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র চন্দ্র মৌলিক মহোদয় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন এবং তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

The Commissioners at a meeting record their profoundest grief at the untimely passing away of His Divine Grace Paramahamsa Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj the President Acharyya of the Gaudiya Math.

They offer their condolence to the members of the Gaudiya Math.

Resolved that a copy of the above be forwarded to the Secretary of Sree Gaudiya Math.

Sd/ S. C. Maulik
Chairman
Krishnagar Municipality

চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রচন্দ্র মৌলিক মহোদয় একজন বিশেষ সজ্জন ও সদানুরাগী ব্যক্তি। গত ১লা মাঘুয়ারী (১৯৩৭) শুক্রবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম স্পেশাল ট্রেণে শ্রীধাম মায়াপুরে বিজয়কালে এই সভায় কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মে তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

কলিকাতা-কর্পোরেশনের প্রস্তাব

কলিকাতা কর্পোরেশনের সেক্রেটারী Mr. B. V. Ramiah মহোদয় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্পাদক মহোদয়ের নিকট শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলা-প্রকাশে দুঃখ ও সহানুভূতি জ্ঞাপক একখানি পত্রসহ তাঁহাদের উক্ত ১৩ই মাঘুয়ারী তারিখের সভায় নির্দ্ধারিত-প্রস্তাবটি প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা ইতঃপূর্ব্বে আচার্য্যবিরহ-সংখ্যা (২৩শ-২৪শ) গৌড়ীয়ে কলিকাতা কর্পোরেশনের একটি বিশেষ অধিবেশনে মেয়র মাননীয় স্যার হরিশঙ্কর পাল মহোদয়ের বক্তৃতা ও শ্রদ্ধাসূচক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি। নিম্নে সেক্রেটারী মহোদয়ের পত্র ও কর্পোরেশন-রেজোলিউসন প্রকাশিত হইল :—

(পত্র)

No. S. 475

Dear Sir,

I am directed to forward the accompanying copy of a resolution passed by the Corporation on the 13th. January 1937 expressing their sense of sorrow at the sad demise of

His Divine Grace Paramahamsa Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur.

Yours faithfully
Sd./ B. V. Ramiah,
Secretary.

(প্রস্তাব)

Central Municipal Office
21st. January, 1937.

Corporation Resolution

dated, 13th. January, 1937.

Resolved :—

That the Corporation of Calcutta place on record their deep sense of sorrow at the sad demise of His Divine Grace Paramahamsa Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, Founder-President of the Calcutta Gaudiya Math, on the 1st. January last at the age of 64 and that an expression of their sympathy and sense of loss be conveyed to the members of the Gaudiya Math in Calcutta.

কলিকাতা-মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সম্পাদকীয় মন্তব্য

কলিকাতার সাপ্তাহিক 'মিউনিসিপ্যাল গেজেট' (The Calcutta Municipal Gazette) পত্রের গত ৩০শে মাঘ (১৩৪৩) শনিবার তারিখের সংখ্যায় 'Chronicle and Comment' শীর্ষক সম্পাদকীয় স্তম্ভে ২৯১ পৃষ্ঠায় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অপ্রকটলীলা-প্রসঙ্গ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্যটি লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

Paramahamsa Saraswati Maharaj

Paramahamsa Saraswati Maharaj, the head of of the Gaudiya Math of Calcutta, on Whose Demise the Corporation adopted a resolution of condolence the other day, was an accomplished Scholar Whose erudition went far beyond the tenets and philosophy of Bengal Vaishnavism. A Great Leader of the Vaishnava sect and a firm believer in the cult of Sri Chaitanya, He dedicated Himself to the propagation of the Message of the "Mahaprabhu" with rare foresight, adopting modern methods of propaganda and publicity with great success. He not only sent out able preachers to all parts of the country and established as many as sixty-four *Maths* or preaching centres in important cities and towns in India but organized Exhibitions of a novel kind where the Teachings of Vaishnavism were visualized for the masses through pictures, effigies and models. In many of the preaching centres founded by Saraswati Maharaj free primary and in some cases secondary education also are being imparted. The revival of ancient Sanskrit learning has been one of the principal objectives aimed at by the *Gaudiya Math* at the instance of its distinguished Leader Who collected rare and original manuscripts and had them published with authoritative annotations, from three big printing concerns established by the *Math*. He also founded half-a-dozen periodicals in different provincial dialects of India through which is propagated the Vaishnava creed. In 1933 He took the bold step of sending out a mission to Europe which achieved great success.

উক্ত গেজেটের ২৯১ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভে "সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ" শীর্ষক নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে,—

Saraswati Goswami Maharaj

"The Mayor, Sir Hari Sanker Paul, paid the following tribute to the memory of Srimat Bhakti Siddanta Saraswati Goswami Maharaj of the Gaudiya Math of Calcutta at the special meeting of the Corporation held on the 13th January last :—

['আচার্য্য-বিরহ-সংখ্যা' (২৩শ-২৪শ) গৌড়ীয়ের ৪৪১৫ পৃষ্ঠায় প্রথম স্তম্ভে কলিকাতা-কর্পোরেশনের মেয়র স্যর হরিশঙ্কর পাল মহোদয়ের শ্রদ্ধাজ্ঞাপক মন্তব্য ও প্রস্তাব (Resolition) দ্রষ্টব্য।]

• • •

The resolution was adopted by the House with usual honours."

রেঙ্গুণ-কর্পোরেশনের প্রস্তাব
রেঙ্গুণে বিরাট্ সভা

গত ১লা ফেব্রুয়ারী, সোমবার (১৯৩৭) সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় রেঙ্গুণ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র ডক্টর এ, এম্, মুরে (Dr. A. M. Murray) মহোদয়ের সভাপতিত্বে রেঙ্গুণ টাউনহলে (কর্পোরেশন বিল্ডিংস্) রেঙ্গুণের সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে শ্রদ্ধা-প্রদর্শনার্থ একটি মহতী সভার আয়োজন করেন। সভার প্রারম্ভেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে শ্রদ্ধা-প্রদর্শনের নিদর্শন-স্বরূপ সভায় সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া কিছুক্ষণ নিঃশব্দতা পালন করেন এবং এই প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয়বে, —রেঙ্গুণের জনসাধারণ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যোত্তম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অপ্রকটলীলায় তাঁহাদের গভীর দুঃখ এবং জগতের অপূরণীয় ক্ষতির কথা জ্ঞাপন করিতেছেন। অপর প্রস্তাবে রেঙ্গুণের অধিবাসিগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সন্ন্যাসগণের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করেন। প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদর্শন যতি মহারাজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিমর্ত্ত্য ব্যক্তিত্ব ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন-মুখে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ "Conception of God in Hindu Religion" (হিন্দুধর্ম্মে ভগবানের সম্বন্ধে ধারণা) সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজী হিন্দুধর্ম্মের ছয়টি বিভিন্ন দার্শনিক মতের তুলনামূলক বিচার প্রদর্শনমুখে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণার ক্রমবিচার এবং শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর অনুসরণে গোলোকবৃন্দাবনে রসরাজোপাস্য শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবায় বৈশিষ্ট্য ও সর্ব্বতমতা প্রদর্শন করেন। সভায় নিমন্ত্রিত বহু সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিত সজ্জনগণের মধ্যে নিম্নে মাত্র কতিপয় ব্যক্তির নাম প্রদত্ত হইল :—

Maung Set, Vice-Chancellor ; Maung Kyaw Zan, C.I.E., Ex-Mayor ; U BA Glay (Editor, "Sun") ; R. M. Basu, Roy Bahadur (Retd. Asst. Secretary) ; K. N. Dangali (Advocate) ; K. C. Bose (Bar-at-Law, M.L.C.) ; Dr. M. L. Kundu [M.B., F.R.F.P.S. (Glas), L.M. (Dub.)] ; C. V. Galliara, (Merchant) ; M. D. Gandhi (Prop. Give & Take Co.) ; Dr. R. C. Choudhury; Sardar Bahadur R. S. Dugal ; Dr. P. K. Dey, M. B., Ch. B. (Edin.) ; Dr. M. T. Chari (B.A., M.B.B.S.) ; Dr. R. S. Iyer [L.R.C.P. & S. (Edin), L.M. (Dub), L.R.C.P. & S (Glas)] ; Rai Saheb Nebraj Talwar (Secy., Theosophical Society) ; G. L. Talwar (F.R.C.S.) ; A. Sequeira (Hon. Magistrate) ; Swami B. S. Giri, (Gaudiya Math, Rangoon).

শ্রীপাদ বনমহারাজের গত ৩০শে জানুয়ারী (১৯৩৭) শনিবার সন্ধ্যায় রাঘবাহারের কেদারমোহন বসু মহোদয়ের সভাপতিত্বে রেঙ্গুণ 'বেঙ্গল একাডেমী হলে' "বিশ্বে শ্রীচৈতন্যবাণী" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

বগুড়ায় সভা

গত ১৩ই জানুয়ারী (১৯৩৭) ৯ ঘটিকায় বগুড়া-এডওয়ার্ড হলে বগুড়ার স্থানীয় বারলাইব্রেরী ও বিদ্যুদ্ধর্ম্ম-সভার প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সান্যাল মহাশয়ের সভাপতিত্বে বগুড়ার জনসাধারণের পক্ষ হইতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিত্যলীলা-প্রবেশে সমবেদনা-জ্ঞাপনসূত্রে একটি সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় সভাপতি মহোদয়, প্লীডার শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন, ম্যাজিষ্ট্রেকেট শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতি প্রভুপাদের অভিমর্ত্ত্য মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভায় বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সজ্জন উপস্থিত ছিলেন ; তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত নলিনমোহন সান্যাল বি-এল, সৌরীন্দ্রনাথ সরকার এ্যাডভোকেট, রায় সাহেব যোগেন্দ্রনাথ সরকার, রেবতী নাথ চৌধুরী বি-এল, বীরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এল, ডাঃ কৈলাশচন্দ্র দাস এল-এম্-এফ্, হরমোহন বসু মার্চ্চেন্ট, কামিনীমোহন চৌধুরী বি-এল, জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস মোক্তার, বীরেন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতি সজ্জনগণের নাম উল্লেখযোগ্য। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়—

"বগুড়াবাসী এই সভায় শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অপ্রকটলীলা-উপলক্ষে তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন এবং তাঁহার সেবকগণের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন।"

সভাপতি মহোদয় উক্ত প্রস্তাবটি পাঠ করেন এবং তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সমবেদনা*

Darbhanga House
Calcutta
The 4th January, 1937.

Dear Swami Ban,

I am extremely sorry to hear of the sad demise of your revered Founder and I hasten to send you my sincerest sympathies. He devoted His life to a great cause and I feel sure, that He will be remembered by the posterity and that you all will carry on the great work.

Yours sincerely,
Sd. K. Singh.

---

4 Theatre Road, Calcutta.
9th January, 1937.

Dear Sir,

I read with great regret in the Newspapers of the demise of Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur and I shall be much obliged if you will convey an expression of my sympathy to the authorities of the Sri Gaudiya Math.

Yours sincerely
Sd/ A. J. Dash
Commissioner, Presidency Division.

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেবৌ জয়তি

শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর

১লা মাঘ, ১৩৪৩

ধর্ম্মাবিহিত সম্মান পুরঃসর বিজ্ঞপ্তিরিয়ম্—

মাননীয় মহোদয়!

কর্ম্মব্যপদেশে স্থানান্তরে ছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া ২২শ সংখ্যা গৌড়ীয় পাঠে পরম সম্মানীয় শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহোদয়ের নিত্যধাম-প্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাইলাম। সে দুঃখ প্রকাশের ভাষা নাই। সত্যই আজ জগতের পক্ষে দুর্দ্দিন উপস্থিত। যাহাতে এই বিরহদুঃখ হৃদয়ে গোপন করিয়া জগতের কল্যাণে মঠের সেবকগণ পূর্ব্ববৎ ধৈর্য্যের সহিত আত্ম-নিয়োগ করিতে পারেন, সেজন্য শ্রীশ্রীভগবানের কৃপাকটাক্ষ ভিক্ষা করি। আপনি ও আপনার সহকারিগণ আমার একান্ত ভালবাসা গ্রহণ করিবেন। ইতি—

ভবদীয়

(স্বাঃ) শ্রীগোপীবল্লভানন্দ দেবগোস্বামী

শ্রীগৌড়ীয়মঠে

স্যর ফ্রাঙ্ক নয়েস ও স্যর বি, এল্ মিত্র

গত ৩রা জানুয়ারী (১৯৩৭) রবিবার প্রাতঃ ৯॥ ঘটিকায় মাননীয় স্যর ফ্রাঙ্ক নয়েস্ (Sir Frank Noyce, Kt., K.C.S.I., C.B.E. Member, Viceroy's Executive Council, Department of Industries & Labour, India) মহোদয় মাননীয় স্যর বি, এল, মিত্র (Kt.) মহোদয় সমভিব্যাহারে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়-মঠ দর্শনে আগমন করেন। এতদুপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠে একটি অভ্যর্থনা-সভার অধিবেশন হয় এবং ঐ সভায় তাঁহাদিগকে একটি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করা হয়। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয় ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ স্যর ফ্রাঙ্ক নয়েস্ ও স্যর বি, এল, মিত্র মহোদয়কে শ্রীমঠের দ্বারদেশে ও সভামধ্যে অভ্যর্থনা করেন। তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ঔষধব্যবসায়ী মেসার্স ও, এন্ মুখার্জ্জি এণ্ড সন্স্ কোম্পানীর অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় মহোদয় উভয়ের গলদেশে পুষ্প-মালা অর্পণ করেন। তৎপরে আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ

---

*শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটবার্ত্তা-শ্রবণে বিভিন্নস্থান হইতে বহু সহৃদয় সজ্জন শ্রীগৌড়ীয়মঠে সমবেদনা-সূচক পত্রাদি প্রেরণ করিয়াছেন, সেই সকল অসংখ্য পত্রের মধ্যে মাত্র কএকখানি আমরা গত ২৩শ-২৪শ 'আচার্য্য-বিরহ-সংখ্যা' গৌড়ীয়ে প্রকাশ করিয়াছি। বর্ত্তমান সংখ্যায়ও কএকখানি প্রকাশিত হইল। পরবর্ত্তিসংখ্যায় আরও কএকখানি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। আমরা পত্রপ্রেরকগণের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।—গৌঃ সঃ

কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয় শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর এ, টি বেরা, বাঁশবেড়িয়ার রাজা শ্রীযুক্ত কিতীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, বালিয়াটীর জমিদার শ্রীযুক্ত মুরারী মোহন রায় চৌধুরী, প্রেষ্ঠার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশচরণ রায় ভক্তিবিজয় প্রমুখ কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত তত্র ভ্রাত নরেন্ মহোদয়কে পরিচিত করিয়া দেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল মহোদয় 'অনাদি তত্ত্ব কবে' এই উদ্বোধন-সঙ্গীতটি কীর্ত্তন করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ একটি অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিয়া তত্র ভ্রাত্ নরেন্ মহোদয়ের হস্তে উহা অর্পণ করেন। তৎপর তত্র ভ্রাত নরেন্ মহোদয় তাঁহার প্রত্যুত্তিভাষণে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলার কথা উল্লেখপূর্ব্বক বিশেষ দুঃখ ও সমবেদনা প্রকাশ করেন এবং মঠের প্রচারকার্য্যের বহুল প্রসারতা বিশেষতঃ লণ্ডন-গৌড়ীয় মিশনের প্রচারকার্য্যে বিশেষ আগ্রহ ও সহানুভূতি প্রকাশ করেন। আরও বলেন যে, তিনি যখন লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তখন লণ্ডন-মঠের কার্য্যাবলীর সংস্রবে থাকিতে পারিবেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত সদানন্দ ব্রহ্মচারী (হেড্ আর্চিষ্ট্ গেয়র্গ মুল্‌ফেস) ইংরাজী ভাষায় ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়। সভান্তে তত্র ভ্রাত নরেন্ মহোদয় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া শ্রীমঠের চতুষ্পার্শ্বস্থ ভক্তসঙ্ঘাগম, প্রণামন ও বিজ্ঞপ্তিপূর্ব্বক গমনপূর্ব্বক আগ্রহের সহিত সকল স্থান পরিদর্শন করিয়া পরমানন্দিত হন। সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত সজ্জনগণের উল্লেখযোগ্য :—

রাজা কিতীন্দ্র দেব রায় মহাশয় জমিদার, মিঃ ডব্লিউ, সি বানার্জী কোল মার্চেন্ট, রায় এ, টি বেরা বাহাদুর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন রায় চৌধুরী জমিদার, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী জমিদার, ডাঃ সুকুমার ভট্টাচার্য্য এম্, এস্-সি, এম্-বি—মেডিক্যাল কলেজের ডিমনষ্ট্রেটর, ডাঃ কৃষ্ণেন্দ্রনাথ বসু এম্-বি (কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সেলর), শ্রীযুক্ত জগমোহন বসু (ভূতপূর্ব্ব-কাউন্সেলর); শ্রীযুক্ত আশুষ বিহারী কপুর এম্-এ, শ্রীযুক্ত সতীশচরণ রায় ভক্তিবিজয় মার্চেন্ট, শ্রীযুক্ত যোড়শী মোহন রায় চৌধুরী জমিদার, শ্রীযুক্ত কিতীশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসু, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল্, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষাল (শ্যামপুকুর পি, এস্-এর অফিসার ইন্‌চার্জ্জ)।

মাননীয় তত্র ভ্রাত নরেন্ ও হেড্ আর্চিষ্ট্ গেয়র্গ মুল্‌ফেসের বক্তৃতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

তত্র ভ্রাত্ নরেন্স্ মহোদয়ের বক্তৃতা

Gentlemen,

I wish to express my gladness that on an occasion such as this I have been able to bring my friend and colleague Sir Brajendra Lall Mitter, with me. It is very easy for him to produce a suitable speech on a proper occasion, but the Civil Servants have not that training and cannot do so. I was quite unaware even a few minutes ago that you were expecting me to say something. I am afraid that I shall not be able to do proper justice to your expectation.

I should first of all express my very deep sympathy with you on the very great loss you have sustained at the sudden departure of your revered President, the Founder of this Mission. I am quite sure that you will be inspired by Him in carrying on the good work entrusted to you. I am interested to hear of the great progress of the Mission and specially to hear that you have a Mission in London with the Secretary of State as its President. I am specially glad to know this as it will enable me, when I return to London, to keep in touch with your work.

I will thank you very much for your kind reception and what you have said about me. I have not had the opportunity to do very much for the Mission in which Swami Giri interested me three years ago. I was always glad to see him at Delhi.

As already mentioned, I am shortly leaving India whom I have served for the last 34 years to the best of my ability.

I will again thank you very much for the kind reception of this morning.

শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারীজীর (মিঃ স্মলব্রেন্স) ধন্যবাদ

Your honour,

We are so grateful to your honour that you have the kindness to come this morning to our Math. We are all under the great impression of the heavy loss which has fallen upon us now His Divine Grace has withdrawn His visible Form from us. We are all the more grateful for your sympathy at this moment. We know how very glad His Divine Grace would have been to receive your honour today and we feel so much for our being alone.

And you, Sir Brajendra Lall Mitter having shown great interest in our spiritual Mission by the visit you paid to Mayapur and the intention you expressed once to visit our Math, are also partaking in the great sympathies.

Besides that we are so grateful for the great encouragement we receive in this sad situation by your very presence we know that you want to express by your being here the wish that the spiritual understanding which has been started by our Mission, the spiritual understanding between Spiritual India and England and the West in general should be continued and strengthened, by your sympathies in this country or in London.

By the presence of you both we feel furthermore encouraged in carrying out the Testament of His Divine Grace to spread His message with vigour, yes, with stronger vigour than ever before all over the World. Now He has withdrawn His visible Form from our sight, but we know His spiritual nature will always be with us in this undertaking.

I beg to express again and again the gratefulness of all assembled here for your presence in this grave hour for our consolation and encouragement.

Thanking you so much.

বিবিধ সংবাদ

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিখিলভুবনমঙ্গলময়ী শ্রীশ্রীযুক্তা দ্বিষষ্টিতম আবির্ভাব-তিথি আগামী ১৮ই ফাল্গুন (১০৪৩), ২রা মার্চ্চ (১৯৩৭) মঙ্গলবার। এতদুপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্টানুসারে ঐ দিবস চাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদবিহারী শ্রীবিগ্রহের প্রবেশোৎসব ও শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ ব্রজরাজ-গৌড়ীয়াচার্য্যের শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হইবে। ঐ দিবস প্রাতঃকাল ৭ ঘটিকায় বিপুল নগরকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা মুখে মঠপ্রবেশোৎসব, নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের অধিষ্ঠানোৎসব, শ্রীব্যাসপূজার অঞ্জলি-প্রদান, অভিনন্দনাদি পাঠ ও অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকায় সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে।

আচার্য্যানুগগণ ও শ্রদ্ধাবান্ সজ্জনবৃন্দ এই নগরকীর্ত্তন-যজ্ঞে যোগদান করিয়া শ্রীগুরুসেবায় আমাদিগকে উৎসাহিত করুন।

"গৌড়ীয়"—'সাময়িক সংখ্যা' ও 'শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা'

শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে গৌড়ীয়ের একটী 'সাময়িক সংখ্যা' ও পৃথগ্‌ভাবে ব্যাসপূজার গৌড়ীয়-সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ প্রভুর অন্তরঙ্গ আচার্য্যগণের সুদুর্লভ প্রবন্ধ ও বাণিতা এবং বিশিষ্ট গৌড়ীয় সাহিত্যিক ও দার্শনিকগণের বিভিন্ন সারগর্ভ ও গ্রৌঢ় গবেষণামূলক প্রবন্ধ তথা বিভিন্ন আচার্য্যগণের চরিত ও শিক্ষা, বহু পুরাতন চিত্র প্রভৃতি বিষয়দ্বারা সুশোভিত হইয়া 'সাময়িক সংখ্যা' গৌড়ীয় ভবন ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রায় ২০০২২ ফর্ম্মায় শ্রীব্যাস-

পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে। এই মূল্যবান্ সংখ্যাটি সংগ্রহের জন্য বহুলোকই উদ্গ্রীব হইয়া আছেন। গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণকে এই সংখ্যা পাইতে হইলে পৃথক্-ভাবে সংগ্রহ করিতে হইবে, গৌড়ীয়ের গ্রাহকসূত্রে এই সংখ্যা পাইবেন না। অতএব যাঁহারা এই সংখ্যা পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এখন হইতেই কার্ণোবাঙ্ক 'গৌড়ীয়'-সাময়িক সংখ্যা, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় আবেদন জানাইবেন।

শ্রীব্যাসপূজা সংখ্যা 'গৌড়ীয়' গৌড়ীয়ের নিয়মিত গ্রাহকগণ পাইবেন। যাঁহারা ইহা পৃথক্‌ভাবে পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ঠিকানায় আবেদন জানাইবেন। শ্রীব্যাসপূজা সংখ্যা গৌড়ীয়ে শ্রীল প্রভুপাদের বিভিন্ন সময়ের বহু দুষ্প্রাপ্য আলেখ্য ও শিক্ষা প্রকাশিত হইতেছে। এই সকল আলেখ্যের অধিকাংশই পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই।

সজ্জীক ভক্তিপ্রকাশ মহোদয়ের সেবাপ্রাপ্তা

বালিয়াটীর পূর্ব্ব তরফের অধিকার পরমভাগবত শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিপ্রকাশ মহোদয় ও তদীয় ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা ননীবালা রায়চৌধুরাণী বালিয়াটী শ্রীগৌরাঙ্গমঠে নূতন শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ, শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা প্রকাশ ও নিত্যসেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদে তাঁহাদের ভবনে পদার্পণ করিয়া সেই স্থান তীর্থীকৃত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ভক্তিপ্রকাশ মহোদয় ঢাকা-শ্রীবাঙ্গগৌড়ীয় মঠের অভিনব শ্রীমন্দিরের আংশিক ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন; সম্প্রতি পরমভক্তিমতী শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা ননীবালা রায়চৌধুরাণী তাঁহার 'শ্রীধন' হইতে ঢাকা-শ্রীবাঙ্গগৌড়ীয় মঠে শ্রীগুরু-দেবের গৃহ এবং গুরুভক্তসন্ন্যাসীর নিবাস নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার সেবাপ্রাপ্তা ও সেবাশীলতা আদর্শস্থানীয়া।

ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা

ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দুছাত্রগণের ধর্ম্ম-শিক্ষা-সমিতির (The committee for the religious Instruction of the Hindu students of the Dacca University) পক্ষ হইতে "গৌড়ীয়"-সম্পাদক (মহা-মহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিবেদান্ত বিদ্যাবিনোদ বি-এ) মহোদয় আগামী ১০ই ও ১২ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণ ৫।০ ঘটিকার যথাক্রমে ঢাকা "জগন্নাথ হল" ও "লিটন হলে" দুইটি বক্তৃতা প্রদানের জন্য আহূত হইয়াছেন। ১০ই ফেব্রুয়ারী জগন্নাথ-হলে "বাস্তব জীবন ও ধর্ম্ম" (Life & Religion) ও ১২ই ফেব্রুয়ারী লিটন হলে "গীতার শিক্ষা" (The Teachings of the Geeta) সম্বন্ধে বক্তৃতা হইবে। উক্ত হিন্দুধর্ম্ম-শিক্ষা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বিজ্ঞাপন-দ্বারা উক্ত বক্তৃতার সংবাদ সর্ব্বসাধারণ্যে ঘোষণা করিয়াছেন। ছাত্রগণ ও সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

লক্ষ্ণৌনগরে শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু

মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু গত ১লা জানুয়ারী (১৯৩৭) শুক্রবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মের অনুজ্ঞা করিয়া কলিকাতা হইতে শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করেন, তথা হইতে ৪ঠা জানুয়ারী কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক কিছুদিন কলিকাতায় অবস্থান করিয়া গত ৩১শে জানুয়ারী (১৯৩৭) শনিবার রাত্রি ৭-৫৯ মিনিটের (লোকাল) পাঞ্জাব মেলে শ্রীযুক্ত হরিচরণ ব্রহ্মচারীজীর সহিত লক্ষ্ণৌনগরে শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ মহোদয়ের ভবনে শুভবিজয় করিয়াছেন। তাঁহাকে ষ্টেশনে শ্রীভক্তিকুসুমের প্রৌঢ়ী মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, হৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী, গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়চরণ দাসাধিকারী, ত্রিগুণনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সেবকবৃন্দ, বেঙ্গলস্ ক্যান্টনমেণ্ট্ ষ্টেসনে শ্রীদনাতন গৌড়ীয় মঠের শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, সুপ্রসন্ন ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ এবং লক্ষ্ণৌ ষ্টেসনে শ্রীপাদ অধোক্ষজ প্রভু তাঁহার পুত্রদ্বয়, শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়-সহ উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন। শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু তাঁহার ১লা ফেব্রুয়ারী (১৯৩৭) লক্ষ্ণৌ হইতে স্বহস্তলিখিত পত্রে আমাদিগকে জানাইতেছেন,—

"অধোক্ষজ প্রভু ও তাঁহার পরিবারবর্গ সকলেই বেলা

৪টা পর্য্যন্ত উপবাসী ছিলেন। আমরা প্রসাদ পাইবার পর তবে তাঁহারা প্রসাদ পাইলেন। তাঁহারা আমার জন্য সর্ব্বতোভাবে মনোযোগী ও যত্নবিশিষ্ট আছেন। শ্রীগুরু-পাদপদ্মে তাঁহাদের সকলেরই 'কৃষ্ণে মতিরস্তু' বলিয়া আন্তরিক প্রার্থনা জানাইতেছি।

ইহাতা ছেদনে শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ, কৃষ্ণানন্দ প্রভু, হৃষীকগোবিন্দ ও 'মহারাজ' প্রভৃতি আসিয়া আমার প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক কৃপা ও স্নেহের পরিচয় দিয়াছেন। এই স্নেহ ও কৃপার ফল আশ্রয়-সমাশ্লিষ্ট বিষয়-বিগ্রহ লক্ষ করুন—তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট আপনি আমার এই প্রার্থনা জানাইবেন।"

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের সংবাদ

লণ্ডন-গৌড়ীয়মিশনারী ইন্-চার্জ্জ 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পরিকল্পিত গৌড়ীয়ের যে আদর্শটি চক্রবেষ্টীর মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, উহার block-এর design-টি শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত চিত্রবিদ্যা-নিপুণ শিল্প ও সেবাপরায়ণ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র আচার্য্য কলাকোবিদ মহাশয় বহু পরিশ্রমে সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের ২।১ দিবস পূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদকে কলাকোবিদ মহাশয়ের এই চিত্রটি দেখাইলে শ্রীল প্রভুপাদ উহা দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ, অনুমোদন ও কলাকোবিদ মহাশয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। এস্থানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, কলাকোবিদ মহাশয় শ্রীচৈতন্য-মঠের আচার্য্য-পাদপীঠ-প্রতিষ্ঠাকালে বহু শ্রম স্বীকার করিয়া ও সমস্তরাত্রি জাগরণ করিয়া একরাত্রির মধ্যেই আচার্য্যপাদপীঠের প্রশস্তিসূচক শ্লোক শ্বেতপ্রস্তরফলকে অঙ্কিত করিয়া বৈষ্ণববৃন্দের প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কলাকোবিদ মহাশয় তাঁহার চিত্রকলা-দ্বারা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের নানাবিধ সেবা করিয়া আসিতেছেন। আমরা তাঁহাকে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ বর্দ্ধন করিয়া আরও আনন্দ লাভ করিব। তাঁহার অঙ্কিত ঐ চিত্রটি সকলেরই আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছে। সময়ান্তরে আমরা ঐ চিত্রের তাৎপর্য্যটি প্রকাশ করিব।

বোম্বে নগরে বিরাট্ সভা

৭ই ফেব্রুয়ারী ৬ ঘটিকায় বোম্বে গৌড়ীয়মঠে (জগন্নাথদাস বিল্ডিং, গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক্ রোড্, বোম্বে ৭) মিঃ এইচ্ সহর রাও সি-আই-ই (এক্স কন্টোলার অফ্ দি কারেন্সী) মহোদয়ের সভাপতিত্বে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট লীলা উপলক্ষে একটি বিরহ-সভার অধিবেশন হইবে।

৮ই ফেব্রুয়ারী বোম্বে ভাও দাই রোডস্থ মাড়োয়ারী বিদ্যালয় হলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের আশ্রিত শ্রীযুক্ত সদানন্দ ব্রহ্মচারী (বেঃ আর্থার্ গেয়র্গ মুলুকে) মিঃ এম্, আর জয়াকর বার-ম্যাট্-ল মহোদয়ের সভাপতিত্বে "Where East & West can meet" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটে সংবাদপত্রসমূহ

ভারতের বিভিন্ন সংবাদ পত্রে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট লীলাবিহারের সংবাদ তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন-তালিকাসহ প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য সেই সমুদয় সংবাদপত্রের মধ্যে যাহা আমরা দেখিতে পাইয়াছি তাহাদের নাম ও তারিখ আমরা নিম্নে উল্লেখ করিতেছি—

অমৃতবাজারপত্রিকা—১৮ই পৌষ ও ১লা মাঘ (১৩৪৩), ২রা ও ১৪ই জানুয়ারী ১৯৩৭); যুগান্তর পত্র—২রা, ৩রা, ৬ই ও ১৪ই জানুয়ারী (১৯৩৭); আনন্দবাজার পত্রিকা—২রা জানুয়ারী (১৯৩৭); দৈনিক বসুমতী—২রা জানুয়ারী (১৯৩৭); দৈনিক নায়কপ্রকাশ—২রা ও ৮ই জানুয়ারী (১৯৩৭), ষ্টেট্‌সম্যান—৮ই জানুয়ারী (১৯৩৭); প্রবর্ত্তক—মাঘ সংখ্যা (১৩৪৩) ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা; বদলক্ষ্মী—মাঘ সংখ্যা (১৩৪৩), জানুয়ারী (১৯৩৭); মাদার ওয়ার্কস্ (মাদ্রাজ)—২২শে জানুয়ারী (১৯৩৭), ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া—৮ই জানুয়ারী (১৯৩৭), সিলেট ক্রণিক্‌ল্—১১ই জানুয়ারী (১৯৩৭), টাইম্‌স্ অব্ ইণ্ডিয়া; মাদ্রাজ মেল্—১লা ও ২২শে জানুয়ারী (১৯৩৭); ষ্টার্টস্—১১ই জানুয়ারী (১৯৩৭), হিন্দুস্থান টাইম্‌স্—১২ই জানুয়ারী (১৯৩৭), ভারত-শাসন—১৮ই পৌষ (১৩৪৩), হিন্দু (মাদ্রাজ)—১লা জানুয়ারী (১৯৩৭); ষ্টেট্‌স্ম্যান—২রা ফেব্রুয়ারী (১৯৩৭)।

শ্রীপাট চাকদহে বার্ষিক মহোৎসব

শ্রীমন্নিত্যানন্দপার্ষদ শ্রীল মহেশ-পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাট চাকদহে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও বার্ষিক মহোৎসব পাঠ, কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণ মুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

গত ২৪শে পৌষ (১৩৪৩), ৯ই জানুয়ারী (১৯৩৭) শনিবার তাঁহার তিরোভাব-তিথি কীর্ত্তনমুখে সম্মানিত হন এবং ৪ঠা মাঘ, ১৭ই জানুয়ারী (১৯৩৭) তদুপলক্ষে নগর-সংকীর্ত্তন, বক্তৃতা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ মুখে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ১৪ই জানুয়ারী শ্রীপ্রভুচরণ ও শ্রীবলার্জ্জুনভজন, ১৫ই জানুয়ারী শ্রীপাদ সাগর মহারাজসহ শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী এবং ১৭ই জানুয়ারী শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ ভাবিকাপ্রসন্ন ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী, শ্রীসনিলকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ, এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র সেন ভক্তিভূষণ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ এবং শ্রীধাম মায়াপুর হইতে পণ্ডিত শ্রীমদ্ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যতীর্থ, শ্রীভক্তিসুহৃৎ, শ্রীজগবন্ধু, শ্রীদেবতীর্থমন ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকগণ উৎসবে যোগদান করেন। স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ উৎসবে যোগদান এবং নানাপ্রকারে সেবানুকূল্য বিধান করিয়া নিত্য সুকৃতি সঞ্চয় করেন। গ্রামের এবং দূরবর্ত্তিগ্রামসমূহের বহুব্যক্তি মঠে আসিয়া হরিকথা শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ সেবা করেন। মঠরক্ষক শ্রীপাদ হরিকিশোর ব্রজবাসীজীর সর্ব্বতোমুখী সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীপাটের নির্ম্মীয়মাণ মন্দিরটির কার্য্য নীঘ্রই যাহাতে সম্পন্ন হয়, এজন্য আমরা সজ্জন প্রমুখাপেক্ষী সেবানুকূল্য দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

নির্য্যাণ-সংবাদ

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত বৃদ্ধসেবক শ্রীপাদ পদ্মপত্র ব্রজবাসী মহোদয় গত ১২ই পৌষ (১৩৪৩), ২৭শে ডিসেম্বর (১৯৩৬) রবিবার রাত্রি ১-৪৫ মিনিটের সময় শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীপাদ বনবিহারী ব্রজবাসী প্রভুর মুখে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাকৃষ্ণগিরিধরের জয়গান শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীধামলাভ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি কৃষ্ণক্ষেত্র, কাশী, এলাহাবাদ প্রভৃতি মঠে অবস্থানপূর্ব্বক সেবাকার্য্য করিয়া সম্প্রতি শ্রীযোগপীঠে বিভিন্ন সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠের বৃদ্ধসেবক শ্রীপাদ সেবানুকূল দাসাধিকারী মহোদয় উক্ত মঠে গত ২৭শে জানুয়ারী (১৯৩৭) অপরাহ্ণ ৪-১৫ মিনিটের সময় স্বধাম-প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয়ের পর ঐ মহাত্মা কিছুদিন শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে বাসিয়া ভজন করেন। অতঃপর শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয় মঠে অবস্থান করেন। ইঁহার নামনিষ্ঠা আদর্শস্থানীয় ছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীকৃপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-
সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

গৌড়ীয়

৪র্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৮ই ফাল্গুন, ১৩৩০; ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৭ | ২৮শ—২৯শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের বাণী

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকে সকল শক্তি অর্পণ করিয়াছেন, সেই শ্রীরূপপ্রভু ও শ্রীরূপানুগ প্রভুগণের চরণে মহাপ্রভুর সঞ্চারিত কৃপাশক্তি অন্তরের সহিত ভিক্ষা করিবেন। বিশেষতঃ শ্রীহরিনাম-প্রভুর নিকট তাঁহার সেবার জন্য হৃদয়ের সহিত যোগ্যতার প্রার্থনা করিবেন। নাম-প্রভু নামী-প্রভু হইয়া আপনার হৃদয়ে বিরাজ করিবেন। —"পত্রাবলী", শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৯

সঙ্গই মানবজীবনে প্রধান হরিভজনের বৃত্তি। অবৈষ্ণব-সঙ্গক্রমে জীবের সংসারে উন্নতি, আর সাধুসঙ্গ-প্রভাবে আত্মা উত্তরোত্তর হরিসেবায় প্রমত্ত হয়। মানব-জীবনে উহাই একটি সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। তাহাতে বিমুখ হইবেন না। • • সঙ্গ-বর্জিত হইয়া আমরা বৃথা জীবন কাটাইতেছি। অন্যান্য কার্য্য হরিসেবার পরিবর্ত্তে স্থান অধিকার করিতেছে। —ঐ, ৩০শে সেপ্টেম্বর: ১৯২১

সর্ব্বদা শ্রবণ, কীর্ত্তন করিবেন; মহাজন-গ্রন্থ ও 'গৌড়ীয়' পাঠ করিবেন, তাহা হইলে সিদ্ধান্ত-গ্রহণ-বিষয়ে আলস্য থাকিবে না। —ঐ, ৫ই আগষ্ট, ১৯২৬

Devotion and Loveএর Church (শুদ্ধভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেমের প্রচার-কেন্দ্র) ভারতের সর্ব্বত্র হওয়া আবশ্যক। • • • আপনাদের বোধ হয় স্মরণ আছে, মহাপ্রভুর বাণী—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।" —ঐ, ২৪শে কার্ত্তিক, ১৩৩৩

শ্রীগুরুপাদপদ্মই অশোক-অভয়-অমৃত-আধার

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত]

অদ্বয়-জ্ঞান ব্রজেন্দ্র-নন্দন স্বয়ংরূপ তত্ত্ব। তদাশ্রিত জনগণের স্ব-স্বরূপ অবস্থিতিকালে কোন অপ্রিয় বৃত্তি আস্বাদন করিবার অবকাশ হয় না। অদ্বয়জ্ঞানাভাবে স্বতন্ত্রতাই জীবকে প্রপঞ্চে আনয়ন করিয়া নানাপ্রকার হেয়, অনুপাদেয়, অবাঞ্ছনীয় ব্যাপারবিশেষে প্রবেশ করাইয়া ভীতি উৎপাদন করে। ভগবন্মায়ারূপা বহিরঙ্গা শক্তি চিচ্ছক্তির উপলব্ধি আবরণ করিয়া প্রপঞ্চে বিমুখ-জীবগণকে বিষয়-বিগ্রহে করিয়া তুলে এবং তদীয়গণের যে অপ্রাকৃতবিগ্রহের কায়ব্যূহরূপ স্বরূপ, তাহার উপলব্ধি হইতে সেই বহির্মুখ জীবকুলকে বঞ্চিত করাইয়া অন্ধকারে আবদ্ধ করে। সেইকালে জীবের স্বরূপাবস্থানের কথা স্মৃতিপটে উদিত হয় না। অদ্বয়জ্ঞানাভাবে প্রপঞ্চে বিদ্যমান শক্তির ক্রিয়া-সমূহ প্রেমধর্ম্ম বুঝিতে দেয় না। ধর্ম্মার্থ-কামের আপাত-মাধুর্য্য অবলোকন করিয়া জীব ঔদার্য্য-বিগ্রহে বৈমুখ্য প্রদর্শন করেন, সুতরাং নিত্য-মাধুর্য্যের বিলাস-বিক্রমে ঔদাসীন্য প্রকাশ করাই তাঁহার ধর্ম্ম হইয়া পড়ে। এই বহির্মুখভাব আগমাপায়ী মাত্র। ভগবন্মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী-বৃত্তি বিস্মৃত-স্বরূপ জীবকে সংসারচক্রে ভ্রমণ করায়; সেইকালে তাঁহার সকল কল্যাণ লুপ্ত হয়। যখন তিনি আত্মম্ভরিতা বা ভোগপ্রবৃত্তি-বশে ধর্ম্মার্থ-কাম-লাভেচ্ছায় ধাবমান হইবার অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিবার যোগ্য হন, তখনই তাঁহার মুণ্ডকোপনিষদের "দ্বা সুপর্ণা" প্রভৃতি মন্ত্রসমূহ ছন্দেশ অধিকার করিয়া ঈশ-সেবোন্মুখতায় রুচি প্রদর্শন করে। সেইকালে রুচিবিশিষ্ট জীব ভগবদভিন্ন আশ্রয়জাতীয় শ্রীগুরু-বিগ্রহে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাঁহার সেবাক্রমে ভজন-রাজ্যে প্রবেশ করেন। ভাগ্যবান্ জনগণেরই মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়ের দারুণ কবল হইতে মুক্তিলাভ ঘটে, কর্ম্মজ্ঞান-নির্ম্মুক্তা ভক্তির আশ্রয়ে ভগবৎসেবোন্মুখ হইবার সুযোগ উপস্থিত হয়। তখন তাঁহারা ভগবদ্বিস্মৃতিরূপ অস্বাস্থ্য বা আময়-নির্ম্মুক্ত হইয়া প্রতিকূল জগৎকেও ভগবৎ-সেবোপকরণ-জ্ঞানে তাহাদের অনুকূলতারূপ প্রসন্নতা লাভ করেন। তখন আধ্যক্ষিকজ্ঞানের রূপ-রসাদি বিষয়সমূহে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট না হইয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণাঙ্গের রূপ-গুণ-সৌরভ-সমূহের আকর্ষণ উপলব্ধি করিতে পারেন।

যে-সকল বুদ্ধিমন্ত জন—"লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং" শ্লোকের অর্থ জ্ঞাত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সকল-মঙ্গলাকর জানিয়া আশ্রয়জাতীয় ভগবদভিন্ন-বিগ্রহ জানিতে পারেন, তাঁহাদিগেরই সুনির্ম্মলা ঈশসেবা প্রবলা হইয়া অভক্তি-পথে বিচরণ জনিত আশঙ্কার হস্ত হইতে বিমুক্তি-লাভ ঘটে। গুরুপাদপদ্মরূপ শ্রৌতপথ পরিত্যাগ করিলেই বহির্মুখ জীব—জগতে অনেক পথ আছে এবং ভিন্ন ভিন্ন পথে কামনাযুক্ত হইয়াও অভীষ্টলাভ হইতে পারে—প্রয়োজনতত্ত্ব-বিষয়ে এইরূপ নিদারুণ ভ্রান্তি ও অজ্ঞতা প্রদর্শন করেন। এই সকল অশ্রৌত তর্কপথোত্থ বিচার—ভগবদ্বিমুখতার ফল এবং অদ্বয়-জ্ঞানের ব্যাঘাতকারক। ব্যভিচার-পরায়ণ জনগণ স্বীয় দুষ্প্রবৃত্তিবশে ভগবান্ বিষ্ণুই যে একমাত্র স্বার্থের গতি,—একথা বুঝিতে না পারিয়া পঞ্চোপাসনা প্রভৃতি নানা-মতবাদাচ্ছন্ন হইয়া ভূতপূজার আবাহন করিয়া থাকে। উহাতে জড়ভোগমাত্র লাভ হয়। সেই সকল কর্ম্মীর নিকট প্রেম সুদুর্ল্লভ ব্যাপার।

অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রিয়তম শ্রীগুরু-দেবের পাদপদ্মলাভকারী জনগণের কেবলা ভক্তি মায়ার বৃত্তিদ্বয় হইতে মুক্ত করাইয়া দেয়। তিনি

অনায়াসে ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া বৈকুণ্ঠ-প্রতীতিতে অবস্থিত হন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধ ঘটিলে ভগবিন্মুখতারূপ জড়াভিনিবেশ তর্করূপে উত্থিত হইয়া জীবকে শ্রেয়ঃপথ হইতে আপাতমধুর মন্দোদয় ভোগ বা ত্যাগরাজ্যে লইয়া যায়। তজ্জন্যই ধীর-স্বভাব বুধগণ শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে নিত্যকাল অবিমিশ্রা সেবায় নিযুক্ত হইবার অধিকার লাভ করেন, প্রাপঞ্চিক প্রেয়োবিচারের অনুমোদন করেন না। শ্রীগুরুদেব, পুরুষোত্তমসেবার প্রণালী-সমূহ নিজের পুরুষবরত্ব স্বয়ংপ্রকাশাবতাররূপে সেবকতত্ত্বের চমৎকারিত্বরূপ দিব্যজ্ঞান উন্মুখ-জীবকে অকাতরে বিতরণ করেন। তখন আর তর্কপন্থায় আবরণীবৃত্তি ও বিক্ষেপাত্মিকাবৃত্তি, বিদ্যাবধূজীবনের সেবারত হরিনামভজনকারীকে অমঙ্গলময় ভূতাকাশে অবস্থান করাইয়া ভোগী বা ত্যাগী করায় না। তখন পরব্যোমে বৈকুণ্ঠধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া মুক্তজীবগণ হৃষীকসমূহের দ্বারা হৃষীকেশের সেবাধিকার লাভ করেন। পূর্ণ-পুরুষের পুরুষোত্তমতা পরমেশ্বরের অর্দ্ধাঙ্গত্ব বা সহধর্ম্মিণীর আশ্রয়-প্রকাশত্ব জীবের পুরুষোত্তম-বিচারের পুষ্টতা সম্পাদন করিয়া শতসহস্র লক্ষ্মীগণের দ্বারা সম্ভ্রমরসে সেবিত শ্রীনারায়ণের প্রকাশাবতারত্ব ও মূলবৈকুণ্ঠের চিদ্বৈচিত্র্য-সমূহ প্রদর্শন করে।

পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য পারমৈশ্বর্য্য; কিন্তু তাঁহার মাধুর্য্যের সৌন্দর্য্যে, কমনীয়তায় ও অভিরামত্বে তাহা লঘু ও শিথিল হইয়া রসের উজ্জ্বলতা সাধন করিতে করিতে পরমমুক্ত সেবককে পরমোজ্জ্বল রসময়-বিগ্রহ কান্তাশ্রয় বিষয় পর্য্যন্ত দর্শন লাভ করায়। শ্রীসীতারামের স্বকীয়-বিচারের ঔদার্য্য ও রুক্মিনীশের বহুবল্লভত্বের স্বকীয়তা বিষয়াশ্রয়-বিবেকের ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করায়।

সেই সকল পরতত্ত্ব, পরতরতত্ত্ব অতিক্রম করিয়া পরমপরতত্ত্ব — তত্ত্বপরতমসেবার মাধুর্য্য-পরাকাষ্ঠা লাভ করায়। একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মই আশ্রয় স্বাংরূপ প্রদর্শন করাইয়া আশ্রয়াংশিনীর সেবায় নিত্যাশ্রিত সেবককে অতুল অধিকার দান করেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

'বৈষ্ণবের দাস' বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া আমাদের যে অহঙ্কারের উদয় হয়, তাহা হইতেও পরিত্রাণ পাওয়া আবশ্যক। • • • যাঁহাদের হৃদয়ে 'আমি বৈষ্ণব'—এই বিচার আছে, তাঁহারা 'বৈষ্ণব' নহেন।

• • •

শ্রুতি বলেন (শ্বেঃ উঃ ৬।২৩),—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

যিনি শ্রীভগবান্ ও গুরুদেবে অচলশ্রদ্ধা-বিশিষ্ট, তাঁহারই হৃদয়ে পরমার্থবিষয়ক সত্যবাক্য প্রকাশিত হয়। গুরুদেব শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিকেই অর্থ প্রদান করেন, শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে বঞ্চনা করেন; কারণ, তত্তৎ অধিকারী ব্যক্তির সেই সেই বিষয়ে যোগ্যতা আছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন যে, অধোক্ষজ-সেবা-ব্যতীত জীবের মঙ্গল-লাভের আর কোনও পথ নাই। "পরমসেবা বস্তুর সেবা আমার গুরুদেব ব্যতীত আর কেহই করিতে পারেন না"—এই উপলব্ধির অভাব যেখানে, সেখানেই যানবজান অন্য-প্রকারের। যাঁহারা অন্য-কথায় প্রমত্ত আছেন, তাঁহাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা কোথায়?

• • •

প্রকৃত গুরু নিকট প্রকৃতপক্ষে গমন না করিয়া, "আমরা গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়াছি"—এই কপট অভিমান হইতেই যাবতীয় অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষা—দিব্যজ্ঞান লাভ করিবার পর ইতর-বিষয়ে অভিনিবেশ কি-প্রকারে থাকিতে পারে? আত্মবৃত্তি-বাক্তিগণ সত্য-

সত্য গুরুর নিকট না গিয়া অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান লাভ বা সম্বন্ধ-জ্ঞানলাভ না হইলেই "গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়াছি" এইরূপ নিরর্থক বাক্য বলিয়া থাকে। আমরা গুরুদেবকে 'গুরু' জ্ঞান না করিয়া কার্য্যতঃ আমাদের 'শিষ্য' বা শাসন-যোগ্য বস্তুতে পরিণত করি,—তাঁহাকে নিজ-ভোগ্য বা অজ্ঞজ্ঞানগম্য মনে করিয়া গুরু-বৈষ্ণবাপরাধে পতিত হই।

* * *

জীব যখন নিষ্কপটে শ্রীভগবানে এইরূপ আত্মনিবেদন জ্ঞাপন করেন, তখন শ্রীভগবান্ মহাভাগুরূপে আবির্ভূত

মহান্ত গুরুর নিকট দিব্যজ্ঞান লাভ না করিলে কেহ অধোক্ষজ-সেবাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারেন না। আমার অধোক্ষজ-সেবা-ব্যতীত আত্মপ্রসাদ-লাভ অসম্ভব। অসৎ-বস্তুর সেবায় মননেন্দ্রিয়ের তর্পণ হয়, আত্মপ্রসাদ লাভ হয় না।

উত্তম বা মহাভাগবত সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাব দর্শন করেন, কিন্তু ভূতদর্শন করেন না; (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ)—

"স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব-মূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি॥"

* * *

কৃষ্ণসেবা ব্যতীত নিত্য-কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের অন্য কোনও চেষ্টা নাই। কৃষ্ণবিস্মৃতি হইতেই জীবের দেহাত্মাভিমান উদিত হয়। জীব তখন 'আমি নিত্য কৃষ্ণ-দাস' এই কথা ভুলিয়া গিয়া মূল ও লিঙ্গদেহে আমিত্বের আরোপ করিয়া মায়ার দাস করিতে ধাবিত হয়। স্বরূপতঃ বৈষ্ণব হইলেও নিজকে অবৈষ্ণব-বুদ্ধি করিবার যোগ্যতা তাহার আছে।

* * *

যেদিন আমরা সেবক-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে চৈতন্যদেবের সহিত অভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিব, সেই-দিনই আমাদের শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা-লাভ হইবে। সেইদিন আমরা আমাদের বিভিন্ন সিদ্ধ স্থায়ী আত্মবৃত্তিতে শ্রীরাধা-গোবিন্দের নিত্যসেবা করিতে থাকিব। তৎকালে ব্রহ্মানুসন্ধান পর্য্যন্ত আমাদের নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইবে,—মহান্ত গুরুদেবকে যখন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিজ-জন বলিয়া উপলব্ধি হয়, তখনই শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা-কথা আমাদের শুদ্ধ নির্ম্মল হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। তখন শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর চম্পকাভা-দ্বারা উদ্ভাসিত, শ্রীমতীর উদ্ঘূর্ণা-চিত্রজল্পাদি-চেষ্টা-দ্বারা প্রফুল্লিত শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরূপ-দর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটে।

—'বক্তৃতাবলী', ২০শে বৈশাখ, ১৩৩২

———:০:———

বঞ্চনা ও অমায়ায় কৃপা

জগদ্গুরু আচার্য্যবর্য্যের শ্রীমুখে যে-সকল মহাবিপ্লব-করী প্রৌঢ়সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা একটি বিস্ময়ময়ীবাণী এই যে, পরমকরুণাময় হরি-গুরু-বৈষ্ণব একদিকে বঞ্চক আবার অন্যদিকে অমায়ায় অহৈতুক কৃপা-বিতরণকারী। শ্রীল প্রভুপাদ স্বীয় গুরুপাদপদ্মের চরিতকীর্ত্তন-প্রসঙ্গে 'আমার প্রভুর কথা'-শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

"এক অলৌকিক কথা এই যে, শুদ্ধ-ভক্তিধর্ম্ম-বিরোধী, ছলধর্ম্মপরায়ণ অনেকগুলি প্রাকৃত লোক কিছু না বুঝিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুকে) বেষ্টন করিয়া থাকিত এবং আপনাদিগকে তাদৃশ সাধুর স্নেহপাত্র জ্ঞান করিয়া কুবিষয়ে প্রমত্ত ছিল। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে দূরে ত্যাগ করেন নাই; আবার তাঁহাদিগকে কোন প্রকারে গ্রহণও করেন নাই। তাদৃশ ভক্তিবিরোধী কপটিগণ গৃহীত হইলে তাহাদের অপ্রাকৃত ভাগবতধর্ম্ম দেখিয়া আমরা ধন্য হইতাম। ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের লিখিত—'অমায়ায় দয়া' পাইলে বাস্তবিক তাহাদিগেরও প্রকৃত মঙ্গল হইত, বিষয় বিজ্ঞির হইত, কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইত।"

শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণী হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মহাপুরুষ কাহাকেও প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রহণ করিয়াছেন কি না, তাহার স্বরূপ-লক্ষণ-বিচারে জানা যায় যে, সেইরূপ ব্যক্তির প্রকৃত আত্মমঙ্গল হইয়াছে। তিনি অপ্রাকৃত ভাগবতধর্ম্মের অনুশীলনে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার বিষয় বিজ্ঞির হইয়াছে, কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইয়াছে।

কোন কোন ব্যক্তি নিজদিগকে সাধুর বিশেষ স্নেহপাত্র জ্ঞান করিয়া সাধুকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন বা সাধু ঐ সকল ব্যক্তিকে তাঁহার স্নেহপাত্র বলিয়া ধারণা করাইতেছেন, ইহাই সাধুর অযাচিত কৃপাপ্রাপ্তির লক্ষণ-লক্ষণ নহে। অপ্রাকৃত সাধুর সেবা-প্রভাবে কতটা প্রাকৃত বিষয় হইতে আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়াছি এবং কতটা অহৈতুক কৃষ্ণসেবার পথে চলিয়াছি, তাহাই সাধুর, মহাপুরুষের বা গুরুদেবের অযাচিত কৃপাপ্রাপ্তির কষ্টিপাথর।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ এই ভাবে মহাপ্রভুকে স্তব করিয়াছিলেন,—

তোমার ভক্তের সঙ্গে গোষ্ঠী না করিনু।
তোমার কীর্ত্তন না করিনু না শুনিনু॥
রাজপাত্র করি' মোরে বঞ্চনা করিলা।
তবে মোর মনুষ্য-জনম কেনে দিলা॥
যে মনুষ্যসঙ্গ লাগি' দেবে কাম্য করে।
হেন জন্ম দিয়াও বঞ্চিলা প্রভু, মোরে॥
এবে এই কৃপা কর' অমায়া হইয়া।
বৃক্ষমূলে পড়ি' থাকোঁ তোর নাম লৈয়া॥
যে তোমার প্রিয়পাত্র দেওয়ায় তোমারে।
অবশেষপাত্র যেন হও তাঁ'র দ্বারে॥

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।২৩৭-২৪১)

আচার্য্য, বৈষ্ণব ও কৃষ্ণ বঞ্চনা করেন, এই কথাটি পার্ষদ চিন্তাস্রোতোমুক্ত ব্যক্তির নিকট একটি মহা বিপ্লবী কথা। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বহু ব্যক্তিকে ব্যবহারিক সম্মান ও স্নেহাদি প্রদর্শনে বঞ্চনা করিতেন, এই কথা এক সময়ে "গৌড়ীয়ে" প্রচারিত হওয়ায় শ্রীবৃন্দাবনের কোন এক প্রতিষ্ঠাশালী পণ্ডিত ব্যক্তি 'বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ'-পত্রিকায় এক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ন্যায় মহাপুরুষকে 'বঞ্চক' বলিয়া প্রতিপন্ন করা সর্ব্বতোভাবে বিগর্হিত ও সংসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চরিত্র সরলতা ও নিষ্কপটতার মূর্ত্তিমান্ আদর্শ ছিল, তাহাতে কিরূপে বঞ্চনা-বিদ্যা থাকিতে পারে?

৪র্থ বর্ষের ১১শ সংখ্যা গৌড়ীয়ে শ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে "বঞ্চক বৈষ্ণব" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে কএক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"এ আবার কেমন কথা! বৈষ্ণবও কি কখনও বঞ্চক হন? এ যে মহা-অপরাধের কথা! কানে শুনতে নাই—ও শ্রীবিষ্ণু, শ্রীবিষ্ণু! ৩ ৩ ৩।

বৈষ্ণব—বঞ্চক, পরম বঞ্চক। জগতে যদি কেহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বঞ্চক থাকেন, তাহা হইলে তিনি ঐ 'বৈষ্ণব'। বৈষ্ণবের ঐ বঞ্চকতা উত্তরাধিকারিসূত্রে পাওয়া বস্তু। বিষ্ণু একজন পরম বঞ্চক। ছলনাকারী বামনদেবের কথা শুনিয়াছেন ত? বিষ্ণুর এরূপ বহু বহু বঞ্চকতার উদাহরণ শাস্ত্রে আছে। ভগবানের একটি নাম—'বাহ্য-কল্পতরু'। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' যাঁহারা আত্মরক্ষিত হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন, বিষ্ণু ও বৈষ্ণব তাঁহাদিগের নিকট 'বঞ্চক', কিন্তু আত্মরক্ষিত ব্যক্তি বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের এই বঞ্চনাটি ধরিতে পারেন না।

শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ—ইঁহারা কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণের নিকট বঞ্চক। ঠাকুর হরিদাস, রায় রামানন্দ—ইঁহারা জগতের ইন্দ্রিয়পরায়ণ মূঢ় লোকের নিকট বঞ্চক। শ্রীরূপ-সনাতন ও শ্রীজীবের বৃন্দাবনে একত্র বাস—বঞ্চিত প্রাকৃত ভোগী জীবের চক্ষে তাঁহারই গৃহ সংসার পরিত্যাগ করিয়াও পুনরায় রক্ষণাবেক্ষণের আকর্ষণ-হেতু প্রত্যুত্পন্ন, জেঠাখুড়ার ন্যায় প্রতিভাত হয়। বৈষ্ণব বঞ্চক বলিয়াই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বৈষ্ণব-পার্হস্থ্য-লীলা, রাজকর্ম্ম প্রভৃতি এবং প্রকৃত পরমহংসোচিতার প্রদর্শনের জন্য বেষাশ্রয় গ্রহণ করিবার পরে কিছুকাল হরিজনময় গোলোক-প্রতীতিযুক্ত গৃহে অবস্থান-লীলা। বৈষ্ণব বঞ্চক বলিয়াই সহজ-পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও পরম-হংসাবধূত শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের আশ্রিতম্মন্য বঞ্চিত ব্যক্তিগণের সহিত ডা'লের দর, তুষ-মাসের দর, আরশা জমিনের দর, বহির্ম্মুখ গৃহের স্ত্রী-পুত্রাদির কুশল-জিজ্ঞাসারূপ লীলা। বৈষ্ণব বঞ্চক বলিয়াই শ্রীল পরমহংস বাবাজী মহারাজের কুলিয়া-নবদ্বীপের ধর্ম্মশালায় সাধারণের মল-ত্যাগের স্থানে অবস্থান, কখনও ফ্রেঞ্চ্‌কাট্ দাড়ি, কখনও কালকত্তা পেড়ে ধুতি ও চাদর পরিধান প্রভৃতি অভিনয়। বৈষ্ণব 'বঞ্চক' বলিয়াই কুলিয়া-নবদ্বীপের নূতন চড়ায় শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহাশয়ের অর্চ্চন মার্গের অনধিকারী ব্যক্তির ন্যায় আচরণ

এবং—"সংসারের জঞ্জাল্য। কায় না ছাড়ালি মোরে" অর্থাৎ হে নিত্যানন্দ, আমাকে হরিভজন করিতে আসিয়াও তুমি সংসারের স্ত্রী-পুত্রের সেবার ন্যায় রান্নাবান্না, বাজার করা, ঘর পরিষ্কার করা প্রভৃতি কার্য্য ছাড়াইলে না, ইত্যাদি লীলাভিনয় ০ ০। এই মহাত্মা অনেক সময় হস্তে একটি 'হুঁকা' লইয়া ধূম্রপান (তামাকু সেবন) করিবার ভাণ দেখান, কোন সময় বা তাঁহার গুরুদেবের নিকটে বসিয়া মশার ঝাঁক, কাঁটা প্রভৃতি ফেলিয়া রাখেন, উদ্দেশ্য—ইহা দেখিয়া লোকে তাঁহাকে একজন অবৈষ্ণব বা কপটবৈষ্ণব-জ্ঞানে ঘৃণাপূর্ব্বক তাঁহাকে আর আদর-সম্মানাদি করিবেন না, বা তাঁহার নিকটে আসিবেন না, তিনি একান্তে হরিভজন করিতে পারিবেন। কিন্তু আত্মরক্ষিত ব্যক্তিগণ তাঁহার এই ছলনা বুঝিতে পারেন না। তাঁহার লম্বমান শ্মশ্রু প্রভৃতি দেখিয়া আত্মরক্ষিত ব্যক্তিগণ মনে করেন, তিনি বুঝি একজন বাউল বা দরবেশ-শ্রেণীর কোন লোক হইবেন। বঞ্চিত ব্যক্তিগণ এইরূপ নানাভাবে বঞ্চিত হইয়া থাকেন।

আমাদের পরিচিত কোন ব্যক্তি আমাদের নিকট এই 'বঞ্চক বৈষ্ণবে'র কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট কৃপা যাচ্ঞা করিতে গিয়াছিলেন। 'বঞ্চক বৈষ্ণব' তাঁহাকে কিছুতেই অযাচিত কৃপা করিতে স্বীকৃত ছিলেন না; কিন্তু এই ব্যক্তি তাঁহার নিকট আধিক্যভাবে অবগত ছিলেন বলিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে কৃপা করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 'বঞ্চক' বৈষ্ণব তখন অকপট কৃপা-প্রদানে উদ্যত হইয়া বলিলেন,—"আমি তোমাকে এই ছিন্ন কৌপীন দিতেছি, গ্রহণ কর।" ঐ ব্যক্তিটি এই সরল কৃপার কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন—বৈষ্ণবের নিকট হইতে বঞ্চিত হইতে; কিন্তু যখন দেখিলেন, বঞ্চক বৈষ্ণব আমাদের কৃপা প্রদর্শন করিতেছেন, তখন তিনি ব্যথিত হইয়া ঐ 'বঞ্চক-বৈষ্ণব'কে সেই মত্তবৎ দিয়া ব্যাঘ্র-ভয়ে ভীত হরিণের ন্যায় ফুলিয়ার নূতন চড়ার মধ্য দিয়া দৌড়াইতে লাগিলেন; ভয়ে পশ্চাতে একবারও চাহিয়া দেখিলেন না, পাছে তাঁহার মৃত্যুস্বরূপ ঐ বৈষ্ণব আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলেন; ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে সে ব্যক্তি হালোরঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চাহিয়া দেখিলেন,—পশ্চাতে কেহ তাঁহার অনুসরণ করিতেছে কি না, দেখিলেন,—কেহই নাই। তখন তাঁহার হৃদয়ে যেন প্রাণ আসিল, তিনি আশ্বস্ত হইলেন, হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন ০০।"

বৈষ্ণবগণ যতক্ষণ আমাদের নিকট বঞ্চক থাকেন, ততক্ষণই তাঁহারা আমাদের প্রিয় ও সম্মানভাজন হন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের জীবনে অনেক ব্যক্তির সম্বন্ধে অনেকেই এইরূপ ঘটনা লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহারা কাহাকেও বা আলুর বস্তা, কলার ঘর বলিয়া বিদায় দিয়াছেন, কাহাকেও বা তামাক দিয়া বিদায় দিয়াছেন, কাহাকেও বা উচ্চ আসন ও সম্ভাষণাদির দ্বারা বিদায় দিয়াছেন। ঐ সকল বঞ্চিত ব্যক্তি বঞ্চক বৈষ্ণবের গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া মনে করিয়াছেন যে, উক্ত মহাপুরুষগণ প্রমুখ ঐরূপ সম্মানিত ব্যক্তিগণ যখন তাঁহাদিগকে সম্মানাদি করিয়া থাকেন, তখন তাঁহারা নিজেরা না জানি কত বড় ভক্ত, নিশ্চয়ই তাঁহাদের অপেক্ষাও বড়। কেহ বা মনে করিয়াছেন, আমি ব্রাহ্মণ ও গোস্বামি-বংশ (?) বলিয়াই বোধ হয় আমাকে এরূপ উচ্চ আসন ও হুঁকা দ্বারা সম্মান দিয়াছেন, সুতরাং আমি নিশ্চয়ই তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা আমার শিষ্যস্থানীয় (?), আমি তাঁহাদের গুরু (?)! এইরূপ কত লোক কত ভাবে যে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমার ঐ সকল বঞ্চিত ব্যক্তিদের জীবনেই দেখা গিয়াছে, যখন ঐ বঞ্চক বৈষ্ণব ছলনা পরিত্যাগ করিয়া আমাদের ঐসকল ব্যক্তিকে কৃপা প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন ঐসকল ব্যক্তি তাঁহাদের অহং-বঞ্চক-পূতনা-সদৃশ বিদ্বেষি-স্বরূপ প্রকাশিত করিয়া ফেলিয়াছেন। একদিন যে-সকল বঞ্চিত ব্যক্তি 'বঞ্চক বৈষ্ণবে'র আচরণ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের 'ভোগা'কেই বৈষ্ণবতা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, আবার তাঁহারাই ঐসকল মহাপুরুষের সরল কৃপার কথা গ্রন্থাদিতে পড়িয়া বা তাঁহাদের আচরণ দেখিয়া ঐসকল মহাপুরুষের বিরোধ করিতে ত্রুটী করেন নাই।

বিভিন্ন সময় স্বতন্ত্রচিন্তাস্রোতে ভাসমান বিভিন্ন লোককে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল গৌরকিশোর-দাস গোস্বামী মহারাজের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদানকালে শ্রীল প্রভুপাদ সেই সকল জাগতিক মহদ্ব্যক্তিগণের সম্মুখেই নির্ভীক কণ্ঠে

বলিয়াছেন, 'আপনাদের সহিত ঐসকল মহাপুরুষের আদৌ কোন দিন সাক্ষাৎকারই হয় নাই।'—এই কথায় তাঁহারা কেহ কেহ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া বলিয়াছেন,—'আমি অমুক মহাপুরুষের নিকট গীতা পড়িয়াছি'; কেহ বা বলিয়াছেন,—'আমি তাঁহার অনেক সেবা করিয়াছি, তাঁহাদিগকে পাক করিয়া খাওয়াইয়াছি'; কেহ বা বলিয়াছেন,—'শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু আমার নিকট তাঁহার সমস্ত দ্রব্যাদি সঞ্চিত রাখিতেন', কেহ বা বলিয়াছেন,—'বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজকে আমি স্কন্ধে বহন করিয়াছি'—ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সেই সকল মহাপুরুষের সিদ্ধান্ত ও চিত্তবৃত্তি হইতে যাঁহাদের বিচার ও চিত্তবৃত্তি পৃথক্, তাঁহাদিগকে আচার্য্যবর্য্য নির্ভীক-কণ্ঠে বলিতেন,—"আপনারা সেই সকল মহাপুরুষকে দেখিতেই পা'ন নাই, সেবা করা ত' দূরের কথা।"

শ্রীরূপানুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীরূপের রসামৃতসিন্ধুর সিদ্ধান্তের পদানুবাদ করিয়া বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন, রাখেন লুকাইয়া॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৮।১৮)

অদেয়মস্য ভক্তায় তদ্ধ্যসাধুনুবর্ত্তিনে।
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্॥
(ভাঃ ৫।৬।১৮)

ভজনশীল সকাম কর্ম্মিগণকে মুহুর্মুহুঃ সহজে মুক্তি দান করেন, কিন্তু কখনও তাঁহাদিগকে ভক্তিযোগ দান করেন না।

অনেকে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের ভজন করিয়া সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য প্রভৃতি মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু শুদ্ধভক্ত হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সমান ঐশ্বর্য্য, সমান লোক-লাভ বা সমীপাবস্থান কিংবা তাঁহাদের পদবী-লাভ অযাচিত-ভাবে আগমন করিলেও প্রেম-সেবা অর্থাৎ অপ্রাকৃত সেব্যগণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ ব্যতীত নিজস্বার্থ কিছুই গ্রহণ করেন না।

আর শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণপ্রেম-সেবা বিনে।
স্বয়ার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৩।২০)

দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥
(ভাঃ ৩।২৯।১১)

অর্থাৎ শুদ্ধসেবক অন্তরের অন্তস্তলের কোথায়ও হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার বিনিময়ে প্রাকৃত জাগতিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি কামনা ত' করিবেনই না, অধিক কি, হরি-গুরু-বৈষ্ণব যদি সেবাবৃত্তি পরীক্ষা ও বঞ্চনা করিবার জন্য ঐসকল সাধ্যসাধনা করিয়াও উহা প্রদান করিতে উদ্যত হন, তথাপি তাহা অন্তরের কোনস্থানে গ্রহণ করিবেন না। একমাত্র সেবা ব্যতীত শুদ্ধভক্তের আর কোন প্রার্থনীয় বস্তু নাই। তাই প্রহ্লাদের চরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়,—শ্রীনৃসিংহদেব প্রহ্লাদের ঐকান্তিকী সেবায় পরমতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিতে উদ্যত হইলে প্রহ্লাদ ভগবানের ঐরূপ বঞ্চনা হইতে সমগ্রজীব-জগৎকে সতর্ক করিবার জন্য বলিয়াছিলেন,—

যদা যদা প্রলোভ্যোঽহমসত্যাশিষ্টমঃ কামেষু ত্বৈর্বরৈঃ।
তদা ত্বদ্ভীতো নির্বিণ্ণো মুমুক্ষুস্ত্বামুপাশ্রিতঃ॥
(ভাঃ ৭।১০।২)

হে ভগবন্! স্বভাবতঃ কামাসক্ত আমাকে কামপূরক বরের দ্বারা প্রলুব্ধ ও বঞ্চিত করিবেন না। আমি কাম-সঙ্গ-ভীত, নির্ব্বেদপ্রাপ্ত এবং কাম হইতে মুক্তি পাইবার ইচ্ছায় আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি।

ত্যজাসদ্ধ্যায়িজাহ্যুক্তং কামেষ্বচোযন্ত্রং।
ভবান্ সংসারবীজেষু হৃদয়গ্রন্থিষু প্রভো॥
(ভাঃ ৭।১০।৩)

হে প্রভো, আপনি ভক্তের লক্ষণ জানিবার অভিপ্রায়ে হৃদয়ের গ্রন্থি ও সংসারের বীজস্বরূপ কামে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।

নাত্মনঃ তেঽখিলগুরো ঘটেত করুণাত্মতঃ।
যত্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্॥
(ভাঃ ৭।১০।৫)

নতুবা হে অখিল গুরো, করুণাময়, আপনি কখনই ভক্তকে অনর্থে প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন না। আপনা হইতে যে ব্যক্তি বিষয়াদি ভোগ প্রার্থনা করে, সে আপনার ভৃত্য নহে—সে বণিক্।

আশাসানো ন বৈ ভৃত্যঃ স্বামিন্যাশিষ আত্মনঃ।
ন স্বামী ভৃত্যতঃ স্বাম্যমিচ্ছন্ যো রাতি চাশিষঃ॥
(ভাঃ ৭।১০।৪)

যাঁহা প্রভুর বা গুরুর নিকট নিজের কোনপ্রকার বিষয়কামী ব্যক্তি ভৃত্য নহে এবং ভৃত্য হইতে যাঁর প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষী ঐশ্বর্য্যদাতা ব্যক্তিও 'প্রভু' নহেন।

প্রহ্লাদ মহারাজ ভৃত্য ও বণিকের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বণিক্ ভাত ও অজ্ঞাতসারে প্রভুকে বা হরি-গুরু-বৈষ্ণবকে 'খাবাকি'রূপে গ্রহণ করে, আর প্রকৃত ভৃত্য প্রভুর সেবাব্যতীত কোন প্রকার বিষয়ও গ্রহণ করিয়া প্রভুকে খাবাকিরূপে পরিণত করেন না। ভক্তভৃত্য ও বণিক্‌ভৃত্যের এই স্থানেই পার্থক্য। ভক্তভৃত্যের অর্থাৎ আশ্রয় বিগ্রহের আনুগত্যে ভজনকারী ব্যক্তির আদর্শ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের শ্লোকে ও সম্রাট্ কুলশেখরের মুকুন্দমালা-স্তোত্রের শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।

কোন এক কবি বলিয়াছেন, হরিগুরুবৈষ্ণবের দ্বারা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহ করিবার কৌশলকে গোড়াইয়া ছাই করিয়া তদ্দ্বারা ভাতের হাঁড়ির চেঁয়া বন্ধ করিবার চেষ্টার ন্যায় মূর্খতা। ইহা প্রবুদ্ধ বুঝিতে পারিয়া খেদের সহিত বলিয়াছিলেন—

যদ্যস্মদ্ গুরবো যাচ্যামানো যে ভিক্ষিতো ধনং।
ইত্যহং ক্ষীণপুণ্যেন কদীকাহানিবাধনঃ॥

(ভাঃ ৪।৮।৫৫)

যেমন নির্ব্বিবেকী চক্রবর্ত্তী-নৃপতির নিকট সকরুণপ্রার্থনা করে, তদ্রূপ আমিও এমন দুর্গতি-শালী যে শ্রীহরির নিকট অকিঞ্চিৎকর অসদ্বস্তু প্রার্থনা করিলাম! শ্রীহরি আমাকে সেবানন্দ প্রদান করিতে উদ্গ্রীব ছিলেন, কিন্তু আমি মূঢ়তাবশতঃ তাঁহার নিকট মান প্রার্থনা করিয়াছি!

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার বাণীর মধ্যে আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—"ভোগ্য অর্থের লোভ যেন আমার নিতান্ত পরমসত্ত্বেও কোনদিন না ঘটে, যে সকল পাত্রের অর্থ-লোভ আছে, অর্থাৎ যাহাদের অর্থ সংগ্রহ করিয়া উহাকে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা ও কনককামিনীর ভোগে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা আছে, যেন সেই সকল পাত্রের মুখদর্শন আমাকে জীবনের শেষ কয়টা দিন আর করিতে না হয়।"

('পত্রাবলী' ২য় খণ্ড ৪১ পৃষ্ঠা)

আমাদের প্রবল দুর্ভাগ্য থাকিলেই আমরা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি দ্বারা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের শুদ্ধ সেবা হইতে বঞ্চিত হই। হরি-গুরু-বৈষ্ণব অনেক সময় ঐ সকল বস্তু প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া আমাদের সেবাবৃত্তির পরীক্ষা করেন। কেহ যেন মনে না করেন—হরি-গুরু-বৈষ্ণব আমাদিগকে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি প্রদান করিয়া অন্যায় কার্য্য করেন। তাঁহারা ত' দান করিবেনই। প্রকৃত দাতা ত' নিজের কবির নিজড়াইয়া নিজড়াইয়া দান করিয়া আপনাকে বলি দেন। কিন্তু আমি কেন "দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎ-সেবনং জনাঃ"। ভক্তের এই স্বরূপ-লক্ষণের কথাটি বুঝিয়া যাই। ভগবান্ চিরদিনই সেবায় প্রসন্ন হইয়া ভক্তগণকে বর দিতে উদ্যত হন, কিন্তু ভক্তভৃত্য ত' বণিকের ন্যায় কখনও সেবাব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করেন না,—ইহাও ত' শুদ্ধভক্তগণের চরিত্র সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। ইহাই ভক্তিবিজ্ঞান যে, অহৈতুকী ভগবদ্ভক্তিকে মুখ্য রাখিয়া অন্যান্য বস্তু দ্বারা বিপরীত বিচারসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে বঞ্চনা করিতে হইবে। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু প্রহ্লাদ-পঞ্চরাত্রের বাক্য উদ্ধার করিয়া জানাইয়াছেন, অপ্রাকৃত হরিতোষণব্রত বৈষ্ণবগণকে দান করিতে হইবে, আর ত্রিবিধাগি-দ্বারা কর্ম্মজড়গণকে বঞ্চনা করিতে হইবে,—

পঞ্চরাত্রৈঃ কর্ম্মজড়ান্ বঞ্চয়ন্ ত্রিবিধাগিভিঃ।
হরেনৈবেদ্যদানাদ্যৈ বৈষ্ণবেভ্যঃ সমর্পয়েৎ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৯।১০৩ সংখ্যা-ধৃত প্রহ্লাদপঞ্চরাত্র-বাক্য)

ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্ত বঞ্চনা করেন না—ইহা যাঁহারা বলেন, বা ভগবান্ ও ভক্ত বঞ্চনা করেন বলিয়া তাঁহারা জাগতিক 'ঘুষাচোরের' ন্যায় হিংসক—এইরূপ যাঁহারা বিচার করেন, তাঁহাদের ভক্তিবিজ্ঞানে প্রবেশাধিকার নাই। তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত বা গোস্বামি-সিদ্ধান্ত অথবা শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্মের কথা আলোচনা করেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবত মোহন-লীলা, মহিষী-হরণাদি লীলাকে বিমুগ্ধ-বঞ্চনা বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে,—

মোহন-লীলা, আর কৃষ্ণ-অন্তর্দ্ধান।
কেশাবতার, আর বিকৃত ব্যাখ্যান॥
মহিষী-হরণাদি সব—মায়াময়।
ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে দুর্দ্বিজ্ঞান হয়॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১১১, ১১২)

শ্রীমদ্ভাগবত ও সাত্বত আগমসমূহ সমস্বরে জানাইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম জগদ্গুরু নিত্য তাঁহার বঞ্চনাময়ী কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রকট করিয়া শ্রীভগবানেরই ইচ্ছা ও আদেশানুসারে বিমুগ্ধ-বঞ্চনা করিয়া মায়াবাদ প্রচার করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর অজ্ঞান কর্ম্মজড়িগণকে বঞ্চনা করিয়া বিপ্রলম্ভরসাদি পানলীলা, শ্রীকৃষ্ণ কৃত-পদচিহ্ন ধারণাদি লীলা প্রকাশ করিয়াছেন অর্থাৎ কর্ম্মজড়িগণ ভগবানের ঐ সকল লীলার তাৎপর্য্য ও শিক্ষা অবধারণ করিতে পারেন নাই।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃষ্ণশক্তির 'কপট কৃপা' ও 'অকপট কৃপা'—এই দুই প্রকারভেদের ব্রহ্মসংহিতাদি গ্রন্থের বিবৃতিতে জানাইয়াছেন। মুখে অকপট কৃপা আমরা সকলেই চাহিতে পারি, কিন্তু যদি আমাদের অন্তরে কাপট্যপূর্ণ অভ্যাসিলাষ থাকে, তাহা হইলেই আমরা জন্ম-লাভকালে কৃষ্ণশক্তির কপট কৃপায় সমাচ্ছন্ন হই, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির দ্বারা বিমোহিত হই। তাই প্রকৃত আত্মমঙ্গলকামী আমাদের প্রত্যেকেরই অন্তরের অন্তস্তল হইতে অকপটে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মে নিরন্তর এই প্রার্থনাই জানাইতে হইবে যে, আমাদের যত দুর্ভাগ্য ও বিপদ্ আসুক না কেন, যেন হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কপটকৃপা-দ্বারা বঞ্চিত না হই। আত্মমঙ্গল বিলম্বে আসে আসুক, তথাপি যেন তাঁহাদের "অমায়ায় দয়া" বরণ করিবার যোগ্য হইতে পারি। "অমায়ায় দয়া" আমাদের অনাদি বহির্ম্মুখদৃষ্টিতে যতই নির্ম্মম ও নিষ্ঠুর হউক না কেন, আমরা যতই তাহার গ্রহণে অযোগ্য হই না কেন, হরি-গুরু-বৈষ্ণবের চরণে এই প্রার্থনা যেন জন্ম জন্মান্তর পরেও সেই অযোগ্যতা "অমায়ায় দয়া"র সহিত আমাদিগকে যথাযোগ্যভাবে সন্নিবেশিত (adjust) করিতে পারি। বহু অপরাধের সুকৃতির ফলেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের পাদপদ্মের ধূলির সহিত স্বীয় চিৎসত্তাকে যথাযোগ্য সন্নিবেশিত করিবার সৌভাগ্য লাভ হয়।

—:o:—

সমবেদনা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২০-২৪শ ও ২৭শ সংখ্যার পর]

TELEGRAMS

Stunned Orphaned tendering you submission Co-operation propagating Mahaprabhu's message as taught by Divine Master.

2-1-37. { Brajeswari prosad (Advocate, Patna)

Extremely grieved at unexpected passing of Guru-Maharaj. Satish Chandra Chanda.

2. 1. 37. (Pleader, Kurigram)

Shocking news much perturbed.

Sd/ Manindra Sur

{ Secretary, Dacca Municipality Choumahani

Stunned at Prabhupad's sudden demise.

4. 1. 37. { Sd/ Ananda Poldar (M.L.C) Narayangunje, Dacca.

LETTERS

From :—S. N. Mukherjee, Solicitor, Sincere Condolence

2-1-37. { Sd/ S. N. Mukherjee, (Solicitor) Kalighat.

'সাময়িক সংখ্যা' গৌড়ীয় বহু ত্রিবর্ণ ও একবর্ণ চিত্র শোভিত ও বহু শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবসাহিত্যিকগণের গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে সুমণ্ডিত হইয়া শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছেন। গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ যে-কোন একটির গ্রাহকের পক্ষে ভিক্ষা ।৵, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র ; সর্ব্বসাধারণের পক্ষে ৸৹ আনা, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Lucknow
4. I. 37

My dear Kunjada

এ অধমের দণ্ডবৎ গ্রহণ করিবেন। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ নিত্যলীলায় প্রবেশ করিবার আগেই আমার মরণই ভাল ছিল। করিবিমুখ অধম পাপিষ্ঠ নরকের কীটের সঙ্গ আর ক'দিন না করেই প্রভু আমাদের অন্তর্ধান ক'রে চ'লে গেলেন। আমাদের আকুল পাথারে ভাসিয়ে দিয়ে চ'লে গেলেন, হতভাগা আমি, পেয়ে নিধি হারা'লাম, কুলদা বুক ফেটে যাচ্ছে, আর লিখতে পারলাম না। • • কৃপা কর কুলদা। দণ্ডবৎ

হতভাগ্য দাসাধম

অমূল্য দা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

আপনি তৎপর জানাইবেন, সত্যই কি আমাদের পরম আরাধ্য প্রভু জগৎ ছাড়িয়া গিয়াছেন, না খবরের কাগজে মিথ্যা লে'খে লিখেছে। যদি মিথ্যা হয় ত' আমায় যত শীঘ্র পারেন লইয়া যান ও আমায় প্রভুর শ্রীচরণাশ্রিত করান। আমার যত বাধাই থাকুক, আমার যদি রাস্তায় ভিক্ষা মেগে খেতে হয়, সেও ভাল, আপনি দয়া ক'রে একবার নিয়ে যেয়ে প্রভুর আশ্রিত করান। যদি আমাদের পরম দয়াল প্রভু ইহ-জগতে আছেন, আপনি আর বিলম্ব করবেন না, আমায় নিয়ে যান। আমার প্রাণ প্রভুর জন্য অত্যন্ত কাঁদছে। আমি আর এক মিনিট এখানে থাকতে পাচ্ছি না। আপনাকে যে কোন প্রকারে প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করাতেই হইবে। ইতি কমলা

(শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের
সহধর্ম্মিণী কন্যা)

Puri
5. I. 37.

With great sorrow I come to learn that Prabhupad has gone to the Nityadham leaving us poor creatures in this tumultous and troublesome world without any help to be free from

I am much indebted to Him for kind treatment I received from Him from 1922 till now. His Divine Grace was always ready to pour blessings on my humble self, the most unfit person on the earth.

On the last occasion He was so merciful as to come to my poor cottage and offer me the opportunity of putting my head at His Divine Feet.

No one ever expected that Prabhupad would so soon leave us, the poor creatures. We hoped to learn much from His teachings which would have shown us the paved path to Eternity.

We hope that Prabhupad with His merciful look would always show His presence in our mind and encourage us to be strong enough for following His Foot Prints.

I do not conceive the idea that Prabhupad has left us. He will always appear before me with His usual merciful look.

With hope to get blessings from all of you, the Brahmacharis and Vaishnava followers, I put my head at their feet.

Sd. Madanmohan Patnaik
Poor and helpless creature.

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশ্রীগৌরাব্দ ৪৫০।১১ সাল
শ্রীধাম বৃন্দাবন

পরমভাগবত শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ।

শ্রীশ্রীনদীয়াপ্রকাশ ও আনন্দবাজারপত্রিকায় শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীপাদ মহারাজের অপ্রকটলীলা-প্রকাশের কথা শ্রবণ করিয়া যেরূপ মর্ম্মাহত হইয়াছি, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার শক্তি আমার নাই। শ্রীশ্রীপ্রভু হরিদাস ঠাকুর মহাশয়ের নির্য্যাণে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন ;—

হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি।
তাহা বিনা রত্ন-শূন্য হইল মেদিনী॥

বাস্তবিক মহাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকট এখন সত্যই উপলব্ধি হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে সরস্বতীপাদের ন্যায় আর কে সত্যের প্রচার করিবেন, হরিভজনের উপদেশ

দিবেন, প্রাকৃত মায়িক জগতে চিন্ময় সত্যের কথা বিতরণ করিবেন, অপ্রাকৃত লীলার কথায় বদ্ধজীবের উদ্ধার সাধন করিবেন, আর মহাজনগণের পন্থায় কদাচার দূর করিয়া সদাচার প্রচার করিবেন? সব যেন মূক বোধ হইতেছে।

শ্রীস্বরূপপ্রভু হরিদাস ঠাকুর মহাশয়কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—

পৃথিবীতে বহু জীব—স্থাবর জঙ্গম।
ইহা সবার কিপ্রকারে হইবে মোচন?

তখন হরিদাস ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—

"জগৎ নিস্তারিতে তোমার অবতার। ইত্যাদি

ইহার আরও প্রমাণ তুমি শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরকে জীব-উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দিয়াছ।"

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের বাক্যে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণের অপ্রকটে তাঁহাদের কৃপাপাত্র সব জীব উদ্ধার লাভ করায় অন্য জীব দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড করিয়া নিয়াছিল; তখন প্রকৃত আচার্য্যের অভাবে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ক্রমশঃ হীন হইতেও হীন অবস্থায় হইতেছিল। যাহা পরমার্থ-লাভের সম্বল ছিল, তাহা কেবল জাগতিক অর্থ উপার্জ্জনের ব্যবসায়ে পরিণত হইতেছিল; শ্রীমূর্ত্তি, নাম, মন্ত্র ও পাত্রাদি কতকগুলি লোকের উদরান্ন-সংস্থানের উপকরণমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া পরমার্থ জগতে এক মহান্ বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল; তাই পরমকারুণিক ভগবান্ জগতের উপর করুণা করিয়া পুনঃ সত্যধর্ম্ম জানাইবার জন্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী মহারাজকে জগতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আর কে এমনভাবে হরিভজনের কথা উপদেশ দিবেন? তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, মায়ার ভজনে আসক্তি ত্যাগ করিয়া হরিভজনে প্রবৃত্ত হও; সুতরাং এমন প্রকৃত পরম বান্ধবের অভাবে সকলেই 'হা হতাশ'যুক্ত, ইহার সান্ত্বনা দিবার আর কিছুই দেখি না; তবে একমাত্র উপায় এই,—

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বিশ্বধর্ম্মের আচার্য্যমূর্ত্তি শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজের "উপদেশামৃতখানি" স্মরণ ও আচরণ করিয়া শান্তি লাভ করুন, আর তাঁহার সেবকবৃন্দ, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজের উপদেশামৃত আচরণদ্বারা প্রচার করিয়া জগতের মঙ্গলবিধান করতঃ তাঁহার প্রচারকার্য্যের সার্থকতা সম্পাদন করুন। প্রভুর যাহা ইচ্ছা, তাহাই কার্য্যে পরিণত হউক, ইহাই ভক্তের বাঞ্ছা; প্রভুর ইচ্ছা হইয়াছে ইঁহাকে অপ্রকটলীলায় লইয়া যাইতে, তাই প্রভুর ইচ্ছা-পূরণের জন্য শ্রীল সরস্বতীপাদের হঠাৎ অন্তর্ধান; ইহা ভিন্ন সান্ত্বনার আর কিছুই নাই।

হা গৌরাঙ্গ! বিরহ আর মিলন এই দুইটি তোমার লীলার আস্বাদন, তাই বুঝি, মিলনের পরে এই দুর্ব্বিষহ বিরহ! সরস্বতীপাদ! আপনি অপ্রকটলীলায় থাকিয়া এই অধমের কথা স্মরণ রাখিবেন, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীধাম বৃন্দাবন
২রা মাঘ, সন ১৩৫৩ সাল

কৃষ্ণজনকিঙ্কর
ডাঃ শ্রীবনহরি দাস

—:০:—

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

সম্পাদিকা (বর্দ্ধমান)
৩।১,৩৭

মহাশয়, বাঙ্গালা ও ইংরাজী পত্রিকাদ্বারে প্রভুপাদ পরমহংসকুল শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর মহোদয়ের হঠাৎ তিরোভাবের সংবাদ পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইলাম। গত কয়েক বৎসর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হইলেও শুদ্ধভক্তি-প্রচারে তাঁহার বিশ্বতোমুখী প্রচেষ্টা ও প্রতিভার পরিচয় প্রতি পদে পদে পাইয়া আসিতেছিলাম। আজ বাঙ্গলার, বাঙ্গলার কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের মহাদুর্দ্দিন, তাই তাঁহার ন্যায় একজন মহাপ্রেমিক মহাপুরুষের অন্তর্ধান ঘটিল। এ অভাব সহজে পূরণ হইবার আশা সুদূর-পরাহত মনে হইলেও ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সবই সম্ভব হয়। আশাবাদী আমরা। তাই তাঁর "সম্ভবামি যুগে যুগে" এই প্রতিজ্ঞায় আশ্বস্ত হইতে পারি। আপনারা অপ্রাকৃত বস্তুজগতে অতি উচ্চস্তরে অবস্থিত। আমার ন্যায় নগণ্য হীন একজন অজ্ঞ আপনাদের ন্যায় পরমভাগবতকে কি বলিয়া প্রবোধ দিবে ও সমবেদনা জানাইবে, তাহা ভাব ও ভাষার অনুসন্ধানেও অসমর্থ।

* * * *

কলিপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণে সকাতরে এই বিনতি, তিনি যেন শ্রীল প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয়মঠের অসম্পূর্ণ শুভ কার্য্যসমূহ (ইহার ক্রমোন্নতি দ্বারা বুঝায় করিয়া) নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবার সুযোগ করিয়া দেন।

ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার মনোনীত কোন মহাভাগবতকে তাঁহার প্রাণের কথা জানাইয়া তাঁহাতে শক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন, তিনি সমগ্র মঠের যোগ্যতম প্রতিনিধি হইয়া আমাদের ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের মনোভিলাষ পূর্ণ করিবেন।

দীনাতিদীন
শ্রীপ্রভাত চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

—•—

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু—

প্রভাতে সংবাদ-পত্র খুলিয়াই নিদারুণ শোক-সমাচারে মুহ্যমান হইলাম। নব বর্ষের প্রথম দিন শ্রীনিবাসন আমাদের দেশের ঈশ্বরপ্রেরিত শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহাপুরুষকে নিত্যধামে আহ্বান করিয়াছেন। অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও দেশের এই দুর্দৈব নিজের গোলোক-গমনে আহরণ করিয়াছেন, যিনি তাঁর শ্রীচরণে সর্ব্বদা প্রণত হইতে শিক্ষা দিতেন—শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর; সুতরাং শ্রীভগবানের এ লীলাতেও আমাদের দেখিতে হইবে অপার করুণা। তিনি তাঁর ভক্তদের মনে শান্তির পবিত্র উৎস উন্মোচন করিবেন।

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের তিরোভাব ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষে বড় দুর্ভিসহ, কারণ তাঁর অযাচিত সঙ্গ বার দিয়া ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমার একপ্রকার আত্মজ সম্বন্ধ। অতি শিশুকাল হইতে আমি জ্যেষ্ঠ বোধে তাঁকে ভালবাসিতে, শ্রদ্ধা করিতে, তাঁর কৃতিত্বের গর্ব্ব করিতে শিখিয়াছি। তিনিও অত উচ্চে উঠিয়াও আমাকে কোনদিন কনিষ্ঠের মত স্নেহ দানে বিরত হন নাই। আমাদের সাধারণ দিক হ'তে তাঁর মহান্ চরিত্রের এ উদারতা অমূল্য। তাঁর প্রেম, তাঁর ঐকান্তিকতা—এবং তাঁর চিত্তে নিত্যজ্ঞান ও অদ্বৈতব ভক্তির একত্র সমাবেশ অল্পদিনের মধ্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠকে বৈষ্ণবশক্তির কেন্দ্র করিয়াছে।

এ পত্র লিখিতে আমার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইতেছে। আমার পরিবারস্থ সকলেই মর্ম্মাহত। আপনি আমাদের সমবেদনা জানিবেন ও ভক্তবৃন্দকে জানাইবেন।

তারিখ— ২৩।৩৭ } গৌড়ীয়মঠের একান্ত অনুগত
(স্বাঃ) শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত (এম্ এ, বি এল)
২৩।২ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ

শ্রীশ্রীগৌরবিধুর্জয়তি

৯নং পলিত মিত্র লেন,
শ্যামবাজার, কলিকাতা ১৯।১।৩৭

সম্মান সবিনয় নিবেদন—

শ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সহসা গোলোকপ্রাপ্তি-সংবাদে শোকাহত হইলাম। তিনি বাঙ্গালী জাতির তথা সমগ্র ভারতের গৌরবস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনার ফলে শ্রীমন্মহাপ্রভু-উদ্দিষ্ট ষড়্গোস্বামী-প্রচারিত সুবিমল বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিপুল বার্ত্তা সমগ্র ভারতে প্রচারিত হইয়া ক্রমশঃ তাহা ভূমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়িতেছিল—সুতরাং সহসা তাঁহার এই তিরোভাবে বৈষ্ণবজগতের—তথা সমগ্র ধর্ম্ম-জগতের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইল, তাহা লিখিয়া জানাইবার নহে।

বিনীত
(স্বাঃ) শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা
কার্য্যাধ্যক্ষ

—•—

1-1-37. 1, 45. P. m.

My dear Kunjada,

I was really so moved by the sad bereavement that I came down to express my sorrow immediately I heard it. I am told you all left for Sree Mayapur.

Yours affly
Sd/ Birendra Kumar Bose
(Solicitor)

—:•:—

কুড়িগ্রামে স্মৃতি-সভা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিগত ১লা মাঘ্ঘারী শুক্রবার ভোর ৪-৩০ টার সময় কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি কোন সম্প্রদায়বিশেষের আচার্য্য ছিলেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম যেমন দেশকালপাত্র জাতি-নির্ব্বিশেষে জীবমাত্রেরই স্বরূপতঃ নিত্যধর্ম্ম, তিনি সেই সার্ব্বজনীন ধর্ম্মই সমগ্র জগতে প্রচারকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ইহার তিরোভাব প্রকৃতপক্ষে শুধু বৈষ্ণবজগতে

মর, সমগ্র জগতের বিশেষ ক্ষতির কারণ হইয়াছে। আজ তাঁহার তিরোধান-উপলক্ষে হরিসভা-গৃহে আচার্য্যের প্রতি সম্মান-প্রদর্শন-উপলক্ষে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় হরিসভা-গৃহে একটি সভার অনুষ্ঠান হইবে। উক্ত সভায় আপনাদের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয় ইতি—

(স্বাঃ) শ্রীবরদাপ্রসন্ন মৈত্র, শ্রীসতীশচন্দ্র চক্র, শ্রীনলিনীচন্দ্র বাক্চি, শ্রীকামিনীকান্ত গুহ মজুমদার, শ্রীবীরেন্দ্রমোহন বিশ্বাস, শ্রীবিহারীলাল রায়, শ্রীবিহারীলাল দত্ত, শ্রীভক্তনাথ মজুমদার, ইত্যাদি।

শ্রীহরিঃ শরণম্

গতকল্য ৩রা জানুয়ারী অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় স্থানীয় সজ্জনবৃন্দের আগ্রহে কুড়িগ্রাম হরিসভাগৃহে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অপ্রকটে "দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর? কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর।" বাণী সার্থক করার জন্য একটি স্মৃতি-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপ্রে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়া সভা ভঙ্গ হয়। সভায় বহুলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। নিম্নে কতিপয় সজ্জনের নাম প্রদত্ত হইল,—

শ্রীকেলিগোবিন্দ দেব, মোক্তার; শ্রীউপেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, বি, এল, (উকিল); শ্রীবিপিন বিহারী মুখোপাধ্যায়, বি, এল; শ্রীবরদাপ্রসন্ন মৈত্র, এম্, বি; শ্রীবিষ্ণুপদ রায় এম্, এ, বি, এল, বিদ্যাভূষণ, হেড্ মাষ্টার হাই স্কুল; শ্রীভক্তনাথ দত্ত, মোক্তার; শ্রীনলিনী চন্দ্র বক্সি; শ্রীশ্যামলাল চৌধুরী; শ্রীকামিনী কুমার মজুমদার; শ্রীঅপূর্ব্ব কুমার সেন গুপ্ত, বি, এল; শ্রীসতীশচন্দ্র চক্র ও হরিসভার অন্যান্য ভক্তবৃন্দ

ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে

'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের বক্তৃতা

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী বুধবার ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষা সমিতির উদ্যোগে স্থানীয় জগন্নাথ হলে গৌড়ীয়-সম্পাদকের "বাস্তব-জীবন ও ধর্ম্ম" সম্বন্ধে এক গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা হয়; প্রথমতঃ তিনি 'বাস্তব' ও 'ধর্ম্ম' এই দুই শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া ধর্ম্ম ও জীবন পৃথক নয়, লৌকিক ধর্ম্ম, সামাজিক ধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম হইতে আত্মধর্ম্ম পৃথক, আত্মধর্ম্মই বাস্তবধর্ম্ম, বিধিধর্ম্ম ও অনুরাগধর্ম্ম, তৎপ্রসঙ্গে—"পরব্যসনিনী নারী" "আত্মন্ত্যে মলিনমাত্ত" এই শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যা, নীতি ও ধর্ম্ম; সাময়িক,সমস্যা ও ধর্ম্ম, অন্ন-সমস্যা, আগে বাঁচি তারপর ধর্ম্ম প্রভৃতি প্রচলিত লৌকিক বিচারের সমালোচনা এবং ভোগ ও ত্যাগ বাস্তবজীবনের আদর্শ হওয়া উচিত নয়—এই সকল কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি প্রাপঞ্চিক-তয়া বুদ্ধ্যা', 'অনাসক্তস্য বিষয়ান্,' 'আহুস্তস্য সমন্ত্র', 'নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায়' 'তরবঃ কিং ন জীবন্তি' 'যদিদং হৃদয়াহঃ' প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন এবং 'কৈবল্যং নরকায়তে' শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতার উপসংহার করেন।

জগন্নাথ কলেজের প্রভোষ্ট শ্রীযুক্ত হরিপদ ভট্টাচার্য্য এম্-এ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি সভার প্রারম্ভেই বক্তার পরিচয় প্রদানমুখে গৌড়ীয়-মিশনের পৃথিবীর সর্ব্বত্র শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম-প্রচারের বার্ত্তা এবং সম্প্রতি ঢাকা-নগরীতে একটি সুবৃহৎ মঠমন্দির নির্ম্মাণের কথা বলেন। তিনি আরও বলেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষা সমিতি ধর্ম্ম আলোচনার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যা-বিনোদ প্রভুর হরিকথা-শ্রবণে বৈষ্ণবধর্ম্মের নূতন আলোক প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা উপকৃত হইবেন এইরূপ আশা করেন

বক্তৃতা-শ্রবণে সকলেই বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন এবং সংস্কৃতের অধ্যাপক ডাক্তার সহিদুল্লা বক্তৃতার বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলেন যে, অদ্য তিনি অনেক নূতন কথা শ্রবণ করিলেন। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে নিম্নে কতিপয় ব্যক্তির নাম দেওয়া ছিল—

শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য, দর্শনের প্রফেসর; ডাঃ সহিদুল্লা, সংস্কৃতের অধ্যাপক; ডাঃ প্রবোধ লাহিড়ী, সংস্কৃতের অধ্যাপক; বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, দর্শনের অধ্যাপক;

বাবু প্রফুল্লকুমার গুহ, ইংরাজীর অধ্যাপক ; বাবু ধীরেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী, গণিতের অধ্যাপক, বাবু মনোরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী, উকিল সেক্রেটারী বার এসোসিয়েসন ; বাবু জ্ঞানরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী, ম্যাসিষ্টেণ্ট পাবলিক প্রসিকিউটার ; বাবু অমলাচরণ রায়, উকিল ; বাবু অক্ষয়কান্ত নাগ ; বাবু সুপতিরঞ্জন নাগ ; বাবু ভুবনমোহন বসু। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বহু ভদ্রলোক, ভদ্র মহিলা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র ও ছাত্রী।

—:০:—

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলা-বিষ্কারাবধি কএকদিনের সংক্ষিপ্ত পঞ্জী

১১ই ডিসেম্বর—শ্রীপাদ পরমানন্দ প্রভু পুরী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১২ই ডিঃ—সন্ধ্যায় শ্রীধাম মায়াপুর হইতে শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু, শ্রীভক্তিমধুর ও শ্রীজগোপাল ভক্তিপাল, বাগের হাট হইতে ডাঃ নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস এম্ বি, ধানবাদের শ্রীবিচিত্রকুমার দাসাধিকারী, চট্টগ্রামের ডাক্তার শ্যামলাল দাস প্রভৃতি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শনার্থ আগমন করেন।

১৩ই ডিঃ—শ্রীপাদ সেবাবিগ্রহ প্রভু শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করেন।

১৪ই ডিঃ—'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ঢাকা হইতে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করেন।

১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩৬—শুক্রবার—রাত্রে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ সাগর মহারাজ, আশ্রম মহারাজ প্রমুখ সেবকগণের নিকট "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ" (ভাঃ ১১।২০।২৭) শ্লোকটি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করেন। প্রভুপাদ এই মর্ম্মে বলিয়াছিলেন,—"একটি লোককে বাঁধিয়া মারিলে যেমন বাধ্য হইয়া তাহাকে মার খাইতে হয়, অথচ মার খাওয়াটা যেমন তাহার ইচ্ছা নয়, সংসারটাকে সেইরূপ গর্হণমুখে গ্রহণ করিতে হইবে।" কৃষ্ণপ্রণয়-বিমুখতার নামই সংসার। সেই কৃষ্ণেতর সংসার হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া কৃষ্ণের সংসারে প্রবিষ্ট হইবার উপায় কি, এতৎসম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ অনেক উপদেশ প্রদান করেন। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত উমেশ চাকলাদার মহোদয় আসিলে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ তাঁহার নিকট হরিকথা বলেন।

১৯শে ডিসেম্বর,—সন্ধ্যায় ডাঃ জে, সি গুহ আসেন।

২০শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬—পূর্ব্বাহ্নে ডাক্তার গুহ শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার মহোদয় আগমন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করেন। বেলা প্রায় ১০ ঘটিকায় সেবকবৃন্দের শ্রীল প্রভুপাদ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার স্নেহবিগ্রহ মহাবদান্যদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকে দেখিবার জন্য তাঁহার ঘরে আগমন করেন এবং তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষদ্বয়ও পর্য্যবেক্ষণ করেন। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ এই সময়ে তাঁহার স্বরচিত (ইংরাজী ভাষায় লিখিত) "শ্রীচৈতন্যদেব" গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতেছিলেন ; স্বামীজী শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে প্রণত হইয়া উক্ত গ্রন্থের কথা নিবেদন করেন। শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু অসুস্থতানিবন্ধনতঃ কএকদিন শ্রীল প্রভুপাদের নিকট যাইতে পারেন নাই, তজ্জন্য শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ংই তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে কৃপাশীর্ব্বাদ বিতরণ করিয়া প্রভুপাদ তাঁহার ঘরের দক্ষিণপার্শ্বস্থ অলিন্দ-ও ছাদে ভ্রমণ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—আমি প্রায় ছয়মাস এদিকে আসি নাই। অতঃপর ষষ্ঠের পশ্চিমপার্শ্বস্থ অলিন্দ দিয়া যাইবার কালে গোপালা ও মহুয়ের ঘর লক্ষ্য করেন। ব্রহ্মচারী শ্রীপূর্ণানন্দ মহুয়াগুলি ছাড়িয়া দিলে প্রভুপাদ তাহা দর্শন করিতে করিতে ভক্তগণকে কৃষ্ণভোগ্য অন্নদর্শনের উপদেশ প্রদান-মুখে ভূধাবনের কথা বলিতে থাকেন। অতঃপর তথা হইতে স্বীয় কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রাত্রিতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ অবিদ্যাবারণ প্রভুকে কীর্ত্তন করিতে বলিলে তিনি 'ধরণী নিতাই চৈতন্য ব'লে নাচরে আমার মন' ও "শ্রীরূপ মঞ্জরীপদ, সেই মোর সম্পদ" গীতিদ্বয়

কীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ তারতলার ৮১নং বৃন্দাবন আড্ডার হোডস্থ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দত্ত মুখেলার মহোদয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন।

২১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬—প্রাতে কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীপাদ ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারী এবং কলিকাতার ডাক্তার ইন্দুভূষণ বসু এম্-বি ও ডাঃ সুকুমার ভট্টাচার্য্য এম্-এস্‌সি, এম্-বি আসেন।

২২শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬—মধ্যাহ্নে ডাঃ স্যর নীলরতন সরকার, ডাঃ ইন্দুভূষণ বসু, ডাঃ অমল রায় চৌধুরী, ডাঃ সুকুমার ভট্টাচার্য্য, ডাঃ নীহাররঞ্জন নাগ প্রমুখ অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ এবং শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় মহোদয় আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীঅঙ্গের তত্ত্বাবধান করেন। প্রভুপাদ 'কলাবতপিত্ত' সম্বন্ধীয় শ্লোক-কীর্ত্তনমুখে আমাদিগের জীবনের অনিত্যতা জানাইয়া প্রত্যেকের মনোনিবেশের উপদেশ করেন। ঐদিবস শ্রীধাম মায়াপুর হইতে শ্রীপাদ নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু, শ্রীপাদ শুদ্ধবিলাস ভক্তিসুহৃৎ ও শ্রীপাদ ভাগবত মহারাজ আসেন।

২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬—প্রাতে মঠসেবকগণ, শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মিত্র এবং তাঁহার পরমা ভক্তিমতী জননী দেবী উপস্থিত ছিলেন। এই সময় শ্রীল প্রভুপাদ সকলকে কৃষ্ণভজনের উপদেশ প্রদান করেন। সেই সমুদয় মহামূল্য উপদেশ 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক তখনই লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন। গত (২৩শ-২৪শ) 'আচার্য্যবিরহ-সংখ্যা' গৌড়ীয়ের ২য় পৃষ্ঠায় 'শ্রীল প্রভুপাদের বাণী' শীর্ষক প্রবন্ধে উহা দ্রষ্টব্য। মধ্যাহ্নে ডাঃ স্যর নীলরতন সরকার, ডাঃ শিবপদ ভট্টাচার্য্য, ডাঃ সুকুমার ভট্টাচার্য্য, ডাঃ মাখনলাল দে, ডাঃ নীহাররঞ্জন নাগ এবং শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আগমন করেন।

প্রাতে কটক হইতে শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী আগমন করেন। রাত্রে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ হইতে তার আসে। ডাঃ শ্রীযুৎ সচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী এম্-এ, পিএইচ্-ডি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীঅঙ্গের সংবাদ জানিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন।

২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬—প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ মহা-মহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ বৃন্দবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর নিকট তাঁহার অপ্রকট লীলার পূর্ব্বাভাস ও মঠের ভবিষ্যৎ কার্য্যাবলী সম্বন্ধে কএকটি কথা বলেন; আচার্য্যত্রিক প্রভু তাহা 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহোদয়কে note করাইয়া দেন। এই সময়ে কটক হইতে মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভু ও শ্রীপাদ বিলাস বিগ্রহ দাসাধিকারী মহোদয় এবং ঢাকা হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ আসেন। মধ্যাহ্নে ডাক্তার ইন্দুভূষণ বসু, ডাঃ সুকুমার ভট্টাচার্য্য, ডাঃ মাখনলাল দে এবং সন্ধ্যার পরও ডাঃ শিবপদ ভট্টাচার্য্য, ডাঃ ইন্দুভূষণ বসু ও ডাঃ সুকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ আসেন। রাত্রিতে কলিকাতা শ্রীমুখা-রাজভবন হইতে মাননীয় ঢাকা নবাবসাহেব বাহাদুর টেলিফোন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সংবাদ জানেন, শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরও প্রভুপাদের সংবাদ জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন বলেন। আচার্য্যত্রিক বিদ্যাভূষণ প্রভু কোন করিয়াছিলেন। ডাঃ ইন্দুভূষণ বসু ঐ রাত্রে ভাগ্যকুলবাগ রওনা হইবার জন্য বিদায় গ্রহণ করেন। রাত্রে ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ বি-এল মহোদয় ফোন করিয়া প্রভুপাদের সংবাদ জানেন। লণ্ডনে অন্য পর পর দুইটি তার যায়। শ্রীপাদ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবিলাস মহোদয় আসেন। সন্ধ্যায় পাঠকীর্ত্তনের শব্দ না শুনিয়া শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ংই বলিতে থাকেন—'পাঠ-কীর্ত্তন কি সব বন্ধ হইয়া গেল?' ভক্তগণ প্রভুপাদের এই শ্রীমুখবাণীতে উৎসাহিত হইয়া পাঠকীর্ত্তন করেন।

২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬—প্রাতে পাটনা হইতে ব্যাডমিন্টোকেট শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরী প্রসাদ, শ্রীযুক্ত মধুসূদন বাবু, ব্রজেশ্বরী বাবুর অনেক বন্ধু ও দুইজন বৃদ্ধা মহিলা শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শনার্থ আগমন করেন। রাজর্ষি কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্-এ প্রাতে ভুবনমঙ্গল মহোদয় ও ময়মনসিংহ হইতে শ্রীপাদ উপরুক্ত দাসাধিকারী ফোনযোগে শ্রীল প্রভুপাদের সংবাদ গ্রহণ করেন। হরি-দ্বারের শ্রীযুক্ত 'আনন্দ স্বামী' মহোদয় প্রভুপাদের দর্শন-প্রার্থী হইয়া আসেন। ডাঃ শিবপদ ও সুকুমার ভট্টাচার্য্য দুই বেলাই আসেন।

২৬শে ডিঃ অপরাহ্নে ডাঃ নাগ মহোদয়-সহ শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় মহোদয় আসিয়া প্রভুপাদের

পরমারাধ্য করুণ। আচার্য্যাত্মিক শ্রীযুক্ত বিভাভূষণ প্রভু সার্বভৌমবর রায় বাহাদুর ডাঃ সীলেশচন্দ্র সেন মহোদয়ের ২৪।১২।৩৬ তারিখে বেহালা হইতে লিখিত একখানি পত্র পড়িয়া শ্রীল প্রভুপাদকে শুনান। তাহে ভৈরববাজার হইতে শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ রাধাবল্লভ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ ত্রিপুরনেশ্বরের কবিভারতী এবং শ্রীধাম মায়াপুর হইতে শ্রীপাদ বাসুদেবানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ নবগোপাল ব্রহ্মচারী আগমন করেন।

২৬শে ডিসেম্বর (১৯৩৬)—প্রাতে ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত সীলেশচন্দ্র দে ভক্তিবোধ চৌধুরীবর, শ্রীমদনমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা সুষমা দেবী, বগুড়া হইতে সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসন্ন সরকার, লক্ষ্ণৌ হইতে শ্রীপাদ অধোক্ষজ দেবাকোবিদ প্রভু ও এলাহাবাদ হইতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ কপুর এম্-এ মহোদয় আগমন করেন। শ্রীপাদ নবগোপাল ব্রহ্মচারী শ্রীধামমায়াপুর যাত্রা করেন।

২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬—প্রাতে বালিগাটী 'ঐশ্বরাই গৌড়ীয় মঠ' হইতে শ্রীমান্ হরেরাম ব্রহ্মচারী, সিথোলী হইতে ডাঃ শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ চাসাধিকারী এবং আসাম হইতে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল্, বি-টি মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ বন্দনা করেন। শ্রীপাদ ভাগবত মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তবিলাস ভক্তিসুহৃৎ ও শ্রীপাদ সার্বভৌমানন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করেন। শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ প্রভু ঐ সঙ্গে তাঁহার মহীয়া বেলার গৃহে যাত্রা করেন। শ্রীযুক্ত মহীন্দ্রচন্দ্র আচার্য্য কলাকোবিদ মহোদয় 'গৌড়ীয়' পত্রের প্রচ্ছদ পটের জন্য একটি 'design' করিয়া আনেন। উহা শ্রীল প্রভুপাদকে দেখাইলে প্রভুপাদ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

এইদিবস মাননীয় কাশিমবাজারের মহারাজ বাহাদুরের সভাপতিত্বে শ্রেষ্ঠ্যার্থ শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের বার্ষিক স্মৃতিসভার একটি অধিবেশন হইবার কথা ছিল, কিন্তু তাহা অনিবার্য্য কারণে স্থগিত হয়। সন্ধ্যায় মিঃ উইলিউ, সি ব্যানার্জী ; রায় বাহাদুর অমূল্যচন্দ্র মিত্র, এম্-আর-আর-এ্যাই সি, শঙ্করনারায়ণ আইয়ার অবর্মণ বি-এ, বি-এল (হ্যাড্‌ভোকেট্, মাদ্রাজ), রিটার্ড ব্যাঙ্কের শ্রীবলরাম দাস ও বেণুগোপাল দাস এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গ (বহরমপুরবাসী), হ্যাড্‌ভোকেট নগেন্দ্রনাথ দত্ত, ইঞ্জিনীয়ার কে, এম্ ব্যানার্জী, এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ল অফিসার বলরাম বসু, সোমেন্দ্রনাথ দেব, রায় বাহাদুর পারালাল মুখোপাধ্যায়, মাখনলাল বিশ্বাস, মিঃ জে, এন্ সরকার প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আগমন করেন।

শ্রীপাদ সাগর মহারাজ অত্র প্রচার-কার্য্যের জন্য ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রভুচরণ ও উপাসকচরণ সহ কোলাঘাট যাত্রা করেন। স্বামীজী শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে বিদায়-প্রণাম-কালে প্রভুপাদ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন—'হরিনাম করিবেন, তাহা হইলেই মঙ্গল হইবে'।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ অত্র বেড়ুয়া হইতে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করেন।

২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬—প্রাতে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত 'ধলোয়া'র জমিদার শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী মহোদয় সস্ত্রীক আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করেন। শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক অদ্য শ্রীধাম মায়াপুর প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ মধুসূদন ভক্তিবিলাস মহোদয়ও শ্রীধামবর্শনে গমন করেন। শ্রীপাদ অধোক্ষজ দেবাকোবিদ প্রভু মধ্যাহ্নে লক্ষ্ণৌ, শ্রীযুক্ত সীলেশচন্দ্র ভক্তিবোধ মহোদয় রাত্রিতে ঢাকা এবং শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজ প্রচার-কার্য্যের জন্য মেদিনীপুর অঞ্চলে যাত্রা করেন। শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ তাঁহার প্রচার-কেন্দ্র হইতে প্রভুপাদপদ্ম দর্শনার্থ আগমন করেন।

২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬—পূর্ব্বাহ্নে মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন মহোদয় আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীঅঙ্গের তত্ত্বাবধান করেন। শ্রীপাদ ব্রজেশ্বরী প্রসাদ, শ্রীযুক্ত মধুসূদন বাবু প্রভৃতি ঐদিবস পাটনায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহাদের সঙ্গী পণ্ডিত ঝা মহোদয় দু' একদিন অপেক্ষা করেন। সন্ধ্যার পর পুনার মিসেস্ বোস্ মহোদয়া তাঁহার দুইজন আত্মীয় সহ দর্শনে আগমন করেন। তাঁহারা সকলেই সুশিক্ষিতা। মিসেস্ বোস্ শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ও শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের নিকট অনেকক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করেন। শ্রীমান্ হরেরাম ব্রহ্মচারী রাত্রির ট্রেণে বালিগাটী যাত্রা করেন।

৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬—শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক, শ্রীপাদ জয়গোপাল ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ জগদ্বন্ধুদাস

ভক্তিবান্ধব মহোদয় শ্রীধাম মায়াপুর এবং শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ মহোদয় আসাম যাত্রা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস পর্বতনৈমি মহারাজ পুরী হইতে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শন করেন।

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৬৬—শুক্রবার (৩০শে ডিসেম্বর রাত্রিশেষে) শ্রীল প্রভুপাদ উপস্থিত ভক্তবৃন্দের মধ্য হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজকে কৃপা করিয়া তাঁহার পরম প্রিয় "শ্রীরূপমঞ্জরী পদ সেই মোর সম্পদ" শ্রীতিটি কীর্তন করিতে আদেশ করেন। শ্রীপাদ আচার্যোচিত প্রভুর নির্দেশানুসারে অনেক ব্রহ্মচারী উহা কীর্তন করিতে প্রস্তুত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—'আমি সুরতাল লয় মান চাই না।' সুতরাং শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজই শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্বাদ লাভ করিলেন। এই শ্রীতিটি শ্রবণের পর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভুকে শিক্ষাষ্টক কীর্তন করিতে বলিলেন। বিদ্যালঙ্কার প্রভু-কর্তৃক "চিত্তদর্পণপরিমার্জনকারী" শ্রীতিটি কীর্তনান্তে 'তুঁহু দয়াসাগর তারয়িতে প্রাণী' শ্রীতিটির সর্বশেষপদ "অতিশয় মন্দ নাথ তাগ হামারা" কীর্তন-কালে প্রভুপাদ স্বীয় ললাটদেশে হস্ত প্রদান করিয়া আমাদের ভাগ্যহীনতা নির্দেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদকে আশীর্বাদ করিয়া তাঁহার আরব্ধ কার্য্য বৈষ্ণবমণ্ডলী সকলন করিবার কৃপাদেশ প্রদান করেন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজকে তাঁহার কার্য্যক্ষমতার প্রশংসা করিয়া যাহাতে মঠের কার্য্য নির্বিঘ্নে সম্পাদিত হয়, তাহার উপদেশ করেন। এই সময়ে ১০।১২ জন ভক্ত মিলিয়া একটি কার্য্য-পরিচালন-সমিতি গঠন করিবার কথাও বলেন। বেলা ১০।১১ টার সময় শ্রীল প্রভুপাদ পুনরায় তাঁহার অপ্রকটলীলার পূর্ব্বভাব প্রকাশ করেন। তৎকালে উপস্থিত ছিলেন—আচার্যোচিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, শ্রীপাদ নরহরি সেবাবিগ্রহ, শ্রীপাদ শ্যামমোহন ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী। অপরাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় প্রভুকে ডাকাইয়া তাঁহাকে কৃপাশীর্বাদ প্রদান করেন। তাঁহার এই বিদেশের আশীর্বাদী 'আচার্য্য বিরহ-সাধ্য' গৌড়ীয়ের ৩৯ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে।

সন্ধ্যার পর ডাঃ শ্রীযুত নীলরতন সরকার (ডাঃ বি. পি. গাঙ্গুলী; ডাঃ শিবপদ ভট্টাচার্য্য; ডাঃ সুকুমার ভট্টাচার্য্য; রায় বাহাদুর ডাঃ মহেন্দ্রনাথ মল্ল প্রমুখ লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীঅঙ্গের তত্ত্বাবধান করেন। এই সময়ে ডাঃ হিরণচন্দ্র মুখার্জী, ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী প্রমুখ চিকিৎসকগণও উপস্থিত ছিলেন।

রাত্রিতে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ও শ্রীপাদ অপ্রাকৃতচারণ ভক্তিবান্ধব মহোদয় শ্রীধাম মায়াপুর হইতে এবং শ্রীপাদ বিনোদবিহারী কৃত্তিয়ন্ত মহোদয় বর্দ্ধমান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করেন। শ্রীল প্রভুপাদের এই রাত্রিতে প্রণয়বরণ দর্শনে ভক্তবৃন্দের হৃদয় উৎসাহান্বিত হইয়াছিল। কিন্তু কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠের স্বতন্ত্র ইচ্ছা, প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত সেবকগণকে বিরহসমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে করিতে এই দিবস (১৩ই পৌষ, ১৩৭৩; ইং ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৬৬ বৃহস্পতিবার রাত্রিশেষে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের নিশাবসানলীলায় প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত ভক্তবৃন্দের যে কি অবস্থা হইল, তাহা ভাষা-দ্বারা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য, লেখনী স্তব্ধ হইয়া যায়। শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু গত ১০ই ডিসেম্বর হইতে মনুষ্যাভিনয় প্রদর্শন করিতেছেন, তৎকালে তিনি সেই অবস্থায় "ওগো শ্রীমতীর কর্ণে একটু কৃষ্ণনাম শুনাও" বলিয়া যে প্রকার করুণ স্বরে বিলাপ করিয়া উঠিলেন, তাহা শ্রবণে পাষাণও বিদীর্ণ হইয়া যায়। শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু 'হা গুরুদেব' বলিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন। অন্যান্য ভক্তবৃন্দ সকলেই প্রভুপাদের পাদপদ্মে পড়িয়া মহামন্ত্র ও 'হে আনিল প্রেমধন'—এই বিরহ-শ্রীতিটি কীর্তন-মুখে আচার্য্যপাদপদ্মে বিলাপকুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিতে লাগিলেন।

২২শ সংখ্যা গৌড়ীয়ের ৩৫০ পৃষ্ঠায় শ্রীল প্রভুপাদের নিশাবসানলীলা-প্রবেশের বিস্তৃত সংবাদ ও ২৫-২৬শ সংখ্যা গৌড়ীয়ের ৩৭৬ পৃষ্ঠায় শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলাকালে উপস্থিত শত শত ভক্ত ও সজ্জনগণের মধ্যে মাত্র কএকজনের নাম প্রদত্ত হইয়াছে। অনেকেরই নাম স্থানাভাবে প্রদত্ত হইতে পারে নাই। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্বতনৈমি মহারাজ ও শ্রীমৎ সদানন্দ

ব্রহ্মচারী (যেন আবিষ্ট গৌরাঙ্গ হলধরে) মহোদয়ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলা-কালে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদের ভক্তিবৈভবের, শ্রীপাদ ভক্তিবিধুর, শ্রীপাদ নবদ্বীপেন্দু দাসাধিকারী প্রভৃতি শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ-বিজয়কাল পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ আচার্য্যদেব প্রভুর ইচ্ছানুসারে শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ, শ্রীমৎ কবিভূষণ ব্রহ্মচারী প্রমুখ কতকজন সেজুড় মঠে (কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে) থাকিলেন, অবশিষ্ট সকলেই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মের অনুব্রজ্যা করিলেন। স্পেন্সার ট্রেণ কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত পৌঁছিলে তথায় শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ও কৃষ্ণনগর শ্রীবৃন্দাবনীয়ের অন্যান্য ভক্ত যোগদান করেন। নবদ্বীপধামে গৌড়ীয়মঠ ও শ্রীচৈতন্য মঠের ভক্তবৃন্দের মিলন হয়। শ্রীযুক্ত নলিত মোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাদিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, তাঁহাদের বৃদ্ধা মাতা ঠাকুরাণী, ক্যাপ্টেন কে, এস্, ব্যানার্জ্জী (এস্-বি) প্রমুখ সজ্জনগণ শ্রীধাম মায়াপুর পর্য্যন্ত শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের অনুব্রজ্যা করেন। ট্রেণখানি রাণাঘাট ষ্টেসনে পৌঁছিয়া একটু থামে, তথায় বহু সজ্জন শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মে ভক্তিভক্তি প্রদর্শন করেন। কৃষ্ণনগর ষ্টেসনে পৌঁছিলে কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রচন্দ্র মৌলিক, অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের পরিবার-বর্গ, ডাঃ শ্রীযুক্ত শান্তিপদ চট্টোপাধ্যায়, কমিশনার শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ পাল চৌধুরী-প্রমুখ সজ্জনবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। কোতোয়ালী থানার এস্, আই শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় মহোদয় উপস্থিত থাকিয়া নানাভাবে সাহায্য করেন। মাজদিয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত অবিনীভূষণ দত্ত মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদকে লইয়া যাইবার জন্য নবদ্বীপ ঘাট পর্য্যন্ত তাঁহার মোটর বাস খানি প্রদান করিয়া বিশেষ সুকৃতি অর্জ্জন করেন। কৃষ্ণনগর ও নবদ্বীপঘাটের ষ্টেসন মাষ্টার ও অন্যান্য কর্ম্মচারীও প্রভুপাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। ঘাটের সকলেই আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। বেলা ১১ ঘটিকায় কলিকাতা হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-সংবাদের তার পৌঁছায়। শ্রীপাদ সাবিত্র্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর ও পণ্ডিত শ্রীমৎ রাধাগোবিন্দ নাথজীউ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ বিরহনীতি কীর্ত্তন করিতে করিতে অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকায় হলোর ঘাটে পৌঁছান। সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম নবদ্বীপঘাটে বিজয় করেন, তথা হইতে ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে কীর্ত্তনমুখে শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন দিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে লইয়া আসেন। (এ সকল সংবাদ গৌড়ীয় ২২শ সংখ্যায় বিস্তারে দ্রষ্টব্য।)

শ্রীল প্রভুপাদ সমাধিস্থ হইবার কালে তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত বহু সেবক উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে কতিপয় নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ঃ ঃ আচার্য্যদেব শ্রীপাদ মুকুন্দবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, ঃ ঃ আচার্য্য শ্রীপাদ অবধূতবাবাজীর পরিব্রাজকবৃন্দ, শ্রীপাদ নবদ্বীপ ব্রহ্মচারী সেবাশ্রম, 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীবৃন্দাবন বিদ্যাবিনোদ, শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসৌধ মহারাজ, শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ, শ্রীপাদ গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজ, শ্রীপাদ ভাগবত মহারাজ, শ্রীপাদ বন মহারাজ, শ্রীপাদ গোবিন্দদাস বাবাজী, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব ভক্তিবল্লভ, শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, শ্রীপাদ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী, ডাঃ শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গৌরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ যদুবীর ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবনমালানন্দ ব্রহ্মচারী, (মিঃ রুদ্রকে), শ্রীপাদ নবীনচন্দ্র ভক্তিবিনয়, শ্রীপাদ রাসগোপাল বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ ভক্তিসৌধ বিদ্যারত্ন, শ্রীপাদ অমলানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গুরুবিলাস ভক্তিমধুর, শ্রীপাদ নবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গৌরানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপ্রমানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নারায়ণদাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীপাদ বিদ্যাগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ও বাদিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব ভাগবতভূষণ, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ভক্তিরত্ন, পণ্ডিত শ্রীমৎ গৌরদাস ন্যায়ন্যায়রত্নতীর্থ, ডাক্তার শ্রীমৎ শ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীমৎ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ন্যায়তীর্থ, শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিসুন্দর, শ্রীপাদ গৌরকৃষ্ণদাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত গৌরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মুন্সী শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রতনমণি মুখোপাধ্যায়, শ্রীপাদ নরহরিগোপাল ভক্তিশাস্ত্র, শ্রীমৎ নরহরিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ বনবিহারী দাসাধিকারী, শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয়

অধিষ্ঠাতা, শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ; শ্রীযুক্ত অনিলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তমোহন দাস অধ্যাপাধ্যায়, শ্রীযুক্তবাস ব্রহ্মচারী ; শ্রীযুক্ত ইন্দ্রেশচন্দ্র থানাধিকারী, শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ থানাধিকারী, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র আচার্য্য কলাবোধি, শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিভোলাল্ল ঘোষ, কাব্যতীর্থ বে, এম্ থানাধারী, শ্রীযুক্ত সুরেশ ও অমরেশের ব্রহ্ম, শ্রীযুক্ত অশোকানুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অশোকচন্দ্র ঘোষ ভক্তিভূষণ, শ্রীযুক্ত সুরেশ থানাধিকারী প্রমুখ পত্র পত্র ভক্তবৃন্দ।

ত্রিবিধ অধিকার

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ)

উত্তমাধিকারত্ব

যে ভক্তের দর্শনে সকল প্রাণীই ভগবানের সেবোপকরণ রূপে প্রতীত হয়, অন্যজ্ঞান হইতে ভিন্ন প্রতীত হয় না, তাঁহাতেই ভাববাচক অনুকূলতা প্রদর্শনের প্রতীতি হয় এবং পৃথগ্‌ভাবে জীবভোগ্য পদার্থ-বিশেষের ধারণা হয় না, ভক্তির প্রতিকূল আশ্রয়-বিবেকের ধারণা যাঁহার নাই, জ্ঞেয়-অধিষ্ঠানে যে সেবক অনুকূল ধারণা করেন, ভগবদ্বিস্তর বস্তুর প্রতিকূল ভাব যিনি কোথায়ও দর্শন করেন না, সকল বস্তুই একাধারে অন্বয় ব্যতিরেক ভাবে অবস্থিত হইয়া ভগবৎসেবার সাহচর্য্য করিতেছে, এরূপ ধারণা করেন, তিনিই উত্তম ভাগবত।

যাঁহারা ভোগ্য বা দৃশ্য জ্ঞানে দর্শনসূত্রে ত্রিগুণতাড়িত হইয়া ভাল-মন্দের বিচার করেন, নিজের বিভোলাভিনিবেশ-প্রসূত বাস্তব বস্তু হইতে পৃথগ্‌বুদ্ধিতে ভূতবস্তুসমূহ ও ভাবসমূহ ধারণা করেন এবং ভগবৎসম্বন্ধরহিত বিচার করিয়া নির্ভেদের সগুণ দর্শনের বিচার মাত্র বোধে আত্মস্তরিতা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের কুদর্শনের সহিত মহাভাগবতের সুদর্শন এক বা সমান নহে।

যাঁহাদের অনুকূলতার পরিমাণ পূর্ণতা লাভ করে নাই, প্রতিকূল ব্যাপারের প্রতীতির সহিত যাঁহারা অসহযোগ-সম্পন্ন, তাঁহারাই ক্রমশঃ পরম উন্নত হইয়া মহাভাগবতের পদবী লাভ করেন। যাঁহারা ভক্তাভক্তবিচার-দর্শনহীন বলিয়া ভক্তপূজা-রহিত হইয়া ভগবৎপূজাকালে ভক্তের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন এবং যাঁহাদের প্রাকৃত অধিকারে অধোক্ষজের পূজার মধ্যে অধোক্ষজ-সেবকের আনুগত্যের পরিমাণ অল্প, তাঁহারা অধিকারের উন্নতিক্রমে ভগবান ও ভক্তের সেবা করিতে করিতে সর্বোপকার-রত হইয়া দৌভাগ্যবত জনগণকে সর্ব্বথা মঙ্গলবিধান করেন। তাঁহারা সর্ব্বদা কপট ভগবদ্বিমুখ জনগণের দুঃসঙ্গ পরিহার কামনা করেন। তাদৃশ মধ্যমাধিকারের পূর্ণতাভিমুখে অভিযানকালে উত্তমাধিকারের বিচার উপস্থিত হয়।

কনিষ্ঠাধিকারের ভক্তত্ব কেবল জ্ঞান-নিষ্ঠ ব্যক্তিগণের নিকট প্রতিভাত, কর্ম্মনিষ্ঠাধিকারের সাফল্য জ্ঞান-নিষ্ঠাই তাহাকে কুকর্ম্মাধিকার জীবকে সৎকর্মাধিকারে প্রবৃত্ত করায়। এবং সৎকর্মাধিকারী জীবের কৃষ্ণেতর বিষয়-বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠ করায়। জ্ঞাননিষ্ঠের ভজনোন্মুখতা তাহাকে কনিষ্ঠাধিকারীর চরণে প্রণতি করায়। কনিষ্ঠাধিকার উন্নত হইলে মধ্যমাধিকারের বিচারপ্রণালীর শিক্ষক তাঁহাকে গুরুশ্রেষ্ঠরূপে করেন এবং সেই শ্রেণীতে পারদর্শিতা হইলে মহাভাগবত গুরুর সেবন-প্রভাবে সেই মহাভাগবতের বিচার তাঁহার শুদ্ধচিত্তকে ক্রমশঃ অধিকার করে। তখন তিনি পরমহংস মহাভাগবতাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাঁহার প্রত্যেক আচরণ, বিচরণ ও প্রচারণে একান্তভাবে কৃষ্ণানুশীলন হইয়া থাকে। তখন আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি তাঁহার নিকট হইতে নিরস্ত হয়। তখন তিনি শ্রীগুরুপদের উপদেশ প্রভাবে—'শুশ্রূষয়া ভজন-বিজ্ঞমনন্যমনিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা'—বিচারে প্রতিষ্ঠিত হন।

মহাভাগবতের এইরূপ অলৌকিকী শক্তি যে, তিনি ভক্তপ্রসাদজ কৃপাশক্তি বিতরণে মধ্যমাধিকারী নিজানুগজন-গণকে উন্নত করেন এবং কনিষ্ঠাধিকারীকে মধ্যমাধিকারে যোগ্যতা প্রদান করেন। মহাভাগবত ভগবান্ ও ভক্তবিদ্বেষী জনগণের প্রতিকূলে বর্ত্তমান হইবার পরিবর্ত্তে মৌনাবলম্বন করেন এবং মধ্যমাধিকারী ও কনিষ্ঠাধিকারীর দ্বারা বহির্ম্মুখ জীবগণের চিত্তবৃত্তি শোধন করিবার সুযোগ প্রদান করেন। যাহারা ভক্তিরাজ্যের

কনিষ্ঠাধিকারের মহিমা বুঝিতে অসমর্থ, মধ্যমাধিকারের অধিকতর কল্যাণজনক ভাবের ভাবক নহে, তাহারা উত্তমাধিকার আদৌ বুঝিতে না পারিয়া মায়াবাদী হইয়া ব্রাহ্ম, অন্ধ, বধির ও পুত্তলাদির অনুকরণক্রমে শ্রীহরিকর্ত্তৃক নিহত হয় এবং ভোগিকুল নিজ-নিজ-অপরার্দ্ধ-প্রভাবে ভগবৎসেবাবিমুখ থাকিয়া নিজ অমঙ্গল বরণ করে। তাহাদের ভজন উৎসুক্য দেখা যায় না।

উত্তমভাগবত অনর্থমুক্ত হইয়া স্বীয় ভোগ্যানুসন্ধান-রহিত হন, সেই কালে নিষ্কপটাভিলাষ হইয়া তিনি ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলার প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া প্রাপঞ্চিক মায়িক আবরণ ও বিক্ষেপশক্তি অতিক্রম করিয়া নিজস্থায়ী ভাবরতির বিক্রম শুদ্ধ করিতে না পারায় চিদ্‌চিৎ সমস্ত বস্তুতেই নিজাভীষ্ট ভগবৎপ্রাকট্য-দর্শন অনুভব করিয়া থাকেন। তখন তাঁহার বহির্দর্শনে সাধারণোচিত বুদ্ধি অপসারিত হইয়া আত্মবিকাশ হইতে থাকে। তাঁহার সেব্যবস্তুই চিদ্রূপকল্পের আধারে সমাগত—এরূপ বোধ হয়। নিত্য বিষয়াশ্রয়ে ভাবসমূহ তাঁহার চিত্তকে প্লাবিত করিতে থাকে এবং মন, লতা ও তরুতে ভোগবুদ্ধি দূরীভূত হইয়া তমালাদি বৃক্ষে ভগবদ্দর্শন হয়। নিত্য সেবকের স্বীয় সিদ্ধভাবের উদয়ে ভগবৎপ্রেমা বহির্দর্শনে দুই চিদ্‌চিৎ বিচারকে প্লাবিত করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ আপ্লুত করায়।

মায়াবাদী স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত ব্রহ্ম জ্ঞানের বিচারে আক্রান্ত হইয়া 'অতত্ত্বস্যি তত্ত্বমস্যাদি'—শ্লোকের তাৎপর্য্য ও 'কুতস্ত্বি বিলপসি ত্বম্'—শ্লোকের মর্ম্ম অনুধাবন করিতে না পারিয়া চিদ্‌বিলাস বিচার হইতে পৃথগ্‌বুদ্ধি করেন। ব্রহ্মজ্ঞানে ভগবান্ ও ভক্তের নিত্য বৈচিত্র অবস্থান করায় ব্রহ্মজ্ঞানীর নৈর্ব্বিশিষ্ট্য হেয় ও অবর বিচারেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জড় সাকার, নিরাকারাদি পার্থিব জ্ঞান, জড়দত্তা ও জড়সত্তাদি অবকাশ অতিক্রম করিয়া অবস্থিত হওয়ায় শ্রীতিপরাকাষ্ঠার সহিত নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানের নিত্যবিরোধ বিবেচনা করিতে হইবে। যাহাদের ভগবজ্জ্ঞান নাই, তাহারা হৈতুকী ও ব্যবধানযুক্তা বিদ্ধভক্তিতে লক্ষ্য করিয়া উহার আদর করিতে পারে। উহা তাহাদের মন্দভাগ্যেরই পরিচয় মাত্র। ভগবানে প্রণয়াধিক্য বশতঃ সর্ব্বত্র নিজাভীষ্ট দর্শন মহাভাগবতেই সম্ভব। কামুক সকল যেরূপ সর্ব্বত্র কামিনীর অঙ্গাদি-দর্শন-বিচারে তন্ময়তা লাভ করে, তদ্রূপ সর্ব্বত্র চিন্ময়ী ভগবৎসেবার ধারণাতেও উত্তম ভক্তের নিদর্শন পাওয়া যায়। মায়াবাদীর বিচারে প্রাকৃতবুদ্ধি ও বিবেকবিচারের গতি লক্ষিত হয়, কিন্তু ভাগবতোত্তমের অধিকারে তদ্রূপ বিবর্ত্তের অবকাশ নাই। যেখানে সেবোপকরণ দর্শন, সেখানে সেবা-সেবক-বিচার হইতে বিচ্যুত ভাবের দর্শন নাই; যেহেতু উহাতে পূর্ণতা তিরোহিত হয় নাই। সুতরাং চিদ্‌বিলাসময়ী লীলার দর্শনে বিসদৃশতা আরোপিত হইতে পারে না। এই জন্যই ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"যেদিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়।"

মধ্যমাধিকার

ভগবানের তটস্থাশক্তিপরিণত জীবগণ বদ্ধাবস্থায় আনন্দরহিত হওয়ায় ভগবৎ-সেবাকার্য্যে প্রীতিরহিত, ভগবৎসেবকে বন্ধুত্ব বর্জ্জিত, সেবানিরপেক্ষের প্রতি কৃপা-হীন এবং সেবাবিমুখ ভোগী অহঙ্কারী জনগণের মুখাপেক্ষা-যুক্ত। প্রেমধনে বঞ্চিত হওয়ায় সাম্রাজ্যানন্দ-বিশেষাক্ষা প্রেমে তাঁহাদের অন্তঃকরণ সম্যক্ মসৃণিত নহে এবং তাহারা ভগবদ্‌বিগ্রহে মহত্তার লেশমাত্র পরিপোষণ করে না। ভগবৎসেবা-প্রেমাধিক্য জনগণে শ্রদ্ধারহিত হইয়া এবং ঈশসেবক জনগণের আনুগত্য না করিয়া কিঞ্চিৎ ভগবৎসেবোন্মুখ জনগণে আদরাভাবে সেবোন্মুখ সমাজের প্রতি বন্ধুত্ববর্জ্জিত। হরির স্বরূপ-জ্ঞানাভাবে নিষ্ঠুর হইয়া জীবের ভগবদ্বৈমুখ্যের সহায়তা করিতে সর্ব্বদা উন্মুখ এবং ভগবদ্বিমুখ আশ্রয়বিহীন জনগণের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। জীবকে ভগবদ্বিমুখ করাই সর্ব্বোত্তম কৃপা। বিমুখ জীবের দ্বারা অভিভূত না হইয়া তৎপ্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশও তাহার প্রতি সমদর্শিত্ব-বৃত্তিরই পরিচয় মাত্র। বিমুখের সহিত সেবোন্মুখের মিত্রতা করিতে গিয়া যে সমদর্শন, উহা ভগবজ্জনে মিত্রতার বিমুখতা মাত্র।

সাধনরাজ্যের পূর্ণাধিকার প্রাপ্তির পূর্ব্বাবস্থায় দুঃসঙ্গ বর্জ্জনের ও সৎসঙ্গ-গ্রহণের অনুপলব্ধি থাকিলে জীব কনিষ্ঠাকারে অবস্থিত হন, তখন তাহার ঈশ্বরসেবায় কিঞ্চিৎ অধিকার হইলেও ভগবৎ পরিকর-বৈশিষ্ট্যের

অবস্তুতা-নির্দ্দেশে, ক্রিয়ার তাৎপর্য্য উপলব্ধির বিষয় হয় না। সেইকালে তিনি ভগবদ্বহির্মুখ ভগবৎসেবানিরপেক্ষ ও ভগবদ্বিদ্বেষীকে সমপর্য্যায়ে দৃষ্টি করেন বলিয়া তাঁহার ভক্তিরাজ্যে প্রবেশাধিকার হয় নাই, জানিতে হইবে। যে কালে ভক্তাভক্ত-বিবেক উদিত না হয়, তৎকালে জীব সেবোন্মুখতার অনুমোদন করিলেও তাঁহার ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হইবার অধিকার হয় নাই, জানিতে হইবে। বিদ্বেষীর সঙ্গ সাধনকালে পরিত্যাগ না করিলে দুঃসঙ্গের প্রভাবনা জীবকে অধঃপাতিত করিয়া ভগবৎ-সেবাবিমুখ করায়। সেবনের দুষ্টতা ও স্বরূপজ্ঞানের উপলব্ধি অভক্তসেবাবিমুখজনের অর্থাৎ মায়াবাদী, ফল্গুকামী, ভোগী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর বিচার হইতে পৃথক্ থাকিবার উদ্দেশে মায়াবাদী, কুতার্কিক ও কর্ম্মনিষ্ঠগণের বিচারের বহুমানন হইতে আত্মসংরক্ষণ আবশ্যক। যেরূপ দুর্ব্বল ব্যক্তির মৃত্যুঞ্জয়ত্বধর্ম্মে পূর্ণাধিকার না হওয়ায় বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে, তদ্রূপ অসৎসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া সাধনের উন্নতিক্রমে অধিকারের উৎকর্ষের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হয়। যখন তিনি সুষ্ঠুভাবে স্বীয় যোগ্যতা লাভ করেন, তখন প্রতিকূল সঙ্গ তাঁহার মৃত্যুঞ্জয়ত্বধর্ম্মের ব্যাঘাত করিতে পারে না। তাই বলিয়া কনিষ্ঠাধিকারীর অমঙ্গল বহন-কার্য্যকে কখনই উত্তমাধিকার বলা যাইবে না। অথবা মায়াবাদী, কুতার্কিক ও কর্ম্মনিষ্ঠগণের যথাযথাধিকারকে গর্হণ করিয়া সাধারণ সমজস্তার সঙ্গ গ্রহণ করা কখনও আদরণীয় নহে। অনধিকারী যে-কালে সমন্বয়বাদ-প্রচার-কল্পে যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেন এবং অযৌক্তিকভাবে ভাবক-সংঘের জন্য ভগবদ্ভক্তের অধিকারের প্রতি আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে অনুদার বলিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেন, সেইকালে অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা হইয়া জীবের কেবল কর্ম্মাধিকারের বা ফলভোগাধিকারের তাণ্ডব-নৃত্য পরিলক্ষিত হয়। কনিষ্ঠাধিকার লাভ করিয়া ভগবদ্ভক্ত সাধনের পথে অগ্রগামী হইলে তাঁহার নিকট চারিপ্রকার বস্তুর বিলাস অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে উপস্থিত হয়। তত্ত্ব-বিলাসের ঔপকরণিক সেবন-যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে ভগবানের প্রীতি-সংগ্রহে তৎপর হওয়া আবশ্যক। ভগবৎ-সেবারত জনগণের প্রতি-শুশ্রূষামুখে গাঢ় বন্ধুত্ব, প্রতি-মুখে আনুগত্যাত্মক বন্ধুত্ব, অপরাধ-করণকারী কনিষ্ঠ-বিদ্বেষীকে নামভজনে উৎসাহ-প্রদান এবং ভগবদ্ভক্তি-বিরোধি-জড়প্রদত্ত অহঙ্কারী জনগণের সঙ্গ-বর্জ্জন যথা-ধিকারের লক্ষণরূপে প্রকাশিত হয়। নিষ্কপট অনভিজ্ঞ-গণের মঙ্গল-লাভ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া তাহাদের সেবোন্মুখতার রুচি-প্রদর্শনবরে সাহায্য করাই মধ্যমাধিকারের লক্ষণ। মহাভাগবতের দক্ষিণহস্তরূপে ভূত-প্রসারণ করিয়া পরোপকার-ব্রত গ্রহণ-পূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেমপ্রদান-কার্য্যের সহায়তা করাই বাণিজের প্রতি কৃপার মুখ্য লক্ষণ। কৃপার তটস্থ লক্ষণে সেবোন্মুখতার মহিমা-প্রচারেই লক্ষিত হয়। অনভিজ্ঞ ফলভোগী কর্ম্মী যে কৃপার আদর্শ বিচার করিয়া থাকেন, তাহাতে যে তাৎকালিক ইন্দ্রিয়তর্পণের সুযোগ আছে, সেই সুযোগে ইন্ধন প্রদান করা কপট কৃপার উদাহরণ মাত্র। যদি প্রকৃত কৃপা জীবকে সংসার বন্ধন হইতে উন্মুক্ত না করিতে পারে এবং ভোগি-পর্য্যায়ে রাখিবার যত্ন করে, তাহা হইলে সেইরূপ আদর্শ প্রতারণা-মাত্রেই পর্য্যবসিত হয় অর্থাৎ 'ভোগা দেওয়া' হয়, 'কৃপা' করা হয় না। বৈষ্ণব-লেখকগণ ইহাকে 'অমায়ায় দয়া' বলেন না। 'উপেক্ষা' মন্ত্র তাগেরই প্রাপ্য পুরস্কার। তাহাতে উভয় পক্ষেরই অপ্রীতিকর বৈরিতা স্তব্ধ হয়। ভগবানে এবং ভগবদ্ভক্তে যে-স্থলে বিদ্বেষ দেখা যায়, সে-স্থলে সমর্থপক্ষে জিহ্বা-ছেদন-বিধি কৃপার অন্তর্গত হইলে তাহাকে উপেক্ষা করিয়া তাহার সঞ্চিত কুফল-লাভে অমঙ্গল বরণ করিতে দেওয়াই সঙ্গত। অভক্তজনের ভক্তিরাহিত্য-বর্ণনে জীবের মঙ্গল-পথে বিঘ্নরূপ-প্রদর্শনকল্পে উপকার করা হয়। কিন্তু সেই বদ্ধজীব যদি উহাকে উপকার বুঝিতে না পারিয়া অভক্তের প্রতি উদাসীন থাকাকে মধ্যমাধিকারী শিক্ষকের অবিচার ভাবিয়া তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে পরনিন্দাজ্ঞানে আত্মরক্ষা করে, তাহা হইলে তাদৃশ কপটের কাপট্যই দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে। ভগবদ্ভক্তের কৃপা বুঝিতে না পারিয়া ভগবদ্ভক্তের নিকট ঈর্ষ্যান্বিত হইবে মাত্র।

শ্রীচৈতন্যবিমুখতা ও শ্রীচৈতন্যদাস বৈষ্ণবগণের প্রতি অসম্মান করিতে গিয়া যদি কেহ ভক্তিসিদ্ধান্তের বাণী সমূহকে স্বীয় ভজনের ব্যাঘাত মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহার দুষ্কৃতমানসের সম্ভাবনা থাকিবে না। তিনি

ক্রমশঃ ভক্তিপথ হইতে চ্যুত হইয়া দ্বিতীয়াভিনিবেশেই কৃষ্ণভজন জ্ঞানে নিজের অমঙ্গল বরণ করিবেন। অশ্রদ্ধধানে হরিনাম দান বা 'শুক' বলিয়া শ্রোত্রোপলব্ধি কখনই জীবকে নামভজনে উন্নত করিতে পারিবে না। বাণিশ জন আপনাকে মহাভাগবত জ্ঞানে যে বৈষ্ণব-গুরুর তোষিতা আচরণ করেন, তাহা তাঁহার কৃপালাভের অন্তরায় মাত্র। ক্রমশঃ এই প্রকার অহঙ্কার-বিমূঢ় গুরুাভিমানী শুষ্কভক্তের মধ্যমাধিকারের বিচারমতে উপেক্ষণীয় হইয়া পড়ে এবং ভক্তপ্রসাদ কৃপা বঞ্চিত হইয়া নামাপরাধ করিতে করিতে অনাবৃত হইয়া পড়ে। শুষ্কভক্তগণ এজন্যই বিষ্ণুভক্তাভিমানিগণকে সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। এতাদৃশী উপেক্ষাই তাঁহাদের হরির প্রকৃষ্ট পরিচয়। মধ্যমাধিকারে অর্চ্চনের দৃঢ়তা প্রকৃষ্ট হইয়া ভজনে পরিণত হয়। অর্চ্চন ও ভজনের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমটী মধ্যাদাপথের অনুষ্ঠান ও অপরটি নামাশ্রয়ে মর্য্যাদাপথের বহির্দ্দিচারে নৈষ্ঠিকা-জ্ঞাপক হইলেও সর্ব্বতোভাবে ভগবৎ-সেবন-চেষ্টা।

কনিষ্ঠ ভাগবত বা প্রাকৃত ভক্ত

অর্চ্চকের অর্চ্চা ও মধ্যবর্ত্তী বৃত্তি অর্চ্চনই প্রধানভাবে লক্ষ্যীভূত হয়। অর্চ্চনাঙ্গের উন্নতিক্রমে তদ্দ্বারা ভজনাঙ্গ সাধিত হয়। ভজনে অর্চ্চনের প্রাধান্যিকতা না থাকিলেও উহা গৌরববিচারের বিরোধী নহে। অর্চ্চা-বিগ্রহ বাস্তববস্তুর অবতার-বিশেষ। পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্য্যামী ও অর্চ্চা—এই পঞ্চবিধ প্রকাশবিশেষে উপাস্যের নিকট উপাসক সমুখ হইতে পারেন। অর্চ্চার অভ্যন্তরে অন্তর্য্যামী, উহা বৈভবান্তর্গত। ব্যূহ হইতে ভগবানের বৈভবপ্রকাশ। মূলবস্তু পরতত্ত্ব, তাঁহারই অঙ্গের কায়-ব্যূহ ও তাঁহা হইতেই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ নৈমিত্তিক অবতারসমূহ, তাঁহারা অর্চ্চাভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অন্তর্যামিত্ব প্রদর্শন করেন। ভগবদ্বৈভবসমূহ প্রপঞ্চে কালবিশেষে অবতীর্ণ হন, কিন্তু অন্তর্যামী ও অর্চ্চা-বিগ্রহ —সার্ব্বকালিকী সেবকপ্রতীতির অধিগম্য।

অভক্তোপভোগপরতায় আবদ্ধ হওয়া ভগবদ্বিমুখের স্বভাব। তিনি সেইকালে ভগবদ্বহিরঙ্গবর্গের দ্বারা চালিত হইয়া আপনাকে ভোগ্যজগতের ভোক্তৃত্বে বরণ করেন, সুতরাং তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রতি অধিক লোলুপতা বৃদ্ধি পাইয়া বহির্জ্জগতের প্রতি শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসবর্দ্ধনের চেষ্টা হয়। মধ্যমাধিকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় প্রাকৃতবস্তুবিশেষের অন্যত্বে অন্তর্যামী, তদভ্যন্তরে বৈভব ও তাহার কারণরূপে ব্যূহ ও পরতত্ত্ব-পর্য্যন্ত উপাস্য-বিচার উন্নত হইতে থাকে। ভগবানের ভাবসমূহ বৈভব-প্রকাশ, ব্যূহ ও পরতত্ত্বের বৈচিত্র্য এবং অন্তর্যামিত্বে অর্চ্চাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অর্চ্চামুখে জীবের অধিগম্য বিষয় হন। ভগবৎপ্রতীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে গিয়া উন্নতার্চ্চক ভজনানন্দিগণের অধিক বৈশিষ্ট্য দর্শন করেন না। সেইকালে তাঁহার প্রাকৃত বিচার অতিক্রম করিতে গিয়া উপাস্যের সর্ব্বতোভাবে প্রচুর পরিমাণ গৌরব-সেবার বিচার উপস্থিত হয়। যে-কালে তিনি ভক্তের তারতম্য দর্শন করিবার রুচি লাভ করেন, সেইকালে তাঁহার প্রাকৃত অধিকার উন্নত হইয়া মধ্যমাধিকারে পরিণত হয়।

কনিষ্ঠাধিকার থাকা কালে ভগবানের পরিকর-বৈশিষ্ট্যের অপ্রাকৃতত্বোপলব্ধির অবকাশ হয় না। প্রকৃতির অন্তর্গত রাজ্যে বাস-কালে মায়াবাদী ও কর্ম্মি-সম্প্রদায় প্রাকৃত আধ্যক্ষিক জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া পূর্ণপুরুষের সন্ধান না পাওয়ায় তাঁহাদের ন্যূনাধিক প্রকৃতিবাদ বা মায়াবাদেরই অনুসরণ করিতে হয়। মায়াবাদীর প্রাকৃত-বিচার ন্যূনাধিক ইন্দ্রিয়জ্ঞানে অবস্থিত হওয়ায় ভগবদ্বৈমুখ্য ও ভক্তসেবা-বৈমুখ্য তাঁহার অপ্রাকৃত বৈচিত্র্যোপলব্ধির পথ অবরোধ করে। অবরোধ-বিচার প্রাকৃতক্ষেত্রে কার্য্যকর হইয়া যে একটু ভক্তির সন্ধান করেন, তাহাতেই তাঁহার 'প্রাকৃত ভক্ত' আখ্যা হয়। শত শত জন্ম বাসুদেবের অর্চ্চায় শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বহিরঙ্গ-করণ দ্বারা সেবা করিতে করিতে চিন্ময়-নামের ও চিন্ময়মন্ত্রের স্বরূপোপলব্ধিক্রমে প্রাকৃতবিচারের বন্ধন ন্যূনাধিক শ্লথ হইতে থাকে। ভক্তের মানসিক চেষ্টা উপলব্ধি করিয়া স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিবার উদ্দেশে কনিষ্ঠাধিকারী প্রস্তুত হইলে তাঁহার প্রাকৃত ভাবসমূহ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। তখন ভজনীয় বস্তুতে প্রীতিসেবা, ভগবদ্ভক্তে প্রেমানুগা মিত্রতা, অনভিজ্ঞ মধ্যমাকাঙ্ক্ষীর প্রতি প্রেমানুগা মিত্রতার ফলে ভক্ত-বর্গে প্রবেশাধিকার দিবার জন্য অলৌকিক বদান্যতা এবং বিদ্বেষী জনের বিরোধভাবের প্রতি নিরুৎসাহিত

করিবার জন্য তাহার সহিত অসহযোগমূলা উপেক্ষা বা সংযোগে বিকৃতভা ও অনুপযোগিতা-প্রদর্শনমুখে শাসনস্পৃহা হিতাকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। যথাধিকারে অবস্থিত হইয়া যখন তজ্জনের পরিপাকাবস্থা দৃষ্ট হয়, তখন বৈভবপ্রকাশ-বিশেষের অন্তর্যামিত্ব ও প্রাকৃত অন্নোপযোগী উপলব্ধির আধারবিগ্রহ অর্চ্চাকে ভগবদ্বস্তুর-শ্রেষ্ঠ-বিচারে বৈভবপ্রকাশের ভাবসমূহে পরিপ্লুত হন। বৈভব প্রকাশসমূহ যাহাদর্শিত, যাহা পরতত্ত্ব বাসুদেবে অবস্থিত, বাসুদেব পরাৎপরতত্ত্ব স্বয়ং প্রকাশতত্ত্বে অবস্থিত এবং স্বয়ং প্রকাশতত্ত্ব—পরম-পরাৎপর অধোক্ষজ ব্রজেন্দ্রনন্দনে অবস্থিত,—এই সকল কথার উপলব্ধি হয়। চিজ্জগতের অন্বয় সেবোন্মুখতায় প্রাণকে আগত। বহির্মুখ জগৎ বহুজীবকে ভোগী সাজাইয়া ভোগীর সেবায় উহাদের ভাব প্রদর্শন করে। বহুজীবের প্রকৃত মুক্তিবাসনা ভগবৎপাদপদ্ম সেবার উন্মেষোত্তর উন্নতির উপর নির্ভর করে। অর্চ্চা ব্যতীত ইতর প্রাকৃত বস্তুতে জীবের ভোগপ্রবৃত্তি প্রবলা, তজ্জন্য ভগবদ্বর্ষে অধিল চেষ্টাপর হইয়া যে প্রাথমিকী চেষ্টা, তাহাই তর্কের প্রাকৃতাধিকারে ইতর বস্তু পরিহার করিয়া পূজার সম্বর্ধনে হয়। যে-কালে তাঁহার অন্বয়-জ্ঞানতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য প্রতীতিতে চিন্ময়ত্বের উপলব্ধি হয়, তখনই তিনি অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে গিয়া কেবলাদ্বৈতবাদীর প্রাকৃতবিচারে ঔদাসীন্য লাভ করেন এবং ন্যূনাধিক শুদ্ধ-দ্বৈতবিচার, শুদ্ধাদ্বৈতবিচার, দ্বৈতাদ্বৈতবিচার এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবিচারের অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করিয়া সংস্যাগত হেয়তা পরিহারপূর্ব্বক অচিন্ত্য-ভেদাভেদের বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীচৈতন্যদাসের সর্ব্বচিৎ-সুষ্ঠু-সমন্বয়তা এবং মায়াবাদী কুতার্কিক কর্ম্ম-নিষ্ঠগণের কুচিন্তার বিরোধাচরণপূর্ব্বক তাহাদের অনাদৃত-প্রতীতি পরিহার করিতে সমর্থ হন। অন্বয়জ্ঞানেই তাৎপর্য্যাহিত্য বর্ত্তমান। তাঁহার নিরপেক্ষতা হইলে এই প্রাপঞ্চিক বিচার আর তাঁহাকে ক্লেশ-প্রদানে সমর্থ হয় না। ভগবদ্বস্তুতে নিজ ফলভোগময় ধর্ম্ম নাই, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানমূলক অনুভবাভাবরূপ বৈকল্য নাই।

——:০:——

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের অভিভাষণ

(ঢাকা হইতে জনৈক সংবাদ-দাতা-প্রেরিত)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস্ চ্যান্সেলার ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের আহ্বানে এবং বিজ্ঞান-বিভাগের অধ্যক্ষ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দুধর্ম্ম-শিক্ষা-সমিতির সভাপতি ডক্টর শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বিজ্ঞপ্তিতে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ গত ১০ই ও ১২ই ফেব্রুয়ারী যথাক্রমে ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগন্নাথহলে' ও 'নিউনহলে' 'মানব-জীবন ও ধর্ম্ম' এবং 'গীতার শিক্ষা' সম্বন্ধে দুইটি অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ, ছাত্রগণ ও সর্ব্বসাধারণে এই বক্তৃতার শ্রোতৃরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ঢাকার অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলাও সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত রীতি-অনুসারে প্রত্যেক হলের প্রোভোষ্ট সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন। তদনুসারে জগন্নাথ হলের বর্ত্তমান প্রোভোষ্ট ও দর্শন-বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য এম্-এ প্রথম দিন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় দিবস ও ঢাকা হলের প্রোভোষ্ট ডক্টর ঘোষের অনুরোধক্রমে অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যই সভাপতির কার্য্য করেন।

প্রথম দিবস অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য সভার প্রারম্ভে সকলকে আহ্বান করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিশ্বব্যাপী প্রচার ও বৈষ্ণবধর্ম্মের নূতন আলোকে সকলকে আলোকান্বিত ও উদ্ভাসিতকারী গৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমানযুগের প্রচারধারার বৈশিষ্ট্যের কথা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের সুপরিচিত ও স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষার বক্তৃতার কথা জ্ঞাপন করেন।

দ্বিতীয় দিবস 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের বক্তৃতার অন্তে অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য বলেন, "ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে আমি 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক পণ্ডিত বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে

আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার বক্তৃতার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা নাই। গীতার বহু ব্যাখ্যা হইয়াছে এবং প্রত্যেকেই গীতাকে তাঁহার নিজের মতের সমর্থক বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহাশয় গীতার শিক্ষা যেরূপভাবে ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা যে কেবল বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের লোক মানিয়া লইবেন, তাহা নহে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকেরই এইরূপ যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যাকে সাদরে মানিয়া লইতে হইবে।

বৈষ্ণবধর্ম্মের বিষয় জানিতে হইলে আমাদের সাধারণের নিকট প্রথমেই বৈষ্ণব-পরিভাষার দুর্ভেদ্যকানন সম্মুখে উপস্থিত হয়। সাধারণে এই সকল পরিভাষা ভেদ করিয়া উহার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক এইরূপ নৈপুণ্যের সহিত সহজ-সরল যুক্তি ও প্রাণস্পর্শী প্রাঞ্জলভাষায় গীতার শিক্ষা বুঝাইয়াছেন যে, সকলেই ইহাতে যথেষ্ট লাভবান্ হইয়াছেন ও তাঁহার বক্তব্য বিষয় মনে হয় সকলেই ধরিতে পারিয়াছেন। আমরা কোন কোন সময় বৈষ্ণবধর্ম্মের বক্তার মুখে এই সকল আলোচনা শুনিয়াছি; কিন্তু এইরূপ সহজ, সরল ও প্রাণের স্বাভাবিক ভাষায় এরূপ জটিল বিষয়ের যুক্তিপূর্ণ আলোচনা শ্রবণ করিয়া এতটা লাভবান্ হইতে পারি নাই। তাঁহার প্রত্যেকটি কথা স্বাভাবিকতা ও সরলতা পূর্ণ।

গীতায় কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির কথা আছে এবং ভক্তির শ্রেষ্ঠতা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ইহা এরূপ যুক্তি ও সুনৈপুণ্যের সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন যে, ইহা কাহারও না মানিবার উপায় নাই।

তিনি আর একটি বিশেষ কথা বলিয়াছেন, যাহা ছাত্রগণের বিশেষ অনুধাবনযোগ্য—'যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ'। রাস্কিন বলিয়াছিলেন, 'আমরা সপ্তাহের ছয়দিন অন্যান্য কর্ম্ম করি, মিথ্যা কথা, পাপ এবং যে কোন কার্য্য করিয়া থাকি, আর সপ্তম দিনে ধর্ম্মমন্দিরের বেল বাজিলে সেখানে গিয়া চক্ষু মুদিয়া বসি।' 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহাশয় এই দুই দিনের বক্তৃতায় ইহা দেখাইয়াছেন যে, ধর্ম্ম জিনিষটা এইরূপ অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে, ধর্ম্মের অপর নাম 'স্বভাব'। নরকল্প, কৃতজ্ঞতা বা কর্ত্তব্যের অনুরোধে ধর্ম্মানুষ্ঠানের অভিনয় কৃত্রিমধর্ম্ম। ধর্ম্ম আমাদের সত্তা, আমাদের জীবন, তাহা আমাদিগকে ধারণ করে, পোষণ করে, সংরক্ষণ করে। জীবনে পঞ্চাশ বৎসর বয়সের বেল না বাজিলে আমরা ধর্ম্মমন্দিরে যাইব না বা ধর্ম্ম আলোচনা করিব না—এরূপ নহে। মৃত্যু আমাদের কেশ ধারণ করিয়া রহিয়াছে, এরূপ বিচার না আসিলে ধর্ম্মজীবন যাপনের প্রয়োজন হয় না।

'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহাশয়ের বক্তৃতায় আমরা এতটা লাভবান্ হইয়াছি যে, তাঁহাকে কেবল ধন্যবাদ দিয়া আজই আমরা বিদায় দিতেছি, তাহা নহে, তাঁহাকে আমরা আরও চাই।

তিনি আমাদিগকে তাঁহাদের মঠের এ সকল কথা শ্রবণ ও মঠপ্রবেশের অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য প্রতি-আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানটি যখন চাকায় কায়েমী আকারেই প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন সকলেরই এ সকল বিষয় আলোচনার সুযোগ হইবে, সন্দেহ নাই। পুনরায় আমি তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিতেছি এবং পুনরায় জানাইতেছি যে, তাঁহার বক্তৃতার স্বাভাবিকতা ও সরলতা আমাদিগকে বিশেষ মুগ্ধ করিয়াছে এবং আমরা যথেষ্ট লাভবান্ হইয়াছি।"

সভাপতি অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের এই অভিভাষণের পর সভা ভঙ্গ হয়। সভায় ঢাকা হলের প্রোভোষ্ট ডক্টর শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র ঘোষ মহাশয় পূর্ব্বাপর উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য ডক্টর ঘোষের সহিত 'গৌড়ীয়' সম্পাদককে পরিচয় করাইয়া দেন এবং কথা-প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে প্রকাশিত শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত আর্য্যাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত সদানন্দ ব্রহ্মচারীজীর এলাহাবাদ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার কথা আলোচনা করেন।

'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের প্রথম দিবসের বক্তৃতার পর সংস্কৃতের অধ্যাপক ডক্টর সহিদুল্লা এম্-এ, বি-এল্, পি-এইচ্, ডি, (প্যারিস্) মহাশয়ও 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের বক্তৃতায় অবৈধ সাম্প্রদায়িকতার অভাব অথচ প্রাণস্পর্শিনী যুক্তির সহিত নির্ভীককণ্ঠে বাস্তব সত্যকথা কীর্ত্তনের প্রশংসা করিয়াছিলেন। 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের নিকট অন্যান্য অধ্যাপকগণও তথায় উপস্থিত কোন কোন

সজ্জনকে বিশেষ প্রীতিসহকারে এই সকল কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তদুত্তরে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক জানাইয়াছিলেন যে, তিনি একটি ব্যাধিযুক্ত বিকলাঙ্গ, তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদই তাঁহার একমাত্র ভরসা। যাহা কিছু সত্য, শিব ও সুন্দর, তাহা তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মের, তিনি ব্যক্তিগতভাবে কোন বক্তৃতা প্রদান করিতে জানেন নাই বা ব্যক্তিগত সম্মানও তাঁহার কাম্য নহে। তিনি মনে প্রাণে ইহা সর্ব্বক্ষণ জানেন যে, তাঁহার নিজের বিন্দুমাত্রও কোন যোগ্যতা নাই, সমার্থ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাই তাঁহার চিরসম্বল। তাঁহার বক্তৃতার আদর প্রদর্শন করিয়া সজ্জনমণ্ডলী বর্ত্তমানযুগে সত্যের অদ্বিতীয় বক্তা তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর আবৃত্তিই করিলেন, ইহাতেই তিনি আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছেন। আচার্য্যের বাণী জয়যুক্তা হউন—সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণীর পূজা হউক, বিদ্যামন্দির-সমূহে শ্রীচৈতন্যবাণী-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হউন, তাহা হইলেই প্রকৃত সরস্বতীর পূজা হইবে।

—:০:—

আচার্য্য-পাদপদ্ম-স্মরণে সভা-সমিতি

নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভা ও প্রস্তাব

নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্য সভ্যগণ গত ২৫শে জানুয়ারী (১৯৩৭) একটি সভার আহ্বান করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটে গভীর দুঃখ ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। এতৎসম্পর্কে মাননীয় ভাইস্ চেয়ারম্যান্ মহোদয় কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে যে পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

[Extract from the Proceedings of the Nadia District Board Meeting held on 25-1-37.]

A resolution was then moved by the Chair expressing condolence at the sudden demise of His Divine Grace Paramahamsa Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj —the President Acharyya of the Gaudiya Math and appreciating the unique life and activities of His Divine Grace—all standing in silence.

Memo No. 873 G
Nadia District Board Office.
Dated Krishnagar, the 4 th Feb. 1937.

Copy forwarded to the Secretary, Sree Gaudiya Math, Calcutta for information.

Vice-Chairman D. B. Nadia.

মাদ্রাজ-কর্পোরেশনের সভা ও প্রস্তাব

গত ২৯। ফেব্রুয়ারী (১৯৩৭) তারিখে মাদ্রাজ কর্পোরেশন কাউন্সিল হলে কর্পোরেশনের অধিবেশন হইবামাত্র কাউন্সিলার কে ব্রহ্মণ্যম্ মহোদয় নিম্নলিখিত বিশেষ প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন :—

(১) গত ১লা জানুয়ারী ৬৩ বৎসর বয়সে গৌড়ীয়-মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অপ্রকটে মাদ্রাজ কর্পোরেশনের এই সভা গভীর দুঃখের কথা লিপিবদ্ধ করিতেছেন।

(২) মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের প্রতি এই সভার সমবেদনা জ্ঞাপনপূর্ব্বক একখানি পত্র এই মন্তব্যের নকলের সহিত প্রেরিত হউক।

এই প্রস্তাব যথারীতি সমর্থিত ও গৃহীত হইলে মেয়র শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাসুলু নাইডু মহোদয়ের প্রস্তাবানুসারে সভ্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। এই সময় শ্রীযুক্ত মেয়র মহোদয় এবং মিঃ কে ব্রহ্মণ্যম্ ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন।

বোম্বে গৌড়ীয়মঠে শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী (১৯৩৭) রবিবার বোম্বে গৌড়ীয়-মঠে (কল্যাণদাস বিল্ডিং, সোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক্ রোড্, বোম্বে ৭) মিঃ এইচ্, সহর ম্যাও সি-আই-ই এম্ বর্ণ্টোলার অব্ দি কায়েস্থী মহোদয়ের সভাপতিত্বে শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের অপ্রকটলীলা-স্মরণে একটি বিরহ-সভার

অধিবেশন হয়। সভায় বোম্বে সহরের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সভারম্ভে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-বন্দনা-মুখে বিরহগীতি কীর্ত্তিত হইবার পর শ্রীল প্রভুপাদের অনুকল্পিত ভক্ত শ্রীমৎ সদানন্দ ব্রহ্মচারী (হেড আর্থাই সেক্রেটারী মুম্বাই) মহোদয় উপস্থিত সভ্যবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলেন—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিত্যলীলাপ্রবেশে শোকার্ত্ত না হইয়া আমাদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ও সেবাকার্য্যে আত্মকুণ্ঠাবিধানকারী সজ্জনসাধারণের সহিত মিলিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট—অপ্রাকৃত প্রেমধর্ম্ম-প্রচারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে পারি, তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ হইতে হইবে। আমরা কোন প্রাকৃত বীরপূজা বা নায়কপূজার জন্য এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে আসি নাই, আমরা আসিয়াছি—শ্রীগুরুতত্ত্বপ্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম আমাদের হৃদয়ে নিত্যকাল প্রতিষ্ঠিত রাখিতে। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রাকৃত ভূমিকা হইতে সর্ব্বভূতে গুরুদর্শন ও সকলকেই শ্রীভগবানের সেবা-সংকেত দর্শনের আদর্শ প্রকট করিয়া যে অপ্রাকৃত গুরুতত্ত্বের স্বরূপ আমাদিগকে বুঝিবার সুযোগ দিয়াছিলেন, তাহাই আমাদের একমাত্র স্মরণীয় ও লোভনীয় বিষয় হউক। তিনি সকলকেই ভগবৎসেবার জন্য সকল প্রকার সুযোগ প্রদান করিতেন; কিন্তু আবার সকলকেই উপদেশ করিতেন যে, বাস্তবসত্য আমাদের আংশিক বা হেতুমূলা সেবা-বৃত্তির আদর করেন না, তিনি চান আমাদিগকে নিহৈতুক রূপে, কেবলমাত্র তাঁহার সেবার জন্যই তাঁহার পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিতে।"

শ্রীযুক্ত সদানন্দ ব্রহ্মচারীজীর বক্তৃতার পর শ্রীপাদ ভক্তিবিনোদ মহারাজ হিন্দী ভাষায় শ্রীল প্রভুপাদের বাল্যলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন-ভাগবত বর্ণনমুখে তাঁহার মহাবদান্যতা, তাঁহার কৃপায় কিরূপে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে, শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয়মঠের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, তাঁহার চরণাশ্রিত ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণের সহিত শঙ্কর সম্প্রদায়ের একদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণের পার্থক্য কি, "এমন এক দিন আসিবে, যেদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দরের বাণী জগতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে"—'সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম' এই মহাবাক্যের সার্থকতাবে শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যেই সত্যসত্য উপলব্ধির বিষয় হয় ইত্যাদি বিষয় বর্ণন করেন।

অতঃপর মিঃ দীন্‌শ, এল্ পাণ্ডে (Mr Dinshaw L. Panday) মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদ যখন বোম্বে গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, তৎকালে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মদর্শন-লাভের কথা বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদের অভিমর্ত্য ব্যক্তিত্বের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন এবং সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলেন—শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট ছিল বোম্বে নগরে যাহাতে তাঁহার গুরুবর্গের ভগবৎকথা-প্রচার-কার্য্যের জন্য একটি স্থায়ী স্থান হয়; আমাদের সকলেরই তাঁহার সেই মনোঽভীষ্ট-পূরণে যত্ন করিতে হইবে।

অতঃপর মিঃ গণেশ মিত্র (Master of Assay, Mint) গুরুতত্ত্বের মূল তাৎপর্য্য ও সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু বলিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের—শুধু বাঙ্গালা নহে, সমগ্র ভারত, এমন কি ভারতের বাহিরেও—বিস্তৃতিলাভের কথা বলেন।

তৎপর মিঃ ডি, এস্ দালাল (Mr D. S. Dalal) মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের যে প্রচার-বৈশিষ্ট্য বুঝিবার জন্য এতদিন যত্ন করিয়া আসিতেছেন, তদ্বিষয়ে একটি হৃদয়-গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি অদ্যকার অধিবেশনে সকলকে এক মহৎ উদ্দেশ্যে সমবেত হইতে দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন। "জীবমাত্রেই এক অদ্বয়জ্ঞান শ্রীভগবানের নিত্যদাস"—এই বাস্তব সত্যটি উপলব্ধির যত্ন করা সকলেরই কর্ত্তব্য ইত্যাদি।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন—যদিও অপ্রাকৃত বিষয়ের গাম্ভীর্য্য ও বৈশিষ্ট্য-বিচার তাঁহার পক্ষে দুরূহ, তথাপি তিনি সদ্‌গুরু চরণে শ্রদ্ধা-প্রদর্শন-সূচক এই সভার মর্ম্ম ও সাধুসঙ্গে শ্রীভগবন্নাম-কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য অবধারণ করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন, এবং আরও বলেন—প্রত্যেক ব্যক্তিই—তিনি যতই দায়াসাসক্ত-চিত্ত হউন না কেন, শ্রীগৌড়ীয়মঠের ন্যায় মহৎ প্রতিষ্ঠানের মহত্ত্বকে এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্যদেবের অভিমর্ত্য ব্যক্তিত্ব যেন উপলব্ধি করিবার যত্ন করেন।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় বোম্বে সহরের সমবেত সম্ভ্রান্ত

নাগরিকগণের পক্ষ হইতে প্রস্তাব করেন যে, তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটে তাঁহার চরণাশ্রিত সেবক ও তৎপ্রতি শ্রদ্ধালু সজ্জনবৃন্দের সহিত তাঁহাদের আন্তরিক সহানুভূতি এবং সভায় সমবেত সভ্যবৃন্দের পক্ষ হইতে বোম্বে গৌড়ীয় মিশনের বাস্তব-সত্য-প্রচারকার্য্যে উত্তরোত্তর সাফল্য বিষয়ে তাঁহাদের সদিচ্ছা ও মঙ্গলী আশা জ্ঞাপন করিতেছেন।

সভাপতি মহোদয়ের অভিভাষণের পর শ্রীপাদ ভক্তি-রঞ্জন ভক্তিসার মহারাজ সভাপতি মহোদয়, বক্তৃবৃন্দ ও শ্রোতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। উপস্থিত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

মাদ্রাজে স্বামী বন

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ গত ২রা জানুয়ারী (১৯৩৭) রাত্রে দিল্লী হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে উপস্থিত হন। তথা হইতে ৫ঠা জানুয়ারী (১৯৩৭) কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়া গত ১৪ই জানুয়ারী প্রাতে খাণ্ডালা (Khandalla) জাহাজে শ্রীপাদ গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারীজীর সহিত বোম্বে যাত্রা করেন। তথায় নানাস্থানে বক্তৃতা প্রদান করিয়া স্বামীজী গত ৩রা ফেব্রুয়ারী শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী ও শ্রীমান্ সুদর্শন ব্রহ্মচারী সহ বোম্বে হইতে বি-আই-এস্-এন্ কোম্পানীর 'Elephanta' (এলিফ্যান্টা) জাহাজে মাদ্রাজ যাত্রা করিয়া ৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯৩৭) বেলা প্রায় ১২টায় মাদ্রাজে পৌঁছিয়াছেন। গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী রবিবার অপরাহ্ণে মাদ্রাজের বিশিষ্ট অধিবাসিবৃন্দ মাননীয় রায় বাহাদুর স্যর কে কি রেড্ডি নাইডু কেটি, কে-সি-আই-ই (এক্ সভর্ণর অফ্ মাদ্রাজ) মহোদয়ের সভাপতিত্বে মাদ্রাজ মাউন্ট রোডস্থ ললী হলে (Lawley Hall, next to Elphinstone) একটি সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন।

নিম্নে সভার উদ্যোক্তৃবৃন্দের নাম প্রদত্ত হইল :—

জেপুরের মহারাজ স্যর বিজয় রেঙ্গ বর্ম্মা ডি, লিট্, স্যর পি, এস্ শিবস্বামী আইয়ার কে-সি-এস্-আই, সি-আই-ই; স্যর Alladi কৃষ্ণস্বামী আইয়ার; স্যর জেপা রামেশম্; দেওয়ান বাহাদুর এন্ গোপালস্বামী আয়াঙ্গার সি-আই-ই; দেওয়ান বাহাদুর এ, ভি রামলিঙ্গম্ আইয়ার; দেওয়ান বাহাদুর আর শ্রীনিবাসম্ এম এস-সি; লেফ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল কে, জি পাণ্ডালে আই-এম-এস্; রাও বাহাদুর এম্ নরসিংহম্ পান্তুলু; রাও বাহাদুর এম্ কেশব পাই এম্-ভি, ও-বি-ই; রাও সাহেব কি শেষগিরি রাও; রাও সাহেব কে, ভি আয়াঙ্গার; পাচাইয়াপ্পাস্ কলেজের প্রিন্সিপাল পি, এন শ্রীনিবাসাচারি; আর্টস্কুলের প্রিন্সি-পাল দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী; মেয়র কে শ্রীরামালু নাইডু; জি, এ নটেশন; ভূতপূর্ব্ব জজ আর নরসিংহ আয়েঙ্গার; দেওয়ান বাহাদুর জি নারায়ণস্বামী চেট্টি সি-আই-ই, বি এস্ সুন্দরমম্ এক্-ও-ই-সি-এস্, 'হিন্দু' পত্রের স্বত্বাধিকারী কে গোপালন্, 'হিন্দু' পত্রের সম্পাদক সি আর্ শ্রীনিবাসন্; কাউন্সিলর কে সুব্রহ্মণ্যম্; কাউন্সিলর সি সুব্রহ্মণ্যম্; এ্যাড্ভোকেট টি, এস্ স্বামীনাথ আইয়ার; টি, এস্ রামস্বামী আইয়ার এম, এস্ সি; বি, জি বাসুদেব পিল্লাই এম, এস্, সি; টি, এস্ কৃষ্ণস্বামী আইয়ার এ্যাড্ভোকেট্।

মাদ্রাজের গভর্ণর বাহাদুর ও স্বামী বন

শ্রীপাদ বন মহারাজ গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী (১৯৩৭) মাদ্রাজ গভর্ণর-হাউসে মাদ্রাজের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর হিজ এক্সেলেন্সি লেফ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল দি রাইট অনারেবল লর্ড আর্স্কিন (His Excellency Lt. Col. The Rt. Hon. Lord Erskine G.C.I.E.) মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তৎসমীপে শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অতিমর্ত্য জীবন এবং তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীর কথা আলোচনা করিয়াছেন। গভর্ণর বাহাদুর শ্রীগৌড়ীয় মিশনের বাস্তবসত্য প্রচার কার্য্যে তাঁহার সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

—:০:—

কলিকাতার নাগরিকগণ-কর্ত্তৃক আচার্য্যের স্মৃতি-সভা

The New Year unfortunately dawned with the disappearance from this world of His Divine Grace Paramhansa Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, the Founder-President of the Gaudiya Mission. By this melancholy event India, nay the whole world, has lost a sincere and powerful exponent of devotional theism, a savant of great erudition and a saint devoted to the spiritual regeneration of mankind. His whole life was saturated with the spirit of true religion and was fully devoted to the propagation of the message of Divine Love as propounded by Mahaprabhu Sree Krishna Chaitanya. This was amply evidenced by the noble example of his life and conduct, by his significant utterances and by the numerous publication of religious literature including six periodicals in different provincial dialects. He dived deep into the rich mines of spiritual culture in India and established sixty-six preaching centres for the cultivation of true religious life in India and abroad. He carried the banner of Gaudiya religion and culture beyond the seas and created great impression in the cultural centres of Great Britain and the Continent resulting in the arrangement for establishing a Hindu Temple in London. What is of the greatest value is that he brought together and inspired a brilliant band of followers able to continue his sacred mission of directing the activities of the world to the service of Godhead.

At this juncture, the mission of the great departed was invaluable having for its urge the true spiritual ideals of India, calculated to bring about a harmonisation of the cultures of the world through the creation of a universal spirit of Divine Love and Service. A great personality is an expression of the true inner life of the nation and the reception and conservation of his message can perpetuate what is best in the nation. It behoves the people, among whom he lived, to pay due homage to his memory when he is no more before our eyes.

We, therefore, earnestly request the public to assemble for the purpose in a public meeting to be held in the Calcutta Dalhousie Institute Hall (Dalhousie Sqr. South) on Sunday, 7th March, 1937, at 4 p. m. under the distinguished Presidentship of the Maharajadhiraja Bahadur of Burdwan.

(Sir) Atul Chandra Chatterjee
(C. C. I. E., K. C. S. I., Late Member, India Council)
(Hon. Maharaja, Sir) Prodyot Coomar Tagore
(Maharaja) Jogindra Nath Roy (Nattore)
(Maharaja) Sris Chandra Nandy (Cossimbazar)
(Sir) Bhupendra Nath Mitra,
(K. C. S. I., K. C. I. E., C. B. E., Late High Commissioner)
(Sir) Manmatha Nath Mukherji
(Late Chief Justice)
A. K. Fazlul Huq, (Late Mayor of Calcutta)
(Maharaja Sir) Manmatha Nath Roy Choudhury
(Sir) David Ezra
(Hon. Sir) Brojendra Lal Mitter (K. C. S. I.)
(Sir) Abdul Halim Ghuznavi
Jatindra Nath Basu (M. L. C.)
Jyotish Chandra Mukerjea
(Chief Executive Officer)
Nirmal Chandra Chandra (M. L. A.)
Hiranya Kumar Mitter
Ghanashyam Das Birla.
Hirendra Nath Datta.
Mrinal Kanti Ghosh
Tushar Kanti Ghosh
Charu Chandra Biswas (C. I. E., M. L. C.)
Jitendra Lal Banerjee (M. L. C.)
(Mahamahopadhyaya) Gananath Sen.
Jnanendra Nath Basu
Shyama Prasad Mukerjee (Vice-Chancellor)
(Sir) Hari Sankar Paul (Mayor of Calcutta)
(Dr) Satyacharan Law (Sheriff of Calcutta)
(Sir Dr.) Hassan Suhrawardy
(Late Vice-Chancellor)
(Sir) Asoke Kumar Roy (Advocate-General)
(Raja) Bhupendra Narain Sinha (Nashipur)

(Hon. Justice) Dwarka Nath Mitter
(Hon. Justice) Surendra Nath Guha
(Hon. Justice) Rupendra Coomar Mitter
(Hon. Nawab, Sir) K. G. M. Faroqui
(Hon. Sir) Bijoy Prosad Singh Roy
(Mahamahopadhyaya) Haridas Siddhanta Bagish
(Sir Dr.) Nil Ratan Sircar
(Sir Dr.) Upendra Nath Brahmachari
(Dr.) Bidhan Chandra Ray (Late Mayor of Calcutta)
Nalini Ranjan Sarkar (Late Mayor of Calcutta),
Nellie Sen Gupta (Alderwoman)
Narendra Kumar Basu (M. L. C.)
Guru Saday Dutt (I. C. S.)
Ramaprasad Mukherjee
Jogesh Chandra Gupta (M. L. C.)
(Rai Bahadur) Ramdeo Chokhany
(Rai Bahadur) Ramaprasad Chanda
(Rai Bahadur) Jaladhar Sen
Durga Prasad Khaitan
Hemendra Prasad Ghose
Saradindu Narayan Ray
(Prof. Dr.) Panchanan Neogi
Rajendra Narain Banerji
Bhupendra Nath Basu
Lalit Kumar Chatterjee
(Rai Bahadur) Ashutosh Ghosh

বিবিধ প্রসঙ্গ

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্য

'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-সঙ্ঘপতি মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু গত ২৫শে জানুয়ারী (১৯৩৭) মাননীয় লর্ড রোথারমেয়ার মহোদয়ের সহিত আত্মধর্ম্ম-সম্বন্ধে কিরূপ হরিকথা বলিয়াছেন। গোস্বামী-প্রভু তাঁহার ২৩।১।৩৭ তারিখের লণ্ডন হইতে লিখিত পত্রে জানাইয়াছেন—"আমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই এবং আমার বৃত্তিকে আশ্রয় করা যে হরিজন—ইহা মাননীয় লর্ড রোথার স্বীকার করেন। আমার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষোত্তমের সন্ধানের জন্য আমরা ব্যগ্র হই।

"Love craves communion with the beloved as the first need of life. The connection between transcendence and our present faculty is established by descent of transcendence. Sree Chaitanya has given a scientific demonstration of the method by which it is attainable", ইত্যাদি কথায় তাঁহার সহানুভূতি আছে অনেক কথা তিনি শুনিয়াছেন ও এই সম্বন্ধে আগামী মার্চ্চ মাসে আমার একটি বক্তৃতায় তিনি সভাপতি হইবেন, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন মহাশয় ইতঃপূর্ব্বেই শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের কথা তাঁহাকে জানাইয়াছেন ও আরও কএকবার তাঁহাকে বম্বেতে হইতে জানাইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট সংবাদে তিনি গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং আমাদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে assurance (প্রতি-শ্রুতি) দিয়াছেন এবং আমাদের এতদ্দেশে প্রচারকার্য্যে তিনি প্রচুর উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন।

অর্দ্ধঘণ্টা কালের উপর তিনি আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। আগামী ২৯শে জানুয়ারী 'প্রেমধর্ম্ম' সম্বন্ধে ক্যাক্সটন হলে আমার বক্তৃতা হইবে। Sir Francis Young Husband K. C. S. I., সভাপতি হইবেন।"

—•—

রাজা রাণা বোধজঙ্গ বাহাদুর

স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি বিষমসমরবিজয়ী পরমশ্রীল মহারাজ রাজ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বর্ম্মধুরন্ধর বাহাদুর মহামহোপদেশের চীফ্ সেক্রেটারী মান্যবর রাণা বোধজঙ্গ বাহাদুর গত ১লা ফেব্রুয়ারী (১৯৩৭) মহামান্য ভারতসম্রাট কর্ত্তৃক "রাজা"—এই সম্মান-সূচক উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। মান্যবর রাজা রাণা বোধজঙ্গ বাহাদুর বিশেষ সজ্জন ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। আমরা তাঁহার সুদীর্ঘ ধর্ম্মময় জীবন প্রার্থনা করি।

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে

গত ৩রা জানুয়ারী, ১৯০৭ ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিমর্ত্য চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং তাঁহার অপ্রকটলীলার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও আমাদের ন্যায় মোহগ্রস্ত জীবের নিত্য-মঙ্গলকামনার অক্লান্তবাণী বর্ষণ ও তাঁহার মহামহাবদান্যতার কথা উল্লেখ করিয়া একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

৪ঠা জানুয়ারী শনিবার অপরাহ্ণে শ্রীধাম মায়াপুর অধোক্ষজমঠ নাটমন্দিরে একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ সভায় শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ আবেগময়ী ভাষায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদদ্বন্দ্ব-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। পণ্ডিত শ্রীমদ্ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যতীর্থ কীর্ত্তন করেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের শিক্ষক, ছাত্রবৃন্দ ও শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত বহু ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত সদানন্দ ব্রহ্মচারীজীর বক্তৃতা

গত ১৭ই জানুয়ারী (১৯০৭) সন্ধ্যায় শ্রীমৎ সদানন্দ ব্রহ্মচারীজী পাটনার Hellet Town Hall-এ বার ল্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত বসরথ লাল মহোদয়ের সভাপতিত্বে "Why I became a Vaishnava" সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। ৪।৬ শতের অধিক শ্রোতৃবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

গত ২২শে জানুয়ারী ব্রহ্মচারীজী পাটনায় গর্দ্দানিবাগ ঠাকুর বাড়ীতে "Lord Gouranga's Message of Divine Love" সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহিনী বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃবৃন্দের সমাগমে নাটমন্দির পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

গত ২৮শে জানুয়ারী সন্ধ্যায় এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি হলে ফিলজফি ল্যাসোসিয়েশনের একটি সভায় ব্রহ্মচারীজী "Where East and West can meet" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাপতি ছিলেন—ডাঃ বেণীপ্রসাদ এম্-এ, পি-এইচ-ডি, ডি-এস্‌সি মহোদয়। বক্তৃতাটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। সভায় বহুসংখ্যক শ্রোতার সমাবেশ হইয়াছিল।

ব্রহ্মচারীজী গত ৮ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় বোম্বে ভাওয়ার্ড রোডস্থ মাড়োয়ারী হলে মিঃ এস্, আর ডোঙ্গারকারী বার-এ্যাট-ল মহোদয়ের সভাপতিত্বে "Where East and West can meet" (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন কোথায়?) বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাপতি মহোদয় ঐ বক্তৃতা-শ্রবণে বক্তাকে তাঁহার ও শ্রোতৃবৃন্দের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং বোম্বে গৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্যের সাফল্য বিষয়ে মহতী আশা ও সদিচ্ছা প্রকাশ করেন। সভায় বহু বিশিষ্ট ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানও উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে দামাস্কাসের সাইকিক ইন্‌স্টিটিউটের ডিরেক্টর (The Director of the Psychic Institute in Damaskus) ও Mamoun Abdul Wahhab Arzinjani (সুফী সম্প্রদায়ের জনৈক প্রধান ব্যক্তি) মহোদয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। বহু পার্শী ভদ্রলোকও উপস্থিত ছিলেন। পরদিবসও কতিপয় মুসলমান ও অন্যান্য ভদ্রলোক ব্রহ্মচারীজীর নিকট আসিয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচার্য্য বিষয় ও উদ্দেশ্য শ্রবণ করেন।

ব্রহ্মচারীজী গত ১০ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি ৯ ঘটিকা হইতে ১০টা ৪০ মিনিট পর্য্যন্ত ঘণ্টাধিককাল ক্যানাডীয় নারদের ব্যাসোসিয়েশন হলে ইউনিভার্সিটীর রেজিষ্ট্রার মিঃ এস্ আর ডোঙ্গারকারী এম্-এ, বি-এল (Mr. S. R. Dongerkery M. A. B. L.) মহোদয়ের সভাপতিত্বে "Lord Gouranga's Message of Divine Love" (অপ্রাকৃত প্রেম সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী) বিষয়ে একটি হৃদয়-গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাস্থল শ্রোতৃবৃন্দে পরিপূর্ণ ছিল, বহুলোক স্থান না পাইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিয়াছিলেন। সভাপতি মহোদয় ও শ্রোতৃবৃন্দ বক্তৃতা-শ্রবণে বিশেষ প্রীত হইয়া বক্তাকে তাঁহাদের আন্তরিক ধন্য-বাদ জ্ঞাপন করেন। প্রাকৃত কাম ও অপ্রাকৃত প্রেম, জড়রস ও অপ্রাকৃত রসতত্ত্ব, জড়জগৎ ও অপ্রাকৃত জগতের নায়ক-নায়িকা, আধ্যক্ষিক জ্ঞান ও অপ্রাকৃত জ্ঞানের পার্থক্য প্রভৃতি বহু বিষয়ের আলোচনা হয়।

শ্রীযুক্ত সদানন্দ ব্রহ্মচারীজীর হ্যালেট টাউনহলে বক্তৃতার কথা—৮ই মাঘ, ২১শে জানুয়ারী (১৯০৭) তারিখের "আনন্দবাজার পত্রিকা"য়, এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বক্তৃতার কথা—৬ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখের "লীডার" পত্রে এবং বোম্বে মাড়োয়ারী বিদ্যালয়ে বক্তৃতার কথা—৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখের 'বোম্বে ক্রণিকল্' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর

১লা ফাল্গুন, ১৩৪৩ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বক নিবেদনম্—

আগামী ৩রা চৈত্র, ১৭ই মার্চ্চ বুধবার হইতে নয় দিবসকাল শ্রীধাম-নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা করা হইবে। কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্তগণের ন্যূনাধিক সাধনফল-লাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি—

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ, গোস্বামী), শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম্-এ) এবং শ্রীবৃন্দাবনবিহারী বিদ্যাভূষণ—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ।

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মস্থলী, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈতভবন)—৩রা চৈত্র, ১৭ই মার্চ্চ বুধবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর। ৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, সরপগঞ্জ, হরিহর-ক্ষেত্র, রেপাড়া)—৫ই চৈত্র, ১৯শে মার্চ্চ শুক্রবার

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুকুর)—৬ই চৈত্র, ২০শে মার্চ্চ শনিবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গরখালীর কোল ও চর হেথরির কোল, কোল আমার, কোলের বহ)—৭ই চৈত্র, ২১শে মার্চ্চ রবিবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাহুতপুর, চম্পাহাটী বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির)—৮ই চৈত্র, ২২শে মার্চ্চ সোমবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জাহানপুর)—৯ই চৈত্র, ২৩শে মার্চ্চ মঙ্গলবার, (একাদশীর উপবাস)।

(৮) মোদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটীলা বা একডালা মাতাপুর)—১০ই চৈত্র, ২৪শে মার্চ্চ বুধবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাবপুর, গঞ্জের ডাঙ্গা)—১১ই চৈত্র, ২৫শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার।

১২ই চৈত্র, ২৬শে মার্চ্চ শুক্রবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

শ্রীশ্রীমাধবীদায় নমঃ

শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির

১৮ মাধব, ৪৭০ শ্রীচৈতন্যাব্দ

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদনম্—

আগামী ১২ই চৈত্র, ২৬শে মার্চ্চ শুক্রবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-নবদ্বীপ-মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাব্দের জন্মোৎসব-উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নামসংকীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথিসেবা ও মাল্যমহোৎসবাদি হইবে। ১৩ই চৈত্র, ২৭শে মার্চ্চ শনিবার অপরাহ্ণ ৩।০ ঘটিকার সময় শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগৌরাব্দের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত সৎকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অন্যত্র সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সঙ্গসুখে পরমানন্দিত হইবেন। **আগামী ১১ই ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব-উপলক্ষে শ্রীনামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবেন। ৩রা চৈত্র বুধবার হইতে ১১ই চৈত্র বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা হইবে।**

সজ্জনকিঙ্কর—

শ্রীযামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় — সম্পাদক, কার্য্যকরী সমিতি।

শ্রীসরসিন্দুনারায়ণ রায় (ডাক্তার কুমার দেবেন্দ্রভূষণ এম্-এ, প্রাঃ) — সম্পাদক, সাধারণ-সমিতি

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাবড়া	ছাঃ	৫—৬,	৭—১৬,	৯—৪৬,	১৫—৬, ১৬—৫৭

পাড়িপুর হইয়া

	পৌঃ	১-৫০	৯-২৯	১১-৩৩	১৬-৩২	
	ছাঃ	৬-৬	৯-৬৬	১১-৩৮	১৬-৪২	১৮-৩১
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-৫১	১০-২১	১৩-৯	১৭-২৮	১৯-১৪
গাড়ী বদল	ছাঃ	৬-৫৬	১০-৩১	১৩-২২	১৭-৩৮	১৯-৩৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭-২৭	১১-৩	১৪-০	১৮-৯	২০-৫
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭-৩৫	১১-১০	১৪-৯	১৮—১৬	২০-১২

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, আই, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—১৪	১৩ -৫৩	১১—৪৩	১৮—৫৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—৩	১৪—২৭	১৮—৩৮	১৯—৫১
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—৭	১৬—১৯	২০—৯	২১—৪৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর যাইতে হইবে।

☞ উৎসব-উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ আচার্য্যোত্তিক ভাগবতরত্ন, শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির, পোঃ আঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

গৌড়ীয়

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২২শে ফাল্গুন, ১৩৪৩ ; ৬ই মার্চ্চ, ১৯৩৭ | ৩০শ—৩১শ সংখ্যা

জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদকী জয়

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতিনামিনে ॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে ॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে ॥

শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপীঠ—শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠ

[আচার্য্যের ষট্‌পঞ্চাশত্তম আবির্ভাব-বাসরে (৬ই ফাল্গুন, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ ; ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ) শ্রীচৈতন্যমঠে প্রতিষ্ঠিত]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মহীশ্বর পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের

ত্রিসপ্ততিতমা প্রকটতিথিতে

"অশ্রু-অর্ঘ্য"

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ]

একি হেরিতেছি আজি ? কি নব মাধুরী !!
বিপুল উল্লাসময়ী প্রকৃতিসুন্দরী ;
কেন আজি নব সাজে সাজিয়াছে ধরা ?
কেন উঠে জয়-গীতি অকল্যাণ-হরা ?
বাজিছে মৃদঙ্গ-তাল সুমধুর স্বরে,
বাজিতেছে ঘণ্টা, কাঁসী, সানাই, মন্দিরা ;
পুষ্প-মাল্য-অর্ঘ্য ল'য়ে ভক্তবৃন্দ যত,
"বাণীর মন্দিরে" সবে করিছে গমন,
পূজিতে ভকতি-পুষ্পে আচার্য্য-চরণ ॥
বুঝিয়াছি তুমি দেবি ! গোবিন্দ-পঞ্চমী,
পরম শুভদা তিথি, সর্ব্ব শুভঙ্করা !
বড় ভাগ্যে আসিয়াছ জীবের কল্যাণে,
জগত-মঙ্গলা তুমি ভক্তি-প্রদায়িনী ॥

গৌড়ীয়

কে কহিবে তব গুণ ? ভব-বিরিঞ্চির,
বন্দিতা যে তুমি তিথি ! আনন্দরূপিণী, —
কৃষ্ণসেবাপরা তুমি, অপ্রাকৃত রাণী '
সেবার সৌন্দর্য্য হেথা করিয়া প্রদান,
আসিয়াছ বদ্ধজীবে করিতে কল্যাণ ॥

শ্রীগুরুদেব !

নাহি ভক্তি-পুষ্প-লতা, কুঙ্কুম-চন্দন,
প্রেমফল নাই, তব করিতে বন্দন :
ভক্তিহীন শুষ্ক মরু হৃদয় আমার,
কি দিয়ে অর্চ্চনা আজি করিব তোমার ?

অজ্ঞ আমি, নাহি জানি, করিতে বন্দন,
আমি ত' পতিত জীব, তুমি ত' পাবন :
নামের সার্থক আজি ঘুষুক ভুবন।
নহিলে অযশঃ হবে 'দয়াময়' নামে,
কৃপাশক্তি যাচি প্রভো ! তোমার চরণে ;
পঙ্গুরে লঙ্ঘাও তুমি গিরি সুদুর্গম ;
অনন্ত শকতি তব অসাধ্য বর্ণন '

অহৈতুক আশীর্ব্বাদ, মাগে এ পামর
চরণ-সরোজে তব কাঁদিয়া কাঁদিয়া ॥
পূজিতে তোমার ঐ রাতুল চরণ,
নেত্রজল বিনে কিছু নাহি উপায়ন।
তাও বড় অপবিত্র,—পঙ্কিলতাময়,
চরণ-কমলে দিতে যোগ্য সে তো নয়
কি দিয়ে পূজিব আজি, ভাবিয়া না পাই,
নিজ-গুণে কর কৃপা, দয়ালু গোঁসাই !

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ত্রিষষ্টিতম আবির্ভাব-তিথি-বাসরে

ভক্তিকুসুমাঞ্জলি

এস স্মরণীয়া, এস বরণীয়া,
হরি-মনোরমা পুণ্যা তিথি।
এস কৃপা ক'রে, পরাণের 'পরে,
জাগায়ে মধুর স্তবন-গীতি।
গৌর-নিজ-জন, আচার্য্য-তপন,
উদিলা তোমারে ধন্যা করি'
করুণায় তাঁ'র, বিমুখ সংসার,
সেবা-সুধমায় উঠিছে ভরি'॥

দৈন্য।

তপন যেমন পাবন-কিরণে, ঘুচায় তিমির-ভার,
জলদ যেমন না করি' বিচার, বরিষে সলিল-ধার;
তুমিও তেমনি, পতিতে তারিতে এসেছ হে কৃপাময়!
কৃষ্ণ-প্রদাতা! হে দাতা মহান! হউক তোমারি জয়।
শ্রীহরি-বিমুখ, মরণ-পথিক, আর্ত্ত, মোদেরই জন্য;
ভক্তিবিনোদ-সিন্ধুর দয়া! প্রকাশ তোমার ধন্য।
প্রতিটি পরাণে, জাগা'তে চেতনা, বহে সে অতুল দয়া,—
ফিরে দ্বারে দ্বারে নাশিতে মায়ার শক্তি দুরত্যয়া।
কর্ম্ম-গন্ধহীন শুদ্ধা ভকতি করিতে জীবেরে দান,
অবতীর্ণ দাতা! অশেষ তোমার করুণার অবদান।
ব্যাসগুরুদেব বেদের মর্ম্ম জানা'ল নিখিল ভবে;
শ্রীব্যাস-ধারায়, সেই সুধাসার তুমিও বিলা'লে সবে।
ব্যাস-পূজা আজি সেই করুণার অকপট আরাধন,
মম কেবল,—উন্মুখচিতে, কৃষ্ণের কীর্ত্তন।

শ্রবণের পথে চ'লে আগুসার,—সেবা-বেয়াকুল প্রাণ,
জীবন-বীণায় উঠে ঝঙ্কারি' শ্রীগুরু-পূজার গান।
তব শ্রীচরণ-পূজা-উৎসব-মিলন-তীর্থে আজ,
সবার হৃদয়ে ভক্তি-সরস অর্ঘ্য-আরতি-সাজ।
শুনেছে যে তা'রা, হে কৃপাসিন্ধো! উদাত্ত অভিনব,
চেতন জাগানো চৈতন্য-বাণীর কল্যাণ কলরব;
কর্ম্ম-জ্ঞানের পাষাণের কারা, নারিল রোধিতে গতি,
কুতর্কী মায়ার শত প্রলোভন,—তবু না টলিল মতি;
তব করুণার দীপ্ত কিরণে, আকর্ষণ-মহিমায়,
কত প্রাণধারা স্তুতি-গান গাহি', অর্পিছে আপনায়॥
কি-জাগানো, আবাহন-গীতে, প'ড়েছে বিপুল সাড়া,
সকলেই চাহে পরশ করিতে, সেবন-তীর্থ-ধারা।
কবি বিরচিল ব্রজের কুসুমে, অমল-কবিতা হার,
রচিল শিল্পী হরি-মন্দির,—শিল্প-শোভার সার।
যন্ত্র লইয়া সাধিছে যন্ত্রী, মোর-করুণা-কণা—
বিশ্বের যত সেবা-উপায়ন, লভিল সার্থকতা।
করুণা-কিরণে ফুটা'লে কুসুম, নীরস মরুর মাঝ;
তোমারি বিধানে বস্তু-ব্যবহার বিশ্ব শিখিল আজ।
আবির্ভাবে তব কৃষ্ণ-গাথায়, ভরিয়াছে সংসার,
তিরোভাবে তব, সেবার আশিস্ বহিতেছে শতধার।
যদি,—পত্রিকা হয় গগনের পট, সাগর মস্যাধার,
তথাপি তোমার করুণা-লহরী আঁকিতে সাধ্য কার?
নিত্য জীবনে ওহে প্রভুবর! চরণে ভিক্ষা মাগি;
জীবনে-মরণে, পাদপদ্ম-স্মৃতি, মানসে থাকুক জাগি'।
নমি শতবার, ও' চরণ-তলে করিও একটি কণা;
কৃপা-ঘন আশে চাতকের প্রায়, রহিবে অধম জনা॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীরূপানুগধর্ম্ম পালক-প্রচারক, শ্রীশ্রীমদ্‌গৌড়ীয় সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের

নিখিল ভুবনমঙ্গলময়ী শ্রীশ্রীযুক্তা
ত্রিষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে
শ্রীল প্রভুপাদের

দানের বৈশিষ্ট্য-কীর্ত্তন

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রতত্ত্বস্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর "মুক্তাচরিত" গ্রন্থের মঙ্গলাচরণের অনুসরণে শ্রীরূপানুগ-আশ্রয়-বিগ্রহ-সেবকগণের পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহাদের আনুগত্যে আচার্য্যপ্রকটবাসরে স্বরূপ-রূপানুগবর-আচার্য্য-পাদপদ্মে তাঁহার অপূর্ব্ব ও ভূরিদানের বৈশিষ্ট্যসিন্ধুর একটি কণ শিরে ধারণপূর্ব্বক আমরা আচার্য্য-চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছি। আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক আমাদের এই দীন অঞ্জলি গ্রহণ করুন।

শ্রীগৌরবাণীর অপূর্ব্ব ও অতিমর্ত্ত্য ভূরিদান-বৈশিষ্ট্যকে আমরা তিনটি বিভাগে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব—(১) তাঁহার সম্বন্ধ-বিষয়ক দানের বৈশিষ্ট্য, (২) তাঁহার অভিধেয়-দানের বৈশিষ্ট্য ও (৩) তাঁহার প্রয়োজন-দানের বৈশিষ্ট্য।

যুগে যুগে ভগবান্ ও তাঁহার নিজজনগণ ভুবনমঙ্গলের জন্য যেসকল দানের পসরা লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, উহার প্রত্যেকেরই একএকটি মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য থাকে। বিশ্বপাবন ভগবান্ ও তাঁহার জনগণ নশ্বর দ্রব্যাদি বা নশ্বর কোন বস্তু দান করিয়া জগৎকে বঞ্চনা করেন না। তাঁহারা প্রত্যেকেই আত্মার নিত্য শ্রেয়ঃসাধক বস্তু দান করিয়া যান। তাই তাঁহাদের দান ভোগ্যবস্তুর মত ভোগ্যস্থূলাকারে দেখিতে

পাওয়া যায় না। সেই সকল অতিমর্ত্য দানকে ভোগ্যরূপে দর্শন বা ভোগ্যাকারে পরিণত করিবার চেষ্টা করিলেই সেই দানের উরুকৃপা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

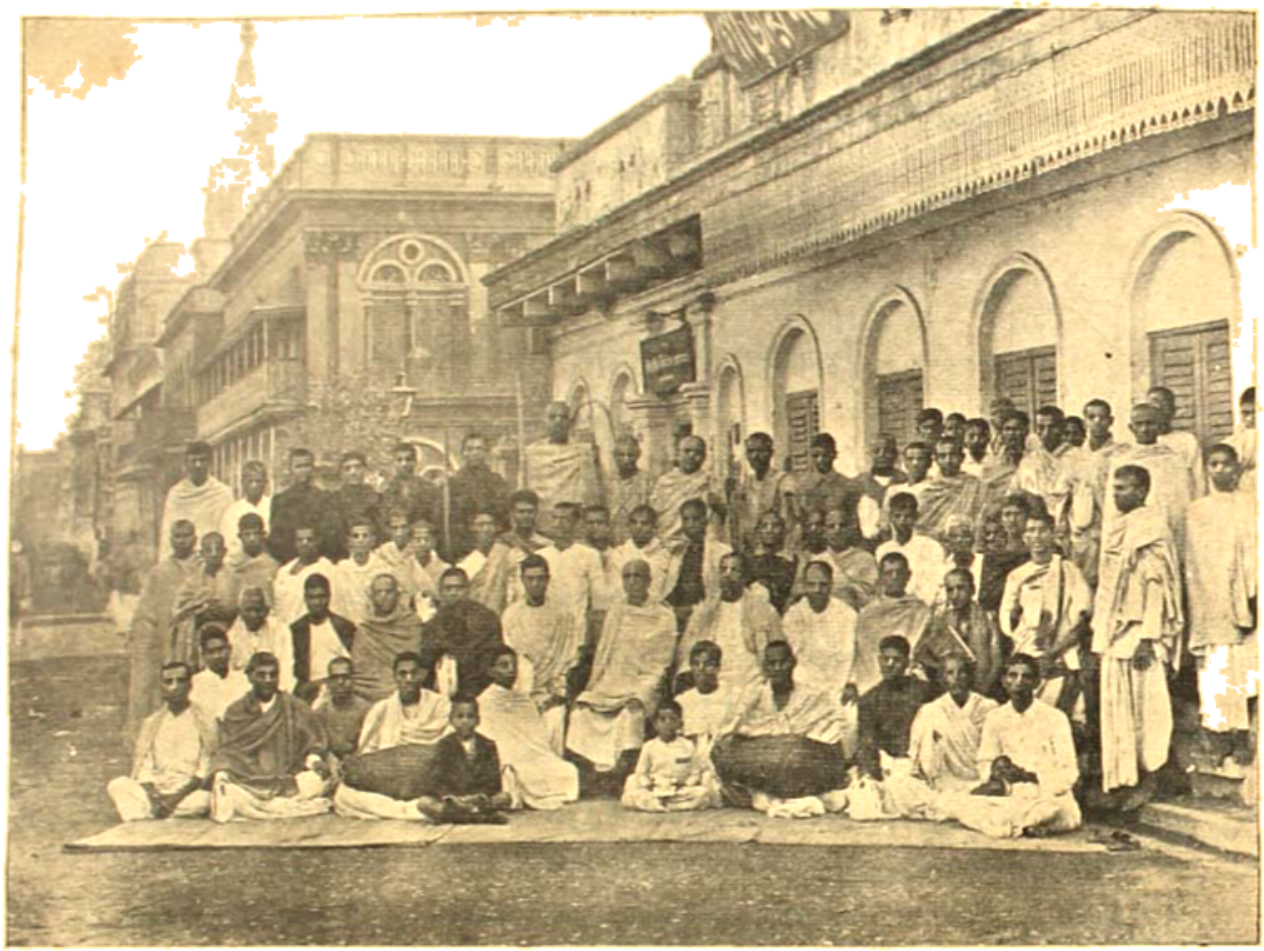

কলিকাতা-১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রাঙ্গণে শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সহিত তদনুকম্পিত ভক্তবৃন্দ

[ত্রিপঞ্চাশত্তম আচার্য্যপ্রকট-তিথি—৮ই ভাদ্রন, ১৩৩৩; ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৭]

শ্রীল প্রভুপাদ একটি অভিভাষণে বলিয়াছিলেন,—

"দরিদ্র ব্যক্তি যদি দাতার বেষ গ্রহণ করে, তা' হ'লে সম্পত্তি তা'র যতটুকু, ততটুকু হ'তেই সে অপরকে দান ক'রতে পা'রবে। কিন্তু বৈষ্ণবের নিত্য সম্পত্তি—'সাক্ষাৎ নারায়ণ'। স্বয়ং নারায়ণ যদি নিজকে নিয়ে দিয়ে যেন, তা' হ'লেও তাঁ'র কিছু দেওয়া বাকী থাকে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সম্পূর্ণভাবেই ভগবান্‌কে দিয়ে দিতে পারেন। অখণ্ডবস্তু বাস্তবজ্ঞান যা'র সম্পত্তি—তিনি সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণসেবোন্মুখ, তাঁ'র অতুলনীয় পাদপীঠের সহিত অন্যবস্তুর তুলনা হয় না।"

(বক্তৃতা—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ১২শে ভাদ্র, ১৩৩৩)

ভগবানের নিজজনগণের প্রত্যেকেরই দানের একটি মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য থাকিলেও যিনি সমস্ত পূর্ব্বাচার্য্যের অভিমর্ত্ত্য দানের বিভিন্ন মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্যকে ক্রোড়ীভূত করিয়া প্রত্যেক স্তরের প্রত্যেক অধিকারীর নিকট মহাবদান্য গৌরসুন্দরের অনর্পিতচর দানের পসরা উন্মুক্ত করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবর্য্যের চরণেই আজ আমরা পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছি।

তাঁহার সম্বন্ধ-বিষয়ক দানের বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলে আমরা কএকটি অনর্পিতচর মৌলিকত্ব তাঁহার অন্তরঙ্গজনের কৃপায় লক্ষ্য করিতে পারি। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সম্বন্ধ-বিষয়ক দানের মধ্যে "**অধোক্ষজের**" কথা বলিয়াছেন এবং তদুন্নত অধিকারে "**কেবল বা অপ্রাকৃতের**" কথা জানাইয়াছেন। বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্বমীমাংসা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দর্শনের আচার্য্যগণ জগতে সম্বন্ধ-বিষয়ে যে দান করিয়াছেন, তাহাতে পৃথিবীর লোকের চক্ষু ঝল্‌সিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু সেই দানের গতি এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত, আর তাহা অশ্রৌত। প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধাচার্য্য শ্রীশঙ্কর যে অপরোক্ষ দানের বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অশ্রৌত দানের বিরুদ্ধে অভিযান আনয়ন করিয়াছেন ও আপনাকে 'শ্রৌত' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং যাহাতে পৃথিবীর বহু লোকের চিত্ত বিমোহিত হইয়াছে, সেই অপরোক্ষানুভূতির দানের সীমা—নির্গুণ বিরজা অথবা তদূর্দ্ধ ক্লীব-ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত। বস্তুতঃ তাহা শ্রৌতরূপ অশ্রৌত দান। ভগবদ্বিদ্বিত অদৈব ব্যক্তিগণের প্রাপ্য নির্ব্বিশেষ লোক পর্য্যন্ত সেই দানের গতি। নির্ব্বিশেষ লোকের তট হইতে জীবের কখনও পতন, কখনও বা তাহাতে আত্মবিনাশ অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ দান—এই তিনটিই স্বরূপসম্বন্ধ-রহিত মনোধর্ম্ম-বিষয়ক।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জগতের বস্তু দান করিয়া জগৎকে বঞ্চনা করেন নাই। তাঁহার দানের প্রথম প্রভাত হইয়াছে অধোক্ষজের শ্রীচরণতলে। অধোক্ষজ-দানের গতি পরব্যোমে, এখানে শ্রুতির গান আরম্ভ। তাই অধোক্ষজ-দান —শ্রৌত দান। পুরুষোত্তম-সিদ্ধান্তে এই দানের আবির্ভাব। "ত্র্যংকলে পুরুষোত্তমাৎ"—ব্যাসমুখপদ্ম হইতে নিঃসৃত এই গান পদ্মপুরাণে স্থান পাইয়াছে। তাই পুরুষোত্তমে শ্রীগোবর্দ্ধনাভিন্ন চটকপর্ব্বতে এই ব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পুরুষোত্তমে প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধাচার্য্যের ভোগবর্দ্ধন বা গোবর্দ্ধন মঠের ব্যাসপূজার অভিনয় শ্রীব্যাসগুরুর ও নিজশিষ্য স্বরূপের নিত্যত্বের—সনাতনত্বের বিরোধী। তাহা হইতে শ্রেয়ঃপ্রার্থী জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্যই উজ্জ্বলরসের আচার্য্য শ্রীমতী রাধিকার ভাবকান্তি-অঙ্গীকারকারী শ্রীগৌর-সুন্দরের একমাত্র ভক্তিরসামৃত-দাতা শ্রীরূপপাদকে প্রয়াগে ও গুরুদেব ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্য শ্রীসনাতনমূর্ত্তি শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে মায়াবাদীর পীঠ বারাণসীতে শিক্ষাদানলীলা।

শ্রীসনাতন ব্যাসগুরুর শুশ্রূষু হইলেই জীবের শুদ্ধহৃদয়ে আশ্রয়বিলাস-সমাশ্লিষ্ট বিষয়বিগ্রহ-মাধব আবদ্ধ হন—ইহাই জীবের চরম প্রয়োজন। ভাগবতের 'কালেন নষ্টা' (ভাঃ ১১।১৪।৩) শ্লোকে ও গীতার 'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি' (গীঃ ৪।৭) শ্লোকে যুগে যুগে এইরূপ ভাগবতবাণীর আবির্ভাব ও তাঁহার বক্তা ভগবৎপ্রেষ্ঠ শ্রীব্যাসগুরুর পূজার প্রচলন চলিয়া আসিতেছে।

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে ব্যাসপূজা-পদ্ধতি ও সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাতে অধোক্ষজ-সেবার বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত হইয়াছে। মায়াবাদীর ও অধোক্ষজ-সেবকের অন্তরনিষ্ঠায় আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে। ভক্তিসিদ্ধান্তরূপ শ্রীমৎ-সনাতন-সহ মায়াবাদীর বিরোধ থাকায় তাহার (মায়াবাদীর) অনুষ্ঠিত বা অনুষ্ঠেয় আচার-পদ্ধতির সঙ্গে ভগবদ্দাসানুদাসগণের কোন সম্বন্ধ নাই বা থাকা উচিত নহে। কাশীর মায়াবাদীর সঙ্গ ও কবল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অধোক্ষজ-সেবা-লাভের জন্য শ্রীসনাতন-ব্যাসপূজা হইলেই নৈমিষারণ্যে শ্রীপরমহংস-সংহিতার প্রকৃত তাৎপর্য্যটি পরমহংসমঠের আশ্রয়ে উপলব্ধির বিষয় হয়, ইহা প্রভুপাদের আচারে ও প্রচারে দেখিতে পাই। **শ্রীসনাতন-ব্যাস-গুরুর শুশ্রূষু হওয়াই—'Ontology' আর বাহিরের আচারানুষ্ঠান-পদ্ধতি—'Morphology'।**

প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞান পর্য্যন্ত মনোধর্ম্মের রাজ্য, আর অধোক্ষজ-সিদ্ধান্ত হইতে আত্মধর্ম্ম আরম্ভ। অধোক্ষজ-সিদ্ধান্তে ইতর ব্যোমের অবকাশ ও নির্ব্বিশেষ-ভাব নিরস্ত হইয়া পরব্যোমের রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে।

এই অধোক্ষজ-বস্তু পঞ্চতত্ত্বে প্রকাশিত হন। (১) অর্চ্চা, (২) অন্তর্যামী, (৩) বৈভব, (৪) ব্যূহ ও (৫) পর—এই পাঁচ প্রকার ক্রমবিকশিত নিত্যস্বরূপে অধোক্ষজ-বস্তু সেবকের সেবাবৃত্তির ক্রমবিকাশানুসারে আত্মপ্রকাশ করেন।

মনোধর্ম্মের বিচার নিরাস করিবার জন্য মূলাধারে ও সেবাধিকারের প্রাকৃত ভূমিকায় অর্চ্চাবতার শ্রীগুরুকৃপায় সুলভতম বস্তুরূপে প্রকাশিত হন। কনিষ্ঠাধিকারী ও পঞ্চোপাসকের ভেদ এই যে—পঞ্চোপাসক বিশ্বের নাম, বিশ্বের রূপ, বিশ্বের গুণ, বিশ্বের লীলা ও বিশ্বের পরিকরত্ব ভগবানে আরোপ করেন; বিশ্বের যং ভগবানের অঙ্গে পরাইয়া দিতে চাহেন; কিন্তু কনিষ্ঠাধিকারী ভক্ত ভগবানের সচ্চিদানন্দত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিলেও শ্রীবিগ্রহকে বিশ্বের অন্তর্গত বলিয়া বিচার করেন না—কাঠ, পাথরের প্রস্তুত, 'মিস্ত্রী'র গঠিত বস্তু বিশেষ বলিয়া মনে করেন না। তিনি শ্রীবিগ্রহকে অর্চ্চাবতার জানেন ও শ্রদ্ধার সহিত পূজা করিবার চেষ্টা করেন—'শ্রদ্ধয়া ঈহতে'। তবে কনিষ্ঠাধিকারীর অপ্রাকৃত

---

* সময়ান্তরে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে।

বিচারের কথা উপলব্ধি হয় না। পঞ্চোপাসক—অদৈব; কনিষ্ঠাধিকারী অদৈব নহেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহার মঙ্গল হয়। পঞ্চোপাসক মনে করেন, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের বহুরূপ হয়; কিন্তু কনিষ্ঠাধিকারী শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য পান যে, **ব্রহ্মের বহুরূপ হইতে পারে না, একমাত্র অধোক্ষজ-কৃষ্ণেরই বহু অধোক্ষজ নিত্য ও স্বতঃসিদ্ধরূপ বর্ত্তমান**; কিন্তু অধোক্ষজ নিত্যসিদ্ধ বহুরূপ থাকা সত্ত্বেও অধোক্ষজ কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব ঠিকই থাকে। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের বহুরূপ স্বীকৃত হইলেই পঞ্চোপাসনা ও মায়াবাদ আসিয়া উপস্থিত হয়। অধোক্ষজ অর্চ্চাবতার এই মায়াবাদ ও পঞ্চোপাসনা হইতে জীবকে রক্ষা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ অর্চ্চাবতার সম্বন্ধে এই শ্রৌতসিদ্ধান্তপূর্ণ মৌলিক দান শ্রদ্ধাবান্ জনগণের নিকট বিতরণ করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ অর্চ্চার পরে 'অন্তর্যামী'র কথা জানাইয়াছেন, অন্তর্যামি-তত্ত্ব মিশ্র-প্রাকৃতাপ্রাকৃতেন্দ্রিয়াধারে উপলব্ধির বিষয় হয়। যেখানে সেবকের চিত্তবৃত্তি অত্যল্প চিৎ ও প্রচুর অচিৎ মিশ্রিত-ভাবাপন্ন, সেখানে অধোক্ষজ-বস্তু অন্তর্যামী বা পরমাত্মরূপে প্রকাশিত। অর্চ্চাবতার হইতে অন্তর্যামি-তত্ত্ব দুর্লভতর।

শ্রীল প্রভুপাদ অন্তর্যামীর পর 'বৈভবের' দুর্লভতরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীবলদেব হইতেই বৈভবের প্রকাশ। অন্তর্যামী হইতে বৈভব দুর্লভতর, তদপেক্ষা 'ব্যূহ' দুর্লভতর, তদপেক্ষা 'পর' (শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ) দুর্লভতম। শ্রীলক্ষ্মীপতি—অজ ও চতুর্ভুজ। 'অন্তর্যামী' পর্য্যন্ত প্রাকৃতাপ্রাকৃতমিশ্র-ইন্দ্রিয়াধার, আর 'বৈভব' হইতে 'পর' পর্য্যন্ত অবিমিশ্র চিদিন্দ্রিয়ের সেবা-বৃত্তির তারতম্যে প্রকাশ-তারতম্য।

ইহার পরেই অনর্পিতচর-দানের দাতা-শিরোমণি শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ-জন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও তৎসম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ, শ্রীরামানুজ, তত্ত্ববাদগুরু শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণের অধোক্ষজ-দান অপেক্ষা শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ ভক্তিবিনোদ-ধারায় আগত **'কেবল' বা 'অপ্রাকৃত'-দানের** উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রাচীন পূর্ব্বাচার্য্যগণের দান—অধোক্ষজ বা পরব্যোমের নিম্নার্দ্ধের দান। কিন্তু **পরব্যোমের উত্তরার্দ্ধের দান অর্থাৎ 'কেবল' বা 'অপ্রাকৃত' রাজ্যের দান উজ্জ্বলরসের আচার্য্য শ্রীমতী রাধিকার ভাব-অঙ্গীকারকারী শ্রীগৌরসুন্দরের একমাত্র ভক্তিরসামৃতদাতা শ্রীরূপপাদের ও তাঁহার নিজ-জনগণের কৃপায়ই লভ্য হয়।** এজন্য শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রকট-লীলার শেষ-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কেবল এই গানটি নিরন্তর গাহিয়াছেন,—

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥

শ্রীল প্রভুপাদ অধোক্ষজ-দান হইতে অপ্রাকৃত-দানের বৈশিষ্ট্য জানাইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

"অধোক্ষজ বিকৃতত্ব হইতে অপ্রাকৃত-শ্রীরাধাগোবিন্দ-তত্ত্বের অধিকতর চমৎকারিতা অনর্থযুক্ত অত্যধিক সেবা-নিরত-হৃদয়ে উপলব্ধির বিষয় হয়। সেই উপলব্ধি অপ্রাকৃত-বিচিত্রতাময়ী ও অপ্রাকৃত-রসময়ী; 'অপ্রাকৃত' শব্দ চেতন বা অধোক্ষজ-সেবা-বৃত্তির প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই প্রত্যক্ষটি কিন্তু অচিদ্‌ভোগময় প্রাকৃত নহে—ইহা জানাইবার জন্যই 'অপ্রাকৃত'-শব্দের আবিষ্কার। অধোক্ষজ-শব্দে অপরিমিত-শক্তিবিশিষ্ট ঐশ্বর্য্যভাব আছে, কিন্তু অপ্রাকৃত-শব্দ স্বমাধুর্য্যভাব-প্রচুর। জড়প্রত্যক্ষের অতীত ভোগ্য জড়ময় পরোক্ষ, পরোক্ষের অতীত জড়ভোগাতীত নির্ব্বিশেষ অপরোক্ষ, অপরোক্ষের অতীত চিদ্‌বিলাসময় অধোক্ষজ, অধোক্ষজ হইতে অধিকতর চমৎকারিতাময় অপ্রাকৃত। জড়ভোগময় প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও নির্ব্বিশেষ অপরোক্ষ চিন্ময় বিলাসযুক্ত অধোক্ষজের অন্তর্গত ও তদ্দ্বারা নিয়মিত; কিন্তু 'অধোক্ষজ' প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা অপরোক্ষের অন্তর্গত নহেন। অধোক্ষজ—অপ্রাকৃতের অন্তর্ভুক্ত। সেই অপ্রাকৃতে চিৎপ্রত্যক্ষ, চিৎপরোক্ষ, চিদপরোক্ষ ও চিন্ময়-অধোক্ষজতত্ত্ব বাস্তব।

'আকাশাদি গুণ যেন পর পর ক্রমে।
এক-দুই-তিন-চারি-ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে।'

—(চৈঃ চঃ ম ১৯।২০২)

—বিচারের ন্যায় অপ্রাকৃতে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ নির্দ্দোষভাবে বিরাজিত এবং অধোক্ষজ-তত্ত্বও তদন্তর্গত।"

'অপ্রাকৃত'-শব্দ প্রাকৃতের ব্যতিরেক-ভাব বা তত্ত্বমাত্র নহে, এজন্য ভাগবতগণ অপ্রাকৃতের অপর নাম 'কেবল' বলিয়াছেন। 'কেবল' বা 'অপ্রাকৃতে' পরতমতত্ত্বের আবির্ভাব; এই পরতম-বস্তুই কৃষ্ণ বা অপ্রাকৃত কামদেব। কৃষ্ণ মধুর-রসে সম্বন্ধ-বিগ্রহ—মদনমোহন, অভিধেয়-বিগ্রহ—গোবিন্দ ও প্রয়োজন-বিগ্রহ—গোপীনাথরূপে প্রকাশিত। এই অপ্রাকৃত সম্বন্ধ-বিষয়ক দানের ক্ষেত্র—মথুরা বা মধুপুরী, কৃষ্ণেন্দ্রিয়বিলাসের তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধাম—বৃন্দাবন, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—গোবর্দ্ধন ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়-বিলাসের শ্রেষ্ঠতম স্থান—শ্রীরাধাকুণ্ড। এই সকল ধামে অপ্রাকৃত কামদেব নর-সদৃশ রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা-বিলাসী বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকারিতাপূর্ণ। অপ্রাকৃত-সম্বন্ধ-তত্ত্বে নামশ্রেষ্ঠ—কৃষ্ণনাম ও তদভিন্না নামী শ্রীশচীনন্দন মহাপ্রভু; তদ্রূপবৈভব—উরুপুরী মথুরা, গোষ্ঠবাটী, গিরিবর গোবর্দ্ধন ও শ্রীরাধাকুণ্ডাদি ধাম এবং স্বরূপ-রূপ-সনাতনাদি তাঁহার স্বরূপবৈভব; রাধিকা-মাধবকেলি প্রভৃতি 'কাম', অথবা "সর্ব্বোত্তমা আশ্রয়-শিরোমণি শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ? আমার অদ্ভুত-মধুরিমা—যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ? আমার মধুরিমায়

অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কি সুখের উদয় হয়?"—এই তিনটি কৃষ্ণ-কাম—নাম-ধাম-কাম, এই অন্বয়জ্ঞানতত্ত্বে প্রকাশিত। এই অন্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন—যিনি অপ্রাকৃত পরতম, তিনি এক নামরূপেই অবতীর্ণ ও বিতরিত—ইহাই শ্রীরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভুর মুক্তাচরিতের গুরুবন্দনার অনুসরণ করিয়া রূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদ এবৎসর শ্রীধাম-বৃন্দাবনে শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রতোৎসবকালে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

তাঁহার সমগ্র চরিত আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীল প্রভুপাদ সম্বন্ধ-বিষয়ক দানের এই বৈশিষ্ট্যই সেবোন্মুখগণের কর্ণদ্বারে পুনঃ পুনঃ বিতরণ করিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব ও অতিমর্ত্ত্য ভূরিদানের বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ সংরক্ষণ করিয়াছেন। শ্রীরূপ-গোস্বামিপ্রভু "উপদেশামৃতে" মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দরের অনর্পিতচর অপ্রাকৃত-দানের যে পারতম্য ও বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, শ্রীরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথ তাঁহার 'স্তবাবলী'তে যে দানের বৈশিষ্ট্য বর্ণন করিয়াছিলেন, ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'য় এবং ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ 'গীতাবলী' ও 'গীতমালা'য় যে দানের বৈশিষ্ট্য-গীতি গাহিয়াছিলেন, তাহা শ্রীল প্রভুপাদ সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক তুলনা ও বিশ্লেষণের দ্বারা প্রদর্শন ও অনুক্ষণ কীর্ত্তনমুখে বিতরণ করিয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণের বিচার বিকাশ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানযুগে শ্রীরূপের মনোঽভীষ্ট-পূরণ-যজ্ঞের প্রধানতম যাজ্ঞিক হইয়াছেন। বহুলোক মিলিয়া কীর্ত্তন-যজ্ঞে—সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে শ্রীল প্রভুপাদের সম্বন্ধ-তত্ত্ববিষয়ে এই অপ্রাকৃত পরতম-তত্ত্বের দানের মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য এখানেই আমরা দেখিতে পাই।

শ্রীল প্রভুপাদের অভিধেয়-দানের বৈশিষ্ট্য ও শ্রৌত-মৌলিকত্ব তাঁহার আচার্য্যত্বের বৈশিষ্ট্য প্রচার করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার আচার ও প্রচারের মধ্যে সর্ব্বক্ষণ নানাভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ভোগ বা কর্ম্ম—যাহা বুভুক্ষা নামে পরিচিত, ত্যাগজ্ঞান—যাহা মুমুক্ষা মায়াবাদ-নামে বিদিত, আর অষ্টাঙ্গাদি যোগ—যাহা সিদ্ধিবাঞ্ছা-নামে কথিত, তাহাকে বহু ধর্ম্মনায়ক অভিধেয় বা উপায়রূপে প্রচার করিলেও উহার ফল আত্ম-বঞ্চনা বা কৈতব। শ্রীল প্রভুপাদের আচারে ও প্রচারে বহুরূপী ভোগ বা কর্ম্ম এবং ত্যাগ-জ্ঞান বা মুমুক্ষা মায়াবাদ ও সিদ্ধিবাঞ্ছা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৃঢ়তার সহিত নিরস্ত ও গর্হিত হইয়াছে। এখানে শ্রীল প্রভুপাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রাচীন সাত্বত আচার্য্যগণ সকলেই বুভুক্ষা ও মুমুক্ষাকে গর্হণ করিলেও, এমন কি, গৌড়ীয়াচার্য্যগণ ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামনাকে 'পিশাচী' বলিয়া জানাইলেও ভক্তি-ব্যঞ্জনের অভিনয়ের মধ্যে, সেবানুষ্ঠানের বিভিন্ন আকারের মধ্যে, কীর্ত্তনের ধ্বনিকার অন্তরালে, অর্চ্চনের নেপথ্যে কোথায় কোথায় কিরূপভাবে বপু রূপিণী মায়াবী বুভুক্ষা, মুমুক্ষা ও সিদ্ধিবাঞ্ছা প্রবেশ করে, তাহা শ্রীল প্রভুপাদ

যেরূপভাবে কোটি-কিন্তায় কীর্ত্তন করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন, এরূপ করুণার আদর্শ আমরা আর কোথায়ও পাই না। শ্রীগৌরসুন্দরের—শ্রীস্বরূপ-রূপের—শ্রীভক্তিবিনোদের সর্ব্বাপেক্ষা অকপট কৃপা আমরা শ্রীল প্রভুপাদের এই অভিধেয়-দানের বৈশিষ্ট্যে দেখিতে পাই।

প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় রাধাকৃষ্ণ-ভজনের নামে, কোথায়ও বা অর্চ্চন ও কীর্ত্তনের নামে, ভাগবত-পাঠ ও প্রচারের নামে ভোগ ও কর্ম্মের আবাহনকেই 'অভিধেয়' বলিয়া বরণ করিয়াছিল। 'আচার-রহিত প্রচার—কর্ম্মাঙ্গের অন্তর্গত,' 'সম্বন্ধজ্ঞানহীন অভিধেয়ের অভিনয়—ভোগ বা কর্ম্মকাণ্ড ও তাহার প্রাপ্য-স্থান ব্রহ্মাণ্ডখান'—ইহা শ্রীল প্রভুপাদ কোটি মুখে বলিয়াছেন, কোটি-হস্তে লিখিয়াছেন, কোটি-ভাবে জানাইয়াছেন। তাঁহার সৎশিক্ষা-প্রণালীসমূহ এই ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধিবাঞ্ছাকে নিরাস করিবার জন্য স্থানে স্থানে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার গ্রন্থরাজি, তাঁহার অবিশ্রান্ত বাণী, তাঁহার পূর্ণতম হরিসেবাময় আদর্শ-চরিত্র ও ভক্তগণের চরিত্র বহুরূপিণী বুভুক্ষা, মুমুক্ষা ও সিদ্ধিবাঞ্ছাকে সর্ব্বতোভাবে প্রতিবাদ করিয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদই এই যুগে দেখাইয়াছেন যে, পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু একমাত্র ভগবৎ-সেবার জন্যই নিয়োগ করিতে হইবে, জীবের উহাকে ভোগ বা ত্যাগ করিবার অধিকার নাই। বিশ্বের দ্রব্য-সম্ভারকে ভোগ করিলে বন্ধন হইবে, ত্যাগ করিলেও বন্ধন হইবে। বিশ্বের একমাত্র ভোক্তা—ব্রজেন্দ্রনন্দন; আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে আত্মনিক্ষেপ করিয়া আশ্রয়-সনাশ্লিষ্ট বিষয়ের সেবায় সমস্ত দ্রব্যের নিয়োগই জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম। শ্রীল প্রভুপাদ এই স্বরূপের ধর্ম্মকেই অভিধেয় বা 'ভক্তি' বলিয়া জানাইয়াছেন। ভক্তি—বৈধী ও রাগানুগা-ভেদে দ্বিবিধা—ইহা পূর্ব্বাচার্য্যগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। নাম বা বাণীর শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি-মুখে এই অভিধেয় ভক্তির যাজন হয়। বৈধী ভক্তিতে যথাযোগ্য গ্রহণের শিক্ষা প্রদান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ পূর্ব্বগুরু শ্রীরূপের কথিত যুক্তবৈরাগ্যের লোভনীয় পদবীতে সকলকে অভিগমন করিবার সুযোগ দিয়াছিলেন। গৌড়ীয়ের নিত্য-স্মারক-লিপিরূপে তিনি শ্রীরূপের কথিত যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্যের কথা নিত্য হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া রাখিবার জন্য নিয়ত প্ররোচনা প্রদান করিয়াছিলেন। রাগানুগা ভক্তির নিদর্শনরূপে 'পরবন্ধসঙ্গিনী নারী বা গ্রাপি গৃহকর্ম্মসু'—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মুখোদ্গীর্ণ এই বাক্য জানাইয়াছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরূপ-শিক্ষায় "পঞ্চরাত্র ও ভাগবত"—ভগবদ্ভক্তির দুইটি পথের কথা জানাইয়াছেন। পঞ্চরাত্রপথে শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ, শ্রীবিগ্রহ-অর্চ্চন ও অর্চ্চন-বিষয়ক যাবতীয় বৈভব বিস্তার। ইহা সান্তর অর্থাৎ ব্যবধান-যুক্ত। পাঞ্চরাত্রিক নিরন্তর এই সকল আনুষ্ঠানিক সেবা করিতে পারেন না—এইজন্য ইহা ব্যবধানযুক্ত, আর ভাগবত-পথে শ্রীহরি-

নামেরই রূপ-গুণ-পরিকর-লীলাদির বিপ্রলম্ভরসে নিরন্তর শ্রবণ-কীর্ত্তন ও স্মরণ। ইহাতে ব্যবধান নাই, ইহা নিরন্তর ভজন। শ্রীল প্রভুপাদ এই উভয়-পথের অপূর্ব্ব চিৎসমন্বয়কারী আচার্য্য। শ্রীল প্রভুপাদ কেবল শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনরূপ কনিষ্ঠাধিকারীর কার্য্য-সংরক্ষণের জন্য শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণাড়ম্বর করিতে বলেন নাই। 'বস্তুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সঙ্কীর্ত্তনম্', 'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনম্'—এই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণীকেই শ্রীগৌড়ীয়-মঠের একমাত্র উপাস্য জানাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর-প্রকটিত 'চেতোদর্পণ-মার্জ্জন'াদি সপ্তজিহ্বাযুক্ত সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞাগ্নির আরাধনার জন্য পাঞ্চরাত্রিক ব্যাপারে উদ্-যোগীকে তাঁহার ক্রম-মঙ্গলার্থ উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন-শ্রীবিগ্রহ-হীন মন্দির—শূন্য ও শ্রীহীন, ইহাই প্রভুপাদ তাঁহার আচারে ও প্রচারে জানাইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ যখন শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করেন, তখন সর্ব্বপ্রথমেই তিনি কলিকাতায় কীর্ত্তনাঙ্গ-মৃদঙ্গরূপী ভাগবত-মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। তখনও তিনি কোন শ্রীমন্দির বা অর্চ্চাবিগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। যখন তিনি তাঁহার বাল্য ও যৌবন-লীলায় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তখনও প্রভুপাদকে আমরা শ্রৌতবাণী শ্রবণ-কীর্ত্তনের প্রতিই একান্ত নিষ্ঠাযুক্ত দেখিতে পাই। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে "ভক্তিভবনে" ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'বৈষ্ণব ডিপজিটরী' নামক ভক্তিগ্রন্থ-প্রচার-বিভাগ খুলিয়াছিলেন; তখন হইতেই শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা-কীর্ত্তনাঙ্গ মুদ্রাযন্ত্র-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকার সেবা করিতে থাকেন। ১৮৮৫ সালে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কলিকাতায় বিশ্ববৈষ্ণব-সভা প্রতিষ্ঠা করিলে শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত সভার প্রতি-রবিবারের সাপ্তাহিক অধিবেশনে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থ বহন করিয়া লইয়া যাইতেন এবং মনোযোগের সহিত শাস্ত্রীয় আলোচনা শ্রবণ করিতেন। শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকে বহন ও শ্রুতিমূলে পান করিবার আদর্শ অতি বাল্যকাল হইতেই নিত্যসিদ্ধ শ্রীরূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদ প্রকট করিয়াছিলেন। গৌরসুন্দরের অমন্দোদয়া দয়ার অবতার ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল সরস্বতীর দ্বারা ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বহন ও সেই রসামৃত-সিন্ধু সকলকে পান করাইয়া বিশ্ব-বৈষ্ণবকে গৌরবাণীর সেবায় আকৃষ্ট হইবার ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ পাঞ্চরাত্রিকগণের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বাগ্রে শ্রীচৈতন্যমঠে যে গৌরবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহারও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সেই শ্রীবিগ্রহ কীর্ত্তন-নর্ত্তনপর শ্রীমূর্ত্তি। এখানেই প্রভুপাদ পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের অপূর্ব্ব সমন্বয় বিধান করিয়া কীর্ত্তনের অনুগত অর্চ্চন এবং কীর্ত্তন বা হ্লাদিনী-আশ্রয়-বিগ্রহের সেবা বা আনুগত্যের প্রতি পাঞ্চরাত্রিকের অনুক্ষণ লক্ষ্য রাখিবার কথা জানাইয়াছেন। অতএব পূর্ব্বাচার্য্যগণের প্রদর্শিত বিচারকে আরও সুস্পষ্ট ও আত্মমঙ্গলের উপযোগী এবং সমস্ত

আবরণ হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া বরণ করিবার অপূর্ব্ব কৃপা ও যোগ্যতা-প্রদান শ্রীল প্রভুপাদের অভিধেয়-দান-বৈশিষ্ট্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রয়োজন-দানের বৈশিষ্ট্যও অভূতপূর্ব্ব ও অদ্বিতীয়। প্রয়োজন দুইপ্রকার—সকৈতব ও অকৈতব। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অভিসন্ধিযুক্ত দান—কৈতবপূর্ণ, ইহা শ্রীমদ্ভাগবত, এমন কি, শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণও কীর্ত্তন করিয়াছেন। একমাত্র ভাগবতধর্ম্ম-প্রচারকলীল শ্রীগৌরসুন্দর ও তদনুগত গোস্বামিবৃন্দই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাভিসন্ধিমূলক দান—যাহা জগতের সমস্ত লোক লুফিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত, তাহা সর্ব্বতোভাবে নিরাস করিয়াছেন; তথাপি জগতের যাবতীয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সেই সকল কৈতবযুক্ত-দানকেই বহুমাননা করিতেছিল। এযাবৎ যতপ্রকার দেহ-ধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের মতবাদসমূহ জগতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, সেই সকল মতবাদের প্রত্যেকটির মধ্যে কৈতবের অস্তিত্ব কোথায়, তাহা শ্রীল প্রভুপাদ যেরূপ সুবৈজ্ঞানিক সদ্যুক্তিতে প্রদর্শন করিয়া ঐ সকল মতবাদ-মকরের হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, এরূপ করুণার নিদর্শন আর কোথায়ও পাওয়া যায় না। "যত মত, তত পথ" নামে একটি কৈতবগর্ভ মতবাদ যে যুগে আন্তর্জাতিক জড়প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া বহির্ম্মুখ-মানব-মনের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সেই যুগেও এই আচার্য্য-কেশরী প্রোজ্ঝিত কৈতব ভাগবত ধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের বক্ষঃস্থলে উড্ডীন করিয়াছেন। যে যুগে ভোগই—'ভক্তি', ইন্দ্রিয়তর্পণই—'প্রেম', ক্ষুদ্র জীবই—'নারায়ণ', দেহই—'আত্মা', দেহাত্মবাদই—'সেবা', কপটতাই—'সভ্যতা', অপস্বার্থপরতাই—'উদারতা', লোকবঞ্চনাই—'ধর্ম্মের প্রতীক' হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেইরূপ কৈতব-প্লাবিত যুগেও এই আচার্য্যকেশরী পৃথিবীর সর্ব্বত্র অকৈতব-ভাগবতধর্ম্মের দুন্দুভি নিনাদিত করিয়াছেন

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী যে অকৈতব প্রয়োজন বা স্বভজন বিতরণ করিয়াছেন, তাহা, অন্যাভিলাষের বিন্দুমাত্র থাকিলেও, কাহারও ধারণা বা গ্রহণ করিবার যোগ্যতা হইবে না সত্য, কিন্তু সেই সর্ব্বোত্তম আদর্শকে অন্ততঃ অন্তরে অভিনন্দিত করিতেও না শিখিলে আমরা কোনদিনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠবস্তু-লাভের অধিকারী হইতে পারিব না। প্রভুপাদ চিরদিনই 'বানরের গলায় মুক্তার হার'-প্রদানে সর্ব্বতোভাবে সতর্কতা অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন। তবে তাঁহার প্রয়োজন-দানের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তিনি ইহাই সেবোন্মুখ-ব্যক্তিগণের নিকট তাঁহার আচার ও প্রচারের মধ্য দিয়া জানাইয়াছেন যে, **বিষয় ও আশ্রয়ের পরস্পর উদ্দীপন-হেতু মিলনে যে রস, তদুপকরণ-অনুগরূপে আশ্রয়ভেদের যে তদভিন্ন সুখ,** তাহাই একমাত্র আরাধ্য। এই আদর্শ তিনি নিজ-

চরিত্রে সর্ব্বক্ষণ প্রতিফলিত করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সেবোন্মুখগণকে তাহা বরণ করিবার জন্য নানাভাবে অপূর্ব্ব ও সুদীর্ঘ সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

এরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অতিমর্ত্য ভূরিদানের দাতা-শিরোমণি কৃপা-পূর্ব্বক এজগতে আসিয়া তাঁহার বাণী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তৈব জগৎ সেবোন্মুখ হইয়া অনন্তকাল, অনন্তযুগ, অনন্ত জন্ম আচার্য্যের এই ভূরিদান-সিন্ধুতীর্থে উপনীত হইবার জন্য প্রস্তুত হউন, তখন বুঝিতে পারিবেন, এই দান কিরূপ অসমোর্দ্ধ। অন্যাভিলাষ-বিষ্ঠাগর্ত্তে আর কতদিন পড়িয়া থাকিয়া সেই দানসাগর হইতে নিজকে দূরে রাখিব! আচার্য্যের পাদপদ্মের অন্তরঙ্গ ভৃঙ্গগণ আমাদিগকে অমায়ায় কৃপা এবং এই আশীর্ব্বাদ করুন,—যেন অকপটে আত্মনিবেদন করিয়া অনুক্ষণ শ্রীরূপানুগ আশ্রয়বিগ্রহ-সেবকগণের পশ্চাতে থাকিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে এই অঞ্জলি প্রদান করিতে করিতে গাহিতে পারি,—

যেহার্কে দানি ভগবন্! যুগপৎ প্রবচ্ছ বক্ত্রার্কে দানি চ পুনঃ প্রতিযেধনেব।
দ্বিষদ্বার্কে যানি কৃপয়া প্রতিবক্তুমেব নৃত্যন্ত তেঽদ্য তব নাথ! গুণার্কে যানি।
কর্ণামৃতস্যৈব তবাস্ত লক্ষ-কোটের্যো রসজ্ঞ ভগবংস্তবৈব।
যেনৈব লীলাঃ পৃথুবানি নিত্যং তেনৈব গাথানি ততঃ সুখং মে।
তৎপার্শ্বগত্যৈ পদ-কোটিরস্তু সেবাং বিধাতুং মম হস্তকোটিঃ।
তাং শিক্ষিতুং স্যাদপি বুদ্ধি-কোটি-রেতান্ বরান্মে ভগবন্! প্রযচ্ছ॥
(অনুরাগবল্লী ১, ৫, ৮ শ্লোক)

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।
যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

বিভিন্নবর্ষে অনুষ্ঠিত আচার্য্য-প্রকট-তিথি-পূজার অধিবেশন-পঞ্জী

বর্ষ	স্থান	তারিখ
পঞ্চাশত্তম	কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ ৪ গোবিন্দ	৪৩৭, ১২ই ফাল্গুন ১৩৩০, ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯২৪
একপঞ্চাশত্তম		৪৩৮, ১লা „ ১৩৩১, ১৩ ১৯২৫
দ্বিপঞ্চাশত্তম		৪৩৯, ২০শে মাঘ ১৩৩২
ত্রিপঞ্চাশত্তম		৪৪০, ৮ই ফাল্গুন ১৩৩৩

চতুষ্পঞ্চাশত্তম	কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ	৫	গোবিন্দ	৪৪১,	২৭শে মাঘ	১৩৩৪,	১০ ফেব্রুয়ারী ১৯২৮
পঞ্চপঞ্চাশত্তম	"			৪৪২,	১৬ই ফাল্গুন	১৩৩৫,	২৮ ১৯২৯
ষট্‌পঞ্চাশত্তম	শ্রীমায়াপুর-শ্রীচৈতন্য মঠ	৫		৪৪৩,	৬ " "	১৩৩৬,	১৮ ১৯৩০
সপ্তপঞ্চাশত্তম	"	৪		৪৪৪,	২৪শে মাঘ	১৩৩৭,	৭ ১৯৩১
অষ্টপঞ্চাশত্তম	মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয় মঠ			৪৪৫,	১৩ই ফাল্গুন	১৩৩৮,	২৬ ১৯৩২
উনষষ্টিতম	শ্রীমায়াপুর-শ্রীচৈতন্য মঠ			৪৪৬,	৭ই	১৩৩৯,	১৯ ১৯৩৩
ষষ্টিতম	কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠ	৫		৪৪৭,	২১শে মাঘ	১৩৪০,	৪ ১৯৩৪
একষষ্টিতম	পুরী-শ্রীপুরুষোত্তম মঠ			৪৪৮,	১১ই ফাল্গুন	১৩৪১,	২৩ ১৯৩৫
দ্বিষষ্টিতম	শ্রীমায়াপুর-শ্রীরাস-অঙ্গন			৪৪৯,	২৯শে মাঘ	১৩৪২,	১২ " ১৯৩৬
ত্রিষষ্টিতম	ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ			৪৫০,	১৮ই ফাল্গুন	১৩৪৩,	২ মার্চ্চ ১৯৩৭

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের ভিত্তিস্থাপনকালে সঙ্কীর্ত্তনকারিভক্তমণ্ডলিমধ্যে
শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ
২৫শে চৈত্র (১৩৪১) ; ৮ই এপ্রিল (১৯৩৫) সোমবার পূর্ব্বাহ্ণ]

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ ব্রহ্ম-মাধবগৌড়ীয়সম্প্রদায়ের গুরুপাদপদ্মচতুষ্টয়

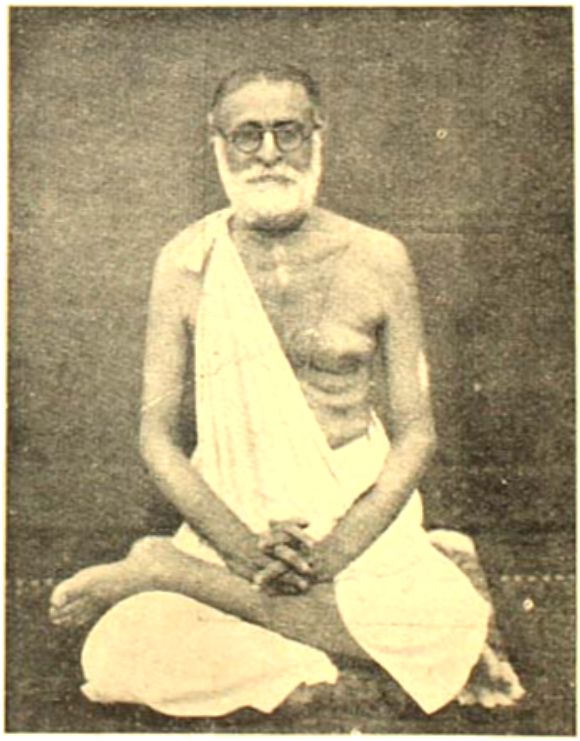

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিভিন্ন কালের আলেখ্য

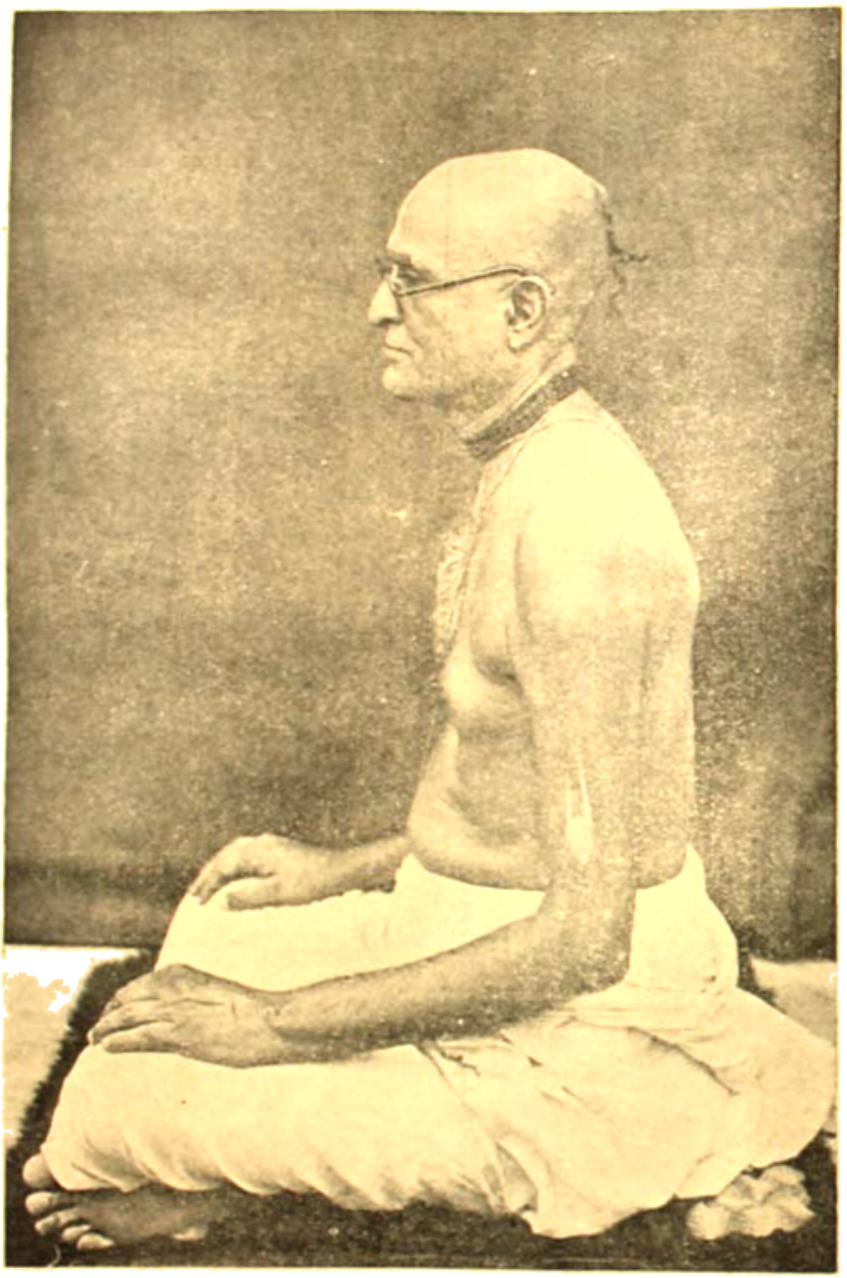

শ্রীশ্রীরূপানুগার্ষ-শাশ্বত-প্রচারক শ্রীমদ্গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে

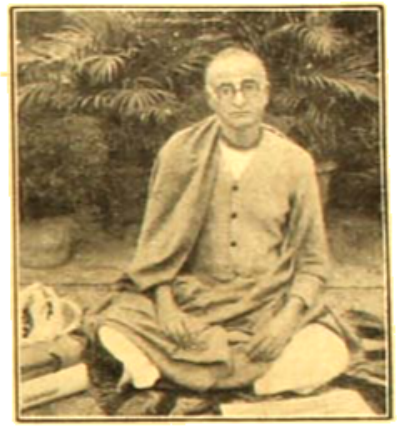

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল-রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে

শিশুরূপে

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীনামভজন-রত

দিল্লীতে শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠাকালে

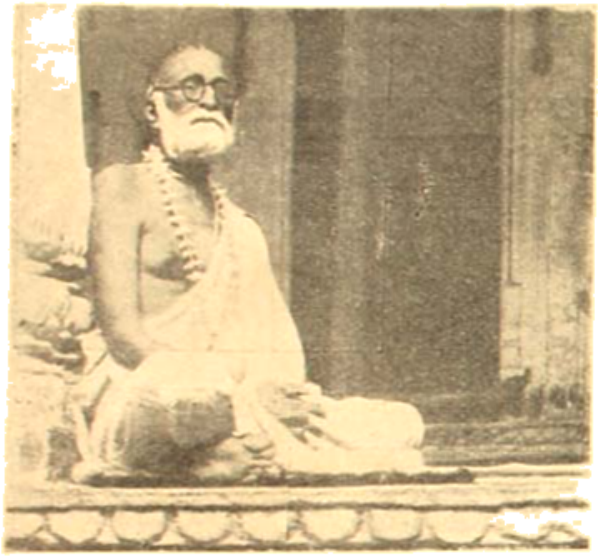

পুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব

জীবমঙ্গলচিন্তানিরত

ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসি-বেশে

শ্রীব্রহ্মপত্তনে অষ্টকাল নাম-কীর্ত্তন-রত

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-কীর্ত্তন-রত

শ্রীব্রহ্মপত্তনে চাতুর্ম্মাস্যব্রত-যাজনকালে

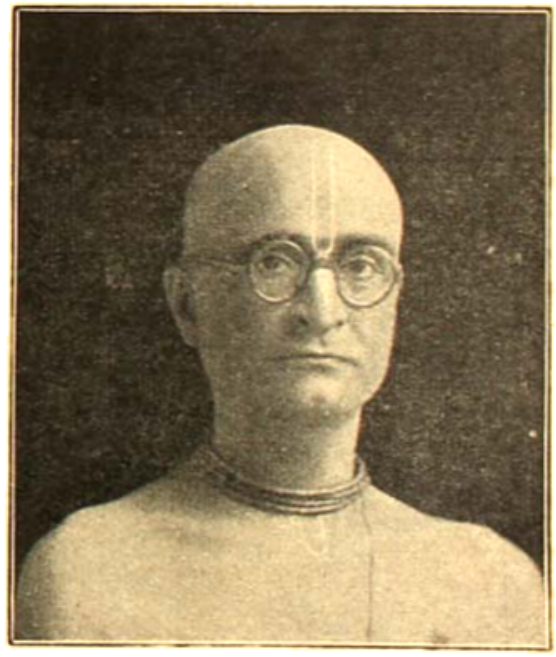

শ্রীমদ্ভাগবত-বিবৃতসিদ্ধান্ত-খণ্ডনকারী আচার্য্য-কেশব

শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়-মঠে

মাদ্রাজে ভক্তসদনে

ভারতের আসনে

শ্রীধাম-মায়াপুরে অদ্বৈতভবনে

সমগ্র ভারত-ভ্রমণকালে

হংসেশ্বর একাদশ মঠে
'গৌড়ীয়ে'র প্রবন্ধ-পরিদর্শন রত

মাদ্রাজে সজ্জনসঙ্ঘ-কর্তৃক
অভিনন্দিত

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে ব্যাসপূজাকালে

মাদ্রাজে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-হলের
ভিত্তি-স্থাপনের প্রাক্কালে

উপদেশ-প্রদানরত

সারস্বত-আসনে শ্রীমদ্ভাগবত-
অধ্যাপনাকালে

[illegible]

ইমাদ-পৌঠীয় মঠে চাতুর্মাস্যকালে

কলিকাতায় প্রচারকালে

শ্রীপৌঠীয়স্থ [illegible]

ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিবেষে গৌরবাণীপ্রচার-রত

শ্রীগৌড়ীয়মঠে

কৃষ্ণনগরে অভিনন্দিত

ঢাকাবাসী সজ্জনমণ্ডলী কর্তৃক অভিনন্দিত

শ্রীগৌড়ীয়মঠে

কলিকাতার পর্ণকুটীরে
শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্ত্তন-নিরত

ঢাকায় "জন্মাষ্টমী"-লীলা-ব্যাখ্যাকালে

মোটরযানে নৈমিষারণ্যে গমনকালে
শ্রীহরিনাম-রত

মাদ্রাজে ব্যাসপূজাকালে

কলিকাতায় শ্রীপাদ অধোক্ষজ-
সেবাধিকারিদ-ভবনে

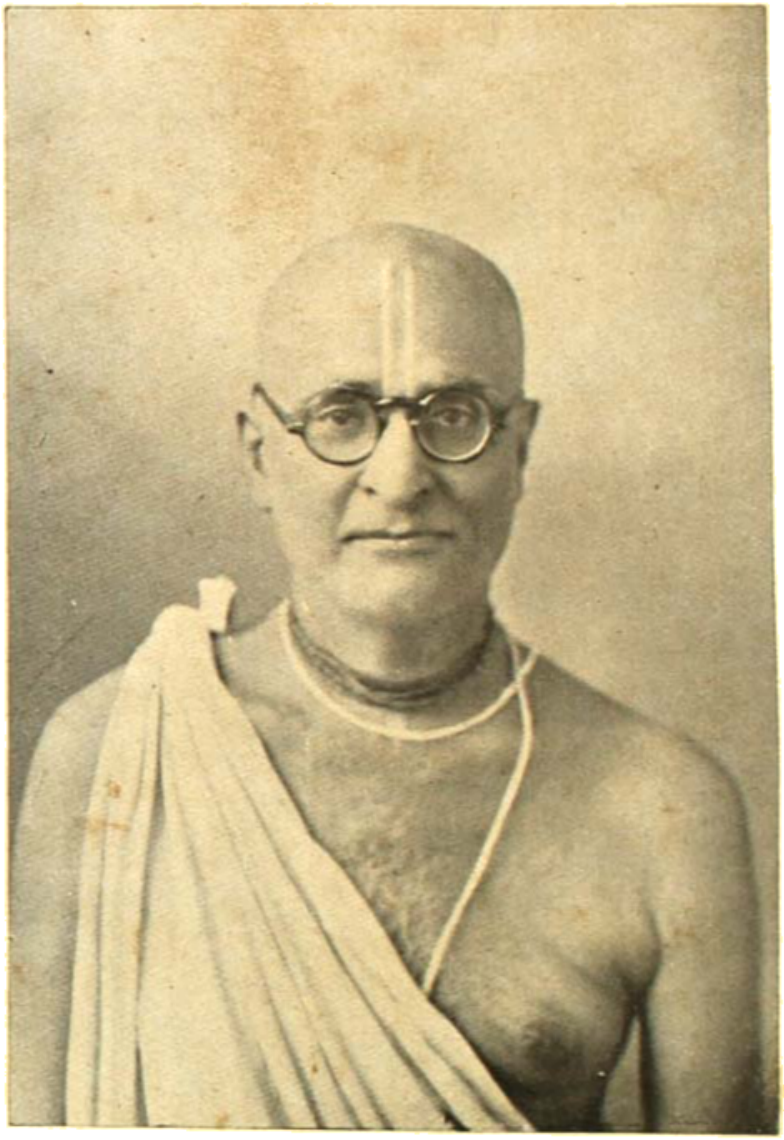

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্যবর্য্য

ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত-শ্রীশ্রীল

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়িক-প্রচারক শ্রীমদ্ গৌড়ীয়বৈষ্ণব
সম্প্রদায়ৈকেশ-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-
সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

গৌড়ীয়

৩৭শ খণ্ড | শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৫৯, রবিবার, ৩০শে ফাল্গুন, ১৩৪৩ ; ১৪ই মার্চ্চ, ১৯৩৭ | ৩২শ সংখ্যা

শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীল ভগবদ্ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের দ্বিতীয়াব্দিক

বিরহ-মহোৎসবে

স্মৃতি-আরতি

শ্রীঅপর্ণা দেবী

সেবা-যজ্ঞের ধূপ-সুরভিত
পুণ্যবিরহ-তিথি ;
এসেছে আবার সঙ্গে বহিয়া
অপূর্ব্ব জীবন-স্মৃতি ॥

বিনোদ-বাণী-কুঞ্জ-মাঝে,
ব্যথার বীণা শুধু বাজে,
লক্ষ পরাণে ধ্বনিয়া উঠিছে
ভক্ত-বিরহ-গীতি।
অমল-সেবন-স্মৃতি॥

হে ভক্তিরঞ্জন!

শ্রীগুরু-পূজার সত্য-শিক্ষা তোমার কাছে শিখ্‌বো ব'লে,
(আজি) এলাম মোরা মন্ত্র-মুখর, চেতন-বাণীর পীঠতলে।
শিক্ষাদাতা অনেক আছে,—ভোগ ও ত্যাগের বাহাদুর;
বন্ধুবেশে অনেক আসে,—কলির ছলায় ভরপুর।
বান্ধবহীন মায়ার হাটে, অকপট মিত্রবর!
জগবন্ধু! তোমার কথা স্মরণ করি নিরন্তর॥
ভুক্তি মুক্তি দুই পিশাচীর তুষ্টি খোঁজে সকল লোকে,
সবাই তা'দের বাসে ভালো, সেই কথাতে সবাই কোঁকে,
তুমি কিন্তু বুঝ্‌লে খাঁটি,—চিন্‌লে সবার ভেকীবাজি,
(তাই) নিত্যস্বদেশ-যাত্রা-পথে ব'র্‌লে খাঁটি খেয়ার মাঝি।
(শ্রীগুরু) কর্ণধারের সত্যবাণী কর্ণ ভরি' ক'রলে পান;
শ্রবণ-বরণ-গৌরবেতে জীবন হ'ল গরীয়ান্॥
বিষয়-বিভব, টাকা-কড়ি, আপন ভোগে সবাই চায়,
কেউবা তারে গরল ভেবে' ভক্তত্যাগীর পিছু ধায়;
কনক টানে ভোগের নেশায়,—কনক করে উদ্ভ্রান্ত,
(তুমি) সেই কনকে মাধব-সেবার দেখালে সুদৃষ্টান্ত!
স্বার্থগতির নিপুণসেবক! ধন্য,—ধন্য তোমার অর্থ!
ভোগের জনক কনক দিয়ে র'চ্‌লে তুমি সেবার বর্ত্ম।
শান্তি চাহে বিশ্বমানব, শান্তি কিসে কেউ না জানে,
কাণ্ডারীহীন সভ্য জগৎ, চ'ল্‌ছে অধীর মরণ-পানে;
মরণেরি বার্ত্তা হেথা, বিকায় সদা সকল হাটে,
পাপে পুণ্যে আকুল তৃষায়, সব লোকেরই দিবস কাটে॥
এই অভাব-ক্ষতের ভেষজ কোথা, সঞ্জীবনী কোন্ সে বাণী,
গুরুদেবের পদ-ছায়ায় শুন্‌লে তুমি সেই কাহিনী॥

শুন্‌লে তুমি নিষ্কপটে, মরুসমান মর দেশে,
চেতন-বাণীর আচার-প্রচার, একমাত্র ঔষধি সে,
আচার্য্যের ইচ্ছাপূর্ত্তি, ব'র্‌লে ব্রত মহীয়ান্ ;
গৌর-গাথার প্রচার-যজ্ঞে, ক'র্‌লে সমিধ আপন প্রাণ।
বন্ধুবিহীন এই দুনিয়ায় 'দরদিয়া' মিত্রবর !
মোদের প্রাণের শ্রদ্ধানতি লওগো তুমি নিরন্তর ॥

তোমার সাধের তীর্থে সদাই কতজনের আগমন,
নানান্ ভাষায় হ'চ্ছে হেথায় গৌরবাণীর আরাধন,
বেণুতে বীণায়, মুরজ-মন্দ্রে, ভক্তকণ্ঠের জয়গানে,
রাধামাধবের হয় অর্চ্চনা, ললিত মধুর ঐকতানে।
এ' দীন জনেরে করোগো করুণা,—সঁপিয়া আপন চিত্ত,
বরণ যেন সত্যি করি, গৌরবাণী-বিনোদ-তীর্থ ॥

আশিস্ যাচি তোমার কাছে সত্যসন্ধ ভক্তবীর !
তোমার পদচিহ্ন হেরি' সেবায় যেন রইগো স্থির।
দিও সদা হিয়ার মাঝে গুরু-সেবার প্রেরণা ;
বিরহ তব দীপকরাগে জাগাক্ প্রাণে চেতনা।
গুরু-পদ-কমল-মধু-পান-মত্ত মধুকর।
আত্মশুদ্ধি-তরে তোমার গাথা গা'রবো নিরন্তর ॥

শ্রীগৌড়ীয়মঠ—বাগবাজার, কলিকাতা।

দাতা শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন

শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের নাম শুনিবামাত্রই সকলের হৃদয়ে তাঁহার দানের কথা মূর্ত্তিমতী হইয়া উদিত হয়। শ্রেষ্ঠাচার্য্য জগবন্ধু—দাতা, এ বিষয়ে সকলেই একমত। কিন্তু তিনি কিরূপ দাতা, তদ্বিষয়ে জগবন্ধুর প্রকৃত অন্তর-দর্শনের অভাবে মতভেদ উপস্থিত হয়। কেহ হয়ত মনে করেন, তিনি দেশ, কাল ও পাত্রে বিচার না করিয়া, বিমুগ্ধ হইয়া দান করিয়াছেন; কেহ বা মনে করিতে পারেন, তিনি বাধ্য ও ক্লিষ্ট হইয়া দান করিয়াছেন; কেহ বা মনে করিতে পারেন, তিনি দেশের দেশের হিতের জন্য দান না করিয়া মঠ-মন্দিরাদি-নির্ম্মাণের জন্য দান করিয়া অদেশে, অকালে ও অপাত্রে দান করিয়াছেন। এইরূপ আরও নানা-প্রকার সমালোচনা মনুষ্য স্ব-স্ব-যোগ্যতা-নুসারে করিতে পারেন।

শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন

গীতাতে তিন প্রকার দানের কথা শুনিতে পাওয়া যায়,—(১) সাত্ত্বিক দান, (২) রাজসিক দান ও (৩) তামসিক দান। যিনি কোন উপকার করেন নাই, তাঁহাকে কর্ত্তব্যবোধে দেশ, কাল ও পাত্র বিচার করিয়া যে দান করা যায়, তাহা 'সাত্ত্বিকদান' (গীতা ১৭।২০) অর্থাৎ সাত্ত্বিকদানে কোনপ্রকার ফলের অভিসন্ধি থাকে না। আর প্রত্যুপকার আশা করিয়া বা স্বর্গাদিলাভের উদ্দেশ্যে মনঃকষ্ট সহ্য করিয়াও যে দান করা যায়—তাহা 'রাজসদান' (গীতা ১৭।২১) অর্থাৎ দান করিবার ইচ্ছা নাই, কেবল গুর্ব্বাদির আজ্ঞার অনুরোধে দান করা হইয়াছে এবং দান করার

পর 'কি করিয়া ধার নির্দ্দত করিব', পশ্চাতে এইরূপ মনঃকষ্টের উদয় হইয়াছে,—এই তৃতীয় দানকে 'রাজসদান' বলে।* অদেশে, অকালে ও অপাত্রে অর্থাৎ যেস্থানে দানের প্রয়োজন নাই, সেই স্থানে ; যে কালে দান করিলে কাহারও উপকার হয় না, সেই কালে এবং নর্ত্তক, বারবনিতা ও অভাবশূন্য ব্যক্তি প্রভৃতি অপাত্রকে যে দান, তাহা 'তামসদান'। সৎপাত্রকে অসৎকার ও অবজ্ঞার সহিত যে দান, তাহাও 'তামসদান' (গীতা ১৭।২২)।

দাতা জগবন্ধুর দান উক্ত ত্রিবিধদানের কোনটিরই অন্তর্গত নহে। তিনি প্রত্যুপকার বা ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত হইয়া কেবলমাত্র কর্ত্তব্যবোধে সাত্ত্বিকদান-মাত্র করেন নাই, আর তিনি স্বর্গাদিলাভের উদ্দেশ্যে গুরুবাদির আজ্ঞার অনুরোধে মনঃকষ্ট সহ্য করিয়াও রাজসদান করেন নাই। আর অদেশে, অকালে ও অপাত্রে কিংবা সৎপাত্রে অসৎকার ও অবজ্ঞার সহিতও তামসদান করেন নাই। এই ত্রিগুণের অন্তর্গত কোন দানেরই তিনি দাতা নহেন। তিনি তুরীয় বা চতুর্থশ্রেণীর দাতা। আমরা তাঁহার নিজের লিখিত ভাষায়ই তাঁহার দানের প্রকারটি আলোচনা করি। তিনি স্বয়ং "গৌড়ীয়ে" লিখিয়াছিলেন,—

"আমাকে অনেকেই বলিতেছেন, 'জগবন্ধু মহাশয়, আপনি একটি মহৎ কার্য্য করিয়াছেন ; গৌড়ীয়মঠের জন্য অনেকগুলি টাকা দান করিয়াছেন।' যাঁহারা আমাকে এইরূপ বলেন, তাঁহাদের ধারণার সহিত আমি একমত হইতে পারি না ; কারণ আমি কি দান করিব ? কাহার জিনিষ দান করিব ? আমার ত' দান করিবার কিছুই নাই। আমাদের দেহ-মন বর্ত্তমান থাকিতে নিঃস্বার্থে দান করা যায় না, এই কার্য্যে আমার সম্পূর্ণ স্বার্থ রহিয়াছে। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা কি দানের উদাহরণ ? পিতার গচ্ছিত অর্থ পিতৃকার্য্যে নিয়োগ না করাই যে চৌর্য্যবৃত্তি।

আমার পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠ সতীর্থ ভ্রাতৃগণ জগৎপিতা বিশ্বম্ভরের মনোভীষ্ট-প্রচারক শ্রীশ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে বিশ্বম্ভরের নাম বিশ্বময় প্রচার করিবার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা গুরুগৌরাঙ্গের চরণে কায়মনোবাক্য-দানরূপ ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। এই সময় আমি যদি আমার পিতার গচ্ছিত ধন আংশিকভাবে পিতৃকার্য্যার্থ প্রদান করিয়াই আপনাকে 'দাতা' মনে করি, তাহা হইলে কি পিতার গচ্ছিত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার দুর্ব্বুদ্ধিই মানবোচিত কার্য্য ? আমি কবে আমার পূজনীয় সতীর্থ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণের ন্যায় গুরুগৌরাঙ্গের চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবার বল পাইব ? যতদিন না আমি পিতৃধনের সর্ব্বস্ব পিতৃকার্য্যে—পিতৃ-শ্রাদ্ধে প্রদান করিতে পারিতেছি, ততদিন ত' আমার পরম স্বার্থলাভে ন্যূনতা রহিয়া গেল।

---

* পরিক্লিষ্টং কথমেতাবদ্ধনমিতি পশ্চাত্তাপযুক্তম্ ; যথা দিংপায়া অভাবেঽপি গুর্ব্বাজ্ঞাজ্ঞানুরোধবশাদেব দত্তম্।—(শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থবর্ষিণী।

আমরা প্রকৃত স্বার্থ চিনি না, অপস্বার্থকে 'স্বার্থ' মনে করি। স্বার্থগতি—একমাত্র কৃষ্ণ। 'স্ব' শব্দে—আত্মা, জ্ঞাতি, ধন বা স্বকীয়। 'অর্থ' শব্দে—প্রয়োজন। আত্মার প্রয়োজন চাহিলে দেহ-মনের ভোগের জন্য কৃষ্ণের সম্পত্তি কখনও আত্মসাৎ করিতে পারি না, কৃষ্ণের কনকের দ্বারা কৃষ্ণের সেবা করি; ইহারই নাম 'স্বার্থ'। যদি জ্ঞাতি, পুত্র বা বন্ধু-বান্ধবের প্রকৃত প্রয়োজন চাই, তাহা হইলেও কৃষ্ণের অর্থ কৃষ্ণের নাম-প্রচারে ব্যয়িত হইলেই আমার বিশ্বজ্ঞাতিবর্গের—বিশ্ব-বান্ধবগণের প্রকৃত প্রয়োজন-প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ তাঁহাদের আত্মার মঙ্গল হয়—সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজ-প্রয়োজনও লাভ হয়।"

তাঁহার এই দানের প্রকার যে ত্রিগুণের অতীত 'তুরীয় বিমলদান', তৎসম্বন্ধে পুরাণ সাক্ষ্য দিয়াছেন—

"নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং দানমুচ্যতে।
চতুর্থং বিমলং প্রোক্তং সর্ব্বদানোত্তমোত্তমম্॥
অদ্যস্যহনি যৎকিঞ্চিদ্দীয়তেঽনুপকারিণে।
অনুদ্দিশ্য ফলং তৎ স্যাৎ ব্রাহ্মণায় চ নিত্যকম্॥
যত্তু পাপোপশান্ত্যর্থং দীয়তে বিদুষাং করে।
নৈমিত্তিকং তদুদ্দিষ্টং দানং সদ্ভিরনুত্তমম্॥
অপত্যবিজয়ৈশ্বর্য্যস্বর্গার্থং যৎ প্রদীয়তে।
দানং তৎ কাম্যমাখ্যাতমৃষিভির্ধর্ম্মচিন্তকৈঃ॥
যদীশ্বর-প্রীণনার্থং ব্রহ্মবিৎসু প্রদীয়তে।
চেতসা ধর্ম্মযুক্তেন দানং তদ্বিমলং শিবম্॥

(কূর্ম্মপুরাণ)

শাস্ত্রে নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য—এই ত্রিবিধদানের কথা উক্ত হইয়াছে। চতুর্থ অর্থাৎ তুরীয় বা ত্রিগুণের অতীত দান "**বিমলদান**" নামে কথিত; তাহা শ্রেষ্ঠদান হইতেও শ্রেষ্ঠতম। প্রত্যুপকার ও ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া ব্রাহ্মণাদিকে যে দান, তাহাই "**নিত্যদান**" নামে কথিত; পাপের উপশান্তির জন্য বিদ্বদ্গণের হস্তে যে দান করা হয়, তাহাই "**নৈমিত্তিক দান**"; পুত্র-পৌত্রাদি লাভ, বিজয়, ঐশ্বর্য্য, স্বর্গ বা ধর্ম্মাদিলাভের জন্য যে দান করা হয়, ঋষিগণ তাহাকেই "**কাম্য দান**" বলিয়া থাকেন। আর একমাত্র **পরমেশ্বরের প্রীতি-তাৎপর্য্যে ব্রহ্মবিদ্গণের হস্তে** ধর্ম্মযুক্তচিত্তে যে দান করা হয়, তাহাই শিব অর্থাৎ মঙ্গলময় এবং "**বিমলদান**"।

শ্রেষ্ঠার্থ্য জগবন্ধুর দান **পরমেশ্বরের প্রীতিতাৎপর্য্যে ব্রহ্মবিদ্গণের হস্তে ধর্ম্মযুক্তচিত্তে মঙ্গলময় বিমল দান**। মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যদেবের নিজজনের নিকট

দিব্যচক্ষু লাভ না করিলে ঐ বিমল দানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব দর্শন অথবা ঐরূপ দান করিবার প্রবৃত্তির উদয় হয় না। জগতের প্রায় শতকরা শতজন ব্যক্তিই পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ দানকে বহুমানন করিয়া থাকেন এবং ধনশালীকে ঐ ত্রিবিধ দানের গণ্ডির মধ্যে টানিয়া আনিতে চাহেন। কিন্তু যে দানের দ্বারা আত্মমঙ্গল ও ভুবনমঙ্গল সাধিত হয়, সে দানের সম্পূর্ণ ফল অধোক্ষজ ভগবদ্বস্তুর ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি করে, সেই সত্য শিব ও সুন্দর দানে আমাদের রুচি নাই। আমরা মনে করি, তাহাতে বুঝি মানবজাতি বা প্রাণিজগৎ বঞ্চিত হইল! কেন না, সেই দান দেহ ও মনের উপর বদান্যতা বিস্তার না করিয়া চেতন অর্থাৎ আত্মার উপর তাহার ভূরি বদান্যতা বিস্তার করে। সেই দান ত্রিতাপের উন্মূলনকারী, তাহা সমস্ত দুঃখ-দৈন্যের মূলকে চিরতরে উৎপাটিত করিয়া দেয়। আর ত্রিগুণের অন্তর্গত দান ত্রিতাপের মূল অটুট রাখিয়া কেবলমাত্র উপরের শাখা-প্রশাখাগুলিকে সাময়িকভাবে ছেদন করে। কাজেই দাতা ও গ্রহীতা, কেহই নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে পারে না। শ্রেষ্ঠ্যার্য্য জগবন্ধু মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যের নিজজনের নিকট এই দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া চতুর্থ ভুবনমঙ্গল বিমল-দানের দাতা হইয়াছিলেন। এখানেই জগবন্ধুর বৈশিষ্ট্য, এখানেই তিনি জগতের বন্ধু। এখানেই তিনি 'শ্রেষ্ঠী', এখানেই তিনি 'আর্য্য', এখানেই তিনি 'ভক্তিরঞ্জন'।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরের চূড়া

বিজ্ঞগণ বলেন—জগবন্ধুতে শ্রেষ্ঠের যাবতীয় গুণ বিরাজিত। বিষ্ণুর সকল গুণ বৈষ্ণবের শরীরে আছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

(ভাঃ ৫।১৮।১২)

ভগবান্ বিষ্ণুতে যাঁহার নিষ্কাম-সেবা-প্রবৃত্তি বর্ত্তমান, ধর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সমস্তগুণের সহিত দেবতাবর্গ তাঁহাতেই সম্যগ্‌রূপে অবস্থান করেন। হরিভক্তিবিহীন ব্যক্তি—অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগরত বা গৃহাদিতে আসক্ত; সুতরাং হরিতে তাহার কেবলা-ভক্তি নাই। মনোধর্ম্মের দ্বারা সে অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত; তাহাতে মহদ্‌গুণগ্রামের সম্ভাবনা কোথায়?

'আর্য্য' শব্দের অর্থ—'মানী', 'জ্যেষ্ঠ', 'শ্রেষ্ঠ', 'গুরু', 'প্রভু', 'সজ্জন' জগদ্বন্ধু শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপায় বিমল দানের অধিকারী হইয়া ঐ সকল বিশেষণে ভূষিত হইবার বিশেষ যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরায়রামানন্দ-গীতার প্রশ্নোত্তর-চ্ছলে জানাইয়াছেন—

কীর্ত্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন বড় কীর্ত্তি ?
'কৃষ্ণভক্ত' বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি ॥
সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি ?
'রাধা-কৃষ্ণে প্রেম' যাঁর, সেই বড় ধনী ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৪৫-২৪৬)

শ্রেষ্ঠার্য্য জগবন্ধু কৃষ্ণভক্তের মানে মানী হইয়াছেন, তাঁহার আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরু-পাদপদ্ম ও বিষয়বিগ্রহ শ্রীগৌরকৃষ্ণে প্রীতি প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি প্রকৃত ধনী এবং সেজন্যই তিনি আমাদের জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, গুরু, প্রভু ও সজ্জন-পদবাচ্য। তাই শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা তাঁহাকে **'শ্রেষ্ঠার্য্য'** ও **'ভক্তিরঞ্জন'** নামে ভূষিত করিয়াছেন।

'হেমাদ্রি'-কৃত দানখণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়—শ্রীমদ্ভাগবত-দানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। বিশেষতঃ "দানমেকং কলৌ যুগে" বলিয়া যে প্রবাদ রহিয়াছে, সেই কলি ও বিবাদপূর্ণ যুগে দানের মধ্যেও কলি বা তর্ক উপস্থিত হয়; কিন্তু ভাগবতের শ্রবণকারী পরীক্ষিৎ মহারাজ কলিকে বিতাড়িত করিয়াছেন। যেখানে ভাগবতবাণী কীর্ত্তিত হন, সেখানে কলির স্থান নাই। শুকদেব জানাইয়াছেন, এই কলিযুগে একমাত্র ভাগবতীকথা-দানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান; কেন না, ইহা-দ্বারা সকলযুগের সকলপ্রকার পুরুষার্থ লাভ হয়।

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব **সর্ব্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে** ॥

(ভাঃ ১১।৫।৩৬)

হে রাজন্! এই কলিযুগে একমাত্র শ্রীহরির নামকীর্ত্তনদ্বারাই সর্ব্বযুগের সকলবিধ পুরুষার্থ লাভ হয় বলিয়া গুণগ্রাহী আর্য্যগণ এই যুগের প্রশংসা করিয়া থাকেন।

'শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তনের বিস্তারকল্পে প্রাণ, অর্থ, বাক্য, বুদ্ধি নিয়োগ করিলেই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হয়', এই কথা শ্রীজগবন্ধু শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় উপলব্ধি করিয়াছিলেন ও অপরের নিকটও এই সকল কথার প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি 'আর্য্য'পদবাচ্য। তাই আর্য্য জগবন্ধুর ভাষায়ই আমরা বলি, তাঁহার দান—**"দান নহে, স্বার্থ"**; স্বার্থগতি বিষ্ণুর স্বার্থ, স্ব-স্বার্থ ও পরার্থ একাধারে সর্ব্বস্বার্থের সমন্বয়।

জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন শ্রীল জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-ধারায়, শ্রীল ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-প্রবাহে

অভিষিক্ত হইবার জন্য নিমজ্জন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অঞ্চনমল্লিকের অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই কীর্ত্তন-প্রচারণ গুরু ও বৈষ্ণবগণের সেবায় সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ব্যক্তিগত ভোগ্য ঠাকুরবাড়ী বা বারোয়ারীর রঙ্গ-রসের প্রেক্ষাগার নির্ম্মাণ করিয়া জড় কাম-কামনা ও প্রচ্ছন্ন ভোগপ্রচেষ্টার জন্য উৎসাহ প্রদর্শন করেন নাই। যে গুরুপাদপদ্ম পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিশ্বমঙ্গল-সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, সেই গুরুপাদপদ্মের কীর্ত্তন-যজ্ঞপীঠ রচনা এবং নিজেও একজন সেই সঙ্ঘোৎসবের ঐকান্তিক সেবক হইবার অনন্য লালসা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অনেকে হরি-কার্য্যে আংশিক দান করিয়া ব্যক্তিগতভাবে হরিকার্য্য হইতে দূরে অবস্থান করেন; কিন্তু গুরু-

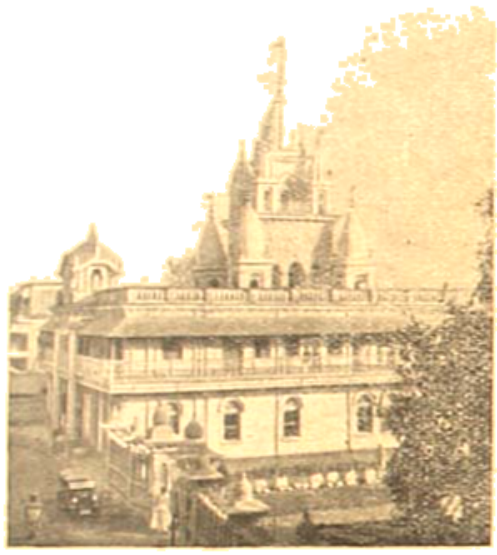

শ্রীমাউণ্ট রোড, কলিকাতা।

বৈষ্ণবের নিকট তিনি আত্মমঙ্গলের কথা সতত আলোচনা করিবার সুযোগ লাভ করায় ভুবনমঙ্গল ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-প্রচারে তাঁহার উৎসাহ তাঁহার জীবনের শেষভাগে অনবদ্য ও অসমোর্দ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। নিষ্কপট গুরুগৌরাঙ্গ-সেবার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার সেবা-বৃত্তি বলি মহারাজের ন্যায় গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব বলি দিবার জন্য প্রবল প্রেরণা দিয়াছিল। তাই শুক্রাচার্য্যের প্রতীকস্বরূপ জগতের অন্যাভিলাষী নানাপ্রকার ব্যক্তিগণের "সর্ব্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা মূঢ় বর্ত্তিষ্যসে কথম্?" অর্থাৎ "বিষ্ণুকে সকল দান করিয়া মূঢ় কিরূপে বাঁচিবে?"—এই সকল পরামর্শ জগবন্ধুর সেবা-বৃত্তির প্রগতিকে আরও শক্তিশালিনী করিয়া তুলিয়াছিল। কাজেই তিনি গুরুবর্গের আজ্ঞার অনুরোধে রাজসদান করিয়া পরে অনুতপ্ত হইয়াছিলেন—এরূপ কোন কল্পনাও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। স্বার্থগতি শ্রীহরির নাম-প্রচারের সেবায় ব্রহ্মবিৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে পারিলে তাঁহার একমাত্র সেবা-ব্রতের উদ্‌যাপন হয়,—তাঁহার মন্ত্রসিদ্ধি হয়—ইহা প্রাণে প্রাণে তিনি অনুভব করিতেন এবং অনেক সময় অনেক অন্তরঙ্গ ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিতেন।

শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীল জগবন্ধু যে-সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, সে-সময় গৌড়ীয়মঠের প্রচারের স্বর্ণযুগ। প্রত্যেকেই গুরুগৌরাঙ্গৈকগতি হইয়া একতানে, একপ্রাণে, এক উদ্দেশ্যে, স্বার্থগতি অধোক্ষজ আশ্রয় ও বিষয়বিগ্রহের স্বার্থ

অনুসন্ধান করিতেছেন, প্রত্যেকেই আত্মমঙ্গলের চিন্তা, নবনবায়মান সেবা-বিচিত্রতায় উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবায় তৎপরতা, সর্ব্বপ্রকার অসৎসঙ্গ বর্জ্জনপূর্ব্বক সৎসঙ্গ-লাভের জন্য সুদৃঢ়তা ও সাধুগণের সদাচার সম্পূর্ণভাবে অনুসরণের জন্য সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এরূপ এক সুবর্ণযুগ জগদ্বন্ধুর নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তিনি তাঁহার জীবনের পরিবর্ত্তন কিরূপে হইল, তৎপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—

"আমি পূর্ব্বে সৌর শাক্ত ও বহু দেবতার পূজক ছিলাম। বৈষ্ণবধর্ম্মের বিকৃত অবস্থা ও আদর্শ দেখিয়া এবং কএকটি কপট বৈষ্ণবের নিকট প্রতারিত হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম; কিন্তু গৌড়ীয়মঠের বৈষ্ণবগণের মুখে বর্ত্তমানযুগের আচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখোদ্গীর্ণ ভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম এত উচ্চতম এবং ইহাতে এত শ্রেষ্ঠ কথা আছে জানিয়া চমৎকৃত হইলাম। শুধু তাহাই নহে—ধর্ম্মরাজ্যের যেন এক মহা-মরকতমণির অফুরন্ত নূতন খনি আমার সম্মুখে আবিষ্কৃত হইল। তাহা অত্যন্ত নগণ্য দরিদ্রকে যেন এক মুহূর্ত্তেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনে ধনী করিয়া দিবার এক অলৌকিক আশার অতিমর্ত্ত্য আলোক প্রদান করিল। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'কল্যাণকল্পতরু', 'শরণাগতি' ও 'জৈবধর্ম্ম' পাঠ করিয়া তথাকথিত গতানুগতিক বৈষ্ণবধর্ম্মকে অবৈষ্ণবধর্ম্ম বলিয়া মনে হইল। আমি বৈষ্ণবধর্ম্মের সম্বন্ধে বা মহাপ্রভুর বিচার-আচার-সম্বন্ধে মনে যতকিছু ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছিলাম, সকল গুলিই বিনষ্ট হইয়া গেল। ইংরাজী ১৯৩২ সালে শ্রীগৌড়ীয়মঠের আহ্বানে রথযাত্রার সময় পুরুষোত্তম মঠের উৎসব দেখিবার জন্য পুরীধামে গমন করিয়া মঠের প্রদত্ত স্থানে কএকদিন বাস করিলাম। তথায় কাশিমবাজারের স্বনামধন্য মহারাজ স্বধামগত স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরকে মঠে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট অতি দীনবেশে হরিকথা শ্রবণ করিতে দেখিলাম। 'লোকে যাহাকে বৈষ্ণবধর্ম্ম মনে করে, তাহা ধর্ম্মের সজ্ঞায়

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ভোগ ও কপটতা'—কাশিমবাজারের মহারাজের নিকট হরিকথাচ্ছলে শ্রীল প্রভুপাদ সেই সকল-কথা নির্ভীক ও নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন। দেখিলাম, এই আচার্য্য-কেশরী সমস্ত পৃথিবীর মতামত উপেক্ষা করিয়া হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে যে সত্যবাণী প্রচার করিতেছেন, তাহা অদ্বিতীয়। উহার মধ্যে এমন অদ্ভুতপূর্ব্ব চেতনতা রহিয়াছে যে, বহির্ম্মুখতার দুর্ভেদ্য দুর্গকেও তাহা সমূলে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে! আর একটি দেখিলাম, তাঁহার ভক্তগণের অপূর্ব্ব নির্ম্মল চরিত্র ও আচরণ। তাঁহারা স্নান, ভোজন, এমন কি, শৌচে গমন-কালে পর্য্যন্ত নানাপ্রকার ভক্তিসিদ্ধান্ত ও আত্মমঙ্গলের কথা আলোচনা করিতেছেন! প্রত্যেকের কথার মধ্যেই একটা অসমোর্দ্ধ আন্তরিকতা ও সুদৃঢ় নিষ্ঠা রহিয়াছে! অসৎসঙ্গকে সকলেই মৃত্যু হইতেও অধিক দূরে রাখেন। আরও বুঝিতে পারিলাম, তথাকথিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গতানুগতিক প্রাণহীন সেবা-চেষ্টা অপেক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের অনুগ-মণ্ডলীর সেবা-চেষ্টা অতুলনীয়ভাবে নিষ্কপট, সর্ব্বতোভাবে আন্তরিক ও পূর্ণভাবে আত্মমঙ্গল-লাভের জন্য সুদৃঢ় নিষ্ঠা ও উৎসাহময়।' এই সকল আদর্শ আমার হৃদয়ে সত্যানুসন্ধানের স্পৃহা এত প্রবল করিয়া তুলিল যে, আমি ভগবানের নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া কেবল আত্ম-মঙ্গলের প্রার্থনা জানাইতে থাকিলাম। যিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এমন কি, মোক্ষ-কামনাকে পর্য্যন্ত নরকের মত তুচ্ছ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া অনুক্ষণ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমের বার্ত্তা বিশ্বের সর্ব্বত্র কোটি মুখে, কোটি হস্তে ও কোটি উপায়ে প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্মের রেণুতে অভিষিক্ত হইয়া এই জন্ম সার্থক করিব—অন্তর হইতে এই প্রেরণা পাইলাম। অধোক্ষজ কৃষ্ণের পূজাতেই অনন্ত কোটি দেবতা, মনুষ্য ও জীবের যথার্থ পূজা হয়, সমস্ত কর্ত্তব্য নিঃশেষে অতি আনুষঙ্গিকভাবে সাধিত হয়, এই কথাও জানিতে পারিলাম। পুরী হইতে আসিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে আচার্য্যের কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইলাম।"

ভক্তিরঞ্জন শ্রীল জগবন্ধু আর একটি বড় কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়া-ছিলেন,—পৃথিবীর নামজাদা বা গণবাদের ভোটে জয়ী 'মহাপুরুষ', 'সাধু', 'অবতার', 'যুগাচার্য্য' প্রভৃতি নামধারী ব্যক্তিগণের নিকট গণগড্ডলিকার চিন্তাধারায় ধাবিত হইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে 'কাণে ফুঁ' গ্রহণ করাই সদ্‌গুরুপাদপদ্মাশ্রয় নহে। যাঁহারা কর্ম্মবীরত্ব, নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানবীরত্ব বা যোগবীরত্ব-কিংবা ব্রতবীরত্বের দোকানদার, তাঁহাদের অধোক্ষজ-ভগবানে প্রীতির অভাব। অধোক্ষজ ভগবানের ইন্দ্রিয়প্রীতির নিকট যাঁহার ঐ সকল বীরত্ব অতি তুচ্ছ বলিয়া উপলব্ধি হইয়াছে, যিনি প্রণয়-রসনা-দ্বারা ভগবৎপাদপদ্মকে সর্ব্বদা হৃদয়ে আবদ্ধ করিয়াছেন—তিনিই প্রকৃত সদ্‌গুরু। তিনি শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ তিনি শ্রৌতসিদ্ধান্তবিৎ ও হরিকীর্ত্তনে সতত সংলগ্ন।

জগবন্ধু আর একটি কথা বুঝিয়াছিলেন যে, গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বাত্মসমর্পণই দীক্ষায়

সিদ্ধিলাভ। তাঁহার চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য,—তিনি "ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইবার প্রণালী"কে আদৌ আদর করেন নাই; অর্থাৎ বৈষ্ণবের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া গুরুপাদপদ্মে ভক্তি ও আশ্রয়বিগ্রহ গুরুপাদপদ্ম পরিত্যাগ করিয়া বিষয়বিগ্রহ বিষ্ণুর প্রতি ভক্তির ভানকে তিনি দাম্ভিকতা ও অভক্তি বলিয়া জানিতেন। "Dog in the manger"-policyকেও তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতে অর্থাৎ 'নিজেও চরিসেবা না আত্মমঙ্গল

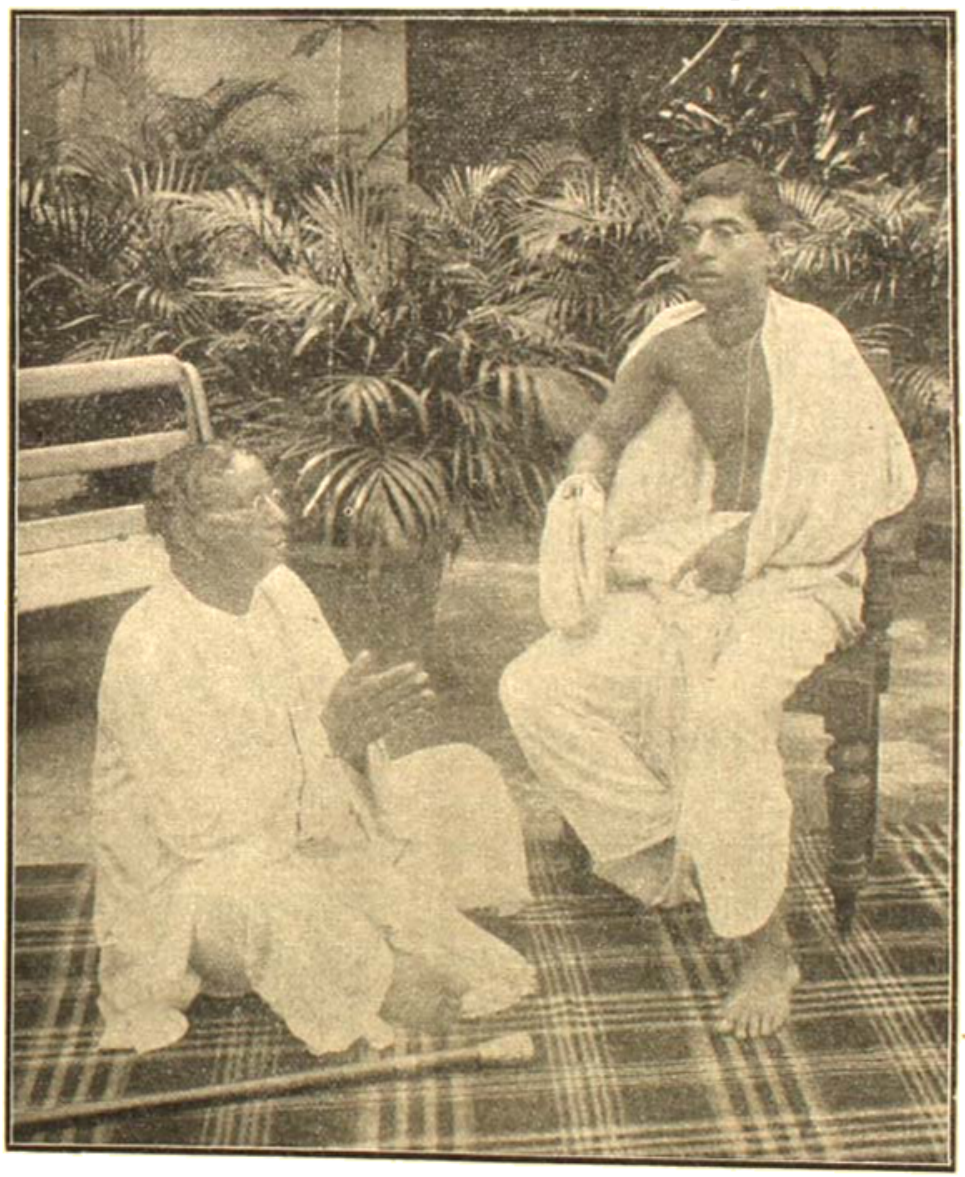

শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক ও সৈন্তরে উপবিষ্ট শ্রীভগবান্

লাভ করিব না, অপরকেও হরিসেবা বা আত্মমঙ্গল লাভ করিতে দিব না', ইহা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। তিনি নিজে সর্ব্বান্তঃকরণে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং অপরকেও হরিসেবায় হরিকথা-কীর্ত্তনে ও নিজের আদর্শের দ্বারা আকর্ষণ করিতেন, বিশেষতঃ উহার মধ্যে তাঁহার ব্যক্তিগত কোন প্রকার প্রচ্ছন্ন অপস্বার্থও থাকিত না, ইহাই তাঁহার সেবাকে আরও সৌন্দর্য্যময়ী করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকে তাঁহার গুরুসেবার শ্রেষ্ঠ বন্ধু বিচার করিতেন। এই বন্ধুত্বের মধ্যে কোন প্রকার কপটতা বা অপস্বার্থপরতা ছিল না, ইহা তাঁহার চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য। যেখানে বৈষ্ণবের সহিত মিত্রতার অন্তঃপুরে কপটতা ও অন্যাভিলাষ বাস করে, সেখানে নানাপ্রকার অনর্থের অবৈধ সন্তান উৎপন্ন হয়। পরস্পর মৈত্রীর মধ্যে যে কোন ব্যক্তির কপটতা থাকিবে, তিনিই অচিরে আত্মবঞ্চিত হইবেন।

ভক্তিরঞ্জন জগবন্ধুর হৃদয়ের শেষ কথা ছিল—"গুরুদেবে আত্মনিবেদন।" তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"তোমার ধন তোমায় দিয়ে তোমার হ'য়ে রই।"

জগবন্ধু নিঃস্ব অবস্থা হইতে নানাপ্রকার শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ সহ্য করিয়া, এমন কি, শারীরিক ক্লেশে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হওয়ায় কএকবার আত্মহত্যার চেষ্টা হইতেও দৈবক্রমে নিষ্কৃতি পাইয়া স্বাবলম্বনে যে প্রচুর ধন অর্জ্জন করিয়াছিলেন; যে ধন বিষয়ীর অত্যন্ত আসক্তির বস্তু, আত্মীয়-স্বজন, এমন কি, প্রাণ হইতেও অধিকতর প্রিয়, সেই বস্তুকে তিনি শ্রীচৈতন্যবাণীর পাদপদ্মে নিরহঙ্কারে আত্মসমর্পণের সহিত অঞ্জলি দিয়াছিলেন।

সূর্য্যপুত্র কর্ণ ও তৎপত্নী পদ্মাবতী অম্লান বদনে প্রিয়পুত্র বৃষকেতুকে ছেদন করিয়া তাহার মাংস-দ্বারা ব্রাহ্মণ অতিথির আতিথ্যসৎকার করিয়াছিলেন। এজন্য কর্ণ 'দাতাকর্ণ' বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। লোকে দাতার আদর্শ বলিতে দাতাকর্ণের নামই উল্লেখ করে। কিন্তু ভাগবতধর্ম্মযাজনকারিগণ দাতাকর্ণ অপেক্ষাও বলির দানের মাহাত্ম্য অধিক বিচার করিয়াছেন; কেননা কর্ণ পুত্রকে দান করিয়া অতিথির তৃপ্তি করিয়াছিলেন, সর্ব্বাত্ম-সমর্পণের আদর্শ প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু বলির চরিত্রে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের দানও সর্ব্বাত্মদান নহে, অধোক্ষজ বিষ্ণুকে তাঁহার অধোক্ষজ-ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য যে সর্ব্বাত্মসমর্পণ, তাহা পৃথক্ শ্রেণীর দান। উহার সহিত ধাত্রী পান্না, কর্ণপত্নী পদ্মাবতী কিংবা মহিষী শৈব্যার পুত্রদান অথবা হরিশ্চন্দ্র ও কর্ণের আত্মজ-দান সমান নহে। বলিরাজ—

"কৃৎস্না ত্বেনেন দত্তা ভূর্লোকাঃ কর্ম্মার্জ্জিতাশ্চ যে।
নিবেদিতঞ্চ **সর্ব্বস্বমাত্মা** বিষ্ণবস্থা ধিয়া॥" —(ভাঃ ৮।২২।২২)

আপনাকে নিখিল ভূমি, সৎকর্ম্মার্জ্জিত যাবতীয় লোক, এমন কি অকাতরচিত্তে **আত্মা পর্য্যন্ত সর্ব্বস্ব সমর্পণ** করিয়াছেন।

শুক্রাচার্য্য যখন বামন বিষ্ণুকে সর্ব্বস্ব দান করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তখন বলি শুক্রাচার্য্যকে বলিয়াছিলেন—

সুলভা যুধি বিপ্রর্ষে সনিবৃত্তাস্তনুত্যজঃ।
ন তথা তীর্থ আয়াতে শ্রদ্ধয়া যে ধনত্যজঃ॥ —(ভাঃ ৮।২০।৯)

হে ব্রাহ্মণবর, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ হইয়া দেহ বিসর্জ্জনকারী ব্যক্তি জগতে বহু আছেন; কিন্তু সৎপাত্র সমাগত হইলে শ্রদ্ধাসহকারে ধন ত্যাগ করিতে পারেন,—এরূপ ব্যক্তি বিরল।

ব্রাহ্মণ অতিথিকে অধোক্ষজ-বিষ্ণুবিচারে এবং ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কামনা-পূরণে যে-কোন দশায় উপস্থিত হউক না কেন, তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণ করাই জীবের সাধ্য;—এই বিচারেই বলি দান করিয়াছিলেন। তাই শুক্রাচার্য্যকে বলিয়াছিলেন,—

মনস্বিনঃ কারুণিকস্য শোভনং
যদর্থিকামোপনয়েন দুর্গতিঃ।
কৃতঃ **পুনর্ব্রহ্মবিদাং** ••• (—ভাঃ ৮।২০।১০)

অর্থাৎ অর্থিগণের কামনা-পূরণে যদিও **দারিদ্র্য উপস্থিত হয়**, তাহাও কারুণিক মনস্বী ব্যক্তির পক্ষে শোভনীয়। আর **যদি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কামনা-পূরণে সেরূপ দশা উপস্থিত** হয়, তাহা হইলে উহা যে শোভনীয়, তদ্বিষয়ে আর বক্তব্য কি?

বলি আরও বলিয়াছিলেন—

স এব বিষ্ণুর্বরদোঽস্তু বা পরো
দাস্যাম্যমুষ্মৈ ক্ষিতিমীপ্সিতাং মুনে॥ (ভাঃ ৮।২০।১১)

বিষ্ণু আমার বর-দাতাই হউন, আর আমার প্রতি শত্রুতাই করুন, আমি তাঁহার অভিলষিত ভূমি অবশ্যই তাঁহাকে দান করিব।

বলির অধোক্ষজ-বিষ্ণুতে এইরূপ আত্মসমর্পণ, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের হরিসেবার আনুকূল্যে দানের জন্য ঐকান্তিকতা জগতের সকল দানের আদর্শের মস্তকোপরি নৃত্য করিতেছে। কর্ণ ব্রাহ্মণ অতিথির ছদ্মবেশে আগত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার আদর্শে সর্ব্বাত্মসমর্পণের ভাব প্রকাশিত হয় নাই। বিশেষতঃ তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত অর্জ্জুনের অত্যন্ত বিদ্বেষী ছিলেন, এমন কি, অর্জ্জুনকে বধ করিবেন বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতেন। অবশেষে তিনি অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়া অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হন। দাতাকর্ণের দানে কর্ম্ম-

বীরত্ব আছে সত্য, কিন্তু অধোক্ষজ ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তে সর্ব্বাত্মসমর্পণের ভাব নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে বলির দানের আদর্শ ও মহাভারতে কর্ণের আদর্শ প্রকাশ করিয়া ব্যাসদেব অধোক্ষজ বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য দান ও সাধারণ ব্রাহ্মণ বা অতিথির সৎকারের জন্য আংশিক দানের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কোন কোটিপতি যদি দশলক্ষ টাকা দান করেন, তাহা হইলে সেই দান দশলক্ষ টাকা বলিয়া বাহিরের লোকের নিকট খুব বড় দেখা গেলেও উহা আংশিক দান; আর যিনি অধোক্ষজকে তাঁহার সর্ব্বাত্মার সহিত সর্ব্বস্ব দান করেন, তাঁহার দান বাহিরের ভ্রান্ত দৃষ্টিতে ততটা বিরাট্ না হইলেও তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অতএব আত্মনিবেদনই সর্ব্বোচ্চ দান, তাহা কপটতা ও মৌখিকতা হইলে কৃষ্ণের প্রীতি হয় না, লোকবঞ্চনা হয় মাত্র। যদিও শ্রীকৃষ্ণই ব্রাহ্মণ অতিথির বেশে কর্ণের দান গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি কর্ণের দানের পাত্রে অধোক্ষজবুদ্ধি প্রকাশিত না হওয়ায় এবং ভগবানের ভক্তের চরণে বিদ্বেষবুদ্ধি থাকায় কর্ণের দান তাঁহার কর্ম্মবীরত্বের মাহাত্ম্য জগতে ঘোষণা করিয়াছে। কর্ণ তাঁহার গুরু পরশুরামের প্রতি নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। এক সময় পরশুরাম কর্ণের উরুদেশে মস্তক স্থাপন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন, দংশরূপী অলর্ক কর্ণের উরু ভেদ করিলেও গুরুর নিদ্রাভঙ্গ-ভয়ে কর্ণ সেই নিদারুণ ক্লেশ সহ্য করিয়া স্থিরভাবে উপবিষ্ট ছিলেন। পরে শোণিত-স্পর্শে পরশুরামের নিদ্রাভঙ্গ হইলে আত্ম-পরিচয়-গোপনকারী কর্ণকে পরশুরাম ক্ষত্রিয় বলিয়া সন্দেহ করেন ও অভিশাপ প্রদান করেন। অতএব কপটতার সহিত গুরুসেবায় নিষ্ঠাও গুরুর প্রীতিকরী হয় না। একলব্যের দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ভক্তি প্রায় সর্ব্বত্রই গুরুনিষ্ঠা বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু অর্জ্জুনের সহিত একলব্যের অবৈধ প্রতিযোগিতা এবং কপটতার সহিত নিজস্বার্থ গোপন করিবার জন্য অতিগুরুনিষ্ঠার বাহ্যাকৃতি ভাগবতগণের বিচারে 'অভক্তি' বলিয়াই বিচারিত হইয়াছে। ঐরূপ নিষ্ঠা দ্রোণাচার্য্যের প্রীতি অর্জ্জন করিতে পারে নাই। যদিও দ্রোণাচার্য্যের কথায় একলব্য অঙ্গুলি পর্য্যন্ত ছেদন করিয়া গুরুদক্ষিণা দিয়াছিলেন, তথাপি একলব্যের সেই নিষ্ঠা, অর্জ্জুনের প্রতি দ্রোণাচার্য্যের যেরূপ সতত আন্তরিক প্রীতি, সেইরূপ প্রীতির বিন্দুমাত্রও আকর্ষণ করে নাই। একলব্যের আচার্য্যনিষ্ঠা নির্ব্বিশেষবাদীর আদর্শ হইয়াছে। একলব্য পরে শ্রীকৃষ্ণ-চক্রে নিহত হন। এই সকল বিচার মানবজাতির প্রচলিত ধর্ম্মের চিন্তাস্রোতে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে; কিন্তু ভাগবতগণ জানেন,—যাহাতে আশ্রয়-বিগ্রহের সুখে বিষয়বিগ্রহ সুখী হন, তাহাই অকৃত্রিম ভক্তি।

"দুষ্প্রজ্ঞ" (কুমেধাঃ) বাস্তিক বিপ্রগণ, কর্ম্মকলবাধ্য (?) যজ্ঞপুরুষকে দানের প্রকৃত পাত্র মনে করিয়া সাক্ষাৎ অধোক্ষজ-পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে 'মনুষ্য' জ্ঞান পূর্ব্বক দানের অপাত্র মনে করিয়াছিলেন—"তং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদ্ভগবন্তমধোক্ষজম্। মনুষ্যদৃষ্ট্যা দুষ্প্রজ্ঞা মন্যা-

স্থানো ন মেনিরে ॥"—(ভাঃ ১০।২৩।১১) ; কিন্তু যাজ্ঞিকপত্নীগণ ব্রাহ্মদর্শনে স্ত্রীজাতি হইলেও অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণকে আত্মসমর্পণ ও আসক্তির সহিত অন্ন দান করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিলে তাঁহারা বলিয়াছিলেন—

গৃহন্তি নো ন পতয়ঃ পিতরৌ সুতা বা ন ভ্রাতৃবন্ধুসুহৃদঃ কুত এব চান্যে।
তস্মাদ্ভবৎপ্রপদয়োঃ পতিতাত্মনাং নো নান্যা ভবেদ্গতিরবিন্দম তবাঙ্ঘ্রিমূলে ॥ (ভাঃ ১০।২৩।৩০)

পতি, মাতাপিতা, পুত্র, ভ্রাতা, জ্ঞাতি, বান্ধব কেহই আমাদিগকে আর আশ্রয় দিবে না, অন্যের কথা আর কি বলিব ? হে অরিন্দম, আমরা আপনার চরণাগ্রেই পতিত হইলাম, আমাদের আর অন্যগতি নাই, অতএব আপনারই দাস্য প্রদান করুন।

অধোক্ষজ-বস্তুতে সর্ব্বাত্মসমর্পণ করিতে গেলে পৃথিবীর অনন্ত পারিপার্শ্বিকতা হইতে ঐরূপ বাধা আসিয়া থাকে ; কিন্তু আত্মমঙ্গলকামী আত্মসমর্পণেচ্ছু সমস্ত বাধা-বিপত্তি পদদলিত করিয়া অধোক্ষজ-বস্তুতে আত্মসমর্পণ করেন। ভক্তিরঞ্জন জগবন্ধু এইরূপ দানের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার দান জগতে অতুলনীয়।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বলেন—"পতনাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ পাত্রং তস্মাৎ প্রচক্ষতে" অর্থাৎ পতন হইতে রক্ষা করেন বলিয়া পুরুষ 'পাত্র' নামে অভিহিত হন। যিনি সমুপেত মৃত্যু হইতে সমস্ত জীবজগৎকে উদ্ধারের অদ্বিতীয় অমোঘ পথ প্রদর্শন করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ 'পাত্র'। ভক্তিরঞ্জন জগবন্ধু এইরূপ 'মহাপাত্র' ছিলেন। তিনি এই ভাগবতের (ভাঃ ৫।৫।১৮) বাণী সর্ব্বদা বিচার ও কীর্ত্তন করিতেন—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যান্ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্ ॥

ভক্তিপথের উপদেশের দ্বারা যিনি সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার হইতে মোচন করিতে না পারেন, সেই গুরু 'গুরু' নহেন, সেই স্বজন 'স্বজন' নহেন, সেই পিতা 'পিতা' নহেন, সেই জননী 'জননী' নহেন, সেই দেবতা 'দেবতা' নহেন, সেই পতি 'পতি' নহেন।

জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন খট্টাঙ্গ রাজার ন্যায় তাঁহার জীবনের শেষভাগে কি জন্য বহু দেবতার আরাধনা ও অন্যান্য অসৎসঙ্গ পরিবর্জ্জন, এমন কি, ঐ সকল দুঃসঙ্গকে বর্জ্জিত করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণীর সঙ্কীর্ত্তন মহাযজ্ঞে সর্ব্বস্ব আহুতি দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাহা তিনি উক্ত শ্লোকটি কীর্ত্তন করিয়া সর্ব্বদাই বলিতেন। অতএব জগবন্ধুর জগন্মঙ্গলদানের উত্তরাধিকার একান্ত আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সমগ্র মানবজাতির জন্য অনন্ত ভবিষ্যতে সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে।

আজ আমরা ভক্তিরঞ্জনের দানের উপায়ন দিয়াই ভক্তিরঞ্জনষষ্ঠবার্ষিকী-স্মৃতি-পূজা করিলাম।

শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ

শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব মহামহোৎসবের দ্বিতীয় দিবস ১ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৩, ১২ চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৩১, ২৫শে মার্চ্চ খৃষ্টাব্দ ১৯২৯, মঙ্গলবার শ্রীশ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠের শ্রীনাটমন্দিরে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার পঞ্চত্রিংশদ্বার্ষিক অধিবেশনে পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ যথাযথ শ্রৌতার্থ্য শ্রীল জগদ্বন্ধু ভক্তিবল্লভ মহোদয়কে শ্রীশ্রীগৌরপ্রিয় - সেবানুষ্ঠানের জন্য নিম্নলিখিত ভক্তিসূচক শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ পত্র প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীমায়াপুরযোগপীঠাদ্ বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্

অর্থোঽনর্থহরো নৃণাং ন তু পরং স্বার্থং প্রসূতে স্বয়ং
যুক্তা চেৎ পরমার্থসাধনবিধৌ যুক্তো ভবেদ্বিত্তশঃ।
তত্ত্বং গুহ্যমিদং স্ফুটং সমদিশল্লোকে মহান্ যঃ সুধীঃ
শ্রীগৌড়ীয়মঠস্য নির্ম্মিতিকৃতাবর্থব্যয়ং সাধয়ন্ ॥ ১ ॥
শ্রীমন্তং শুচ্যাশ্রয়ং ভুবি জগদ্বন্ধুং যথার্থাভিধম্।
ধীরং নম্রমহোদয়ং কুশলিনং বিষ্ণুপ্রিয়ং সজ্জনম্ ॥
কৃত্বালঙ্কৃতময় তং নরবরং শ্রৌতার্থ্য ইত্যাখ্যয়া
সানন্দং সৎ ভক্তিবল্লভজনং ইতি খ্যাতা শিবং বাঞ্ছতি ॥ ২ ॥

১ বিষ্ণু
৪৪৩ গৌরাব্দ

(ষাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রবীণ ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ মহারাজের পত্র

ওঁ

শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ—শ্রীমায়াপুর
১৫।৩।৬৭

শ্রীযুক্ত 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

আমি আপনাকে জানাইতেছি যে, মহাবদান্যাবতার শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের অন্যতমরূপে গৌড়ীয়-আচার্যপদে বৃত হইয়াছেন শুনিয়া আমি পরম সুখী ও আনন্দিত হইয়াছি। তাঁহার গৌড়ীয়াচার্যরূপে প্রকাশ সমুচিত ও সকলের পক্ষেই পরম মঙ্গলদায়ক হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন কোন লোক ইহাতে কুতর্ক উপস্থিত করিতেছে,—ইহা শুনিতে পাইতেছি। আমি যখন শ্রীল প্রভুপাদের অন্তর্ধানবিরহের সংবাদ পাইয়া গত ৯ই ডিসেম্বর (১৯৬৮) তারিখে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে গিয়াছিলাম এবং তৎপরদিবস ১০ই ডিসেম্বর প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদের নিত্য শয়ার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলাম, তখন শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃৎ শ্রমণ মহারাজ, শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক প্রভু, শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীপাদ শুভবিলাস প্রভু, শ্রীমৎ প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আমার সতীর্থ ভ্রাতা উপস্থিত ছিলেন। সেই সময় শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা বলিতে আরম্ভ করিয়াই 'বাসুদেব কই, বাসুদেব কই' বলিতে লাগিলেন; ইহা শুনিয়া শ্রীপাদ মহানন্দ প্রভু শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে ডাকিয়া আনিলে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বোপরি দণ্ডায়মান শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—"আপনি শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথাটা প্রচার করিবেন"।

শ্রীল প্রভুপাদের এই আদেশে আমি বুঝিলাম যে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে তাঁহার (প্রভুপাদের) মনোহীষ্ট কীর্ত্তনকারী আচার্যরূপে নির্ব্বাচন করিলেন; অন্য কাহারও দিকে তাকাইয়া তখন ঐ কথা বলেন নাই এবং শ্রীল বাসুদেব প্রভু উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য হরিকথা বলিতেছিলেন, কিন্তু "আপনি রূপ-রঘুনাথের কথাটা প্রচার করিবেন"—ইহা কাহাকেও বলেন নাই। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীপাদ মুরলী'কে দুইটী ছোট ছোট টিনের কাণ্ড বাক্স হইতে কি কি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীল বাসুদেব প্রভু না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ "শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথাটা প্রচার করিবেন"—ইহা শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে বলিয়াছিলেন।

আমরা যাহা স্বচক্ষে দর্শন ও স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই আপনাকে জানাইলাম। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এ জগতে আর বেশীদিন থাকিব না, এই শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিবার কালে কোনপ্রকার অসত্য বলিব না এবং সত্যের অপলাপও সহ্য করিতে পারিব না। শ্রীল প্রভুপাদের এইরূপ স্পষ্ট আদেশ সত্ত্বেও শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে শ্রীল প্রভুপাদের অধস্তন আচার্যরূপে স্বীকার না করিলে শ্রীল প্রভুপাদের আদেশের বিরোধী বা গুরুদ্রোহী হইতে হইবে, মনে করি।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীভক্তিসুহৃৎ ভাগবত

ওঁ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্ গৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈকক-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-
সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

গৌড়ীয়

৫৩শ খণ্ড | শ্রীগৌরাব্দ ৪৯, শনিবার, ১৩ই চৈত্র, ১৩৪৩; ২৭শে মার্চ্চ, ১৯৩৭ | ৫৩শ—৫৪শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের বাণী

"নৈমিত্তিক কারণোপলক্ষণে বিষ্ণুভক্তের প্রতি বিদ্বেষ ও উপহাসাদি করিলেই মানবের ব্রহ্মণ্য-বদান্যতা ও কৃষ্ণানুগত্য বিনষ্ট হয়। সুজন এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণের প্রতি অবজ্ঞা ও উপহাসাদি সকল সদ্‌গুণের সংহারক। যে-স্থলে ভক্তের অমর্য্যাদা হয়, সে-স্থলে ভগবান্ তাঁহার আত্মীয়গণের প্রতিও বিরূপ হন এবং বৈষ্ণববিদ্বেষীর সংহারের ব্যবস্থা করেন।" —(ভাঃ ১১।১।৮—বিবৃতি)

"শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় মিছাভক্ত-সম্প্রদায় পরস্পর প্রতিষ্ঠাশার ভাগবাটোয়ারা ও কনক-কামিনীর অংশ-নির্দ্দেশ লইয়া এরকাবনের শর-সংগ্রহ-রূপ মিছাভক্তি-শর-দ্বারা কামবাণে আচ্ছন্ন হইয়া আত্মবিনাশ সাধন করিবেন অর্থাৎ নিত্যকৃষ্ণবৈমুখ্যই লাভ করিবেন।" —(ভাঃ ১১।১।১৫—বিবৃতি)

"বর্ণধর্ম্মে অবস্থিত জনগণ বর্ণবহির্ভূত সমাজের গুরু। বণিগণের গুরু ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের গুরু বৈষ্ণব ধর্ম্মরক্ষাকর্ত্তা—আচার্য্য। যেখানে আচার্য্যপ্রভুর নিন্দা, সেইস্থান পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য; সমর্থ হইলে নিন্দক-জিহ্বা অপসারিত করিবে; অসমর্থ হইলে হৃদয়ের দুঃখে মরিয়া যাইবে।"

—(ভাঃ ৪।৪।১৭—বিবৃতি)

"হরিজনবিদ্বেষী যতই কেননা নিকট-আত্মীয় হউন, তাঁহার সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। • • মায়ামুগ্ধ ব্যক্তিসকল ভগবান্ ও হরিজনকে মায়িক মনে করিয়া অপরাধ-পঙ্কে নিমজ্জিত হয়। • • বৈষ্ণবানুগা সতী বৈষ্ণববিদ্বেষিগণের সঙ্গে মুহূর্ত্তকালও থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। • • যে-স্থলে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের গর্হণ হয়, তথায় আত্মবিদের অবস্থান কদাচ কর্ত্তব্য নহে।"
—(ভাঃ ৪।৪।১৮—বিবৃতি)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরিক্রমা ও প্রকট-পূর্ণিমা

মহাবদান্য শ্রীশ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপ-প্রাণধন শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-নিকেতন শ্রীনবদ্বীপধামের প্রকাশ ও পরিক্রমা বর্ত্তমানযুগে শুদ্ধভক্তিস্রোতঃ পুনঃপ্রবাহের মূল পুরুষ গৌরজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের আন্তরিক ইচ্ছাক্রমে গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ পুনঃ সম্পাদন ও প্রবর্ত্তন করেন। বঙ্গাব্দে ১৩২৬ সালের ১৭ই ফাল্গুন হইতে ২০শে ফাল্গুন ৪ দিবসকাল শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞানুক্রমে সর্ব্বপ্রথম এই পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং পরের বৎসর হইতে শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় ৯ দিবস ব্যাপী নয়টি দ্বীপে পরিক্রমার প্রবর্ত্তন হয়।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা যে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একটি প্রধান মনোঽভীষ্ট, তাহা আমরা তাঁহার সম্পাদিত প্রাচীন "বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা", "সজ্জনতোষণী" পত্রিকা, তৎসম্পাদিত "শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য," "নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ," "শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী", "শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী" ও শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত "সজ্জনতোষণী"—প্রভৃতি পত্রিকা হইতে জানিতে পারি। "গৌড়ীয়" ও "দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ" পত্রেও এবিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদের কতিপয় প্রবন্ধ আছে।

শ্রীভক্তিবিনোদ-মনোঽভীষ্টের কথা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ একখানি পত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ও তন্মধ্যে তাঁহার প্রতি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশ এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"শ্রীধামনবদ্বীপ-পরিক্রমা যত শীঘ্র পার, আরম্ভ করিবার যত্ন করিবে. এই কার্য্যেই জগতের সকলের কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে। শ্রীমায়াপুরের সেবাটি যাহাতে স্থায়ী হয়, তিন দিন উৎসব হয়, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিবে। মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, ভক্তিগ্রন্থের প্রচার ও নামহট্টের প্রচার-দ্বারাই শ্রীমায়াপুরের প্রকৃত সেবা হইবে। তুমি নিজের জন্য নির্জ্জনভজন করিতে গিয়া প্রচারের বা শ্রীমায়াপুরের সেবার ক্ষতি করিও না। শ্রীমায়াপুরের সেবার জন্য বিশেষ যত্ন করিবে, ইহা তোমার প্রতি আমার বিশেষ আদেশ। 'শ্রীমদ্ভাগবত', 'ষট্‌সন্দর্ভ', 'বেদান্তদর্শন' প্রভৃতি গ্রন্থের শুদ্ধভক্তি-তাৎপর্য্যময়তা দেখাইবার আমার আন্তরিক যত্ন ছিল, সেই কার্য্যের ভার তুমি গ্রহণ করিবে। শ্রীমায়াপুরে বিদ্যাপীঠ স্থাপন করিলে শ্রীমায়াপুরের উন্নতি হইবে। অর্থের বা

• পত্রাবলী ২য় খণ্ড ৫১-৫২ পৃষ্ঠা।

স্বার্থের জন্য কখনও দুঃসঙ্গ করিবে না। তুমি ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার ও প্রকৃত আচারের দ্বারা সকল বিরুদ্ধসিদ্ধান্ত খণ্ডন করিও।"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই মনোহভীষ্ট ও আদেশ-ব্রত উদ্‌যাপনের জন্যই আমাদের আচার্য্যদেবের সমগ্র জীবন উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, ইহা প্রত্যেক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিই প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছেন।

যে বৎসর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-মনোহভীষ্ট-পরিপূরণার্থ শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন, সেই বৎসরে 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকায় (২২শ খণ্ড ১১শ ও ১২শ সংখ্যা) 'শ্রীধাম-পরিক্রমা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, আমরা নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধার করিতেছি :—

"চতুর্দ্দশভুবনপতি প্রেমময়বিগ্রহ অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীগৌরহরি শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠে আবির্ভূত হইয়া অপ্রাকৃত শ্রীধাম নবদ্বীপকে প্রপঞ্চে প্রকট করাইয়াছিলেন। শ্রীমায়াপুর-মণ্ডলের ন্যায় শ্রীগৌড়মণ্ডলও একবিংশ যোজন, উহার-ভাগে পঞ্চযোজন, অন্যান্যরে ষোলক্রোশ শ্রীধাম নবদ্বীপ। নবদ্বীপের মূলভূমি যোগপীঠ শ্রীমায়াপুর। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের অভাবে যেরূপ তিনশত বর্ষকাল হইতে প্রাকৃত-সহজিয়া, স্মার্ত্ত, পৃথীবাউল ও অন্যান্য অবৈষ্ণবগণ আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া অভিমান করায়, সর্ব্বসাধারণজনগণ বৈষ্ণবকে সঙ্কীর্ণ-হৃদয়, অবৈদিক, কাণ্ডজ্ঞানহীন, শিশ্নোদর-পরায়ণ, মূর্খ, আভিজাত্য-বর্জ্জিত, সমাজ-বিপ্লবকারী ইন্দ্রিয়-দাস মনে করেন, তদ্রূপ শ্রীভগবানের অচিন্ত্য মায়ুর-মণ্ডলরূপ শ্রীগৌড়মণ্ডলও লোক-চক্ষুরূপ বিস্মৃতির অতলস্পর্শি-গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছিল। শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় স্বীয় উপাস্যদেব শ্রীশচীনন্দনের ইচ্ছায় প্রপঞ্চে শুভাগমন করিয়া জীবগণের হৃদয়ে যে অন্যাভিলাষ, কর্ম্মফল-ভোগ ও নির্ব্বেদ-জ্ঞানানুসন্ধানরূপ মায়াবাদীর প্রচ্ছন্ন তাণ্ডবমূলা নূতন কল্পিত করিতেছিল, তাহাতে বাধা দিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত পারমহংস্য-বৈষ্ণব-দর্শনালোক-দ্বারা পাণ্ডিত্যাভিমান-অন্ধকার অপসারিত করেন। ভক্তশৌক্র-বংশ-অভিমানে স্ফীত নামাপরাধীর ধন নাম-বিক্রয়ে ইন্দ্রিয়-তর্পণ ও অপরাধে ডুবিয়া অপরাধময় অবস্থাকেই 'ভক্তি' বলিয়া যে ঘৃণিত কাপট্য 'ধর্ম্ম' নামে প্রচার করিতেছিল, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়—প্রদর্শন করেন। সেই মহাত্মা শ্রীধামের আলোক জগতে ব্যক্ত করিয়া শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডল দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ও শ্রীজীব গোস্বামী এবং অপরাপর প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা করিয়াছেন ; শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর স্বয়ং যে কেবল শ্রীধাম পরিক্রমা করিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহারা ভক্তগণের জন্য পরিক্রমার নির্দ্দেশও রাখিয়া গিয়াছেন। সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের মনোহভীষ্ট শ্রীগৌরপরিত্যক্ত ভূমির চতুষ্পার্শ্বে এতদিন পরে তাঁহার অনুগত দাসগণের সেবাফলে এ বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা হইয়াছে। আগামীবর্ষে চৌরাশীক্রোশ শ্রীগৌড়-মণ্ডল-পরিক্রমা ও শ্রীধাম-পরিক্রমা—উভয়ই পরম সমারোহে সম্পন্ন হইবে, আশা করা যাইতেছে।

বানপ্রস্থ ধর্ম্মিপ্রবর মহামহোপদেশক শিক্ষকবর শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম পাত্র শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার পরম ভক্তিপ্রবীণ শ্রীযুক্ত অমলীন লীলাবিকারী বিদ্যাবিনোদ ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য বৈষ্ণবসিদ্ধান্তভূষণ বি-এ মহোদয় স্বয়ং যুক্তপদব্রজে পরিক্রমাকালে উপস্থিত থাকিয়া প্রত্যেক বাসে শত শত পরিক্রমা-যাত্রী সঙ্গে লইয়া গমন-পূর্ব্বক শ্রীভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থ গান করাইয়াছিলেন।"

শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকার (২৩শ খণ্ড-৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যায়) 'সাময়িক প্রসঙ্গে' প্রথম বৎসর ও দ্বিতীয় বৎসরের পরিক্রমার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এইরূপভাবে লিখিত আছে—

"গত বর্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মতিথির অব্যবহিতপূর্ব্বেই শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা আরম্ভ হইয়াছিল। সময়ের স্বল্পতানিবন্ধন গতবর্ষে শ্রীধামের সকল-স্থান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিভ্রমণ হয় নাই। যাহাতে বর্ত্তমানবর্ষে সুষ্ঠুভাবে

নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপে নবরাত্রি পরিক্রমণ-ব্রত হয়, তজ্জন্য শুদ্ধভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে বলোবস্তের ব্যবস্থা হইতেছে। ... বর্ত্তমানবর্ষে ও গতবর্ষের ন্যায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ ব্রাহ্মিণগণের সঙ্গে লইয়া শ্রীধামের সকল স্থান ভ্রমণ ও প্রদর্শন করিবেন।"

ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও তদীয় মনোহভীষ্ট-পরিপূরক শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের একান্ত অনুকম্পিত। নিষ্কপট ভক্তিবিনোদ-কিঙ্করগণের মধ্যে একমাত্র শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজই গৌড়ীয়-আচার্য্যভাস্করের আচার্য্যত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ-পূর্ব্বক গৌরবিনোদবাণী-বিপণির পশরা শ্রীল প্রভুপাদের 'জীবন্ত মৃদঙ্গ' বা পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণীরূপে সমগ্র ভারতে ও ভারতের বাহিরে একান্ত আচার-প্রচারমুখে বিস্তার করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ দৈন্যক্রমে আপনাকে শ্রীনামহট্টের ঝাড়ুদারের লীলাভিনয়কারী অভিমান করিয়াছেন। যাঁহারা সেই অপ্রাকৃত ঝাড়ুদারের ঝাড়, বা শতমুখীর শলাকা, তাঁহাদের সেবা—গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন। তাঁহারা কখনই অভক্তিকে ভক্তির সহিত, কর্ম্মচেষ্টাকে সেবার সহিত, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-কামনাকে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-চেষ্টার সহিত, গুরু ও কৃষ্ণ-ভোগ-চেষ্টাকে গুরু ও কৃষ্ণসেবার সহিত সমন্বয় করিতে পারেন না। ঐরূপ সমন্বয়-প্রয়াস তাঁহাদের স্বভাব ও শিক্ষা-বিরুদ্ধ। ঐরূপ চিজ্জড়-সমন্বয়-চেষ্টাকে তাঁহারা সহিষ্ণুতা বা বৈষ্ণবোচিত সুনীতি বলিতে পারেন না। "ক্রোধ ভক্তদ্বেষী জনে"—রূপানুগবর ঠাকুর নরোত্তমের এই বাক্যকে, এবং "বৈষ্ণববিদ্বেষী চেৎ পরিত্যাজ্য এব", "নিন্দকজিহ্বা ছেদ্যা"—শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীশ্রীজীব প্রভুর এই বাক্যকে লঙ্ঘন করিয়া 'তুমতি চুপ, হামতি চুপ' নীতির বহুমাননকারী প্রচ্ছন্ন আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তিগণের শ্রৌতমৌলিক ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিজ্ঞানে অক্ষমতা, সিদ্ধান্তবিরোধ ও বৈষ্ণববিদ্বেষকে সহ্য করিবার আদর্শ দেখাইয়া বিষয়ী ও বহির্ম্মুখ লোকের তোষামোদ করিতে পারেন না। শ্রীনামহট্টের পরিমার্জ্জকের শতমুখীর শলাকাগণ সর্ব্বক্ষণ সত্যকথা কীর্ত্তন করিয়া আত্মমঙ্গল ও সত্যানুসন্ধিৎসুগণের মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট।

আমরা শুনিতেছি, শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার অগ্রণী পরিচালক ত্রিদণ্ডি-পাদাগ্রণী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ প্রথম-প্রবর্ত্তিত পরিক্রমার ন্যায় শ্রীল প্রভুপাদের পরিক্রমার পরিচালনার সেবা করিয়া শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী কীর্ত্তন করিবেন।

'সজ্জনতোষণী'র "শ্রীধাম-পরিক্রমা" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিতে পাই—

"গীতিকলাবিদ্যাভূষণ পণ্ডিত শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি-এ মহাশয় চারি দিবসকাল শ্রীমৃদঙ্গের শব্দব্রহ্মের আবাহন করিয়াছিলেন। কনককামিনীপ্রতিষ্ঠাদুষ্ট কোন ভাড়াটিয়া বক্তা, গায়ক, বাদক, বৈষ্ণব-বেশধারী, মন্ত্রজীবী গৌরপরিচয়ে স্ফীত অহঙ্কারী জীবগণের মাহাত্ম্য পরিক্রমাস্থলে বর্দ্ধমান হইতে পারে নাই।" —(সজ্জনতোষণী ২২।১২)

আশা করি, শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম পরিক্রমার সময়ের ন্যায় পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলা বিস্তারের পর প্রথম পরিক্রমার সময়ও শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপনিষণ্ণ-গৌরবিহিত-গীতিকলা-বিদ্যায় কুশল পণ্ডিতপ্রবর আচার্য্যবর শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর শব্দব্রহ্মের আবাহনে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লুব্ধ অহঙ্কারী জীবগণের মাহাত্ম্য পরিক্রমাস্থলে বর্দ্ধমান হইতে পারিবে না।

প্রথম বারের পরিক্রমার ন্যায় আচার্যাত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীমদ্ যশোদানন্দন ভাগবতভূষণ, আচার্য্য শ্রীমৎ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমৎ নরহরি ব্রহ্মচারী (সেবাবিগ্রহ) প্রভৃতি **"পরিক্রমায় নানাকার্য্যে সহায়তা"** ('সজ্জনতোষণী' ২২।১২) করিয়া পরিক্রমাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের জীবন্ত-মূর্ত্তস্বরূপ পরমপূজ্যপাদ নিষ্কপট ত্রিদণ্ডিপাদগণ ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী মহোদয়ের আদর্শ অনুসরণ করিয়া আচার্য্যপাদপদ্ম-সেবা ও তাঁহার মনোঽভীষ্ট শ্রীধামসেবা করিবেন। যাহাতে শুদ্ধ-ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াম্নায়ের আচার্য্যধারা "যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা—সেই গুরু হয়", এই গৌরবাণী এবং "পঞ্চরাত্র-প্রবুদ্ধস্য সিদ্ধান্তার্থস্য তত্ত্ববিৎ। সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি স্যাচার্য্যঃ স বিশিষ্যতে॥"—"আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি। স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥"—ব্যাসশিষ্য আচার্য্য শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বের বাণী অনুসরণ করিয়া নিত্য প্রবাহিত ও সংরক্ষিত থাকে, তজ্জন্য প্রত্যেক নিষ্কপট গুরুসেবকেরই যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুদেবের বাণীর শুশ্রূষাই আচার্য্যের স্বরূপ লক্ষণ। আচার্য্য—শ্রৌতপন্থী, তর্কপন্থী নহেন, মৎসর, অসূয়াযুক্ত ও মর্ত্তবুদ্ধির প্রশ্রয়দাতা নহেন। তিনি সিদ্ধান্ত-সম্রাট্ স্বরূপ-রূপের পূর্ণতম অনুগত্যকারী। গুরুপাদপদ্মের বাণীর পূর্ণতমা সেবাই—আচার্য্যের কার্য্য। "যা'রে দেখ তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥" —শ্রীগুরুপাদপদ্মের এই আশীর্ব্বাণী যিনি সর্ব্বলক্ষণ কায়মনোবাক্যে নিষ্কপটে প্রতিপালন করিতে পারেন,—তিনিই আচার্য্য।

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ একজগদ্‌গুরুবাদ স্বীকার করেন; কিন্তু শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়াম্নায়ে নিত্যবহুগুরু স্বীকৃত। মহান্ত গুরুদেব কেবল অর্চ্চাবতার নহেন, তিনি জগজ্জীবের মঙ্গলবিধানের জন্য নরোত্তম আচার্য্যরূপে প্রকাশিত। এই নরোত্তমের সহিত অন্যান্য নরোত্তমগণও সুহৃদ্, মিত্র বা অনুগবিচারে অবস্থিত। যেমন ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ বা শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভৃতি আচার্য্যবৃন্দ; যেমন ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ, শ্রীগৌরকিশোর প্রভৃতি আচার্য্যবৃন্দ। আর অনুত্তমনরগণ জড় কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ হইয়া নরোত্তমের প্রতি প্রাকৃত-নরবুদ্ধিকারী অসূয়া-সম্পন্ন মৎসর, বিদ্বেষী, নিন্দক, দোষদর্শী ও অপরাধী। সৎসিদ্ধান্তের অনুকরণকারী হইয়াও প্রকৃত ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিমুখ। ভক্তি-সিদ্ধান্তে তাঁহাদের শ্রৌত মৌলিকতা নাই। ভক্তিসিদ্ধান্তে তাঁহাদের Intellectualism বা 'মানসিক কসরৎ' জ্ঞান। তাঁহারা সিদ্ধান্তে অলস হওয়ায় আচার্য্য-চরিত্র উপলব্ধি করিতে অসমর্থ।

"যাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা গোবিন্দের বিশ্রাম" সেইরূপ "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" বিগ্রহ কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ আচার্য্যের পরিক্রমা অর্থাৎ তাঁহার বাণীর চতুর্দ্দিকে নিরন্তর অভিগমন ও অভিসরণই প্রকৃত শ্রীধাম-পরিক্রমা। আত্মনিবেদন-পীঠে আত্মনিবেদন করিয়া অর্থাৎ শুশ্রূষু হইয়া সেই পরিক্রমা করিতে হয়। শ্রীধাম-পরিক্রমার পর পুনরায় আত্মনিবেদনপীঠ অন্তর্দ্বীপে উপনীত হইয়া সংকীর্ত্তনবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব কীর্ত্তনমুখে উপলব্ধির বিষয় হয়।

আগামী ১২ই চৈত্র, শুক্রবার ভুবনপাবনী ব্রহ্মশিবাদিবন্দিতা ফাল্গুনী-পূর্ণিমাতিথি—

চৈতন্যের জন্মযাত্রা—ফাল্গুনী পূর্ণিমা।
ব্রহ্মা-আদি এ তিথির করে আরাধনা॥
পরম পবিত্র তিথি ভক্তিস্বরূপিণী।

ইহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি।
নিত্যানন্দ-জন্ম—মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী।
গৌরচন্দ্র-প্রকাশ-ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী॥
সন্ন্যাত্রা-মঙ্গল এই দুই পুণ্যতিথি।
সর্ব্বশুভ লগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইহি॥
এতেকে এই দুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যাবন্ধন॥

(চৈঃ ভাঃ আ ৩।৪৩-৪৭)

হরিনাম-মঙ্গল উঠিল চতুর্দ্দিকে।
ভরিলা ঈশ্বর সংকীর্ত্তন করি' আপে॥"

(চৈঃ ভাঃ আদি ১।৯৬)

"পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্"—এই শ্রীচৈতন্যবাণীর আরাধনাই গৌরাবির্ভাব ও ভক্তি-বিনোদ-গৌরবাণীর আবির্ভাবের একমাত্র তাৎপর্য্য। ইহাই প্রভুপাদের ভাষায় গৌড়ীয়মঠের একমাত্র উপাস্য।

—:০:—

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটে
ডালহাউসী ইন্‌ষ্টিটিউট হলে কলিকাতার
সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণের বিরাট্ সভা

গত ৭ই মার্চ্চ (১৯৩৭) রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় কলিকাতা ডালহাউসী স্কোয়ারে ডালহাউসী ইন্‌ষ্টিটিউট হলে বর্ত্তমানের মাননীয় মহারাজাধিরাজ স্যর বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর, জি-সি-আই-ই, কে-সি-এস্-আই, আই-ও-এম্, এল-এল-ডি মহোদয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতার বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণকর্ত্তৃক একটি মহতী সভা আহূত হয়। সভা আহ্বানকারিগণের মধ্যে নিম্নলিখিত সজ্জনবৃন্দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

স্যর অতুল চন্দ্র চ্যাটার্জ্জী কি, সি, আই, ই ;
কে, সি, এস্, আই, ভূতপূর্ব্ব হাইকমিশনার
অনারেবল্ স্যর ব্রজেন্দ্র লাল মিত্র কে, সি, এস্, আই
অনারেবল্ জাষ্টিস্ শ্রীযুক্ত দ্বারকা নাথ মিত্র
অনারেবল্ জাষ্টিস্ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ গুহ
অনারেবল্ জাষ্টিস্ শ্রীযুক্ত রূপেন্দ্র কুমার মিত্র
অনারেবল্ নবাব, স্যর কে, জি, এম, ফারোকি
অনারেবল্ স্যর শ্রীযুক্ত বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়
অনারেবল্ মহারাজা, স্যর শ্রীযুক্ত প্রদ্যোত কুমার ঠাকুর
মহারাজা শ্রীযুক্ত শ্রীশ চন্দ্র নন্দী (কাশিম বাজার)
মহারাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ রায় (নাটোর)
মহারাজা, স্যর শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ রায় চৌধুরী (সন্তোষ)
রাজা শ্রীযুক্ত রূপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ (নসীপুর)
স্যর শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল (কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র)
ডাঃ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা (শেরিফ, কলিকাতা)
স্যর শ্রীযুক্ত অশোক কুমার রায় (হ্যাড্-ডোকেট জেনারেল্)
শ্রীযুক্ত শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (ভাইস্ চ্যান্সেলার)
স্যর ডাঃ হাসান সুরাবর্দ্দী (ভূতপূর্ব্ব ভাইস্‌চ্যান্সেলার)

স্যর এডওয়ার্ড সি বেনথাল্
স্যর শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ মুখার্জ্জী (ভূতপূর্ব্ব চীফ্ জাষ্টিস্)
মিঃ এ, কে, ফজলুল হক্ (কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব মেয়র)
স্যর ষ্টেভিন এক্রা
স্যর আবদুল হালিম গজনাভি
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ বসু (এম্, এল্, সি)
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ
স্যর ডাঃ শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার
স্যর ডাঃ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ ব্রহ্মচারী
স্যর শ্রীযুক্ত বদরীদাস গোয়েনকা
শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র মুখার্জ্জী (চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার)
শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র চন্দ্র (এম্, এল্, এ)
মিঃ ডব্লিউ আর্থার মুর (ষ্টেট্‌স্‌ম্যান)
মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত উদয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর
কুমার শ্রীযুক্ত হিরণ্য কুমার মিত্র বাহাদুর (ও, বি, ই)
শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাস বিরলা
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত বেদান্তরত্ন
শ্রীযুক্ত মৃণাল কান্তি ঘোষ—সম্পাদক এ, বি পত্রিকা
শ্রীযুক্ত তুষার কান্তি ঘোষ—ঐ
অনারেবল বি, কে, বসু (সি, আই, ই)
শ্রীযুক্ত চারু চন্দ্র বিশ্বাস (সি, আই, ই)
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র লাল ব্যানার্জ্জি (এম্, এল্, সি)
শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র গুপ্ত
শ্রীযুক্ত জানেন্দ্র নাথ বসু
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার
ডাঃ শ্রীযুক্ত বিধান চন্দ্র রায় (ভূতপূর্ব্ব মেয়র, কলিকাতা)
শ্রীযুক্তা নেলি সেনগুপ্তা
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র কুমার বসু (এম, এল্, সি)
শ্রীযুক্ত শুক সদয় দত্ত (আই, সি, এস্)
শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রামদেও চোখানী
রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন
মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন
রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ
রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ
অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ ব্যানার্জ্জী
ডাঃ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ বসু
শ্রীযুক্ত ললিত কুমার চ্যাটার্জ্জী
রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ
শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জী
" দুর্গাপ্রসাদ খৈতান
" যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায়
" কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (সেক্রেটারী, গৌড়ীয়মঠ) প্রভৃতি।

উক্ত সভায় তাঁহারা শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদের অপ্রকট-লীলা-স্মরণে তাঁহার নিত্যমঙ্গলময় স্মৃতির প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

সভা অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে বেলা প্রায় ২॥ ঘটিকার সময় কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠপ্রাঙ্গণ হইতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যবিগ্রহ অগ্রণী করিয়া একটি বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তনশোভাযাত্রা বহির্গত হয়। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে সেবা-সৌভাগ্য-প্রাপ্ত মঠের 'ফিয়াট্' মোটরযানখানি একটি সুদৃশ্য মঞ্চাকৃতি করিয়া সাজাইয়া তদুপরি একটি সুদৃশ্য সিংহাসন রচনা এবং তাহা পুষ্পমাল্য ও বিচিত্র বস্ত্রাভরণদ্বারা অতি উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়া তদুপরি শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যবিগ্রহ সংস্থাপন করা হইয়াছিল। উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ ভক্তানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় উক্ত মোটর-যানের সারথ্য করিয়াছিলেন। মঠের অন্যান্য সেবকবৃন্দ চামর ও তালবৃন্তব্যজন এবং শঙ্খঘণ্টাদি বাদনের সেবা বরণ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের যানের অগ্রে দুইপার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধরূপে প্রায় ৩ শত ব্যক্তাউট (সেবক-সম্প্রদায়) ব্যাণ্ডবাদনহ সোভাযাত্রার পৃথনা সংরক্ষণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যক্তাউটদঙ্ঘের পরিচালক মিঃ এন্ এন্ বসু বার-এ্যাট্-ল মহোদয়ের অধিনায়কত্বে এই ব্যক্তাউটবাহিনী শ্রীগৌড়-বাণীর অনুগমন-সৌভাগ্য লাভ করিয়া নিত্য সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চার অনু-গমনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদগণ ও অন্যান্য

সেবকবৃন্দ এবং তৎপশ্চাৎ বহুসংখ্যক কীর্ত্তন-সঙ্ঘ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। মৃদঙ্গ-করতাল-শঙ্খ-ঘণ্টাদির বাদ্যধ্বনিসহ কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের উচ্চরোলে কলিকাতা-মহানগরী মুখরিত হইয়াছিল। বাগবাজারের রাজা শ্রীযুক্ত দিগীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, Mr. N. N. Bhose Bar-at-law, বক্তৃতার প্রসিদ্ধ ভজনানন্দ শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সান্যাল বি-এল প্রমুখ বহু সজ্জন সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। বহু সজ্জন শারীরিক অসুস্থতা বা বার্দ্ধক্যবশতঃ পদব্রজে গমনে অসমর্থ হইয়া যানাদির সাহায্যে শোভাযাত্রার অনুগমন করিয়া সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাগবাজার ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বৌবাজার, সেণ্ট্রাল এভিনিউ, ওল্ডকোর্টহাউস্ ষ্ট্রীট গভর্ণমেণ্ট প্রেস্ ও ওয়েলেসলী প্লেস্ হইয়া ডালহাউসী ইন্‌ষ্টিটিউট হলে উপস্থিত হইলে তথায় শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের জয়ধ্বনি-কীর্ত্তনমুখে সেবকবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চা সভাগৃহের বক্তৃতামঞ্চের সম্মুখস্থ একটি সুসজ্জিত স্বর্ণ-সিংহাসনোপরি সংস্থাপন করিয়া চামরাদি রাজ-সেবা করিতে থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীবিগ্রহ সভাস্থলে উপস্থিত হইবামাত্র সভাস্থ সকলেই উত্থিত হইয়া জয়ধ্বনি করিতে থাকেন এবং সিংহাসনোপরি সংস্থাপিত হইলে সকলে পুষ্পাদিদ্বারা সভক্তি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন।

সভাস্থলটি পূর্ব্ব হইতেই সভ্যবৃন্দে পরিপূরিত হইয়াছিল। সভাপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর এবং অন্যান্য বিশিষ্ট সভ্যমহোদয় নির্দ্দিষ্ট সময়ের (অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার) পূর্ব্বেই সভা সুশোভন করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা উপস্থিত হইলে শোভাযাত্রা-অনুগমনকারী সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে মাত্র কএকশত ব্যক্তির ডালহাউসী ইন্‌ষ্টিটিউট হলে স্থান সঙ্কুলান হইয়াছিল। অবশিষ্ট লোক রাস্তায়, সিঁড়ি এবং রাজপথেই সভার কার্য্য শেষ হওয়া পর্য্যন্ত নিস্তব্ধভাবে অবস্থান করিয়া অশেষ ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। যথাসময়ে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

সভায় সজ্জনবৃন্দের পক্ষ হইতে মাননীয় জাষ্টিস্ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র মহোদয়ের প্রস্তাবে এবং সাদুল্লা উলামা কামালুদ্দিন আহম্মদ মহোদয়ের সমর্থনে বর্দ্ধমানের মাননীয় মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। মহারাজ প্রথমেই তাঁহার সুপরিচিত সজ্জনগৌড়ীয়মিশন-সোসাইটীর জাইস্ প্রেসিডেণ্ট মাননীয় স্যর ক্রান্সিস্ ইয়ং হাজ্‌ব্যাণ্ড কে-সি-এস্-আই, কে-সি-আই-ই মহোদয়ের উপস্থিতিতে সবিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহার গলদেশে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করেন। সভাস্থ সকলেই ইহাতে আনন্দধ্বনি করেন।

সভায় যথাক্রমে (১) বিরহ-প্রকাশ, (২) শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সেবকগণের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন ও (৩) শ্রীল প্রভুপাদের স্মৃতি-রক্ষা-সমিতি সম্বন্ধীয় তিনটি প্রস্তাব উত্থাপিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে সমর্থিত হয়। প্রথম প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন—স্যর ক্রান্সিস্ ইয়ং হাজ্‌ব্যাণ্ড এবং সমর্থন করেন—ডক্টর স্যার হালান সুহ্‌রাবর্দ্দী ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ; দ্বিতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন—মিঃ জে, এন্, বসু এবং সমর্থন করেন—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, জাষ্টিস্ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ এবং তৃতীয় প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন—মণীপুরের মাননীয় রাজা বাহাদুর এবং সমর্থন করেন—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ও কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাক্ত এম্-এ মহোদয়দ্বয়। তুমুলজয়ধ্বনি।

প্রস্তাবত্রয় এই :—

প্রথম প্রস্তাব—"This meeting of the citizens of Calcutta places on record their deep sense of sorrow and of the heavy loss sustained by them at the sudden and premature departure from their midst for the brighter world of eternal Divine Service of His Divine Grace Paramahansa Prabhupad Sree Sree Bhakti Siddhanta Saraswaty Goswami Thakur who was the Founder Acharyya of the Gaudiya Math Mission with its sixty six centres throughout India and abroad and Who initiated the organisation for founding a Hindu Temple in London, and this meeting tenders its deep reverence to the departed Sage Whose memory will be cherished by them for ever."

দ্বিতীয় প্রস্তাব—"It is further resolved that

this meeting records its sense of deeply felt sympathy with the members of the Gaudiya Mission all over the world and specially with the devotees of the Calcutta Gaudiya Math in their sad bereavement at a time when they were in sore need of His Divine Grace's wise guidance along the path of devotion which had been marked out for them by Him. That a copy of this resolution be sent to Secretary, Gaudiya Math, Calcutta with a request to convey to all centres of the Mission our deepest sympathy with His followers all over the world."

তৃতীয় প্রস্তাব—"It is also resolved that a Memorial Committee be formed with the following personages as its members and the Chairman of this meeting, Maharajadhiraj Bahadur of Burdwan as its President in order to perpetuate the sacred memory of the Great Departed Soul."

নিম্নলিখিত সজ্জনগণ স্মৃতিরক্ষা-সমিতির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—

Maharajadhiraj of Burdwan—President, Hon'ble Sir B. L. Mittra, Hon'ble Justice D. N. Mittra, Hon'ble Justice C. C. Biswas, Hon'ble Sir Bijoy Prosad Singh, Maharaja of Cossimbazar, Maharaja Sir M. N. Roy Choudhury, Raja Bhupendra Narayan Sinha, Sir Harisankar Paul, Dr. Satya Charan Law, Sir A. K. Roy, Shyamaprosad Mukherjee, Sir Dr. H. Suhrawardy, Sir Edward Benthal, Sir Manmatha Nath Mukherjee, A. K. Fazlul Huq, Sir David Ezra, Sir A. H. Ghuznavi, Jatindra Nath Basu, Mahamahopadhaya Promatha Nath Tarkabhusan, Sir Badridas Goenka, Raja P. N. Tagore, Messrs W. Arther Moore, J. C. Mukherjee, Nirmal Chandra Chandra, Hiranya Kumar Mitter, Ghanasyamdas Birla, Tusharkanti Ghosh, J. C. Gupta, N. R. Sarkar, Dr. Bidhan Chandra Roy, Nellie Sen Gupta, N. K. Basu, Ramdeo Chokhani, Mahamahopadhaya Gangnath Sen, D. P. Khaitan, Rajendra Narayan Banerjee, Jamini Mohan Mukherjee, Kumar Saradindu Narayan Rai, Kiron Chandra Dutt, Sakhi Charan Rai, Khan Bahadur Azizul Huq, Rai Pannalal Mukherjee Bahadur, Kunja Behari Vidyabhusan, Secretary Sree Gaudiya Math and a few others.

প্রথম প্রস্তাব—স্যর ক্রান্সিস্ ইয়ং হাজ্‌ব্যাণ্ড মহোদয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটে গভীর দুঃখ প্রকাশমুখে সভার পক্ষ হইতে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। স্যর ক্রান্সিস্ বলেন যে, তিনি অল্পকাল স্মৃতি-সভায় যোগদান করিতে পারিয়া আপনাকে বিশেষ সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের (নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট) আচার্য্য মহারাজের অন্যতম শিষ্য নিষ্কিঞ্চনপ্রবর শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু মহাশয় যখন আচার্য্যের বাণী-প্রচারার্থ লণ্ডনে গমন করিয়া মাননীয় লর্ড কেটেরাণ্ড (লণ্ডন গৌড়ীয়মিশন সোসাইটীর বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট) মহোদয়কর্ত্তৃক বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত হন, তৎকালে তিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন। তদবধি তিনি (স্যর ক্রান্সিস্) এবং লণ্ডনের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয়-মঠের ন্যায় মদীয় প্রতিষ্ঠানকে যথাসাধ্য সহায়তা করিয়া আসিতেছেন, যেহেতু তাঁহারা ইংলণ্ডে ঐ মিশনের মূল্য অনুধাবন করিতে পারিয়া উহার কার্য্য যাহাতে সর্ব্ব-সাধারণের গোচরীভূত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছেন।

তদীয় স্যর হাসান্ সুহ্‌রাবর্দ্দী মহোদয় উক্ত প্রস্তাবটি সমর্থন করিলে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয় তাহার অনুমোদন সূত্রে একটি সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন। মঃ মঃ তর্কভূষণ মহোদয় বলেন—

"মাননীয় মহারাজ বাহাদুর ও সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলি। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের তিরোধানে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়, বঙ্গদেশ ও সমগ্রভারতের হিন্দুসমাজ যে কি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। এই ক্ষতির পরিমাণ এখনও আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয় নাই, কিন্তু যত দিন যাইবে, ততই ভারতের হিন্দু এই ক্ষতির পরিমাণ বুঝিতে পারিবেন। যে সময়ে হিন্দু পরমার্থ বিষয়ে একান্ত পশ্চাৎপদ হইয়াছে, যে সময়ে পরমার্থের নামে নানাপ্রকার ভেজাল ধর্ম্মজীবনে প্রবিষ্ট হইতেছিল, সেইক্ষণে সরস্বতী ঠাকুরের আবির্ভাব জগতে পরমার্থের এক নূতন যুগ ও বন্যা আনয়ন করিয়াছিল,

কিন্তু এই কার্য্য সমাপ্ত হইতে না হইতেই তাঁহার ন্যায় আচার্য্যের তিরোধান সমগ্র ভারতের হিন্দুসম্প্রদায়ের পক্ষে বজ্রাঘাততুল্য হইল। তাঁহার তিরোধানে হিন্দু-সম্প্রদায় বর্ত্তমানে মায়কহীন হইয়াছেন।

তাঁহাকে আমার অনেকবার দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছে; কিন্তু যখনই দেখিয়াছি, তখনই তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইয়াছে,—শ্রীচৈতন্যচরিতের আত্মা তাঁহাতে সম্প্রকাশিত রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাঠ করিয়াছিলাম,—

চৈতন্যাবতারে যবে প্রেমামৃত-বন্যা।
সব জীব প্রেমে ভাসে, পৃথিবী হৈল ধন্যা॥
এ-বন্যায় যে না ভাসে, সেই জীব—ছার।
কোটিকল্পে তবে তার নাহিক নিস্তার॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৩।২৫২-২৫৩)

চরিতামৃতের এই কথা সরস্বতী ঠাকুরের প্রত্যেক আচরণে, প্রত্যেক ব্যবহারে, তাঁহার প্রত্যেক বাণীতে পরিস্ফুট দেখিয়াছি। তাঁহার সম্পর্কে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই কয়েকটি কথা সম্পূর্ণভাবে সংযুক্ত হইতে পারে। শ্রীচৈতন্যাবতারের প্রেমামৃতবন্যায় সমগ্র পৃথিবীকে ধন্য করিবার জন্যই এই চৈতন্যশক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। সরস্বতী ঠাকুরের আচার-প্রচার দেখিয়া মনে হইত, পুনরায় শ্রীচৈতন্যাবতারের প্রকটকাল আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। যাঁহারা তাঁহার বাণী-বন্যায় ভাসিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য। তাই এ সময়ে তাঁহার অন্তর্ধান সমগ্রজাতির পক্ষে একটি অপূরণীয় ক্ষতি। শ্রীচৈতন্যদেবের শক্তি—Spirit তাঁহাতে লক্ষ্য করিয়াছি। তাঁহার এমন একটা অদ্ভুতপূর্ব্ব ব্যক্তিত্ব—personality ছিল, যে ব্যক্তিত্বের নিকট প্রত্যেককেই মস্তক অবনত করিতে হইত। আমরা তাঁহার নিকট আরও বহু আশা করিয়াছিলাম; কিন্তু সেই আশা পরিপূরণ হইতে না হইতেই তিনি আমাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলেন। যাঁহারা তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহারা যেন আমাদের সেই আশার পরিপূর্ণতা সাধন করেন—আচার্য্যের আরব্ধ কার্য্যকে পরিপূরণ করেন, ইহাই ভগবানের নিকট আমাদের একান্ত প্রার্থনা। যে অদ্ভুতপূর্ব্ব মহীয়সী কৃপাশক্তি এই আচার্য্য সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছেন, সেই শক্তির অনুসরণে, তাঁহার আশীর্ব্বাদে বাঙ্গালাদেশে, ভারতবর্ষে ও সমগ্র পৃথিবীতে প্রেমধর্ম্মের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইবে। সরস্বতী ঠাকুরের আদর্শ অনুসরণে বাঙ্গালার প্রেমধর্ম্ম সমগ্র পৃথিবীকে আত্মসাৎ করুক। বাঙ্গালার পরমার্থের প্রচারকগণ তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিলেই প্রেমধর্ম্মের বাণী বিশ্বে বিস্তার করিতে পারিবেন।"

সভাপতি মহোদয়ের প্রথম প্রস্তাবটিতে সভাস্থ সকলের সম্মিলিত অনুমোদন যাচ্ঞা করিয়া দণ্ডায়মান হইতে ইঙ্গিত প্রকাশ করিলে সভাস্থ সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া মৌখিক সম্মানসূচক সম্মতি জ্ঞাপন করেন। এই সময়ে সভাপতি মহোদয়ের ইঙ্গিতে সকলেই দণ্ডায়মান থাকিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা পালন-মুখে শ্রীল প্রভুপাদের মঙ্গলময় স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—অতঃপর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ বসু এম্-এ, বি-এল, এম্-এস্-সি মহোদয় দ্বিতীয় প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া বলেন—

"শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধানে জগতে যে মহা ক্ষতি হইল, তাহা স্বয়ং তিনি ব্যতীত আর কাহারও দ্বারা পরিপূরিত হইবার নহে। শুধু যে কলিকাতাবাসী, তাহা নহে, সমগ্র পৃথিবীর সকল হৃদয়বান্ ব্যক্তিই তাঁহার ন্যায় আচার্য্যের অভাব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিবেন এবং তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণকারিগণের প্রতি প্রগাঢ় সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন। শ্রীসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ এক অতিমর্ত্যব্যক্তিত্বসম্পন্ন আচার্য্য ছিলেন। আমরা পুরাণাদিতেও শুনিতে পাই, যখন জগতে অপ্রাকৃত ভগবদ্বাণী-প্রচারক শুদ্ধভক্তিপথপ্রদর্শক সদ্গুরুর একান্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়, তখন পরমেশ্বর পতিত জীবের প্রতি অত্যন্ত করুণাপরবশ হইয়া তাহাদিগকে বাস্তবসত্যের পথ প্রদর্শন-জন্য এইরূপ আচার্য্য প্রেরণ করিয়া থাকেন। ৪৫০ সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই জগতে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার আচার ও প্রচার-লীলাদ্বারা আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন যে, অপ্রাকৃতপ্রেমধর্ম্মানুসরণ ব্যতীত জীবের পরা শান্তি আর কিছুতেই নাই, প্রেমই জীবের একমাত্র প্রয়োজন। কালপ্রভাবে তাঁহার সেই শিক্ষার উজ্জ্বলা নিষ্প্রভ হইয়া আসিল, তাঁহার প্রচারিত শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের বাণীপ্রচারকের নিতান্ত অভাব হইয়া পড়িল, এমন সময়—যখন শ্রীমন্মহা-

প্রভুর সেই প্রেমধর্ম্মের শিক্ষার পুনরুদ্বোধন একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল, তখনই আসিলেন সেই মহাপ্রভুর এক অত্যন্ত নিজ-জন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যবাণী জগতে পুনঃ প্রচার করিবার জন্য। প্রভুপাদের ভক্তিসিদ্ধান্তবিজ্ঞানে অসাধারণ পাণ্ডিত্য বিদ্বৎসমাজে সুবিদিত। তিনি শ্রীভগবানেরই ঐকান্তিক সেবকসূত্রে প্রেমভক্তিমূর্ত্তিবিগ্রহ এবং শ্রীচৈতন্যদেবের অত্যন্ত প্রিয়জন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য তিনি ভারতে ও ভারতের বাহিরে নানাস্থানে মঠমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল, শ্রীমদ্ভাগবতাদি বহু গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন এবং বিভিন্ন ভাষায় দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রাদি প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা ঐসকলের আলোচনায় আগ্রহান্বিত, তাঁহারা উহা আলোচনা করিয়া বিশেষ লাভবান্ হইবেন। তিনি তাঁহার নিজের আচারময় আদর্শশিক্ষা-দ্বারা জীবের বাস্তবমঙ্গলের যে পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। আমরা আজ এখানে তাঁহার অভাবে বিরহবেদনা সম্বেদনার্থ সমবেত হইয়াছি। শ্রীল প্রভুপাদের এখানকার ও দূরে অবস্থিত শিষ্যবৃন্দের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।"

উক্ত প্রস্তাবের সমর্থনক্রমে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহোদয় যথাক্রমে বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলেন,—

"মাননীয় মহারাজ বাহাদুর ও সভ্যমণ্ডলি, ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের তিরোধানে গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজ যে বিশেষ দুর্ব্বল হইল, এ বোধ হয় বলা বাহুল্য। তাঁর মত একাধারে মহাজ্ঞানী ও মহাভক্ত এযুগে দুর্দ্দর্শত। আমার সৌভাগ্য হ'য়েছিল, তিন চা'র বার তাঁর মুখে তাঁর অপূর্ব্ব ভক্তিসিদ্ধান্তের ব্যাখ্যান শ্রবণ করবার। তা'ছাড়া কএকবার তাঁর বক্তৃতাও শ্রবণ করবার সৌভাগ্য ঘ'টেছে। তা'তে জান্তে পেরেছি—একদিকে যেমন তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, সঙ্গে সঙ্গে আবার অপূর্ব্ব অকৃত্রিম সুদৃঢ় ভক্তি-নিষ্ঠা। ভক্তি ও জ্ঞানের স্বাভাবিক সংযোগ, মহাসম্বেদন ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী প্রভুপাদের চরিত্রে প্রত্যক্ষ ক'রেছি।

বাংলা দেশে তাঁর তিরোধানে যে বিপুল ক্ষতি ও বিপত্তির উদয় হ'য়েছে, তাহার তাহা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। তাঁর অপূর্ব্ব-ভক্তিশাস্ত্র-ব্যাখ্যান শুন্তে শুন্তে মনে হ'ত যে, মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ শক্তিতে প্রভাবান্বিত শ্রীজীব গোস্বামী আবার এ'জগতে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। শ্রীজীব গোস্বামীর ন্যায়ই তাঁহার শাস্ত্র-সিদ্ধান্তনৈপুণ্য, যুক্তিত্ব ও অগাধ পাণ্ডিত্য লক্ষ্য ক'রে আমরা বিস্মিত হ'য়েছি।

ভক্তি ও জ্ঞানে একটা ঐকান্তিক বিরোধ আছে। ভক্ত কখনও জ্ঞানী, জ্ঞানী কখনও ভক্ত হ'তে পারে না। কিন্তু সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে দর্শনের সৌভাগ্য যাঁ'দের হ'য়েছে, তাঁ'র মুখে যাঁ'রা ভক্তি-ব্যাখ্যান শুনেছেন, তাঁরা কখনই এই ভ্রান্তমত পোষণ ক'রতে পারেন না।

'তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে'—এক মাত্র ভক্তি-পরিনিষ্ঠ জ্ঞানীই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়—গীতার এই দৃষ্টান্তটি সিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়ের চরিত্র সাক্ষ্য দিতেছে। জ্ঞানের প্রধান লক্ষণ অব্যভিচারিণী ভক্তি। এমন কি যাঁ'রা ব্রাহ্মী-স্থিতি লাভ করেন, যাঁ'রা আত্মারাম, তাঁ'রাও ভগবানে পরাভক্তি লাভ ক'রে ধন্য হন

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।
(গীঃ ১৮।৫৪)

এই পরাভক্তিই বৈষ্ণব-পরিভাষায় প্রেম। যে ভক্তি কেবল ভাবুকতা নয়, যাহা পরমেশ্বরে পরানুরক্তিময়ী—সিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়ে সেই ভক্তি ও জ্ঞানের, অপরি-সীম পাণ্ডিত্যের, অদ্ভুতপূর্ব্ব ব্যক্তিত্বের ও লোকনায়কত্বের একত্র সমাবেশ ছিল। তিনি গোলোকের উচ্চতম প্রদেশ হ'তে কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের প্রতি সমদৃষ্টি বর্ষণ করুন। তাঁর প্রবর্ত্তিত ভক্তিশাস্ত্র, ভক্তি-কথা যাহা বাঙ্গালার নিজস্বধন—দিন দিন প্রসার লাভ করুক। আমরা আজ তাঁ'র কাছে এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা ক'র্‌ছি।"

অধ্যাপক দ্বারকানাথ মিত্র বলেন, "যে-মহাপুরুষের বিরহ-স্মৃতি-পূজায় আমরা সকলে সমবেত হইয়াছি, তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের পুনরুদ্বোধন এবং বিশের সর্ব্বত্র প্রচার-সম্পর্কে মানবজাতির যে নিত্য কল্যাণ বিধান করিয়াছেন, তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।"

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের বক্তৃতার মর্ম্ম—

"শক্তি অত্যন্ত অল্প, সময়ও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, কিন্তু বক্তব্য অতি বৃহৎ। এই জগতের অনন্তকালসমূদ্রের তরঙ্গে কত জীব জন্মাচ্ছে ও ম'রছে, কত শোক-সভা নিত্যসঙ্ঘটিত হ'চ্ছে, কিন্তু আজকের সভা তা'তে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। আমরা আজ যে মহাপুরুষের স্মৃতি-পূজার জন্য সমবেত হ'য়েছি, তাঁ'র ব্যক্তিত্ব এই জগতের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। আমার এমন সৌভাগ্য হয় নাই যে, আমি তাঁ'র সহিত পরিচিত হই, তাঁ'র ন্যায় মহাপুরুষের সহিত আলাপ করি, কিন্তু মাত্র একদিন কয়েক মিনিটের জন্য তাঁর দেবদুর্লভ সর্ব্বাধিকারীর ভবনে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী মহাশয়ের অপূর্ব্বদর্শন-লাভ ও তাঁ'র কয়েকটি কথা শ্রবণ ক'রে বুঝ্‌তে পেরেছিলাম যে, তিনি অমল, অসীম জ্ঞানের অগাধখনি। বেলাভূমির মহাশয় যারা ব'লে থাকেন যে, সিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়ে অতিমর্ত্ত্য জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয় ছিল, আমি বলি—সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের চরিত্রে অতিমর্ত্ত্য জ্ঞান, ভক্তি ও ভগবৎ সেবাপর কর্ম্মেরও রাসায়নিক সংযোগ হ'য়েছিল। তাঁ'র অদ্ভুতপূর্ব্ব শাস্ত্রসিদ্ধান্তনৈপুণ্যযুক্ত ভক্তি ও প্রেমময় ব্যক্তিত্বই তাঁ'কে এই যুগের লোকশিক্ষক ও আচার্য্যরূপে প্রকাশিত ক'রেছে। আজ তাঁ'র তিরোধানে আমাদের যে অভাব হ'ল তা'র পূরণ কবে হ'বে জানি না। তাঁ'র মত মহাপুরুষ আবার পাব কিনা জানি না, তবে তাঁ'র পদাঙ্কিত পথ ও আশীর্ব্বাদ অনুসরণ ক'রলে আমরা ধন্য হ'ব, ইহা নিঃসঙ্কোচ ভাবে ব'লতে পারি।"

তৃতীয় প্রস্তাব—অতঃপর সভাপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের ইচ্ছাক্রমে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের স্মৃতিরক্ষা-সমিতি-গঠন বিষয়ক একটি প্রস্তাব উত্থাপন-কালে পুনরায় কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা পালন করা হয়। তৎপর নদীপুরের মাননীয় রাজা বাহাদুর উক্ত (তৃতীয়) প্রস্তাবটি উত্থাপন করিলে উহা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সমর্থিত ও তুমার শ্রীযুক্ত পরমিন্দু নারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ মহোদয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়। রাজা বাহাদুর বলেন—"প্রভুপাদের স্মৃতি আমাদের সকলের হৃদয়েই সংরক্ষিত রহিবে, তথাপি আমাদের চিত্তের সন্তোষের জন্য যথোপযুক্ত স্মৃতিরক্ষা-বিষয়ে একটি বিশেষ সমিতি গঠিত হওয়া আবশ্যক। মহারাজা বাহাদুর এতৎসম্পর্কে যে সমস্ত নাম নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তাহা উত্তমই হইয়াছে।" প্রস্তাব সমর্থন-কালেই সভাপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সভাস্থ সকলেরই হস্তোত্তোলনরূপ ইঙ্গিত-দ্বারা সকলের সম্মিলিত সম্মতি গ্রহণ করেন।

সভাপতির অভিভাষণের মর্ম্ম

অনন্তর সভাপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর তাঁহার স্বভাবসুলভ অমায়িক ও গম্ভীর স্বরে বলিতে থাকেন :—

"আমার প্রথম অভিপ্রায় ছিল যে, আমার মাতৃভাষা বঙ্গভাষাতেই অদ্যকার সভায় আমি কিছু বলিব; কিন্তু এখানে বঙ্গভাষা অনভিজ্ঞ শ্রোতৃবৃন্দেরও উপস্থিতি থাকায় ইংরাজী ভাষায়ই বলিতে হইল।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয় লণ্ডনে, যখন শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্য মহারাজের আদেশে তাঁহার অন্যতম শিষ্য স্বামী বন শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী ইংলণ্ডে কিরূপ আদৃত হয় দেখিবার জন্য লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সময় আমরা কেহ কেহ—যাঁহাদের শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রচার্য্য বিষয়ে কিছু শ্রদ্ধা আছে, তাঁহারা—স্বামীজীকে অধ্যবসায়যুক্ত হইতে বলিয়াছিলাম। আমাদের বিশেষ আনন্দের বিষয় শ্রীভগবদনুগ্রহে স্বামীজী শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক-সূত্রে লর্ড কেটল্যাণ্ড, স্যর ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজব্যাণ্ড প্রমুখ লণ্ডনের বহু কৃতবিদ্য বিশিষ্ট সজ্জনবর্গের দ্বারা অভ্যর্থিত ও সমাদৃত হইয়াছিলেন। অদ্যকার এই মহাসভায় স্যর ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজব্যাণ্ড মহোদয়ের উপস্থিতি আমাদের বিশেষ আনন্দের বিষয় হইয়াছে। তিনি কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকায় যদিও সভায় অধিককাল উপস্থিত থাকিতে পারিলেন না, তথাপি তাঁহার স্বল্পকালের উপস্থিতিই আমাদিগকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছে। স্যর ফ্রান্সিস্ বর্ত্তমানে ধর্ম্মবিষয়ক গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহার অদ্য এই স্থানে উপস্থিতিই প্রমাণ করিয়া দেয় যে, স্বামী বন লণ্ডনে তাঁহার আচার্য্যের বাণী-প্রচার-সম্পর্কে কি কার্য্য করিয়াছেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী মহারাজের ন্যায় আচার্য্যের অভাবে আজ যে ধর্ম্মজগতের সত্য সত্যই এক অপূরণীয় ক্ষতি হইল, তাহা বিশ্বের প্রত্যেক সহৃদয়

সজ্জনব্যক্তি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছেন। আমি ইংলণ্ড হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কএকবার শ্রীগৌড়ীয়মঠের কএকটি সভায় শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎকারের সুযোগ পাইয়াছিলাম। তাহাতে আমি তাঁহার অভিমর্ত্ত্য ব্যক্তিত্বের পরিচয়ে বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

অদ্যদেশে পাশ্চাত্ত্য-গণতন্ত্রবাদের শিক্ষা প্রচুর পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিলেও ভারত যুগযুগান্তর হইতে অদ্যাপি সেই মহা মহা মুনিঋষিগণেরই আত্মধর্ম্ম অনুশীলনের স্থান, ভারতে এখনও আত্মধর্ম্মের সমাদর আছে। ধর্ম্মবিশ্বাস ভারতের পক্ষে স্বাভাবিক। শ্রীল সরস্বতী মহারাজের ন্যায় একজন মহাপুরুষের অভাবে অধুনা ধর্ম্মজগতে সাময়িক নৈরাশ্য আসিলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি যে ইচ্ছাশক্তি ও অপ্রাকৃত বাণী সংরক্ষণ করিয়া গিয়াছেন এবং যে পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিলে সকলেই তাঁহার মনোঽভীষ্ট পালন ও পূরণ করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহার অনুগত শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে বহু যোগ্য ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা তাঁহার প্রচার-ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন। বর্ত্তমানে জগতের এমন এক সময় আসিয়াছে, যে-সময়ে জগদ্বাসী এই আচার্য্যের প্রচারিত শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বাণী সমাদর করিতে শিখিতেছেন। প্রেমধর্ম্ম এবং সেই প্রেমের জন্য আত্মোৎসর্গের বিচার অনুসরণ ব্যতীত এই জগৎ অত্যন্ত দুঃখময় এবং বাসের নিতান্ত অযোগ্য হইয়া উঠে। বর্ত্তমানে ইহা আমাদের বিশেষভাবে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে যে, আমাদের অন্তঃকরণ দুষ্টসংস্কারের বর্ণবৈচিত্র্যে বিকৃষিত হইতে আত্মরক্ষিত হইলেও তাহা কেবলমাত্র বহির্দর্শনের বিচারে সংশ্লিষ্ট না রাখিয়া শুদ্ধ আত্মার শুদ্ধ অনুরাগে রঞ্জিত করিবার বিচার বরণ করিতে হইবে। এই বর্ষের তাৎপর্য্য বিশেষভাবে অবধারণ করা আবশ্যক। দৈহিক পরিধানের অর্থ ইহাই প্রকাশ করে যে, আমাদিগকে বাস্তবসত্যের জন্য আত্মোৎসর্গের বিচার বরণ করিতে হইবে।

সহৃদয় ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আজ আমাকে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজের ন্যায় একজন মহাপুরুষের সুপবিত্র স্মৃতিপূজায় সৌভাগ্য প্রদান করায় আমি আপনাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আমরা অদ্য শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীল প্রভুপাদ সম্বন্ধে যাহা শ্রবণ করিলাম, তাহা গৃহে ফিরিয়া চিন্তা করিব। তাঁহাদের স্মৃতির অনুধ্যানমুখে যাহাতে তাঁহাদের সন্ধানের অনুসরণ করিতে পারি, তাহাই আমাদের প্রার্থনীয় বিষয় হউক।"

সভাপতি মহোদয়ের বক্তৃতার পর মিঃ এলিস্ জেকব (Mr. Ellis Jacob) কলিকাতা-নগরবাসীর পক্ষ হইতে শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটে দুঃখ ও সমবেদনা-প্রকাশমুখে সভাপতি মহোদয় এবং বক্তৃবৃন্দ, সমবেত সজ্জনমণ্ডলী ও ভাল্‌হাউসী ইন্‌ষ্টিটিউট হলের কর্ত্তৃপক্ষগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের ইচ্ছাক্রমে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ যথাক্রমে বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় দুইটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত বক্তৃতাদ্বয়ের মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

'গৌড়ীয়'-সম্পাদক বলেন—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥

মাননীয় মহারাজ বাহাদুর, শ্রদ্ধাস্পদা মাতৃমণ্ডলী ও সমবেত সজ্জনবৃন্দ! শিষ্যের কিরূপ হ'তে গুরুর প্রশস্তিগাথা কীর্ত্তনে কতটা নিরপেক্ষতা থাকতে পারে, তদ্বিষয়ের সমালোচনা কিছু অস্বাভাবিক নয়। শিষ্য ত' তাঁর গুরুর যাথাত্ম্য কীর্ত্তন ক'রবেনই। গুরুর অলৌকিকত্ব প্রচার, গুরুর স্তুতিগান করা শিষ্যের ধর্ম্ম—ইহা আমরা অনেকেই মনে করি। বিশেষতঃ যে সভায় সাধারণ লোকবর্গ প্রশস্তিগাথা শুনবার জন্য সমবেত হ'য়েছেন, সেই সভায় শিষ্যের পক্ষে মৌন থেকে সভার সাধারণ ভাবটি নষ্ট করা কোন মতেই উচিত নয়। এই সকল সমস্যার মধ্যেও আজ মৌন ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হ'য়েছি, কেননা আজ যে মহাপুরুষের পূজা লোকবাসীর পক্ষ হ'তে অনুষ্ঠিত হ'চ্ছে, সেই মহাপুরুষের কাছে অনেক বিপ্রলীকথা শুনবার সৌভাগ্য হ'য়েছিল; কিন্তু সবচেয়ে একটা বড় বিপ্রলীকথা তাঁর কাছে শুনেছি যে, সাধুকে, মহাপুরুষকে, আচার্য্যকে দেখ্‌তে হ'লে, চোখ দিয়ে দেখা যায় না, কাণ দিয়ে দেখ্‌তে হয়। [বিরাট

কহতনকনি] গুরু শিষ্যকে কি দেন, গুরুর কাজ কি ? আর আচার্য্যেরই বা লক্ষণ কি ? গুরু, সাধু বা আচার্য্য শিষ্যের কর্ণকুহরে ঢেলে দেন অতিমর্ত্ত্য শ্রৌত-সিদ্ধান্ত-বাণী। সেই বাণী যখন শিষ্যের কর্ণবেধ-সংস্কার সাধন করে, তাঁর সুপ্ত চেতনের দুয়ারে করাঘাত করে, তখন খুলে যায়—জন্মজন্মান্তরের অবরুদ্ধ দর্পণ, ভেঙ্গে যায় অনাদিকালের মোহনিদ্রা, জাগরিত ও উন্মেষিত হয় চেতন, প্রস্ফুটিত চেতন দিব্যনয়ন প্রকাশ ক'রে দেয়, এই দিব্যনয়নে সাধুকে দেখা যায়, বুঝা যায়।

এই মহাপুরুষের কাছেই শুনেছি, তিনি ব'লেছেন, "প্রাকৃতচিত্তের আগে কাণে না শুনে চোখ দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে যার রামানন্দকে দেখতে গিয়ে যে ভুল হ'য়েছিল, গৌড়ীয়দের সম্বন্ধেও সকলের সেইরূপ ভুল হ'চ্ছে।" আমরা আচার্য্যের এই বাণী অনুসরণ ক'রে বলি—সর্ব্বসাধারণ যদি আচার্য্যের বাণী দিয়ে তাঁকে দেখতে যান, তা'হ'লে তাঁর যথার্থ স্বরূপ দেখতে পাবেন, নতুবা অন্য কোন ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁকে দেখতে গেলে, তাঁর বিরাট্‌রূপ, তাঁর বহিরঙ্গ বিভূতিমাত্র দেখে আপাততঃ স্তম্ভিত হ'তে পারেন ; কিন্তু তাঁতে তাঁর অন্তরঙ্গ স্বরূপ দর্শন হ'বে না। এখানেই তাঁর শিষ্য হওয়ার—অর্জুনের মত "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" বলার সার্থকতা আছে ; যিনি যতটা তাঁর বাণি অন্তরের সেবোন্মুখ কাণ দিয়ে শুনেছেন, তিনি ততটা তাঁর শিষ্য হ'তে পেরেছেন। অবশ্য নবীন উপাসকগণের জন্য বিরাট্‌রূপের একটা সাময়িক সার্থকতা আছে, যে কথা শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে গীতার ১১শ অধ্যায়ের বিরাট্‌রূপের ও শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব বিভুরূপের তারতম্য-বিচারে নির্দ্দেশ ক'রেছেন। সাধারণ লোক,—বহিরঙ্গ লোক গীতার ১১শ অধ্যায়ের বিরাট্‌রূপের ঐশ্বর্য্যে অধিক মুগ্ধ হন, সন্দেহ নাই ; কিন্তু যাঁ'দের কাণে শ্রীকৃষ্ণের গান, শ্রীকৃষ্ণের বাণী প্রবেশ ক'রেছে, তাঁরা অর্জ্জুনের ন্যায় ব'লে থাকেন—

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥

(গীঃ ১১।৫১)

আমাদের আচার্য্যের সমগ্র চরিত্র অরূপিমতা ও অতিমর্ত্ত্য স্বাভাবিকতার উপমান স্বরূপ। অলৌকিকতার নামে "বুজরুকী" যাহা সাধারণের নিকট সাধুত্বের মাপ-কাঠি, তাহা তাঁর চরিত্রের চতুঃসীমানায় কোনদিনই সম্মুখীন হ'তে পারে নাই। তিনি আর একটি বিপ্লবী কথা ব'লেছেন—সাধু, গুরু ও ভগবান্ দৃশ্য আর আমরা দ্রষ্টা নহি। বস্তুতঃ আমরা দৃশ্য ; তাঁরা'ই দ্রষ্টা। যেদিন সাধুকে আমাদিগের নির্ম্মল সেবার স্বরূপ দর্শন করা'তে পারব, সেদিনই আমরা সাধুকে—আচার্য্যকে দেখতে ও বুঝতে পা'ব্‌ব।

মাননীয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবাবু ব'লেছেন যে, প্রভুপাদ অনেক ভক্তিগ্রন্থাদি সঙ্কলন ক'রে যাঁ'রা ভক্তিসাহিত্যে শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট তাঁ'দের উপকার ক'রেছেন, কিন্তু আমাদের আচার্য্যের ভক্তিসাহিত্যে এমন একটা মৌলিক উপাদান প্রদান ক'রেছেন, যে জন্য সমগ্র বৈষ্ণবসমাজ তাঁর নিকট চিরঋণী। তাঁর শ্রীমুখে শুনেছি, তিনি যখন প্রথম প্রচারকার্য্য আরম্ভ করবার সঙ্কল্প ক'রলেন, তখনই তিনি সর্ব্বাগ্রে বৈষ্ণব পরিভাষাকে সাধারণের বোধগম্য করা'বার জন্য উদ্যত হন। তাঁর শ্রীমুখ হ'তে তাঁর চরিত্র শ্রবণ করবার সময় তিনি আমাদিগকে ব'লে-ছিলেন যে, তিনি বিচার ক'রলেন, 'যদি আমি বৈষ্ণব-বিদের পরিভাষা-সমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য সর্ব্বপ্রথমে ব্যাখ্যা না করি, তা' হ'লে লোকে বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা শুনেও এক বুঝতে আর এক বুঝে ফেলবে। যেমন সাধারণ লোকের ধারণা—বৈষ্ণবগণ কতকগুলি দুর্ব্বোধ্য ও অভিধানে দুষ্প্রাপ্য অপ্রচলিত শব্দরাশি ও নিরর্থক বাগ্‌বৈখরী সৃষ্টি ক'রেছেন ! 'মৃড়' এই সাধারণ শব্দটি ব'ললেই চলে, সেখানে তাঁ'রা 'তিরোধান', 'অপ্রকট'—কত কি লম্বা চওড়া শব্দ ব্যবহার ক'রেছেন। 'প্রসঙ্গ' শব্দ না ব'লে 'প্রকট', 'আবির্ভাব' ; 'খাওয়া' না ব'লে 'সেবা' ; 'খাদ্য' না ব'লে 'মহাপ্রসাদ' ; 'নিদ্রা' না ব'লে 'বিশ্রাম' ; 'শোক' না ব'লে 'বিরহ' ; 'কর্ণ' না ব'লে 'সেবা' প্রভৃতি কত বাগাড়ম্বর তাঁরা প্রকাশ ক'রেছেন। হয়ত' আজকার সভাকে 'বিরহসভা' নাম দেওয়ায় অনেকে মনে ক'রেও থাকতে পারেন যে, এই সভার নাম 'শোকসভা' দিলে সর্ব্বসাধারণের বুঝবার সুযোগ ও সুবিধা হ'ত। অথবা এই অপ্রচলিত বৈষ্ণব-পরিভাষা-প্রয়োগের সার্থকতা কি ? এই সকল সমস্যার সমাধান করবার

অতই প্রভুপাদ 'বৈষ্ণবমহত্ত্ব' নামক এক বৈষ্ণবকোষ-গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। এজন্য তিনি ১৯০০ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ভারত ভ্রমণ ক'রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সহিত আলাপ, তত্তৎসম্প্রদায়ের শাস্ত্রালোচনা ও বিভিন্ন স্থান হ'তে বহু তথ্য সংগ্রহ ক'রেছিলেন।

অর্জ্জুন যেকাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণের বাণী শ্রবণ না করবার অভিনয় ক'রেছিলেন, সেইকাল পর্য্যন্তই তিনি শোকে মুহ্য থাকবার আদর্শ প্রকাশ ক'রেছিলেন, কিন্তু তিনি কৃষ্ণের বাণীতে জান্তে পার্লেন—

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ (গীঃ ২।১১)

ভগবদ্বস্তু ও ভগবানের নিজ-জনগণ কর্ম্মফলবাধ্য জীবের ন্যায় কর্ম্মফল ভোগ করবার জন্য জন্মমৃত্যুর অধীন হ'য়ে এজগতে আসেন না, লোকমঙ্গলের জন্য স্বেচ্ছায় তাঁ'দের প্রকট ও অপ্রকট লীলা। যখন তাঁ'রা অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করেন, তখন তাঁ'দের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না, কিন্তু প্রকটলীলা-কালীন লোকের নিকট তাঁ'দের বিরহ অনুভূত হয়। মহাপুরুষ, সাধু, আচার্য্য ও বৈষ্ণবের জন্য যে বিরহ, তা'তে ভক্তিবৃত্তি অধিকতর উদ্দীপ্ত হ'য়ে থাকে। আর শোকে চিত্ত মলিন ও আমাদিগকে দেহ-মনে আলস্য ক'রে দেয়। শোক জিনিষটা 'অভক্তি' আর 'বিরহ'—ভক্তি-বৃত্তি, এজন্যই আমাদের ভাষায় নাম 'বিরহ-ব্যথা'। তাই বৈষ্ণব-পরিভাষা নিরর্থক শব্দাড়ম্বর-মাত্র নয়—আচার্য্যের নামের পূর্ব্বে অষ্টোত্তরশতশ্রী নিরর্থক নয়। 'ঐ ওলি ছোটে কেটে দিলেও কোন ক্ষতি নাই', এরূপ নহে। মহাপুরুষের অপ্রকটের পর তাঁ'কে 'শ্রী'-হীন করা যায় না। কেন না, তিনি নিত্যসিদ্ধ সেবা-শোভায় প্রতিষ্ঠিত, তিনি 'শ্রী'ভূষিত নিত্যজন।

মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহাশয় আচার্য্যের সম্বন্ধে ব'লেছেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবের শক্তি আচার্য্যে অভিব্যক্ত হ'য়েছিল। প্রদ্ধাস্পদ তর্কভূষণ মহাশয়ের মুখে সত্যবতী সত্যকথাই বলিয়েছেন, কারণ শ্রীচরিতামৃতের ভাষায়ও আমরা শুন্তে পাই—

কলিকালের ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তা'র প্রবর্ত্তন॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৭।১১)

একমাত্র কৃষ্ণশক্তিই শ্রীচৈতন্যাবতারের প্রেমামৃত-বন্যায় পৃথিবীকে ভাসাতে পারেন।

মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু প্রভুপাদের চরিত্রে যে জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় ও মহামহোপাধ্যায় সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় যে আচার্য্যে 'জ্ঞান', 'ভক্তি' ও 'কর্ম্মে'র ত্রিবেণী-সঙ্গমের কথা ব'লেছেন, তৎসম্বন্ধে দু' একটি কথা আচার্য্যের বাণীর অনুসরণ ক'রে ব'লতে ইচ্ছা করি, নতুবা হয়ত' আচার্য্যের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি ক'রতে আমরা ভ্রম ক'রব।

'ভক্তি, 'জ্ঞান' ও 'কর্ম্ম' ব'লতে সাধারণ পরিভাষা যাহা নির্দ্দেশ করে বা এ সম্বন্ধে যে সাধারণ ভ্রম পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রায় সর্ব্বজনে সংক্রামিত, তা'হ'তে 'শুদ্ধাভক্তি', 'শুদ্ধজ্ঞান' ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর অখিলচেষ্টার পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের সাহিত্যে কোন এক খ্যাতনামা ধর্ম্মব্যাখ্যাতা লিখেছিলেন,—'ভক্তি' কাম-ক্রোধের ন্যায় বৃত্তি বিশেষ। অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের কৃত এইরূপ ভক্তির সংজ্ঞা কিছু অস্বাভাবিক নহে, কারণ সর্ব্বত্র ভক্তির যে সকল চেহারা দেখ্তে পাওয়া যায়, তা'তে ভাবুকতা, ভাবপ্রবণতা, মনোদিক উচ্ছ্বাস ও বিকার প্রভৃতিকেই ভক্তি ব'লে মনে হয়, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীচৈতন্যের অন্যতম ভৃত্য ভক্তিবিজ্ঞানের মহাজন শ্রীরূপ ও শ্রীরূপানুগবর আচার্য্য-দেবের বাণীতে শুনেছি ও আদর্শে প্রত্যক্ষ ক'রবার সৌভাগ্য লাভ ক'রেছি যে, ঐরূপ ভাবুকতা বা উচ্ছ্বাসে ভক্তির 'ভ' নাই, উহা সম্পূর্ণ অভক্তি। ভক্তি অনাবৃত নির্ম্মল আত্মার স্বাভাবিকী অহৈতুকী বৃত্তি—অপ্রতিহতা প্রগতি। সেই ভক্তি সম্বন্ধজ্ঞানের ফল, অথবা 'সম্বন্ধজ্ঞান' ও 'ভক্তি' একই জিনিষ। যেখানে নির্ম্মল সম্বন্ধ-জ্ঞান, সেখানেই ভক্তি, আবার যেখানে ভক্তি, সেখানেই সম্বন্ধ-জ্ঞান। "জ্ঞানং হি বস্তুযাথাত্ম্যং ভক্তিযোগসমন্বিতম্", "জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতম্"—প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী যথার্থ জ্ঞান ও ভক্তির একত্ব নির্দ্দেশ করিতেছেন। সেই ভক্তি—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণতাৎপর্য্যময়ী। অপ্রাকৃত কামদেব কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য যে অখিল চেষ্টা, তাহাই ভক্তি। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর ভাষায় দেখ্তে পাই—

উহা হতে হয়েছিলে কর্ণের জননী পৃথা।
নিখিলাবস্থাসমূহে জীবন্মুক্তঃস উচ্যতে॥

অধোক্ষজ হরির ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য তাঁর মনোবাক্যে যে অখিল চেষ্টা, তাহাই ভক্তি। এরূপ নিত্যসিদ্ধ স্বাভাবিক সেবা-চেষ্টাযুক্ত ব্যক্তিই জীবন্মুক্ত। যাঁরা মহাভাগবত আচার্য্যের বিরাট্‌রূপ মাত্র দর্শন করেন, তাঁরা এই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণময়ী চেষ্টাকে বাক্য বা কার্য্যে 'কর্ম্ম' ব'লে ধারণা ক'রে আচার্য্যকে কর্ম্ম-চেষ্টায় পরিণত করেন। আবার কেহ কেহ তাঁর সম্বন্ধজ্ঞান-বিতরণ-কার্য্যকে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বিচার ক'রে ভ্রমে পতিত হন। বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যের নিজ-জনগণের, স্বরূপশক্তিগণের কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা 'কর্ম্ম', 'তদর্পণ', 'কর্ম্মমিশ্রাভক্তি,' 'নিষ্কামকর্ম্ম'—কোনটিরই পর্য্যায়ভুক্ত নহে, তাহা সাক্ষাৎ সেবা বা অনুকূল পরতন্ত্রানুশীলন 'জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি'—শুদ্ধা ভক্তি নহে। মিশ্রভাব পরিত্যাগ ক'রলে কৃষ্ণানুশীলন হয়। ভক্তি—নিরপেক্ষা ও স্বয়ংসিদ্ধা এবং পূর্ণতমবস্তু। অভিধেয়-ভক্তি-যাজনের জন্য যে সচ্চিদ্‌বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে অপ্রাকৃত জ্ঞান, যাহা সম্বন্ধজ্ঞান নামে পরিচিত, তাহা সাক্ষাৎ ভক্তি। উহা জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি কিংবা জ্ঞানোত্তরা ভক্তি বা ঐরূপ ভক্তির উত্তর ফল নির্ব্বিশেষজ্ঞান,—এরূপ নহে। কেবল-জ্ঞান ও অনন্ত-প্রসবিশালিনী অহৈতুকী আত্মবৃত্তি ভক্তি একই বস্তু। আমাদের আচার্য্য শ্রীস্বরূপ-রূপের কেবল-জ্ঞান-রত্নের খনিরূপে প্রকাশিত হ'য়ে জগতে তাঁর আচার্য্যত্ব ও মহা-মহা-বদান্যলীলা প্রকাশ ক'রেছেন। তাঁর সমস্ত চেষ্টা অনুকূল-কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণময়ী—আশ্রয়-সমাশ্রিই বিষয়ের সাক্ষাৎ সেবাময়ী, ইহা বুঝতে পারলেই এই আচার্য্যের স্বরূপ উপলব্ধি হ'বে।

শ্রীপাদ বন মহারাজ বলেন—

শ্রীগৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে আমরা কলিকাতা-নগর-বাসীর প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি যে, তাঁহারা আমাদিগের পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহ-কাতর, উপযুক্ত ভাষায় আমাদের অন্তরের ভাব নিবেদন করিবার সামর্থ্য নাই; সজ্জনবৃন্দ আমাদের হৃদয়ের আর্ত্তি গ্রহণ করুন। প্রভুপাদের অযোগ্য শিষ্য আমরা, শ্রীভগবানের কৃপায়, শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশীর্ব্বাদে ও আপনাদের সকলের শুভেচ্ছার যাহাতে তাঁহার বাণী নিত্য ধারণ করিয়া—তাঁহার উপদেশ পালন করিয়া—তাঁহার শিক্ষা-পরিচর্য্যে সকলে মিলিত হইয়া তাঁহার মনোহভীষ্ট সম্পাদন করিতে পারি, তাহাই সর্ব্বশিষ্যের হৃদয়ের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

মহাশয় মহোদয়গণ! আপনাকে, কেবল মাত্র ভাষাদ্বারা মৌখিকভাবে নহে, আমরা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আপনি আমাদিগকে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। পত্রনে আপনার সহায়তা আমাদিগের প্রচারকার্য্যে বিপুল উৎসাহ প্রদান করিয়াছিল। আপনি সেইরূপ উৎসাহ আমাদিগকে চিরকাল প্রদান করিবেন, আমরা এই আশাবন্ধ বিশেষ-ভাবে পোষণ করি।

আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা পূজ্যপাদ 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহোদয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের একটি বিশেষ কথা বলিয়াছেন যে—শ্রীভগবান্ বা তাঁহার নিজজনকে দর্শন করিতে হইলে তাঁহাদের বাণী-শ্রবণের দ্বারাই তাঁহাদিগকে দর্শনের বিচার বরণ করিতে হয়। তাঁহার আর একটি বিশেষ কথা—অধোক্ষজ-বস্তুকে আমাদের প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিচারে দর্শন করা যায় না। তিনিই বস্তুতঃ দ্রষ্টা, তাঁহাকে দেখিবার শক্তি তিনি যখন প্রদান করেন, তখনই তাঁহাকে দর্শন করা যায়। আপাতদৃষ্টে কর্ম্ম বা জ্ঞান বলিতে যাহা বুঝা যায়, ভগবদ্বিজনের কর্ম্ম বা জ্ঞান সেরূপ নহে। তাঁহার কর্ম্ম—ভগবৎসেবা, জ্ঞান—দিব্যজ্ঞান (সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনজ্ঞান) বা ভক্তি একই তাৎপর্য্যপর। সাধারণ কর্ত্তৃত্বাভিমানমূলে যে কর্ম্ম, বা জাগতিক অভিজ্ঞতামূলে যে জ্ঞান, তাহা শুষ্কভক্তি ও শুষ্কজ্ঞানের সহিত আপাতদৃষ্টে এক মনে হইলেও বস্তুতঃ তাহা অজ্ঞোত ও জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যের ন্যায় সম্পূর্ণ পৃথক্।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন—কর্ম্ম যিনিষটি কিছু দেশ-কাল-পাত্র বা সম্প্রদায়-সমাজ-জাতীয়তা-বিচারের অন্তর্গত নহে। হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান—সকলেই আজ এই বিরহ-সভায় উপস্থিত, ইহা আমাদের বড়ই আনন্দের বিষয়। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম যে-ধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন, তাহা কোন সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার কথা নহে, তাহা বিশুদ্ধ চিন্ময়-ভূমিকার কথা—সর্ব্বচেতনময় জীবের স্বরূপের নিত্য

হইতে। এই আত্মধর্ম্মেই সকল সমস্যার বাস্তব সমাধান আছে। ইহা দ্বারাই সমগ্র মানব জাতির প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।

বর্ত্তমান জার্ম্মাণীর নাজী গভর্ণমেণ্ট যেরূপ, ধর্ম্মকে তাঁহাদের জাতীয়তার অঙ্গরূপ বলিয়া প্রচার করিতেছেন, আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রচারিত ধর্ম্ম সেরূপ কোন জাতীয়তার অন্তর্গত নহে।

আমি শ্রীগৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে পুনরায় সভাপতি মহোদয়, সভার আহ্বানকারী সজ্জনবৃন্দ এবং বক্তৃ ও শ্রোতৃবৃন্দকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

অতঃপর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জয়ধ্বনি-মুখে সভা-ভঙ্গ হয়। সভাপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর স্বয়ং হরি-সঙ্কীর্ত্তন-মুখে উৎসাহ প্রদান করেন। তৎপর পুনরায় পূর্ব্ববৎ সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীল প্রভুপাদের আসনার্চ্চার অনুসরণে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সভার আয়োজন ও সার্ব্বজনীন সুষ্ঠুতা-সম্পাদন-বিষয়ে মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন ও শ্রীপাদ জগদ্বান্ধব ভক্তিবান্ধব বি-এ প্রমুখ সেবকবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, এজন্য তাঁহারা সবিশেষ ধন্যবাদার্হ। শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপাদ চরণাশ্রিত ব্রহ্মচারী, শ্রীকীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ হরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী (ভূত্যকার্য্যে) প্রমুখ সেবকগণও নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারাও ধন্যবাদার্হ। ভাগ্যকুল ইন্‌ষ্টিটিউট হলের প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারী ও সভ্যবৃন্দ তাঁহাদের হলটি উক্ত সভার জন্য বিনা-ব্যয়ে প্রদান করিয়া সবিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। প্রতিষ্ঠিয়াল ষ্টাফ্‌ষ্টাইট-সঙ্ঘ ও মিঃ এন্ এন্ বসু মহোদয়কে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। যে সমস্ত কীর্ত্তন-সম্প্রদায় শ্রীগৌরবাণীর সেবা-সৌভাগ্যবরণকে প্রয়োজন করিয়াছেন, তাঁহারাও আমাদিগের বিশেষ ধন্যবাদার্হ। মাননীয় সভাপতি মহোদয়, সভার আহ্বানকারিসজ্জনবৃন্দ, বক্তৃ ও শ্রোতৃবৃন্দের শ্রীগৌরবাণীর প্রশস্তি-শ্রবণকীর্ত্তনে আগ্রহ ও শ্রদ্ধা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসার্হ।

সভান্তে শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত "আচার্য্যের

অবদান-বৈশিষ্ট্য" নামক বঙ্গভাষায় লিখিত পুস্তিকা, মিঃ জে, কে সেন কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় লিখিত "A Tribute" নামক পুস্তিকা এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল মহোদয় লিখিত সংস্কৃত "বিলাপাইকম্" পদ্য বিতরিত হয়।

সভার সভাপতি, বক্তা, প্রস্তাব ও সমর্থনকারি সজ্জনবৃন্দ ব্যতীত রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য, মিঃ এন্ এন্ বসু বার-এ্যাট্-ল, মিঃ এস্ এন্ বসু, শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দত্ত, কবিরাজ শ্রীযুক্ত অনাথ নাথ রায়, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু, মিঃ বি, এন্ ব্যানার্জ্জী, শ্রীযুক্ত ললিত মোহন ও বাণিনী মোহন মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চাকুলাদার, মিঃ পি, কে, মুখার্জ্জী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতেও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব বন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সৌধী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ভূর্য্যাশ্রমী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ পর্ব্বত মহারাজ, ওঁ বিষ্ণুপাদ আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ, 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিবিনোদ, শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিভূষণকর, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ ঘনশ্যাম ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, শ্রীপাদ জগদ্বান্ধব ভক্তিবান্ধব, শ্রীপাদ ভবভঞ্জিন্ ভক্তিসৌরভ, শ্রীপাদ সদাচরণ ভক্তিবিলম, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল্, শ্রীযুক্ত হরীন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী বি-এস্সি বি-এল্ প্রমুখ বহু সেবক উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন সংবাদপত্রে সভার বিবরণ

কলিকাতার প্রায় সমস্ত ইংরাজী ও বাংলা সংবাদ-পত্রে উক্ত সভা ও সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। সভার অধিবেশন-সংবাদও বিস্তৃত বিবরণ-সহ প্রায় সমস্ত পত্রেই প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে কতিপয় সংবাদপত্রের নাম ও সংবাদের বিষয় উল্লিখিত হইল :—

"অমৃতবাজার-পত্রিকা" (২৪।২।৩৭)—"Gaudiya Math President": Memorial Meeting on March 7 (সভার আহ্বান পত্র ও আহ্বানকারিগণের নাম), ঐ (৫।৩।৩৭)—"Bengal Hindu Sabha" (২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭ 'বেঙ্গল হিন্দু সভা'র একটি অধিবেশনে শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটে দুঃখ প্রকাশ); ঐ (৬।৩।৩৭)—"Bhakti Siddhanta Saraswati: Public Condolence Meeting To morrow" (৭ই মার্চের সভার আহ্বান ও আহ্বানকারিগণের নাম), ঐ (৭।৩।৩৭ রবিবার)—(সম্পাদকীয় স্তম্ভে শ্রীল প্রভুপাদের প্রণতি-কীর্ত্তন ও ৭ই মার্চ্চ ডালহাউসী ইন্‌ষ্টিটিউট হলের সভায় সর্ব্বসাধারণকে আহ্বান এবং ঐ সংখ্যারই একটি বিশেষ স্থানে জরুরি কলমে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যসহ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও বিরহ-সভার আহ্বান); ঐ (৮।৩।৩৭)—"Gaudiya Math Founder: Homage To Memory: Crowded Public Meeting At Dalhousie Institute" (৭ই মার্চ্চের সভার বিস্তৃত বিবরণ); ঐ (৯।৩।৩৭)—"Memorial Procession of the Sankirtan parties carrying the Portrait of the President of the Gaudiya Math, Paramahansa Srila Saraswati Maharaj from the Temple to Dalhousie Institute where a condolence meeting was held" (কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার আলোকচিত্র)।

"ষ্টেট্‌সম্যান" (৮।৩।৩৭)—"Founder Of Gaudiya Math: Proposed Memorial" (৭ই মার্চ্চের সভার বিবরণ)।

"ষ্ট্যাণ্ডার্ড" (৭।৩।৩৭)—"Bhakti Siddhanta Saraswati: Memorial Meeting On Sunday" (সভার আহ্বান ও আহ্বানকারিগণের নাম শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য-সহ); ঐ (৮,৩।৩৭)—"Gaudiya Math Founder: Tributes To Holy Memory: Calcutta Meeting" (৭ই মার্চ্চের সভার বিস্তৃত বিবরণ); ঐ (৯।৩।৩৭)—"Memorial Meeting of the Founder of the Gaudiya Math at the Dalhousie Institute" (৭ই মার্চ্চের সভার বক্তৃতামঞ্চের আলোক-চিত্র)।

"আনন্দবাজার পত্রিকা" (২২শে ফাল্গুন, ১৩৪৩; ইং ৬।৩।৩৭)—"ডালহাউসী ইন্‌ষ্টিটিউট হলে স্মৃতি-সভা" (শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যসহ ৭ই মার্চ্চের সভার ঘোষণা); ঐ (২৩শে ফাল্গুন)—"ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী মহারাজের স্মৃতি-তর্পণ: সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা" (সভার ঘোষণা); ঐ (২৪শে ফাল্গুন মঙ্গলবার)—"ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজ—গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি: ডালহাউসী ইন্‌ষ্টিটিউট হলে স্মৃতি-সভা" (সভার বিস্তৃত বিবরণ)।

"দৈনিক বসুমতী" (২০শে ফাল্গুন ১৩৪৩)—"বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা" (৭ই মার্চ্চের সভার ঘোষণা)।

'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে আচার্য্যপ্রশস্তি

[এ, বি পত্রিকা ৭ই মার্চ্চ (১৯৩৭) রবিবার—সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

A pubilc meeting under the Presidentship of the Maharajadhiraja Bahadur of Burdwan will be held at the Dalhousie Institute Hall to day at 4 p. m. to pay homage to the hallowed memory of Paramahansa Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Gaswami Maharaj whose disappearance took place on the 1st January last. To the spiritually-minded, particularly to the Vaishnavs, the name of this Holy Person is very well-known. He was the Founder President of the Gaudiya Mission through which He preached and propagated Mahaprabhu Sri Chaitanya's Gospel of Divine Love. That was the one alleonsuming passion of His life and whoever came into contact with Him could not but be impressed by His profound knowledge of the Shastras, His intense spiritual devotion and a truly saintly life. Through His untiring efforts 66 preaching centres for the cultivation of a religious life were established in India. But His religious activities were not confined to India alone. In Great Britain and on the Continent of Europe He created a great

impression among the seekers of Truth as an exponent of devotional theism and it was at His instance that a Hindu Home was established in London some time ago and also a Temple is going to be established soon. The world of Vaishnavism has no doubt suffered a great loss by His demise but it is some consolation to think that He has left behind a band of followers who will hold fast to the ideals of the Gaudiya Mission. Let us hope our countrymen will muster strong at to-day's meeting and offer their tribute of love and adoration to the memory of one so great and good.

প্রাচীন ত্রিপুরাধিপতি পরমশ্রীমৎ মহামান্য মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের টেলিগ্রাম

7- 3- 37-

From PANNA.

To :—Secretary Gaudiya Math, Baghbazar Calcutta.

Much regret inability attending Memorial meeting today owing absence from Calcutta am paying my regards to the revered memory of Paramahansa Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami who has left behind the glorious ideal of service to humanity.

Maharaja Tripura.

লণ্ডনের তার

মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু গত ৩রা মার্চ্চ (১৯৩৭) লণ্ডন হইতে নিম্নলিখিত তারের সংবাদ-প্রেরণ করিয়াছেন।

London Gaudiya Mission expresses deepest grief at passing of Srimat Saraswati Thakur. Paying respectful homage. London Condolence meeting held on 3rd. Bhaktisaranga.

—:০:—

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটে সমবেদনা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৮-২৯ সংখ্যার পর]

শ্রীগৌরায় নমঃ

দক্ষিণ কলিকাতা-শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমধর্ম্ম-প্রচারিণী-সভা

সন ১৩৪৩, ১০ই মাঘ, ২৩শে জানুয়ারী—১৯৩৭।

অধিবেশন-স্থান—২৫ বি মোহিনী মোহন রোড্

সভাপতি—ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র।

সর্ব্বজন-পরিচিত পরিব্রাজকাচার্য্য গৌড়ীয়ধর্ম্মপ্রচারে ও উৎকর্ষসাধনে উৎসর্গীকৃত-জীবন, আজীবন ব্রহ্মচারী, গৌড়ীয়-মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহোদয়ের নিত্য লীলা প্রবেশে এই শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমধর্ম্ম প্রচারিণী সভা গভীর বিরহ প্রকাশ ও তাঁহার স্মৃতির প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছেন।

(স্বাক্ষর) দ্বারকানাথ মিত্র
সভাপতি

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবতে

১১।২।১৯৩৭ রাইপুর (গড়রাইপুর) বাঁকুড়া

বিহিত সম্মানপূর্ব্বক সবিনয় নিবেদন—

প্রিয় গৌড়ীয় সম্পাদক মহাশয়,

যে মহাশক্তির অনুপ্রেরণায় আজ সমগ্র জগতে বিভিন্ন ভাষায় শ্রীগৌরাঙ্গ-শিক্ষা প্রচারিত হইতেছে, তাঁহার বিয়োগে কেবল বৈষ্ণব নহে, মনস্বী ব্যক্তিমাত্রই মর্ম্মপীড়া অনুভব করিতেছেন। আকৈশোর গৌরার্দ্দিহৃদয়ে আঘাত আমার হৃদয়ে বিশেষ ব্যথা লাগিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বাণী প্রচারে, শ্রীগৌরাঙ্গের ও তদীয় পার্ষদ বৃন্দের আচরিত বিশুদ্ধাচারে, বিশ্বের মঙ্গলসাধনে, আপনাদের ঐকান্তিক, অনুরাগ, উৎসাহ, অধ্যবসায় ও আন্তরিকতা অক্ষুণ্ণ থাকুক—ইহাই আমাদের কামনা। ইতি।

শ্রীবৈষ্ণব-কৃপার্থী—
বিরহ-বিধুর শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বেদান্ত বাচস্পতি।

—:০:—

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠ-দর্শনে স্যর ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজব্যাণ্ড

গত ৭ই মার্চ্চ (১৯০৭) রবিবার বেলা ১১ ঘটিকার সময় লণ্ডন-গৌড়ীয়মিসন-সোসাইটীর বর্ত্তমান ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট্ মাননীয় স্যর ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজ্‌ব্যাণ্ড কে-সি-এস্-আই, কে-সি-আই-ই মহোদয় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ-দর্শনার্থ আগমন করেন। তাঁহার বয়স প্রায় সপ্তাশীতি বা তদ্ভোধিক বর্ষ হইবে।

স্যর ফ্রান্সিস্ শ্রীগৌড়ীয়মঠের তোরণদেশে উপস্থিত হইলে তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ তাঁহাকে মঠের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক আচার্য্যপ্রবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন মহোদয়ের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। সেক্রেটারী মহোদয় তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন পূর্ব্বক মেসার্স এণ্ড এন্ মুখার্জ্জী এণ্ড সন্স্ কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যাদিনীমোহন মুখোপাধ্যায় ও বিবেকানন্দ মিসনের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহোদয়দ্বয়ের সহিত পরিচয় করাইয়া তাঁহাকে শ্রীমন্দির-প্রবণ-সমনে আনয়ন করেন। শ্রীপাদ বন মহারাজ প্রথমে মঠের ত্রিদণ্ডিগণ, শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু ও অন্যান্য বিশিষ্ট সেবকবৃন্দ এবং তাঁহার অভ্যর্থনা-সভায় সমবেত কতিপয় সম্ভ্রান্ত সজ্জনের সহিত তাঁহাকে পরিচিত করাইয়া দিলে স্যর ফ্রান্সিস্ তাঁহাদিগকে প্রত্যভিনন্দন জ্ঞাপনপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করেন।

অতঃপর শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল মহোদয় "কেশব তুয়া জগত বিচিত্র" এই গীতিটি কীর্ত্তন করিলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীপাদ বন মহারাজ স্যর ফ্রান্সিসের পরিচয়-প্রদান-প্রসঙ্গে তাঁহার লণ্ডনে গৌড়ীয় মিসনের সাহায্য সম্বন্ধে একটি সাতিশয় বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সভ্যবৃন্দের পক্ষ হইতে প্রথম একটি অভিনন্দন-পত্র পাঠ ও তাহা একটি সুদৃশ্য Casketএ (রৌপ্যাধারে) সংরক্ষণ করিয়া স্যর ফ্রান্সিসের হস্তে অর্পণ করেন। স্যর ফ্রান্সিস্ উহা গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটে গভীরদুঃখ ('Profound regret') প্রকাশ করিয়া লণ্ডনগৌড়ীয়মিসনের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিজ্ঞাপনমুখে নিজ জীবনের অনেক ইতিহাসবর্ণন-সহ একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন।

অতঃপর শ্রীগৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে শ্রীপাদ বহুজন বাসাধিকারী বি-এ একটি সাতিদীর্ঘ বক্তৃতা-প্রদান-মুখে স্যর ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজ্‌ব্যাণ্ড ও তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনায় নিমিত্ত সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

সভায় উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে নিম্নলিখিত ভক্তমণ্ডলী ও সজ্জনবৃন্দের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ (স্বামীজী লণ্ডনে থাকা কালে স্যর ফ্রান্সিসের সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন), শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীপাদ ঔড়ুলোমি মহারাজ, শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজ, শ্রীপাদ তূর্য্যাশ্রমী মহারাজ, শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ, শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু, শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ ভক্তিবান্ধব বি-এ, অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর, শ্রীপাদ ভবব্রজ্জিৎ বাসাধিকারী বি-এল, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ সচীচরণ ভক্তিবিজয় প্রমুখ সেবকবৃন্দ এবং রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত পান্নালাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত (ব্যাড্‌ভোকেট), শ্রীযুক্ত পূর্ণিমবিহারী মিত্র, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, মিঃ জে, কে সেন (ব্যাড্‌ভোকেট) প্রমুখ সজ্জনবৃন্দ।

সভাভঙ্গের পর স্যর ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজ্‌ব্যাণ্ড মহোদয়কে শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করাইয়া দ্বিতলোপরিস্থ শ্রীল প্রভুপাদের ভজন-প্রকোষ্ঠ ও মঠের অন্যান্য স্থান দর্শন করান' হয়। তিনি বিদায়-গ্রহণকালে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

স্মারক লিপি

[বক্তাবহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী-লিখিত]

আচার্য্যের একান্ত আনুগত্য :—

১। তাঁহার বিনা অনুমতিতে কোন কার্য্য না করা।

২। তাঁহার বিচার নির্ব্বিবাদে বাস্তু করা।

৩। তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা।

৪। কোন কার্য্যের জন্য কোন প্রকার পুরস্কারের আশা না করা।

৫। আচার্য্যের বাণী শ্রবণে অরুচিবিশিষ্ট অথবা তাঁহার বিরুদ্ধ কোন ব্যক্তির মনস্তুষ্টি বিধান না করা।

৬। সিদ্ধান্ত-বিরোধ না করা অথবা অপসিদ্ধান্তের সহিত কোন প্রকার আপোষ না করা।

৭। নিজের অপস্বার্থের (কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা বা অন্যাভিলাষ-প্রশ্রয়ের) জন্য কোন প্রকার বিবাদ-বিসম্বাদ না করা।

৮। ভক্তগণকে যথাযোগ্য সম্মান করা। (এতৎপ্রসঙ্গে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের "যে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া আদর করিব তবে। বৈষ্ণবের কৃপা, যাহে সর্ব্বসিদ্ধি, অবশ্য পাইব তবে"।—সর্ব্বক্ষণ স্মরণীয়।)

৯। ভক্তের সম্মান যাহা সর্ব্বাগ্রে বিধেয়, তাহা উপেক্ষা করিয়া অভক্তের সম্মান না করা।

১০। 'আচার্য্যের বাণী আচার্য্য স্বয়ং যেরূপ উপলব্ধি করেন, আমিও তাহা তদ্রূপই বুঝিতে পারি—এইরূপ কল্পনা না করা।

১১। শ্রীভগবানে যে প্রকার পরাভক্তি, আচার্য্য-চরণেও অনুরূপ নিষ্কপট ভক্তি করা।

১২। নিজভোগ-তাৎপর্য্যের অনুসন্ধান বা কর্ত্তৃত্যাগী হইয়া আত্মবিনাশ-সাধনে তৎপর না হওয়া বা নির্ব্বিশেষ-বাদী হইয়া না যাওয়া।

১৩। অভক্ত কোন ব্যক্তি আচার্য্যবাণীর মর্ম্ম বুঝিয়া লইতে পারেন, এই প্রকার কল্পনা না করা এবং ইহা সর্ব্বথা অস্বীকার করা।

১৪। সর্ব্বক্ষণ ভক্তসেবার সুযোগ অন্বেষণ করা এবং তাঁহাদের শ্রীমুখের বাণী-শ্রবণের জন্য উদ্‌গ্রীব থাকা।

১৫। ভক্তগণের সমক্ষে তাঁহাদের বিনা অনুমতিতে অথবা তাঁহাদের বিনা আদেশে কোনপ্রকার বাক্য উচ্চারণ না করা।

১৬। ভক্তি-বিষয়ক বা সিদ্ধান্তবিষয়ক কোন কথা লইয়া পরিহাস না করা এবং তৎপ্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন না করা অথবা ঐ প্রকার অবজ্ঞা-সূচক বাক্য শ্রবণ না করা।

১৭। ভক্তিবিরুদ্ধ কোন আচরণ বা বাক্যের সমর্থন না করা।

১৮। আচার্য্য-সেবা বিষয়ে ভক্তগণের নিকট নিষ্কপটে সকল কথা বলা।

১৯। নিজের জন্য কোন প্রকার সম্মান গ্রহণ না করা এবং যাহারা আচার্য্যের প্রতি সকৎপ্রকার সম্মান প্রদর্শন না করে, তাহাদিগের প্রদর্শিত সম্মান হইতে দূরে অবস্থান করা।

২০। আচার্য্যের সেবার যোগ্য হইবার জন্য সর্ব্বদা তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করা।

২১। কাহারও বাক্য বা আচরণে ভক্তিবিরুদ্ধ কোন প্রকার ব্যবহার লক্ষ্য করিলে তাহা আচার্য্যচরণে নিবেদন করা এবং যতদিন ঐ ব্যক্তি সংশোধিত না হয়, ততদিন তাহার সঙ্গ হইতে দূরে অবস্থান করা।

২২। অনৈতিক কোন ব্যক্তি আচার্য্যের সেবা পাইতে পারেন, এইরূপ ধারণা পোষণ না করা।

২৩। অভক্তগণকে রঞ্জিত করিবার জন্য আচার্য্য হৈয় ভরে যে সকল কথা বলেন, তাহা ভুল না বুঝা।

২৪। আচার্য্যের অনুগত ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য এই যে, —আচার্য্যের বাক্য এবং আচরণ বুঝিতে তাহারও কোন প্রকার ভুল না হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখেন। আচার্য্য তাঁহার নিজ আচরণের কথা অভক্তগণের নিকট ব্যক্ত করেন না। আচার্য্য কখনও নিজকে "প্রভু" বলিয়া অভিমান করেন না, তিনি সর্ব্বদা নিজকে কৃষ্ণদেবকের ভৃত্যানুভৃত্য বলিয়া অভিমান করেন।

২৫। প্রাকৃত চিন্তা অথবা প্রাকৃত বস্তু দ্বারা অপ্রাকৃতের সেবা কখনই হয় না, ইহা ভুলিয়া না যাওয়া।

২৬। সাক্ষাৎ ব্যাপার নির্ব্বাহকত্ব একমাত্র আচার্য্য-চরণেই সংরক্ষিত।

২৭। গৃহত্যাগী ব্যতীত কেহই সাধারণতঃ মঠে থাকিতে পারিবেন না।

২৮। যদি কোন গৃহস্থ ভক্ত সেবা-কার্য্যের জন্য মঠে বাস করিবার অনুমতি পান, তাহা হইলেও তিনি মিশন হইতে প্রতিদান স্বরূপ কোন কিছুর প্রত্যাশা করিবেন না।

২৯। অলৌকিক কোন ব্যক্তি নিয়মিতভাবে অর্থ কোন পার্থিব স্বার্থের পুষ্টির জন্য মঠে প্রসাদ পাইতে পারিবেন না।

৩০। গৃহে বা অন্যত্র অবস্থিত সকল ভক্তগণের প্রতিই বাক্য ও আচরণে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য।

৩১। আচার্য্যের অনুগত ও তাঁহার বাণীর নিকট শুশ্রূষু হইয়া যাঁহারা সকলকেই যথোচিত সেবা করিবার জন্য প্রস্তুতি-বিশিষ্ট, তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই সেবা-বৃত্তিই মিশনের একমাত্র আদর্শ এবং সর্ব্বোচ্চ নিয়ামক।

৩২। 'সকলের সেবা করা' বলিতে আমার ভক্তি-বিরুদ্ধ কোন কার্য্যকে বুঝিতে হইবে না।

৩৩। ভক্তি-বিরুদ্ধ বাক্য বা আচরণদ্বারা দাতাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ভিক্ষা আদায় করা প্রচারের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।

৩৪। যাহারা সর্ব্বতোভাবে ভক্তি-সদাচার পালন করিতে পরাঙ্মুখ, তাহাদিগকে হরিনাম বা দীক্ষার জন্য অনুরোধ করা উচিত নহে।

৩৫। বালিশ জনসাধারণকে আচার্য্য-মুখ-নিঃসৃত অপ্রাকৃত বাণী শ্রবণের জন্য উন্মুখ করাই মিশনের প্রচারকগণের প্রচারের উদ্দেশ্য।

ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গবিনোদকান্তজীউর নবমন্দির-প্রবেশোৎসব ও শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের নব-মন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাগোবিন্দ-গিরিধারী শ্রীবিগ্রহগণসহ তদাশ্রয়াশ্রিতগণের প্রবেশোৎসব ও আচার্য্যপ্রবর-তিথিপূজোৎসব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অহৈতুক-কৃপা-প্রাপ্ত ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুবর শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের নেতৃত্বে বিশেষ সাফল্যের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। গত ১৮ই ফাল্গুন (১৩৪৩), ২রা মার্চ্চ (১৯৩৭) ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথির পূর্ব্বাহ্ণেই শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীচৈতন্যমঠানুগ বিভিন্ন মঠের সেবকবৃন্দ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে সমবেত হন।

ত্রিদণ্ডিপাদাশ্রয়ী শ্রীভক্তিবিনোদবাণীর একান্ত শুশ্রূষু শিষ্য শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীব্যাসপূজার অধিবাস-দিবসে রাত্রে সিংহ-হুঙ্কারে স্বরূপ-রূপানুগসিদ্ধান্ত-বিরোধী অভক্তিপর মতবাদ ও আচার্য্যাপরাধ বিনাশ করিয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর ধারা-সংরক্ষণকারী আচার্য্যের আনুগত্য স্বীকারের অপরিহার্য্য আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। ভক্তিবিনোদবাণীর সেবকবরের সেই হুঙ্কারে সমস্ত অভক্তিমতবাদ ভগ্ন হইয়াছিল। তিনি "বৈষ্ণবে জন্মবুদ্ধিজ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম। এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম॥", "বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়" প্রভৃতি শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করিয়া সত্যানুসন্ধিৎসুগণের হৃদয়ে ভক্তিবিনোদগৌরবাণীর ভক্তিপ্রদীপালোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। "যা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, যা শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু, যা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ; তোমরা স্বরূপরূপানুগবিরোধী অভক্তিপর মতবাদ, আচার্য্যবিদ্বেষ, বৈষ্ণব-বিদ্বেষ প্রভৃতি কলিমতকে আমার নিয়াস কর। তোমাদের শুদ্ধ আমার জগতে প্রবাহিত রাখ—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজার অধিবাসদিবসে এই নিবেদন তোমাদের চরণে।" শ্রীপাদ

তীর্থ মহারাজের এই অভিনন্দন সভ্যানুসন্ধিৎসুগণের হৃদয় বিগলিত করিয়া দিয়াছিল। তাঁহারা আচার্য্যগণের সাক্ষাৎ আবির্ভাব অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের আদেশে শ্রীপাদ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের "গোপীনাথ-গীতি" গান করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীপাদ ঔড়ুলোমি মহারাজ, শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিজয় যতি, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী প্রভৃতির প্রভু, শ্রীপাদ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ বৈষ্ণবমণ্ডলী সকলেই আচার্য্য-পূজার সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

আচার্য্য-প্রকট-বাসরে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার আয়োজন হইতে থাকে। পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকায় বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ঐকতান-বাদ্যের সম্মিলিত রোল, জয়ধ্বনি ও আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে শ্রীবিগ্রহগণ অবতরণ করেন। প্রথমে অপূর্ব্ব কারুকার্য্য-খচিত সুবৃহৎ রৌপ্য-সিংহাসনে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য ও পাদুকা অধিষ্ঠিত হন। তৎপরে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তি একটি সুশোভিত মোটরযানে ও সুবৃহৎ মধুরাকৃতি যানোপরি সংস্থাপিত আর একটি রৌপ্য-সিংহাসনে শ্রীশ্রীবিনোদ-কান্তজীউ ও তৎপার্শ্বস্থলে শ্রীশালগ্রাম প্রভৃতি বিগ্রহগণ অধিষ্ঠিত হন। সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সর্ব্বাগ্রে দুইটি হস্তীর উপর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহ অপূর্ব্ব কারুকার্য্য-খচিত ছত্র ও চামরাদিদ্বারা সেবিত হইয়া বিরাজিত ছিলেন। বিভিন্ন সেবীয় ভক্তগণ এক একটি সঙ্কীর্ত্তন-সম্প্রদায় রচনা করিয়া শোভাযাত্রাকে সঙ্কীর্ত্তন-মুখরিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের পাদুকা ও আলেখ্যাধিষ্ঠিত সিংহাসনে ভক্তসেবকগণ ছত্র ও চামরসেবা করিতেছিলেন। ঐ সিংহাসনের নিম্নপ্রদেশে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের নেতৃত্বে ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিপাদগণ একটি কীর্ত্তনমণ্ডলী রচনা করিয়া নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে করিতে আচার্য্যের অনুব্রজ্যা করিতেছিলেন। শ্রীপাদ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে সুললিত-কণ্ঠে গৌরবিহিত গীতিসমূহ কীর্ত্তন করিতেছিলেন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ লইয়া মোটর-যানে অবস্থিত ছিলেন। শ্রীপাদ বন মহারাজ সঙ্কীর্ত্তন-শোভা-যাত্রার সজ্ঞাদি করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও ভগবদ্ভক্তগণ সঙ্কীর্ত্তনের সেবা ও অনুগমন করিয়াছিলেন। এই সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ১০নং নবাবপুরস্থ মঠপ্রাঙ্গণ হইতে বহির্গত হইয়া নবাবপুর, বাদালাবাজার, ভালবাজার, সবুজীমহল, ফরাসগঞ্জ, হুজাপুর, লক্ষীবাজার, পুনরায় নবাবপুরের কিয়দংশ, তৎপরে মদনমোহন-বসাক লেন হইয়া নারিন্দার নূতন মঠালয়ের প্রাঙ্গণে উপনীত হন। সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য পথের দুই পার্শ্বে, দুই পার্শ্বস্থ অট্টালিকা-শ্রেণীতে, অলিন্দে ও ছাদে অগণ্য লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। প্রত্যক্ষদর্শিগণ অনেকেই বলিয়াছেন যে, ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ জন্মাষ্টমীর মিছিলেও স্থানীয় এত লোকের সমাগম ও শোভাযাত্রা-দর্শনে এতটা উৎকণ্ঠা দেখা যায় নাই। ইহা ঢাকার ইতিহাসে সম্পূর্ণ নূতন, অভিনব ও অভিতীয়।

শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের সেবোৎসাহে শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট ও অধিষ্ঠিত হন এবং শ্রীপাদ বন মহারাজ, শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ, আচার্য্য শ্রীপাদ মধুসূদন ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীমৎ ত্রিপুরানাথ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত সেবকগণ যথাবিহিত অভিষেক, পূজারাত্রিক সেবা ও পাঞ্চরাত্রিক কার্য্য-সমূহ কীর্ত্তনমুখে সম্পাদন করেন। সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলী শ্রীমন্দিরের চতুর্দ্দিক্ পরিক্রমা করিয়া সুবৃহৎ নাটমন্দির-প্রাঙ্গণে (নাট্য-মন্দিরে) সমবেত হন। প্রাঙ্গণে শ্রীবিগ্রহগণের অভিমুখে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সুবৃহৎ আলেখ্য উচ্চ সিংহাসন-মঞ্চোপরি অধিষ্ঠিত হইলে তৎসম্মুখে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ আচার্য্যপাদপদ্ম-বন্দনা-সূচক শ্লোকাবলী কীর্ত্তনমুখে শ্রীল প্রভুপাদের অপূর্ব্ব অতিমর্ত্ত্য-চরিত্র-সম্বন্ধে তাঁহার (শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের) রচিত 'শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু' নামক ইংরাজী গ্রন্থের ভূমিকার কিয়দংশ পাঠ করিয়া তাহা অঞ্জলিরূপে প্রদান করেন। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের অঞ্জলি-প্রদানের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ বন মহারাজ, শ্রীমদ্ অরণ্য মহারাজ, শ্রীমৎ পর্ব্বত মহারাজ, শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীপাদ ঔড়ুলোমি মহারাজ ও শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ, তৎপরে মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ মধুসূদন বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন

প্রভু, তৎপরে গুরু বৈষ্ণব ও তৎপরে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্রহ্মচারিগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। কিয়ৎকাল পরে শ্রীপাদ যোগাশ্রম মহারাজ ভুবনেশ্বর হইতে আসিয়া অঞ্জলি দেন। আচার্য্য-প্রকট-তিথিতে ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে অনুপস্থিত মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু, মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু, মহামহোপদেশক গৌড়ীয়-সম্পাদক-সঙ্ঘপতি শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি-প্রভু, শ্রীচৈতন্যমঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু, 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক সঙ্ঘের মহোপদেশক শ্রীমৎ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতিদ্বারা এবং অন্যান্য অনুপস্থিত ও উপস্থিত শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত নিকপট ভগবদ্ভক্তবৃন্দের কথা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের আনুগত্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি-প্রদানের যোগ্যতা-লাভের জন্য শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া অঞ্জলি প্রদান করেন।

অপরাহ্ণ ৫৪ ঘটিকার সময় সারস্বত-প্রবেশ-সদনে একটি বৈষ্ণব ও সজ্জন-মণ্ডিত বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। শ্রীগুরু-বন্দনার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীগুরুপরম্পরা কীর্ত্তন করেন তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ 'গৌড়ীয়' শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের 'অঞ্জ-অর্ঘ্য' পাঠ করেন। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর প্রভুর রচিত "Sree Vyasa Puja Homage" অনর্গলভাষায় সুরে কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ ভক্তিবান্ধব প্রভু শ্রীধাম-মায়াপুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউট্ হইতে প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্র, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সৌধী মহারাজ যুক্তপ্রদেশের সেবকবৃন্দের প্রদত্ত "আর্ত্ত-নিবেদন" নামক হিন্দি-ভাষায় রচিত অঞ্জলি ও শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে প্রদত্ত সংস্কৃত পদ্যে রচিত "প্রপত্ত্যর্ত্তি-পুষ্পাঞ্জলি" ও শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের রচিত "আর্ত্তি-কুসুমাঞ্জলি" পাঠ করেন। ঢাকার শ্রীযুক্তা অপর্ণাদেবীর রচিত "ভক্তিকুসুমাঞ্জলি", বরুড়া হইতে প্রেরিত শ্রীযুক্তা সাবনাদেবীর রচিত "অঞ্জ-অর্ঘ্য", কলিকাতা হইতে প্রেরিত কুমারী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ারাণী দেবীর রচিত "ভক্তিঅর্ঘ্য", কুমারী শ্রীরাধারাণীদাসী দেবীর "অঞ্জলির অর্ঘ্য", কটক হইতে প্রেরিত কুমারী মৃদু সান্যালের "স্মৃতি-অঞ্জলি", লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রেরিত ভক্তর শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দাস এম্-এ, পিএইচ-ডি, প্রভৃতক-বিশারদের রচিত "দীনের অঞ্জলি", ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের ছাত্রগণের রচিত "প্রণিপাত পুষ্পাঞ্জলি", কৃষ্ণনগর শ্রীকৃষ্ণকুটীরের "অঞ্জ-প্রসূনাঞ্জলি", দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের "ভক্তিগীতিকুসুমাঞ্জলি", বালিগঞ্জের শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রেরিত "ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি" প্রভৃতি অর্ঘ্য শ্রীপাদপদ্মে অর্পিত হয়।

তৎপরে অপরাহ্ণে বিজ্ঞাপিত সাধারণ সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় 'গৌড়ীয়' ব্যাসপূজা-সংখ্যা হইতে "শ্রীল প্রভুপাদের দানের বৈশিষ্ট্য-কীর্ত্তন" অঞ্জলিটির কিয়দংশ পাঠ করিয়া বক্তৃতামুখে শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্য ভূরিদানের বৈশিষ্ট্য ও প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের ভুবনমঙ্গল কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ শ্রীমাধবগৌড়ীয়-মঠের সেই দিনের অধিবেশনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটি বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ রেঙ্গুন হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের প্রেরিত আচার্য্য-পাদপদ্মে অঞ্জলি-সম্বলিত টেলিগ্রাম ও কটক-শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দের প্রেরিত শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর আনুগত্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি-প্রদানের ও শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর রচিত "Sree Vyasa-puja Homage" এর প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য-সূচক টেলিগ্রামটি সভামধ্যে পাঠ করেন। তৎপরে তাঁহার অপ্রাকৃত বৈষ্ণব-স্বভাবসুলভ সরলতা-ব্যঞ্জক অপূর্ব্ব ভাষায় একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। তাহাতে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-দানের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন করিয়া বিশেষভাবে নিকপট ভক্তবৃন্দের আনুগত্যে গুরুসেবার কথা কীর্ত্তন করেন।

তিনি বলেন,—নিষ্কপট কৃপানুগ সিদ্ধান্তবিৎ শুদ্ধ-সেবকগণের আনুগত্য ব্যতীত শুদ্ধসেবার চেষ্টা বা শুদ্ধ-পারমার্থে অঞ্জলি-প্রদানের অভিনয় বাস্তিকতা মাত্র। অতঃপর শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ শ্রীমায়াপুরীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির, নাট্যমন্দির ও সেবকগণাদি নির্ম্মাণে (নিম্ন-লিখিত) আনুকূল্যকারিগণের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহা-দিগকে ধন্যবাদ প্রদান ও স্বপতি-বিদ্যায় পারদর্শিতা-প্রদর্শনকারিগণকে স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক পুরস্কার বিতরণ করেন।

তৎপরে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ "শুরুদেব কৃপাসিন্ধু পিতা", "জয়রে জয়রে জয় পরমহংস মহাশয়" ও 'মহামন্ত্র' কীর্ত্তন করিলে ঠাকুরের সন্ধ্যারাত্রিক সম্পন্ন হয়। ঐ দিবস সমস্ত দিন ব্যাপিয়া সমাগত অসংখ্য নর-নারীকে অকাতরে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

ধন্যবাদ—অদ্য সংপ্রতি চাকা - মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান, ভাইস্ চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ এবং District Magistrate Mr. Prance.

শোকপ্রকাশ—স্বধামগত শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ধার Municipal Engineer.

বিশেষ ধন্যবাদ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সুর বি-এ।

জমিদাতা—বালিয়াটীর জমিদার শ্রেষ্ঠ্যাধ্য শ্রীযুক্ত রাইমোহন রায় চৌধুরী।

শ্রীমন্দির-দাতা—স্বধামগত শ্রীযুক্ত দেবকীমোহন রায় চৌধুরী মহোদয়ের পুত্রত্রয়ঃ—১। শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিপ্রতাপ, ২। শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিপ্রকাশ, ৩। শ্রীযুক্ত সত্যমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিসুহৃৎ।

নাট্যমন্দির-দাতা—শ্রীযুক্ত রাইমোহন রায় চৌধুরী মহোদয়ের ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা রাধাসুন্দরী রায় চৌধুরাণী, ঐ সাহায্যকারী তাঁহার পুত্রত্রয় ঃ—১। শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন রায় চৌধুরী, ২। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিবিক্রম, ৩। শ্রীযুক্ত যোড়শীমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিভূষণ।

শ্রীল প্রভুপাদের আসন ও শুদ্ধ-ভক্ত-সম্বারাম—শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী মহোদয়ের ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা নলীবালা রায় চৌধুরাণী।

স্নানাগার—শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু—জমলবাড়ী, ময়মনসিংহ।

ঘাট প্রভৃতি প্রদাতা—শ্রীযুক্তা শশীমুখনা বসু—ঢাকা।

শ্রীমন্দিরের সিংহাসন-প্রদাতা—ঢাকা শিমাইর নিবাসী রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মনোমোহন নিয়োগী Retd. Sub Judge ও তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা সুনীতিপ্রভা নিয়োগী।

শ্রীমন্দিরাভ্যন্তর ও বারান্দার শ্বেতপ্রস্তর—শ্রীযুক্ত মেঘনাদ পাহবণিকের পুত্র শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত পাহ-বণিক ও তৎপুত্র শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল পাহবণিক।

প্রসাদ-সেবন-সদন—আলের (উড়িষ্যা) রাণী-সাহেবা শ্রীযুক্তা স্বর্ণময়ী দেবী।

আংশিক সেবাসাহায্যকারিগণ—শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্র-নাথ মুখোপাধ্যায় উকীলপ্রবর, শ্রীযুক্ত পটলচন্দ্র শীল, শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ, শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ দাস।

শ্রীমন্দিরাদির প্ল্যান—শ্রীযুক্ত জগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ইঞ্জিনীয়ার বি, ই, এস্, আই, ই, কলিকাতা।

বিভিন্ন সেবাকারী—শ্রীযুক্ত হরিবিনোদ দাসাধিকারী ও শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সরকার—রিটায়ার্ড পোষ্টমাষ্টার।

বিল্ডিং আদি কার্য্যে—নিঃস্বার্থভাবে ও আন্তরিকতার সহিত কার্য্য করার হেতু—বহমান ওভারসীয়ার—স্বর্ণপদক।

সিংহাসন-নির্ম্মাণে—শ্রীকুলদানাথ বসাক (Design) ও শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মিস্ত্রী—রৌপ্যপদক।

বিভিন্ন কার্য্য—শ্রীযাদব সূত্রধর—রৌপ্যপদক।

ষ্টীম রোলার—শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দে ভক্তিবোধ।

নানাভাবে সাহায্য—শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার ঘোষ বি-এ, শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন সরকার বি-এল, শ্রীযুক্ত নিত্যরঞ্জন ব্রহ্মচারী ও শুদ্ধ শ্রীপাদ্যবোধমোহন।

Procession ও উৎসবাদির জন্য নানা-ভাবে সাহায্য—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমারাধ্যতমাস্মদীয়াভীষ্টদেব-শ্রীগৌররাধানিত্যজন-চিন্ত্যবিলাস

ওঁ বিষ্ণুপাদ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীগোস্বামি-চরণানাং ত্রিষষ্টিতমবর্ষ-পূর্ত্ত্যাবির্ভাব-বাসরে শ্রীব্যাসপূজাবসরে

প্রপন্নার্ত্তি-পুষ্পাঞ্জলিরিয়ম্

নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তহারিণে॥
ভবৌ গোষ্ঠে গৌঠাদরিষু সুকনে কুঞ্জসদনে যমস্রে শ্রীনাম্নি ব্রজ-নবযুবদ্বন্দ্বভজনে
সদা মত্তং বিত্ত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরামমে স্বান্তশ্রীতশ্চুক্তিরতিদাচে ধৃতপদঃ॥

হে শ্রীগৌরবাণীমূর্ত্তিমদ্বিগ্রহাঃ শ্রীলপ্রভুপাদাঃ! ভবতাং শ্রীপাদবিরুদ্ধমুদরং কিং পুনরস্মাকং সেবানেত্রবিষয়ীভূতং ভবিষ্যতি? কিং মদ্ভাগ্যং যদ্ভবতাং শ্রীচরণাব্জিকে উপবিশ্য শ্রীমুখপদ্মবিগলিতামৃতরসসংপূতং ভাগবতকথারসং পুনর্নিষেবিতুং শক্ষ্যাম? হা হা কিং পুনরেকবারমপি ভবৎপ্রেষ্ঠ-শ্রীধামাপুরধামঃ পথি পথি গৌরপ্রেম্না বিচরতঃ স্বভক্ত-জনৈর্যুতান্ বিধিষেষ্ট-গোষ্ঠীঃ কৃপাদৃষ্টি-মধুরাদাপৈশ্চ ত্রিতাপক্লিষ্টজনানাং সর্ব্বক্লেশপরিহীনানামমৃতানাঞ্চ মধো রাজন্তো ভবদ্ভ্রীপাদান্ সেবোৎসাহোৎসান্ মৃদ্গোচরীভূতান্ করিষ্যামঃ? হা হা প্রাণপ্রভবঃ! ভবদাগমনশ্রবণমাত্রেণ ভবতাং স্বাগতং চিন্তয়ন্ত উৎকণ্ঠিতান্ প্রচুরনবনবায়মান-সেবাসক্তমনসুল্লসিতান্ শ্রিয়পরিজনান্ গ্রামবাসিনঃ কিং ন স্মরন্তে? অহহ! অত্রভবতাং শ্রীগুরুচরণানামবর্ণনেনাত্যদুঃসহমনুক্ষণাপতীবিতানাং প্রাণাঃ কথং ধার্য্যন্তে? প্রাণতীনৈ-রস্মাকমস্পিণ্ডনৈরঃ গুরুভবৈঃ কথং ন ত্বাসীভূয়তে?

অস্যামা, চন্দ্রমাত্তারকাশ্চ প্রত্যহমুদয়ন্ত্যস্তং যান্তি চ পূর্ব্ববৎ, ঋতুপ্রবরো গতায়াতঞ্চ কুর্ব্বন্তি পূর্ব্ববদেব। যামা ঘটিকা নিমেষাশ্চ যথাপূর্ব্বং সমাবর্ত্তন্তে। ভূতানি পঞ্চ যথাপূর্ব্বং কার্য্যাণি সম্পাদয়ন্তি। বৃক্ষলতাপ্রভৃতয়ঃ পূর্ব্বানুরূপং পত্রপুষ্পফলানি প্রবহন্তি, সরিৎসমুদ্রোবারিবাহাশ্চ যথাপূর্ব্বং বর্ষণপ্লাবনজলোচ্ছ্বাসাদীন্ কুর্ব্বন্তি। লৌকিক্যো বৈদিক্যশ্চ প্রথাঃ প্রবর্ত্তন্তে যথাপূর্ব্বম্। হা বিভু, হা বিভু, ভবতোঽন্তরেণ বস্তুতমানানুৎসুজানানাং সজীবানাং বলবত্তাং পূর্ণতাপ্রাপ্তানাং ভবদধীনবিষয়ীকৃতানাং কা নাম শোচোচয়া দশাঃ সমুপস্থিতাঃ। ধিগ্ দুরদৃষ্টম্। সর্ব্বমহীনানামপি সর্ব্বং ভবত এবাসন্। অধুনা ভবতামতিস্নেহবন্যাঃ পরমপ্রেষ্ঠৈকবর্ত্মা এবাস্মাকমাশ্রয় ইতি কথং কথমপি ধৈর্য্যং ধারয়ামঃ। অলো! পুনঃ পুনর্ভবতাং শ্রীমুখবিগলিতাঃ প্রথাময়াঃ কথা অন্তঃকরণে সমুদিত্য সর্ব্বান্ নো বিকলিতান্ প্রকুর্ব্বন্তি। অহো! ভবতাং গলদশ্রুদিক্তশ্রীবদনকমলমস্মাকমন্তরাপনয়ামাবির্ভূয় সদৈব গুরুগৌরাঙ্গপ্রীতিং শ্রীরূপরঘুনাথানুগমন প্রবৃত্তিঞ্চ জাগরয়তি। ক্বচিদ্ধ্যে গৌরকুঞ্জতীরং, ক্বচিদ্ধ্যে বাসাঙ্গনং ক্বচিদ্ধ্যে ভক্তিবিনোদভবনং ক্বচিদবিদ্যাহরণপ্রবণভবনং, ক্বচিদ্ধ্যে শ্রীরাধাকুণ্ডতীরং-কাননমুদ্ভাতি, ক্বচিচ্চাপরান্ পীঠানুদ্ভাসয়তাম্ উপদেশকারিণাং গুরুগোষ্ঠিপরিবৃতানাং ভবতাং শ্রীমুখোচ্চারিতান্ শ্লোকানস্মরং স্মরামঃ——

যৎকিঞ্চিদ্রূপগুণকীর্ত্তনমুখে গৌরে নমস্তং হি তৎ সর্ব্বানন্দময়ং মুকুন্দমহিতং লীলানুকূলং পরং।
শাস্ত্রৈরেব মুহুর্মুহুর্নিরূপিতং বাচ্যঞ্চ ব্রহ্মাদেরপি সম্পূর্ণেন তদিদং সর্ব্বং ময়া বর্ণ্যতে॥
যস্যাঃ কদাপি বসনাঞ্চলখেলনোত্থধন্যাতিধন্য-পবনেন কৃতার্থমানী।
যোগীন্দ্রদুর্গমগতির্মধুসূদনোঽপি তস্যা নমোঽস্তু বৃষভানুভুবো দিশেঽপি॥

পাপাক্তরোত্তর বিনা বরদাস্তমেব নাস্তং কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
দয়ার তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং ধাত্যার তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু সত্যাম্।
আবদ্ধানযুগং ধৃত্বৈবিধং যাচে পুনঃ পুনঃ। শ্রীরূপপাদাম্ভোরুলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি।
ক্ষুটিমপদে স্ফুটিমিহরে ভারতমতে তবস্তু তবতীতাঃ। অহমিহ নন্দ বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম।
বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াং বা পতিরিহ ন তবস্তঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপতস্তু শতকোটির্নির্ভরং বা নবাম্ভস্তবপি কিল পয়োদঃ স্তূয়তে চাতকেন॥

হে 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরি' বিগ্রহবাণীশ্রীমূর্ত্তয়ঃ শ্রীলগোস্বামিপাদাঃ! হে গৌরকিশোর-ভক্তিবিনোদ-মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপকাঃ। হে পরবিদ্যাপীঠস্থামিনঃ! হে ভাগবত-সংবিদা-প্রদর্শনী-প্রদর্শকাঃ। হে শ্রীগৌড়মণ্ডল-ক্ষেত্র-নবদ্বীপমণ্ডল-পরিক্রমৎ-প্রবর্ত্তনকারিণঃ! হে শ্রীরূপোপদেশামৃতাচারপ্রচারকবরাঃ। হে বিপ্রলম্ভরসাবিষ্ট-গৌরপার্ষদবরাঃ! হে বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-সভাজনপতয়ঃ! হে শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী-সভা-পাত্ররাজাঃ। হে শ্রীগৌরাম-গৌরনাম-গৌরধাম-পরিপূরকশ্রেষ্ঠাঃ। অয়ি অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার-বৈষ্ণবধর্ম্মাশ্রমসঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাপকসূর্য্যাঃ। অয়ি কৃষ্ণার্থ-সর্ব্বস্বদারকপত্নীকাঃ। অয়ি শুদ্ধভক্তসঙ্ঘারামপ্রাণপুরুষাঃ। অয়ি নিখিলবিদ্যা-গুণ-শীল-নৈপুণ্যবৃহস্পতয়ঃ। অয়ি সহজপরমহংসকুলাধিরাজাঃ! অয়ি অক্ষত্রিম-পরদুঃখদুঃখি-শুদ্ধকৃপাসুনিধয়ঃ। অয়ি সকলসুহৃদ্বান্ধবাত্মা-তাতরাঃ। অয়ি প্রাকৃতমাতাপিতৃকোটিস্নেহ-ধিক্কারিস্বজনবাৎসল্যাঃসময়াঃ। অয়ি অযোধশিবৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনচূড়াময়ঃ। অয়ি কৃপয়াপি সুনীচস্য তবোরপি সবিক্রোশ-স্তাদর্শস্থাপকপ্রবরাঃ। অহোবত কল্পনো বৈরাগ্যস্য বিকৃতকারিণঃ বৈরাগ্যাভাসারপ্রচারনিরত-কৃষ্ণ-সেবৈকনিষ্ঠ-গুরুবর্য্যাঃ! অহো ভাগবতপরমহংসাদ্বিতীয়সম্রাজঃ! অহো কৃষ্ণসেবাবিস্তৃতয়া মাধবপ্রীত্যর্থং সমগ্রজ্ঞানবিজ্ঞাননিয়োগকারিণঃ! অহো বিবিধপরমার্থা প্রকট-বিধায়কসূত্রশ্রেষ্ঠাঃ! অহো জীবন্মুক্তৈর্নৈর্গুণ্যসিদ্ধেস্তাদর্শ প্রকাশকাঃ! অহো বিরহবিগ্রহ-শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রাধিষ্ঠাত্রবিগ্রহশ্রীরাধায়াঃ সেবাসৌন্দর্য্যাধিক্য প্রকাশকরসিকবরাঃ। অহো শ্রীগুরুতত্ত্বস্যাকৃতপূর্ব্ববিশ্লেষণা-সমোর্দ্ধস্য পরমাশ্চর্য্যস্য চ ত্রিদিবকীর্ত্তনেঽনন্যসুধাধিতীয়প্রচারকাঃ! অহো বিপ্রলম্ভরস-গাম্ভীরসাপ্রচারার্থং গোবর্দ্ধনাদ্রিতটকপর্ব্বতে সমগ্রবৃন্দাবনস্য শ্রীমন্দির প্রকটাভিলাষিণঃ! অহো গোবর্দ্ধনাদ্রয়-রাধাকুণ্ডতীরবাস-নিগূঢ়াশ্রয়-পরাকাষ্ঠাপ্রদর্শনার্থায় শ্রীচৈতন্যমঠস্থাপনকারিণঃ! অহো শ্রীমাধবতত্ত্ব-পরাবধূকূটযৌনঃ। অহো স্বাশ্রিতভক্ত-স্তবকীর্ত্তনপরকৃপেনাঃ। অহো অপ্রকটলীলাবিষ্কার ঈশাবতারচক্রবৎকারিতাপ্রকটনায় ব্রজাভিন্নগৌরধামস্থরাধাকুণ্ডাশ্রয়-কারিণঃ। বহুবক্তব্যং নগণ্যাভিদীনা ভৃত্যা অস্য পুণ্যাবির্ভাববাসরে মুহুর্মুহুর্বিজ্ঞাপকস্তবকস্তবেন পরমপাবনতত্ত্বলীলাকথাঃ কীর্ত্তয়ামঃ। শ্রীমদ্গুরুবরচরণানাং নিত্যাকৃপাশীর্ভিরন্বহং মিশ্রাশ্রিতস্বরূপমানানাং সেবোৎসাহাধিক্যনির্ভরং বর্দ্ধতাম্। তবস্তুপাদরজঃসদৃশান্ দিনযাপয়াম্যহং তবৎপ্রকটাপ্রকটলীলাতাৎপর্য্যম্। কৃপয়া বিচিত্রয়ত্বয়ান্ দাসানুদাসরূপেণ চিরম্। সর্ব্বথৈব শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টস্থাপক প্রবরাণামমত্তবতাং শ্রীচক্রশাস্ত্রবিজ্ঞানাধিষ্ঠেয়বাসজনবিষয়ে কিং বয়ং তবদনুগধারাপ্রয়ং লব্ধ। বস্তুতমা নো ভবিষ্যামঃ? অধুনা শ্রীমধিনাথচক্রবর্ত্তিঠকুরস্য বাণীবর্ত্তিকাস্বরূপাদ্ধ-কন্দরে নিত্যং যেহীশ্যমানা সত্যাস্তবত্তায়া নিত্যসেবাধিষ্ঠানধিকতরাকৃষ্টচেতসঃ ভবেম্ভু—"মম শ্রীমদ্গুরুপদিষ্টঃ ভগবৎকীর্ত্তনস্মরণচরণপরিচরণাদি-ভেদেষ্বেব মম সাধনমেতদেব মম সাধ্যমেতদেব মম জীবাতুঃ, সাধনসাধ্য-স্বরূপোক্ত স্বপ্নকাশেতদেব যে কাম্যমেতদেব যে কাম্যমেতদ্ভিন্নং ন যে কার্য্যং নাপ্যভিলষণীয়ং স্বপ্নেঽপীতীয় সুখদন্তু, দুঃখং বাস্তু; সংসারো নন্দতু, বা ন নন্দতু, তত্র মম কাপি ন ক্ষতিঃ।" "শ্রীগুরুদেব এব জীবানাং জীবনম্। গুরুদেবৈব জীবন্মুক্তানামেকমাত্রকৃত্যম্, অপরঞ্চ গুরুসুখ-বিধানসুখেন কৃষ্ণপ্রীতি-বিধানমেব গৌড়ীয়তত্ত্বনবৈশিষ্ট্যম্" ইত্যাদিশাস্ত্রতাৎপর্য্যময়-নিগূঢ়গুরুকৃষ্ণসেবাকৌশলমমত্ত্বা-মন্তেভ্যো বিজ্ঞাপয়তাম্যাশ্রয়াশ্রিতবিষয়-বিপ্রলম্ভসেবনং স্বয়মেব বিধায় সমাধিপত্তাং শ্রীরাধাপক্ষপাতিনাং শ্রীগুরুপাদপদ্মা-নামন্তিকে পুনঃ পুনঃ প্রণতিং জ্ঞাপয়ামঃ, কৃপয়া নিমূলয়ন্তান্ ভবদাসপ্রেষ্ঠয়ন্তে।

বৈরাগ্যযুগ্‌ভক্তিরসং প্রবক্তৈরপায়য়ন্তাময়ভীপ্সমন্ধম্।
কৃপাময়ির্যঃ পরদুঃখদুঃখী নমাম্যনন্তং তমহং প্রভুং প্রয়ামি॥

নমস্তে সরস্বতি শচীপুরন্দর স্বরূপে
রূপং তস্যাস্তবরূপপুরীং মাধুরীং গৌরবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যত্র প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

ফাল্গুনকৃষ্ণাষ্টাদশদিবসে
শ্রীগোবিন্দকৃষ্ণাং
৪৫০তম-গৌরাব্দে
শ্রীমায়াপুরে-শ্রীচৈতন্যমঠেঃ

ইতি—
ভবদীয়ানাং নিত্যকৃপাপ্রার্থিনাং দীনানামযোগ্যানাং
শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিতানাম্।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"অস্মৎফলে পুরুষোত্তমাঽপি"—

শ্রীব্যাস-পূজা-অঞ্জলি

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ত্রিষষ্টিতমা প্রকটতিথিতে শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধাঞ্জলি

[কটক হইতে প্রেরিত]

পরম-কৃপাত্রাণহৃদয় অস্মদীয় পরমারাধ্য
পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব,

অদ্য আপনার ত্রিষষ্টিতমা শুভ আবির্ভাব তিথিতে আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় ভিক্ষার্থী হইয়া আমাদের একান্ত শরণাগতি নিবেদনার্থ এই ক্ষুদ্র অঞ্জলি প্রদান করিতেছি। আমরা অদ্যকার পূজা যথোচিতভাবে অনুষ্ঠান করিবার যোগ্যতা লাভের জন্য আপনার কৃপাদেশ প্রার্থনা করিতেছি।

অন্যান্য বৎসরের অনুষ্ঠিত শ্রীব্যাসপূজার স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে উদিত হইয়া অদ্যকার অনুষ্ঠানের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অনুষ্ঠানসমূহের পার্থক্য অনুভব করাইয়া আমাদের চিত্ত অবসন্ন করিতেছে। কিন্তু আমরা অদ্য আপনার কৃপায় ইহাও অবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি যে, আপনি অদ্যকার ভীষণ বিপদ্ হইতে আপনার অনুগতজনদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই শ্রীশ্রীব্যাসপূজা প্রকাশিত করিয়াছেন। আপনার প্রকটকালে যাহাতে আপনার অনুগতজনগণ নিঃসংশয়ে আপনার সেবায় প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন, তজ্জন্যই আপনি ব্যাসপূজা-পদ্ধতি পুনঃ-প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। আপনি আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—শ্রীশ্রীব্যাসপূজার ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য যে, মহান্ আচার্য্য এই পৃথিবীতে প্রকটলীলা আবিষ্কারপূর্ব্বক সমুদয় নিষ্কপট জীবাত্মাকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার সুযোগ প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের এবম্বিধ সাক্ষাৎ সেবা দ্বারাই ভগবৎ-সেবা লভ্য হয়। বদ্ধ-জীবের পক্ষে ইহাই ভগবৎ-সেবা-লাভের একমাত্র উপায়। আপনি কৃপাপূর্ব্বক শিক্ষা দিয়াছেন যে, শ্রীব্যাসপূজার আবশ্যকতা এইজন্যই সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য এবং কোনক্রমেই শ্রীব্যাসপূজা-অনুষ্ঠান পরিত্যাজ্য নহে। শ্রীগুরুদেব এই জগতে প্রকটলীলা আবিষ্কারপূর্ব্বক গুরুবর্গদিগের পূজা প্রকারান্তরে ভগবানের মহাবদান্যলীলা প্রকাশিত করিয়া বদ্ধ-জীবের একমাত্র কল্যাণের পথ প্রকাশিত করেন। প্রকটলীলার আচার্য্যের এই জগন্মঙ্গলকর অনুষ্ঠানের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করা বদ্ধ-জীবের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশতঃ কিম্বা অসূয়া-পরবশ হইয়া শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠানের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও অনাদর প্রদর্শন করে, তাহার ন্যায় দুর্ভাগা এই জগতে আর নাই।

আমরা আপনার কৃপায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রথমেই পরিষদ আপনার প্রবর্ত্তিত শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠানের মধ্যেই প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা আপনার কৃপায় বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি যে, ভগবৎসেবার অনুকূল যে সমুদয় অনুষ্ঠান শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তাহা আচার্য্যের প্রকটকালে তাঁহার সাক্ষাৎ আনুগত্যেই সম্পন্ন হওয়া সম্ভব এবং আচার্য্য তাঁহার প্রাকট্য-দ্বারা বদ্ধ-জীবকেও তাঁহার সাক্ষাৎ আনুগত্যে সমুদয় শাস্ত্র-বিহিত সেবাকার্য্য অনুষ্ঠানের সুযোগ প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ-সেবা তাঁহার অপ্রাকৃত ধামে নিত্য প্রকাশিত। অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণধামে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের সেবা বদ্ধ-জীবের নিকট স্বতঃই অপ্রকট। শ্রীআচার্য্যদেব প্রকটে তাঁহার প্রাকট্যদ্বারা অপ্রাকৃত-ধামে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত বদ্ধ-জীবের নিত্যসেবা-সম্বন্ধ স্থাপন করেন। শ্রীকৃষ্ণের পরম-প্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রাকট্যরূপ অমলোপময়া নিত্যকাল সেবা-বিমুখ বদ্ধ-জীবের প্রতি অযাচিতভাবে অবিশ্রান্ত বর্ষিত হইতেছে। আমরা যদি আচার্য্যের প্রকটকালে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের সাক্ষাৎ সেবা না করি, তাহা হইলে আমরা কখনই অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের সেবা লাভ করিতে পারি না। যদ্যবস্থায় জীবের ভাগ্যে অপ্রাকৃত কৃষ্ণধামের সেবার উদ্দেশ লাভও আদৌ সম্ভব নহে। শ্রীকৃষ্ণকৃপা শ্রীআচার্য্যদেবের প্রাকট্যদ্বারা এই জগতে অবতরণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের অপ্রাকৃত-সেবা বদ্ধ-জীবের পক্ষেও সুলভ করিয়াছেন।

আচার্য্যের প্রকটকালে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের সাক্ষাৎ-সেবা-অনুষ্ঠান-দ্বারা সমুদয় পূর্ব্বাচার্য্যগণের সেবা সম্পূর্ণভাবে সাধিত হয়। সুতরাং বদ্ধ-জীবের কল্পিত পূর্ব্বাচার্য্যের স্বতন্ত্র-সেবাদ্বারা অপসাম্প্রদায়িকতায় উন্নত হওয়া অনিবার্য্য। যাঁহারা এক কিংবা একাধিক পূর্ব্বাচার্য্যবাদে বিশ্বাস স্থাপন করেন, আচার্য্যের জগতে প্রাকট্যদ্বারাই বদ্ধ-জীবের পক্ষে ভগবৎসেবা সম্ভব হয়—ইহা কখনও তাঁহারা কিরূপে স্বীকার করিতে পারেন? তাঁহাদের কল্পিত এক কিংবা একাধিক পূর্ব্বাচার্য্যবাদের আবশ্যকতাও তদ্দ্বারা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ অস্বীকৃত হয়। ইহাই এক কিংবা একাধিক পূর্ব্বাচার্য্যবাদের সাংঘাতিক ভ্রম, সন্দেহ নাই।

পরম-কৃপার্দ্র-হৃদয় শ্রীগুরুদেব,

আমাদের সম্পূর্ণ অযোগ্যতা সত্ত্বেও আপনার শিক্ষার উপর আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত একান্ত নির্ভরতা আবশ্যক, এইরূপ অনুভূতিদ্বারা আমরা ইহা স্থির করিতে সমর্থ হইয়াছি যে,—অন্যথায় অনুষ্ঠান কিছুতেই সুষ্ঠুরূপে সুসম্পন্ন হইতে পারে না, যদি ইহাতে শ্রীব্যাসপূজার প্রকৃত তাৎপর্য্য এবং তদনুকূল পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে অবলম্বিত না হয়। শ্রীশ্রীব্যাসপূজা প্রকট-আচার্য্যের সাক্ষাৎ পূজা। আচার্য্য-দেবের প্রকটকালে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-পূজা-দ্বারাই শ্রীব্যাস-পূজার প্রকৃত তাৎপর্য্য সুরক্ষিত হইতে পারে। শ্রীব্যাস-পূজা-উপলক্ষে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের পূজার আর্ষীয় বিধানের ইহাই একমাত্র সুসঙ্গত তাৎপর্য্য এবং ইহাই আপনার বিশিষ্ট শিক্ষা। আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের সকাতর প্রার্থনা যে,—আপনি কৃপাপূর্ব্বক যাহাতে আমাদের চিত্ত শ্রীআচার্য্যদেবের প্রকটকালে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের সাক্ষাৎ-পূজার আবশ্যকতা অনুভব করিয়া তদনুষ্ঠানে নিযুক্ত হইতে পারে, আমাদিগকে সেই প্রকার সুমতি প্রদান করুন। আমরা আপনার কৃপায় সর্ব্বাগ্রে শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মের প্রকট-কালীয় সাক্ষাৎ পূজা অনুষ্ঠানপূর্ব্বক তাঁহার একান্ত আনুগত্যে শাস্ত্রবিহিত যাবতীয় ভগবৎসেবাকার্য্য সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হইব এবং তদ্দ্বারা অদ্য আপনার শ্রীপাদপদ্মের পূজাও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে, ইহাই আমাদের বর্ত্তমানে একমাত্র ভরসা।

এই জীবন বিপন্নাবস্থায় আমাদের এই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য পালনের উপায় আপনি কৃপাপূর্ব্বক স্পষ্টরূপে জানাইয়া-ছেন। আপনার শ্রীমুখে আমাদের শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে যে, **শ্রীল রূপ-রঘুনাথ প্রভুর বাণী আমাদের পরমপূজ্যপাদ শিক্ষাগুরুদেব শ্রীল অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী পরিব্রাজকাচার্য্য প্রভু-দ্বারা আম্নায়প্রাপ্তার্থে আপনার অপ্রকটলীলার পরবর্ত্তিকালে জগতে প্রচারিত থাকিবে।** পরমপূজ্য শ্রীল বাসুদেব প্রভুর দ্বারা আচার্য্যের প্রকট লীলার পারম্পর্য্য অদ্যও সংরক্ষিত হইতেছে, ইহা আমরা আপনার বাণীর ঐকান্তিক সেবক-সূত্রে অবগত হইতে সমর্থ হইতেছি।

আপনার এই পরম-মঙ্গলময় কৃপা-বাণীর উপর নির্ভর করিয়া আপনার শ্রীপাদপদ্ম সেবার যোগ্যতা লাভের নিমিত্ত **আপনার বাণীর দ্বারা স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট**

আমাদের বর্ত্তমান আচার্য্যদেব শ্রীল বাসুদেব প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আচার্য্যোচিত পূজা সর্ব্বাগ্রে নিবেদন করাই অদ্যকার তিথিতে আমাদের কর্ত্তব্য বিচার করিতেছি। আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের একমাত্র প্রার্থনা যে,—আমরা যেন শ্রীল বাসুদেব প্রভুর সেবা-দ্বারা আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবায় নিত্যকাল প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারি।

পরম-দয়ার্দ্র-হৃদয় শ্রীগুরুদেব,

অদ্যকার শ্রীব্যাসপূজা-অনুষ্ঠান আপনি প্রকটকালে কৃপাপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এবং অদ্যকার সেবা-লাভের পূর্ব্বে আপনার শ্রীপাদপদ্মের সাক্ষাৎ সেবা হইতে বঞ্চিত হইবার দুর্ভাগ্য আমরা আশঙ্কা করি নাই। আমরা ইহা কোনরূপে বিশ্বাস করিতে সমর্থ হইতেছি না যে,—আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের সাক্ষাৎ-সেবা হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আপনি সর্ব্বদাই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে,—আপনার বাণীই আপনার প্রকৃত স্বরূপ। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীনামই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। আপনি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-নামের শ্রীপ্রকাশ-বিগ্রহ। আপনার বাণী-শ্রবণে আমাদের অমনোযোগ এবং আপনার বাণীর বিপরীত অর্থ কল্পনার প্রবৃত্তি-দ্বারা এবং আপনার প্রকটকালে আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবা অবৈধরূপে অনুষ্ঠান-জন্য নামাপরাধ-দ্বারাই আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবা হইতে বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়াছি। তজ্জন্যই আপনার অপ্রাকট্যের পরবর্ত্তিকালে আমাদের বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ পারমার্থিক মঙ্গল-লাভে আমরা সম্পূর্ণ হতাশ হইতেছি। আপনার মহাবদান্য কৃপা-দ্বারা আমরা অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম যে,—আপনার বাণীর সত্যতা-সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে সংশয়হীন হইয়া বাণীর একান্ত শরণাগত হওয়া আবশ্যক। আপনি সর্ব্বদাই আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন যে,—কর্ণের দ্বারা আপনার শ্রীমুখের অপ্রাকৃত শব্দ শ্রবণ-দ্বারাই আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবা সম্ভব। অপ্রাকৃত শব্দ কৃপাপূর্ব্বক জগতে অবতীর্ণ হন। তদ্দ্বারা আমাদের বর্ত্তমান কর্ণেন্দ্রিয়ের অপ্রাকৃত-বাণী-শ্রবণের সম্ভাবনা হয়। অপ্রাকৃত-বাণী-শ্রবণের তাৎপর্য্যে আপনার শ্রীপাদপদ্ম-সেবা-লাভ সম্ভব। সুতরাং আপনার বিশিষ্ট কৃপাদ্বারা যদি আমরা শ্রীআচার্য্যদেবের প্রকটকালে তাঁহার শ্রীমুখের বাণী আমাদের কর্ণদ্বারা প্রাপঞ্চিকভাবে গ্রহণ করিবার আকাঙ্ক্ষাবিশিষ্ট হই, তাহা হইলে তাঁহার সেবা-দ্বারা আপনার শ্রীপাদপদ্মের সাক্ষাৎ-সেবায় আমরা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব, ইহাই আমাদের বর্ত্তমান একমাত্র আশা। সুতরাং অদ্য আপনার তিরোভাব-তিথিতে ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা যে,—আপনি কৃপাপূর্ব্বক শ্রীব্যাসপূজা শ্রীআচার্য্যদেবের প্রকটকালে তাঁহার সাক্ষাৎ-পূজা-দ্বারা সম্পন্ন করিবার যোগ্যতা প্রদান করিবেন। আপনার আবির্ভাব-তিথিতে আচার্য্যদেবের সাক্ষাৎ-অনুগত্যে আমাদের সেবা আপনি কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে আমাদের অদ্যকার অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারিবে।

পরম-দয়ার্দ্র-হৃদয় শ্রীগুরুদেব,

শ্রীব্যাসপূজার এবম্বিধ পরম উপাদেয় তাৎপর্য্য আপনি জগতে প্রকাশিত করিবার পূর্ব্বে এরূপ সুষ্ঠুভাবে জগতের পণ্ডিতম্মন্য মনীষিগণ ইহা আদৌ ধারণা করিতে সমর্থ হন নাই, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। যেহেতু ভগবানের প্রকৃত পূজা শ্রীআচার্য্যের সাক্ষাৎ-পূজা দ্বারাই একমাত্র সম্ভব। সুতরাং শ্রীব্যাস-পূজার প্রকৃত তাৎপর্য্য শ্রীব্যাসাভিন্ন অপ্রাকৃত শব্দাত্মক বাণীর সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অবদান, সন্দেহ নাই। আপনার প্রকৃত স্বরূপ, আপনার অভিন্নবর্ত্ম-বাণীর অনুকীর্ত্তনদ্বারা শ্রীব্যাস-পূজার প্রকৃত-তত্ত্ব আমাদের স্মৃতি-পথে পুনরায় উদয় করাইবার প্রচেষ্টাই অদ্যকার পুণ্যতমা তিথিতে আমাদের একমাত্র বিহিত শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজা।

পরম-দয়ার্দ্র-হৃদয় শ্রীগুরুদেব,

জগতে শুদ্ধ-ভক্তগণের সৎ-সম্প্রদায় আমাদ্য-পারম্পর্য্যে অবতীর্ণ আচার্য্যপাদগণের কৃপাদ্বারা নিত্যকাল প্রতিষ্ঠিত ও সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছেন। যুগযুগান্তর ধরিয়া শ্রীব্যাসাভিন্ন আচার্য্যপাদগণের প্রকটকালীন লীলার আকর্ষণ-দ্বারা তাঁহাদিগের প্রকট-লীলার সেবক-সূত্রে শুদ্ধভক্তগণ সঙ্ঘ-বদ্ধ হইয়াছেন। যে পরিমাণে তদীয় প্রকট-কালে আচার্য্যের সেবা আচার্য্যের প্রকৃত আনুগত্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছেন; সেই পরিমাণে তদনুষ্ঠানকারিগণ ক্রম-পদ্ধতি অনুসারে সাধক জীবনের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মের অপ্রাকৃত নিত্য-সেবারূপ

সাধনে সিদ্ধি লাভ করিয়া মানবজন্ম সার্থক করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যাঁহারা আচার্য্যের প্রকটকালে তাঁহার সাক্ষাৎ-সেবার ভাগ্যসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে অনাদর প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা শুদ্ধ-ভক্তবিগের সঙ্গ হইতে ভগবদ্বিদ্বেষ-ক্রমে বঞ্চিত হইয়াছেন। আচার্য্য-সেবা-বিমুখ ব্যক্তিগণের পাণ্ডিত্য তাঁহাদিগকে সংসারে পুনঃ প্রবেশ করাইয়া নানাবিধ ঔপাধিক ক্লেশ ভোগের দ্বারা তাঁহাদিগকে পরিশেষে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্ম-সেবা-প্রার্থী করায়। তখন তাঁহাদের আচার্য্যের অহৈতুকী কৃপালাভের জন্য পুনরায় প্রবৃত্তি জন্মে।

পরম-দয়ার্দ্র-হৃদয়-শ্রীগুরুদেব,

আমরা এই জগতের নশ্বর দ্রব্য এবং ভাব গ্রহণ ও বর্জ্জনদ্বারা উদ্দেশ্য-হীন আত্মঘাতী দার্শনিকতা প্রদর্শন করিয়া প্রকৃত সম্ভোষ লাভ করিতে পারি, এইরূপ বিচার ভীষণ আত্মবঞ্চনা মাত্র, সন্দেহ নাই। অবশ্য এইরূপ আত্ম-বঞ্চনার যোগ্যতা আমাদের চেতন-ধর্ম্মের স্বতন্ত্রতার সহিত নিত্য অনুস্যূত আছে। কিন্তু আমাদিগের শুদ্ধ-স্বভাব সর্ব্বদাই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীপুরুষোত্তমের সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ-লাভের আকাঙ্ক্ষাবিশিষ্ট। আমাদের স্বরূপে স্বরাট্ ভগবানের সহিত নিত্য সম্বন্ধযুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা শ্রীভগবান্ আমাদের পরম-মঙ্গলের জন্য নিত্য সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছেন। যদি আমরা ভগবানের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন-তত্ত্ব হইতাম, তাহা হইলে উহাই আকাঙ্ক্ষাও সম্পূর্ণ অর্থহীন, অন্তঃসার-শূন্য কপটতা এবং বঞ্চনা অসত্য হইত। সুতরাং আমরা স্বতঃই অনুভব করিতে পারি যে, যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক অবিচার আশ্রয় করিয়া আত্ম-বঞ্চনা করিতে কৃতসংকল্প না হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে এই জগতের ভোগ ও কর্ত্তৃত্বের প্রলোভনে মুগ্ধ হওয়া কোনক্রমেই কর্ত্তব্যরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নহে। এই জগতের প্রচলিত যাবতীয় চিন্তাধারা আমাদিগের পাশব-বৃত্তিকে নিরন্তর ভোগ ও কর্ত্তৃত্ব লাভের জন্য নানাপ্রকারে প্রলুব্ধ করিতেছে। কিন্তু ভারতীয় বৈষ্ণব-আচার্য্যগণ প্রতি-যুগে জীবাত্মার কৃষ্ণদাস্য ও তাটস্থ্য-ধর্ম্মই শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রদর্শিত সৎ-সিদ্ধান্ত হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচ্যুত হইলে সেইরূপ মিশ্র কলুষিত চিন্তাধারা আগন্তুক ভোগ ও প্রভুত্বের আধাহন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। আপনি বৈষ্ণব-চিন্তাস্রোতের বিরোধী যাবতীয় মানব-কল্পিত মতবাদ সৎ-সিদ্ধান্ত দ্বারা সম্পূর্ণ নিরাস করিয়াছেন। আপনার প্রচারিত সৎ-সিদ্ধান্তসমূহ যাঁহারই সদ্ভক্ত শ্রবণের বিষয় হইতে পারে নাই, তাঁহারই পক্ষে মানব-কল্পিত মতবাদ-সমূহের অনুসরণ ও প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসা এতদুভয়ের পার্থক্য বুদ্ধিতে পারা কোনক্রমেই সম্ভব নহে। সত্যস্বরূপ ভগবান্ তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-সেবা হইতে বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র চেতন-সত্তা-সমূহের সেবোন্মুখ জ্ঞাতৃত্ব-বৃত্তির ভূমিকায় অবতরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে তাঁহার পূর্ণ-শক্তির ভূমিকায় উন্নীত করেন এবং তদ্দ্বারাই অনুচিৎ জীবের ভগবৎ-পাদপদ্ম-সেবা-লাভ সম্ভব। শ্রীভগবান্ অপ্রাকৃত শব্দরূপে বদ্ধ-জীবের আবৃত-চেতনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। সুতরাং একমাত্র শ্রৌতপন্থা অবলম্বন-দ্বারাই অনুচিৎ জীব বিভু-চিৎ শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সন্নিকটে অবস্থিতি লাভ করিতে পারে। বিভু-চিৎ ভগবান্ অণু-চিৎ জীবসমূহের যুগপৎ একমাত্র আশ্রয় এবং একমাত্র সেব্য। সেব্য ভগবান্ এবং তাঁহার স্বরূপ-শক্তির বিভিন্নাংশ অণু-চিৎ জীবসমূহের মধ্যে নিত্য-ভেদ বর্ত্তমান। বিভু-চিৎ, সেব্য ভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুদেব এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া বদ্ধজীব এবং সেব্য ভগবানের মধ্যে যে ব্যবধান নিত্য বর্ত্তমান, তাহা দূরীভূত করিয়া পরস্পরের সেবা-সেবক-সম্বন্ধ স্থাপন করেন। অবশ্য বিভিন্নাংশ অনুচিৎ জীব, আচার্য্যের আনুগত্য প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক আগন্তুক ভোগ বা প্রভুত্ব-কামী হইতেও পারে। কিন্তু তাহার স্বাধীনতার এইরূপ অপব্যবহার-দ্বারা তাহার (জীবের) স্বরূপের নিত্যধর্ম্ম হইতে স্খলিত হওয়াও অবশ্যম্ভাবী।

পরম-দয়ার্দ্র-হৃদয় শ্রীগুরুদেব,

আমরা অদ্য আপনার শ্রীপাদপদ্মের নিকট আপনার সেবার জন্য সমবেত হইয়াছি। একদিকে জগতের ভোগ ও প্রভুত্ব এবং অপরদিকে নিত্য মঙ্গল—এই উভয় পন্থার যে কোন একটি এই শুভ মুহূর্ত্তে অবলম্বন করিবার স্বাধীনতা আছে। যদি আমরা মঙ্গলের পন্থা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করি, আপনি আমাদের অহঙ্কার পূজা গ্রহণপূর্ব্বক আমাদের মঙ্গল লাভের প্রার্থনা পূরণ করিবেন, ইহাও নিশ্চিত। আপনার শ্রীমুখের বাণীই আমাদের এই ঘোর দুর্দ্দিনেও আমাদের একমাত্র অবলম্বন। যদি অহঙ্কার

অনুষ্ঠানের প্রকৃত তাৎপর্য্য আমরা আপনারা বাণীর সুষ্ঠু শ্রবণ-দ্বারা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা না করি, তাহা হইলে আমরা অদ্যকার শুভ-তিথিতে প্রকৃত মঙ্গলের কোনই সন্ধান পাইব না। যদি আমরা নিষ্কপট বৈন্যের সহিত আপনার বাণীর আশ্রয়ে আপনার পাদপদ্ম-সেবা লাভরূপ মঙ্গল-প্রার্থী হই, আমরা আপনার কৃপায় আপনার শুদ্ধ-ভক্তগণের সৎ-সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হইব। সৎসম্প্রদায়ের সাক্ষাৎকার লাভ দ্বারাই আমরা পুনরায় শুদ্ধ-সেবা-পথে পরমোৎসাহে এবং সম্পূর্ণ আশাবন্ধের সহিত অগ্রসর হইতে সমর্থ হইব।

পারমার্থিক-সম্প্রদায় নিত্য। বহির্মুখ মনুষ্যের কর্ম্ম-বিমুগ্ধতা দ্বারা পারমার্থিক-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। যাঁহারা পারমার্থিক সম্প্রদায়কে লৌকিক সামাজিক ব্যবহারিকের কল্পনা করেন, তাঁহারা পারমার্থিক-সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎকার লাভ করেন নাই। পারমার্থিক-সম্প্রদায়ে প্রবেশের একমাত্র উপায় ভগবৎ-সেবা। আমাদের বর্ত্তমান অযোগ্যতা সত্ত্বেও অবতীর্ণ শব্দাত্মক বাণীর সম্পূর্ণ আনুগত্যে ভগবৎ-সেবা লাভ হইতে পারে। আচার্য্য প্রকটলীলা আবিষ্কারপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীমুখে শব্দাত্মক বাণীর প্রাকট্য সম্পাদন করেন। অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মের অবতরণ এবং সমুদয় বস্তুভাবকে তদ্দ্বারা অপ্রাকৃত শব্দাত্মক বাণীর সেবায় সুযোগ-প্রদান জগদ্গুরুদ্বারের নিমিত্ত আচার্য্যের প্রকটলীলার পরম করুণার বৈশিষ্ট্য।

পরম-জয়াঢ্য-ছত্রস্থ শ্রীগুরুদেব,

আপনার অপ্রকটের মুহূর্ত্ত হইতেই বিধুর-বিমোহিনী মায়া শ্রৌতপন্থা হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকারে আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিতেছে। অদ্য আপনার শ্রীপাদপদ্মে আপনার অযোগ্য সেবকগণের ইহাই একমাত্র প্রার্থনা যে,—আমরা যেন আপনার অযাচিত কৃপা দ্বারা শ্রীব্যাস-পূজার পরম মঙ্গলপ্রদ তাৎপর্য্য বিস্মৃত না হই। আমরা অদ্য আমাদের ক্ষুদ্রপ্রস্তাবলি আপনার শ্রীপাদপদ্মে প্রণতি-সহকারে অর্পণ করিতেছি। শ্রীআচার্য্যদেবের আনুগত্যে আমাদের ক্ষুদ্র অঞ্জলি আপনার শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছিবে—ইহাই আমাদের একমাত্র ভরসা।

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

আপনার অযোগ্য দাসানুদাস—
শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের সেবকবৃন্দ।

২রা মার্চ্চ, ১৯০৭

[পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌এ মুদ্রিত]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

আচার্য্যানুগত্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি

[কটক হইতে প্রেরিত]

কটক, ২রা মার্চ্চ, ১৯০৭

আমরা শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের গৃহস্থ এবং অগৃহস্থ সেবকবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে আমাদের প্রস্তাবলি নিবেদন করিতেছি। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ শিরে ধারণপূর্ব্বক আমরা শ্রীমদ্গৌড়ীয়-আরামে শ্রীল প্রভুপাদের পরবর্ত্তী বর্ত্তমান আচার্য্যদেব শ্রীল বাসুদেব প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আমাদের একান্ত প্রণতি নিবেদন করিতেছি এবং তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি অদ্যকার তিথিতে তাঁহার একান্ত আনুগত্যে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম-অর্চ্চনের যোগ্যতা আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক প্রদান করুন। আমরা এই বিষয়ে আমাদের সমুদয় সতীর্থ ভ্রাতাভগ্নীদিগের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীব্যাসপূজার যে অঞ্জলি শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা তাহার সহিত আমাদের নাম সংযুক্ত করিয়া দিতে প্রার্থনা করিতেছি।

Signatures of all disciples of Prabhupad now at Cuttack

1. Anilkrishna Dasadhikary
2. Aniruddha Dasadhikary
3. Jatisekhar Brahmachary
4. Anantaram Brahmachary

5. Nabinkishore Roy
6. Gaurhari Brahmachary
7. Ghanashyam Dasadhikary
8. Narasinha Brahmachary
9. Kunjabehari Naik
10. Monomohini Bose Sister of Abhoy
11. Krishnapada Dasadhikary
12. Durgamani Dasi, mother of Krishna Babu
13. Shachindra Nath Ray
14. Satish Chandra Ray
15. Sudarshan Nag
16. Sachidulal Dasadhikary
17. Kshirodemani Dasi mother of Jatin
18. Manorama Ray wife of Sachibabu
19. Girijaballabh Ghose
20. Dwaitari Mahanty
21. Abodhbala Ghose wife of Sachin Babu
22. Satish Chandra Basu
23. Sailabala Basu wife of Satish Babu
24. Netai Chandra Bose
25. Kusumkumari Mitra mother of Annada
26. Chintamani Nayak
27. Lakshmi Devi wife of Chintamani Babu
28. Haribandhu Mahanty
29. Urmilasashi Devi wife of Prof. Babu
30. Sobharani devi daughter of Prof. Babu
31. Natabar Acharyya
32. Jaykrishnadas Brahmachary
33. Abhaycharan Pal
34. Rakhal Chandra Roy

তড়িদ্‌বার্ত্তায় শ্রীব্যাসপূজার অঞ্জলি

রেঙ্গুণ হইতে প্রেরিত

2nd March, 37
Moulmein

Madhva-Gaudiya Math. Narinda, Dacca

Tearful offerings from Prabhupad's humble servants in Burma to His Divine Feet with prayer for His eternal service. Sd/Giri

কটক হইতে প্রেরিত

2nd March, 37
Cuttack

We grihastha agrihastha members Satchidananda Math offer Shradhanjali to the Feet of Srila Prabhupad. Obeying command of Srila Prabhupad offer absolute submission to Vasudebprabhu successor of Srila Prabhupad in Madhva Gaudiya Amnaya. Pray mercy of Srila Vasudevprabhu to enable us under his udconditional guidance perform worship Feet of Srila Prabhupad eternally and to-day pray blessings all God-brothers. In this we subscribe to Vyas-puja offering by Bhaktisudhakar Prabhu.

শ্রীভগবন্ধু-স্মৃতি-সভা

গত ১৪ই মার্চ্চ, ১৯৩৭ রবিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের নাটমন্দির-প্রাঙ্গণে কাশিমবাজারের মাননীয় মহারাজ শ্রীল শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এম্-এ, এম্-এস্-সি মহোদয়ের সভাপতিত্বে বাগ্‌বাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের কৃষিদাতা, শ্রীমন্দির, নাটমন্দির ও তদুপরিস্থ নির্ম্মাণে সম্পূর্ণ আনুকূল্য-বিধানকারী পরমভক্ত শ্রেষ্ঠার্থ শ্রীল ভগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের ষষ্ঠ-বার্ষিকী স্মৃতি-মহোৎসব তাঁহার গুণগান-কীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই সভা উক্ত মহারাজ বাহাদুরের সভাপতিত্বে গত ২৭শে ডিসেম্বর (১৯৩৬) রবিবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হইবার কথা ছিল, কিন্তু দৈবানুরোধে ঐ দিবস হইতে পারে নাই।

শ্রেষ্ঠার্থী শ্রীল ভগবন্ধু কিরূপ ভাগ্যবান্ ছিলেন, তাহা গত ১৩ই ডিসেম্বর (১৯৩৬) তাঁহার তিরোভাব-তিথি-

সম্পাদকত্বে সভ্যার সমবায়ে শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-বাণীতেই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের ঐ বক্তৃতাটিই তাঁহার প্রকটলীলার সাধারণ সভায় শেষ বক্তৃতা। বক্তৃতার অব্যবহিত পূর্ব্বেও কেহই জানিতেন না—ধারণাও করিতে পারেন নাই যে, প্রভুপাদ সভায় আসিয়া কিছু বলিবেন; কিন্তু অহৈতুক কৃপাসিন্ধু প্রভুপাদ অর্চ্চনময়-বিগ্রহ শ্রীল অবধূতকে তাঁহার (প্রভুপাদের) প্রকটলীলার শেষ আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপনের জন্যই যেন ঐ দিবস স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়াই কিছু বলিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গত দ্বিসপ্ততম বর্ষ (১৫শ বর্ষ) গৌড়ীয়ে শ্রীল প্রভুপাদের ঐ বক্তৃতাটি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রভুপাদ তাঁহার বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—

"গুরু ত'কই আত্মমঙ্গলের কথা; তাহাই পরম প্রয়োজনীয়। যিনি তাহা কীর্ত্তনের সহায়তা করেন, তিনিই আমাদের পরম কাম্যতম—পরম বান্ধব। শ্রীঅবধূত আমাদের নিত্য-মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা ক'রে আজ পিতৃস্থানীয় হ'য়েছেন। অবধূতশ্রীরে কৃষ্ণকীর্ত্তনেই—কৃষ্ণকথা-শ্রবণের স্থান ক'রে তিনি আমাদের পিতা বা পালকের স্থান অধিকার ক'রেছেন।"

সুতরাং শ্রীঅবধূতের প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-স্বরূপই তাঁহার স্মৃতিসভার তাৎপর্য্য সূচনা করে।

মহারাজ বাহাদুর সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় মঞ্চে উপবিষ্ট হইলে মঞ্চস্থ মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন মহোদয় মহারাজ বাহাদুরকে সভা-স্থলে লইয়া আসিলে সভায় সকলেই তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন। মহারাজ বাহাদুর সিদ্ধিষ্ট আসন গ্রহণ করিলে শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল মহোদয় 'প্রাণেশ হে। কবে কি সম্বন্ধি বাত' এই গীতিটি উদ্বোধনসঙ্গীতরূপে কীর্ত্তন করেন। অতঃপর মাননীয় মহারাজের অর্থসচিব শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ বসু মহোদয়ের প্রস্তাবে এবং রাণাঘাট মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ পাল চৌধুরী মহোদয়ের সমর্থনে মহারাজ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তৎপর মঃ মঃ আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু মহারাজের গলদেশ পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিলে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বন্ধুবন্ধন অধিকারী বি-এ মহোদয় দ্বাত্রিংশত্তম সংখ্যা (১৪শ বর্ষ) 'গৌড়ীয়' হইতে 'দাতা শ্রীল অবধূত ভক্তিরঞ্জন' প্রবন্ধটি আলোপান্ত পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী উক্ত 'গৌড়ীয়' হইতে 'স্মৃতি-আরতি' নাম্নী কবিতাটি পাঠ করিলে মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত 'যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র' শ্লোক কীর্ত্তনমুখে সংস্কৃত ভাষায় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রীঅবধূতের প্রশস্তি-সূচক তাঁহার স্বরচিত শ্লোকচতুষ্টয় পাঠ করেন। মঃ মঃ সিদ্ধান্তবাগীশ মহোদয় তাঁহার বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন,—"মাননীয় মহারাজ ও সভাবৃন্দ, আপনারা সকলেই জানেন, ভারতে প্রয়াগ মহাতীর্থ। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই ত্রিবেণীসঙ্গমে প্রয়াগ মহাতীর্থ হইয়াছেন। এই সভায়ও সেইরূপ ত্রিধারার ত্রিবেণীসঙ্গম উপস্থিত হইয়া ইহা এক মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে। বালক, বৃদ্ধ ও যুবক সকলেই অর্থপ্রয়াসী। কিন্তু সেই অর্থের সদ্ব্যবহার লক্ষমধ্যে কচিৎ কেহ অবগত হইয়া থাকেন। আমাদিগের শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীল অবধূত সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া ধন্যাতিধন্য হইয়া-ছেন। এই সংসারে বহু ধনী আছেন, কিন্তু জীবনাবসান পর্য্যন্ত ধন সংগ্রহ করিয়াও লোকান্তর গমনসময়ে তাঁহা-দিগকে রিক্তহস্তে প্রস্থান করিতে হয়। সুতরাং প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়জ্ঞানে অসীম পরিশ্রম সহকারে যে অর্থ উপার্জ্জিত হয়, তাহা ভগবৎসেবায় দানই অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যবহার। অবধূত তাঁহার আজন্ম-সঞ্চিত সমস্ত অর্থ ভগবৎসেবার জন্য দান করিয়া ধন্যাতিধন্য হইয়াছেন। অদ্য তাঁহার স্মরণার্থলিখিত এই শ্লোকচতুষ্টয় পাঠ করিয়া তাঁহার দানের যৎকিঞ্চিৎ প্রশস্তি কীর্ত্তন করিতেছি :—

পরোপকারেণ চিরস্তনেন চিরং অবধূতরতা প্রসিদ্ধঃ।
বদান্যমন্যাদিকপুণ্যলোকৈ আশীর্ব্বাদৈরভবৎসমাপ্যমানঃ। ১।
অনন্তসংসার-মহাপরাধৈ অনন্তলোকৈ ইব তত্ত্বরাদ্যঃ।
অবধি রাজতি নাম যস্য তান্ অবধিরূপময়তি সন্তঃ। ২।
যদ্যপি গৌরাঙ্গদেশে লোকঃ কিমিদমেবেন বিদেশবাসী।
আদিত্যচন্দ্রপ্রতিবিম্বযুক্তো যথা রত্নকো বণগীয় এব। ৩।
যাতা শান্তময়া মনোবিকরো ভক্তঃ সবিস্তরয়া
যৌক্তা যৌক্তি ইবাবিকল্পিতমতিঃ সংসারমোক্ষপ্রদাম্।
শ্রীনারায়ণ-পাদপদ্মযুগলে লব্ধো ভৃঙ্গঃ সদাবৎ
বাৎসল্যাৎ প্রতিবৎসলং বসু সবস্তুস্থিরং অর্পয়তাম্। ৪।

মহামহোপাধ্যায় ভারতাচার্য্য—
শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

অনন্তর প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক ডঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহোদয় বলেন,—

"মাননীয় সভাপতি মহোদয় ও সমবেত সজ্জনমণ্ডলি। আমি এই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রায় প্রত্যেক বিশিষ্ট কার্য্যে উপস্থিত হ'বার সৌভাগ্য লাভ করি। সব সভাতেই সভাপতির পার্শ্বে এক অতিমর্ত্ত্য ব্যক্তিত্বকে উপবিষ্ট দেখ্‌তে পাই, কিন্তু আজ সেই মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজকে দেখ্‌তে না পেয়ে হৃদয়ে বড়ই কষ্ট অনুভব ক'রছি। এই গৌড়ীয়প্রতিষ্ঠানের সকলের আচার্য্য —শ্রীল প্রভুপাদ। যাঁরা তাঁর সঙ্গে ঘনভাবে সংশ্লিষ্ট কেবল তাঁরা নন্, যাঁরা দূরে দূরে থেকেও কর্ম্মফলভাবে সংশ্লিষ্ট, তাঁদের মনও আজ তাঁর বিরহে গভীরভাবে আপ্লুত।

শ্রীলপ্রভু যে অদ্ভুত কীর্ত্তি রেখে গিয়েছেন, তাঁর প্রথম প্রধান প্রবর্ত্তয়িতা শ্রীল প্রভুপাদ। কিন্তু আজ সেই গুরু ও শিষ্য উভয়ই অন্তর্হিত। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠানের আচার্য্য ও সেই প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্যবিধানকারী শিষ্য উভয়ের তিরোধানই আমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব ক'রছি। তবে আমাদের আশা এই যে, ওঁদের অভাবে গৌড়ীয়মঠের কার্য্যের অভাব হবে না। আচার্য্যদেব তাঁর অনুগমণ্ডলীর মধ্যে যে শক্তি সঞ্চারিত ক'রে গিয়েছেন, সেই শক্তিতে অনুপ্রাণিত হ'য়ে তাঁরা আমাদের মত গৃহীর চিরকাল মঙ্গল বিধান ক'রতে পা'রবেন।

আজ আমরা যাঁর স্মৃতিসভায় সমবেত হ'য়েছি, তাঁর সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা (শ্রীযুক্ত যদুনন্দন অধিকারী) যে প্রবন্ধ পাঠ ক'রলেন, তা'হ'তে আমরা অনেক কথা জান্‌তে পারি। শ্রীগুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত যে, কোন কাজই হয় না, তা আমরা আমাদের সাধারণ বিচারেও দেখ্‌তে পাই, ভক্তিরাজ্যের কথা ত বলাই বাহুল্য। শ্রীলপ্রভু গুরুপাদাশ্রয় লাভ ক'রে—শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিয়োগ ক'রে যে ভগবৎসেবার আদর্শ রেখে গিয়েছেন, তা চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাক্‌বে। তিনি (বহির্দর্শনে) একজন ব্যবসায়ী লোক হ'লেও শুধু নিজে যশস্বী হ'বার জন্যে এতবড় কার্য্য ক'রে যান নাই। তিনি বহু মানবের কল্যাণ ক'রে গিয়েছেন। ইংরেজীতে একটি কথা আছে,—"One who opens a school, shuts a prison." এই কথাটা আমি একটু ঘুরিয়ে বলি,—"One who opens a temple shuts hundreds of prisons." * তিনি ভগবৎসেবার আদর্শ প্রদর্শন ক'রে বহুলোকের কল্যাণ সাধন ক'রেছেন। শ্রীলপ্রভু যদি শুধু একটি মন্দির নির্ম্মাণ ক'রে যেতেন, তা'হ'লে তাঁর কথায় এমন কিছু অসাধারণত্ব থাক্‌ত না। কিন্তু তাঁর দান এমন একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যা' তাঁকে নিত্যকাল বিশিষ্ট ক'রে রাখ্‌বে। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের জন্য যে প্রকাণ্ড স্থান ক'রে দিয়েছেন, তা'তে বহুলোক যোগদান ক'রে আত্মমঙ্গল বরণ ক'রছেন এবং ক'রবেন। আমাদের বড়ই আনন্দের বিষয় এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্য কেবল ভারতবর্ষে আবদ্ধ নয়, ভারতের বাহিরেও প্রসারিত হ'য়েছে। প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে নানাস্থানে আজ এই গৌড়ীয়মঠের বাণী প্রতিধ্বনিত ও ধ্বনিত। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি অনেকেই দান ক'রে থাকেন; কিন্তু ধর্ম্মই মূল জিনিষ, তা যিনি দান করেন, তাঁ'রই মহত্ত্ব অধিক। আমরা বৎসরের পর বৎসর তাঁর স্মৃতি অর্চ্চনের কথা শুনে নিজেকে ধন্য জ্ঞান ক'রব।"

সভাপতির অভিভাষণ

অতঃপর মাননীয় সভাপতি মহারাজ বাহাদুর বলেন,—

"সমবেত সুধীমণ্ডলি! আজ এই মঠে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমার হৃদয়ে সর্ব্বপ্রথমে যাঁর অভাব অনুভূত হ'য়েছিল—যিনি প্রত্যেক সভায় সভাপতির পার্শ্বে ব'সে সভার কার্য্যে তাঁর শুভ আশীর্ব্বাদ ও তাঁর শুভ ইচ্ছা দ্বারা সহায়তা ক'রতেন, তাঁকে আজ আমাদের মধ্যে দেখ্‌তে পাচ্ছি না। যাঁর ভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞান, যাঁর অদ্ভুতপূর্ব্ব (শুদ্ধভক্তি) প্রচার-ধারা আজ শুধু বাংলায় নয়, ভারতে নয়, বিশ্বের বহুস্থানে প্রসারিত হ'য়েছে, যিনি মহাপ্রভুর বাণী গ্রামে গ্রামে প্রচার ক'রবার ভার গ্রহণ ক'রেছিলেন এবং তা' অনেকবিলেষে সম্পাদনও ক'রেছেন, তাঁর অভাব আজ সর্ব্বাগ্রে এই গৃহে প্রবেশ ক'রেই অনুভব ক'রেছি। তিনি ভগবদিচ্ছায় যে কার্য্য ক'রতে এসেছিলেন, তা সম্পাদন ক'রে আবার শ্রীভগবানের নিত্যলীলাসহচর হ'য়েছেন। আজ তিনি আমাদের চক্ষুর অন্তরালে থাক্‌লেও

* [অবশ্য ভগবদ্ভক্তির আনুষঙ্গিক ফলেই ঐ সকল পাপময়ধর্ম্মাদি কার্য্য অনায়াসে নাশিত হইয়া থাকে। তবে উহাকেই তাঁহার উদ্দেশ্য-বাদনের চরমফল জ্ঞানে করেন না, হৃষীকেশ্বরসেবাই তাঁহার চরম লক্ষ্য। —গৌঃ সঃ]

তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির, এই মঠের প্রতি বায়ু, প্রতি রেণুকণ তাঁর অনুভূতি আমাদের হৃদয়ে জাগিয়ে দিবে। তাঁর আরব্ধ কার্য্য পরিচালনা ক'রবার জন্য তিনি যে সমস্ত যোগ্য শিষ্যকে রেখে গিয়েছেন, তাঁদের জীবনে তাঁর নূতন প্রেরণা সঞ্চারিত হ'য়ে তাঁদিগকে নূতনভাবে অনুপ্রাণিত ক'রে তাঁরই মনোহভীষ্ট-সম্পাদনে যোগ্যতা দেবে।

আজ আমরা যে-জন্য সমবেত হ'য়েছি, আশা করি তা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভগবদ্বস্তুর কথা নূতন ক'রে কিছু বলবার প্রয়োজন দেখি না। পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃগণ তাঁর জীবনীসম্বন্ধে অনেক কথা ব'লেছেন, তবে আমি শুধু এইটুকু ব'লব যে, শ্রীভগবন্ধু কোন্ সুদূর পল্লীর ভিতর জন্মগ্রহণ ক'রে, কোন্ সূত্রে এই দেশে উপনীত হ'য়ে, আবলম্বনে কিভাবে অর্থ উপার্জ্জন ক'রে তাঁর সার্থকতা সম্পাদন ক'রেছিলেন শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের আশ্রয়ে—এ একটা অদ্ভুত ব্যাপার।—অপূর্ব্ব যোগাযোগ। ভগবদিচ্ছা এভাবেই কার্য্যে পরিণত হয়। একদিকে শ্রদ্ধা, বুদ্ধি, ভগবৎ প্রেরণা, অন্যদিকে অর্থ—এই দু'য়ের সংযোগে আজ এই ভগবদ্ গৃহের প্রতিষ্ঠা আমরা লক্ষ্য ক'রতে পারছি। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দেখ্‌ছি যে, এ শুধু একটি গৃহ মাত্র নয়, এই সংযোগের মধ্যে এমন একটি প্রতিষ্ঠান প্রকটিত আছেন, যা একদিনের বা একযুগের নয়, নিত্যকালের জন্য ভগবদ্ধামকে নিত্যমঙ্গল বিতরণ ক'রবে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অযোঘ আশিস্ শিরে ধারণ ক'রে এই প্রতিষ্ঠান মানবজাতির মঙ্গলের জন্য নিত্যকাল প্রতিষ্ঠিত ও সঞ্জীবিত থাকবে। এই যোগাযোগ একমাত্র পরম কারুণিক পরমেশ্বরের ইচ্ছাশক্তি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এই বস্তুতান্ত্রিক-যুগে যখন মানব ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস হারাচ্ছিল, সেই যুগে এই প্রতিষ্ঠান জাগিয়ে দিল তাদের মধ্যে ধর্ম্মের প্রেরণা। এর (এই প্রতিষ্ঠানের) পরিধি সুদূর বিস্তৃত—তা মাপ করা যায় না। যাঁর স্মৃতিবাসরে আজ আমরা সমবেত—যাঁর প্রতি আজ আমরা আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন কর্‌বার জন্য এসেছি, তাঁর দানের মূলে আছে সেই ভগবদিচ্ছা—ভগবৎপ্রেরণা।

ইতঃপূর্ব্বে যে প্রবন্ধ পাঠ হ'লো তা'তে আমরা জান্‌লাম যে, এই ভক্তিরঞ্জনের সহিত আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবেরও একটু যোগসূত্র ছিল। তাঁর দানের সম্বন্ধে আজ যে-সমস্ত কথা এই সভায় আলোচিত হলো, সেই দান কোন্ শ্রেণীর দান, তা আমরা বিচার ক'রব না, তবে আমরা কেবল এইটুকু দেখ্‌বো—এই দানের মধ্যে যে, সর্ব্বস্ব নিঃশেষ ক'রে নিজেকে গুরুপাদপদ্মে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন—সেই মহাবস্তুটি। এই যে সর্ব্বস্ব নিঃশ ক'রে, কোন পার্থিব কামনা না রেখে অর্থাৎ তাঁর নিজের ভাষায় ব'লতে গেলে —'গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা'—এই বিষয়ের কথা, বড়ই অপূর্ব্ব। তাঁর দান যে কত বড়, তা' আজ তাঁর স্মৃতিবাসরে আমাদের উপলব্ধি করা কর্ত্তব্য। তিনি তাঁর প্রাণপণ চেষ্টা ও শ্রম স্বীকার ক'রে যে অর্থ সংগ্রহ ক'রেছিলেন, তা' সমস্তই—এককথায় তাঁর সর্ব্বস্বই এই প্রতিষ্ঠানের জন্য তিনি দান ক'রে গিয়েছেন। তিনি আজ আমাদের মধ্যে নাই সত্য, কিন্তু তাঁর যে মহৎ প্রাণ তাঁর দানকে সম্ভব ক'রেছে, তা নিত্যকাল সঞ্জীবিত থাকবে। তাঁর শুদ্ধ-ভক্তি চিরদিন আদর্শস্থানীয় হ'বে। সর্ব্বোপরি, তিনি তাঁর কোটিজীবনের সাধনার ফল এর মধ্যে লাভ ক'রেছেন। এই বিরাট্ প্রতিষ্ঠান তাঁর দানের মহিমা আমাদিগকে চিরদিন স্মরণ করিয়ে দিবেন। তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য আর কোন পৃথক্ জিনিষের প্রয়োজন হ'বে না। তাঁর যথাসর্ব্বস্ব তিনি যে মঙ্গলউদ্দেশ্যে দান ক'রে গিয়েছেন, তাতে তাঁর কোটি জীবনের সাধনা সার্থক হ'য়েছে। তিনি নিশ্চয়ই পরমাত্মার সেবা লাভ ক'রে ধন্য হ'য়েছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রণতচিত্তে তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন ক'রছি। এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্য তাঁর আচার্য্য ও এই দাতাশিরোমণির অভাবে যেন ম্লান না হয়—ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা। যে বর্ত্তিকা এই প্রতিষ্ঠানের আচার্য্যদেব জ্বালিয়ে রেখে গিয়েছেন, আচার্য্য-দেবের করুণার যাঁরা উত্তরাধিকারী হ'বেন, তাঁরা সেই বর্ত্তিকা উজ্জ্বলতর ক'রে, কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হ'বেন, ইহাই আমাদের আশা।"

অতঃপর শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু ভক্তিবান্ধব বি-এ মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সভ্যবৃন্দের পক্ষ হইতে সভাপতি মহারাজ বাহাদুরের পূতচরিত্র, দেশ-সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি সর্ব্ববিষয়ে কৃতিত্ব, তাঁহার ইংরাজী ভাষায় লিখিত বহুতঃ-

গ্রন্থ, দেশের হিত-চেষ্টা, মহারাজের স্বধামগত বৈষ্ণব পিতৃদেবের সহিত শ্রীল প্রভুপাদের বহুপূর্ব হইতে পরিচয় ও প্রভুপাদের 'বৈষ্ণব মহুষ্য' নামক বৈষ্ণব বিশ্বকোষ-গ্রন্থপ্রণয়নে উৎসাহ-প্রদান ও সহায়তা, সেই বৈষ্ণবরাজ-বংশের 'কুলপ্রদীপ'রূপে বর্ত্তমান মহারাজ বাহাদুরেরও বিবিধ সদ্গুণ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও মঠাচার্য্যের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা, নানা গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াও মহারাজের অন্তরঙ্গ সভায় যোগদান ও শ্রীজগবন্ধু-মূর্ত্তি-পূজায় আমাদিগকে উৎসাহ দান, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়ের বৈশিষ্ট্য, সোপাধিক ও নিরুপাধিক উত্তমবিদ বিচার হইতে শুদ্ধভক্তিকর্ম্মের পার্থক্য, জড়কবি ও অপ্রাকৃত কবির পার্থক্য, জগদ্গুরু অপ্রাকৃত কবিরই সর্ব্বজ্ঞতা, ত্রিকালজ্ঞতা, সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্ত-প্রবীণতা, বিশ্বনাথের দরবারে তাঁহারই স্থান, জড়রুচিপ্রধান মনোধর্ম্ম ও শুদ্ধ আত্ম-ধর্ম্মের পার্থক্য, শ্রীগৌড়ীয়মঠ সনাতনধর্ম্মপ্রচারক, এই শুদ্ধ সনাতনধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের প্রতি মহারাজ বাহাদুরের শ্রদ্ধা প্রভৃতি কীর্ত্তনমুখে মহারাজ বাহাদুরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনপূর্ব্বক দরবেত সভ্যবৃন্দের প্রতিও কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন-মুখে বক্তব্য প্রদান করেন।

তৎপর ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রণবানন্দ "একবার করুণা কর বৈষ্ণব গোঁসাই" এই স্বরচিত কীর্ত্তন করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

সভায় বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নে কতিপয় নাম প্রদত্ত হইল :—

অধ্যাপক ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী, রায় বাহাদুর মিঃ এ আর বসু, শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দত্ত, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, শ্রীশিবপদ ঘোষ, রায় বাহাদুর ডাঃ হরেন্দ্র নাথ দাস, রাজা জানকী নাথ রায়, মিঃ উইলিয়ম সি ব্যানার্জ্জী, শ্রীললিত মোহন বসু, শ্রীমাখনলাল বিশ্বাস, শ্রীব্রজমোহন দাস, শ্রীনরেশ পালচৌধুরী, রায় বাহাদুর আশুতোষ ঘোষ, মিঃ এম সেন (শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অধ্যাপক), শ্রীযতীশচন্দ্র সাহিড়ী, ডাঃ সুধাময় ভট্টাচার্য্য এম-বি, মিঃ কে, কে সেন, রায় বাহাদুর অমরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী, শ্রীযোগীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীমনোমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীকাদম্বিনীমোহন রায়চৌধুরী, মিঃ এস্ এম বসু (কেলাসন), শ্রীসত্যচরণ রায়চৌধুরী, শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী ইত্যাদি।

শ্রীব্রহ্মমাধবগৌড়ীয়াম্নায়ের দশমাধস্তনাম্বয়
আচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু

[শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী লিখিত]

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধবগৌড়ীয়াম্নায়ের দশম আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রীবিলাস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখে তাঁহার গুরুভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর কীর্ত্তন ও প্রচারকার্য্যের কলাপেক্ষ ও আত্মবিগ্রহ শ্রীরূপ-রঘুনাথের দাস্যে নিত্যকাল প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া হরিবিমুখজগতে নিরপেক্ষভাবে হরিভজন করিবার কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রাপ্ত, শ্রীস্বরূপ-রূপ-সনাতন-রঘুনাথ-শ্রীজীব-শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজ-শ্রীনরোত্তম-শ্রীবিশ্বনাথ-শ্রীবলদেব-শ্রীজগন্নাথ ভক্তিবিনোদ-গৌর-কিশোর-সরস্বতী-ধারা-সংরক্ষণের অদ্বিতীয় যোগ্যতম পাত্র, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তরহস্যবিজ্ঞ, প্রভুপাদের মর্ম্মজ্ঞ, তাঁহার মনোঽভীষ্ট-সংসেবনের সর্ব্ববিধ যোগ্যতাপ্রাপ্ত, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত নিষ্কপট শুদ্ধভজনপ্রয়াসি-দেবকবৃন্দ তথা শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি অনুরাগবিশিষ্ট সজ্জনমাত্রেরই বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধাস্পদ, "কৃপাসিন্ধুঃ জগৎপূর্ণঃ সর্ব্বজন্তোপকারকঃ। নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ সর্ব্বসংশয়সচ্ছেত্তাঽমলধীঃ শুরুরাহৃতঃ॥" প্রমুখ শাস্ত্রোক্ত সদ্গুরুলক্ষণান্বিত, শুদ্ধভক্তিশাস্ত্রসমূহের সিদ্ধান্তবিষয়ে পরমনিপুণ, যাবতীয় শুদ্ধভক্তিবিরুদ্ধ কুবাক্যাশ্রয়াপসিদ্ধান্তহর, শ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুক কৃপাশক্তি সঞ্চারিত হইয়া আচার্য্যোচিত যাবতীয় সদ্গুণান্বিত, শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর পরম-শ্রেষ্ঠবিগ্রহ মহামহোপদেশক শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলার পর তাঁহার ধারা সংরক্ষণার্থ বর্ত্তমানে দশমাধস্তনাম্বয়রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চরণানুচরগণের ভৃত্য-

কৃত্যানুকূলাগণের শ্রীচরণরেণুকণা-প্রার্থী সকল কৃত্যসম্প্রদায় আমরা আমাদের সতীর্থাগ্রজ শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ, তদীয় শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী একমাত্র সংরক্ষক আচার্য্য-বিচারে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণতিজ্ঞাপন-মুখে তাঁহার ঐকান্তিক আনুগত্য প্রার্থনা করিতেছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এবং ইহাই একমাত্র স্রৌতসিদ্ধান্ত যে, আচার্য্য শ্রীল বাসুদেব প্রভুর কৃপা হইলেই আমরা শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্টপালনে সমর্থ হইয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাশীর্ব্বাদলাভের যোগ্য হইব, এবং শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা আমাদের হৃদয়ে শ্রীফাল্গুনী-পূর্ণিমার বিরজাতে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মের আবির্ভাব সম্ভব করাইবেন, আমাদের গৌরাবির্ভাবোৎসবে যোগদান সার্থক হইবে।

যে সকল ভাগ্যবন্ত সেবক ও সজ্জনবৃন্দ শ্রীভক্তিবিনোদ গৌরবাণীর প্রিয়তম জন শ্রীল বাসুদেব প্রভুর আনুগত্যে শ্রীল প্রভুপাদ-প্রবর্ত্তিত শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমার তাৎপর্য্য উপলব্ধির সহিত "গৌর আমার যে সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে। সে সব স্থান হেরব আমি প্রণয়িভকত সঙ্গে।" কীর্ত্তন করিতে করিতে আত্মনিবেদনাখ্য ভক্ত্যঙ্গ-যাজনবল অভিন্নশ্রীরাধাকুণ্ডতট শ্রীচৈতন্যমঠকে কেন্দ্র করিয়া শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য ও সখ্যাখ্য ভক্ত্যঙ্গযাজনবল নবদ্বীপমণ্ডল পরিক্রমা করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদেরই কেবল শ্রীগৌরপ্রকটপূর্ণশশীর সুস্নিগ্ধসুধাশীকরস্নাত হইবার সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে; তাঁহারাই শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রকটিত অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগারের রক্ষকবর শ্রীল বাসুদেব প্রভুর আনুগত্যে সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদানপূর্ব্বক সেই যজ্ঞাগ্নির সন্নিহিত্যের ভোগারূপে ভোক্তৃভোগ্য-দৃগ্‌দৃশ্যাদি বিচার-নিপুণতা লাভ করিয়া নিখিল মঙ্গলাস্পদ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর নিত্যভজনসম্পদে উত্তরাধিকারী হইয়া থাকেন। আর যাঁহারা সেই মঙ্গলময়ি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করিবেন, তাঁহারা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরয়াভিধানে দৃঢ়সঙ্গ হইয়া হরিগুরু-বৈষ্ণবচরণে অপরাধী হইবেন, ইহাই সাধুত সিদ্ধান্ত।

আচার্য্য শ্রীল বাসুদেব প্রভু গত ১৫ই মার্চ্চ (১৯৭৭) শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতির প্রভু ও শ্রীমান্ হরিচরণ ব্রহ্মচারীর সহিত সঙ্গে হইতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভাগমনপূর্ব্বক তৎপরদিবস (১৬ই মার্চ্চ) শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করেন। কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও আকর-মঠরাজ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ—উভয় স্থলেই তিনি আচার্য্যরূপে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন। শ্রীধাম মায়াপুরে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য বিপুল আয়োজন ও শ্রীচৈতন্যমঠে একটি বহতী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীচৈতন্যমঠ-সেবক সকলে শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর প্রতি আচার্য্যোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন।

শ্রীস্বরূপরূপানুগ শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সকল নিকপট সভ্যবৃন্দই ভুবনমঙ্গল জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলার পর গুরু-আম্নায়-ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহার সাক্ষাৎ কৃপাশক্তিপ্রাপ্ত ও তাঁহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন ও প্রচারকার্য্যের যোগ্যতম অধিকারী শ্রীল বাসুদেব প্রভুকেই মুক্তকণ্ঠে আচার্য্যরূপে বরণ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটে তাঁহার নিরন্তকুহক বাস্তবসত্যবাণীর নিকপট কীর্ত্তনকারিবিচারে—"যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়"—এই সিদ্ধান্তানুসারে শ্রীল বাসুদেব প্রভুরই আচার্য্যত্ব সর্ব্বসজ্জনসম্মত।

আমাদের পরম আনন্দের বিষয়, শ্রীল বাসুদেব প্রভু এবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-সন্তপ্ত শিষ্যগণকে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবায় সর্ব্বতোভাবে উৎসাহিত করিতেছেন। অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা এবার শ্রীধামে যাত্রিসংখ্যা চতুর্গুণ অধিক হইয়াছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদে আচার্য্য শ্রীল বাসুদেব প্রভুর আনুগত্যে এবার শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব নির্ব্বিঘ্নেই সম্পাদিত হইতেছে। আমরা সম্মিলিতকণ্ঠে আচার্য্য শ্রীল বাসুদেব প্রভুর জয়গান করিতেছি।

প্রভু কহে—"কৃষ্ণ-কৃপা বলিষ্ঠ সবা হইতে।" শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর অহৈতুকী কৃপা-ক্রমে তাঁহাদের সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র নিরঙ্কুশ ইচ্ছাক্রমে তাঁহাদেরই নিত্যজন জগজ্জীবের নিত্যমঙ্গল-বিধান-নিমিত্ত শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মরূপে

আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। নিত্য সত্য—স্বপ্রকাশবস্তু তিনি, তাঁহার প্রকাশ কোন বহির্মুখ পরিষদের অপেক্ষা রাখে না। মনোধর্মী বদ্ধজীবের তাম্বাগল্পায় বিচার আচার্য্যের প্রকাশকে শুষ্ক করিতে পারে না। শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর প্রচার-ধারা অক্ষুণ্ণ থাকিবেই, তজ্জন্য শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর ও তন্নিজজন শ্রীল প্রভুপাদই কৃপা করিয়া শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে আচার্য্যরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

—•:•:•—

শ্রীধাম মায়াপুরের তার

Nabadwip 17. 3. 37.

His Grace Sreepad Ananta Vasudev Vidyabhusan Prabhu, present Acharyya of the Mission was received at Krishnagar City Railway Station yesterday afternoon by the assembly waiting. From the Station His Holiness drove to Swananda Sukhada Kunja at Swarupganj visiting Sree Kunja Kutir at Krishnagar. On way to Sree Mayapur His Holiness arrived at Hularghat and was garlanded by His Holiness Tridandiswami Sreepad Bhakti Bijnan Asram Maharaj and drove to Sree Mayapur amidst grand Sankirtan procession of hundreds of devotees who greeted His Holiness with garlands, flowers and shouts of joy. He visited Sree Jogapeeth, Thakur Bhaktivinode Research Institute. Sreebas Angan and Sree Adwaita Bhawan and he was greeted and cheered all the way by big crowds. At Sree Chaitanya Math he was received and garlanded by Srempad Narahari Brahmachari, Math Command. In the evening a meeting was held at the Avidyaharan Natyamandir in honour of the Acharyya. Speeches were delivered by prominent persons extolling the qualities of Sreepad Vasudev Prabhu, the present Acharyya after the disappearance of His Divine Grace Sree Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupad. All joined and honoured the Acharyya with loud shouts of joy. At the close of the meeting Sreela Vasudev Prabhu made a suitable reply to the addresses in a neat little speech with great modesty and humility.

In the morning Sree Navadwip Dham Parikrama party consisting of a large number of devotees and pilgrims started for circumambulation of Sree Antardwipa under the lead of the Acharyya, headed by the Archa Vigrahas of His Divine Grace Prabhupad Sree Sreela Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur and of Sreeman Mahaprabhu. The number of pilgrims on the very first day of the Parikrama exceeded the records of the previous years.

—•:•—

শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-প্রকটিত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বার্ষিক স্বদ-ভক্ত-সম্মেলনে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিখিলভুবনবরেণ্যতম ত্রিংশদ্বর্ষপূর্ত্তাবির্ভাবতিথি উপলক্ষে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা—শ্রীভক্তপাদপদ্মপূজা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সেই-সকল উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে—প্রাতে মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে "সরস্বতীজয়শ্রী" পারায়ণ আরম্ভ হইয়া রাত্রি ৭ঘটিকায় সমাপ্ত হয়। ভক্তগণ পূর্ব্বাহ্নে শ্রীচৈতন্য-মঠরক্ষক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুকে অগ্রণী করিয়া সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীমায়াপুর মণ্ডল পরিক্রমা করিয়া পুনরায় সমাধিস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীবনমালী দাসাধিকারী ও শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী প্রভৃতি শ্রীল প্রভু-পাদের সমাধিমন্দির এবং আলেখ্যার্চ্চা পুষ্পাদিদ্বারা অতি উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়াছিলেন। ভক্তগণ শ্রীল প্রভু-পাদের সমাধিমন্দিরে শ্রীপাদ নরহরি প্রভুর অনুগত্যে

করতালী লইয়া সংকীর্তনমুখে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করেন। অপরাহ্ণে সমাধিমন্দিরের সম্মুখে একটি মহতী সভার অধিবেশনে বক্তৃতামুখে শ্রীল প্রভুপাদের চরিতামৃত কীর্তিত হয়। শ্রীপাদ অকিঞ্চন ব্রহ্মচারীজীর বক্তৃতা বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

"সরস্বতীজয়শ্রী"-পারায়ণ, শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয়ের বিশেষ সংখ্যা এবং বিভিন্ন অভিনন্দনপত্র পাঠ এবং মহাজনপদাবলী কীর্তনাদিতে মঠ প্রায় সমস্ত দিবারাত্রই মুখরিত ছিল। সমবেত অসংখ্য নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিকেতন মহোদয়ের সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে—রাত্রিমুহূর্ত হইতে রাত্রি প্রায় ১২ ঘটিকা পর্যন্ত শ্রীগুরুপাদপদ্ম-মাহাত্ম্যকীর্তন-মুখে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের ভজন-প্রকোষ্ঠ এবং শ্রীসারস্বত-শ্রবণ-সদন পুষ্পমালাপতাকা ও বস্ত্রাভরণ-দ্বারা অতি উত্তমরূপে সুসজ্জিত হইয়াছিল। উক্ত স্থলেই শ্রীগুরুপাদপদ্মপূজার আয়োজন করা হয়। মঙ্গলারাত্রিক কীর্তনের পর শ্রীমৎ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী "গুর্বষ্টক" ও "জয়রে জয়রে আমার মন অতি • মন্দ" প্রমুখ মহাজন-পদাবলী-কীর্তনান্তে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট সেবকবৃন্দের নৈমিষারণ্য, ঢাকা, শ্রীধাম মায়াপুর, কটক, পুরী প্রভৃতি স্থানে শ্রীব্যাসপূজার পরম্পরামুখে 'গৌড়ীয়' আচার্য-বিগ্রহ-সংখ্যার দ্বিতীয় পৃষ্ঠা হইতে শ্রীল প্রভুপাদের বাণী কীর্তন-দ্বারা শ্রীব্যাস-পূজার শুভারম্ভ করিয়া শ্রীসরস্বতী-জয়শ্রী পারায়ণ আরম্ভ করেন। তৎপর উক্ত ব্রহ্মচারী বেলা ৮॥ ঘটিকা হইতে বেলা প্রায় ১২॥ ঘটিকা পর্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদের ভজন-প্রকোষ্ঠে ষোড়শোপচারে তাঁহার শ্রীপাদুকা, শ্রীআলেখ্যবিগ্রহ ও তাঁহার প্রিয় গৌড়ীয়, নদীয়াপ্রকাশ, সজ্জনতোষণী (Harmonist), প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, স্তবাবলী ও স্তবমালা প্রভৃতি গ্রন্থ পূজা, শ্রীপাদুকায় পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, ভোগারাত্রিক প্রভৃতি ভজনাঙ্গ অনুসরণপূর্বক শ্রীল প্রভুপাদের প্রিয় গীতিকা "শ্রীরূপমঞ্জরী পদ," "শ্রীগোবর্ধনবাসপ্রার্থনাদশক", "শ্রীরাধা-কৃষ্ণাষ্টক," "শ্রীরাধাষ্টক" প্রভৃতি কীর্তনান্তে শ্রীসারস্বত-শ্রবণ-সদনে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যবিগ্রহ পুনরায় পূজা ও আরাত্রিক সম্পাদন করিয়া 'গৌড়ীয়' আচার্য-বিগ্রহ-সংখ্যা হইতে শ্রীল প্রভুপাদের গত ২৩শে ও ৩১শে ডিসেম্বরের আশীর্বাণী, "গৌড়ীয় সাময়িক সংখ্যা" হইতে শ্রীল প্রভু-পাদের 'কালো ও আলো' প্রবন্ধ, শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর "Sree Vyasa Puja Homage" প্রভৃতি পাঠ করিয়া 'শ্রীসরস্বতী-জয়শ্রী' 'শ্রীপর্ণা' পারায়ণ আরম্ভ করেন। সন্ধ্যায় পুনরায় শ্রীল প্রভুপাদের কক্ষে তাঁহার শ্রীপাদুকার আরাত্রিক সম্পাদন করা হয়। আরাত্রিক সম্পাদিত হইলে শ্রীসারস্বত-শ্রবণসদনে একটি সভার অধিবেশন হয়। গুর্বষ্টক কীর্তন হইবার পর শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ বি-এল মহোদয় "জয়রে জয়রে জয়, পরমহংস মহাশয়"—এই গীতিটি কীর্তন করিলে ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রণবানন্দ "শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা" গৌড়ীয়, শ্রীপাদ অমৃতজানানন্দ দাসাধিকারী বি, এ 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ' হইতে "ভক্তি-প্রসূন-পঞ্চক" (পণ্ডিত শ্রীরামগোবিন্দ দাসাধিকারী, কবিরত্ন), শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী "প্রণিপাত-পুষ্পাঞ্জলি" (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের ছাত্রবৃন্দ), শ্রীমান্ প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী "ভক্তি-অর্ঘ্য" (শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদাসী দেবী), শ্রীমান্ পীযূষকান্তি ব্রহ্মচারী "অধমের অর্ঘ্য" (শ্রীমতী রাধারাণীদাসী দেবী), শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী বলিখিত "ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলী", পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল মহোদয় যুক্ত প্রান্তীয় সেবকবৃন্দের "আর্তনিবেদন" (হিন্দি) এবং শ্রীযুক্ত বন্ধুনন্দন দাসাধিকারী বি-এ মহোদয় শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু লিখিত "Sree Vyasa Puja Homage" প্রভৃতি অভিনন্দন পাঠ করেন। শ্রীব্যাস-পূজার সমস্ত অভিনন্দন-পত্রই শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য-বিগ্রহের সম্মুখে সমর্পণ করা হইয়াছিল। শ্রীপাদ বিদ্যারত্ন প্রভু ও শ্রীপাদ বন্ধুনন্দন প্রভু উক্ত অভিনন্দন পাঠ-মুখে কিছুক্ষণ বক্তৃতাও করিয়াছিলেন। অতঃপর বিদ্যারত্ন প্রভু "শ্রীরূপমঞ্জরী পদ" গীতি কীর্তন করিলে পুনরারাত্রিক কীর্তন হয়। তৎপর শ্রীপ্রণবানন্দ শ্রীসরস্বতী "শ্রীপর্ণের" অবশিষ্টাংশের পারায়ণ সমাপ্ত করিয়া পুনরায় 'গৌড়ীয়' আচার্য-বিগ্রহ-সংখ্যা হইতে শ্রীল প্রভুপাদের বাণী কীর্তন-মুখে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি-সহ সভার কার্য সমাপ্ত করেন। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের বহু ভক্ত ও সজ্জন এই

উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠে—গত ২রা মার্চ্চ (১৯৩৭) মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদপ্রভু, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর ভাগবত মহারাজ, শ্রীমান্ অনাদি গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ হরিচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ বাধবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দসহ নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠে শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ পদ্ধতি অনুসারে গভীর বিরহ-ব্যথার সহিত মহোল্লাস সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীগুরুপাদপদ্ম পূজা করিয়াছেন। শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর শ্রীমুখে শ্রীল প্রভুপাদ 'শ্রীগুরুপাদপদ্ম', 'শুনিয়াছি সাধুমুখে', 'রাধা-ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা', 'যশোমতী নন্দন' প্রমুখ যে-সকল গীতি পরম প্রীতিভরে শ্রবণ করিতেন, সেই সমস্ত প্রভুপ্রিয় গীতি কীর্ত্তনমুখে প্রভুপাদপ্রেষ্ঠ শ্রীল বাসুদেব-প্রভু শ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিলে তাঁহার আনুগত্যে অন্যান্য ভক্তবৃন্দ সকলেই অঞ্জলি প্রদান করেন। 'আত্মনিবেদন' নামক বিশ্বি ভাষায় লিখিত অভিনন্দন-পত্রখানি পাঠ হয়। শ্রীপাদ অধোক্ষজপ্রভু শ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে বিভিন্ন স্থান হইতে সমবেত ভক্তবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনমুখে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু আবেগভরে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-মাহাত্ম্যসম্বন্ধে অনেক কথা কীর্ত্তন করেন এবং 'বদান প্রভু আমার' বলিয়া যে আর্ত্তি-পূর্ণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা পাষাণও দ্রবীভূত হইয়া যায়। শ্রীব্যাসপূজার পূর্ব্বদিবস হইতে নৈমিষারণ্যে পৌঁছিয়াই শ্রীপাদ বাসুদেবপ্রভু শ্রীনৈমিষা-রণ্যের ও সন্নিহিত শ্রীচক্রতীর্থের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনেক হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ফয়জাবাদ হইতে শ্রীপাদ বাচক মহারাজ, কাশী হইতে শ্রীমৎ বাধবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাস, সিধৌলী হইতে সস্ত্রীক ডাক্তার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, লক্ষ্ণৌ হইতে সপরি-বারে শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ প্রভু, মযমনসিংহ হইতে ভক্ত শ্রীনলিনবিহারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ উৎসবে যোগ-দান করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রিয় বহু উপ-করণ-বৈচিত্র্য-সহ ভোগরাগ নিবেদিত হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠালয়ে—গত ২রা মার্চ্চ লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে প্রায় সমস্ত দিন ব্যাপী ও কীর্ত্তনমুখে শ্রীগোবিন্দ পঞ্চমী তিথি পালিত হইয়াছেন। ৩রা মার্চ্চ তদুপলক্ষে মঠে একটি মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। গৌড়ীয়-সম্পাদকসঙ্ঘপতি মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসাঙ্গ গোস্বামী প্রভু উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিমর্ত্য চরিত্র ও দান-সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটি অতীব চিত্তাকর্ষক অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন। সংস্কৃত শুদ্ধাষ্টক ও তাহার ইংরাজী অনুবাদ কীর্ত্তন হইয়াছে। উপস্থিত সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছিল।

ছত্রভোগে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ এবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত ছত্রভোগ-শ্রীচৈতন্যপাদপীঠের শ্রীমন্দিরে শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব সম্পাদন করিয়াছেন। পূজা, কীর্ত্তন, 'গৌড়ীয়' ব্যাসপূজা-সংখ্যা পাঠ, শ্রীমন্দিরের সন্নিহিত শ্রীল প্রভুপাদের বিশ্রাম ও হরিকীর্ত্তনস্থান পরিক্রমা এবং মহাপ্রসাদবিতরণাদি মুখে উৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজও এবার শ্রীল প্রভুপাদের পদাঙ্কপূত বেড়ুগ্রী (খুলনা)-নিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারীর গৃহে মহাসমারোহে শ্রীব্যাসপূজা সম্পাদন করেন।

কটক, পুরী, মাদ্রাজ, বোম্বে, পাটনা, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, দিল্লী, কুরুক্ষেত্র, বৃন্দাবন এবং বঙ্গদেশের বিভিন্নমঠে ভক্তিসেবকবৃন্দ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনমুখে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব সম্পাদন করিয়াছেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

লণ্ডনে গৌড়ীয়মঠের প্রচার

'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-সঙ্ঘপতি, লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের 'মিশনারী-ইন্-চার্জ্জ' মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অমোঘ ভক্তিসাগর গোস্বামী প্রভু গত ২৯শে জানুয়ারী (১৯৩৭) অপরাহ্ণে বেষ্টউডস লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ ক্যাক্সটন হলে 'Divine Love' (ভগবৎ প্রেম) সম্বন্ধে অভিভাষণপ্রসঙ্গে যে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা লণ্ডনের বিদ্বৎ সমাজে বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছে। উক্ত বক্তৃতা-শ্রবণে Miss C. Bowtell নাম্নী জনৈকা সম্ভ্রান্ত বংশীয়া মহিলা যে একখানি প্রশস্তিসূচক পত্র লিখিয়াছেন, তাহা 'গৌড়ীয়'-পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

To MR. A. B. GOSWAMI, MISSIONARY-IN-CHARGE, GAUDIYA MISSION, London

135 Dalston Lane.
Hackney E8
Feb. 7th 1937.

Dear Mr. Goswami,

* * * * It will give me much happiness to be the faithful servant of a faithful servant of God—God whom I love and to whom I am devoted.

I have often longed to know some one like yourself—a true lover of the Divine. * * You will be successful in the work you have undertaken. There is force behind your calm and composer which brings conviction. You have dignity tempered with humility and the humility enhances the dignity. You have eloquence and you speak like an inspired man—as though inspiration were being poured into your mind. Oh, the infinite beauty of that address you gave on Divine Love !! You have magnatism and all the equipment which makes an ideal teacher.

The spiritual training of the West has been of the direct order. Churchianity and not Christianity, has been given out to it. The Church has mutilated Christianity. It has presented Beelzebub, hell fire, and everlasting torment—eternal punishment for erring souls. It has presented a God who rejoices in inflicting punishment bitter, * * . God—our God All-Loving and Compassionate, All Wise, All Good, All-Beautiful, All-Perfect—delighting in punishing the ignorantly erring ! Base fable: Base and foolish fancy, produced of man's cruel heart, of man's rude and undeveloped mind. I could add a good deal more to all this. The Church has been set to tone these things down now, because thinking people reject anything so monstrous. They turn from a religion so disgusting, seek pleasure and sink into dark, stark materialism. You have described the remainder in your letter. "Desires springing up in the hearts of men for fresh pleasures which will sink them in deep miseries" etc. The Churches are empty. The church crumbles, it tottens. It delights me that the East is sending Missioneries to the West and I am convinced that the Spirit of India is destined to lead mankind to go straight ahead and be of good cheer. There is much I wish to say to you. I can come to Gloucester House any afternoon or evening. I am hoping most earnestly that I shall be able to come on February 11th to your lecture on "The Doctrine of Salvation".

With every good wish,

very sincerely yours in service
Sd/- Cilia Bowtell.

গোস্বামী প্রভু গত ১১ই ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় ভক্তি হলে হইতে 'The Doctrine of Salvation' (মুক্তিতত্ত্ব) এবং ২৪শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার অপরাহ্ণে 'The Origin of the World' (বিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। উভয় বক্তৃতাই শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। গোস্বামি-প্রভু গত ১১ই ফেব্রুয়ারী মিঃ আর, এ বাট্‌লার (Mr. R. A. Butler, Under Secretary of the State for India) মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। মিঃ বাট্‌লার গোস্বামি-প্রভুর নিকট অনেকক্ষণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারবিষয় বিশেষ উৎসাহের সহিত শ্রবণ করেন এবং তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন যে, তিনি আগামী রাজ্যাভিষেকের (Coronation) সময়ে তাঁহার নাম তালিকায় বিশিষ্ট অতিথিবর্গের মধ্যে প্রদান করিবেন এবং যাহাতে যথাযথ ভারত-সম্রাটের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। লণ্ডনের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীল গোস্বামি-প্রভুর নিকট ভগবৎকথা-শ্রবণে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

গত ৪ই মার্চ Miss C. Bowtell লণ্ডন গৌড়ীয়মঠে আসিয়া যথাযথোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর নিকট দুইঘণ্টাকাল হরিকথা ও মহামন্ত্রোপদেশ শ্রবণ করিয়াছেন।

বোম্বে গৌড়ীয়মঠের প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দাস ব্রহ্মচারীজী (Herr Ernst Georg Schulze) বোম্বে-গৌড়ীয়মঠে অবস্থান-পূর্ব্বক নগরের বিভিন্নস্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া গত ২০শে মার্চ কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ঐদিবসই আসাম মেলে শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করেন। ব্রহ্মচারীজী গত ২১শে ফেব্রুয়ারী রবিবার, অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকায় বোম্বের কে, ডি ধুরু হলে (K. D. Dhuru Hall, Dadar, B. B. & C. I.) বোম্বের ভূতপূর্ব্ব মেয়র ডাঃ এম্, সি, জোশি, জে, পি (Dr. M. C. Javle, J. P. Ex-Mayor of Bombay) মহোদয়ের সভাপতিত্বে 'The Message of Freedom' (স্বাধীনতার বাণী) সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু শিক্ষিত ব্যক্তি সমবেত হন, তন্মধ্যে বহু মুসলমান এবং পার্শী ভদ্রলোকও উপস্থিত ছিলেন। সকলেই বক্তৃতা-শ্রবণে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। সভাপতি মহোদয় বক্তাকে সকলের নিকট পরিচয় করাইয়া দেন এবং তাঁহার নিকট আরও বক্তৃতা শ্রবণে আগ্রহ প্রকাশ করেন। বক্তা প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত স্বাধীনতার পার্থক্য, ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও মনোধর্ম্মের কবল হইতে উহার প্রাপ্তির উপায়, যথাযথভাবে হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায়, জগৎকে ভোগ করিবার বিচারে বাধিত হইয়া বস্তুতঃ তাহারই ভোগ্য হইবার কবল হইতে রক্ষা পাইবার উপায়, কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের কর্ম্ম ও কৃষ্ণোন্মুখ জীবের সেবাপ্রবৃত্তির পার্থক্য, কৃষ্ণের ভক্তপক্ষপাতিত্ব, ব্রহ্মা হইতে প্রেম পর্য্যন্ত রসবিষয়ক আলোচনা, শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবাফল, শ্রীগুরুপাদপদ্মে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনে শ্রীগুরুকৃপায় আত্মার নিত্য স্বাধীনতা-লাভ প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তন করেন।

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল ন্যায়তীর্থ সারস্বত এসোসিয়েশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার মিঃ ডোঙ্গারকারী (Mr. Dongerkerry) মহোদয়ের সভাপতিত্বে ছাত্রাভিযোগে একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯৩৭) শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারীজী বোম্বের স্যার হাই কোর্ট ভাড়োদারী বিদ্যালয় হলে Mr. M. R. Jayakar মহোদয়ের সভাপতিত্বে 'Where East and West can meet' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখের 'বোম্বে ক্রনিক্‌ল্' পত্রে প্রকাশিত হইবার সময় ভ্রমবশতঃ বক্তা যে Pseudo-Gurushipএর (প্রাকৃত সহজিয়া গুরুবাদকে) খণ্ডন পূর্ব্বক অপ্রাকৃত গুরুবরণের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার পরিবর্ত্তে তিনি 'গুরুবাদ' জিনিষটিকেই খণ্ডন করিয়াছেন, অর্থাৎ "The Swami condemned the Pseudo Gurusystem" স্থলে "condemned the Guru system" এইরূপ একটি ভ্রমপূর্ণ সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় মিঃ এ, সি সেন নামক জনৈক বোম্বে-প্রবাসী ভদ্রলোক গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখের 'ক্রনিক্‌ল্' পত্রে ১৩ ফেব্রুয়ারী তারিখে

প্রকাশিত উক্ত সংবাদের প্রতিবাদ মূলে এক দীর্ঘ পত্র প্রকাশিত করিয়াছিলেন। অবশ্য উক্ত 'ক্রণিকল্' পত্রের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখের সংখ্যায় সম্পাদক ত্রুটি স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন,—

"With reference to the report of the lecture on the above named subject ("Where East and west can meet") by Herr E. G. Schulze-appearing in our issue of Tuesday (9th February) last we are given understand that the lecturer condemned not the 'Guru-system' as such but the 'Pseudo-Guru-system' only."

সদ্গুরু অন্বেষণ বা অন্বেষণে পরম প্রেম, প্রণাম বা অনুসন্ধানতা, জিজ্ঞাসিতা বা নিজে বঞ্চিত হইয়া পর-বঞ্চনেচ্ছা এবং করণাপাটব বা ইন্দ্রিয়ের অপটুতা—এই দোষত্রয়ের বহুত্বের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। শ্রীগুরুদেব 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া' বিচারানুসরণে বিশেষ সাবধানে সদ্গুরু-পাদাশ্রয় ব্যতীত উক্ত অসাধু দোষ দুষ্টতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি-লাভ কখনই সম্ভব হইতে পারে না।

শ্রীযুৎ সমানন্দ ব্রহ্মচারীজী গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের 'ইয়োরোপ-ক্রণিকল্' পত্রে যে পত্রখানি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সংখ্যার যথাযথ সারক্ষণার্থ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি,—

To The Editor of "The Chronicle"

Sir,—With reference to the letter which appeared in your issue of February 16, I beg to state again—as already done in the correction of the report of my lecture in your issue of the 11th February—that the reporter misunderstood my words concerning the words of gurushup. I am very glad to see that Mr. A. C. Sen availed himself of the opportunity to give his opinion about the question. I refuted the principle of pseudo-gurushup because it is defective in all respects and I told literally :—"We should avoid those ignorant fellows who pose themselves as gurus. But we should not cast away the baby with the water. The principle of gurushup is in itself not wrong, nay, the only proper method of approaching the Supreme Lord Sree Krishna is through full co-operative submission to Shree Gurudev. It is necessary to make a clear distinction between the pseudo-gurus who without having realised God are propounding so-called messages and informations about Him, but display their own ineligibility by differing in practice from their own theories on one side and the real Guru on the other, who never poses himself as master but as the disciple of everybody because he realises from his plane that every thing is engaged in the service of the Supreme Lord. It is God who reveals Himself to the sincere seeker after the Truth i. e. after the Supreme Person Shree Krishna in the form of the Guru who is not a mundane person but as whole-time servant of the Lord fully conversant with everything concerning His Realm, i. e. Guru is simultaneously different and non-different from God, and Guru-worship and submission to him is not worship of man but the only form of realising the Grace of God and of regaining our dormant function of our soul as the eternal servant of the Supreme Lord Himself and we cannot serve and love God without serving and loving Sree Sree Gurudev"

From this the correspondent Mr. A. C. Sen and the reading public will easily understand that I was laying the greatest stress on the necessity of the real Spiritual Guide for our Spiritual Life and that I am far from "escaping or trying to avoid" the principle of Gurushup. I beg to add that I do not know any other duty but to serve Shree Gurudev. The real Guru is always ready to give full scope to everybody, he never imposes any dogma or practice on the unconvinced judgment of a single individual, but he will always tell us that the Truth i. e. Shree Krishna expects our unconditional and exclusive surrender and service because He wants to give Himself fully to us. I, furthermore, beg to state that the principle of Gurushup is not confined to what the correspondent calls "Hinduism", as Vaishnavism or Sanatan Dharma

i. e. the proper eternal function of the soul has nothing to do with any restriction of race, caste and culture. The proper nature of the soul is not described by the designation 'Hindu' but by the term "Vaishnava" i. e eternal servant of Vishnu, the All pervading Supreme Lord, and all souls are eligible to serve Shree Krishna whenever they are found to be sincere in their serving submission to Shree Gurudev and his associates.

Finally I beg to state that I do not claim myself to be a "Learned Philosopher" or knower of "Hinduism" or equipped with 'German thoroughness". I simply understand myself as the most unworthy servant of the servants of my Divine Master Paramahansa Shree Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj the Acharyya of the Gaudiya Mission.

Sadananda Das Brahmachari
Alias E. G. Schulze.
Gaudiya Math, Bombay 7.

—:—

বিবিধ প্রসঙ্গ

মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের নবমন্দিরে শ্রীবিগ্রহ-প্রবেশ মহোৎসব

আগামী ৪ঠা এপ্রিল (১৯৫৭) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাগিরিধারীজীউর নবমন্দির-প্রবেশোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। জেপুরের মাননীয় মহারাজ শ্রীশ্রীবিক্রমদেও বর্মা বাহাদুর কে-সি-আই, হরিজনাশ্রম মহারাজা সাহেব বেলা ১১ ঘটিকার সময় উক্ত নবমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিবেন। অতঃপরদিবস সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় উক্ত মহারাজা বাহাদুরের সভাপতিত্বে শ্রীমঠের নাটমন্দিরে একটি সভার অধিবেশন হইবে।

শ্রীব্যাসপূজার অঞ্জলি

চাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে যে সমুদয় 'বাণী-পুষ্পাঞ্জলি' অর্পিত হইয়াছিল, তাহাতে 'ভক্তকুসুমাঞ্জলি' (পদ্য)—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, 'ভক্তি-অর্ঘ্য' (পদ্য)—শ্রীঅপর্ণা দেবী, 'দীনের পুষ্পাঞ্জলি' (পদ্য)—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী, পাটনা ও যোধে গোড়ীয় মঠের ইংরেজী ভাষায় লিখিত অঞ্জলি সমূহ উল্লেখ-যোগ্য।

সংবাদপত্রসমূহ

লণ্ডন 'টাইম্‌স্', ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭ এবং কলিকাতার 'প্রবর্ত্তক' নামক মাসিকপত্রের ফাল্গুন (১৩৬৩) সংখ্যায় শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলার বিষয় সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

১০ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫৭) তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির ও বাস্তিহারী জমিদারগণের সেবাপ্রবৃত্তির কথা এবং উক্ত শ্রীমন্দিরের আলেখ্য প্রকাশিত হইয়াছে।

"হেরল্ড ট্রেডেট" ৪র্থা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭ তারিখের সংখ্যায় হেরল্ড টাইন হলে শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-স্মৃতি-সভা, কর্পোরেশনের মেয়র মহোদয়ের প্রস্তাব ও শ্রীপাদ বন মহারাজ ও 'পরি মহারাজের বক্তৃতার বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে।

গত ২৮শে জানুয়ারী (১৯৫৭) তারিখের 'হেরল্ড টাইম্‌স্' পত্রে শ্রীপাদ বন মহারাজের আলেখ্যসহ তাঁহার হেরল্ড টাইন হলে বক্তৃতার কথা প্রকাশিত হইয়াছে।

—:০:—

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে সেবিত শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজিউ

ওঁ বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল
জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ

ওঁ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্রীল
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর
দাস গোস্বামী মহারাজ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের [illegible]ম অধস্তন শ্রীগৌড়ীয়-
মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ প্রভু

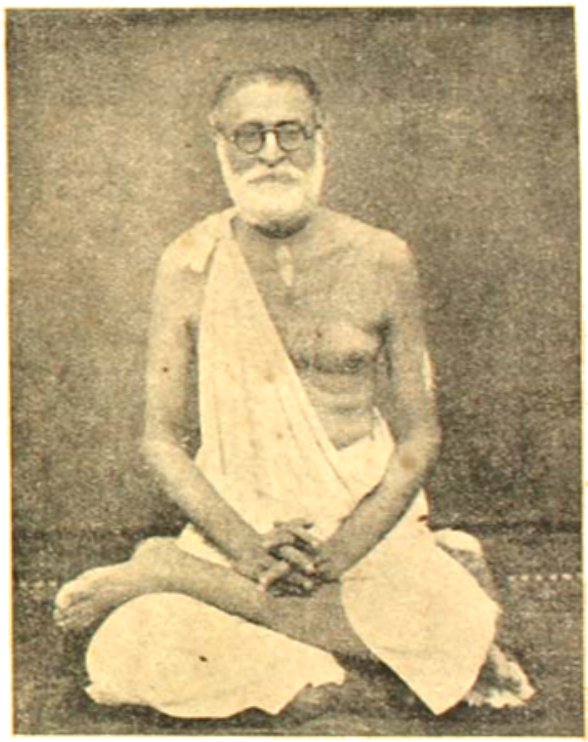

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

ছপদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-দশমাধস্তনাধস্তনবর শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান
সভাপতি শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু কী জয়।

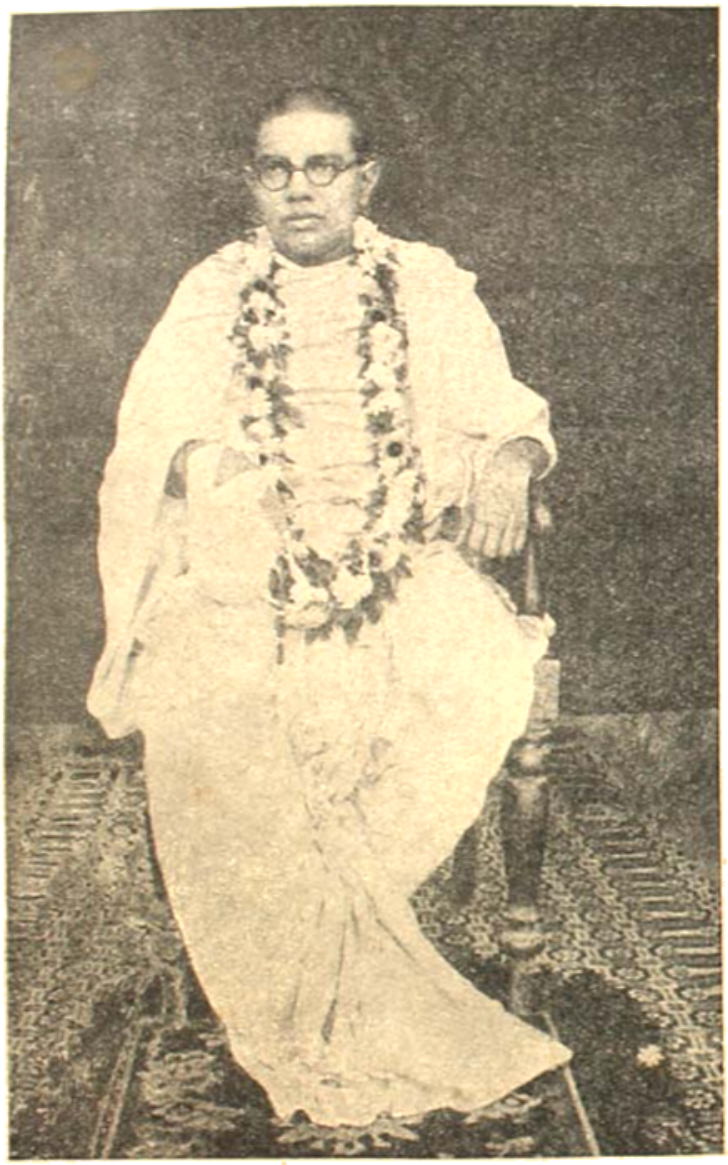

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-দশমাধস্তনাধস্তনবর শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্ গৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-
সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

গৌড়ীয়

১৫শ খণ্ড | শ্রীগৌরাব্দ ৪৮, শনিবার, ৪ঠা বৈশাখ, ১৩৪১, ১৭ই এপ্রিল, ১৯৩৭ | ৩৫শ—৩৬শ সংখ্যা

পারমার্থিক সাময়িকপত্রের আদর্শ ও নীতি*

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ]

সাধুনিগের সন্তোষ বিধান করাই পারমার্থিক পত্রিকার বৃত্তি। যদি সাধুগণ তুষ্ট না হন, তাহা হইলে পারমার্থিকপত্রের সজীবতা লক্ষিত হইবে না। সাধুগণের তুষ্টি বিধান করিতে অসাধু-বৃত্তি ত্যাগ করিবার প্রার্থনা-সমূহে পারমার্থিক পত্রিকা অলঙ্কৃত থাকেন। **অন্যাভিলাষ-দ্বারা কপটতা লক্ষ্য করিয়া যাঁহারা সাধুপথ হইতে বিচ্যুত হন, তাঁহাদিগের মনোরঞ্জন করিতে পারমার্থিকপত্র অসমর্থ। সাধুর বেশে অনেকে সাধুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ হরি-বিমুখ বিষয়ের পুষ্টি সাধন করেন। এতাদৃশী নামধারী সাধুগণ শ্রীপত্রিকা-পাঠে পরানন্দ লাভ করা দূরে থাকুক, রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া সাধুনিন্দারূপ নামাপরাধ সঞ্চয় করেন। প্রাকৃত গুণসমূহকে সহায় করিয়া নিরপেক্ষ-সত্য আচ্ছাদন করেন।** কৃষ্ণই একমাত্র পরম সত্য বস্তু। সেই সত্য বস্তুর সেবা হইতে বিমুখ হইলে জীবের অমঙ্গল হয়। যিনি নশ্বর প্রাকৃত যুক্তি অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে দূরে থাকেন,

* ঠাকুর শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদের অপ্রকটলীলাবিষ্কারের পরে শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকায় লিখিত শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধ।

এবং নির্বাণমুক্তিস্পৃহা বুদ্ধিকে কলুষিত করেন, তিনি সজ্জনতোষণীর বৃত্তিকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার বিচার-প্রণালী ও অনুষ্ঠানসমূহ তাঁহাকে হরিবিমুখ করে। তাদৃশ ব্যক্তির মনোরঞ্জন করিতে হইলে সাধুগণের তুষ্টি হয় না।

শ্রীপরিষৎ শুদ্ধভক্তিপ্রচার লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবের আনন্দ বিধান করেন। ভক্ত-সম্প্রদায় হরিকথা শ্রবণ করিয়া তুষ্ট হন। কপট সম্প্রদায় হরিকথা শ্রবণ করিতে ক্লেশ বোধ করেন। কপটতা ত্যাগ করা বা শুদ্ধ হরিসেবায় প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে। জগতে হরিভক্তি প্রচারিত হওয়া অপেক্ষা হরি-প্রচার হউক, ইহাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। পারমার্থিক সাময়িকপত্র এই শ্রেণীর নামধারী সাধুগণকে প্রশ্রয় দিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাদিগের বিরাগভাজন হইতে পারেন। তাঁহাদিগের বিরাগভাজন হইলেই যে শুদ্ধভক্তি-প্রচারে নিরস্ত হইবেন, এইরূপ নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষ্ণাশ্রিত ব্যক্তির সেবা করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। যাঁহারা রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী, তাঁহারা কৃষ্ণাশ্রিত জনকেও তাঁহাদের ন্যায় জ্ঞান করেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত তাদৃশ নহেন। পারমার্থিকপত্র মহাজনবর্গের পথের অনুগমনই "পরমধর্ম্ম" বলিয়া বিশ্বাস করেন। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী বলিয়াছেন, 'কোলং কলিং' অর্থাৎ মহাজনের পথকেও হরিবিমুখগণ বিপদ্‌সঙ্কুল করেন। তাঁহাদের বিবাদে প্রবৃত্ত হইবার কারণ এই যে, তাঁহাদের চিত্ত কৃষ্ণেতর বিষয়ে প্রবৃত্ত লোকসংগ্রহের জন্য বা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রকটকালের অব্যবহিত পর হইতে আমরা একটি প্রাকৃত বিষয়োন্মুখ ভক্ত সম্প্রদায় লক্ষ্য করিতেছি। তাঁহারা শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর এবং গোস্বামিগণের মতের বিরুদ্ধে অপ্রাকৃত হরিভজনকে প্রাকৃত বিষয় জ্ঞান করেন। তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রতি উপদেশকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অবজ্ঞা করিয়া নামাপরাধ সঞ্চয়পূর্ব্বক অপরাধী হইয়া

সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য হইতে আমরা জানিতে পারি, শ্রীজীব প্রভু বিশৃঙ্খলতা নিবারণকল্পে উপযুক্ত শাসন দণ্ড গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অতিবাড়ী শ্রীমান্ রূপ কবিরাজের কথা, বাউলীয়া মুকুন্দ দাসের কথা এবং বঞ্চিত সহজিয়া-সম্প্রদায়ের কথা শুদ্ধভক্তগণ কখনই আদর করেন না।

অবান্তর লক্ষ্যসমূহ অন্তরে পোষণ করিলে কখনই শুদ্ধভক্তির স্বরূপোপলব্ধি ঘটে না। ভক্তির নামে অভক্তিমিশ্র ব্যাপারসমূহ পাঠকের ভক্তিবৃত্তির ন্যূনতা সাধন করে। আমরা বিষয়মিশ্রা চেষ্টাকে কখনই শুদ্ধভক্তিপ্রচারিণী চেষ্টা বলিতে পারিব না। অন্যাভিলাষিতা অন্তরে প্রবাহিত হইলে কখনই অবিমিশ্রা ভক্তির সম্ভাবনা নাই। যাহারা এসকল কথা বুঝিতে পারে না, অথবা জড়ভোগময় স্বার্থে আবৃত হইয়া অপ্রাকৃত শুদ্ধভক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে না, তাহারা ভক্তির নামে অন্য গৌণ চেষ্টার অবতারণা করিয়া ফেলে। যেখানে বিষয়-ব্যাপার, সেখানেই হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি ধর্ম্ম। কৃষ্ণেতর বিষয়ের স্বভাব এই যে, যাঁহারা কৃষ্ণেতর অসদ্‌বস্তুসেবাকে কৃষ্ণসেবাসহ সাম্য জ্ঞান করিয়া অসাম্প্রদায়িক বা নিরপেক্ষ মনে করেন, তাঁহারা যতই কেননা আপনাকে ভক্তিতে অবস্থিত জানুন, স্বকর্ম্ম-বিপাকে কেবল বিষয়েই অবস্থিত হন। শ্রীচরিতামৃত অন্ত্য ৬ষ্ঠ ১৯৯ সংখ্যা—

তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভব-বন্ধ॥

উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যই মূল বস্তু। যাহারা কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্য ছাড়িয়া নিজে উন্নতিবাদী হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষফলোদ্দেশে কৃষ্ণেতর বিষয়কে স্বীয় চেষ্টার উদ্দিষ্ট বস্তু জ্ঞান করে, তাহাদের মন্দ চেষ্টা আমরা আদর করিতে পারি না। **প্রাকৃত-অর্থ-লাভ, ইন্দ্রিয়সুখেপ্সা, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি শুদ্ধ কৃষ্ণসেবার ফল নহে**—এই কথা **সাধুদিগের মুখে, লেখনীতে ও উপদেশ-সমূহে অসংখ্য স্থলে কথিত** হইয়াছে। আমরা তাহা ছাড়িয়া যদি ভববন্ধকারক প্রাকৃত ত্রিবর্গ, জাতরূপ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া হরিভজন সম্পাদিত হইল মনে করি, তাহা হইলে আমরা অন্ধশব্দবাচ্য বিষয়ী হইব।

অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী—এই তিনপ্রকার কৃষ্ণাভক্ত। যিনি কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণভজন-ভাবমাত্র প্রদর্শন করেন, তাঁহাকে শুদ্ধভক্তগণ নিভক্ত বলেন **মিছাভক্তগণের আচার, বৈষ্ণবের সদাচারের সহিত বহির্দ্দর্শনে এক হইলেও ভক্ত—আসল, মিছাভক্ত—মেকী।** নকল বা মিছাভক্ত কৃষ্ণেতর সেবায় সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত; কেবল **লোক-বঞ্চনার জন্য কপটতা প্রদর্শন পূর্ব্বক বৈষ্ণব-সদাচার প্রকাশ করিতে ব্যগ্র।** মুমুক্ষুর উদাহরণস্বরূপ রামদাস বিশ্বাস, বুভুক্ষু হরিণা ও গোবর্দ্ধন মজুমদার, **অন্যাভিলাষী কালাকৃষ্ণদাস ও বল্লভভট্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার সত্যভজন-পথাশ্রিত বলিয়া আমরা লক্ষ্য করিতে পারি নাই।** এতদ্ব্যতীত **কমলাকান্ত বিশ্বাস শ্রীঅদ্বৈত প্রভুপাদের সেবা করিতে গিয়া দুর্ভাগা সেবক-প্রায় ব্যক্তিগণ কিরূপ বিপদ্-সঙ্কুল,** তাহার আদর্শ জগৎকে প্রদর্শন করিয়াছেন। **শঙ্কর, মাধব, মায়াবাদী নাগর প্রভৃতি শ্রীঅদ্বৈত-পূর্ব্বানুচরগণ, রূপ কবিরাজ প্রভৃতি শ্রীনিবাস আচার্য্যের অনুচরগণ, অতিবাড়ী জগন্নাথদাস প্রভৃতি গৌরপূর্ব্বদাসগণ, মুকুন্দদাস প্রভৃতি কবিরাজ গোস্বামীর অনুগাভিমানিগণ শুদ্ধ-ভক্তি ছাড়িয়া তদিতর কোনও বস্তু স্বীকার করিয়াছেন।** যদি তাঁহারা তীব্র সমালোচনায় ভীত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রদর্শিত শুদ্ধভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত হওয়াকে শুদ্ধা ভক্তি বলিয়া ধারণা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের শোচনীয় অবস্থা সহজেই অনুমেয়। **এতাদৃশ গুরুভক্তপদাসীন অভক্তগণের দলপুষ্টি কখনই শুদ্ধভক্তগণের কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না।**

শ্রীসজ্জনতোষণী বিষয়রসবাহিনী সাময়িক পরিকা মাত্র নন। **শ্রীগৌরসুন্দরের দয়িতবর শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর,** তাঁহার একমাত্র উপাস্য বস্তুর অপ্রাকৃত কথা মলিনচিত্ত জীবের সুকৃতিলাভের জন্য দয়াপরবশ হইয়া কীর্ত্তনোদ্দেশ্যে 'তোষণী' প্রকট করিয়াছিলেন। **বচনসর্ব্বস্ব ভক্তাভিমানী প্রতি অনুষ্ঠানেই শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় নিজজন শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের চিত্তবৃত্তির প্রতিকূল আচরণ করেন।** সুতরাং তাঁহারা শ্রীনামভজনের ব্যাজে নামাপরাধ করিয়া থাকেন। যাহাতে অপ্রাকৃতচিত্ত সাধুদিগের একমাত্র সন্তোষ লাভ ঘটে, যাহাতে প্রাকৃত-চিত্ত কৃষ্ণোন্মুখগণের নিঃশ্রেয়স লাভ ঘটে, সেই শুদ্ধভক্তিকে কৃষ্ণেতর বিষয়াসক্ত মিছাভক্তগণ **নিজ নিজ বিষয়ের নিন্দা বলিয়া জানিয়া ব্যথিত হইয়া ভগবানের চরণে অপরাধ করেন। শুদ্ধভক্তগণের প্রদত্ত কল্যাণমালাকে নিজ ক্ষুদ্র বিষয়সমূহের সর্ব্বনাশের হেতু বুঝিয়া সন্ত্রস্ত হন। শুদ্ধহরিকথা-প্রচার বন্ধ করিয়া** প্রাকৃত-সহজিয়াৎপর্য্যপর হইয়া অপ্রাকৃত বিষয় হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত হন।

সজ্জনের দ্বেষ সজ্জনকেই সৃষ্টি করিতে সমর্থ। **কপট সাধুর কাপট্য সংরক্ষণের জন্য সজ্জনতোষণী নহেন।** "যেষাং স ভাবেন হৃষীকেশস্তৎ সর্ব্বাকুনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকং" শ্লোক; "কর্ম্মী, জ্ঞানী, মিশ্রভক্ত কপট-বৈষ্ণব-বেশে" প্রভৃতি পদ্য; "বাহ্যাভ্যন্তররোঃ সমং বত কদা বীক্ষ্যামহে বৈষ্ণবান্"—এই সব প্রভু-বাক্য অবশ্যই কপটিগণের বড়সদৃশ, কিন্তু অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনে সাধুগণের সঙ্গ কুসুম হইতে কোমল এবং ভক্তিপ্রতিকূল-চেষ্টা-নিরসনে বজ্র হইতেও কঠিন। যাঁহারা বলেন, —**শ্রীপত্রিকা কেবল হরিকথা বলুন, হরিবিমুখগণের সঙ্গকে বর্জ্জন করিবার পরামর্শ দিবেন না; কেননা তাহাতে পরচর্চ্চা হয়, তদুত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—**

অতো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীআচার্য্যপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামীকে উত্তমা ভক্তি বলিতে গিয়া যে **প্রতিকূল-অনুশীলন কৃষ্ণেতরাভিলাষ, অনুকূলজ্ঞানে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের আবরণ বর্জ্জন করিতে বলিয়াছেন, তাহা অসাধুদিগের বিচারে "পরচর্চ্চা" বলিয়া স্থির হইলেও অসৎনিরসন না করিয়া কৃষ্ণানুশীলন বলিলে শ্রদ্ধাহীন জনগণ ভক্তির স্বরূপ জানিতে পারিবে না।** দুঃসঙ্গ বর্জ্জন না করিলে হরিভক্তি সুতরাং শ্রীপত্রিকা অসৎনিরসনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণসেবার কথা বলেন, অনর্থময় মায়িক কথামাত্রকে কৃষ্ণকথা বলেন না। কপটি-দল কৃষ্ণসেবা হইতে অনর্থ-নিবৃত্তি মুখে স্বীকার করিয়া **অনর্থে প্রবৃত্ত ব্যক্তির নিকট দুঃসঙ্গ-ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা আচ্ছাদন করেন।** কপটি-দল বলেন,—অনর্থবিশিষ্ট মানব অনর্থ-ত্যাগের যত্ন না করিয়া অনর্থ-সন্ধিকল্পে ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে **কপটতার আশ্রয়ে লোক ঠকাইবার জন্য কৃত্রিম হরিভজন** করিলেও বস্তুধর্ম্ম-প্রভাবে তাহার অনর্থ যাইবে; কিন্তু যাহার অর্থরূপ হরিভজন নাই, অনর্থকে হরিভজন-সংজ্ঞায় লইয়াছে, সেই অনর্থময় চেষ্টাকে ভজন বলিয়া স্থাপিত করিলে, কপটতা-আশ্রয়ে পিচ্ছিল-চক্ষু জগতের প্রভৃতি জানিলে কি প্রকারে বস্তুধর্ম্ম প্রকাশ হইবে, বুঝা যায় না। ব্যবধানযুক্ত কপটতাময় ভজনে কোন ফল হয় না, ইহাই ত' শাস্ত্রের বা গোস্বামিগণের ও গৌরহরির বাণী।

শ্রীপত্রিকা প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের **রুচির অনুকূল না হওয়ায় তাহারা অপ্রাকৃত পত্রিকা-পাঠে বিরত আছেন। শ্রীপত্রিকাও তাঁহাদের প্রাকৃত-চিত্তবৃত্তির পোষিকা সাময়িক পত্রিকা হওয়া উচিত মনে করেন না।** উহা তাঁহাদের প্রাক্তন দুষ্কৃতির ফলমাত্র। শুদ্ধভক্তগণ, অপ্রাকৃত রসিক ভক্তগণ এই শ্রীপত্রিকা অনুক্ষণ পাঠ করুন এবং প্রাকৃত-সহজিয়াদিগকে ভক্তিবিরোধী জানুন—ইহাই আমাদের প্রারম্ভিক প্রার্থনা। প্রাকৃত-দুঃসঙ্গ না ছাড়িলে কৃষ্ণানুশীলন হয় না। সহজিয়াগণ অপ্রাকৃত বিশ্বাস ছাড়িয়া প্রাকৃত সাময়িক পত্র প্রচার ও পাঠ করুন। **বিষয়িগণ প্রাকৃত সহজিয়াগণকে মস্তকে লইয়া নৃত্য করুক, তথাপি শুদ্ধভক্ত শুদ্ধভক্তিপথ ভুলিয়াও কখনই ছাড়েন না।**

"নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে"—একথা পরম সত্য। কিন্তু **বৈষ্ণবাপরাধিগণের চিত্ত-বৃত্তিতে উদিত বৈষ্ণব-গুরুবৃন্দের অসম্মাননা দেখিয়া 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক, 'নদীয়াপ্রকাশ'-সম্পাদকগণ যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিশ্রম্ভ-গুরুসেবার ব্যাঘাত হয়।** ভাগবতমাত্রেই পরম সহিষ্ণু, কিন্তু গুরুবর্গের অসম্মান দেখিলে কোন ভাগবতভক্ত কখনই সেই দুঃসঙ্গকারীকে ক্ষমা করিতে পারেন না। এজন্য আমাদের নিত্যগুরুদেব ঠাকুর নরোত্তম তারস্বরে গান

করিয়াছেন—"ক্রোধে ভক্তদ্বেষিজনে।" ক্রোধের নিয়োগ ভক্তদ্বেষিজনেই কর্ত্তব্য। এই কৃত্য-বিমুখতাই বর্ত্তমান প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুদ্রোহ উৎপন্ন করিয়াছে। বৈষ্ণবের ভৃত্যসূত্রে গুরুর অবজ্ঞা সহ্য করা কেবলমাত্র পাপ নহে,—আত্মার অধঃপাতকারক অপরাধ। ইহাতে সমগ্র জগৎ আমাদের বিরোধী হইয়া যাউক, তাহাও আমরা সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকিব। *

* শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী।

—:•:—

সঙ্কীর্ত্তন-মধ্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য

কোলদ্বীপ-পরিক্রমা-মাত্রার প্রাক্কালে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার
সভাবৃন্দ-পরিবেষ্টিত শ্রীশ্রীগৌড়ীয়াচার্য্য শ্রীমদনমোহনজীউর পরিচালনাধীন প্রভু

শ্রীগৌর-জন্মোৎসব ও শ্রীনবদ্বীপ-ধামপ্রচারিণী সভা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নবকান্ত বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি, এ-সংগৃহীত)

আচার্য্যের অভ্যুদয়-ঘোষণা

গত ২৯ গোবিন্দ (গৌরাব্দ ৪৫০), ২৮শে মার্চ্চ (১৯৩৭), ১২ই চৈত্র (১৩৪৩) ফুলনক্ষত্রযুক্তা পরমারাধ্যা ফাল্গুনী-পূর্ণিমা-তিথির শুভ ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীব্রজ-মাধুর্য্য-গৌড়ীয়াম্নায়ের নবদ্বীপস্থনায়ক অনন্তশ্রী নিত্য-লীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের অন্যতম শ্রীশ্রীগৌড়ীয়াচার্য্যের অভ্যুদয়ের জয়-ঘোষণা সংকীর্ত্তন-মঙ্গলারতি মুখে সম্পাদন করিয়াছে। শ্রীগৌরাবির্ভাবের পূর্ব্বে আচার্য্যের আবির্ভাব, আচার্য্য-পূজার—আম্রবিগ্রহের পূজার পর বিরজ-বিপ্রহের পূজা।

প্রভুপাদের প্রেরণাক্রমেই সেইদিন স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।

গৌর-জন্মস্থলী শ্রীমায়াপুরে অনন্তশ্রী শ্রীল প্রভুপাদের আবাস-মন্দির ভক্তিবিজয়-ভবনে গৌড়ীয়-মিশনের সম্পাদকবর মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভু স্বপ্রকাশ শ্রীগৌড়ীয়-মহাচার্য্যের আত্মপ্রকাশের বার্ত্তা প্রাণস্পর্শিনী ভাষায় মিশনের পরিচালিত সভ্যগণ ও কতিপয় সজ্জন ভক্তের সমুখে নিবেদন করেন। ভক্তিবিজয়-ভবনে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীআসনের সম্মুখে যখন এই বাণী বিঘোষিত হইতেছিল, তখন মনে হইতেছিল যে, শ্রীল প্রভুপাদই যেন স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অন্যতম আচার্য্যবর শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরিব্রাজকাচার্য্য প্রভুর অভিষেকে শক্তিসঞ্চার ও আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের নিত্যলীলায় প্রবেশের পর তাঁহার অন্যতমসঙ্ঘ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজের পদে ও গৌড়ীয়মিশনের অন্যতম সভাপতি-পদে অভিষিক্ত শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরিব্রাজকাচার্য্য প্রভুর শুভাগমনোদ্দীষ্ট-প্রচার এবং গৌড়ীয়-মিশনের সম্পাদকবর মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভুর কার্য্য-নির্ব্বাহাদির সহায়তাকল্পে চেয়ারম্যানপদে বিঘোষিত হইলেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী বাগ্মিবর শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ। ইতঃপূর্ব্বে ১০ই জানুয়ারী (১৯৩৭) যে গৌড়ীয়মিশনের গভর্ণিং বডি বা কমিটী নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তাহার চেয়ারম্যান-পদে সমাসীন আছেন ভক্তি-বিনোদ-গৌরবাণীর অনুকম্পিত ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ।

আচার্য্যত্রিক প্রভুর আনুগত্যে গৌড়ীয়-ভক্তগণ

সম্পাদকবর মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক প্রভুর আহ্বানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ বন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ শ্রৌতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরীপাদ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর যাচক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত বহু বৈষ্ণব, ভক্ত ও সজ্জন গৌড়ীয়াচার্য্যকে বরণ করিবার জন্য তদীয় ভজন-কুটীরে সমুপস্থিত হইলেন। আচার্য্যত্রিক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভু উচ্চকণ্ঠে পূর্ব্বাচার্য্যগণের সহিত "জয় শ্রীগৌড়ীয়মঠা-চার্য্য শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু কী জয়" বলিয়া জয়ধ্বনি করিলে ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও বৈষ্ণবগণ সেই জয়-গানের সোহার দিলেন এবং সকলেই আচার্য্যোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্য-প্রভুর পদযুগল ধারণ-পূর্ব্বক কাতর ক্রন্দন করিতে করিতে পূর্ব্বের ন্যায় শ্রীল আচার্য্য প্রভুর স্নেহ ও কৃপা যাচ্ঞা করিলেন। উপস্থিত সকলেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে আচার্য্য-চরণে

প্রণতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। পূর্ব্বাচার্য্যগণের সহিত বর্ত্তমান গৌড়ীয়াচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর জয়ধ্বনিতে শ্রীচৈতন্য মঠ মুখরিত হইয়া উঠিল। শ্রীধাম আত্মস্বরূপ প্রকাশ পূর্ব্বক গোলোকের শোভা আবিষ্কার করিয়া ও সকলকে উপলব্ধি করাইয়া ফাল্গুনী পূর্ণিমার প্রাতঃসন্ধ্যায় আচার্য্যের নিত্যসিদ্ধ অন্তর্দ্ধান ঘোষণা করিলেন।

গৌরচন্দ্রোদয়ের আগমনী গীতি

"হুংকলে পুরুষোত্তমাৎ"—এই ব্যাস-বাণী সার্থক করিয়া উৎকল হইতে ও পুরুষোত্তম-সেবকশ্রেষ্ঠ প্রতাপ-রুদ্রের আসন কটক হইতে শ্রীব্যাসপূজার অঞ্জলির মধ্যে ব্রহ্ম-মাধ্বগৌড়ীয়-আম্নায়ের ধর্ম্মাধ্বরের আচার্য্য-অন্তর্দ্ধানের যে তুমুলমঙ্গল-গান উত্থিত হইয়া শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে আচার্য্য-প্রকট-বাসরে সজ্জন-সভায় গীত হইয়াছিল, সেই গান শ্রীগৌর-প্রকট-পূর্ণিমার প্রাতাহিক-সন্ধ্যায় বিজয়-নিনাদে সংকীর্ত্তিত হইল ও গৌরাবির্ভাবের প্রাক্কালে শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভায় অধিকতর ব্যাপ্ত হইয়া সজ্জনগণের কর্ণানন্দ বিধান করিল এবং গৌর-পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে গৌরাবির্ভাবের সংকীর্ত্তনের মধ্যে প্রসারিত হইল। আচার্য্যের উদয় গৌরচন্দ্রোদয়ের আগমনী-গীতিরূপে শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠকে মুখরিত ও নিনাদিত করিয়া তুলিল।

শ্রীযোগপীঠে বিরাট্ সভা

গৌরাবির্ভাব-দিবসে শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত হইতে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শুদ্ধভক্তগণের দ্বারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ হইতেছিল। অপরাহ্ণ ৬ ঘটি-কায় শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভার ত্রিচত্বারিংশত্তম বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্য শ্রীযোগপীঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ সুবিস্তৃত মণ্ডপে আচার্য্যগণের জয়ধ্বনিমুখে আরম্ভ হইল। ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও বৈষ্ণবগণ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ওঁ বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ এবং তাঁহাদের অন্তর্দ্ধান-বিগ্রহ বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর জয়কীর্ত্তন-মুখে সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় আচার্য্যের শুভোদয়ের শুভলক্ষণ-স্বরূপ সন্নিকটস্থ সহকার-তরুর শাখায় কোকিলকুলের কাকলি যেন বৈখরীরূপে ভুবনমঙ্গলের জয়ঘোষণা ঘোষণা করিল। সেলিকগণের বিচারে শুভানুষ্ঠানের প্রারম্ভে কোকিলের রব, বিশেষতঃ সহকারতরুর শাখায় পিকের কাকলী পরম শুভলক্ষণ-জ্ঞাপক।

সভাপতি-নির্ব্বাচন

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য সভামণ্ডপে একটি কাঞ্চনের উপর সংস্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহারই পাদমূলে বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান অবসর পাত্ররাজ শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর জন্য আচার্য্যের আসন সংস্থাপিত হইয়াছিল। আচার্য্যবর দৈন্যক্রমে সেই আসনে উপবিষ্ট না হইয়া বিগ্রহদেশে উপ-বেশন করিলে শ্রীধাম-প্রচারিণীসভার ত্রিচত্বারিংশত্তম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি-নির্ব্বাচনের প্রস্তাব ও তৎসমর্থন-ক্রমে যথাক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদান করেন।

শুদ্ধ-বৈষ্ণব-বন্দনামুখে শ্রীমদ্ বন মহারাজ বলেন,—"নিত্যারাধ্য বৈষ্ণববৃন্দ ও উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলি, এ বৎসর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী-সভার এই প্রথম অধিবেশন। বর্ত্তমান সভার সভাপতি নির্ব্বাচন করিবার জন্য বৈষ্ণববৃন্দের দ্বারা যা' স্থিরীকৃত হ'য়েছে, তা' বলিবার মুখে আমার গুরুভ্রাতৃবৃন্দের নিকট নিবেদন ও সকাতর প্রার্থনা যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরম-পূজ্যপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীনবদ্বীপ-ধামপ্রচারিণী সভার এই অধিবেশনের সভাপতির আসন অনুগ্রহপূর্ব্বক অলঙ্কৃত করুন। বৈষ্ণবের কৃপা হ'লে, বৈষ্ণব অনুগ্রহ ক'রলে আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবা-দর্শনের সৌভাগ্য হ'বে। আমাদের ব্যক্তিগত ভ্রম ও ত্রুটিকে পোষণ করলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা হ'তে অন্যত্র চ'লে যা'ব—একথা শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে শ্রবণ ক'রেছি আজ তাঁ'র অপ্রকটে তাঁ'র অনুগত ও আশ্রিত সেবক-বর্গের হৃদয়ই অত্যন্ত ব্যথিত। কিন্তু যদি দুর্দ্দৈববশতঃ আমাদের পরস্পর একে অন্যকে মুক্তভাবে অন্তরে আমাদের মধ্যে আপাততঃ পরমিল উপস্থিত হয়, তা' হ'লে সেরূপ ভ্রান্ত মনোভাব আমরা হৃদয়ে পোষণ ক'রলে বঞ্চিত হ'ব।

প্রভুপাদের আশ্রিত জনগণের মধ্যে বিদ্যমান র'য়েছে কোন ভেদ নাই। পরমপূজ্যপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু আজ শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী-সভার সভাপতির আসন কৃপা ক'রে গ্রহণ করুন,—ইহাই প্রার্থনা।"

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ প্রভু

শ্রীপাদ বন মহারাজের এই প্রস্তাব সমর্থনমুখে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ বলেন,—"যাঁহারা গুরুসেবার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রেছেন, তাঁহারা গুরুকে ভোগ করাবার জন্য আসেন নাই, গুরুকে ভোগ ক'রতে এসে গুরুই বিতাড়িত ক'রবেন। আজ কৃপা ক'রে আমাদের সতীর্থ ভ্রাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের সেবকরূপে শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত ক'রেছেন,—ইহা আমাদের যারপরনাই আনন্দের বিষয়।"

সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবার পর সভাপতির নির্দ্দেশানুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ "গুরুদেব, কৃপাবিন্দু দিয়া" ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই প্রীতিটী উদ্বোধন-সঙ্গীতরূপে কীর্ত্তন করেন। তৎপরে মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ সুহৃদ্বিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যবিগ্রহ ও সভাপতিবরের গলদেশে মাল্যপ্রদান করেন এবং উপদেশক শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন প্রভু আচার্য্যত্রিক প্রভুর গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। তৎপরে জ্যোতির্ব্বিদ শ্রীপাদ সদ্বিচরণ ভক্তিবিজয় প্রভু ত্রিদণ্ডিপাদগণের গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। অনন্তর সভাপতির আদেশক্রমে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু গতবর্ষের সভার কার্য্যবিবরণী ও শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণের কিয়দংশ পাঠ করেন।

সভ্য-নির্ব্বাচন

শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভুর প্রস্তাবে এবং শ্রীপাদ ভ্রৌতী। মহারাজের অনুমোদনে নিম্নলিখিত সজ্জনগণ শ্রীনবদ্বীপপ্রচারিণীসভার কার্য্যকরী সমিতির সভ্যপদে নির্ব্বাচিত হন—

(১) ময়মনসিংহ অলোয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী, (২) মেদিনীপুর রোহিণীর জমিদার চৌধুরী শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ বক্সী, (৩) ডিব্রুগড়ের ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র হাই, (৪) বিহারের অবসরপ্রাপ্ত সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার রায় শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন বাহাদুর।

পরবিদ্যাপীঠের উত্তীর্ণ ছাত্রগণ

শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েসন কর্ত্তৃক গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শ্রীধাম-মায়াপুরের পরবিদ্যাপীঠে অধ্যাপিত ছাত্রগণের নাম প্রকাশ করেন।

(ক) শ্রীবনমালী চট্টোপাধ্যায়—কলাপব্যাকরণে আদ্য ও কাব্যে মধ্য পরীক্ষা, (খ) শ্রীমধুসূদন গোবিন্দ দাসাধিকারী—মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে আদ্য, (গ) শ্রীসুধীরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—হরিনামামৃত ব্যাকরণে আদ্য, (ঘ) শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী—কলাপে আদ্য।

[অতঃপর গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃবর্গকে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রসঙ্গ স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য।]

নিত্যস্থ-প্রসঙ্গ

শ্রীপাদ পুরী মহারাজ

এ বৎসর পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলা-আবিষ্কারের পূর্ব্বে তদনুষ্ঠিত যে-সকল গৌড়ীয়-

বহু পূজনীয় সতীর্থ ব্রাহ্মণগণ এজগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে পরমপূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান পুরী মহারাজের নাম সকলের হৃদয়েই বিশেষভাবে জাগিতেছে। শ্রীপাদ পুরী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের পরম প্রিয় ও আদর্শ ত্রিদণ্ডিপাদ ছিলেন। বর্ত্তমান আচার্য্যদেব শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে তিনি যে কত গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন, উভয়ের মধ্যে যে কিরূপ অকৃত্রিম মৈত্রী বিরাজিত ছিল, তাহা প্রত্যক্ষদর্শিমাত্রই জানেন। বলিতে কি, শ্রীপাদ পুরী মহারাজ আচার্য্যসার্ব্বভৌম শ্রীল বাসুদেব প্রভুর অকপট পূর্ণানুগত্যে শ্রীরূপানুগ-বিচার অবলম্বন করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেবা করিয়াছেন। শ্রীপাদ পুরী মহারাজের সেবা-পরিচর্য্যা, নিরপেক্ষতা, দৃঢ়সঙ্কল্পত্যাগে সুদৃঢ় সঙ্কল্প ও সর্ব্ববিধ জড় প্রতিষ্ঠাশা-বর্জ্জন এবং আচার্য্যদেব শ্রীল বাসুদেব প্রভুর আনুগত্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেবায় আত্মনিয়োগ শ্রীপাদ পুরী মহারাজকে ত্রিদণ্ডিপাদগণের আদর্শরূপে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইতিহাসে স্থান করিয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-দুঃখ সহ্য করিতে পারিবেন না বলিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-রাসস্থলী শ্রীধাম-অঙ্গনে শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে অবস্থান করিয়া শ্রীমৎপুরী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের ঠিক দুইমাস পূর্ব্বে অর্থাৎ ইংরাজী ১৯৩৬ সালের ১লা নভেম্বর নির্য্যাণ-লীলা প্রকাশ করেন।

শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাস বাবাজী মহারাজ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুকম্পিত এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের নিকট হইতে পরমহংস-বেষলব্ধ বর্ষীয়ান্ বৈষ্ণবরত্ন শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাস বাবাজী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-ব্যথা এবং গ্রন্থভাগবতে ও ভক্তভাগবতে ভেদবুদ্ধি সহ্য করিতে পারিবেন না বলিয়া পূর্ব্বেই (৪ঠা অক্টোবর, ১৯৩৮) শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যতম লীলাস্থান শ্রীক্ষেত্রে নির্য্যাণ লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের আবেশে তিনি ক্ষেত্র-সন্ন্যাস গ্রহণ ও তাহাতে সিদ্ধি লাভ করেন। পুরীতে অবস্থান কালে বর্ত্তমান আচার্য্যপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর চরিত্র সম্বন্ধে শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দদাস বাবাজী মহারাজকে কএকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাহাতে বাবাজী মহারাজ বলিয়াছিলেন,—"শ্রীবসু বাসুদেব প্রভু—নিত্যসিদ্ধ; তিনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদের ঘরে আসিলেও তাঁহার চরিত্রে কোন দিনই কোন প্রকার বহির্ম্মুখতা দেখি নাই। তিনি অতি শিশুকাল হইতেই শ্রীমদ্ভাগবত, বৈষ্ণব, হরিনাম ও শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতিবিশিষ্ট ছিলেন। অতি শিশুকালেও তিনি এক বিষ্ণু ও বৈষ্ণব ব্যতীত কখনও দেবতান্তর দর্শন করেন নাই। শিশুকাল হইতেই তিনি সদাচার পালন করিতেন এবং সংস্কৃত অধ্যয়নের বহু পূর্ব্বেই, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রসিদ্ধ শ্লোক-সমূহ অনর্গল উচ্চারণ করিতেন। অতি শিশুকালেই তিনি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের এবং শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গীতসমূহ সুন্দর গাইতে গাইতে সুমধুর স্বরে কীর্ত্তন করিতেন। কেহ কোনদিন তাঁহাকে ভক্তির অনুকূল কার্য্য ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য করাইতে পারেন নাই। এক সময় বাসুদেব প্রভুকে লইয়া আসি (শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দদাস বাবাজী মহারাজ) শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট গিয়াছিলাম। তখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বাসুদেব প্রভুকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন যে, **এই বালক ভবিষ্যতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা সমগ্র বিশ্বে প্রচার করিয়া শ্রীগুরুদেবের প্রীতি বিধান করিবেন। শ্রীরূপ-গোস্বামি-প্রভুর শিক্ষা ইঁহাদ্বারা অকৃত্রিমভাবে প্রচারিত হইবে** এবং ইনি শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইবেন। শ্রীল প্রভুপাদও বাসুদেব প্রভুর সম্বন্ধে আমাকে (শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দদাস বাবাজী মহারাজকে) অনেকবার বলিয়াছেন যে, 'বাসুদেবের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবতের পণ্ডিত জগতে নাই। একমাত্র সে-ই সম্পূর্ণভাবে আমার কথা ধরিতে পারিয়াছে।' বাসুদেব প্রভু আমার (শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দদাস বাবাজী মহারাজের) শিক্ষা, গুরু ও শিক্ষক। তাঁহা হইতেই আমার যুগাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে ভক্তিলাভ হইয়াছে। তাঁহাতে যেন আমার অন্যপ্রকার বুদ্ধি না হয়, এই আশীর্ব্বাদই আমি সকল বৈষ্ণবের নিকট ভিক্ষা করি।"

শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দদাস বাবাজী মহারাজের নিকট আমরা একটী বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়াছি। তিনি পরমহংস-বেষ ধারণ করিলেও এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্

ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুর অনুকম্পিত হইলেও নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারি-বেশে সজ্জিত শ্রীল বাসুদেব প্রভুর পদমূলে স্থির ভক্তের ন্যায় সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইতেন। ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এখনও বাবাজী মহারাজের এই আদর্শ আমাদের অনুসরণীয়।

এতদ্ব্যতীত গত বর্ষে নিম্নলিখিত মঠসেবক ও ভক্তগণ স্বধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে আমরা তাঁহাদের আন্তরিক বিরহ-বেদনা প্রকাশ করিতেছি—

শ্রীযুক্ত অধীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী—৪৭।৩৬, শ্রীমৎ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগচন্দ্র—১০।৮।৩৬, শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ পাত্রী—২৮।৭।৩৬, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার দাস অধিকারী—১৫।৮।৩৬, শ্রীযুক্ত উর্ব্বশি দাসাধিকারী—৯।৯।৩৬, শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী—১৫।৯।৩৬, শ্রীমুরলীপাল দাসাধিকারী—৩১।১০।৩৬, শ্রীপাদ মধুবিহারী দাস অধিকারী—৮।১০।৩৬, ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ রায়—১৩।১২।৩৬, শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মবাসী—২৭।১২।৩৬, শ্রীপাদ দেবানুকূল দাসাধিকারী—২৭।১।৩৭।

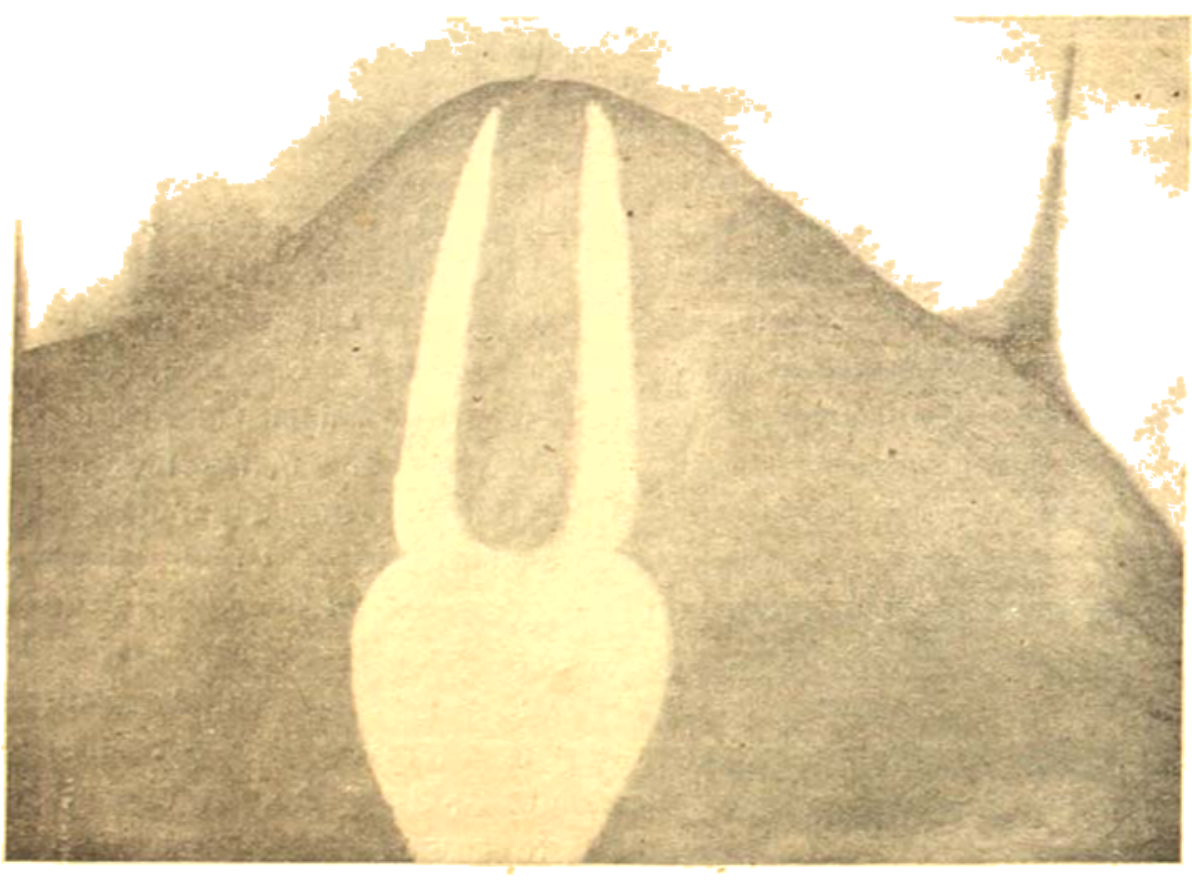

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নবদ্বীপলীলাস্থলের পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীকৃপানুস্মরণ্য বিরহলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদের সজ্জনারাধ্য সমাধি-পীঠ।

শ্রীল প্রভুপাদের বিরহবিধুরতা কি ?

ভক্তগণের নির্য্যাণে বিরহ প্রকাশ করিবার পর শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় বক্তৃতামুখে বলেন—শুদ্ধ বিশ্ববৈষ্ণবের জীবাতুস্বরূপ, সকল সজ্জনের প্রাণের প্রাণ, ভুবনমঙ্গলব্রত অতুল ও অতিমর্ত্য কল্যাণকল্পতরু-স্বরূপ, সর্ব্বজীবে অহৈতুক দয়াময় পরমপূজ্যপাদ, জগদ্গুরু, আচার্য্য-শিরোমণি, স্বরূপ-রূপানুগবর, শ্রীবার্ষভানবীর নয়নতারা-স্বরূপ পরমারাধ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলা-আবিষ্কারে সজ্জন-বিশে যে বিরহসিন্ধু উদ্বেলিত হইয়াছে, উহা দুর্ব্বল

তাহা বর্ণন করিতে অসমর্থ। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটে সমগ্র জগতের কি দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে এবং আমাদের ভাগ্য ও সেবা-বুদ্ধি কতটা দুর্দ্দৈবগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা অকপটে ভাবিবার বিষয়। যিনি শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার প্রতিষ্ঠাকাল হইতে গত ৩৭ বৎসর যাবৎ ও বিভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মনোহভীষ্ট পরিপূরণ করিয়া বিশ্ববাসীকে গৌর-নাম, গৌর-কাম ও গৌর-ধামের সেবায় আকৃষ্ট করিয়াছেন, সেই পরদুঃখদুঃখী সর্ব্বাপ্রয়নিরোধি আমাদের দুর্দ্দৈবের ফলেই আজ অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার বিরহ-বেদনা কেবল বাহিরের অশ্রুধারা অভিব্যক্ত হইতে পারে না। পূর্ব্বগুরু শ্রীরূপ ও শ্রীরূপানুগবর শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী-টীকায় "তদপ্রসাদাৎ" শ্লোকের যে ব্যাখ্যা শ্রীল প্রভুপাদ নিরন্তর আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা হইতে জানিতে পারিয়াছি—বাহ্য-অশ্রু কেবল হৃদয়বিকারের লক্ষণ নহে; অন্তরে পরিপূর্ণ সম্ভোগবাধ, রুক্ষ ও শুষ্কভাবে ভোগ করিবার চেষ্টা হৃদয়ে পূর্ণ-মাত্রায় শোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়াও বাহিরে প্রচুর অশ্রু প্রভৃতি বিসর্জ্জনের অভিনয় হইতে পারে। অপরাধ-কঠিন-হৃদয়, সম্ভোগ-মধমত্ত নিসর্গ-পিচ্ছিল-চক্ষু প্রাকৃত-সহজিয়াগণের মধ্যে ক্রন্দনাদির অভিনয় সর্ব্বক্ষণই দেখা যায়। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের দ্বারা নানাপ্রকার খাজাকিগিরি করাইয়া লইতে পারিলাম, তাহার অভাব-ঘটিল,—এইরূপ অজ্ঞাত ভোগ-বুদ্ধির সহিত যদি ক্রন্দনাদির অভিনয় হয়, তাহা হইলে উহা শুদ্ধ-বৈষ্ণবের জন্য বিরহ নহে। ঐ জাতীয় শোকোচ্ছ্বাস মায়িক জীবেও দেখা যায়। পুত্রের মাতার বা পিতার জন্য অজস্র ক্রন্দন বোং মাতা ও পিতার পুত্রের ও কন্যার জন্য ক্রন্দন পরস্পর ভোগ, বণিগ্-বৃত্তি ও খাজাকিগিরি ভোগের আনুষঙ্গিক মায়িক ক্রন্দন-মাত্র। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অপ্রকটে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে—এইরূপ ভোগবুদ্ধিজাত ক্রন্দনাভিনয় হইলে উহাকে সম্ভোগবাধ ও নিসর্গপিচ্ছিল-চক্ষু প্রাকৃত-সহজিয়ার আদর্শেরই অজ্ঞাত অনুসরণ জানিতে হইবে। যাঁহাদের হৃদয় সত্য সত্য শুদ্ধ-বৈষ্ণব-বিরহবিধুর, তাঁহারা বিপ্রলম্ভ-রসান্বিত, তাঁহাদের মধ্যে রূপানুগত্যের বিচার প্রবল। তাঁহারা শুদ্ধপাদপদ্মের বাণী সতমুখে, শত ইন্দ্রিয়ে সঙ্কীর্ত্তনে ব্যস্ত। তাঁহারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশার ভাগ-বাটোয়ারা লইয়া এক মুহূর্ত্তও সময় নষ্ট করিতে পারেন না। শ্রীরূপ-রঘুনাথ ও শ্রীরূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদের আদর্শে ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়। যখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কলিকাতা ভক্তিভবনে অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিলেন, তখন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম-মায়াপুরে অবস্থান করিতে-ছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—ঠাকুরের পরিচিত অনেকেই প্রচুর ক্রন্দন করিতেছেন। তখন শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিশেষ কৃপাপাত্র ৺ননকে বলিলেন,—"আপনারা ক্রন্দন করিবেন না, তিনি কাহারও পিতা বা মাতিক সম্বন্ধযুক্ত কেহ ছিলেন না; তিনি বিশ্ব-বিপ্রলম্ভের শ্রেষ্ঠ মূল আশ্রয়-বিগ্রহ। আমরা শ্রীরূপানুগ-সঙ্ঘে তাঁহার বাণী কীর্ত্তন করিয়া সর্ব্বদা অপ্রাকৃত অধিতীয় বিরহ-বিগ্রহ শ্রীরাধারাণীর সেবা করিব।"

উপদেশামৃতের অনুবৃত্তির উপসংহারে শ্রীরূপ-প্রদর্শিত-পথে ও শ্রীরূপশিক্ষামৃতে অভিসার ও অভিষেকই যে প্রকৃত বিরহ-বিধুরতা, তাহা শ্রীল প্রভুপাদ দেখাইয়াছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটের পর আমাদের পরম-গুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামি-প্রভু বাহিরে প্রচুর অশ্রু-বিসর্জ্জন ও ক্রন্দনের অভিনয় না দেখাইয়া সেদিন উপবাস করিয়া বলিয়াছিলেন,—'শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রেমভক্তির বিগ্রহ ছিলেন। তিনি অপ্রাকৃত-জগতের বিচারক—ভক্তিসিদ্ধান্তসম্রাট্, স্বরূপ-রসে অভিজ্ঞ-তনু। তোমরা যদি সত্য সত্য তাঁহাকে ভক্তি করিয়া থাক, যদি সত্য সত্যই তাঁহার জন্য তোমাদের বিরহ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা ছাড়িয়া অনুক্ষণ কেবল হরিকীর্ত্তন করিতে থাক। কেবল চোখ দিয়া জল ফেলিলে তাঁহার প্রতি অনুরাগ দেখান হইবে না।"

শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর অপ্রকট-লীলা আবিষ্কারের পরে যখন শ্রীল প্রভুপাদ কুলিয়ায় উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি কেবল অশ্রু-বিসর্জ্জনের অভিনয় দেখাইয়া সমন্বয়বাদ প্রচার করেন নাই। ঐরূপ তীব্র-বিরহের মধ্যেও অসৎ-সঙ্গ-বর্জ্জনের আদর্শ প্রদর্শন ও সমন্বয়-পন্থার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদুষ্ট ত্যাগীর বেশ-

থাকী যে সকল ব্যক্তি বলিয়াছিল—"আমরা বাবাজী মহারাজের চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া থাকিতাম—আমরা তাঁহার সেবা করিয়াছি—আমরা তাঁহার অপ্রকটের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গ-পার্শ্বে রহিয়াছি—আমরা তাঁহার ছায়া বেশ ধারণ করিয়াছি; সুতরাং আমরাই তাঁহার উত্তরাধিকারী, আর শ্রীমৎ সরস্বতী ঠাকুর অপ্রকট-কালে তাঁহার সম্মুখে থাকেন নাই, তিনি ত্রিদণ্ডধারী, আমাদের ন্যায় ত্যাগী নহেন, সুতরাং তিনি সমাধি-প্রদানের অধিকারী নহেন।" কিন্তু শুদ্ধ-বিরহ-বিধুর শ্রীল প্রভুপাদ তখন ক্রন্দনের অভিনয় না দেখাইয়া তাঁহার বিরহিত আচার্য্য-কেশরী মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া বজ্রনির্ঘোষস্বরে বলিলেন,—"শ্রীল পরমহংস বাবাজী মহারাজ একমাত্র আমাকেই তাঁহার সাক্ষাৎসৈবকর্য্যা-সেবা দিয়া আদরাৎ করিয়াছেন।* কোন মর্কট ব্যক্তির ন্যায় আমি গোপনে ব্যভিচারের প্রশ্রয়দাতা নহি। গত এক বৎসরকাল, কিংবা ছয়মাস, তিনমাস, একমাস, অথবা অন্ততঃ গত তিন দিন যিনি অবৈধ যোষিৎ-সঙ্গ করেন নাই, তিনিই এই চিহ্নাসনের স্পর্শ করিতে পারিবেন, অপরে স্পর্শ করিলে তাহার সর্ব্বনাশ হইবে।"

বিরহ-বিধুর শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 'তিনিই যে একমাত্র শ্রীগৌরকিশোরের শিষ্য, তিনি কখনও ব্যভিচারের প্রশ্রয়দাতা নহেন, কিংবা যিনি অন্ততঃ গত তিন দিন যোষিৎসঙ্গ করেন নাই, তিনি এই চিহ্নাসনের স্পর্শ করিতে পারিবেন"—এরূপ নিষ্ঠুর সত্যকথা বলায় সরস্বতী ঠাকুরের বিরহ কিছু কম ছিল, আর যাহারা খুব অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে পারে, তাহাদেরই বিরহ অধিক ও তাহারা অমানী; আর সরস্বতী-ঠাকুর কিছু উপ্রচেতাঃ—এরূপ বিচার প্রাকৃত-সহজিয়াগণের। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর অপ্রকটের পর শ্রীল প্রভুপাদ কি করিলেন? 'সরস্বতী-জয়শ্রী'র বিবরণ হইতে জানিতে পারি—শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন, মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া ভক্তিগ্রন্থের বিশেষ প্রচার এবং শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরূপানুগ-গ্রন্থাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'সজ্জনতোষণী' সম্পাদন, বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থ প্রচার প্রভৃতি শ্রীনামহট্টের পরিমার্জ্জকলীন ভক্তিবিনোদের মনোভীষ্ট-সেবায় বিশেষ-ভাবে ব্রতী হইলেন। ইহারই নাম—আচার্য্য-বিরহ-বিধুরতা।

আমি সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীযুত আচার্য্যত্রিক প্রভুর দ্বারা পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কিছু কথা এই সভায় বলিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি। অদ্য শ্রীগৌড়ীয়-প্রচারিণী-সভায় শ্রীল প্রভুপাদের সেবক-সম্প্রদায়ের কথা আলোচিত হওয়ায় প্রভুপাদের কথাই আলোচিত হইয়াছে। **যাঁহাদের প্রচ্ছন্ন-নির্ব্বিশেষ-বিচারের ঘাত, তাঁহারা মনে করেন, পরিকরবৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করিলে মূল বস্তুর কথা আলোচিত হয় না, পরিকরবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বিষয়-বিগ্রহের ভজন হয় না।** বস্তুতঃ রূপানুগ-বিচার ও শুদ্ধবৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত এই যে, পরিকর ব্যতীত, অঙ্গ ব্যতীত অঙ্গীর আরাধনায় অভিনয় নির্ব্বিশেষবাদ। মঠরক্ষী ও সখীযূথের অবস্থানে, গুণ-কীর্ত্তনে মূল আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীবার্ষভানবীর জয় ও আরাধনা হয়। শ্রীল সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের অন্বয়ে শ্রীল গৌর-কিশোর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ, ষড়্গোস্বামী বা সাবরণ শ্রীগৌরসুন্দরের জয় হয়। যাঁহারা ঘোড়া ডিঙাইয়া ঘাস খাইবার বিচার-প্রণালীকে বহুমানন করেন, যাঁহারা আশ্রয়-বিগ্রহকে বাদ দিয়া বিষয়-বিগ্রহের সহিত বন্ধুত্ব করিতে চাহেন, যাঁহারা ভক্তিশাস্ত্রের পরিভাষায় 'নাস্তিক', তাঁহারাই আচার্য্যের জয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণের জয় বা সাবরণ-শ্রীগৌরসুন্দরের জয় হইল না মনে করেন, বস্তুতঃ শ্রীরূপানুগবর ঠাকুর নরোত্তমের বাণী এই যে,—"আগে নইয়া ভক্তে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ।" আমি অতি দুর্ব্বল অনর্থগ্রস্ত জীব, আমি কি করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্মুখে যাইতে পারি বা তাঁহার বাণী বুঝিতে পারি? আমার কি সাধ্য শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কথা আমি বুঝিতে বা কীর্ত্তন করিতে পারি। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী যিনি একমাত্র জীবাতু করিয়াছেন, তাঁহারই অনুগত্যে আমার ন্যায় অনর্থযুক্ত জীবের ক্রম-ক্রমান্তর পরে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর অনুশীলনের যোগ্যতা লাভ হইতে পারে। "সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু সত্যং, দাস্যায় তে মম রমোঽস্তু রমোঽস্তু নিত্যম্।"—ইহাই শ্রীরূপানুগবর শ্রীরঘুনাথের উপদেশ।

* 'সরস্বতী জয়শ্রী' দ্রষ্টব্য।

মুক্ত-আশ্রয়-বিগ্রহের সখীত্বের প্রতি আমার নমস্কার হউক, নমস্কার হউক : কিন্তু সখীর অনুগত মঞ্জরী বা তাঁহাদের দাসীত্বের প্রতি আমার রতি বর্দ্ধিত হউক, বর্দ্ধিত হউক। সুতরাং আমরা শ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাৎ ভৃত্যাভিমান বা সখাভিমান হওয়া অপেক্ষা তাঁহার নিত্যদাসের দাসাভিমানকেই অধিকতর আত্মমঙ্গলজনক মনে করি। **আচার্য্যের সখা বা সতীর্থ অভিমান অপেক্ষা আচার্য্যের দাসানুদাস-অভিমানেই আমাদের রতি বর্দ্ধিত হউক, আমরা আচার্য্যের সমান বা তাঁহার পাল্লাদার নহি, আমরা কোটিজন্মে যেন তাঁহার দাসানুদাস হইতে পারি**—ইহাই স্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষার ও প্রচারের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের কথা। শ্রীল প্রভুপাদ ইংরাজী ১৯৩৫ সালের ১৭ই জানুয়ারী শ্রীমায়াপুর হইতে এক পত্রে তাঁহার কোন বিজ্ঞজন শিষ্যকে এইরূপ-ভাবে শাসন করিয়াছিলেন,—"Co-ordinate authority (সমপদস্থ গুরু বা প্রভু) হইবার কেন যত্ন করিলেন, বুঝিলাম না। **অতিরিক্ত অর্থ ও বাহাদুরীর গরম ভগবদ্ভক্তের জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয় নহে।** তাহা হইলে লজ্জনজনিত অসুবিধাই হইতে পারে। আপনি আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন আমার চিত্ত কোনদিন হায় বড়া বাহাদুর হইবার দিকে ধাবিত না হয়। একদিন শ্রীবলভাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট তিনি 'স্বামী মানেন না এবং ভাগবতের ব্যাখ্যা করিতে খুব মজবুত' বলিয়াছিলেন। এইরূপ মনোভাব পোষণ করিতে বল্লভাচার্য্যকে মহাপ্রভু উৎসাহ দেন নাই। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে 'প্রতিষ্ঠাশা শূকী ত্যজ' ইত্যাদি শ্লোক শিক্ষা দিয়াছেন।"—(পত্রাবলী ৩য় খণ্ড ৩৯-৪০ পৃষ্ঠা)

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট-লীলা-আবিষ্কারের পূর্ব্বে এবং 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-সঙ্ঘপতি পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভুকে লণ্ডন ও সুদূর পাশ্চাত্যে প্রচারের ভার প্রদান করিয়া প্রেরণের প্রাক্কালের অভিভাষণে "নত্বা দত্তং হিত্বা কৃষ্ণ স্মৃতিমপূর্ব্বামতিতরাং"—এই কথাটি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। গুরুসেবককে বাদ দিয়া গুরুভক্তি হয় না, তাহা বাস্তবসত্য। বর্ত্তমান আচার্য্যকে অসহেলা করিয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণের প্রতি ভক্তির অতিপ্রদর্শন—অতিবাড়ী প্রাকৃত-সহজিয়াগণের বিচার।

আচার্য্যের মহাবদান্যতা

কেহ কেহ বলেন,—শ্রীল প্রভুপাদ সকলকেই শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার করিতে বলিয়াছেন ; কারণ, তাঁহার আচার্য্য-লীলায় তিনি বহু যোগ্য ব্যক্তি পাইয়াছিলেন। একথা খুবই সত্য। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার অনুগমনে পৃথিবীর সকলকেই কৃষ্ণনামকীর্ত্তনের আচার্য্য হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। মহাপ্রভুর শিক্ষায় দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি কেবল মাত্র সন্ন্যাসিগণকে নহে, গৃহস্থগণকে পর্য্যন্ত আচার্য্যের অধিকার প্রদানে ব্যস্ত হইয়াছেন—

> প্রভু কহে,—ঐছে বাত কভু না কহিবা।
> গৃহে রহি' কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা॥
> যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
> **আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥**
> কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
> পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥
>
> (চৈঃ চঃ ম ৭।১২৭-১২৯)

বাসুদেব নামক গলিতকুষ্ঠ ব্যক্তিকেও মহাপ্রভু শক্তি-সঞ্চার করিয়া আচার্য্যের অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন—

> প্রভু কহে,—কভু তোমার না হ'বে অভিমান।
> নিরন্তর কহ তুমি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম॥
> **কৃষ্ণ উপদেশি' কর জীবেরে নিস্তার।**
> অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা' করিবেন অঙ্গীকার॥
>
> (চৈঃ চঃ ম ৭।১৪৭-১৪৮)

শ্রীল প্রভুপাদ অনেক সময় "যারে দেখে, তারে কহে"—এইরূপ পাঠ বলিতেন অর্থাৎ সকলকেই তিনি আচার্য্যত্বের অধিকার দিতে সর্ব্বক্ষণ উদ্গ্রীব ছিলেন। পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিগণকে শ্রীল প্রভুপাদের যে উপনয়ন-সংস্কার-প্রদান, তাহাও আচার্য্যত্বের অধিকার-নির্দ্দেশক অর্থাৎ উপনীত শিষ্য গুরু-মুখে শ্রুতি শ্রবণ করিবেন—বেদ পাঠ করিবেন কৃষ্ণকীর্ত্তনের দ্বারাই। শ্রবণ-কীর্ত্তন—এই প্রণালীটি আচার্য্য-প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন রাখিবার প্রণালী। শ্রীল প্রভুপাদ 'ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য', 'সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য' প্রভৃতি পারমার্থিক-উপাধি-পরীক্ষার প্রচলন করিয়া

সকলকে আচার্য্যরূপে প্রকাশিত হইবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসিগণকে প্রভুপাদ 'পরিব্রাজকাচার্য্য' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। ইহা সঙ্কীর্ত্তনের নিকট শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্য-আচার্য্য-লীলার অহৈতুকী করুণাবাহক হরিকীর্ত্তনের সুযোগ-দান। সকলকেই তিনি রূপানুগ হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু চরাচরগুরু প্রভুপাদের সুযোগ-দান এক কথা, আর আমাদিগের দিক্ হইতে সুযোগ গ্রহণ আর একটি কথা। ষোল আনা সিদ্ধ না হইলে শুদ্ধ হওয়া যায় না—ষোল-আনা শুদ্ধসত্ত্ব না হইলে কীর্ত্তনকারী হওয়া যায় না—আচার না করিয়া আচার্য্য হওয়া যায় না;—কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ না হইয়া গুরু হওয়া যায় না। অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত ও অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনকারী না হইয়া রূপানুগধর্ম্মপ্রচারকারী হওয়া যায় না। শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার করা কেবলমাত্র মুখের কথা বা বহুজনসঙ্ঘে ইন্দ্রিয়তর্পণ নহে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার করিয়াছিলেন—ঠাকুর নরোত্তম শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার করিয়াছিলেন—বিশ্বনাথ, ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর শ্রীরূপ রঘুনাথের কথা প্রচার করিয়াছেন; কিন্তু কবিরাজ, নরোত্তম, বিশ্বনাথ, ভক্তিবিনোদ বা শ্রীল সরস্বতী সত্ত শত হন না। একবার সুপ্রসিদ্ধ ••• ঘোষ মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের ঠাকুর পাইলে তিনি মহাপ্রভুর কথা ভাল করিয়া প্রচার করিতে পারেন। তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছিলেন;—নরোত্তম ঠাকুর এক—অদ্বিতীয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শ্রীবল্লভাচার্য্যও হরিকথা শুনিয়াছেন, শ্রীবলভদ্রও হরিকথা শুনিয়াছেন, কৃষ্ণদাস বিপ্রও হরিকথা শুনিয়াছেন ও সাক্ষাৎ ভগবানের নানাপ্রকার সেবা করিয়াছেন, আবার শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ ও শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিয়াছেন। সকলেই সমান হইলে শ্রীসনাতন-রূপ-রঘুনাথের এত মাহাত্ম্য কেন? শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায় আপনাদিগকে 'শ্রীরূপানুগ' বলিতে এত গৌরব অনুভব করেন কেন? শ্রীরূপের 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' সমগ্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের উপজীব্য কেন? শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ ও শ্রীরূপানুগ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু বা ষড়্গোস্বামীর অনুশাসন গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের আরাধ্য কেন? বলভদ্র ভট্টাচার্য্য, বল্লভ ভট্ট, মাউলিয়া কমলাকান্ত বিশ্বাস, কৃষ্ণদাস বিপ্র, ছোট হরিদাস, শঙ্কর, মাধব, অতিবাড়ী জগন্নাথ—ইঁহারা সকলেই মহাপ্রভুর বা অদ্বৈতপ্রভুর নিকট আসিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীসনাতন-রূপ-রঘুনাথের ন্যায় মহাপ্রভু বা অদ্বৈতপ্রভুর কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন—অদ্বৈত-তনয় অচ্যুতানন্দ ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ একই প্রকার অদ্বৈত প্রভুর বা মহাপ্রভুর কথা বুঝিয়াছিলেন, স্বামি-বিরোধি-ভাগবত-ব্যাখ্যাতা শ্রীবল্লভাচার্য্য ও স্বামীর অনুগত বিচারের অবলম্বনকারী গৌর কৃপাশক্তিসঞ্চারিত শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যাতা শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু উভয়েই মহাপ্রভুর কথা সমানভাবে বুঝিয়াছেন—এরূপ সমন্বয়বাদ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু প্রচার করেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবল্লভাচার্য্যের নিকট শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর কতই না গুণ বর্ণন করিয়াছিলেন — শ্রীরূপকে লইয়া আড়াইল গ্রামে গিয়াছিলেন, তথাপি শ্রীবল্লভাচার্য্য কি রূপানুগ-বিচারে আকৃষ্ট হইতে পারিয়াছেন? শ্রীবল্লভাচার্য্য সর্ব্বপ্রথমে মহাপ্রভুর পাদোদক পান করিয়াছিলেন, মহাপ্রভুর পাদ-প্রক্ষালন, পাদ-সম্বাহন এবং স্ব-গৃহে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপে 'মহাপূজা' করিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ ম ১৯।৮৭)। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুকে কৃপাশক্তি সঞ্চার করিয়া—

"কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব-প্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু, ভাগবত-সিদ্ধান্ত॥
রামানন্দ-পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিলা।
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিলা।
শ্রীরূপ-হৃদয়ে প্রভু শক্তি-সঞ্চারিলা।
সর্ব্বতত্ত্ব নিরূপিয়া প্রবীণ করিলা॥"

(চৈঃ চঃ ম ১৯।১১৫-১১৭)

অতএব যাঁহাতে পূর্ণভাবে ভাগবত-সিদ্ধান্ত সঞ্চারিত হয়, তিনিই আচার্য্যের কার্য্য করিতে পারেন। কে কতটা অধিক মহাপ্রভুর পাদ-সম্বাহন করিয়াছেন, সর্ব্বপ্রথমে পাদোদক পান করিয়াছেন, কাহার গৃহে মহাপ্রভু কতবার অধিক গমন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আচার্য্যত্বের পরিমাণ নিরূপিত হইতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু, শ্রীবল্লভ ভট্ট, শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য বা শ্রীকৃষ্ণদাস

বিপ্রকে সমভাবে গুরুর কার্য্য করিবার জন্য আহ্বান করিলেও শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুতে তিনি যেরূপ দৃঢ়ভক্তি, ভক্তিত্ব, রসত্ব ও ভাগবতসিদ্ধান্ত সঞ্চার করিয়াছিলেন, সেরূপ অন্যত্র করেন নাই বা অন্যের সেরূপ যোগ্যতা নাই অর্থাৎ অন্যে সেরূপ গুরুত্ব হইতে পারেন নাই।

পূর্ব্বাচার্য্যগণের শিক্ষা ও আদর্শ

বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের চরিত্রেও সেই আদর্শই দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজকে যিনি বা যাঁহারা সর্ব্বদা স্কন্ধে বহন করিতেন, তিনি বা তাঁহারা—শ্রীজগন্নাথপ্রভু ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সমান, —এরূপ সমন্বয়বাদ আমরা স্বীকার করিতে পারি না। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর চতুষ্পার্শ্বে বসিয়া যাঁহারা তাঁহার মুখে হরিকথা শুনিবার অভিনয়ে গান, তাউল, গুপায়ীর ঘরের কথাই প্রকৃত-প্রস্তাবে শুনিয়া রঞ্জিত হইতেন, কিংবা নানাস্থান হইতে মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া আনিয়া গৌরকিশোরের সেবা করিতেন, অথচ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর সর্ব্বদা সেরূপ করিতেন না বলিয়াই কি জানিতে হইবে যে, শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর গুরু-শুশ্রূষা কিছু কম করিয়াছেন বা পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় সমভাবে শ্রীল গৌরকিশোরের বাণী শ্রবণ করিয়াছেন? আমরা জানি এবং অনুক্ষণ প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছি ও করিতেছি যে, শ্রীল ভক্তিবিনোদের সিদ্ধান্ত ও আচার-প্রচার এবং ভক্তিবিনোদের মনোঽভীষ্ট শ্রীল প্রভুপাদ যেরূপ বুঝিয়াছিলেন—এরূপ আর কেহ বুঝেন নাই। সকল ভক্তিবিনোদানুগাভিমানী ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের সমকক্ষ বা শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা-প্রচারের আচার্য্য—এরূপ সমন্বয়বাদ আমরা কল্পনায়ও আনিতে পারি না। শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতীত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপানুগ-ধারায় আচার্য্য আর কেহ নাই—ইহাই সরল, নির্ভীক ও অকপট সিদ্ধান্ত। ইহাকে গোঁড়ামি বা অন্ধ বিশ্বাস মনে করিয়া অনেকে ইহাতে সন্তুষ্ট না হইতে পারেন, কিংবা ইহাতে দলপুষ্টি কম হইতে পারে; কিন্তু আমাদের মনে হয় কোন নিষ্কপট সত্যপ্রিয় ব্যক্তি ইহাতে অসন্তুষ্ট হইতে পারেন না, বরং এই কথারই সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইবেন। পরম পূজনীয় শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ—শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুকম্পিত। কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই অকপটে বিচার করেন যে, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের সমকক্ষ বা সতীর্থ আমি নহি,—আমি তাঁহার শিক্ষানুশিক্ষাভাজন; শ্রীল সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদই একমাত্র স্বরূপ-রূপানুগবর আচার্য্য।

শ্রীরূপানুগ কে হইতে পারেন?—"কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী ছাড়িয়াছে যারে সেইত' বৈষ্ণব।" ইহাই শ্রীরূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদের বাণী। যিনি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া নিষ্কপটে বলিতে পারেন—আমি পূর্ব্বে কখনও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশার ধার করি নাই, বর্ত্তমানে করিতেছি না ও ভবিষ্যতে করিব না—যাঁহাতে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর "অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং" শ্লোক রূপ ধারণ করিয়া প্রকাশিত, তিনিই শ্রীরূপের বৈভব্য করিতে পারেন।

শ্রীল প্রভুপাদ—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী। তিনি শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তের সরস্বতী—বাণী। তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা—একই বস্তু এবং এই স্বরূপ-লক্ষণেই পরিচিত। তাঁহার পরিকরবৈশিষ্ট্যে সিদ্ধান্ত-বিরোধ, বা সিদ্ধান্ত-চাঞ্চল্য আছে, কিংবা প্রভুপাদ ও ভক্তিসিদ্ধান্ত পৃথক্ বস্তু—ইহা হইতে পারে না। যেখানে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের পরিপূর্ণতা, সেখানে প্রভুপাদের বিগ্রহত্ব বা অবতার। যেমন শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার অনুগমণ্ডলী সিদ্ধান্তের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতপুরীর সহিত কোথায় আছে, তাহা নির্ণয় করিয়াছেন, তদ্রূপ শ্রীভক্তিবিনোদ বা শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতীর সহিত বা নিত্যপরিকরত্ব ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-প্রচারের দ্বারাই নির্ণীত হইবে,—অন্য প্রকারে নহে।

শ্রীল প্রভুপাদ ও ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কোন দিনই সমন্বয়-বাদ স্বীকার করেন না। বহুরূপী সমন্বয়বাদের চরম আদর্শ—নির্ব্বিশেষ ভাব অর্থাৎ নাস্তিকতা। সুরধুনী তীরস্থিত সকল বৃক্ষকেই তাঁহার পুত্র ও মধুর জলদানে সর্ব্বদা বদান্যবরা। কাহারও প্রতি তাঁহার কৃপণতা নাই; কিন্তু স্ব-স্ব যোগ্যতানুযায়ী আম্র-বৃক্ষ গঙ্গা হইতে জল আহরণ করিয়া ভূমিষ্ট ফল দান করে, আর নিম্ববৃক্ষ সেই একই জল পান করিয়া তিক্ত ফল দান করিয়া থাকে। আচার্য্যের সকলকে শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচারে

আছেন—'আচার্য্য' হইবার জন্য আমাদের সেইরূপ ব্যাকুলতাই নিদর্শন। উপনিষদে দেখিতে পাই যে, বিরোচন ও ইন্দ্র, উভয়েই ব্রহ্মাকে আচার্য্যরূপে বরণ করিয়া শিক্ষা লাভ করিতে গিয়াছিলেন। উভয়েই ব্রহ্মার শিষ্য বলিয়া অভিমান করিতেন; উভয়েই পাশাপাশি বসিয়া তাঁহার একই উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন; কিন্তু বিরোচন এক শুনিতে আর এক শুনিলেন এবং খানিকটা শুনিয়াই সকল শুনিয়াছেন, মনে করিলেন। তৎফলে বিরোচন দেহবাদ ও মনোধর্ম্মের প্রচারক হইয়া অসুর-কুলের নিকট সমাদৃত হইলেন; কিন্তু ইন্দ্র দেবকুলের আচার্য্য হইলেন। বিরোচনের বপুর ঐশ্বর্য্য লোককে চমৎকৃত করিল। সমন্বয়বাদের কেরামতি এই যে, তাহাতে দেবতার বহির্মুখ লোক সহজে আকৃষ্ট হয়। অতএব লোকের সংখ্যাগত পরিমাণ সে-দিকেই খুব বেশী হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের দৃষ্টান্ত

শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে জানা যায়, যখন পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রী-শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু শুকতলে পরীক্ষিৎ-সভায় শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করেন, সেই সময় বহু মহাপ্রভাব মুনি-ঋষি নিজ-নিজ শিষ্যের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। অত্রি, বসিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান্, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, ইন্দ্রপ্রমদ, ত্রিবাহু, মেধাতিথি, ভরদ্বাজ, গৌতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, ঔরভ, কবষ, অগস্ত্য, ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ও ভগবান্ নারদ; এতদ্ব্যতীত অন্যান্য দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষিও অরুণ প্রভৃতি কাশ্যপিগণ সেই সভায় উপস্থিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ও ভগবান্ নারদ শ্রীশুকদেব গোস্বামি-প্রভুর শ্রীগুরু-পাদপদ্ম। অত্রি, বসিষ্ঠ, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর প্রভৃতি শ্রীল শুকদেব গোস্বামি-প্রভুর শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই ভাগবতাচার্য্য হইলেন না। অত্রি, পরাশরাদি কর্ম্মমার্গের আচার্য্য হইয়া "প্রায়েণ বেদতদ্বিদং ন মহাজনোঽয়ং" এই ভাগবতীয় শ্লোকের প্রতিপাদ্য কর্ম্মকাণ্ডের প্রচারক হইয়াছিলেন। যদিও সকলেই একযোগে শ্রীল শুকদেব-গুরুর নিকট হইতেই শ্রবণ করিয়াছিলেন, তথাপি এক শ্রীগুরুগোস্বামি-প্রভুই নৈমিষারণ্যে শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন—নৈমিষারণ্যে ভাগবত-কীর্ত্তনমুখে শ্রীব্যাসপূজা করিলেন। শ্রীগুরু গোস্বামী প্রভু অবতরণে অবতীর্ণ বলিয়া তাঁহার ভাগবতাচার্য্যত্ব যা গোস্বামিত্ব হইতে পারে না, কিংবা শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর নিকট যাঁহারা ভাগবত শুনিয়াছিলেন—যেমন অত্রি প্রভৃতি ও শ্রীগুরু গোস্বামী—ইঁহারা সকলেই একই জাতীয় গুরুবর্গ—ইহা বলা যাইতে পারে না। ভাগবতের বক্তা হইয়াছিলেন—একমাত্র শ্রীগুরুগোস্বামি-প্রভু। ইহাতে প্রকৃত মঙ্গলকামী কেহই মৎসরতা প্রকাশ করেন নাই কিংবা শ্রীল শুকদেব গোস্বামি-প্রভুর অন্যান্য শ্রোতৃ-শিষ্যগণ শ্রীগুরুগোস্বামি-প্রভুর কণ্ঠরোধ করেন নাই।

হরিকীর্ত্তনের দোহার বরাই গুরুসেবা

শ্রীগুরুদেব যদি শিষ্যবর্গকে কীর্ত্তন করিতে বলেন আর তন্মধ্যে কোন সুযোগ্য কীর্ত্তনকারী যদি অগ্রণী হইয়া শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট কীর্ত্তন-সেবা আরম্ভ করেন, তাহা দেখিয়া মৎসর-হৃদয়ে যদি সকলেই স্বতন্ত্রভাবে কীর্ত্তন করিবার চেষ্টা করে, তাহাতে আনুগত্যমূলক ভাগবতধর্ম্মস্বরূপ যুক্ত-কীর্ত্তন হয় না, বেসুরে কীর্ত্তন, কীর্ত্তন-বিঘ্ন বা গুরুসেবার বিঘ্ন উপস্থিত হয়। আর যে সুযোগ্য শিষ্য কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন, সকলে মিলিয়া তাঁহার দোহার করিলেই এক-তানযুক্ত সংকীর্ত্তন ও শ্রীগুরুদেবের সেবা হয়। অতএব আমরা সকলেই স্বতন্ত্রভাবে শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার করিব বা সকলেই তাহাতে যোগ্যতা-বিশিষ্ট—এরূপ বিচার শ্রীগুরুসেবা বা ভক্তির বিচার নহে—শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিচার নহে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী-কীর্ত্তন-কারীর দোহারগিরি করাই—আনুগত্য করাই শ্রীরূপানুগ পথে চলিবার অকপট আকাঙ্ক্ষা। ক্রিয়া-নৈপুণ্য শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচারের যোগ্যতার পরিচায়ক নহে, শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর পূর্ণতমা শুশ্রূষাই তাহার একমাত্র যোগ্যতা, শ্রীল প্রভুপাদের আচার ও প্রচারের ইহাই একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলা-আবিষ্কারের পর আমরা এই কাম-ক্রোধ-মদ-মৎসরাদি-বেষ্টিত ও অভক্তির—

অপরিজ্ঞাতের নানা প্রকার জটিলা-সমাকুল তরঙ্গাঘাতে জর্জ্জরীকৃতহৃদয়, আশ্রয়হীন হইয়া পড়িয়াছিলাম, "বহু দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে"—ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই উপদেশ এবং "আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে আর সব মরে অকারণ"—ঠাকুর নরোত্তমের এই বাণী আমার কুলিয়া যাইতেছিলাম, তখন শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের প্রতি সদয় হইয়া তাঁহার অভিন্ন-বিগ্রহ তাঁহার অনুকম্পিত পরমারাধ্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুচরণকে তাঁহার অযতন সভাপতি আচার্য্য, গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ সভার পাঞ্চরাত্র ও ভক্তিবিনোদ-শ্রীচৈতন্য-বাণীর মনোহভীষ্ট-সংস্থাপকরূপে উদিত করাইয়া আমাদিগকে পুনরায় তাঁহার কোটিচন্দ্র-সুশীতল ছায়ায় স্থান দান করিলেন। উৎকল হইতে এই আচার্য্যের উদয় ভক্তিসুধাকরের হৃদয়ে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল; ভাগবতকীর্ত্তন-পীঠ শ্রীনৈমিষারণ্য পরমহংসমঠে—শ্রীযুত গোস্বামীর ব্যাসপূজার স্থানে ও শ্রীব্রাহ্ম-গৌড়ীয়ামঠের কীর্ত্তন-বিজয়-বৈজয়ন্তীস্বরূপ প্রভুপাদের শ্রীব্রাহ্ম-গৌড়ীয়মঠে আচার্য্য-প্রকট-তিথিতে এই স্বতঃপ্রকাশ আচার্য্যের উদয়, আর শ্রীগৌর-জন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌরজন্মাসনে এই আচার্য্যের উদয়-ঘোষণা নবীন মঙ্গল-প্রভাতের সূচনা করিয়াছে। সাধারণ-শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্ত্তন বিগ্রহ জয়যুক্ত হউন। *

এই বৎসর শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলা-অধিকারে সকলের হৃদয় ব্যথিত থাকায় শ্রীধাম-প্রচারিণীসভা হইতে ভক্তিসূচক উপাধি বা গৌরাবির্ভাব প্রভৃতি হইতে পারে নাই।

সেবানুকূল্যকারিগণের প্রতি ধন্যবাদ-প্রদান

শ্রীধাম-প্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ঢাকা শ্রীব্রাহ্মগৌড়ীয়-মঠের নবনির্ম্মিত মন্দিরের জন্য স্থান, শ্রীমন্দির, নাট্যমন্দির প্রভৃতি নির্ম্মাণকল্পে যে-সকল সজ্জন নানাভাবে আনুকূল্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়া সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। ঢাকা-শ্রীব্রাহ্মগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরের জন্য জমিদাতা—বালিয়াটীর বর্ত্তমান জমিদার বদান্যবর শ্রেষ্ঠ্যার্থী শ্রীযুক্ত রাইমোহন রায় চৌধুরী; শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণের আনুকূল্যকারী স্বনামধন্য স্বেচ্ছাত্যোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের পরমভাগবত পুত্রত্রয়—শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিপ্রতাপ, শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিপ্রকাশ ও শ্রীযুক্ত সন্তোষমোহন রায় চৌধুরী ভক্তি-কুতুক; নাট্যমন্দির-নির্ম্মাণের আনুকূল্যকারী—শ্রেষ্ঠ্যার্থবর শ্রীযুক্ত রাইমোহন রায় চৌধুরী মহোদয়ের ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা রাধাকুত্তেশ্বরী রায় চৌধুরাণী এবং তাঁহার সাহায্যকারী সুযোগ্য ধর্ম্মপ্রাণ পুত্রদ্বয় শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিবিক্রম ও শ্রীযুক্ত মোক্ষদামোহন রায় চৌধুরী ভক্তিভূষণ মহাশয়; শ্রীব্রাহ্মগৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আসন ও ভক্তবৃন্দের অবস্থান-স্থানের জন্য আনুকূল্যকারিণী পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিপ্রকাশ মহোদয়ের পরমা ভক্তিমতী আদর্শ সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা নলীবালা রায় চৌধুরাণী; শ্রীল প্রভুপাদের বাসোপযোগী নির্ম্মাণের আনুকূল্যপ্রদানকারী—বরদনসিংহ জমিদারবাড়ী নিবাসী সিদ্ধ ভক্তবর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু; শ্রীল প্রভুপাদের সেবার জন্য খাট, কাষ্ঠাসন প্রভৃতি আসবাবপত্র-প্রদাত্রী—পরমা ভক্তিমতী শ্রীযুক্তা শশীমুখী দত্ত; শ্রীমন্দিরের কারুকার্য্য-খচিত সজ্জন-নয়নাভিরাম সিংহাসন-প্রদাতা—ঢাকা সিন্ধাইর নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত সবজজ রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত মনোমোহন নিয়োগী ও তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা সুশীলাপ্রভা নিয়োগী; শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে ও বারান্দায় শ্বেতপ্রস্তর প্রদানের আনুকূল্যকারী—ঢাকার স্বনামধন্য মেঘনাথ পাহবণিকের পুত্র শ্রীযুক্ত রাধানাথ পাহবণিক ও তৎপুত্র হরি-গুরু-বৈষ্ণবে পরম শ্রদ্ধাবান্ শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল পাহবণিক প্রসাদ-সেবন-মন্দিরের আনুকূল্যকারিণী—আলেহ (উড়িষ্যার) গত বদান্যবরা ভক্তিমতী রাণীসাহেবা শ্রীযুক্তা সর্ব্বমঙ্গলা দেবী; শ্রীব্রাহ্মগৌড়ীয়মঠের বিবিধ গৃহাদি নির্ম্মাণ ও নানাপ্রকার সেবায় সাহায্যকারী আদর্শসেবাপরায়ণ পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত বিভেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভক্ত্যাশ্রম, পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাথ এম্-এ, বি-এল; শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সীল, শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ দাস; শ্রীমন্দিরাদির পরিকল্পনাকারী (প্রধান নির্ম্মাণকারী)—কলিকাতার বিশেষ

* বক্তৃতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় অবলম্বনে বিস্তৃতভাবে লিখিব।

কৃতী ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত জগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-ই, এম্-আই-ই ; বিভিন্নভাবে অক্লান্ত সেবাকারী—শ্রীযুক্ত হরি-বিনোদ দাসাধিকারী ও অবসরপ্রাপ্ত পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সরকার ; নানাভাবে সাহায্যকারী—শ্রীপাদ ত্রাণা-বল্লভ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বান্ধব ভক্তিবান্ধব, শ্রীপাদ তত্ত্বরঞ্জিত্ ভক্তিসৌরভ, মহোপদেশক এবং শিক্ষাব্রতী ব্রহ্মচারী বিদ্যাবারিধি ও শুক শ্রীপারীমোহন ; নলকূপ-স্থাপনকারী—মাদার ইণ্ডিয়ার্ক্টরিক্যাল সোসাইটীর শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র দে ভক্তিবোধ ; মন্দিরাদি-নির্ম্মাণ-কার্য্যে নিঃস্বার্থভাবে আন্তরিকতার সহিত কার্য্যকারী—রহমান ওয়াগার ; সিংহাসন-নির্ম্মাণে কৃতিত্ব প্রদর্শনকারী—শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র-নাথ দলাই ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মিস্ত্রী ; বিভিন্ন সেবাকার্য্যকারী—শ্রীমাধব সূত্রধর ; পোস্তাবাত্রা ও উৎসবাদির জন্য নানাভাবে সাহায্যকারী—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু এম্-এ প্রভৃতি ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করেন। ইহাদের সকলকে ধন্যবাদ দেওয়ার পূর্ব্বে নিত্যসিদ্ধস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ এই সকল কার্য্যের অন্তরালে সাহায্যকারী—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনীয়ার স্বনামধন্য অশ্বিনীকুমার দাস মহাশয়ের স্বর্গারোহণে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করেন এবং নূতন মন্দিরের ভিত্তি-সংগ্রহে ঢাকার ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ মাননীয় মিঃ গ্রাণ্ট্ (Grant), ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটীর মাননীয় চেয়ারম্যান, মাননীয় ভাইস্ চেয়ারম্যান্ ও মাননীয় কমিশনারগণকে শ্রীধাম-প্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করেন। অতঃপর ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটীর সুযোগ্য সেক্রেটারী সজ্জনবর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার গুহ বি-এ মহাশয়কে শ্রীধাম-প্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শ্রীযুক্ত সেক্রেটারী মহাশয় ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরাদি নির্ম্মাণের প্রথম হইতে যেরূপ আন্তরিকতার সহিত কায়মনোবাক্যে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন, তাহা অতুলনীয়। ঢাকার সৌধ-প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হিসাবে তাঁহার কৃতিত্ব, সুদক্ষতা সকলেরই হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছে। তিনি সরল, স্নিগ্ধ ও উচ্চপদাসীন হইয়াও দেব-দ্বিজে ও বৈষ্ণবের প্রতি বিনয়ী ও অমায়িক। তিনি ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ নির্ম্মাণের জন্য শ্রীপাদ ভারতী মহারাজকে কায়, মন, বুদ্ধি ও বাক্যাদির দ্বারা নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। এইজন্য তিনি শ্রীধাম-প্রচারিণীসভা হইতে বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

তৎপরে শ্রীপাদ সুহৃদানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় শ্রীধাম-প্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে শ্রীধাম ও শ্রীমদ্ শ্রীমাধবেশ্বরের সেবাকারী বৈষ্ণবমণ্ডলীকে সাধুবাদ প্রদান করিতে দণ্ডায়মান হইয়া বলেন—"আমি ধন্যবাদ প্রদান করিতে দণ্ডায়মান হই নাই, কৃপাশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিবার জন্যই দণ্ডায়মান হইয়াছি। সকলের অগ্রে মহামহোপদেশক আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ কৃষ্ণকিশোর বিদ্যাভূষণ প্রভুর সর্ব্বাতিশায়িনী বিমলকারিণী শক্তির প্রশংসা গান না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে আচার্য্যপ্রবর প্রভুর cementing policyর কথা বহুবার শ্রবণ করিয়াছি। তাঁহার এই উক্তিটী আমাদের হৃদয়ে বিশেষতঃ অদ্যকার দিনে বিশেষভাবে স্পর্শ করিয়া মুগ্ধ করিয়াছে। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজকে শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকট-লীলার পূর্ব্বে যে এক অদ্বিতীয় আশ্রয়বিগ্রহে বিষয়বিগ্রহের ইন্দ্রিয়প্রীতির অনুকূলে Love ও Rupture এর একতাৎপর্য্যবিশিষ্টতার কথা উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই আমাদের নিত্য-আরাধ্য হউক।

আমার ধর্ম্মপ্রদর্শক গুরুদেব এবং শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্কীর্ত্তনের জীবন্ত মূরতরূপের অপ্রতিদ্বন্দ্বরূপ শ্রীভক্তিবিনোদানু-কম্পিত শ্রীভক্তিপ্রবীণ তীর্থ মহারাজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্টানুসারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের একটি সম্পূর্ণ সংক্ষিপ্ত চরিত্র ও শিক্ষা-গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় রচনা করিয়া তাহা ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের শ্রীব্যাসপূজার দিনে শ্রীল প্রভুপাদকে সমর্পণ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা-কীর্ত্তন-কেন্দ্র শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের উদ্বোধন এবং অহৈতুক ঢাকার ঢাকনাতে আচ্ছন্ন এই পতিত ব্যক্তিকে কৃপাবর্ষণ পূর্ব্বক উত্তোলনের জন্য তাঁহার সর্ব্বপ্রথম জীবন্তমূরতরূপ শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজকে ঢাকায় পাঠাইয়াছিলেন। আমার পথ-প্রদর্শক শ্রীগুরুদেব শ্রীল তীর্থ মহারাজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট পরিপূরণকারিরূপে যে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের উদ্বোধন তথা প্রতিষ্ঠা সম্পাদন করিয়াছিলেন, অনাহারে ও অনিকেত-অবস্থায় থাকিয়া, কতভাবে নির্য্যাতিত হইয়া লোক-রঞ্জনের পরিবর্ত্তে শ্রীগুরুদেবের ইন্দ্রিয়তর্পণ বিধান করিয়া নির্ভীক-কণ্ঠে শ্রীচৈতন্যবাণী

প্রচার করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের নূতন মন্দিরে প্রবেশোৎসবের দিনে শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্য-বাণীর সম্মুখে শ্রীচৈতন্যশিক্ষা গান করিয়া শ্রীব্যাসপূজা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের প্রবেশোৎসব সম্পাদন করেন এবং শ্রীগুরুপাদপদ্ম-ভক্তিবিনোদ-ধারা সংরক্ষণ করেন। এজন্য আমি তাঁহার নিত্য কৃপা যাচ্ঞা করিতেছি।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের নূতন মন্দির, নাটমন্দির, শ্রীল প্রভুপাদের আসন, ভক্তনকুটীর, গ্রন্থাগার, গৌড়ীয়-কার্য্যালয়, মহানন্দ ও ভারতীয় গৃহাদি নির্ম্মাণে যে অমানুষী প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা শ্রীধামপ্রচারিণীসভার এ বৎসর বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। তিনি এজন্য তাঁহার দেহকে উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহার এই একনিষ্ঠা, শত শত বাধা-বিঘ্নকে অগ্রাহ্য করিয়া পরমোৎসাহে স্বাভীষ্ট-লাভে আত্মনিয়োগ কি ভক্ত, কি সাধারণ লোক—সকলেরই বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছে। "মাত্রয় সাধন কিবা পত্নীর পতন"—ইহাই শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের মন্দির-সেবায় তাঁহার মূলমন্ত্র হইয়াছে। ভক্তগণ যাহাতে বিনা উদ্বেগে সর্ব্ববিধ সুযোগ লাভ করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিতে পারেন, এজন্য নানাপ্রকার নির্ম্মাণ-কৌশল প্রদর্শন ও অর্থ নিয়োগ করিতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি এই মঠ-নির্ম্মাণোদ্যোগে একদিকে যেমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী স্থপতিবিদ্‌গণের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন, আবার অন্য-দিকে ইহার জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণসমূহ অকাতরে প্রদান করিয়াছেন। প্রত্যেক জিনিষটী তিনি যেরূপ প্রশস্ত ও সুন্দর করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের প্রশস্ততার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তিনি এজন্য স্বয়ং ভিক্ষার ঝুলি হস্তে করিয়া প্রত্যেককে হরিসেবাকার্য্যে আকর্ষণ করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। আনুকূল্য-সংগ্রহ হইতে মন্দিরাদি-নির্ম্মাণের যাবতীয় কার্য্য তিনি স্বয়ং অক্লান্তভাবে সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহাকে কখনও নিরুৎসাহিত হইতে দেখা যায় নাই। তাঁহার এই একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও তীব্রপ্রতিজ্ঞা আদর্শস্থানীয়। তিনি আমাদিগকে সর্ব্ব-ক্ষণই বলিয়াছেন যে, যাহাতে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে গৌড়ীয়ের বাণী নির্ভীক-কণ্ঠে প্রচারিত হয়, যাহাতে এখানে সত্য সত্য শ্রীচৈতন্যবাণীর নিরন্তর সেবা হয়, তিনি ইহার পূর্ণ ব্যবস্থা করিবেন। শুদ্ধা ভক্তিবিবেক ভারতী—ভক্তিবিবেকের বাণী—শ্রীচৈতন্যভারতীর সঞ্চারিত হউক—আমাদের অনর্থ-বিনাশী বাণী কোটি কণ্ঠে নিনাদিত হউক—সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নাট্যমন্দিরে অনাবিল শ্রীচৈতন্যবাণীর নাট্য হউক, অন্যাভিলাষিতাশূন্য নিষ্কাম ভক্তি বিদূরিত হইয়া অন্যাভি-লাষিতাশূন্য শুদ্ধভক্তির স্বরূপ শ্রীচৈতন্যভারতীর সাহায্যে আমাদের হৃদয়কে কৃপানুগত্যে আকৃষ্ট করুক। ভক্তি-বিবেকের কার্য্যই অকৈতব, অধোক্ষজ, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জ্ঞানের বিচার, সর্ব্ববিধ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীগুরু ও কৃষ্ণভক্ত—এই দুই শ্রেণীর অসৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সজাতীয়াশয় কৃপানুগসাধুগণের সঙ্গ বরণ। কত কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা—যাহা শ্রীরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভু নিরাস করিয়াছেন, ভক্তিবিবেক শ্রীচৈতন্য-বাণীর কৃপায় তাহা আমাদের হৃদয় হইতে বিদূরিত হউক। আমরা ঐকতানে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে ভবমহারোগারি-নির্ম্মাপন ও প্রেমাকৈরসচন্দ্রিকা-বিতরণের প্রবর্ত্তকের সম্মুখে উপনীত হই। আমি কাম-ক্রোধাদক, নানা অনর্থযুক্ত, শুদ্ধভক্তি-বিবেক হইতে পুনঃ পুনঃ পতিত বঞ্চনীয়; আমি শ্রীল প্রভুপাদের জীবন্ত-মূর্ত্তিস্বরূপ ত্রিদণ্ডিপাদগণের অহৈতুকী কৃপা যাচ্ঞা করি, তাঁহারা আমার মুখবেদিষ বিদূরিত করুন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃৎ শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুদেব শ্রৌতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব ভূর্য্যাশ্রমী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রহ্লন বোধায়ন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজ প্রভৃতি ত্রিদণ্ডি-পাদগণ সকলেই নানাভাবে শ্রীল প্রভুপাদের মনোহীষ্ট

প্রচারের যোগ্য সেবক। সময়াভাবে এই সকল পূজ্যপাদ হিতৈষিগণের বিভিন্ন সেবার কথা উল্লেখ করিতে পারিলাম না। এজন্য অপরাধী তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন। আমি তাঁহাদিগের কৃপা যাচ্ঞা করিতেছি।"

অনন্তর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক লণ্ডন ও আমেরিকা প্রভৃতি প্রচারের ভারপ্রাপ্ত, শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট-প্রচারক, আচার-প্রচার-প্রসারে বলিষ্ঠেতাদের বাক্তিত্বপূর্ণ বাগ্মিবর গৌড়ীয়-সম্পাদক-সঙ্ঘপতি শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গোস্বামী প্রভুর যুরোপে ও একেশ্বরবাদ গমনের মধ্যেই তাঁহার অদ্ভুতপূর্ব্ব প্রচারের সাফল্যের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর গৌড়ীয় মহারাজ শ্রীগৌরসুন্দরের কতিপয় প্রিয়প্রচারকগণের সেবা স্বীকার করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করেন।

অতঃপর মহামহোপদেশক আচার্য্যাত্মজ শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের অনুস্মরণীলাভিনয়-কালে ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকার, ডাঃ শ্রীযুক্ত শিবপদ ভট্টাচার্য্য এম্-ডি; ডাঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার ভট্টাচার্য্য এম, এস্-সি, এম্-বি; ডাঃ পি পাঞ্জুলি; ডাঃ রায় বাহাদুর ইউ, এন্, রায় চৌধুরী; ডাঃ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস এম্-বি; ডাঃ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী, ডাঃ শ্রীপাদ ভাগবত মহারাজ; কবিরাজ শ্রীযুক্ত অনাথনাথ রায়; মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন; ক্যাপ্টেন জে এম্ ব্যানার্জ্জি; ডাঃ এন্ নাগ; ডাঃ মুখার্জ্জি; স্যর ইউ, এন্, ব্রহ্মচারীর সুযোগ্য পুত্র ডাঃ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি যে-সকল মহানুভব ব্যক্তিগণ শ্রীল প্রভুপাদের পর্য্যবেক্ষণাদি করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলাবিষ্কারের পর সজ্জনবর শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্পেশাল ট্রেণে শ্রীল প্রভুপাদকে শ্রীধামে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা এবং শ্রীপাদ সখীচরণ ভক্তিবিজয় প্রভুর পরমভক্তিমতী গৃহিণী, শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিপ্রকাশ ও তদীয় সাধ্বী পত্নী, শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল ঘোষ (মিঃ এন্, জি, ঘোষ), শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র বসু মহাশয়ের পরমা ভক্তিমতী পত্নী ও মাতৃদেবী প্রমুখ যে-সকল আচার্য্যসেবকগণ অর্থানুকূল্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপিত হয়। গত ৭ই মার্চ্চ তারিখে কলিকাতা ডালহৌসি-ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-সভার জন্য কলিকাতার গৌর-বাসিগণকে ব্যবহার করিতে দিয়া উক্ত হলের প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারী মহোদয়গণ যে সহৃদয়তা ও আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং ঐ সভার উদ্যোক্তৃগণ এবং শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটে বিরহ প্রকাশের জন্য কর্পো-রেশনের যেসব প্রমুখ সহৃদয় প্রস্তাবক ও সমর্থক কাউন্সিলরগণের নাম উল্লেখ করিয়া আচার্য্যাত্মজ প্রভু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তৎসহিত মাদ্রাজ, বোম্বে, রেঙ্গুন প্রভৃতি নগরের কর্পোরেশন হইতে প্রেরিত শ্রীল প্রভু-পাদের বিরহে সহানুভূতিসূচক প্রস্তাবের উত্থাপক ও সমর্থকগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ড ও কৃষ্ণনগর-মিউনিসিপ্যালিটী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহে সমবেদনা জ্ঞাপন করায় ঐসকল প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়। কলিকাতার বিরহ-সভা-দিবসে শোভাযাত্রা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ডালহৌসি-ইন্‌ষ্টিটিউট্-হলে পরিচালন করিতে দুইশত রুপেজ-ভাউচারের সুব্যবস্থা করায় ঐ বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ এন্ বোস্ মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়।

শ্রীপাদ জগদ্গুরু ভক্তিবান্ধব প্রভু মহামান্য ভারত-সচিব লর্ড মেষ্টন্যাণ্ড, ভারতের ভাইস্‌রয় হিজ এক্সেলেন্সি লর্ড লিনলিথ্‌গো, বঙ্গের গভর্ণর হিজ এক্সেলেন্সি স্যর জন এণ্ডারসন্ মহোদয় এবং স্বাধীন ত্রিপুরা ও বর্দ্ধমান, মণিপুর, কাশিমবাজার, সন্তোষ প্রভৃতি স্থানের অধিপতিগণের ও মহামান্যবর শ্রীযুক্ত রাজা বোমকেশ বাহাদুরের সেবা উল্লেখ করিয়া সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি সজ্জনগণকেও শ্রীধামপ্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

শ্রীপাদ ভৌতী মহারাজ শ্রীধামপ্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত সেবকগণের নাম উল্লেখ করিয়া ও সংক্ষেপে তাঁহাদের সেবার কথা কীর্ত্তন করিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন—কর্ম্মজড়স্মার্ত্তধামবণ্ডনে মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপধামের সেবাগৌরব-সম্পাদনে

শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ অমমদন ব্রহ্মচারী, চিকিৎসমন্বয়াধিবক্তনে শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকুণ্ডের ঘাটাদি-নির্ম্মাণ-সেবায় শ্রীযুক্ত রমানাথ রায়, "পরমার্থী"-সেবানুকূলো মুদ্রাযন্ত্র প্রদান করায় শ্রীযুক্ত মধুসূদন পর্ণা কবিরাজ, পুরী উদ্যানসেবায় শ্রীযুক্ত বঙ্গমণি বাবু, পুরীর যোগাসন কুটীর নির্ম্মাণের আনুকূল্যের জন্য শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীশ্রীবৃন্দাবনে ঈশ প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট-স্বরূপ শ্রীপুরুষোত্তমব্রত উদ্‌যাপনের আনুকূল্য ও প্রচারের নানাভাবে সাহায্যের জন্য কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্-এ, প্রাক্তন মহোদয় ও তাঁহার কর্ম্মচারী পরলোকগত মনোহর সিংহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত সিংহ মহাশয়, আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, শ্রীপাদ বনবিহারী দাসাধিকারী (শ্রীমায়াপুর), শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী ভক্তিজীবন, শ্রীসনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্যারীমোহন ব্রহ্মচারী কাব্যকোবিদ, শ্রীদেবতী-হরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিমিস্কর, শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস, শ্রীসজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবিশ্বেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীঘনশ্যামদাস (কটকমঠ), শ্রীঅপ্রমেয় দাসাধিকারী, শ্রীঅধিরজ ব্রহ্মচারী ও শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিপদ দাসাধিকারী, শ্রীকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীউদ্ধারণ ব্রহ্মচারী, মহোপদেশক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ, শ্রীনিখিলেশ্বর দাসাধিকারী, শ্রীগৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদ্বিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ, শ্রীযুক্ত বাসিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীমৎ জগবন্ধু ভক্তি-রঞ্জন প্রভৃতি সহধর্ম্মিণীদ্বয়—শ্রীযুক্তা লক্ষ্মীমণি বসু ও শ্রীযুক্তা ক্ষিরোদাসুন্দরী বসু, শ্রীযুক্ত কিতীশচন্দ্র বসুর সহধর্ম্মিণী প্রভৃতি।

তৎপরে মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয়সেবানুষ্ঠাতৃগণের নাম ও বিভিন্ন সেবার উল্লেখ করিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন,—

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সেন—(Bengal Educational service, khulna), শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দাসাধিকারী, ময়মনসিংহ, শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র বসু, ময়মনসিংহ, শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায়চৌধুরী জমিদার, অলোয়া, ময়মনসিংহ, শ্রীযুক্তা কনকলতা চৌধুরাণী—ঐ সহধর্ম্মিণী, ময়মনসিংহ; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র সুন্দর মুন্সি লক্ষ্মণপুর, পো: ময়মনসিংহ; শ্রীযুক্ত রাইচরণ পোদ্দার, বকুই, মাদারু; দাদুলাল আগরওয়ালা এষ্টেটের ট্রাষ্টিগণ (কলিকাতা); শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন, Retired assistant commissioner of Incometax; তদীয়-সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সুশীলা দেবী (তবানীপুর); শ্রীযুক্ত বঙ্গীতলাল বসু, কাঁচারালিয়া-(বরিশাল)-নিবাসী ও ময়মনসিংহপ্রবাসী শ্রীযুক্তা শচীন্দ্রময়ী বসু রায়, শ্রীযুক্ত অবিনীকুমার পণ্ডিত, ছয়পুর কেয়টখালি ময়মনসিংহ; শ্রীযুক্ত পরিমল চন্দ্র সরকার, নির্ম্মলাবাদ, ময়মনসিংহ; শ্রীযুক্তা ষোড়শী সেনগুপ্তা, ময়মনসিংহ; রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রমোহন রায়, Controller of Currency, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বসু, Retired Additional District Judge; তদীয় সহধর্ম্মিণী লীলাবতী বসু (কাশীধাম); শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দে মুন্সেফ, কাঁটা-পুকুর লেন বাগবাজার কলিকাতা; পরলোকগত রাসবিহারী সাহার পুত্র বাবাজীম সাহা (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দাস, জঙ্গলবাড়ী ময়মনসিংহ; শ্রীযুক্ত জয়ানন্দ দাস অধি-কারী, জঙ্গলবাড়ী ময়মনসিংহ; শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র বসু, জঙ্গলবাড়ী ময়মনসিংহ; শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দাসাধিকারী-ভাটিজলকর করিমগঞ্জ; শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র দাস বসাক, কিশোরগঞ্জ; শ্রীযুক্ত সহজানন্দ দাস অধিকারী, ময়মনসিংহ শ্রীযুক্ত হরিনাথ মল্লিক, জিনারাই যশোহর; শ্রীযুক্তা রাসমণি ঘোষ, জিনারাই যশোহর; শ্রীযুক্ত রাইমোহন বসাক, কিশোরগঞ্জ; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র বণিক কিশোরগঞ্জ; শ্রীযুক্ত অমলা চরণ শ্রাম, রিটায়ার্ড সিভিল সার্জ্জেন শ্রীহট্ট; তদীয় সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা নলিনীবালা শ্রাম; শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র কর, প্লিডার কাটরা শ্রীহট্ট; রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত জানকীনাথ রায় পুরকায়স্থ, অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীহট্ট; তদীয় সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা সুরসুন্দরী পুরকায়স্থ; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন শ্রীহট্ট; শ্রীযুক্ত ভবানীকান্ত বসু চৌধুরী, শ্রীহট্ট, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্ত্তী, জমিদার শ্রীহট্ট; শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বসু, শ্রীহট্ট; শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত উকিল, মৌলবীবাজার শ্রীহট্ট; শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার বসু শ্রীহট্ট; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র পালিত ডি, এল, পি শ্রীহট্ট; রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নদীয়াবিহারী দাস এম্-এ, বি-এল, বি-টি, শ্রীহট্ট; রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমণী

মোহন দাস, অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ঢাকা ; শ্রীযুক্ত মোহিত চন্দ্র রায় অধিকারী, কলিকাতা মহানগরী ; Mr. Tylle of Messers. Shawwallace & Co.,Calcutta, B. M. Kharwar, Harrison Road, Calcutta, শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীপাদ কৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মচারী ; শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্য্য শ্রীপাদ বল্লব ভক্তি-শাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল ; ঢাকা কমলাপুরমঠরক্ষক শ্রীপাদ ঘনশ্যাম ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ; অযাচিত সেবক শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী।

তৎপরে শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ বর্ত্তমান যেলার দীর্ঘপাড়া নিবাসী শ্রীত্রিপদীচরণ ঘোষ মহাশয়ের শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে নবকুলসদনের কথা উল্লেখ করিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর গিরি মহারাজ ব্রহ্মদেশে প্রচারকালে নিম্নলিখিত শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের নাম উল্লেখ করিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন,—

রেঙ্গুন প্যাস্টিউর ইন্‌ষ্টিটিউটের ডিরেক্টর মেজর জি, সি, মৈত্র ; ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রী ডক্টর Ba Maw ; ব্রহ্ম-সরকারের অবসরপ্রাপ্ত সহকারী সম্পাদক রায় বাহাদুর কে, এম, বসু ; পি, মৌলিক এম, এ, সেক্রেটারী মিউনিসি-প্যালিটী, ব্রহ্মদেশ, মোলমিন (Moulmein) ; এস, সি দাস, সহকারী ইঞ্জিনিয়ার Tavoy ব্রহ্মদেশ ; এস, সি, দাস ওভারসিয়ার, ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল, মোলমিন, শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র দেওয়ানজী Mokpalin ; শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বসু টীচার মার্কেট, মোলমিন (Moulmein) ; শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দে মার্কেট, Thanbyuzyat, ব্রহ্মদেশ ; শ্রীযুক্ত সুকুমার রায় রেঙ্গুন ; ডাক্তার রমেশচন্দ্র চৌধুরী, রেঙ্গুন ; রেঙ্গুনের মেয়র ডাক্তার এ,· এম, মুরে ; রেঙ্গুন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার ইউ, মেট ; কর্ণেল ওয়েল-বোর্ণ পুলিশ বিভাগের কমারেল ইন্‌স্পেক্টর, ব্রহ্মদেশ ; 'সান্' পত্রিকার সম্পাদক U. Ba Glay, রেঙ্গুন ; ডাঃ এম, এস মুখু, রেঙ্গুন ; মিঃ সি, সি, রুসবাই, কালেক্টর রেঙ্গুন ; এস, সি, দাস Paan ব্রহ্মদেশ ; ব্যারিষ্টার মিঃ কে, সি বসু এম্-এল্-সি, রেঙ্গুন ; মিঃ কে, এন, বাদলি ম্যাডভোকেট, রেঙ্গুন ; কে, কে, বোস Bawdin ; এস, এস, মাঙ কন্ট্রাক্টর, Namtu ; শ্রীযুক্তা অমলাবালা দাস, Mudon ; শ্রীযুক্তা মৈত্রালিনী দাস, Tavoy ; Maung Kyaw Zan, ওভারসিয়ার এবং ম্যাড্-ভোকেট, রেঙ্গুন ; মিঃ সি, ডি, প্যালিয়ারা, মার্কেন্ট রেঙ্গুন ; মিঃ বৈদ্যনাথ নন্দী Kyaungla ; মিঃ কে, সি, সান্যাল ম্যাড্ভোকেট, রেঙ্গুন ; মিঃ রবীন্দ্রনাথ লাহিড়ী হেডক্লার্ক, বেঙ্গল একাউন্টেন্সী রেঙ্গুন ; মিঃ সুরেশচন্দ্র সেওয়ানজী।

শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয়-কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন,—

হায়দরাবাদ ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ; রায়বেরিলির ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার মিঃ পালগ্রাভ টেণ্ডন্ ; কানপুর সব্‌ডি-ভিসনের শ্রীযুক্ত ভগবান্‌দাস-নারায়ণদাস বর্ম্মা, কানপুরের সেনিটারী ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত জগন্নারায়ণ কপূর ; নয়া-দিল্লীর ডাঃ কে, কে, সেন ; ইটাওয়ার জমিদার ও অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত লালা রমানাথ টেণ্ডন ; কানপুরের জমিদার ও উকিল শ্রীযুক্ত ভগবতীপ্রসাদ ; বালীর রেলওয়ে অফিসার রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অবনীনাথ সান্যাল (শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবা) ; জলপাইগুড়ির ম্যাড্ভোকেট শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র, কাশগঞ্জের জমিদার ও মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান সেঠ কিশোরীলাল বাবুলাল, ব্রহ্মদেশের বি-ও-সি রেল অফিসের শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্ণৌর অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট জজ রায় বাহাদুর কে, এন্, রায়, জলপাইগুড়ির গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সেখ রায়তুল্লা ইত্যাদি। শ্রীধাম-বৃন্দাবনে কিশোরপুরা-পল্লীতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের একটি স্থায়ী স্থান হয়, ইহা শ্রীল প্রভুপাদ বিশেষ ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-সুধীরাশ্রম মহারাজ ও তৎসহ শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারীজীর চেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের জন্য যে ভূমি সংগৃহীত হইয়াছে, পরমা ভক্তিমতী শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী, শ্রীযুক্তা মনোরমা দেবী ও শ্রীযুক্তা ক্ষেত্রমণি দেবী উহার আনুকূল্য করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। যুক্তপ্রদেশে প্রচারে শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারীর অক্লান্ত সেবা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয়-কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণকে শ্রীধামপ্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করেন—

প্রচারে বিশেষভাবে সাহায্যের জন্য শ্রীযুক্ত তোলানাথ সাহা (বোয়ালমারি বন্দর, ফরিদপুর), শ্রীবাস-অঙ্গনের গৃহনির্ম্মাণের আনুকূল্যের জন্য শ্রীযুক্ত মধুসূদন দে (আটুড়িয়া, চব্বিশ-পরগণা); প্রচারকার্য্যে সহায়তার জন্য শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দে।

শ্রীপাদ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ নিম্নলিখিত সজ্জনগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন,—

রায় শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন বাহাদুর (জাজারিবাগ); রামগড় ওয়ার্ডহাইটের ন-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় বি-এল; শ্রীযুক্ত ব্রজনিত্যগোপাল রক্ষিতের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা মহেশ্বরী দাসী (আকালপোষ, বর্দ্ধমান)।

শ্রীপাদ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত সজ্জনগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন,—

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ঘোষ পোষ্টাল ইন্‌স্পেক্টর (খুলনা); শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সেন অবসরপ্রাপ্ত হেডমাষ্টার, মিলাদুল (খুলনা); শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল চৌধুরী (বড়দিয়া, যশোহর); শ্রীযুক্ত অনন্ত সাহা; শ্রীযুক্ত সন্তোষ্য থানাধিকারী; শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার থানাধিকারী। শ্রীযুক্ত গরুড়ধ্বজ গোস্বামী; শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর থানাধিকারী; শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী; শ্রীবলাতিবল ব্রহ্মচারী; ভক্ত শ্রীশঙ্কানন, ভক্টর জে, কে, সেন।

শ্রীপাদ সার মহারাজ শ্রীধামপ্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত সজ্জনগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন,—

আগ্রার ভক্টর ইউ, এন্, ব্যাস এম-আর-সি-পি-এস্ এফ্-আর-এস্-সি (লণ্ডন)। বাবু সন্তোষগোপাল আঢ্য, জমিদার সিকোয়াবাদ; বাবু রঘুনন্দনপ্রসাদ বহরীলাল (ফিরোজাবাদ)।

শ্রীপাদ বন মহারাজ শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত মহোদয় ও ভক্তগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন,—

ভারতসচিব লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড; মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর অনারেবল স্যর কে, ভি, রেড্ডি; মাদ্রাজের বর্ত্তমান মাননীয় গভর্ণর লর্ড আরস্‌কিন, স্যর ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজব্যাণ্ড; কর্পোরেশনের মেম্বর ও কাউন্সিলার; জেপুরের মহারাজ উৎকল বিক্রমাদিত্য শ্রীযুক্ত স্যর বিক্রম দেও বর্ম্মণ বাহাদুর কে-সি-আই, ধরিজনাগ্রহ; শ্রীপাদ কৃষ্ণস্বামী আয়ার, শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু; ডক্টর শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দদাস এম্-এ, পি-এইচ-ডি।

শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস পরমবিবেকি মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে প্রয়াগে নাট্যমন্দির নির্ম্মাণকারী এবং ঢাকাপুরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের জন্য জমীলিকা প্রদানকারী সজ্জনবর শেঠ শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ ডালমিয়া প্রমুখ মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত স্বামীজী আরও কতিপয় গৌরপ্রিয় সেবানুকূল্যকারিগণের নাম উল্লেখ করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করেন।

অতঃপর মহোপদেশক শ্রীপাদ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু মহামহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর নাম উল্লেখ করিয়া বলেন যে, শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের শ্রেষ্ঠ এবং প্রকৃত 'ত্রিদণ্ডী' শব্দের তাৎপর্য্য যাহা, তাহা ইহার আদর্শ চরিত্রে প্রকাশিত। ইনি আদর্শ সর্ব্বাত্মসমর্পণের সহিত শ্রীল প্রভুপাদের বাণীর সেবা করিয়া তাঁহার মনোহভীষ্ট প্রচার করিতেছেন। আমি তাঁহার কৃপা যাচ্ঞা করিতেছি। মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু বাস্তব ত্রিদণ্ডী, 'ত্রিদণ্ডী' শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য যা', শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুও তা'ই। তাঁহার মহাগুণাবলীর কথা অনন্ত-মুখে কীর্ত্তন করিয়াও শেষ করা যায় না। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের একান্ত অনুগত নিজজন, প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট-পরিপূরণ-সেবাকার্য্যই তাঁহার জীবনের একমাত্র কার্য্য। শ্রীল প্রভুপাদের সেবার অধিকার প্রভুপাদের অনুগতজনগণের আনুগত্য ও কৃপা ব্যতীত লাভ হইতে পারে না। তাই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা-লাভের জন্য আমি তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে কৃপা যাচ্ঞা করিতেছি। তিনি অনুযুক্ত হউন। শ্রীচৈতন্যমঠের রক্ষক শ্রীপাদ নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর সেবার কথা আমার ন্যায় ব্যক্তি ভাষার দ্বারা বর্ণন করিতে অসমর্থ। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট-সেবার বিগ্রহ-স্বরূপ। গৌড়ীয়-সম্পাদক-সঙ্ঘের সহকারী ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রত্যহ প্রচার-সেবায় ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের পাঠ-কীর্ত্তনাদি সেবায় সতত নিষ্কপটভাবে অভিনিবিষ্ট মহোপদেশক শ্রীযুৎ প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী গ্রন্থবিভাগাধ্যক্ষ প্রভু, শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাদিপ্রচার-সেবায় অক্লান্ত সেবক ও চাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের যাবতীয় তত্ত্বাবধান ও আনুকূল্যাদিগ্রহ এবং অপ্রাকৃত

শ্রীচৈতন্যবাণীর সেবায় আত্মনিয়োগকারী, আদর্শ চরিত্র আচার্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যানন্দের প্রভু; প্রচারাদি কার্যে সর্ব্বতোভাবে আচার্যাত্মিক প্রভুর সহায়ক এবং শ্রীল প্রভুপাদের বাণী-প্রচারে পরমোৎসাহী অক্লান্ত সেবক, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের জন্য অনুক্ষণ প্রাণপাত সেবাকারী উক্ত স্কুলের সেক্রেটারী শ্রীপাদ জগদ্বান্ধব ভক্তিবান্ধব প্রভু; 'দৈনিক নদীয়া প্রকাশ' ও বাণী-প্রচারের সেবায় আত্মোৎসর্গকারী নিষ্কপট সেবকদ্বয় শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিমধুর, শ্রীপাদ নবগোপাল ব্রহ্মচারী, ডাঃ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্তি ভক্তিসুধাকর এম্ এস্ এফ্; শ্রীধামের স্কুলের ও বোর্ডিংএর তত্ত্বাবধায়কতার জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইন্‌স্টিটিউটের সর্ব্ববিধ সেবায় আত্মনিয়োগকারী শ্রীপাদ নন্দকিশোর প্রভু; শ্রীধামের বিভিন্ন সেবায় অক্লান্তপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রদর্শনকারী শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু; ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক আদর্শ সেবকবর শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল; গৌড়ীয়ের সেবায় শ্রীযুৎ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারীর সাহায্যকারী শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী), হিন্দি ও উড়িয়া ভাষায় শ্রীল প্রভুপাদের বাণীর সেবাকারী শ্রীযুৎ ব্রজেশ্বরীপ্রসাদ বি-এল ও শ্রীযুৎ আশুবিহারী কপূর; পাটনা গৌড়ীয় মঠের সেবক শ্রীযুক্ত মধুমঙ্গল সাহী; পাটনার পাবলিক প্রসিকিউটার শ্রীযুক্ত নরসিংহ সহায় পাণ্ডে, শ্রীযুক্ত রঞ্জনন্দন সহায় পাণ্ডে, পণ্ডিত কৃষ্ণদেব-প্রসাদ; রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়, কটকের নিষ্কপট সেবকদ্বয় শ্রীপাদ বিলাস বিপ্রহর প্রভু; শ্রীপাদ অনিরুদ্ধ প্রভু ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়; 'সারস্বতী'র সেবক শ্রীপাদ ঋষিকেশ ব্রহ্মচারী; শ্রীচৈতন্যমঠের ও গৌড়ীয় মঠের সেবক শ্রীউপেন্দ্রচরণ ব্রহ্মচারী, গৌড়ীয় প্রিন্টিং ডার্কসের অক্লান্ত সেবক শ্রীপাদ হরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সৌম্যেন্দু ব্রহ্মচারী প্রভৃতি; শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ বিনোদ-গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণকৃপ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ রামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ; শ্রীপাদ সত্যব্রাতব ব্রজবাসী, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী ভক্তি বিকাশ, শ্রীপাদ অবিক্ষিত ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কেশবানন্দ ব্রহ্মচারী; শ্রীপাদ চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গদাধর দাসাধিকারী; চাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবক শ্রীহরি-নারায়ণ ব্রহ্মচারী; শ্রীযুক্ত নিখিলরঞ্জন দাসাধিকারী; মহাগৌড়ীয়মঠ-সেবক শ্রীপাদ রসবিলাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠের রক্ষক শ্রীপাদ অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী, নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠের রক্ষক শ্রীপাদ অনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী; শ্রীভাগবত আশ্রমের রক্ষক শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী; চাকস্থ শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটের রক্ষক শ্রীপাদ হরিকিশোর ব্রজবাসী; শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার রক্ষক শ্রীপাদ ভগবান্ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনমিশ্র ব্রহ্মচারী।

শ্রীপাদ ভক্তিবৈভবসাগর মহারাজ নিম্নলিখিত গৌর-প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন,—

শ্রীশ্রীনিবাসচন্দ্র দাসাধিকারী ভক্তিপ্রসূন (বাসুদেবপুর, দাওড়া); শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (শুকদেবপুর, চব্বিশপরগণা); শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ ধানজার (মদনাঘাট, চব্বিশপরগণা); শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় (ধানবাদ); শ্রীযুক্ত কালেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত সনৎ-কুমার সর্দ্দার (ক্যানিং, চব্বিশপরগণা), শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ উকীল (ধানবাদ), শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ পাত্র (ধানবাদ)।

শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু নিম্নলিখিত গুরু-গৌরাঙ্গপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন,—

শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-সেবার জন্য শ্রীমান্ গোপালের মাতা ঢাকা নিবাসিনী পরমা ভক্তিমতী শ্রীযুক্তা প্রতিমা চৌধুরী মাসিক ৩০৲ আনুকূল্য, শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল দে ঐরূপ মাসিক ২৫৲, শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ভক্তি-বিলাস, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত অনঙ্গদেব ব্রহ্ম ও শ্রীযুক্ত ভূদেব ব্রহ্ম, পরমপূজ্যপাদ শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ ভাগবত মহারাজ; শ্রীপাদ ভূতপূর্ব্বগোপাল ব্রজবাসী; শ্রীসুন্দরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধামাধব ব্রহ্মচারী; শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীজনিলরুক; ভক্ত শ্রীঅবনীরুক, শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব; শ্রীপাদ নন্দকিশোর দাসাধিকারী; শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস ভক্তিমধুর; শ্রীপাদ নবগোপাল ব্রহ্মচারী; শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী।

মিদনাপুরী শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ শ্রীগুরুবৈষ্ণব ও

ভগবানের বন্ধনাযুথে মঙ্গলাচরণ করিয়া বলিতে থাকেন,—সমবেত সজ্জনবৃন্দ! স্নেহময়ী মাতৃমণ্ডলি!

আমি আপনাদিগকে যথাযোগ্য অভিবাদন করি। আজ আমার বড়ই সৌভাগ্য যে, শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার যিনি মূল পুরুষ সেই ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং সেই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিন্নবিগ্রহ গৌরবিজন ভক্তিবিনোদ গৌরবাণী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-প্রকটিত স্থানে শ্রীশ্রীগৌরবাণী-প্রচারের জন্য যিনি কৃপাপূর্ব্বক আজ শ্রীশ্রীবিষ্ণবৈষ্ণবরাজসভার গৌড়ীয়মঠাচার্য্যরূপে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন, সে স্থানে আমরা আজ তাঁহাকে গুরুবৈষ্ণবগণের পক্ষ হইতে বরণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। তিনি প্রভু প্রদত্ত হইয়া আজ বৈষ্ণবজগতের বিরহ-বেদনা লাঘব করিবার জন্য যে স্বপ্রকাশ শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যের প্রাকট্য বিধান করিয়াছেন তাঁহার পাদপদ্মদর্শনে আজ সকল জ্বালা ভুলিয়া গিয়াছি, বুঝিয়াছি শ্রীভক্তিবিনোদগৌরবাণী আজ আমায় নিত্য বলিতেছেন—আমি নিত্য আছি, শ্রীভক্তিবিনোদগৌরবাণীর পাদপদ্মে বেণু হইয়া অহরহ শ্রবণ কীর্ত্তন কর, সত্যের জয় হইবে।

যে মহাত্মা বাহিরের দিকে মঠবাসের অভিনয় না দেখাইয়াও এবং গৃহস্থজীবনের অভিনয় করিয়াও শ্রীল ভক্তিবিনোদ-সরস্বতীর অভীপ্সিত শ্রীধাম সেবায় কায়-মনোবাক্য নিয়োগ করায় শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটকালে তাঁহার বিপুল আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত ও ভক্তিবিনোদাসনরূপে গৃহীত হইয়াছেন—যিনি শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভজন-স্থান শ্রীভক্তিবিজয়-ভবন ও শ্রীযোগপীঠে স্বল্পের সর্ব্বোচ্চ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবা-প্রভাবে বঙ্গেশ্বর ও শ্রীধাম প্রচারিণী সভার সভাপতি স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বরকেও শ্রীধামে আকর্ষণ করিয়াছেন,—"কোন মহাভাগ্যবান সজ্জন প্রেমী এই স্থানে পরম আলোক-ময় এক বিপুল মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন"—ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই ভবিষ্যদ্বাণী যে গুরুসেবকের দ্বারা সার্থকতা-মণ্ডিত হইয়াছে—যিনি শ্রীল প্রভুপাদের অনুসরণে ভারতের সমগ্র মহাতীর্থসমূহ পর্য্যটন করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণের সুযোগ লাভ করিয়াছেন—যিনি শ্রীল প্রভু-পাদের মনোহভীষ্ট-সেবার উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নবসংস্করণের সেবা আনুকূল্য করিয়া অত্যাশ্চর্য্য সুবুদ্ধিযোগ লাভ করিয়াছেন, যিনি মহোৎসবের সেবা শ্রীল আচার্য্যাশ্রিকপ্রভুর নির্দ্দেশানুসারে প্রতিবৎসরই এই প্রবীণ বয়সেও নবীনের ন্যায় সম্পাদন করিয়া থাকেন, সেই পরম-ভাগবত শ্রেষ্ঠাধ্যবর শ্রীপাদ সখীচরণ ভক্তিবিজয় প্রভুকে আমি শ্রীধামপ্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্দিরের গাত্রে প্রস্তরফলক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌরাব্দ ৪৪৮, ইংরাজী ১৯৩৪, বঙ্গাব্দ ১৩৪১ সালে সকল মহাজন-নিষ্ঠেষিত শক পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রাচীন নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌর-জন্মাসন শ্রীশ্রীযোগমায়াপুরপীঠে কাশীধামী নিবাসী বঙ্গান্তর শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তি-বিজয় মহাশয়ের সম্পূর্ণ অর্থানুকূল্যে শত শত অট্টালিকোদ্ভাসিত ও বঙ্গের সর্ব্বোচ্চ পঞ্চ-বিংশ চূড়াযুক্ত এই শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইল।

যে মহাত্মা প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার যাত্রিগণের আহার-বাসস্থানাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন, পরিক্রমার তৃতীয় দিবসে শ্রীধামবিরোধী বিপক্ষ পক্ষের শত্রুতা সত্ত্বেও কীর্ত্তনাখ্য গোদ্রুমদ্বীপে কীর্ত্তন বন্ধ করিবার জন্য বিঘ্ন প্রদান করিলে যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাশক্তির বলে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া শ্রীগৌরবিনোদবাণী-কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যিনি শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তনকারী আচার্য্যের অনুষ্ঠানে সতত সহায়ভূত হইয়াছেন, সেই শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভুর জয় হউক।

লক্ষ্ণৌনগরপ্রবাসী "স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তি-রধোক্ষজে"—শ্লোকোদ্দিষ্ট—শ্রীল প্রভুপাদের নিত্য কীর্ত্তনীয় শ্রীঅধোক্ষজ ভগবানের দাস্যাধিকারপ্রাপ্ত শ্রীধাম অধোক্ষজ-ধামাধিকারী সেবাকোবিদ মহোদয় সবান্ধবে অন্যূনকাল সভাপতি মহোদয়ের সর্ব্বতোভাবে অকপট, অকৃত্রিম ও ঐকান্তিকী সেবাশুশ্রূষা করিয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণী সভার

বৈকবৃন্দের পক্ষ হইতে আমি তাঁহার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। নৈমিষারণ্য-পরমহংসমঠে শ্রীধামপুরঃ-উপলক্ষে শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি যে সকল ভক্ত শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যপাদপদ্মের সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ব্রহ্মচারী শ্রীহরিচরণ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। তিনি বয়সে বালক ব্রহ্মচারী হইলেও একমনে একপ্রাণে যে আচার্য্যসেবার নিষ্কপট আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা অনুসরণ করিয়া আমি যেন তাঁহাদের ন্যায় নিষ্কপট সেবকের তণগান জন্মে জন্মে করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারি।

আবহানমৃণং ধর্ত্তৈরিহং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্গুরুপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্ম জন্মনি॥

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্রধামপ্রবর নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার ত্রিচত্বারিংশত্তম অধিবেশনের সভাপতিরূপে নিম্নলিখিত অভিভাষণটি প্রদান করেন,—

সভাপতি-আচার্য্যের অভিভাষণ

নামশ্রেষ্ঠং মন্ত্রমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো। রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্ত প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

আজ শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার সর্ব্বপ্রথমে একমাত্র আরাধ্য যাঁহার পাদপদ্ম, যিনি আমাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাধাকৃষ্ণযুগলনাম, মননধর্ম্ম হইতে ত্রাণকারী মন্ত্র, শচীনন্দন শ্রীমায়াপুরচন্দ্র ও তাঁহার অন্তরঙ্গ পরিকরবৈশিষ্ট্য শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপ-সনাতন, ব্রজ ও গৌড়বঙ্গের মথুরাপুরী, গোষ্ঠবাটী, গোবর্দ্ধনগিরিরাজ, রাধাকুণ্ড ও রাধামাধবাশা প্রদান করিয়াছেন, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ নমস্কার বিধান করি। বিরজার পরে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠ, বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা মধুপুরী শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে গৌর-লীলার রাসস্থলী শ্রীরাসমন্দন শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে গোবর্দ্ধন শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রেষ্ঠ, তন্নিকটবর্ত্তী পৃথুতুণ্ড বা রাধাকুণ্ড; তথায় আশ্রয়বিগ্রহ ও ভক্তির-শ্রেষ্ঠ শ্রীস্বরূপরূপানুগ-বিগ্রহের কৃপায় নিত্যবসতিই শ্রীধাম-বাস। যিনি কৃপা করিয়া এই সকল শ্রেষ্ঠসম্পদ্ আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন, সেই আশ্রয়বিগ্রহ, গৌরকৃপাশক্তির বিরহবিধুরতা আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধমান বিপ্রলম্ভ-রসে অভিষিক্ত রাখিয়া তাঁহার মনোঽভীষ্ট-প্রচার-সেবায় ঐকান্তিক ব্রতী করুন।

আজ ৪৬ ছচল্লিশ বৎসর যাবৎ শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার পরিচালন-মহিমায় পাষণ্ডদলন ও প্রেমপ্রচারণ কার্য্য বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। এই দুই অতিমর্ত্য মহাপুরুষ শ্রীধাম, শ্রীনাম ও শ্রীধাম-বিদ্বেষিগণের যাবতীয় কুমত নিরাস করিয়া ভক্ত ও অভক্তনির্ব্বিশেষে সমগ্র জীবকে বিরজায়—পরার পান করাইয়া বিধৌত-কর্ণজ্ঞানবল হইয়া অধোক্ষজ-ভূমিকা শ্রীধামের দর্শনার্থ আহ্বানরূপ মহাকরুণা বিস্তার করিয়াছেন। আমরা সকলেই যেন তাঁহাদের অনুসরণে, তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্যে শ্রীধামসেবা করি, ধামাপরাধ না করি—এইরূপ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া শ্রীধামেশ্বর সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবায় নিত্যকাল নিযুক্ত থাকি।

শ্রীগৌরসুন্দর নির্ব্বিশেষবস্তু নহেন, তিনি শক্তিমদ্বিগ্রহ। শ্রী, ভূ ও লীলা—এই ত্রিশক্তিযুক্ত বিগ্রহের লীলাশক্তি হইতে শ্রীধাম প্রকাশিত। ভূশক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এবং শ্রীশক্তিস্বরূপিণী শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী। অপ্রাকৃত-ধামে আসিতে হইলে বিরজা অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়। কারণবারি বিরজার একটি কণা হইতেই গঙ্গা প্রকটিতা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে উপনীত হইতে হইলে সেই পথযাত্রা করিয়া অর্থাৎ অন্তাভিলাষ-কর্ম-জ্ঞানাদির মল ধৌত হইয়া আসিতে হয়। ভোগ ও ত্যাগের অঞ্জন বিধৌত হইলে সেখানেতে এই ধাম-শোভা দর্শন হয়, নতুবা ধর্মা-প্রদর্শক গুরুর অবজ্ঞা, ধামে ভোগবুদ্ধি, ধামকে অনিত্য-বোধ, ধামবাসীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, ধামে বসিয়া বিষয়-বার্ত্তাদির অনুষ্ঠান, শ্রীধামসেবার ছলে শ্রীনামবিগ্রহের ব্যবসায় অর্থোপার্জ্জন, জড়বুদ্ধিতে ধামের সহিত জড়দেশের অথবা অন্যতীর্থের সমজ্ঞান ও পরিমাণ চেষ্টা, ধামবাসচ্ছলে পাপাচরণ, নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান, ধাম-মাহাত্ম্য-মূলক শাস্ত্র-নিন্দা ও ধাম-মাহাত্ম্যে অবিশ্বাসমূলে অর্থবাদ প্রভৃতি ধামাপরাধ উপস্থিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদ এই সকল ধামাপরাধ হইতে আমাদিগকে নিরন্তর সাবধান করিয়াছেন।

শ্রীযোগপীঠে শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকট-সেবার আরম্ভ হইয়া অপ্রাকট-শ্রীমূর্ত্তি গত ৩০শে মৈাঠ (১৩৮১) তারিখে আবির্ভূত হইয়াছেন। সেই অপ্রাকটের প্রকট-স্থানে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদাসন শ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবক-বর শ্রীপাদ সর্ব্বোত্তম ভক্তিবিনয় প্রভু বিরাট মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্টরূপ এই শ্রীধামসেবা শ্রীপাদ ভক্তিবিনয় প্রভু বরণ করিয়া তাঁহাদের নিত্যআশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভক্তিবিনয় প্রভুর এই ধাম-সেবার কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ ও নিত্য-কিঙ্করূপে আত্মসাৎ করিয়াছেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ নিত্য শিরে ধারণপূর্ব্বক তাঁহাদের কৃপাধারা অনুক্ষণ নিষিক্ত হইয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত পথের অনুগমন করিয়া যেন আমরা শ্রীধামের শ্রীগৌর-সুন্দরের সেবায় জীবন আহুতি দিতে পারি—ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

লণ্ডনে গৌড়ীয়-সম্পাদক-সঙ্ঘপতির আচার ও প্রচার

'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-সঙ্ঘের সঙ্ঘপতি, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পরম-প্রিয়, ভূভুবঃস্বলবরেণ্য, আদর্শ ভক্তবৈরাগ্যবান্, নির্ভীক সত্য-বক্তা, শাস্ত্রিবর, শ্রীচৈতন্যবাণীর সেবকবর, আচার-প্রচার-গুণে আদর্শ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সপ্তবৈষ্ণবগুণালঙ্কৃত পরমপূজ্যপাদ মহামহোপদেশক শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুকে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গত ৬ই কার্ত্তিক (১৩৪৩) 'আপন গলার মালা' প্রদান করিয়া প্রচুর আশীর্ব্বাদ ও শক্তিসঞ্চার করিয়া য়ুরোপে হরিকথা-প্রচারের ভার প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুকে শ্রীল প্রভুপাদ 'Missionary-in-charge of Europe and America' এই পদবীতে ভূষিত করিয়াছেন (গৌড়ীয় ১৪।২২৬ পৃঃ)। শ্রীল প্রভুপাদ ১৩শ বর্ষ গৌড়ীয়ের প্রারম্ভে বলিয়াছিলেন,—"আশিষ যেন তাহাতে গৌড়ীয়ের বিচার বিস্তৃতিলাভ করে, তজ্জন্য শ্রীগৌর-সুন্দরের করুণাপ্রার্থী হওয়াই প্রার্থনা। তাঁহার কৃপায় ইউরোপে, বিশেষতঃ লণ্ডনে গৌড়ীয়ের কথা আলোচিত হইতেছে, মাসিকপত্র কেন বাকী থাকে?"

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার এই মনোহভীষ্ট-প্রচারের জন্যই তাঁহার অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের প্রায় দুইমাস পূর্ব্বে অর্থাৎ ২৪শে অক্টোবর (১৯৬৮) তারিখে শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুকে কলিকাতা হইতে সঙ্গে লইয়া লণ্ডন যাত্রার জন্য নানা উপদেশ, আশীর্ব্বাদ ও শক্তি সঞ্চার করিয়া মধুরা রোড্ পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেন। (গৌড়ীয় ১৪।২২৪-২২৬ পৃঃ) এবং শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুকে Missionary-in Charge of Europe and America বা Far East বলিয়া ঘোষণা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভুকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কলিকাতার সারস্বত অবস্থানকালে যে একটি অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেক গূঢ় কথা নিহিত আছে। তাহাতে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন,—

"শ্রীরূপের আনুগত্য যাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারাই মহাপ্রভুর কথা জগতে বলিতে পারেন। শ্রীরূপই শ্রীচৈতন্যের মনোহভীষ্টের প্রচারক। শ্রীরূপের কথার প্রচার হ'লেই শ্রীচৈতন্যের কথার প্রচার হবে, শ্রীরূপের আচার অনুসৃত হ'লেই শ্রীচৈতন্যের বাণী-প্রচারে আমরা যোগ্যতা লাভ ক'রব। আচরণ-রহিত প্রচার কর্ম্মাঙ্গের অন্তর্গত। কর্ম্মবীর নিজ ধন্য-প্রকাশের জন্য যে ক্রিয়াকাণ্ড প্রকাশ করে, তাহা জগতে বহুমানিত হ'লেও তদ্দ্বারা আত্যন্তিক মঙ্গল হয় না। তা'দের মুখে কখনও কখনও মিশ্রভক্তির দু'একটা কথা শুনতে পাওয়া গেলেও প্রকৃত বিষয়ে তা'দের ভীতিতা লাভ হয় নাই। যে পরিমাণে সেবার মনোহভীষ্ট-পূরণের চেষ্টা, সেই পরিমাণে অনুভূতি ও অন্যান্য বিষয়ের বহুমাননের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হয়। 'অন্যান্য লোক জাগতিক বিষয়ে খুব বড় হ'য়েছেন ও হ'চ্ছেন, সেই সকল আদর্শ আমিও গ্রহণ ক'রবো বা আমিও সেইরূপ বড় হ'ব'—এরূপ বুদ্ধির প্রতি বিরাগ সঙ্গে সঙ্গে সেবকে প্রকাশিত দেখতে পাওয়া যায়। ভগবদ্ভক্তের লক্ষণে আছে অসামান্য দৈন্য, যাহা অন্য কোন ব্যক্তিতে পাওয়া যা'বে না। অথচ ভগবদ্ভক্তের কৃতিত্ব অনেক বেশী; কেন-না তিনি অধোক্ষজে ভক্তিবিশিষ্ট। যা'রা প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা অপরোক্ষে গতিবিশিষ্ট, তা'দের অপেক্ষা বৈষ্ণব অনেক বেশী বুদ্ধিমান্। যখনই আমরা মনে করি, 'বৈষ্ণবকে বুকে নিয়েছি', তখনই বিষ্ণুভক্তি হ'তে অধঃপতিত হই। বৈষ্ণব-ভক্তির পরিমাণ অনুসারে বিষ্ণুভক্তির তারতম্য। ধন্য থাকলে দু'চারজন বোকালোক চাকরে প'ড়ে যেতে পারে, কিন্তু আমার বা অপরের প্রকৃত মঙ্গল তা'তে হ'বে না। দাম্ভিককে চলিত কথায় 'ডেঁপো' বলে।"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার স্বরচিত "বড় আমি ও ভাল আমি" প্রবন্ধেও (১৯।২৬) আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

পরবিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন মুক্তজীবহৃদয়ে প্রাকট্য লাভ না করিলে বৈকুণ্ঠ হইতে মধুপুরীর মহিমা অত্যধিক. ইহা বুঝা যাইবে না। 'ভাল আমি' হইতে পারিলে বৈকুণ্ঠ-বাস, নতুবা মায়া-বাস মাত্র লভ্য হইবে। তখন আমাদের মুখ বাক্যবেগের বশবর্ত্তী হইয়া মায়াবাদ-বিচার প্রবল হয়, সুতরাং মনের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কায়বেগ আমাদিগকে প্রাকৃত সহজিয়া করিয়া ফেলে, অবৈদান্তিক করিয়া ফেলে অথবা কর্ম্ম-রাজ্যের আলানে মনঃ-কুঞ্জরকে আবদ্ধ থাকিবার জন্য উৎকণ্ঠিত করে। মায়াবাদীর মহারাজ হইবার জন্য 'বড় আমি' নিজত্বকে লীন করায়। তখন রাধারাণীকে বড় জড়াভিমানে শূদ্রামাত্র-জ্ঞানে তাঁহার সেবিকার বৃত্তি আমাদের ভাল লাগে না বলিয়া 'ভাল আমি'র তদীয় জ্ঞান আমাদিগকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া বিক্ষিপ্ত তারকার ন্যায়—তমিস্রভোগের দিকে পরিণামে ত্যাগ-তমিস্রের দিকে ধাবিত করায়। তখন আমরা ঈশোপনিষদের মন্ত্র পাঠ করিয়া নিজ স্কন্ধারূঢ় ভূতকে তাড়াই। **আমি বড় হ'ব না, ভাল হ'ব, তবেই ভবমহা-দাবাগ্নি-নির্ব্বাপণ বুঝতে পারব—শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে।**

শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার বা শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনবিগ্রহ সাক্ষাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের বাণীর প্রচার আশ্রয়-বিগ্রহগণের আনুগত্যেই সাধিত হয়, স্বতন্ত্র-চেষ্টামূলে যে সকল কৃতিত্ব দেখা যায়—তাহা ধন্যমূলক, তাহাতে 'আমার বা অপরের প্রকৃত মঙ্গল হবে না।'

পরমপূজ্যপাদ মহামহোপদেশক শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু 'গৌড়ীয়'-কার্য্যালয়ে সম্প্রতি বিমানযোগে যে একখানি বহুমূল্য উপদেশ পূর্ণ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন,

তাহাতে তাঁহার আদর্শ দৈন্য ও বৈষ্ণবতা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, 'আচার্য্য-বিরহ-সংখ্যা' ও 'সাময়িক সংখ্যা' গৌড়ীয় পাইয়াছি। শ্রীমদ্ বাসুদেব প্রভুর পদাঙ্কানুসরণে আমিও জানি ও অনুকীর্ত্তন করি যে, "গৌড়ীয়" শ্রীল প্রভুপাদের বাঙ্ময়-স্বরূপ বিগ্রহ ॰ ॰। শ্রীমদ্ বাসুদেব প্রভুর গুরুসেবাপর ও ভক্তিসিদ্ধান্ত-কীর্ত্তন-পর আচার্য্যবরণে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। আমি নিজেকে তাঁহারই একজন কাঙ্গাল ভৃত্যরূপে adjust করিবার জন্য ব্যগ্র আছি। বাসুদেব প্রভু নিত্যসিদ্ধ ইহাতে সন্দেহ নাই।'

শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু আমাদের শিক্ষার জন্য পুনরায় দৈন্য করিয়া বলিয়াছেন,—'বড়দূরে, বড় অন্ধকারে আসিয়া পড়িয়াছি। এখেনে বেশী দিন থাকিলে চিত্ত মলিন হইয়া যায়, insincerity (কপটতা), unkindness (নির্দ্দয়তা) ও duplicity (দ্বিচিত্ততা) বৃদ্ধি পায়, সেই জন্য ভীত আছি। আপনাদের অশোক, অভয় ও অমৃত-স্বরূপ বাণী-গুলি আমার মঙ্গল বিধান করুন। ॰ যদিও এখানে লেখা-বক্তৃতা reading পড়ার (পাঠের) custom (রীতি) আছে, আমি কিন্তু একটি বক্তৃতাও সেরূপ দিই নাই। আমার সমস্ত বক্তৃতাই extempore জানিবেন। অবশ্য বক্তৃতার পূর্ব্বে কএকদিন এবিষয়ে চিন্তা করিবার অবকাশ পাই এবং সেই চিন্তা আপনার "গৌড়ীয়"-পাঠের ফল-স্বরূপ। মস্তে তৃণধারণ করিয়া কৃপাভিক্ষা করিতেছি।'

শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর এই সকল দৈন্যমূলক উক্তি পাঠ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণের এই কথাটি পুনঃ পুনঃ হৃদয়ে উদিত হয়,—'ভগবদ্ভক্তের লক্ষণে আছে অসামান্য দৈন্য, যাহা অন্য কোন ব্যক্তিতে পাওয়া যাইবে না, অথচ ভগবদ্ভক্তের কৃতিত্ব অনেক বেশী। কেন না, তিনি অধোক্ষজে ভক্তিবিশিষ্ট।'

সদাচারহীনতার সর্ব্বতোমুখী পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে থাকিয়াও শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু যেরূপ ভক্তি-সদাচার পালনের আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা আমাদের শিক্ষার স্থল। শ্রীল প্রভুপাদ পুরীধামের দিন শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুকে 'গোদত্তী-শিলা', 'গণ্ডকী-শিলা' ও 'গোবর্দ্ধনশিলা' এই অপ্রাকৃত অর্চ্চাত্রয় প্রদান করিয়া কীর্ত্তনমুখে নামিক অর্চ্চনের আদেশ ও হরিকথা কীর্ত্তনের জন্য প্রচুর আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু সেই প্রভুদত্ত অপ্রাকৃত শিলায় কীর্ত্তনমুখে নামিক অর্চ্চন প্রত্যহ করিয়া থাকেন এবং নিজহস্তে নৈবেদ্য রন্ধন করিয়া ভোগ প্রদান ও গুরুগৌরাঙ্গের উচ্ছিষ্ট ভোজন পূর্ব্বক অনুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

তিনি লিখিয়াছেন যে, গত ২৯শে মার্চ্চ অপরাহ্ণ ৪টায় তিনি লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে 'আমি কে'—এই সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন ও তৎপর-দিবস শ্রীমন্মহাপ্রভুর উৎসব উপলক্ষে 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের চরিত্র ও শিক্ষা' সম্বন্ধে বিবৃত বক্তৃতা প্রদান করিয়া তদ্দেশীয় বহু সজ্জনকে ভগবৎ-প্রসাদ বিতরণ করিয়াছেন।

আগামী ২৬শে এপ্রিল সোমবার অপরাহ্ণে 'অধোক্ষজে ভক্তি' সম্বন্ধে লণ্ডনের ক্যাক্সটন্ হলে শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর একটি বক্তৃতা হইবে। এই সভায় ভারতসচিব মহামান্য লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর ভক্তিসিদ্ধান্ত-নিপুণতা, ভক্তিসার গানের স্বাভাবিকতা, অপ্রাকৃত বাগ্মিতা, সর্ব্বোপরি আচার-মুখে প্রচারের আদর্শ বহু সত্য-পিপাসু ব্যক্তিকে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের পাদপদ্মে আকর্ষণ করিতেছে। শ্রীমদ্ ভক্তি-সারঙ্গ প্রভুর বক্তৃতার বৈশিষ্ট্য এই যে,—তাহাতে পাওয়া যায় সারগর্ভ আত্মমন্থনের কথা, যাহা প্রাণ স্পর্শ করে, চিত্তকে প্রেমের পথে আকৃষ্ট করে। শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে সকল শ্রেণীর ব্যক্তির নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। অন্যাভিলাষী-কর্ম্মী-জ্ঞানী-প্রমুখ ব্যক্তিগণ অনেক সময় তোষামোদপ্রিয়তা-স্বভাবহেতু হরি-কথা অনুমোদনের মৌখিকতা দেখাইয়া থাকে, কিন্তু অন্তরে তাহা বরণ করিতে পারে না। শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ প্রভু গুরুকৃপাশক্তি-সঞ্চারিত হইয়া প্রত্যেকেরই আত্মমঙ্গলের জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট প্রচার হইতেছে, সন্দেহ নাই। আমরা শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর বক্তৃতাসমূহ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া "গৌড়ীয়"-স্তম্ভে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছি। শ্রীচৈতন্যবাণী অমূকা হউন, শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট পরিপূর্ণ হউক।

প্রেরিত পত্র

দেওয়ানগঞ্জ

২৮।১০।৩৭

* *

আচার্য্যপাদ শ্রীল বাসুদেব প্রভু তাঁহার যোগ্যাসনে নিজগুণে অধিষ্ঠিত হওয়ায় আমরা সকলে যেন নূতনদেহে জীবন লাভ করিলাম। আশ্রিত ও অনাশ্রিত সত্যনিষ্ঠাসম্পন্ন সজ্জনমণ্ডলী শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট হইতে একটা দৈবাগুরুনিক কল্পনা জল্পনায় দিন কাটাইতেছিলেন এবং সকলেরই একটা ভয়ানক ত্রাস ছিল যে, যদি জনে জনে আচার্য্য হইয়া পড়েন, তবে আবার গৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতে একপ্রকার বিপ্লব উপস্থিত হইবার সম্ভাবনাই সমধিক। আজ সর্ব্বশক্তিপ্রধান শ্রীল প্রভুপাদের অলৌকিক শক্তি-প্রভাবে সকলে যে একমুখে যোগ্যতম আচার্য্য শ্রীল বাসুদেব প্রভুর আচার্য্যপদ স্বীকার করিলেন, ইহা অপেক্ষা বিশ্বের হিতকর কার্য্য ও শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট রক্ষা আর কিছু নাই, তাই আমরা ও উত্তরবঙ্গবাসী ও প্রবাসী শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত অনাশ্রিত সকলেই সমস্বরে আপনা-দের অনুমত্যেই পরমোল্লাসে বলিতেছি—"বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুকী জয় !!"

* * * *

সেবাযোগ্যাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরাধাচরণ

—:০:—

বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে "শ্রদ্ধাঞ্জলি"

১। আচার্য্যদেব ! আপনি নিত্য স্ব-প্রকাশ বস্তু, আপনার মহিমা আপনার দ্বারাই প্রকটিত হইবে।

২। শ্রীল প্রভুপাদের অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে প্রভাবা-বিত আপনি, শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-বিগ্রহরূপেই আপনি গৌড়ীয়-জগতে প্রকটিত হইলেন।

৩। আপনিই শ্রীল প্রভুপাদের বাণীর প্রকাশবিগ্রহ, তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার না করিলে বাস্তব সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা হইবে।

৪। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটাবস্থায় আপনিই তাঁহার পার্ষদরূপে থাকিয়া শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভুর কার্য্য,—সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ-রসাভাসদোষ-পরীক্ষক ছিলেন, তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষ।

৫। শ্রীনাম ও দীক্ষাদি গ্রহণকালে আপনিই সকলকে যথাবিহিত উপদেশাদি প্রদান করিয়াছেন।

৬। আমরা অজ্ঞতাবশতঃ অপরাধ করিলে আপনিই অযাচায় নিরপেক্ষভাবে দণ্ডপ্রসাদাদি প্রদান করিয়াছেন।

৭। শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত চারি আশ্রমীই আপনার নিকট ঋণী, যেহেতু আপনি যথাযোগ্যভাবে সকলের কল্যাণপ্রদানী।

৮। আপনাকে কোন বর্ণ বা আশ্রমের গণ্ডীর ভিতরে চিন্তা করিলে আপনার বাস্তবতায় অবিশ্বাস ও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে অমার্জ্জনীয় অপরাধ সঞ্চয় করিতে হইবে,—ইহা নিঃসংশয়িতভাবে বলা যাইতে পারে।

৯। আপনিই শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট কালের আদেশপ্রাপ্ত আচার্য্য ; শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী-প্রচারক, ইহা সকলের বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ।

১০। আপনার কৃপাই শ্রীল প্রভুপাদের কৃপালাভ, ইহাতে দ্বিধা বোধের অবকাশ থাকিতে পারে না। স্বয়ং ভগবান্ যোগ্য জীবে যোগ্য ভক্তে আবিষ্ট হইয়া থাকেন ; সেই প্রকার অচিন্ত্যশক্তিমান্ শ্রীগুরুদেব তাঁহার যোগ্য সেবকে থাকিয়া জীবোদ্ধার-কার্য্য করিয়া থাকেন ; সেই যোগ্যতা আপনাতেই বিদ্যমান, আপনারই কৃপায় আমরা যৎকিঞ্চিৎ অবগত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি।

১১। শ্রীব্রজমণ্ডলপরিক্রমাকালে স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদ বর্ষাণে রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকার সময় শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গে অযাচায় বলিয়া ফেলিয়াছিলেন,—"আমার কথা ২।৩ জন কিছু গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, তথ্যতীত কেহই বেশী

কিছু বুঝেন নাই।" তখন সেখানে যাঁহারা উপস্থিত থাকিয়া সেই বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং আমিও তখন তদিষয়ে সুযোগ পাইয়াছিলাম, তাহাতে সকলেরই সেই ২।৩ জনের মধ্যে একজন "আপনিই" স্থির-নিশ্চয় হইয়াছিল। তখন হইতেই আমাদিগের নিকা শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটে আপনিই আচার্য্য।

১২। আচার্যদেব, আমি নিতান্ত অযোগ্য, তাহা আপনি বিশেষপ্রকারে অবগত আছেন। তবে বড় উৎসুক, বিশেষতঃ এতদঞ্চলের ভক্তগণের আপনার শ্রীচরণে প্রগাঢ় অনুরাগ, তাহা প্রকাশ একান্ত প্রয়োজন-বোধে অঞ্জলিস্বরূপে আপনার শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করিলাম। আপনার শ্রীপাদপদ্ম অন্বেষক হউন।

বেঙ্গলানগঞ্জ
২৮।৩।৩৭

দাসাভাস
শ্রীরাধাচরণ

মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের নবমন্দিরে শ্রীবিগ্রহ-বিজয়োৎসব

(রয়াপেটা হইতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণস্বামী আইয়ার কর্ত্তৃক তারযোগে প্রেরিত)

৫-৪-৩৭

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের মন্দির উদ্ঘাটন উৎসব (গত ৩রা এপ্রিল) বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ষষ্ঠ-প্রাঙ্গণে বিপুল চন্দ্রাতপের নিম্নে বহু ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য শ্রেণীর ব্যক্তিকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। মঠসমীপস্থ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীযুক্ত সদাশিব আইয়ার মহাশয়ের প্রাঙ্গণে প্রায় পঞ্চসহস্র দরিদ্রকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

শ্রীমন্দির ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী দ্বারসমূহ আধুনিক রুচি-অনুসারে সুসজ্জিত হইয়াছিল। স্থানীয় ভদ্রলোক ও শিবাজী ষ্টাইটদল উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত করণার্থ যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। জাষ্টিস্ চ্যালেঞ্জার, জজ, ম্যাজি-ষ্ট্রেট, পণ্ডিত এবং সাধারণ ভদ্রলোকগণ মধ্যাহ্নসূর্য্যের প্রখর উত্তাপ অগ্রাহ্য করিয়া উচ্চ সংকীর্ত্তনে যোগদান পূর্ব্বক শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিয়াছেন। বৈকুণ্ঠরোহণ এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানসমূহ অসংখ্য লোকের চিত্ত আনন্দ ও ভক্তিতে পরিপ্লুত করিয়াছে।

জেপুর মহারাজ উচ্চ আনন্দধ্বনি, নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর অন্তর্ধানের মধ্যে শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন।

সন্ধ্যাকালে নাটামন্দির শ্রোতায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ বন মহারাজ ও ওয়াধ্বান্ পাণ্ডলু জেপুর মহারাজের সভাপতিত্বে শ্রীমূর্ত্তি-পূজা ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের অপূর্ব্ব দান সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। মেওয়ার রাজ্যের রাজস্বামী শাস্ত্রী ও ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্ আইয়ার, যে গৌড়ীয়-মিশন অপরিজ্ঞাত এবং বর্ত্তমান অচৈতন্যযুগে ভগবদ্বিষয়ে চৈতন্য দান করাই যাঁহার একমাত্র কার্য্য, সেই বিরাট্ মিশনের পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য জেপুর মহারাজকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। সমস্ত দিন বিবিধ সুমধুরালাপমধ্যে বাদ্যযন্ত্রাদি বাদিত হইয়াছিল।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের ত্রিদণ্ডিপাদগণ বিভিন্নস্থানে প্রচার-কার্য্য করিতেছেন। শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃৎ শ্রীধর মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ বারাণসে, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর ভাবুক মহারাজ কাশী হইয়া বৃন্দাবনে, শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসুজন ভক্তিসার মহারাজ মহাওড়া জেলার আন্দুল প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়া বর্ত্তমানে কলিকাতায়, শ্রীমদ্ভক্তি প্রকাশ অরণ্য মহারাজ মেদিনীপুর চিকলিয়ামঠে, শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ বেঙ্গুনে, শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব দুর্গাশ্রমী মহারাজ দিল্লীতে শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত গিরি মহারাজ দিল্লী হইয়া জয়পুরে,

শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর ভাগবত মহারাজ শ্রীধাম মায়াপুরে, শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ শ্রৌতী মহারাজ মৌলীপুর মদনমোহনচক প্রভৃতি স্থানে, শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্বতমৈমি মহারাজ নৈহাটিতে, শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ পুরীতে, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ ভুবনেশ্বরে, শ্রীমদ্ভক্তি-গৌরব বৈখানস মহারাজ পুরাণে এবং ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তিপ্রকাশ তীর্থ মহারাজ কৃষ্ণনগর বুড়ন্টীয়ে অবস্থান-পূর্বক শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন।

শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ শ্রীধাম মায়াপুর হইতে গত ৪ঠা এপ্রিল কৃষ্ণনগর শ্রীবুড়ন্টীয়ে শুভবিজয় করিয়া বিহার উড়িষ্যাপ্রদেশের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্ শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন মহাশয়ের আমিনবাজারস্থ ভবনে ৪ঠা, ৫ই ও ৬ই এপ্রিল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ৮ই এপ্রিল স্বামীজী ও শ্রীমৎ সনাতন ব্রহ্মচারী (হেড্ আপিস্, সেরপুর হলজে) মহোদয় কৃষ্ণনগর এ, ডি স্কুলের নূতন লাইব্রেরী হলে Divine Love (ভগবৎ-প্রেমা) সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভরদেব চট্টোপাধ্যায় মহোদয় রাণাঘাট, কালনা প্রভৃতি স্থানে প্রচারকার্য্য করিতেছেন।

মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী বিদ্যাবাগীশ মহোদয় ময়মনসিংহ, জঙ্গলবাড়ী প্রভৃতি স্থানে প্রচারকার্য্য করিয়া বর্ত্তমানে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়াছেন।

ভক্তিশাস্ত্রী প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্ন

গৌরাব্দ ৪৫০ পূর্ত্তি

গৌরপূর্ণিমা দিবস

সময়—৪ ঘণ্টা

১। বৈষ্ণব কতপ্রকার? তাঁহাদের অধিকার ও ক্রিয়া কি কি?

২। আচার্য্য-স্বীকারের আবশ্যকতা আছে কি? স্বীকার করিলে কি হয়? না স্বীকার করিলেই বা কি হয়?

৩। অর্চ্চন কাহাকে বলে? এবং কি প্রকারে সাধিত হয়? শ্রীমূর্ত্তি কত প্রকার? শ্রীবিগ্রহ ও প্রতীকের দর্শনে ভেদ আছে? না অভেদ বর্ত্তমান?

৪। উপনয়ন-সংস্কারের আনুষ্ঠানিক কার্য্য সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৫। নিম্নলিখিত শব্দসমূহের অর্থ লিখুন—

(ক) আচার্য্য, (খ) বৈষ্ণবপ্রণাম, (গ) ক্ষয়, (ঘ) অক্ষয়, (ঙ) প্রকৃতি, (চ) মনোধর্ম্ম, (ছ) চিচ্ছিলাস, (জ) আরোহবাদ, (ঝ) অবরোহবাদ, (ঞ) অধোক্ষজ।

৬। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের পার্থক্য লিখুন—

(ক) ভক্তি ও জ্ঞান, (খ) ভক্তি ও কর্ম্ম, (গ) ব্রাহ্মণবৃত্তি ও বণিগ্‌বৃত্তি, (ঘ) যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্য, (ঙ) কাম ও প্রেম।

৭। নিম্নলিখিত পয়ারগুলির অর্থ লিখুন—

(ক) পৃথিবীতে যত কথা 'ধর্ম্ম'নামে চলে।
ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে।

(খ) বিচিত্রতা-হীন হইলে নির্ব্বিশেষ হয়।
কাশ্মীরমাতুলা সেহ অপ্রাকৃত নয়॥

(গ) দৈতে অদ্বয়জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম॥

(ঘ) সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥

শ্রীল প্রভুপাদের দানের বৈশিষ্ট্য কোথায়?

সম্পাদকীয়

শ্রীশ্রীগৌরজয়োৎসব উপলক্ষে গৌড়ীয়-কার্য্যালয় এক সপ্তাহ বন্ধ থাকায় 'গৌড়ীয়' গত ৩রা এপ্রিল (১৯৩৭) প্রকাশিত হয় নাই। অদ্যকার দুই সপ্তাহের গৌড়ীয় একসঙ্গে প্রকাশিত হইতেছেন।

গৌড়ীয়ের পাঠকবর্গ আমাদের বঙ্গীয় নববর্ষের যথাযোগ্য অভিবাদন গ্রহণ করুন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্ গৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈকরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-
সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

গৌড়ীয়

১৫শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১১ই বৈশাখ, ১৩৪৩; ২৪শে এপ্রিল, ১৯৩৭ | ৩৭শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথার মর্ম্ম

স্থান—শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীপাট, শ্রীমায়াপুর

কাল—সন্ধ্যা, ১৯শে মাঘ্‌মারী, ১৯৩৬

"বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥"

অদ্য ঈশতত্ত্বের কথা আমাদের আলোচ্য। ঈশতত্ত্ব পাঁচ প্রকারে প্রকাশিত—পরতত্ত্ব, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্যামী ও অর্চ্চা।

কনিষ্ঠাধিকারী অর্চ্চার প্রতি প্রাকৃতভাব-মিশ্রিত যে পূজা বিধান করে, উহা গুরুর ভক্তের আনুগত্যে না হইলে যথার্থ মঙ্গল আবাহন করে না। ভগবান্ হইতেও ভক্তের পূজা বড়, ইহা কনিষ্ঠাধিকারী বুঝিতে পারে না বলিয়াই শ্রীবিগ্রহ-পূজায় যতটা আস্থা প্রকাশ করে, গুরু-ভক্তের সেবায় ততটা করে না। শ্রীমূর্ত্তি কনিষ্ঠ ভক্ত বা প্রাকৃত ভক্তের নিকট একতত্ত্বকা বিচার প্রদর্শন করেন। সাধকের পক্ষে গুরুবৈষ্ণবের সাক্ষাৎ-সঙ্গ ও তদভাবে হরি-কথা-শ্রবণাদির দ্বারা যে মঙ্গল উদয় হয়, প্রাকৃত-বুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া বহুজন্ম অর্চ্চনের দ্বারাও তাহা হয় না। শ্রীগুরুবৈষ্ণব কথা-দ্বারা যে ভাব প্রকাশ করেন, শ্রীবিগ্রহ কৃপা পূর্ব্বক আমাদিগকে দর্শন দিয়াও তাহা করেন না। যিনি অন্তর্যামী ভগবান্, তিনিও আমাদের সহিত কথা বলেন না। বৈভবতত্ত্ব শ্রীরামাদি অবতারগণ জীবের সহিত কথা বলেন, উপদেশ করেন, শাসন করেন এবং তাহাদের মঙ্গলামঙ্গলের বিষয় নির্দ্ধারণ করেন। ব্যূহতত্ত্বের কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন। চতুর্ব্যূহের মধ্যে ১ম—বাসুদেব বিভুতা

প্রকাশ করেন না, ২য়—সম্পূর্ণ বিকৃতা বিদ্যার করেন, ৩য়—প্রচ্ছন্ন বিলাসের বিচারে অবস্থিত, ৪র্থ—অনিরুদ্ধ রাজুবেদপর। কেহ তাঁহাকে রোধ করিতে পারে না। একমাত্র বস্তু পরতত্ত্বই চারিপ্রকারে প্রকাশিত হইয়া আনুষঙ্গিকভাবে প্রকাশিত হন। ঈশ্বরের অনুগ্রহেই ঈশতত্ত্ব জানা যায়।

"যাহানেরং যথা তাবো যন্ত্রং ওপকর্ষকঃ।
ইহৈব ইবিজ্ঞানমন্ত্র তে যদনুগ্রহাৎ॥"

ঈশ্বরের ব্যাপ্ত, বৈভব, অন্তর্যামিত্ব ও অর্চাত্ব—ইঁহার প্রত্যেকেই প্রভুত্ব। এতদ্ব্যতীত সকলই বস্তু বা সেবকতত্ত্ব। তিনিই প্রভু—যিনি তাঁহার সেবকমণ্ডলীর উপর প্রভুত্ব করেন। ঈশ্বরের যে পাঁচ প্রকার প্রাকট্য আছে, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই স্ব স্ব বস্তু বা সেবকগণের সহিত reciprocating relation (আদান-প্রদানের ভাব) আছে। ঈশ্বর যাঁহাদের উপর ঈশিতা করিবেন, তাঁহারা না থাকিলে ঈশিতা-কার্য্য হয় না। এইজন্য প্রত্যেক তত্ত্বের সেবক আছে। ঈশ্বরের সহিত তদধীন সেবক আছেন। ব্যূহতত্ত্বের তদধীন সেবক আছেন, বৈভবগণের তদধীন সেবক আছেন। অন্তর্যামী তদধীন সেবকগণের সহিত বিরাজিত এবং শ্রীঅর্চ্চারও সেবক আছেন।

আমরা মনের দ্বারা তাল্লাগড়া কার্য্য করি। বদ্ধজীবের মন প্রাকৃত মন। মুক্তজীবের মনই আত্মা। যথা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি—

"আনের হৃদয়—মন, মোর মন—বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি জানি।"

অর্চনকারী বদ্ধাবস্থায় অবস্থিত হইয়া মূর্তের প্রতীতিযুক্ত। অবতারী সম্পূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ—আপনাকে প্রকাশ করিতে তাঁহাকে অপরের সাহায্য লইতে হয় না। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ। The differentiation of স্বয়ংরূপ and স্বয়ংপ্রকাশ is in the designative character (নাম-বৈশিষ্ট্য)। Manifestive aspect of the substratum when unfeathered or brushed aside off the attributes also has got a designative character.

বস্তু ও বস্তুশক্তির মধ্যে পার্থক্য আছে। শক্তি বস্তুকে প্রকাশ বা পরিচয় করাইয়া দেয়। The manifestive phase is innate in the substratum. যখন কোন শব্দ বলা যাইবে, যাহার designative character আছে, যাহার attribute ও quality আছে, তাহা self-entained থাকিতে পারে। কিন্তু শক্তি ও শক্তিমানের বিচিত্রতা আছে। যেহেতু আমরা শক্তিজাতীয়, সুতরাং শক্তি বা আশ্রিতরূপেই আমাদের নিত্য পরিচয়। শক্তিমানের পরিচয় শক্তি দ্বারা হয়। সেই শক্তিমদ্বিগ্রহের পরিচয় আবার গুরুদেবের দ্বারা হয়। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ঈশ ও বস্তুভাব বর্ত্তমান, যথা—তিনি Preceptor আর আমি pupil and so on. যেখানে শক্তিমান্, সেখানে শক্তি আছে। প্রভুর সঙ্গে দাস আছে। বস্তুর সঙ্গে গুণগুলি বিরাজিত। বহির্জগতেও এই প্রকার analogy লইতে পারি।

"আত্মন্ যদ্যতঃ স্রষ্টৃ বিভাব্যত্তগতংবিভূম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং যানি ত্রাহ্য বিমুহ্যতে॥"

ঈশ্বরতত্ত্বের অর্চা আমাদের উপাস্য। আমরা বর্ত্তমানে একটি অর্চন-বিগ্রহের নিকট আসিয়া পড়িয়াছি। We are surprised to know why idols or formulated forms should be worshipped. Our mind requires purification. অর্চার সেবায় কৃতশুদ্ধির প্রয়োজন। Why should physical body which is thought to be inanimate should come here? Animation in mind কৃত বা বুদ্ধ জাতীয় নহে। Idols subject to our senses should not be worshipped. We need not worship stone, wood etc. We need not think we have got only physical body. Inanimate objects are things which we perverted-ly like to lord it over. If we consider 'Archa' to be made of stone or stuff of nature, we must be then misguided. বিগ্রহকে যদি physical কিছু মনে করা যায়, তাহা হইলে কৃতশুদ্ধি হয় নাই, বুঝিতে হইবে। Spiritual (animistic নহে) অর্থাৎ Transcendental self-illuminating তত্ত্ব না দেখিতে পাইলে অর্চন আরম্ভ হয় নাই জানিতে হইবে। A transcendental servitor need not be either sculptor or potter or artisans like clay-modeller or iconographer. Why reverence is to be rendered or tendered to a physical body?

অর্চ্চনকারী অর্চ্চা বিগ্রহের সেবা করেন। তিনি 'তৃণতণ্ডি' ও 'প্রোক্ষণ' করেন। 'প্রোক্ষণ' বলিতে এই বুঝায়, যে intermediate ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিষ সেবায় বাধা দেয়, তাহা বিদূরিত করিতে হইবে। প্রোক্ষণ অর্থাৎ জলের দ্বারা ধুইয়া ফেলা—impurity দূর করা। আমরা বদ্ধাবস্থায় অর্চ্চার নিকট যে ভক্তি করি, তাহার কারণ ঐ জিনিষটি আমাদের নিকট দাতা এবং আমরা গ্রাহক। আমাদের impressionও impoverished idea আছে। আমরা নিজকে উপাসক বলিতেছি অথচ নিজকে মনে মনে হাড়-মাংসের পিণ্ড মনে করিতেছি। কেহ বলিতেছেন—আমাকে অর্চ্চার কাছে লইয়া যাইবেন। আমাদের ধারণা—অর্চ্চা inanimate. কিন্তু যিনি অর্চ্চা, তিনি জড় নহেন। শ্রীগুরুদেব intermediate রূপে আমাকে সাহায্য করেন। অর্চ্চা, অর্চ্চন ও উপাসক এর মধ্যস্থলে guideএর কথা শুনিয়া আমাদের একটা বাধা উপস্থিত হইয়াছে। যদি অর্চ্চা ও অর্চ্চকের স্বরূপজ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে বিগ্রহ-পূজা ছেলেখেলার পুতুল-খেলা হইয়া যাইবে। তাই করিয়া বেদান্তের 'শ্রীভাষ্য' ও 'গোবিন্দভাষ্য' না পড়িলে গোবিন্দের পূজা হয় না। Intellectual man মনে করিতে পারেন—যত অধিকিত লোক আছে, তাহাদিগকে পূজারী নিযুক্ত করিব। এইরূপ চিন্তা উপস্থিত হইলে বুঝিতে হইবে—আমরা Morphological thingsএ আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি, আর Ontological aspect neglected হইতেছে। পুতুল পূজার দরকার নাই, কিন্তু ভগবানের পূজার দরকার আছে। Idol is a screen and obstruction to get in there. আমাদের যে অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা হইতে পার পাওয়া দরকার।

"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥"

যাঁহাকে পূজা করিতে বলিয়াছি, তিনি অর্চ্চা। আমি অর্চ্চা শালগ্রামে হরিপূজা করিতে বলিয়াছি। অর্চ্চায় যিনি পূজা করেন, তিনি কনিষ্ঠাধিকারী। 'ঈহতে' অর্থ চেষ্টতে, অর্চ্চক ঈশ্বরের প্রতি reverential service offer করেন। আমাদের জড় হাড় মাংসের হাত পা দ্বারা অর্চ্চনের ফুল তোলা ও পূজা হয় না। অন্যের দৃষ্টিতে অর্চ্চা প্রতিমা মাত্র। বাহিরের লোক দেখিতেছেন, অর্চ্চা যায় না, initiative নিতে পারে না। এই সকল কার্য্য designs of some persons. আট প্রকার মূর্ত্তির কথা শাস্ত্রে আছে,—

"শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥"

প্রথমে অর্চ্চার পূজা উপকরণ দ্বারা সাধিত হয়। মানসপূজা দ্বারা অন্তর্যামীর পূজা হয়। অতঃপর রামাদি বৈভব অবতারের পূজা। শ্রীরামাবতারে শ্রীহনুমান্ ও সুগ্রীব তাঁহার সেবক ছিলেন। বৈভবাবতারের পূজা তখনই সম্ভবপর, যখন তিনি সেবককে দেখা দেন। তৎপরে ব্যূহতত্ত্বের বিচার। ব্যূহত্রয়ই পুরুষাবতারত্রয়। "আত্মন্ মহতঃ স্রষ্টা," ইত্যাদি। তৎপর পরতত্ত্বের কথা। অর্চ্চা হইতে পরতত্ত্বের কথা পর্য্যন্ত সকলই বৈকুণ্ঠের অন্তর্গত বিচার। বাধা অতিক্রান্ত হইলেই সুবিধা। কুণ্ঠা-ধর্ম্মরহিত হইলে বৈকুণ্ঠের উপলব্ধি।

অর্চ্চা—অবতার, ঈশ—অবতার। ইহারা অবতার। ঈশ্বরের—বিভিন্ন অবতরণ; যথা—প্রথম অবতরণ গোলোকে স্বয়ংরূপের স্বয়ং প্রকাশ। স্বয়ংপ্রকাশে জলের প্রভু হইতে বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ হয়, তৎপরে বৈকুণ্ঠ ও মায়িক লোকের মধ্যদেশে বিরজাতে মহাবিষ্ণু। কারণ, গর্ভ ও ক্ষীরধারিতে বিষ্ণুতত্ত্বের অবস্থিতি—"আত্মন্ মহতঃ স্রষ্টা" ইত্যাদি।

Inductive process intellectual paradeএর উপর নির্ভর করিয়া আমরা এখান হইতে start করি উপরের তত্ত্ব জানিবার জন্য। আমরা নীচ হইতে উপরে উঠিবার জন্য up-hill work করি। এই পরতত্ত্বাভিমুখে অভিযানের পথে first of all অর্চ্চা will help us. এইজন্য শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—

"যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥"

অন্তর্যামী অর্থাৎ যিনি immanent. অন্তর্যামী—অন্তঃ+যম্+ণিন্। অন্তর্যামীর কথা must not come out through animistic process. অন্তর্যামী is an internal Entity but He is not an outside Entity. অর্চ্চা ও অন্তর্যামীর উপর বৈভবতত্ত্ব শ্রীরাম নৃসিংহাদি।

বর্ত্তমানে বদ্ধাবস্থা বা ঈশবিমুখতার উপযোগী বস্তুসকলই আমরা লাভ করিয়াছি। We have come far off from our eternal Home. We are to go back there. Our first aid is অর্চ্চা, second—অন্তর্যামী, third—বৈভব, fourth—ব্যূহ and fifth পরতত্ত্ব—বৈকুণ্ঠে ও পরব্যোমে গোলোকে। পঞ্চরাত্রের বিচারে—

"নারায়ণোঽয়ং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন হরেরধীশতা।"

ঈশ্বরাধিষ্ঠান—চেতনময় বস্তু। অন্যান্য বস্তুগুলিও ঈশ্বর relativityতে বর্ত্তমান। Relativities must be crossed over. Impersonality need not be drawn there. পাঁচটি coverএর দ্বারা জিব পঞ্চ বস্তু আসেন। আমাদের জিব five layers of impediment আছে। পরতত্ত্বের projectionএ শাস্ত্র বলিতেছেন —"আস্তত্ত্ব যতঃ ব্রহ্ম" ইত্যাদি। Efficient cause ও Material cause জ্ঞাত হইলে তথায় যাইতে পারা যাইবে। বস্তুতঃ ব্রহ্মা আদি পুরুষাবতার। সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী অন্তর্যামী পরমাত্মা দ্বিতীয় পুরুষাবতার। তৃতীয় পুরুষাবতার মহদ্ভূতস্থ অর্থাৎ ব্যষ্টি-ব্যাপক। ব্যাপক ধারণা somewhat impersonal. অন্তর্যামী immanent position মাত্র, স্বয়ংরূপ নহেন। তিনি অবতার মাত্র। শ্রীরামাদি মূর্ত্তিও অবতার, যথা ব্রহ্মসংহিতায়—

"রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

এইটি ভগবদবতার শ্রীসীতারামের মন্দির, ইহা জানা দরকার। শ্রীরাম নৃসিংহাদি বিগ্রহ বৈভব অবতারের অর্চ্চা; ইঁহারা ব্যূহ নহেন। অর্চ্চা পরতত্ত্বের facsimile (অনুকৃতি, বিকৃতি নহেন)। Idol-worshipএ আমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। আমরা অমঙ্গলের বিচার করিতে করিতে এখানে অর্থাৎ জগতে আসিয়াছি। যদি কর্ম্মী হইয়া এখানে আসিয়া থাকি, তবে অমঙ্গলই আমাদের ভাগ্যে জুটিবে।

"কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥"

অতএব কর্ম্মীর বিচারে আবদ্ধ থাকিলে শ্রীচৈতন্যদেবের কোন কথা গ্রহণ করিলাম না জানিতে হইবে। যদি চৈতন্যশিক্ষা গ্রহণ না করি, তবে physical and mental laboratoryতে আবদ্ধ থাকিব।

"আস্তত্ত্ব যতঃ ব্রহ্ম" ইত্যাদি। When efficient cause is traced the most subtle entity of the immanent is reached. Then we proceed to বৈভব অবতার—which is the manifestive aspect of the Transcendence. 'Archan' should be performed through the aural reception of মন্ত্র of the Transcendence. অন্তর্যামীর আবাহনে সেবাপরাধ ও নাস্তিকতা দূর হয়। অন্তর্যামী যদি human or mental speculation এর মধ্যে আসেন, তবে সুবিধা হয় না, তাহা হইলে অন্তর্যামীর অন্তর্যামিত্ব থাকে না। অন্তর্যামী সূক্ষ্মতম হইতেও অতি সূক্ষ্ম। উপনিষদে তাঁহার কথা বর্ণিত আছে। Even the subtlest microscope will fail to trace Him out. অভোগ-বিচার-ফলে বৈভবাবতারের চরণে যে অপরাধ, তাহা হইতে ত্রাণ পাওয়া দরকার। যদি আমরা অর্চ্চনাপরাধের ও বৈভবাবতারের নিকট অপরাধের ফল হইতে মুক্ত না হই, তাহা হইলে mythical ধারণা পোষণ করিয়া নরকের পথে যাইব। রামচন্দ্রকে একজন ঐতিহাসিক লোক মনে করিলে অপরাধ হইবে। The worship of the historical (?) Rama Chandra should be discarded. For want of transcendental knowledge we are marching towards the objects of phenomenon already known to us. এইখানকার শ্রীমন্দিরে শ্রীসীতারাম ও শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা অর্থাৎ সেবা বর্ত্তমান রহিয়াছে। Our shortcomings and inclinations should be shaken off. ভজনের কথাগুলি continually শ্রবণ করিতে হইবে।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভগবদ্বিগ্রহ। তিনি জীবের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ হন। শ্রীগুরু দশটি পাঁচটি নহেন, "যার যার শুদ্ধ ভাব তার তার কাছে" ইহা মূল ধারণা। গুরু একজন। Semiteদেরও একজন গুরু আছেন। আমার খ্রীষ্টপূর্ব ও মহম্মদের বিচারও গ্রহণীয় নয়। এইজন্য শাস্ত্রপাঠ

বলিয়াছেন—"মন্ত্রার্থঃ শ্রীজগন্নাথঃ মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।" ভাগবত বলিয়াছেন—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ দুই প্রকার—কৃষ্ণপ্রসাদজ ও সাধনাভিনিবেশজ। এ সকল বিচারে প্রাপ্ত হইলে শ্রীগুরুদেবে মর্ত্যবুদ্ধি উপস্থিত হয়। "মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ" বিচার না হইলে গুরুপাদপদ্মেই যাওয়া হয় নাই। ভক্তের অনুগ্রহ না হইলে আমরা গুরুকে পাইতে পারি না। শ্রীগুরুদেব কি বস্তু এবং তাঁহার উপাসনা কিরূপ, তাহা উক্ত হইয়াছে—

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"
"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

শ্রীগুরুদেব দিব্য-জ্ঞানরূপ অঞ্জন-শলাকাদ্বারা আমাদের অজ্ঞানান্ধ চক্ষু উন্মীলিত করেন। আমাদের অন্ধ চোখের ছানি অপসারিত হইলে আমরা foreign elementsএর বিচার হইতে অব্যাহতি পাই।

ব্রাহ্মী লেখ-প্রণালীতে লিখিত পাঠে অপ্রাকৃত তত্ত্বের কথা যথেষ্ট আছে। We should not be misguided. বৈষ্ণবাবজ্ঞার মূলচক্রে মনুষ্যবুদ্ধি anthropomorphisim. ব্যাস-বৈষ্ণবাদি পরতত্ত্বের projection. প্রত্যেক তত্ত্বের designative value আছে।

আমাদের অনর্থগুলিকে দূর করিতে হইবে। পরতত্ত্বের সকলই শ্রবণ-কীর্ত্তনের উপর নির্ভর করে। সেজন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ॥
মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥"

শ্রীগুরুদেব কীর্ত্তন করেন আর সকলে শ্রবণ করেন। কিন্তু আজকালকার জগতে উহার উল্টা নিয়ম হইয়া গিয়াছে। ওস্তাদিয়া কথক ও পাঠক শ্রবণ না করিয়া অর্থাৎ শিষ্য না হইয়াই গুরুর আসনে বসিয়া কীর্ত্তন করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেছে।

ভগবানের লীলাগুণাত্মক নামগুলি বিস্মৃত হইলে চলিবে না। "যশোমতীনন্দন, গোপীজনবল্লভ" প্রভৃতি শ্রীনাম গোলোক-বৈকুণ্ঠে গেলেও কীর্ত্তন করিতে হইবে। সেখানেও নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে হইবে। ভক্তের dirts ও inadequacies গুলি সেই লীলার স্বরূপ highest Manifestationএ বহন করিয়া নিব না বা মিশাইব না। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট নাম-মাত্র আসিলেই সমস্তসিদ্ধি হইল, মনে করিতে হইবে না। গাছের নীচে আসিয়াই cocoanut (নারিকেল) পাইয়াছি, মনে করা মিথ্যা। গাছে উঠিতে হইবে এবং নারিকেল পাড়িয়া ছোবড়া ও মালা ছাড়াইলে শাঁস ও জল পাওয়া যাইবে। গুরুবৈষ্ণবানুগত্যে হরিভজন ও যোগের পন্থা এক নহে। যোগ-systemএ communion with the pervading Soulএ মঙ্গল বা সুবিধা হয় না। ভক্তিযোগ ব্যতীত সুবিধা হয় না। যদি কেবল খাই দাই থাকি আর বেদান্ত ও ন্যায় পড়ি, তাহাতে সুবিধা হইবে না। ন্যায়শাস্ত্র ও বেদান্তের নির্ব্বিশেষত্ব প্রভৃতিতে পাণ্ডিত্য লাভ করিলে বৈকুণ্ঠ-লোকে যাওয়া যায় না। পরতত্ত্ব আদৌ ব্যাস, তৎপর বৈষ্ণব, তৎপর অন্তর্যামী ও অবশেষে অর্চ্চারূপে অবতরণ করিয়াছেন। যে অর্চ্চা অবতরণ করেন, তিনি অর্চ্চাবতার। বিগ্রহ—যিনি বিশেষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিচার ইন্দ্রিয়জগতে আবদ্ধ। অপরোক্ষ-বিচার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মধাম পর্য্যন্ত যাইতে পারে। অধোক্ষজ-বিচার বৈকুণ্ঠে এবং অপ্রাকৃত বিচার গোলোকে প্রতিষ্ঠিত। we should always avoid wrong instructions of worldly persons. We should make the best use of our present life in contact with transcendence. We must transcend this mundane platform. The West is very very poor to have a search of all these things properly. They are all engaged in daily bread and pleasures. The West being engaged in materialistic enjoyment is devoid of পরমার্থ। Schoepenhuer and such other western philosophers read the Upanisads in the light of their own mental conception. We must read and understand the Vedanta in the light of the Bhagabatam, the true and genuine exposition

of the Brahma Sutras. বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র আলোচ্য।

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্ ॥

যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা ॥

we do not find any other single book in the world like the Bhagabatam.

—:০:—

নিত্যসিদ্ধ

পারমার্থিক সাহিত্যে 'নিত্যসিদ্ধ'-শব্দটির প্রচুর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অনুভাষ্যে (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১২) নিত্যসিদ্ধভক্তের অর্থ বা পর্য্যায় শব্দ দিয়াছেন—'পার্ষদ-ভক্ত', 'দিব্যসূরি'। বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের দ্রাবিড়ী 'আড়্বর্' বা 'আলবর্' শব্দেও নিত্যসিদ্ধ পার্ষদভক্ত বুঝায়। এই নিত্যসিদ্ধ ভক্ত 'বিধিভক্ত' ও 'রাগভক্ত' ভেদে দ্বিবিধ। আবার নিত্যসিদ্ধ বিধিভক্ত ও নিত্যসিদ্ধ রাগভক্ত প্রত্যেকে —'দাস', 'সখা', 'গুরু' ও 'কান্তা' ভেদে চতুর্বিধ। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

• • নিত্যসিদ্ধ—পারিষদ, 'দাস'।
'সখা', 'গুরু', 'কান্তাগণ'—চারিবিধ প্রকাশ ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২৪।২৮১)

—এই পদের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য। পারিষদগণই নিত্যসিদ্ধ। বলদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রকটিত জীবগণ—নিত্যসিদ্ধ; তাঁহারা শুদ্ধ, তাঁহাদিগকে অনুগ্রাহ্যরূপে দেখিয়া জীব মনে করা অপরাধ। রাখাল-গোপালাদি যাঁহারা বলদেবের গণ, তাঁহারা জীব নহেন—তাঁহারা বলদেবাভিন্ন বিগ্রহ।

'বদ্ধ', 'তটস্থ' ও 'মুক্ত' পরস্পর পৃথক্। স্বরূপে তটস্থভাব সুপ্তভাবে থাকিলেও বদ্ধজীব তটস্থ নহে, মায়া-কবলিত হইয়া গিয়াছে, অতএব বদ্ধ; মুক্ত সম্বন্ধেও তদ্রূপ তাটস্থ্যভাবশূন্যতা, তাঁহারা সতত ভগবৎসেবারত।

শ্রীসনাতনশিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীতে 'নিত্যমুক্ত', 'নিত্যউন্মুখ', 'কৃষ্ণপার্ষদ' আর তদ্বিপরীত 'নিত্যবদ্ধ', 'নিত্যবহির্মুখ', বা 'নিত্যসংসার' জীবের ভেদ বর্ণিত আছে।

'নিত্যমুক্ত'—নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
'কৃষ্ণ-পারিষদ' নাম, ভুঞ্জে সেবা-সুখ ॥

'নিত্যবদ্ধ—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহির্মুখ।
নিত্যসংসার, ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১১-১২)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অমৃতপ্রবাহভাষ্যে লিখিয়াছেন, —"নিত্যমুক্ত জীবগণ কখনই মায়া-সম্বন্ধ আস্বাদন করেন নাই। তাঁহারা কৃষ্ণের চিন্ময়ধামে কৃষ্ণচরণোন্মুখ থাকিয়া কৃষ্ণপারিষদনামে পরিচিত এবং কৃষ্ণসেবাসুখই তাঁহাদের ভোগ। নিত্যবদ্ধ জীবসকল কৃষ্ণ হইতে নিত্যবহির্মুখ থাকিয়া সংসারের স্বর্গ-নরকাদি সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। কৃষ্ণবহির্মুখতা-দোষের জন্য মায়াপিশাচী তাঁহাদিগকে সূক্ষ্ম ও স্থূল আবরণে বদ্ধ করিয়া দণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন অর্থাৎ আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তাঁহাদিগকে বড়ই জর্জ্জরিত করে; তাঁহারা কাম-ক্রোধাদি ষড়ূর্ম্মির বশীভূত হইয়া মায়াপিশাচীর সাথি খাইতে থাকে।"

শ্রীল প্রভুপাদ অনুভাষ্যে (চৈঃ চঃ ম ৫।৫৫) লিখিয়াছেন,—"যিনি শ্রীরূপের অপ্রাকৃতভাবানুসারে সর্ব্বক্ষণই শুদ্ধ অকৃত্রিম রাগবিশিষ্ট হইয়া মানসে কৃষ্ণসেবা করেন, তাঁহার অপূর্ব্ব ফল-প্রাপ্তি প্রাকৃত-ভাষায় বর্ণনীয় নহে। তিনি নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ, অথবা তাঁহার সিদ্ধপ্রায় শরীর লোকলোচনের দৃশ্য হইলেও স্বরূপসিদ্ধিক্রমে কৃষ্ণ-সেবনপর ভাবসমূহের অধিষ্ঠান-হেতু অপ্রাকৃত-চেষ্টাবিশিষ্ট। কৃষ্ণেচ্ছায় বস্তুসিদ্ধির অপেক্ষায় তাঁহার শরীর সিদ্ধপ্রায় অপ্রাকৃত।"

নির্ব্বিশেষ ধারণা সাধারণ বহির্মুখ জীবমাত্রেরই স্বতঃ-সিদ্ধ। যাঁহারা সেই নির্ব্বিশেষ-ধাতুগ্রস্ত, তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ-সম্বন্ধে অনেক প্রকার কল্পনা-জল্পনা পোষণ করিয়া থাকেন। কেহ মনে করেন,—নিত্যসিদ্ধ হইলে তাঁহার বুঝি বদমূত বিশ হাত বাহির হইবে, কেহ মনে করেন,—

নিত্যসিদ্ধপুরুষ 'সর্ব্বথা ভাবে ভগবদ্ বহির্মুখ হইয়া থেলিতে-চলিতে থাকিবেন'। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদিগণের আবদ্ধার নিত্যসিদ্ধের যে-সকল লক্ষণ বলিয়াছিলাম, শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করিবার পূর্ব্বে তাহাতে ধারণা জন্মিয়াছিল যে, যাহার হাতে টাকা দিলে হাত বাঁকিয়া যাইবে, কিংবা যাহার জিহ্বায় পর্শিয়া দিলে কর্পূরের মত উৎক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে, কিংবা যিনি নির্জ্জন কান্তারে একাকিনী ষোড়শী যুবতীকে দেখিয়া মাথা হেঁট করিয়া চলিয়া যাইতে পারিবেন, অথবা যিনি সর্ব্বদা বুদ্ধ হইয়া বসিয়া সমাধিস্থ থাকিবার অভিনয় দেখাইতে পারেন, যিনি উলঙ্গ হইয়া নৃত্য করিতে পারেন, যিনি বালকের মত বা পাগলের মত হাবভাবের অভিনয় দেখাইতে পারেন, তিনিই নিত্যসিদ্ধ। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণপদ্মোক্ত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগৌরপার্ষদগণের বাণী, চরিত্র ও ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ-সরস্বতীর উপদেশাবলী শ্রবণের পর "নিত্যসিদ্ধ"-সম্বন্ধে এইরূপ বহুরূপী প্রচ্ছন্ন-নির্ব্বিশেষবাদের গড্ডলিকা ধারণা তিরোহিত হইয়াছে। শ্রীগুরু ও শ্রীগুরুপাদপদ্মগণের উপদেশে দেখিতে পাওয়া যায়,—নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমে, নিত্যসিদ্ধ অধোক্ষজ-ভক্তিতে, নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত সেবাতে যাঁহারা নিত্য উন্মুখ, তাহা হইতে যাঁহাদের কোন দিনই পতন ঘটে নাই, যাঁহারা অপতিত-চরিত্র, যাঁহারা কোনদিনই কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার ভোগে মুগ্ধ হইয়া পতিত হন নাই, যাঁহারা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের দয়ায় ধর্ম-অর্থ-কাম বা সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্য-সাযুজ্য প্রভৃতি মুক্তি-কামনার খাদ্যাকিলিসি করাইয়া লইবার কোনপ্রকার চেষ্টায় মুগ্ধ হন নাই, তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধ।

নিত্যবদ্ধ সংসারতাপে অত্যন্ত তপ্ত হইয়া কখনও কখনও সদ্গুরুপাদাশ্রয়ের অভিনয় দেখাইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়ে নানাপ্রকার অভাভিলাষ থাকে। তাঁহারা কখনও কনক, কামিনী বা প্রতিষ্ঠা-দ্বারা মুগ্ধ হন, কখনও বা অভাভিলাষিতাশূন্য মিশ্রাভক্তিকেই 'ভক্তি' মনে করেন, কখনও নানাপ্রকার সিদ্ধান্তবিরোধ করেন, কখনও আশ্রয়-বিগ্রহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন, কখনও বা কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-বিচারের অনুগমন করেন, কখনও অবৈধ শ্রৌতপন্থ করিয়া ফেলেন, কখনও বিপ্রলিপ্সায় বশীভূত হন, কখনও আবার হরিসেবার অভিনয় প্রদর্শন করিয়া লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাতে মত্ত হন, কখনও বা অকৃত্রিম গুরুবৈষ্ণবের অকপট আনুগত্য ভঙ্গিলে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশার মুখে ছাই পড়িবে ভাবিয়া গুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষক হইয়া পড়েন; কিন্তু নিত্যমুক্ত বা নিত্যসিদ্ধের স্বভাব তাহা নহে। তিনি নিত্যকাল শ্রীগুরুর জীবনস্বরূপ অপ্রাকৃত শ্রীনামপ্রভুর দ্বারা নিয়মিত, নিত্য আশ্রয়-সমাশ্লিষ্ট বিষয়-বিগ্রহের ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত, ব্রহ্মভূতের আশ্রয় বা বিষয়-বিগ্রহের নিকট হইতে মুক্তি-মুক্তি লাভের জন্য লালায়িত নহেন।

শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভু 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে জীবন্মুক্তের যে লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহা তাঁহাতে প্রকাশিত—

ইহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।৮৭)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভু লিখিয়াছেন,—"যস্যে নিমিত্তে ইহা যাদৃশী ভবানীতি শ্রুতেস্তার্থঃ" অর্থাৎ দেহ, মন ও বাক্যের দ্বারা শ্রীহরির সেবার জন্য অর্থাৎ 'আমি যেন তাঁহার দাস হইতে পারি'—সকল অবস্থাতেই যাঁহার এইরূপ চেষ্টা বা স্পৃহা, তাঁহাকেই 'জীবন্মুক্ত' বলা হয়।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে কৃষ্ণভক্তপ্রকরণে সাধক ও সিদ্ধের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে—কৃষ্ণসেবা-ভাবে ভাবিত অন্তঃকরণকে 'কৃষ্ণভক্ত' বলা যায়—"ভক্তাবতাবিতস্বান্তাঃ কৃষ্ণভক্তা ইতীরিতাঃ।"—(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ১।১৫২)। সেই 'কৃষ্ণভক্ত' সাধক ও সিদ্ধভেদে দ্বিবিধ। সাধকের লক্ষণ এইরূপ—

উৎপন্নরতয়ঃ সম্যক্ নৈর্ঘিয়ামনুপাগতাঃ।
কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ১।১৫৩)

যাঁহাদের কৃষ্ণবিষয়ে রতি উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিঘ্ন নিবৃত্তি হয় নাই, অথচ যাঁহারা আশ্রয় ও বিষয়বিগ্রহের প্রতি অপরাধী নহেন বলিয়া কৃষ্ণসাক্ষাৎকারের যোগ্য, তাঁহারাই 'সাধক' বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। উদাহরণস্বরূপ শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভু বিষয়বলের নাম উদ্ধার করিয়াছেন—"বিষয়বলতুল্যা যে সাধকাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।"—(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ১।১৫৫)। যাঁহারা বিষয়বলতুল্য, তাঁহারাই সাধক। বিষয়বলের পূর্ণ ইতিহাসে

ভক্ত-কামাদিতে অতিনিবেশ ও অন্য সময় ভোগের প্রতি বিরক্তিতে ত্যাগ-প্রধান অদ্বৈতবাদে আসক্তি হইয়াছিল, কিন্তু তিনি প্রাকৃত-চিন্তাবলির সহবিলাস ও অদ্বৈতবীথি পরিত্যাগ করিয়া সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে অপ্রাকৃত-কৃষ্ণসেবারসে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। যখন তিনি তাঁহার পূর্ব্ব ইতিহাস হইতে পরিমুক্ত হইয়া একান্ত ভগবৎপাদপদ্মাশ্রিত হইলেন, যখন তিনি কৃষ্ণকর্ণামৃতের লেখক অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ-কারিণী বাণীর সেবক, তখন তাঁহাতে ভক্তিসিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ-ভাবে বিকাশিত। জগদ্গুরু লীলাবিলাসকারী শ্রীমন্মহাপ্রভু বা বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অন্যতন আচার্যাগণ তখন আর বিল্বমঙ্গলকে সাধক বা সাধনসিদ্ধ বিচার করেন না, নিত্যসিদ্ধ বলিয়াই জানেন। শ্রীচৈতন্যদেব যে 'কর্ণামৃত' অনুক্ষণ শ্রীস্বরূপ-রামানন্দাদি অন্তরঙ্গ জনগণের সহিত আস্বাদন করিতেন, যাঁহার বাণী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কর্ণরসায়ন-স্বরূপ এবং পরমমুক্তকুলের একমাত্র ভজনের বস্তু, সেই কৃষ্ণকর্ণামৃতের লেখককে সাধক বা সাধনসিদ্ধ-বিচার শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীরূপ বা শ্রীরঘুনাথ বৈষ্ণবগণ করেন না। শ্রীরূপের বিল্বমঙ্গলকে সাধকের দৃষ্টান্তে প্রদর্শন বিল্বমঙ্গলের পূর্ব্ব-ইতিহাস-বিচারে। যখন বিল্বমঙ্গল নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ-ভক্তির স্বরূপ বিকশিত, তখন তিনি জগদ্গুরু আচার্য্য ও নিত্যসিদ্ধ-বিচারে প্রতিষ্ঠিত। সিদ্ধিলাভের পর অর্থাৎ স্বসিদ্ধি ভগবদ্ভক্তের প্রতি সাধন বা সাধকত্বের অথবা কোনপ্রকার পূর্ব্ব অনর্থ বা প্রাকৃতত্বের আরোপ—নয়বাকৃক-ন্যায়ানুসারে অবৈধ ও অপরাধজনক।

আত্মা—যাহা কৃষ্ণভজন করেন, তাঁহাতে বৈকল্পতা প্রকাশিত হয়, তাঁহাকে সাধক বা সিদ্ধ বলা যায় না। আত্মাতে নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সর্ব্বদাই অনুস্যূত আছে, শ্রবণাদি-দ্বারা তাহার প্রাকট্য-বিধানই সাধন—

নিত্যসিদ্ধকৃষ্ণপ্রেম 'সাধ্য' কভু নয়।
শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়। (চৈঃ চঃ ম ২২।১০৩)
কৃতিসাধ্য ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।২)

সাধ্য ভাবভক্তি যখন ইন্দ্রিয়-সাধ্য হয়, তখন তাহাকে 'সাধনভক্তি' বলে। ভক্তি জীবের নিত্যসিদ্ধ ভাব, তাহাকে হৃদয়ে প্রকটাবস্থায় আনিবার নামই সাধ্যতা।

চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণ বা নির্ব্বিশেষবাদিগণ কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেমকে আত্মার নিত্যসিদ্ধ অবস্থা বিচার করেন না। তাই তাঁহারা বলেন,—যথাক্রমে নৈষ্কর্ম্মকুশলীন ও তত্ত্বের মত নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ পুরুষ। কৃষ্ণভক্তি-সম্বন্ধে ঐরূপ বিচার বা দৃষ্টান্ত উদাহৃত হইতে পারে না। আত্মার নিত্যসিদ্ধ ভক্তিবৃত্তি উদিত হইলেই তিনি নিত্যসিদ্ধরূপে প্রকাশিত। শ্রীবাসগৌড়ীয়াচার্য্যের আদিগুরু শ্রীনারদ পূর্ব্বজন্মে দাসীপুত্র ছিলেন বা তাঁহার সাধনাভিনয়ের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৬।২১-২৭) শুনা যায় বলিয়া শ্রীবাস-গৌড়ীয়াচার্য্যের পূর্ব্বগুরু সাধনসিদ্ধ, তিনি নিত্যসিদ্ধ নহেন বা শ্রীব্যাসদেবের চিত্তে পূর্ব্বে অপাত্র ভাব ছিল, তিনি শ্রীনারদের কৃপা লাভপূর্ব্বক বদরিকাশ্রমে সাধন করিবার পর ভক্তিতে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম-ব্যাসদেব সাধনসিদ্ধ, নিত্যসিদ্ধ নহেন, কিংবা শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম "বৈষ্ণবায় বলাৎকারে ঘরাইয়া সেই ছোরে, তব-কূপে দিলেক ডারিয়া" প্রভৃতি বৈরম্ভর বাক্য বলিয়াছেন, অথবা শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু পরিণত বয়সে বিবাহ করিয়াছেন, আচার্য্যের কার্য্য করিবার কালেও তাঁহার সন্তান-সন্ততি হইয়াছে বা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৃহস্থলীলাভিনয় করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ নহেন—এরূপ বিচার নির্ব্বিশেষবাদী ও প্রাকৃত-সহজিয়া-গণে দৃষ্ট হয়। নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণভক্তি আত্মারও আত্মবৃত্তিতে অন্যাভিলাষ-কর্ম্মজ্ঞানাদির আবরণ-রহিত হইয়া প্রকাশিত হইলে অপর অনর্থযুক্ত পুরুষগণ সেই নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণভক্তের স্বরূপের পূর্ণপরিচয় পাইতে পারেন, অপরে নহে। অনর্থ-যুক্ত ব্যক্তিগণ নিত্যসিদ্ধের স্বরূপ বর্ণন করিতে পারে না। বাউলিয়া কয়লাকাণ্ড বিশ্বাস শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পূর্ণ নিত্য-সিদ্ধত্ব বর্ণন করিতে পারেন নাই। নির্ব্বিশেষবাদী শ্রীমুচুন্দ-পুরী শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের নিত্যসিদ্ধস্বরূপ বর্ণন করিতে পারেন নাই। কৃষ্ণকবিরাজ ও প্রাকৃত সাহিত্যিকগণ শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিত্যসিদ্ধস্বরূপ বর্ণন করিতে পারেন নাই। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ—প্রতাপ বল শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিত্যসিদ্ধস্বরূপ বর্ণন করিতে পারে নাই।

শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু সিদ্ধের সংজ্ঞা প্রদান করিয়া সিদ্ধের মধ্যেও বিচিত্রতা নির্ণয় করিয়াছেন—

অবিজ্ঞাতাখিলক্লেশাঃ সদা কৃষ্ণাপিতক্রিয়াঃ।
সিদ্ধাঃ স্যুঃ সদ্ভক্তপ্রেমসৌখ্যাস্বাদপরায়ণাঃ।
(ভঃ রঃ সিঃ দঃ ১।১।৩৬)

যাঁহাদের নিকট অখিল ক্লেশ অবিজ্ঞাত অর্থাৎ যাঁহারা অখিল আধিভৌতিক ক্লেশের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াও শ্রীহরিপাদপদ্মসেবা হইতে বিচ্যুত হন না, যাঁহারা সর্ব্বদা কৃষ্ণার্পিত কর্ম্মতৎপর অর্থাৎ কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা এবং সর্ব্বতোভাবে প্রেমসৌখ্যাদির আস্বাদপরায়ণ, তাঁহারাই সিদ্ধ। এই সিদ্ধ দুইপ্রকার—(১) সংপ্রাপ্তসিদ্ধ ও (২) নিত্যসিদ্ধ। সংপ্রাপ্তসিদ্ধ আবার দুই প্রকার—সাধনসিদ্ধ ও কৃপাসিদ্ধ। **সাধনসিদ্ধের** উদাহরণ-স্বরূপ শ্রীরূপ-গোস্বামিপ্রভু **মার্কণ্ডেয়াদি** ঋষিগণের উদাহরণ উল্লেখ করিয়াছেন; আর যজ্ঞপত্নী, বিরোচন-নন্দন বলি ও শুকদেব প্রভৃতিকে **কৃপাসিদ্ধের** আদর্শ বলিয়াছেন।

সাধনসিদ্ধগণ গুরুমুখে বাস, আত্মবিচার, গৌণাচার, সন্ধ্যা-উপাসনা প্রভৃতি দ্বারা সিদ্ধি লাভ করেন; আর যাঁহারা গুরুমুখে বাস না করিয়াও, সাধনবিধিতে বিন্দুমাত্র যত্ন না করিয়াও যজ্ঞপত্নী, বলি বা শুকদেবের ন্যায় কেবল মুকুন্দচরণপদ্মের প্রেমমুখাগ্রপ্রবাহের দ্বারা চরিতার্থতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কৃপাসিদ্ধ (ভঃ রঃ সিঃ দঃ ১।১৪৮-১৪৯)। শুকদেবও কিন্তু নিত্যসিদ্ধের অন্তর্ভুক্ত হন নাই।

শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু নিত্যসিদ্ধের এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন,—

আত্মকোটিগুণং কৃষ্ণে প্রেমাণং পরমং গতাঃ।
নিত্যানন্দগুণাঃ সর্ব্বে নিত্যসিদ্ধা মুকুন্দবৎ।
(ভঃ রঃ সিঃ দঃ ১।১৫০)

যাঁহাদের গুণাবলী মুকুন্দের ন্যায় নিত্য ও আনন্দস্বরূপ এবং যাঁহারা আপনা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে কোটিগুণ প্রেম বিধান করেন, তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ।

উদাহরণস্বরূপ শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু যাদব ও গোপসকলকে 'নিত্যসিদ্ধ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহারা স্বেচ্ছায় ভগবানের সহিত ভগবানের লীলার সহায়তার জন্য আবির্ভূত হন ও ভগবানের সহিতই নিত্যধামে গমন করেন। ইঁহাদের জন্ম-মৃত্যু বা কর্ম্মবন্ধন নাই। তবে যে ইঁহাদের জন্মাদির কথা শুনা যায় বা আধ্যক্ষিকগণের দৃষ্টিতে দেখা যায়, তাহা ভক্ত, ভক্তি বা ভগবানের ইচ্ছানুসারে হইয়া থাকে। (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১৪৫ সংখ্যা)।

যাদব ও গোপাদি প্রকট ও অপ্রকট—উভয়লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপার্ষদ নিজ-জন ও নিত্যসিদ্ধ সেবক। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ হইয়াও কেন যাদবগণ শস্ত্রের অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছেন, গোপগণ কালীয়-হ্রদের বিষজল পান করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছেন, শ্রীবসুদেব, শ্রীউদ্ধব প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, কুরুক্ষেত্রে শ্রীবসুদেব মহাশয় সমাগত মুনিবিপ্রের নিকট সংসার-নিস্তারোপায় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এই পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (১১৭ সংখ্যা) বলিতেছেন,—

"তদেবমুভয়েষামপি নিত্যপার্ষদত্বে সিদ্ধে, যত্তু শস্ত্রাঘাতক্ষতবিষপানমূর্চ্ছাতদনুদুঃসাসংসারনিস্তারোপদেশাদ্যপি-ধর্ম্মাধিকং শ্রূয়তে, তদপ্যবতার ইব নরলীলৌপয়িকতয়া প্রপঞ্চিতমিতি মন্তব্যম্।"

তাৎপর্য্য এই যে, যেমন ভগবান্ নরলীলার উপযোগী নানাবিধ মনুষ্য-চেষ্টা করেন, তদ্রূপ যাদব ও গোপাদি নিত্যপার্ষদগণও কেবল নরলীলার উপযোগিরূপেই মনুষ্য-চেষ্টা বিস্তার করিয়া থাকেন।

এখানে পুনরায় সংশয় উপস্থিত হয় যে, যদি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদগণের সাধারণ মনুষ্যের মতই রাগাদি দেখা যায়, তাহা হইলে কিরূপে তাঁহারা স্বয়ং ভগবানের নিত্য-পরিকর হইতে পারেন?—

"নন্বেষাং মনুষ্যাভরবৎ রাগাদিকং দৃশ্যতে, কথং তর্হি স্বয়ং ভগবতো নিত্যপরিকরত্বম্, তত্র হৈতুত্বেনাহ—তাৎস্থ্যাপাদাদ্য ইত্যাদি। হ্লাদিন্যাঃ পূর্ণসারবৃত্তয়ঃ। অতএবাং প্রাকৃতজনানামপি তাদৃশেষু রাগাদয়শ্চৌপাধয়ো ভবন্তি, যাবতে জনাস্তে তব ন ভবন্তি সর্ব্বতোভাবেন স্বয়ং ভগবন্ত ন সমর্পয়ন্তি। সমর্পিতে চাস্মিন্ তেষাং রাগাদয়োঽপি ভবন্তি এবেতি রাগাদীনাং প্রাকৃতত্বাভাবান্ন চৌপাধিত্বং প্রত্যুত পরমানন্দচমৎকারত্বেনৈবেত্যর্থঃ। তথৈব প্রার্থিতং শ্রীপ্রহ্লাদেন—যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষনপায়িনী। ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ইতি। অতো যদি সাধকানামেব মার্গো ভবা বিং বক্তব্যং, নিত্যমেব তাদৃশ-প্রিয়ত্বেন সত্যাং শ্রীগোকুলবাসিনামেবমিতি। ইত্যেব-

বোকেন্—ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ কৃষ্ণরামকথাং মুহুঃ। কুর্বন্তো রমমাণাশ্চ নাবিদন্ ভববেদনাম্বিতি।"

—(শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১৪২-১৪৩)

তাৎপর্য্য—যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন,—ব্রজবাসিগণের যদি সাধারণ মনুষ্যগণের ন্যায় রাগাদিই দেখা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা কিরূপে স্বয়ং ভগবানের নিত্যপরিকর হইতে পারেন ? তদুত্তরে কৈমুতিক ন্যায়ানুসারে বলিতেছেন,—

যাবদ্রাগাদয়স্তেষামাভাবং কারণুং মুহুঃ।
তাবল্লোকোঽখিলো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ।

(ভাঃ ১০।১৪।৫৪)

হে কৃষ্ণ, যে পর্য্যন্ত জীব আপনাতে আত্মসমর্পণ না করে, সেকাল পর্য্যন্তই রাগাদি—তদ্বন্ধস্বরূপ, ততদিনই দুঃখ—কারাগারস্বরূপ এবং মোহ—পশুমনস্বরূপ হইয়া থাকে। অতএব প্রাকৃত-জন-সম্বন্ধে রাগাদি ততদিনই চৌরাদিসদৃশ কার্য্য করে, যতদিন পর্য্যন্ত তাহারা আপনার না হয় অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে আপনাতে আত্মসমর্পণ না করে। যাঁহারা আপনাতে আত্মসমর্পণ করেন, আপনার সম্বন্ধেই তাঁহাদের রাগাদি বিদ্যমান থাকে। সুতরাং তাঁহাদের সেই রাগাদি প্রাকৃত অর্থাৎ নিন্দনীয় নহে বলিয়া চোরের ন্যায় পুরুষের ধৈর্য্যাদি হরণকারী নহে, প্রত্যুত পরমানন্দস্বরূপ ; এই জন্যই শ্রীল প্রহ্লাদ সেইরূপ রাগাদিরই প্রার্থনা করিয়াছেন। অবিবেকিগণের আত্মবিষয়ে যেরূপ অনপায়িনী (অবিনাশিনী) প্রীতি, আমার হৃদয় হইতে সেরূপ প্রীতি যেন নিরন্তর তোমার অনুস্মরণকালে তিরোহিত না হয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণকারী সাধকগণের সম্বন্ধেই যখন এইরূপ বার্ত্তা পাওয়া যায়, তখন যাহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ প্রিয়রূপে বিরাজমান, সেই গোকুলবাসিগণের কথা আর কি? এইজন্যই বলা হইয়াছে যে, নন্দাদি ব্রজগোপগণ কৃষ্ণবলরামের কথা পরমানন্দভরে আলোচনা করিয়া এবং তাহাতে স্বাভাবিক প্রীতিশীল হইয়া ভববেদনা জানেন নাই।

নিত্যসিদ্ধগণের মুখ্য লক্ষণ এই যে, তাঁহারা **আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি অপেক্ষা কৃষ্ণে কোটিগুণ অধিক প্রেম বিধান করেন এবং কৃষ্ণের তুল্যধর্ম্মতা** তাঁহাদিগের মধ্যে স্বাভাবিক। শ্রীসনাতনগোস্বামিপ্রভুর ন্যায় তদনুগ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (১১৭ সংখ্যা) নিত্যসিদ্ধ অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের স্বরূপ লক্ষণের কথা জানাইয়াছেন,—

"অন্তরঙ্গানাং ভগবৎসমানধর্ম্মত্বম্ যাদবাদ্যধিষ্ঠোক্তম্—মত্তুল্যব্রতশালিন ইতি।"

অর্থাৎ অন্তরঙ্গ ভক্তগণের তুল্যধর্ম্মতা যাদবগণের উক্তিতে পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে,—ইঁহারা আমার ন্যায় ব্রতশালী।

"যুক্তৈশ্বর্য্যং তৎসাদৃশ্যং, তস্মাদ্ভগবতস্তস্য হরেরধীশিতুঃ পরস্য মায়াধিপতেঃ মহাত্মনঃ প্রায়েণ দূতা ইহ বৈ মনোহরাশ্চরন্তি তদ্রূপগুণস্বভাবাঃ ইতি। শ্রীবৈষ্ণবাখ্যামনুগতত্বাৎ।" (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১১৭ সংখ্যা)

অর্থাৎ গোপগণের শ্রীকৃষ্ণসাদৃশ্য সনাতন বটে ; যেহেতু ধর্ম্মরাজ যম নিজ-দূতগণকে বলিতেছেন (ভাঃ ৬।৩।১৭) —সম্পূর্ণ স্বাধীন, সকলের অধীশ্বর মায়াধীশ মহাত্মা পরমপুরুষ শ্রীহরির রূপ, গুণ ও স্বভাবাদি যেরূপ, তাঁহার মনোহর অনুচরদিগের স্বভাবাদিও সেইরূপ। তাঁহারা লোকমঙ্গলের জন্য সর্ব্বত্র বিচরণ করেন।

বাঙ্গালা ১৩০২ সালে ৯ই চৈত্র মঙ্গলবার যখন পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞানুসারে তাঁহার শ্রীচরণকমল-প্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট হইতে শ্রীস্বরূপরূপানুগবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনার বিবৃতি শ্রবণ করিবার ও লিখিয়া লইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, তখন তাঁহার এই অতি নিগূঢ় বিষয়টিও জানিতে পারিয়াছিলাম—

"গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি' মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুতপাশ।"

—এই পদটিতে 'নিত্যসিদ্ধ' শব্দের তাৎপর্য্য জানিবার জন্য কএকটি পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলাম। তাহা গৌড়ীয়ের ৪র্থ বর্ষ ৪০শ সংখ্যায় "শ্রীল ঠাকুরের কীর্ত্তন" শীর্ষক স্তম্ভে প্রকাশিত আছে। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক এই পরিপ্রশ্নসমূহের যে মীমাংসা করিয়াছিলেন, তাহা যথাযথভাবে তখনই লিপিবদ্ধ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা সংশোধন করাইয়া পরে "গৌড়ীয়ে" প্রকাশ করিয়াছিলাম। 'গৌড়ীয়' ৪র্থ বর্ষ ৪০ সংখ্যা ৭ম ও ৮ম পৃষ্ঠা হইতে তাহা উদ্ধৃত হইল—

পরিপ্রশ্ন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে সাধনসিদ্ধ জীব ছিলেন কি? যদি থাকেন, তাঁহারা কে?

প্রভুপাদের উত্তর—মহাপ্রভুর সময়ে সাধনসিদ্ধ জীব না থাকার কোন কারণ নাই। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যিনি পূর্ব্বে কর্ম্মকাণ্ডীয় বৃহস্পতি ছিলেন (গৌঃ গঃ ১১৯), গোপীনাথ আচার্য্য—যিনি কর্ম্মবিধাতা ব্রহ্মা ছিলেন (গৌঃ গঃ ৭৪), তাঁহাদিগকে 'সাধনসিদ্ধ' বলা যায়। **প্রভুপার্ষদ বিচারে তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধ। মুক্তাবস্থায় সেবাপরতাই নিত্যসিদ্ধের লক্ষণ। নিত্যসিদ্ধকে প্রাপঞ্চিক-চক্ষে বিদ্ধ-দর্শনে 'সাধনসিদ্ধ' বলিয়া মনে হইতে পারে।**

পরিপ্রশ্ন—শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে কি বলিব? তাঁহাকে ও' কেহ কেহ 'ব্রহ্মা' বলেন। তবে তিনি কি সাধনসিদ্ধ?

প্রভুপাদের উত্তর—ঠাকুর হরিদাসে প্রহ্লাদ প্রবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ বলেন। গৌরগণোদ্দেশ (৯০ সংখ্যা) বলিয়াছেন,—ধর্ম্মিকমুনির পুত্র মহাতপা ব্রহ্মা প্রহ্লাদের সহিত তনুগ্রহণ করিয়াছেন, ইনিই ঠাকুর হরিদাস। চৈতন্যচরিত গ্রন্থে শ্রীল মুরারিগুপ্ত বলিয়াছেন যে, উক্ত মুনি-পুত্র তুলসীপত্র আহরণ পূর্ব্বক প্রক্ষালন না করিয়া দেওয়ায় পিতার দ্বারা অভিশপ্ত হইয়া যবনতা প্রাপ্ত হন। তিনি এখন পরম ভক্তিমান্ হরিদাসরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। **যাঁহারা নিত্যকাল হরিসেবোন্মুখ তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধ; আর যাঁহারা পূর্ব্বে বহির্ম্মুখ হইলেও ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের কৃপায় পরে সেবোন্মুখ হইয়াছেন, তাঁহারাই সাধনসিদ্ধ। প্রহ্লাদ নিত্যকৃষ্ণচরণে উন্মুখ।**

পরিপ্রশ্ন—জগাই মাধাই কি সাধনসিদ্ধ?—অথবা নিত্যসিদ্ধ?

প্রভুপাদের উত্তর—জগাই-মাধাই গৌরাবতারে জগাই-মাধাইরূপে অবতীর্ণ হন (গৌঃ গঃ ১১৫)। তটস্থলীলা প্রদর্শন করিলেও তাঁহাদিগকে নিত্যসিদ্ধই বলা যাইবে।

পরিপ্রশ্ন—ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি' মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুতপাশ।"

—এই স্থলে 'গৌরাঙ্গের সঙ্গী' বলিতে তাঁহাদের বুঝিব?

প্রভুপাদের উত্তর—**যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের বিপ্রলম্ভভাবের সহায়ক, তাঁহারাই গৌরাঙ্গের সঙ্গী। যাঁহারা গৌরমনোঽভীষ্টের পরিপূরণকারী, তাঁহারাই গৌরাঙ্গের সঙ্গী।** নতুবা শ্রীমন্মহাপ্রভু ত' দক্ষিণদেশে প্রচারকালে প্রায়ই গ্রাম সকল-লোককে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন। **কিন্তু যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণ-কার্য্যে সতত নিযুক্ত হন নাই, সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া নিত্যকাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গ করেন নাই, তাঁহাদিগকে কি প্রকারে 'গৌরাঙ্গের সঙ্গী' বলা যাইতে পারে? 'সঙ্গ' অর্থাৎ সম্যগ্‌রূপে গমন করেন যিনি, তাঁহাকেই 'সঙ্গী' বলে।** যাঁহারা অনুক্ষণ সঙ্গ করিলেন না, তাঁহাদিগকে 'সঙ্গী' বলা যায় না, তাঁহারা মহাপ্রভুর 'ভক্ত' হইতে পারেন। 'সঙ্গী' অর্থে পার্ষদ। আবার ঠাকুর নরোত্তম শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে আবির্ভূত না হইলেও তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গী, কারণ তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট পূর্ণ করিবার জন্যই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি নিত্যকাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় মত্ত—মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গভাবে বিভাবিত। তিনি বিপ্রলম্ভভাবের পরিপোষ্টা; সুতরাং ঠাকুর মহাশয় 'নিত্যসিদ্ধ'।

—:০:—

আচার্য্যের আচরণ

[শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্য শ্রীশ্রীল বাসুদেবপ্রভুর হরিকথাবলম্বনে শ্রীপাদ ঔডুলোমি মহারাজ-কর্ত্তৃক লিখিত]

শ্রীগুরুদেব কখনও শিষ্য করেন না। বাহ্যদৃষ্টিতে লক্ষিত শিষ্যগণকে বহু শিক্ষা-গুরুরূপে বরণ করেন। যাঁহার জীবের প্রতি গুরুবুদ্ধি হয় নাই—সমস্ত জীবকে যিনি গুরুরূপে দর্শন করিতে পারেন না—তাঁহার নিজের গুরুত্বের অভাবহেতু গুরু হইবার যোগ্যতা নাই। যথার্থ গুরুদেব তিনিই, যিনি সকল বস্তুকে তাঁহার সেবা শ্রীগুরুর

সেবার উপকরণ বলিয়া জানেন। বহির্বৃত্তি-বিচারের চেতন-অচেতন সকল জিনিষই স্বরূপ বিচারে শ্রীকৃষ্ণলীলার উপকরণ—সুতরাং সেবকের দর্শনে গুরুবস্তু। বর্ণাশ্রমের বাহ্য-জগৎ সকল বস্তু প্রভুর সেবা-সম্ভার গুরুবর্গ। এই-রূপ উপলব্ধি যাঁহার হইয়াছে, তিনিই যথার্থ গুরুদেব। অন্যব্যক্তি গুরুর কার্য্য করিতে গিয়া নিজের লঘুতাই প্রকাশ করেন।

যাঁহার অন্য জীবকে শিষ্য জ্ঞান করিবার ইচ্ছা, তিনি নিজে শাসিত হইতে পারেন নাই বলিয়া গুরু নহেন, পরন্তু লঘু। শিষ্যকে তিনি নিজের সম্পত্তি বা ভোগ্য মনে করিয়া নিজের সেবকরূপে বিচার করেন; তিনি সম্বন্ধজ্ঞানহীন, সুতরাং ভোক্তা। কৃষ্ণের ভোগ্যকে তিনি নিজের ভোগে লাগাইয়া—মাঝপথে কৃষ্ণের সম্পত্তিকে লুণ্ঠন করিয়া পুরুষা-ভিমানী, সুতরাং কামুক। কৃষ্ণের বিলাসকে তিনি স্বীকার করেন না—লীলাপুরুষোত্তমের ভোগ-বিলাসকে বঞ্চিত করিতে গিয়া তিনি নিজে প্রতিষ্ঠার দাস রাবণ বা নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়েন। কৃষ্ণের ভোগ্য জীবকে তিনি নিজের শিষ্য বা ভোগ্য মনে করিয়া নিজে বঞ্চিত হন এবং জীবটিকেও বিপথগামী করেন। এইরূপ অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সময়ে তাঁহার হৃদয় শঙ্কাকুল হইয়া উঠা কিছু বিচিত্র নহে।

কৃষ্ণই একমাত্র বিষয় অর্থাৎ ভোক্তা—আর জীব আশ্রয়জাতীয় অর্থাৎ ভোগ্য। অনন্ত জীব—সকলেই আশ্রয় জাতীয়। জীবস্বরূপে এই আশ্রয়জাতীয়ত্ব উপলব্ধির অভাবেই তত্ত্বভ্রান্তি এবং এই মূল অনর্থের জন্যই যাবতীয় অন্য অনর্থের উৎপত্তি। স্বরূপবিভ্রান্ত অনর্থগ্রস্ত ব্যক্তি নিজের আশ্রয়জাতীয়ত্বস্বরূপ অবস্থিতি বা অধিকার ভুলিয়া গিয়া অন্যবিধায় পড়েন। এই তত্ত্বভ্রান্তির অপগমে স্বরূপের জ্ঞান জাগ্রত হইলে তিনি বুঝিতে পারেন, কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কেহই বিষয় হইতে পারেন না এবং জীব আশ্রয়জাতীয় ব্যতীত অন্য কোন তত্ত্বই নহেন। কৃষ্ণ ও জীব বিষয় ও আশ্রয়জাতীয়রূপে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট, এই সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই জীবের একমাত্র প্রয়োজন। এই সম্বন্ধের বিপর্য্যয় করিতে যাওয়া বা ইহাতে বাধা প্রদান করার নামই অসদ্গুরু। জীব যখন তাহার আশ্রয়-জাতীয়ত্ব ভুলিয়া গিয়া বিষয় হইতে চায়, তখনই সে কর্ম্মী, পরে জ্ঞানী এবং পরিণামে নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়ে।

বিষয়াভিমানী জীব ভোক্তৃত্বের অবতরণ করিতে গিয়া কর্ম্মের বহুমানন করেন এবং এইরূপ ভোগী কর্ম্মী কৃষ্ণের বিলাসের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া "সোঽহং" সাজিয়া জ্ঞানী হইয়া পড়েন এবং পরিণামে নির্ব্বিশেষবাদ আবাহন করেন। পুরুষাভিমানী জীব মাত্রই রাবণ ও হিরণ্যকশিপুকে কোনও না কোনরূপে বহুমানন করেন। কৃষ্ণকে লীলাপুরুষোত্তম এবং একমাত্র ভোক্তা ও বিলাসী জ্ঞান না হইলে নিজের আশ্রয়জাতীয়ত্বের অভিমানের অভাবহেতু কর্ম্ম, জ্ঞান বা নির্ব্বিশেষবাদের আস্ফালন হয়। কৃষ্ণের বিলাসকে যাঁহারা অস্বীকার করেন, তাঁহারাই জীবকে কৃষ্ণের ভোগ্য তত্ত্বরূপে বুঝিতে চাহেন না। তৎফলেই জগৎকে ও অন্যজীবকে ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হন। সমস্ত জগৎকে তিনি নিজের ভোগ্য মনে করেন এবং কৃষ্ণভোগ্য জীবসমূহকে নিজের ভোগ্যবোধে জ্ঞান করিয়া পিতা, পতি, পত্নী, বন্ধু, দাস, প্রভু, গুরু বা নিরপেক্ষরূপ প্রভৃতিরূপে তাঁহাদিগকে ভোগ করিয়া থাকেন। পিতা যেরূপ পুত্রকে তাঁহার ভোগ্য জ্ঞানে পালন করেন, পতি যেরূপ পত্নীকে, পত্নী যেরূপ পতিকে ভোগবুদ্ধি করেন, প্রভু দাসকে, দাস প্রভুকে, বন্ধু বন্ধুকে ভোগ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ অসদ্গুরুও আশ্রিতজনকে শিষ্যজ্ঞানে ভোগ বুদ্ধি করিয়া অমঙ্গল বরণ করেন। জীব কখনও অন্যজীবের পতি, পত্নী বা শিষ্যরূপে ভোগ্য নহেন। বদ্ধজীব পিতা, পতি, বন্ধু, প্রভু ও গুরু সাজিয়া অন্যজীবের সহিত অসৎ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় এবং তাহাকে ও নিজকে পাতিত করে। শুদ্ধ সৎসম্বন্ধ ছাড়িয়া ভ্রান্ত অনিত্য সম্বন্ধ-যুক্ত হওয়াই বদ্ধজীবের স্বভাব। শুদ্ধসম্বন্ধ—কৃষ্ণের ভোগ্য হওয়া। কৃষ্ণের ভোগ্য হওয়াই তাঁহার স্বরূপ। সেই পরম বিলাসীর বিলাসার্থির ইন্ধন হওয়াই তাঁহার প্রয়োজন।

যে ব্যক্তির এইরূপ সম্বন্ধ-জ্ঞানটি উদিত হয় নাই—যিনি সকলকে কৃষ্ণভোগ্য বলিয়া জানেন না, তিনি কি করিয়া অন্য ভ্রান্তজীবকে স্বরূপ-জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করিবেন? কাজেই অসদ্গুরু বা গুরুর সম্বন্ধজ্ঞানহীন বলিয়া নিজেই ভ্রান্ত। এইরূপ গুরুর সহিত যাঁহারা সম্বন্ধযুক্ত, তাঁহারা অসৎপথে চালিত এবং হতভাগ্য। এইরূপ গুরু কখনও

জীবের শুদ্ধসত্ত্ব আশ্রয় করিতে পারেন না। তাঁহাকে অন্ধকারে নিমগ্ন করিয়া নিরয়গামী হন মাত্র।

সদ্‌গুরু মূল আশ্রয়স্বরূপে যাবতীয় জীবকে বিষয়-বিগ্রহের সহিত মিলন করাইয়া তাঁহার সেবা প্রভুর ভোগ-বিলাসের সহায়তা করেন। তাঁহার প্রভুর বিলাসের উপকরণ-সংগ্রহ-কার্য্যই তাঁহার সেবা। এইরূপেই তিনি লীলাময়ের ইন্দ্রিয় তোষণ করিয়া থাকেন। তিনি ব্রহ্মাণ্ডে প্রাদুর্ভূত স্বরূপ-বিভ্রান্ত মলিন জীবকুলকে বাছিয়া মুছিয়া সুন্দর ও নির্ম্মল করেন এবং কৃষ্ণের ভোগ্যরূপে নিবেদন করিয়া তাঁহার বিলাসবৃত্তির চরিতার্থতা বিধান করেন। এই ছাড়া যোহা কার্য্যই নামহট্টের বা ভক্তিতার পরিমার্জ্জন-ক্রিয়া।

শ্রীগুরুদেব নিজে কৃষ্ণের ভোগ্য। কিন্তু তিনি অত্যন্ত দক্ষিণ ও উদার। আশ্রিত জনগণকে কৃষ্ণের সেবায় লাগাইতে তাঁহার পরম সন্তোষ। আশ্রয়-ভেদাংশে-তত্ত্ব জীবনিচয়কে বিষয়-বিগ্রহের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল। তাঁহাদিগকে কৃষ্ণভোগের যোগ্য করিবার জন্য তাঁহার কতই না যত্ন। এইরূপে আশ্রয়ভেদাংশস্থানীয় জীবকুলকে বিষয়ের আশ্রিত করেন বলিয়াই শ্রীগুরুদেব মূল আশ্রয়তত্ত্ব। তিনি জীব ও ভগবানের মধ্যবর্ত্তী সেতু। বদ্ধ মলিন জীবকে শুদ্ধ ও পবিত্র করিয়া কৃষ্ণভোগ-যোগ্য করিবার জন্য যিনি যত্নশীল, তিনিই শ্রীগুরুদেব, তিনি ভগবান্ ও জীবের মাঝখানে 'বাধা' স্বরূপ নহেন, পরন্তু অত্যন্ত স্বচ্ছ ও 'অনুকূল'। তিনি কৃষ্ণের বিলাসপ্রতিরোধকারী নহেন, পরন্তু তাঁহার ভোগের উপকরণ-সংগ্রহকারী। এই কার্য্যে তাঁহার পরম আনন্দ।

তিনি বদ্ধজীবের বন্ধন ঘুচাইয়া, মলিনতা মার্জ্জিত করিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করা যে বড় করেন, তাহাই এই জগতে তাঁহার 'আচার্য্যলীলা' বলিয়া পরিচিত। কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তোষণের জন্য তাঁহাকে যে শ্রীগুরুর কার্য্য করিতে হয়, তাহা তাঁহার প্রভুসেবা—সুতরাং ইহাতে তাঁহার কখনও দম্ভ বা অভ্যাসমূলক প্রতিষ্ঠাশা নাই। "আমি শিষ্যের গুরু" এইরূপ অহমিকা কখনও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি জানেন,—তিনি প্রভুদাস এবং জীবনিচয় তাঁহার প্রভুর ভোগ্য, সুতরাং তাঁহার গুরুবর্গ। তাঁহার প্রভুর সেবোপকরণকে তিনি গুরুবুদ্ধি ছাড়া কখনও অন্য বুদ্ধি করেন না। তাঁহাদিগকে শিষ্য মনে করিয়া নিজে প্রভু সাজেন না। বহির্জগতের লোক যাহাকে শিষ্য ও প্রীতিভাজন বলিয়া মনে করে, এইরূপ ব্যক্তির প্রতি কখনও কখনও শ্রীগুরুদেবের বিষয়-বিগ্রহ ও আশ্রয়বিগ্রহের উদ্দীপন হইয়া থাকে। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ৪র্থ পরিচ্ছেদ ২০ ও ২৬ এবং মধ্য ষোড়শ ৪৮-৫০ দ্রষ্টব্য)। এই সবই অচিন্ত্য ও অলৌকিক। কিন্তু যিনি ঘুণাক্ষরেও ইহার কৃত্রিম অনুকরণ করিবার প্রয়াসী, তিনি প্রাকৃত সহজিয়াভাবের আবাহন করিয়া রাধা রামানন্দের চরণে অপরাধক্রমে নরকগামী হন। শ্রীগুরুদেবের আচার্য্যলীলা প্রভুত্ব-প্রিয়তার পরিচয় নহে, পরন্তু তাঁহার প্রভুসেবায় নিষ্ঠা এবং তৃণাদপি সুনীচতা, অমানিত্ব ও মানদত্ব। তিনি বহির্বিচারের আশ্রিতজন-গণকে বস্তুতঃ (গুরু) বুদ্ধি করিয়া নিজকে তাঁহাদের দাস বলিয়া জানেন। এইরূপ দাসাভিমানী গুরুবর্গই জীবের প্রভু। তাঁহার শাসন মানিয়া লইলেই জীবের কল্যাণ। তাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করিবার সৌভাগ্য বরণ করিতে পারিলে তাঁহার মঙ্গল। নতুবা গুরু-অভিমানী মনুষ্যের অনুসরণ করিয়া কি লাভ?

—:o:—

"আচার্য্যের অবদানের বৈশিষ্ট্য"

[গত ৪ঠা এপ্রিল (১৯৩৭) রবিবার ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে সাপ্তাহিক সভার অধিবেশনে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-প্রদত্ত বক্তৃতার সার মর্ম]

'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহাশয় শুভগৌরাঙ্গের বন্দনার পর সমবেত বৈষ্ণবমণ্ডলী ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় বিজ্ঞাপিত হ'য়েছে—"আচার্য্যের অবদান-বৈশিষ্ট্য"। ঢাকা শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠের শ্রীব্যাসপূজাদিবসে অর্থাৎ মঠপ্রবেশোৎসবের দিনে আমাদের নিত্যারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-

পাদের আবির্ভাবোপলক্ষে তাঁর পাদপদ্মে যে অঞ্জলি প্রদান ক'রেছিলাম, তাহা "আচার্য্যের অবদান বৈশিষ্ট্য" ব'লে প্রকাশিত হ'য়েছে। তাঁর মূলসূত্রগুলি আমার প্রার্থনা-মত শ্রীনৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে পাঠিয়েছিলেন শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান সভাপতি—শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব 'বিদ্যাভূষণ প্রভু'। তাঁহার প্রেরিত সূত্রানুযায়ী আমি তাহা লিপিবদ্ধ করি। পরে তাহা শ্রীল আচার্যদেবের নিকট প্রেরণ ক'রলে আচার্যপাদ তাহা সংশোধিত ক'রে একপত্রে জানিয়েছিলেন "এটির আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা হওয়া আবশ্যক", তাঁর আদেশ বোধ হয়, আমার সতীর্থ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুপতি বসু নাগ এম-এ, বি-এল মহোদয়ের চিত্তে দিয়ে প্রকাশিত হ'য়েছে, কারণ, কএকদিন পূর্ব্বে তিনি আমাকে এ বিষয়টি বিস্তৃতভাবে আলোচনা ক'রবার জন্য আদেশ ক'রেছিলেন। তবে একদিনে সমস্ত আলোচনা সম্ভব হ'বে না, ক্রমশঃও কএকদিন লাগ্‌বে।

নামচ্চেরং বহুবিধি শচীপুত্রবত্ত স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো। রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

এই শ্লোকটি শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর আশ্রিত শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু তাঁর 'মুক্তাচরিত' গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে লিপিবদ্ধ ক'রেছেন। সেই গুরুদেবকে আমি নমস্কার ক'রছি, যাঁর সুবিস্তৃতা কৃপায় আমি এতগুলি জিনিষ পেয়েছি; এতগুলি জিনিষ তিনি কৃপা ক'রে দান ক'রেছেন। কি দান করেছেন? সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণনাম দান ক'রেছেন। পরমেশ্বরের অনেক নাম আছে। কতকগুলি নামের প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠতা বা সম্বন্ধ হ'য়েছে। 'পাতা', 'বিধাতা', 'সৃষ্টিকর্ত্তা' প্রভৃতি নামের সহিত প্রকৃতিজাত জগতের সম্বন্ধ আছে। এই সকল গৌণনাম। 'পরমাত্মা', 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি নামের মধ্যেও তাঁর আংশিক ও অসম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। তারপর বিভিন্নদেশের বিভিন্নভাষার বিভিন্ন জাতি তাঁদের ধারণানুযায়ী কতপ্রকার নাম রচনা ক'রেছেন। য়িহুদীরা জিহোবা, গ্রীকেরা জিয়ুস, পার্শীরা "অহুর মজ্‌দ", রোমদেশের লোকেরা "জুপিটর," মুসলমানেরা "আল্লা" প্রভৃতি নাম দিয়েছেন; কিন্তু সেই সকল নাম পরমেশ্বরের মানব-অভিজ্ঞানের এক একটি ভাব ও ধারণামূলক; তাহা পরমেশ্বরের সর্ব্বাঙ্গীন নিরঙ্কুশ স্বতঃকর্তৃক ধর্ম্ম পরিব্যাপক সত্তাবত্তার নহে; যেমন 'জিহোবা' ব'লতে সত্তা মাত্র লক্ষিত হয়, 'জিয়ুস' শব্দে অমরত্ব, 'অহুর মজ্‌দ' শব্দে অপাপ-বিদ্ধত্ব, 'জুপিটর' শব্দে লোকপিতৃত্ব, 'আল্লা' শব্দে পূজনীয়ত্ব বা ব্যাপকত্ব লক্ষ্য করে।

যে নামে ভগবত্তার নিখিল অপ্রাকৃত রস ও সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা প্রকাশিত হ'চ্ছে, তাহাই শ্রেষ্ঠ নামাবতার। 'নারায়ণ' বা 'রাম' নামে অখিল পরিপূর্ণ রসের পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু 'গোপীজনবল্লভ' 'কৃষ্ণ' নামের মধ্যে সমস্ত অপ্রাকৃত রসের চিৎসমন্বয় ও ভগবত্তার নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্রতা পরিপূর্ণ মাত্রায় র'য়েছে। কৃষ্ণকে 'গোপবধূ-বিট'—'চৌর চোর'—'মনীচোর' প্রভৃতি বলা হ'য়েছে। নৈতিক জগতে এটা কদর্য্যভাবময় মনে হ'লেও—ভূতলাঙ্কের ব্যাপার মনে হ'লেও উক্ত নামে ভগবত্তার খরাটে লীলা পুরুষোত্তমত্বই প্রকাশিত হ'য়েছে। কৃষ্ণ যদি প্রাকৃত নৈতিকতার কাঠগড়ার আসামী হন, তা' হ'লে ত' তিনি আমারই মত জীব হ'য়ে গেলেন। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, যথেচ্ছাচারিতা শক্তি একমাত্র তাঁরই এষ্টেটের। তিনি আমার তাল মন্দ বিচার ক'রবার বুদ্ধি বা বিবেকের অধীন ন'ন। শান্ত, দাস্য প্রভৃতি পাঁচটি মুখ্য রস এবং বীর, করুণ প্রভৃতি সাতটি গৌণ রস,—এই বারটি রসের নায়ক একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। "রসো বৈ সঃ" শ্রুতিমন্ত্রের প্রতিপাদ্য পুরুষই রসিকশেখর কৃষ্ণ। শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলনাম অখিলরসামৃতসিন্ধু ও পরিপূর্ণ চিদ্‌বিলাসবিগ্রহ বলিয়া শ্রেষ্ঠ নাম। শ্রীকৃষ্ণনামের অন্তর্ভুক্তই 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা', 'অন্তর্যামী', শ্রীরাম, নৃসিংহাদি যাবতীয় নাম; যেমন রৈমুতিক ন্যায় অনুসারে এক পয়সা, এক আনা, এক টাকা, শতমুদ্রা, সহস্রমুদ্রা প্রভৃতি আছে।

আজকাল অনেকে ব'লছেন—আমরা ভগবানের নাম তৈয়ারী ক'রে দিব। এটা আমাদের বুদ্ধিহীনতার পরিচয়। তিনি নিত্য নামী, নিত্য রূপী, নিত্য গুণী, নিত্য পরিকরবৈশিষ্ট্যযুক্ত ও নিত্যলীলাময়। তাঁর নিত্য নাম ও রূপাদিকে জীব সৃষ্টি ক'রতে পারে না।

শ্রীগুরুদেব গুপ্তমন্ত্রশিষ্যকে দান করেন সেই বাস্তববস্তু—সেই শ্রেষ্ঠ নাম। সেইজন্য ব'ল্‌লেন—এই শ্রেষ্ঠ নাম যিনি দান ক'রেছেন, সেই গুরুদেবকে নমস্কার করি।

তারপর মন্ত্রের কথা ব'লেছেন। মনোধর্ম্ম হ'তে যাহা আমাদিগকে ত্রাণ করে, তাহাই মন্ত্র। যে সকল ধর্ম্ম আমরা মনের দ্বারা তৈয়ারী করি, সেটাই মনোধর্ম্ম। অনেকে বলেন, একমাত্র নামে যদি সর্ব্বসিদ্ধি হয়, তবে আর মন্ত্রগ্রহণের আবশ্যকতা কি? যাঁ'রা মনোধর্ম্ম হ'তে স্বভাবতঃ মুক্ত, তাঁ'দের দিক্ দিয়ে এই বিচারটি হ'তে পারে। কিন্তু মনোধর্ম্মী বদ্ধজীবের পক্ষে মন্ত্রের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। ইহা রূপানুগবর শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু ক্রমসন্দর্ভে বিশেষভাবে আলোচনা ক'রেছেন। এজন্য ব'ল্‌ছেন,—মনোধর্ম্ম হ'তে ত্রাণ পা'বার জন্য যাঁ'র নিকট হ'তে মন্ত্র পেয়েছি, সেই গুরুদেবকে আমি নমস্কার করি।

শ্রীগুরুদেবের কাছ হ'তে আর কি পেয়েছি?—শচীসুত মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে। অনেকে বলেন, ভগবান্‌কে ত' আমিই ডাকতে পারি, আচার্য্য বা গুরুর আর প্রয়োজন কি? এটা নির্ব্বিশেষবাদ। আমার কি যোগ্যতা আছে—ভগবানের সেবা ক'র্‌ব? গুরুরূপ বা সেবক-ভগবান্ সেবাকুঞ্জের যেরূপ সেবা ক'র্‌তে পারেন, সেরূপ আর কেহই পারেন না। এজন্য আশ্রয়বিগ্রহের অনুগত হ'য়ে বিষয়-বিগ্রহের সেবা ক'র্‌তে হয়। আমার গুরুদেবের অনুগত যাঁ'রা, তাঁ'দের দাসে থেকে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবা ক'র্‌তে হয়। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু ব'লেছেন,—

সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু পিত্র্যায়্।
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সখ্যায়্॥

অর্থাৎ হে আশ্রয়বিগ্রহ বৃষভানুনন্দিনি, আমি তোমার সখী হ'তে চাই না, তোমার সঙ্গে পাল্লা দিতে চাই না। আমি শ্রীরূপমঞ্জরীর পাদপদ্মের ধূলি হ'তে চাই, তাঁর আনুগত্যে থেকে সেবা ক'র্‌তে চাই। শ্রীবার্ষভানবীদেবীর নিত্যজন শ্রীরূপ প্রভু 'সখী' অভিমান ক'র্‌তে পা'র্‌তেন, কিন্তু তিনি অভিমান ক'র্‌লেন—আমি 'রূপমঞ্জরী'। "যদ্‌যুত্যাকৃত্যপরিচারকতৃত্যকৃত্যাত্ত কৃত্য ইতি বাং মম লোকনাথ"। 'আমি বৈষ্ণব' যে ব'ল্‌বে, সে ত' অবৈষ্ণব। স্বয়ং মহাপ্রভু শিক্ষা দিলেন—"গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ"। কাজেই আমরা গুরুসেবকের কৃত্য হ'ব—গুরুনিজজনগণের আনুগত্যে বা দাসত্বে তাঁর সেবা ক'র্‌ব।

শ্রীগুরুদেব আমার আর কি দান ক'রেছেন?—ভক্তিসিদ্ধান্তের সম্রাট্ শ্রীস্বরূপ প্রভুকে। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ। তিনি ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ ও ভক্তিসিদ্ধান্তপরীক্ষক। তাঁ'কে ডিঙ্গিয়ে কেহ মহাপ্রভুর নিকটে যেতে পারতেন না। ভগবদ্ভক্তির কোন কথা মহাপ্রভুকে শুনাতে হ'লে আগে স্বরূপ পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌তেন, তা'তে কোন সিদ্ধান্তবিরোধ, তত্ত্ববিরোধ বা রসাভাসদোষ আছে কি না। কারণ, মহাপ্রভু ভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধ, তত্ত্ববিরোধ বা রসাভাসদোষের কোন কথা শুন্‌লে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হ'তেন।

আর শ্রীগুরুদেবের কৃপায় শ্রীরূপ প্রভুকে পেয়েছি—যিনি ভক্তিবিজ্ঞানের কথা ব'লেছেন। ঠাকুরঘরে গিয়ে ঘণ্টা ধূপকাঠি জ্বালান বা একটুকু চোখ বুঁজে থাকা বা নামাবলী গায় দেওয়া, যে কোন একটি ঠাকুর দেবতা বা আমাদের কল্পিত সাধুর ছবি পূজা করাকেই আমরা ভক্তি মনে করি। কিন্তু আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি প্রকাশিত না হ'লে সেটাকে ভক্তি বলা যায় না। ভক্তি আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি। যেখানে সেখানে 'ভক্তি' শব্দের প্রয়োগ হ'তে পারে না। অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে আত্মার যে স্বাভাবিকী অনুরাগ, তা'রই নাম ভক্তি। শ্রীমদ্ভাগবত ইহাই ব'লেছেন,—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥

সংসারে শান্তি পা'বার জন্য যে ভগবান্‌কে ডাকা, সেটা ভগবান্‌কে দিয়ে আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি করিয়ে নেওয়া, সেটা ভোগ। আর কৃষ্ণের আনন্দবিধানের জন্য যে চেষ্টা, তা'রই নাম ভক্তি বা প্রেম—

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

এই ভক্তিবিজ্ঞানের কথা যিনি জানিয়েছেন, তিনি শ্রীরূপপ্রভু, যাঁর কৃপায় তাঁ'কে পেয়েছি, সেই শ্রীগুরুপাদ-

পদে আমি নমস্কার করি। শ্রীরূপপ্রভু সম্বন্ধের কথা ব'লেছেন, সর্বশক্তিমান্ স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম কৃষ্ণই একমাত্র সম্বন্ধ। তিনিই একমাত্র ভোক্তা, আমরা তাঁর শক্তিজাতীয় ভোগ্য, আমরা কৃষ্ণের নিত্য দাস, কৃষ্ণ আমাদের নিত্য প্রভু, নিরন্তর এই অপ্রাকৃত অনুভবই সম্বন্ধজ্ঞান বা বিদ্যাজ্ঞান।

"উৎকণ্ঠাং মাথুরীং গৌষ্ঠবাটীম্", মথুরা গুরুসম্ব ভূমিকা —যেখানে বাসুদেব অবতীর্ণ হন। অনেকে টিকিট কিনে মথুরা দর্শন ক'রতে যান, কিন্তু দেখে আসেন —জল, কাদা, বাড়ী, ঘর ইত্যাদি। মথুরা যাঁ'রা দর্শন ক'রেছেন, তাঁ'দের কৃপা না হ'লে, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের ধারায় প্রবিষ্ট না হ'লে মথুরা দর্শন হয় না। অনেকে হাওয়া খাওয়ার জন্য পুরী গিয়ে থাকেন, কিন্তু মহাপ্রভু পুরী গিয়ে "কাঁহা যাঙ কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন" এই ভাবে বিভাবিত হ'য়েছিলেন। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মেও সেই বিপ্রলম্ভভাবের পরিপোষণ-কার্য্য দর্শন করবার সৌভাগ্য হ'য়েছে।

আর গুরুদেবের কৃপায় গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে পেয়েছি। যেখানে কৃষ্ণের গো অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বর্দ্ধন বা নয়নবাদমান তর্পণ হয়, সেই স্থানই গোবর্দ্ধন। গোবর্দ্ধন আশ্রয়বিগ্রহ সমাশ্লিষ্ট বিষয়বিগ্রহের ইন্দ্রিয়তর্পণের স্থান।

শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভু ব'লছেন,—"আর শ্রীগুরুদেবের নিকট হ'তে আমি শ্রীরাধাকুণ্ডের কথা জান্তে পেরেছি'। এটা সব চেয়ে বড় জিনিষ। শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী এখানে নিজগণের সহিত কৃষ্ণকে সম্পূর্ণ নিজস্ব ও তাঁহার একটেটিয়া কায়বিচারে সেবা-পরাকাষ্ঠা সুখ অনুভব করেন। শ্রীমতী রাধারাণীর সেবায় কৃষ্ণ যেরূপ প্রীত হন, আর কা'রও সেবা তাঁ'কে তদপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট ক'রতে পারে না। যাঁ'র কৃপায় আমি এই রাধাকুণ্ড লাভ ক'রেছি, সেই গুরুদেবকে নমস্কার করি।

—:০:—

চয়ন

["আরত্ত-শাসন পত্রিকা", ঢাকা, ১লা বৈশাখ, ১৩৪৯ সাল ; ইং ১৪ই এপ্রিল, ১৯৩৭ সন]

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গত ১লা জানুয়ারী তারিখে অপ্রকট লীলার অভিনয় করার পর হইতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য সম্বন্ধে দেশময় এক আন্দোলন চলিতেছিল যে, কে এই দুঃখদুর্দ্দশাগ্রস্ত সংসারের জীবকুলকে প্রকৃত সত্যের পথে লইয়া যাইবার ভার গ্রহণ করিবেন। অত্যন্ত সুখের বিষয়, শ্রীল প্রভুপাদের নিত্যপার্ষদ আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাবধূর প্রভুর উপরই সেই ভার আসিয়াছে। শাস্ত্র আলোচনায় দেখা যায়, গুরু বা আচার্য্য সাধারণ জনসাধারণের গড্ডলিকা প্রবাহের ভোট বা সম্প্রদায়-বিশেষের চেষ্টায় মনোনীত হন না। তাঁহার কার্য্যাবলী, ভগবৎসেবার অপূর্ব্ব কৌশল, আদর্শ-চরিত্র, নিষ্কিঞ্চনতা, সর্ব্বশাস্ত্রে অসেষ পারদর্শিতা প্রভৃতি বহুমুখী ধারাই তাঁহাকে প্রকাশ করিয়া দেয়। বাসুদেব প্রভু বহুকাল যাবৎ শ্রীল সিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুরের নিত্য-সন্নিধানে যেভাবে শাস্ত্রালোচনা ও মীমাংসার পরিচয় দিয়াছিলেন, তখন হইতেই বহু ভাগ্যবানের হৃদয়ে এই আশার উদয় হইয়াছিল যে, শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর হইতেই তিনি জীব-উদ্ধার লীলার সহায়ক হইবেন। নানা গ্রন্থে, আকারে ইঙ্গিতে শ্রীল প্রভুপাদের প্রকট-কালীন অবস্থায়ও ইহা তাঁহার অন্তরঙ্গদিগকে জানিবার সুযোগ দিয়াছিলেন। বৈষ্ণব আম্নায় পরম্পরায় শ্রীল বাসুদেব প্রভু দশমাধস্তনাচার্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।

—:০:—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকৃপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্ গৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-
সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

গৌড়ীয়

১৯শ বর্ষ } শ্রীগৌরাব্দ ৯৫, শনিবার, ১৮ই বৈশাখ, ১৩৪৩; ১লা মে, ১৯৩৭ { ৩৮শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ

কাল—১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬ সন্ধ্যার পর

[শ্রোতা:—রায় বাহাদুর বদরীকুমার ভৌমিক, অবসর-প্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন, রংপুর; রায়সাহেব যোগেন্দ্রনাথ সরকার, জমিদার, বগুড়া; শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী মিত্র, উকিল; শ্রীমৎ সদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী; শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন; শ্রীপাদ শিবদাসব-বিগ্রহ বিদ্যারত্ন প্রভৃতি।]

অন্যাপুতার্থকরণা নিধি নিঃশ্বসানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্নমিত্রাঃ।
বৈবাহহুতার্থরচনা অবয়োপি যেষা
মুহুঃপ্রসক্তবিমুখা ইহ সংসরন্তি॥

(ভাঃ ৩।৯।১০)

ভগবৎ প্রসঙ্গ বিমুখ ব্যক্তিই বিশ্বে নানাপ্রকার occupation বা engagement পায়। ঐ কার্য্যেই তাহারা বড় ব্যস্ত। ভগবানের প্রশ্নই সব যেখানে হয়, সেখানে যাহারা apathetic তাহাদের জন্যই বিশ্ব। বিশ্বের engagementএ লক্ষ্য করি—জোষ্টী, সাক্ষী, দ্রষ্টা, মৃত জগৎ প্রভৃতি কথা আছে। 'এ জগৎ বিষয়, আমরা বিষয়ী,'—এই প্রকার অভিমানে আমরা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানদ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শাদি বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকি। ভগবানের কথার যখন বিকৃতি উপস্থিত হয়, তখনই

আমাদিগের [illegible] আমরা [illegible] —atmosphere এ আছি, —তাহাতেই [illegible]। 'কি করিয়া দিন কাটিবে, কোন্ জিনিষ লইয়া দিন কাটাইব'—এই চিন্তায়ই দিবসের কাজ হইয়া পড়ি। 'অক্ষি'—সপ্তমীর পদ, 'করণ'—vehicle দ্বারা object এর সঙ্গে associated হওয়া যায়। 'ব্যাপৃত'—ব্যাপৃত, আর্ত—ক্লিষ্ট অর্থাৎ বিষয়ভোগে ইন্দ্রিয়সকল ক্লেশের বিষয় গ্রহণ করিতে করিতে ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। চক্ষুর বেশী engagement হইয়া পড়িলে চক্ষু বিশ্রাম লাভের জন্য বন্ধ করে; কর্ণ যখন বেশী শুনিতে থাকে, নাসিকার ঘ্রাণগ্রহণকার্য্য বাড়িয়া যায়, জিহ্বা অধিক আস্বাদন-কার্য্য পায়, ত্বক্ স্পর্শকার্য্যে অধিক ব্যস্ত থাকে, তখন উহাদের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। আমাদের ইন্দ্রিয়ভোগ করণগুলিকে কষ্ট দিয়েই চলিয়া যাইতেছে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ঐরূপ busily engaged থাকায় উহাদের একটি reciprocal relation হইয়াছে। 'নিশি'—রাত্রিকালে; ইন্দ্রিয়সকল দিবাভাগে সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত থাকিয়া রাত্রিকালে তাহাদের কার্য্য হইতে অবসর প্রার্থনা করে; কিন্তু কি দুর্ভাগ্য যে রাত্রিতেও তাহাদের অবসর নাই—'নানা মনোরথোদ্বিগ্না অলব্ধনিদ্রাঃ'—বাহ্যেন্দ্রিয়-ব্যাপার হইতে বিরত হইয়া মানুষ নিদ্রাগত হয় বটে কিন্তু নানা অসৎ বিষয়ে ধাবিত মনোরথসকল স্বপ্নদর্শনদ্বারা তাহাদের ক্ষণে ক্ষণে নিদ্রা ভঙ্গ করে। বহুভোগের নানা মনোরথ। মনরূপ রথে চালিত হইয়া মানুষ নানা বিষয়-চিন্তায় আরোহণ করে—প্রাতে কি করিব—তাহার চিন্তায় তাহার বুদ্ধি আচ্ছন্ন হওয়ায় রাত্রে বিশ্রামকালেও সে ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া উঠে। পূর্ব্বদিবস, পরদিবস এবং ভবিষ্যৎ দিবসের কার্য্যের চিন্তার সঙ্গে পরস্পরের যে বাধা লাগে, তাহা সামলাইবার প্রয়োজন হয়। 'দৈবাধীনতাধীনচেষ্টা ভবন্তোঽপি দেবাঃ'—ঋষিগণ, দেবতাগণ ইঁহারা ভাল ভাবে। ঋষি—intellectual আর দেবতা সর্ব্বক্ষণ আনন্দে মগ্ন। তাঁহাদের অর্থের 'চিন্তা' contemplation অর্থাৎ ভোগাবস্তু প্রতিপাদন দৈব কর্ত্তৃক 'আহৃত' অর্থাৎ প্রতিহত হয়। যাহা ভোগ করিব বলিয়া মনে করা যায় তাহা হইয়া উঠে না। একজন town এ Civic life lead করিতেছেন, আর একজন village এ নানা কষ্ট ভোগ করিতেছেন। জগতের অবস্থাই এই প্রকার। আমরা inadequacy তে পরিপূর্ণ আলোচনার আত্যন্তিক অভাব হেতু পড়িয়াছে; উহা অভাবের তাড়নায় আমাদিগকে সঙ্কল্পক অস্থির হইয়া পড়িতে হইতেছে। ভগবদ্বস্তু পরিপূর্ণ; তাঁহার আলোচনায় অভাবের কোন কথা নাই। বস্তুবস্তুর আলোচনা যত বেশী বৃদ্ধি পাইবে, অভাবও তত অধিক বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। যদি—বস্তুবস্তু, উহার নিকট sword বা gold প্রভৃতি পাওয়া যায় না; কিন্তু ভগবদ্বস্তু—emporium of everything; সেই জিনিষটিই আমরা চাহি না। নিজেদের অকিঞ্চিৎকর চেষ্টাদ্বারা অভাব-পূরণের জন্যই ব্যস্ত হইয়া পড়ি। পূর্ণ supply যাঁহাতে আছে, তাঁহাকে না চাহিয়া এই অভাবরাজ্যে অভাব পূরণের engagement এ ব্যস্ত হইয়া পড়ি—সংসার লাভ করি—এই হরিবিমুখ জগতে সম্যক্‌রূপে চলিতে থাকি। সম্যক্‌রূপে চলার নামই সংসার। ['সংসার'—সং—সৃ (গমন করা) + ঘঞ্ (অধিকরণ বাচ্যে)—অর্থাৎ যেখানে প্রাণিসকল গমনাগমন করে] ভগবৎপ্রসঙ্গ-বিমুখতাই আমাদিগকে বহির্ম্মুখ সংসার লাভ করাইয়া থাকে। আমাদের এখনকার activities all tend to limited objects—ইহা natural appetite। একটু বুদ্ধি থাকিলে পূর্ণবস্তু কাহাকে বলে, বস্তুবস্তু কি, কোন্‌টি আমাদের প্রার্থনীয়, তাহা বুঝিবার সামর্থ্য হয়। যাহাতে অভাব আছে তাহাই খণ্ডিত। নিত্যানিত্য-বিবেকহীনতাই পূর্ণতার হানি। অতি শিশুকাল হইতেই শিক্ষা হইতেছে—পূর্ণবস্তু—নিত্যবস্তু—Absolute এর সম্বন্ধে কোন অভাবরাজ্যের কথা নাই। তাঁহার আরাধনাতেই একমাত্র নিত্যমঙ্গল অবস্থিত; অপূর্ণ, অনিত্য অবাস্তববস্তুজ্ঞানেই যত অভাব সৃষ্টি করে—অমঙ্গল আনিয়া দেয়। কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরই ঐ সকল অমঙ্গলপ্রসূ time killing engagement এ ব্যস্ত হওয়া উচিত নহে।

হে ভগবন্, we are vitally interested in you, কিন্তু তোমার কথা শুনিলাম না। তোমার কথা শুনিতে গেলেই আমাদের গায়ে জ্বর আসে। আমাদের brain এর ক্ষুদ্র cavity র মধ্যে তোমার কথা accommodate করিতে পারি না। আমরা অপূর্ণ, অনিত্যবস্তুসঙ্গে বড় ব্যস্ত হইয়া পড়ি। ঐ সকল জিনিষ পাইয়া খেলে তৃপ্ত হই,

[illegible] veiled future-এর [illegible] বিনিময়ে [illegible] [illegible] [illegible]

হইলে আমাদের abnormal অবস্থা দূরীভূত হয়। এই ... ...

করুণ আমার যে অনুবিধা হইতেছে তাহা কৃষ্ণকীর্তন শ্রোতাই বুঝিতে হইবে—আমরা সর্বতোভাবে বিশ্বস্ত লাভ করিব।

ইন্দ্রিয়াতীত হইতে হইতে পারিলেই আমার একটা বল, উহার একটা বল—এইরূপ বলাবলি থাকিয়া যায়, বাস্তব সত্তালাভে বঞ্চিত হইতে হয়। "মুখ্যপ্রমাণবিষয়ে হি দোষপ্রবৃত্তি" বিচারটি বিশেষভাবে আলোচ্য হওয়া আবশ্যক। ভগবদ্ভক্তের সংসারে থাকিলেও তাঁহাদের ইন্দ্রিয়চালনা সাধারণ লোকের মত নহে। 'প্রেয়ঃ' পথের পথিক হওয়াই দরকার।

—:o:—

আম্নায় ও আচার্য্য

'আম্নায়'-শব্দের তাৎপর্য্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এইরূপভাবে জানাইয়াছেন,—

"আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং সাক্ষাদ্ব্রহ্মবিদোত্তমাঃ।
গুরুপরম্পরাপ্রাপ্তাঃ বিশ্বকর্ত্তৃহি ব্রহ্মণঃ॥

বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্মা হইতে গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত ব্রহ্মবিদ্যানাম্নী শ্রুতিসকলকে আম্নায় বলা যায়। যথা মুণ্ডকে (১।১।১, শঙ্করভাষ্য-ধৃত)—

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্।

বিশ্বকর্ত্তা ভুবনপালক আদিদেব ব্রহ্মা স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বাকে সর্ব্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠারূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। যে ব্রহ্মবিদ্যাদ্বারা সত্যস্বরূপ অক্ষর পুরুষ পরিজ্ঞাত হন, সেই ব্রহ্মবিদ্যা তত্ত্বসহকারে শিষ্য দিয়াছিলেন। বৃহদারণ্যকে ২।৪।১০—

অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানি সর্ব্বাণি নিঃশ্বসিতানি।

মহাপুরুষ ঈশ্বরের নিঃশ্বাস হইতে চতুর্ব্বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যা সমস্তই নিঃসৃত হইয়াছে। ইতিহাস-শব্দে—রামায়ণ, মহাভারতাদি। পুরাণ-শব্দে—শ্রীমদ্ভাগবত-শিরস্ক অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ। উপনিষৎ-শব্দে—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন প্রভৃতি একাদশ উপনিষৎ। শ্লোক-শব্দে—ঋষিগণ-কৃত অনুষ্টুপাদি ছন্দোগ্রন্থ। সূত্র-শব্দে—প্রধান প্রধান তত্ত্বাচার্য্য-কৃত বেদার্থ-সূত্রসকল। অনুব্যাখ্যা-শব্দে সেই সূত্রসমূহে আচার্য্যগণ-কৃত ভাষ্যাদি ব্যাখ্যা। এই সমস্তই 'আম্নায়'-শব্দে কথিত। 'আম্নায়'-শব্দের মুখ্যার্থ—বেদ।

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা যস্যাং মদ্ভক্তিরূপকঃ॥
যেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে ইত্যাদি।

ব্যক্তিরূপেণ ভিন্নত্বে তুল্যানাং পরতত্ত্বতা।
এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ভিন্নত্বে নয়তো নৃণাম্।
পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ পারতম্যমপেক্ষতে॥
(ভাঃ ১১।১৪।৩-৭)

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন,—বেদসংজ্ঞিতা বাণী আমি আদৌ ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম। তাহাতেই আমার স্বরূপনিষ্ঠ বিশুদ্ধভক্তিরূপ ধৈবধর্ম্ম কথিত আছে। **সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণী নিত্যা।** প্রলয়কালে তাহা বিনাশ-প্রাপ্ত হওয়ায় সৃষ্টি-সময়ে আমি তাহা বিশদরূপে ব্রহ্মাকে বলি। ব্রহ্মা নিজ স্বপুত্র মনু প্রভৃতিকে বলেন। ক্রমশঃ দেবগণ, ঋষিগণ, নরগণ সকলেই সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণী প্রাপ্ত হন। ভূতসকল ও ভূতপতিসকল সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণোদ্ভূত পৃথক্ পৃথক্ প্রকৃতি লাভ করিয়া পরস্পর ভিন্ন হইয়াছেন। **সেই প্রকৃতি-ভেদানুসারে পৃথক্ পৃথক্ অর্থদ্বারা নানা বিচিত্র মত প্রকাশিত হইয়াছে।** যে সকল, যাঁহারা ব্রহ্মা হইতে গুরু-পরম্পরা-ক্রমে সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণী প্রকৃত অনুব্যাখ্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই বিশুদ্ধ-মত স্বীকার করেন। অপর সকলে মতভেদক্রমে নানাবিধ পারম্পর্য্য-মতের দাস হইয়া পড়িয়াছে।

ইহাতে স্পষ্ট জানা যায় যে, ব্রহ্ম-সম্প্রদায় নামক একটি সম্প্রদায় সৃষ্টির সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। সেই সম্প্রদায়ে **গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত বেদসংজ্ঞিতা বিশুদ্ধা বাণীই ভগবদ্ধর্ম্ম সংরক্ষণ করিয়াছে।** সেই বাণীর নাম—আম্নায় (আ-ম্না-ঘঞ্)। যে-সকল

লোক "ব্রহ্মেত্যেবপরমাত্মেতি ভগবানিতি" ইত্যাদি বাক্যে প্রথমে ব্রহ্ম-সম্প্রদায় স্বীকার করেন না, তাঁহারা ভগবদ্ভক্ত পাষণ্ড-মত-প্রচারক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায় স্বীকার করত যাঁহারা গোপনে গুরুপরম্পরা-সিদ্ধপ্রণালী স্বীকার করেন না, তাঁহারা কলির গুপ্তচর, ইহাতে সন্দেহ কি? দেহাত্মবুদ্ধিরূপ দোষ, দম্ভ ভাগ্যবান্ লোকেই গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত আপ্তবাক্যরূপ আত্মাকেই প্রমাণমধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করেন ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রথম শিক্ষা।"

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রদর্শিত প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত হইতে জানা যায়,—গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত বেদমাতৃকা বিশুদ্ধা বাণীই ভগবদ্ধর্ম সংরক্ষণ করিয়াছে, সেই বাণীর নাম—আম্নায়। যাঁহারা সেই আম্নায়ের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষানুসারে পাষণ্ডমত-প্রচারক 'কলির গুপ্তচর' কথাটি ব্যবহার করিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায়-স্বীকার সত্ত্বেও আম্নায়ের অবিচ্ছিন্নত্ব অস্বীকার যে কিরূপ মারাত্মক-বিষ, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তৎপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী এই অনুসারে দৃঢ় করিয়া গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় গুরু-প্রণালীর ক্রম নির্ণয় করিয়াছেন। বেদান্তসূত্র-ভাষ্যকার শ্রীবিদ্যাভূষণও সেই প্রণালীতে স্থির রহিয়াছেন। যাঁহারা এই প্রণালীকে অস্বীকার করেন, তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণানুচরগণের প্রধান শত্রু, ইহাতে আর সন্দেহ কি?"

অতএব আম্নায় বা গুরু-প্রণালীর নিত্যত্ব নির্বিশেষবাদী ব্যতীত ভক্তিপথের পথিকগণ সকলেই স্বীকার করিবেন। এই আম্নায় বা গুরু-প্রণালী রক্ষা করাই আচার্য্যের একমাত্র কার্য্য। ঠাকুর ভক্তিবিনোদও বলিয়াছেন,—"গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত বিশুদ্ধবাণীই ভগবদ্ধর্ম সংরক্ষণ করিয়াছে। সেই বাণীর নাম—আম্নায়।" সম্প্রদায় রক্ষা বা ভগবদ্ধর্ম-রক্ষা একমাত্র বিশুদ্ধ-বাণী বা আম্নায় রক্ষার দ্বারাই হইয়া থাকে। এজন্য আচার্য্যের আর একটি নাম—ভগবদ্ধর্ম-সংরক্ষক বা সম্প্রদায়-সংরক্ষক। যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সংরক্ষক-সূত্রেও অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম-ধর্মের বাণীকে অমায়ায় ও নির্বিশেষে সংরক্ষণ করিতে পারেন, তাঁহারাই আচার্য্য।"

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'শ্রীসজ্জনতোষণী' পত্রিকার ৪র্থ খণ্ড ৩য় পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"আচার্য্য শব্দের অর্থ কি?—যিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া ধর্মশিক্ষা দেন, তিনিই আচার্য্য। কেবল বিতর্ক উৎপন্ন করিয়া সাংসারিক উন্নতি লাভ করিলে আচার্য্যত্ব-লাভ হয় না। গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে যাঁহারা আচার্য্যপদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্প্রদায়ের অনর্থসকল দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত।"

"ভক্তগণ ত্রিপ্রকার অর্থাৎ আচার-প্রধান ভক্ত, প্রচার-প্রধান ভক্ত ও আচার-প্রচার-প্রধান ভক্ত। উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ বিচার করিলে আচার-প্রচার সম্পন্নই সর্বশ্রেষ্ঠ। কেবল আচার-প্রধান ভক্ত—মধ্যম; কেবল প্রচার-প্রধান ভক্ত—কনিষ্ঠ। সাধুগণের ধর্ম-আচরণের নাম—আচার। সেই ধর্ম জগতে অন্য লোকের নিকট প্রচার করার নাম—প্রচার। আচার বা প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত হইতে গেলে প্রথমে সাধুগণের ধর্ম শিক্ষা করা আবশ্যক। শিক্ষা করত কেহ কেহ স্বয়ং আচার করিবার পূর্বেই প্রচার-কার্য্য করিতে থাকেন, তাহাতে যথেষ্ট ফল হয় না। স্বয়ং আচরণ না করিয়া ধর্ম প্রচার করিলে জগতে নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত হয়। ইতিহাসে এবং নরগণের বৈষয়িক চরিত্রে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ দেখা যাইতেছে।"—(সজ্জনতোষণী ৪র্থ খণ্ড ৩০০-৩১ পৃষ্ঠা)।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রচারকগণকে আরও বলিয়াছেন,—"দুষ্টমতকে শোধন করিবার যত্ন করিবেন। ইহাতে দুর্ত্ত ও তস্কর লোকের সহিত যদি মনোবাদ হয়, তাহাও শ্রীমহাপ্রভুর খাতিরে স্বীকার করিবেন। মহদ্ভেদ দুর্লভ। ইহার একদিনও যেন অপব্যয় না হয়। নিঃস্বার্থ না হইলে আচার্য্যাসন-প্রাপ্তির অধিকার হয় না।"

—(সজ্জনতোষণী ৪র্থ খণ্ড ১১৫-১১৬ পৃষ্ঠা)

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের আচার ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য সম্বন্ধে আজ হইতে ষোল বৎসর পূর্বে "আচার ও আচার্য্য"

নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাতে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ আচার্য্য-পদকে অনেক বিচার করিয়াছেন। উহাতে সামাজিক সম্মানই আচার্য্যের আচার্য্যত্বের নির্ণায়ক নহে, পরন্তু নিরপেক্ষ সদাচারই আচার্য্যত্বের পরিচায়ক—ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে :—

"প্রভুর সন্তান বলিয়া মাননীয় হইলেও পরমার্থ-বিরোধী হওয়ায় তাঁহাদিগকে শুদ্ধভক্তগণ আচার্য্যরূপে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা কেহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুর প্রেতশ্রাদ্ধ করিয়াছেন, কেহ বা পাকো-পাঙ্গামূলে অপরাধী বা মায়াবাদী। শ্রীবীরভদ্রপ্রভুর শিষ্যগণের নেড়ানেড়ী সম্প্রদায় বা বাউল আখ্যা চলিয়া আসিয়াছে। পরলোকগত কালীপ্রসন্ন সিংহের "হুতুম পেঁচার নক্সা"য় "কাঁধে ঝাড়ী বলরামে"র "শুকপ্রসাদীমত" প্রভৃতিসমূহে আরও ছিন্ন দেখা যায়। ... শ্রীশাক্যসিংহ গৌতম—বিষ্ণুদ্বেষী, বীরভদ্র প্রভুও বিষ্ণুদ্বেষী। ইঁহাদের শুদ্ধভক্তি হইতে যদি কেহ বিরুদ্ধ মত পাইয়া থাকেন, তাহা পারমার্থিক-সমাজে সম্মানের বস্তু হইলেও আদরের বা গ্রহণের বস্তু নহে। নেড়া-বাউল সম্প্রদায়ে বীরভদ্র প্রভুর দোহাই দিয়া অথবা তদ্বংশজাত পরিচয়ে যে-সকল উপধর্ম বা অপধর্ম সৃষ্ট হইয়াছে, তদ্দ্বারা আচার্য্য বা বিষ্ণুতত্ত্বের কখিত কথা হয় না।"

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের গৌড়ীয়-ভাষ্যে বলিয়াছেন —"ভগবান্ যখন উপদেষ্টকের পদবী গ্রহণ করিয়া জীবের নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করেন, তখন তিনি আচার্য্য-নামে অভিহিত। উপদেষ্টক আচার্য্যের অবমাননা করিলে বা তাঁহার সহিত শিষ্য বা শিক্ষার্থী আপনাকে সমজ্ঞান করিয়া তাঁহার সহিত অসূয়া বা স্পর্দ্ধা করিতে গেলে শিক্ষার্থী শিষ্যের শিক্ষকের প্রতি আস্থা না থাকায় ব্রত-সাফল্যের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং উদ্বিগ্ন শিষ্য গুরুর ন্যূন আশ্রয়জাতীয় ভগবদ্‌বোধে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে তদ্বজ্ঞানে বিধিমত পূজা করিবে। তাঁহাকে বিষয়জাতীয় ভগবান্ বলিয়া বিচার করিবার পরিবর্ত্তে বিষয়জাতীয় বিষ্ণুর সর্ব্বতোভাবে সেবনকারী আশ্রয়জাতীয় তত্ত্ব বলিয়া জানিতে হইবে।" —(ভাঃ ১১।১৭।২৭)

শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণবাচার্য্যের কর্ত্তব্য বলিয়াছেন,—

প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন॥
মন দুষ্ট হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
কৃষ্ণস্মৃতি বিনা হয় বিফল জীবন॥
লোকলজ্জা হয়, ধর্ম্মকীর্ত্তি হয় হানি।
ঐছে কর্ম্ম না করিহ কভু ইহা জানি'॥
এই শিক্ষা সবাকারে, মনে মনে কৈল।
আচার্য্য-গোসাঞি মনে আনন্দ পাইল॥
(চৈঃ চঃ অঃ ১২।৪০-৪৩)

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উক্ত পদ্যাবলীর অমৃতপ্রবাহভাষ্যে বলিয়াছেন—"বিষয়ীর অন্ন খাইলে চিত্ত দুষ্ট হয়। চিত্ত দুষ্ট হইলে কৃষ্ণস্মৃতি অভাবে জীবন বিফল হয়। সকল লোকের পক্ষে ইহা নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ ধর্ম্মাচার্য্যদিগের পক্ষে ইহা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। নামোপদেশ আচার্য্যের কর্ত্তব্য। কিন্তু অর্থ লইয়া যাঁহারা নামোপদেশকের কার্য্য করেন, তাঁহারা নামোপদেষ্টার যোগ্য নহেন, বরং অপরাধী। এরূপ কার্য্য করিলে তাঁহাদের লোকলজ্জা ও ধর্ম্মকীর্ত্তিতে অত্যন্ত হানি হয়।"

"অভ্যর্চিতব্যো ভগবান্" (ভাঃ ১১।৩।৩৮-৪১) প্রভৃতি শ্লোকে "ন হ্যেতানি ন সেব্যন্তে মুমুক্ষোঃ পুরুষস্য ক্বচিৎ। বিশেষতো ধর্ম্মশীলো রাজা লোকপতির্গুরুঃ" বাক্যে দ্যূত, মদ্যাদি সেবন, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বা স্ত্রী-আসক্তি, জীবহিংসা ও কনক এবং কনক হইতেই জাত মিথ্যা, অহঙ্কার, স্ত্রীসঙ্গতুল্য কাম, রজোমূলা হিংসা ও মত্সরতা—এই সকল কলিস্থান আত্মোন্নতিকামী পুরুষের, বিশেষতঃ লোকশিক্ষক আচার্য্যের পক্ষে সেবা করা সর্ব্বথা অনুচিত—ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

আচার্য্যের মহত্ত্ব শ্রীব্যাসদেব ও তদনুগত শ্রীবলদেব-চার্য্যাদি আচার্য্যগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

সকলাত্ত-প্রবৃত্তস্য সিদ্ধান্তার্থস্য তত্ত্ববিৎ।
সমুদ্ধরণহীনোঽপি হ্যাচার্য্যঃ স বিশিষ্যতে॥
যত্র বিষ্ণৌ পরা ভক্তির্যথা বিষ্ণৌ তথা গুরৌ।
স এবাচার্য্যতত্ত্বস্য সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে॥
—(হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র)

আচার্যস্তু হরেরিত্যাং সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতঃ।
শৌচাচারপরো নিত্যং পাষণ্ডকুলজিঘৃক্ষুঃ॥
—(মাৎস্য)

আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥
—(বায়ুপুরাণ)

অর্থাৎ—যিনি শাস্ত্রার্থ-বিষয়ক জ্ঞানে প্রযুক্ত এবং যিনি ভক্তিসিদ্ধান্তার্থের তত্ত্ববিৎ, তিনি অন্যান্য সমস্ত লক্ষণহীন হইলেও বিশেষরূপে আচার্য্য বলিয়া গণিত হইবেন। যাঁহার বিষ্ণুতে পরাভক্তি, বিষ্ণুর ন্যায় গুরুতেও যে পরাভক্তি, তাঁহাকেই 'আচার্য্য' বলিয়া জানিতে হইবে, ইহা আমরা কহিয়া বলিতেছি। আচার্য্য নিত্যকালই সর্ব্বদোষ-বর্জ্জিত, নিত্যশৌচাচারবিশিষ্ট ও পাষণ্ডকুলের প্রতি উদাসীন অর্থাৎ তাহাদের চাকচিক্য ও অলচ্ছটায় সদা হইতে অবিচলিত। যিনি শাস্ত্রের অর্থসমূহ সম্যগ্‌রূপে মন্থন করিয়া সকলকে আচারে স্থাপন করাইবার চেষ্টা করেন এবং স্বয়ং সেই সকল আচরণ করেন, তিনিই আচার্য্য-নামে কীর্ত্তিত হন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অনুভাষ্যে বলিয়াছেন,—"শ্রীভগবান্‌ই আচার্য্যরূপে শিষ্যের নিকট প্রকাশিত হন। শ্রীমদ্ আচার্য্যের আচরণে হরিসেবা ব্যতীত অন্য প্রসঙ্গ নাই। তিনি সাক্ষাৎ আশ্রয়বিগ্রহ। যদি কেহ হরিসেবা বিমুখ হইয়া আচার্য্যাভিমান করেন, তাহা হইলে তাঁহার দুরাচারকে কেহই সদাচার বলিয়া গ্রহণ করেন না। আচার্য্যের অমন্দ ভজনই তাঁহার ভগবৎপ্রকাশত্বের পরিচায়ক। লোকে অনন্দই হইয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণগণ আচার্য্যের দুষ্ট আচরণেও ঈর্ষা করেন। আচার্য্যদেব সেব্যের অভিন্নরাজ, সুতরাং তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিলে ভগবান্ ও তৎকৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া জীবের দুর্গতি হয়।"

আচার্য্য যদি আশ্রয়বিগ্রহের কৃপাশক্তিসঞ্চারিত একটি স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপারবিশেষই আচার্য্যকে কেহ গঠন, সংশোধন, অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না। গুরু বা আচার্য্যের শিক্ষাভিমানি-মাত্রেই সম্প্রদায়ৈক-রক্ষক আচার্য্য হইতে পারেন না। আচার্য্যদের যে-সকল নিত্যসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা তিনি প্রকাশ্যে প্রকাশ করিলেই একান্ত সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ আচার্য্য-কৃপায় আচার্য্যের স্বরূপ দর্শন করিতে পারেন। যুগে যুগে যে সকল শুষ্কতর্কিকপ্রবর আচার ও প্রচারকারী কৃষ্ণশক্তি-স্বরূপ আচার্য্যগণের অনুগত হইয়াছে, তাঁহারিগকে আশ্রয় করিয়া অনেকে আত্মোন্নতি লাভ করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ ভোগবুদ্ধিবশতঃ জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে আচার্য্য-পাদপদ্ম হইতে স্বতন্ত্র ও বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আচার্য্যের সহিত সমচিত্তত্ব-বিশিষ্ট অপ্রাকৃত ভজনশীল পুরুষ বিশেষে পূর্ব্বাচার্য্যগণের আচার্য্যত্ব প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা বহুজনসঙ্গী না হইয়া একজনকর্ত্তী সেই আচার্য্যের অনুগত হইয়াছেন, তাঁহারা 'আচার্য্যের গণ', 'মহাভাগবত' ও 'আচার্য্য-কৃপা-ভাজন' হইয়া অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসেবা লাভ করিয়াছেন। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের বহু শিষ্য থাকিলেও যাঁহারা একমাত্র আচার্য্যের চিত্তবৃত্তির সহিত একতাৎপর্য্যপর, একমাত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দের মতের অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহারাই 'আচার্য্যের গণ' ও মহাভাগবত হইতে পারিয়াছেন। স্বতন্ত্র হইয়া স্বমত-কল্পনাকারী ব্যক্তিগণের আচার্য্যত্ব ত' এই তাঁহারা আচার্য্যের গণ বলিয়াও বিবেচিত হইতে পারেন না, তাঁহারা অসার। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

প্রথমে ত' আচার্য্যের একমত গণ।
পাছে দুই মত হৈল দৈবের কারণ॥
কেহ ত' আচার্য্যের আজ্ঞায়, কেহ ত' স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে দৈব-পরতন্ত্র॥
আচার্য্যের মত যেই, সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি' চলে, সেই ত' অসার॥
যে যে লৈল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত।
সেই আচার্য্যের গণ—মহাভাগবত॥
সেই সেই,—আচার্য্যের কৃপার ভাজন।
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্য-চরণ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১২।৮-১০, ১৩-১৪)

—:০:—

লণ্ডনে শ্রীব্যাসপূজা

[পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের দ্বিষষ্টিবর্ষ-পূর্ত্তি-বাসরে গৌড়ীয়-সভাপতি মহামহোপদেশক পণ্ডিতবর শ্রীযুত অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা পণ্ডিত শ্রীযুত শিবদয়াল্‌ঘবিপ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ কর্ত্তৃক অনূদিত।]

উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলি ও মাতৃস্থানীয়া ভদ্রমহিলাগণ, আপনারা এই স্থান পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে যদি আপনাদের প্রতি আমার হৃদয়ের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করি, তাহা হইলে আমার পক্ষে উহা অত্যন্ত অসমীচীন কার্য্য হইবে। সুতরাং পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দ্বিষষ্টিবর্ষপূর্ত্তিবাসরে শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে আপনারা এত কষ্ট সহ্য করিয়াও যে এখানে আসিয়া আমাদের এই পূজার অনুষ্ঠানে যোগদানপূর্ব্বক আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন, সেই জন্য গৌড়ীয়মিশনের সভ্য-বৃন্দের পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদানকল্পে যত্ন চেষ্টা করিব, সেই জন্য আপনাদের নিকট কএক মুহূর্ত্ত সময় ভিক্ষা করিতেছি।

(অতঃপর সংস্কৃত শ্লোকটীর আবৃত্তিও তৎপর তাহার ইংরাজী অনুবাদ কীর্ত্তিত হয়।)

সজ্জনমণ্ডলি ও ভদ্রমহিলাগণ,

অদ্য সেই সর্ব্বশুভতমা গোবিন্দ সপ্তমী—যে তিথিতে আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ভাগীরথীর পুণ্যকেন্দ্র শ্রীপুরুষোত্তমধামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগে ভারতে শুদ্ধভক্তিস্রোতঃ পুনঃপ্রবাহের মূলপুরুষ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তৎকালে উক্ত পুরুষোত্তম-ধামে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের সেবাভার গ্রহণ করিয়া তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। সরস্বতী ঠাকুর যে গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্মীদেবীর পূর্ব্বপরিচয়ের সর্ব্বসম্পৎসমন্বিত ছিল। তিনি স্বতঃসিদ্ধ বিদ্বৎ সন্ন্যাসী, নিত্যসিদ্ধ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, সর্ব্বশাস্ত্রে পারঙ্গত এবং পরমার্থ জগতের সর্ব্বপ্রধান অধিনায়করূপে পূর্ব্বগগনে উদিত হইয়াছিলেন। তিনি জগতের বিভিন্নস্থানে তাঁহার কৃপালোকে উদ্ভাসিত বহু শিক্ষিত শিষ্য, ৬০টি প্রচার-কেন্দ্র, ছয়খানা সাময়িক পত্র এবং সমগ্র মানবজাতির চিরকল্যাণপ্রদায়ক বিভিন্ন ভাষায় রচিত বহু ধর্ম্মগ্রন্থ রাখিয়া গত নববর্ষের প্রথম প্রভাতে অন্তর্দ্ধান-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার অপ্রকটের মাত্র ছই মাস পূর্ব্বে তিনি আমাকে কৃপাপূর্ব্বক লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশনের ভারপ্রাপ্ত প্রচারকরূপে কার্য্য করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে আমি যেন আশ্রয়হীন হইয়া অপার সমুদ্রে পতিত হইয়াছি। সুতরাং পাশ্চাত্য-জগতে সাধ্য সেবা করিবার জন্য তাঁহার যে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার পরিপালনে আপনাদের সহানুভূতি ও সহযোগ প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্ব ও অমীমাংসনের কথা স্মরণ করিলে আমার অন্তরে যে ভাব উদিত হয়, তাহা বাক্যে প্রকাশ করিবার শক্তি আমার নাই। তাঁহার সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব, তদ্দ্বারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহাদের ধারণা কিছু উন্নীত হইবে না, আর যাঁহারা সেই সুযোগ পান নাই, তাঁহারাও আমার দুর্ব্বল ও অসম্পূর্ণ বাক্য হইতে তাঁহার সম্বন্ধে অতি অস্পষ্ট ধারণাই গ্রহণ করিবেন। সুতরাং, আমরা এই সুমেধতিথিতে তাঁহার শ্রীচরণে অকৃত্রিম ভক্তিপ্রীতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক যথাসম্ভব লাভবান্ হইবার চেষ্টা করি।

আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের নাম শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী। 'সরস্বতী' অপ্রাকৃত শব্দ বা পরম পূর্ণচিদ্ বেদধ্বনির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আমরা সনাতন শাস্ত্র পাঠে জানিতে পারি যে, বৈকুণ্ঠ-সরস্বতী প্রথমতঃ শ্রীনারায়ণের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া গুরুপরম্পরাক্রমে (সৃষ্টিকর্ত্তা) ব্রহ্মা, নারদ ও ব্যাসদেবের কর্ণ ও কণ্ঠসংযোগে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীব্যাসদেব সেই অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ শব্দের রূপগুলি স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া তাহা বেদ-পুরাণাদি নানা গ্রন্থাকারে রাখিয়া গিয়াছেন। যে মহাপুরুষগণের তাঁহাতে

আবিষ্কারহেতু তাহারা মনীষিগণ এই গর্ব অনুভব করেন, তাঁহারাই সেই বাক্যমুখনিঃসৃত বাইবেল পাঠ ক'রিয়া থাকেন।

শ্রুতি বা বেদ—যাহা 'বৈকুণ্ঠ'-শব্দ নামে অভিহিত, তাহা অপ্রাকৃত বস্তু আমার শ্রীগুরুদেবের কৃপাবারিসিক্ত শুদ্ধসত্ত্বতা-জন-বিশোভিত বিশুদ্ধ সত্ত্বে প্রকাশিত হন। সেই শুদ্ধা সত্ত্বস্থা পতিত জীব ও ভগবানের মধ্যবর্ত্তী হইয়া নিত্যকাল কাঁহারাজ-কল্পে অবস্থিত আছেন।

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ হইতে নিঃসৃত যে অপ্রাকৃত আলোকরশ্মি শ্রীগুরুদেব ও তদনুগত শুদ্ধভক্তগণ জগতে প্রকাশিত, তাঁহার অবাধ ধারা আমাদের শুদ্ধভাবপথে পূর্ণ ও অবিচ্ছিন্নভাবে সংরক্ষিত আছেন। সেই আলোক-স্তম্ভের এক কণাও যদি আমার এই পক্ষাঘাতযুক্ত সুপ্ত চেতনে পতিত হইয়া উহাকে প্রজ্বলিত করে, তাহা হইলে আমার জীবন সাফল্যমণ্ডিত হইল মনে করিব।

তাঁহার অন্তর্ধানে একটি সুবৃহৎ জ্যোতিষ্কের অস্তাচল ঘটিল। যদিও তাঁহার বিরহে আমরা নিতান্ত কাতর কিন্তু তাঁহার অস্তাচল পূর্ণ হইবার নহে, তথাপি আমরা যদি তাঁহার পদানুসরণপূর্ব্বক তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হই, যদি আমরা তাঁহার উজ্জ্বল আদর্শকে সম্মুখে ধরিয়া প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের জন্য আলোর সন্ধানে নিযুক্ত হই, তাহা হইলে এখনও আমরা তাঁহাকে আমাদের হৃদয়ে বিরাজিত দেখিতে পাইব।

আমাদের গুরুদেব এক অভিনবর্ত্তা মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহাকে অপ্রাকৃতবীর-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা যায়। তাঁহার বীরত্ব তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতায়। জাগতিক সৈনিক পুরুষের ন্যায় কোন চাঞ্চল্যকর কার্য্যে প্রলোভিত হইয়া তাঁহার জীবন প্রকাশিত হয় নাই, অথবা জাগতিক প্রতি-পক্ষ-দলনকার্য্যে তাঁহার চেষ্টা ব্যয়িত হয় নাই। তাঁহার বীরত্বের প্রকাশস্থল ভগবৎসেবার অনুকূলে বহান্ স্বার্থ-ত্যাগে ও অসীম সহিষ্ণুতায়।

জাগতিক সম্মানের চিহ্নস্বরূপ তাঁহার বক্ষোপরি কোন নক্ষত্র-প্রতিকৃতি শোভিত হয় নাই, অথবা তাঁহার মস্তকোপরি জাগতিক নায়কোচিত কোন পতাকা উড্ডীন হয় নাই। আবার তাঁহার প্রপঞ্চলীলা-সংগোপন-কালেও তাঁহার প্রতি কোন জাতীয় সম্মান প্রদর্শিত হয় নাই, অথবা জাঁক-জমক করিয়া তাঁহার বিরহ-বেদনা বিজ্ঞাপিত হয় নাই। তাঁহার অন্তর্ধান কেবল 'দিবাদৃষ্টিবিশিষ্ট' ও শুদ্ধ ভক্তগণের বিপ্রলম্ভাঙ্ক-দ্বারা সম্মানিত হইয়াছে।

আমাদের গুরুদেব ছিলেন নিত্যমুক্ত মহাপুরুষ। বৈকুণ্ঠ রাজ্যের সংবাদ লইয়া এবং ভগবদ্ভক্তির পতাকাটী কুরুক্ষেত্র বিতরণের জন্য তিনি কৃপাপূর্ব্বক এ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

মানব-হিতৈষিতা বা ধর্ম্ম বলিয়া যে-সকল চিন্তাধারা বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য জগতে প্রচলিত আছে, তাহা কেবল মানবের দৈহিক যন্ত্রণার সাময়িক লাঘবের সচেষ্টা মাত্র। কিন্তু তাহাদের কোনটিই সকল যন্ত্রণার মূলীভূত কারণের সন্ধান দেয় না। জন-সাধারণের নিকট এই হিতৈষিতা খুব বড় বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু বিরল-সংখ্যক আছেন—যাঁহারা জনমতকেই সত্যনির্ণয়ের পরিমাপক বলিয়া জ্ঞান করেন না।

যে-সকল প্রতিষ্ঠান চেতনের উদ্বোধনের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল দৈহিক সুখ সাধনের জন্য ব্যস্ত, তাঁহারা পরিণামে সকলকে দাসত্বশৃঙ্খলে জোরী করিয়া দিবেন। সকল দোষের আকর স্থান নির্ণীত না হইলে কোনপ্রকার সংস্কার বা উন্নতির কার্য্যই বাস্তবকল্যাণ সাধনে সমর্থ হয় না। সুতরাং আমাদের সর্ব্বদোষের মূল স্থানে কুঠারাঘাত করা প্রয়োজন। অবিদ্যাই উহার মূল। উহা দূর করিবার একমাত্র উপায় চেতনের বৃত্তির অনুশীলন। চেতন আত্মা দেহ ও মন হইতে পৃথক্ বস্তু। যখন আত্মাকে দেহ ও মন হইতে পৃথক্ বলিয়া উপলব্ধি হইবে তখনই অবিদ্যা নিবৃত্ত হইবে। আমরা বর্ত্তমানে দেহ ও মনকে আত্মার সহিত একীভূত করিয়া ফেলিতে চাই। সেইজন্য বাস্তব ধর্ম্মের উদ্দেশ্য আত্মাকে তাহার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা। মায়িক জগতে দেহ ও মনের কার্য্য যেপ্রকার প্রতিষ্ঠিত হয়, চেতনের ভূমিকায় আত্মার বৃত্তি তদ্রূপ লাভিত হয় না। এই মায়াকে অন্য কোন প্রকারেই ছাড়ান বা জয় করা যায় না, তত্ত্বোপলব্ধ কোন মহাপুরুষের আনুগত্যে থাকিয়া ভগবদ্ভক্তি-যাজন-দ্বারাই মাত্র এই দুরূহ ভাব অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত ভূমিকায় উপনীত হওয়া যায়।

অতএব এই শুভমুহূর্ত্তে শ্রীল প্রভুপাদের সেই বাণী,

যায়। তিনি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া অতি দুরূহভাবে কীর্ত্তন করিতেন, তাহা একটি অনুধাবনীয় বিষয়। তিনি বলিতেন, যেমন কেন্দ্র হইতে বিচ্যুত হইলে বৃত্তের আকৃতি বিকৃত কিম্বাকার হইয়া যায়, সেই প্রকার সকলের কেন্দ্রস্থল পরম প্রেমের বস্তু শ্রীভগবানের পাদপদ্ম হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হইলে সকল প্রকার দুর্নীতি, বিশৃঙ্খলা ও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

আত্মার অনুশীলন ব্যতীত আমাদের নিত্য কল্যাণ লাভের আর কোন উপায় নাই। ইহা ব্যতীত সকল প্রকার চেষ্টাই অন্ধ কপর্দ্দক তুল্য। যেমন কেন্দ্রহীন বৃত্তাঙ্কন-চেষ্টা নিরর্থক, অথবা এক (Integer) ব্যতীত যেমন কোটি কোটি শূন্যেরও (Zero) কোন মূল্য নাই, তদ্রূপ এক অদ্বিতীয় প্রেমময় পরমপুরুষ ভগবানের সেবায় প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া যে-কেহ যত প্রকার বৃহৎ চেষ্টাই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, নিত্যকল্যাণ-বিচারে তাহাদের কোনই মূল্য নাই। ভগবৎপ্রসঙ্গ ব্যতীত উত্তর বিষয়ে মন অভিনিবিষ্ট হইলেই মহা বিপদ্। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইতর বিষয়ের দিকেই জগতের লোক প্রধাবিত। শ্রীল প্রভুপাদ মানব-জাতিকে এই পতনের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত ছিলেন।

অমৈশ্বর্য্যাক্রান্ত ই আমাদিগকে অভিমানী ও নানাপ্রকার বিপুল বল করিয়া রেখ এবং উহারা আমাদের চেতন-রাজ্যের দিকে অগ্রসরের পথে বিষম অন্তরায়। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের চরিত্রে ইহার ঠিক বিপরীত ফল দেখিতে পাই। যদিও অমৈশ্বর্য্যাদি তাঁহার পূর্ণমাত্রায় ছিল, তথাপি তাঁহাতে কোনপ্রকার দোষ স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি কি-প্রকার কঠোরতা সহ্য করিয়া, কি প্রকার বিপদ্ বরণ করিয়া তাঁহার গৌরবময় ধর্ম-জীবন যাপন করিয়াছেন এবং লোকলোচনের অন্তরালে কি প্রকার ভগবৎ প্রেমে বিভাবিত থাকিয়া মানবজাতির নিকট এক উজ্জ্বল আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার অনুসরণের চেষ্টা করিলে বাস্তবিকই লাভবান্ হওয়া যায়। যে-কালে মার্টিন লুথার য়ুরোপে ধর্ম্মসংস্কার-কার্য্যে প্রবৃত্ত ছিলেন, সেই সময়েই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব প্রেমধর্ম্মের বার্ত্তা লইয়া ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আমাদের গুরুদেব সেই প্রেমভক্তির আলোক বিতরণের জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

আমাদের ধর্ম্মসাহিত্য এক আশ্চর্য্য সমৃদ্ধ বিশেষ। ইহার বিকৃত অনুশীলনে বহু বহু অনুশাসন লুক্কায়িত আছে। যদি কেহ ভয়রাহিত লাভ করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-নিঃসৃত বাণিকা হইতে সেই অপ্রাকৃত সাহিত্য-ই তাঁহাদের পাঠোপযোগী প্রণালীতে নিরন্তর হইতে হইবে। তাহা হইলে বেদবর্ণিত ভগবৎপ্রেম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু-যাহা কেবল মানবজাতির নহে, সমগ্র জ্ঞেয়-জগতের পরম-প্রয়োজনীয় বস্তু, তাহার সন্ধান তিনি পাইবেন। আমাদের-শ্রীগুরুদেব ভগবৎপ্রেমের মূর্ত্তবিগ্রহ ছিলেন।

তাঁহার অপ্রকটের মাত্র মাসের অন্তরে সমাগত তাঁহার এই শুভ আবির্ভাবতিথিতে আমার একটি মাত্র সান্ত্বনার বিষয় এই যে, এই চেতন বিগ্রহের, এই অপ্রাকৃত বীরের মৃত্যু নাই। তিনি কেবল আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে গমন করেন। সূর্য্যদেব যে-প্রকারে আকাশে উদিত হইয়া পুনরায় তাঁহার অভাবে তমসাচ্ছন্ন সুদূর পশ্চিমে আলোক বিতরণের জন্য অস্তমিত হন, শ্রীগুরুদেবের তিরোধানও সেই প্রকার। সুতরাং সূর্য্যসদৃশ আমাদের গুরুপাদপদ্ম পুনরায় সুদূর পাশ্চাত্য এই দেশে শুদ্ধা সরস্বতী বা বৈকুণ্ঠ শব্দরূপে আবির্ভূত হইতে পারেন, এইরূপ আশাবদ্ধ আমরা হৃদয়ে পোষণ করিতে পারি। এই অপ্রাকৃত শব্দই বাস্তব সত্যের মূল। এই মূল হইতেই বাস্তববস্তুর প্রসার। ভারতবর্ষে এই সত্যের ধারা অনাদিকাল হইতে গুরু-পরম্পরা-ক্রমে অক্ষুণ্ণভাবে সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। গুরুবর্গ ভগবৎপ্রেরিত বস্তু—তাঁহারা নিত্যজন। তাঁহাদের প্রতিমুহূর্ত্ত ভগবৎসেবায় নিযুক্ত এবং তাঁহাদের আচার ও প্রচারে কখনই কোন অনৈক্য দৃষ্ট হয় না। তাঁহাদের মুখনিঃসৃত শব্দই তাঁহাদের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ এবং তাঁহারাও সেইপ্রকার অপ্রাকৃত, তাঁহাদের উচ্চারিত শব্দও তদ্রূপ অপ্রাকৃত। সুতরাং ভগবানের কৃপায় এই আত্মা-দ্বারা, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, আর্থিক বা সামাজিক কোন সমস্যা-দ্বারা বিপর্য্যস্ত হইবার নহে। সেই জন্য ভারতবর্ষের একটি বিশেষ গর্ব্বের বিষয় এই যে, তথা হইতে সমগ্রজগতে ধর্ম্মবিষয়ে আলোক-প্রদানের মত সামগ্রী তথায় অদ্যাপি বর্ত্তমান। সেই দান গ্রহণ করিতে হইলে

অবশ্য পূর্ব্ব সাক্ষাৎকে অগ্রসরাইয়া রাখিলে চলিবে না, ঐরূপ করিলে পরাপরাপ্তি লাভের পথ রুদ্ধ হইয়া থাকিবে। আমাদের গুরুদেব বস্তুতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবৎসেবক—মহন্তম ছিলেন।

যিনি মহত্তমপাদপদ্মের আশ্রয় যাচ্ঞা কেবল নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির মনোধর্ম্ম অতিক্রম করিতে চাহেন, তিনি বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া কিংবা উর্দ্ধে আরোহণ করিলেও তথা হইতে অধঃপতিত হন। কোন সোপানাদি-সাহায্যে আরোহণকারী কোন ব্যক্তি অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিতে না করিতেই যদি উহাকে পরপারাপ্তি করা হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির যে-প্রকার গতি হয়, গুরুপাদাশ্রয়বিহীন ব্যক্তিরও সেই-গতি লাভ হইয়া থাকে। সেই জন্য বর্ত্তমান রুদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে আমাদের পূর্ব্ব অর্জ্জিত বহু বিষয় ভুলিয়া যাইতে হইবে, এবং শুদ্ধ ভক্তের সন্নিধানে আসিয়া তাঁহাদের মুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিতে হইবে। তাঁহারাই আমাদের মুগ্ধচেতনকে আপরিত করিয়া গন্তব্য-স্থানে পৌঁছাইয়া দিতে সমর্থ।

[আগামী বারে সমাপ্য]

——:০:——

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-দশমাধস্তনাষষ্টিতম শ্রীমদ্ভক্তিমাধবগৌড়ীয়-সম্প্রদায়-সংরক্ষক মহামহোপদেশক সহজপরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পদ্মবিদ্যাভূষণ প্রভুর "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটে" শুভাগমনোপলক্ষে—

অভিনন্দন-পত্র

হে পতিতপাবন প্রভো! আজ আপনি আমাদিগের প্রতি কৃপা বিতরণের জন্য এই 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটে' আগমন করিয়াছেন। তাই ইহা আমাদের চিরস্মরণীয় মহাসৌভাগ্যের দিন।

হে পরমকৃপাময় আচার্য্যদেব! যখন গৌড়ীয়াচার্য্যাকাশের মুকুটপ্রেষ্ঠ পরমহংসকুলচূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ বিশ্ববাসীকে এবং গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণকে বিরহ-সাগরে নিমগ্ন করিয়া অপ্রকটলীলায় প্রবেশ করিলেন, তখন আপনি জগতের দুর্ভাগ্য দর্শন করিয়া কৃপাপূর্ব্বক আচার্য্যরূপে গৌড়ীয়গগনে উদিত হইলেন। যেমন রাজাসন এক মুহূর্ত্তও শূন্য থাকিলে রাজ্যমধ্যে অরাজকতা দেখা দেয়, সেই প্রকার জগতে আচার্য্য না থাকিলে অভক্তির তাণ্ডবনৃত্য দেখা যায়। আপনি অভক্তির সেই তাণ্ডবনৃত্য বিনাশকারী। তাই আপনার শুভাগমন আজ সমগ্র বিশ্ববাসীকে অপার আনন্দ দান করিতেছে।

হে প্রভুপাদশ্রেষ্ঠ! আপনিই শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশক্তিসঞ্চারিত যথার্থ স্নেহবিগ্রহ। আপনি কৃপা করিয়া তাঁহার মহিমা অনন্তমুখে জগতে বিশেষভাবে জানাইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের সেই নিত্যসঙ্গী ও নিত্যপার্ষদ আপনি। আপনি তাঁহার অনুভাষ্য, 'গৌড়ীয়' প্রভৃতি গ্রন্থের গ্রন্থ-নিবন্ধ-প্রকাশের একমাত্র সহায়ক ও প্রচারক। এতাদৃশ গুরুসেবাপরায়ণ ব্রহ্মচারীর অভিনয় করিলেও আপনি পরমহংসকুলবর্য্য শ্রীমদ্ভক্তপদ্মাকরের মনোহভীষ্ট-প্রচারকারী এবং আত্মস্থ হরিভক্তিপরায়ণ ও সহজ-পরমহংস।

হে সিদ্ধান্তবিগ্রহ! কৃষ্ণের কথা যেই প্রকার সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, সেই প্রকার শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর সাক্ষাৎ সিদ্ধান্তবিগ্রহ আপনি। এই ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর ভাণ্ডার যা গৌড়সরস্বতীর বীণাযন্ত্র আপনি। আমরা সেই বাণী-সেবার অভিলাষী।

হে আচার্য্যদেব! কি প্রকারে গুরুপূজা বা ব্যাসপূজা করিতে হয় সেই শিক্ষার একমাত্র আদর্শপ্রদর্শক এবং প্রথম প্রবর্ত্তক আপনি। জানিনা কত যুগ-যুগান্তরের সুকৃতিফলে এই 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটে' অধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি কেবল আপনার আকর্ষণী শক্তিতে। নতুবা আজ জগতের কোন্ বহির্মুখ

গৌড়ে ভাসিয়া যাইতাম, কে জানিত? আমাদের মঙ্গলার্থ আপনি সতত চেষ্টিত। তাই আপনি আমাদিগকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-বন্দনায় আদেশ করিয়াছেন। সেই বন্দনা-গানের চেষ্টাও আপনি। আপনার চরিত্রেমাধুর্য জগতে প্রতিমুহূর্তে সরল দৈন্যের, সহিষ্ণুতার, অমানি-মানদত্বের ও সৌজন্যের আদর্শ প্রদর্শন করিতেছে। শ্রীরূপ হইতে গুরুপরম্পরায় যাঁহারা অবস্থিত, আপনি তাঁহাদের অতিপ্রিয়তম এবং তাঁহারা সকলেই আপনার হৃদয়ের ধন। তাই আপনার অন্তর্ধানে যা আমাদের তাঁহারা অন্তর্হিত হন।

হে ভুবনমঙ্গল গুরুদেব! আপনি অসৎসঙ্গবর্জন এবং সৎসঙ্গকরণের বার্তা প্রচার করিতেছেন। কি গৃহস্থ, কি সন্ন্যাসী, কি গৃহস্থ সকলেই আপনাকে নিষ্কপটতার সহিত স্বীয় হৃদয়ে উপাসন প্রদান করিয়াছেন ও করিতেছেন। তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ও নিরপেক্ষতার মূর্তবিগ্রহ, যাঁহার আদর্শ ও গুরুসেবাপ্রাপ্ততা দেখিয়া সকলেই শ্রীল প্রভুপাদের অপার করুণা ও আচার্যের ভগবত্তায় দৃঢ় বিশ্বস্ত, যিনি জীবের সকল সংশয় ও সন্দেহ নিরাকরণ করিয়া অন্ধবাদের খণ্ডন করিতে মহাবাগ্মী মহাপণ্ডিত, যিনি জগতে ভক্তিবিরুদ্ধমতে গুরুত্বের ইচ্ছার প্রকটিত, যাঁহার সিদ্ধান্ত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সিদ্ধান্ত বলিয়াই সকলে চিরকাল মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন, যাঁহার স্থাপিত বা মীমাংসিত সিদ্ধান্ত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ চিরদিন অনুমোদন করিয়াছেন, যিনি পরমার্থতের আদর্শ, যাঁহার অটল আদর্শ বহু চঞ্চল ও অস্থির জীবকে পরমার্থপথের পথে আকর্ষণ করিয়াছে, যাঁহার সেবাপ্রাপ্ততার আকর্ষণী শক্তি অপূর্ব, গুরুত্বের প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষাব্যতীত গুরুপ্রতিষ্ঠাশার লেশমাত্র যাঁহার হৃদয়ে নাই ও যিনি তাঁহার সাধনীয় নিধনের যোগ্যতম অনুসরণকারী সেই ত্রিদণ্ডিযতিকুলচূড়ামণি-শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সংরক্ষক আপনি। আপনি তাঁহার শ্রীল প্রভুপাদের অনুসরণকারী। গৌড়ীয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"ইনি বিশ্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিবেন" এবং শ্রীল প্রভুপাদও যাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"ইনি শ্রীমদ্ভাগবতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং আমি এই জগৎ হইতে চলিয়া গেলেও কোন দুঃখ নাই, কারণ ইনি আমার কথার আচারবান্ প্রচারকারী। ইনিই জগতে শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার করিবেন"। আপনিই সেই সর্বজনপূজ্য মহাজন। যাঁহারা সেবার দোহাই দিয়া অন্য কিছু চাহেন সেই কপট ব্যক্তিগণের নিকট আপনি বজ্রাদপি কঠোর ও কুসুমকোমল।

হে অপ্রাকৃত নিত্যগুরু! জগতে শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত প্রদান করিবার জন্য আপনি নানাপ্রকারে সতত চেষ্টিত থাকিয়া অনুগত জনগণকেও প্রেরণা প্রদান করিতেছেন। আপনিই নিজীব কণ্ঠে ওজ বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির বেদে সতমুখে বর্ণন করিয়া এবং পরবিদ্যার পরানন্দবাদকুল ও সঙ্কল্পেরের সংস্থাপন করিয়া শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মে জীবগণকে নিত্য আকর্ষণ করিতেছেন।

হে নিত্যকল্যাণ-মহাবাদান্যপ্রবর অদোষদর্শিন্ প্রভো! শ্রীগুরুত্বের আদরের বস্তু আপনি। আপনার অপ্রাকৃত অনন্তগুণাবলীর বর্ণনা করিবার মত শক্তি, ভাষা ও যোগ্যতা আমাদের মত অধম কীটের নাই। যাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা পাইয়াছেন তাঁহাদের মুখে আপনি তিনি এবং তাঁহার অনুসরণপরই আপনার গুণাবলী কীর্তন করিতে সমর্থ। তবে আপনি যেন আমাদিগকে কোনও কালে আপনার কৃতাঞ্জলিপুটে বলিয়া তাঁহার করতঃ আপনার সেবায় নিযুক্ত করেন, এই আকাঙ্ক্ষা লইয়াই আমরা অন্তরাত্মার অভিব্যক্তি করিতে পারি—ইহাই আপনার শ্রীচরণে এই হীনদীন অজ্ঞান বালকদিগের একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীধাম মায়াপুর।
১৩ই ফাল্গুন ১৪০০, শুক্রবার।

তবদীয় নিত্যসেবকৃপাপ্রার্থী—
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের ছাত্রনিবাসের ছাত্রবৃন্দ।

বিবিধ সংবাদ

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান আচার্য্যপ্রবর শ্রীমদ্ ভক্তি-বেদান্ত পরিব্রাজকপ্রবর প্রভুপাদ গত ১৮ই এপ্রিল (১৯৩৭) রবিবার শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিবার কথা ছিল; কিন্তু আচার্য্যদেবের অসুস্থতা অনিবার্য্য কারণবশতঃ তাঁহার উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

শ্রীআচার্য্যদেব গত ১১ই মার্চ্চ (১৯৩৭) হইতে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থানপূর্ব্বক নিজস্ব ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়া মুমুক্ষুগণকে সেবা-প্রবণা উৎসাহিত করিতেছেন। শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবরাজসভার বার্ষিকী মঠের সেবকবৃন্দ বিভিন্ন-ভাষায় শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে

শ্রীআচার্য্য-অভিনন্দন সভা

গত ১৮ই এপ্রিল (১৯৩৭), ৩রা বৈশাখ (১৩৪৪) রবিবার অপরাহ্ণে শ্রীধাম মায়াপুর-ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজকপ্রবর প্রভুকে তাঁহাদের বিদ্যালয়ে আহ্বান করিয়া অভিনন্দন প্রদান করেন। ছাত্রবৃন্দকে বিদ্যালয়ের পুষ্পবিকীর্ণ প্রাঙ্গণে একটি মহতী সভা অধিবেশন হয়। বিদ্যালয়ের সভামণ্ডপ, আচার্য্যের আসনাদি অতি সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছিল। আচার্য্যদেব সভায় উপস্থিত হইয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনির মধ্যে সভাধিপতির অনুরোধে কৃপাপূর্ব্বক সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ভক্তিবিধি বি-এল মহোদয় তাঁহার গলদেশে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন, এই সময়ে একটি আলোক চিত্র গ্রহণ করা হয়। তৎপর কার্য্যারম্ভে উক্ত স্কুলের প্রধান পণ্ডিত উপদেষ্টা শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ স্মৃতিতীর্থ কাব্য-পুরাণ-ব্যাকরণ-তীর্থ ভক্তিরত্নাকর "শ্রীগুরুচরণপদ্ম" এই স্বরচিত সঙ্গীতটি কীর্ত্তন করিলে শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাপ্রাপ্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ (শ্রীমঠ পাক্ষিক পত্রিকার সম্পাদিকায়ী) শ্রীআচার্য্য পাদপদ্ম বন্দনা-সূচক একটি সংস্কৃত অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। অতঃপর প্রধান শিক্ষক মহোদয় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতাচ্ছলে শিক্ষকমণ্ডলীর পক্ষ হইতে ইংরাজী ভাষায় প্রদত্ত অভিনন্দনটি পাঠ করিলে ছাত্রবৃন্দের পক্ষ হইতে দুইটি বঙ্গভাষায়, একটি উৎকল ভাষায় ও একটি হিন্দি ভাষায় লিখিত অভিনন্দন-পত্র পাঠ করা হয়। অতঃপর পরমারাধ্য আচার্য্যদেব বৈরাগ্যাপনমুখে একটি গবেষণাপূর্ণ অভিভাষণ প্রদান করেন, এই সময়ে ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কৃষ্ণনগর হইতে কতিপয় শিক্ষিত সজ্জনসহ সভায় যোগদান করেন। শ্রীআচার্য্যদেবের অভিভাষণের পর স্কুলের হ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত রাধারুষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বি-এ মহোদয় আন্তরিক-প্রকাশমুখে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনন্তর হেড্ পণ্ডিত মহাশয়ের মঙ্গলাচরণে 'যশোমতী নন্দন' গীতিটী কীর্ত্তিত হইলে সভাভঙ্গ হয়।

সভাভঙ্গের পর সমবেত সজ্জন, শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দকে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়।

ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে পাক্ষিক্যাখ্যা

নবমবর্ষে ১৩৪৪) বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে ঢাকায় নবনির্ম্মিত শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠাভ্যন্তরে 'গৌড়ীয়' সম্পাদক প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর 'শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু' ও 'শ্রীউপদেশামৃত' ব্যাখ্যা করিতেছেন।

শ্রীগৌরগদাধরমঠে শ্রীরামনবমী উৎসব

গত ১২শে এপ্রিল (১৯৩৭), ৮ই বৈশাখ (১৩৪৪) সোমবার শ্রীধাম নবদ্বীপমণ্ডলান্তর্গত চম্পাহাটী গ্রামীয় শ্রীগৌরগদাধরমঠে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় শ্রীরাম-নবমী উৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ, মাধবাদ্রি শ্রীযোগমন্দিরে, বাউলিয়া শ্রীমধ্বগৌড় গৌড়ীয়মঠ, বিদ্যানগর শ্রীনার্ত্তোষ গৌড়ীয়মঠ প্রভৃতি মঠের সেবকগণ উক্ত উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্নারি তত্ত্বের শ্রীগৌর-নিন্দার কথা কীর্ত্তনমুখে শ্রীভগবান্ মাধবেন্দ্রের লীলা বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করেন। উৎসবের অধিবাসদিবসে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন হইয়াছে।

—— ১০: ——

চয়ন

গৌড়ীয়মিশনের নূতন আচার্য্য

["আনন্দবাজার"—১৩ই চৈত্র, ১৩৪০ রবিবারের সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

(সংবাদদাতার তার)

কৃষ্ণনগর—২৭শে মার্চ্চ

গত ২৬শে মার্চ্চ নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরে গৌড়ীয়-মিশনের কর্তৃপক্ষ পরমভক্তে শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের তিরোধান-হেতু তাঁহার স্থলে মহা-মহোপদেশক শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকে উক্ত মিশনের আচার্য্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজকে উক্ত মিশনের চেয়ারম্যান এবং শ্রীযুত কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিসুহৃদকে সেক্রেটারী ঘোষণা করা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মিশনের আচার্য্য মনোনয়ন

["অমৃতবাজার" ১৩ই চৈত্র, ১৩৪০ রবিবারের সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

কৃষ্ণনগর, ২৭শে মার্চ্চ।

মহামহোপদেশক শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু, গৌড়ীয়মিশনকর্তৃক পরলোকগত পরমহংস শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের স্থলে মিশনের আচার্য্য ঘোষিত হইয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ এবং মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন যথাক্রমে সভাপতি এবং সম্পাদক মনোনীত হইয়াছেন। —এ, নি:

গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য

শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণপ্রভু

["আনন্দবাজার" ১৪ই বৈশাখ, ১৩৪০ রবিবারের সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অপ্রকটের পর শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু বর্ত্তমানে গৌড়ীয়মঠের আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইনি ১৯১১ সালে গৌড়ীয়মঠে প্রবেশ করেন। ইনি আজন্ম ব্রহ্মচারী এবং যৌবনে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর নিকট শিক্ষালাভ করেন। ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত প্রভৃতি কয়েকটি ভাষায় ইনি সুপণ্ডিত ব্যক্তি। ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভু অপ্রকটকালে তিনি অনন্তবাসুদেব প্রভুকে হরিকথাকীর্ত্তন, প্রচারকার্য্যের ভার প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

—— ১০: ——

প্রচার প্রসঙ্গ

কাঞ্চরাপাড়ে প্রচারোৎসব

[আমাদের প্রেরিত]

গত ১৩ই এপ্রিল হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রচারক শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক বন, শ্রীপাদ পাঁচুগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী এবং শ্রীপাদ সত্যবাক্যব্যবহার ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে লইয়া কাঞ্চরাপাড়ে সদলে আগমন করেন।

স্থানীয় ভক্তপুরুষ কেশবচন্দ্র বড়ুয়াবাহাদুর প্রমুখ

এম্, পন্থর মহোদয়ের সহিত শ্রীপাদ বন মহারাজের 'বিরাগ এবং বিরাগের তাৎপর্য্য' সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

পরদিবস স্থানীয় প্রধান ব্যবসায়ী মিঃ এ, টি, বেবরাজ মুদলিয়ার মহোদয়ের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

এতদ্ব্যতীত প্রচারকগণ গভর্ণমেণ্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ টি, কে, ডোরাইস্বামী; দেওয়ান বাহাদুর বেঙ্কটরাম আইয়ার; আর, কে, বেঙ্কটেসম্ চেট্টিয়ার, পঞ্চায়েৎ প্রেসিডেণ্ট; ডি, এস, সেলোটিয়া; কে, ইয়াপ্পের প্রভৃতি স্থানের প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীদের সহিত আলাপ করেন।

শ্রীপাদ সি, ভি, কৃষ্ণস্বামী আইয়ার ভক্তিকেন্দ্র প্রভু সর্ব্বতোভাবে প্রচারকগণের বিশেষ সাহায্য করিতেছেন; এজন্য বৈষ্ণবসমাজ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

গত ২০শে এপ্রিল তারিখে শ্রীপাদ বন মহারাজ ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের বিশেষজ্ঞ মিঃ বেঙ্কটরামাণ আইয়ার মহোদয়ের সহিত হরিকথা আলাপ করেন।

ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মিঃ ডি, সি, রিলিডিচ্ পাউণ্ডার মহোদয় প্রচারকগণের সহিত দুইদিন আলাপ করিয়া বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন।

এখানে সকলেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন। বিশেষতঃ স্থানীয় প্রধান উকিল মিঃ সদাশিব আইয়ার মহোদয়ের চেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়।

গত ২২শে এপ্রিল শ্রীপাদ বন মহারাজ কোয়েম্বেটোর মেটারথে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দার্শনিক সিদ্ধান্ত" সম্বন্ধে, রবিবার ২৪শে এপ্রিল শ্রীপাদ সত্যব্রতসখা ব্রহ্মচারী স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলে "শ্রীচৈতন্য ও দক্ষিণভারত" সম্বন্ধে এবং ২৬শে এপ্রিল শ্রীপাদ ভক্তিকৃত ব্রহ্মচারী "হিন্দুধর্ম্ম ও ভগবদ্ভারত" সম্বন্ধে স্থানীয় থিওসফিক্যাল সোসাইটী হলে বক্তৃতা করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ গত ৩১।৩।০৬ হইতে ১০।৪।০৬ পর্য্যন্ত গয়ার ডাকার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীনাথ মিত্র জমিদার, চেয়ারম্যান ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সজ্জনগণের ভবনে ও গয়া-গৌড়ীয় মঠে পাঠ ও বক্তৃতাদি করেন, অতঃপর তথা হইতে ১৪।৪।০৬ মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ীতে আসিয়াছেন। ১২।৪।০৬ পর্য্যন্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজসহ কেশিয়াড়ী ও মোহিষীতে শ্রীযুক্ত ভাবগ্রাহী অধিকারী, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ বড়ুয়া, শ্রীযুক্ত বিশ্বচন্দ্র বড়ুয়া, শ্রীযুক্ত হরিদাস বড়ুয়া, শ্রীযুক্ত মহেশদাস মেষপাল ও শ্রীযুক্ত ভবনাথ প্রমুখ সজ্জনবৃন্দের গৃহে পাঠ-বক্তৃতাদি করেন। অতঃপর কএকস্থানে প্রচার-কার্য্য করিয়া স্বামীজীসহ গত ৪র্থা জানুয়ারী ১৯০৭ কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছেন পুনরায় ৪ই জানুয়ারী মেদিনীপুর যাত্রা করেন এবং তথায় ৭।১।০৭ হইতে ১৩।১।০৭ পর্য্যন্ত কুলাসিনী, কাঁকাড়, লছীপুর, আমিয়াপাল, কুসমেড়িয়া, কোমাটা, বড় বজবজাটী, হরকালী, নাবসা, সিংপুর ও অমরি প্রভৃতি স্থানে হরিকথা প্রচার করেন। অনন্তর শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ ১৭ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়া ১৯।২।০৭ ঢাকা যাত্রা করেন এবং তথায় শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসবে যোগদান করিয়া ৭ই মার্চ্চ কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক পুনরায় ৮ই মার্চ্চ রাত্রিতে যাত্রা করেন। অনন্তর তথা হইতে ২৪।৩।০৭ কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক ঐ দিবসই শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করেন এবং শ্রীগৌর-জন্মোৎসবে যোগদান করিয়া ২৯।৩।০৭ চাকদহ হইয়া কলিকাতা আসিয়াছেন। অতঃপর গত ৩১।৩।০৭ তারিখে স্বামীজী মেদিনীপুর সকলে প্রচার-কার্য্যের জন্য রওনা হইয়াছেন।

গত ৩১শে মার্চ্চ হইতে ২রা এপ্রিল পর্য্যন্ত মেদিনীপুর জেলার ডিসেন্স জমিদার শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র ঘোষ এম্, এ, ভবনে সার্ব্বভৌম-উপাখ্যান পাঠ ও ভাষায় তদনুসরণের বিচিত্র লীলার কথা বক্তৃতা করিয়া তিনি ৩রা এপ্রিল অপরাহ্ণে খড়্গপুর শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী উকিলমহাশয়ের গৃহে যাত্রা করিয়াছেন।

গত ২৬শে এপ্রিল (১৯০৭) তারিখে "শ্রীমায়াপুরে" (Sree Mayapur) টেলিগ্রাফ অফিস খুলিয়াছে। "শ্রীমায়াপুর" সাব্ পোষ্ট অফিস এক্ষণ কৃষ্ণনগর অফিসের পরিণত হইল।

ওঁ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্ গৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈকক-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-
সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

গৌড়ীয়

১৫শ খণ্ড | শ্রীগৌরাব্দ ৪৯৩, শনিবার, ২০শে বৈশাখ, ১৩৪৩, ৮ই মে, ১৯৩৭ | ৩১শ সংখ্যা

সেবা

বর্ত্তমানে 'সেবা' শব্দটি অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায় এবং সাহিত্যেও সেবা-শব্দের যথেষ্ট প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। সেবা-শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তদ্বিষয়ে আমাদের অনেকেরই অনুসন্ধান না থাকিলেও আমরা প্রচলিত ধারণানুসারে 'সেবা'-শব্দের যথেচ্ছ প্রয়োগ করিয়া থাকি। ঐরূপ সাধারণ তাৎপর্য্যের বাহনরূপেই মাতা-পিতৃ-সেবা, দেশ-সেবা, জন-সেবা, জীব-সেবা প্রভৃতি বাক্য সাহিত্যে দৃষ্ট হয়।

কেহ কেহ মনে করেন, 'দয়া'-শব্দটি লাম্পটতা-ব্যঞ্জক। বর্ত্তমানে এইরূপ একটি উপদেশ প্রচারিত হইতেছে—"জীবে দয়া?—ধৃষ্টু। জীবে দয়া নয়—সেবা। জীব—শিব। শিবজ্ঞানে জীব-সেবা।"

শ্রীসনাতন গোস্বামি-প্রভুর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি বলিয়া প্রচারিত একটি পদে শুনিতে পাওয়া যায়,—

জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন।
ইহা বই ধর্ম্ম নাহি, শুন সনাতন॥

পূর্ব্বোক্ত বাক্যটি বোধ হয় এই সেবোক্ত মহাপ্রভুর বাক্যের সুশাসনক প্রতিবাদ। প্রতিবাদের যুক্তি এই, জীব যখন 'শিব' (?) বা 'ব্রহ্ম' (?), তখন তাঁহার প্রতি "দয়া" শব্দ প্রয়োগ অত্যন্ত অন্যায়। যাঁহারা এইরূপ মত ঘোষণা করেন, তাঁহাদের মুখে আরও একটি উক্তি শুনিতে পাওয়া যায়—

পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ।

অর্থাৎ পাশবদ্ধ ব্যক্তি—জীব এবং পাশমুক্ত হইলেই সদাশিব।

এখানে প্রশ্ন হয়, পৃথিবীর প্রত্যেক জীবকে পাপযুক্ত বলিয়া কল্পনা করিয়া লওয়াই কি তৎসম্বন্ধে শিবজ্ঞান? কল্পনাই কি বাস্তবতা? ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন, জীবত্ব—মিথ্যা, শিবত্বই—সত্য। তখন প্রশ্ন হয়,—সেবা কাহার? জীবত্বের,—না শিবত্বের? মিথ্যার,—না সত্যের? যদি শিবত্বের বা সত্যের সেবা হয়, তাহা হইলে সে সেবা নিত্য, সে সেবা কোন দিন থামিবে না, আর তাহাতে কোনপ্রকার অভাব বা হেয়তাও থাকিবে না। কিন্তু অভাবগ্রস্ত বা অনর্থগ্রস্ত বদ্ধজীবকে লক্ষ্য করিয়া আজ-কাল 'দরিদ্রনারায়ণ', 'রোগীনারায়ণ', 'দেবরনারায়ণ', 'মুচিনারায়ণ', প্রভৃতি বলা হয়।

জীব ও শিব, দরিদ্র ও নারায়ণ-শব্দ—পরস্পর বিরুদ্ধ নহে। পাপবদ্ধ জীবকে শিব, জাগতিক অভাবগ্রস্তকে অপার্থিব ঐশ্বর্য্যের মূল অধিপতি বলিয়া কল্পনা এবং সেই কল্পিত বা আরোপিত বস্তুতে 'সেবা'-শব্দের প্রয়োগ কিরূপ?

যদসম্ভব শিব বা অপ্রাকৃত অনন্ত কল্যাণগুণবারিধি পরমেশ্বর নারায়ণে কোন হেয়তা নাই। কিন্তু যে কল্পিত শিব (?) ও যে কল্পিত নারায়ণের (?) পূজা বা সেবা (?) করা হয়, তাহারা কেহ কলেরা রোগী—অনবরত পুরীষ উৎসর্গ করিতেছে, বমন করিতেছে, আবার ছট্‌ফট্ করিতেছে, কেহ বা প্রলাপ বকিতেছে, আবার কেহ বা সিফিলি-রোগে (Syphilis) আক্রান্ত, কেহ বা নারীধর্ষণ-কারী (যে নারীকে উক্ত মতাবলম্বী আনন্দময়ীর রূপ বলিয়া থাকেন), কেহ বা স্বার্থ লাভ করিয়া কিংবা বন্ধু ও হিতৈষীর কবল হইতে মুক্ত হইয়া নানাপ্রকার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য ও হিংসা-দ্বেষের কার্য্যে রত হইতেছেন। শতকরা প্রায় ৯৯টি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, ঐরূপ শিব (?) বা আনন্দময়ীর গণ তাহাদের সেবক-সম্প্রদায়ের দ্বারা অর্থ ও বস্ত্রাদিদ্বারা সেবিত হইয়া তাহাদের সেই ছুতার পয়সার তহবিল ও বস্ত্র লইয়া পরস্পরের সহিত বাদ-বিসম্বাদ—এমন কি, লাঠালাঠি পর্য্যন্ত করিয়া থাকে এবং এইভাবে যাবজ্জীবন সেবিত হইতে থাকিলেও 'শিব' ও আনন্দময়ীগণের 'ঠাই চাই' রব বা কাম-ক্রোধ-লোভাদি রিপুর অত্যাচার বিন্দুমাত্রও হ্রাস পায় না, বরং বাড়িয়া যাইতেই থাকে। এই সকল তথাকথিত শিবের ও আনন্দময়ীর (?) দলের জন্য কোথায় কোথায়ও Vagrancy Act পর্য্যন্ত প্রচলিত হইয়াছে। আবার এই জাতীয় শিবের (?) দল সৃষ্টি করিয়া তদন্তরালে কেহ কেহ অনেক কনক-কামিনীও সংগ্রহ করিয়া ফেলিতেছে। শ্রীচৈতন্যদেব লোকশিক্ষার্থ বলিয়াছিলেন যে, তিনি ধন, জন, কবিতা কিছুই চাহেন না, কেবল জন্ম-জন্মান্তর শ্রীকৃষ্ণচরণে অহৈতুকী ভক্তি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণই যাহা করেন। সেই কথার অনুকরণে কেহ কেহ জন্ম-জন্মান্তর মেথর, মুদ্ফরাস ও দরিদ্রের সেবা কামনা করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব অপেক্ষা অনেক অধিক উদার ও বিশ্বজনীন প্রেমিক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

বঙ্গদেশের একজন প্রথিতনামা গ্রাম্যকবি লিখিয়াছেন যে, এক সময়ে এক ভক্ত এক মন্দিরে ভগবানের পূজায় বসিয়াছিলেন। এমন সময় তথায় এক দরিদ্র উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহেন, কিন্তু উক্ত পূজারী তাঁহার পূজা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষা না দেওয়ায় দরিদ্র তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, তিনি স্বয়ং ভগবান্, দরিদ্রের ছদ্মবেশে পূজককে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন, তিনি দরিদ্ররূপে লোকের ঘরে ঘরে অর্থ ও গৃহ ভিক্ষা করিয়া থাকেন। যতদিন পর্য্যন্ত দরিদ্রের অভাব না মিটিবে, ততদিন তিনি সুরম্য মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কিছুতেই উৎকৃষ্ট ভোগ গ্রহণ করিবেন না। এই কবিতাটি নাকি সার্ব্বজনীন সমাদর লাভ করিয়াছে।

যিনি এই কবিতার লেখক, তিনি একজন ছদ্মবেশনিষ্ঠ পরাপায়ী, বিলাস-প্রাসাদে নানা ব্যসনের সমুদ্রে নিমজ্জমান সম্ভরণশীল ভোগিশ্রেষ্ঠ পুরুষ। তিনি কিন্তু তাঁহার সুরম্য প্রাসাদ ও অতুল বৈভব দরিদ্রনারায়ণ ঈশ্বরের দলকে বিতরণ করিয়া প্রচার ও আচারের যুগপৎ আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। বোধ হয়, এই জাতীয় আচার ও প্রচারে ব্যক্তিক্রমের আদর্শ দেখিয়াই পাশ্চাত্যদেশে এবং তদনুকরণে ভারতবর্ষে ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে সংঘর্ষ এবং উহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপে সাধারণ-স্বত্ববাদ বা সর্ব্ব-স্বত্ববাদ প্রচারিত হইয়াছে বা হইতেছে, অর্থাৎ কেবল ধনিগণই সমস্ত অর্থ আত্মসাৎ করিয়া বিলাস-ব্যসনে মত্ত থাকিতে পারিবেন না এবং কেবলমাত্র কবিতা লিখিয়া দরিদ্রের প্রতি মৌখিক

সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারিবেন না ; তাঁহাদের যাবতীয় অর্থ নারায়ণেরই স্বরূপে পরিগণিত করিবার জন্য সমস্ত ধন-সম্পত্তিকে রাষ্ট্রের কবলে আনিতে হইবে,—এইরূপ এক তথাকথিত বাস্তবতার (?) আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছে।

পাশ্চাত্যদেশের ভাব ও আচারের উচ্ছিষ্ট ধার করিয়া যাঁহারা জনহিত ভাবিতে শিখিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের মত এই যে, পৃথিবীর কোন দেশে ধর্মমন্দিরাদি নির্ম্মাণে বা ধর্ম-প্রচারের কার্য্যে অর্থব্যয় অপব্যয় মাত্র। ঐ সকল অর্থ দেশের লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব দূরীকরণ ও তাহাদিগকে আধুনিক সভ্যতার আদর্শে গঠন করিবার উপযোগিনী শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার জন্য নিযুক্ত করাই সমীচীন। এই প্রস্তাব অনুসারে পাশ্চাত্যদেশের অনেক স্থানে নানাভাবে কার্য্যও আরম্ভ করা হইয়াছে। এইরূপ জনহিতের গবেষণা ভারতবর্ষেও অনেক দিন হইতে আরম্ভ করা হইয়াছে।

প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলি,—এক সময় কোন এক তথাকথিত হিন্দুধর্ম্মনিষ্ঠ সন্ন্যাসীর সহিত কোন ঠাকুর-মন্দিরে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-বিগ্রহের অঙ্গে কতিপয় স্বর্ণালঙ্কার, মস্তকে স্বর্ণচূড়া ও পরিধানে বারাণসী কাপড় ছিল। তাহা দেখিয়া উক্ত বন্ধুটি বলিয়াছিলেন,—'কোথায় সন্ন্যাসী চৈতন্যদেবকে ও অবধূত নিত্যানন্দকে কৌপীন ও ছেঁড়া কাঁথা পরাইয়া দেওয়া হইবে, তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে ঐরূপ মূল্যবান্ অলঙ্কারে ভূষিত করা হইয়াছে। আর তাঁহাদের জন্য কত অর্থ ব্যয় করিয়া প্রাসাদোপম মন্দির নির্ম্মাণ করা হইয়াছে! এই সকল অলঙ্কার ও মূল্যবান্ কাপড়গুলি এই মুহূর্ত্তেই বিক্রয় করিয়া ঐ অর্থদ্বারা অন্নবস্ত্রহীন দরিদ্রের আর্ত্তনাদ মোচন করা উচিত এবং এই অট্টালিকায় গৃহহীন দরিদ্রের স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ কথার উপর সরকার বাহাদুর কোনরূপ শুল্ক বসান নাই বলিয়া সন্ন্যাসিনামধৃক্ ঐরূপ উক্তি করিতে পারিয়াছিলেন এবং চিন্ময়-সমন্বয়রূপের একজন প্রধান সন্ন্যাসী হইয়া অচেতন পুতুল নারায়ণ (?) অপেক্ষা জীবন্ত মানুষ নারায়ণের (?) সেবাই (?) শ্রেষ্ঠ বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আজ এই জাতীয় চিন্তাস্রোত মহামারীর ন্যায় কি তথাকথিত শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত সকলকেই আক্রমণ করিয়াছে!

পূর্ব্বে যেমন আমরা দেখিয়াছি যে, 'সেবা'-শব্দটি বর্ত্তমানে প্রকৃত তাৎপর্য্যচ্যুত হইয়া অধিকাংশ স্থলেই অনাত্মার (দেহ ও মনের) পরিচর্য্যা বা সাময়িক অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ 'ধর্ম্ম' শব্দটিও প্রকৃত তাৎপর্য্যচ্যুত হইয়া কতকগুলি নৈতিক ও সামাজিক সুবিধা সংরক্ষণের রক্ষাবেষ্টনীরূপেই প্রযুক্ত হয়। আধুনিক যুগে সেগুলিই ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হয়—সেগুলি ঐরূপ কোন পার্থিব সুবিধা যোগাইবার এজেন্সি খুলিতে পারে।

কেহ কেহ ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান দেখিলেই প্রশ্ন করেন,—সেখানে কি কার্য্য হয়? তথায় কতগুলি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে? বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সাহায্যের জন্য প্রতিবৎসর কত টাকা ব্যয় হয়? কতগুলি চাষার ও মেথরের ছেলে মেয়েকে শিক্ষিত করিয়ে দেওয়া হয়? যদি উত্তরে শুনিতে পান যে, এগুলির একটিও সেই ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের কার্য্যপ্রণালীর অন্তর্গত নহে, তাহা হইলে অমনি প্রশ্নকারিগণ সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলেন, উহা আদৌ ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানই নহে, উহা একটি লেকেলেবরণের আলসেখানা মাত্র। অবশ্য যাঁহারা এইরূপ ধারণা করেন, তাঁহাদিগকেও আমরা অনভিজ্ঞ বলিতে চাহি না ; কেননা, তাঁহারা শত শত ক্ষেত্রে দেখিয়াছেন যে, যাঁহারা কেবল ঠাকুরসেবা বা ধর্ম্মের কথা লইয়া ব্যবসা-ব্যবসায় করেন, তাঁহাদের আখড়াগুলি প্রায়ই আলসেখানা, গাঁজার আড্ডা, না হয় ব্যভিচারের স্থান। চুণ গোলা খাইয়া যাহাদের মুখ একবার পুড়িয়াছে, দই দেখিলেও তাহাদের চুণগোলারই উদ্দীপনা হয়। বর্ত্তমানে ইহা যেমন একটি সামাজ কারণ, আর একদিকে 'অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বরের সেবা'—এই কথাটি একটা গল্পের কথা বা অবাস্তব কল্পনা বলিয়াই শতকরা প্রায় শতজন ব্যক্তিরই অন্তরের অন্তস্তলে ব্যক্ত ও গুপ্তভাবে বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই পরমেশ্বর যখন আছেন, কি নাই, ইহাতে সন্দেহ এবং অতীন্দ্রিয়ের সেবা অধিকতর সন্দেহজনক, তদুপরি আবার ভোগ ও ত্যাগের নানাপ্রকার প্রচণ্ড তাড়না ও পরামর্শ আসিয়া উপনীত হইতেছে, তখন প্রত্যক্ষের সেবার নামে

প্রত্যক্ষকে ভোগ করিবার অর্থাৎ তথাকথিত ইন্দ্রিয়ের চাহিদাগুলিকে মিটাইবার নিপাসাই স্বাভাবিকী এবং তৎসঙ্গে উহাকে 'ধর্ম্ম' বলিয়া স্থাপনের চেষ্টাদ্বারা প্রত্যক্ষ-ভোগের জন্য রক্ষা-কবচ-নির্ম্মাণও বহির্ম্মুখ মানবজাতির একটা ধর্ম্ম হইয়া পড়িতেছে! এইরূপ শ্রেণীর ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ বলেন,—

প্রতিমাও দেখি পাষাণের স্তূপ, তাহা তাঁরা নাহি জানে।
সবারে আমি ডাকিয়া দেখেছি, শোনে না তাহারা কানে॥
কহিছে কবীর সকলি মিথ্যা, সকলি জগতে ফাঁকি।
তীর্থ প্রতিমা মিথ্যা সকলি, প্রত্যক্ষ কেবল খাঁটি॥

এই শ্রেণীর চিন্তাস্রোতেরই প্রতিধ্বনি অন্যত্রও শুনিতে পাওয়া যায়—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?"

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ঈশ্বর" কথাটি 'প্রত্যক্ষ কেবল খাঁটি' বা প্রত্যক্ষই ঈশ্বর, অধোক্ষজ বা অপ্রাকৃত পরমেশ্বর কবিকল্পনা বা আকাশকুসুম—ইহাই প্রচ্ছন্ন ভাষায় প্রতিপাদন করিতেছে, অথচ এইরূপ অবৈদিক মত গণতন্ত্রতন্ত্রিকার করতালির জোরে 'বৈদান্তিক মত' (?) বলিয়া বিঘোষিত হইতেছে!

সেদিন কোন ভগবদ্ভক্তি-প্রচারক এইরূপ মতবাদকে অর্থাৎ তথাকথিত পরার্থিতাকে extended selfishness বা ব্যাপক অপস্বার্থপরতা বলিয়া প্রচার করায় গণতন্ত্রতন্ত্রিকা-প্রবাহে উত্তাল-তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল। যে কথা জগতের গণতন্ত্রতন্ত্রিকার ভোটে ধর্ম্ম বলিয়া পাশ হইয়া রহিয়াছে, উহাকে 'অপস্বার্থপরতা' বলিলে ঐরূপ বক্তাকে হয় গণবায় বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়া উপহাস করিবে, না হয় লাঠি লইয়া মারিতে আসিবে, কিম্বা যে ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান এইরূপ ধর্ম্মের প্রচারক প্রেরণ করেন, সেই প্রতিষ্ঠানের কণ্ঠ বন্ধ করিয়া দিবে। বহির্ম্মুখ গণমনীষার আন্তরিক ধারণা—তাহারাই ভগবদ্ভক্তি-প্রচার-প্রতিষ্ঠানের পালয়িতা ও পোষ্টা, আর পরমেশ্বর নিরিন্দ্রিয়, নিশ্চেষ্টিক চুঁটোরাম। পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, ইহা কেবল কথার কথা।

সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্‌কে ইন্দ্রিয়বিহীন করিয়া (?) ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া প্রকৃত ভক্ত ও সাধুর প্রতি অশ্রাব্য নিন্দাবাদ করিয়াও অনেক ধর্ম্মপ্রচারক (?) মানবজাতির হাতে অব্যাহতি রক্ষা পাইয়াছেন, কিন্তু 'মানব-জাতির ইন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টা মানবজাতির উপকার বা সেবা নহে, উহা সেবার নামে হিংসা,'—এই সত্যকথা পৃথিবীতে প্রচারিত হইলে মানবজাতি তৎপ্রতি লাঠি উঠাইবে, কেপিয়া যাইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

যাহা বাজারে 'জীবসেবা' 'শিবসেবা' বা পরার্থিতা (Altruism) প্রভৃতি বলিয়া চলিয়াছে, তাহা কেন এক-tended selfishness বা ব্যাপক অপস্বার্থপরতা, তাহা একটুকু বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক। এখানে 'স্বার্থপরতা' শব্দ প্রয়োগ না করিয়া 'অপস্বার্থপরতা' শব্দ প্রয়োগ করিবারও একটি বিশিষ্ট কারণ আছে। 'স্বার্থপরতা' জিনিষটি ভাল, কিন্তু 'স্ব' বা আত্মাকে যেখানে স্থূল শরীর বা সূক্ষ্মদেহ (মন) বলিয়া ধারণা করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং সেই 'স্ব' বা দেহের অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজনেই তৎপরতা বা অভিনিবেশ প্রদর্শিত হইতেছে, তাহাই 'অপস্বার্থ-পরতা'। আর 'স্ব' যেখানে আত্মবস্তু—চেতনবস্তু, সেই আত্মার অর্থ বা প্রয়োজনে যে তৎপরতা বা মনোযোগ, তাহাই প্রকৃত স্বার্থপরতা। বাজারে যাহা 'জীবসেবা', 'শিবসেবা' বা তথাকথিত 'দরিদ্রনারায়ণসেবা' নামে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা কি দেহ ও মনের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তৎপরতা, না আত্মার প্রয়োজনের জন্য তৎপরতা? উত্তরে কেহ হয়ত' বলিবেন,—উহা আপাত দৃষ্টিতে দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজন চরিতার্থ করিবার চেষ্টা হইলেও দেহের মধ্যে আত্মার নিবাস বলিয়া দেহকে উপেক্ষা করিলে আত্মার প্রয়োজনকেও কার্য্যতঃ উপেক্ষা করা হয়। আমরা দেহের জন্য দেহের সেবা করি না, আত্মার স্বার্থের জন্যই দেহের সেবা করি।

যাঁহারা এইরূপ যুক্তি প্রদান করেন, তাঁহাদের ঐ যুক্তিতে ভ্রম প্রবিষ্ট হইত না, যদি তাঁহারা পরমেশ্বরের সেবোন্মুখ আত্মার স্বার্থের জন্য তাঁহার সাময়িক বাসস্থান দেহের পরিচর্য্যা করিতে উদ্যত হইতেন। কিন্তু যেখানে আত্মা অনাদিকাল হইতে বিমুখ ও সুপ্ত, সেইরূপ আবৃত আত্মার কেবল দৈহিক বা মানসিক পরিচর্য্যার দ্বারা আত্মার বিমুখতাকে 'ঘুম পাড়ান মাসীপীর' দ্বারা দেখাইবার বা মায়ার ছায়ই অধিকতর ঘুম পাড়াইয়া রাখিবার' সহায়তা করিবে না কি? যদি একটি মেথরের ছেলেকে পড়াইয়া

শুনাইয়া হাইকোর্টের জজ করিয়া দেওয়া যায়, আর সে জজ হইয়া আধুনিক সভ্যতার রীতিনীতি-অনুযায়ী তাহার পূর্ব্বাভ্যস্ত গ্রাম্য ভোগকে মূল্যবান্ সভ্যভোগে পরিণত করিয়া স্বয়ং ও তাহার পারিপার্শ্বিক বহু ব্যক্তিকে সেই ভোগ শিক্ষা দেয়, তাহা হইলে ঐরূপ ভোগী গড়িয়া তুলিবার যোগ্যতার হওয়াই কি 'জীবসেবা' বা 'শিবসেবা'? কোন কিরিঙ্গি রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে, অথবা কলেরা রোগীকে ভাল করিয়া তুলিতে আপত্তি নাই, কিন্তু সে যে স্বাস্থ্য লাভ করিয়া পুনরায় ব্যভিচার না করিবে তাহার কি (guarantee) আছে? আর যদি সে ব্যক্তি সুস্থ হইয়া অধিকতর বল সঞ্চয়পূর্ব্বক শুদ্ধ ও যুক্তভাবে প্রবলতর ভোগে ব্যস্ত হইয়া পড়ে, বা ভোগের ভিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া নাস্তিক ভোগী হইয়া যায়, তবে ঐরূপ ভোগ বা ত্যাগময় নাস্তিকতার মূল মদলা সরবরাহ করাই কি তাহার উপকার-সাধন বা সমাজের মঙ্গল-চেষ্টা?

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন,—আপনাদের সম্মুখে যদি কোন ব্যক্তি কূপে পতিত হইয়া যায়, তাহা হইলে কি আপনারা তাহাকে কূপ হইতে উত্তোলন করিবেন, না এই ব্যক্তি ভগবদ্ভক্ত নহে, এই বলিয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন? আগে কূপ হইতে উত্তোলন করিবেন,—না আগে হরিনাম শুনাইবেন? আগে বাঁচিলে ত' পরে সে ধার্ম্মিক হইবে?

এই কথার উত্তর এক কথায় হয় না; কারণ, বিভিন্ন অধিকারের লোক তাহাদের স্বভাবক্রমে বিভিন্নভাবে ইহার উপকার করিতে যাইবে, কিন্তু কোন্‌টি তাহার পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রকৃত বাস্তব উপকার, তাহা বিবেচনা না করিয়া আপাত-প্রতিম উপকার বা প্রত্যক্ষ উপকারকেই প্রকৃত উপকার বলিয়া সিদ্ধান্ত করা মানবজাতির পক্ষে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে,—ইহাই উক্ত প্রশ্নের এক কথায় উত্তর।

কূপে পতিত ব্যক্তি ও তাহার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা মায়া-বিমোহিত হইয়া উভয়েই মনে করিতেছে যে, একজন কূপে পতিত, আর একজন তাহার উদ্ধারের সহায়ক। বস্তুতঃ উভয়েই ঐরূপ কূপে পতিত বা পতিতের দ্রষ্টা হইবার বহু পূর্ব্বেই যে বিরূপ ভবাব্ধকূপে অনাদিকাল হইতে পতিত হইয়া রহিয়াছে এবং ভগবান্ সাধু, শাস্ত্র ও গুরুরূপে তাহাদের নিকট কৃপারজ্জু ফেলিয়া দিলেও তাহারা তাহা প্রণাম করিবার স্বাধীনতাটুকুর সদ্ব্যবহার করিয়া ঐ রজ্জু ধারণ করিতেছে না,—এই পরম সত্য কথাটি ভুলিয়া গিয়াছে। যে ভবমহাকূপে পতিত হইবার একমাত্র মূল কারণ হইতে লক্ষ লক্ষবার বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডের কূপে পতিত হইতেছে, কখনও কলেরা রোগী, কখনও বসন্তরোগী, কখনও রাজযক্ষ্মার রোগী, কখনও নানাপ্রকার অভাবগ্রস্ত দরিদ্র, কখনও বা স্বর্গের ইন্দ্র হইয়া কাম-ক্রোধাদির কবলে পতিত হইতে হইতেছে, সেই পতনের মূল কারণটির কথা কিন্তু কাহারও স্মরণপথে আসিতেছে না। সাধু, শাস্ত্র ইহা স্মরণ করাইয়া দিলেও তাঁহাদের দয়াকে 'হিংসা' বলিয়া মনে হইতেছে এবং নানা প্রকার যুক্তির অস্ত্র ও শাস্ত্র নিশাণ করিয়া সাধু ও শাস্ত্রের দয়াকে ব্যর্থ করিয়া দিবার চেষ্টা হইতেছে! কেহ কেহ বলিতেছেন, প্রত্যক্ষ কূপে পতিত ব্যক্তিকে কূপ হইতে উত্তোলন না করিয়া ঐরূপ দার্শনিক কথা শুনাইলে কি লাভ হইবে?

সত্যসত্যই কি আমরা কূপ হইতে উদ্ধৃত হইতে চাই? বা অপরকে উদ্ধার করিতে সমর্থ? এক কূপে পতিত ব্যক্তি মনে করিতেছে যে, সে আর এক কূপে পতিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবে! তাই তাহাতে দয়া বা পরোপকারের নামে নানাপ্রকার অপস্বার্থপরতা প্রবেশ করিতেছে। নির্ব্বুদ্ধি ছাগল যেরূপ কূপে পতিত ধূর্ত্ত শৃগালের আর্ত্তনাদে ও প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া কূপে পতিত হইয়াছিল এবং কূপে পতিত না হওয়া পর্য্যন্ত শৃগালের ছলনা ধরিতে পারে নাই, মানবজাতি তদপেক্ষাও অধিকতর বিমোহিত হইয়া তথাকথিত পরার্থিতার ছলনা ধরিতে পারিতেছে না। শ্রীমদ্ভাগবত এই ছলনা জগতের আদর্শদ্বারা জগৎকে জানাইয়া দিয়াছেন। ভরত তাঁহার সাধনজনককে জলাঞ্জলি দিয়া মৃগশাবককে জলপ্রবাহ হইতে উদ্ধার করিতে গিয়াছিলেন এবং মৃগের দৈহিক মঙ্গল ভাবিতে ভাবিতে নিজের ও হরিণ-শাবকের আত্মমঙ্গলের দ্বার প্রতিরুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহা বুঝিতে পারিয়া পরে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"অহো কষ্টং, ভ্রষ্টোঽহমাত্মবত্তাময়পথাদ্‌বিমুক্তসমস্তসঙ্গ বিবিক্তপুণ্যারণ্যশরণস্তাত্মবত আত্মনি সর্ব্বেষামাত্মনাং ভগবতি বাসুদেবে তদনুশ্রবণমননসংকীর্ত্তনারাধনাদ্যয়রণাভি-

যোগেনাত্মনাত্মদৃষ্টমীক্ষেন কল্পিতং সমাধিভা
ব্যেত্যেন মনসৈতৎ তু পুনর্মায়াবধ্যতাং ন গচ্ছতি মুক্তাবা ॥"
—(ভাঃ ৫।৮।২৬)

হায়, কি কই! আমি বীরজনের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছি! কারণ, আমি স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন পুণ্যাশ্রমে আশ্রয়-গ্রহণপূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইয়াছিলাম এবং সর্ব্বজীবের আত্মস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবের বিষয় শ্রবণ, মনন, সংকীর্ত্তন, আরাধনা ও অনুস্মরণাদি ভক্তাঙ্গে অভিনিবেশদ্বারা যমনিয়মের সফলতা সম্পাদনপূর্ব্বক বহুদিন অতিবাহিত করিয়া চিত্তকে তাঁহাতেই সম্যগ্‌রূপে স্থাপিত ও সুস্থির করিয়াছিলাম; কিন্তু পুনরায় সেই মনই দুঃসঙ্গকে অভিনিবিষ্ট হইয়া তাঁহা হইতে অতি দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

"Look before you leap"—এই কথাটি যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। পৃথিবীর ধূর্ত্ত ব্যক্তিগণ প্রত্যহতেই অতি সহজে আমাদের সত্যবুদ্ধি জন্মাইয়া আমাদিগকে কূপে পাতিত করিবার অনেক প্রকার মায়া বিস্তার করিয়াছে। সেই মায়া কখনও ধর্ম্মনীতি, কখনও সমাজনীতি, কখনও দেশহিতৈষিতা, কখনও পরহিতৈষার মোহিনীমূর্ত্তিতে লোকমোহন করিতেছে।

যে বস্তুটিকে যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করেন বা প্রাধান্য দেন, তাঁহাদের সেই বস্তুর জন্যই সর্ব্বাগ্রে চেষ্টা হইয়া থাকে, ইহাই স্বাভাবিক এবং অন্যান্য বিষয়গুলি সেই মুখ্যবস্তুর অনুকূলে হইলেই তাঁহারা উহাদিগকে গৌণভাবে স্বীকার করেন। যাঁহারা আগে বাঁচিতে চাহেন বা অপরকে বাঁচাইবার পরামর্শ দেন, পরে তাহার বা অপরের আত্মমঙ্গলের চেষ্টা করিতে বলেন, তাঁহাদের ঐরূপ আত্মমঙ্গলের জন্য লৌকিক ধরণের মূল্য খুবই কম, কেবল আত্মমঙ্গলের চেষ্টাকে কূপতুল্য রাখিয়া সর্ব্বাগ্রে দৈহিক সুবিধা বা ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া লওয়ায় তাঁহাদের আন্তরিক মুখ্য উদ্দেশ্য। "আগে কষ্টের যোগাড় কর, আগে দেশ উদ্ধার কর, পরে ধর্ম্ম করিও। আগে কলেরা রোগীকে ভাল কর, কূপে পতিত ব্যক্তিকে কূপ হইতে উঠাও, পরে ধর্ম্মশিক্ষা দিও।"—এই সকল উপদেশ প্রত্যক্ষবাদীর নিকট বিশেষ আদৃত হইবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু যাঁহারা আত্মমঙ্গলকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাগ্রের কৃত্য বা একমাত্র কৃত্য মনে করেন, তাঁহারা বলেন যে, যদি কলেরা রোগী সুস্থ না হইতেই মরিয়া যায়, কূপে পতিত ব্যক্তি কূপ হইতে উঠিবার পূর্ব্বেই যদি দেহত্যাগ করে বা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত হয়, তবে তাহার আত্মমঙ্গলের চেষ্টা আর হইল না। ব্যাঘ্র আক্রমণ করিতে আসিলে 'গাছের ডাল কাটিয়া উহাকে তাড়াইব' —এই কল্পনা লইয়া বিনা অস্ত্রে হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ অরণ্যে প্রবেশ যেরূপ বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে, সেরূপ "মৃত্যুকালে বা যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মমঙ্গলের চেষ্টা করিব, কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া পরে তাহার আত্মমঙ্গলের চেষ্টা করিব"—এরূপ যুক্তিও তদ্রূপ। এই ত্রিতাপ-বহুল ভবারণ্যে সর্ব্বাগ্রেই আত্মমঙ্গলের রক্ষা-কবচ লইয়া প্রবেশ করিতে হইবে। উহা পরবর্ত্তিকালের জন্য 'মূলতুবি' রাখিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ বাঘে খাইয়া ফেলিবে। যদি কোন বহুমূল্য বসন-ভূষণ-ভূষিতা রমণীর গাত্রে হঠাৎ অগ্নি-সংযোগ হয়, তাহা হইলে সেই রমণী কি করিবেন? তাঁহার মূল্যবান্ বসন-ভূষণগুলি বিনষ্ট হইতেছে দেখিয়া ঐগুলির জন্য সর্ব্বাগ্রে ব্যস্ত হইবেন, না সর্ব্বাগ্রে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিবেন? যাহার গায়ে আগুন লাগিয়াছে, তাহার তখন বাড়ী, ঘর, থাওয়া, পরা বা বসন-ভূষণের চিন্তা থাকে না। প্রকৃত জীবোদ্ধারকগণ সর্ব্বাগ্রে আত্মমঙ্গলের জন্য সচেষ্ট হইতে বলেন। দেহ, গেহ, প্রভৃতি বসন-ভূষণস্থানীয়। গীতায়ও এই কথা আমরা শতসহস্রবার শ্রীকৃষ্ণ-উপদেশে পাঠ করিয়াছি। দেহকে কূপ হইতে উদ্ধার করিলে সেই উদ্ধার-কার্য্য কয়দিনের জন্য স্থায়ী হইবে? কোটিকোটিবার ত' ঐরূপ দেহ পাইয়াছি ও সেই দেহ নষ্ট হইয়াছে, আবার অসংখ্য অসংখ্য বাসনা নূতনদেহ দিয়া আমাদিগকে সাজাইয়া দিয়াছে ও দিতেছে। যাঁহারা পতিত আত্মাকে কূপ হইতে উদ্ধার করেন, তাঁহারা এত বড় উপকর্ত্তা যে, তাঁহাদের দয়ায় একবার তদ্রূপ হইতে উদ্ধার হইলে আর কোন-দিন কূপে পতিত হইবার, ত্রিতাপে দগ্ধ হইবার প্রয়োজন হয় না।

যাঁহারা 'জীবসেবা', 'শিবসেবা' প্রভৃতি বড় বড় কথা বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের আবার কেহ কেহ অন্যান্য প্রাণীর প্রতি নির্দ্দয় হন, কিংবা সেখানে তাঁহারা শব্দের তাৎপর্য্যটি পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলেন। ইতর প্রাণিগণ বোধ হয় তাঁহাদের বিচারে 'শিব' নহেন। কোন কোন ধর্ম্মাবলম্বী

কল্পনা করেন,—ইতর প্রাণিগণের আত্মা নাই, সুতরাং উহা কেবল মানুষের খাদ্যরূপেই সৃষ্ট। আবার শাক্তেয়-মতবাদিগণের কেহ কেহ ছাগ বা পশুকে 'শিব' বলিয়া থাকেন এবং বলিদানই সেই শিবের উদ্ধার হয়—এরূপও অপস্বার্থপর মত কল্পনা করেন! যদি সিংহ, ব্যাঘ্রাদি পশুগণ মানুষের ভাষায় কথা বলিতে পারিত, তাহা হইলে বোধ হয় আমরা স্পষ্টভাবে জানিতে পারিতাম যে, পশুরাও বলিতেছে,—মানবজাতির আত্মা নাই, মানবজাতি সিংহ, ব্যাঘ্রের খাদ্যরূপেই সৃষ্ট হইয়াছে।

তথাকথিত 'শিব-সেবায়' (?) এইরূপ অপস্বার্থপর জাতীয়তা ও প্রাদেশিকতা নানাভাবে প্রবেশ করিয়াছে। আমরা প্রত্যক্ষদর্শিসূত্রে কএকটি উদাহরণ জানি যে, কিছুদিনপূর্ব্বে বিহারের ভূমিকম্প ও দুর্ভিক্ষের জন্য বঙ্গদেশের কোন সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইতে বহু অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু সেই অর্থ বিহারে প্রেরণের উদ্যোগ হইলে বহুলোক উহাতে আপত্তি উত্থাপন করিলেন। আপত্তির কারণ এই যে, বিহারীগণ বাঙ্গালীর চাকুরী প্রভৃতিতে নানাপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত করিতেছে, অতএব বাঙ্গালী-প্রতিষ্ঠান বিহারের লোকের প্রতি কোনপ্রকার দয়া-দাক্ষিণ্য দেখাইবেন না। কেহ কেহ আবার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন,—'Charity begins at home.' অতএব ঐ সংগৃহীত অর্থগুলি বিহারে বা বাঙ্গালার বাহিরে কাহাকেও না দিয়া আনুকূল্যকারিগণকেই কেবল দেওয়া হউক; কারণ, যাঁহারা টাকা দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও ত' অনেকে দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্ত আছেন। এখানে আমাদের জিজ্ঞাস্য ছিল, কেবল কি বাঙ্গালার ৮ কোটি ব্যক্তিগণই 'শিব'? বিহারের বা পাঞ্জাবের কিম্বা ভারতের বাহিরের লোকেরা কি আধুনিক জীবসেবকগণের বিচারে 'শিব' নহেন? যখন ঐসকল প্রশ্ন উপস্থিত হয়, তখন জীবসেবার নামে কতটা অপস্বার্থপরতা এবং প্রচ্ছন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সুবিধাবাদ-সংগ্রহের কপটতা চলিয়াছে, তাহা ধরা পড়িয়া যায়।

বর্ত্তমানে গৃহস্থ-সম্প্রদায় সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের হস্তে ঐরূপ লোকসেবার (?) ভার সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করেন। অতিথি-সেবা, দরিদ্রকে ভিক্ষা-দান, প্রতিবেশীকে সাহায্য, দাতব্য-চিকিৎসালয় উদ্ঘোচন প্রভৃতি কার্য্য যে-সকল গৃহস্থ রাজা ও প্রজার কর্ত্তব্য ছিল, সেগুলি এখন সন্ন্যাসিগণের উপর ন্যস্ত করিয়া গৃহস্থগণ ভারতের এই অর্থ-কৃচ্ছ্রতার দিনে স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত কখনও সিনেমার অশ্লীলাভিনয়ের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিতেছেন, কখনও বা পাশ্চাত্যের আনুকরণিক বসন-ভূষণের প্রতি সেবা-প্রবৃত্তি দেখাইতেছেন এবং পাশ্য বা হীনবৃত্তিযুক্ত কুকুরকে একটুকরা রুটি বা পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট ফেলিয়া দিয়া নির্ব্বিবাদে নিজেরা ষোল আনা ভোগ করিবার ছাড় কেন ঐ সকল সাধুসেবাবৃত্তিসম্পন্ন প্রার্থীর বা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির সামাজিক ও আর্থিক ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ভোগ উদ্দেশ্যের ছলে নিজ-ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-সাধনের জন্য সাধারণের ছলে কোন-না কোন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানে কিছু মাসিক চাঁদা দিয়া নিষ্কৃতি পাইতেছেন। কোন কোন সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় বিষয়ীর সেই উচ্ছিষ্ট লুফিয়া লইয়া তদ্দ্বারা জীবসেবা (?) করিবার নামে বিষয়ীর বিষয়ভোগী বা ইন্দ্রিয়তর্পণের আনুকূল্য করিতেছেন। আর তাঁহাদের মতমত ত' 'যে যাহাই বলে, সবই ঠিক, সব মতই পথ।' কাজেই কোন দিক দিয়াই ইন্দ্রিয়তর্পণের যোগানদারী করিবার অভাব নাই।

যাঁহারা মানবজাতির দৈহিক বা মানসিক (সামাজিক) অভাব-নিরাকরণকে 'পরার্থিতা' বা 'সেবা' প্রভৃতি নামে অভিহিত করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের নিম্নলিখিত কএকটি বিষয় বিচার করা আবশ্যক—(১) লোকের দৈহিক বা মানসিক উপকার একটি নৈতিক বা সামাজিক চেষ্টা মাত্র; কারণ, এমন অনেক নাস্তিক ব্যক্তি আছেন—যাঁহারা স্পষ্টভাবে (প্রচ্ছন্নভাবে নহে) ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, অথচ তাঁহারাও মানবজাতির (বা পশুজাতির) দৈহিক ও মানসিক উপকারকে ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন; আর যাঁহারা মুখে পরমেশ্বরকে অস্বীকার করেন না কিন্তু কোন প্রকার অজ্ঞাতসারেই হউক, বা কোন প্রকার জ্ঞাতসারেই হউক, পরমেশ্বরের বাস্তব ও নিত্য নাম, রূপ, গুণ ও লীলার সন্নিবেশ, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত নাস্তিকের ন্যায়ই মানবজাতিকে বা প্রাণিজাতিকে ঈশ্বর কল্পনা করিয়া জীবের দৈহিক পরিচর্য্যাকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। বিশেষ গভীরভাবে নিষ্পক্ষপাতের সহিত বিচার করিলে দেখা যাইবে, অধোক্ষজ পরমেশ্বরের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলার নিত্যত্বে ও

অপ্রাকৃতত্বে শ্রদ্ধার অবিশ্বাস হইতেই জীবকে 'ঈশ্বর', 'শিব' বা 'নারায়ণ' প্রভৃতি কল্পনা করিবার প্রবৃত্তি ও তাহাদের দ্বারা যে-কোনভাবে নিজের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়া লইবার রুচিকে 'সেবা' নামকরণ করিবার চেষ্টা হয়।

(২) আমরা অধোক্ষজ পরমেশ্বর অপেক্ষা প্রত্যক্ষ দুগ্ধ বা সুস্থ মানবের শারীরিক ও মানসিক পরিচর্য্যায় পক্ষপাতী কেন? এরূপ সহানুভূতির কারণ কি? ইহা গভীরভাবে অনুসন্ধান করিয়া অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, এরূপ স্বজাতি-প্রীতিমূলে আত্মভোগ-পিপাসা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। উপকর্ত্তা কোন-না-কোন আকারে মানব-জাতির নিকট হইতে ভোগ অভিলাষ করেন, অন্ততঃ সামান্য যশও অভিলাষ করেন, কিংবা কোন-না-কোন প্রকার ধর্ম-অর্থ-কামে যাহা করেন বলিয়াই ঐরূপ সহানুভূতি দেখিতে পাওয়া যায়। এমনও সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে যে, লোকে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া ধাবমান ট্রেণ-প্রণালীর অভ্যন্তর হইতে রক্ষা করিতে গিয়াছে, সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছে। মানবের প্রচ্ছন্ন যশোভিলাষ এতদূর প্রবল যে, নিজের দেহ বিসর্জ্জনের পর লোকে কীর্ত্তিগান করিবে, এজন্য মানুষ প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা বদ্ধজীব নিজে বুঝিতে পারে না; মনে করে উহাতে কোন প্রকার নিজের ইন্দ্রিয়লালসা নাই, এই জাতীয় বদ্ধজীবসমষ্টিও ঐরূপই ভাবিয়া থাকে।

(৩) এক শ্রেণীর লোক বলেন যে, তাঁহারা সমস্ত ভোগ বিসর্জ্জন করিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া মাতা, পিতা, দেহ-সম্পর্কীয় পরিজনের নৈতিক পরিচর্য্যা উপেক্ষা করিয়া যখন অপর জীবের দৈহিক ও মানসিক পরিচর্য্যায় তৎপর, তখন তাঁহাদের যশোভিলাষ বা ইতরাভিলাষ নাই। তবে যে তাঁহারা ঐরূপ সৎকর্ম করেন, তাহা তাঁহাদের অভীষ্ট লাভের একটি সোপান অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির সহায়ক। এখানে বিচার্য্য, যাহা সোপান বা উপায়, তাহাই চরম লাভ বা উপেয় নহে। ঐরূপ জীব-পরিচর্য্যা চিত্তশুদ্ধির উপায়-বিশেষ, সুতরাং চিত্তশুদ্ধি উপেয়। আবার উপেয় চিত্তশুদ্ধি নির্ব্বিশেষ-অনুভূতির উপায়; অতএব নির্ব্বিশেষ অনুভূতিই চরম উপেয়। এখানেই জীব-পরিচর্য্যার কপটতাটি ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। একান্ত আস্তিকগণ বলেন,—পরমেশ্বরের সেবাই একমাত্র চরম উপেয়, কিন্তু যাঁহারা জীবকে 'শিব' বা 'ঈশ্বর' বলিয়া কল্পনা করেন, তাঁহারা উহাকে চরম উপেয় বলেন না। যদি তাঁহারা চরম উপেয় বলিয়া স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে 'সেবা', 'সেব্য' ও 'সেবক'—এই তিনটিরই নিত্য অবস্থান থাকিত। কলেরার রোগীরূপ 'শিব' বা সেব্য মরিয়া যায়, কিংবা সাময়িক সুস্থতা লাভ করে, তখন সেবক-কর্ম্মীর সেবোদ্যম সেবাও থামিয়া যায়। আর যিনি সেবক, তিনিও কালে বিনষ্ট হইয়া পড়েন। কিন্তু অধোক্ষজ পরমেশ্বরের সেবা তাহা নহে। সেখানে সেব্য, সেবক ও সেবা নিত্যকাল অবস্থিত। যদি বল, সেখানে সেব্য বা শিব মরিয়া যায় না, ঐরূপ একটা ব্যবহারিকতার বিনাশ হয়, তাহা হইলেও বলিতে হইবে, সেইরূপ ব্যবহারিকতা পারমার্থিকতা হইল কিরূপে? কিন্তু 'সেবা' জিনিষটি একান্ত পারমার্থিক। উহা প্রত্যেক চেতনের বা আত্মার স্বরূপের নিত্যবৃত্তি।

(৪) আর একদিক দিয়া বিচার করিতে গেলেও যাঁহারা জীবকে 'শিব' কল্পনা করেন, তাঁহাদের 'সেবা'-শব্দটি নিরর্থক হয়। কোন অপ্রাকৃত সবিশেষ সিদ্ধান্তবিৎই জীবকে ঈশ্বর বা নারায়ণ বলেন না, ইহা স্পষ্ট। শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রভৃতি সাধ্বত আচার্য্যগণ ও স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব এবং সমগ্র সাধ্বত শাস্ত্র জীবকে 'নারায়ণ' কল্পনা করা নাস্তিকতা ও পাষণ্ডতা বলিয়া জানাইয়াছেন,—

প্রভু কহে,—'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু', ইহা না কহিবা।
জীবাধমে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান কভু না করিবা।
সন্ন্যাসী—চিৎকণ জীব, কিরণ-কণ-সম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম॥
জীব, ঈশ্বরতত্ত্ব—কভু নহে 'সম'।
জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের 'কণ'॥
হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীব সংক্লেশনিকরাকরঃ॥
যেই মূঢ় কহে,—জীব ঈশ্বর হয় 'সম'।
সেই ত' 'পাষণ্ডী' হয়, দণ্ডে তারে যম॥
যস্য নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥
(চৈঃ চঃ ম ১৮।১১১-১১৬)

সাধ্বত শাস্ত্র, আচার্য্য বিষ্ণুস্বামীর উক্তি ও শ্রীচৈতন্যদেবের কথা হইতে আমরা জানিতে পারিলাম,—বদ্ধজীবকে

'নারায়ণ' বলা দূরে থাকুক, মুক্ত জীবকেও 'নারায়ণ' বলা পাষণ্ডতা। শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণও বেদান্তদর্শনের "তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ"—১।১।১৪, "হেয়ত্বাবচনাচ্চ"—১।১।১৭ প্রভৃতি বহু বহু সূত্র হইতে 'জীব' কখনও 'নারায়ণ' পদবাচ্য হইতে পারে না, ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব জাগতিক অভাবগ্রস্ত জীবকে অপার্থিব ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাতা অধিষ্ঠাতা 'নারায়ণ' বলা যেরূপ অযৌক্তিক, যে কোন জীবকে 'নারায়ণ' বলাও সেইরূপ বেদ ও বেদানুগ শাস্ত্র এবং আচার্য্যগণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ কার্য্য।

যাঁহারা বলিতে চাহেন যে, আমরা সাধুত শাস্ত্র ও সাধুত আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়া আচার্য্য শঙ্কর বা নির্ব্বিশেষবাদের সিদ্ধান্তানুসারে জীবমাত্রকেই 'ব্রহ্ম' বলিব, তাঁহারাও 'দরিদ্র'কে 'নারায়ণ' বলিলে অসুর-মোহনাবতার আচার্য্য শঙ্করের বাক্যের মর্য্যাদাকে বিনষ্ট করিয়া থাকেন। কেন না, আচার্য্য শঙ্কর উপরি-উক্ত বেদান্ত-সূত্রসমূহের ব্যাখ্যায় যে-সকল জীবের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় নাই, তাহাদিগকে বা সংসারী জীবকে 'ব্রহ্ম' বলা যাইবে না—ইহাই বলিয়াছেন। এরূপ বিচারেও 'দরিদ্র-নারায়ণ', 'সেবক-নারায়ণ' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ অসমীচীন।

কেহ বলিতে পারেন, বদ্ধজীবের দেহকে লক্ষ্য করিয়া 'নারায়ণ' বলা হয় না, তাহার স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়াই 'নারায়ণ' বলা হয় বা 'দরিদ্রনারায়ণ' বলিতে দরিদ্রসেবী নারায়ণ অর্থাৎ যে 'নারায়ণ' প্রকৃতপ্রস্তাবে পারমার্থিকতঃ দরিদ্র না হইলেও বর্ত্তমানে ব্যবহারিকতঃ দরিদ্ররূপে প্রতিভাত হইতেছে, সেই প্রাতিভাসিক সত্তাকে লক্ষ্য করিয়াই 'দরিদ্রনারায়ণ' বলা হইতেছে। এইরূপ যুক্তিও ভ্রান্ত; কেন না, নারায়ণ বা ব্রহ্মবস্তুটি পারমার্থিক। ব্রহ্মে দরিদ্রতা নাই, দরিদ্রতায় ব্রহ্মত্ব নাই। ব্রহ্ম মায়াগ্রস্ত —এইরূপ একটি মতবাদ 'মায়াবাদ'-নামে একশ্রেণীর অনৎসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রচলিত আছে সত্য, কিন্তু যদি নারায়ণকে দরিদ্রতা-গ্রস্ত বলা হয়, তবে সেরূপ মায়াবাদ-মতবাদের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা সকলে স্বীকার করিবে কেন? মায়াবাদ মতাবলম্বীকে সার্ব্বজনীন গুরু বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা বা সেই দেহ ও মনোধর্ম্মপর মতবাদ যে-সকল ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানে প্রচলিত না থাকিবে, সেই ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানসমূহ জগতের উপকর্ত্তা নহে,—এরূপ ভ্রান্ত ও অবৈধ গোঁড়ামি প্রদর্শন করিবারই বা কি যুক্তি আছে? যাঁহারা শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী বা শ্রীচৈতন্যদেবানুগ মহাজন অপেক্ষাও আপনাদিগকে অধিক ধার্ম্মিক মনে করেন, তাঁহারাই ঐরূপ এক অশাস্ত্রীয় নূতন মত সৃষ্টি করিয়া সেই মতে সকল অজ্ঞ ও বহির্ম্মুখ জীবকে দীক্ষিত করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। তথাকথিত বহির্ম্মুখ ব্যক্তি তত্ত্ব বিচার না করিয়া প্রত্যক্ষের মোহে মুগ্ধ হইয়া মায়াবাদ আশ্রয় করিতেছে। কারণ, অধোক্ষজ পরমেশ্বরের সেবায় আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ নাই, আর মায়াবাদের পথে ব্রহ্মের আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ আছে।

(৫) যাঁহারা 'দরিদ্রনারায়ণ' শব্দ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন,—"নামে রুচি জীবে দয়া কি? জীব ত' ঈশ্বর তিথারী নহে, জীবকে শিব-জ্ঞানে পূজা কর—সেবা কর।

"ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু,
সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়।
মন প্রাণ শরীর অর্পণ,
কর মনে এ সবার পায়॥
বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন পূজিছে ঈশ্বর॥"

এই কথাগুলিতে দেখা যায়, ব্রহ্ম হইতে কীট পরমাণু সর্ব্বভূতে প্রেমময় পরমেশ্বর আছেন। অতএব সর্ব্বভূত যে প্রেমময় নহে, ইহা স্বীকৃত হইল। যেমন গৃহে গৃহস্থ আছেন বলিলে গৃহই গৃহস্থ নহে, প্রমাণিত হয়। অতএব কীট পরমাণুর মধ্যেও মন, প্রাণ, শরীর অর্পণ করিতে হইবে, ইহা কিরূপ? কীট, পরমাণু দূরে থাকুক, সর্ব্ব-ভূতের অন্তর্গত বেত্রা বা যক্ষ প্রভৃতির পায় কি মন, প্রাণ, শরীর অর্পণ করিতে হইবে? যিনিই ঐ কবিতা-লেখক হউন, তিনি কুকুট, কঙ্কপাদির পায় মন, প্রাণ, শরীর অর্পণ করিবার পরিবর্ত্তে উহাদিগকে বিনাশ করিয়া ভোজন করিয়াছেন বা করিয়া থাকেন—এরূপও ত' প্রমাণ পাওয়া যায়। অথবা ঐরূপভাবে ঐ সকল ভূতকে বিনাশ করাই কি উহাদের পায়ে মন, প্রাণ, শরীর অর্পণ? ঐ

সকল ঈশ্বরের (?) প্রতি প্রেম কি উহাদিগকে ভোজন করিয়াই প্রদর্শিত হইয়াছিল বা হইয়া থাকে? ঐ সকল জীবকে জগদ্গুরু 'শিব' বলা এবং উহাদিগকে যত্তোপার্জ্জ বিনাশ করা কি জগদ্গুরু শিবের অবমাননা নহে? পশু, পক্ষী বা বন্যজীবকে শিবের আসন প্রদান করা, ছাগলকে জনক বা পিতা বলা কি পিতার অবমাননা সাধনের চেষ্টা নহে?

"নাহে রুচি, জীবে দয়া কি?" বলিয়া যিনি বা যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর প্রতি থুৎকার নিক্ষেপে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহারা প্রেম বলিতে ছাগ, কুক্কুট বা গোমাংস-ভোজনের প্রেমকেই কি 'প্রেম' মনে করেন? শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীতে জানিতে পারি যে, একমাত্র অখিলরসামৃতমূর্ত্তি অপ্রাকৃত গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ-ব্যতীত 'প্রেম' শব্দ মর্ত্ত্যলোকের কোন বস্তুতেই প্রযুক্ত হইতে পারে না। "কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি প্রেম।" বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা—দেহের ইন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা—মনের ইন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা—কাম-ক্রোধাদক রোগীর বা ভোগীর (দরিদ্রই হউক বা ধনীই হউক, পণ্ডিতই হউক আর মূর্খই হউক) প্রীতিবাঞ্ছা যদি ধর্ম্ম বা প্রেম হয়, তবে উহা কি তস্করাধী ও তস্করাধীর ধর্ম্ম নহে?—উহা কি কামুকের কাম নহে? শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই,—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥
(ভাঃ ১১।২।৪৬)

অর্থাৎ মধ্যমভাগবত পরমেশ্বরে প্রেম, ভগবদ্ভক্তে মিত্রতা, অজ্ঞজনে দয়া ও ভগবদ্বিদ্বেষীকে উপেক্ষা করিবেন। যাহারা শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যদেবের কথিত 'জীবে দয়া' কথার প্রতি থুৎকার নিক্ষেপে উদ্যত, সেই সকল স্থূলবুদ্ধিসম্পন্নকে 'জীবে দয়া' থাকার অর্থই প্রবিষ্ট হয় না। 'দয়া' বলিতে আত্মবিদ্গণ পরমেশ্বরের প্রতি সেবোন্মুখতা-বিধানকেই বিচার করিয়া থাকেন। আত্মবিদ্গণের বিচারে অনাত্মা বা দেহ ও মনের সৌখ্য-বিধান দয়াও নহে, সেবাও নহে, প্রেম ত' দূরের কথা, উহা হিংসা, মায়া বা কাম। অপরের অনাত্মার অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের সৌখ্য-বিধানের চেষ্টা সিংহ-ব্যাঘ্র-সর্পাদি হিংস্রজন্তু, কুক্কুর-বানর-পিপীলিকাদি ইতরপ্রাণীদিগের মধ্যেও দৃষ্ট হয়। তাহারাও স্বজাতিপ্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকে। একটি কাককে আক্রমণ করিলে সেখানে সহস্র সহস্র কাক উপস্থিত হইয়া চীৎকার করিয়া স্বজাতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে। ছোট যখন একটা কুক্কুরকে মারিতে যায়, তখন অন্যান্য কুক্কুরগুলিও ঘেউ ঘেউ করিয়া জাতি-ভ্রাতার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে, অথচ অন্য সময় এক কুক্কুরের মাংস আর এক কুক্কুর ভোজন করিতে উদ্যত হয়, পরস্পর কত কলহ করিয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবত 'বালিশ' অর্থাৎ ভগবৎসেবা-বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তির প্রতিই ভগবৎসেবা-বিজ্ঞান প্রদান করিয়া 'কৃপা' করিতে বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের গোপীগীতায় ভগবৎ-কথামৃত-বিতরণকারিগণকে 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠদাতা' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব মন্মোদয়-দয়া অর্থাৎ যে দয়ায় মঙ্গল সাধন করে এবং অমন্মোদয়-দয়া* অর্থাৎ যে দয়ায় অমঙ্গল অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ফল উদয় করায়—এই দুই প্রকার দয়ার কথা বলিয়াছেন। যে-কোনপ্রকার বদ্ধজীবের অনাত্মগত সৌখ্য-বিধানকে অবৈষ্ণবভাবে 'সেবা' নাম দিলেও তাহা মন্মোদয়-দয়া, অর্থাৎ তদ্দ্বারা জীবের কোন আত্ম-কল্যাণ হয় না, উহা মন্দ ফল প্রসব করে। কেন না, উহাতে জীবের অবিদ্যা-নাশের কোন চেষ্টা না হইয়া উহা অবিদ্যাগ্রস্ত জীবকে অবিদ্যার মধ্যেই অনাদিকাল খুব পাড়াইয়া রাখিবার আনুকূল্য করে। যাঁহারা ঐরূপ দরিদ্রকে নারায়ণ বা ঈশ্বর প্রভৃতি বলিতেছেন, তাঁহারা অনাত্মা বা ব্যুৎপন্নস্তের পূজক বা অতীব ঘৃণ্য প্রেণীর পৌত্তলিক, ইহাই প্রমাণিত হয়। শ্রুতি, স্মৃতি, শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীচৈতন্যদেব ও আচার্য্যগণ—সকলেই এইরূপ অনাত্মার সেবাকে নিরাস করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু যাবদ্ধ বহির্ম্মুখ গণতন্ত্রিকার অজ্ঞতা ও বহির্ম্মুখতার সুযোগ লইয়া কতকগুলি লোক অনাত্মাকে ঈশ্বর ও অনাত্মার কামবর্দ্ধনকে 'সেবা' বলিতেছে। ইহারা 'সেবা' বা 'প্রেম' কাহাকে বলে, কোন দিন তাহার চতুঃসীমানায় কোন সন্ধান পায় নাই বা পাইবেও না।

(৬) যদি 'সেবা' বা 'দয়া' শব্দের অর্থ অনাত্মার সৌখ্য-বিধানকেই লক্ষ্য করিত, তবেত্ত রোগীর ঔষধ সারাইয়া দেওয়া, অরক্ষণীয়া কন্যার বিবাহ দিয়া দেওয়া কামুকী বিধবার পতি যোগাইয়া দেওয়া বা স্বয়ংই তাহাকে বিবাহ

* শ্রীচৈতন্যমতোদয়-নাটক (মৈ গ্রন্থ ১০।১১৯ পৃঃ)

করা, দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিকে আর্থিক সাহায্য করা প্রভৃতিই যদি দয়া বা সেবার আদর্শ হইত, তাহা হইলে স্বয়ং ভগবান্‌ই জীবের প্রতি ঐরূপ দয়া না করায় সর্ব্বাগ্রে অপরাধীর অগ্রণী বলিয়া বিবেচিত হইতেন, কারণ, তিনি ইচ্ছা করিলেই ত' জগৎ হইতে অভাব, অসুবিধা, রোগ, শোক বিনষ্ট করিয়া দিতে পারেন। রাজা ইচ্ছা করিলেই ত' সমস্ত অপরাধী বা বন্দীগুলিকে তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিতে পারেন। যদি বলা যায়, ভগবান্ জীবের দ্বারা ঐ সকল কার্য্য করাইয়া তাহাদের মঙ্গল বিধানের জন্য নিজে ঐ সকল কার্য্য করেন না, তাহা হইলে বলিতে হয়, কর্ম্মফলানুসারে যেসকল জীব এই ভবকারাগারে পরমেশ্বরের নির্দ্দেশমত হয়, কষ্ট ও নানাপ্রকার অভাবে পতিত হইয়াছে, বন্যা-দুর্ভিক্ষে পীড়িত হইতেছে, সেই সকল বন্দীগুলিকে অপরের দ্বারা ছাড়িয়া দেওয়াই ভগবানের অভিপ্রায়। রাজা অপরাধীগুলিকে তাহাদের সংশোধনের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান করিয়া কারাগৃহে আবদ্ধ করাইলেন, আর প্রজাবৃন্দ (রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে) সেই সকল অপরাধী জীবের সংশোধনের পূর্ব্বে বা নির্দ্দিষ্টকাল কারাদণ্ড ভোগের পূর্ব্বেই তাহাদিগকে কারাগৃহ হইতে মুক্ত করিয়া দিবার জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া খুব রাজসেবার মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন। ভবকারাগারের কয়েদী অপরাধী কর্ম্মফলবাধ্য জীবগুলি কয়েদী নহেন, তাঁহারা মুক্ত সম্রাট্—ইহা মুখে বলিলেই যেন তাঁহারা মুক্ত বা ঈশ্বর হইয়া গেলেন।

এক বদ্ধজীব আর এক বদ্ধজীবকে কতটাই বা মুক্ত করিতে পারেন? অসাধ্য কর্ম্মফলবাধ্য জীবের অসংখ্য-প্রকার দৈহিক ও মানসিক অভাবের ষোড়াংশের একাংশেরও সাময়িক নিবৃত্তি করিতে পারেন কি না, সন্দেহ—মানসিক অভাব দূর করা ত' দূরের কথা। এক হিন্দুস্থানী কবি বলিয়াছেন,—

তনকি ভুখ্ তনক্ হায় তিন পাও কে সের্।
মনকি ভুখ্ অনেক হায় সগর ভেল্ ন ঢের্॥

অর্থাৎ তনুর বা দেহের ক্ষুধা অতি সামান্য, তিন পোয়া বা এক সের খাদ্য হইলেই তাহা মিটিয়া যায়; কিন্তু মনের ক্ষুধা অনেক, সের পরিমাণ বস্তু হইলেও সেই ক্ষুধার নিবৃত্তি নাই।

অতএব যাহারা জীবের ক্ষুধা বা অভাব-নিবৃত্তিকেই 'ঈশ্বর-সেবা' মনে করিতেছে, তাহারা উহাদের দেহের ক্ষুধার সাময়িক নিবৃত্তি করিতে পারিলেও তাহাদিগকে ভগবৎ-সেবোন্মুখ না করা পর্য্যন্ত কিছুতেই তাহাদের মানসিক অভাব—যাহা দৈহিক কষ্টেরও কারণ, তাহা নিবৃত্তি করিতে পারিবে না। তাহারা বাসনার দাস হইয়া অপরের বাসনা চরিতার্থ করিতে গিয়া অপরকে জন্ম-জন্মান্তর বাসনার নাগপাশে ক্লেশে পীড়া দান করিতে থাকিবে। অতএব বদ্ধজীবের অনাত্মার অভাব-মোচন তাহাদের সেবা বা দয়া নহে, উহা হিংসা। এজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যদেব 'জীবে দয়া' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন অর্থাৎ ভগবৎসেবাবিমুখ জন্ম বা বাসিন্দকে হরিকথামৃতৌষধ পান করাইয়া তাহার ভবরোগ বিনাশ করিতে হইবে, তাহাকে অধোক্ষজ ভগবানের সেবায় উন্মুখ করিয়া দিতে হইবে। 'জীবে দয়া' শব্দের পূর্ব্বেই 'নামে রুচি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যাঁহাদের ভগবানের অপ্রাকৃত নিত্য-নামে রুচি নাই, যাঁহারা ভগবানের নামের অপ্রাকৃতত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা অপর জীবকেও দয়া করিতে পারেন না। তাঁহাদের সেবা বা দয়ার ছলনা নাস্তিকতা, আক্ষেন্দ্রিয়তর্পণ, আত্মহিংসা ও পরহিংসা। "দেহকলে সম্মুখে তোমার ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?" প্রভৃতি মতবাদ যে-কোন সন্ন্যাসীর আখড়া হইতে বৈরাগ্যের মত বলিয়া প্রচারিত হউক না কেন, তাহা প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতাপর আত্মহিংসা ও পরহিংসা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শাস্ত্রসমূহ বৈষ্ণবসেবার কথা বলিয়া-ছেন। বৈষ্ণবে 'দয়া' শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না, কারণ, বৈষ্ণব—ভগবৎসেবোন্মুখ। 'বৈষ্ণবে দয়া' শব্দ প্রয়োগ ভ্রান্তিকতা-ব্যঞ্জক। আর বৈষ্ণবসেবা পরিত্যাগ করিয়া নারায়ণসেবা, পরমেশ্বর-সেবাও ভ্রান্তিকতা বলিয়া শাস্ত্রে কথিত। বৈষ্ণব কখনও দরিদ্র বা ধনী, দুঃখী বা সুখী—এরূপ অভিমান করেন না। সেবোন্মুখের সেবা করিলে আমাদেরও ভগবৎসেবায় অধিকতর উন্মুখতা হয়। কিন্তু বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সেবা করিতে গেলে আমাদের বদ্ধদশা আরও বাড়িয়া যায়। এইজন্য ভাগবতশাস্ত্রে জগতের দুঃখ ও অনাথ হরিণ-শাব-

কের সেবা নিষিদ্ধ এবং হরিদেবের বৈষ্ণব-সেবা বর্দ্ধিত হইয়াছে। হরিদের সেবাদ্বারা হরিসেবাপ্রাপ্তি ঘটে, দরিদ্রের সেবার দ্বারা ভগবৎসেবায় দারিদ্র্য দূর হয়, আর বৈষ্ণবের সেবার দ্বারা বৈষ্ণবতা বা ভগবৎসেবোন্মুখতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

আধুনিক নাস্তিক জগৎ এই সকল কথা বুঝিতে না পারিয়া ও কাম-ক্রোধাদি-রিপু-তাড়িত হইয়া প্রচ্ছন্ন ভোগ ও ত্যাগ-পিপাসা লইয়া যে জনসেবার ধুয়া উঠাইয়াছে তাহা সনাতন ধর্ম্মের তারতম্যের ভ্রোতসিদ্ধান্ত নহে। ঐ সকল মতবাদ পাশ্চাত্যদেশ হইতে আমদানী হইয়া তাহাতে ধর্ম্মের ধ্বজা উঠাইয়া বিমুগ্ধমোহন করিতেছে।

দরিদ্রকে অর্থ-দান, বস্ত্র-দান, শিক্ষিতকে ঔষধ-দান বা তাহার দৈহিক পরিচর্য্যাকে নৈতিক ধর্ম্ম বা নৈতিক উপকার বলিলে নিরপেক্ষ বিচার হয়। কিন্তু দরিদ্র —ভগবান্, রোগী—নারায়ণ, দুঃখ—পরমেশ্বর—এই সকল বিচার নৈতিকধর্ম্ম দূরে থাকুক, ভীষণ পাষণ্ডতা ও নাস্তিকতা। ইহা অধোক্ষজ পরমেশ্বরের ভক্তির পথে প্রোথাচরণ।

কলেরা, বসন্ত, বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি অসংখ্যপ্রকার ত্রিতাপ-বৈচিত্র্যের অন্তর্গত কতকগুলি বিচিত্রতামাত্র। দশ-পাঁচ-প্রকার ত্রিতাপ-বিচিত্রতার সাময়িক উপশমের প্রচারকগণকে সমাজের উপকারক বলিয়া ত্রিতাপের মূলোৎপাটনের বাস্তব-চিকিৎসকগণকে অকর্ম্মণ্য, অলস ও সমাজের ভারস্বরূপ বলিলে অসৎ ও অনিত্য-বিষয়ে অর্থাৎ নাস্তিকতার নেশাই অধিকতর আসক্তি প্রমাণিত হয়।

আপাত উপশম—উপশম নহে, আপাত ক্ষতিও ক্ষতি নহে। আমরা একটি সত্য ঘটনা জানি, কোন এক অতি দুঃস্থ পরিবারে একজন পুরুষ, তাহার একটি সাধ্বী স্ত্রী, ও একটি শিশুপুত্র ছিল। উপার্জ্জনক্ষম পুরুষটি অকস্মাৎ পাগল হইয়া যায়, দুঃস্থা স্ত্রীলোকটি পাগল স্বামী ও শিশু-পুত্রটি লইয়া বড়ই বিপদে পড়েন। এমন সময় প্রতিবেশী জনৈক সহৃদয় জমিদার অন্তরে দুঃস্থা স্ত্রীলোকটির অসহায় অবস্থা-দর্শনে ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে স্বেচ্ছায় প্রস্তুত হন। কিছুদিন অর্থ-সাহায্য করিবার পর জমিদারটি উক্ত দুঃস্থা স্ত্রীলোকের নিকট তাহার দুঃস্থাবস্থা ও অসহায়াবস্থার সুযোগ লইয়া কুপ্রস্তাব করেন। সাধ্বী স্ত্রীলোকটি তখন হইতে উক্ত জমিদারের সর্ব্ববিধ সাহায্য অস্বীকার করে। সে অনেক কষ্টে তাহার পুত্রটিকে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়া তুলে। একটি নূতন চিনির কলে পঁচিশ টাকা মাহিনার ছেলেটি একটি চাকুরী প্রাপ্ত হয়। যে দিন ছেলেটি চাকুরীতে ভর্ত্তি হইল, সেই দিন দুঃস্থা জননী চিন্তা করিলেন,—এতদিন পরে তাঁহার কতদিনের অরুণোদয় হইল। কিন্তু সেই দিনই উক্ত জননী ভীষণ বসন্তরোগে আক্রান্ত হইলেন। একমাত্র উপার্জ্জন-ক্ষম যুবকপুত্র যথাসাধ্য অর্থাদি ব্যয় করিয়া দুঃস্থা জননীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। তাহাতে মাতা সারিয়া উঠিলেন বটে, কিন্তু একমাত্র উপার্জ্জনক্ষম পুত্রটি বসন্ত-রোগে আক্রান্ত হইয়া কএকদিনের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিল। মাতার সমস্ত সুখের আশা চিরদিনের তরে লুপ্ত হইল। কিছুদিন পরে পূর্ব্বোক্ত জমিদার বাবু পুনরায় ঐ দুঃস্থা স্ত্রীলোকের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে, মনের সুখশান্তি করিতে হইলে ঘরে বসিয়া থাকা উচিত নহে, তাঁহার পরিবারবর্গ সিনেমা দেখিতে যাইতেছেন, উহা দেখিলে তাঁহার মনের শান্তি হইবে। কোন কোন প্রতিবেশীর পরামর্শে উক্ত দুঃস্থা স্ত্রীলোকটি সিনেমা দেখিয়া মনের শান্তি আনয়ন করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার আত্যন্তিক শান্তি হইল না, বরং ক্রমে-ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে বিলাস-ব্যসনের প্রতি স্পৃহা জাগিয়া উঠিল। জমিদারের উদ্দেশ্য সফল হইল।

যাঁহারা সাময়িক উপকারের প্রণালী অনুসরণ করিয়া দৈহিক ও মানসিক উপকারের চেষ্টা করেন, যাঁহারা একান্ত ভগবৎসেবকগণের সঙ্গে ভগবৎসেবার সৌষ্ঠব ও আনুষঙ্গিকভাবে ত্রিতাপ-উন্মূলনের পরমৌষধের সন্ধান পান নাই, তাঁহারাই অধোক্ষজ ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ পরিত্যাগ করিয়া ব্যক্তিগত বা বহির্ম্মুখ সার্ব্বজনীন ইন্দ্রিয়-তর্পণের অনুসন্ধিৎসু হইয়া অধিকতর বঞ্চনা প্রাপ্ত করেন। একান্ত আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণ ব্যক্তিগত সুখ বা সাধারণের সুখানুসন্ধান, কোনটিকেই সেবা বা সমাজের মঙ্গলকর বলিয়া জানেন না। তাঁহারা একমাত্র অধোক্ষজ হৃষীকেশ-তর্পণকেই সেবা এবং উহাতে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত নিত্যমঙ্গলের খনি নিহিত রহিয়াছে জানিয়া উহাকেই বরণ করেন। অতএব অধোক্ষজ স্বরাট্ পুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়তর্পণানুসন্ধানই 'সেবা'।

শ্রীরামানুজের আচার্য্যত্ব-প্রকাশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকায় বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের আচার্য্য-গণের চরিত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে চরিতকারি-গণের অনেক শিক্ষা ও আদর্শ পাওয়া যায়। আমরা আজ শ্রীরঙ্গ-শঠারিপ্রমুখ গোস্বামিবৃন্দ ও তদনুগ শ্রীল শ্রীধর, ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের পরমাদৃত শ্রীযামুনাচার্য্য ও শ্রীরামানুজাচার্য্যের আচার্য্যত্বের প্রসঙ্গ সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের "দিব্যসূরিচরিতম্" ও "গুরু-পরম্পরাপ্রভাবম্" গ্রন্থাদিতে আচার্য্যের নিত্যসিদ্ধত্ব ও আমায়-ধারায় বিগ্রহত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। "গুরুপরম্পরা-প্রভাবম্" গ্রন্থ-পাঠে জানা যায় যে, বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়ে কাহারও বৈষ্ণবত্বই স্বীকৃত হইবে না, যদি কেহ বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত গুরু-পরম্পরায় প্রভাব স্বীকার না করেন। শ্রীল প্রভুপাদ যে জগদ্গুরুবাদ ও মহাজনগুরুবাদের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই বিচার বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের "গুরুপরম্পরাপ্রভাবম্" গ্রন্থ বা সকল বৈষ্ণব-শাস্ত্রই স্বীকার করেন। শ্রীনারায়ণ হইতে মহাগুরু বা আচার্য্য অবিচ্ছিন্ন-ভাবে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত উদিত না হইলে তাহা অবৈষ্ণবতা ও নির্ব্বিশেষবাদে পরিণত হয়।

'দিব্যসূরি-চরিতে' আচার্য্যগণ যে নিত্যসিদ্ধ ভাগবৎ-পার্ষদ—ইহা উক্ত হইয়াছে। শ্রীযামুনাচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের একজন প্রভাবশালী আচার্য্য। শ্রীযামুনাচার্য্যের গুরুদেবের নাম—শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্য। বাল্যকাল হইতেই শ্রীযামুনাচার্য্যের ভক্তিসিদ্ধান্তে অদ্ভুত পারদর্শিতা লক্ষিত হইয়াছিল। তিনি বাল্যকালেই পাণ্ড্যরাজের সভাপণ্ডিত বিদ্বজ্জন-কোলাহলের মতবাদ খণ্ডন করিয়াছিলেন। এইজন্য শ্রীযামুনাচার্য্য "আলবন্দার" নামে ভূষিত হন। পাণ্ড্যরাজ পুরস্কারস্বরূপ আলবন্দারকে তাঁহার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ দান করেন। আলবন্দার বহুকাল রাজ্য পালন করেন। আলবন্দারের পিতামহ দেহত্যাগকালে রামমিশ্র-নামক একজন ভগবদ্ভক্তকে বলিয়া যান যে, আলবন্দার যেন বিষয়ভোগে রত হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য বিস্মৃত না হন। সেই রামমিশ্রের সঙ্গ-ফলে আলবন্দারের বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং তিনি সংস্কৃত ভাষায় 'স্তোত্ররত্নম্', 'সিদ্ধিত্রয়ম্', 'আগমপ্রামাণ্যম্' ও 'গীতার্থসংগ্রহ' নামক গ্রন্থ রচনা করেন ও বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীযামুন মুনি নামে খ্যাত হন। এই যামুনাচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের নিত্যসিদ্ধ আচার্য্য বলিয়া পূজিত। যামুনাচার্য্যের বহু উপযুক্ত ও পণ্ডিত-শিষ্য ছিলেন। কাঞ্চিপূর্ণ, মহাপূর্ণ, গোষ্ঠীপূর্ণ, মালাধর ও বরদঙ্গ—এই পাঁচজন শ্রীযামুনাচার্য্যের অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন। বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের ভক্তগণ বিচার করেন যে, যামুনাচার্য্য এই পঞ্চ শিষ্যের মধ্যে পঞ্চভাবে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু সম্প্রদায়রক্ষক আচার্য্য-রূপে একমাত্র শ্রীযামুনাচার্য্যকেই যামুনাচার্য্যের অপরতন বলিয়া সজ্জনগণ বরণ করিয়াছেন।

যখন শ্রীযামুনাচার্য্য অনুদ্বের অভিনয় করিয়া শয্যাশায়ীর লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার শিষ্যগণ শয্যার চারিপার্শ্বে থাকিয়া যামুনাচার্য্যের সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। যামুনাচার্য্য শয্যাশায়ী থাকিয়াও ভগবদ্ভক্তের মহিমা কীর্ত্তন করিতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিরস্ত হইলেন না এবং শিষ্যগণকে পুনঃ পুনঃ সম্বোধন করিয়া হরিকথা উপদেশ করিতে লাগিলেন। যামুনাচার্য্যের নবনবস্থ ভাসিচূড়ামণি তিরুবরঙ্গদাসকে মুখপাত্র করিয়া মহাপূর্ণ, তিরুক্কোষ্টিয়ূরপূর্ণ প্রভৃতি শিষ্যগণ যামুনাচার্য্যকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে যামুনাচার্য্য গুরু-সেবার কথা কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন,—"রঙ্গনাথ-গুরু তিরুপ্পান্ আলোয়ার আমার একমাত্র আশ্রয়, তিনি আমার কর্ণধার হইবেন।" ইহা শুনিয়া তিরুবরঙ্গ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি অপ্রকট-লীলা বিস্তার করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন?" যামুনাচার্য্য কহিলেন,—"পরমেশ্বরের ইচ্ছাই বলবত্তর হইবে।" গুরুদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া মহাপূর্ণ ও তিরুক্কোষ্টিয়ূরপূর্ণ সঙ্কল্প করিলেন যে, তাঁহারা যামুনাচার্য্যের অপ্রকট-লীলার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মহত্যা করিবেন। সেই

সময় আচার্য্যের আর একজন শিষ্য অনুযোগ বিসর্জ্জন করিতে করিতে কহিলেন—"আপনার অদর্শনে আমরা কাহার আশ্রয়ে অবস্থান করিব? কে আমাদিগকে এরূপ মধুর হরিকথা শুনাইবেন?" তখন শ্রীযামুনাচার্য্য উক্ত শিষ্যকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া কহিলেন,—"বৎস, তোমরা কেহ উদ্বিগ্ন হইও না। শ্রীরঙ্গনাথ রহিয়াছেন, তিনি তোমাদের আশ্রয় দিয়াছেন, দিতেছেন ও দিবেন।" যামুনাচার্য্য শিষ্যগণকে কহিলেন,—"তোমাদের প্রতি আমার শেষ উপদেশ এই—ভগবৎপারমহংস্যে সর্ব্বদা আত্মাভিপ্রায় পূর্ব্বক ভক্তপরিষ্ট-মার্গে বিচরণ করিবে এবং ভক্তসেবা-দ্বারা অহঙ্কার নাশ করিয়া পরম-পুরুষার্থ-লাভে যত্নবান হইবে।"

যামুনাচার্য্য ইহার কিছুদিন পরে ভগবৎ লীলাবিগ্রহ করিলেন এবং একদিন শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ-ব্যাখ্যাকালে কাঞ্চিপুর হইতে আগত দুইটি ব্রাহ্মণের নিকট রামানুজের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, রামানুজ যাদবপ্রকাশের শিষ্যত্ব পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন। ইহা শুনিয়া যামুনাচার্য্য রামানুজকে আনিবার জন্য মহাপূর্ণকে পাঠাইলেন; কিন্তু শ্রীযামুনাচার্য্য ইতিমধ্যেই আবার অপ্রকট-লীলাবিগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অপ্রকট-কালের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি শিষ্যগণকে ডাকিয়া ক্ষমা প্রার্থনা এবং বিভিন্ন শিষ্যকে ডাকিয়া উপদেশ প্রদান করিলেন। সেই সময় শিষ্যগণ তুমুলস্বরে ভগবন্নাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছিলেন। সকলেই ভগবদ্ভক্তিতে আত্মহারা হইয়াছেন, এমন সময় শ্রীযামুনাচার্য্য বৈকুণ্ঠ-লীলায় প্রবেশ করিলেন। অতঃপর সকলে মিলিয়া গুরুপাদপদ্মকে লইয়া তাঁহার যথাবিধি সমাধি-প্রদানাদি কার্য্যের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। রামানুজাচার্য্যের সহিত আর যামুনাচার্য্যের দেখা হইল না। মহাপূর্ণও শ্রীগুরুদেবের অপ্রকট-লীলাকালে তাঁহাকে দর্শন করিতে পারিলেন না। যখন শ্রীরামানুজ বৈকুণ্ঠলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীযামুনাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন অনেকক্ষণ যাবৎ তিনি শ্রীযামুনাচার্য্যের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে লাগিলেন; দেখিলেন,—যামুনাচার্য্যের দক্ষিণ হস্তের তিনটি অঙ্গুলি বক্রভাবে রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া শ্রীরামানুজ বলিতে লাগিলেন,—

অহং বিষ্ণুমতে স্থিত্বা জনানজ্ঞানমোহিতান্।
পঞ্চসংস্কারসম্পন্নান্ দ্রাবিড়ায়ামপারগান্।
প্রপত্তিমার্গনিরতান্ কৃত্বা রক্ষামি সর্ব্বদা॥

আমি বৈষ্ণব-মতে অবস্থান পূর্ব্বক অজ্ঞান-মোহিত জনগণকে পঞ্চসংস্কারযুক্ত, দ্রাবিড়ায়ামে পারঙ্গত এবং নারায়ণে শরণাগত করিয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করিব। ইহা বলিবামাত্র যামুনাচার্য্যের একটি অঙ্গুলি খুলিয়া সরল হইয়া গেল। তখন রামানুজ আবার কহিলেন,—

সংগৃহ্য নিখিলানর্থান্ তত্ত্বজ্ঞানপরং শুভম্।
শ্রীভাষ্যং করিষ্যামি জনরঞ্জনহেতুনা॥

আমি লোকরঞ্জনের জন্য নিখিল অর্থ সংগ্রহ করিয়া শুভদ ও তত্ত্বজ্ঞানপর শ্রীভাষ্য প্রণয়ন করিব। ইহা বলামাত্র শ্রীযামুনাচার্য্যের আর একটি অঙ্গুলি উন্মুক্ত হইল। তখন রামানুজ আবার কহিলেন,—

জীবেশ্বরাদীন্ লোকেভ্যঃ কৃপয়া যঃ পরাশরঃ।
সন্দর্শয়ন্ তত্ত্বভাবান্ পুরাণরত্নং তথা।
পুরাণরত্নং সাক্ষাত্তে মুনিবর্য্যা কৃপানিধিঃ।
তস্য নাম্না মহাপ্রাজ্ঞ বৈষ্ণবস্য চ কস্যচিৎ।
অভিধানং করিষ্যামি নিষ্কামার্থং মুনেরহম্॥

মুনিশ্রেষ্ঠ পরাশর সাগর পরাশর লোকের প্রতি কৃপা করিয়া জীব, ঈশ্বর, জগৎ, তাঁহাদের স্বরূপ ও তাঁহাদের উপলব্ধির পথ বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়া যে পুরাণরত্ন রচনা করিয়াছেন, তাহার ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য আমি কোন মহাপ্রাজ্ঞ বৈষ্ণবকে তন্নামে অভিহিত করিব। ইহা বলিবামাত্র শ্রীযামুনাচার্য্যের অবশিষ্ট অঙ্গুলিটি উন্মুক্ত হইল।

শ্রীরামানুজের এই তিনটি প্রতিজ্ঞা তাঁহার আচার্য্যদ্বয়ের ও যামুনাচার্য্যের অবতন শ্রীসম্প্রদায়রক্ষক আচার্য্যরূপে রামানুজকে নির্দ্দেশ করিয়া দিল। অর্থাৎ যিনি লোক-শিক্ষক আচার্য্য হইবেন, তিনি স্বয়ং বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অজ্ঞানবিমোহিত জনগণকে পঞ্চসংস্কার-সংযুক্ত দ্রাবিড়-বেদ-বিশারদ ও ভগবানের শরণাগত করিয়া সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি সম্প্রদায়রক্ষা ও লোকরঞ্জনের জন্য শ্রৌতপথে তত্ত্বজ্ঞান-প্রতিপাদক ভাষ্যাদি প্রণয়ন করিবেন। তৃতীয়তঃ তিনি কোন বিশিষ্ট

শিষ্যকে শ্রৌত-বিদ্যায় একান্ত পারঙ্গত করিয়া আচার্য্য-ধারায় নিত্যত্ব সংরক্ষণ করিবেন।

শ্রীযামুনাচার্য্য তাঁহার অপ্রকট-লীলার অব্যবহিত পূর্ব্বে সকল শিষ্যকেই সমানভাবে ভাগবত ও ভগবানের সেবা এবং ভগবানের কথা বিস্তার করিবার জন্য বলিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজ শ্রীযামুনাচার্য্যের প্রকটকালে উপস্থিতও ছিলেন না। বিশেষতঃ শ্রীরামানুজ ছিলেন গৃহস্থ। যামুনাচার্য্যের অনেক বিরক্ত, প্রবীণ, প্রাচীন ও সন্ন্যাসি-শিষ্য তখন বর্ত্তমান ছিলেন। শ্রীরামানুজ যুবকমাত্র, কিন্তু তাঁহার মধ্যেই আচার্য্যস্বরূপ ভগবৎ-কৃপাশক্তির অদ্ভুত প্রেরণা আসিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন—যামুনাচার্য্য তাঁহার মনোহভীষ্ট-পরিপূরণ ও আচার্য্যত্বের আসন-প্রদানের জন্যই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন।

শ্রীযামুনাচার্য্যকে সমাধি-গর্ভে সংস্থাপিত করিবার পূর্ব্বেই শ্রীরামানুজ কাঞ্চিপুরী যাত্রা করিলেন। যামুনাচার্য্যের শিষ্যগণ শ্রীরামানুজকে শ্রীরঙ্গনাথজীউ দর্শন করিয়া যাইতে বলায় তিনি অভিমানভরে অল্প পরিত্যাগ করিতে করিতে বলিলেন—"যে ভগবান্ আমার অভীষ্ট পূর্ণ করিলেন না, যিনি আমার হৃদয়ের আরাধ্যদেবতাকে চিরদিনের জন্য অপহরণ করিয়া লইলেন, আমি সেই নিষ্ঠুর ভগবান্‌কে দেখিতে চাই না।" শ্রীরামানুজ কাহারও অনুরোধের দিকে না তাকাইয়া কাঞ্চিনগরীতে প্রস্থান করিলেন। সেইদিন হইতেই তাঁহার স্বাভাবিক স্মিত-বিকশিত বদন হইতে হাস্যরেখা অন্তর্হিত হইল। প্রাপ্ত বয়স্কের গাম্ভীর্য্য ও চিন্তাশীলতা বদনমণ্ডলে প্রকাশিত হইল। তিনি কাঞ্চিপূর্ণের নিকট অধিকাংশ সময় অবস্থান করিতেন। কাঞ্চিপূর্ণের ইচ্ছানুসারে শ্রীরামানুজ নিজ পত্নী আমাম্বার সহিত শ্রীযামুনাচার্য্যের শিষ্য মহাপূর্ণের নিকট দীক্ষিত হইলেন এবং কিছুদিন পরে বরদরাজের সম্মুখে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তিনি যাদবপ্রকাশকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া 'গোবিন্দদাস' নামে আখ্যাত করিলেন। এইরূপে গোবিন্দ, দাশরথি, কুরেশ, প্রভৃতি কএকজন শ্রীরামানুজের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। শ্রীরামানুজ আদর্শ শিষ্যের ন্যায় আচরণ করিয়া অন্যান্য লোককে শিষ্য-কর্ত্তব্যতা শিক্ষা দিয়াছিলেন। রামানুজের আদর্শে প্রকৃত শিষ্যত্বের এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল—

শরীরং যস্য বিজ্ঞানং বাসঃ কর্ম্মগুণান্ অসূন্।
স্বার্থং বাগয়েদ্ যস্য স শিষ্যো নেতরঃ স্মৃতঃ॥

যিনি দেহ, মন, বিজ্ঞান, বসন, কর্ম্ম, গুণ ও প্রাণ একমাত্র গুরুর জন্যই ধারণ করেন, তিনিই প্রকৃত শিষ্য, অপরে নহে।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র হইতে কিছুদূরে গোষ্টিপুর নামে এক নগরে গোষ্টিপূর্ণ নামে এক পরম বৈষ্ণব-পণ্ডিত বাস করিতেন। মহাপূর্ণ শ্রীরামানুজকে সেই গোষ্টিপূর্ণের নিকট গমন করিয়া সদ্গুরু বৈষ্ণবমন্ত্র অবগত হইবার কথা বলিলেন। কিন্তু গোষ্টিপূর্ণ রামানুজকে কিছুতেই সেই মন্ত্র দিতে স্বীকৃত হইলেন না। গোষ্টিপূর্ণের নিকট রামানুজ অষ্টাদশবার প্রত্যাখ্যাত হইবার পর কাতরকণ্ঠে অবিরাম রোদন করিতে থাকিলে গোষ্টিপূর্ণ রামানুজকে সেই মন্ত্র দান করিয়া বলিলেন—'এই মন্ত্র আর কাহাকেও দিও না।' কিন্তু রামানুজ গুরুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া শ্রীরঙ্গাভিমুখে গমনকালে পথে যাহাকে দেখিতে পাইলেন, তাঁহাকেই আহ্বান করিয়া সেই মন্ত্র শ্রবণ করাইলেন। মহতী জনতা শ্রীরামানুজের শ্রীমুখে সেই মন্ত্র শ্রবণ করিয়া একস্বরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তখন শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে শ্রীরামানুজ শ্রীগোষ্টিপূর্ণের পাদপদ্মপূজা-স্মরণে তাঁহার ভজনগৃহাভিমুখে গমন করিলেন। গোষ্টিপূর্ণ শ্রীরামানুজের ঐরূপ ব্যবহারে প্রথম অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যখন শ্রীরামানুজ গোষ্টিপূর্ণকে জানাইলেন যে, নিজের নরকগমন বাঞ্ছা করিয়াও শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোহভীষ্ট অর্থাৎ সর্ব্বজীবে দয়া-বিতরণ-পূর্ব্বক গুরুসেবার উদ্দেশ্যেই তিনি আচার্য্যের কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন গোষ্টিপূর্ণ বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া রামানুজের প্রশংসা এবং নিজের পুত্র সৌম্যনারায়ণকে রামানুজের শিষ্যরূপে প্রদান করিলেন। তখন হইতেই শ্রীরামানুজাচার্য্য সাক্ষাৎ লক্ষ্মণাবতার বলিয়া পূজিত হইতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ৮ই ভাদ্র শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে একখানি পত্রে এইরূপ লিখিয়াছিলেন,—"শ্রীরামানুজাচার্য্য একদিন শ্রীগোষ্টিপূর্ণের চরণে আশ্রয়

অপরাধের লীলা প্রদর্শন করিয়া জগতে প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভায় বর্ত্তমান প্রচারে যদিও সেরূপ বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে, তথাপি আমরা সকলেই তরুর ন্যায় সহিষ্ণুসম্পন্ন হইয়া সতত উহা স্বীকার করিব।" —(পত্রাবলী ৪র্থ খণ্ড ১১৭ পৃঃ)

শ্রীরামানুজ আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিলে অনেকেরই ঈর্ষা ও মাৎসর্য্যের উদয় হইল। শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরের প্রধান অর্চ্চক একদিন রামানুজকে নিজ-গৃহে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া প্রসাদান্নের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া দিল। কিন্তু শ্রীরামানুজ প্রসাদ-গ্রহণার্থ উপবেশন করিলে উক্ত অর্চ্চকের সংসহধর্ম্মিণী পত্নী ক্রন্দন করিয়া ঐকথা জানাইয়া দিলেন। উহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া প্রধান অর্চ্চক দ্বিতীয়বার শ্রীচরণামৃতের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া প্রদান করিল, কিন্তু তাহাও প্রকাশ হইয়া পড়িল। ইহাতে রামানুজের আচার্য্যত্বের মহত্ত্ব আরও প্রকাশিত হইতে থাকিল। পামর-প্রকৃতির ব্যক্তি শ্রীরামানুজকে নানাবিধ নিন্দা, এমন কি, তাঁহার সুবিমল চরিত্রে কলঙ্ক আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু শ্রীরামানুজ ইহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শ্রীযামুনাচার্য্যের মনোঽভীষ্ট-প্রচারে ব্রতী হইলেন। শ্রীরামানুজ শ্রীভাষ্য-রচনা এবং 'বেদান্ত-দীপম', 'বেদান্তসার', 'বেদার্থসংগ্রহ', গীতাভাষ্য প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়া ও স্বীয় শিষ্যগণকে দ্রাবিড় প্রবন্ধমালা অধ্যয়ন করাইয়া তৎসমুদয়কে 'দ্রাবিড়-বেদ' এই আখ্যা প্রদান ও বেদের সহিত সমান আসনে সমাসীন করাইয়া শ্রীযামুনাচার্য্যের অভিলাষ পরিপূরণ ও আচার্য্য-নাম সার্থক করিলেন। পরে তিনি পরিব্রাজকরূপে বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত প্রচার করিতে লাগিলেন।

—১০১—

বিবিধ সংবাদ

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যের ময়মনসিংহে শুভ-বিজয়

বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্ত-বাসুদেব পরিব্রাজকপ্রবর প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারী সমভি-ব্যাহারে আগামী ১৫ই মে (১৯৩৭) ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত অলোয়াগ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় চৌধুরী মহোদয়ের নাথর আহ্বানে তাঁহার গৃহে শুভবিজয় করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিবেন। ময়মনসিংহ শ্রীগঙ্গাধরগৌড়ীয়মঠ, ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ প্রভৃতি অঞ্চলেও তাঁহার শুভবিজয়ের কথা আছে।

শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে বার্ষিক উৎসব

৮ই মে, ১৯৩৭ হইতে ১১ই মে পর্য্যন্ত দিবস চতুষ্টয় ঢাকা-জেলার অন্তর্গত বালিয়াটি শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে বার্ষিক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব তূর্য্যাশ্রমী মহারাজ উক্ত উৎসব পরিচালনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৭জন ব্রহ্মচারিসহ গত ২৭শে এপ্রিল কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে বালিয়াটি যাত্রা করেন। স্বামীজী প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করিতেছেন।

—:*:—

নির্য্যাণ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের অনুকম্পিত শ্রীপাদ শ্রীকান্ত ব্রহ্মচারী প্রভু গত ১৭ই বৈশাখ (১৩৪৪) শুক্রবার রাত্রি প্রায় ১০-৩০ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে স্বধামে গমন করিয়াছেন। ব্রহ্মচারীজী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে চাকা-কমলাপুর-শ্রীগোপালজীর মঠে অবস্থান করিয়া হরিসেবা করিতেছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি ঢাকার ১০নং সদাবপুর-রোডস্থ শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে বহুকাল অবস্থান-পূর্ব্বক মাধুকরী ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিয়াছেন। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে ও শ্রীচৈতন্যমঠেও তিনি কিছুকাল হরিসেবা করিয়াছেন। তিনি বহুদিন যাবৎ শারীরিক অসুস্থতার মধ্যে অবস্থান করিলেও সকল সময় শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি অকৃত্রিম সেবা-প্রবৃত্তি বিশিষ্ট, শ্রদ্ধাবান্ ও হরিকথা-শ্রবণে অনুরাগী ছিলেন।

—১০১—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকৃপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ সম্পাদকৈক-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

গৌড়ীয়

১৩শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩; ১৫ই মে, ১৯৩৭ | ৪০শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

কাল—সন্ধ্যা ২০শে ফাল্গুনী, ১৯৩৬।

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥
ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সত্যব্রতায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ॥

গুরুবর্গ, ঈশ-ভক্ত, ঈশ-তত্ত্ব, ঈশাবতার, তৎপ্রকাশ ও তচ্ছক্তি—সকলেরই 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' সংজ্ঞা। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে গুরুবর্গ প্রভৃতি তত্ত্বকে ভেদ করা যাইবে না। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন—"ত্রিকালসত্য জগন্নাথ-সুত"কে নমস্কার। তিনি ত্রিকালসত্য অর্থাৎ কৃত, ভবিষ্যৎ ও অতীত—অবশুকালে তাঁহার অবস্থান; সেই নিত্য-সত্য বস্তুই মিশ্র-জগন্নাথের পুত্র। ত্রিকাল-সত্যবস্তু নিত্যকাল অবস্থিত, তাঁহার ভ্রংশ নাই, তিনি প্রকৃতির বা অন্য কোন প্রাকৃত বস্তুর আক্রমণযোগ্য নহেন। "সত্যব্রতায়"—ভৃত্যের সহিত, "সপুত্রায়"—পুত্রের সহিত, "সকলত্রায়"—কলত্রের সহিত বর্ত্তমান; "তে" (তুভ্যম্) নমঃ—অর্থাৎ ভৃত্য-পুত্র-কলত্রাদির (পরিকরবৈশিষ্ট্যের) সহিত নিত্য বর্ত্তমান, সেই জগন্নাথ-সুতকে নমস্কার করি।

সেই জগন্নাথসুতের ভৃত্যবর্গ আছেন, তাঁহার পুত্রও আছেন, তাঁহার কলত্রও আছেন। ভৃত্য থাকিলেই তাঁহার প্রভুও আছেন। ভৃত্যের সেব্য বস্তুকেই 'প্রভু' বলা হয়। 'কলত্র' থাকিলে স্বামীও আছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে "ত্রিকালসত্য" বলার উদ্দেশ্য কি? যদি তিনি ইতিহাস-

বর্ণিত ব্যক্তি হইতেন, তাহা হইলে ত্রিকালসত্য বিশেষণটি বলা হইত না। আবার 'কৃষ্ণ' বলিলে কি শুধু ঈশান-কেই বুঝাইবে? তাহা নহে, তাঁহার কৃষ্ণ, পুত্র, কলত্র —সকলেরই নিত্যত্ব আছে। তিনি নিজে এমন বস্তু যে, তাঁহার নিত্যত্ব এবং তদীয়গণেরও নিত্যত্ব আছে। তাঁহাকে 'সপুত্র' বলা হইয়াছে, কিন্তু ঐতিহাসিক গৌরসুন্দরের ত' কোন পুত্র ছিল না? অথচ—সপুত্র শব্দের সমাধান কি? ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, তিনি ঐতিহাসিক কোন নায়ক নহেন, তিনি কোন রূপক বস্তুও নহেন, তিনি পরিভাষার Factor এর addition, subtraction অথবা permutation, combinationএর কোন বস্তু নহেন। তাহা হইলে তাঁহাকে কি বলা দিতে হইবে? তাঁহা হইতে কিছুই বাদ দেওয়া যায় না—তিনি নিত্য কৃষ্ণ-পুত্র-কলত্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত।

শ্রীকৃষ্ণ-লীলার অনেক নিন্দা করি—তাঁহার যে সকল কলত্র ছিলেন, তাঁহারা রূপকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আবার নিত্য-অপ্রকটলীলায়ও প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু নারায়ণের কলত্র যে লক্ষ্মীঠাকুরাণী, তাঁহার এপ্রকার গমনাগমনের কথা নাই:

অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্তজগদাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥

ব্রহ্মের রূপটি অচিন্ত্য ও অব্যক্ত। ব্রহ্ম সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বস্তু; চিন্তনীয় নহেন যাহা, তাহাই অচিন্ত্য অর্থাৎ তিনি মানবগণের চিন্তার বিষয় নহেন। যদি চিন্তার বিষয় হইতেন, তাহা হইলে অচিন্ত্য হইতেন না। ব্যক্ত বা প্রকাশিত হন নাই যাহা, তাহাই অব্যক্ত। চিন্ত্য ও ব্যক্ত রূপসকল জড়। চিন্ত্য ও ব্যক্ত রূপের দর্শনই বিশ্বরূপ দর্শন। নির্ব্বিশেষবাদীরা অব্যক্ত বস্তুটি —জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা মাত্র। কিন্তু সেই বস্তুকে 'অব্যক্ত-রূপ' বলা হইয়াছে। রূপমাত্রই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। যে বৃহৎ বস্তু বিশ্ব-জগতের ক্ষুদ্র-বস্তুর ক্ষুদ্রতা হইতে নিজ নিরপেক্ষ সত্তা-সারূপ্যে সবর্ব, তিনি ব্রহ্ম। যাহা অব্যক্ত, তাহার রূপ নাই, যাহার রূপ আছে, তাহা অব্যক্ত নহে। "অব্যক্তরূপ" কথাটি বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু শ্রীভাগবত বলেন—

যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥

রূপ ও রূপরহিত অবস্থা যাহাতে যুগপৎ বর্ত্তমান, তিনি অব্যক্ত ও অচিন্ত্যরূপ অর্থাৎ তাঁহার নিত্য রূপ স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া আমাদিগের আধ্যক্ষিক বিচারে confusion আনিয়া দেয়, আবার উক্ত বিচার নিরসন করিয়া নিজ অনন্তাপেক্ষিরূপ প্রকট করিতেও পারেন।

"অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায়" অর্থাৎ যে রূপটি নিজেকে পরিবর্ত্তন করেন না। বিশ্বের রূপমাত্রই fade হ'য়ে যায়। তিনি যখন ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের গোচরীভূত হন, তখনই প্রকাশিত অর্থাৎ অভিধা-বৃত্তিদ্বারাই তিনি গ্রহণ-যোগ্য, লক্ষণার দ্বারা গ্রহণযোগ্য নহেন। "রূপ" বলিলে রূপ-দ্রষ্টার চক্ষুর্দ্বারা দুই জিনিষকে বুঝায়। তিনি অচিন্ত্যা-ব্যক্তরূপ। তিনি—নির্গুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ নাই যাঁহাতে, এমন বস্তু। "গুণাত্মনে" অর্থাৎ তিনি নির্গুণ অথচ "সগুণ" অর্থাৎ সকলকল্যাণনিলয় চিদ্-গুণরাশি তাঁহাতে অবস্থান করে। জড়-ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন বলিয়াই তাঁহাকে "নির্গুণ" বলা হইতেছে। তিনি আমাদের দর্শন, শ্রবণ, মনঃ প্রভৃতির গণ্ডির অন্তর্ভুক্ত আসামী শ্রেণীর নহেন, যেহেতু 'হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎপুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ'।

আত্মা—আ-তন্+মনিন্। তন্ ধাতু—বিস্তারার্থে প্রযুক্ত। শাস্ত্রে বলেন—'আততত্বাৎ মাতৃত্বাৎ আত্মা হি পরমো হরিঃ'। মা—অর্থাৎ মেপে নেওয়া। তিনি মাতৃত্ব গুণবিশিষ্ট অর্থাৎ যাঁহা হইতে জীব প্রসূত হয়, যিনি Fountainhead, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহার সংজ্ঞা এইরূপ— "বৃহত্বাৎ বৃংহণত্বাদ্ ব্রহ্মেতি নিগদ্যতে"। তিনি সকলকে পালন করিতেছেন। আত্মা—পালক ও বিশ্বতিশীল। তিনি —যুগপৎ All-engrossing, All-pervading, All-permeating, All-inclusive ও All-exclusive. তদ্ব্যতীত জগতে বস্তুপ্রতীতিতে যে বিস্তার-ধর্ম্ম বা inclusion আছে, তাহাও তাঁহার খানিক আংশিক প্রতীতি মাত্র। সেই জন্যই তাঁহাকে "আততত্বাৎ মাতৃত্বাচ্চ" ইত্যাদি ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে।

গর্ভোদশায়ী—দ্বিতীয় পুরুষাবতার, সমষ্টিবিষ্ণু, পরমাত্মা, তাঁহার সম্বন্ধে শ্রুতিতে এরূপ উক্ত হইয়াছে—

"ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ" ইত্যাদি। তাঁহার সহস্র সহস্র হাত পা সকলই আছে। তিনি পরমাত্মা অর্থাৎ তাঁহাকে দ্বিতীয় পুরুষাবতার বলা হয়।

আতত্ত্ব মহতঃ স্রষ্টা, দ্বিতীয়েশ্বগদাহিতম্।
তৃতীয়ং সর্বভূতস্থং বিদ্ধি তাষ্যা বিমুচ্যতে॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্ব-নিরূপণে এরূপ বলিয়াছেন—

স্বয়ংরূপ ব্রজেশনিষদি তদ্ধাম তদ্রূপ
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

শ্রীচৈতন্যদেব ও কৃষ্ণ একই অভিন্ন বস্তু। তিনি পরতত্ত্ব। এই জগৎ হইতে আরোহ বা অবিরোহ পথে ত্রয়োর্দ্ধ বিচারে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের অনুভূতির পার্থক্য লক্ষিত হয়। বহিরঙ্গা শক্তির রাহিত্য-বিচারে ব্রহ্ম, তটস্থশক্তির সাহিত্য-বিচারে পরমাত্মা এবং অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তির সাহিত্যবিচারে বৈকুণ্ঠবিগ্রহ অধোক্ষজ ভগবান্—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

"তত্ত্ব" শব্দে তত্ত্ব বস্তু ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাইবে; তত্ত্ববিদ্‌গণ সেই অধয়জ্ঞান-বস্তুকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ শব্দে নির্দ্দেশ করেন। এখানে অতত্ত্ববস্তুর কথা বলা হইতেছে না, কেবল তত্ত্ববস্তুর কথাই আলোচ্য। অদয় অর্থাৎ যাঁহার alternate হয় না, যিনি void of change, যাঁহার integral and differential calculus আছে। Absoluteকে বাদ দেওয়া যায় না। পরতত্ত্ববস্তুকে কোন আচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈত, কোন আচার্য্য শুদ্ধাদ্বৈত, কোন আচার্য্য শুদ্ধদ্বৈত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈত অর্থাৎ একায়ন ও সাংখ্যায়নের বিচারের মধ্যে পার্থক্য আছে। এই সকল বিচারের কথা পৃথিবীর ভাষার সাহায্যে বলা হইতেছে বলিয়া তাহাতে বাধা উপস্থিত হইতেছে। একায়নবর্ত্মী সম্প্রদায় ও বহুয়নশাখী সম্প্রদায় বেই তত্ত্ববস্তুর ত্রিবিধ প্রতীতি লক্ষ্য করিয়াছেন, যথা—ব্রহ্ম, আত্মা ও পরমাত্মা। যাঁহারা ব্রহ্মশব্দ ব্যবহার করেন, তাঁহারা ভগবান্-শব্দটি ব্যবহার করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন, যেহেতু তাঁহারা নির্ব্বিশেষবাদী। ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব বলিলে সবিশেষভাবের খণ্ডন হইয়া যায়। ব্রহ্মবাদী Exclusionist; তাঁহাতে খণ্ডকাল ignored হইতেছে—

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং, সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥

চেতনের রাজ্যে এখানকার কোনও মলিনতা বহন করিয়া লইতে হইবে না। সে জগতের আলোচনা করিতে হইলে এ জগতের কোন চিন্তা বা শব্দ লইয়া মাপিতে গেলে চলিবে না। Tabula rasa পরিচ্ছিন্ন ভগবান্ খণ্ড-প্রতীতিতে বিষ্ণুবস্তুকে কালের অধীন ও দেবতান্তরসাম্যে দর্শন হইয়া থাকে। কিন্তু শাস্ত্র বলেন—"বিষ্ণো সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।" বেদে দেবতাদের কথা আছে এবং বিষ্ণুর কথাও আছে, কিন্তু "বিষ্ণুর্বৈ পরমঃ"। তিনি অসমোর্দ্ধতত্ত্ব, তাঁহার সমান বা বড় কেহ নাই। অসমোর্দ্ধ পরার্থকে অপর দেবতার সহিত সমান জ্ঞান করিলে কলহান্ত হয়—নরক-গমন। এখানে Henotheism (পক্ষোপাসনা) discarded (পরিত্যক্ত) হইয়াছে। মনুষ্যজাতির তারোহ ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই তিন প্রকার ভাব অভিব্যক্ত হইতেছে। ধাতুবস্তুকে বাদ দিয়া বর্ত্তমানে জগতোহীর পরমাণুবাদ প্রচলিত হইয়াছে। ব্রহ্ম বলিতে শুদ্ধ নির্ব্বিশিষ্ট বস্তুকে লক্ষ্য করিতেছে। অতে যে সকল conceptional value আছে, তাহাকে নিরসন করা হইতেছে। যাহা জড়জগতে দৃষ্ট, তাহা তিনি নহেন। বৈশেষিক-দর্শন পরমাণুবাদ স্থাপন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে জড় বৈজ্ঞানিকগণ element এর বিচারে নানা প্রকার জিনিষ আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্র বলেন—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥
(শ্বেতাশ্বতর ৬।৮)

তাঁহার স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া-শক্তি এবং 'চ' অর্থে যে স্বয়ং রূপ—ইহাই ঔপনিষৎ। সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতিও তাঁহার শক্তি ধারণ করিতেছে। "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে।" ভগবান্—সবিশেষ। তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তির

পরিণতি হইতে Polytheistic বিচার উদ্ভূত হইয়াছে। ব্রহ্ম-শব্দের দ্বারা জড়বস্তুর Exclusion করা হইয়াছে এবং তাহার স্বত্ত্ব হইতে ভেদ করিয়াছেন। ঘটাকাশ, পটাকাশ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা আকাশকে ভেদ করা হইয়াছে অথবা ভেদ প্রতীতি হইয়াছে। নির্ব্বিশেষবাদীরা ভগবদ্বস্তুকে দেশ, কাল ও পাত্রগত নির্ব্বিশিষ্ট প্রতীতি মাত্র বলিতে গিয়া বিবর্ত্ত বাদে পতিত হইতেছে।

অধ্যক্ষজ্ঞানের deviation হইতেই বিবর্ত্তবাদের উৎপত্তি। Absolute Entity is a concoction of the conception of Godhead হইতে পারে না। বিবর্ত্তবাদে ব্রহ্ম হইলেন concoction of senses- কিন্তু Where senses come from ? ইহাতে মায়াবাদীদের কোন উত্তর নাই। নির্ব্বিশেষবাদী সহানন্দ যোগীন্দ্র জ্ঞানের ফাঁকি বিস্তার করিয়া নিজের ভ্রম হইতে আত্মরক্ষা করিবার বল করেন। মায়াবাদীরা আত্মকৃত যুক্তিজালে এমনভাবে আবদ্ধ হন যে, তাহা হইতে উদ্ধারের আর উপায় খুঁজিয়া পান না। তাঁহারা অধোক্ষজ-বস্তুকে বুঝিতে না পারিয়া অস্বীকার করিয়াছেন। বিশেষবাদী কণভোজী inclusionist. তিনি জড়জগতের ধারণাকে include করিয়াছেন। জ্ঞানিগণ ব্রহ্মবস্তুকে exclude করিতে চান। 'শঙ্করী' প্রভৃতির লেখক বিদ্যারণ্য ও অন্যান্য মায়াবাদী বৈদান্তিকগণ নিজেদের যুক্তিতে নিজেরা আটক পড়িয়াছেন। বৈতবাদী বৈয়াকিরণগণ আবার অবৈতবাদী নির্ব্বিশেষবাদিগণের দোষ দেখান।

তর্ক উঠিতে পারে—ভগবানের লীলা রূপক কি না। রূপক বিচার করিতে গেলে ফলে এই দাঁড়ায় যে, তাঁহার প্রতি একটি রূপ কল্পনা করিয়া আরোপ করিলাম, পরে ইচ্ছা হইলে আমি তাহা ছাড়িয়া দিতে পারিব—এইরূপ। আমি যে ধারণা করিলাম, তাহা শোধ করিয়া দিব—এরূপ বিচার—Algebraর factor করিবার সময় addition ও eliminateএর ন্যায় অনেকটা। পরমাত্মার বিচার প্রণালিত করিলে ভগবদ্বস্তুর বিচার আসিয়া পড়ে। যোগিগণ ভগবদ্বস্তুর সঙ্গে বিরাট্ বিশ্বরূপদর্শনের অভিজ্ঞতাকে যোগ দিতেছেন। কেবলাদ্বৈতবাদী জড়বস্তুকে exclude করিতে গিয়া বৈকুণ্ঠবস্তুকেও exclude করিতেছেন, কিন্তু বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুপার্ষদ বিশ্বকসেন, গরুড় প্রভৃতির নিত্যাবস্থান এবং চিজ্জগতেও চন্দ্রসূর্য্যের অবস্থান প্রভৃতির কথা বহুস্থানে আছে।

চেতনের বিলাসের কথা শ্রুতিতে অনেক আছে। হৃদ্যোপে—"য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ, য এতদক্ষরমবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।" মায়াবাদীর বিচার প্রাকৃত concrete হইতে abstractএর দিকে অর্থাৎ অবিরোধবাদ অবলম্বন করিয়াই নির্ব্বিশেষ বস্তুর প্রতি অভিযান। অনেকে মায়াবাদী হইয়া তত্ত্ববস্তুর স্বরূপবিলাস না জানিয়া মূঢ়াকবলে পতিত হন। মায়াবাদিসম্প্রদায় স্বরূপের দিক পর্য্যন্ত ভগবদ্ভক্তির কথা বলিতে পারিবেন না।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ। বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

অচিন্ত্যায়ৈক-রূপায় নির্ব্বাণায় গুণাত্মনে।
সমস্তজগদাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥

মায়াবাদীরা exclusionist ও পরমাত্মবাদীরা inclusionists বা জড়-বিশেষ জ্ঞানযুক্ত। দ্বিতীয় পুরুষাবতার প্রদ্যুম্নবিষ্ণুই পরমাত্মা—"য আত্মান্তর্যামী পুরুষঃ" ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ। "যদৈতদ্ ব্রহ্মোপনিষদি তদপাস্ত তনুজা"। 'তনুজা' শব্দের দ্বারা নির্ব্বিশিষ্ট বস্তুকে বুঝায়। পরমাত্মাও বিশেষধর্ম্মাতীত বস্তু। পরমাত্মার বিচারও খণ্ডবিচার। উক্ত দুইটি ধারণাতেই বিশেষধর্ম্মাতীত বস্তুকে স্থাপিত করা হইয়াছে। Exclusion ও inclusion এর দ্বন্দ্ব হইতে অব্যাহতি পাওয়া দরকার। শ্রীমদ্ভাগবত একটি মাত্র কথাদ্বারা কর্ম্মযোগী, জ্ঞানযোগী ও রাজযোগিগণের জ্ঞানের ধারা শেষ করিয়াছেন। উহাই 'অধোক্ষজ-জ্ঞান'। অতএব অধোক্ষজবিচারে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে বলিয়াছে। ঈশ-ভক্তগণকে ঈশতত্ত্ব হইতে পৃথক্ জ্ঞান করিলে অপরাধ হইবে। এতদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের "অন্যাশ্রয়ত যতোঽন্যথাৎ" শ্লোক আলোচ্য।

স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণে শ্রীমদ্ভাগবতের আদি তিনটি শ্লোকে জ্ঞানের কথা আলোচিত হয়। Wrong elements should be driven out. মায়ার কথা নিরাস করিবার জন্য ঈশ্বরের কথা আলোচনা করিবার একান্ত আবশ্যকতা আছে। শ্রীকৃষ্ণ মানুষের মনঃকল্পিত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বস্তু নহেন। ঈশতত্ত্বের কথা

আলোচিত হইলে তবে অন্যান্যভক্তের কথা বলা হইবে। শ্রীবাসাদি—তাঁহার শুদ্ধভক্ত আর সদাশিবাদি—তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্ত। বেণভক্তি, পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, প্রভু-ভক্তি ইত্যাদি সকলই বহিরঙ্গাশক্তির আনুগত্য। ভক্তি-শব্দ পূর্ণতমবস্তুর উদ্দেশেই প্রযোজ্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের প্রতি শুদ্ধরসা সতত্যাপেক্ষা বিহিত না হইলে উহাকে 'ভক্তি' বলা যাইবে না, উহা মায়া।

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।"

ইশ্লোকের খানিকটা আজ বলা হইল।

—:০:—

ভুক্তি কি ভক্তি ?*

বাজারে প্রচলিত ও বহুলোক-সমাদৃত যে সকল ভক্তির (?) চিত্র ও আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই কি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তির স্বরূপ ? শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অন্যাভিলাষিতাশূন্য, নির্বিশেষ-জ্ঞান, নিষ্কাম-নৈষ্কর্ম্মকাদি কর্ম্ম, দুষ্ট ও রাজ-যোগ প্রভৃতি আবরণ-রহিত তাহাই 'শুদ্ধা ভক্তি' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের গানেও শুনিতে পাই, 'কর্ম্মী, জ্ঞানী, মিছাভক্ত, না হবে তা'তে অনুরক্ত'। অতএব ভক্তির নামে আপাত-প্রতীয়মান মিছাভক্তিই জগতে বহুল-প্রচলিত আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ও শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব শুদ্ধভক্তির স্বরূপ পুনঃপ্রকাশের জন্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ যে-সকল চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা পারমার্থিক ইতিহাসে অদ্বিতীয়। ভোগ ও ত্যাগকে কত প্রকারে 'ভক্তি' বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, তাহা ভক্তিবিনোদগৌরবাণীর অন্তর্ভেদী আলোকে পরিদর্শন করিবার যে সুযোগ পাওয়া যায়, তাহা অন্যত্র একান্ত দুর্লভ।

আলেখ্যভোগচেষ্টা—সেব্যা, সেব্যা প্রভৃতি আট প্রকার ভগবদ্মূর্ত্তির কথা শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে আমরা শুনিতে পাই। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ অধোক্ষজ ভগবান্ স্থূল-বুদ্ধি ব্যক্তিগণের বুদ্ধিকে নিয়মিত করিয়া তাঁহার নিত্যসিদ্ধ গোলোকস্থ মধ্যমাকারের কথা ভূলোকে জানাইবার জন্য ভগবান্ আলেখ্যাদি বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হন। আচার্য্য-পাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিয়াছি,—অপ্রাকৃত আলেখ্য-অবতার দ্রষ্টা ; দৃশ্য নহেন, আর পুরুষ দৃশ্যজাতীয়—দ্রষ্টা নহেন, অর্থাৎ আলেখ্যাবতারের রূপ বা সৌন্দর্য্য আমরা ভোগ করিতে পারি না। নিত্যসিদ্ধ সচ্চিদানন্দস্বরূপ আলেখ্যাবতার আমাদের নির্ম্মল-স্বরূপের সেবাময় রূপ ও সৌন্দর্য্য ভোগ করেন। যখন আলেখ্যাবতারকে আমাদের নির্ম্মল-স্বরূপের সৌন্দর্য্য ভোগ করাইতে পারি, তখনই প্রকৃতপ্রস্তাবে আমাদের আলেখ্য দর্শন ও আলেখ্যের সেবা হয়। বৈষ্ণব-দর্শনের এতদ্ভিন্ন কথা আর কোথাও প্রচারিত নাই।

আমরা অনেক ধনী, বিদেশীর বাড়ীর বৈঠকখানায়, দোকানীর দোকানে, রাষ্ট্রিক নায়কবিশেষের আফিস-ঘরে বা ঠাকুর ঘরে ভোগলোলুপ চক্ষুর তৃপ্তিকর নানা-বর্ণের চিত্র দেখিতে পাই। ঐসকল চিত্র ঠাকুরদেবতার চিত্র বটে। তাঁহারা প্রাকৃতিক দৃশ্য বা প্রাকৃত নরনারী-চিত্র না রাখিয়া ঠাকুর-দেবতার চিত্র দ্বারা ঘর সাজাইয়া থাকেন।

সেদিন এক বিশিষ্ট ধনীর নবনির্ম্মিত সুরম্য গৃহে ভারতের বিশেষ বিশেষ শিল্পবিদ্যার উৎকর্ষ-নির্দ্দেশক বিভিন্ন চিত্রের সমাবেশ আমাদের দৃষ্টিপথ আকর্ষণ করিয়াছিল। ঐ গৃহটিকে চিত্রশিল্পের একটি মনোভিরাম প্রদর্শনী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ; কিন্তু সেই স্থানটি কোন ধনী ব্যবসায়ীর বৈঠকখানা। ধনী গৃহস্বামী আলেখ্যের দিকে পদ প্রসারণপূর্ব্বক অতিমূল্যবান্ তাম্রকূটের ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে বিভিন্ন চিত্রপট-শোভিত গৃহটিকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া রাখিয়াছেন। দূর হইতে মনে হইতেছিল,—একি

* নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধিষ্ঠানে সংশোধিত ও বিশেষ পরিবর্দ্ধিত।

বেহারার ঘরে দুগ্ধফেন পূপের মূল্য? পূর্ণস্বামী তাম্বূল চর্ব্বণ ও তাম্রকূটের ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে উচ্চকণ্ঠে কন্দিপত্র বাদালের সহিত ঘর বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। অন্যে হয়ত কুক্কোলাহল বা ঐরূপ তাম্রকূটের ধূম উদ্গীরণকে বেহারার আকৃতি বলিয়া দর্শন করেন কি না জানি না, কিন্তু যাঁহারা কপটতা করিয়া সেরূপ আনুকরণিক অধিকার প্রদর্শন করিবার উপদেশ প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদের বিচার সেখানে কি হইবে? উক্ত ধনীর ঘরের বাহিরে কি উদ্দেশ্যে ঐ সকল আলেখ্য প্রাচীরগাত্রে চিত্রসংবদ্ধ হইয়াছে? ইহারা কি অর্চ্চা? অর্চ্চা হইলে অর্চ্চার মত পূজা হয় না কেন? গুরুবর্গের সম্মুখে কি সাধারণ সামাজিক ব্যক্তিগণও পদপ্রসারণ করিয়া তাম্র-কূটাদি সেবন করিয়া থাকেন? প্রাকৃতিক দৃশ্য ভোগ করা অপেক্ষাও বিকৃত আলেখ্যকে ভোগ করিবার কৌশলের মধ্যে কি অধিকতর পূতিগন্ধময় কাম-পিপাসা লুক্কায়িত নাই? যাঁহারা সোনাবুলিভাবে ঘর সাজাইবার জন্য এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া চক্ষু পরিতৃপ্তি করিবার জন্য 'নিমাই' প্রভৃতি চিত্র বৈঠকখানায় সংরক্ষণ করেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে সকলেই বলিতে পারেন: কিন্তু ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য অথচ নেপথ্যে বিকৃতকে ভোগ করিবার জন্য—বিকৃত-দ্বারা বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি করাইয়া লইবার জন্য বিকৃত-বিগ্রহের চিত্রাদি সংরক্ষণের মধ্যে যে কিরূপ দুর্ব্বিসন্ধি প্রচ্ছন্ন-ভোগচেষ্টা আছে, তাহা জগতের শতকরা প্রায় শতজন লোকেরই বুঝিবার সামর্থ্য নাই। ভোগে এইরূপ ভক্তিবুদ্ধি প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজে বা সমগ্র বহির্ম্মুখ জগতের মজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ ভোগবুদ্ধিই পৌত্তলিকতা। আবার যাঁহারা এই শ্রেণীর লোককে 'পৌত্তলিক' বলিয়া নিন্দা করেন, তাঁহারাও কিন্তু ঐরূপ ভোগবুদ্ধির কবল হইতে রক্ষা পান নাই। তাঁহাদেরও চিত্র ভোগ করিবার প্রচ্ছন্ন প্রবল পিপাসা আছে, তাই তাঁহারা দ্বিতীয় প্রকার পৌত্তলিক।

জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, শুদ্ধভক্তির প্রতিষ্ঠান গৌড়ীয়-মঠাদির সারস্বত শ্রবণসদনে বা আসন ঘরে যে সকল আলেখ্য আছেন, তাঁহাদিগকে কি ঘর সাজাইবার জন্য নিযুক্ত করা হয় নাই? অর্চ্চা-মূর্ত্তির যেরূপভাবে পূজা হয় ইহাদের কি সেইরূপভাবে পূজা হইয়া থাকে? তদুত্তরে এই যে শুদ্ধভক্ত-সঙ্গাধারের বিভিন্ন সারস্বত-শ্রবণ-সদনে সংরক্ষিত বিভিন্ন আলেখ্যাদি হরিকথা-কীর্ত্তনমুখে নিত্য অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। 'গৌড়ীয়', 'বৈষ্ণব নবীন-প্রকাশ', 'হারমনিষ্ট্', 'পরমার্থী', 'কীর্ত্তন', 'ভাগবত' আদি শুদ্ধহরিকথা-কীর্ত্তনকারী সাময়িক পত্রে যে-সকল আলেখ্য প্রকাশিত হয়, তাহা হরিকথা-কীর্ত্তনমুখেই পূজিত হয়। হরিকথা-কীর্ত্তন দ্বারা আলেখ্যের অর্চ্চনই শ্রেষ্ঠ অর্চ্চন। সারস্বত-শ্রবণ-সদন বিষয়ীর বৈঠকখানা নহে, ধূম্রপান, তাম্বূল চর্ব্বণ, তাস-পাশার আড্ডা, বিষয়-কোলাহলের স্থান বা বিলাসাগার নহে।

অর্চ্চা-ভোগচেষ্টা—আলেখ্যাবতার ও অর্চ্চাবতার একই তত্ত্ব। তবে উভয়ের মধ্যে বিচিত্রতা বর্ত্তমান। শ্রীমূর্ত্তিকেই অর্চ্চাবতার বলা হয়, আর চিত্রপটাদি 'আলেখ্য' নামে পরিচিত। অর্চ্চা-ভোগ (?) ব্যাপারটি তথাকথিত ধর্ম্মের বাজারে সর্ব্বত্রই 'ভক্তি' বলিয়া বিদিত রহিয়াছে। 'ঠাকুরকে সাজাইয়া নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করিব ও লোকের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করাইব—লোকে বলিবে, আহা! অমুকের ঠাকুরটির বেষভূষা ও দর্শন কি সুন্দর!'—এইরূপ বুদ্ধির সহিত শ্রীবিগ্রহের স্নানাদি-চেষ্টাই অর্চ্চায় ভোগবুদ্ধি। সেখানে অর্চ্চা দৃশ্য অর্থাৎ আমার দেখিবার জিনিষ, আমার ভোগ্য সামগ্রী, আর আমি দ্রষ্টা ও ভোক্তা অর্থাৎ আমি তাঁহাকে দেখিয়া আমার চক্ষুর তৃপ্তি করিয়া লইতে পারি—মাপিয়া লইতে পারি, এরূপ ভোগবুদ্ধি অসূর্য্যম্পশ্যা কামিনীর মত আমার অন্তরে লুক্কায়িত রহিয়াছে। কেহ কেহ চন্দন, আতর, এসেন্স, ধূপ-ধুনা বা পুষ্পের সৌগন্ধ ভোগ করিবার প্রচ্ছন্ন-পিপাসায় শ্রীবিগ্রহকে প্রচুর পরিমাণে ঐ সকল দ্রব্য-সম্ভারে ভূষিত করিয়া থাকেন। ইহা বলা হইতেছে না যে, ঐ সকল দ্রব্য ভগবান্‌কে প্রদান করিতে হইবে না। ভগবান্‌কেই ঐ সকল দ্রব্য প্রচুরভাবে প্রদান করিতে হইবে; কিন্তু তাহাতে কোন প্রকার ভোগ-বুদ্ধি লুক্কায়িত থাকিলে অর্চ্চার সেবার পরিবর্ত্তে অর্চ্চাভোগ-চেষ্টা হইবে। তুলসীর গন্ধ সনক-সনন্দনাদির চিত্ত হরণ করিয়া তাঁহাদের নির্ব্বিশেষ জ্ঞানাত্মক মুনিধর্ম্ম ভঙ্গ করিয়াছিল এবং হরিকথায় শ্রবণ কীর্ত্তনে তাঁহাদিগকে প্রমত্ত করিয়া তুলিয়াছিল। যে ভগবদ্ভক্তিতুলসীর সৌরভে আত্মারামতা পর্য্যন্ত ভঙ্গ করিয়া পরমহংসতা অর্থাৎ

কৃষ্ণেন্দ্রিয়-সুখতাৎপর্য্য-কামনার উদয় করায়, সেই তুলসীগন্ধ যদি আমাদের ভোগপিপাসা প্রচ্ছন্নভাবে উদয় করাইয়া দেয়, গোবিন্দভোগ চাউলের সৌগন্ধ যদি কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণ-পিপাসার উদ্রেক করিবার পরিবর্ত্তে নিজেন্দ্রিয় বা লোকেন্দ্রিয় তর্পণ-পিপাসা শুপ্তভাবে বাড়াইয়া তোলে, তবেই বিপদ্। সেখানে অর্চ্চায় পূজা না হইয়া অর্চ্চা-ভোগের চেষ্টা হইয়া পড়ে। অর্চ্চাকে ধনাগমের যন্ত্র করিয়া তদ্দ্বারা জীবিকার্জ্জন, বিষয়ীর লালসাদির অভ্যুদয়ের জন্য বা শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি নিবারণের জন্য দেবতার দ্বারা অর্চ্চার পূজা (?), ভোগ অন্নাভিলাষের সহিত অর্চ্চার চরণে (?) তুলসী প্রদান, অর্চ্চার নিকট যাচক করা, অর্চ্চার সম্মুখে ব্যক্তিবিশেষকে তোলদণ্ডে মাপিয়া তৎপরিমাণ দ্রব্যাদি প্রদান করিবার অভিনয়—সমস্তই অর্চ্চায় ভোগ-বুদ্ধি। ভগবান্‌কে ভোগ দিবার জন্য, ভগবানের উপর চালাকি খেলিবার জন্য অনেক কিছুই ভক্তির নামে বাজারে প্রচলিত রহিয়াছে। তথাকথিত বৈষ্ণব-পরিবারের কোন কোন ব্যক্তিকে দেখিয়াছি—তাঁহারা কালীঘাটে গিয়া ছাগের মূল্য জিজ্ঞাসা করেন এবং দর কষাকষি করিয়া ছাগের যে মূল্য স্থির হয়, সেই মূল্যে সন্দেশ কিনিয়া জগজ্জননীর নৈবেদ্য প্রদান করিয়া থাকেন। ভক্তির নামে কতবড় চালাকি! কালী ও কৃষ্ণ, উভয়কেই সন্তুষ্ট করা হইল। কিন্তু দুটো হাঁড়িতে জল সরুর করিতে গিয়া চরমে সবদিকই নষ্ট হয়। বিষ্ণু সমস্ত চালাকেরও উপর আরও বড় চালাক। তাঁর সঙ্গে চালাকী চলে না।

সঙ্গীতভোগ—সঙ্কীর্ত্তন কলিকালের পরমধর্ম্ম বলিয়া শ্রীচৈতন্যদেব প্রচার করিয়াছেন; কিন্তু বহির্ম্মুখ ও কামী কপট মানবের মনের বাসনার সঙ্গে সঙ্গেই মায়াদেবী ছিদ্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। তথাকথিত ধর্ম্মের বাজারে সঙ্গীত-ভোগ ব্যাপারটি 'ভক্তি' বলিয়া বহুল প্রচারিত হইয়াছে। এতদিন লোকে সংকীর্ত্তনকে অশিক্ষিত বৈরাগি-গণের ধর্ম্ম ও ভাবুকতার অভিব্যক্তি বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, কিন্তু, বর্ত্তমানের উচ্চশিক্ষিত সমাজের কাণে কাণে যখন মায়াদেবী মন্ত্র প্রদান করিয়া বলিলেন যে, সঙ্কীর্ত্তনকে তোমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির একটি বিশিষ্ট ব্যাপার করিয়া লইতে পার, তখন শিক্ষিত সমাজ ব্যাঘ্র-সঙ্গীত-মুগ্ধ মৃগের ন্যায় মায়াদেবীর কথায় সঙ্কীর্ত্তনকে ভোগ করিবার জন্য দলে দলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তাই আজকাল অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়—'আমি সঙ্কীর্ত্তন খুব ভালবাসি', কেহ কেহ বলেন—'আমার পদাবলী গান বড় ভাল লাগে'। 'আমি ভালবাসি' বা 'আমার ভাললাগা' যে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ, ইহা আমরা পর-দুঃখদুঃখী আচার্য্যের কৃপা-ব্যতীত বুঝিতে পারি না। যাঁহারা বলেন, 'আমার [illegible] লাগে', শ্রেয়োবিতরণকারিণী হরিকথার কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে তাঁহাদিগকে আসর পরিত্যাগ করিতে দেখা যায়। মঙ্গলদায়িনী হরিকথাগুলি তাঁহাদের কর্ণে সহ্য হয় না, বড় তিক্ত বোধ হয়। অনর্থ-যুক্ত ব্যক্তিগণের অনর্থোপশমের কথা ভাল লাগে না:—রাসলীলার কথা ভাল লাগে। আসল কথা, তাঁহাদের মহাজনের পদাবলীর কাব্য ও সাহিত্য ভাল লাগে, সুর-তান-মান-লয় ভাল লাগে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'কর্ম্ম, জ্ঞানী, মিছাভক্ত, না হ'ব তা'তে অনুরক্ত', 'দুষীকে গোবিন্দ সেবা, না পূজিব দেবীদেবা', 'হইয়া মায়ার দাস করি নানা অভিলাষ' গানগুলি তত ভাল লাগে না, যত ভাল লাগে 'আজি রসে বাদর নিশি' ইত্যাদি সম্ভোগরসের সঙ্গীত।

অনেক সময় 'তবই' যে মন শ্রীনন্দনন্দন', 'যশোমতী-নন্দন', কিংবা 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম' গান করিতে করিতে আমরা তাহার সুর-তান-মান-লয়েই ভাসিয়া যাই, অর্থাৎ ঐ সকল সঙ্গীতের সুর ভোগ করিতে গিয়া সঙ্গীতের উপদেশের উপর যবনিকা টানিয়া দেই। শ্রোতার দিক্ হইতে অনেক সময়ই গানের ফরমাস্ হয় সুরের খাতির দেখিয়া, অর্থাৎ গানের যে-সুরটিতে আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ বেশী হয়, সেই গানটিকে আমরা আদর করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের মঙ্গলকামী আচার্য্যদেব আমাদিগকে সেই গানই কীর্ত্তন করিতে বলেন, যে গানে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ হয় ও আমাদের মঙ্গল হয়। শ্রীল প্রভুপাদের চরিতে আমরা দেখিয়াছি ও তাঁহার লিখিত আত্মচরিতে শুনিয়াছি যে, তিনি সর্ব্বদাই গানের সুর-মান-তালের দিকে নজর না রাখিয়া গানের কথা বা উপদেশগুলিকেই স্পষ্টভাবে শুনিতে চাহেন। আধুনিক কালে বৈষ্ণবধর্ম্মের ভক্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য রাজনৈতিক অনেক প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তি সঙ্গীতভোগী হইয়া পড়িয়াছেন।

তাঁহারা মনে করিয়াছেন, যদি কোন কোন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ৫।৭টি টাকা মাহিনায় বিদেশী ব্যক্তি পদাবলী সঙ্কীর্ত্তন করেন, কিংবা কোন সুশিক্ষিতা মহিলা চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদ কীর্ত্তন করেন, আর সম্পত্তিশালী ব্যক্তি চুরুটসেবক হন, রহ রহ ভণিতায় ও নামযাচা কবি ও সাহিত্যিকগণ সেই সকল স্থানের লোহার হয়েন, তাহা হইলে, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি কিংবা পদাবলী-কর্ত্তা মহাজনগণের বা সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্মান কোটিগুণে বাড়াইয়া দিলেন!! প্রচ্ছন্ন-প্রতিষ্ঠাকামনা, সঙ্কীর্ত্তন-সম্ভোগ-পিপাসা ও প্রচ্ছন্ন-বিষয়াসক্তির এই সকল ভোগের উৎপাত ভক্তির নামে বাজারে প্রচলিত হইতেছে। ভৌতিক অর্থাৎ মৃত্য, গীত ও বাদ্য ইন্দ্রিয়তর্পণপর হইলেই তাহা আর বাসন বা পাপে পরিণত হয় না; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের তর্পণ করিবার নামে তাহাতে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ বা সম্ভোগপিপাসা প্রচ্ছন্ন থাকিলেই তাহা সর্ব্বনাশ করায়। সে পাপ হইতে রক্ষা পাওয়া সুদুষ্কর।

সেদিন পুরীতে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে আসিয়া পূর্ব্ববঙ্গবাসী জনৈক উচ্চপদস্থ প্রবীণব্যক্তি আমাদিগকে বিনামূল্যে একটি উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"আপনারা গ্রামে গ্রামে গিয়া 'লাগ্‌ল হরিনুটের বাজার, লুট দে'রে ভোরা' এই গানটি মধুরস্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে বালক-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ—সকলকে মাতাইয়া হরিনাম দিতে থাকুন। তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী যে-সকল লোক বিধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে, তাহাদিগকে স্বধর্ম্মে আটকাইয়া রাখিতে পারিবেন।" প্রবীণ ভদ্রলোকটির উপদেশে যে ভোগবাদ নিহিত রহিয়াছে, তাহা আমরা তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু আমাদের বহির্ম্মুখতা এতই প্রবল ও অপরিবর্ত্তনীয় যে, তাহা কিছুতেই বহির্ম্মুখ ভাব পরিত্যাগ করিয়াও করিতে চাহে না। ভোগই ভবের বাজারে ভক্তি-ভাণ্ডারের মেকী-মুদ্রারূপে বহুলোককে ঠকাইতেছে।

শ্রীধাম-ভোগ—একসময় কোন ভাগবত-পাঠক (?) শ্রোতৃগণকে বলিতেছিলেন,—'দেখুন, ধর্ম্মক্ষেত্রগুলি সকলই স্বাস্থ্য-নিবাস; প্রয়াগ, কাশী, মথুরা, পুরী, দ্বারকা, বদরিকাশ্রম, হরিদ্বার, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য, হাকো, অবন্তী, কলাকুমারিকা, শ্রীরঙ্গম্ প্রভৃতি তীর্থস্থানের জলবায়ু এত সুন্দর যে, লোকে বায়ু-পরিবর্ত্তনার্থ ঐসকল স্থানে গমন করিয়া থাকেন।' উক্ত ভাগবত-পাঠকের চিন্তাস্রোতঃ আমাদের অনেকের হৃদয়েই ন্যূনাধিক আছে। সাধুসঙ্গে-হরিকথা শ্রবণজন্য লাভান্বিত না হইয়া দৈহিক স্বাস্থ্যলাভের জন্য কিংবা সুলভ্রব্যাদি উপভোগ করিয়া স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য আমরা অনেক সময় ধামবাসের ইচ্ছা করিয়া থাকি। কাশী, প্রয়াগাদি তীর্থে খুব সস্তায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় বলিয়া অনেকে সেই স্থানের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছেন। প্রাকৃতিক সুখ উপভোগ-কামনা ধামবাসের নামে অনেক সময়েই বহির্ম্মুখ লোকের বিষয় উৎপাদন করাইয়া থাকে। অনেক সময় আমরা বিষয় ও বাণিজ্যাদির উন্নতির জন্য, কিংবা আমাদের পাপচরিত্র গোপনের জন্য লোকের নিকট আমাদিগকে ধামবাসী বলিয়া প্রচার করিয়া থাকি। কেহ কেহ শ্রীবিগ্রহ ও ভাগবতের বিগর্হি ও নানাপ্রকার মন্ত্রতন্ত্রের ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ধামবাসের অভিনয় করেন। কিন্তু অতাত্ত্বিক-ব্যক্তিগণের মধ্যে ঐরূপ ধাম-বাসের ছলনাও 'ভক্তির অঙ্গ' বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। আমাদের আচার্য্যের কৃপায় দশবিধ ধামাপরাধের কথা শ্রবণ করায় আমরা উহাকে আর 'ভগবদ্ভক্তি' বলিয়া মানিয়া লইতে পারি না। নবদ্বীপাদিধাম পরম উদার বটে, কিন্তু ধামবাস-বলে পাপ-প্রবৃত্তি অর্থাৎ 'ধাম যখন পরম কৃপাময়, তখন ধামে (?) বসিয়া গ্রাম্যসুখ বা ব্যভিচারাদি পাপ পরিচালনা করিলেও পাপ হইতে রক্ষা পাইব' হৃদয়ে এইরূপ গুপ্ত উদ্দেশ্য থাকিলে জীব কুকর্ম্মমার্গেই পতিত হয় ও ধামের চরণে অপরাধ করিতে করিতে গ্রাম্যপশুযোনি লাভ করিয়া থাকে। শ্রীধাম গ্রামের ন্যায় অচেতন পদার্থ নহেন। তিনি পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত—চেতন বস্তু।

নাম-ভোগ—শ্রীহরিনামে সর্ব্বসিদ্ধি হয়, সুতরাং শ্রীহরিনামের সেবাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তির অঙ্গ। কিন্তু শ্রীনাম-সেবার নামে নামভোগের চেষ্টাই জগতে ভক্তির নামে বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত রহিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুর শিক্ষায় শিক্ষিত শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায় ব্যতীত সকলেই ন্যূনাধিক নামভোগচেষ্টাকে নামসেবা বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছেন। দশবিধ-নামাপরাধের

কথা অনেক সময়ই আলোচিত হয় না। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের কল্যাণে কোন কোন ক্ষেত্রে নামাপরাধের কথা আলোচিত হইলেও তাহার বিকৃত ব্যাখ্যা হয়। কেহ বা, যবন প্রভৃতি মহাপাপীর পাপির জন্য হরিনাম-কীর্ত্তনের অভিনয় কিংবা নামবলে পাপকালনের জন্য হরিনাম গ্রহণের ছলনা, সংসারের অশান্তি বা ত্রিতাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য নাম-কীর্ত্তনের অভিনয় প্রভৃতি ব্যাপারেই জগতের তথাকথিত ধর্ম-সম্প্রদায়ে ভক্তির অঙ্গ বলিয়া বিচারিত হইয়া থাকে। সেজন্যই তাঁহাদের মুখ হইতে এরূপ উক্তিও শুনিতে পাওয়া যায় যে, নামকীর্ত্তন অপেক্ষা কলেরারোগীর সেবা কিংবা জাগতিক কোন কর্ত্তব্যসাধন অধিকতর ভাল। মুখে শ্রীনামে অবিশ্বাস, শ্রীনামকে অভেদ শব্দব্রহ্মজ্ঞান, অর্থাৎ শ্রীনাম-সাধককে কর্ম-জ্ঞানাদি যাজন অপেক্ষাও লঘুজ্ঞান, কখনও বা (যেন কৃপা করিয়া !) কুণ্ঠাবিসাধনের অন্যতম জ্ঞান করা হয়। জগতে এইরূপ প্রচ্ছন্ন-নাস্তিকতা ধর্ম্মের ধ্বজা ধারণ করিয়া ও ধর্ম্মের ডিণ্ডিম বাজাইয়া উহার ধর্ম নামে প্রচারিত রহিয়াছে, কিন্তু ঐ সকল প্রচ্ছন্ন-ভোগ ভক্তি নহে।

বৈষ্ণবসাহিত্য-ভোগ—যাঁহারা আদৌ গুরুকৃপার সাধনপন্থা আশ্রয় করেন নাই, যাঁহারা বৈষ্ণব-সদাচার বা বৈষ্ণবধর্ম্মের কোনই ধার ধারেন না, আজ কাল এরূপ অনেক ব্যক্তিকে বৈষ্ণবসাহিত্য আদর (?) করিতে দেখা যায়, তবে তাঁহারা তাঁহাদের রুচি অনুযায়ী বাছিয়া বাছিয়া আদর করেন। শ্রীরূপের উপদেশামৃত বা ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং" শ্লোকে তাঁহাদের আদর নাই, তাঁহারা শ্রীরূপের উজ্জ্বলনীলমণি, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব নাটক, দানকেলি-কৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থের সাহিত্যে ও ভাষায় আদর দেখান। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর 'মনঃশিক্ষা' তাঁহাদের অন্তরে ভাল লাগে না, ভাল লাগে- 'মুক্তাচরিত'। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর গুরুমাধবাত্রয়ের বিচার তাঁহাদের মস্তিষ্ক-পীড়া উৎপাদন করে, কিন্তু তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবেকোন্মাদের কথাগুলি অতিসহজেই বুঝিতে পারেন বলিয়া মনে করেন। আবার কেহ কেহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অপেক্ষা গোবিন্দলীলামৃত অধিক বুঝেন। জগন্নাথবল্লভ-নাটক, গীতগোবিন্দ, কৃষ্ণকর্ণামৃত, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলীতে অধিক আনন্দ পান। বর্ত্তমান যুগের বৈষ্ণব-সাহিত্যের মধ্যে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের কল্যাণ-কল্পতরুর উপদেশ, শিক্ষাষ্টক বা বৈষ্ণবধর্ম্মের উপদেশ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী, পত্রাবলী ও প্রবন্ধাবলীর উপদেশ অনেকেই বুঝিতে পারেন না, তাহা তাঁহাদের মস্তকে প্রবেশ করে না, কিন্তু যাঁহারা নাটক-নভেলের মত করিয়া চৈতন্যের লীলাকে বিকৃত ও ভোগের রসে রঞ্জিত করিয়াছেন, সেই সকল 'যযাতয়ঃ' সাহিত্যিকের সাহিত্য তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারেন। ঐ সকলের সমন্বয়ে বলিয়া তাঁহারা অদ্বয়জ্ঞ ও প্রেমিক নামেও তথাকথিত ধর্ম্মের বাজারে বাহবা পাইয়া থাকেন। সত্যকথা বলিতে গেলে ইঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মের কোন খবরই পান নাই, ইঁহারা ইঁহাদের প্রাকৃত কামবীজের ইক্ষু অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া অপ্রাকৃত কামদেবের মনোহর সবের ভাণ্ডারকে স্বচ্ছ কাচপাত্রে সুরক্ষিত অপ্রাকৃত মধুভাণ্ডার বলিয়া জানিতে না পারায় প্রাকৃতচৌর্য্যদ্বারা অপ্রাকৃত মধু লুণ্ঠন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, মধ্য স্থানে একটি কঠিন আবরণ তাঁহাদের চেষ্টাকে প্রতিহত করিয়াছে। এইরূপ বৈষ্ণব-সাহিত্য-ভোগিব্যক্তিগণ আধুনিক গ্রাম্য-সাহিত্য-বিষয়ক সাময়িক পত্রাদিতে প্রবন্ধ-নিবন্ধাদি লিখিয়া এবং বৈষ্ণবধর্ম্মের 'সমন্বয়ের' সাহিত্য সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন। জন-সাধারণকে বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে সম্ভোগপর ও আধ্যক্ষিকতা শিক্ষা দিতেছেন। এখানে অপ্রাকৃত সাহিত্যিক কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

অতর্ক্য-সুরদ্রুর ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ-বিশেষ।
যে লাগি করিতে চাহ, সে বস্তু না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৪।২৩৮-২৩৯)

হরিভোগ—শ্রীহরিকে ভোগ করা যায় না, —জানি আমরা তাঁহাকে ভোগ করিতে চাই,—ইহাই মায়ার ছলনা। অনেকেই গান করিয়া থাকেন,—'ভবধাম্ সুখময় ভবিয়ে আসিয়া দর্শন দান করুন চুড় হেলাইয়া ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে ঠামে (আমাদের বহির্মুখ) নয়নমন তৃপ্তি করুন। সকলেই

ভগবানের দ্রষ্টা পাইবার জন্য উন্মত্ত, তাঁহারা দৃশ্য অর্থাৎ ভোগ্য হইতে কেহই চাহেন না। কেবলমাত্র আমাদের আচার্য্যপাদপদ্ম জানাইয়াছেন যে, যাঁহারা নিজে দ্রষ্টা পাইয়া ভগবান্‌কে দৃশ্য করিতে চাহে, তাহারা ভগবান্‌কে 'বাগানের মালী' বা তাহাদের 'বাসাবাড়ীর রাইরতে' পরিণত করিতে চাহে। সেদিন পুরীতে কোন একজন বিশিষ্ট ও সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তি আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট জানাইতেছিলেন যে, তিনি ভাবাবেশে মহাপ্রভুর দর্শন পান এবং সে সময় তিনি সম্পূর্ণ দেহ-স্মৃতি হারাইয়া ফেলেন। ইহা প্রকৃত ভগবদ্দর্শন কি না, তাহা জানিতে চাহিলে (অর্থাৎ আচার্য্যের দ্বারা অনুমোদন করাইয়া লইতে চাহিলে) তিনি জানিতে পারিলেন যে, ইহা আদৌ ভগবদ্দর্শন নহে, তাহা ভগবানে ভোগবুদ্ধিমূলক ব্যাধি-বিশেষ; কারণ সেবকের বিচারে সেব্যের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিচেষ্টাই সর্ব্বদা প্রবল থাকিবে। যেখানে ভগবদ্দর্শনের ছলনা সেই সেবাবৃত্তিকে রোধ করে, তাহা ভক্তি নহে—ভোগ। এইজন্যই মহাপ্রভু 'আত্মেন্দ্রিয় বা পাদহতাং', 'ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ' প্রভৃতি শ্লোকে ভগবদ্দর্শনের নামে আত্মভোগ অপেক্ষা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-সুখতাৎপর্য্যকেই সেবকের নিত্যধর্ম্ম জানাইয়াছেন,—

কান্ত-সেবা-সুখপুর, সদম হৈতে সুমধুর
তা'তে সাক্ষী—লক্ষ্মীঠাকুরাণী।
নারায়ণ-হৃদে স্থিতি তবু পাদসেবায় মতি,
সেবা করে 'দাসী'—অভিমানী॥
(চৈঃ চঃ অঃ ২০।৬০)

নিজ-প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাঢ়ে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে।
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥
কামের তাৎপর্য্য—নিজসম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত' প্রবল॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৬৬)

অনুকরণ ও অনুসরণ—ভক্তির অনুকরণই ভুক্তি বা ভোগ। আর ভগবদ্ভক্তের নির্দ্দেশ সেবা-বৃত্তির অনুসরণ বা সেবাই ভক্তি। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ে বৈষ্ণবের সেবার চিত্তবৃত্তি অপেক্ষা বৈষ্ণবের অনুকরণ করিবার চেষ্টাই প্রবলা। ইহাই অন্য ভাষায় সম্ভোগবাদ বা ভুক্তি। ভক্তিতে সম্ভোগবাদ নাই,—তাহা বিপ্রলম্ভময়। ভক্তিরাজ্যে যেখানে কৃষ্ণসম্ভোগের কথা উপস্থিত হয়, সেখানেও প্রেমবৈচিত্ত্য বিপ্রলম্ভভাবকেই প্রবল করিয়া থাকে। সমন্বয়বাদিগণের 'শুষ্কা ভক্তি' (!) ভুক্তিজাতীয়। কারণ তাহাতে ভগবদ্দর্শনই (?) চরম প্রাপ্য—ভগবৎসেবা ও পূর্ণভাবে ভগবানের সেবা করিয়াও সেবার জন্য অধিকতর লোভ বা বিপ্রলম্ভ চরম ভাষ্য নহে। শ্রীচৈতন্যদেবের "আত্মেন্দ্রিয় বা পাদহতাং" শ্লোক ভুক্তিকামিগণের ভক্তিহননা ও প্রকৃতভক্তির স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আধুনিককালের অনেকে ভোগের মধ্য দিয়া ভক্তি-যাজনের পক্ষপাতী। ইঁহারা ভুক্তিকে ভক্তি হইতে নিরাস করিতে দেখিয়াই চমকিয়া উঠেন এবং ভুক্তি দিয়া বলিয়া থাকেন, ভুক্তি নিরস্ত হইলে ভক্তি কিনিষটি নীরস ও শুষ্ক হইয়া পড়ে। যাহারা অত্যন্ত সম্ভোগবাদী, তাহাদিগের মুখ হইতেই এইরূপ উক্তির বহির্গত হয়। যাহা অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি অপ্রাকৃত কামদেব কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর, তাহাই সরস, আর যাহা ভোগী জীবের ইন্দ্রিয়ের সুখকর, তাহাই বস্তুতঃ নীরস বা বিরস-পদবাচ্য। ভক্তিতে ভুক্তি মিশ্রিত করিবার চেষ্টা অনর্থযুক্ত ভোগী জীবে স্বাভাবিক। সেই জন্যই শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তিরসের মূল মহাজন শ্রীরূপের দ্বারা রসামৃতসিন্ধুর প্রারম্ভে এই শ্লোকটি প্রচার করাইয়াছেন—

"অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥
অন্যবাঞ্ছা, অন্যপূজা ছাড়ি' জ্ঞানকর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধা ভক্তি ইহা হইতে প্রেমা হয়।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥
ভুক্তি-মুক্তি-আদি-বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥
ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১৬৭-১৬৯, ১৭৫, ১৭৬)

বহির্মুখ লোক যা পশুবাদের রুচির ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রেম

নহে—সকলসোকের কথায় "হাঁ জি হাঁ জি" করিয়া যাওয়া প্রেম নহে—লোকের স্নেহ ও মনের তর্পণবিধান প্রেম নহে। অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের নিখিল ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বিধানের চেষ্টাই প্রেম। যাঁহারা সেই প্রেমের নিত্য ইন্ধনসংগ্রহে ব্যস্ত, তাঁহাদের সেবায় অনুসরণই প্রেম। এজন্য কৃষ্ণপ্রেমময়ী শ্রীবার্ষভানবী দেবী—যিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের সেবানুকূলা, তাঁহার নিজস্ব কিঙ্করীগণের সেবায় পথ অনুসরণের জন্য নির্ম্মল আত্মার আর্ত্তিই ভক্তি।

তথাকথিত বিশ্বপ্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম, দেশভক্তি, সমাজ-ভক্তি, প্রাকৃত গুরুভক্তি, মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, দেবতা-ভক্তি, বস্তুতঃ কাম ও মুক্তি-পর বাচ্য—তাহা শুদ্ধভক্তি-পদ-বাচ্য নহে।

বৈরাগ্য—যুক্ত ও ফল্গু

[প্রাপ্ত]

কোন একটি বিষয়ে মন অতিনিবিষ্ট হইলে তাহার বিপরীত বস্তুতে আপনা হইতেই একটা বিতৃষ্ণার ভাব উপস্থিত হয়। একই সময়ে দুইটি বিপরীত বস্তুতে চিত্ত নিবিষ্ট করা যায় না। সাধারণ জীবগণ জাগতিক ব্যাপারে রুচি বিশিষ্ট, এইজন্য তাহারা জড়বিপরীত অপ্রাকৃত বস্তুসম্বন্ধে উদাসীন থাকে। আবার যাঁহারা ভগবদ্বহির্মুখ, তাঁহাদের নিকট কৃষ্ণকথা বিষয় রুচিকর হয় না। ঐ সকল বস্তু তাঁহাদের স্বাভাবিক বিরাগের পাত্র হয়।

'বৈরাগ্য' বলিতে বিষয়সুখভোগে বিতৃষ্ণা বুঝায়। যাঁহাদের হৃদয়ে তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তাঁহারা জাগতিক সুখভোগসমূহ অমঙ্গলজনক জানিয়া উহা ত্যাগ করেন। আজ পর্য্যন্ত জীবের চরম-কল্যাণ-লাভের উপায়-স্বরূপে বহুবিধ মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রুতি যে পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সত্য ও সনাতন। অন্যান্য অশ্রৌত পন্থা-গুলির কতক শ্রুতির বিকৃত ব্যাখ্যামূলে এবং কতক শ্রুতির অপৌরুষেয়তা অস্বীকার পূর্ব্বক নাস্তিকতাকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত মতগুলিতেই বৈরাগ্য বা ভোগত্যাগকে বহুমানন করা হইয়াছে। কতিপয় শ্রীমদ্ভাগবত প্রপত্তিহীন ব্যক্তির প্রপত্তি-অনুসারে ভক্তি, পরোপকার ও বিরক্তি একসঙ্গেই হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে বলিয়া জানাইয়াছেন। কিন্তু অবৈদিক পন্থাসমূহে বৈরাগ্যকে যে অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা, হইতে ভাগবত উপদিষ্ট বৈরাগ্যের কিছু পার্থক্য আছে।

প্রকৃত অশ্রৌতপন্থাগুলির মধ্যে অনেকগুলিতেই, বিশেষ করিয়া যাহাতে কর্ম্ম, যোগ বা জ্ঞানের বহুমানন করা হইয়াছে, এরূপ বিচার দেখা যায় যে, এই জগৎটা যদিও আমাদের ভোগার্থেই সৃষ্ট এবং আমরা ইহার ভোক্তা, তথাপি নিরবচ্ছিন্ন ভোগ এখানে করা যায় না। জীবনের পথে চলিতে গেলে প্রতিপদেই বাধা আসিয়া গতি রোধ করে এবং তাহাতে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখই লাভ হয়। সুতরাং অপরিচ্ছিন্ন সুখ লাভ করিতে হইলে একটু কষ্ট স্বীকার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণ সুখভোগের ইচ্ছাটা আপাততঃ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। এইরূপ বিচার করিয়া তাঁহারা এই জগৎকে কারাবিষ্টাবৎ অসার মনে করিয়া উহা হইতে নির্ম্মুক্ত হইবার চেষ্টা করেন এবং যাহাতে সেদিকে চিত্ত আকৃষ্ট হইতে না পারে, তজ্জন্য ইন্দ্রিয়নিগ্রহমূলক নানা অনুষ্ঠানের আবাহন করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শ্রীমদ্ভাগবত কিন্তু ঐরূপ ভোগ-ত্যাগের চেষ্টাকে আদর করেন নাই। ইহা প্রকৃতপক্ষে বৈরাগ্য নহে, অভিনয় মাত্র। কন্দ মূলকে বহির্দর্শনে জলশূন্য মনে হয়; কিন্তু ঈষৎ পরিমাণে বালুকা খনন করিলেই উহার নীচে জল দেখিতে পাওয়া যায়। সেইরূপ অশ্রৌতপন্থিগণ বাহিরে ভোগত্যাগের অভিনয় করিলেও অন্তরে তাঁহাদের ভোক্তৃ অভিমান ও ভোগস্পৃহা পূর্ণ মাত্রাতেই থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে যুক্ত-বৈরাগ্যের কথা বলিয়াছেন, তাহাতে মায়াবাদীর ত্যাগবিচার স্থান পায় নাই। অন্তরে ভোক্তৃ-অভিমান প্রবল রাখিয়া বাহিরে যে বৈরাগ্যের ছলনা করা যায়, তাহা লোকচক্ষে প্রশংসার বস্তু বা আত্মপ্রসাদ-লাভের উপায় হইতে পারে, কিন্তু নিত্যমঙ্গল তাহাতে নাই। সম্বন্ধ জ্ঞান অর্থাৎ আপনার নিত্যস্বরূপ, নিত্যসম্বন্ধ ও নিত্যক্রিয়ার সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত নিত্যমঙ্গল-লাভের যে চেষ্টা, তাহা অন্ধকারে "বস্তু হাতড়ান" মাত্র। পরমবস্তুর সন্ধানকৃপা হৃদয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে আকৃষ্ট হইলেই মন আপনা হইতেই বিষয় হইতে

নিবৃত্ত হইতে থাকে, তাহার জন্য স্বতন্ত্র কোন চেষ্টার আবশ্যকতা নাই। বিষয় ভোগ হইতে মন পরাঙ্মুখ হইলে বিষয়ভোগে বা কৃষ্ণেতর বিষয়ে সহজ বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে জানিতে হইবে। বৈরাগ্য কখনও ভক্তির উপায় নহে। নশ্বর সুখভোগ হইতে নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগে উন্নীত হইবার মানসে ভোগের কল্পিত বিরতি যাহাই নিত্য বিরবৈরাগ্য নহে—উহা বস্তু বৈরাগ্য। ভক্তি, ভগবৎ-সাক্ষাৎকার, বিরক্তি এসব অবস্থিতি করে। সাধন ভক্তির বিচারে ভক্তিকে উপায় স্বরূপে জানিলেও ইহাই পরিপুষ্ট অবস্থায় একমাত্র উপেয়। ভক্তি—আত্মার নিত্য সহজ ধর্ম। যে পরিমাণে সদ্গুরুর শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তির উদয় হয়, সেই পরিমাণে কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরাগ লক্ষিত হয়। কৃত্রিম চেষ্টাদ্বারা তাহা লাভ করা যায় না।

বৈধভক্তিসাধনের অনুসরণকারী ক্রমোন্নতির মধ্য দিয়া অগ্রসর হন। চিত্তের মলিনতা যে পরিমাণে দূর হয়, সেই পরিমাণে মুক্তবৈরাগ্যের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ ও নির্মল পরিস্ফুটতায় তাঁহার মধ্যে দৃষ্ট হয়। কনিষ্ঠ অধিকারী সদ্গুরুর চরণ আশ্রয় করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন মাত্র। ভক্তিসিদ্ধান্তবিষয়ে অনভিজ্ঞ হওয়ায় তিনি ভগবান্ অপেক্ষা বাহ্য পূজার শ্রেষ্ঠত্ব সম্যক্ অবগত নহেন বলিয়া ভক্তপূজার ঔদাসীন্য প্রদর্শন পূর্ব্বক অর্চ্চনাদিতেই অধিক আবদ্ধ-বিশিষ্ট হন। কিন্তু হৃদয়ের স্বরূপোপলব্ধি না হওয়ায় শ্রীমূর্ত্তিবিগ্রহের অপ্রাকৃতত্বও তাঁহার অনুভূতির বিষয় হয় না। পঞ্চোপাসক ও শুদ্ধভক্তগণের কনিষ্ঠাধিকারীর মধ্যে পার্থক্য এই যে পঞ্চোপাসকগণ সাধনকালে চিত্তশুদ্ধির উপায়রূপে শ্রীবিগ্রহকে কাষ্ঠ, প্রস্তর বা মাটীর বিকার বলিয়া জানিয়াও তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতীকরূপে কল্পনা করেন, পরে সিদ্ধিকালে স্বয়ং ব্রহ্ম বলিয়া অভিমান হয়। কিন্তু কনিষ্ঠাধিকারী গুরু শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে অর্চ্চাবতার-তত্ত্ব-রহস্যে শ্রবণ করিয়া শ্রীবিগ্রহকে ভগবান্ মনে না করিলেও প্রথা দৃঢ় না হওয়ায় তাঁহাতে সর্ব্বতোভাবে সাক্ষাদ্ভগবদ্দর্শন-স্ফূর্ত্তিও তাঁহার হয় না। এই কনিষ্ঠ ভক্তের মধ্যে যে বৈরাগ্যের লক্ষণ দেখা যায়, তাহা প্রাকৃত বৈরাগ্যের অনুটাবস্থা মাত্র। অনন্যমুক্ত ভোক্তৃবিচার হইতে তখনও তিনি নিষ্কৃতি পান নাই। মুক্তবৈরাগ্যকে ভক্তি যাজনের পক্ষে অনুকূল জানিয়া তিনি তাহার পালনে যত্নপর হন বটে, কিন্তু মুক্ত-বৈরাগ্য ও বস্তু বৈরাগ্যের পার্থক্য ঠিকমত বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। নিখিল বস্তুকে কৃষ্ণসেবোপকরণ জানিয়া কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যে শরীর ধারণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অনাসক্তভাবে স্বীকার করাই মুক্তবৈরাগ্যের লক্ষণ। কিন্তু কনিষ্ঠাধিকারী প্রাকৃত-বাসনা বিমুক্ত না হওয়ায় জাগতিক বস্তুসমূহ কৃষ্ণেরই ভোগ্য—এই বিচার ঠিক ধারণা গ্রহণ করিতে পারেন না। সেই জন্য জাগতিক বিষয়সমূহও ভোগ্যরূপে প্রতিভাত হইয়া তাঁহাকে ক্রমাগত বাধা দিতে থাকে। এই শরীরও কৃষ্ণসেবার জন্যই। সুতরাং ইহার প্রতি অত্যন্ত অবহেলা-প্রদর্শনও মুক্ত-বৈরাগ্যের বিচার নহে। কিন্তু মুহুর্মুহু অনুকরণে অনেক সময় কনিষ্ঠাধিকারী সেবাপরার ফলে ইহা না বুঝিয়া ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণকেও ভোগ বলিয়া বিবেচনা করিয়া নানা কুণ্ঠা অবলম্বন করেন। ভোক্তৃ-অভিমান এইরূপ প্রবল থাকায় তাঁহার বৈরাগ্য ভোগ বা শুষ্কত্যাগে পর্য্যবসিত হইবার প্রবল আশঙ্কা থাকে। দৃঢ়তার সহিত শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মের সেবা করিতে থাকিলে এই সকল অসুবিধা দূর হয়।

মধ্যম অধিকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মে মুক্তবৈরাগ্যের বিচারে প্রতিষ্ঠিত হন। সম্বন্ধজ্ঞানের স্ফূর্তি হওয়ায় তিনি বুঝিতে পারেন যে, জীব স্বরূপে আদৌ ভোক্তা নহেন, সুতরাং ভোগ বা ত্যাগের অধিকারও তাঁহার নাই। এ জগতের যাহা কিছু পদার্থ, সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের সেবার উপকরণ, তাহাতে ভোগ বা ত্যাগের অধিকারও তাঁহার নাই। কৃষ্ণসেবোপকরণ সমূহকে হেয়, দুঃখপ্রসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাগ করার চেষ্টা বিকৃত-বুদ্ধি হইতে প্রসূত। যাহা কৃষ্ণেতর বিষয় বা পরিমেয়, তাহাই কৃষ্ণসেবায় বাধা জন্মায় অর্থাৎ দেহে আত্মবুদ্ধি ও নিজের ভোক্তৃ-অভিমান—ইহাই ত্যাগ করিতে হইবে,—কৃষ্ণসেবার উপকরণগুলিকে প্রাপঞ্চিকজ্ঞানে ত্যাগ করিতে হইবে না। এইরূপ আত্মাবস্তুজ্ঞান হৃদয়ে উদিত হওয়ায় জাগতিক বস্তুসমূহ ভোগ্যরূপে প্রতিভাত হইয়া বাধা জন্মাইবার পরিবর্ত্তে সেবায় সহায়ক হইয়া reciprocate respond ও co-operate করিতে থাকে। মধ্যম অধিকারী অন্য ভোগত্যাগকেই কনিষ্ঠাধিকারীর ন্যায় কতকটা ইন্দ্রিয়নিগ্রহমূলক না জানিয়া

কৃষ্ণপ্রীতির উৎপাদক বলিয়া উহাকে আদরের সহিত বরণ করেন। এই কনিষ্ঠ-বৈষ্ণব-শ্রীগুরু-চেষ্টাই মধ্যম-অধিকারীর বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করে। বৈরাগ্য তাঁহার পক্ষে শুষ্ক ত্যাগ নহে। আপনাকে অপ্রাকৃত কৃষ্ণদাস জানিয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণবের তোষণার্থ তাঁহার যে ভোগত্যাগ স্বীকার, তাহাতে শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রতি মৈত্রী ভাবই থাকে।

মধ্যপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি তুষ্ট হন গৌর ভগবান্॥

—এই বাণীর অনুসরণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের অর্থাৎ আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে মধ্যম অধিকারী যুক্ত-বৈরাগ্য বরণ করেন; কারণ তাহাতে শ্রীগৌর-ভগবান্ তুষ্ট হন। কনিষ্ঠাধিকারীর বৈরাগ্যে ভগবানের প্রতি এই প্রেম, ভাগবতের প্রতি এই মৈত্রী নাই, উহা অনেকটা আরোপিত মাত্র।

কনিষ্ঠাধিকারীর যেরূপ ভোগ বা ত্যাগপথে চলিয়া যাইবার আশঙ্কা আছে, অনুকূলবিচার গ্রহণ করিবার ফলে মধ্যমাধিকারীর সেরূপ কোন আশঙ্কা কম। ন্যূনাধিক সম্বন্ধজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকায় তিনি আপনার ও জগতের স্বরূপ ন্যূনাধিক অবগত আছেন। এজন্য কখনও কখনও দুঃসঙ্গ-ফলে তাঁহার সেবাপ্রবৃত্তি কিছুকালের জন্য শুষ্কভাব ধারণ করিলেও শ্রীগুরুদেবের বিচারধারা হইতে তিনি একেবারে ভ্রষ্ট কখনও হন না। মহাজন-কথিত "যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ" এই বাণী মধ্যম ভাগবতের জীবনের গতিকে নিয়মন করেন।

কনিষ্ঠ ও মধ্যম অধিকারীর বৈরাগ্য ন্যূনাধিক নিষেধ-বাচক। কনিষ্ঠে ঐ বৈরাগ্য অস্ফুট ও অস্থায়ী, মধ্যমে স্ফুট ও কতকটা হরিতোষণানুকূল বলিয়া স্থায়ী, কিন্তু উত্তম অধিকারীতে উহা স্ফুটতম, পূর্ণতম স্থায়িভাবে বিরাজমান। উপরন্তু উত্তম অধিকারী বা মহাভাগবতের বিচারে বৈরাগ্য কেবলমাত্র নিষেধবাচকরূপে প্রকাশিত না হইয়া অপর একটি চমৎকারিতাপূর্ণ ভাবের সূচনা করে। বিরাগ-শব্দে কেবল আসক্তিহীনতা নহে, মুখ্যতঃ উহা বিশিষ্টরূপে রাগ বা কৃষ্ণে গাঢ় অনুরক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। মহাভাগবত—

স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র স্ফুরয়ে তাঁর ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥

সুতরাং কৃষ্ণেতর বিষয়ে তাঁহার অভিনিবেশ কখনই হয় না বলিয়া কৃষ্ণের বিষয়ের প্রতীতি ও উহাকে পরিত্যাগ করিবার স্বতন্ত্র চেষ্টার অবকাশও তাঁহাতে নাই। কৃষ্ণেতর বিষয়ে তাঁহার বিরাগ স্বাভাবিক। মহাভাগবতের আচরণে আপাতবৈষম্য বহু অনভিজ্ঞ চিত্তে নানাপ্রকার সন্দেহের উদয় করায়। অনেক সময় আধ্যক্ষিকদর্শনে তাঁহার বিলাস-দর্শনে অনেকে বঞ্চিত হন। বৈষ্ণব কেন বিলাসী হইবেন বা ভোগসুখে নিমগ্ন থাকিবেন?—ইত্যাদি প্রশ্ন অনেকেই আধ্যক্ষিকদর্শনে করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার এই সকল প্রশ্নের সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন। যাঁহারা শুদ্ধভক্তিমার্গ আশ্রয় করিয়া ক্রমশঃ ব্রজের পথে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহাদের অনর্থ নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র সুখ-ভোগের ইচ্ছা ও ভোক্তৃ-অভিমান তাঁহাদের প্রগতিকে বাধা দিতে পারে, সেই জন্য আপাতিক ভোগবিলাস হইতে দূরে থাকাই তাঁহাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ। কিন্তু যাঁহারা শ্রীআশ্রয়বিগ্রহের নিত্য অনু-গতাভিমানী, নিত্য অন্তরঙ্গ সেবক, তাঁহাদের প্রতি সেরূপ বিচার প্রযোজ্য নহে। "দেহস্মৃতি নাহি যাঁর, সংসার-কূপ কাঁহা তার।" অনার্য্য প্রতীতিতে অবস্থিত ব্যক্তির ন্যায় তাঁহাদের জড়াবরণ নাই বা কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্রভাবে আপন সুখবাঞ্ছাও নাই। কৃষ্ণ-সুখবর্দ্ধনই তাঁহাদের একমাত্র কৃত্য। সুতরাং ভোগবিলাসের যে কুফল, তাহা তাঁহাদের নিকট হইতে লক্ষ যোজন দূরে ও নিম্নে অবস্থিত। তাই তাঁহাদের বিলাস জড়ভোগীর বিলাস-দাম্যে দর্শন করিলেও মহা-অপরাধের আবাহন করা হইবে। জড়ভোগী আপনার ইন্দ্রিয়তোষণ-তৎপর, অপ্রাকৃত ভক্তগণ কৃষ্ণসুখানুসন্ধানে নিরন্তর ব্যস্ত। তাঁহাদের যাবতীয় চেষ্টাই কৃষ্ণের অসীম সুখ উৎপাদন করে। তাঁহাদের আচরণ, বেশ, ভূষা, বিলাস সমস্তই কৃষ্ণপ্রীতি-তাৎপর্য্যময় এবং যখন তাঁহারা উপলব্ধি করেন—কৃষ্ণ তাঁহাদের যাবতীয় চেষ্টায় সুখলাভ করিতেছেন, তখন কৃষ্ণের সুখে তাঁহাদেরও সুখ হয়। সেই জন্যই যে দেহ কৃষ্ণের সেবার উপকরণ, তাহার অনাদর না করিয়া প্রীতির সহিত তাহার পোষণ করেন।

এখানে এরূপ একটি সন্দেহ আসিতে পারে—উপরি উক্ত বিচার সম্ভোগলীলাকালেই প্রযোজ্য হইতে পারে।

কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবকগণ সকলেই বিপ্রলম্ভরসের সেবক, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরায়রামানন্দের ন্যায় কাহারও কাহারও গৌরীনতা লক্ষিত হয় কেন? শ্রীরঘুনাথই বা এত কঠোরতা অবলম্বন করিলেন কেন?

উত্তরে প্রথমেই বলিতে হয়,—শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবকগণের মধ্যে শ্রীরায় রামানন্দ প্রভৃতি ভোগবিলাসে রত ছিলেন এবং শ্রীগোস্বামিবর্গ এ বিষয়ে খুব কঠোরতা দেখাইয়াছেন—এইরূপ বিচার রায় রামানন্দ ও গোস্বামিবর্গ, উভয়ের চরণেই অপরাধজনক। অপ্রাকৃত রসরসিক শ্রীরায়রামানন্দকে প্রাকৃত ভোগিকুলের ন্যায় বিলাসবাসনে আবদ্ধ মনে করা যেরূপ অপরাধ, নিত্যসিদ্ধ আচার্যশিরোমণি গোস্বামিগণকে সাধক জীবের ন্যায় অনুক্ষণত্যাগে বহুবিধ শুষ্ক বৈরাগ্যপরায়ণ মনে করাও তদ্রূপ অপরাধ। কেবলমাত্র বাহ্য কঠোরতাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের বৈরাগ্যের মানদণ্ড নহে। শ্রীরঘুনাথ ও শ্রীরায় রামানন্দ প্রভৃতি সকলেই যুক্তবৈরাগ্যের মূর্তবিগ্রহ ও অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভরসসেবার পরিপোষ্টা। তাঁহাদের বাহ্য আচরণে আধ্যক্ষিকদর্শনে যে বৈষম্য দেখা যায়, বস্তুতঃ তাহা একই তাৎপর্যময়। একটি জাতীয় উদাহরণ অতি তরে তরে দেওয়া যাইতেছে, সারগ্রাহী পাঠক উহার তাৎপর্য নির্ণয় করিয়া লইবেন—ইহাই প্রার্থনা।

সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্যই প্রসাধন সামগ্রী ও অলঙ্কারাদি ধারণ করেন। প্রিয়তম পতি যখন অন্যত্র গমন করেন বা কার্যোপলক্ষে তাঁহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়, তখন পতিগতপ্রাণা স্ত্রী পতির বিরহদুঃখে কাতর হইয়া ভূষণাদি গ্রহণ করেন না, এমন কি ঐগুলি দেখিলেও তাঁহার দুঃখ বর্দ্ধিত হয়। আবার অন্য সময়ে কখনও কখনও এরূপও দেখা যায়—পতিবিয়োগবিধুরা সাধ্বী ঐ সকল ভূষণাদি স্বামীর প্রীতির উদ্দীপকজ্ঞানে যথাযথভাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এখানে বাহ্যদর্শনে দুইটি দৃষ্টান্তে ভেদ প্রতীতি হইলেও বস্তুতঃ এই ত্যাগ ও গ্রহণ একই তাৎপর্যপর। দুইটিই স্বামীর প্রতি সাধ্বী স্ত্রীর প্রগাঢ় প্রীতিরই পরিচায়ক। মহাভাগবতগণের আচরণও সেইরূপ প্রাকৃতদর্শনে বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইলেও বস্তুতঃ উহা একই উদ্দেশ্যে বিহিত, বাহ্য আধ্যক্ষিক বিচারে ভেদ থাকিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে কোন পার্থক্য নাই।

—:o:—

বিবিধ সংবাদ

শ্রীমায়াপুরে টেলিগ্রাফ অফিস

জগতের প্রত্যেক বস্তুই অন্বয় ও ব্যতিরেক ভাবে ভগবৎসেবায় নিয়োজিত। এইরূপ জগদ্দর্শনেই 'ঈশাবাস্য' শ্রুতির অনুসরণ প্রস্ফুটিত। এই যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে যে সকল যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে বা হইবে, তৎসমুদয় আবিষ্কারের সর্বমূলীভূত কারণ ভগবদিচ্ছা বলিয়া বিচার্য হইলে ঐ সকলকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত দেখিবার বিচার স্বাভাবিক হইয়া থাকে। তাহাতে উহাবলম্বীরও জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সুকৃতি লক্ষিত হয়। অন্যাভিলাষ ব্যভিচারিণি শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্তবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম জগতের সমস্ত বস্তুকেই ভোগ বা ত্যাগ-বিচার-মূলে দর্শনের পরিবর্তে ভগবৎসেবোপকরণরূপে দর্শনেরই আদর্শ বিশেষভাবে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের বড়ই ইচ্ছা ছিল, দৈনিক নদীয়াপ্রকাশের কার্য্য ও সর্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণীর আদান-প্রদানের সুবিধার জন্য শ্রীমায়াপুরে একটি টেলিগ্রাফ অফিস উন্মুক্ত হয়। সম্প্রতি আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শুভেচ্ছায় গত ২৩শে এপ্রিল (১৯৭৭), ১০ই বৈশাখ (১৩৮৪) সোমবার শ্রীধাম মায়াপুরে একটি টেলিগ্রাফ অফিস উন্মুক্ত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের পরম প্রিয়তম সুযোগ্য অধস্তন শ্রীগৌড়ীয়মঠের বর্তমান আচার্য শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরিব্রাজকপ্রবর প্রভু শ্রীবিষ্ণু অপরাহ্ণ ৩-৪৫ মিনিটের সময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিমুখে উক্ত অফিসের কার্য্য আরম্ভ করাইয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট পূরণ করেন এবং সকল সেবকগণের প্রতি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে এই মর্মে একটি তার প্রেরণ করেন—

"By His Divine Grace Prabhupad and

Mahaprabhu Telegraph opens to-day. Invoke mercy on all."

শ্রীআচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক এই সংবাদ বৈষ্ণব জগতের সর্ব্বত্র শ্রীমায়াপুর টেলিগ্রাফ অফিস হইতে তারযোগে ঘোষণা করিয়াছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব গত ২৭শে এপ্রিল লণ্ডনেও শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভুর নিকট "By Grace of Prabhupad Teligraph Opened. Invoke mercy." —এই মর্ম্মে তার প্রেরণ করেন। গোস্বামি প্রভুও উহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহার ২৮শে এপ্রিল তারিখে ক্যাক্সটন হলে বক্তৃতার সাফল্য বিষয়ে নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করিয়াছেন—

London 27-4-37.　　Recd. 28-4-37.

Sree Chaitanya Math, Sree Mayapur. Congratulation. Meeting grand success.

—Bhaktisaranga.

লণ্ডন ক্যাক্সটন হলে বক্তৃতা

গত ২৮শে এপ্রিল লণ্ডন ক্যাক্সটন হলে মহামান্য ভারতসচিব লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় লণ্ডন-গৌড়ীয়-মঠের প্রচারকবর্য্য মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু 'ভগবদ্ভক্তি' সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। মাননীয় লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে মেসার্স এফ্‌, এ মোরেন লিমিটেড একটি আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। ডাঃ বেকর মহাশয়ার উদ্বোধন সঙ্গীত কীর্ত্তন করিলে সভাপতি মহোদয় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা-মুখে বক্তার বক্তব্য বিষয় ঘোষণা করিয়া বক্তৃতা-প্রদানের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। গোস্বামিপ্রভুর বক্তৃতা শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল, সকলেই উহার উচ্চ প্রশংসা করেন। বক্তৃতান্তে সভাপতি মহোদয় পুনরায় কিছু বলেন। বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। [বিস্তৃত বিবরণ আগামীবারে প্রকাশ্য।]

শ্রীল গোস্বামী প্রভুর নিকট Miss C. Bowtel, Mrs. M. E. Brocard, Mrs. C. M. Breach, Mrs. R. S. Nehra B. A. Attorney President, Central Hindu Association, England প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন।

—:o:—

চয়ন

শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্য

["বঙ্গেমাতরম্"—২০শে বৈশাখ, ১৩৪৪ সোমবার]

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্য শ্রীযুত অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যের আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য

["কেশরী"—২৩শে বৈশাখ, ১৩৪৪ বৃহস্পতিবার]

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অপ্রকটের পর তাঁহার স্থলে তাঁহার যোগ্যতম অধস্তন সুপণ্ডিত মহামহোপদেশক শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু বর্ত্তমানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে টেলিগ্রাফ অফিস

["আনন্দবাজার"—১৭ই বৈশাখ ১৩৪৪ শুক্রবার]

মায়াপুর, ২৮শে এপ্রিল

গত ১৩ই বৈশাখ শ্রীধাম মায়াপুরে টেলিগ্রাফ অফিস খোলা হইয়াছে। গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমৎ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ ঐ দিবস অপরাহ্ণ ৩-৪৫ মিনিটের সময় বিপুল জয়ধ্বনি ও সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে টেলিগ্রাফ অফিসের কার্য্য উদ্বোধন করেন। শুনা যাইতেছে, শীঘ্রই এখানে রেলওয়ে ষ্টেশন খোলা হইবে।

শ্রীমায়াপুরে টেলিগ্রাফ অফিস

["কেশরী"—২১শে বৈশাখ, ১৩৪৪ মঙ্গলবার]

গত ২৮শে এপ্রিল (১৯৩৭), ১৩ই বৈশাখ (১৩৪৪) সোমবার শ্রীমায়াপুরে (নবদ্বীপ) টেলিগ্রাফ অফিস খোলা

হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয় মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু ঐ দিবস অপরাহ্ণ ৩-৫৪ মিনিটের সময় প্রথম টেলিগ্রাফ অফিসের কার্য্য আরম্ভ করেন।

শ্রীমায়াপুরে টেলিগ্রাফ অফিস

["বঙ্গেমাতরম্"—২৮শে বৈশাখ, ১৩৩৪ মঙ্গলবারের সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

সংবাদদাতা প্রেরিত)

শ্রীমায়াপুর, ৩রা মে

ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের তাংক্ষান্তে গত ২৭শে এপ্রিল (১৯০৭), ১৫ই বৈশাখ (১৩৩৪) সোমবার তাঁহার অতি প্রিয়তম স্থান (শ্রীধাম মায়াপুরে) 'শ্রীমায়াপুর টেলিগ্রাফ অফিস' খোলা হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের বপাভিষিক্ত তাঁহার যোগ্যতম অনুজ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু ঐ দিবস অপরাহ্ণ ৩-৫৪ মিনিটের সময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনি ও সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে প্রথম টেলিগ্রাফ অফিসের কার্য্য আরম্ভ করেন।

Mayapur Telegraph Office
Opened by President Acharya of Gaudiya Math

["অমৃতবাজার-পত্রিকা"—৯ই মে, ১৯৩৭ রবিবার]

Srila Ananta Vasudev Paravidyabhusan, who has recently succeeded to the spiritual headship of the Gaudiya Mission inaugurated the opening of Sree Mayapur Telegraphic Office by sending the first cable invoking the blessing of Mahaprabhu Sree Krishna Chaitanya on all souls.

Sree Mayapur is the headquarters of the Gaudiya Mission. The place already possesses a considerable number of beautiful and noble shrines erected on the historic sites and a number of institutions for the teaching of religion and for Sastric research. Sreedham Mayapur is surrounded by a beautiful and open landscape and is easily accessible from Calcutta and most places of Bengal.

ময়মনসিংহে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য

["বঙ্গেমাতরম্"—২৮শে বৈশাখ, ১৩৪৪ মঙ্গলবার]

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত অলোয়া ধর্ম্মগ্রামে কৃষ্ণাধিকারী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী মহোদয়ের সাদর আহ্বানে শ্রীগৌড়ীয় মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ ও কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে অতিপয় মঠসেবক-সমভিব্যাহারে আগামী ১১ই মে ১৯৩৭ মঙ্গলবার অলোয়া যাত্রা করিবেন। আচার্য্যদেব তথায় উক্ত কৃষ্ণাধিকারী মহোদয়ের নবনির্ম্মিত ভবনে প্রবেশ উপলক্ষে দিবস চতুষ্টয় অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীহরিবিনোদ গৌরবাণী কীর্ত্তন করিয়া সজ্জন-সাধারণের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন। প্রত্যহ বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দের বক্তৃতা, শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইবে। সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জনমাত্রেরই যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।

উক্ত সংবাদটি ২৯শে বৈশাখ (১৩৪৪) তারিখের 'কেশরী'-পত্রেও প্রকাশিত হইয়াছে।

টাঙ্গাইলে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য

["আনন্দবাজার পত্রিকা"—২৮শে বৈশাখ, ১৩৪৪ মঙ্গলবার]

ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইলের অন্তর্গত অলোয়ার কৃষ্ণাধিকারী শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরীর আহ্বানে শ্রীগৌড়ীয় মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ ১১ই মে ১৯৩৭ মঙ্গলবার অলোয়া যাত্রা করিবেন। আচার্য্যদেব তথায় উক্ত কৃষ্ণাধিকারী মহোদয়ের নবনির্ম্মিত ভবনে প্রবেশ উপলক্ষে দিবসচতুষ্টয় অবস্থান করিবেন। প্রত্যহ বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দের বক্তৃতা, শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হইবে। সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জনমাত্রেরই যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।

"দৈনিক বসুমতী" (২৮শে বৈশাখ) পত্রিকায়ও গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর অলোয়ায় শুভবিজয়ের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্ গৌড়ীয়াবৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-
সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

গৌড়ীয়

১৫শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩; ২২শে মে, ১৯৩৭ | ৪১শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর।

কাল—সন্ধ্যা, ২১শে জানুয়ারী, ১৯৩৬।

যাঁহারা প্রতিলোমে পাষণ্ডী, যাঁহাদের যৌজীবন সংস্কার দাস হইয়াছে, তাঁহারাই এই শ্রীযোগপীঠে অবস্থান করিবেন।

যোড়নবীত্য যিজো বেদমধ্যেত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ।
(মনু ২।১৬৮)

যৌজীবন্ধনের পরে বেদশাস্ত্র আলোচনা না করিয়া যদি দ্বিজ ব্যক্তি অন্য ইতরশাস্ত্র আলোচনা করেন, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ প্রভৃতি শিক্ষা করেন, অর্থের বিনিময়ে অধ্যাপনা করেন, যদি বেতন গ্রহণ করিয়া ভাগবত পাঠ করেন, অথবা চাকরী প্রভৃতি করার লোভে পতিত হইয়া শাস্ত্রের লক্ষণ ও উদ্দেশ্যরহিত কার্য্যে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে সেইরূপ ব্যক্তি জীবদ্দশায়ই বংশানুক্রমে অধঃপতিত হন। কৃতক পাঠক, সেবক ও পূজারী 'পতিত' বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছেন।

অতএব স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুগণের অবস্থান শ্রীযোগপীঠে নহে। তাঁহাদের শ্রীমূর্ত্তির স্থানে অধিকার নাই, তাঁহাদের বেদাধ্যয়নেও অধিকার নাই। নিষ্কপট অর্চ্চন-কারী শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনে স্বীয় আর্ত্তি যে কোন ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন। তাঁহার পক্ষে শ্রবণবিরুদ্ধ মতবাদ প্রকাশ না করিলেই চলিবে। শ্রৌত বিচার অনুক্ষণ প্রবাহিত থাকা আবশ্যক। আচার্য্যের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন

না করিলে "এক বস্তুতে অন্য বস্তু-জ্ঞান" হয়। শ্যামা-বালককে যদি ধান গাছের সমান মনে করিয়া শ্যামা-বালককে রাখিয়া ধান গাছকে উঠাইয়া ফেলি, তাহা হইলে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হইবে। শ্রুতি ও স্মৃতি পারমার্থিকগণের দুইটি চক্ষুঃ। শাস্ত্রালোচনার অভাবেই আমাদের দেশে যত অসুবিধা ঘটিয়াছে। শ্রুতিশাস্ত্রে পারদর্শিগণ দেহসেবা করুন। শাস্ত্রবিদ্‌গণের দ্বারাই ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণ সর্ব্বদা পূজিত হন।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রস্তাব ছিল,—শ্রীযোগপীঠে শাস্ত্রালোচনার স্থান হউক। আজকাল Universities ও Printing Pressএর সাহায্যে বহু প্রাচীন পুঁথি মুদ্রিত হইয়াছে। পূর্ব্বে কিন্তু আমাদের দেশে শাস্ত্রের প্রসারের এরূপ সুব্যবস্থা ছিল না। তজ্জন্যই সত্যানুসন্ধিৎসু হৃদয়কে বহুমানন করিতে গিয়া কোন কোন পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি "মুদ্রে পিণ্ডং ধরাৎ" এর পরিবর্ত্তে—"মুদ্রে পিণ্ডং ধরাৎ" এইরূপ বলিতেও দ্বিধা করিতেন না।

আজকাল যথার্থ পণ্ডিতের আদর নাই। মূর্খ ও ভাবুক ব্যক্তিই বর্ত্তমানে "বৈষ্ণব" বলিয়া খ্যাত হইতেছেন।

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

(গীতা ৩।২১)

বহুব্যক্তিগণ যাহা করেন, ইতর ব্যক্তিগণ তাঁহারই অনুকরণ করিয়া থাকে। বহির্মুখ লোকের Ontologyর প্রতি দৃষ্টি নাই, Morphologyর প্রতিই দৃষ্টি থাকে। ঠাকুর দেখাইয়া পয়সা নেওয়া ভীষণ অপরাধ। জীবিকার্জ্জনের জন্য মুটেগিরিও করা যাইতে পারে, ইহাতে অপমান ও অপরাধ নাই।

শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহীষ্যন্তি তপোবেশোপজীবিনঃ।
ধর্ম্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্ম্মজ্ঞা অধিরোহোত্তমাসনম্॥

ব্রাহ্মণকে শূদ্রগণ সেবা করিবেন, কিন্তু কলির প্রভাবে শূদ্রগণ ব্রাহ্মণগণেরও সেবা গ্রহণ করিতেছে। আবার কেহ কেহ বা প্রকৃত প্রস্তাবে শূদ্র থাকিয়াই ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিমান করিতেছেন। এসমস্তই মেয়েলী বিচার। সাধারণ বহির্মুখ লোক বলিতেছে,—"যেখানে যত মূর্খ লোক আছে, তাহাদের দ্বারা বিপ্রের পূজা করাইতে হইবে।" কত্র বা দেবীর পূজায় অথবা প্রভৃতি গন্ধহীন পুষ্প ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বিষ্ণুর পূজায় গন্ধহীন পুষ্প ব্যবহার্য্য নহে। বিষ্ণুর পূজায় প্রাণিহত্যার কোন কথা নাই, শিবের পূজায়ও বলি দিবার কথা নাই, কিন্তু আজকাল নাকি, শিব ও গণপতির পূজায় বলি প্রভৃতি দেওয়া হয়। উহার দৃষ্টান্ত আপনারা বহু দেখিতে পাইবেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু গোস্বামিবর্গের অনুসরণে বলিয়াছেন,—"প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।" কায়মনোবাক্যে কৃতোদ্বেগ দিতে হইবে না। কিন্তু শাস্ত্র যে কটূক্তাদি প্রয়োগ করিয়া শাসনবাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, তাহাতে কৃতোদ্বেগ দেওয়া হয় নাই। পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি যে শাসন করেন, তাহাতে কৃতোদ্বেগ দেওয়া হয় না। পরোপকারে কৃতোদ্বেগ দেওয়া হয় না। পিতামাতা ও শিক্ষকবর্গ অধ্যয়নে অথবা উপদেশ গ্রহণে অমনোযোগী বালক বা ছাত্রের 'কাণ মলিয়া' ও তাহাকে প্রবণোন্মুখ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে আচার্য্যমুখে বেদশ্রবণের অগ্রে মানবকের কর্ণবেধ-সংস্কার হইত। কর্ণকে ছিদ্রযুক্ত করিয়া দেওয়াকেই কর্ণবেধ বলে না। শ্রৌতবাণীর দ্বারা কর্ণে প্রবিষ্ট পূর্ব্বকার মায়িক চিন্তাস্রোতের শব্দ দূর করিয়া পরব্যোমের শব্দ প্রবেশ করাইবার নামই 'কর্ণবেধ'। ইহা দশবিধ সংস্কারের অন্যতম।

আর্য্যাবর্ত্তে সাধারণতঃ দশ-সংস্কার প্রচলিত আছে। পঞ্চরাত্রে ৪৪টি এবং কোন কোন মতে ৪৮টি সংস্কারের কথা আছে। কোথাও আবার ৫৪টি সংস্কারের কথাও পাওয়া যায়। আবার, দক্ষিণভারতে আম্নায়ভেদের মধ্যে সংস্কারের সংখ্যা অত স্থানাপেক্ষা কমিয়া শুক্লযজুর্ব্বেদীয় ১০টি সংস্কার-পদ্ধতি প্রচলিত আছে। ভরদ্বাজ-পদ্ধতিতে ১০টি সংস্কারের প্রচলন আছে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের মধ্যে ২০টি সংস্কার গৃহীত হয়। প্রকৃত সংস্কারগ্রহণে সত্য সত্য হরিভজন করিবার যোগ্যতা লাভ হয়। এ বিষয়ে সংস্কার-দীপিকা ও পঞ্চরাত্র আলোচ্য। অর্চ্চনমার্গীয় মহাভাগবতের লক্ষণ—

তাপাদিপঞ্চসংস্কারী নবেজ্যাকর্ম্মকারকঃ।
অর্থপঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ॥

উক্ত মহাভাগবতের লক্ষণে অর্থপঞ্চকের জ্ঞান ও নবেজ্যাকর্ম্মনিপুণতা বিহিত হইয়াছে।

অর্চ্চনমার্গীয় মধ্যমভাগবতের লক্ষণ—

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চধা।
অমী হি পঞ্চসংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥

অর্চ্চনমার্গীয় কনিষ্ঠ ভাগবতের লক্ষণ—

"শঙ্খচক্রার্দ্ধপুণ্ড্রধারণাদ্যাত্মলক্ষণম্।
ভগবন্তমর্চনঞ্চৈব বৈষ্ণবস্যমিহোচ্যতে॥"

আচার্য্যের নিকট আসিয়া যথাবিধানে এরূপ সংস্কৃত হইতে হইবে, যাহাতে মানুষকে সত্য সত্যই নূতন করিয়া আর এজগতে জন্ম গ্রহণ করিতে না হয়। এমনভাবে নূতন জীবনের সূত্রপাত হইবে, যাহাতে যথার্থ মঙ্গল লাভ হয়। শ্রীচৈতন্যমঠে শাস্ত্রাধ্যাপনের চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু বিদ্যাবিলাসের অর্থকরী বিদ্যার প্রতি অধিক ঝোঁক দেখা গেল। সুতরাং শাস্ত্রের পঠন ও পাঠন হইল না। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল—জড় বিদ্যার লোভে আসিয়াও যদি কাহারও মঙ্গল হয়। ধ্রুব প্রথমে রাজ্যলাভের আশায় শ্রীহরির ভজনা করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে শ্রীহরিকে সাক্ষাৎ লাভ করিয়া আর রাজ্য প্রার্থনা করেন নাই। শাস্ত্রে ধ্রুবের প্রার্থনা এরূপ শোনা যায়—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥

কণৌজে (বিঠুর?) বর্ত্তমানে কানপুর হইতে ১৬ মাইল দূরে অবস্থিত, সেই স্থান ধ্রুবের তপস্যা-ক্ষেত্র বলিয়া জনপ্রবাদ।

বালির সহিত অন্যান্য দ্রব্যের সংমিশ্রণে কাচ গঠিত হয়। উহা অনুকরণ দ্বারা নিজে স্বচ্ছন্দে প্রাপ্ত হয়। বৈষ্ণবিক কাপড় পরিধান করিয়া বিষয় সংগ্রহের কোন দরকার নাই। আমাদের ধ্রুবের ন্যায় বিচারাবলম্বনে বিষয়-রূপ কাচ-সংগ্রহের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া দেবতাগণেরও প্রাপ্য বিষ্ণুর পরমপদরূপ মণিরত্ন-সংগ্রহের জন্য যত্ন করা আবশ্যক। বিষ্ণুর পরমপদই দিব্যসূরিগণের প্রাপ্য বস্তু। "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্"। সাধারণ বহির্মুখ মনুষ্যগণের বাহিরের জিনিষের প্রতিই লক্ষ্য থাকে, কিন্তু ভিতরের জিনিষের দিকে মোটেই দৃষ্টি নাই। কিন্তু বিষ্ণুভক্ত দেবগণের সর্ব্বক্ষণ বিষ্ণুর পরমপদলাভের জন্যই যাবতীয় চেষ্টা।

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥"

কতকগুলি লোক বাহিরের কথা লইয়া ব্যস্ত থাকে। মূর্খ বহির্মুখ লোকেরা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া স্বর্গাদির লোভে কর্ম্মকাণ্ডে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। অবোধ শিশু ১০৲ টাকা, কি ১০০৲ টাকার নোটের মর্ম্ম জানে না বলিয়া উহাকে সামান্য কাগজ মনে করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে উদ্যত হয়। তখন পিতা-মাতা নোট দিয়া কৃত্রিম খেলনা তৈয়ারী করার পর উহা দেখাইয়া, উক্ত নোটটি রক্ষা করেন; অথবা শিশুপুত্র কোন কিছুর জন্য আব্দার করিয়া অধিক কাঁদিতে থাকিলে মিষ্ট দ্রব্য প্রদান করিয়া তাহাকে ভুলাইয়া থাকেন। ভোগ দেওয়া কথা বাহিরের কথা মাত্র। যাহার ভক্তির রাজ্যে কোন ভোগ দেওয়ার কথা নাই। কর্ম্মকাণ্ড বাহিরের কথা। লোকপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিরাও ভ্রমে চালিত হইতেছেন। যত মূর্খ ও অজ্ঞাভিলাষী ব্যক্তিকে অর্চ্চন মার্গে প্রবেশ করান হইতেছে।

"যত ছিল নাড়া-বুনে, সবাই হ'লো কীর্ত্তনে,
আন্তে ব্যস্তে পড়িল করতাল।"

বর্ত্তমানে বামুনেরা ও বোষ্টমেরা খাদ্যদ্রব্য লইয়া পুতুল খেলা খেলিতেছেন। কিন্তু তাহাতে ভগবানের সেবা হয় না। যে উদ্দেশ্যে ঠাকুর সেবা, তাহা এখন পরিবর্ত্তিত হইয়া উদরপূর্ত্তিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। লোকেরা গৌড়ীয়মঠের অনুকরণ করিয়া পাঠকীর্ত্তনের অভিনয় করিতেছে। কুলিয়ায় ও বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানে রাই-কানুর গান বেশ চলিতেছে। সাধারণ লোক আবার বকলমের পাল্লায় পড়িয়া ঐগুলি কাণ দিয়া শুনিতেছে। বর্ত্তমানে ঠাকুর সেবা হইতেছে না এবং পাকরাত্রিক ঠাকুর সেবার আনুকরণিক আড়ম্বরের দ্বারা ভাগবতের কীর্ত্তন-পথ বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। হরিকথা-শ্রবণের অভাবে লোক কুবিষয়-রসে নিমজ্জিত হইতেছে।

"অন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতাশ্বরচনা ঋষয়োঽপি দেবা
যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি॥"

হরিকথা বাদ দিয়া যে হরিসেবার অভিনয়, তাহা পুতুল পূজা। হরিনাম (?)-কীর্ত্তনা করিতে করিতে লোক নরকেও যায়। আজকাল ঠাকুর-সেবা ও ভাগবত-পাঠ ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। কৃতক পাঠক ঘণ্টায় ১০৲ টাকা হুরণে টাকা উপার্জ্জন করিতেছে, কারণ উহাদ্বারা ছেলের জন্য পাখী মারিবার বন্দুক কিনিবে অথবা উহা বেশ্যালয়ে ব্যয় করিবে। বৈষ্ণব-নামধারী শুণ্ড ব্যক্তি বিড়ালের জন্য দশ টাকা ক্রয়ের ছলে নিজেই দশ টাকা ভোজন করে। এইরূপ করিয়া কৌপীনধারিগণের কত কি কাণ্ড চলিতেছে! ঠাকুর-সেবা ছেলে খেলা নয়। ইহা উপাসনার একটি অঙ্গ। সেব্যের প্রতি ভোগাবুদ্ধি আসিলে Dog ও God উল্টারূপে ব্যবহৃত হয়। আমরা যেন Godএর পরিবর্ত্তে dogএর পূজা না করি। Chemical goldএর Seeming view কিছু real বস্তু নহে, উহা মেকী। আমরা জগতের চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া পড়ি। Mirage (মায়া-মরীচিকা) এর প্রতি প্রধাবিত হইলে আত্মবিনাশ লাভ হইয়া থাকে। এ জগতে অনেক trapও পাতা রহিয়াছে। জগৎকে ভোগ করিতে গেলেই উহা আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়া ছাড়ে। বাহিরের দ্রব্যের ভোগে আকৃষ্ট হইলে আগুনের রূপে আকৃষ্ট পতঙ্গ, হ্রদের মধ্যে আকৃষ্ট মৃগ, খাদ্যের লোভে আকৃষ্ট মৎস্য, ব্যাধের গানে আকৃষ্ট কুরঙ্গ ও স্পর্শ লোভে আকৃষ্ট মাতঙ্গের ন্যায় সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। এই সংসারেও বহির্ম্মুখ লোকের জন্য ফাঁদ পাতা রহিয়াছে। আমেরিকার গত এলাহাবাদ প্রদর্শনীতে হাতীর খেলার দৃশ্যটি দেখান হইয়াছিল। এই সংসারে যাহারা ভোগের জন্য জন্মান্তর লাভ করিবে, তাহাদের জন্যই সংসার-খেলা। হস্তিনীর পশ্চাতে যেমন হস্তী প্রধাবিত হয়, তেমন বিষয়ের পশ্চাতে বিষয়ী ছুটিয়া বেড়ায়। যাহারা ভগবানের সেবা করেন না, তাঁহারা বিষয়ের দুর্গতিতে পড়েন। আমরা যেরূপ বহির্ম্মুখ চিন্তাস্রোতে পড়িয়া এক একজন হিটলার অথবা মুসোলিনী হইবার অবস্থা স্পৃহা পোষণ করি, ধ্রুব ও প্রহ্লাদের বিচার ও উপদেশ সেরূপ ছিল না।

এক সময়ে কুলিয়া নবদ্বীপে ভজনকুটীরে শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ অবস্থান করিতেন। তাঁহার নিকটে অনেক লোক থাকিত। তিনি তাহাদের দ্বারা আশ্রমের প্রাঙ্গণে লাউ, বেগুন প্রভৃতি সব্জী রোপণ করাইয়াছিলেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজের আদেশ ছিল —তাহাদের উপর বাগান রক্ষা করিবার। তিনি বলিতেন, কাহারও সেবা গ্রহণ করিতে নাই। আমাদের শ্রীগুরু-পাদপদ্মও কাহারও সেবা গ্রহণ করিতেন না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—জগতের এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিবেন না। কেবল মালাটীনামদের কোনকালেই সুবিধা হইবে না। বেশী মামাপরাধ করিতে হইবে না।

বাবাজী সেবাধারী ০ ০ ০ আমার নিকট নালিশ উপস্থিত করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছে—কে কে নাকি তাহার কাঁথাখানা জোর করিয়া কেলিয়া দিয়াছেন। কাঁথাওয়ালা ও কাঁথা যাঁহারা ছাড়াইয়াছেন, তাঁহারা কেহই বিষয়টি ভালরূপ বুঝিতে পারে নাই। ০ ০ কেহ মনে করিতেছে—কৃষ্ণের ইচ্ছা ব্যতীত কাহারও উপর কিছু বল করিবার ক্ষমতা আছে? আমি তাই বলি—০ ০ তুমি কেন মহাজনের অনুসরণ না করিয়া তাহাদের অনুকরণক্রমে কন্থাবৈরাগীর বেশে কন্থা ও বহুগ্রন্থিযুক্ত মালা গ্রহণ করিতেছ? শিখা-সূত্র-পরিত্যাগকারী অথচ কন্থা-কৌপীনধারী মায়াবাদিগণকে দক্ষিণদেশীয় বৈষ্ণবেরা এইরূপভাবে নিন্দা করিয়াছেন—

"কথং কন্থাং বহসি দুর্ম্মতে পর্ব্বভৈরপি দুর্ব্বহম্।"

কিন্তু তাই বলিয়া মঠবাসিগণের পক্ষে ভাল ভাল বেশ-ভূষার প্রতি আসক্তি থাকা উচিত নহে। আজকাল আমরা বাবুবৈষ্ণব সাজিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি। কিন্তু এক সময় মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

"কাঁথা করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভকতগণ।
বৃন্দাবনে আইলে, তাঁ'সবে করিহ পালন॥"
চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্॥

আলস্যের জন্য গৃহত্যাগ করিলে কোন লাভ নাই। আমরা এখন কোন কার্য্য করিব না—যাহা দ্বারা গুরু-বৈষ্ণবের সেবা না হয়। অ০ ০র বিচার ভাল নয়। সে ত' পরের অপেক্ষা রাখে না। আমি ত' এযের অনেক অর্থ ব্যয় করিতেছি। বর্ত্তমানে আমার পত্নীর অসুখ

হইয়া পড়িয়াছে। আমি যে নিজে চলিতে পারিতেছি না, তাহা ত' অন্য লোকে বুঝিতে পারেন না। আপনারা ০০ অনুকরণ করিতে গিয়া বাবুগিরি শিখিবেন না। এই দেহ-পোষণের জন্য কেন অনর্থক অর্থ ব্যয় হইতেছে?—এই পয়সা কড়ি থাকিলে মহাপ্রভুর প্রচারকার্য্যের অনেক সুবিধা হইবে—এইরূপ চিন্তা করা উচিত। আমাদের নিজেদের দীনভাবে থাকা উচিত। অন্যের দ্বারা হরিসেবার সম্ভাবনা থাকিলে তাঁহাকে বরণ করিতে হইবে। "আমার এই জীর্ণ শরীরটি চলিয়া গেলে ইহাদের দৈনিক ২।৩ সের দুধের খরচ বাঁচিয়া যাইবে।" বাবুগিরির প্রশ্রয় দেওয়া মোটেই উচিত নয়। ঐ পয়সা থাকিলে হরিসেবা ও হরিকথা প্রচার হইতে পারে।

বাঙ্গালা ১৩১১ সালের কথা। আমি যখন এখানে থাকিতাম, তখন উৎসবের সময় হরিপদ বাবু মহাশয় সপরিবারে এখানে আসিয়াছিলেন। গৌরপদ বাবু তাঁহার বড় ভাই। তাঁহাদের বাড়ী বর্দ্ধমান সহরে ছিল। তিনি পুলিশ সাহেব ছিলেন। তখনকার দিনে মহাপ্রভুর বাড়ীতে লোকদিগের জন্য রন্ধনাদি অতি সাধারণভাবে হইত। উৎসবাদি উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য একটু ভাল বন্দোবস্ত করা হইত। তিনি ও তাঁহার পরিবার আমাদের প্রসাদের Sample দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহাদের বেশ ছিল বৈষ্ণবের মত। তখন হইতে আমি বলিলাম—"ইঁহাদের জন্য ভদ্রলোকের মত খাদ্য দেওয়া হউক।" ঐ ঘটনার ১৩।১২ বৎসর পরে এখানকার সেবার ভার সম্পূর্ণভাবে আমাদের লোকের হাতে আসে।

আমাদের বাবু হইবার দরকার নাই। শুধু তাহাতে নয় সমস্ত জগতে প্রচার করা আবশ্যক যে, আমরা 'খা'ব দা'ব' বলিয়া Joint messএর সৃষ্টি করিব না। উহার কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই। আমরা মনুষ্যজাতির কোন বিচারের মধ্যে থাকিব না। আমরা কি মনুষ্যজীবন পাইয়াছি কেবল 'খাওয়া থাকার' জন্য? আমরা কি সর্ব্বশুদ্ধ কতকগুলি লোককে আক্রমণ করিবার জন্য বসিয়াছি? কেবল শরীর পুষ্টি করিয়া, দেশবাসীর মাংস বৃদ্ধি করিয়া এবং পশ্চাতে পরস্পর 'মারামারি' করিয়া মরিবার ব্যবস্থা করিতেছি? সমস্ত লোকের সত্যকার নিত্যকালের উপকার যাহাতে হয়, তাহাই করা আবশ্যক। সৎপ্রতিষ্ঠানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যেন আমরা উদ্বেগ-ভ্রষ্ট না হই। সঙ্কীর্ণচিত্ত হইলে ভগবানের কৃপা পাওয়া যাইবে না। ঠাকুরবাড়ির স্থাপন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার জন্য না করিয়া পরমার্থশিক্ষা-বিস্তারের জন্য করা আবশ্যক। মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ শুধু village politics ইত্যাদির জন্য নহে। যাঁহারা যাহা বুঝিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা তাহা করুন; উহা আমাদের কার্য্য নহে।

কখন ভূয়োদর্শন দেওয়া উচিত নহে। ভগবানের সেবা করিলেই জীবে দয়া করা হয়। জীবকে হরিজন করানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট দয়া। নিজস্বার্থসেবা প্রবল হইলে বিচার হয়—'আমার ভক্তিকড়ি বেশী হইয়াছে, আমার প্রতিষ্ঠা বেশী বাড়িয়াছে, সকলেই আমার অধীন',—ইহার নাম বৈষ্ণবাপরাধ। বৈষ্ণবাপরাধে অমঙ্গল হইবে। এক বুঝিতে আর বুঝা এবং হরিজন না করাই মূর্খতা।

(০ ০ সেবকগণকে লক্ষ্য করিয়া) তোমার কাঁথা ফেলিয়া দিয়া যে তোমায় উপকার করা হইয়াছে তাহা বুঝ না কেন? হরিজন না করিলেই অসুবিধা। সকলই কৃষ্ণের ইচ্ছায় হয়।

শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের অন্তর্ধানপ্রাপ্ত শ্রীগৌর-নিতাইএর গলায় হার চুরি হইয়া গেলে তিনি তাহার অনুসন্ধান করিতে যাইয়া কোনও দুই লোকের বাড়ীতে উঠিলে তাঁহাকে সে ব্যক্তি ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেয়। তাহাতে তাঁহার পা ভাঙ্গিয়া যায়। তিনি স্থানে ফিরিয়া গৌরনিতাইকে অনুযোগ দিলেন—তোমরা হার চুরি করাইয়া আমাকে মার খাওয়াইলে কেন?—এইরূপ মহাজনদের বিচারই প্রণীয়। কিন্তু "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" ইত্যাদি বিচার অমুক লোকেরই হয়। বি-এ, এম্-এ পাশ করা লোকও হরিজন বুঝিতে পারে না। ০০ এক সময় শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ তাঁহার আশ্রিতাভিমানী কৃপাসিন্ধু বাবাজীর উপর বেত্রপ্রহার করিবার আদেশ করেন। তখন ইংরাজী ১৮৮৬ সাল। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তথায় উপস্থিত হইলে তখন-কার বাবাজীরা শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের বিরুদ্ধে তাঁহার নিকট নালিশ করে। তাহাদের আপত্তি এই ছিল যে—'আমরা হরিনাম করিতে আসিয়াছি,

আমরা বেতপগাছে জল দিব কেন? শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাহাদের বৈষ্ণবাপরাধ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—অনুকরণ করিলে হরিনাম হইবে না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তিনজন বাবাজীর সংশোধনের জন্য তিন প্রকার ব্যবস্থা করিলেন—প্রথমটিকে চারিবার গ্রহণ, দ্বিতীয়টিকে বারপাট পরিত্রমণ এবং তৃতীয়টিকে বেতপগাছে জল দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিলেন।

সদ্গুরু মহতের অনুসরণ চাই, অনুকরণ চাই না। আজকাল বাজারে অনেক কৃত্রিম জিনিষের প্রচলন হইয়াছে, যেমন—imitation silk, Chemical gold, Morocco leather, German crystal বা কাচের হীরা ও নকল মুক্তা প্রভৃতি। অপসম্প্রদায়-দুষ্ট ব্যক্তিরা আনুকরণিক সম্প্রদায়। অনুসরণ কার্য্যটি সাধন ও সিদ্ধ সর্ব্বাবস্থায়ই বরণীয়। ভাবরাজ্যেও অনুসরণ করা যাইবে।

"কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথা-রতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা।
তল্লাম্বলিঙ্গ্না আর্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥"

হরিজন যাজীত যে স্মার্ত্তবিধান, তাহা কিছু নয়। Higher levelএর কথা বুঝিতে পারিলেই জীবের সুবিধা হয়। শ্রীল রায় রামানন্দের প্রাকৃত কামগন্ধশূন্যাবস্থার দেবদাসীদের দ্বারা যে সঙ্গ ও তাহাদিগকে যে কৃষ্ণসেবা-শিক্ষা প্রদান, তাহার অনুকরণই প্রাকৃতসহজিয়াগিরি। অনুকরণের দ্বারা কখনও সুবিধা হইবে না। আনুকরণিকেরা বেশীক্ষণ টিঁকিতে পারে না। নাকে তিলক, মুখে বেওয়া, মুখে দেওয়া, ঠাকুর দেখাইয়া পয়সা নেওয়া, অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত ভাগবতপাঠ প্রভৃতি আনুকরণিক কার্য্যে সুবিধা হইবে না। কৌপীন রহে আর না রহে, হরিসেবা হইতেছে কিনা দেখিতে হইবে।

"যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥"
তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রম-পরায়ণ-শীলশিক্ষা-
র্ত্তির্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে।

কপটতা পরিহার করিবার একমাত্র উপায়—শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সেবা ও অনুসরণ। বাঙ্গালা ১৩১৫ সালের কথা,—মেদিনীপুর পাইক-পাড়িটা গ্রামবাসী অক্ষিরামের ভাই শীতল নামক এক ব্যক্তি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিষ্য হইয়া তাঁহার ভজন বুঝিতে না পারিয়া দুধ খাইবার অনুকরণ করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়া প্রচুর দুগ্ধপানে রত হইল। দুধ খাওয়াকেই হরিভজন বলিয়া বুঝিয়াছিল। সুরেশচন্দ্র ভাগবতরত্ন নামক এক ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য শ্রীল গৌরকিশোরদাস পরমহংস বাবাজীর নিকট ভাগবত পাঠ করিতে গিয়াছিলেন। বাবাজী মহারাজ তাঁহার আদর করেন নাই। কৃষ্ণচৈতন্য দাস নামক বাবাজী বেষধারী এক ভণ্ড প্রাকৃতসহজিয়া পরমহংস বাবাজী মহারাজের অনুকরণ করিয়া মড়ার মাথার (খুলিতে) জল খাইত। কিছুদিন পরে আবার তাহার ব্যাকরণ ও কাব্য পড়িবার ঝোঁক হইল। অনুকরণে হরিভজন নাই। আমার যখন আসক্তি আছে, তখন খুব হরিসেবা করিব। অ ও এর বৃদ্ধি খারাপ। সে পতিত বাবাজী বেষধারী ব্যক্তিদিগের বিচার গ্রহণ করিতেছে। শীতল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরণে অপরাধী হইয়াছিল।

তোমরা কেহ জনকই হও, আর রামানন্দ রায়ই হও, পতিত হইও না। তোমাদের যাবতীয় চেষ্টা হরিসেবায় নিযুক্ত হউক।

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

(শ্রীভক্তিবিনোদবাণীগৌরের নিরন্তর সেবনিরত অনেক অন্তরঙ্গ নিজজন) ● ● ● জীবন্মুক্ত, গৃহে থাকিয়াও তিনি হরিভজন করিতেছেন। হিংসুক ব্যক্তির আক্রমণ হইতে রেহাই পাইবার জন্যই ঐরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারই আনুগত্যে ঢাকা সহরে হরিকথা প্রচারের জন্য বিরাট্ কেন্দ্র গঠিত হইতেছে। তিনি ২৪ঘণ্টা হরিকীর্ত্তন করিয়া লোকের অনেক উপকার করিতেছেন। কপটতা পরিত্যাগ কর। অনুসরণ কর, অনুকরণ করিও না। আসক্তি যিন ছাড়াইবে না। গৌড়ীয় ও নবীন-প্রকাশ প্রত্যহ পড়িবে। ওকালিবেন কখনও প্রবেশ না করে।

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য। সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত

বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥

পরঃপানকারী ব্রহ্মচারীর বা সন্ন্যাসীর কোন সুবিধা হইবে না। এ দেশের অল্পবিদ্যার পণ্ডিতেরা জয়দেব-বিদ্যাপতির ভাব বুঝিতে পারেন না, অথচ নিন্দা করিয়া থাকেন। পণ্ডিতাভিমানীর বিচারও অপরাধের হাত হইতে অব্যাহতি পায় না। যঃ মা.....ভাষয়ন্ত এখানে আসিতেন। একবার এখানে সারস্বতের একজন বাবাজী সন্ন্যাসী আসিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র তিনি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি যথাপ্রকৃতে কখনও কখনও দণ্ডবৎ করিতেন আবার নাও করিতেন। আজকাল, প্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের অনুকরণ করিয়া লোকে অসুবিধায় পড়িতেছে। ভগবদ্ভক্তগণ বড় কঠিন ঠাঁই। তাঁহাদের অনুকরণ করিলে জীবের অব্যাহতি নাই।

——:o:——

হরিজন

অপার্থিব বৈকুণ্ঠসাহিত্যের পরিভাষার অবৈধ বিকৃত অনুকরণ করিয়া যে-সকল শব্দ সাধারণ সাহিত্যে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাদেরই অন্যতমরূপে 'হরিজন' শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। দশ পনর বৎসর পূর্ব্বের সাধারণ বঙ্গসাহিত্যেও আধুনিক প্রচলিত অর্থে ঐ শব্দটির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় নাই, কিন্তু গৌড়ীয়াচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর বাঙ্গালা ১৩১৮ সালের ২২শে ভাদ্র অর্থাৎ বর্ত্তমান কাল হইতে পাদশতাব্দী (২৫ বৎসর) পূর্ব্বে মেদিনীপুর জেলার বালিঘাই উদ্ধবপুর-গ্রামে শ্রীগোপীবল্লভপুরের পণ্ডিতপ্রবর স্বধামগত আচার্য্য শ্রীল বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী ও বৃন্দাবনের স্বধামগত পণ্ডিত-প্রবর মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয় এবং বাঙ্গালার তদানীন্তন বহু শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতব্যক্তিগণের সভায় "ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব" নামক যে এক তুলনামূলক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা বঙ্গসাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম 'হরিজন'শব্দ দেখিতে পাই। অবশ্য ঐ প্রবন্ধ-পাঠের পূর্ব্বে উক্ত শব্দটি গৌড়ীয়াচার্য্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন ও ব্যবহার করিতেন। তাঁহার প্রাচীন পত্রাবলীর অন্যত্রও তিনি তাঁহার নামের পূর্ব্বে 'হরিজনকিঙ্কর' এই শব্দটি ব্যবহার করিতেন, তাহারও নিদর্শন আমরা যথেষ্ট পাই। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধের মধ্যে 'প্রকৃতিজনকাণ্ড' ও 'হরিজনকাণ্ড' নামক দুইটি অধ্যায় রহিয়াছে। তদ্দ্বারা 'হরিজন' হইতে 'প্রকৃতিজনে'র পার্থক্য বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

পঞ্চদশবর্ষ পূর্ব্বে যখন 'গৌড়ীয়'পত্র প্রচারিত হয়, তখন কতকগুলি প্রবন্ধের পূর্ব্বে 'প্রকৃতিজন পাঠ' আর কতিপয় প্রবন্ধ 'হরিজন পাঠ' বলিয়া প্রকাশিত হইত। 'প্রকৃতিজনপাঠ' প্রবন্ধগুলিতে প্রাকৃতিক বা আগন্তুক নানাপ্রকার তথ্য ও সংবাদের বাহুল্য থাকিত, আর 'হরিজনপাঠ' প্রবন্ধে শুদ্ধভক্তি ও ঐকান্তিক পরমার্থের কথা শুদ্ধিত হইত।

গৌড়ীয়াচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ উক্ত প্রবন্ধের হরিজনকাণ্ডে লিখিয়াছেন, —'পুরাকালে অজামিলকে লইয়া হরিজনের সহিত প্রকৃতি-জনের বিচার উপস্থিত হয়। প্রকৃতিজন নিজ স্বভাবক্রমে হরিজনকেও তাঁহাদের তুলাজ্ঞানে বিচারাধীন করিতে প্রয়াস করেন, পরিশেষে হরিজনগণ যে কর্ম্মফলের অধীন নহেন, তাহা ধর্ম্মবিচারকগণ তাঁহাদের প্রভুর নিকট হইতে জানিতে পারেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্য শ্রীমদ্ভাগ-বতের ষষ্ঠস্কন্ধের অজামিল-সংবাদের শ্লোক ও অন্যান্য শাস্ত্র হইতে শাস্ত্রবচন উদ্ধার করিয়াছেন।

প্রকৃতিজনকাণ্ডে প্রাকৃতরাজ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার পুণ্যবান্ অবস্তন হ্যাভগোত্রীয়গণের গৌরব প্রদর্শিত হইয়াছে। যাঁহারা পুণ্যকর্ম্মফলে পুণ্য দেহ লাভ করিয়া-ছেন, তাঁহারাই অসুরগণ ব্রাহ্মণ। পাপ ও পুণ্য, উভয়েই প্রকৃতির অন্তর্গত, সুতরাং পুণ্যময় দেহও কর্ম্মফলধার্য্য। প্রাকৃত পুণ্যকর্ম্মফল হইতে জাত ব্যক্তিগণ যদি প্রকৃতির অন্তর্গত পাপপুণ্যের বিচারে আবদ্ধ থাকে, তবে তাহারাও প্রকৃতিজন।

হরিজনের অপ্রাকৃত হরিসেবা-বৈভবে অন্য কোন কার্য্য বা অভিধান নাই। আমি নিত্য কৃষ্ণদাসানুদাস—ইহাই

যাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ অভিমান এবং হরিসেবাই যাঁহাদের প্রত্যেক অনুশীলনের মধ্যে প্রকাশিত, তাঁহারাই হরিজন। পাষণ্ডভাষী বা তাহারও পূর্ব্বে গৌড়ীয়সাহিত্যে এইসকল কথা প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বেও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ "সারগ্রাহী" ও "ভারবাহী", "সজ্জন" ও "দুর্জ্জন" প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়া হরিজন ও প্রকৃতিজনের পার্থক্য নির্ণয় করিয়াছেন।

অতএব কএক বৎসর পূর্ব্বে সাধারণ সংবাদপত্রে রাজনীতি ও সমাজনীতি আলোচনার মধ্যে 'হরিজন'-শব্দটি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। প্রথমে কএকটি ইংরাজী সংবাদপত্রে হরি-শব্দের বর্ণবিন্যাস দেখিয়া তাহা 'হরি' না 'হারি' ঠিক করিতে পারা যায় নাই; কারণ তাহাতে উচ্চারণ-বৈচিত্র্য-নিরূপণের কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত ছিল না। কেহ কেহ বলিলেন—বোধ হয় ইহা 'হাড়ি'জন শব্দ হইবে, কিন্তু হাড়ি-শব্দ ইংরেজীতে 'handi' এইরূপ হওয়া উচিত। কাজেই 'harijan' শব্দটির তাৎপর্য্য বুঝিতে অনেকেরই একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন একজন বিশেষ প্রবীণ অধ্যাপক ঐ শব্দটি কি, তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমাদের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছিলেন, কারণ ঐ শব্দটি যে-ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে প্রাকৃত বিষয় ব্যতীত অন্য কোন হরিবিষয়ক চিন্তাস্রোতঃ নাই। যাহা হউক, বর্ত্তমান সাহিত্য 'হরিজন'-শব্দে প্রসিদ্ধ অর্থ বা রূঢ়ি করিয়া লইয়াছেন—পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তমাদি জাতি। মুচি, মেথর, হাঁড়ি, ডোম, মুদাফরাস প্রভৃতি অন্যান্য জাতিকে বর্ত্তমান সাধারণ সাহিত্য 'হরিজন' শব্দে প্রকাশ করিয়া থাকে।

হরিজন-শব্দই যে মূলতঃ ঐ সকল জাতিবিশেষের জন্য ব্যবহৃত হয় নাই বা কোনকালে কোন সাহিত্যে তাহার ব্যবহার ছিল না, তাহা আমরা উপরে সামান্যভাবে আলোচনা করিয়াছি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠে শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশ হইতে জানিতে পারা যায় যে, জীবমাত্রই স্বরূপতঃ হরিজন—কৃষ্ণের নিত্যদাস। শ্রীচৈতন্যদেবের এই কথাটির মধ্যে দুইটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার আছে—প্রথমতঃ "জীবমাত্রই", দ্বিতীয়তঃ "স্বরূপতঃ", 'জীবমাত্র' বলিলে মানবের মধ্যে কোন কোন জাতিবিশেষ ত' নহেই, এমন কি, কেবলমাত্র মানবজাতিও নহে। সমগ্র মানবজাতি, সমগ্র পশুজাতি, সমগ্র পক্ষীজাতি, সমগ্র সরীসৃপজাতি, সমগ্র উদ্ভিজ্জাতি অর্থাৎ এক কথায় যাহাদের জীবন বা প্রাণ আছে, এরূপ প্রত্যেক চেতনই হরির জন। আবার স্বরূপ-শব্দের দ্বারা ইহা জানান হইয়াছে যে, ভগবদ্বহির্ম্মুখ বা বিরূপ-প্রভাবযুক্ত হরিজনত্ব নাই, তাহা ভুল। যেমন কাঠে অগ্নি আছে, কিন্তু যখন কাঠটি সম্পূর্ণ প্রজ্বলিতরূপে প্রকাশিত থাকে না, তখন কাঠখণ্ডকে অগ্নিযুক্ত বলা যায় না, তদ্রূপ প্রত্যেক জীবে হরি অবস্থান করিলেও এবং প্রত্যেকে স্বরূপতঃ হরির জন হইলেও যখন তাহার বিরূপ অবস্থা, অর্থাৎ কৃষ্ণবিস্মৃতি প্রবল থাকে, তখন তাহাকে হরিজন বলা নিরর্থক—কেবল নিরর্থক নহে, তাহা অন্যায় ও অপরাধ। যাঁহাদের সেই বিরূপ অবস্থা কাটিয়া গিয়াছে, যাঁহারা স্বরূপে অবস্থিত হইয়াছেন অর্থাৎ আপনাকে হরির জন জানিয়া অহৈতুক হরির সেবায় নিযুক্ত আছেন, যাঁহাদের প্রত্যেক অনুশীলনে হরিসেবার অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত, তাঁহাদিগকেই 'হরিজন' বলিলে 'হরিজন' শব্দের সার্থকতা। গৃহের অভ্যন্তরে অগ্নিবাসী আছেন বলিয়া গৃহকেই অগ্নিবাসী বলিতে গেলে অথবা খামের মধ্যে লিখিত পত্র বা সংবাদ থাকিলে খামটিকেই ভিতরকার পত্র বা সংবাদ বলিতে গেলে বিষয় ভুলই হইবে।

যাঁহারা পঞ্চম, ষষ্ঠ বা সপ্তম জাতিবিশেষকে 'হরিজন' বলিতে চাহেন, তাঁহারা কি মনে করেন যে, তাঁহারা বা পৃথিবীর অন্যান্য লোক স্বরূপে হরির জন নহেন? কেবল কোন জাতিবিশেষই হরি বা ভগবানের জন বা সন্তান? এই কথা কি যুক্তিযুক্ত বা শাস্ত্রসম্মত? যদি তাঁহারা বলেন—পঞ্চম-ষষ্ঠ-সপ্তমাদি জাতি অন্যান্য সামাজিক উচ্চজাতি-দ্বারা দূষিত ও লাঞ্ছিত হন বলিয়া তাঁহারা হরির অধিকতর প্রিয়তাজন—এই বিচারে তাঁহাদিগকে হরিজন বলা হয়, কিংবা সামাজিক উচ্চজাতিগণকে 'পঞ্চম-ষষ্ঠ-সপ্তমাদি জাতিও ভগবানেরই সন্তান'—ইহা জানাইবার জন্যই বিশেষ করিয়া ঐসকল জাতিকে "হরির জন" বলা হয়,—এরূপ যুক্তি পার্থিব সমাজে মনোরম হইলেও ইহাতে অত্যন্ত প্রাকৃত বিচারের প্রবলতা লক্ষিত হয়। বাহিরের খোসা বা পার্থিব পাপ-পুণ্য, পার্থিব উচ্চ বা নীচ জাতিত্ব কখনই

ভগবানের প্রিয়তা বা অপ্রিয়তার কারণ নহে। একমাত্র তাঁহার প্রতি অকপট অনুরাগই তাঁহার প্রিয়তার কারণ। এজন্য যাঁহারা তাঁহার ঐকান্তিক ভজনকারী, তাঁহাদের প্রতিই তিনি অনুরক্ত এবং তাঁহারাই তাঁহার নিজজন। পাপযোনি-ব্যক্তিগণ যদি তাঁহাকে নিকপটে অনুরাগের সহিত ভজন করেন, তখনই তাঁহাদের পাপযোনিত্ব বিদূরিত হয় এবং তখনই তাঁহারা "ভগবানের জন" বলিয়া গৃহীত হন। আর যদি তাঁহারা ভগবানের ভজন না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা পাপযোনিই থাকিয়া যান, এবং ক্রমে তাহা হইতেও অধিকতর নিম্নপাপযোনিতে পতিত হইয়া থাকেন। পুণ্যযোনি বা উচ্চজাতির সম্বন্ধেও সেই বিচার। পুণ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি কেহ ভগবানের ভজন না করেন, তাহা হইলে তিনিও হরির প্রিয় নহেন এবং ক্রমে ক্রমে সর্ব্বাপেক্ষা নীচযোনিতে পতিত হইয়া থাকেন। কাজেই পাপির নীচযোনিত্ব বা উচ্চযোনিত্ব ভগবৎপ্রিয়তার কারণ নহে। তাই ভগবান্ শ্রীগীতায় বলিয়াছেন,—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥
(গীঃ ৯।২৯)

আমি সর্ব্বজীবের প্রতি সমতা আচরণ করি, অতএব আমার বিদ্বেষের পাত্র বা প্রীতির পাত্র কেহ নাই, যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করেন, তাঁহারা আমাতে আসক্ত এবং আমিও তাঁহাদের প্রতি আসক্ত।

শ্রীহরি নিরপেক্ষ হইলেও তিনি ভজনকারীর পক্ষপাতী, অতএব ভজনকারী ব্যক্তিগণই হরির জন। পাপযোনি-সম্ভূত ব্যক্তিগণ একান্তভাবে শ্রীহরির চরণ আশ্রয় না করা পর্য্যন্ত "হরিজন"-পদবাচ্য নহেন।

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥
(গীঃ ৯।৩২)

অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি দেবতান্তরে আসক্তিহীন হইয়া একমাত্র আমার ঐকান্তিক ভজনা করেন, তাহা হইলে তিনি সাধু বলিয়া গণ্য হন, কারণ তিনি আমাতেই সম্যক্ অধ্যবসায়ী হইয়াছেন। পাপযোনিজাত জীবগণ—স্ত্রীলোক, বৈশ্য, শূদ্র ইহারাও যদি আমাকে সম্যক্রূপে আশ্রয় করে, তবে নিশ্চয়ই পরমা গতি লাভ করিয়া থাকে।

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥
(গীঃ ৯।৩৩)

পুণ্যযোনি ব্রাহ্মণ ও ভক্ত ক্ষত্রিয়গণ যে পরমা গতি প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি এই অনিত্য ও অসুখকর মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া আমাকে ভজন কর।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥
(গীঃ ৯।৩৪)

তুমি মদেকচিত্ত আমার সেবক ও আমার উপাসক হও। আমার প্রতি নমস্কার বিধান কর, এইরূপে আমার শরণাপন্ন হইয়া আমাতে মন সম্পূর্ণরূপে নিবেশিত করিলে আমাকেই পাইবে।

শ্রীগীতায় শ্রীহরির এই বাণীদ্বারা সুস্পষ্টভাবে জানা যায়, একমাত্র তাঁহার অনন্যভজনকারীই তাঁহার জন। ভক্তিই তাঁহার প্রিয়তা অর্জ্জনের একমাত্র নিত্যসিদ্ধ উপায় ও উপেয়। আরও জানা যায় যে, মর্ত্ত্যলোকে স্ত্রী-শূদ্র-বৈশ্যাদিপাপযোনিজাত এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি পুণ্যযোনি-জাত ব্যক্তিগণ স্ব-স্ব কর্ম্মফলে এই জগতে আসিয়াছে, কাজেই তাহাদের কর্ম্মফলজন্য জন্মের নীচতা ও উচ্চতাকে একাকার করিবার চেষ্টা করিলেই ভগবানের জন হওয়া যাইবে না। ভগবানের ভজন করিলেই ভগবানের জন হওয়া যাইবে। কর্ম্মফলে যাহারা নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কেহ যদি তাহাদের প্রতি মৌখিক সহানুভূতি দেখাইয়া 'হরিজন' বলেন, অথচ তাহাদিগকে ঐকান্তিক ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত না করাইয়া পুনরায় কর্ম্মরাজ্যেরই নানা প্রকার প্রলোভন ও প্রতিযোগিতায় প্রলুব্ধ ও উদ্দীপ্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই সকল কর্ম্মফলবাধ্য ব্যক্তিগণের প্রতি অধিকতর হিংসাই করা হয়, অর্থাৎ তাঁহাদের যে হরিভক্তিতে মতি হইত, কর্ম্মের প্রবৃত্তির মধ্যে পেষণ করিয়া তাঁহাদের সেই বৃত্তিটিকেও থামাচাপা দেওয়া হইল। অতএব পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণই হউন আর পাপাত্মা নীচজাতিই হউন, হরির ঐকান্তিক ভজন না করিলে বা হরির ঐকান্তিক ভজনকারীর শরণাগত না হইলে তাঁহারা 'হরিজন' পদবাচ্য নহেন। অধিকন্তুনে

আবির্ভূত শ্রীল ঠাকুর হরিদাস, কায়স্থকুলে আবির্ভূত শ্রীল রায় রামানন্দ, কুইবালীকুলে আবির্ভূত শ্রীকড়চাঁদের যেমন নিত্যসিদ্ধ হরিজন, আবার উচ্চতম ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত শ্রীবাস পণ্ডিত, ক্ষত্রিয় রাজকুলে আবির্ভূত শ্রীপ্রতাপরুদ্র প্রভৃতি তেমনই হরিজন। এই সকল হরিজনের চরণরেণু সমস্ত দেবতা, মনুষ্য ও শ্রেষ্ঠবাঞ্ছিগণ লাভ করিলে কৃতকৃতার্থ হইতে পারেন।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—নীচজাতিগণের হৃদয়ে শ্রীহরি বাস করেন, সুতরাং তাহারাও সেইহেতুই ভগবদ্ভক্ত বা হরিজন। শ্রীহরি কেবল তাহাদের হৃদয়েই বাস করেন তাহা নহে, তিনি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তৃণ, গুল্ম, লতা ও বৃক্ষ সকলের হৃদয়েই বাস করেন। যাহাদের হৃদয়ে নিষ্কপট হরিসেবা-বুদ্ধি প্রকাশিত হয় নাই, যাহারা এই পার্থিব জগতের পাওনালাভ লইয়া ব্যস্ত আছে, তাহাদিগকে 'হরিজন' বলা যাইবে না। হরিজনের স্বভাব শ্রীমদ্ ভাগবত এইরূপ বলিয়াছেন,—

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতিরজিতাত্মসুরাদি-
ভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্লবনিমিষার্দ্ধমপি যঃ স
বৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥
(ভাঃ ১১।২।৫৩)

অর্থাৎ অজিতাত্ম দেবগণ যে ত্রিভুবনের অনুসন্ধান করেন, ইহা প্রাপ্তির লোভেও যাঁহার মতি কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে লবনিমেষার্দ্ধের জন্যও বিচলিত হয় না, তিনিই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বা হরিজন।

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥
(ভাঃ ১১।২।৫৫)

অবশ হইয়াও যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে সেই নামের আভাসে সমস্ত পাপ মুক্তি হয়, সেই ভগবানের পাদপদ্ম যিনি নিজ হৃদয়ে প্রণয়রসনাদ্বারা আবদ্ধ রাখিয়াছেন অর্থাৎ যিনি সর্ব্বক্ষণ অনুরাগভরে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া বিশ্বজীবের মঙ্গলবিধান ও পরমেশ্বরের ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন, এবং তজ্জন্য শ্রীহরি যাঁহার হৃদয়কে কখনই পরিত্যাগ করেন না, তিনিই হরিজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

পাপযোনি বা পুণ্যযোনি জাতব্যক্তিগণের সমস্ত বহির্ম্মুখতা ও প্রবৃত্তিকে আটুট রাখিয়া ও তাহাতে ইন্ধন প্রদান করিয়া কেবল তাহাদের গায়ে হরিজনের ছাপ লাগাইয়া দিলে তাহারা "হরিজন" হইবে না। বরং ইহাতে প্রকৃত হরিজনগণের অপার্থিব উচ্চতম আদর্শ, যাহা সাধারণ লোকের অজ্ঞাত, সেই আদর্শকে সাধারণে বিজ্ঞাপিত করিবার পক্ষেও যথেষ্ট প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হইবে। প্রাকৃতসহজিয়াগণের ন্যায় কর্ম্মফলবাধ্য তাবদাহী গাধাকে "বৈষ্ণব" বলিয়া পূজা করিলে যেরূপ সেই পশুবিশেষকে, নির্দ্দোষ জনসাধারণকে ও নিজকে বঞ্চনা করা হয় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত বৈষ্ণবেরও অবমাননারূপ অপরাধের আবাহন করা হয়, তদ্রূপ আমরা কার্য্যতঃ হরিজন অর্থাৎ হরিভজনকারী না হইয়া যদি নিজেকে নিজে 'হরিজন' বলি বা অপর বহির্ম্মুখ ব্যক্তিকে বাড়ী ও সমষ্টিগত রূপ বলা করিয়া ঐ নামে অভিহিত করি তাহা হইলেও আমাদের এতাদৃশ নিজের বঞ্চনা, যাহাকে বা যাহাদিগকে ঐরূপ অবৈধ নামে অভিহিত করিতেছি, তাহাদের প্রতি বঞ্চনা এবং জনসাধারণকে বঞ্চনা ও তৎসঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত হরিজন অর্থাৎ একান্ত ভগবদ্ভক্তাশ্রিত ব্যক্তিগণের চরণে অপরাধ করিব।

———:০:———

শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের মন্মমনঃসিংহে শুভনিজরোপলক্ষে

তদনুকম্পিত সেবকপ্রবর ও তদ্‌গুণাকৃষ্ট সজ্জনবৃন্দের অভিনন্দন-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-দশমাধস্তনাম্নায়বর শ্রীস্বরূপ-রূপানুগধর্ম্মপালক প্রচারকবর

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস

ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্‌অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ

প্রভুচরণের সহিত মদীয় প্রপূজ্যচরণ পতিতপাবন গৌড়ীয়বৈষ্ণববৃন্দের

শুভপদার্পণোপলক্ষে

"প্রণতিপুষ্পাঞ্জলি"

পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব, যাহাকর্ত্তৃক বৈষ্ণবগণের সহিত পতিতোদ্ধারক পরদুঃখদুঃখী আপনার এই দীনচেতা গৃহমেধীর গৃহে শুভপদার্পণে আজ এই স্থান মহাতীর্থে পরিণত হইল। আপনি শ্রীমদ্ভাগবতের যে উপদেশামৃত এ অধমের কর্ণাঞ্জলিতে সেচন করিয়াছেন, তাহা হইতে জানিতে পারিয়াছি,—

ব্যালালয়ক্রমা বৈ তেঽপ্যরিক্তাবিগমস্পদঃ।
যদ্‌গৃহাস্তীর্থপাদীয়-পাদতীর্থ-বিবর্জ্জিতাঃ॥ (ভাঃ ৩।১৫।১১)

যে-সকল গৃহ তীর্থপাদ মহাভাগবতগণের শ্রীচরণামৃত-বর্জ্জিত, সেই সকল গৃহ অখিল সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইলেও সর্পদিগের আবাসস্থান বৃক্ষের ন্যায় সতত দুঃখপ্রদ।

তাই আপনার ও আপনার পরমমিত্র ভুবনপাবন বৈষ্ণবগণের নিজ-কার্য্য না থাকিলেও আপনাদের পামরতারণ মহাস্বভাব আপনাদের পাদতীর্থের দ্বারা এই নবগৃহকে অভিষিক্ত করিয়া আমার ন্যায় গৃহাসক্তি দীনচেতার নিত্যমঙ্গল-সাধনের জন্য আজ এরূপ অপ্রত্যাশিত কৃপা বিতরণ করিয়াছে। শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর নিজ-জন আপনাদের শুভাগমনে এই নবগৃহ আজ শুদ্ধনামকীর্ত্তন-মুখরিত হইল।

হে আচার্য্যবর্য্য, যখন পরমারাধ্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ইতঃপূর্ব্বে কৃপাপূর্ব্বক এই গৃহ-দেহাসক্ত জীবাধমের ভবনে স্বীয় পূজ্যপাদ শিক্ষাগুরু নিত্যসিদ্ধপার্ষদ শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ-প্রমুখ বৈষ্ণবগণকে প্রেরণ করিয়া কিছুকাল পরে আমাদিগের কেশাকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহার প্রিয়তম স্থান শ্রীপুরুষোত্তমের গোবর্দ্ধনাভিন্ন চটকপর্ব্বতে তাঁহার পদপ্রান্তে স্থাপন-পূর্ব্বক এই মনস্তাপ-অনাদিবহিমুখের কর্ণে শ্রীনাম-সুধারস প্রদান করিয়াছিলেন, তখন তিনি আমাদিগকে আপনারই হস্তে সমর্পণ করিয়া আপনারই রূপোপদেশে আমাদের মনোধর্ম্ম ছেদন করিবার আদেশ আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন। আজ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-বাথায় আমাদের হৃদয় বিধুর-ব্যাকুল। এদিকে কলি-কুক্কুরকুল শুদ্ধভক্তিকে আক্রমণ করিবার জন্য ভীষণ চীৎকার করিতেছে, গৌড়ীয়গগন ঘোর তমসাচ্ছন্ন বলিয়া মনে হইতেছে, গৌর-বঞ্চা-নিশাচর-বৈতা-দানব আবার আনন্দে রক্তমুখ ও বিকট চীৎকার করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, বহুরূপিণী নাস্তিকতা আবার মনোমোহিনী মায়াবীরূপ ধারণ করিয়া অভিসারে বহির্গত হইয়াছে। এমন সময় জগদ্গুরু গৌড়ীয়াচার্য্যরূপে আপনার অভ্যুদয় আমার ন্যায় শত শত অনর্থগ্রস্ত সত্যান্বেষাসু জীবের পরম-মঙ্গলদায়ক হইয়াছে।

হে স্বরূপ-রূপানুগবর গুরুদেব, আমি নিতান্ত অজ্ঞ, অন্ধ ও সর্ব্ববিষয়ে হীন। তবে আমার একমাত্র ভরসা, —"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর"। আমি ভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীর শ্রেষ্ঠ ও ভক্তির পরম নির্ম্মল ভুবনপাবন

বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণাশ্রিতে আসিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি। আমি সর্ব্বতোভাবে দীন-দরিদ্র হইলেও ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-গৌরপ্রিয়জনগণের পাদপদ্মমূলে আসিবার সুযোগ পাইয়াছি। ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর অনুগত শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ আমাকে নিত্য বাসুদেব-দাস্য দান করিয়াছেন। আজ ভক্তিবিনোদ-বাণী-গৌর মহাগুরুর উদয় না করাইলে ভক্তিবিনোদ-বাণী লুপ্ত করিবার অবৈষ্ণব-চেষ্টার প্রাবল্য ও নির্ব্বিশেষবাদের রাজত্ব হইত। তখন আত্মহত্যাকেই নিত্যপ্রজ্ঞা ফুটাইবার একমাত্র উপায় বলিয়া বরণ করিতাম। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার ব্যাসপূজার অভিভাষণে ভক্তিবিনোদ-আসনের নিত্যত্বের স্থিতি গাহিয়া গিয়াছেন। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর পর শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়ামঠ বিচ্ছিন্ন হয় নাই, তাহার প্রবাহ শ্রীউদ্ধবদাস ও শ্রীমধুসূদন দাসের মধ্যে প্রবাহিত থাকিয়া শ্রীজগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া সেই বিনোদ-গৌরবাণী সমস্তাভিধেয়-প্রয়োজনধারায় শ্রীরূপানুগ-ত্রিবেণী-সঙ্গম-প্রবাহরূপে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণাভিন্নবিগ্রহ মন্ত্রগুরু শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুতে প্রবাহিত হইয়াছে।

বহুবার শিক্ষাগুরু পূজ্যপাদ বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, মন্ত্রগুরুপাদপদ্ম শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়ামঠের শ্রীব্যাসপূজা প্রথম প্রবর্ত্তন করেন এবং আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম এই প্রার্থনা-নিবেদন বিজ্ঞপ্তি করায় তিনি তাঁহাকে প্রচুর কৃপাশীর্ব্বাদ করেন। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদেরই কীর্ত্তনাহ্বানে আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরবর্ত্তী শ্রীব্যাসপূজার জন্য তাঁহার সমস্ত অভিভাষণই লিপিবদ্ধ করেন এবং সে-বৎসর শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে পরমারাধ্য প্রভুপাদকে যে প্রথম ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাও সম্পূর্ণ শ্রীব্যাসোক্তিবিগ্রহ আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই লেখনী-প্রসূত। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীব্যাসপূজার প্রথম অভিভাষণে শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়ামঠের নিত্য-প্রবাহশীলতা স্থাপন করিয়া একদিকে যেমন নির্ব্বিশেষবাদকে খণ্ডন করিয়াছেন, আর একদিকে তেমনি ইঙ্গিতক্রমে তাঁহার অন্যতম একমাত্র মন্ত্রগুরুপাদপদ্মের কথা জানাইয়া গিয়াছেন—"আমাকে প্রাপঞ্চিক ভেষবাদী বলিয়া ঘৃণা করুন, তথাপি আমি যেন অনন্তকাল সেই বাসুদেব-দাস্য পরিহার করিয়া কোন দুর্ব্বুদ্ধিতে পতিত না হই।" শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণী আমারই শিক্ষার জন্য বিতরিত হইয়াছে। যখন শ্রীল প্রভুপাদকে আমি শ্রীপুরুষোত্তমে বলিয়াছিলাম—"শ্রীল বাসুদেবপ্রভু-প্রমুখ আপনার ভৃত্যবর্গকে আমার এত আপনার বোধ হয় কেন?" তখন শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"ইহাদের সহিত যে আপনার অনাদিকাল হইতে সম্বন্ধ রহিয়াছে।" তাই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখোচ্চারিত সেই উপদেশ-শিক্ষা অনুসরণ করিয়া আমি আজ আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজা বা শ্রীব্যাসপূজার উপাসন আহরণ করিবার জন্য পূজ্যপাদ বৈষ্ণবগণের কৃপা যাচ্ঞা করিতেছি।

হে যাহাকল্পতরু পতিতপাবন বৈষ্ণববৃন্দ, পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ নিকট ভৃত্যবর্গ, আপনারা এ অধমকে আজ এই কৃপা করুন—যেন শ্রীল প্রভুপাদের ঐ বাণীটি অনুক্ষণ হৃদয়ে অঙ্কিত রাখিয়া নিত্যকাল আপনাদের সকলের পশ্চাতে থাকিয়া শ্রীব্যাসপূজা করিতে পারি। স্বরূপতঃ বস্তুতন্ত্র হইয়া নিজেকে ঈশ্বর-জ্ঞানে ভুবন-দর্শন বা বিশ্ব-দর্শনের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া শ্রীলীলাপুরুষোত্তমের সেবাধিকার পাইতে হইলে বিষয়-বিগ্রহ শ্রীঅনন্ত-বাসুদেবের প্রকাশ-স্বরূপ আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীঅনন্তবাসুদেবের মুকুন্দপ্রেষ্ঠরূপে উদিত হন। যাহাকল্পতরু পতিতোদ্ধারণ আপনাদের কৃপায় আমি সেই আচার্য্যপাদপদ্মসিন্ধুর তটে উপনীত হইয়াছি। হে পতিতপাবন বৈষ্ণববৃন্দ, আপনারা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অত্যন্ত নিজ-জন, তাঁহার মনোহভীষ্টের পরিপূরণকারী, তাঁহার অপ্রাকৃত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তাঁহার পাদপদ্ম হইতে অভিন্ন আপনারা জনে জনে ব্রহ্মাণ্ড তারণ করিবার শক্তি ধারণ করেন, আপনারা আমার নিত্যশিক্ষাগুরু, প্রমগুরু, বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুপাদপদ্ম, আপনারা আমার গুরুপাদপদ্ম হইতে অভিন্ন, তাঁহার নিত্যসিদ্ধ, সহচর, সজাতীয়াশয়, আপনারা আমার কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণতি গ্রহণ করুন, আপনাদের সে হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবার অধিকার প্রদান করুন। আপনারা কৃপা করুন—যেন আশ্রয়-বিগ্রহ "বাসুদেবপরো ধর্ম্মঃ,

বাসুদেবপরা ক্রিয়া ও বাসুদেবপরা ধর্ম্মিঃ" শ্লোকের উক্তিই বস্তুর সদ্ভাবে অবস্থিত হইয়া ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-বাসুদেবের পাদপদ্মে আত্মাহুতি প্রদান করিতে পারি। পুনঃপুনঃ ও পুনঃ পুনঃ আপনাদের সকলেরই শ্রীশ্রীচরণকমলে কোটি কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি। আপনারা আমাকে নিত্যকাল শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার প্রদান করুন। ইতি—

অলোয়া,
কাগমারি, ময়মনসিংহ
তাং ৩০শে বৈশাখ, ১৩৪৪ সাল।

নিত্যাশ্রিত-বৈষ্ণব-চরণ-রেণু-সেবা-প্রার্থী
দীনাধম সেবকাধম
শ্রীশচীনন্দন ভক্তিসাগর ভক্তিশাস্ত্রী

———:০:———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি পরম পূজনীয়

শ্রীল শ্রীযুক্ত অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর

অলোয়াগ্রামে কৃপা-পদার্পণোপলক্ষে স্থানীয় অধিবাসিগণের

সশ্রদ্ধ অভিনন্দন

পরমপূজনীয় আচার্য্যদেব, আজ এই গ্রামবাসী আপনার অপ্রত্যাশিত শুভপদার্পণে উৎফুল্ল ও কৃতকৃতার্থ হইয়া এই ক্ষুদ্র অভিনন্দন-দ্বারা আপনার সহিত পরম পূজনীয় বৈষ্ণবযুগের যাদুল শ্রীচরণ-পূজার অধিকার যাচ্ঞা করিতেছে।

আপনি অপাথিব দ্বারা সাগর বিশ্ববিশ্রুত গোলোকগত শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদের বাণী-সুধামৃতসিন্ধুর অধিতীয় সেবক। আপনার সহগামী বৈষ্ণবযুগল শ্রীল সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আমরা ক্ষুদ্র সাংসারিক জীব, আপনাদের মহিমা গান করা আমাদের পক্ষে বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার প্রয়াস। তবে আপনাদের অহৈতুক জনের কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে।

পরমভাগবত শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় আপনার অহৈতুকিত নিজ-জন। তাঁহার ন্যায় সজ্জন ও ভাগবতের কৃপায় আমরা এই গণ্ডগ্রামে আপনার সহিত ভুবনপাবন বৈষ্ণবযুগের শ্রীচরণ দর্শন পাইয়া পরম পবিত্র হইলাম। আজ এই স্থান মহাতীর্থ হইল।

আপনি বর্ত্তমান যুগে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যকুলতিলক। আপনি জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ নিজ-জন ও তাঁহার বাণী-কীর্ত্তন-মনোহভীষ্টের পরিপূরক। আপনি শ্রীমদ্ভাগবত ও বেদান্তের অধিতীয় অভিমর্ম্মজ্ঞ-পণ্ডিত, আপনি শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে সিদ্ধান্ত, আপনি কৃতভবিৎ।

বর্ত্তমান যুগে যেরূপ চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মের নানাপ্রকার আন্দোলন দেখা যাইতেছে, তেমনি প্রকৃত সনাতনধর্ম্মের স্বরূপ লোকের নিকট নানাপ্রকার আবরণে আবৃত হইয়া পড়িতেছে। এমন কি, সনাতনধর্ম্ম, ভাগবতধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে নানাপ্রকার অসদ্মত ও আচার প্রচারিত হইয়াছে ও হইতেছে। আপনার ভুবনবিখ্যাত শ্রীগুরুদেব ঐসকল অসদ্মত নানাভাবে বিদূরিত করিয়াছেন; কিন্তু এখনও বহু দুরাচার উৎপাটিত করিবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। আপনি আপনার শ্রীগুরুদেবের যোগ্যতম শুশ্রূষারূপে অহৈতুক তাঁহার নিকট অবস্থান করিয়া শাস্ত্রযুক্তি-সদাচারে পারঙ্গত হইয়াছেন। আপনার শাস্ত্রযুক্তিতে ভূমিপূর্ণতা ও ভগবৎসেবায় সুদৃঢ় শ্রদ্ধা আপনাকে আচার্য্য-শিরোমণি বলিয়া বরণ করিতে সত্যপ্রিয় ও নির্ম্মৎসর ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইতেছে।

ভারতবর্ষ বেদান্তের দেশ। আপনি ভক্তি-শাস্ত্রে নিষ্কাম নিষ্কিঞ্চন আচার্যবর্য্য। আপনার আদর্শ আচার-প্রচারময় জীবন বেদান্তের সারস্বরূপ। আপনার কৃপায় আমার ভারত ও ভারতের বাহিরে বিচিত্রস্বরে বেদান্তের মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিবে। প্রকৃত বেদান্তবাণী যে শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা আপনি বর্ত্তমান যুগে প্রচারে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন জানিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি। এই শুভদিনে আপনার সহযোগী বৈষ্ণবমণ্ডলের সহিত আপনার শ্রীপাদ আচার্য্যের অদ্ভুদয় ও লোকমঙ্গলের অভিধানকে আমরা সর্ব্বতোভাবে অভিনন্দিত করিয়া এই ক্ষুদ্র অর্ঘ্যাঞ্জলি প্রদান করিলাম। ইতি ৩০শে বৈশাখ, ১৩৪৪ সন।

ভবদীয় কৃপাপ্রার্থী—

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন গোস্বামী বি-এ
শ্রীনলিনীমোহন বসু
শ্রীপ্রফুল্লকুমার গুহ নিয়োগী
শ্রীবিপিনবিহারী রায় চৌধুরী
শ্রীসুকুমার নিয়োগী
শ্রীকৃপতিনাথ রায় চৌধুরী
শ্রীবিমলচন্দ্র ধর
শ্রীপশুপতিনাথ রায় চৌধুরী
শ্রীগোপালচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ
শ্রীযাদবলাল সরকার
শ্রীভুবনমোহন সরকার
শ্রীজগদীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
শ্রীহীরালাল নিয়োগী
শ্রীক্ষিতীশমোহন গুহ নিয়োগী
শ্রীউপেন্দ্রসুন্দর নিয়োগী
শ্রীহরিপ্রসাদ শর্ম্মা নিয়োগী
শ্রীললিতকুমার গুহ নিয়োগী এম-এ
শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত বি-এ
শ্রীবিরূপাক্ষ সরকার
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
শ্রীসুরতরি দত্ত
শ্রীঅম্বিকাল সরকার
শ্রীকেদারনাথ বসাক
শ্রীব্রজমোহন ঘোষ
শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
শ্রীসুরেন্দ্রমোহন কর্ম্মকার
শ্রীহরিলাল সেন

—:০:—

চয়ন

["আর্য্য-শাসন"—১৮ই বৈশাখ, ১৩৪৪ শনিবার]

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য

গত ২৭শে মার্চ্চ তারিখের এসোসিয়েটেড্ প্রেসের সংবাদ হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অবতন ও শ্রীমদ্গৌড়ীয়-আচার্য্য-পরম্পরায় একাদশ আচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু গৌড়ীয় মিশনের আচার্য্যরূপে শ্রীচৈতন্য-দেবের জন্মোৎসবের সময় শ্রীমায়াপুরে বিঘোষিত হইয়াছেন। আমরা এই সংবাদ শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত ও আশ্রয়হীন নিরাশার সাগরে আশার তেলা লাভ করিয়াছি। শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ১৯১১ সালে বর্ত্তমান যুগের ভক্তিস্রোতঃ পুনঃ-প্রবাহের মূলপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ লাভ করেন। তখনই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভুকে শ্রীনামপ্রভুর-কীর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন। শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভু সদাচারসম্পন্ন বৈষ্ণব-গৃহে আবির্ভূত হন এবং তাঁহাতে আজন্ম ভক্ত ও প্রহ্লাদভাগবতের সেবায় ও নামব্রহ্মের কীর্ত্তনে নিষ্ঠা লক্ষিত হয়। শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের ন্যায় আচার্য্য বিদ্যাভূষণ অতি শিশুকালে হরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতেন। হরিনাম-শ্রবণে তাঁহার ক্রন্দন নিবৃত্তি হইত। অন্যান্য সমস্ত ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া তিনি শিশুকালেই শ্রীনামপ্রভুকে তাঁহার একমাত্র আরাধ্য বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আজন্মব্রহ্মচারীর বেশে মহাভাগবত। তাঁহার অপার্থিব নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের আদর্শ, তাঁহার মুক্তবৈরাগ্য, তাঁহার নিষ্কিঞ্চনতা, তাঁহার ভগবৎসঙ্গীত-সংকীর্ত্তনে স্বভাবসিদ্ধ নিপুণতাকে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ আদর্শরূপে অনুসরণ করিবার জন্য সকল শিষ্যকে অনুক্ষণ আদেশ দিয়াছেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-

সভার ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রত্যেক আত্মমঙ্গল-কামী ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ তাঁহার নিকট হইতে আত্মমঙ্গলের যাবতীয় শিক্ষায় অত্যন্ত চিরঋণী হইয়া রহিয়াছেন। ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসিপ্রবর অনন্ত ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্য এবং নবদ্বীপ-গৌড়ীয়-মিশনের প্রথমতম প্রচারক শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীল প্রভুপাদের নিকট পরমহংস-বেষ প্রাপ্ত ও শ্রীমদ্ভাগবতের মহান্ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীল প্রিয়দাস বাবাজী মহারাজ, ক্ষেত্রসন্ন্যাসলব্ধ পরমহংস বেষপ্রাপ্ত বর্ষিয়ান্ শ্রীল রাধাগোবিন্দদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবরাজ-সভার সম্পাদক ভক্তিসুধাকর-প্রভৃতি-শ্রীবিভূষিত কটক রেভেন্স কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক আচার্য্য মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সান্যাল এম্-এ, গৌড়ীয় সম্পাদক-সঙ্ঘপতি মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, বিশ্ববিশ্রুত ও পরমপ্রভাবশালী একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যা-বিনোদ, গৌড়ীয়মঠের মূল মঠ শ্রীচৈতন্যমঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ নবহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ এবং শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণব-সভার অনেক সভ্য ও গৃহস্থ ভক্ত ও সজ্জনগণ আচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর নিকট তাঁহাদের নিত্য-পারমার্থিক জীবনের ও ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর জন্য চিরঋণী বলিয়া অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শাস্ত্রযুক্তিতে ও বেদান্তশাস্ত্রে অদ্বিতীয় নিপুণ ও পারঙ্গত। শ্রীল শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের আদর্শের উদাহরণ প্রদান করিতে সর্ব্বদাই শ্রীল অনন্ত-বাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর নাম উল্লেখ করিতেন এবং তাঁহার শ্রীমুখে অনেকবারই শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছে যে, তাঁহার কথা শ্রীল বাসুদেব প্রভুর ন্যায় আর কেহ সর্ব্বাঙ্গীন-ভাবে বুঝেন নাই। তাহাতে সকল দিক্ দিয়া আচার্য্যের লক্ষণ আছে বলিয়া তিনি শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবরাজসভার 'সার্ব্ব-ভৌম আচার্য্য' বলিয়া প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ যাবতীয় পত্রাদি শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর দ্বারাই লেখাইতেন এবং তাঁহার যাবতীয় গ্রন্থরচনাদি অর্থাৎ বাণীসম্পুটের কার্য্যের মূল অধ্যক্ষরূপে শ্রীল অনন্ত-বাসুদেব প্রভুকেই নিয়োগ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার তিরোধানের পূর্ব্বেও শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর আনুগত্যেই পারমার্থিক বঙ্গসাহিত্যের যুগান্তর-আনয়নকারী প্রধান লেখক গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয়কে ও পারমার্থিক ইংরাজী সাহিত্যের প্রধান লেখক 'হারমনিষ্ট' পত্রিকার প্রধান সহকারী সম্পাদক, ইংরাজী ভাষায় সুবিখ্যাত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-গ্রন্থ-লেখক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সান্যাল ভক্তিসুধাকর মহোদয়কে যথাক্রমে গৌড়ীয়, সজ্জন-তোষণী, হারমনিষ্ট ও বিবিধ গ্রন্থরচনার ভার প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যুগে যুগে আচার্য্যগণের যে ইতিহাস পাওয়া যায়, যেমন শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমধ্বাচার্য্য, ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্য শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীজীব, শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য শ্রীধর, শ্রীবিশ্ব-নাথ, গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব, বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তিস্রোতঃ পুনঃপ্রবাহের দুইজন বিশিষ্ট আচার্য্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ ইঁহারা সকলেই গ্রন্থরচনা ও শ্রৌতবাণী-সম্পুটের সেবা করিয়া আচার্য্যপরম্পরাতে জগতের নিকট অভিনন্দিত হইয়াছেন। শ্রীমদ্গৌড়ীয়াম্নায়ের নবমাধস্তনাম্নায়বর প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে সেই শাস্ত্রবাণী-ভাণ্ডারের ও শ্রীরূপের অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগারের মূল অধ্যক্ষ ও রক্ষকরূপে নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে শ্রীমদ্গৌড়ীয়াম্নায়ের দশম অধস্তনাম্নায় আচার্য্যপদে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। আমরা আচার্য্যবর্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে অভিনন্দিত করিতেছি।

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের প্রচারকার্য্যে ময়মনসিংহে পরিভ্রমণ

["কেশরী"—১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪ শনিবার]

(সংবাদদাতার ভাষ)

টাঙ্গাইল, ১৩ই মে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রেসিডেন্ট আচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীগৌড়ীয়মঠের সন্ন্যাসী প্রচারক তীর্থ মহারাজ, সাগর মহারাজ, শ্রৌতী মহারাজ

এবং আরও ৩৫ জন গৌড়ীয়মঠের সেবকসহ গতকল্য মধ্যাহ্নে চারাবাড়ী ঘাটে পৌঁছিয়াছেন। তথায় অলোয়ার ষষ্ঠপ্রাণ কুমারিকাধী শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী মহোদয় স্বয়ং এবং স্থানীয় বিদ্যালয়ের বহু ছাত্র, শিক্ষক ও ভদ্র-মহোদয়গণ আচার্যদেবকে অভ্যর্থনা করেন। তথা হইতে তাঁহারা একটি বিরাট্ সঙ্কীর্তন-শোভাযাত্রা-সহকারে আচার্যদেবকে বেদতায় লইয়া যান। আচার্যদেব বেদতায় উপস্থিত হইলে উচ্চ জয়ধ্বনি-সহকারে পুষ্প-মাল্যাদি দ্বারা তাঁহাকে সম্বর্ধনা করা হয়। আচার্যদেবের সম্মান-প্রদর্শনার্থ তোপধ্বনি করা হয়। নানা বাদ্যযন্ত্রসহ একটি ব্যাণ্ডপার্টিও ঐ সংকীর্তন-শোভাযাত্রার অনুগমন করিয়াছিল। তথায় বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্তন হয়, তাহাতে সকলে বিশেষ উপকৃত হন। অলোয়ার শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায়চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে ভক্তবৃন্দসহ শ্রীল আচার্যদেব অদ্য এই মাত্র উপনীত হইয়াছেন।

গৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষের বিপুল সম্বর্দ্ধনা

অলোয়াতে মহতী জনসভায় অভিনন্দনপত্র লাভ

["অমৃতবাজার পত্রিকা"—২২া বৈশাখ, ১৩৪৪ রবিবার]

(সংবাদদাতার তার)

অলোয়া, ১৫ই মে, ১৯৩৭

গতকল্য প্রাতঃকালে কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠের অধ্যক্ষ আচার্য পরমহংস শ্রীমৎ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকে অলোয়াতে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সন্ধ্যার সময় বিরাট্ সভামণ্ডপে একটি মহতী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় লোকসমাগম এত অধিক হইয়াছিল যে, তথায় তিলধারণের বিন্দুমাত্রও স্থান ছিল না। প্রারম্ভেই শ্রীমৎ আচার্যদেবকে মাল্যভূষিত করা হয় এবং স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী তাঁহাকে রৌপ্যপাত্রে একটি অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। অলোয়াবাসীদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত যুগেন্দ্রমোহন গোস্বামী একটি সম্বর্দ্ধনোপযোগী [illegible] তীর্থ মহারাজ সনাতনধর্মবিষয়ে একটি আবেগময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভার প্রারম্ভে মধুর কীর্তন শ্রোতৃবৃন্দকে পরিতৃপ্ত করে।

["কেশরী"—২রা বৈশাখ, ১৩৪৪ রবিবার]

অলোয়ায় গৌড়ীয়মঠের সভাপতি

গৌড়ীয়মঠের সভাপতি ও আচার্য পরমহংস শ্রীমৎ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু গতকল্য টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত অলোয়ায় উপস্থিত হইলে তথাকার অধিবাসিবৃন্দ তাঁহাকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করেন। সন্ধ্যাকালে এক বিরাট্ জনসভায় অধিবাস শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী একটি রৌপ্যনির্মিত পাত্রে তাঁহাকে মানপত্র প্রদান করেন। অলোয়ার অধিবাসিবৃন্দের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত যুগেন্দ্রমোহন গোস্বামী তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। আচার্যদেব তাঁহাদের বোধ্য প্রত্যুত্তর দান করেন ও সনাতনধর্মসম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা দেন। সভার পূর্বে ও পরে মধুর কীর্তনদ্বারা সকলকে আপ্যায়িত করা হইয়াছিল।

ACHARYYA OF GAUDIYA MATH

TOUR IN MYMENSINGH

["অমৃতবাজার পত্রিকা"—১৭ই মে ১৯৩৭ সোমবার]

Mahamahopadeshak Sreela Ananta Vasudev Paravidyabhusan, the present Acharyya of the Gaudiya Math accompanied by about a dozen devotees of both Sree Chaitanya Math of Sreedham Mayapore and of Sree Gaudiya Math of Calcutta started for Mymensingh at the invitation of Babu Sachinath Roy Chowdhury, the zeminder of Aloya at whose residence the party will stay up to the 15th inst.

The Acharyyadev will preach the tenets of Sree Chaitanya Mahaprabhu and will explain Sreemad Bhagawat and other scriptures.

From Aloya the party will start for Mymensingh town where they will preach for some days.

["অমৃতবাজার পত্রিকা"—১৭ই মে, ১৯৩৭ সোমবার]

Mahamahopadeshaka Sree Sreemat Ananta Vasudeb Parabidyabhusan Prabhu, President Acharyya of Gaudiya Math in succession to His Divine Grace Sree Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur.

[এখানে শ্রীআচার্যদেবের আলেখ্য প্রকাশিত]

Sree Mayapur Telegraph Office Opened by President Acharyya of Gaudiya Math.

Srila Ananta Vasudev Paravidyabhusan, who has recently succeeded to the spiritual headship of the Gaudiya Mission, left vacant by the disappearance of His Divine Master Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj inaugurated the opening of Sree Mayapur Telegraphic Office by sending the first cable invoking the blessing of Mahaprabhu Sree Krishna Chaitanya on all souls. Sree Mayapur is the Birth-place of Lord Chaitanya and the headquarters of the Gaudiya Mission. The development of the holy Tirtha had engaged the constant and best attention of Srila Bhakti-Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj. The place already possesses a considerable number of beautiful and noble shrines erected on the historic sites and a number of institutions for the teaching of religion and for shastric research. There is a High English School—Thakur Bhakti Venode Institute affiliated to the Calcutta University and a Sanskrit Tol for preparing students for the Calcutta University Sanskrit Examination, which are run by the Gaudiya Mission, for imparting general education on a religious basis. The daily paper of the Mission, The Nadia Prakash, is printed and published from Shree Mayapur. Sreedham Mayapur is surrounded by a beautiful and open landscape and is easily accessible from Calcutta and most places of Bengal. We wish the place all prosperity.

—:o:—

ময়মনসিংহ জেলাস্থ অলোয়া গ্রামে শ্রীগৌড়ীয় মঠাচার্য্যের শুভবিজয়

বিভিন্নস্থানে বিপুল সম্বর্দ্ধনা

গত ১১ই মে মঙ্গলবার দিবস শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত অলোয়া গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণভক্তিকারী শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী মহোদয়ের নবগৃহ-প্রবেশোৎসবোপলক্ষে দাদর আহ্বানে শ্রীধাম মায়াপুর, কৃষ্ণনগর, কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থান হইতে সমবেত বহু ভক্তবৃন্দ-সমভিব্যাহারে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে অলোয়াভিমুখে যাত্রা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব পথিমধ্যে সিরাজগঞ্জ ঘাটে, চাঙ্গাবাড়ী ষ্টীমার ষ্টেশনে এবং অন্যান্য বহু স্থানে শ্রদ্ধালু সজ্জনগণ-কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা অভিনন্দিত হন।

১২ই মে (১৯৩১) বুধবার দিবস শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তবৃন্দসহ ময়মনসিংহ বাসের প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র গুহ মহাশয়ের বেলুয়া গ্রামস্থিত গৃহে অবস্থান করিয়া সকলের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

পর দিবস ১৩ই মে, বৃহস্পতিবার প্রাতে শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মকে অভ্যর্থনা করিয়া অলোয়া গ্রামে নিজগৃহে লইয়া যাইবার জন্য পরমভাগবত শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী মহোদয় বিচিত্রবর্ণের পতাকা, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, ব্যাণ্ডপার্টি ও সংকীর্ত্তনদলসহ এবং বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সহিত বেলুয়া গ্রামে উপস্থিত হইয়া আচার্য্য-পাদপদ্ম বন্দনা করেন। অতঃপর সকলের আন্তরিক ইচ্ছানুসারে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনি এবং মুহুর্মুহুঃ শঙ্খধ্বনির মধ্যে গৌরবিহিত শুদ্ধহরিকীর্ত্তন-মুখে অলোয়া-অভিমুখে অগ্রসর হন।

সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা "সন্তোষে"র মহারাজা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় চৌধুরী মহোদয়ের 'সন্তোষ' গ্রামস্থিত গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইলে 'জাহ্নবী' উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ছাত্রবৃন্দ পরম আন্তরিকতার সহিত আচার্য্য-দেবের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শোভাযাত্রা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে অগ্রণী করিয়া অলোয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী মহোদয়ের গৃহে পৌঁছিলে শঙ্খ, ঘণ্টা কাঁসর প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের সহিত শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গপাদপদ্মবিকাশিবিধায়ীর জয়গানে দিগ্বিদিক মুখরিত হইতে থাকে। পরে শুদ্ধহরিকীর্ত্তন-মুখে সপ্তবার নবগৃহ

পরিক্রমার পর শ্রীল আচার্যদেবের বৈষ্ণবগণের সহিত শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যটী অঙ্কিত করিয়া নবগৃহে প্রবেশ-পূর্ব্বক সমাগত সকলের নিকট গৃহপ্রবেশের মূল তাৎপর্য্য-সূচক একটী নাতিদীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত শচীবাবু তদবধি স্বীয় বৈষ্ণবগণের সহিত আচার্যপাদপদ্মকে নিমন্ত্রণ পাইয়া প্রাণের আন্তরিকতার সহিত গৃহের সকলের সহিত তাঁহার পাদপদ্মসেবায় নিযুক্ত হন। তাঁহার এবং তদীয় সহধর্ম্মিণীর শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবা-চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয় ও আদর্শস্থানীয়।

ঐ দিবসই সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত শচীবাবুর গৃহপ্রাঙ্গণে নির্ম্মিত সজ্জনমণ্ডিত এক মহতী সভায় শ্রীযুক্ত শচীবাবু শ্রীল আচার্যদেবকে সৌম্যাধারে করিয়া একটী অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন। গ্রামবাসী সজ্জনগণও আচার্যদেবকে একটী অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন। শ্রীল আচার্যদেবের গ্রামবাসী এবং গৃহবাসী শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী মহোদয়ের অনুরোধক্রমে তিনদিন আলোয়া গ্রামে অবস্থান করিয়া সর্ব্বক্ষণ শুদ্ধভক্তি ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। উক্ত তিন দিনই ত্রিদণ্ডিস্বামী পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ তীর্থ মহারাজ, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ, অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ হরিহর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ বি এল, পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরী প্রসাদজী (এ্যাডভোকেট, পাটনা হাইকোর্ট) প্রমুখ বৈষ্ণবগণ প্রচুর পরিমাণে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তিন দিবসই শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া সভাপতির অভিভাষণ-স্বরূপে সমবেত সজ্জন-মণ্ডলীর নিকট তাঁহার স্বভাবসুলভ মধুরস্বরে শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী কীর্ত্তন করেন। অলোয়া সজ্জনবৃন্দ শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের এবং তদনুগামী বৈষ্ণব-গণের শ্রীমুখে শুদ্ধ হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া নিজ-দিগকে বড়ই সৌভাগ্যবান্ মনে করিয়াছেন।

গত ১৯শে মে রবিবার দিবস শ্রীশ্রীল আচার্যদেব বহু সুশিক্ষিত বৈষ্ণবমণ্ডলের সহিত ঢাকা-অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। সেখানে কএকদিবস অবস্থান করিবেন।

—:০:—

প্রচার-প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ গত ২৩শে চৈত্র মেদিনীপুর ভাগবত-জনানন্দমঠে বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গমন করেন। স্বামীজী ২৬শে চৈত্র হইতে ১৩ই বৈশাখ পর্য্যন্ত কালিন্দী, রামলপুর, করঞ্জী, কাউগাড়িয়া, চুপকর, কুলটিক্রী, খাগড়া, পাচেট, ঘাটে প্রভৃতি স্থানে হরিকথা প্রচার করিয়া পুনরায় উক্ত মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৭ই বৈশাখ হইতে ১৯শে বৈশাখ পর্য্যন্ত স্বামীজী মহারাজ ঝিকনিয়া ভাগবতজনানন্দমঠে সমাগত সজ্জনমণ্ডলীর নিকট পাঠ, বক্তৃতা ও ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করেন। সভায় বহু শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল। ২২শে বৈশাখ বুধবার স্বামীজী মহারাজ ভাগবতজনানন্দ মঠের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন করিয়া কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন।

স্বামীজী মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ ২৪শে বৈশাখ শুক্রবার কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে যাত্রা করিয়া গত ৩১শে বৈশাখ শুক্রবার পর্য্যন্ত চব্বিশপরগণা জেলায় গোরাগাছা, দোনাটিক্রী, বেড়াচাঁপা, ইটিণ্ডা প্রভৃতি স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ পাঠ-মুখে শুদ্ধ-তত্ত্ব, বৈষ্ণবতত্ত্ব ব্যাখ্যা এবং ছায়াচিত্র-যোগে বক্তৃতা-প্রদান-মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে হরিবিমুখ জীবগণের অবস্থা বর্ণনাদি-দ্বারা হরিকথা প্রচার করেন।

স্বামীজী মহারাজ ইটিণ্ডায় শুভাগমনকালে স্থানীয় অধিবাসী সজ্জনবৃন্দের দ্বারা বিশেষভাবে অভ্যর্থিত হন; তথায় স্বামীজী মহারাজ কএকদিবস অবস্থান করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি পাঠ-মুখে শুদ্ধভক্তিগণের নিকট প্রচুর পরিমাণে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

—:০:—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্ গৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈকান্তিক-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-
সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

গৌড়ীয়

১৫শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩, ২৯শে মে, ১৯৩৭ | ৪২শ সংখ্যা

ঢাকায় শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত যোগ্যতম অধস্তন শ্রীরূপচৈতন্যানন্দসমাজবর ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার বর্ত্তমান সভাপতি আচার্য্যষষ্ঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের আচার্য্যবর্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ময়মনসিংহ অঞ্চলের সর্ব্বার্থে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া এলাসিন ঘাটে গত ২রা জ্যৈষ্ঠ বেলা ১২টায় বাষ্পীয় পোতে আরোহণপূর্ব্বক ৩রা জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃ ৮॥ ঘটিকায় ঢাকা-ঘাটে উপনীত হন। শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ঢাকাবাসী সজ্জনবৃন্দ ঢাকা-ঘাটে বিরাট্ সংকীর্ত্তন মণ্ডলীর সহিত উপস্থিত হন। দূর হইতে বাষ্পীয় পোত দৃষ্ট হইবামাত্র ঢাকাবাসী সজ্জনবৃন্দ ও শ্রীবাঘগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ উচ্চৈঃস্বরে শ্রীরূপ-চৈতন্যানন্দের পূর্ব্বাচার্য্যগণের ও বর্ত্তমান গৌড়ীয় আচার্য্যের পুনঃ পুনঃ জয়ধ্বনিতে বুড়িগঙ্গা নদীর উৎকূল ও চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া তুলেন। পাশ্চাত্য ঐকতানবাদ্যের বিপুল ধ্বনি, অত্রত্যে বিরাট্ সংকীর্ত্তনমণ্ডলীর হরিকীর্ত্তনধ্বনি, সমবেত জনতার আনন্দ-কোলাহল শ্রীচৈতন্যবাণী ও বাণী-প্রেষ্ঠের জয় ঘোষণা করিয়া সকল সজ্জনের হৃদয়ে আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছিল। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাপতিপ্রবর শ্রীল আচার্য্যদেবকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ঢাকাবাসী বিশিষ্ট সজ্জনগণ হস্তে অতি সুরম্য ও সুগন্ধি কুসুম-মালিকা লইয়া বর্ত্তমান ছিলেন। অনেকের হস্তে বিচিত্রবর্ণের পতাকারাজি ও অভ্যর্থনার নানাবিধ উপায়ন শোভা পাইতেছিল। বাষ্পীয়পোত ঘাটে সংযুক্ত হইলে ঢাকা-বাসী সজ্জনবৃন্দ আচার্য্য-জয়ধ্বনির মধ্যে বাষ্পীয়পোতে

প্রবেশ করিয়া পকাশ ও সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম, কেহ বা গলদেশে পুষ্পমালিকা ও কেহ বা পাদপদ্মে বিচিত্র পুষ্পের দ্বারা অঞ্জলি প্রদান করিয়া আচার্য্যের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন। বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ঢাকা-ঘাট-ষ্টেশনে শ্রীল আচার্যাদেবকে অভ্যর্থনার জন্য গমন করেন, তন্মধ্যে নিম্নে মাত্র কএকটি নাম প্রকাশিত হইল—

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মনোমোহন নিয়োগী (অবসর প্রাপ্ত সাব্ জজ), বারদীর প্রবীণ জমিদার শ্রীযুক্ত অক্ষয়কান্ত দাস, শ্রীযুক্ত প্রেমরঞ্জন দাস, জমিদার শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রাসবেহারী দাস, ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মধুসূদনসুধাম্বুধি বি, এ ; শ্রীযুক্ত পুর্ণচন্দ্রদাস এম, এ, বি, এল ; শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন বসু, ঢাকা মনোমোহন প্রেসের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিহারীমোহন সেন ; 'ভারতশাসন' পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ভক্তিবোধ কবিকোবিদ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দত্ত এম্, বি ; শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল সেনগুপ্ত, কবিরাজ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন শুহ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রমোহন ঘোষ, কলিকাতা হইতে আগত পরমভাগবত শ্রেষ্ঠ্যাধ্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় ভক্তিবিনয়, 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি শত শত সজ্জন ও ভক্ত আচার্য্যের গলদেশে পুষ্পমালিকা প্রদান ও দণ্ডবদ্ভতি বিধানপূর্ব্বক গৌড়ীয়াচার্য্যরূপে বরণ করেন।

ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দাস তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট মোটরযানটি আচার্য্যকে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার মধ্যে বহন করিবার জন্য প্রদান করিয়া আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ ও রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্যারীলাল দাস মহোদয়দ্বয় আরও দুইটি সুদৃশ্য মোটর যান আচার্য্যের অনুগামী ভক্তবৃন্দের জন্য প্রদান করিয়া সপার্ষদ আচার্য্যের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

প্রথমে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের নামাঙ্কিত পতাকা, বিরাট্, সঙ্কীর্ত্তন মণ্ডলী, ঐকতানবাদ্য, তৎপরে আচার্য্য-বহনকারী মোটরযান ও তৎপরে আরও দুইটি মোটরযানে আচার্য্যের সহিত সমাগত ত্রিদণ্ডিপাদাশ্রমী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ, বিহারের অবসরপ্রাপ্ত সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীপদচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত অন্নেশ্বরী প্রসাদ, এড্ভোকেট, পাটনা ; শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, কটক রাভেন্সা কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক ; শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী প্রভৃতির প্রমুখ ভক্তবৃন্দ ও তৎপরে পদব্রজে অসংখ্য ভক্ত ও ঢাকাবাসী সজ্জন ঢাকাঘাট হইতে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহকারে বাবুর বাজার, ইসলামপুর, পাটুয়াটুলী ও নয়র ঘাটের রাস্তা দিয়া ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সম্মুখে উপনীত হন। তথায় ঢাকাবাসী সজ্জনবৃন্দ আচার্য্যাভিনন্দনার্থ একটি অত্যুচ্চ তোরণ রচনা করিয়াছিলেন। তোরণের ললাটে দুই পার্শ্বে "শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর শুভাগমন" কথাটি অঙ্কিত ছিল। সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট দিয়া ভিক্টোরিয়া পার্ক ও জনসন রোড্ দিয়া বাহিরখালস্থ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের নূতন মন্দিরের সম্মুখে উপনীত হন। শ্রীমঠের সম্মুখেও একটি সুন্দর তোরণের ললাটে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের শুভাগমনসূচক বিজ্ঞপ্তি, বিচিত্রবর্ণের পতাকারাজি, কদলীবৃক্ষ, আম্র-কিসলয়-নারিকেলশোভিত মঙ্গলচিহ্নাঙ্কিত পূর্ণকুম্ভ প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যে শোভিত ছিল। মঠের প্রাকারের অভ্যন্তরও কদলীবৃক্ষের তোরণ ও পতাকাদি দ্বারা সজ্জিত ছিল। শ্রীমন্দিরও কদলীবৃক্ষ ও নানাপুষ্প এবং মাঙ্গলিক দ্রব্যে সুসজ্জিত হইয়াছিল। সায়ন্তন-প্রবণ-সময়ে আচার্য্যগণের আলেখ্য পুষ্পমাল্য-বিভূষণে ভূষিত ও মঠাদর্শ সুগন্ধি ধূপদীপে সুরক্ষিত হইয়াছিল। আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, শ্রীপাদ শিবদাসব্রত-বিপ্রহ বিদ্যারত্ন বি এ মহোদয়, ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠবাসী ও সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও আচার্য্য-জয়ধ্বনিমুখে আচার্য্যকে দ্বারদেশে অভ্যর্থনা করেন। আচার্য্যদেব শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের তোরণের সম্মুখে উপস্থিত হইলে সজ্জনবৃন্দের বিপুল জনতার তুমুল জয়ধ্বনি আচার্য্যকে অভিনন্দিত করেন। এদিকে পুরবাসিনী মহিলাগণ উলুধ্বনি দ্বারা তাঁহাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। লোকশিক্ষক আচার্য্যদেব প্রণত হইয়া সকল সজ্জন ও বৈষ্ণববৃন্দের প্রণতি-পুষ্পাঞ্জলি

গ্রহণ করেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য ও শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীবিনোদবিহারী জীউর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম ও বৈষ্ণবমণ্ডলের সম্মুখে পঞ্চাঙ্গ প্রণামাদি দ্বারা গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের প্রতি ভক্তি শিক্ষা দেন। আচার্যদেব শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের শ্রীল প্রভুপাদের বিতল স্থলে উপনীত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের অর্চার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হন এবং শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় উপযোগী আরও যে সকল দ্রব্যাদি উপাদান প্রয়োজন, তাহা অচিরেই নিয়োগ করিবার জন্য মঠসেবকগণকে আদেশ করেন এবং শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ-রক্ষককে বলেন যে, শ্রীল প্রভুপাদের এই স্থান কেবল অর্চনের স্থানমাত্রে পর্য্যবসিত না হয়। এই স্থানে শ্রীরূপানুগ শুদ্ধভক্তির কথার লেখালেখি কার্য্য অর্থাৎ কীর্ত্তনের কার্য্য হওয়া আবশ্যক। এখানে বসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের অন্তর্ধানের পরবর্ত্তী কিছু কার্য্য করিলে কীর্ত্তন-সেবা হইবে; কীর্ত্তনানুগত অর্চনের দ্বারাই অর্চন-সিদ্ধি হয়, অর্চন-সিদ্ধিতে কীর্ত্তনই পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়।

অপরাহ্ণে ঢাকাবাসী বহুসম্ভ্রান্ত লোক আচার্যদেবের বাণী শ্রবণার্থ আগমন করিলে আচার্যদেব "আত্মায়ঃ" শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন।

ঢাকার প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত শচীনন্দন দাস, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মনোমোহন নিয়োগী, শ্রীযুক্ত মহীন্দ্রকুমার সুর, শ্রীযুক্ত অরুণকান্ত দাস, শ্রীযুক্ত জানরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী প্রভৃতি বহু সজ্জন আসিয়া আচার্যদেবের প্রতি আচার্য্যোচিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করেন। রাত্রে শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন।

তৎপর দিবস প্রাতেও আচার্যদেব হরিকথা কীর্ত্তন করেন। আচার্য্যের শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীতে ঢাকা-নগরী ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ সর্ব্বদা মুখরিত। অপরাহ্ণে ডক্টর শ্রীযুক্ত জ্যোতিষগোবিন্দ সেন মহাশয় আচার্যপাদের শ্রীমুখে অনেক-ক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করেন। সন্ধ্যার পর আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর প্রভৃতি সমবেত জনসাধারণকে বক্তৃতামুখে বহু উপদেশ করেন। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ সর্ব্বক্ষণ জনসাধারণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

—:০:—

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে আচার্য্যাভিনন্দন-সভা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর ঢাকা নগরীতে শুভবিজয়োপলক্ষে ঢাকা-নগরবাসিগণ ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের অধিবাসী ও গৃহস্থভক্তগণ গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৯শে মে বুধবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ঢাকা-নারিন্দাস্থিত শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ-প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া একটি বিরাট্ সভা আহ্বান করেন। সুবিস্তৃত চন্দ্রাতপের তলে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-শ্রেষ্ঠ বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্যশিরোমণি পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর উপবেশনার্থ সুসজ্জিত সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছিল এবং শ্রোতৃবৃন্দের জন্য শত শত উজ্জাসন চতুর্দ্দিকে সজ্জিত ছিল। অধিবেশনের নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই সভাস্থল লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। যদিও সেই দিবস প্রচুর বৃষ্টিপাত ও আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন ছিল, তথাপি আচার্যদেব সভায় আগমনমাত্র আকাশের সমস্ত আশঙ্কা বিদূরিত হইল। সভার কার্য্য অতি সুশৃঙ্খলভাবে সুসম্পন্ন হইল। প্রথমে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠসেবকগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিয়া উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিলেন। সমবেত জনমণ্ডলী আসন হইতে উত্থিত হইয়া সভায় আচার্য্যের অভ্যর্থনা করিলেন। উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তনের পর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুহৃদ শ্রৌতী মহারাজ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে প্রদত্ত "প্রণতি-পুষ্পাঞ্জলি" সভায় পাঠ করিলেন। তৎপরে ঢাকা-মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার দাস মহাশয় সভায় আচার্যসমীপে উপস্থিত হইয়া ঢাকা-নগরবাসিগণের পক্ষ হইতে প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রটি পাঠ করিয়া একটি রৌপ্যাধারে সেই অভিনন্দন পত্রটি আচার্য্য-করকমলে প্রদান করিলেন। ঢাকা-বাসিনী ভক্তমহিলাগণের পক্ষ

হইতে প্রথম "প্রস্তাবিনন্দন"টি পূজনীয়া শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী সভা-মধ্যে পাঠ করিলেন। তৎপরে ঢাকা বার এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী বি-এল, 'শান্তি' পত্রিকার সম্পাদক স্বনামধন্য জমিদার ও ব্যারিষ্টার পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল ও শ্রীযুক্তজ্ঞানরঞ্জন বিদ্যাবিনোদ যথাক্রমে আচার্য্য-প্রশস্তি-সূচক তিনটি বক্তৃতা প্রদান করিবার পর পরমারাধ্য আচার্য্যদেব একটি নাতিদীর্ঘ প্রত্যুত্তিভাষণ প্রদান করিলেন। নিম্নে ঐ সকল অভিভাষণ প্রকাশিত হইল। আচার্য্যদেবের অভিভাষণের পর ঢাকা-মিউনিসিপ্যালিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার গুহ মহোদয় শ্রীল আচার্য্যদেব এবং উপস্থিত ভক্তমহোদয়গণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তৎপর একটি গৌরবিষয়ক সঙ্গীত কীর্ত্তিত হইয়াছিল। অনন্তর সমবেত শত শত ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তগণ এই উৎসবের আনুকূল্য করিয়াছিলেন। এই উৎসব উপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদের পরমপ্রিয়, শ্রীধাম শ্রীমায়াপুরের একনিষ্ঠ সেবকবর শ্রীপাদ সতীশ্বরণ ভক্তি-বিজয় প্রভু অক্লান্তভাবে ও অদম্য উৎসাহে সেবা করিয়াছেন।

ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্যের অভি-নন্দন-সভায় ঢাকাবাসী বহু গণ্যমান্য ও শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে মাত্র কয়েকজনের নাম নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

রায়বাহাদুর শ্রীমনোমোহন নিয়োগী, অবসরপ্রাপ্ত জজ; রায় বাহাদুর শ্রীসন্তোষ নাথ দাস, চেয়ারম্যান, ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি; শ্রীযোগেশ চন্দ্র দাস জমিদার, শ্রীঅমৃত-লাল চৌধুরী জমিদার, শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ এম-এ, বি-এল; শ্রীনরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী বি-এল, সেক্রেটারী বার-এ্যাট্-ল; শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এল, শ্রীহেমন্তকুমার রায় চৌধুরী বি-এল; শ্রীচন্দ্রমোহন সাহা বি-এল, শ্রীবীরেন্দ্র-নাথ বসু, শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী বি-এল; শ্রীবিরাজ মোহন দে, শ্রীমদনগোপাল নাগ, জমিদার বারদী; শ্রীহরপতি রঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল, শ্রীমণীন্দ্রকুমার গুহ বি-এ (সেক্রেটারী, মিউনিসিপ্যালিটি), শ্রীবনবিহারিলাল চক্রবর্ত্তী; শ্রীশৈলেন্দ্র মোহন ঘোষ জমিদার, শ্রীনগেন্দ্রমোহন ঘোষ জমিদার; শ্রীজ্ঞানরঞ্জন ঘোষ এম-এ, বি-এল; শ্রীজ্যোতিষ-গোবিন্দ সেন, ইন্‌স্পেক্টর অব্ স্কুলস্; শ্রীপ্রফুল্ল দাস গুপ্ত বি-এল, শ্রীপশুপতি মোহন গুহ, অবসরপ্রাপ্ত সেরেস্তাদার, শ্রীগোলোকনাথ নাগ বি-এল; শ্রীঅতুলচন্দ্র চৌধুরী জমিদার; রায় সাহেব যোগেন্দ্র মোহন দত্ত, অবসরপ্রাপ্ত হেড মাষ্টার কলেজিয়েট স্কুল; শ্রীমদনমোহন দে কন্ট্রাক্টর, শ্রীসুবোধ চন্দ্র ঘোষ ব্যবসায়ী; শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীপ্রেমরঞ্জন নাগ, জমিদার; শ্রীকামাখ্যা তপাদার; শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার; শ্রীচন্দ্রকুমার নাহা কন্ট্রাক্টর; শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দে ভক্তিযোগ, কৃতিযোগিন।

ঢাকা-বার এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র-নারায়ণ রায় চৌধুরী বি-এল মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে আহ্বান করিয়া বলেন,—"শ্রীমদ্ আচার্য্যদেব, আপনার গুরুপরম্পরাগণকে ঢাকাবাসী আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছেন। যে মহাপুরুষের সান্নিধ্য লাভ করিবার সৌভাগ্য আপনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহার আদর্শে আপনি সাধন-ভজন করিয়া আপনার আচার্য্যোচিত চরিত্র গঠন করিয়াছেন, যে মহাপুরুষের কৃপাভিষিক্ত হইয়া আপনি আচার্য্য-পদে আরূঢ় হইয়াছেন, সেই মহাপুরুষের এই ভূমে আবির্ভাবের একটা বিশেষ প্রয়োজন ছিল। যুগ-প্রয়োজনানুসারে মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হয়। প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব লোকমঙ্গলের জন্য যে ভক্তিপ্রবাহের প্রবল বন্যা আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে সকল স্তরের লোকই অল্প-বিস্তর প্লাবিত হইয়াছিল। বন্যার জল যখন সরিয়া যায়, তখন যেমন স্থানে স্থানে আবিলতা রাখিয়া যায়, সেইরূপ শ্রীচৈতন্যদেব যে উচ্চতম আদর্শ শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহার তিরোধানের পর সেই আদর্শ আবৃত ও আবিলতাদুষ্ট হইয়াছিল। আপনারা কেহ দুঃখিত হইবেন না, অনেক নেড়ানেড়ী চৈতন্যদেবের দোহাই দিয়া ধর্ম্মের রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইয়াছিল। আমি লৌকিক উদাহরণ দিয়া বলিতেছি—যেরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় একটা জিনিষ আর একটা জিনিষের সংস্পর্শে আসিয়া রূপ পরিবর্ত্তন করে, কাঁসাও সোনা হয়, সেইরূপ অতিমর্ত্য মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিয়াও তত্তুল্যধর্ম্মতা লাভ হয়।

আপনার শ্রীগুরুদেবের তিরোধানে হয় ত' গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে অনাচার ও অরাজকতার ভাব প্রবেশ করিত। কিন্তু আপনি মহাপুরুষের স্বনামাভিধিক্ত হইয়া তদ্রূপ গুণ-বিশিষ্ট হওয়ায় বৈষ্ণব-বিশ্বের এবং দেশের, বলের বিশেষ আশা হইয়াছে। আপনি গৌড়ীয়-সমাজকে সেই আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন। আপনাদের জাগতিক ধন বা ঐশ্বর্য্য-বল নহে, আপনাদের প্রাণ ও আদর্শ-চরিত্রই এরূপ বিরাট্ প্রতিষ্ঠানের একমাত্র সম্বল।

আমরা হিন্দু; গুরু বা আচার্য্যে বিশ্বাস আমাদের স্বতঃসিদ্ধ। বেদ এই গুরু-পরম্পরা-প্রবাহের নিত্যত্বের কথা বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো

ব্রহ্মবিদ্যাম্।

তন্ত্রেও এই গুরু-প্রবাহের কথা বর্ণিত আছে। গ্রন্থে ত' কত উপদেশই লেখা আছে; কিন্তু গ্রন্থ পড়িলে সকল সময় হৃদয়ে সাড়া দেয় না। মন্ত্র-উপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে জানিতে পারিলেও মহাপুরুষের জীবন্ত আদর্শ ও বাণী সম্মুখে না পাইলে আমরা কখনই মঙ্গলের পথে চলিতে পারি না। এই জন্যই আচার্য্য বা গুরু-প্রবাহের কথা হিন্দু-শাস্ত্র স্বীকার করিয়াছেন। আপনি গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের স্বনামাভিধিক্ত যোগ্যতম অধস্তন ও আচার্য্য। ইতঃপূর্ব্বে আপনাকে আমার দর্শন করিবার সৌভাগ্য হয় নাই। আজ আপনাকে দর্শন করিয়া আমি পরম উপকৃত ও আনন্দিত হইলাম। আপনাকে আচার্য্যোচিত শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।"

ঢাকার প্রসিদ্ধ উকিল, পরম পণ্ডিত ও 'শান্তি'-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাস মহাশয় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন,—

"শ্রীমদ্ আচার্য্যদেব, সমবেত ভদ্রমণ্ডলী ও ভদ্র-মহিলাগণ, আজ আমাকে লজ্জা-বিজড়িত কণ্ঠে কিছু বলিতে হইতেছে; সুতরাং আমি অধিক কিছু বলিতে সমর্থ হইব না। আজ আমরা বিষ্ণুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরিব্রাজকপ্রবর আচার্য্যদেবকে অভিনন্দিত করিবার জন্য সমবেত হইয়াছি। ঢাকাবাসীর বহু সুকৃতিফলে তাঁহার অপ্রাকৃত সঙ্গ ও সুমধুরমঙ্গল উপদেশ-বাণী শ্রবণ ও শ্রবণের সুযোগ হইয়াছে, এজন্য আমি আচার্য্যদেবের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। বাঙ্গ-গৌড়ীয়মঠের দ্বিতীয় আচার্য্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের অপ্রকটে সমগ্র গৌড়ীয়-জগৎ এক মর্ম্মান্তিক দুঃখ ও নিরাশার সাগরে ভাসমান হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য তৎস্বনামাভিধিক্ত গৌড়ীয়াচার্য্যরূপে গৌড়ীয়-গগনে উদিত হইয়া ভক্তি-ধারাকে সঞ্জীবিত রাখিবেন, ভক্তির প্রচার করিবেন—ইহাই আমাদের ভরসা ও একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। যদিও আচার্য্যদেব বাহ্য-দৃষ্টিতে বয়সে নবীন, তথাপি তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র, অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্ব, বৈষ্ণব-শাস্ত্রে অসামান্য পাণ্ডিত্য, সর্ব্ববিধ অসদাচার দমনে কঠোরতা, তাঁহার যুক্তবৈরাগ্য সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকে তাঁহার গুরুদেবের যোগ্যতম অধস্তনরূপে প্রকাশ করিয়াছে। এ বিষয়ে কোনও সত্যানুরাগীরই কোন সংশয় নাই। তাঁহার যুক্ত-বৈরাগ্যের নিদর্শন, তাঁহার অনাড়ম্বর, একান্ত হরিসেবাময় জীবন-যাত্রা যিনি অনুভব করিয়াছেন, তিনিই তাঁহাতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারেন না।

যখন জাতিতে জাতিতে, সমাজে সমাজে বিদ্বেষ-হুতাশন প্রজ্বলিত হইতেছে, সেই সময় প্রেমধর্ম্ম-প্রচারের যে বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই। গৌড়ীয়মঠের আচার্য্য ভারতে ও ভারতেতর স্থানে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার করিয়া জগতের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। তাঁহার স্বনামাভিধিক্ত যোগ্যতম অধস্তনেও আমরা সেই গুণ ও উৎসাহ লক্ষ্য করিতেছি। তাঁহার বিদ্যত্তা ও আদর্শ-চরিত্র আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। ঢাকাবাসীর নিকট আমার নিবেদন—তাঁহারা যেন এই মঠকে তাঁহাদের অতিশয় প্রিয়বস্তু জ্ঞান করেন এবং সর্ব্বতোভাবে এই মঠের প্রচারে সহায়তা করিতে কৃতসঙ্কল্প হন।"

শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রত্যভিভাষণ

"নামশ্রেষ্ঠং যদুমণি শচীপুত্রযুগ্মস্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুকৃপয়োঃ মাথুরীং গৌড়বাণীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো। রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি।

বাহ্যাকল্পতরবেশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥
অনর্পিতচরাং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

পূজনীয় বৈষ্ণবমণ্ডলী, পূজনীয়া গুরুভগ্নীগণ, শ্রদ্ধাস্পদ সজ্জনমণ্ডলি ও মাননীয়া মহিলাবৃন্দ, আজ আপনারা আমার সম্বন্ধে যে অভিনন্দন পাঠ বা বক্তৃতা করিয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে আমি সেই সকল অভিনন্দন ও প্রশস্তি আমার নিত্যারাধ্য শ্রীমদ্গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিতেছি। এই সমস্ত অভিনন্দনই আচার্য্যের প্রাপ্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার সম্বন্ধে বলিবার আছে। আমার পরিচয়,—

পুরীষের কীট হৈতে মুই সে লঘিষ্ঠ।
ভগাই মাধাই হৈতে মুই সে পাপিষ্ঠ॥
মোর নাম যেই লয় তা'র পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম যেই শুনে তা'র পাপ হয়॥
এহেন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনা জগত-মাঝারে॥ ৫

শ্রীনিত্যানন্দশক্তির শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাই আমাদের একমাত্র ভরসা হউক। আমাদের সকলেরই অর্থাৎ যাঁহারা সদ্গুরুপাদপদ্মে আশ্রিত হইয়া পরমার্থপথে অগ্রসর হইতে চাহেন, তাঁহাদের এইরূপই বিচার থাকা একান্ত আবশ্যক। যেই মুহূর্ত্তে কাহারও 'গুরু', 'বৈষ্ণব' বা 'সেবা' অভিমান প্রবল হয়, সেই মুহূর্ত্তেই সেই অভিমান-কারী স্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া যাবে—

আমি ত' বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী॥
অঙ্গের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
জানমা কি তাহা মায়ার বৈভব।
কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব॥

শ্রীগুরুদেবের—আচার্য্যের এই সকল বাণী আমাদিগকে অতি ক্ষুদ্রতম গুরুত্ব প্রতিষ্ঠাশা হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করুন।

পূজনীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর নিকট, সমাগত সজ্জনগণের নিকট একটি বিষয় উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। 'প্রণতি-পুষ্পাঞ্জলি'র শেষ পৃষ্ঠায় "আমি যেন অনন্ত-কাল সেই বাসুদেব-দাস পরিহার করিয়া অন্য কোন দুর্ব্বুদ্ধিতে পতিত না হই"—এই বাক্যটির দ্বারা কোন ব্যক্তিবিশেষ লক্ষিত হইয়াছে, কেহ যেন মনে না করেন। আমাদের গুরুপাদপদ্ম ওঁকারে আবির্ভূত সচ্চিদানন্দঘন-মূর্ত্তি বাসুদেবকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। গুরুদেব তাঁহার মহাভাগবতীয় অন্বয়াধিকারে সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণাধিষ্ঠান বা গুরুদর্শন করেন। গুরু কখনও নিজকে 'গুরু' বলেন না, বৈষ্ণব কখনও নিজকে 'বৈষ্ণব' বলেন না বা অন্বয়ের কোন নিকৃষ্ট কোণেও উহা বিচার করেন না,—ইহাই বৈষ্ণবধর্ম্মের রহস্য। ইহা যাঁহারা লঙ্ঘন করেন, তাঁহারা 'গুরু' বা 'বৈষ্ণব'-পদবাচ্য নহেন।

আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের শিষ্যাভিমানী মাত্রেই গুরু-পাদপদ্মে প্রণত হইলে তিনি "ধালোহস্মি" বলিয়া প্রণাম করিতেন। আর-গৌর-চণ্ডাল—সকলেরই বপু-দর্শন পরিত্যাগ করিয়া তিনি তাঁহার মহাভাগবতীয় অন্বয়াধিকারে তাঁহার গুরুপাদপদ্মের বৈভব দর্শন করিতেন। যাঁর অতীন্দ্রিয়ের বৈভব-দর্শন—অন্বয়ভাবে দর্শন। আর ব্যতিরেকভাবে তাঁহার বিচার যাঁহারা শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই তিনি "প্রলাপ"-বাক্য শুনাইয়া ভজনোন্মুখ করিতেছেন, ইহা জানাইয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাসপূজার প্রথম অভিভাষণে বলিয়া-ছিলেন—'অন্বয়ভাবে তাঁহারাই আমার গুরুবর্গ ও শিক্ষক-বৃন্দ, ব্যতিরেকভাবে তাঁহারাই আমার ভজনোপযোগী সময়ে যাদৃশ নরাধমের প্রলাপিত-বাক্য-শ্রবণে ব্যস্ত।' বহির্দৃষ্টিতে—শিষ্যগণের দৃষ্টির দিক্ হইতে বলা হইতেছে—তাঁহারা 'প্রলাপ' শুনিবেন। সেখানেও শিষ্যগণকে তিনি মান দান করিয়াছেন। তিনি 'প্রলাপ' বকিতেছেন, আর ভজনোন্মুখ শিষ্যগণ ভজন বুদ্ধির জন্য সেই 'প্রলাপ' শুনিতেছেন। 'প্রলাপ' বলিবার কারণ এই—জীব স্বতন্ত্র, গুরুর বাক্যকে পাগলের প্রলাপ-জ্ঞানে তৎপ্রতি শুশ্রূষু না-ও হইতে পারে। শুশ্রূষুর নামই শিষ্য ও

আশ্রিত, আর শুশ্রূষু না হওয়াই অতন্ত্র বা শিষ্যক্রুব হইয়া যাওয়া। শুশ্রূষু না হইলে শিষ্যাভিমান করিয়াও আমরা শিষ্যক্রুব। আমরা এমন জগদ্গুরু শ্রীগুরুদেবের বাণী শুনিয়া এই বিচারই নিত্যকাল হৃদয়ে অঙ্কিত রাখিব যে, বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর বহির্বপু দর্শন করিয়া যেন নিজ নিজ ইন্দ্রিয়বৃত্তি না করি। যেখানে নিজকে দ্রষ্টাজ্ঞান করিব, সেখানে দৃশ্যবস্তু বঞ্চনা করিবে, সেখানে ব্রহ্মদর্শন নাই। যদি দ্রষ্টৃ-অভিমানে বাহিরের কাঠামো দর্শন করি, তাহা হইলে ক্রমশঃ মায়ার বিলাস বা জড় বিশেষের ভোগী হইয়া পড়িব। এই কাঠামোকেই 'নির্ব্বিশেষবাদী আসিয়া—আইকোনোক্লাষ্ট্ (Iconoclast) আসিয়া ধ্বংস করিয়া দিবে। যেখানে বস্তুতে দৃশ্য-প্রতীতিদ্বারা ইন্দ্রিয়সুখ-প্রচেষ্টা, সেখানেই ইন্দ্রিয়সুখত্যাগকারীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিরাজিত থাকিবে। আমরা যেন সেরূপ বিপদ আবাহন না করি। আজ কতকগুলি সুন্দর কথা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রবাবুর মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি। "আচার্য্যাদ্ধ্যেব হি বিদ্যা বিদিতাং প্রাপতি"—আচার্য্যপাদপদ্ম হইতেই ব্রহ্মবিদ্যা বা অধোক্ষজ-সেবাজ্ঞান লাভ হয়। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ পরম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় সকলকে এই শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য আহ্বান করিয়াছেন, ইহাও তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্বের পরিচায়ক।

ঢাকা-মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান শ্রদ্ধাস্পদ রায়-বাহাদুর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বাগল মহাশয় তাঁহার অনন্য ব্যস্ততার মধ্যেও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে আগমন-পূর্ব্বক আমাদের ন্যায় ভিখারী ব্যক্তিগণকে সঙ্গ দান করিয়াছেন এবং এই শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের নব-নির্ম্মিত মঠালয়ের জন্য নানাভাবে সহায়তা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তিনি গত বৎসর আমাদের শ্রীগুরুদেবের অন্তার্চনার সময়েও নানাপ্রকার সৌজন্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা তাঁহার হৃদয়বত্তার পরিচায়ক। তিনি ঢাকা-পৌরপ্রতিষ্ঠানের উচ্চতম আসন অধিকার করিয়াও বিনয়ের আদর্শ দেখাইয়াছেন। তিনি আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোহভীষ্ট প্রচারে অনুকূলতা করিবেন, তিনিই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র।

বাস্তবিকই বহির্দর্শন পরিত্যাগ করিয়া চেতন-দর্শনে হ্লাদিনী-বৃত্তির আশ্রয়াশ্রয়ত্বে যে মিলন, তাহাই চিরস্থায়ী। দ্রষ্টৃ-দৃশ্য, ভোক্তৃ-ভোগ্য-বিচারে যে দ্বন্দ্বভাব এই প্রমেয়-রাজ্যে অসুবিধা ঘটায়, সে মৎসরতা উৎপাদন করে, তাহা হ্লাদিনীর আহুগত্যে কখনও সম্ভবপর নহে। তথায় সচ্চিদ্বিগ্রহের সুখ-চেষ্টা সর্ব্বদা পরিলক্ষিত হয় এবং নব-নবায়মানভাবে মধুর হইতে সুমধুর হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকে। আশ্রয়াশ্রয়ত্বে যেখানে আশ্রয়-সমাশ্লিষ্ট বিষয়-বিগ্রহের সুখানুসন্ধান হয়, কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়, সেই স্থানই মঠ। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তন-কারীই 'মঠ'-শব্দবাচ্য।

আমি আমার পূজনীয় সতীর্থ গুরুভ্রাতৃবৃন্দ ও গুরুভগ্নী-গণকে, পরমশ্রদ্ধাস্পদ সজ্জনমণ্ডলী ও মাননীয় মাতৃ-মণ্ডলীকে তাঁহাদের এতটা সময়, স্নেহ ও আমাকে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবা-দানের উৎসাহ-প্রদানের জন্য আমার সার্দ্ধ অভিনন্দন, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহা-দের সহিত যেন নিত্যকাল হরিকথা-কীর্ত্তনের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়—এইটুকুই আমাদের প্রার্থনা।"

সর্ব্বশেষে ঢাকা-মিউনিসিপালিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার সূর বি-এ মহাশয় ধন্যবাদ জ্ঞাপনমুখে প্রথমে বলেন যে, অদ্য সারাদিন যেরূপ প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ ছিল, তাহাতে কেহই আশা করিতে পারেন নাই যে, উক্ত স্থানে এরূপ একটি বিরাট্ সভার অধিবেশন সম্ভব হইতে পারে। যে ভক্তবৎসল ভগবানের কৃপায় ও আচার্য্যের ঐশ্বর্য্যে এইরূপ দুর্য্যোগের মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে সভার কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে, সেই পরমকরুণাময় ভগবান্ ও আচার্য্যকে সর্ব্ব-প্রথমে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আচার্য্যদেব কৃপা করিয়া ঢাকায় আগমনপূর্ব্বক ঢাকাবাসী জনসাধা-রণের যে আনন্দ বর্দ্ধন ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সেবক-সম্প্রদায়কে অনুগৃহীত করিলেন, সেজন্য আমরা সকলেই তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ।

আমার তৃতীয় ধন্যবাদের পাত্র—সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী। তাঁহারা এরূপ দুর্য্যোগের মধ্যেও এত বিপুলভাবে এখানে সমবেত হইবেন, ইহা আমরা আশাই করিতে পারি নাই। তাঁহারা এতক্ষণ যেরূপ মনোযোগের সহিত আচার্য্যের বাণী শ্রবণ করিয়াছেন ও আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া-ছেন, তজ্জন্য বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

চতুর্থ ধন্যবাদ আমার অদৃষ্টকে প্রদান করিতেছি।

কালে চরম এ সময়টা পড়িয়া পড়েছে। তি যাকে পরমগুরুরে প্রাণ করিবার যে সৌভাগ্য লাভ করিলাম, তজ্জন্য আমার কাটাইতাম, কিন্তু সেই সময় মহাপুরুষের সঙ্গে ভগবৎকথা অদৃষ্ট বন্যবাদার্হ।

অভিনন্দন পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের

স্বলাভিন্নিক্ত যোগ্যতম শুশ্রূষু সেবকবর শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-আম্নায়দশমাধস্তন

শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপালক-প্রচারকবর

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-শ্রেষ্ঠসেবক

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য

শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয়োপলক্ষে

প্রণতি-পুষ্পাঞ্জলি

শ্রীল গৌড়ীয়াচার্য্যবর্য্য! নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পাদপদ্মরাগবিভূষিত ঢাকা-নগরীতে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়াচার্য্যরূপে আপনার শুভবিজয়কে আমরা সানন্দে ও সর্ব্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত করিতেছি। আপনি কৃপা-পূর্ব্বক আপনার শ্রীমুখ-বিগলিত ভক্তিবিনোদগৌরবাণী-সুধাসরিৎ আমাদের কর্ণাঞ্জলিতে বরণ করিবার যোগ্যতা দান করুন।

হে শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য! পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ১৩২৬ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে যখন ঢাকা-নগরীতে প্রথম শুভপদার্পণ করেন, তখন আপনি তাঁহার অন্যতম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুশ্রূষু সেবকরূপে আচার্য্যের অনুগমন করিয়া শ্রীরূপানুগবর ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর পরিব্রাজক-বিগলি-লীলার যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহা 'সরস্বতীজয়শ্রী'তে অঙ্কিত রহিয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের ন্যায় আপনাতেও আজন্ম যাবতীয় দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনপূর্ব্বক সদ্যত্নে অনুক্ষণ শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ-কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ পরিলক্ষিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ ১৩২৮ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ প্রকাশ করিয়া "জয়াদ্যত" শ্লোকের ত্রিশ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আমরা এতটা মূঢ়মতি, দুর্বুদ্ধি ও সিদ্ধান্তে অলস যে, শ্রীল প্রভুপাদের ঐ ব্যাখ্যার একটি কথাও তখন বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু একমাত্র আপনিই ঐ ব্যাখ্যার মর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহা আমাদের জন্য লিপিতে সংরক্ষণ করেন এবং শ্রীল প্রভুপাদ যখন শ্রীমদ্ভাগবতের গৌড়ীয়ভাষ্য প্রণয়ন করেন, তখন আপনি শ্রীল প্রভুপাদের সেই সকল সংরক্ষিত বাণী শ্রীমদ্ভাগবতের গৌড়ীয়-ভাষ্যে তথ্য ও বিবৃতি আকারে প্রকাশ করিয়া এবং স্বয়ং উহা সরল ভাষায় আমাদের নিকট পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়া বেদান্তের "জন্মাদ্যস্য" সূত্রের বিচিত্র ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিবার সুযোগ দিয়াছেন।

হে স্বরূপ-রূপ-রঘুনাথ-কবিরাজ-নরোত্তম-বিশ্বনাথ-ভক্তি বিনোদ-গৌরবাণী-সিদ্ধান্ত-বিগ্রহ! আপনি শ্রীগৌরসুন্দরের

ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর নিত্যস্বরূপকে জগতে প্রকাশ না করিলে আমরা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীর একমাত্র অহৈতুক-জ্ঞান-বৈশিষ্ট্য-রূপ অনুকূল ভক্তিসিদ্ধান্ত-কীর্ত্তনের প্রবণ হইতে বঞ্চিত হইতাম। যে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী শ্রীরূপানুগ-বিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারী বলিয়া নিত্যকীর্ত্তিত হন—যাঁহার নাম-রূপ-গুণ-পরিকর ও লীলা সমস্তই মূর্ত্তিমান ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীস্বরূপ—যে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী শ্রীল কবিরাজের কথিত—

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা বৈসে দৃঢ় হৈলে শাস্ত্রে সুদৃঢ়-মানস॥
(চৈঃ চঃ আ ২।১১৭)

চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবেত' জানিবে সিদ্ধান্তসমুদ্রতরঙ্গ॥
(চৈঃ চঃ অ ৪।১০২)

তোমার সিদ্ধান্ত-সঙ্গ করে যেই জনে।
'এক' বস্তু বিনা সেই 'দ্বিতীয়' নাহি মানে॥
(চৈঃ চঃ ম ২২।১২৪)

তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত পুছিলা।
ভাগবত-গূঢ় সিদ্ধান্ত প্রভু সকলি কহিলা॥
(চৈঃ চঃ ম ২৩।১০৩)

রায় কহে,—কোন্ গ্রন্থ কর হেন জানি।
যাহার ভিতরে এই সিদ্ধান্তের খনি॥
(চৈঃ চঃ অ ১।১২৩)

—প্রভৃতি গৌড়বাণী নিরন্তর কীর্ত্তন করিয়া জীবের চিত্তকে ভক্তিসিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত চিৎশোণিত ব্যয় করিয়াছেন, যে 'সিদ্ধান্ত' পরিত্যাগ করিলে প্রাকৃত সহজিয়াবাদ ও মায়াবাদ, মুক্তি-মুক্তি-পিশাচী ও মায়া-রাক্ষসীর বহুরূপিণী ঐন্দ্রজালিক নৃত্য প্রতি-মুহূর্ত্তে আমাদিগকে গ্রাস করে, সেই সিদ্ধান্তকে যখন কেহ কেহ 'জ্ঞানমিশ্র ন্যায়ে' (Intellectualism) বলিয়া জগতে পোষণ করিতেছিলেন, তখন আপনি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের দ্বিতীয়স্বরূপ আচার্য্যকেশরি-রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া শ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপ-রঘুনাথের সিদ্ধান্ত-সাম্রাজ্য-লক্ষ্মীকে সংরক্ষণ করিয়াছেন। সর্ব্বতোভাবে এই ভক্তিসিদ্ধান্তরক্ষণ ও পোষণ-সেবাকেই শাস্ত্রে ও মহাজনগণের আচরণে 'আচার্য্য' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ভক্তিসিদ্ধান্তই সেবার রূপে প্রকাশিত; সিদ্ধান্তবিহীন সেবা ও বুদ্ধিমত্তা—কর্ম্মীয়ত্ব ও নির্ব্বিশেষ জ্ঞানীয়ত্ব মাত্র, ইহা শ্রীল চৈতন্যসরস্বতীর ন্যায় আপনিও অনুক্ষণ প্রদর্শন করিতেছেন।

আপনি ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও যোগ্যতম গুরুত্ব বা প্রবক্তাকার্য্য; এই জন্যই আপনি শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রেষ্ঠ। আপনার ন্যায় শ্রীল প্রভুপাদের বাণী ও সিদ্ধান্ত আর কেহই সুষ্ঠুভাবে বুঝিতে পারেন নাই,—ইহা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে আমরা অন্ততঃ কোটিবার শ্রবণ করিয়াছি। ইহাই আপনার বাণীশ্রেষ্ঠত্বের প্রধান সাক্ষ্য। আপনি শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে অনুক্ষণ থাকিয়া তাঁহার ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-প্রবণের অন্তরঙ্গ গুরুত্ব বা সিদ্ধত্ব যতটা করিয়াছেন, তাহা অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। পরিব্রাজক-লীলাভিনয়কারী শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যবাণীর পসরা লইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়াছেন; আপনি তাঁহার সঙ্গে নিয়ত থাকিয়া শ্রবণ করিবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুযোগ লাভ করিয়াছেন, ইহা অবিসংবাদিত সত্য। শ্রীল প্রভুপাদের ভাষা, লেখনী ও সিদ্ধান্ত—যাহা আমাদের নিকট দুর্ব্বোধ্য, তাহা একমাত্র আপনিই সুবোধ করিয়া দিতে সমর্থ, ইহা আমরা নিরন্তর লক্ষ্য করিয়াছি। এখনও শ্রীল প্রভুপাদের বাণীতে, বক্তৃতাবলীতে, অভিভাষণে, প্রবন্ধে, নিবন্ধে এমন অনেক কথা আছে—যাহার সাধারণ তাৎপর্য্যও কোন জাগতিক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বা আমরা কেহ বুঝিতে পারি না। কিন্তু আপনি অতি সরলভাবে সেই সকলের তাৎপর্য্য ও সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। আপনি আচার্য্যের বাণীর ভাষ্যাচার্য্য—আপনি আচার্য্যের বাণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরুত্ব, এইজন্যই আপনি বাণীশ্রেষ্ঠ।

আপনার চরিত্র গোকুলবাণী-মহোৎসবময়। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকালে নানাপ্রকার চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয়-সামগ্রীর মহামহোৎসবের দ্বারা লোকাকর্ষণ করিয়া যখন শ্রীল প্রভুপাদ বাণী-বহির্ম্মুখ জীবকুলকে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করাইবার কৌশল বিস্তার করিয়াছিলেন, তখন আপনি গৌড়ীয়পত্রে বিচিত্রবাক্যসম্ভারের দ্বারা গোকুল-মহামহোৎসব প্রকাশ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ অভীষ্ট পূর্ণ করিতেছিলেন। আপনিই চতুর্থবর্ষ 'গৌড়ীয়ে 'প্রাকৃত-সহজিয়া' নামক প্রবন্ধকে 'পুরাণো নাদুসের গুরু',

'সজ্জিতের চিত্র' প্রবন্ধকে—"কোমল-নিষ্পত্র সহ ভাগবাবাবু", 'নব্য-প্রবন্ধের সংস্কৃত ভ্রমপ্রদর্শনী'কে—'ঋষি', শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বককে 'পুষ্পাস্ত্র ও খেচরান্ন, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর চরিত্রকে—'কানিকা', শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়ঠাকুরকে—'বেতাই', শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকটিকে—'পায়-সান্ন', পরম গুর্ব্বষ্টকটিকে—'গৌরপ্রেম পাক' প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক-মহামহোৎসব প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিষয়রূপ বা বপুতে অভিনিবিষ্ট হইয়া আমরা যাহাতে বাণীর প্রতি অমনোযোগী না হই, তজ্জন্য আপনি চিরদিনই শ্রীল প্রভুপাদের ন্যায় বহুভাবে সতর্ক করিয়াছেন। শ্রীল কৃপানুগবর শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু নবীন উপাসকগণের জন্য বপুদর্শনের প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তার কথা ক্রমসন্দর্ভে জানাইয়াছেন। আমাদের বিরোচন-ভাক্তীয় চিত্তবৃত্তিতে বাণীর প্রতি বধির হইয়া বপুর প্রতি আকৃষ্ট হইবার অধিক যোগ্যতা আছে; কিন্তু পরম করুণাময় শ্রীল প্রভুপাদ অনুক্ষণ বাণী কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে যেরূপ সতর্ক করিয়াছেন, আপনিও সেইরূপ আমাদিগকে সতত সাবধান করিয়াছেন। যাঁহারা আপনার এই বাণী বুঝিতে ভুল করিয়াছেন, তাঁহারা মনে করেন, আপনি অপ্রাকৃত বাণী ও বপুতে ভেদ দর্শন করেন। কিন্তু আপনার বাণী জানাইয়াছেন,—ইহা তাঁহাদের ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব বা বিপ্রলিপ্সা। আপনি বাণীবপুর্বিভেদদর্শনকে বিনাস করেন না; কিন্তু বাণীহীন বপু বা কাষ্ঠ-পাষাণ-রক্তমাংস-দর্শন অর্থাৎ প্রাকৃত ব্যক্তিগণের ন্যায় "তোমে ইন্দ্রাধীঃ" করিয়া তদ্দ্বারা প্রাকৃত-প্রয়োজন-সিদ্ধির চেষ্টাকেই গর্হণ করিয়াছেন। বাণীর শুশ্রূষায় আমরা আমাদিগকে অপ্রাকৃত বিগ্রহের নিত্য-দৃক ও ভোগ্যরূপে উপলব্ধি করিতে পারি। তখন অপ্রাকৃত বাণী ও বিগ্রহে ভেদ আরোপ হয় না,—ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের বেদান্তের ভূমিকায় কথিত Morphology ও Ontology'র বৈশিষ্ট্য।

গৌড়ীয়াচার্য্যগণ নিত্যসিদ্ধ ও স্বপ্রকাশ, তাঁহারা তাক-সজ্ঞায় বা গণমতের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হন না। গৌড়ীয়া-চার্য্যরূপে আপনার প্রকাশও সেই প্রণালীরই অনুসরণ করিয়াছে। আচার্য্য সকল ক্ষেত্রেই যে পূর্ব্বাচার্য্যের দ্বারা বা সাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন,—এরূপ বিধি বিশ্ব-বৈষ্ণব ইতিহাসে নাই। শ্রীরামানুজ শ্রীযামুনাচার্য্যের দ্বারা আচার্য্যরূপে লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণোপযোগী নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচিত হন নাই বা শ্রীমধ্বাচার্য্য শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষের দ্বারা আচার্য্যরূপে বিরীক্ষিত হন নাই। শ্রীল ভক্তিবিনোদ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথের দ্বারা বা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর বা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দ্বারা জাগতিক বিষয়মুহের উত্তরাধিকারীর ন্যায় কিংবা বেদোত্তর ব্রহ্মোত্তর প্রকৃতি সম্পত্তির মহাজ-গণের উত্তরাধিকারীর ন্যায় দলিল-পত্রে অবতন আচার্য্য বলিয়া সাধারণের নিকট প্রচারিত হন নাই। বস্তুতঃ তাঁহাদের শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-মনোঽভীষ্ট-প্রচারে নিত্যসিদ্ধ ঐকান্তিকতা, আন্নায়-বাণীর সেবায় একনিষ্ঠতাই স্বতঃ-সিদ্ধভাবে তাঁহাদের আচার্য্যবরণ অতি স্বাভাবিকরূপে জগতে প্রকাশ করিয়াছে। আপনাতেও সেইরূপ নিত্য-সিদ্ধভাবে পাষণ্ডদলন ও শ্রৌতবাণী-কীর্ত্তনরূপ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-মনোঽভীষ্টপরিপূরণ-সেবার বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হওয়ায় আপনি শ্রীচৈতন্যমঠাদির শ্রীগৌড়ীয়মঠ তথা নিখিল নিষ্কপট নির্ম্মৎসর ভাগবতগণের দ্বারা আচার্য্যরূপে বৃত হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন, —"গৌড়ীয়মঠ বলিতে শ্রীচৈতন্যবাণীবিগ্রহই লক্ষিত হন। গৌড়ীয়মঠ শ্রীচৈতন্যমঠের অনুগত। সেবোন্মুখ, ভজনোন্মুখ বহু লইয়াই মঠ; দালান-কোঠা মঠ নহে।" আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ আপনার আচার্য্যত্বকে সর্ব্বতো-ভাবে অভিনন্দিত করিয়াছেন। সেই শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিলে তাহা 'মঠ'পদবাচ্য হইবে না, উহা জীবভোগ্য দালান-কোঠা বা শ্রীচৈতন্যকথা-বিহীন আক্ষেন্দ্রিয়-তর্পণের স্থান বলিয়া বিবেচিত হইবে। শ্রীল প্রভুপাদের বাণী ইহাই বলিয়াছেন। অতএব শ্রীচৈতন্য-মঠানুগ সেবোন্মুখ ও ভজনোন্মুখ ভক্তগণের সম্ভাষায়— গৌড়ীয়মঠাম্নায়ের প্রত্যেক নির্ম্মৎসর ও নিষ্কপট সেবকই আপনাকে গৌড়ীয়মঠাচার্য্যরূপে বরণ করিয়াছেন।

আপনি সহজ ভাগবত পরমহংস। কেন না, শ্রীমদ্ভাগ-বত, জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভাগবতী, শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুপ্রমুখ আচার্য্যবৃন্দ জানাইয়াছেন যে, শ্রীহরির বাণী যাঁহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম, সেই সকল ভাগবতই পরমহংস-পদবাচ্য। আপনি নির্ব্বিশেষজ্ঞানী বা কর্ম্মি-সম্প্রদায়ের

পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য প্রতিপাদ্য বস্তু নহেন। যাঁহারা আচার্য্য-বাণীর নিত্যত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা আপনার সহজ-ভাগবত-পরমহংসত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া মোহগ্রস্ত হইবেন, ইহাও আপনার আচার্য্যত্বের একটি করুণা। আপনি পূর্ব্বাচার্য্যগণের সমস্ত শ্রী ও বৈষ্ণবকে তাঁহাদের শ্রীচরণ-নখার্চ্চনে নিযুক্ত করিবার জন্য আশ্রয়-সমাশ্রিই বিষয়ের কোপোপকরণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন,—ইহা যাঁহারা বুঝিতে না পারিয়া আপনাতে 'অষ্টোত্তরশতশ্রী' বা 'বিষ্ণুপাদ' প্রভৃতি বিদ্রূপ দর্শন করিয়া মৎসর-স্বভাববশতঃ তত্ত্ব-বিরোধ বা অন্যপ্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষার নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা ঔদ্ধত্য, প্রচ্ছন্নপ্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী ও ভগবদ্ভক্তি হইতে বিচ্যুত। শ্রীল প্রভুপাদ একদিন এই সকল কথা 'ভূতাবাস-ভ্রান্ত-ভাস্কর' প্রবন্ধে খণ্ডন করিয়াছিলেন। একদিন মহাপূর্ণ শিষ্য রামানুজকে দাঁড়াতে প্রণাম করিলে শ্রীরামানুজাচার্য্য কোন প্রকার বিচলিত হইলেন না দেখিয়া ভক্তগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ভক্তগণের এই সন্দেহ নিরসন-কল্পে আচার্য্য শ্রীরামানুজ বলিয়াছিলেন,—

গুরুপোক্তপ্রকারেণ বর্ত্তনং শিষ্যলক্ষণম্।
অতঃ তেনোক্তমার্গেণ বর্ত্তেঽহং বৈ ন চান্যথা॥

প্রকৃত শিষ্যের লক্ষণ কি, অর্থাৎ তিনি শ্রীগুরুর নিকট কিরূপ আচরণ করিয়া থাকেন,—ইহা শিখাইবার জন্যই শ্রীগুরুদেব এইরূপ আচরণ করিয়াছেন। অতএব আমি তৎপ্রদর্শিত মার্গই আশ্রয় করিব, উহার অন্যথা করিব না।

শ্রীল প্রভুপাদও বলিয়াছেন,—"নাচ্‌তে ব'সে ঘোম্‌টা টান্‌লে হ'বে না। আমি গুরুর কার্য্য করছি, কিন্তু যদি আমায় জয় দিতে হ'বে না—এ'কথা প্রচার করি অর্থাৎ একটু ঘুরিয়ে অন্যভাবে বলি—বেশী ক'রে আমায় জয় দাও, তা'হ'লে সেটা কপটতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কপট-সম্প্রদায়—বৈষ্ণবব্রুব-সম্প্রদায়—অন্তরে অন্যপ্রতিষ্ঠা-কামি-সম্প্রদায় মনে ক'রছেন—গুরুর আসনে ব'সে শিষ্য-গণের ভক্তি তন্ত্রে কিরূপে। প্রত্যেক বৈষ্ণব প্রত্যেক বৈষ্ণবকে 'প্রেমে' জান ক'রবে। রূপানুগ-সম্প্রদায়ে অমানী-মানদ-ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে র'য়েছে, যা'রা তা'তে বৈষম্য দর্শন করে, তা'রা নিতান্ত সেবকদ্রুব—অপরাধী।"

—(বক্তৃতাবলী ৪র্থ খণ্ড ২৪-২৫ পৃষ্ঠা)

আজ আপনার সহিত যে-সকল মহানুভব পূজ্যপাদ বৈষ্ণবদ্রুব শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শুভাগমন করিয়াছেন, আপনার সহিত তাঁহাদিগের শ্রীচরণেও আমরা এই প্রণতি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছি। তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক আমা-দিগকে শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্টের আচার-প্রচার ও আচার্য্যানুসমনের আদর্শ, আচার্য্যমহিমা-কীর্ত্তনরূপ সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গের শিক্ষা প্রদান করিয়া আমাদিগকে নিত্যসঙ্গ সাধুগণের আচরিত ভাগবতধর্ম্মের আদর্শ জ্ঞাপন করিবেন।

হে কৃপাপ্রিয় আচার্য্যপাদ, শ্রীনামের শ্রবণ-কীর্ত্তনই বেদান্তের চরম-উপদেশ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরূপানুগ সম্প্রদায়ের একমাত্র শিক্ষা। "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" মহা-বাক্যে মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ সেই নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন শ্রীল অনন্তবাসুদেব-ধামে সদা অনুশীলনের আদেশ করিয়া আপনাকে শ্রীরূপানুগ-শিক্ষক শ্রীনামাচার্য্য ও শ্রীভাগবতা-চার্য্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। অতএব আমরা যেন শ্রীল প্রভুপাদের সেই স্পষ্ট আদেশ পালন করিয়া বাক্যশ্রেষ্ঠ আপনার আনুগত্যে মুক্তকুলশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের সেবায় নিত্য নিযুক্ত থাকিতে পারি এবং শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীব্যাসপূজার প্রথম অভিভাষণের বাণী নিষ্কপটে কীর্ত্তন করিয়া বলিতে পারি,—

'আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, সুতরাং আমার প্রাণনাথ আনন্দ-তীর্থের আনুগত্য যেন কোনদিন বিস্মৃত না হই। আমাকে প্রাপঞ্চিক ভেদবাদী বলিয়া ঘৃণা করুন, তথাপি আমি যেন অনন্তকাল সেই বাসুদেব-ধাম পরিষ্কার করিয়া অন্য কোন দুর্গন্ধে পতিত না হই।'

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ, চাকা
৫ই বৈশাখ, ১৩৪৪

ভবদীয় কৃপাপ্রার্থী—
শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সেবকদ্রুব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় আম্নায় দশমাধস্তন আচার্য্যবর্য

শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর

ঢাকা নগরীতে শুভাগমনোপলক্ষে

"শ্রদ্ধাভিনন্দন"

গৌড়ীয় গগন-রবি প্রভুপাদ পতিতপাবন,
তাঁহার পরমপ্রেষ্ঠ, নিত্যসিদ্ধ তুমি মহাজন।
আচার্য্য-তপন ঘরে অপ্রকট কৈলা আবিষ্কার,
বিরহ-তিমির নাশি' আচ্ছাদিল মরম সবার;
গোলোকের মাধুর্য্যেতে পরিপূর্ণ হরিকথা সার,
কে বর্ষিবে নিরন্তর অনুক্ষণ ধারা করুণার?
শ্রান্ত-ক্লান্ত বিশ্ব-প্রান্তে শুনাইয়া সঞ্জীবনী বাণি,
কেবা অমৃত রাজ্যে স্নেহভরে কে লইবে টানি?
পুনঃ বুঝি ধর্ম্মধ্বজী উচ্চরবে করিয়া হুঙ্কার,
আঁধারের ষড়যন্ত্রেতে আরম্ভিবে কাপট্য প্রচার;
সেবাকার্য্যে অবিরাম কে দিবারে নবীন চেতনা,
দুর্দ্দিনের পাদপদ্মে আশ্রয় বা দিবে কোন্ জনা।
এই মত কত চিন্তা, তীব্র দুঃখ-বেদনার শত,—
অন্তরে নেত্রতলে রহিয়াছে সজ্জনেরা যত।
আচার্য্যই রক্ষা করে সুবিমল আম্নায়ের ধারা,
ভক্তিবিনোদ-বংশ,—কভু নাহি হবে স্রোতো-হারা।
হে প্রভুদেবশ্রেষ্ঠ, ধন্য তুমি করুণাসাগর!
তোমার প্রকাশে আজি সাধুগণ প্রফুল্ল অন্তর।

আজি নাই ভয়,—

গৌড়ীয়গগনে তুমি হে জ্যোতিষ্ক! হ'য়েছ উদয়।
স্বপ্রকাশ দীপ্ত জ্যোতিঃ পথহারে দেখাইছে পথ,
সুনিগ্ধ-করুণালোক, বিনাশিছে যত দুষ্ট মত।
কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা আচরিয়া করিছ প্রচার,
আচার্য্য! তাই তো তুমি বন্দনীয় আমা সবাকার।
শ্রীগুরুদেবন-যজ্ঞে প্রভো, তুমি হোতা সবাকার,
সংসারে বিলাতে সেবা নিরন্তর আগ্রহ তোমার।
প্রভুপাদ-মাহাপূর্ত্তি জীবনের একমাত্র ব্রত,
অশেষ উপায়ে সেব। প্রভু-প্রীতি সাধিছ সতত।
গৌরবাণী-বীণা-যন্ত্র। বাণী তব হৃদয়ের ধন,
তথা ভক্তির গাথা-সুধা ঘরে গাহি অনুক্ষণ।
অনুকূল-কৃষ্ণচর্চ্চা, ভূলোকে গোলোক অবতার
(তুমি) বিদ্যাবধূ-জীবনের তুষ্টিকারে অগ্রণী সবার।
হে আচার্য্য, হে করুণ, আমাদের বড় আশা মনে,
(যেন) তোমার করুণা-বলে প্রভুসেবা পাই এ' জীবনে।
বহু জন্ম-জন্মান্তরে, সুদূর কোন না কোন দিন;
চরণ যুগলে আজি এ মিনতি নিবেদিছে দীন।
জ্ঞান-কর্ম্ম অনাবৃত, আর অন্য অভিলাষ ছাড়া,
অনুকূল কৃষ্ণচর্চ্চা, সর্ব্বোত্তমা ভক্তিরসধারা।
তাহার রক্ষক তুমি হে আচার্য্য, প্রভু-প্রিয়তম।
ভক্তিসিদ্ধান্তবেত্তা কেবা আর আছে হেথা সম।
রূপানুগ প্রভুপাদ স্বরূপের সিদ্ধান্ত ভাণ্ডার,
তব প্রতি সমর্পণ করিলেন যাহিঁ তাঁহার।
রূপ-রঘুনাথ-কথা, ভুতলে করিয়া প্রচারণ,
প্রভুপাদ-মনোঽভীষ্ট নিরন্তর করিছ পূরণ,
কঠোর বৈরাগ্য তব, ভুক্তেতর বিষয়ের প্রতি,
অনৈশ্বর্য্যোক্তপ্রীতে অচঞ্চল নির্ব্বিকার মতি।
অনন্তের ধন-সম, সজ্জনের পরম সুহৃৎ,—
উপদেশামৃত দিয়া করিতেছ সকলের হিত।
সহজ পরমহংস, ভাগবত-সিদ্ধান্ত-নিপুণ;
পরদুঃখে সদা দুঃখী চিত্ত তব বড়ই করুণ।
অনন্ত সদ্‌গুণরাজিবিভূষিত উজ্জ্বল জীবন।
প্রতিষ্ঠা চাহ না দেব! প্রতিষ্ঠা যে করে আকিঞ্চন,
সেবিতে শ্রী-পদযুগ; সুনির্ম্মলা বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা,
একান্ত আগ্রহভরে সেবা আশে করিছে সুনিষ্ঠা।
(কৃষ্ণ) সেবা ছাড়া, অন্য বাঞ্ছা, ভক্তি নয়, ভোগ তার নাম,
বজ্রবৎ দৃঢ় ভাবে ঘোষিতেছ তুমি অবিরাম।

ভাষা নাই বন্দনার, মুচ্ছতি মোরা সর্ব্বাধম,
নাহি স্থবিস্তৃত-কীর্ত্তি, ত্রিভুবনে আমাদের সম।
অদোষ দরশি দেব! ইহ কৃপা করি' অযাচিত,
ছাড়াইয়া মায়াসক্তি রাখি তব শ্রীচরণ-প্রান্ত,
নিত্যানন্দাভিন্ন প্রভু ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী,
তাঁহার চরণপদ্মে দান কর শুদ্ধা সেবামতি,
এই মাত্র ভিক্ষা চাই, প্রভুশ্রেষ্ঠ ওহে মহাজন,
জনমে জনমে যেন স্তুতিগাথা করি বিঘোষণ,
মোদের দুর্ব্বলকণ্ঠ, কীবা ক'তে অতি কীণতর,
তবু যেন তবস্থানে মুচ্ছিত হয় এ' অন্তর।
প্রভুর কলিকা এক, পাইয়াছি মরমম প্রাণে,
অযোগ্য সে বন্দনায়, তবু দিনু তোমার চরণে।

ঢাকাবাসিনী ভক্ত মহিলাগণের পক্ষে

শ্রীসুষমা দেবী
শ্রীঅপর্ণা দেবী

—:০:—

শ্রীহরিঃ শরণম্

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য

শ্রীল শ্রীযুক্ত অনন্তবাসুদেববিদ্যাভূষণ গোস্বামীঠাকুরের

ঢাকায় শুভাগমনোপলক্ষে

অভিনন্দন

হে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য! আপনি গোলোকগত পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের স্থলাভিষিক্ত যোগ্যতম অধস্তন আচার্য্যরূপে ঢাকায় শুভাগমন করায় ঢাকাবাসীর পক্ষ হইতে আমাদের এই অভিনন্দন-প্রদানের সুযোগ ও সৌভাগ্য হইয়াছে। আমরা আপনার আচার্য্যকে অভিনন্দিত করিতেছি।

হে গৌড়ীয়-মঠাচার্য্য! আপনি ১৯১১ খৃষ্টাব্দ হইতে আপনার শ্রীগুরুদেব ও পরাৎপর গুরুদেবের সংস্পর্শে থাকিয়া আকুমার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন-পূর্ব্বক পরা বিদ্যায় বিভূষিত হইয়াছেন। আপনার আদর্শ বিমল চরিত্র, ভগবৎসেবাপরায়ণ বৈরাগ্য, বেদান্ত-দর্শনে অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি, ভাগবত-সিদ্ধান্তে স্বাভাবিক পারঙ্গতি, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব দর্শনে আপনার অদ্ভুত ও স্বতঃসিদ্ধ অধিকার, আপনার আচার-প্রচারে এক-তাৎপর্য্যপরতা, হরিকথা-কীর্ত্তনে অসামান্য নিষ্ঠা ও জীবের আত্মমঙ্গলের জন্য আন্তরিক চেষ্টা আপনাকে আপনার শ্রীগুরুদেবের বাণীসেবার যোগ্যতম অধস্তন আচার্য্যরূপে প্রকাশ করিয়াছে।

হে শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য! ঢাকা নগরীতে আপনার শ্রীগুরুদেব কয়েকবারই শুভাগমন ও মঠ স্থাপন করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উচ্চতম সিদ্ধান্তসমূহ কীর্ত্তন করিয়াছেন, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের নূতন মঠালয় আপনার শ্রীগুরুদেব উদ্ঘাটন করিয়া ঢাকাবাসীর আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন, ইহা আমরা

আশা করিতেছিলাম। আজ তাঁহার অপ্রকটের পর শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের নূতন মঠালয়ে তাঁহারই যোগ্যতম অধস্তন আচার্য্যরূপে আপনার শুভাগমন ও ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন আমাদের হৃদয়ে আপনার শ্রীগুরুদেবের পুণ্যস্মৃতি স্মরণ করাইয়া দিতেছে। আপনি আপনার শ্রীগুরুদেবের ন্যায়ই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ ও ভগবানের নামে ও প্রেমে প্রেমিক মহাভাগবত।

ঢাকা নগরীতে বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা ও অনুষ্ঠানের কঙ্কাল বিরাজিত থাকিলেও আপনার ন্যায় যোগ্যতম আচার-প্রচারশীল বৈষ্ণব আচার্য্যের অভিনব্য ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ চরিত্র প্রকৃত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের স্বরূপ অবধারণে ও অনুশীলনে সত্যানুসন্ধিৎসু ও শ্রদ্ধাবান্ অনেকেরই সহায়তা করিবে। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম যে সর্ব্ববিধ অসৎ সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা-বিবর্জ্জিত, সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক আত্মধর্ম্ম—ইহা আপনি বিশেষভাবে প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন জানিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

পরোপকারই সাধুগণের নিত্য ব্রত। হরিকথামৃত বিতরণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরোপকার। আপনার নিজকার্য্য না থাকিলেও আপনি হরিকথামৃতের পসরা লইয়া মরণশীল জীবের যে উপকার করিবার জন্য পরিব্রাজক আচার্য্যরূপে ঢাকায় শুভাগমন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চিত্তে আপনাকে এই ক্ষুদ্র অভিনন্দনের দ্বারা অভিনন্দিত করিতেছি। ইতি—৫ই জ্যৈষ্ঠ, সন ১৩৪৪।

ঢাকাবাসী সজ্জনবৃন্দের, পক্ষে নিবেদকগণ—

শ্রীসন্তোষনাথ ভদ্র (প্রিন্সিপাল, রায় বাহাদুর)
শ্রীমনোমোহন নিয়োগী (রায় বাহাদুর)
শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার দাস (রায় বাহাদুর—
চেয়ারম্যান, ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটী)
শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র রায় (জমিদার)
শ্রীযোগেশচন্দ্র দাস (জমিদার)
শ্রীপ্যারীলাল দাস (রায় বাহাদুর)
শ্রীরমানাথ দাস (জমিদার)
শ্রীসতীন্দ্রমোহন দাস (জমিদার)
শ্রীঅমৃতলাল চৌধুরী (জমিদার)
শ্রীতুলাল দাস (এম্-এ, বি, এল)
শ্রীগিরিশচন্দ্র দাস (বি, এল)
শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ (এম্-এ, বি, এল)
শ্রীমণীন্দ্রকুমার সূর (বি, এ, সেক্রেটারী, ঢাকা
মিউনিসিপ্যালিটী)
শ্রীপঙ্কজকুমার ঘোষ (এম্-এ, বি, এল)
শ্রীকৃষ্ণলাল দত্ত (বি, এস্ সি, এম্-বি)
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বসু
শ্রীদেবেন্দ্রলাল রায় চৌধুরী (এম্-এ, বি, এল)
শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (বি, এল)
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার দত্ত (বি, এল)
শ্রীঅমূল্যরতন গুহ (বি, এল)
(ভাইস চেয়ারম্যান ডিঃ বোর্ড ঢাকা)
শ্রীঅন্নদাকান্ত রায় (বি, এল)
শ্রীঅরুণকান্ত নাগ (জমিদার বারদী)
শ্রীমণীন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী
শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর রক্ষিত (মার্চ্চেন্ট)
শ্রীশচীনন্দন দাস (জমিদার)
শ্রীতারকনাথ দাস (জমিদার)
শ্রীগোবিন্দলাল দাস (বি, এল)
শ্রীরামলাল দাস (বি, এল)
শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন ঘোষ (জমিদার)
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র জয় (এম্-এ, বি, এল)
শ্রীনগেন্দ্রমোহন ঘোষ (জমিদার)
শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ঘোষ (এম্-এ, বি, এল)
শ্রীব্রজকিশোর দে (উকীল)
শ্রীজ্ঞানরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী (বি, এল)
শ্রীসুধীরচন্দ্র ঘোষ (ইঞ্জিনীয়ার)
শ্রীজ্যোতিষগোবিন্দ সেন (সেকেণ্ড ইন্স্পেক্টর অব্ স্কুলস্)
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র দাসগুপ্ত (বি, এল)

শ্রীভুবনমোহন মৈত (এম্-এ, বি, এল)
শ্রীমন্মথকুমার রায় চৌধুরী (বি, এ)
শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী
(বি, এল, সেক্রেটারী বার লাইব্রেরী)
শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (বি, এল)
শ্রীহেমন্তকুমার রায় চৌধুরী (বি, এল)
শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু (বি, এল)
শ্রীচন্দ্রমোহন সাহা (বি, এল)
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু
শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী (বি, এল)
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ দত্ত
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রীপ্রমথনাথ বসু (বি, এল)
শ্রীবিশ্বম্ভরমোহন দে
শ্রীশশাঙ্কমোহন গুহ (অবসর প্রাপ্ত, সেরেস্তাদার, ঢাকা)
শ্রীগোলোকনাথ নাগ (বি, এল)
শ্রীঅতুলচন্দ্র চৌধুরী (জমিদার)
রায়সাহেব যোগেন্দ্রমোহন দত্ত
(কলেজিয়েট স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক)
শ্রীরঞ্জনমোহন দে (কণ্ট্রাক্টর)
শ্রীসুবোধচন্দ্র ঘোষ (মার্চ্চেণ্ট)
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু (ডাক্‌টস্‌ম্যান্ সি-ভিল্‌-ডি)
শ্রীপ্রেমরঞ্জন নাগ (জমিদার)
শ্রীচন্দ্রমোহন সাহা (উকীল)
শ্রীকামাখ্যাচরণ তলাপাত্র (ক্লার্ক)
শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত
শ্রীশিবেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত (ডেপুটি পোষ্টমাষ্টার)
শ্রীচন্দ্রকুমার সাহা (কণ্ট্রাক্টর)

—:০:—

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ঢাকা-শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে শুভবিজয়োপলক্ষে নিম্নলিখিত নিমন্ত্রণ-পত্র ও বিজ্ঞাপনাদি প্রচারিত হইয়াছিল :—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের

স্বনামধন্য যোগ্যতম অনুগ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য পরমহংস

শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শুভাগমনোপলক্ষে

ঢাকাবাসী বন্ধুবর্গ ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের

সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে

আচার্য্য-অভিনন্দনার্থ

৪ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৩৪), ১২শে মে (১৯২৭) বুধবার,

সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায়

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে সভায় অধিবেশনে

.....মহাশয়ের সবান্ধবে উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

নিবেদক—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু—শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল　　শ্রীমনোমোহন নিয়োগী

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ　　শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ

—:০:—

নিবেদন

গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠাতা গোলোকগত পরমহংস **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের স্বনামধন্য যোগ্যতম অনুগ শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু** ঢাকা নারিন্দা-পল্লীস্থ **শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে** শুভাগমনপূর্ব্বক প্রত্যহ প্রাতঃ ৭টা হইতে ৯টা ও অপরাহ্ণ ৪-৩০ মিঃ—৬টা ৩০ মিঃ পর্য্যন্ত হরিকথামৃত বিতরণ করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের অনুগমনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রধীরতম ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের আদি প্রচারকবর ও প্রকাশক শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, সেবক বেদান্ত ও শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের পরম পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ শ্রৌতী

মহারাজ ; কটক রেভেন্সা-কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক ও 'হরিমন্দির' পাক্ষিক পত্রের সহকারী সম্পাদক আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্‌এ, ভক্তিসুধাকর ; শ্রীধাম মায়াপুর গৌরজন্মস্থলীতে বঙ্গের সর্ব্বোচ্চ শ্রীমন্দির-নির্ম্মাতা শ্রেষ্ঠাধ্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভক্তিবিনোদ ; পাটনা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার-এট্‌-ল শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরীপ্রসাদ ; বিহার ও উড়িষ্যা-প্রদেশের অবসরপ্রাপ্ত সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার পরম-ভাগবত রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কীরোদচন্দ্র সেন ; কলিকাতা শোভাবাজারের পরলোকগত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পরম পূজ্য সতীর্থ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবায় নিয়োগকারী কুমার শ্রীযুক্ত প্রভাতকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ; সেবক বৈষ্ণবিকবর উপদেশক শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিবর প্রমুখ বহু আচারবান্ প্রচারক ও ভক্ত ঢাকায় শুভাগমন করিয়া **সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠে পাঠ, বক্তৃতা, আলোচনা, পদাবলী কীর্ত্তন** প্রভৃতি দ্বারা **শ্রীসনাতন-**ধর্ম্মের বাণী প্রচার করিতেছেন। তাঁহারা অল্প কএকদিন মাত্র এখানে অবস্থান করিবেন। সত্যানুরাগী ব্যক্তি-মাত্রকেই আমরা এই সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

বিনয়াবনত—
শ্রীমনিন্দ্রকুমার সূর
(সেক্রেটারী, ঢাকা—মিটনিসিপ্যালিটী)
শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ
রায় বাহাদুর শ্রীসোমমোহন নিয়োগী

—:০:—

নিবেদন

বিষয়বিগ্রহ গোলোকগত পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বলাভিষিক্ত যোগ্যতম অধস্তন বর্ত্তমান গৌড়ীয় আচার্য্যশিরোমণি ও শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার সভাপতি পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুর ঢাকায় শুভাগমন করিয়াছেন। নারায়ণগঞ্জবাসী সজ্জনবৃন্দের প্রার্থনায় তিনি কৃপাপূর্ব্বক আগামী ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ২৩শে মে রবিবার নারায়ণগঞ্জে শুভাগমন করিয়া স্থানীয় বার লাইব্রেরীতে শ্রীচৈতন্যের বাণী কীর্ত্তন করিবেন। ঐ দিবস অপরাহ্ণ ৪৷৷০ ঘটিকার সময় একটি সাধারণ সভায় নারায়ণগঞ্জবাসীর পক্ষ হইতে আচার্য্যকে একটি অভিনন্দন প্রদান করা হইবে। প্রার্থনা, এই সভায় সকলে যোগদান করিয়া আচার্য্যের বাণী শ্রবণ ও তৎপ্রতি শ্রদ্ধাভিনন্দন জ্ঞাপন করিবেন।

বিনীত নিবেদক—
শ্রীআনন্দমোহন গোস্বামী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বি, এল)
শ্রীনর্ম্মদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (এম্‌, এ, বি, এল)
শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন সোম (মোক্তার)
শ্রীবিনয়কৃষ্ণ রায় (বি, এল)

—:০:—

শ্রীধাম-মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠের ছাত্র-গণের পরীক্ষার ফল

কাব্যের উপাধি

১। শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায় (২য় বিভাগ)

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের মধ্য

শ্রীঅমৃতানন্দ দাস (২য় বিভাগ)

ঐ আদ্য

১। শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মচারী (২য় বিভাগ)
২। শ্রীনিত্যানন্দ দাস (২য় বিভাগ)
৩। শ্রীগোপীনন্দন গোস্বামী (২য় বিভাগ)

—:০:—

শ্রীগৌড়ীয়মঠের পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এবং পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধাকর প্রভু সম্প্রতি ঢাকা হইতে যাত্রা করিয়া কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন। তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের নির্দ্দেশানুসারে বর্ত্তমানে শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তিবিরোধী ব্যক্তিগণের নিকট সর্ব্বদা হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

—:০:—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্ গৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-
সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

গৌড়ীয়

১৫শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩, ৫ই জুন, ১৯৩৭ | ৪৩শ সংখ্যা

নারায়ণগঞ্জে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বপার্ষদিক গৌড়ীয়মঠ-সভাপতি, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু গত ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ২২শে যে রবিবার নারায়ণগঞ্জবাসী সজ্জনবৃন্দ ও শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে ও প্রার্থনায় চাকা-শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ হইতে শুভবিজয় করেন। আচার্য্যবর সুসজ্জিত মোটরযানে ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক—আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীপাদ বিশিষ্টকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর এম্-এ, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন ও 'গৌড়ীয়'সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্তগণের সহিত চাষাড়াস্টেশনে উপস্থিত হইলে তথা হইতে নারায়ণগঞ্জবাসী ভক্তমণ্ডলী ও জনসাধারণ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সহিত সপার্ষদ আচার্য্যদেবকে অভ্যর্থনা করেন। শ্রীযুক্ত শ্যামা-প্রসন্ন সোম, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল প্রভৃতি নারায়ণগঞ্জবাসী সজ্জন আচার্য্যের গলদেশে পুষ্প-মালিকা প্রদান ও আচার্য্যোচিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া নারায়ণগঞ্জবাসীর পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা করেন। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারকবর পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃৎ শ্রৌতী মহারাজের নেতৃত্বে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সেবক ও সজ্জন-বৃন্দ নারায়ণগঞ্জে উপস্থিত হইয়া আচার্য্যগোষ্ঠীর সহিত যোগদান করেন। আচার্য্যের অভ্যর্থনার জন্য বারদাইব্রেরীর সম্মুখে ও নারায়ণগঞ্জ সদররাস্তার পার্শ্বে দুইটি সুন্দর

তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তোরণে বিচিত্রবর্ণের পতাকা, আম্রকিসলয়-নারিকেলাদি মাঙ্গলিকদ্রব্য-বিভূষিত পূর্ণকুম্ভ ও আচার্য্যের নামাঙ্কিত পতাকারাজি শোভা পাইতেছিল। স্থানীয়েচ্ছকনৃত্য আচার্য্যের বাসস্থান বা কীর্ত্তনস্থলী নারায়ণগঞ্জ-বন্দর-রাস্তায় একটি সুন্দর বিতল অট্টালিকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষে স্থানটি বড়ই সুন্দর ও উপযোগী হইয়াছে। ইহা আচার্য্যদেব শুভ-শৌরাঙ্গের জয়ধ্বনির মধ্যে সেই ভবনে স্থানীয় অধিবাসী ও ভক্তগণের দ্বারা অভ্যর্থিত হন। আচার্য্যের গমনপথ পুষ্পমাল্য-বিমণ্ডিত হইয়াছিল। আচার্য্যদেব আসন পরিগ্রহ করিয়া কিছুকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ইত্যবসরে ঢাকা হইতে সজ্জনবন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ বি-এল মহাশয় ও আলমসোল হইতে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত প্রবীণ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর বি-এ কাব্যতীর্থ মহোদয় নারায়ণগঞ্জে উপস্থিত হইয়া আচার্য্য-দেবের বন্দনা করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের তুমুল জয়ধ্বনির মধ্যে বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যদেবকে সভাগৃহে প্রবেশ করিলে সমবেত সজ্জনমণ্ডলী স্ব স্ব আসন হইতে দণ্ডায়মান হইয়া আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। আচার্য্যদেব সুসজ্জিত আসন পরিগ্রহ করিলে সাধারণের পক্ষ হইতে স্থানীয় প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত সান্ত্বনাচন্দ্র রায় মহাশয় আচার্য্যের গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল নারায়ণগঞ্জবাসি-সজ্জনবৃন্দের পক্ষ হইতে প্রদত্ত 'অভ্যর্থি-নন্দন'টি সভা-মধ্যে পাঠ করেন। তৎপরে নারায়ণগঞ্জের তিপুটী পোষ্টমাষ্টার শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত পরমনিষ্কপট ভাগবত-বর শ্রীপাদ বিনোদবিহারী দাসগুপ্ত বি-এ মহোদয় শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত নারায়ণগঞ্জবাসী সেবকবৃন্দের অভিনন্দনটি পাঠ করেন। এই অভিনন্দন-দ্বয় স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

অভিনন্দনপত্র-দ্বয় পাঠের পর পরমভাগবত শ্রীপাদ সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল মহাশয় সভায় কিছু বলিবার জন্য আহূত হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের বৈশিষ্ট্য ও আচার্য্যকৃপা সম্বন্ধে একটি সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে স্থানীয় বার-এসোসিয়েসনের সুযোগ্য প্রধান-শিক্ষক শ্রীযুক্ত কবিভূষণ চন্দ্র এম্-এ, বি-এল মহাশয় কর্ম্ম, জ্ঞান হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠতা এবং গীতার একমাত্র ভক্তিরই চরমোপদেশের কথা প্রতিপন্ন হইয়াছে, ইহা বিজ্ঞাপন করেন। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ এই ভক্তির কথাই সুষ্ঠুভাবে প্রচার করিতেছেন। বর্ত্তমান বঙ্গজগতে নব-জাগরণ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের দ্বারা সাধিত হইয়াছে। বর্ত্তমান আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুরের অধিনায়কত্বে বাঙ্গালায় প্রেমধর্ম্ম যে নূতন বৈশিষ্ট্য লইয়া পৃথিবীময় প্রচারিত হইবে, তাহা বর্ত্তমান আচার্য্যের ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য ও আদর্শ আচার-প্রচার হইতে তিনি বেশ অনুভব করিতেছেন। তৎপর শ্রীযুক্ত সান্ত্বনাচন্দ্র রায় বি-এল মহাশয় আচার্য্যদেবের ব্যক্তিত্ব ও গুণের কথা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার আনুগত্যে গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে প্রচারিত হইলে লোকে প্রকৃত সত্য কথা জানিয়া ধন্য হইতে পারিবেন এবং তিনি পূর্ব্ববক্তৃগণের সকল কথাই সমর্থন করেন জানাইয়া আচার্য্যদেবকে শ্রদ্ধা নিবেদন ও সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

অবশেষে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব একটি বহুমূল্য উপদেশ-পূর্ণ প্রত্যভিভাষণ প্রদানমুখে বলেন যে, বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল-রহস্যই এই যে, যিনি 'গুরু', 'বৈষ্ণব', 'আচার্য্য', 'গোস্বামী', 'প্রভু' বা যে কোন আকারে নিজকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তাঁহার ভক্তি আরম্ভই হয় নাই। তিনি সম্পূর্ণ অভক্তিপথ আশ্রয় করিয়াছেন।

আমি ত' বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী॥

ইহা শ্রেষ্ঠ মহাজনের উক্তি। সমস্ত প্রতিষ্ঠা একবার গুরুদেবের প্রাপ্য, এইরূপ সুদৃঢ় বিচার বাস্তবতায় যাঁহার হৃদয়ে উদিত না হইয়াছে, তিনি কখনও শিষ্টই হন নাই। তবে আচার্য্যের যে সেবাকার্য্যটি ভগবৎকৃপায় যাঁহার উপর আসিয়াছে, সেই সেবা-কার্য্য করিতে গিয়া তাঁহার কপটতা করাও উচিত নহে। 'সামান্য প্রতিষ্ঠাতে তৃপ্ত হইতেছি না, আরও প্রতিষ্ঠা চাই,' এইরূপ কপটতা হৃদয়ে পোষণ করিয়া বাহিরের দিকে 'প্রতিষ্ঠা'র প্রতি বিরাগ প্রদর্শনের যে অভিনয়, সেইরূপ কপটতাও বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে।

নিত্যারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের প্রাপ্য, গুরুদেবের একচেটিয়া যে সকল গৌরব, সেই গৌরব হইতে গুরুপাদপদ্মকে বঞ্চিত করার অপরাধের প্রশ্রয়ও আচার্য্য কখনও প্রদান করিবেন না। আচার্য্যের 'জয়' প্রভৃতি বন্ধ করিয়া দিয়া কপটতা-পূর্ণক অধিক আধ্যাত্মিক জয় কামনা বা নির্ব্বিশেষ বিচার আবাহন এই দুইটিই বৈষ্ণবাচার্য্যের কৃত্য নহে। চিরবিক্রীত দাস যেমন সমস্ত উপায়ন তাহার প্রভুকে অকপটে সমর্পণ করিয়া নির্দ্দেহুক প্রীতি লাভ করেন, তদ্রূপ অকপট ও একান্ত নিজত্ব লাভ করিয়া ধন্য হইব, এই সদিচ্ছা যাঁহাদের হৃদয়ে পোষণ করেন, তাঁহারা সমস্ত গৌরব, সমস্ত ঐশ্বর্য্য, বদান্যতা, জয়, নিত্যারাধ্য অতীষ্টদেবের পাদপদ্মেই পৌঁছুক, এই আন্তরিক অকপট ইচ্ছা ব্যতীত অন্যান্য উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হন না।

অনন্তর আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যসারস্বতপ্রভুর সেবক শ্রীমদ্গৌড়ীয় মঠের প্রচার-কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীচৈতন্য-দেবের সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত "আত্মায়ঃ প্রাঃ" শ্লোকটির বিশদ ব্যাখ্যা বিবৃত করেন। উপসংহারে আচার্য্যদেব বলেন যে, নারায়ণগঞ্জবাসী ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মের যে সকল মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি নারায়ণগঞ্জবাসী নিকপট ভক্তগণের নিত্যকাল পদধূলি হইয়া তাঁহাদের নিকট গুরু-সেবা ও গুরুর যশঃ কীর্ত্তন করিবার আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিতেছেন। আচার্য্যদেব নারায়ণগঞ্জবাসী সজ্জন-বৃন্দকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলেন যে, তাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে অভিনন্দন ও বক্তৃতায় যে সকল প্রশস্তি করিয়াছেন, তাহা সকলই তাঁহার অনন্যার্থে শ্রীগুরুপাদপদ্মের। সুতরাং তাঁহারা তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া-ছেন বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে হার্দ্দী প্রীতি জ্ঞাপন করিতেছেন।

সভায় নারায়ণগঞ্জবাসী বহু শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হইয়াছিল। সকলেই বলিয়াছেন, নারায়ণ-গঞ্জে এরূপ শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্তব্যক্তিবিশিষ্ট ধর্ম্মসভা খুব কমই হইয়াছে। সভার শেষ পর্য্যন্ত সকলেই নীরবে আচার্য্যের উপদেশ-বাণী শ্রবণ করিয়াছেন। মহামন্ত্র-কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হইলে বহু সজ্জন ব্যক্তি আচার্য্য-পাদপদ্মে পতিত হইয়া তাঁহাদের ভক্তিশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

শ্রীপাদ শিবদাস্তর বিদ্যা প্রভু, শ্রীপাদ বামুনতট-বিহারী দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত ভূধরবিহারী চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ আচার্য্যের বাণী-প্রচারে পরম উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন। নিকপট সেবকবর শ্রীপাদ শিবদ-দাসবিগ্রহ প্রভুর অকৃত্রিম সেবার কথা আর বলিবার নহে। তিনি শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রেষ্ঠ বর্ত্তমান আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাকূপ প্রভুর অভিনায়কত্বে গৌড়ীয়মঠের বাস্তব সত্যের কথা প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। বর্ত্তমান আচার্য্যদেবের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, যেখানে যত নিকপট ও অন্যাভিলাষ-বিবর্জ্জিত অকৃত্রিম সেবাপরায়ণ গুরুসেবক আছেন, যাঁহাদিগকে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রকটকালে পরম নিকপট ও একান্ত সেবাপ্রাণ বলিয়া শতমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহারা বর্ত্তমান আচার্য্যের অভিনায়কত্বে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। অন্যাভিলাষহীন নিকপট ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী মহারাজগণ, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারিগণ যাঁহারা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের "একএকজন সোনার ছেলে," তাঁহারা সকলেই আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুবরের অনুগত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে কৃতসংকল্প ও অধিকতর দৃঢ় হইতেছেন। শ্রীল ভক্তি-সুধাকর প্রভু, শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ প্রভু প্রমুখ আদর্শ সুনিষ্কপট-চরিত, গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণকারী মহামহোপদেশক বৈষ্ণব গৃহস্থগণ, শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজ, শ্রীপাদ ভাগবত মহারাজ প্রমুখ সুশিক্ষিত ও নিকপট ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসিগণ, আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ নিকপট বানপ্রস্থগণ, আকরমঠরাজের মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক প্রভু প্রমুখ প্রভুপাদের শ্রেষ্ঠ নিকপট গুরুসেবাপরায়ণ ব্রহ্মচারিবৃন্দ, শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার যাবতীয় নিকপট শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলী, সজ্জনমণ্ডলী, শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটকালীন আশীর্ব্বাদ-প্রাপ্ত ও বর্ত্তমানে শ্রীধামমায়াপুর-সেবক শ্রীপাদ শচীচরণ ভক্তিবিজয় প্রভৃতিপ্রমুখ প্রাচীনমূর্শীয় প্রবীণ ভক্তবৃন্দ, প্রাচীনমূর্শীয় ভক্তিবিনোদবিরহিত ত্রিদণ্ডিপাদাশ্রয়ী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ প্রমুখ নিকপট গুরুবৈষ্ণবগণ সকলেই

নিত্যসিদ্ধ আচার্যাভিমানী শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুর আনুগত্যে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবায় প্রবল উৎসাহে যোগ-বিয়োগ করিয়াছেন।

নারায়ণগঞ্জের বারদারীস্থিতে উপস্থিত সজ্জনগণের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

শ্রীমহিমচন্দ্র পাল বি-এল; শ্রীঈশানচন্দ্র সেন বি-এল; শ্রীবিনয়কৃষ্ণ রায় বি-এল; শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল; শ্রীউমেশচন্দ্র ঘোষ উকীল; শ্রীগুরুকৃপাচন্দ্র রায় বি-এল; শ্রীবসন্তীমোহন চক্রবর্ত্তী বি-এল; শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার বি-এল; শ্রীজ্ঞানমোহন আঢ্য বি-এল; শ্রীবসন্তীমোহন দাস বি-এল; শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি-এল; শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি-এল; শ্রীরামচন্দ্র ঘোষ মোক্তার; শ্রীকালাচাঁদ ঘোষ মোক্তার; শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন ঘোষ মোক্তার; শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত মোক্তার; শ্রীকবিভূষণ চন্দ এম্-এ, বি, টি, এল্, এল্, বি হেড মাষ্টার (বার একাডেমী); শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দত্ত ডাক্তার; শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক্তার; শ্রীগোপালচন্দ্র গুহ মোক্তার; শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল; রায় বাহাদুর শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র সেন সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার (Retd.), শ্রীনিবেদনাথ দাশ গুপ্ত বি-এ; শ্রীবিনোদচন্দ্র দে ভক্তিযোগ ইত্যাদি।

—:০:—

ময়মনসিংহ টাউনহলে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণ*

[২৫শে মে ১৯০৭, অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা]

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥
ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥
অয়ি নন্দতনূজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥
ধনজনকবিতাদিকং ন যাচে ন চ রম্যাং প্রমদাং গুণোত্তমাং বা।
হরিভজনবিধেয়মানসং মে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥
ন স্তুতিং ন নমস্কৃতিং পরাং ন চ পূজাং বিভবৈরুপাচরাম্।
ন চ যাচে পরমং পদং তবাপি ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥
ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥
ন নিন্দতি যো বেদবাদিনাং ন হরিং নাস্তিকবাদদূষিতম্।
হরিভক্তিপরায়ণো জনো ন করোতীহ ন যাতি সংসৃতিম্॥
ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি

নিজ-মহিমা প্রবণ করা বৈকুণ্ঠধর্ম্মের বিরুদ্ধ-ব্যাপার। যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা প্রবণ না ক'রে নিজের বাহাদুরী প্রবণ ক'রবে, সেও' নরকে যাবে—সে ত' যথাপথে বহুদূরে ক'রবে। যাঁর গৌরবে গৌরব, তাঁ'রই মহিমা পূর্ণতমভাবে হৃদয় অধিকার না ক'রলে, তন্মধ্যে এক কণিকারও নিজের ভাগ বসা'লে তা'কে বৈকুণ্ঠতা হ'তে চ্যুত হ'তে হ'বে। তাই আপনারা আজ এই সকল অভিনন্দন প্রদান ক'রে আমাকে আপনাদের অনুগত হ'য়ে আমাদের নিত্যারাধ্য ভগবৎ-প্রিয়তম, ভগবান্ হ'তেও 'বড়' শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার সুযোগ দিলেন। এজন্য আপনাদিগকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব'লেছেন এবং শ্রীগৌড়ীয়-মঠের ইহাই বাণী—সকলে মিলে ঐকতানে ভগবানের সঙ্কীর্ত্তন করুন—এক নিত্য চেতন আনন্দময় ভূমিকায় অধোক্ষজতত্ত্ব অধোক্ষজ শ্রীহরির সঙ্কীর্ত্তন করুন। এই বাণীর তাৎপর্য্য হৃদয়ে প্রকাশিত হ'লে মিলন সম্ভব। সকলে এক ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হ'য়ে সকলের একমাত্র উপাস্য যে অধোক্ষজ শ্রীহরি, তাঁ'র সঙ্কীর্ত্তন অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে তাঁ'র গোবর্দ্ধন বা ইন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টা না ক'রলে মিলন হ'তে পারে না। যতক্ষণ নিজেকে কর্ত্তা, ভোক্তা বা পরিমাপকারী কিংবা ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণকারী ব'লে মনে হয়, যতক্ষণ আমরা অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা থাকি, ততক্ষণ মিলন হ'তে পারে না। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা হ'লে ইন্দ্রিয়দ্বারা বস্তুকে পরিমাপ করার প্রবল পিপাসা থাকে। তখন দ্বন্দ্ব, ভেদ, মিলনের অভাব অবশ্যম্ভাবী। যখন দ্রষ্টা, কর্ত্তা বা পরিমাপকারীর অভিমান পরিত্যাগ ক'রে বস্তুর স্বরূপ—বস্তু যা', তা' দর্শন করবার জন্য নিজেকে মৃত-সূত্রে—সেবক-সূত্রে পরিচিত করি, বস্তুর চেতনতাকে আক্রমণ না ক'রে, বস্তুর চেতনতাকে পূর্ণ-ভাবে সংরক্ষণ ক'রে একান্ত শরণাগত হ'য়ে যে সেবোন্মুখতা দর্শন করি, তা'কেই সুদর্শন বা ভগবদ্দর্শন বলে। সেই দর্শনে ভেদ থাকতে পারে না। "দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি।"—ইহাই শ্রুতির বাণী। যিনি ইন্দ্রিয়ের কাঠগড়ার আসামী হন না, সেই অধোক্ষজ বস্তুর ভূমিকায়ই মিলন সম্ভব। সেখানে প্রতিযোগি-ভাব—যা'র নাম কলি, তর্ক, বিবাদ বা দ্বিতীয় প্রতীতি—অধোক্ষজ ব্যতীত অন্য দর্শন নাই। সেই পরিপূর্ণতম স্বরাট্ ও স্বাধীনের স্বেচ্ছাচারিতায় ইন্দ্রিয়স্বরূপে আমার বিকশিত-চেতন যেখানে আত্মপ্রকাশ করে, তাঁহাই বৈকুণ্ঠ-ভূমিকা। দ্বিতীয়প্রতীতি-ভূমিকা—যেখানে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ আছে, তাহাই কুণ্ঠ-ভূমিকা। বৈকুণ্ঠ-ভূমিকায় শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সহিত proper adjustment বা মিলন হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মই ভগবৎসেবা-লাভের Transparent medium. সেই গুরুপাদপদ্মের মধ্য দিয়েই ভগবদ্দর্শন হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে আবৃত ক'রে নিজের বাহাদুরী অবজ্ঞ ও আবৃত-দর্শন। অধোক্ষজতত্ত্ব ভগবান্ গোপার প্রকৃতি—গোপার বিশ্ব দিয়ে আমাদের চক্ষুকে আবৃত ক'রে নিজেকে গুপ্ত রেখেছেন। তাই শ্রুতি ব'লেছেন,—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥

চক্ষু দিয়ে যা দেখতে ভাল লাগে, কাণ দিয়ে যা' শুনতে ভাল লাগে, যাতে নাসিকার তৃপ্তি হয়, যাতে জিহ্বার লাম্পট্য হয়, যা'তে ত্বকের সুখানুভব হয়, সেই সকল প্রেয়ঃ অর্থাৎ নিজের সুখতাৎপর্য্য আবরণরূপে এসে যাবতীয় বস্তুর সহিত আমাদিগকে সমসূত্রে গ্রথিত ক'রতে দেয় না—আমাদিগকে আবৃত ও বিক্ষিপ্ত ক'রে দেয়। এই আবরণ ও বিক্ষোভ করবার শক্তি আছে। প্রত্যেক অণু-পরমাণু আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়ায়, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণের হওয়ায় বাস্তব-বস্তুর নিকট একটা যবনিকা এনে দিয়েছে। যেখানে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের সহিত সমভূমিকায় অবস্থান নাই, সেখানেই দ্বন্দ্ব বা মিলনের অভাব। সকলেই নিজ-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে সকলেরই একমাত্র আরাধ্য ও বিজ্ঞাস্য অধোক্ষজতত্ত্বের সন্ধান যা'তে পেতে পারি, তজ্জন্য একান্ত-ভাবে শরণাগত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। এ কথা বলবার জন্য আমাদের নিত্যারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ তাঁ'র চিরজীবন ব্যস্ত ছিলেন। যা'তে আমরা শ্রৌত-পন্থে, আম্নায়-ধারায় আচার্য্যের অনুগমনে সৎ-চিৎ-আনন্দময় ভূমিকায় অর্থাৎ মিলনরাজ্যে অধিষ্ঠিত হ'তে পারি, তজ্জন্যই আপনাদের নিকট আমার সকাতর প্রার্থনা।

প্রেয় ও সাপত্ন্যভাব বৈকুণ্ঠ-ভূমিকায় এবং অধোক্ষজ অধোক্ষজতত্ত্বেরই ইন্দ্রিয়সুখকর, সেখানে বিভক্তির প্রাবল্য ও প্রধান্য নাই। সেখানে সাপত্ন্য-ভাব একেরই সুখোৎপাদক ব'লে পরমোপাদেয় ও চমৎকারী। আচার্য্যানুগতো

সঙ্কীর্ত্তনরূপ সেবা দ্বারা পরিমার্জ্জিত যে স্বরূপাস্তে কর্ণ, প্রত্যক্ষান কর্ণ, সেই কর্ণে শ্রেয়ঃকথা পৌঁছিতে পারে। সেই সঙ্কীর্ত্তন-পিতা ব'লেছেন,—সেখানে আমার নিজ-লোক, পার্ষদ আমার নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও বিলাসের গান করেন, সেখানেই আমার অবস্থান। তিনি তাঁর নিজ-পার্ষদকে কীর্ত্তন করবার জন্য আদেশ ক'রেছেন। "My men sing." আমার নিজ পার্ষদগণ! তোমরা উচ্চৈঃস্বরে কর—হরিকীর্ত্তন কর। যাতে সেই ভূমিকায় পৌঁছিতে পারি, সেজন্য আপনাদের নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছি। পুনরায় আমার পূজ্যপাদ সতীর্থ ভ্রাতৃগণকে, শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ প্রভুকে ও ময়মনসিংহবাসী শ্রদ্ধাস্পদ নাগরিকগণকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ময়মনসিংহ টাউনহলে উপস্থিত সজ্জনগণের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

উকিল অঘোরবন্ধু গুহ বি-এল চেয়ারম্যান্, মিউনিসিপ্যালিটি; শ্রীঅক্ষয়কুমার মজুমদার এম্-এ, বি-এল পাবলিক প্রসিকিউটার; পণ্ডিত শ্রীতারকচন্দ্র স্মৃতিভূষণ বাচস্পতি—ময়মনসিংহ চতুষ্পাঠী; শ্রীপ্রিয়নাথ সেন বি-এ হেডমাষ্টার, এডওয়ার্ডস্কুল; শ্রীবিনোদ চন্দ্র ধর বি-এল; রায়বাহাদুর শ্রীউমেশচন্দ্র চাকলাদার; কুমার শ্রীঅরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর এম-এ, মুসন্দরাজ; শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র উকীল বি, এল, সেক্রেটারী দুর্গাবাড়ী কমিটী; শ্রীদুর্গাচরণ ধর বি-এল; শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মোক্তার; শ্রীরেবতীরঞ্জন রায় কবিরাজ; শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার মোক্তার; শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দে এম্ এ, বি, এল; শ্রীকানাইলাল সাহা সার্জ্জেণ্ট; শ্রীকুমুদকান্ত মজুমদার—মোক্তার, শ্রীআনন্দচন্দ্র মজুমদার—তালুকদার, শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি মোক্তার; শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র সেন মোক্তার; শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ — এজেণ্ট, ইণ্ডাষ্টার্ড ব্যাঙ্ক; মৌলবী আবদুল হি,এ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড; শ্রীসুরীন্দ্রমোহন ঘোষ — মোক্তার; শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্-এ, প্রফেসার; শ্রীসরচন্দ্র গোস্বামী বি, এল, শ্রীবেদপাল পোদ্দার—মোক্তার; শ্রীরবীন্দ্রনাথ গুহ এম্-এ, প্রফেসর; শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, সিএইচ্, ডি, প্রফেসর; শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর দত্ত, শিক্ষক, সিটি স্কুল; শ্রীপুরাণলাল শুকুল, মার্চ্চেণ্ট, হোটবাজার; শ্রীহরিশ্চন্দ্র চৌধুরী—মোক্তার; হেড্ক্লার্ক, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক; মনোমোহন কাঞ্জিলাল রিটায়ার্ড রেলম্যান মাষ্টার; শ্রীমধুসূদন সরকার এম্, এ, বি, এল; প্রফেসর শ্রীগিরিজাকান্ত মজুমদার এম-এ, বি-এল।

—:০:—

অভিনন্দন-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়াচার্য্য-কেশরী পরমহংস **শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর**

শুভপদার্পণোপলক্ষে

আর্ত্তি-নিবেদন

পরমারাধ্য আচার্য্যদেব, নারায়ণগঞ্জে আপনার শুভপদার্পণোপলক্ষে নারায়ণগঞ্জবাসী শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্তগণ আপনার পাদপদ্মসেবার অধিকার পাইয়া ও বিষ্ণুপাদ পরমহংসশিরোমণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর সবলাভের সৌভাগ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনি শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ নিজ-জন, তাঁহার মূলাভিধিক্ত ও শ্রীচৈতন্যবাণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকাল হইতেই আপনি আচার্য্যের সর্ব্ববিধ কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। আপনার কঠোর শাসন, আদর্শ বৈরাগ্য, মুকৈতব বিষয়ের প্রতি আজন্ম বিতৃষ্ণা ও আত্মপ্রতিষ্ঠিত পরম বিষয়ের একনিষ্ঠ সেবায় সকলকে আদর্শ আচার ও প্রচারের দ্বারা আকর্ষণ আমরা অনুক্ষণ আপনার চরিত্রে লক্ষ্য করিয়াছি।

আপনি পাপ-চরিত্র ব্যক্তিগণের নিকট ভয়ঙ্কর, অন্যাভিলাষী কপট ব্যক্তিগণের নিকট কৃতান্তস্বরূপ। কিন্তু আত্ম-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সত্যপিপাসু ব্যক্তিগণের নিকট কুসুম হইতেও কোমল ও অকৃত্রিম স্নেহবিশিষ্ট। যে-সকল গুরু-সেবক বিন্দুমাত্রও নিষ্কপটে শ্রীল প্রভুপাদের সেবা করিবার শুভ-বাসনা হৃদয়ে পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে আপনি আপনার সমস্ত প্রাণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে সতত প্রস্তুত, তাঁহাদিগকে গুরুসেবার পথে অগ্রসর করাইতে কোটি ইন্দ্রিয়ে চেষ্টাবিশিষ্ট। আপনি কোনপ্রকার আত্ম-বিজ্ঞাপন প্রচার না করিয়া নীরবে, এমন কি, তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে গুরুসেবকের যাবতীয় সহায়তা করিয়া থাকেন—ইহাই আপনার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কোন্ গুরু-সেবক কোন্ সেবার দক্ষ, তাহা আপনি যেরূপভাবে বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে হরিসেবায় নিযুক্ত করিতে পারেন, এরূপ আর কেহই পারেন না। আপনি গুরু-সেবকের বাহ্য আকার দর্শন না করিয়া তাঁহাদের সেবাবৃত্তি দর্শন করেন বলিয়াই বালক-বৃদ্ধ-যুবা-স্ত্রী-পুরুষ-মূর্খ-পণ্ডিত-নির্ব্বিশেষে সকল সেবোন্মুখ জীবাত্মস্বরূপই আপনার কৃপাভাজন হইয়া থাকেন। কেবলমাত্র কপটতা ও পাপকে আপনি প্রশ্রয় দেন না, এজন্য আপনার উপদেশে ঐ সকল শ্রেণীর ব্যক্তিগণের অত্যন্ত তিক্ত বোধ হয়। আপনি তোষামোদ না করিয়া প্রত্যেক গুরু-সেবককে আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ উপদেশ করেন। আপনি লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা পাইবার উদ্দেশ্যে কোনদিনই কাহারও অন্যায়ের অবৈধভাবে প্রশ্রয় প্রদান করেন নাই, বিষয়ীর বিষয়স্পৃহায় প্রশ্রয় দেন নাই, কোনপ্রকারে নিত্যমঙ্গলের কথা হইতে বঞ্চিত করেন নাই।

আচার্য্যবর্য্য, শ্রীল প্রভুপাদের বাণী আপনার চরিত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ ধারণ করিয়া প্রকাশিত বলিয়াই আপনি নিত্যসিদ্ধ আচার্য্য। এ বৎসর গৌরজন্মদিবসে গৌরজন্মস্থলীতে আপনি শ্রীল প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত গৌড়ীয়মঠাচার্য্য বলিয়া প্রকাশিত, বিঘোষিত, অভিনন্দিত ও পূজিত হইলেও শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালেই শ্রীল প্রভুপাদ আপনাকে শত শত ক্ষেত্রে আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন; এমন কি, কোন কোন প্রচারক ও গৌড়ীয়মঠসেবককে আপনার কঠোর শাসনে শাসিত করিয়া আপনার দ্বারাই তাঁহাদিগকে সংশোধিত করাইয়াছেন। আমরা যেন শ্রীগুরুদেবাভিন্ন আপনার সেই অমায়ার শাসন-কৃপাদণ্ডে ধৃত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় নিত্যকাল নিযুক্ত থাকিতে পারি—ইহাই প্রার্থনা। ইতি ৯ই বৈশাখ, ১০৪৪ সন, রবিবার।

কৃপাভিখারী—আপনার অযোগ্যদাসাভাস
শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত নারায়ণগঞ্জবাসী সেবকবৃন্দ

———:০:———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস

শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর

নারায়ণগঞ্জে শুভাগমনোপলক্ষে

স্থানীয় অধিবাসিগণের

"শ্রদ্ধাভিনন্দন"

আচার্য্যবর, আপনি বিশ্ববিশ্রুত নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের যোগাত্রয় বিগ্রহরূপে তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত গৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাপতির পদে বৃত হইয়া নারায়ণগঞ্জে এই প্রথম শুভাগমন করিলেন। আপনার শ্রীগুরুদেব কিছুকাল পূর্ব্বে নারায়ণগঞ্জে শুভবিজয় করিয়া তাঁহার উপদেশবাণী কীর্ত্তন ও কৃপাপূর্ব্বক স্থানীয় অধিবাসিগণের শ্রদ্ধাভিনন্দন স্বীকার করিয়াছিলেন। আপনাকে তৎস্থলাভিষিক্ত দেখিয়া আপনার এপ্রদেশে শুভাগমনে আমরা সেইরূপ আচার্য্যোচিত অভিনন্দন প্রদান

করিবার সুযোগ দান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছি। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদের প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।

আচার্য্যদেব, বর্ত্তমানে পৃথিবীময় যে আন্তর্জাতিক সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, উহার নির্ব্বাপণ ও বিশ্বশান্তি আনয়নে প্রেমধর্ম্মের প্রচার ব্যতীত আর কিছুতেই সম্ভব নহে। আপনি প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পার্ষদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের বাণী ও প্রেমপ্রচারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও যোগ্যতম সেবক। আপনি শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ, গভীর বিদ্যায় বিভূষিত, ভগবানে পরম প্রেমিক ও লোকে দয়াময়। আপনার কঠোর ব্রহ্মচর্য্যচর্য্যা, নৈষ্ঠিক ভক্তসেবাপর ব্রতনিষ্ঠা, অমায়াচার-যাজনে অসাধারণ কঠোরতা, আপনার আদর্শ সুনির্ম্মল চরিত্র, ভগবানের শক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার অসংখ্য ভক্তিময় গুণ সত্ত্বেও কৃপাবশি সুলীলতা আপনাকে বর্ত্তমান যুগে যোগ্যতম গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-পদবীতে স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রকাশিত করিয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য, গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্ম নানা উপাধিব্যাধি আবৃত হইয়া মূর্খতা, ব্যভিচার ও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার আবাসস্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আপনার শ্রীগুরুদেব সেই মূর্খতা, ব্যভিচার ও অসৎসাম্প্রদায়িকতাকে নিরাস করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আপনাতেও আপনার শ্রীগুরুদেবের ন্যায় ভক্তিশাস্ত্রে ও সিদ্ধান্তে স্বাভাবিক অপরিসীম অদ্ভুত পাণ্ডিত্য, আদর্শ আচারপ্রচারময় সুনির্ম্মল চরিত্র ও আশ্চর্য্য ভগবদ্ভক্তির সার্ব্বজনীনতা প্রতিপাদনে স্বতঃসিদ্ধ অলৌকিক শক্তি, সনাতনধর্ম্মের যাবতীয় উপাধিকে বিনির্ম্মুক্ত করিয়া আবার বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের প্লাবন আনয়ন করিবে। আপনি যোগ্যতম গুরু যোগ্যতম শিষ্য। আপনি আপনার গুরুদেবের বাণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী। আপনি জয়যুক্ত হউন। ইতি সন ১০৫৪, ৯ই জ্যৈষ্ঠ।

নারায়ণগঞ্জবাসিগণের পক্ষে বিনয়াবনত নিবেদক—

শ্রীজ্ঞানমোহন পোদ্দার	শ্রীপ্রফুল্লকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনরেন্দ্রনাথ ধর	শ্রীবিনয়কৃষ্ণ রায় বি-এল
শ্রীসাধুচরণচন্দ্র রায় (উকিল)	শ্রীরাধাকান্ত বণিক বি-এ
শ্রীচুণীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (ডাক্তার)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ধর (ডাক্তার)
শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল	শ্রীরোহিণীভূষণ মুখোপাধ্যায় (উকিল)
শ্রীনগেন্দ্রচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল	শ্রীরাধিকামোহন সাহা সরকার (মার্চ্চেণ্ট)
শ্রীতারানাথ দে (হেড্ মাষ্টার নারায়ণগঞ্জ হাইস্কুল)	শ্রীজ্ঞানরঞ্জন সেনগুপ্ত বি-এল
শ্রীকণিভূষণ চক্র (হেড্ মাষ্টার রায় এডোয়ার্ড)	শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন সোম (মোক্তার)

———:০:———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

আচার্য্যবর্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের যোগ্যতমাধস্তন

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়দশমাধস্তনবর্য্য শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-

শুদ্ধ-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সংরক্ষকবর্য্য

শ্রীশ্রীমদনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুবরের শ্রীচরণকমলে

"ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি"

পরমারাধ্য আচার্য্যদেব! আজ ময়মনসিংহের অধিবাসী ও গৃহী ভক্তবৃন্দের পরম সৌভাগ্য ও আনন্দের দিন। আপনি আচার্য্যরূপে উদিত হইয়া কৃপাপূর্ব্বক সপার্ষদ এই নগরে শ্রীগৌরাঙ্গগৌড়ীয়মঠে প্রথম শুভপদার্পণ করিয়াছেন। আমরা আপনার শুভাগমনকে সাদরে অভিনন্দিত করিতেছি এবং আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের হৃদয়ের অকপট শ্রদ্ধা-ভক্তি ও দণ্ডবৎ-প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি।

হে স্বরূপ-রূপানুগ আচার্যবর্য! আমরা সাধু-শাস্ত্র-গুরুমুখ হইতে জানিতে পারিয়াছি, নিত্য পরমসত্য বাস্তব-বস্তু যেমনৈকসত্য—তিনি আয়ায়-পারম্পর্যে নিজ-তত্ত্ব জগতে প্রকাশ করেন। শ্রীসঙ্কর্ষণানুগত-বাহিনী গঙ্গা যেমন নিজ-প্রভুর চরণানুগ জগতে বিতরণ করেন, তদ্রূপ আয়ায়-ধারাও অবিচ্ছিন্নভাবে পরতত্ত্বানুগ জগতে প্রকাশ করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে বিনির্গত আয়ায়-ধারার দশম অবতন মূর্তবিগ্রহরূপে আপনার অনুভব।

দেশ-কালের অন্তরালে গঙ্গাধারার আত্মপ্রকাশের বৈচিত্র্য দৃষ্ট হইলেও তাহা এক অখণ্ড, অচ্ছিন্ন গঙ্গাপ্রবাহ। আয়ায়-ধারার প্রকাশ-বৈচিত্র্যেও তদ্রূপ একত্ব, অখণ্ডত্ব ও অচ্ছিন্নত্ব নিত্য অবস্থিত। ইহা শাস্ত্র ও সাধু-সম্মত সংসিদ্ধান্ত। অন্যথা শ্রুতি অনিত্য ও অপ্রতিষ্ঠ হইয়া পড়ে। আপনার পূর্বতনরূপে গৌড়ীয়গগনে সমুদিত পরমোজ্জ্বল আচার্যভাস্কর আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম জগদ্গুরু পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ইচ্ছাক্রমে নিজকে বিশ্বের ঘূর্ণবৃষ্টি হইতে সংগোপন করিলে আমরা তাঁহার বিরহে মর্মান্তিক ব্যথিত হইলেও তাঁহার নিত্য অখণ্ড কৃপাধারা 'অনন্তবাসুদেব'-স্বরূপে সংরক্ষিত জানিয়া নিজকে একেবারে নিরাশ ও নিরাশ্রয় মনে করি নাই। আপনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকট মনোহভীষ্ট পূর্বরূপে বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, আপনি শ্রীগৌরাঙ্গ-সিদ্ধান্তে অদ্বিতীয় পারঙ্গত, আপনি শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা জগতে কীর্তন করিবেন—আপনার সম্বন্ধে বেদিব বহু বাণী পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকট-কালে তদীয় শ্রীমুখে বহুস্থানে বহুবার স্বকর্ণে শুনিবার সৌভাগ্য ও সুযোগ আমাদের অনেকেরই হইয়াছে। আপনি বহু অকপট ভজন-পিপাসুকে সংশয়-সন্দেহ নিরাসপূর্বক ভজন-পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন—ইহা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালেও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। শাস্ত্র ও সিদ্ধান্তের উপদেশে ও বিচারে আপনি শ্রীল স্বরূপ-দামোদরের ন্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতীয় স্বরূপ—ইহা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটাবস্থায় সর্বদাই আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভবের ও আলোচনার বিষয় হইয়াছে। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রকট থাকিয়া স্বয়ং অনুক্ষণ হরিকথা কীর্তন করিলেও সকলেই কি আচারে, কি প্রচারে আপনার অনুকীর্তন-কৃপা-আনুকূল্য ও আনুগত্যের অপেক্ষা করিয়াছেন,—ইহাও আমরা নিয়ত লক্ষ্য করিয়াছি। সুতরাং এই সকল প্রত্যক্ষানুভূতি ও বাণী আমাদের হৃদয়ে সর্বদাই আশা ও আশ্বাসের সঞ্চার করিয়াছিল। এতৎসমস্ত কি আচার্যত্বের নিত্যতা ও অবিচ্ছিন্নতার পরিজ্ঞাপক নহে? আয়ায়-পারম্পর্যে শাশ্বত-সাম্প্রদায়িক আচার্যত্বের উত্তরাধিকার অপনাতেই বর্তিবে—এরূপ ধারণা তখন হইতেই সকল অকপট সত্যপিপাসুমাত্রেরই হৃদয়ে পূর্ণাসন উদিত হইয়াছিল। তাই আমরা সকলে অতীব আশান্বিত ও উৎকণ্ঠিত-হৃদয়ে আপনার শুভ আত্মপ্রকাশ-ক্ষণের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

হে আচার্য-প্রকাশ-বিগ্রহ! একই সূর্য যেমন মাসের ভাদ্রপদ সূর্যরূপে ও প্রাত্যহিক অভিনব সূর্যরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়া জগৎকে আলোকোদ্ভাসিত করে। সূর্যের পূর্বতন প্রকাশ লোক-চক্ষুর অন্তরালে গমন না করা পর্যন্ত সূর্যের পরকালীন প্রকাশ জগতে দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু সমগ্র জগৎ দিনাধিপতি সূর্যের চরণেই সমস্ত পূজা অর্পণ করিয়া থাকে। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকট-কালে আপনার সর্বক্ষণ আত্মগোপন-চেষ্টার মাধুর্য সকলের দৃষ্টি ও হৃদয়কে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিত। কিন্তু পূর্বতন আচার্যের লীলা-সংবরণে আপনার আত্ম প্রকাশ পূর্বোক্ত সংগোপন-চেষ্টা-মাধুর্যের আদৌ ব্যাঘাতক হয় নাই। আত্মগোপন ও আত্মপ্রকাশ উভয়ই একই সূত্রে গ্রথিত, একই ভাবে অনুপ্রাণিত, স্তুতি-নিন্দা-বৈরপেক্ষ্যে পূর্বাচার্যের পদাঙ্কের অকপট ঐকান্তিক অনুবৃত্তিই এই উভয়ের প্রাণ। 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি'—প্রকৃত ধৈর্য ও কর্তব্য-পালনে মৃদুতা—এই ভাব মহাজন-চরিত্রের স্বাভাবিক ও অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। তদ্রূপ তর্কানুগত্যবশে বিগত ফাল্গুন মাসে চাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে আচার্য-প্রকাশের শুভ যাবেতীয় উপস্থিত হইলে তখনকার আমরা আপনার আচার্যত্ব-ঘোষণার বাণীকে নিজ নিজ হৃদয়ের অকপট প্রেরণায় পরম-ভক্তিভরে ও আনন্দোল্লাসে মস্তকে ধারণ করিয়াছিলাম। শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোহভীষ্ট পরিপূরণার্থ সম্প্রদায়াচার্যরূপে আপনার আত্মপ্রকাশকে আমরা আমাদের স্ব স্ব পরমার্থ-জীবনের নিত্য আকাঙ্ক্ষিত ও অপরিহার্য পরম প্রয়োজনীয় বস্তু জানিয়া আপনার শ্রীপাদপদ্মকে পুনঃ পুনঃ অভিনন্দিত করিতেছি। আপনি অহৈতুকী কৃপায় আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।

হে পরমকরুণ আচার্য-প্রবর! আপনার নিষ্কিঞ্চনতাময়ী-নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতা আপাততঃ কঠোর প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ অতীব প্রেম ও কল্যাণময়। আপনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর ও শ্রীগুরু-পাদপদ্মের মনোহভীষ্ট-সংস্থাপনে ব্রতী হইয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী বাহুপূর্বক জগতের জীবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনরূপ অযাচিতদয়া করিতেছেন এবং আমাদের ন্যায় সকলকে অযোগ্যজনকে আপনার শ্রীপাদপদ্মের সুশীতল ছায়ায় নিত্য আশ্রয় প্রদান করিয়া আপনার দাসানুদাস-দাসত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন—আপনার শ্রীচরণে ইহাই আমাদের ঐকান্তিক ভিক্ষা।

বৈষ্ণবসিংহ
তাং ১৪ই চৈত্র, ১৩৪৪ সন।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবদাসানুদাসাভিধারী
শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ

—:০:—

শ্রীহরির্জয়তিতমাম্

শ্রীব্রহ্মমাধবগৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়াচার্য্য

শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর

মঙ্গলন্সিংহে শুভাগমনোপলক্ষে

শ্রদ্ধাভিনন্দন

হে গৌড়ীয়মঠাচার্য্য! আপনার শ্রীগুরুদেব গোলোকগত পরমহংস শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই মঙ্গলন্সিংহে দুইবার শুভ পদার্পণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আচরিত-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। আপনি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত যোগ্যতম আচার্য্যরূপে তাঁহার পদাঙ্কানুসরণে এই নগরে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচারার্থ প্রথম শুভাগমন করিয়াছেন। ইহা আমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্য ও আনন্দের বিষয়। আমরা এই নগরবাসীর পক্ষ হইতে আপনাকে সপ্রেম অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

হে আচার্য্যবর! আপনার শ্রীগুরুদেব অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতের সর্ব্বত্র এবং সুদূর পাশ্চাত্যদেশেও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পরমোজ্জ্বল প্রেমধর্ম্মের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া ধর্ম্মপিপাসু জনগণের ও জনসাধারণের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সংস্থাপিত গৌড়ীয়মিশন ও তৎপ্রবর্ত্তিত প্রচারধারা গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মের সুনির্ম্মলতা সম্পাদনপূর্ব্বক উহাকে নিজ সমুন্নত গৌরবাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ফলে বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলনেও ইহার স্থান হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম শুধু বাঙ্গালার নহে—সমগ্র ভারতেরও পরম গৌরবের বস্তু। এই অপূর্ব্ব প্রেমধর্ম্মের বার্ত্তা যথার্থভাবে প্রচারিত ও গৃহীত হইলে ইহারই বিজয়-বৈজয়ন্তীতলে সমগ্র বিশ্ববাসীর মহামিলন সম্ভব। আপনি আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ও শুদ্ধভক্ত সেবকরূপে শ্রীগুরুদেবের চরণপ্রান্তে ছায়ার ন্যায় সর্ব্বক্ষণ অবস্থান করতঃ শ্রীগুরুমুখ হইতে অশেষ শাস্ত্রতাৎপর্য্যে ও ভাগবতসিদ্ধান্তে সুশিক্ষিত হইয়া তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডারের যোগ্যতম আধার হইয়াছেন। আপনার পাণ্ডিত্য ও অন্তর্দৃষ্টি, শুষ্ক বৈরাগ্য, প্রেমভক্তির নির্ম্মল আচার-প্রচারে নিষ্ঠা, নিরভিমানতা ও নিরপেক্ষতা প্রভৃতি নানা সদ্গুণরাশি আপনাকে সর্ব্বতোভাবে বিশ্বজন প্রেমধর্ম্মের বিজয়-পতাকা বহন করিবার পূর্ণ যোগ্যতা প্রদান করিয়াছে। আপনি যোগ্যতম আচার্য্যরূপে সেই বিজয়পতাকা সমুন্নত ও সমুজ্জ্বল রাখিবেন—ইহা আমাদের আন্তরিক আশা ও ভরসা।

হে মহান্! মহাপুরুষগণ কালে কালে জগতে উদিত হইয়া সনাতন ধর্ম্মের নির্ম্মলতা ও উজ্জ্বলতা সম্পাদন করেন। কিন্তু মায়ার এমনই প্রভাব যে, দেখিতে দেখিতে নানা গ্লানি আসিয়া ধর্ম্মকে আবৃত করিয়া ফেলে। মহাপুরুষগণ সেই মালিন্য-সম্মার্জ্জনকার্য্যে ব্রতী হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করেন। তদ্রূপ পরিব্রাজক আচার্য্যরূপে এই নগরে আপনার

শুভাগমন আমাদের প্রভূত কল্যাণেরই হেতু—সন্দেহ নাই। আমরা এই সামান্য অভিনন্দনদ্বারা আপনাকে আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। ইতি—১৪ই বৈশাখ, ১৩৪৪ সন।

মহামনসিংহবাসী সজ্জনগণের পক্ষে বিনয়াবনত—

শ্রীঅরুণচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা বাহাদুর এম, এ, জমিদার)　　শ্রীদীনেশচন্দ্র গুহ (বি, এল)
শ্রীমহিমচন্দ্র রায় (এম,এ, বি, এল, প্রেসিডেন্ট রায়-লাইব্রেরী)　　শ্রীঅমিতকুমার ঘোষ (বি, এল, মিউনিসিপাল কমিশনার)
শ্রীসুধাংশুবন্ধু চক্রবর্ত্তী (এম, এ, প্রিন্সিপাল)　　শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (মোক্তার)
শ্রীঅজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (এম, এ, অধ্যাপক)　　শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী (ডাক্তার, মিউনিসিপাল কমিশনার)
শ্রীপ্রাণকুমার চক্রবর্ত্তী(বি, এ, জমিদার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট)　　শ্রীউপেন্দ্রলাল রায় (বি, এল, মার্চ্চেণ্ট)
শ্রীঅক্ষয়কুমার বসুমদার (এম, এ, বি, এল)　　শ্রীঅশ্বিনীকুমার দে (মার্চ্চেণ্ট)
শ্রীঅশ্বিনীকুমার চৌধুরী (মোক্তার)　　শ্রীকানাইলাল আগরওয়ালা (মার্চ্চেণ্ট)
শ্রীযোগেশচন্দ্র আচার্য্য (কবিরাজ)　　শ্রীগাউলরাম মুনরাথ (মার্চ্চেণ্ট)
শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (কবিরাজ)　　শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ডাক্তার)
শ্রীতারকচন্দ্র স্মৃতিভূষণ (অধ্যাপক)　　শ্রীকানাইলাল সাহা (মার্চ্চেণ্ট)
শ্রীঅঘোরবন্ধু গুহ (বি, এল, চেয়ারম্যান মিউনিসিপালিটী)　　শ্রীরাধানাথ বসু (বি, এল)
শ্রীউমেশচন্দ্র চাকলাদার (রায়বাহাদুর)　　শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (এম, এ, বি, এল)
শ্রীরাজেন্দ্রকুমার উকিল (বি, এল, সেক্রেটারী ধর্ম্মসভা)　　শ্রীসুরেন্দ্রবিনোদ চক্রবর্ত্তী (এম, এ, পি এইচ্, ডি, অধ্যাপক)
শ্রীপ্রিয়নাথ সেন (বি, এ, হেড্ মাষ্টার)　　শ্রীবিনয়ভূষণ রায় (এম, এ, বি, এল, মিউনিসিপাল কমিশনার)

———:০:———

শ্রীশ্রীগোপালদেবো জয়তি

বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের

স্থলাভিষিক্ত বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য

শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর

শুভাগমনোপলক্ষে

অভিনন্দন-পত্র

আচার্য্যবর্য্য, আপনি আপনার গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্তর্দ্ধানে তৎস্থলাভিষিক্ত আচার্য্যরূপে শ্রীগৌরজন্মোৎসবের সময় শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রকাশিত ও বিঘোষিত হইয়াছেন। ইহাতে আমরা যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। আপনার শ্রীগুরুদেবের প্রকটকালেও আমরা আপনাকে তাঁহার যোগ্যতম শিষ্য ও আচার্য্যের কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে সুদক্ষ দেখিয়াছি। আপনার গুরুদেবের ন্যায় আপনাতেও শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-নিপুণতা, পরমেশ্বরে ঐকান্তিক প্রেম, জীবে দয়া, ভগবদ্ধামে আত্যন্তিকী নিষ্ঠা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। আপনার কৃপায় বহুলোক আত্মবদলের পথ ও আচার্য্য-সেবা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আচার্য্যদেব, কদমপুরে এই গোপালজীর সেবা খুব প্রাচীন। এই ক্ষুদ্র জনপদের অধিবাসীকে আপনি আচার্য্যরূপে উদিত হইয়া বিশেষ উৎসাহিত ও গোপালজীর সেবায় অধিকতর প্রোৎসাহিত করিলেন। বিশেষতঃ

এই স্থান আপনার শুভপদার্পণে পুনরায় মহাতীর্থে পরিণত হইল। আমরা এই ক্ষুদ্র অভিনন্দন-পত্রদ্বারা আপনাকে শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাপতি বলিয়া বরণ করিতেছি। তাং ২৭শে মে ১৯৩৭, ১২ই জৈষ্ঠ ১৩৪৪

বিনীত নিবেদক—

কমলাপুর-শ্রীগৌরাঙ্গমঠের সেবকবৃন্দ ও কমলাপুর গ্রামের সজ্জনবৃন্দের পক্ষ হইতে—

শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী	শ্রীঅনাথবন্ধু কর
শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাসাধিকারী	শ্রীশ্রীশচন্দ্র বসু
শ্রীবিনোদমোহন দে	শ্রীগোপেন্দ্র দে
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	শ্রীশ্রীনাথ সরকার
শ্রীউমাকান্ত সোম	শ্রীখগেন্দ্রচন্দ্র বসু
শ্রীইন্দ্রকুমার দে	শ্রীঅক্ষয়কুমার দে
শ্রীরমেশচন্দ্র দে সরকার	শ্রীনীলমণি দে

—:o:—

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয়

গত ৩১শে মে, ১৯৩৭ সোমবার প্রাতঃ ৭টা ৩৪ মিনিটের সময় শিয়ালদহ-প্যাসেঞ্জারে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য-ভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত যোগ্যতম অনন্তশ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরিব্রাজকবর প্রভু শ্রীধাম মায়াপুর, অলোয়া (ময়মনসিংহ), ঢাকা, কমলাপুর, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে মঠাশ্রিত ভক্ত ও স্থানীয় সজ্জনগণ-কর্ত্তৃক বিশেষভাবে অভিনন্দিত হইয়া সম্প্রতি ময়মনসিংহ শ্রীগঙ্গাধরগৌড়ীয়মঠ হইতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনি ও উচ্চ সংকীর্ত্তনের মধ্যে শুভপদার্পণ করিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত আসিয়াছেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবদ্বীপ বিদ্যার্ণব বি-এ কাব্যতীর্থ, অলোয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈত্রের ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত কিশোরী-মোহন বসু বি-এ, কুমার শ্রীযুক্ত প্রভাতকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী এবং শ্রীঠাকুর দাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমদ্ অনন্তদেব ভক্তিবিধুর ও শ্রীপ্রভুচরণ ব্রহ্মচারী রাণাঘাটে নামিয়া শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করিয়াছেন। ঐ দিবসই ঢাকা হইতে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত স্থপতি-রঞ্জন নাগ এম-এ বি-এল মহোদয় এবং পরদিবস ময়মনসিংহ হইতে আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ মহেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল মহোদয়ও শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুব্রজ্যা করিয়াছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবকে সম্বর্দ্ধনার নিমিত্ত বিরাটগঞ্জ ষ্টেশনে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার গভর্ণিংবডির সভাপতি ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজের আনুগত্যে আকর মঠরাজ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ এবং তদনুগ কলিকাতা, কৃষ্ণনগর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বোম্বে, মাদ্রাজ, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি স্থানের মঠবাসী ও মঠাশ্রিত ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারী ভক্তবৃন্দ তথা বহু সম্ভ্রান্ত সজ্জন প্রায় অর্দ্ধশত মোটরযান ও পুষ্পমাল্যাদির সহিত সমবেত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব ষ্টেশনে উপনীত হইলে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে সমবেত প্রত্যেক ভক্ত ও সজ্জন শ্রীল আচার্য্যদেবের গলদেশ পুষ্পমালো বিভূষিত করিয়া আচার্য্যোচিত সম্বর্দ্ধনা করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের তোরণেও মঠবাসী ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তন-মুখে শ্রীআচার্য্যদেবকে শ্রীতুলসীমালাদ্বারা অভ্যর্থনা করেন। বড়ই আনন্দের বিষয়, 'গুরুদেব, কৃপাবিন্দু দিয়া' এই গীতিটির "কৃপা না হ'লে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব আর" এই শেষ পদটি কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীআচার্য্যদেব মঠের তোরণে মোটর-যান হইতে অবতরণ করেন। শ্রোত্রীয় শ্রীপাদ

সখীচরণ ভক্তিবিনয় প্রভৃতি ঘোটক-খানিই আচার্য-পাদপদ্ম বহনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। ঘোটক খানি সুসজ্জিত পরমপূজ্যপাদ দ্বারা অতি উত্তমরূপে সজ্জিত হইয়াছিল। শ্রীল আচার্যদেবের কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে মঠের আচার্যরূপে এই সর্বপ্রথম শুভবিজয়। তাঁহার শুভবিজয়ে ভক্তগণের হৃদয় নিত্য নবনব উৎসব-ময় হইয়াছে। শঙ্খ-ঘণ্টা-মৃদঙ্গ-করতালাদি ধ্বনির সহিত কৃষ্ণ-কীর্তন-ধ্বনিতে সমস্ত মঠ মুখরিত হইয়াছে। শ্রীল আচার্যদেব শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণতি ও সঙ্কীর্তনমুখে শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীনামহট্ট-প্রবণ-সদনে উপস্থিত হন। আচার্যদেবের শ্রীমন্দির-পরিক্রমা-কালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজের নির্দেশানুসারে 'হরি বলে মোদের গৌর এলো' প্রভৃতি নিতান্ত-সঙ্গত সময়োপযোগী আখর সহযোগে কীর্তিত হইয়াছিল। শ্রীল আচার্যদেবকে অভ্যর্থনার নিমিত্ত পূর্ব হইতেই শ্রীনামহট্ট-প্রবণসদনে একটি মহতী সভার আয়োজন হইয়াছিল। শ্রীল আচার্যদেব বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে সভা-মঞ্চোপরি নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ পূর্বক সমবেত সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারী ভক্তবৃন্দকে এবং স্থানীয় অধিবাসী সজ্জনবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীজগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীর মূর্ত-কীর্তন-বিগ্রহ আচার্যদেবের শ্রীমুখে কুতার্কাজ্ঞানতিমিরনাশক শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তময়ী প্রবণ করিয়া সভায় উপস্থিত প্রত্যেক সত্যপিপাসু সজ্জন আন্তরিক ভাবে আপনাদিগকে কৃত-কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন। অন্যাভিলাষিতাশূন্য জ্ঞান-কর্মাদ্যনাবৃত শুদ্ধভক্তির যজন-যাজনই যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহা আচার্যদেব বিশেষভাবে মর্মস্পর্শী ভাষায় কীর্তন করেন। (এই বক্তৃতার মর্ম সময়ান্তরে প্রকাশিত হইবে।) তাঁহার বক্তৃতার পর স্কটিশ চার্চ-কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু মহোদয় বলেন,—

প্রভুর আচার্যদেব, উপস্থিত সজ্জন মহোদয়গণ! অদ্যকার এই মহতীসভায় যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করিয়া আমি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছি। শ্রীগৌড়ীয়মঠের পরমপূজ্যপাদ আচার্যদেব আমাদিগকে যে মহদুপদেশ প্রবণের অধিকার প্রদান করিলেন, তাহা অহঙ্কারবিমূঢ় ক্ষুদ্রজীব কখনও তাহার নিষ্কপটে উপলব্ধি করিতে পারে না, তাঁহাদের ন্যায় কৃপাবৎসলের সঙ্গলাভ ও কৃপাশীর্বাদ-বাঞ্ছিত। তাঁহাদেরই একান্ত অনুগ্রহ-প্রভাবে যাহাতে উহা আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্তি লাভ করে, তাহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনার বিষয় হউক। যে-মুহূর্তে আমরা শ্রীল আচার্যদেব-কথিত কৈতবা, অহৈতুকী, উত্তমা ভক্তির কথা ছাড়িয়া—নিজ স্বরূপের কথা ভুলিয়া অন্যাভিলাষী হইয়া পড়িব, ক্ষুদ্র আত্মাভিমান আসিয়া আমা-দিগকে যাহা দিবে, সে মুহূর্তে আর আমাদিগের শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিবার অধিকার থাকিবে না। আচার্যদেব আজ আমাদিগকে প্রকৃত গৌড়ীয়মঠ ও প্রকৃত মঠবাসী সম্বন্ধে যে মহামূল্য উপদেশ প্রদান করিলেন, তাহাতে আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিলাম। আমাদের প্রার্থনা, তাঁহাদের মত মহাপুরুষের সান্নিধ্যে থাকিয়া যেন প্রকৃত আত্মেন্দ্রিয়-জ্ঞানের সৌভাগ্য বরণ করিতে পারি। শ্রীল আচার্যদেব আমাদিগকে শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সম্বন্ধে যে অপূর্ব ব্যাখ্যা শুনাইলেন, সে-ভাবে ভাবিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের বিচার বরণপূর্বক যেন প্রকৃতভাবে শ্রীগৌড়ীয়মঠে যোগদান করিতে পারি। শ্রীআচার্যদেবের অন্তকার অমূল্য উপদেশের জন্য আমরা কি ভাষায় তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, তাহা খুঁজিয়া পাই না। তাঁহার কৃপাশীর্বাদই আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয়।

অতঃপর ত্রিদণ্ডাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সমবেত সজ্জনমণ্ডলীকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন মুখে সমগ্র নগরবাসী সজ্জনবৃন্দের নিকট বৈকুণ্ঠকথা —বৈকুণ্ঠনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দনের কথা প্রবণের আবেদন জ্ঞাপন করেন। বৃন্দাবন, মথুরা, পাটনা, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, কটক, ময়মনসিংহ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মেদিনীপুর, পাণ্ডুয়া, ২৪ পরগণা প্রভৃতি স্থানের শত শত ভক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীল আচার্যদেবকে সম্বর্ধনার নিমিত্ত যে সমস্ত ভক্ত ও সজ্জনবৃন্দ শিয়ালদহ ষ্টেশনে উপস্থিত হন, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত নাম সমূহ উল্লেখযোগ্য :—

পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, মাদ্রাজ হইতে শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ,

শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমী মহারাজ হরিদ্বার হইতে শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ; আলিপুর হইতে শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর বাটক মহারাজ, পরমপূজ্য বক্তির সকল কটক রাভেন্সা কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক আচার্য্য মহাভাগবতোপদেশক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ, ভক্তিসুধাকর, শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ; শ্রীপাদ অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ; কুমার শ্রীযুক্ত প্রভাতরুদ্র দেব বাহাদুর; পরমপূজ্য বক্তির সকল শ্রীপাদ জগদ্ভারণ ভক্তিবান্ধব বি-এ; শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক; কটক হইতে শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদমল্লিকপুর দাসাধিকারী; ডাঃ শ্রীনিত্যবিহারী দাস এম, বি: কবিরাজ শ্রীলোচনানন্দ ঠাকুর, শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী, শ্রীসত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় শ্রীমাধবলাল বিশ্বাস, বাঙ্কুরা বস্ত্রালয়ের প্রোপ্রাইটার, শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী বি, এল, হরিদ্বার; শ্রীকিতীশচন্দ্র বসু প্রোপ্রাইটর বলডুইন কোং; শ্রীনিবাসচন্দ্র ভড় মার্চেন্ট, শ্রীগোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন শ্রীগৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীবালগোবিন্দ পাল বি, এ, শ্রীকৃষ্ণদেব ব্রহ্ম, পরমপূজ্য বক্তির সকল জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্রীসতীচরণ রায় ভক্তিবিজয়; শ্রীপ্রমথনাথ রায়, শ্রীকৃষ্ণদাস রায়, শ্রীনিতাইদাস রায়, মহামহোপদেশক শ্রীকিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক শ্রীনারায়ণ দাস মুখোপাধ্যায়; শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়; শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী; শ্রীরসিকলাল দেব বর্ম্মণ, শ্রীসুধীন্দ্রে দাসাধিকারী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী; ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিসুহৃদ এল-এম-এফ; গয়া হইতে শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী; কাশী হইতে শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী; বোম্বে মঠের শ্রীঅপ্রমেয় দাসাধিকারী, ঐ শ্রীমনোরমানন্দ ব্রহ্মচারী; ঐ শ্রীনিত্যাইদাস ব্রহ্মচারী, প্রয়াগের শ্রীমধুসূদনানন্দ ব্রহ্মচারী, মথুরা হইতে শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী; শ্রীসুদর্শনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী; শ্রীঅমৃতানন্দ দাসাধিকারী সেবাবিলাস, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী; শ্রীসৌম্যেন্দু ব্রহ্মচারী, বারাণসী হইতে শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী; কৃষ্ণনগর ভাগবত আশ্রম হইতে শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ডাঃ ডি, সি ঘোষ ইত্যাদি।

শ্রীল আচার্যাদেব রাধাঘাট ষ্টেসনে পৌঁছিলে শ্রীধাম মায়াপুর হইতে সমবেত শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিসুহৃদ, শ্রীপাদ মল্লবিনোদ ভক্তিবেদান্তি ও শ্রীপাদ রাধিকারমণ ব্রহ্মচারীগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিসহ আচার্যাদেবকে পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা অভিনন্দিত করেন।

অভিনন্দন-সভায় যে-সকল সজ্জন ও মঠাশ্রিত ভক্ত উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মাত্র কতিপয়ের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

শ্রীমন্মথনাথ বসু, কটক চার্চ্চ কলেজের অধ্যাপক; শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী বি,এল, শ্রীবাদিমোহন রায় চৌধুরী; শ্রীনারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়; শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি-এল; শ্রীসতীশকুমার মল্লিক, শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শিক্ষক, কবিরাজ শ্রীলোচনানন্দ ঠাকুর, শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী, শ্রীসত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়; ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ; বেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ-রক্ষক ও হরিদ্বার শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়মঠ-রক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, অন্ধ্রদেশ কৃষ্ণাগুন্টুরনগরস্থ রক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমী মহারাজ; শ্রীমদ্ভক্তি-রক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ শ্রৌতী মহারাজ; শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর বাটক মহারাজ, কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠরক্ষক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ, ভক্তিসুধাকর, আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ-রক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবা-বিগ্রহ; নবদ্বীপ শ্রীঈশোদ্যান গৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষ-রক্ষক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, পরমপূজ্য বক্তির সকল উপদেশক শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন, পরমপূজ্য বক্তির সকল শ্রীপাদ জগদ্ভারণ দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, মহোপদেশক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বিদ্যাবিনোদ, জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্রীপাদ সতীচরণ রায় ভক্তিবিজয়; শ্রীপাদ অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ; শ্রীপাদ কিশোরীমোহন বসু বি-এ; শ্রীযুক্ত সচীনাথ রায় চৌধুরী অম্বিকার, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কীরোদচন্দ্র সেন বি-ই; শ্রীপাদ নবদ্বীপদাস বিদ্যাসাগর বি-এ; শ্রীপাদ বিলাস-বিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, উপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিবৈদ্যের ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ অনিরুদ্ধ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ ত্রিগুণানাথ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীপাদ ভূদেব ব্রহ্ম ; উপদেশক শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল ; প্রয়াগ-গৌড়ীয়-মঠরক্ষক শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ; মথুরা মঠের শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী ; শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিমধুর ; কাশী-শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠরক্ষক শ্রীপাদ বাদরায়ানন্দ ব্রহ্মচারী ; বৃন্দাবনমঠের শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী ; কুমার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার দেব ; শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্রীব্রজমোহনসুন্দরকুণ্ড-রক্ষক শ্রীঅমৃতানন্দ দাসাধিকারী ; শ্রীপাদ রেবতীরমণ ব্রহ্মচারী ; মধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠরক্ষক শ্রীপাদ গোবিন্দদাস বাবাজী ; শ্রীপাদ ভূতত্বৎ ব্রহ্মচারী ; শ্রীঅনিলরুদ্ধ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপলাল মুখোপাধ্যায় ; শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী ; শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাসাধিকারী ; শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী ইত্যাদি।

সভা-ভঙ্গের পর আচার্য্যদেব বিতলস্থ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমন্দিরে দণ্ডবৎপ্রণতি করিয়া নিজপ্রকোষ্ঠে শুভবিজয় করেন। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপাত্র ভাগবতরত্ন শ্রীপাদ গৌরহরি বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তি-মঙ্গল মহোদয় আচার্য্যদেবের সেবার জন্য নূতন শয্যা আসন ও অন্যান্য সরঞ্জাম প্রদান করেন এবং রাত্রে মহোৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবায় তাঁহার নিষ্কপট আর্ত্তি আদর্শ-স্থানীয়।

—:০:—

বিবিধ প্রসঙ্গ

লণ্ডন-গৌড়ীয়মিশন-প্রচারকদ্বয়ের রাজ-দম্পতী-সম্বর্দ্ধনায় আমন্ত্রণ

To have the honour to meet their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Gloucester.

His Majesty's Government in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland request the honour of the company of Pandit A. B. Goswami, Missionary-in-Charge, Gaudiya Mission, London at a reception at the India Office, on Tuesday, the 18th May, 1937, at 10 P. M.

The Secretary of State for India and the Marchioness of Zetland, will receive the guests.

An early answer is requested to the Secretary, Government Hospitality, Treasury Chambers, White-hall, S. W. I. (Telephone, Whitehall 1461)

Evening dress
with decoration

—:০:—

The Gaudiya Mission, London

শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকর্ত্তৃক সম্পাদিত ও লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন হইতে প্রকাশিত "দি গৌড়ীয়-মিশন, লণ্ডন" নামক একখানি ইংরাজী পুস্তিকা আমরা প্রাপ্ত হইলাম। গৌড়ীয়-জগতের মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু—যিনি শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক বিলাতের Missionary-in-chargeরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছেন — তিনি বিলাতে গমন করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে যে ভাবে প্রচার করিতেছেন, তাহাতে এক নবজাগরণ আসিয়াছে। তাঁহার অনাড়ম্বর আদর্শ চরিত্র, নৈষ্ঠিক গুরুসেবাময় ব্যক্তিত্ব, বাগ্মিতা, অকপটতা, শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট প্রচারে অদম্য উৎসাহ সত্বা সহজই তাঁহাকে London এর Missionary in-chargeরূপে প্রকাশ করিয়াছে। উক্ত পুস্তিকায় অতি সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত ও শ্রীচৈতন্যমঠাদির শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য বিশেষ নিপুণতার সহিত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বহু শিক্ষিত ও সত্যানুসন্ধিৎসু-ব্যক্তি এই পুস্তিকাটির বিশেষ প্রশংসা করিতেছেন। দর্শনশাস্ত্রের কৃতপুণ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি, এল মহাশয় এই পুস্তিকাটিকে একটি আদর্শ-গৌরবান্ গ্রন্থ বলিতেছেন।

Sir Francis Young Husband, K. C. S. I. আগামী ২৪শে জুলাই শনিবার সন্ধ্যা ৮-৩০ মিনিটের সময় Oxford Town Hall এ "The world's Need of Religion" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য "World Congress of Faiths" এর পক্ষ হইতে শ্রীল গোস্বামী প্রভুকে আহ্বান করিয়াছেন।

Mrs Constance M. Beach নামক একটি বিদুষী ইংরাজ মহিলা গত ৩রা মে তারিখে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে আসিয়া ৪ইঘণ্টাকাল অবিরথা শ্রবণ করিয়াছেন এবং নানা প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন।

Mr. Arthur Lawson of the 'Star'—(লণ্ডনের বিখ্যাত দৈনিকপত্র) গত ১৮ই April লণ্ডন গৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ অধ্যাপক অভিলাষ প্রভুর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন।

—:•:—

লণ্ডনের পত্র

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট লিখিত

135, Dalstone Lane
Hacteney, London. E 8
April 30th. 1937.

His Grace M. M. Pandit Ananta Vasudev Vidyabhusan B. A.
Dear Prabhuji.

Kindly excuse me for intruding on your valuable time, but the impression made upon my heart by my affectionate Master Pandit Goswamiji about your Holiness, has given me a desire to write to you and I crave your blessings for my eternal welfare.

I have heard my Master speaking of Your Grace so highly as to place you just below the throne of his Divine Master and he has several times told me that you are the best friend he has in this world. My heart, therefore, seeks to approach you for necessary instructions regarding my eternal welfare.

The meeting at the Caxton Hall on April 26th was a very successful one. Lord Zetland and all there present highly appreciated the transcendental beauty of Pandit Goswamiji's utterances. It was simply brilliant and most impressive, and he is the right man in the right place. We in the west have much to learn from him.

With my most humble obeisances I am your humble servant.

(Sd) Celia Bowtell

শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু-সমীপে মাননীয় স্যর ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজব্যাণ্ড, মহোদয়ের পত্র অক্সফোর্ডের বিশ্বধর্ম্ম-মহাসভায় গোস্বামি-প্রভুর বক্তৃতা

World Congress of Faiths.

Oxford Congress, July 23rd to 27th, 1937

Balliol & Somerville Colleges

International President
H. H. The Maharaja Gaekwar of Baroda.

Chairman—Sir Francis younghusband.
Secretary—Arthur Jackman.

Public meetihg
at Town Hall, Oxford
Saturday, July 24th, 8. P. M,

17 Bedford Square
London W. C.
30 April, 37.

Dear Mr. Goswami,

In continuation of the World Congress of Faiths which was held in London last July, we are holding another congress in Oxford between July 23rd and 27th. The general subject is "The world's need of Religion" which will be considered under different aspects; and we will be very grateful if you would do us the favour of delivering an address at a public meeting devoted to the consideration of "The world's need of Religion" on Saturday, July 24 at 8. 30 p. m.

We are inviting representative spokesmen of all the great religions to deliver addresses. As at last year's congress each of these will be followed by a discussion. And basing our hopes on previous experience we are confident that keen interest will be aroused among persons whose interest is most worth gaining.

addresses be subsequently

Yours sincerely,
Sd/-Francis Younghusband.

Mr. A. B. Goswami
Missionary-in-charge,
Gaudiya Mission, London.

—:o:—

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে দৈনিক হরিকথা-কীর্ত্তনের তালিকা

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা, সভাপতি ও আচার্য্যপ্রবর নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের তৃতীয়াভিমুখে বর্ত্তমান আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমনের পর তাঁহারই নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমঠের "সারস্বত প্রবণ-সদনে" নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে প্রত্যহ "হরিকথা-কীর্ত্তন" অনুষ্ঠিত হইতেছে, এবং নিম্নলিখিত অভিভাষণসকল প্রদত্ত হইবে। এই সকল অনুষ্ঠানে সজ্জনবৃন্দের যোগদান সাদরে প্রার্থনীয়।

১। মঙ্গলারাত্রিক ও কীর্ত্তন—প্রাতঃ ৫টা হইতে ৬টা।

২। শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা—

(শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিবৈরেয়)—
প্রাতঃ ৬টা হইতে ৭টা।

৩। কীর্ত্তন— প্রাতঃ ৭টা—৭-৩০টা

৪। ইষ্টগোষ্ঠী—প্রাতঃ ৭-৩০—৯-৩০টা।

৫। অর্চ্চন ও ভোগরাগিক—
প্রাতঃ ৯-৩০টা—১২-৩০টা

৬। পারমার্থিক ইষ্টগোষ্ঠী—(শ্রীপাদ বন্ধুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল ও শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী)—
মধ্যাহ্নে ১২-৩০—২-৩০ টা।

৭। শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন— অপরাহ্ণ ৩টা হইতে—

৮। শ্রীগীতা ও উপনিষদের ব্যাখ্যান—

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নবকান্ত বিদ্যাসাগর বি, এ, কাব্যতীর্থ) „ ২-৩০ টা—৪ টা

শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত
সাক্ষাৎকার „ ৪ টা—৬ টা

১০। প্রবোধঃ—(শ্রীপাদ শ্রীধরমহারাজ, শ্রীপাদ ঔডুলোমি মহারাজ, শ্রীপাদ সাগর মহারাজ)
„ ৬ টা—৭ টা

১১। সন্ধ্যারাত্রিক ও কীর্ত্তন—
সন্ধ্যা ৭ টা—৭-৩০ টা

১২। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা—রাত্রি ৭-৩০টা—৯টা।

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ)

১৩। কীর্ত্তন…
(শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী) ৯ টা—১০-৩০টা।

১৪। শয়নারাত্রিক— ১০-৩০টা—১০টা।

বক্তৃতা

সময়—৬ই জুন রবিবার সন্ধ্যা—৭টা ৩০ মিঃ
বিষয়—"ধর্ম্মশাস্ত্রে শ্রীমদ্ভাগবতের স্থান"
বক্তা—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ (সম্প্রতি যাজপুর হইতে আগত)

সময়—৮ই জুন মঙ্গলবার সন্ধ্যা—৭-৩০ মিঃ
বিষয়—"গীতার ভক্তি"
বক্তা—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিদর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ (সম্প্রতি বেহুণ হইতে আগত)

৩। সময়—১০ই জুন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিঃ
বিষয়—"আচার্য্য শঙ্কর ও শ্রীচৈতন্যদেব"
বক্তা—শ্রীপাদ বন্ধুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল (ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক)

(২৫)

চয়ন

GAUDIYA MISSION IN LONDON
LORD ZETLAND'S TRIBUTE TO PANDIT GOSWAMI

By Air Mail, London, May 15.

["পাইওনীয়ার"—২৩শে মে ১৯৩৭ মঙ্গলবার]

Mahamahopadeshak Pandit A. B. Goswami Bhaktisastri (Hindu preacher) Missionary-in-Charge, Gaudiya Mission, London recently delivered a lecture on 'Devotion to God' at Caxton Hall under the presidency of the Secretary of State for India. Among those present were Lord Lamington, and Mrs. Rhys Davids.

After the lecture which was much appreciated the Marquess of Zetland said, "I feel that the address this afternoon calls for too much reflection to enable me to comment usefully upon it and I should like to express the gratitude of this audience to Pandit A. B. Goswami and to wish him a continuous happiness during his stay here in this country".—Reuter.

ঢাকায় গৌড়ীয়মঠাচার্য্য—

["আয়ত্ত-শাসন"—৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪ শনিবার]

বিশ্বহিতৈষী ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ যিনি অল্পদিন হয় নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারই স্থলাভিষিক্ত, ভারত ও বহির্ভারতের সর্ব্বত্র স্বীকৃত যোগ্যতম তত্ত্বজ্ঞ সেবকবর শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-আচার্য্যসমাজস্থ শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ ঢাকায় শুভাগমন-উপলক্ষে ইণ্ডিয়ান্ মিরার ষ্ট্রীটের সম্মুখে ও মঠের সম্মুখে নানাবিধ পত্রপুষ্প-সমন্বিত পতাকাশোভিত দুইটি তোরণ-দ্বার নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং সহরের বিখ্যাত রাস্তার উপর দিয়া এক বিরাট্ মিছিল বাহির হইয়াছিল। আচার্য্যদেব ঢাকানগরীর নাহিকাঙ্ক্ষিত শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক অনবরত ভুবনমঙ্গল হরিকথামৃত বিতরণ করিতেছেন। সর্ব্বক্ষণ বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট আগমন করিয়া তাঁহাদের হৃদয়স্থিত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সন্দেহের মীমাংসা করিয়া লইতেছেন। এতদুপলক্ষে গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে ঢাকাবাসীর ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মের পালক জগদ্গুরু-সংবর্দ্ধনার্থ এক বিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বহু শিক্ষিত জমিদার, ব্যবসায়ী, উকিল, মোক্তার, প্রফেসার ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ও মহিলাদের আগমনে সুসজ্জিত সভামণ্ডপটি পূর্ণ হইয়াছিল। ঢাকানগরীর জন-সাধারণের পক্ষ হইতে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান রায় সন্তোষনাথ দাস বাহাদুর জমিদার মহাশয় আচার্য্য বন্দনা করিয়া একটি বিবিধ কারুকার্য্যখচিত রৌপ্যাধারে অভিনন্দন প্রদান করেন। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সেবক-বৃন্দ ও মহিলাদের তরফ হইতেও দুইটি অভিনন্দন প্রদত্ত হয়। তৎপর বার লাইব্রেরীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র-নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় এবং ঢাকার বিখ্যাত পরিবারের জমিদার ও 'শান্তি' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাস মহাশয় আচার্য্যদেবকে যে কৃপাপূর্ব্বক ঢাকায় আগমন করিয়াছেন, তজ্জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া স্বাগতিপূর্ব্ব বক্তৃতা করেন। তাঁহারা তাঁহাদের বক্তৃতায় আচার্য্যদেব-সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করেন এবং আচার্য্যদেবের প্রচারক্ষেত্র ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সহিত নাগরিক-দিগকে ঐকান্তিকভাবে সংযোগিতা করিয়া আত্মমঙ্গল লাভের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

প্রত্যুত্তরে আচার্য্যদেব তাঁহার স্বভাবসুলভ সিদ্ধান্তপূর্ণ যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহাশয়ের তিরোধানে জগতে, বিশেষতঃ ঢাকা নগরীতে শুদ্ধ সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনরায় বাতিচার প্রবেশ লাভ করিবে বলিয়া যে আশঙ্কা শুনা যাইতেছিল, তাহা নিশ্চয়ই বিদূরিত লাভ করিতে পারিবে না। যোগ্য ব্যক্তিই শ্রীল প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। আগামী সংখ্যায় আমরা ঢাকার নাগরিকদের তরফ হইতে আচার্য্যকে প্রদত্ত অভিভাষণটি প্রকাশ করিব।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্ গৌড়ীয়বেদান্ত-
সম্প্রদায়ৈকক-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-
সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

গৌড়ীয়

১৩শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩; ১২ই জুন, ১৯৩৭ | ৪৪শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর।

কাল—সন্ধ্যা, ২২শে জানুয়ারী, ১৯৩৬

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তজ্জ্ঞাংশ্চ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥

গুরুগণকে বন্দনা করি। গুরুবর্গ তিন প্রকার—বর্ত্ম-প্রদর্শক, দীক্ষা ও শিক্ষা-গুরু। বর্ত্মপ্রদর্শক অর্থাৎ যিনি পথ প্রদর্শন করেন। শ্রীগুরুর প্রণামমন্ত্র, যথা—

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

"তৎপদং দর্শিতং যেন" অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করেন। 'আমি কোথায় যাইব? কেন যাইব? যাইবার পথে কোন কিছু ব্যাঘাত আছে কি না?'—ইত্যাদি যিনি দেখাইয়া দেন এবং যিনি মহাগুরুর সন্ধান বলিয়া দেন, তাঁহাকে বর্ত্মপ্রদর্শক 'গুরু' বলা হয়। মহাগুরু বা জগদ্গুরু ও একগুরুবাদের মধ্যে কি পার্থক্য আছে, তাহা আলোচিত হওয়া দরকার। একমাত্র গুরুর নির্দ্দেশ যিনি দেন, তিনিই বর্ত্মপ্রদর্শক। যেমন বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলিয়াছেন—

'চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীঃ॥

শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরের বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু তাঁহাকে বলিয়া দিলেন—"আপনি একটি ঘৃণার্হ জীবের ভালবাসা পাইবার

জন্ত যখন এত আসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, সামান্ত ক্ষণিক সুখের জন্ত যখন এত প্রবল উৎসাহান্বিত হইয়াছেন এবং নিজের জীবনের প্রতিও লক্ষ্য করিতেছেন না, তখন ঐশ্বর্য্য, ঐশ্বর্য ও আসক্তিকে একমাত্র আশ্রয়দাতা ও নিত্য-সুখবোধতত্ত্ব পরমবস্তু শ্রীহরির পাদপদ্মের জন্ত যদি আংশিক চেষ্টাও করিতেন, তাহা হইলে আপনার এমন দুঃখ বিষয়ের প্রতি আর দৃক্‌পাত হইত না। আপনি ক্ষুদ্র বস্তুর জন্ত চেষ্টাবিশিষ্ট না হইয়া শ্রীহরির পাদপদ্ম আশ্রয় করুন। আপনার প্রচুর উদ্যম রহিয়াছে।"

শক্তি ও উদ্যমকে বাস্তব পরমার্থতত্ত্বের সন্ধানলাভের জন্তই নিযুক্ত করা কর্তব্য। বহির্মুখবিচারে হরিজনে জীবের পক্ষে লাভের মাত্রা অল্প বলিয়া মনে হয়। সেই জন্তই কাপটিক বিদ্বান্ লোকেরা অনিত্যসুখকর বস্তুলাভের জন্ত চেষ্টা করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করে। যদি তাহাদের বুদ্ধি ভাল হইত, তবে এত ক্ষুদ্র বস্তুর জন্ত ব্যস্ত না হইয়া পরমবস্তু লাভের জন্ত যত্ন করিত। সেই হেতু আমাদের ভিক্ষা এই যে, মানুষ সাধুমুখে হরিকথা শুনুক। শ্রবণদ্বারা সকলপ্রকারেই মঙ্গল হইবে। তখন লোক বুঝিতে পারিবে যে, ইন্দ্রিয়জের কথার মূল্য কত অল্প এবং উহা কত তুচ্ছ! কিন্তু মানুষেরা যদি মৃত্যুর পূর্বে নিজেদের পরমমঙ্গলের কথা ও পরমোচ্চ কথা শ্রবণ না করে, তাহা হইলে তাহাদের সুবিধা হইল না।

ভাগ্যবশতঃ বিল্বমঙ্গল এই শিক্ষা চিন্তামণির নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের অসৎসঙ্গে কি প্রকার মোহ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রবাদ—পিতার শ্রাদ্ধকার্য্য করিয়া ভোজ্যদ্রব্য লইয়া একাকী সতীর রাত্রিতে ভীষণ ঝড় ও জলের মধ্যে তিনি বেশ্যালয়ে গমন করিয়াছিলেন। শবদেহকে নৌকা-জ্ঞানে তাহাকে অবলম্বন করিয়াছিলেন। বেশ্যার বাড়ীর দ্বার রুদ্ধ বলিয়া প্রাচীর লঙ্ঘন করিবার কালে সর্পকে রজ্জুভ্রমে উহাকে ধরিয়াছিলেন। তারপর ক্লান্তদেহে সেই বেশ্যার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। মোহের বশবর্তী হইয়া তাঁহার কি অদ্ভুত তন্ময়তা আসিয়াছিল!

ব্রহ্মপ্রদর্শক বা পথপ্রদর্শক গুরুর নিকট আমাদের চরম গন্তব্যপথের সন্ধান লইতে হইবে। শিষ্যের পক্ষে যোগ্যতানুসারে সেবা করা ও সেবা বিষয়ে শ্রবণ করা দরকার। অন্যান্য আগ্রহকারীর উপার্জন অধিক হওয়া দরকার। দুষ্প্রাপ্য বস্তু-লাভের জন্ত অধিক মূল্য দিতে হয়। ব্রহ্মপ্রদর্শক গুরুর নিকট বাস্তব-মঙ্গলের কথা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক। ইন্দ্রজগতের কথা আমরা জানি, কিন্তু যে জগতের কথা আমাদের জানা নাই, সে জগতের কথা সেই জগতের লোকের নিকট হইতে জানা দরকার। সে সকল কথা যদি এ জগতের হইত, তাহা হইলে নয় আমরা উহা চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারিতাম। কিন্তু মানুষের চিন্তার সীমা আর কতটুকু? মানুষ ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই দোষচতুষ্টয়ে দুষ্ট। ভ্রম—এক বস্তুতে অন্য বুদ্ধি; প্রমাদ—অনবধানতা; বিপ্রলিপ্সা—অপরকে বঞ্চনা করিবার ইচ্ছা; করণাপাটব—চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের অপটুতা, দৃষ্টান্ত—যেমন আমাদের দৃষ্টি-শক্তি থাকিলেও আমাদের অতি সূক্ষ্ম ও অতি বৃহদ্বস্তুর দর্শন হয় না। আমরা শৈশবকালে প্রাপ্তবয়সের সুবিধা ও অসুবিধা বুঝি না। বস্তুতঃ আমাদের ব্যক্তিগত অধিকার অতি অল্প। মঙ্গলার্থী ব্যক্তির পক্ষে হিতকারী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট শ্রবণ করা আবশ্যক। কোথায়, কি প্রকারে মনস্তুষ্টিকে পাওয়া যাইবে, তাহা ব্রহ্ম-প্রদর্শক গুরুর নিকট শ্রবণ করা আবশ্যক। অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা লাভবান্ হইবে। পথের কোথায় কি বাধা ও গর্তাদি আছে, তাহা পথের অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট জানিতে হইবে। Expertএর অভিজ্ঞতা গ্রহণ না করিয়া নিজের বিচারে কার্য্য করিলে অসুবিধা অনিবার্য্য। আবার নিজের বিচারে অনভিজ্ঞকে অভিজ্ঞ মনে করিলে কোনই সুবিধা হইবে না। তাই বেদশাস্ত্রে বলিয়াছেন—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥

গুরুর দুইটি লক্ষণ—তিনি শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ। নিষ্ঠার লক্ষণ—'অবিক্ষেপেণ সাতত্যম্'; যিনি পরব্রহ্মে সতত-যুক্ত তিনিই ব্রহ্মনিষ্ঠ। কেহ যদি আমাকে উদ্ধার করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি সদ্‌গুরু হইলেন না। যে ব্যক্তি শিষ্যকে উদ্ধার করিবে বলিয়া আশ্বাস দিয়া মধ্যপথে তাহাকে ফেলিয়া পলায়ন করে, সে গুরুদ্রুহ (আত্মানং গুরবে ব্রবীতি যঃ স গুরুদ্রুহঃ)।

আমি যদি গুরুর শাসন স্বীকার না করি, তবে আমার মঙ্গল হইবে না। যে নিজেকে গুরু বা শ্রেষ্ঠ মনে করে, সে গুরুত্রুব এবং নরকে গমন করে।

যো বক্তি জ্ঞানরহিতমধ্যক্ষেন পৃথোক্তি বঃ।
তমুতৌ নরকং ঘোরং ব্রজতা কালমক্ষয়ম্॥
গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥

বস্তুতঃ প্রকৃত গুরুও মহাপ্রভু হইতে পারেন। Semiteদের বিচার একরকম। তাঁহারা মহাপ্রভুর কথা স্বীকার করেন না। বেদশাস্ত্রে গুরু সম্বন্ধে যথেষ্ট কথা ও বিচার আছে, যথা:—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥
(শ্বেতাশ্বঃ ৬।২৩)

শ্রীমদ্ভাগবতে—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥
• • •
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥
বৃথাপাশুপাল্যেষু পুরুষস্যাত্মবৈ সতঃ।
চত্বারো জজিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥

শ্রীগুরুদেবকে প্রাকৃতজ্ঞানীর অর্থাৎ উপাস্য বস্তু বলিয়া মনে না করিলে আমাদের তাঁহার চরণে মর্ত্যবুদ্ধি আসিয়া যাইবে। এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ।" ন অসূয়েত অর্থাৎ মৎসরতা বা হিংসা করিবে না। গুরুসেবাই জীবের প্রধান কর্ত্তব্য। আমি যদি গুরুর সেবা না করি, যদি তাঁহাকে অবজ্ঞা করি, তাহা হইলে আমার চিরতরে অমঙ্গল উপস্থিত হইবে। আরোহপন্থা অতি উচ্চস্থান হইতে পতিত হয়। আত্মপ্রভব অর্থাৎ যাহা হইতে আমাদের উদ্ভব হইয়াছে, সে পরমবস্তুকে অবজ্ঞা করিলে ঘোর অপরাধ হয়। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুও গুরুর কার্য্য করেন; যদি "তিনি বিষ্ণু নহেন, তিনি উপাদান মাত্র, অথবা তিনি মানুষ মাত্র"—এইরূপ মনে করি, তাহা হইলে অপরাধপঙ্কে নিমজ্জিত হইলাম। তিনি বিশ্বের উপাদান-কারণ বিষ্ণু। "তিনি—জীব মাত্র, তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকারকারী"—এইরূপ বলিলে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞার ফলে অপরাধ হইবে। তিনি ভক্তির প্রবর্ত্তক ও বিশ্বে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইয়াও ভক্তিশিক্ষক উপদেষ্টা আচার্য্য। তিনি মহাবিষ্ণুর অবতার। জগৎ সৃষ্টি higher office নহে। তিনি predominating entity, তিনি predominated নহেন। তিনি জীবের ভক্তিলাভেরও উপাদান-কারণ। তাঁহার বন্দনা এইরূপ—

অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥

চেতনরাজ্যে অগ্রসর হইবার জন্য ভক্তিই উপাদান। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে মায়ার উপাদান মনে করা অপরাধ। ঘটনির্ম্মাণে কুম্ভকার ও মৃত্তিকা-কুলাল-চক্র প্রভৃতি যেমন নিমিত্ত ও উপাদান, সেই প্রকার অখিল কার্য্যের কর্ত্তা শ্রীচৈতন্যদেব। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য হইলেন উপাদান। তিনি বিষ্ণুসেবার উপাদান গঙ্গাজল ও তুলসীপত্র এবং কৃষ্ণনাম-হুঙ্কারের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে এই জগতে অবতরণ করাইয়াছিলেন। উপাদান-কারণে মর্ত্যবুদ্ধি করা অন্যায়। তিনি subject এর object. তিনি ভক্তি-শিক্ষক আচার্য্য।

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।

শিষ্যের পক্ষে আচার্য্যের কৃপালাভের জন্য eligible হওয়া দরকার, 'সমিৎপাণিঃ' হওয়া দরকার। সমিধ সংগ্রহ করিয়া আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইতে পারিলে তিনি উপনয়ন দিবেন। 'স্বাহয়ঃ উপনেষ্যে', 'উপ' অর্থাৎ বেদ-সমীপে। ব্রাহ্মণ বটুর intelligence ও ingredients এর অভাব হইলে উপনয়ন দেওয়া হইবে না। শিষ্যের পক্ষে সদ্গুরুপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করিবার ঐকান্তিক চেষ্টাকে যোগ্যতা বলা যাইবে। 'তদ্বিজ্ঞানার্থং'—অর্থাৎ 'তৎ' যে পূর্ণবস্তু, তাঁহার বিশেষজ্ঞান লাভ করিবার জন্য। অভিগচ্ছেৎ—অর্থাৎ গুরুপাদপদ্মের নিকট সর্ব্বতোভাবে গমন করিবে। গুরুগৃহে গমন করিবে not to come back. শাস্ত্র ত্রিশ বৎসর গুরুগৃহে বাস করিবার পর গৃহে সমাবর্ত্তনের বিধি দিয়াছেন। ঋক্, সাম ও যজুঃ, প্রত্যেকটি বেদ বার বৎসর যাবৎ অধ্যয়ন করিতে হইবে বলিয়া এই ব্যবস্থা। সমাবর্ত্তনের বুদ্ধি থাকিলে পূর্ণজ্ঞান লাভ করা

যায় না। যাঁহারা পূর্ণজ্ঞান লাভ করেন, তাঁহাদের আর ঘরে ফিরিতে হয় না। যাঁহারা পূর্ণজ্ঞান লাভ করিবার জন্য উৎসর্গীকৃত, তাঁহাদের পক্ষেই 'অভিগচ্ছেৎ' বাক্য শোভিত হয়। ব্রহ্মচারী দুই প্রকার—নৈষ্ঠিক ও উপকুর্বাণ। নৈষ্ঠিকগণ মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারী ভবিষ্যতে গৃহস্থের সংসারধর্ম্মের জন্য সমাবর্ত্তন করেন। শ্রী • • চট্টোপাধ্যায়ের কথিত এই যে, শাস্ত্রমতে প্রত্যেকেরই গৃহী হওয়া আবশ্যক।

আমরা ঠৈত্যগুরু ও মহান্তগুরুর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। ঠৈত্যগুরু হইলেন pure unalloyed conscience. আমরা ধর্ম্মপ্রচারকগুরু হইতে যে পরামর্শ পাই, ঠৈত্যগুরু তাহা approve না করিলে আমরা উহা reject করি। ঠৈত্যগুরু কৃপা না করিলে মঙ্গল হয় না। ভগবান্ কৃপা করিলেই মনুষ্য গুরু নির্ণয় করিতে পারে নতুবা নিজের চেষ্টায় বঞ্চিত হয়।

মহান্তগুরু দুই প্রকার—শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু। দিব্যজ্ঞানলাভের জন্য দীক্ষা-গুরুর প্রয়োজন। দিক্ ধাতু জ্ঞান লাভ করার অর্থে ব্যবহৃত। দেবজ্ঞান লাভের দ্বারা আমাদের বাস্তববস্তু-সাক্ষাৎকার লাভ হয়। দীক্ষার লক্ষণ—

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥

অর্থাৎ যে জ্ঞান বর্ত্তমানে আমাদের মধ্যে নাই, আমাদের সেই দিব্যজ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। জগতের বিদ্যা বা প্রাপঞ্চজ্ঞান ইহজগতের বিষয়েরই আলোচনার ফল মাত্র। 'শ্রৌতপথেই দিব্যজ্ঞান অথবা আমাদের বিচারের উন্নত জ্ঞান লাভ হইবে', এইরূপ মনে করিলে মঙ্গল হইবে। কর্ম্মীরা বলেন—বিদ্যা, ধন ও শারীরিক শক্তি লাভ করিলে আমাদের সুবিধা হইবে। চার্ব্বাক্ বলেন—'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।' কাণাদের মতে, আপাততঃ তাহার নামের বিশ্লেষণে 'চারুবাক্' এরূপ কতকটা সুবাইলেও তাহার মতবাদ সম্পূর্ণভাবে নাস্তিকতাপূর্ণ। Epicurusএর মতেও অনেকটা এইরূপ—Eat drink and be merry, for to-morrow you may die?

আমরা যতই জ্ঞানী বলিয়া অভিমান করি না কেন আমরা, ভূত ও ভবিষ্যৎ জানি না। আমাদের উন্নতির বিচারে ভ্রান্তি আসিয়া পড়ে। পার্থিব উন্নতির বিচারে অসন্তুষ্টকরণাক হয়। নিজের জাগতিক উন্নতির পরামর্শ দিলে পরামর্শদাতা 'ভূত' হইয়া যান। পিতামাতা, পুরোহিত প্রভৃতি জাগতিক গুরুগণ আমাদের আর্থিক উন্নতি ও তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধির কথা বলিয়া থাকেন। আমরা ইহজগতে কতদিন থাকিব? নিত্যকাল নিত্য-জীবনের সুবিধালাভের পরামর্শ কে দিবেন? ভবিষ্যকালের বিষয় আলোচিত হওয়া দরকার।

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

শ্রীচৈতন্যদেব কোন জাগতিক বা ঐহিক প্রয়োজনীয় ব্যাপারের কথা বলেন নাই। তিনি Altruismকে বহুমানন করেন নাই। মনুষ্যমাত্রই Altruist হইবে, ইহা আমার নূতন করিয়া বলিতে হইবে কেন?

যাঁহারা সকলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁহারা মহন্তপদবাচ্য নহেন। শ্রীচৈতন্যের পারমার্থ ব্যতীত বাস্তব ও উন্নত অবস্থানের কথা ইহজগতে আর কেহ বলেন নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশ এই—"হে জীব! তুমি হরিভজন কর।" তাহাতে লোকে জানিতে পারিল যে, তিনিই স্বয়ং শ্রীহরি। 'জগতের সকলের নিত্যমঙ্গল হউক'—এমন কথার কথা, এমন মঙ্গলের কথা অন্যত্রকাল খুঁজিলে পাওয়া যাইবে না। অন্য কোন লোকের কথার সঙ্গে তাঁহার কথার তুলনা হইবে না। চৈতন্যের কথা-কীর্ত্তনকারী তত্ত্বই গুরু। যোগিগুরু, জ্ঞানিগুরু ও কর্ম্মিগুরু এ সকলের বিচার ঐহিক মাত্র। চিন্মাত্র ও অচিন্মাত্রবাদীর বিচারে যে প্রকার ভুল হইয়াছে, তাহা সাধারণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও বুঝিতে পারেন। ইঁহারা সকলেই Atheistic groupএর লোক। কার্ল মার্ক্স সর্ব্বশ্রেষ্ঠ highest intelligentsia. নারায়ণের ভক্তগণ তাঁহাদের নীচের স্তরে অবস্থিত।

মৃত্যুকালে আমাদের কি চিন্তা হইবে? 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' আমরা যেরূপ চিন্তাস্রোত লইয়া মরিয়া যাইব, জন্মগ্রহণকালে তদনুরূপ জীবন লাভ হইবে। Materialistদিগের ধারণা মৃত্যুর পর কিছুই নাই। অতএব হইতেই জীবের জন্ম। Altruismএর মূল কথা এই যে, 'অপরের যত বেশী উপকার করিব, আমি

তত বেশী উপকার পাইব।' শ্রীগুরুদেব বলেন—আমরা 'designing enterprise' অর্থাৎ বিত্তৈষণা, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা প্রভৃতি যেসব বা যাহাদের বশবর্ত্তী হইলে আমাদের আত্মকল্যাণ-লাভ হইবে না। পূজা করিয়া যদি ধনী, পণ্ডিত অথবা বাহ্যতঃ লোকের গুরু জন্মিতে পারি। মানুষ হইয়া পুনরায় মানুষের গৃহে জন্মগ্রহণ করিতে পারি; কিন্তু প্রকৃত মঙ্গল-লাভ নাও হইতে পারে। জাগতিক পুরোহিত ও গুরু ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের উপদেষ্টা মাত্র। বহুজীবের বাসনা ইন্দ্রিয়জগতের উন্নতি ও মঙ্গলের দিকে প্রধাবিত হয়।

আপনারা বোধ হয় শুনিয়াছেন, ইংলণ্ডেশ্বর ভারত-সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয় গত ২০শে জানুয়ারী তারিখ রাত্রি ১১টা ৫৫ মিনিটের সময় পরলোকপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার সাম্রাজ্যের প্রজাগণ তাঁহার দীর্ঘজীবনের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল। তিনি এত বিপুল রাজ্য ও প্রজাবর্গের অধীশ্বর হইয়াও কালের হাত এড়াইতে পারিলেন না। ষোলশ-আঠারশত শিল্পীর সিংহাসন পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারাও অনিচ্ছাসত্ত্বে ইহ জগৎ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

পাঠশালার গুরু, আমার বিহিত জাগতিক বিদ্যা-শিক্ষার গুরু প্রভৃতি সকলেই জাগতিক গুরু। পিতা-মাতার পরামর্শ গ্রহণ করিলেও মৃত্যু লাভ করিতে হইবে। হরিভজনকারী যাবতীয় অজ্ঞলোককে পরামর্শদাতা মনে করিলে খুবই অসুবিধা হইবে। আমরা যে কোন ব্যক্তিকে গুরু বলিব না। পিতামাতা যদি হরিভজন করেন, তবে গুরু হইতে পারেন। যিনি আমাদের নিত্যমঙ্গল দিতে পারেন না, তিনি গুরু নহেন।

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্॥

মহাপ্রভুর বিচারের নিকট অন্যান্য আচার্য্যগণের বিচারের গুরুত্ব কম। তিনি স্বয়ং ভগবান্, শ্রীগোবিন্দ—সর্ব্বাবতারী, গোবিন্দের সেবকই গুরু হইয়াছেন।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

মহাপ্রভু কোন ক্ষুদ্র কথা বলেন নাই—যাহা অবলম্বন করিলে শোকদুঃখ প্রভৃতি জীবকে আক্রমণ করিতে পারে। তিনি সকলকে নিত্যমঙ্গল ও নিত্যধন দান করিয়াছেন। তিনি ইন্দ্রিয়জগতের ক্ষেত্র কথা বলেন নাই।

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

অন্যান্য আচার্য্যগণ সেবকের সিদ্ধদেহে সর্ব্বাশ্রয়ে ভগবানের সেবার কথা কীর্ত্তন করেন নাই। শ্রীনারায়ণের সেবকগণ সিদ্ধদেহে নাস্তির উর্দ্ধদেশের দ্বারা তাঁহার সেবা করেন। শ্রীচৈতন্যের কথা অন্যান্য কথার সহিত তুলনা-মূলে আলোচিত হওয়া উচিত। যাঁহারা চৈতন্যদেবের বিচার কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা 'ভক্তগুরু'। Theistic groupএর লোকের মধ্যে কার্ত্তিকেয়ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মহাপ্রভু বলেন—'আগে নিজের স্বরূপ অবগত হও।'

"কে আমি কেন মোরে জারে তাপত্রয়
ইহা নাহি জানি আমি, কৈছে হিত হয়।"

'বন্দে গুরূন' শ্লোকটি সর্ব্বক্ষণ বিচার্য্য হউক।

———:০:———

পরমহংস

বর্ণাশ্রমাতীত নিষ্কিঞ্চন কার্ত্তিকেই পরমহংস। শ্রীরাধা-গোবিন্দের অপ্রাকৃত ভজন বর্ণাশ্রমে আসক্ত ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নহে, বর্ণাশ্রমে মর্য্যাদা-পথে বিষ্ণুপূজা-মাত্র সম্ভব। এজন্য কার্ত্তিকেয়ই যথার্থ পরমহংস। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীগোপী-জনবল্লভের ভজনের চরম উৎকর্ষ প্রকাশিত হইয়াছে। এজন্য শ্রীমদ্ ভাগবত পারমহংসী সংহিতা বলিয়া খ্যাত। সেই শ্রীমদ্ভাগবতসিদ্ধান্ত-মর্ম্মজ্ঞ ভাগবতগণই পরমহংস। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে গুরু ও আচার্য্যগণ এই ভাগবতীয় বিচারে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া গুরুদেব ও আচার্য্যকে ভাগবত-পরমহংস বলা হয়। সাঙ্কেতে 'পরমহংস' শব্দের তাৎপর্য্য

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিচারে—"অপ্রাকৃত সারগ্রাহী"। অপ্রাকৃত সারগ্রাহী বৈষ্ণবই পরমহংস।

কর্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতির বিচারের "পরমহংসে"র ধারণা বা স্বরূপ হইতে শ্রীমদ্ ভাগবতের বিচারের পরমহংসের ধারণা ও স্বরূপ পৃথক্। কর্মী, জ্ঞানী, যোগিগণ পরমহংসের তটস্থ লক্ষণ সমূহকেই 'পরমহংস' মনে করেন; কিন্তু ভাগবতোক্ত কৈবল্যস্বরূপ স্বরূপ-লক্ষণকেই 'পরমহংস' বিচার করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ মহাভাগবত বৈষ্ণবই পরমহংস। হৃচীচক অর্থাৎ বীর আশ্রম-কর্ম-প্রধান, বহূদক অর্থাৎ জ্ঞানপ্রধান, হংস অর্থাৎ জ্ঞানাভ্যাসনিষ্ঠ এবং নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ প্রাপ্তত্ব বা পরমহংস—এই চতুর্বিধ সন্ন্যাস-ধর্মাবলম্বীর কথা শ্রীমদ্ ভাগবতে (ভাঃ ৬।১৪।৪৩) দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ বর্ণ ও আশ্রমের অতীত হৈকৈকশরণ ভাগবত-শ্রেষ্ঠই পরম-হংস-সংজ্ঞক।

'জীবন্মুক্তি-বিবেক' প্রভৃতি নির্ভিশেষ জ্ঞানি-সম্প্রদায়ের গ্রন্থে 'পরমহংস'কে সন্ন্যাসিবিশেষ বলা হইয়াছে। সেই পরমহংসের লক্ষণ এইরূপ,—

"কাষ্ঠকমণ্ডলুধরো নিষ্পরিগ্রহস্তত্ত্বমস্যর্থে সম্যক্ সম্পন্নঃ শুক্লবাসাঃ প্রাণ-সংধারণার্থং যথোক্তকালে বৈকক্ষ্যা-চরন্ লাভালাভৌ সমৌকৃত্বা শূন্যাগার-দেবকুল-তৃণকূটবল্মীক-তৃক্ষমূলকুলালশালাগ্নিহোত্র - নদীপুলিন - গিরিকুহর - কন্দর-কোটর-নির্ঝরস্থণ্ডিলেষনিকেতবাসী নিষ্প্রবঞ্চো নির্মমঃ শুক্লধ্যানপরায়ণঃ অধ্যাত্মনিষ্ঠঃ শুভাশুভকর্মনির্মূলনায় সন্ন্যাসেন দেহত্যাগং করোতি যঃ স এষ পরমহংসঃ।"

যিনি সুবর্ণকে লোষ্ট্রবৎ দেখেন, অর্থাৎ দ্রব্যাদির প্রতি একান্ত বিরক্ত, ঔদাসীন্য, সুখদুঃখাদিতে সমবুদ্ধি, দান-গ্রহণে পরাঙ্মুখ, ব্রহ্মজ্ঞানের পথে সম্যগ্‌রূপে সিদ্ধ, বিশুদ্ধচিত্ত থাকিয়া প্রাণধারণের জন্য যথাযোগ্য সময়ে ভিক্ষা করিয়া থাকেন; যিনি লাভে ও অলাভে সমান বোধ করিয়া শূন্য গৃহে, দেবালয়ে, তৃণাচ্ছাদিত স্থানে, বল্মীকে (উইঢিপি), বৃক্ষতলে, কুম্ভকারের চক্রে, গোশালে, নদীর তীরে, পর্বতের গুহায় বা ছিদ্রে, বৃক্ষের কোটর-সমূহে বা স্থণ্ডিল বেদিকাভূমিতে গৃহহীনরূপে বাস করেন, যিনি কোন কার্যে প্রয়াসহীন ও মমতাশূন্য হইয়া নির্মল ধ্যান-পরায়ণ ও আত্মবিষয়ে নিরন্তর সচেষ্ট এবং শুভ ও অশুভ কার্যের ফল ধ্বংসের নিমিত্ত সন্ন্যাস দ্বারা দেহ ত্যাগ করেন, তিনিই পরমহংস।

পরমহংসোপনিষদে পরমহংসের এই সকল তটস্থ লক্ষণ শ্রুত হয়,—

"অথো খল্বমিত্রকলত্রবন্ধুবান্ধবীহিংসা-যজ্ঞোপবীতে (যাগ-যজ্ঞং) স্বাধ্যায়ঞ্চ সর্বকর্মাণি সন্ন্যস্যাত্মং ব্রহ্মাণ্ডক ত্বিত্বা কৌপীনং যত্তদ্যাচ্ছাদনঞ্চ পরমহংসোপস্তোপার্থায় চ লোকস্তোপকারার্থায় চ পরিগ্রহেৎ তঞ্চ ন মুখ্যোঽস্তি কোঽয়ং মুখ্য ইতি। ন বস্ত্রং (ন কমণ্ডলুং) ন শিখাং ন যজ্ঞোপবীতং ন চাচ্ছাদনং চরন্তি পরমহংসঃ।

(পরমহংসোপনিষৎ ১-২)

পরমহংসগণ নিজপুত্র, মিত্র, স্ত্রী, বন্ধু, আত্মীয় স্বজন, শিখা, সূত্র, বেদাধ্যয়ন, লৌকিক ও বৈদিক কর্মসকল পরিত্যাগ পূর্বক এই ব্রহ্মাণ্ডের সহিত সম্বন্ধ-বিচ্যুত হইয়া কেবলমাত্র ব্যবহার-নির্বাহক নিজের শরীর রক্ষা এবং জনসাধারণের উপকারার্থ কৌপীন, দণ্ড, আচ্ছাদন-বস্ত্র গ্রহণ করিবেন; এই সকলও তাঁহাদের মুখ্য গ্রহণীয় বস্তু নহে। পরমহংস দণ্ড, শিখা, যজ্ঞোপবীত, বহির্বাসাদি গ্রহণ না করিয়াও যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারেন।

শ্রীমদ্ভাগবত পরমহংসের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ এইরূপ বিচার করিয়াছেন,—

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ।
সলিঙ্গান্নাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥

(ভাঃ ১১।১৮।২৮)

যিনি বাহ্য বিষয়ে বিরক্ত হইয়া মোক্ষ-কামনায় কেবল-মাত্র জ্ঞাননিষ্ঠ অথবা মোক্ষ-বিষয়েও আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া মদীয় ভক্ত হন, তিনি ত্রিদণ্ডাদি চিহ্নের সহিত সন্ন্যাসধর্ম-সকল ত্যাগ করিয়া বিধি-নিষেধের অধীনরূপে যথোচিত ধর্মাচরণ করিবেন।

মুনো বালকবৎ ক্রীড়েৎ কুশলো জড়বচ্চরেৎ।
বদেদুন্মত্তবদ্বিদ্বান্ গোচর্য্যাং নৈগমশ্চরেৎ॥

(ভাঃ ১১।১৮।২৯)

বিবেকী হইয়াও বালকের ন্যায় মানাপমানবুদ্ধিশূন্যরূপে বিচার করিবেন। নিপুণ হইয়াও জড়ের ন্যায় আচরণ করিবেন। বিদ্বান্ হইয়াও উন্মত্তের ন্যায় বাক্যালাপ

করিবেন এবং বেদার্থনিষ্ঠ হইয়াও অনির্দ্দিষ্ট আচার পালন করিবেন।

বেদবাদরতো ন স্যাৎ পাষণ্ডী ন হৈতুকঃ।
তত্ত্ববাদবিবাদে ন কঞ্চিৎ পক্ষং সমাশ্রয়েৎ॥
(ভাঃ ১১।১৮।৩০)

কর্ম্মকাণ্ড-ব্যাখ্যাবাদি-নিষ্ঠ, পাষণ্ডী, কেবল তর্করত এবং নিষ্প্রয়োজন বিবাদে একপক্ষাবলম্বী হইবেন না।

নোদ্বিজেত জনাদ্ধীরো জনং তোয়েন্দ্রিয়ং তনুঃ।
অদিবাদ্যাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
দেহমুদ্দিশ্য পশুবদ্বৈরং কুর্য্যান্ন কেনচিৎ॥
(ভাঃ ১১।১৮।৩১)

অপরের তর্জ্জন সহ্য করিবেন, কাহারও প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শন কিংবা দেহের উদ্দেশে কাহারও সহিত পশুর ন্যায় শত্রুতা করিবেন না।

এক এব পরো হ্যাত্মা ভূতেষাত্মন্যবস্থিতঃ।
যথেন্দুরুদপাত্রেষু তদাত্মানি চ।
(ভাঃ ১১।১৮।৩২)

এক চন্দ্রই যেরূপ বিভিন্ন জলাশয়ে বিবিধরূপে প্রতি-বিম্বিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ এক পরমাত্মাই বিভিন্ন দেহে ও আত্মমধ্যে অন্তর্যামি-সূত্রে বহুরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন এবং দেহসকলও এক আত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত রহিয়াছে।

অলব্ধ্বা ন বিষীদেত কালে কালেঽশনং ক্বচিৎ।
লব্ধ্বা ন হৃষ্যেদ্ধৃতিমানুভয়ং দৈবতন্ত্রিতম্॥
(ভাঃ ১১।১৮।৩৩)

ধৈর্য্যশীল মুনি কোন সময়ে অন্নাদি প্রাপ্ত না হইলে সেই অনাহারকালে বিষণ্ণ অথবা কোন সময়ে তাহা প্রাপ্ত হইলে সেই লাভকালে হৃষ্ট হইবেন না; যেহেতু লাভ ও অলাভ—এই উভয়ই দৈবাধীন জানিবেন।

আহারার্থং সমীহেত যুক্তং তৎপ্রাণধারণম্।
তত্ত্বং বিমৃশ্যতে যেন তদ্বিজ্ঞায় বিমুচ্যতে॥
(ভাঃ ১১।১৮।৩৪)

আহারের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, যেহেতু প্রাণরক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। প্রাণরক্ষাদ্বারা তত্ত্ববিচার এবং তাহা হইতেই মুক্তি-লাভ হইয়া থাকে।

বৃক্ষমূলাশ্রয়ত্বাদ্বা পাণ্যন্নত্বাদ্যদৃচ্ছয়া।
তত্র বাসশ্চ শয্যায়াঃ প্রায়ঃ প্রাগুত্তরেষুনিঃ॥
(ভাঃ ১১।১৮।৩৫)

মুনি অনায়াস-প্রাপ্ত উত্তম বা অধম অন্ন, বস্ত্র ও শয্যা স্বীকার করিবেন।

শৌচমাচমনং স্নানং ন তু চোদনয়া চরেৎ।
অন্যাংশ্চ নিয়মান্ জ্ঞানী যথাহং লীলয়েশ্বরঃ॥
(ভাঃ ১১।১৮।৩৬)

আমি বিধি নিষেধের অধীন ঈশ্বর হইয়াও যেরূপ স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্মসমূহের আচরণ করিয়া থাকি, সেইরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষও বিধি নিষেধের অধীনরূপেই কর্ম্মের আচরণ করিবেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই সকল শ্লোকের বিবৃতিতে পারমহংস্যধর্ম্মের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন—

"জাগতিক বস্তুতে বিলাসরহিত হওয়াই বিরক্তের ধর্ম্ম। সসীম বস্তুতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানে বিলাসবান্ হইলে স্বরূপানুভূতির ব্যাঘাত হয়। ভোগ্য বস্তুর অপেক্ষারহিত ভগবৎ-প্রীতিকামী ভগবৎসেবক ভোগ্যজগতের কোন বিধি-বিধানের অধীন না হইয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন। ভোগিগণ সর্ব্বদাই ভোগাভাবে বিরক্ত এবং স্বরূপজ্ঞানে বিমুখতা-হেতু জড়ভোগাপেক্ষা প্রমত্ত হইয়া নানাপ্রকার বিধানের অনুগত থাকেন। ঐগুলি পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎপর হইলে পারমহংস্যধর্ম্ম সিদ্ধ হয়। শ্রীচরিতামৃত-কথিত—

"এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥"

এই অবস্থা-লাভই পারমহংস্যের মুখ্য বিচার।

পরমহংস অভিজ্ঞ হইয়াও অনভিজ্ঞের ন্যায় আচরণ করিবেন। নিপুণ হইয়াও উহাই ফল-লাভের জন্য ব্যস্ত হইবেন না। লোকশিক্ষার যথাযথ বাক্যালাপের পরিবর্ত্তে অসংলগ্নভাবে বাক্যালাপ করিবেন। বৈদিক অনুষ্ঠানে নিপুণতা লাভ করিয়াও আচার-পালনে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিবেন।

পারমহংস্যাবস্থায় বিধি-পালন ও নিষেধ-ত্যাগ প্রভৃতি কার্য্য বহির্জ্জগতে পালিত না

হইলেও উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট না হইয়া তত্ত্ব-বিষয়ে পারজ্ঞতি-লাভই পরমহংস-বিচার। আপাত দর্শনে ধর্মদৃষ্টি ব্যক্তিগণ তাঁহাদের আচার বুঝিতে না পারিয়া আক্ষেপও বিধান করেন।

'দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ'

—শ্রীরূপপাদের এই বিচারটি বুঝিতে না পারিলে অদৈব-বর্ণাশ্রমেই আবদ্ধ থাকিতে হয়।

ভগবৎসেবার অনুকূল জীবনযাপনকারী ব্যক্তি সর্ব্বথাই জীবন্মুক্ত। অজ্ঞানী ব্যক্তিগণের জন্য যে-সকল দুষ্প্রধর্ষন, শৌচ, স্নানাদির ব্যবস্থা আছে, তাহাতে শুকগণ বাধ্য হন না। ভগবদ্ভক্ত কেবলই যে প্রাকৃত-বিচারের অতীত ও অস্পৃশ্য থাকেন,—এরূপ নহে, তত্ত্ববিধিতে বাধ্য না হইয়া **কেবল ভগবৎসেবাপর হইয়াই কালযাপন করেন।**"

শ্রীমদ্ভাগবতে পরমহংসের আচরণ ও লক্ষণ সম্বন্ধে আরও লিখিত হইয়াছে,—

যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥

[(ভাঃ ৪।২৯।৪৬)

যখন পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যশালী ভগবান্ কোনও জীবাত্মার আত্মসমর্পণ-দর্শনে প্রসন্ন হইয়া অথবা আত্মবৃত্তির দ্বারা সেবিত হইয়া তাহার প্রতি কৃপা করেন, তখন সেই ভক্ত লৌকিক ব্যবহার ও বেদ-প্রতিপাদ্য কর্ম্মকাণ্ডে আসক্ত-মতি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেত স তু সত্তমঃ॥

(ভাঃ ১১।১১।৩২)

ধর্ম্মশাস্ত্রে আমি ভগবান্ যাহা 'ধর্ম্ম' বলিয়া আদেশ করিয়াছি, তাহার গুণদোষ বিচারপূর্ব্বক সেই সকল ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ছাড়িয়া যিনি আমাকে ভজন করেন, তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধু।

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

(ভাঃ ১১।২।৪০)

প্রেমলক্ষণ ভক্তিযোগে ভগবৎসেবাব্রতধারী সাধুগণ তাঁহাদের একান্তপ্রিয় শ্রীভগবানের নামসঙ্কীর্ত্তনে জাতানুরাগ ও বিগলিতহৃদয় হইয়া, লোকাপেক্ষা না রাখিয়া কখনও উচ্চৈঃস্বরে হাস্য, কখনও রোদন, কখনও গভীর আহ্বান, কখনও গান এবং কখনও বা উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করেন।

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর 'পরমহংস' বা 'মুক্ত আমি'র **অভিমান কিরূপ,** তাহা জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ॥

(পদ্যাবলী ৬৩ শ্লোক)

আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় রাজা নহি, বৈশ্য বা শূদ্র নহি, অথবা ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বানপ্রস্থ নহি, সন্ন্যাসীও নহি; কিন্তু উদ্ভাসিত (অর্থাৎ নিত্যস্বতঃ প্রকাশ-মান) নিখিল পরমানন্দপূর্ণ-অমৃতসমুদ্রস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পদ-কমলের দাস-দাসানুদাস বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি।

পরমহংস—সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র, তিনি স্বেচ্ছায় কখন বর্ণাশ্রমীর বেষ ধারণ করিতে পারেন, কখনও বা বর্ণাশ্রমীর লিঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতে পারেন। বাহ্যবেষ বা আশ্রম-লিঙ্গের প্রতি উদাসীনতা দ্বারা পরম-হংসের স্বরূপ নির্ণীত হয় না। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌর-কিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ বা শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ কোনপ্রকার আশ্রমলিঙ্গ ধারণ না করিয়া উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করিয়াছেন। আবার ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গৃহস্থের বেষ এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ব্রহ্মচারী ও ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীর বেষ ধারণ করিয়াও অপ্রাকৃত পরমহংসলীলা অর্থাৎ কৈবল্যস্বরূপত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

কেহ কেহ মনে করেন, পরমহংস উলঙ্গ কিংবা অর্দ্ধউলঙ্গ, কক্ষ-কেশ, অনাহারী, বাতাহারী প্রভৃতি হইবেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, রায়-রামানন্দ প্রভৃতি পরমহংসকুলের বাহ্যলক্ষণ অন্যরূপ প্রমাণ করে। গদাধর পণ্ডিত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে 'বাবু বৈষ্ণব' বিচার করিবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রদ্যুম্নমিশ্র রায়-রামানন্দকে 'অবৈধ স্ত্রীসঙ্গাবেশকারী' মনে করিবার লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মাধবীমাতা বাহ্যদর্শনে স্ত্রীজাতি হইলেও পরমহংস। অতএব বাহ্যবেষ বা আকার পরমহংস নির্ণয়ের স্বরূপলক্ষণ নহে, কৃষ্ণৈকশরণত্বই স্বরূপ লক্ষণ।

সাম্প্রদায়িকীনিষ্ঠায় শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু পরমহংসসিদ্ধির কথা এইরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীসনাতন-রূপাদির ভেষগ্রহণাদির লীলা পরমহংসদের গ্রহণের আদর্শ।

"অতএব শ্রীগুরুপরীক্ষাদিনা স্বরূপতো বিরক্তাদিসত্ত্বাৎ গৌরাঙ্গো বৈরাগ্যেণ বিষ্ণুসন্ন্যাসাচ্ছাত্র-গোত্রাদিকং সিদ্ধমেব। তত্তচ্চিহ্নত্যাগেনাবধূতপরমহংসাদিত্বমপি সিদ্ধমিত্যবিরুদ্ধম্। এবং প্রকারেণ শ্রীরূপকবিকর্ণপূরঃ শ্রীশালগ্রামসেবনাদৌ দত্তাধিকারায়াং মধ্যে স্ত্রীণামপি কৌপীনং বিনা সম্প্রদায়ি-বৈষ্ণবকরণ-মুচিত্বেন গুরূপ-দত্ত-বহির্বাসবৎ-তেষাদত্ত-চীরখণ্ডমুদ্বসনাদিধারণেন ব্রহ্মচর্য্যাদ্যাশ্রমাধিকমপ্যবিরোধ-সিদ্ধমিতি।"

যথা মহাপ্রভোঃ পার্ষদস্য শ্রীবাসোদরস্য শিখাসূত্রত্যাগেন কৌপীনধারণেন চ (কিন্তু) যোগপট্টং বিনা সন্ন্যাসেন স্বরূপাখ্যা অভূৎ। যথা শ্রীমাধবী বৈষ্ণবী অপীতি। এবং শ্রীবিত্তানন্দেন প্রভুণা স্বয়মেব শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিনে কৌপীনাদিকং দত্তমিতি। কিন্তু—

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি-নিষেবয়ৈব।

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ।
লিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥

এতাদৃশিতি কৌপীনকন্থাদিরূপাম্।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যং প্রতি যথোক্তমুদ্বসনাচার্য্যেণ—

কন্থাং বহসি দুর্ম্মতে পর্ব্বটেরপি দুর্ব্বহাম্।
শিখা যজ্ঞোপবীতং তে কস্মাৎ ত্যাজয়তে বদ॥

কিঞ্চেত্যাদিবচনাৎ শ্রীহরিদাসাদীনাং বিধিপূর্ব্বক-ব্রহ্মচর্য্যাদিগ্রহণং লোক-সংগ্রহমাত্রং, বস্তুতস্তু মুকুন্দাঙ্ঘ্রি-নিষেবয়ৈবেতি সংসারতরণাবধারণাৎ যথাকথঞ্চিৎ প্রকারেণ তত্তচ্চিহ্নাদি-ধারণেন তত্তদাশ্রমাভিমান-ত্যাগেন চ শ্রীগুরুপদপদ্মসেব বিধেয়মিতি তত্ত্ব সুচিতম্।

তস্মাদেব তত্তৎপূর্ব্বপ্রকৃতীনাং তাং তাদৃক্ষিক বৈধিক-পৈত্রাদিকৃত্যমপ্যনুচিতং তৎকৃতেন পুনঃ সংসার-প্রাপ্তি-সম্ভবাদিতি দিক্।

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
তত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥

এবমাদি শ্রীমদ্ভাগবতস্যাপি বৈষ্ণবানামেবাত্যন্তগোরবং, পরমহংসঞ্চ বিদিতং, যতো বৈষ্ণবানাং ভাগবতপ্রিয়ত্বম্। তস্মাৎ পারমহংস্য-জ্ঞানত্বেন পরমহংসস্বরূপি তেষামেব নাম্নেত্যম্।"

অতএব পাঞ্চরাত্রিকদীক্ষা-বিধানে সদ্গুরু-কর্ত্তৃক শ্রীগুরুগন্ধাদ্য-মন্ত্রে দীক্ষাদির দ্বারা স্বরূপতঃ বিপ্রত্বাদি সত্ত্বে বলিয়া তাদৃশ বৈষ্ণ-ব্রাহ্মণের গৃহাদিতে বৈরাগ্যাভাবে বিষ্ণু-সন্ন্যাস ও অদৃষ্টপোরাদি সিদ্ধ হইয়া থাকে। পরে সেই-সকল সন্ন্যাস-চিহ্নাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অবধূত-পরমহংসে-ত্যাদি অবস্থা লভ্য হয়। ইহা সর্ব্বতোভাবে অবিরুদ্ধ। এই প্রকারে 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস'কার কর্ত্তৃক যাঁহাদিগকে শ্রীশালগ্রাম-সেবাদির অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে, তাঁহা-দিগের মধ্যে স্ত্রীলোকগণকেও সম্প্রদায়ি-বৈষ্ণবতা-সম্পাদনে সুবিজ্ঞ গুরুদেব যদিবাসের ন্যায় কেবল অঙ্গীকৃত হইলেও চীরবস্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন। ঐরূপ চীর-খণ্ডের ধারণ দ্বারা স্ত্রীলোকেরও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম অবিরোধে সিদ্ধ হয় বলিয়া জানিবে।

যেমন, শ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীবাসোদরের যোগপট্ট ব্যতীত শিখা-সূত্র ত্যাগ ও কৌপীন ধারণের দ্বারা সন্ন্যাস-গ্রহণে 'স্বরূপ' আখ্যা হইয়াছিল। যেমন, শ্রীমাধবী-বৈষ্ণবী—ইনি গৃহে থাকিয়া চীরখণ্ডের গ্রহণ পূর্ব্বক সন্ন্যাস লাভ করিয়াছিলেন। এই প্রকারে শ্রীবিত্তানন্দ প্রভু শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীপ্রভুকে স্বয়ং কৌপীনাদি প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীচরিতামৃতে শ্রীস্বরূপ দামোদর সম্বন্ধে,—

সন্ন্যাস করিলা শিখাসূত্র-ত্যাগ হৈল।
যোগপট্ট না দিল, নাম হইল 'স্বরূপ'॥

মাধবীদেবী সম্বন্ধে,—

মাহিতির ভগিনী নাম মাধবীদেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরমা বৈষ্ণবী॥
প্রভু সেবা করে যাঁরে রাধিকার গণ।
জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন॥

স্বরূপ গোসাঞি, আর রায় রামানন্দ।
শিখি মাহিতি তিন, আর ভগিনী অন্ধ জন॥

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে ইহাই জানিতে হইবে যে, অধিকারী ব্রাহ্মণ, স্ত্রীলোক ও কায়স্থ প্রভৃতি সকলেই ভিক্ষাশ্রমের অধিকারী হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন "আধি প্রাচীন বর্হিষগণ উপাধিত পরমনিষ্ঠারূপ সন্ন্যাস-ধর্ম অবলম্বন পূর্বক কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবাদ্বারাই এই দুরন্তপার তমঃ অর্থাৎ সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইব।

জ্ঞাননিষ্ঠ বিরক্ত পুরুষই হউন, অথবা নিরপেক্ষ আমার ভক্তই হউন, তিনি আশ্রম-চিহ্ন-সহিত সকল আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অবিধিগোচর অর্থাৎ বিধির অতীত হইয়া বিচরণ করিবেন।

ভাগবতে এই কৃষ্ণাজ্ঞা সন্ন্যাসাধিকারী ব্যক্তির পক্ষে পরমহংস-অবধূত হইবার জন্য বিধিবাক্য। জ্ঞান-নিষ্ঠ বিরক্তগণ মায়াবাদ বিচারে ব্রহ্মসন্ন্যাস এবং নিরপেক্ষ ভগবদ্ভক্তগণ বিষ্ণু-সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্বক চরমে পরমহংস অবধূতাবস্থা লাভের জন্য সাধন করিবেন। পারমহংস্যী-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে বাস্তব সুনির্মল পারমহংস্য-পদ কেবল ঐকান্তিকী শুদ্ধা হরিভক্তিক্রমেই লভ্য হইয়া থাকে।

'এতাং সমাস্থায়' ইত্যাদি শ্লোকে 'এতাং' পদে কৌপীন-কন্থাদি-রূপ সন্ন্যাস-চিহ্ন সকলকে বুঝিতে হইবে। ব্রহ্ম-সন্ন্যাসী ও বিষ্ণু-সন্ন্যাসী উভয়েরই সন্ন্যাস-চিহ্ন—কৌপীন-কন্থাদি। কর্মী উদয়নাচার্য্য সন্ন্যাসের প্রতি স্বাভাবিক দ্বেষ বশতঃ শ্রীশঙ্করাচার্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—হে দুর্বুদ্ধে! পর্বতের ও দুর্গম কন্থা তুমি বহন করিতেছ। শিখা ও যজ্ঞোপবীত তোমার নিকট ভার বলিয়া বোধ হইতেছে কেন বল দেখি?

'কিন্তু' ইত্যাদি বাক্য হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, 'শ্রীহরিদাস' প্রভৃতির বিধিপূর্বক ব্রহ্মচর্য্যাদি গ্রহণ—কেবল লোকশিক্ষার জন্য। কিন্তু মুকুন্দ-পাদপদ্ম-সেবাদ্বারাই বাস্তব ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাস প্রভৃতি সিদ্ধ হয়। সংসার উত্তীর্ণ হওয়া অবধারিত হইলে বিবিধ আশ্রমচিহ্ন ধারণ, অথচ যাবতীয় বর্ণাশ্রমাভিমান পরিত্যাগ করিয়া যে-কোন প্রকারে একমাত্র ভগবদ্ভজনই কর্তব্য—এই তত্ত্ব সূচিত হইয়াছে।

একান্তভাবে হরিভজন করার নামই সন্ন্যাস। তবে লোকসংগ্রহের জন্য কৌপীনাদি লাভের পূর্বক সংসারী-অভিমান পরিত্যাগ করা—সেই মহৎ কার্য্যের মূলতঃ প্রদর্শন মাত্র। অতএব সন্ন্যাসের বাহ্যচিহ্নসকল সংসার-বন্ধন-ছেদনের প্রধান উপায়রূপে বিধেয়।

সেই কারণেই তাদৃশ ঐকান্তিক ভাবভক্তগণের পুত্র প্রভৃতি কর্তৃক তাঁহাদের উদ্দেশে বৈদিক-লৌকিক কর্মানুষ্ঠান অনুচিত। কারণ, সেই সকল অনুষ্ঠানের দ্বারা পুনঃ সংসার বন্ধন প্রাপ্তির সম্ভাবনা হয়। উক্ত বিচারের ইহাই দিগ্‌দর্শন।

শ্রীমদ্ভাগবত—অমল পুরাণ। ইহা বৈষ্ণবগণের অতি-প্রিয়। ইহাতে একমাত্র অমল পরম পারমহংস্যজ্ঞান গীত হইয়াছে। ইহাতে জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিত নৈষ্কর্ম্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই ভাগবতের শ্রবণ, গ্রন্থপাঠ ও বিচার-পরায়ণ হইয়া ভক্তিদ্বারা লোক মায়ামুক্ত হইবে।

উক্ত প্রকার অনেক ভাগবত-বচনের দ্বারা **বৈষ্ণবদিগেরই অচ্যুতগোত্রত্ব ও পরমহংসত্ব বিহিত** হইয়াছে। কারণ, ভাগবত-প্রীতি বৈষ্ণবদিগেরই আছে। সেই ভাগবত-কথিত পারমহংস্য-জ্ঞানদ্বারা পরমহংসত্ব-লাভও বৈষ্ণবেরই, অপর কাহারও নহে।

শ্রীমদ্ভাগবত, জগদ্গুরু শ্রীধর স্বামিপাদ ও শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু ভাগবতগণকেই "পরমহংস" বলিয়াছেন, এবং সেই পরমহংসগণের স্বরূপলক্ষণ-বর্ণনে — যাঁহারা শ্রীবাসুদেবের কথাকেই প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করেন, সেই সকল কার্ষ্ণ্য ভাগবতই পরমহংস, ইহা জানাইয়াছেন। পরমহংস-কুলশিখামণি শ্রীল শুকদেবগোস্বামী পারমহংস্য-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন,—

"স্বাচ্যুতং ভগবন্ত উত্তমশ্লোকস্য শ্রীমচ্চরণা-বিম্ব-মকরন্দরসাবেশিত-চেতসো **ভাগবত-পরমহংস-দয়িত** কথাং কিঞ্চিদন্তরায়-বিহিতাং স্বাং শিবতমাং পদবীং ন প্রায়েণ হিন্বন্তি।" (ভাঃ ৪।৩০।৩৩)

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্ আপনি যাহা কহিলেন, তাহা সত্য, কিন্তু উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির পরম-শোভাযুক্ত পাদপদ্ম-মকরন্দরসে যাঁহাদের চিত্ত আবিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা **ভাগবত-পরমহংসগণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় শ্রীবাসুদেবের কথাকেই পরম-কল্যাণরূপা পদবী** বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।

তাই—কিকিন্যার সংসার ভোগবিরূপ বিষের ঘারা তাহা জর্জরিত হইলেও তাঁহারা সেই মঙ্গলময়ী পরলোকে পরিত্যাগ করেন না।

এখানে 'ভাগবত পরমহংস' শব্দের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—"ভাগবতা এব পরমহংসাঃ" অর্থাৎ ভাগবত বা বৈষ্ণবগণ পরমহংস। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন,—"ভাগবতা যে পরমহংসাঃ।" অর্থাৎ ভাগবতগণ যাঁহারা পরমহংস। শ্রীল বীররাঘবাচার্য্য বলিয়াছেন—"ভাগবতা যে পরমহংসা নিতান্তবিশুদ্ধান্তঃকরণাঃ" অর্থাৎ ভাগবতেরাই যাঁহারা পরমহংস—নিতান্ত বিশুদ্ধচিত্ত। শ্রীল শুকদেব বলিয়াছেন—"ভাগবতা এব পরমহংসা হেয়োপাদেয়বিদঃ"—ভাগবতগণ বা বৈষ্ণবগণই পরমহংস যাঁহারা ত্যাজ্য ও গ্রহণীয় বিচার করিতে জানেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের (৬।৩।২৮) শ্লোকে পরমহংসগণকে নিষ্কিঞ্চন বলা হইয়াছে। উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'নিষ্কিঞ্চন' শব্দে 'কেবল-ভক্তিমান্' এবং 'পরমহংস' শব্দে 'প্রধানীভূত ভক্তিমান্' বলিয়াছেন। কোন কোন আচার্য্য 'পরমহংস' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'ভাগবতরসজ্ঞ'। সেই পরমহংসগণ নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ কেবলভক্তিমান্ ও অসদ অর্থাৎ দুঃসঙ্গ-বর্জ্জিত এবং মুকুন্দপদারবিন্দ-মকরন্দহংস নিরন্তর পানকারী।

যাহারা এইরূপ পরমহংসের সেবা-বিমুখ হইয়া নরকের দ্বারস্বরূপ গৃহমেধাদিতে আসক্ত, ঋষভদেব তাহাদিগের মতবিষাদের কথা বলিয়াছেন।

ভাগবত-সম্প্রদায় ও নির্ব্বিশেষজ্ঞানি-সম্প্রদায় বৈষ্ণবরাজ জগদ্গুরু শম্ভুকে পরস্পর ভিন্নদৃষ্টিতে 'পরমহংস' বিচার করিয়া থাকেন। নির্ব্বিশেষজ্ঞানি-সম্প্রদায় মনে করেন,—রুদ্রদেব নির্ব্বিশেষজ্ঞান প্রচার ও স্থাপনে অবধূতের ন্যায় বাস করেন বলিয়া তিনি পরমহংস; কিন্তু ভাগবত-সম্প্রদায় শিবকে সর্ব্বদেবের সেবক ও সকলমুখে নিরন্তর হরিকীর্ত্তনকারী জানিয়াই তাঁহার পরমহংসত্ব বিচার করিয়া থাকেন। ভাগবতগণের বিচারে পরমহংস, নৈষ্কর্ম্ম্য বা কৈবল্য বলিতে প্রধানীভূত ভগবদ্ভক্তিই লক্ষিত হয়। কিন্তু নির্ব্বিশেষজ্ঞানি-সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষজ্ঞানকে 'নৈষ্কর্ম্ম্য', 'কৈবল্য' বা 'পারমহংস্য' বলিয়া থাকেন। আবার কর্ম্মঠ বা কর্ম্মি-সম্প্রদায় জগদ্গুরু শিবের সর্ব্বদেব-সেবকস্বরূপ পারমহংস্যধর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া শিব-নিন্দক হইয়া থাকে। দক্ষ বহু দর্শন করিয়া থাকেন; তাই যজ্ঞে অভিমানে মত্ত দক্ষ মনে করেন যে, পরমহংসবর শম্ভু বৈদিক অভিমানাদি করেন নাই। বস্তুতঃ পরমহংসেশ্বর শিব অপ্রাকৃত বিশুদ্ধসত্ত্বে যে আনন্দমূর্ত্ত বাসুদেব প্রকাশিত হন, তাঁহাতেই নিত্য প্রণত থাকিয়া তিনি বহুমত বিচারকে বহুমানন করেন না; সর্ব্বদা সহর্ষে হরির কীর্ত্তনমুখে অভিনিবিষ্ট থাকেন। পরমহংস—নির্ম্মৎসর। মৎসর দক্ষ ও তদনুগসম্প্রদায় নির্ম্মৎসর পরমহংস শিবের প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হইয়া শিবের নিন্দা ও দ্বেষ করিয়া থাকে। শিবের পরমহংসত্ব তাহাদের বোধগম্য হয় না, শিবের পরমহংসত্বের প্রতি তাহারা অবহেলা প্রদর্শন করিয়া থাকে। তাই শিব পার্ব্বতীকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছেন,—

পাপচ্যমানেন জনাদুরেন্দ্রিয়ৈঃ
সমৃদ্ধিভিঃ পুরুষবুদ্ধি-সাক্ষিণাম্।
অকল্প এষামধিরোঢ়-মজ্ঞসা
পরং পদং যেন পুমানপাসুরা রতিম্।
(ভাঃ ৪।৩।২১)

নিরন্তর পাপকর্ম্মগণের পুণ্যকীর্ত্তি প্রভৃতি দর্শন করিয়া যাহাদের হৃদয় ঈর্ষানলে দগ্ধ ও ইন্দ্রিয়গ্রাম বিবশ হয়, তাহারা, অসুরগণ যেমন শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যলাভে অসমর্থ হইয়া কেবল শ্রীহরির দ্বেষই করিয়া থাকে, তদ্রূপ শিবের প্রতি দ্বেষ করিতে থাকে।

—:০:—

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর নির্দ্দেশানুসারে ও নিয়ামকত্বে শ্রীপুরুষোত্তমে আগামী যাত্রাযাত্রা (৯ই আষাঢ়) হইতে ২৮শে আষাঢ় পর্য্যন্ত শ্রীভক্তিবিনোদবাণীকীর্ত্তনোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন। ২৯শে আষাঢ় শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অন্তর্ধানপার্ষিক বিরহমহোৎসব।

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য

সহজ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর

ময়মনসিংহে শুভাগমনোপলক্ষে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বয়সের শেষে, নিশা-অবসানে,
গৌড়ীয়-জগত বিষাদিত মনে।
"সিদ্ধান্তভাস্কর" না হেরি' উদিত,
দিশাহারা হ'য়ে হইল মূর্চ্ছিত।
অমানিশা সম নিবিড় আঁধার,
আবরিল চিত্ত ভক্ত সবাকার।
অসীম, অনন্ত নিরাশা প্রবল,
করিল চিন্তায় সবায় বিহ্বল।
সুযোগ লভিয়া যত দুষ্ট নর,
অপপ্রচার লাগে হইল তৎপর।
সংজ্ঞা প্রাপ্তে পুনঃ ভকত সজ্জন,
যে যথায় ছিল বিলুপ্ত চেতন।
দুঃখের সাগরে হ'য়ে নিমজ্জন,
কাতরে ডাকিল শ্রীমধুসূদন।
ভকত জনের করুণ ক্রন্দন,
কাঁপাল গোলোকে প্রভু-সিংহাসন।
চকিতে অমনি সে প্রভু তখন,
আর্ত্ত প্রতি চায় সজল নয়ন।
ভকতের দুখ সহিতে না পারি,
নিজ প্রেষ্ঠ জনে পাঠা'ল শ্রীহরি।
পরিচয়ে তাঁর কিবা প্রয়োজন,
কে না চিনে সেই প্রভু-নিজ-জন,
ছায়া সম নিত্য গুরু-সহচর,
সিদ্ধান্ত বাণীর ভাস্করবর।
দুর্ব্বোধ্য তত্ত্ব যাঁহার ব্যাখ্যায়,
সহজ, সরল প্রাঞ্জল ভাষায়।
হ'য়ে প্রকাশিত অন্তরঙ্গ জনে,
অপসারি' ভ্রম দিল ভক্তি-ধনে।
"রূপ-রঘু-বাণী" জানাতে সবারে,
আবেশিল প্রভু কৃপা করি' যাঁরে।
"আমায়ের" বাণী রক্ষিবার তরে,
প্রভু নিয়োজিলা যেই প্রিয়বরে।
সেই, প্রভু বাসুদেব বিনা অন্য সেবা,
জানে যথাযোগ্য শ্রীগুরুর সেবা।
ভকত-সমাজে চির-পরিচিত,
যাঁহার মহিমা সর্ব্বত্র বিদিত।
যাঁর খ্যাতি বটে "সিদ্ধান্ত-সম্রাট্"
যাঁহার পাণ্ডিত্য অগাধ, বিরাট।
শাস্ত্র-যুক্তি-বল বুদ্ধির প্রাখর্য্য,
সবারে স্তম্ভিত জ্ঞানী, যোগী, আর্য্য।
যাঁর সৌম্য মূর্ত্তি, সুমিষ্ট বচন,
সরলতালাপ মধুর কীর্ত্তন।
পুষ্প সম যাঁর শুচিতা, মৃদুতা,
বজ্র সম যাঁর অতি কঠোরতা।
যাঁর তীব্র তেজ অপেক্ষা-হীনতা,
জাগিয়া তুলিছে সগর্ব্ব অস্মিতা।
প্রতিষ্ঠার লোভ ঘৃণ্য মৎসরতা,
অন্য-অভিলাষ অন্ত-সর্ব্বথতা।
যাঁহার সুতীব্র শাসন-বাণীতে,
কাঁপায়ে তুলেছে অপরাধি-চিত্তে।
যাঁর নিরপেক্ষ: বিচারের ভয়ে,
অপরাধিগণ শঙ্কিত হৃদয়ে।
সূর্য্যের আলোকে পেচকের প্রায়,
পলাইছে দূরে সকল বিদায়।
জগদ্গুরু সেই প্রভুবরে আজ,
পাইয়া হেথায় আমাদের মাঝ।
হৃদয়ে আনন্দ ধরে নাকো আর,
কি দিয়ে আমরা পূজিব তাঁহার।
অশোক অভয় চরণ কমল,
বরাভয়-প্রদ নিত্য, সুশীতল।
যদ্যপি যোগের নাহিক যোগ্যতা,
ওগো ওগো, প্রভো হৃদয়-দেবতা।
ওগো জগদ্গুরো সাধু নিরিঞ্চন,
দীনে দয়াময় অধম-তারণ।

কৃপা দৃষ্টি করি' আমাদের প্রতি,
শুদ্ধা ভক্তি দেহ জনমের মতি।
ঘোর তমসায় পড়িয়া আমরা,
ডুবিতেছি সবে হ'য়ে আত্মহারা।
এ হেন সময় তুমি বিনা আর,
কে রাখে মোদেরে হ'য়ে কর্ণধার।
তব পদে তাই, মাগি গো শরণ,
উদ্ধারহ দীনে দিয়ে পদতরণ।
কি দিব তোমায় কি আছে মোদের,
প্রণামাঞ্জলি বিনা শুদ্ধ জনের।
তাই নিয়ে মোরা দীন হীন জন,
সমতনে করি তব শ্রীচরণ।

নরসিংহবাসী গৌড়ীয়-
মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দপক্ষে
শ্রীসহজানন্দ দাসাধিকারী

—:০:—

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের নরসিংহে শুভবিজয়

গৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু গত ২৮শে মে শুক্রবার ঢাকা-হইতে বৈষ্ণবসিংহে পৌঁছিলে তথাকার সম্ভ্রান্ত জনসাধারণ এবং গৃহস্থ ও মঠবাসী ভক্তবৃন্দ আচার্য্যদেবকে বিপুল শোভাযাত্রা সহকারে সংকীর্ত্তন করিয়া মটরযোগে স্থানীয় শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠে লইয়া যান। আচার্য্যের বাসোপযোগী একটী সুবৃহৎ ভবনে আচার্য্যদেবের অবস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। উক্ত দিবস তথায় অপরাহ্ণ প্রায় সাড়ে চারি ঘটিকার সময় স্থানীয় মোক্তার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি মহাশয়ের 'চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তের একাগ্রতা কিরূপে হয়,' 'মথুরার কৃষ্ণ ও কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ কি এক' এই সকল প্রশ্নের উত্তরমুখে আচার্য্যদেব বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। উপস্থিত শুভ মহোদয়গণের মধ্যে নিম্নে কতিপয় ব্যক্তির নাম প্রদত্ত হইল,—

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মোক্তার, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র মুখার্জ্জি মোক্তার, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী উকিল, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী মার্চ্চেণ্ট, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত উকিল, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র কর্ম্মকার, শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র পাল, রায় বাহাদুর কে, সি রায়, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সাহা মোক্তার, শ্রীযুক্ত হরিমোহন বসাক মার্চ্চেণ্ট, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মার্চ্চেণ্ট, কুমার বাহাদুর প্রভাতকৃষ্ণ দেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর, বিএ, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দাসাধিকারী শ্রীযুক্ত উমেশ দাসাধিকারী। উক্ত দিবস সন্ধ্যা ৭১ ঘটিকার সময় শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠে শ্রীল আচার্য্যদেব ভাগবতের "স্বর্গঃ প্রোক্তিরকৈতবোঽত্র" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা মুখে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন এবং স্বয়ং উচ্চৈঃস্বরে সুললিত কণ্ঠে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। সমস্ত দিনব্যাপী বর্ষার দুর্য্যোগ সত্ত্বেও উপস্থিত ত্রিশতাধিক সজ্জন আগ্রহ সহকারে ও নিঃশঙ্কে স্নান পাবনী হরিকথা শ্রবণ পূর্ব্বক আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন।

উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কতিপয়ের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

শ্রীযুক্ত অধিকাচরণ বসু উকিল, শ্রীযুক্ত পবিত্রচরণ গুহ উকিল, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুহ উকিল, শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ধর উকিল, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার আইচ মোক্তার, শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র রায় উকিল, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার চৌধুরী মোক্তার, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রীচরণ রায় মোক্তার, শ্রীযুক্ত গোবিন্দকুমার চৌধুরী উকিল, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত উকিল, শ্রীযুক্ত হরেশচন্দ্র ভাওয়াল মোক্তার, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল রায় উকিল, শ্রীযুক্ত অটলবিহারী কর উকিল।

২৯শে মে শনিবার প্রাতঃ ৮ঘটিকায় একব্যক্তি হরিনাম গ্রহণের প্রণালী সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় আচার্য্যদেব অপরাধিনাম, নামাপরাধ প্রভৃতি বর্জ্জন করিয়া শুদ্ধ মহাভাগবতের আনুগত্যে নাম গ্রহণের উপদেশ প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত সুখানন্দ দাসাধিকারীর "মহাভাগবতের পতনাশঙ্কা আছে কিনা" এই প্রকার প্রশ্নের উত্তরে বৈকুণ্ঠে প্রবিষ্ট

এবং বৈষ্ণবের দ্বারে সমাগত, দীনের নিত্য ও নিত্যসিদ্ধ প্রভৃতি বিচার, ভাব, প্রেম ও রতি প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। এবং প্রসঙ্গে কয় বিষয় ও ভিন্নকেতুর আখ্যান দ্বারা উক্ত প্রশ্নের সুমীমাংসা প্রদান করেন। অতঃপর স্থানীয় সভাপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র আকরতীর্থ স্মৃতিভূষণ বাচস্পতি মহোদয় উপস্থিত হইয়া সরল মনে ইষ্টের ধ্যান—বিষয়ক প্রশ্ন করেন। তদুত্তরে আচার্যদেব ঐ প্রকারে কৃষ্ণের ধ্যানে নামাপরাধ, এবং তাহার বর্জনতঃ সাধের প্রকৃত ধ্যানে অযোগ্যতা প্রভৃতি বিষয় কীর্তন করিয়া তাঁহার সন্দেহ নিরাস করেন।

অনন্তর ৬ঘটিকার সময় স্থানীয় টাউনহলে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। তথায় নগরবাসী সজ্জনবৃন্দের পক্ষ হইতে মিউনিসিপালিটীর অবৈতনিক চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত অঘোরবন্ধু গুহ বি, এল মহোদয় একটি প্রস্তাবিনন্দন পাঠ পূর্বক উহা একটী সুবর্ণ মৌলাধারে সম্পুটিত করিয়া আচার্যদেবকরকমলে অর্পণ করেন।

শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে মহোপদেশক শ্রীপাদ মধুসূদন ভক্তিশাস্ত্রী সরস্বতীবৈভবাচার্য এম-এ মহোদয় একটি ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি এবং শ্রীপাদ সহকারী পরিব্রাজক বরটিত সুললিত পদ্যে "প্রস্তাঞ্জলি" পাঠ করেন।

অতঃপর আচার্যদেব একটি প্রত্যুত্তিভাষণ প্রদান করিলে (গৌড়ীয় ১০ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য) মহাজন পদাবলী ও মহানাম কীর্তনের পর সভাসমাপ্তি হয়।

সভায় উপস্থিত সজ্জনবৃন্দের কতিপয় ব্যক্তির নাম, :—

শ্রীযুক্ত অঘোরবন্ধু গুহ বি, এল, চেয়ারম্যান মিউনিসিপালিটি; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র স্মৃতিভূষণ, বাচস্পতি; শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার, এম্, এ, বি, এল, পাবলিক প্রসিকিউটার; শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন বি এ, হেড্‌মাষ্টার; শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রচন্দ্র ঘর বি-এল, উকিল; রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চাকলাদার; কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর এম্-এ, (সুনসরাজ); শ্রীযুক্ত হর্ষাচরণ ঘর বি-এল, উকিল; শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র উকিল বি-এল, উকিল, সেক্রেটারী হুর্গাবাড়ী-সমিতি; শ্রীযুক্ত-ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মোক্তার, শ্রীযুক্ত দেবতীরঞ্জন ঘোষ কবিরাজ; শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মজুমদার মোক্তার; শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দে এম্-এ, বি-এল উকিল, শ্রীযুক্ত কানাইলাল সাহা মার্চেন্ট; শ্রীযুক্ত বিনয়চরণ রায় এম-এ, বি-এল প্রোফেসার ও মিউনিসিপাল কমিশনার; শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মজুমদার মোক্তার; শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র মজুমদার তালুকদার, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জি মোক্তার, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন মোক্তার, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ এজেন্ট ষ্টাণ্ডার্ড্‌ব্যাঙ্ক; যৌলভী আবদুল্লা বি, সুপারিন্টেডেণ্ট ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড অফিস, শ্রীযুক্ত সুধীরমোহন ঘোষ মোক্তার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জি, এম্-এ প্রোফেসর; শ্রীযুক্ত সরচ্চন্দ্র গোস্বামী বি, এল উকিল, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ গুহ এম-এ প্রোফেসর, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর ঘর শিক্ষক; শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার এম্-এ, বি এল উকিল; শ্রীযুক্ত গিরিজাকান্ত মজুমদার এম-এ, বি-এল, প্রোফেসার।

এই সভার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত মুসলধারায় বৃষ্টি হইতেছিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সভার প্রাক্কালেই উহা থামিয়া যায়।

৩০শে মে রবিবার বেলা প্রায় ১০টার সময় রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চাকলাদার মহাশয় আচার্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া মিলনের বিষয় কিছুক্ষণ আলাপ করেন। ঐ দিবস আচার্যদেব ময়মনসিংহ হইতে অপরাহ্ণ ২৸০ ঘটিকার সময় ডাকগাড়ীযোগে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ অভিমুখে যাত্রা করেন।

নারায়ণগঞ্জে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য

নারায়ণগঞ্জবাসী সজ্জনবৃন্দ ও শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দের সাগ্রহ প্রার্থনায় গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব পদবিদ্যাভূষণ প্রভু বিগত ২৩শে মে ৯ই জ্যৈষ্ঠ নারায়ণগঞ্জে শুভবিজয় করেন। উক্ত দিবস অপরাহ্ণ ৬৸০ ঘটিকায় স্থানীয় উকীল-লাইব্রেরীতে অভিনন্দন-সভার শেষে (বিবরণ ৪র্থ সংখ্যা গৌড়ীয়ে দ্রষ্টব্য) শ্রীযুক্ত কবীন্দ্রভূষণ চক্রবর্ত্তী একাডেমির হেড্‌মাষ্টার প্রমুখ কতিপয় সজ্জনের নিকট শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর প্রভু বহুক্ষণ হরিকথা কীর্তন করেন।

২৪শে মে ১০ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ঘোষ উকীল, শ্রীযুক্ত সাধুকুলচন্দ্র রায় উকীল, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ঘোষ মোক্তার, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচরণ সোম মোক্তার, ঘার একাডেমির হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত কবীন্দ্রভূষণ চক্রবর্ত্তী, ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ ঘর, শ্রীযুক্ত

নিবারণচন্দ্র দাস উকীল প্রভৃতি বহু সজ্জন আচার্য্যচরণে উপস্থিত হইয়া বর্ত্তমানে প্রচলিত মতবাদগুলির সহিত গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মের পার্থক্য জানিবার জন্য নানাবিধ প্রশ্ন উত্থাপন করেন। শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু এবং শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর প্রভু তাঁহাদের প্রশ্নের যুক্তি উত্তর প্রদান করিয়া তাঁহাদের সন্দেহ নিরাস করেন। অতঃপর উকীল শ্রীনিবারণ বাবু আচার্য্যচরণে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে বিবিধ জটিল প্রশ্ন উত্থাপিত করেন। আচার্য্যদেব তাঁহাদের যথোচিত উত্তর প্রদান করিলে নিবারণবাবু আচার্য্যদেবের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন এবং সকলের তাঁহার গৃহে পদধূলি প্রদান করিবার জন্য আর্ত্তি জ্ঞাপন করেন। সন্ধ্যা প্রায় ৭ ঘটিকার সময় পূর্ব্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন গোস্বামী আচার্য্যপাদপদ্মে উপস্থিত হইয়া বহুক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

২৭শে মে প্রাতঃকালে আচার্য্যদেব, শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু ও শ্রীপাদ শ্রোত্রী মহারাজ-সমভিব্যাহারে চাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি পূর্ব্বদিবসের সাদুনয় প্রার্থনা পূরণার্থ পথিমধ্যে চাষারা রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী শ্রীযুক্ত নিবারণ বাবু উকীলের ভবনে পদার্পণ করেন। শ্রীযুক্ত নিবারণ বাবু সপরিবারে মাঙ্গলিক দ্রব্য-দ্বারা তাঁহাকে আচার্য্যোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক বিশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাকৃষ্ণদেব প্রভু গত ৩১শে মে (১৯৩৭) সোমবার প্রাতে কতিপয় বিশিষ্ট মঠসেবক সমভিব্যাহারে ময়মনসিংহ হইতে কলিকাতা (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়া শ্রীমঠকে সকলকে হরিকীর্ত্তনমুখরিত করিয়াছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অপ্রকটের পর তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীআচার্য্যদেবের কলিকাতা-মঠে এই সর্ব্বপ্রথম শুভাগমন। তাঁহার আগমনে মঠে এক নবজীবন সঞ্চারিত হইয়াছে। বিভিন্নস্থান হইতে বহু মঠাশ্রিত ভক্ত ও সত্যানুসন্ধিৎসু শুদ্ধ সজ্জন শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট আগমন করিয়া পরিপ্রশ্ন-মুখে ভগবদ্ভজন-বিষয়ে বহু সংশয় নিরাকরণ করাইয়া লইতেছেন। বেদবেদান্ত-গীতা-ভাগবতাদি সদ্গ্রন্থসমূহের বহু জটিল রহস্যের সুমীমাংসা-শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ পরম উপকৃত হইতেছেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে ভজনবিজ্ঞ সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারী সেবকবৃন্দ পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ণ, অপরাহ্ণ ও সায়াহ্ণ—সর্ব্বকালই পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা বা ইষ্টগোষ্ঠীমুখে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কটক রাভেন্সা কলেজের অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীমন্মথনাথ ভক্তিসুধাকর এম্-এ, মহেন্দ্রসিংহ আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ মহেন্দ্র বাসাধিকারী এম্-এ, বি-এল্, আসানসোল হাইস্কুলের প্রধান পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যা-সাগর কাব্যতীর্থ বি-এ মহোদয় প্রমুখ কতিপয় শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে অনুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

গত ৩রা জুন (১৯৩৭) রবিবার সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের সাদ্ধ্য-প্রবচন-সদনে শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাকৃষ্ণদেব প্রভুর সভাপতিত্বে এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ঐ সভায় "ধর্ম্মবাজ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের স্থান" বিষয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতাতে আচার্য্যদেব প্রায় একঘণ্টা কাল প্রাঞ্জল এবং হৃদয়গ্রাহী ভাবে শ্রীমদ্ ভাগবতের অনন্যোদ্দেশ্য প্রতিপাদন মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র," "নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং", 'কৃষ্ণেধ্যমোপগতে', "অনর্থোপশমং সাক্ষাৎ," "শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং," "অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং" প্রভৃতি বহু শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করেন। তৎশ্রবণে ইহা সকলেই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল যে, ভাগবতের শ্রীমুখ হইতেই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণীয়। তাহাদ্বারাই জীবের বাস্তব মঙ্গল সাধিত হয়। চেতনের কৃপাকে হইতেই চেতন-বাণী আবির্ভূত হইয়া সেবোন্মুখ জীবের হৃদয়ে ক্রিয়াবতী হন।

শ্রীমদ্ভাগবত স্বয়ংই "শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং" ইত্যাদি শ্লোকে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যাও আচার্য্যদেবের শ্রীমুখ হইতে সকলের শ্রবণ করিবার সুযোগ হইয়াছিল। [শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা সময়ান্তরে প্রকাশিত হইবে।]

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল শ্রীধর মহারাজ "মানবজাতির শাসনের জন্য দুই প্রকার শাস্ত্রের প্রচার পৃথিবীতে প্রচলিত; মানব-মনীষা-কল্পিত ও শ্রৌত, সাধারণতঃ স্বকপোলে পরিচিত ব্যাপার-সমূহ কৈতবপূর্ণ, শ্রৌতপথই পরম শ্রেয়ের পথ, শ্রৌতশাস্ত্র বৈকুণ্ঠ হইতে অবতীর্ণ সুতরাং ভ্রম প্রমাদাদি দোষদুষ্ট মুক্ত, দেশ-কাল-পাত্রভেদে তাঁহারও প্রকাশের তারতম্য, শ্রুতির বিশ্লেষিই পুরাণরূপে প্রকাশিত, পুরাণ আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক তামসিক-ভেদে ত্রিবিধ, সাত্ত্বিক পুরাণগুলির মধ্যে বিষ্ণুতত্ত্বের প্রাধান্য, শ্রুতির শিরোভাগ উপনিষদ্‌গুলির প্রধানতম উদ্দিষ্ট বিষয় ব্রহ্মসূত্র সংরক্ষণ পূর্ব্বক তাহার প্রকৃত অর্থ প্রকাশ-হেতু শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব, শ্রীমদ্ভাগবতে পুরাণের সমস্ত লক্ষণ পূর্ণভাবে বর্ত্তমান, দয়ানন্দ সরস্বতী ও Wilson প্রভৃতির কথিত শ্রীমদ্ভাগবতের আধুনিকতা-দোষবাদ নিরাস, ইহা শ্রীভগবানের অক্ষজ দেহ, দেহ-কল্পতরুর প্রকৃষ্ট ফল, কৈতবহীন কঠোর সত্য প্রকাশক, শ্রীমদ্ভাগবতের কথা যাঁহারা স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক কীর্ত্তন করেন তাঁহারাই তুরিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠই সেই তুরিতাকৃষ্ণে ব্রতী ইত্যাদি কথা কীর্ত্তন-মুখে নানাশাস্ত্র হইতে শ্লোক ও সূত্রাদি উদ্ধার পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন। বক্তৃতার অন্তে আচার্য্যদেব স্বয়ংই উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন এবং তাঁহার আনুগত্যে উপস্থিত বৈষ্ণবমণ্ডলী ও সজ্জনমণ্ডলী ঐ কীর্ত্তনে যোগদান করেন।

গত ৮ই ও ১০ই জুন (১৯৩৭) কলিকাতা বাগবাজার-শ্রীগৌড়ীয়মঠের 'সারস্বত প্রবণ-সদনে' ত্রিদণ্ডিপাদাশ্রমী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের সভাপতিত্বে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ও মহেন্দ্র-সিংহ আনন্দমোহন কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীপাদ বন্ধুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল, মহোদয় যথাক্রমে "গীতার ভক্তি" ও "আচার্য্য শঙ্কর ও শ্রীচৈতন্যদেব" বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রত্যেক দিবসই বহুসংখ্যক শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ গত ৭ই জুন হইতে ১৪ই জুন পর্য্যন্ত কলিকাতা ১৩৬০ রো-স্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র বেরা মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তথায় তৃতীয় দিবসে শ্রোতৃ-মণ্ডলীর সংখ্যা অধিক হইয়াছিল। ঐদিবস (৯ই জুন) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ কতিপয় সুশিক্ষিত ও সজ্জন-ব্যক্তি স্বামীজী মহারাজের নিকট কএকটি পরিপ্রশ্ন উত্থাপন করিলে স্বামীজী মহারাজ তৎসমুদয়ের সুযুক্তিপূর্ণ উত্তর প্রদান করেন।

———:০:———

আগামী ৪ঠা আষাঢ়, ১৮ই জুন, শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময়ে কলিকাতা এলবার্ট হলে সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক "গৌড়ীয়" পত্রের সম্পাদক বাগ্মিবর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, মহোদয় "শ্রীচৈতন্য ও শ্রৌতপথ" বিষয়ে একটি অভিভাষণ প্রদান করিবেন। সনাতনধর্ম্মাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। বিনীত—শ্রীঅমূল্যরতন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল—সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা।

———:০:———

আগামী ২রা আষাঢ় বুধবার ৭-৩০ ঘটিকায় কলিকাতা বাগবাজার-শ্রীগৌড়ীয়মঠে "সারস্বত প্রবণসদনে" শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব পদবিদ্যাভূষণ প্রভুকে ভক্তিসাহিত্য গৌড়ীয়গণ প্রভাতিনন্দন প্রদান করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্ গৌড়ীয়াধীশ্বর
সম্প্রদায়ৈকরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি
সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

গৌড়ীয়

১৭শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৫ই আষাঢ় ১৩৪৩; ১৯শে জুন, ১৯৩৭ | ৪৫শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—ঈশোদ্যান, শ্রীধাম মায়াপুর।
কাল—ইং ২৪শে জানুয়ারী, ১৯২৬।

ব্রহ্মে গুরূনীশভক্তানীশনীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥

'গুরূন্'-শব্দ হইতে আমরা বর্ত্তমান ও পূর্ব্বগুরুগণের অর্থাৎ গুরুপরম্পরার নিত্যস্থিতির কথা অবগত হই। বৈষ্ণবধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্ম শ্রৌতপারম্পর্য্যক্রমে শ্রীনারায়ণ হইতে এজগতে অবতরণ করিয়াছেন। সেই ভাগবতধর্ম্ম শ্রীনারায়ণেরও আদি শ্রীকৃষ্ণ হইতে সর্ব্বপ্রথমে আদিগুরু ব্রহ্মা লাভ করেন। ব্রহ্মা হইতে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বা (মতান্তরে শ্রী-ঋষি স্বয়ং) প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥
(মুণ্ডক ১।১।১)

ব্রহ্মা জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বাকে ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ বিশ্বপালনকারী বৃহত্তত্ত্ব ও তৎসম্বন্ধিনী বিদ্যা প্রদান করেন।

আমরা আম্নায়পারম্পর্য্যে দিব্যজ্ঞান লাভ করি। ভগবজ্ঞানময় বেদ প্রথমে ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশিত হয়।

যেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজো বারি মৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা॥
(ভাঃ ১।১।১)

বেদমন্ত্রকে 'ব্রহ্ম' বলা হয়। 'ধীমহি'-পদদ্বারা ধ্যানকারীর বহুত্ব বুঝায়। 'আমরা ধ্যান করি'—এ কথায় ইহাই বুঝায় যে, তদবস্থ বেদমন্ত্রে বা শব্দব্রহ্মে ব্রহ্মার হৃদয়ে সর্ব্বপ্রথমে প্রকটিত হইয়াছিলেন। তাহাই তিনি

[illegible] ছুটগণকে বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মা হইতে তাঁহার শিষ্য শ্রীনারদ, তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার শিষ্য শ্রীব্যাসদেব, তাঁহা হইতে তদ্ভিন্ন শ্রীশুকদেব গোস্বামী উহা লাভ করেন। শ্রীল শুকদেব হইতে শিষ্যপরম্পরায় অচ্যুতগোত্র আরম্ভ হয়। তাঁহারাও সেই দিব্যজ্ঞানলাভের অধিকারী হন।

কালে প্রলয়াদির সংঘটনে বা ধর্মবিপ্লবের সময় বেদজ্ঞান বা শ্রৌতপথ লুপ্ত হইবার উপক্রম হইলে ভগবান্ পুনরায় অবতীর্ণ হইয়া তাহা প্রকট করেন।

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥
(ভাঃ ১১।৪।৩)

আরোহপন্থায় তারতম্য-মার্গে ও পঞ্চরাত্র-মার্গে যে গুরু দুই হন। আচার্য্যদ্বয় নিত্যকাল প্রবাহিত থাকে। তাহাদের 'হরি'—দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরুর স্বরূপ ও শিক্ষাগুরুর মহত্ত্ব জানিতে হইবে। দীক্ষা বলিতে দিব্য, অপ্রাকৃত জ্ঞানকে বুঝায়। শাস্ত্র বলেন—

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥

দিব্যজ্ঞান মানবের চিন্তাধীন পার্থিব জ্ঞানমাত্র নহে। উহা transcendental knowledge বা অপ্রাকৃত জ্ঞান। মানুষের বুঝান বা বুঝিবার জ্ঞান—প্রাকৃত জ্ঞান। আর মানবজাতির বহুজ্ঞানে যাহা প্রকাশিত হয় নাই, যে দর্শনটা স্বরূপজ্ঞানের অভাবে ঘটে না, এমন যে প্রত্যক্ষ দর্শন, তাহাকে এবং ভোগময় আধ্যক্ষিক দর্শন অর্থাৎ দৃশ্য, দর্শক ও দর্শনের একত্বরূপ নির্ব্বিশেষ-ত্যাগময় দর্শন অন্তর্হিত হইলে যাহা হইতে সেব্য, সেবা ও সেবকের নিত্যত্বের দর্শন লাভ হয়, তাহাকে দীক্ষা—দিব্যজ্ঞান বা অপ্রাকৃতজ্ঞান বলে। স্বরূপজ্ঞানের অভাবে দিব্যজ্ঞান লাভ হয় না। জড় দ্রষ্টা, দৃষ্ট ও দর্শন,—সকলই অনিত্য। নির্ব্বিশেষবিচারেও কোনটারই অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না। ত্যাগ ও ভোগ, উভয়ই মনোধর্ম্ম বা বহির্ম্মুখবৃত্তি। মনোধর্ম্ম ইন্দ্রিয়কে চালন করে বহির্দ্দর্শনের দিকে। মনোধর্ম্মে জীবের মঙ্গলোদয় হয় না।

হৈতে অদ্বয়তত্ত্ব-জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল এই মন্দ—এই সব ভ্রম॥

বহির্দ্দর্শন ও বাস্তবদর্শন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বহির্জগতের মোহে ও অনিত্যতায় মত্ত জীব দিব্যজ্ঞান ও জড়জ্ঞানের পার্থক্য বুঝিতে পারে না। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপুকে বলিয়াছিলেন—গৃহব্রতধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ কোনও দিন বিষ্ণুকে জানে না।

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥

গৃহ—ভোগের আগার মাত্র; কিন্তু শুধু গৃহকে গৃহ বলে না।

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥

চিদ্বিলাসী কৃষ্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় না করায় যে স্থানে আমাদের ভোগময় দর্শন, তাহাই 'গৃহ'। এইরূপ গৃহে বাহ্যবুদ্ধিতে না থাকিয়াও ভোগচিন্তাযুক্ত হইলে মানবের গৃহব্রত-ধর্ম্মই লাভ হয়। তাহাকেও গৃহমেধী বলে। বিশ্বের রূপরসাদি ভোগ যেখানে আছে, সেখানেই গৃহব্রতধর্ম্ম বর্ত্তমান। ভোগিকুল ন'ঞর্থজগতের চিন্তাস্রোতে আবদ্ধ হইয়া বিষয়ব্রত বা গৃহব্রত। গৃহব্রতধর্ম্মে অবস্থিত থাকিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া সাধুমুখে হরিকথা-শ্রবণের ছলনা করিলে মঙ্গল লাভ হয় না। এক সময়ে হিরণ্যকশিপুও প্রহ্লাদ মহারাজের নিকট হইতে শ্রৌতবাণী-শ্রবণের আগ্রহ দেখাইয়াছিল, কিন্তু তাহার প্রণিপাত, ন'ঞপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি ছিল না। কেবলমাত্র প্রহ্লাদকে স্বীয় ভোগ্য বালক পুরজ্ঞানে ভোক্তৃবুদ্ধিতে ঐ সকল শ্রৌতবাণী শুনিয়াছিল। তাহাতে তাহার মঙ্গল না হইয়া অমঙ্গলই ঘটিল। **বৈষ্ণবাপরাধ থাকাকালে মহাভাগবতের মুখে উপদেশ শুনিয়াও মঙ্গল হয় না।**

গীতা বলিয়াছেন—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

বিশেষতঃ গৃহমেধিগণের বুদ্ধি কৃষ্ণসেবার প্রতি কোন ক্রমেই প্রধাবিত হয় না।

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥

কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণপর না হইলে চর্ব্বিতচর্ব্বণ-কার্য্য বা বাস্তাশীর ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইবে। পুনঃপুনঃ চর্ব্বিতচর্ব্বণ করা গৃহব্রতের লক্ষণ। চলতি কথায় উহাদের সম্বন্ধে বলা যায়—"নেড়া কয়বার বেলতলায় যাবি?" উত্তর—"যায় যায়!" তাহাদের দুই একবার

সংসারের বাস্তু প্রতিঘাত পাইলে চেতন হয় না। ভগবানের বা ভাগবতের সেবাকেই একমাত্র ও সর্ব্বোত্তম কৃত্য বলিয়া যাহারা জানে না, তাহারাই পৃথগ্‌ব্রত। তাহারা অক্ষ ইন্দ্রিয়দ্বারা বিশ্বের ভোগে ব্যস্ত থাকে। জীবসকল কৃষ্ণবিমুখ হইয়া ভোগী হয়। অক্ষের প্রভু হওয়ার ফলে উহাদের বিবাজ্ঞান লাভ হয় না। পৃথগ্‌ব্রতবুদ্ধি থাকিলে জীব ভোক্তার অভিমানে আচ্ছন্ন হয়। কিন্তু কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা, আর যাবতীয় সকলই তাঁহার ভোগ্য।

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

ভগবান্‌কে Impersonal বোধ হইলে আমরা জড়ের ভোক্তা হইয়া পড়ি। অর্দ্ধৈক বৈষ্ণব হইলে সিদ্ধদেহের উর্দ্ধার্দ্ধের বা নাভির ঊর্দ্ধদেশের ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা বিষ্ণুসেবা এবং অবশিষ্ট নিম্নার্দ্ধের বা নাভির নিম্নদেশের ইন্দ্রিয়গুলিকে হেয় বা অবরস্থানে জড় জগতে বা বিশ্বে মায়ার সেবায় নিযুক্ত করিবার প্রবৃত্তি হয়। কৃষ্ণকে অর্দ্ধসেবা প্রদানের বুদ্ধি হইলে সমাবর্ত্তনের ও প্রাকৃতগৃহস্থ থাকিবার ইচ্ছা হয়। ইহারা ভক্তিবিনিময়টাকে অর্দ্ধেক করিয়া ফেলিয়াছে। ইহ জগতে কতকগুলি পূর্ণ ও অর্দ্ধ-আকার-বিশিষ্ট দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—Full bound and half bound books, full-stockings and half stockings প্রভৃতি। শ্রীরামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্যে অর্দ্ধরসের কথা এবং শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের গোবিন্দভাষ্যে পূর্ণরসের কথা পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলেন,—ভগবানের সকল প্রকার পরম উপাদেয় ভোগ আছে, সুতরাং যাবতীয় ইন্দ্রিয় ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হউক।

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্॥
(বিঃ পুঃ ৩অ৮)

ইহা শ্রীরামানুজের বিচার। এই বিচারে ইহ জগতের উপাদানদ্বারা ভগবানের সেবা সাধিত হয়,—মনে করা যায়। বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পালন করিলে ভগবান্ প্রীত হন—এরূপ বিচার অসম্পূর্ণ। যদি অর্দ্ধবৈষ্ণব হই, তাহা হইলে সিদ্ধদেহের উর্দ্ধার্দ্ধের দ্বারা ভগবানের সেবা এবং নাভি হইতে চরণ পর্য্যন্ত নিম্নার্দ্ধকে হেয় বা অবরস্থানে নিম্নার্দ্ধদ্বারা জড়বিশ্বে নিজের বা মায়ার ভোগ হইয়া থাকে। সমাবর্ত্তনের বুদ্ধিতে ভগবানের অর্দ্ধসেবা তর্কবিতামাত্র।

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবা করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের এই সকল অক্ষ হৃষীকের দ্বারা ভগবানের সেবা হয় না। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

বাহ্যজগতে ভগবান্ আপাততঃ দৃষ্ট হন না বলিয়া আমরা ভগবান্‌কে জানিতে পারি না। তিনি আমাদের বশ্য নহেন অর্থাৎ তিনি আমাদের অক্ষজজ্ঞানগম্য বা ইন্দ্রিয়ের অধীন বা দৃশ্য চাকর নহেন। ভগবদ্ভক্ত প্রকৃতপক্ষে ভগবানের সেবা করেন, আর অভক্ত সেবার ছলে ভগবানের নিকট হইতে সেবা আদায় করে। ভগবানের সেবার ছলনায় স্তবকপাঠকের পাঠ ও গায়কের গান সাধারণের বেশ ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর হয়। ভোগের বিচার প্রবল হইলে বিল্বমঙ্গল-নাটকে আরও আনন্দ হয়। ক্লাবে ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে যাওয়া, তাস-পাশা-দাবা-খেলা, প্রাচ্য বাজে খবরের কাগজ পড়া ও পরচর্চ্চা—এ সকলে আমরা মত্ত হইয়া পড়ি। যেখানে ভগবানের কথার স্থান হয়, সেখানে যাহে কথা আলোচিত হইলে তাহাও জড়-জগতের আজ্ঞা বিশেষ। কেহ কেহ বলেন—"আমি নির্জ্জনে হরিনাম করি।" কিন্তু নির্জ্জন কোথায়? আমি যেখানে যাইব, সেখানেই যে আমার মনের মলিনতা বহন করিয়া লইয়া যাইব। গ্রাম্যকথা বলিতে ও হস্যাহকার প্রকাশ করিতে মহাপ্রভু বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়াছেন।

গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম ল'বে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥

বাস্তবসত্যের আলোচনা হওয়া দরকার। গ্রাম্যকথা হইতে অবসর পাওয়া আবশ্যক। [অসৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক] সৎসঙ্গপ্রয়াসী,—

তাতো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥
(ভাঃ ১১।২৬।২৬)

হরিকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনেই পাপসমূহের মূলকাণ্ডে বলি হয়। পাশ্চাত্যদেশীয়দের পাপজ্ঞানের প্রথা তত্তদ্দিন-মাত্র। গোপনে অত্যাচার প্রকাশ্যপাপাপেক্ষাও অধিকতর ঘৃণ্য ও দণ্ডনীয়। শ্রীল জগদানন্দ প্রভু 'প্রেমবিবর্ত্তে' লিখিয়াছেন—

লোক যেখান গোরা কথা তিলকবাস করি।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ঘরে চুরি॥

লোকে বলে—"চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা"। কিন্তু কে কে গোপনে কি কি অন্যায় কার্য্য করেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণ, তাহা সমস্তই জানেন। যেহেতু তাঁহারা অন্তর্যামী। লোক পাপকে গোপন রাখিতে পারে না। নরব্যক্তির নিকট বড় কথা শুনিলে পরচর্চ্চার প্রবৃত্তির উদয় হয়। প্রকৃত গুরুর নিকট শ্রবণ না করিলে পরছিদ্রানুসন্ধান প্রবৃত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। মহাপ্রভু আদেশ করিয়াছেন—'পরচর্চ্চা হইতে দূরে থাকিবে।'

"পরচর্চ্চকের গতি নাহি কোন কালে।"
(চৈঃ ভাঃ)

শ্রীগুরুদেব বলেন—'লোকের যে অজ্ঞতা আছে, সেটা দূর করা দরকার, যদি তাহা না করিয়া পরচর্চ্চা করি, তাহা হইলে গুরুর কার্য্য হইল না।' আমরা নিজে অজ্ঞ থাকাকালে যদি—শ্রীগুরুদেব পরের দোষ দেখাইয়া ও অন্যকে শাসন করিয়া কেন পরচর্চ্চা করেন? কিন্তু গুরুদেব যে শিষ্যের প্রতি অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করিতে পারেন। তিনি অন্যের দোষ দেখাইয়া যেন—উহার সংশোধনের জন্য। মাতাপিতা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া বালকের দোষ প্রদর্শন ও তাহাকে শাসন করেন, তাহাতে কি পরচর্চ্চা হয়? তবে নিজে নির্দ্দোষ না হইয়া অপরের দোষ দর্শন নিষিদ্ধ।

পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥

বিজ্ঞব্যক্তি পরের স্বভাব আলোচনা করিবেন না। কৃষ্ণভক্তই তাহার নিত্য মঙ্গলবিধানের জন্য তাহা করিবেন। গুরুর কার্য্য করিতে গিয়া অপরের মূর্খতা নিরসন করিতে হইলে তাহার অমঙ্গলকর কার্য্যের দোষ প্রদর্শন করিতেই হইবে। যাঁহারা ভবিষ্যতে ভগবদ্ভক্ত হইবেন, তাঁহাদের দোষ দর্শন করিতে হইবে না। যিনি বৈষ্ণব, তিনি ত গুরু—তিনি নিন্দার অতীত।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষুদ্রৈঃ স্বভাবজনিতৈরপুরুষ দোষৈ-
র্নাক্রান্তমীহ ভবতো মনসো মহত্ত্বম্।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধের্যৈঃ॥ (উপদেশামৃত)
সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥
বৈষ্ণবের নিন্দা-কর্ণ নাহি পাতে কাণে।
সবে কৃষ্ণ ভজন করে,—এইমাত্র জানে॥

মহাভাগবত জগতের কোন অমঙ্গল চিন্তা করেন না। তাহা হইলেও মহাভাগবতের অবস্থায় উন্নত না হইলে মহাভাগবতের চরণে অপরাধী হইলে আমার কিছু মহা-ভাগবতত্ব লাভ ঘটিবে না। মহাভাগবতের নিকট গিয়া তাঁহার সেবার ছলনা করিতে গেলে তিনি আমার অন্যায় কার্য্য সমর্থন করিবেন—এইরূপ বিচার মূর্খতামাত্র। কনিষ্ঠাধিকারী থাকিতে মহাভাগবতাভিমান নিরয়প্রাপক দম্ভমাত্র। নিজে কাঁচা চাউল অর্থাৎ অপক্ক বা সাধকা-বস্থায় থাকিয়া ভুক্তান্ন অর্থাৎ পরিপক্ক বা সিদ্ধের অভিমান করিতে হইবে না। সাধনভক্তি ব্যতীত ভাবভক্তি হয় না। সাধনভক্তাবস্থায় চিত্তদর্পণ-মার্জ্জনাদি কার্য্য করিতে হয়। কনিষ্ঠাধিকারে অর্চ্চন পরিত্যাগ করিতে হইবে না। কনিষ্ঠাধিকারের লক্ষণ—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

যাহারা সেবাগত প্রাণ, তাহাদের বিধিভক্তি একান্ত দরকার। নবধা ভক্তি—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

শ্রীগুরুদেবের পদাশ্রয়পূর্ব্বক বৈধভক্তির যাজন আবশ্যক। শ্রীগুরুদেব জানাইয়া দেন যে, সাধনভক্তি ব্যতীত ভাবভক্তি হয় না এবং ভাবভক্তি না হইলে প্রেমভক্তি লাভ হয় না। "বৈধভক্ত্যধিকারস্তু ভাবাবির্ভাবনাবধিঃ।" বিধিভক্তি—যাহা সেবা-প্রবৃত্তির প্রথমাবস্থার কথা, তাহাতে অবজ্ঞা করিলে ভক্তপদাশ্রয় হয় না। **দুর্ব্বিজ্ঞার ফলে অনর্থের হাত হইতে কাহারও নিস্তার নাই।** ক্ষুদ্র জীব নিজের সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধির বাহাদুরী দেখাইয়া যতই উর্দ্ধে উঠুক না কেন, অবজ্ঞা করিলে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

যাহাদের ভগবানের সেবায় স্বাভাবিক রুচি, তাহাদের বৈধীভক্তির কঠোরতার আবশ্যক হয় না। ভগবদ্বস্তুর বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে একমাত্র সদ্গুরুর পাদপদ্মই অবলম্বনীয়—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥

যে কাল পর্য্যন্ত না শ্রীগুরুদেবের শাসন কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করি এবং শ্রীগুরুদেবের প্রদর্শিত সাধনপথ অনুসরণ করি, সেই কাল পর্য্যন্ত পরমমঙ্গল-লাভের পথে চলাই 'দুরূহ' হইবে না। শ্রীগুরুপূজার প্রণালী আমরা গুরুপাদপদ্ম হইতে লাভ করি। তিনিই বলিয়া দেন—

'অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।
প্রাতঃ শ্রীগুরবাসীনে দিনেত্রং বিষ্ণুরং গুরুম্।
বন্দাতরপ্রদং শান্তং সংসারঘ্ন্যা বপুর্ধরম্॥

বৈধীভক্তি ও গুরুবৈষ্ণবানুগত্য পরিত্যাগ করিলে কোনও কালে বাস্তব সত্যের অনুসন্ধান লাভ হয় না এবং বদ্ধভূমিকা হইতে উন্নত প্রদেশে অভিযানের সাহসও হয় না। ভক্তিকে অঙ্কের তর্পণে নিযুক্ত করিলে বিচার হইবে যে, অক্ষজ-পদার্থমাত্রই আমাদের ভোগ্য। কিন্তু বস্তুতঃ বিশ্ব ভগবানের ভোগ্য। এই বিশ্ব জীব-ভোগ্য—ইহাই জড়ভোগবাদ বা কর্ম্মকাণ্ড। জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, হঠযোগ, রাজযোগ ইত্যাদি সকলই বিষয়দর্শনের অন্তর্গত ও অক্ষজবিচার। অধোক্ষজ ভগবানের সেবাই জীবের পরমার্থ। ভগবদ্-ভোগ্যবস্তুকে স্বীয় ভোগ্য জ্ঞান করিলে অনর্থ উপস্থিত হয়। তত্ত্ববস্তুই সকলের মূল—ইহা অদ্বয়জ্ঞানের চিন্তাস্রোত। গুরুকৃপা না হইলে বস্তু দর্শন হয় না। জীব বদ্ধাবস্থায় কর্ত্তৃত্বাভিমানী হইলেও ভগবানের ইচ্ছা না হইলে কিছুই করিতে পারে না। ভগবানের জীব-নিয়ন্তৃত্বের কথা উপনিষদে রহিয়াছে। সাম-বেদীয় কেনোপনিষদে মনোবুদ্ধি প্রভৃতির ভগবদধীনত্ব এইরূপ কথিত আছে—"কেনেষিতং মনঃ" অর্থাৎ মনোবুদ্ধি প্রভৃতি কাঁহার দ্বারা চালিত হয়?

"অহং ব্রহ্মাস্মি", "সোঽহং", "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যের জীবব্রহ্মৈক্যবিচার বিবর্ত্তবাদের বিচার। শ্রীমদ্ভাগবতে বিবর্ত্তবিচার এইরূপ লিখিত—"দেহাদ্যাত্মিমুগাং যথা বিনিময়ঃ"। দেহে আত্মবুদ্ধিই বিবর্ত্তবাদের স্থান। সৃষ্টবস্তুকে স্রষ্টার সহিত সমান মনে করাই বিবর্ত্তবাদ। We are not to err God with phenomena. মূঢ় আত্মারাম সহকার একজন প্রসিদ্ধ ঐন্দ্রজালিক ছিলেন। জড়মন্ত্রশক্তি দ্বারা তাঁহার ন্যায় ঐন্দ্রজালিকেরাও একবস্তুতে অন্যবস্তুর ভ্রম উৎপাদন করিত। জড় মন্ত্রশক্তির যদি এত কার্য্যকারিতা হয়, তাহা হইলে ভগবানের মন্ত্রের ফল ফলিবে না কেন? কৃষ্ণনামমন্ত্রের উপাসনায় ফল ফলিবেই।

সিদ্ধের ভূমিকায় আরোহণের ভাণে সাধন পরিত্যাগ করা পাষণ্ডতা ও গুরুদ্রোহ ব্যতীত কিছুই নহে। "সৎপথের বিপরীত দিকে গমন করিলে যেরূপ কাম বা সুখ লাভ হইবে, আমি গুরুবৈষ্ণব হইতেও বেশী বুঝি, গুরু বৈষ্ণব আমার বুদ্ধি ও পরামর্শ না লইয়া এক পাও চলেন না, আমি নরকে যাইয়া সুবিধা করিয়া লইব এবং আমার গোঁড়ামি বজায় রাখিব"—এই বিচারে বিধি বা সাধন পথটাকে লঙ্ঘন করা হইয়াছে। বদ্ধাবস্থায় থাকিয়া পরমহংসের অধিকার লাভ হইয়াছে মনে করা—পাষণ্ডতামাত্র। শ্রৌতবাণীর কীর্ত্তন না হইলে স্মরণ হয় না। বদ্ধজীব অক্ষিত, চক্ষুঃ জড়মনের দ্বারা কৃষ্ণের বা শ্রীনারায়ণের পাদপদ্ম ধ্যান বা স্মরণ করিতে যাইয়া গুরুপক্ষীয় ঠোঁট

চিন্তা করে। আবার পাখীর কথা মনে পড়িলে পাখীর মাংসরস রসনার চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়। কৃষ্ণচিন্তা করিতে যাইয়া জড়ের ধ্যান করিয়া বসিলে কৃষ্ণসেবা বাধা-প্রাপ্ত হইল। এদিকে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"সাধন স্মরণ-লীলা, ইহাতে না কর হেলা, তাহা মনে করিয়া সুসার" অর্থাৎ জড়ের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণে অপ্রাকৃত সেবাবস্তুর কীর্ত্তনের সঙ্গে স্মরণ করা। পূর্ব-বৈষম্যার্গে থাকিয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণচিন্তা করা দরকার। শ্রীমন্মহাপ্রভু কোনপ্রকার অবৈষ্ণবার্য্যের প্রশ্রয় দেন না। এক সময়ে শ্রীক্ষেত্রে অবস্থানকালে একদিন জ্যোৎস্নাবতী রাত্রিতে দূর হইতে তর্জ্জা রাগিণীতে গীত কৃষ্ণের লীলাগান শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বাহ্যস্মৃতিরহিত হইয়া কণ্টকা-কীর্ণ বন অতিক্রমপূর্ব্বক কৃষ্ণানুসন্ধানে ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রধাবিত হইতেছিলেন, কিন্তু তদীয় সেবক গোবিন্দ মহাপ্রভুকে অগ্রসর হইতে বারণ করিয়াছিলেন, কারণ একটি স্ত্রীলোক ঐ সঙ্গীত করিতেছিল।

প্রভু কহে,—"গোবিন্দ, আজি রাখিলা জীবন।
স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ। (চৈ চঃ অন্ত্য ১০।৮)

দ্বিরুক্তি উল্লঙ্ঘন করিলে অকালপক্ক সাধকের চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির অনুকরণে প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া পড়িতে হইবে। মহাপ্রভু সেইজন্যই সন্ন্যাসলীলায় বৈষম্যভক্তির নিয়ম অটুটভাবে পালন করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন পুরুষোত্তমে ছিলেন তখন শ্রীরামা-পুরের নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসী পরমেশ্বরী মোদক তাঁহার স্ত্রীর শ্রীমন্মহাপ্রভুদর্শন করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করায় শ্রীমন্মহাপ্রভু সঙ্কুচিত হইলেন। শ্রীল সেনশিবানন্দের সঙ্গে গৌড়দেশ হইতে মহিলা-ভক্তগণ পুরুষোত্তমে আসিলেন। "প্রীতক দূরে হইতে কৈলা প্রভুর দরশন।" সেই শাসন হজম করিতে না পারিয়া ছোটহরিদাস গোপনে পাপ করিয়াছিল। বিষ খাইয়া মরিয়া যাওয়া ভাল, তথাপি হরিস্মরণ করিতে আসিয়া গোপনে পাপে প্রবৃত্ত হওয়া ভীষণাদপি ভীষণতর অপরাধ। শাস্ত্র বলেন,—

"নিষিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥"

দুর্ব্বলতাবশতঃ পাপাচরণকারীর বরং নিষ্কৃতি আছে, কিন্তু যাহারা জ্ঞাতসারে পাপ করে, তাহারা অত্যন্ত পাপিষ্ঠ। স্ত্রীলোকমাত্রেই নিন্দনীয়া নহেন। **নারীদেহ বা নারীর আকারমাত্রকেই ভোগ্য যোষিৎ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না।** শিখিমাহিতির ভগিনী মাধবীদেবী পরমা বৈষ্ণবী ছিলেন। তাঁহাকে প্রাকৃত স্ত্রীবুদ্ধি করিলে অপরাধ। শ্রীল রায় রামানন্দ প্রাকৃত পুরুষাভিমানরহিত ছিলেন বলিয়া যুবতী স্ত্রীলোকের অঙ্গ-স্পর্শে তাঁহার বিকার উপস্থিত হইত না। ইন্দ্রিয়পরায়ণ বহুজীব তাঁহার অনুকরণ করিতে গিয়া মুর্চ্ছাই বরণ করিবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্তর্য্যামি-সূত্রে ছোট হরিদাসের আচার ব্যবহার জানিতে পারিলেন। যে মনে মনে বা গোপনে পাপ করে, সে মিথ্যাচারী।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে। (গীতা)

চাকায় ও প্রয়াগে সৎশিক্ষা-প্রবর্ত্তনীতে ছোট হরিদাসের কাণ্ড সকল বেখান হইয়াছিল। নিজের দুর্ব্বলতায় যখন পাপ করিলে তাহাকে excuse করা যায়, কিন্তু জানিয়া শুনিয়া পাপ করিলে excuse করা ত উচিত নয়ই, অধিকন্তু capital punishment হওয়া উচিত।

বহু বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। বৃন্দাবনের চিড়িয়াকুণ্ডে বৈষ্ণবদিগের আশ্রমে একটি ব্রাহ্মণ যুবক থাকিত। সে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' পড়িত। সেইখানে হরিনামপরায়ণ কয়েকজন শুদ্ধবৈষ্ণব ছিলেন। তন্মধ্যে কৃষ্ণদাস-নামক একজন বৃদ্ধবৈষ্ণব তাঁহার শিষ্য ঐ যুবকটিকে উপদেশ করিয়াছিলেন—"প্রত্যহ দুইদিন অন্তর একদিন উপবাসান্তে তবে 'উজ্জ্বলনীলমণি' পড়িতে পাইবে।" কিন্তু দুর্ভাগা যুবকটি গুরুর বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া ছোট হরিদাসের অনুকরণে প্রত্যহ গোবিন্দজীর মন্দিরে কৃষ্ণসেবার ছলনায় আরতি দর্শন করিতে যাইত এবং যুবতী-স্ত্রীলোক দর্শন করিত। সেই যুবকটির কপটতা বুঝিতে পারিয়া গুরুদেব তাহাকে গোবিন্দজীর দর্শনে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বৈষ্ণবদিগের ত্যাজ্য হইয়াছিল। শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের কপট শিষ্যনামধারীগুলিও এরূপ-ভাবে তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া অধঃপতিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমানকালে ছোট হরিদাসের অনুকরণকারীরা হয় মায়াবাদী, না হয় অবৈষ্ণবিত।

অপরাধযুক্ত অবস্থায় মরুভিন্নায় অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয় না।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১০৯)

"প্রথমং নামঃ শ্রবণং অন্তঃকরণশুদ্ধ্যপেক্ষয়ম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপ-শ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি।" (ভক্তি-সন্দর্ভ ও ক্রমসন্দর্ভ-টীকা।) শ্রবণ কীর্ত্তন বাদ দিয়া নিজেই গুরু হইব, সাধন-পথটা ছাড়িয়া দিয়া নিজের ভাব আচরণ করিব—এ সকল পাষণ্ডতামাত্র। অপসাম্প্রদায়িকগণ শ্রীক্ষেত্রে হরিবাসরে একাদশীর দিনে জগন্নাথদেবের প্রসাদের নামে বেশী করিয়া অন্ন গ্রহণ করে। হরিবাসর পালন, ধাম-পরিক্রমণ ও সংখ্যা-নাম কীর্ত্তন অবশ্যই করিতে হইবে। আমরা সাধনরাজ্যের যত উচ্চ স্তরেই উঠি না কেন, কোন অবস্থাতেই ঐ সকল ভক্তাঙ্গ ছাড়িতে হইবে না। "আলা জপে পালা, মনুষে জপে ভাই"-প্রভৃতি নরকযাত্রী কপট ও ভণ্ড ব্যক্তিগণেরই উক্তি।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥
"শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণের্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত)

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ৯।১৯।১৭, মনুসং ২য় অঃ ২১৫)

ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের ও মহর্ষি মনুর আদেশ। মাতৃ-সঙ্গে বিদ্বান্‌কেও ঘুরাইতে পারে। মহাবদ্ধ-অধিকারী হইলেও কখনও নির্জ্জনে কোনও স্ত্রীলোকের সহিত অষ্টাঙ্গ মৈথুনের কোন একটিও করিবেন না। ইহাতে ভাগবত-পরমহংসকুলশিরোমণি শ্রীল রায় রামানন্দেরই একমাত্র অধিকার আছে। মহাপ্রভুর পথ পরিত্যাগ করিয়া তের প্রকার ব্যভিচারী অপসম্প্রদায় হইয়াছে। শ্রীল ভোতারাম বাবাজী মহারাজ উহাদের তালিকা দিয়াছেন।

ভোতারাম বাবাজী মহাশয় পশ্চিমদেশীয় লোক ছিলেন। বর্ত্তমান সহর-নবদ্বীপে (কুলিয়ায়) তাঁহার বহু আখড়া আছে। তাঁহার তীব্র শাসন ছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, নবদ্বীপে বসিয়া কেহ যেন ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার না করে। তিনি বর্ত্তমান সহর-নবদ্বীপের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। দেখিতে হইবে—শ্রীধামে যেন কোন প্রকার আত্মদ্রোহিতা না ঢুকিতে পারে। পরহিংসাই আত্মদ্রোহিতা। ধামে যেন কোন ভোগি-লোকের বাস না হয়। কেবল হরিজনকারী সদ্‌গুরু ও ভক্তগণের স্থান এই অন্তর্দ্বীপে হইবে, অন্য কোন বহির্ম্মুখের স্থান হইবে না। এইটি, অন্তর্দ্বীপটি ব্রজের আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র। ব্রজের হৃদয়েই বেদধ্বনি প্রকাশিত হইয়াছিল। ছোট হরিদাসের প্রকৃতির লোক এখানে থাকিতে পারিবে না। তাহাদের স্থান বাহ্যে নহে,—গ্রামে। ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার চলিতে থাকিলে ভগবদ্ভক্তরা বা ভক্তগণ তাহা রোধ করেন।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

ছোট হরিদাসের দেহত্যাগের পরে মদন হইয়াছিল, কিন্তু তাহার অনুকরণকারীদের ত্রিবেণীর জলে নিমজ্জন হইতে আর কখনও উঠিতে হইবে না।

আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুবর্গ ষড়্‌গোস্বামী প্রভু বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার এবং তথায় থাকিয়া শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন সময়ে ব্রজের বনেপবনে বাস করিয়া কৃষ্ণলীলা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি করিতেন।

এই ছয় গোঁসাঞি যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা করিলেন প্রকাশ।

নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপের প্রতি দীপে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তি যাজন করিতে হইবে। এই নবধা ভক্তি যাজন চক্রবৎ নিরন্তর অনুষ্ঠিত হইলে কৃষ্ণসাক্ষাৎকারবিশেষের অভিব্যক্তির উদয় হইবে। নবদ্বীপপ্রকাশ শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী প্রচারকারী 'বৈষ্ণব নবদ্বীপ-প্রকাশ' প্রত্যহই এই সকল কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। 'নবদ্বীপ-প্রকাশে' প্রকাশিত প্রকৃতিজন-পাঠ্য অংশ পাঠ করিলেও ব্যতিরেকভাবে জীবের কিছু সুকৃতির উদয় হয়।

আমরা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা-বিমুখতা-জনে শ্রীধামের প্রচারের বাধা প্রদান করিয়া অপসম্প্রদায়ভুক্তদের মত অত বড় অন্যায় কর্ম করিতে চেষ্টা করি। উহাদের একমাত্র কাজই—বৈষ্ণবের সঙ্গে অবৈষ্ণবের তুলনা করা এবং উহাদের মধ্যে প্রভেদ না দেখা। একমাত্র অদ্বৈতানন্দ প্রভু ব্যতীত শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর অবশিষ্ট পুত্রগণ সকলেই নামাপরাধিক অবৈষ্ণব ছিলেন। ঐ বংশের রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য বৈষ্ণবধর্ম উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অদ্বৈত-সন্তানগণের অভিমান হইয়াছিল —আমরা মহাবিষ্ণু অদ্বৈতাচার্য্যের বংশে। অপসম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিরা নবদ্বীপ-মায়াপুর ও বৃন্দাবনের প্রচারে নানা-প্রকার গৌরাঙ্গ উপস্থিত করিয়াছে এবং করিতেছে। প্রাকৃত সহজিয়াগণ কোন ভাল লোককে তাঁহাদের দলে না পাইয়া বিশ্বের ধনীদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এখন তাহাদের আশ্রয়দাতা ধনীসম্প্রদায়ও একে একে কালস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে।

'ধুবকলে পুরুষোত্তমাৎ'—বাণী অনুসারে পুরুষোত্তম-ধাম হইতে পুরুষোত্তমের কথা বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে। এই শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠ সকলের আত্ম-নিবেদন ক্ষেত্র। এখানই মহাপ্রভুর জন্মস্থান ও অভিন্ন-মথুরাপুরী। আমাদের মহাপ্রভু কাহারও ঠাকুর। আমার শ্রীগুরু-পাদপদ্ম পরম নিরপেক্ষ ও পরমনিষ্কিঞ্চনের সর্ব্বোত্তম আদর্শ ছিলেন। তিনি কোনও ধনী ব্যক্তির তোষামোদকারী ছিলেন না। তাঁহার সেবকসূত্রে আমিও বিশেষ কাঙ্গাল। ভগবদ্ভক্তগণ কখনও ধনীর দ্বারে বিষয় সংগ্রহের জন্য কাঙ্গাল হন না।

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥
অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

নামাপরাধীর শিষ্যেরা ব্যভিচারী ও অপরাধী হইয়া যাইবে। তাহারা বৈষ্ণবের সহিত বিদ্বেষ করিয়া সর্প, শৃগাল ও শূকর যোনি লাভ করিবে। কলিকাতায় ও সহর নবদ্বীপে অনেক সিদ্ধান্তকির দৃষ্টান্ত পাইবেন। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও সিদ্ধান্তক—ইহারা দুঃসঙ্গ। ইহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে বলিলে আমরা পরচর্চ্চা হয় না। যাঁহারা পরমার্থী, তাঁহারা 'গৌড়ীয়' ও 'নদীয়া-প্রকাশ' প্রভৃতি পড়িবেন ও আলোচনা করিবেন।

প্রাকৃত সহজিয়াদিগের সহিত বিষয়সম্বন্ধযুক্ত ব্যবহারের আদান প্রদান করিলে হরিভজন বন্ধ হইবে। তোতাপাখীর মুখের মত হরিনামাক্ষর উচ্চারণ করিলে বহু জন্মেও কোন সুবিধা হইবে না। যাহারা আচার্য্যদেবকে বরণ করিবে না, তাহারা চিরতরে অমঙ্গলের গর্ত্তে পড়িয়া যাইবে। দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গ গ্রহণীয়।

অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥
তাহো হয় সর্ব্বশাস্ত্রে কহে সাবধান্।
তার এবাস্ত্র নিষ্কৃতি যদ্যোষিৎসঙ্গিসঙ্গিষু॥

আপনারা যোষিৎসঙ্গীর কোন কথা শুনিবেন না। যোষিৎসঙ্গী ও অভক্তের কোনও সদ্গুণ থাকিতে পারে না। যাবতীয় সদ্গুণ হরিভক্তেই আশ্রয় করে।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

যাহারা সচ্চিদানন্দ ভগবান্ অধোক্ষজের কথা স্বীকার বা শ্রবণ-কীর্ত্তন করে না, তাহাদের মঙ্গল হইবে না। মৎসরতার দ্বারা হরি-সেবা হয় না। জগতে তথাকথিত পরোপকারী ব্যক্তির কার্য্যও প্রশংসনীয় নহে। তাহাদের মত—"পর মেরে তুম্বা ডাম।" কিন্তু ভগবদ্ভক্তের কোন প্রকার সিদ্ধান্তবিরোধ ও অমঙ্গল হয় না।

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥ (ভাঃ ১০।২-৩৩)

অভক্ত অসৎ বলিয়া হরিভক্তির ও হরিভক্তের বিদ্বেষী। অভক্ত পরমার্থী নহে। সে প্রাকৃত অর্থী। অভক্ত স্বার্থ লাভ নানা দেবদেবীর পূজা করিয়া তাহাদের নিকট হইতে ফল আদায় করে। স্বকোপালক পাষণ্ডী হিন্দু কালীর নিকট মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিত। মহাত্মা চাঁদকাজী

ওঁহার বংশধরগণকে হরিসঙ্কীর্ত্তনে বাধা-প্রদানে নিষেধাজ্ঞা দান করিয়া গিয়াছেন। অনর্থ থাকিতে—নাম ও নামীতে ভেদবুদ্ধি অর্থাৎ এক কথায় নামাপরাধ থাকিতে হরিভজন হইবে না।

বহির্মুখ সম্প্রদায় শ্রীমদ্ভাগবতের বিরোধী। শ্রীমদ্ভাগবত-বাণী নির্ভীকভাবে কীর্ত্তন করিলে তাহাতে বহুলোক বিরক্ত হইয়া পড়িবে। হরিভক্তির কথাই আমাদের আলোচ্য ও প্রচার্য্য। হরিভক্তি ব্যতীত পঞ্চোপাসনার কথায় লোক 'পাষণ্ডী হিন্দু' হইয়া পড়িতেছে। হরিভক্তির কথা প্রবণ হইলে সকল দিকেই সুবিধা হইবে। নবদ্বীপবাসী বা ধামবাসী সকলেই হরিকথা আলোচনা ও প্রচার করুন। বহির্মুখ দেবতা, মানুষ, পশু ও পক্ষী, কেহই হরিভজন করে না। নাস্তিক ভোগীদিগের বিচার—'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।' অর্থীরা কৃষ্ণ ভজন করে না। পরমার্থীরাই হরিভজন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রত্যেক ভক্তকে মিশনারী (প্রচারক)-রূপে turn করিয়াছিলেন। তিনি নিজে ও সকলে মিলিয়া হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু বহির্মুখবংশে বৃদ্ধি করিবার জন্য বাঙ্গালাদেশে আসেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু কিরূপ সুন্দর প্রচার-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন! পশ্চিমদেশে শ্রীরূপ-সনাতনকে, দক্ষিণদেশে শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে পাঠাইয়াছিলেন শ্রীহরিনাম-প্রেম প্রদান করিবার জন্য। তিনি নিজে দক্ষিণদেশের গ্রামে গ্রামে হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন।

চতুর্ব্বর্গকামী নিশ্চয়ই অভক্ত। যাহারা শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দরূপ সূর্য্যচন্দ্রের আলোক সহ্য করিতে পারে না, তাহারা উলূক হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। যাহারা হরি-ভজনে বাধা দিবে, তাহারা ক্রমশঃ অধঃপতিত হইবে। অভক্তেরা পাষণ্ডিতাকে হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া চালাইতেছে। যাহারা গৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্যে বাধা দিবে, তাহাদের ভোগবৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়া মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

যিনি ভক্ত, সাধু বা বৈষ্ণব, তিনি প্রকৃত দয়ালু; বাধাকারী সকলই নির্দ্দয় বা নিষ্ঠুর। আপনারা কি ধাম-বাসী, কি ধামপ্রবাসী—সকলেই শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপ, সীমন্ত-দ্বিপ, গোদ্রুমবিহারী মধ্যদ্বীপলীলাপ্রিয়, কোলদ্বীপপতি, ঋতুদ্বীপ-মহেশ্বর, জহ্নু-মোদদ্রুম-রুদ্রদ্বীপের ঈশ্বর শ্রীমন্মহা-প্রভুর কথা প্রচুরভাবে আলোচনা করুন। নৃসিংহদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। নবদ্বীপে নয়প্রকার ভক্তাঙ্গ-যাজনকারী নিত্যসেবকগণের আনুগত্যে নববিধা ভক্তির যাজন করুন। এই অন্তর্দ্বীপ বলিয়াছেন আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র এবং ব্রহ্মার দিব্যজ্ঞান-লাভের স্থান।

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দ্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্॥

(ভঃ রঃ সিঃ)

শ্রীচৈতন্যদেব এই ধামপুরে আবির্ভূত হইয়া নববিধা ভক্তির কথা বলিয়াছিলেন। কেবলমাত্র হরিকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনালোচনাতেই জীবমাত্রেরই নিত্যমঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে।

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণ-শীল-শিক্ষা-
স্তির্য্যগ্ জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥
ইত্থং নৃণাং ক্রিয়বিশুদ্ধিকরং মদীয়
সত্কীর্ত্তনং জনমঘৌঘহরং বিধত্তে।
নিষ্কিঞ্চনপ্রায়মতির্ভগবত্যধোক্ষজে
ভক্তিং জনঃ পরমহংসগতৌ লভেত॥

শ্রীচৈতন্যমঠের ত্রিদণ্ডিগণ সর্ব্বক্ষণ আত্মনিবেদন করিয়া হরিকীর্ত্তন করেন। তাঁহারা কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠাদির বা স্বজনাবাদসুহৃদ্ সহিত কথায় ব্যস্ত থাকেন না। নব-বিধা ভক্তির মধ্যে আত্মনিবেদনপূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনের সাহায্যেই অন্যান্য ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠেয়। গৌড়ীয়মঠের ত্রিদণ্ডিগণের কার্য্য সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন। অনর্থনিবৃত্তি হইলে শ্রীনামের মাধুর্য্যাস্বাদন হয়। কীর্ত্তনপ্রভাবেই স্বরূপের উদয় হয়। "হে হরে মাধুর্য্যগুণে হরি' সবে মোরমনে, মোহন মূরতি প্রকাশই" ইত্যাদি বিচার স্বতঃস্ফূর্ত্তি হয়। যদ্ভাবভাবিত সিদ্ধের অনুকরণ করিতে নাই। আগে সাধন হউক—আগে কাঁচা ভাউল সিদ্ধ হউক, ভবজ্বালাভাব দূর হউক, ক্রিয়াধ্যায়ের বাহাদুরীর পরমভাব (অহঙ্কার) চলিয়া যাউক, তারপর সিদ্ধ অন্নই (নির্ম্মল আত্মাই) কৃষ্ণ-সেবায় আপনা হইতেই উপায়ন হইবে।

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথাঽরুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥

(ভাঃ ১০।৩৩।৩০)

হত না হইয়া বিষ পান করিলে যেরূপ আত্মবিনাশ হয়, তদ্রূপ বদ্ধ ও অনধিকারী অবস্থায় মুক্ত ভাগবত পরমহংসগণের আলোচ্য রাসলীলাদি শ্রবণ-কীর্ত্তন বা স্মরণ করিলে সর্ব্বনাশ হইবে। আবার উচ্চস্তরে অর্থাৎ মুক্ত-ভূমিকায় অবস্থিত হইয়াও যদি রাসলীলা বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলেও সর্ব্বনাশ অর্থাৎ বদ্ধ বা অনর্থযুক্ত-অবস্থার বিচ্যুতিলাভ হইবে। এখন আমি যদি শত বা যেকোন প্রকারে নিজকে গুরু বা মস্ত মনে করি, তাহা হইলে আমি অতল মায়াবাসী হইয়া পড়িলাম। মায়াবাদীদের বিচার "ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা নরো নারায়ণো ভবেৎ।" অনর্থযুক্ত হইয়া রাধাকৃষ্ণেরই গীতি কীর্ত্তন করিতে হইবে। বাস্তবগুরু অন্যকে শিষ্যজ্ঞান করেন না। শিষ্যকে গুরু করিতে না পারিলে সুবিধা হয় না। নিজেই নিজের মনে 'গুরু গুরু' করিলে অর্থাৎ 'হাম্‌বড়া'ভাব পোষণ করিলে গড়্‌গড়ে-নরকেই স্থান হইবে। কিন্তু গন্তব্যস্থান হইবে না। অর্থাৎ অন্তরের মলিনতা বা অনর্থের নিবৃত্তি হইবে না। বহু ব্যক্তি হরিভজনরহিত হইয়া নিজকে গুরু বলিয়া আহির করিতে গিয়া বলে—'আমি গুরু, অতএব আমার নরকভয় নাই।' অর্থোদরপোষণে পরায়ণ ব্যক্তির নিকট তুচ্ছ। ধনোপার্জ্জন বৃদ্ধি হইলে ব্রহ্মার অনুকরণে জীব বংশবৃদ্ধি করে। আবার জীবের বহির্ম্মুখতা বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি হইলে শিব তাহাদিগকে তমোগুণাচ্ছন্ন করিয়া সংহার বা নির্ব্বিশেষগতি প্রদান করেন। শিবের কার্য্য মঙ্গলময়। কাজেই তিনি বিনাশকার্য্যদ্বারা জগদ্বহির্ম্মুখতা বা গুরু-বৈষ্ণবের অপরাধ অধিকপরিমাণে বাড়িবার সুযোগ প্রদান করেন না। গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি থাকিলে গুরুপদাশ্রয় হয় না। কিন্তু শাস্ত্র তারস্বরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"আদৌ গুরুপদাশ্রয়স্ততঃ কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষণম্।
বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্।"

বর্ত্তমান সময়ে আমরা গুরুর কার্য্য অর্থাৎ কর্ম্মজ্ঞান-যোগাদি পন্থার ও মিছাভক্তির অকর্ম্মণ্যতা শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রদর্শন করিতে বসিয়াছি। অতএব সর্ব্বপ্রকারে Devotional truthsএর অনুসন্ধান হউক।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে আচার্য্যাভিনন্দন

গত ২রা আষাঢ়, ১৩৪ই জুন বুধবার সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকে একটি বহুতী সজ্জন-সভায় আচার্য্যোচিত অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ সত্ত্বেও বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও শ্রীগৌড়ীয়-মঠাশ্রিত কলিকাতা-প্রবাসী ও নিবাসী ভক্ত, বিভিন্ন গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

আচার্য্যাভিনন্দন-উপলক্ষে শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার ও 'সারস্বত শ্রবণ-মনন' পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যকে পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা বিভূষিত করা হইয়াছিল।

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীল অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু প্রথমে শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্যালয়ে অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম্-এ, পিএইচ্-ডি, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু এম্-এ; ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দত্ত এম্-এ, ডি, এস্ সি (লণ্ডন); মিঃ আর, এম্ সেন সলিসিটর; ডি এন্, জি, ঘোষ; অলোয়ার কলিয়ার শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-বড়্‌দর্শনতীর্থ সুদর্শনবাচস্পতি প্রভৃতি সজ্জনগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীল আচার্য্যদেব সারস্বত-শ্রবণ-মননে উপস্থিত হইলে বৈষ্ণবৃন্দ ও সজ্জনবৃন্দ স্ব-স্ব আসন হইতে উত্থিত হইয়া আচার্য্যদেবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও আচার্য্যের জয়ধ্বনিতে সারস্বত-শ্রবণ-মনন মুখরিত হইয়া উঠে। আচার্য্যদেব সভামঞ্চোপরি আসন পরিগ্রহ করিলে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন মহাশয় আচার্য্যদেবকে পুষ্পমাল্য-দ্বারা বরণ করেন।

নির্দ্দিষ্ট সেবা-পঞ্জী অনুসারে প্রথমে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে শ্রীগৌড়ীয়পত্রের সহকারী সম্পাদক শ্রীগৌড়ীয়মঠবাসী মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রেম-বিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বন্দনা কীর্ত্তন করিয়া আচার্য্য-বন্দনা পাঠ করেন। শ্রদ্ধাবান্ শুদ্ধ ভক্তগণের জন্য স্থানান্তরে আচার্য্য-বন্দনা প্রকাশিত হইল।

সঙ্কিত্তপ্রবর শ্রীপাদ নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ

বি, এ, মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে প্রথম সংস্কৃত অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রজ্ঞান গিরি মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক-বৃন্দের "ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি" (বঙ্গভাষায়) পাঠ করেন। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্পাদক, হায়দ্রাবাদ পত্রিকার সহকারী প্রধান সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক ও গভর্ণিং বডির অন্যতম সদস্য মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে প্রথম ইংরাজি অভিনন্দনটি পাঠ করেন। তৎপরে গৌড়ীয়মঠের মুখ-পত্র 'গৌড়ীয়' পত্রের সম্পাদক ও গভর্ণিং বডির অন্যতম সভ্য শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক-বৃন্দের আচার্য্যাভিনন্দন প্রদানের সার্থকতা সম্বন্ধে একটি যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিবৈরেয় তত্ত্বচিত "আনন্দোচ্ছ্বাস", শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী শ্রীবজরাজ গৌড়ীয়মঠের অভিনন্দন পত্র, শ্রীপাদ ঋতধ্বজ ব্রহ্মচারী শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দের ইংরাজী অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। রাত্রি অধিক হওয়ায় শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠ হইতে প্রেরিত সংস্কৃত 'আর্ঘ্যাভিনন্দন', কৃষ্ণনগর কুষ্ণ-কুটীরের সেবকবৃন্দের 'আর্ত্তি-মঞ্জরি' এবং ভারতের ও ভারতের বাহির হইতে আগত বহু অভিনন্দন ও প্রশস্তি-পত্র প্রভৃতি পঠিত হইতে পারে নাই।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ একটি বক্তৃতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর প্রতি তাঁহার আন্তরিক প্রত্যাভিনন্দন ও প্রণতি জ্ঞাপন করেন। তাঁহার বক্তৃতা গৌড়ীয়ের আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

কলিকাতাবাসী শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তগণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় লক্ষ্ণৌ, ধানবাদ, পাটনা, পাবনা, চাটানগর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের গৃহস্থ ভক্তগণের টেলিগ্রাম ও আচার্য্যাভিনন্দনসূচক পত্রাদি সভায় পাঠ করেন। গৌড়ীয়মিশনের পক্ষ হইতে গভর্ণিং বডির অন্যতম সভ্য ও জেনারেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিয়ল মহোদয় সভায় উপস্থিত বৈষ্ণবৃন্দ ও সজ্জনবৃন্দকে এই ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করায় জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং বলেন যে—আচার্য্যকে সম্মান প্রদর্শন ভক্তিমার্গের সর্ব্বপ্রথম কথা। ইহা ভক্তিপথে প্রবেশের একমাত্র দ্বার। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানের বাণী এই কথাই আমাদিগকে জানাইয়াছেন। অতএব যাঁহারা আচার্য্যকে সম্মান প্রদর্শন করেন, তাঁহারাই শুদ্ধভক্তশ্রেণীর মধ্যে গণ্য। যাঁহারা আচার্য্যকে সম্মান প্রদানের জন্য এই সভায় উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগকে ভক্তির অনুকূল অনুশীলন করিবার আদর্শ প্রদর্শন করায় আমাদের পূজ্য ও প্রণম্য পাত্র। বিভিন্ন স্থান হইতে আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ যে সকল অভিনন্দন রচিত ও আগত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিতে হইলে তিন দিন আবশ্যক। ঐ সকল অভিনন্দনের মধ্যে মাত্র কয়েকটি সভায় পঠিত হইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু রাত্রি অধিক হওয়ায় সেই নির্ব্বাচিত অভিনন্দন-পত্রসমূহও পঠিত হইতে পারিল না। ইহাতে অভিনন্দনপ্রদানকারিগণ যেন ক্ষুণ্ণিত না হন। আমরা তাঁহাদের ঐ সেবাপ্রবৃত্তিকে আরতি করিতেছি। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারীর মূল গায়কত্বে মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন ও তদন্তে সভা ভঙ্গ হয়। গৌড়ীয়মঠের সেবক-সম্প্রদায় আচার্য্যাভিনন্দনোপলক্ষে একটি মহামহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। উপস্থিত শত শত ব্যক্তিকে ভগবৎপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল। সকলেই গুরুগৌরাঙ্গ ও আচার্য্যের জয়ধ্বনিতে শ্রীগৌড়ীয়-মঠ মুখরিত করিয়া বর্ত্তমান আচার্য্যের অদ্ভুতপূর্ব্ব ব্যক্তিত্ব, আদর্শ ও আচার-প্রচারময় চরিত্রের প্রশস্তি গান করিতে করিতে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন। মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত এই মহামহোৎসব চলিয়াছিল। অধ্যাপক ডাঃ নিয়োগী ও অধ্যাপক বসু প্রভৃতি সজ্জনবৃন্দ সকলেই আচার্য্য বা কর্ণধার ব্যতীত পারমার্থিক প্রতিষ্ঠান বা সম্প্রদায় সংরক্ষণ বা কোনরূপ কার্য্য সম্ভব নহে, তাহা একবাক্যে সভার পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছিলেন।

আচার্য্যাভিনন্দন-সভায় যে সকল শ্রীগৌড়ীয় মঠাশ্রিত বৈষ্ণব ও সজ্জন উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় নাম নিম্নে প্রকাশিত হইল। ইহারা সকলেই পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকে আচার্য্যরূপে বরণ করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য, শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি, শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর, শ্রীমদ্ভক্তি-রক্ষক শ্রীধর, শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর ব্যাস ও শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিস্বামিগণ, মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর এম্-এ, অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল্, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবদ্বীপ বিদ্যারত্নের কাব্যতীর্থ বি-এ, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কুমার বাহাদুর শ্রীপ্রভাতকৃষ্ণ দেব, রায় বাহাদুর শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র সেন, অলোয়ার ভূমাধিকারী শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীপাদ নিবন্ধ বান্ধব বিগ্রহ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিকেতন, শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিমণ্ডল, শ্রীপাদ যশোদানন্দন তাপসকুলভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস মুখোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল ঘোষ (Mr. N. G. Ghosh), শ্রীপাদ উদ্ধব নীলমণি দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ ভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী ভক্তিসৌরভ বি-এল্, শ্রীপাদ অগদ্বন্ধুদাস ভক্তি-বান্ধব বি-এ, শ্রীপাদ শুকবিলাস ভক্তিমধুর ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ রাগকাব্যপুরাণতীর্থ, শ্রীপাদ অমৃতানন্দ সেবাবিলাস, শ্রীপাদ অনন্তদেব ব্রহ্ম ভক্তিবিধু, শ্রীপাদ ভূদেব ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ, শ্রীপাদ হরিপদ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ বিষ্ণুপদ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মাধবানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী, শ্রীপাদ ঈশানদাস ভক্তি-বিগ্রহ, শ্রীপাদ অক্ষয়গোবিন্দ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈত্রেয়, শ্রীপাদ প্রেমপ্রয়োজন দাসাধিকারী, শ্রীমণীন্দ্র মোহন আচার্য্য কলাকোবিদ, শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হৃষীকেষমোহন দাসাধিকারী, শ্রীপাদ ত্রিগুণানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, মন্ত্রোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল, শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী, শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসুতনুধ ব্রহ্মচারী ভক্তিসৌধ, শ্রীশ্রীপতিচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রবুদ্ধচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীকর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীইন্দুপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী, শ্রীসুখানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগেন্দ্র-মোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীজগবন্ধু দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীত্রিভুবন-মোহন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগদাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়-গোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, আচার্য্য শ্রীরাধাবল্লভ ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীদেবতীরথ ব্রহ্মচারী ভক্তিনিলয়।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ডক্টর পঞ্চানন নিয়োগী এম, এ, পি এইচ্ ডি; অধ্যাপক মন্মথ-নাথ বসু, অধ্যাপক ডক্টর প্রমথনাথ বসু ডি, এস্ সি (লণ্ডন), শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার (State Artist to H. H. Maharaja of Patiala) বালিহাটীর জমিদার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী বি-এল্, শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মল্লিক, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র-কৃষ্ণ রায়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সুদর্শনবাচস্পতি কাব্য পুরাণ ব্যাকরণ ষড়্দর্শনতীর্থ, শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল দে, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দাস, শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর দাস, শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এম্, এ; শ্রীযুক্ত রাধিকামোহন সেন সলিসিটর, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ ঘোষ সলিসিটার, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরালাল বসু, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী বি, এ, এম্, বি; কবিরাজ শ্রীলোচনানন্দ ঠাকুর বি, এ, কাব্যতীর্থ; ডক্টর কুমুদিনীকান্ত সেন, শ্রীবিধাকর রায়, শ্রীঅশ্বিনীকুমার ভক্ত, শ্রীনলিনীরঞ্জন দাস, শ্রীসুরেশ-চন্দ্র সরকার, শ্রীগোপালচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীতারিণীচরণ সামন্ত, শ্রীনরধনাথ রায়, শ্রীবতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, ও, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশ্র, শ্রীযুক্ত রমেন্দ্র-নারায়ণ চৌধুরী ইত্যাদি।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর এম্-এ মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সান্ধ্যসত্ত্ব-প্রবচন-সদনে প্রত্যহ প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

আচার্য্য-বন্দনা

শ্রীল-আচার্য্য-প্রণতিঃ

নমঃ পরমহংসায় ওঁ বিষ্ণুপাদপূর্ব্বিণে।
অনন্তবাসুদেবায় অষ্টোত্তরশতশ্রিয়ে॥
নমঃ শ্রীরাধিকাদেবীদয়িতাস্তঃস্বরূপিণে।
তদ্ভাবকৃতিমুদ্রাণাং সম্যগর্থাবধারিণে॥
সুদূরীকৃতদুঃসঙ্গসাধুস্নাসবিলাসিনে।
আদর্শযুক্তবৈরাগ্যবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥
ভক্তিবিনোদসিদ্ধান্তসহজাশ্রিতমূর্ত্তয়ে।
লোকমঙ্গলকারুণ্যচেতসে প্রভবে নমঃ॥
নিজাভীষ্টসমাশ্লিষ্টকৃষ্ণানুকূলশীলনম্।
দিশতাং পরমশ্রেষ্ঠগৌরপ্রেষ্ঠায় তে নমঃ॥

কৃপাকাঙ্ক্ষিণঃ
ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীভক্তিরক্ষক-শ্রীধরস্য

শ্রীল-প্রভুপাদ-প্রণতিঃ

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতিনামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥
নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥

শ্রীল-গৌরকিশোর-প্রণতিঃ

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্বৈরাগ্যমূর্ত্তয়ে।
বিপ্রলম্ভরসাম্ভোধে পাদাম্বুজায় তে নমঃ॥

শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-প্রণতিঃ

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

শ্রীল-জগন্নাথ-প্রণতিঃ

গৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ।
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমশ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ॥

শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্যবর্য্য-মহামহোপদেশক-

শ্রীমদ্অনন্ত-বাসুদেব-পরবিদ্যাভূষণ-প্রভুবরাণাং

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয়াবসরে

অভিনন্দনপত্রমিদম্

লব্ধোদয়ো ভক্তিবিনোদবাণী-
দয়োদয়ে ধামনি বৈষ্ণবানাম্।
সম্বর্দ্ধিতঃ শ্রীহরিকীর্ত্তনে যঃ
প্রসক্তচিত্তাস্বজনেষু বাল্যে॥ ১॥

যো যৌবনে ভক্তিবিনোদদেব-
শ্রীগৌরবাণীকৃপয়া সমৃদ্ধঃ।
সর্ব্বাত্মনা সংশ্রিতপাদপদ্মঃ
শ্রীমদ্গুরুর্যেন জগদ্বরেণ্যঃ॥ ২॥

যো: নিত্যসংসর্গিতয়া গুরূণাং
সহায়কত্বাদ্ধরিকীর্ত্তনেষু ।
শুশ্রূষয়া দুর্লভয়াঽন্যতোঽপি
শিষ্যেষু বর্য্যশ্চ সদার্য্যমাস্তঃ ॥ ৩ ॥
স্বরূপদামোদরদেবনিষ্ঠঃ
সদ্ভক্তিসিদ্ধান্তিতয়া সুবৃত্ত্যা ।
সঙ্গীতকাব্যাস-সুকৌশলৈশ্চ
শ্রীমৎপ্রভোর্যঃ প্রমুদং দধাতি ॥ ৪ ॥
অকৈতব-সাংসিদ্ধিকব্রহ্মচর্য্যা-
শ্রিতত্রিদণ্ডিপ্রবরৈশ্চ বন্দ্যঃ ।
সিদ্ধান্তবিদ্ যোঽপি চ শিক্ষকোঽয়ং
সদা সদাচারপ্রচারমার্গে ॥ ৫ ॥
আহেয়মাহেয়মিবাশিবং যঃ
সঙ্গং সদা দৌর্জ্জনকং বিবর্জ্জ্য ।
স্থিতঃ পদে সত্যগতে সমৃদ্ধে
সতাং সদাদর্শতয়া বিভাতি ॥ ৬ ॥
শ্রীব্যাসপূজাদিপ্রবর্ত্তকো য
আচার্য্যপাদঃ স্বপ্রণীতবন্ধৈঃ ।
অবন্দতামন্দপদৈঃ স্তবৈশ্চ
তন্মানসাভীষ্টপ্রপূর্ত্তিকারী ॥ ৭ ॥
যশ্চাপি চৈতন্যমঠে শ্রিয়াঢ্যে
শ্রীমদ্গুরোঃ পাদপীঠমিষ্টম্ ।
অকল্পয়দ্ ভক্তিসুরাষ্ট্রশিল্পী
সৎকল্পনানল্পধিয়াং প্রধানঃ ॥ ৮ ॥
স্বরূপরূপানুগবিদ্বিষাং যঃ
সিদ্ধান্তকালং জনবন্ধহেতুম্ ।
ছিনত্তি বৈকুণ্ঠবলঃ সলীলং
সচ্ছাস্ত্র-নিস্ত্রিংশক-সম্প্রহারৈঃ ॥ ৯ ॥
সঙ্কল্পিতং শ্রীগুরুভির্মহার্থং
গৌড়ীয়ভাষ্যঞ্চ তথানুভাষ্যম ।
অনন্তগোপালকতথ্যমেবং
সর্ব্বং সুধীর্যঃ প্রণিনায় চান্তম্ ॥ ১০ ॥
শব্দে পরে ব্রহ্মণি সুপ্রতিষ্ঠো
জড়প্রতিষ্ঠাস্পৃহয়া বিমুক্তঃ ।
শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধিষু নিষ্ঠিতঃ সন্
যো যুক্তবৈরাগ্যনয়োপদেষ্টা ॥ ১১ ॥
দাস্যে স্থিতঃ শ্রীরঘুনাথদেব-
শ্রীরূপয়োঃ শ্রীহরিসেবনং যঃ ।
বিধাতুমাশীর্ব্বচনৈর্গুরূণাং
প্রবর্ত্তিতঃ কীর্ত্তয়িতুঞ্চ লোকে ॥ ১২ ॥
লব্ধ্বা তমাচার্য্যপদে ভবন্ত-
মনন্তপূর্ব্বং ভুবি বাসুদেবম্ ।
সম্বর্দ্ধিতা এব বয়ং কথং তে
সম্বর্দ্ধনে সাধনমাশ্রয়েম ॥ ১৩ ॥
আচার্য্যসূর্য্যে নয়নান্তরালং
গতে ভবানভ্যুদিতো দ্বিজেশঃ ।
গৌড়ীয়চিত্তাভ্রমিহান্ধকার-
প্রায়-ভ্রমাদ্ রক্ষতু শুভ্রভাসা ॥ ১৪ ॥

কলিকাতা ১৬ সংখ্যক-কালীপ্রসাদ-
চক্রবর্ত্তী-ষ্ট্রীট স্থিত-শ্রীগৌড়ীয়মঠে
৪৪১ গৌরাব্দীয়-ত্রিবিক্রম-
যাদব্যা দ্বাবিংশদিবসে ।

ভবৎকৃপাশীর্ব্বাদকামি-
শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবকবৃন্দেন
পরিকল্পিতম্ ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিবেদন

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য পরমহংস শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর বিরোধী কতিপয় ব্যক্তি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদানুগত্যে প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ (মিশন) পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের স্বার্থ সাধন ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের যে-সমস্ত দলিলপত্র, গ্রন্থ, বিবিধ দ্রব্য ও অর্থাদি তাঁহারা অন্যায়মত স্থানান্তরিত করিয়াছেন, তৎসমস্তের দায়িত্ব এড়াইবার উদ্দেশ্যে সাধারণের ভ্রম উৎপাদনের জন্য তাঁহারা বালিগঞ্জে একটি মঠ-স্থাপন প্রভৃতি নানা কথা সাধারণে প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে, ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ (মিশন), আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা কোনও মঠ বা ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহাদের প্রচারিত তথাকথিত মঠের কোনও প্রকার সম্বন্ধ নাই। সর্ব্বসাধারণের নিকট আমাদের অনুরোধ এই যে, তাঁহারা যেন উক্ত তথাকথিত মঠকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বা গৌড়ীয় মিশনের কোনও শাখা মনে করিয়া ভ্রমে পতিত না হন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে আরও জানান যাইতেছে যে, গত ৩রা জুন তারিখে গৌড়ীয়মিশনের গভর্ণিং বডি (Governing Body) শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্পাদকতা হইতে সস্পেণ্ড (Suspend) করিয়া মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ মহাশয়কে সম্পাদক নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীগৌড়ীয়মঠ সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যকলাপ (Transaction) উক্ত তারিখ হইতে উক্ত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল মহাশয়ের নামে চলিতেছে ও চলিবে এবং এক্ষণে উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিবার কোন অধিকার উক্ত শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নাই এবং তদ্ভিন্ন যাঁহারা উক্ত শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত কোনরূপ কার্য্যকলাপ (Transaction) করিবেন, তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ দায়িত্বে করিবেন; শ্রীগৌড়ীয়মঠ বা গৌড়ীয়মিশন তাহার জন্য কোনপ্রকারে দায়ী হইবেন না।

ভক্তিপন্থা আচার্য্য-বিরোধী তালিকা

শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী দাসাধিকারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ('নন্দা', কুঞ্জবাবুর পুত্র), শ্রীসচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী (কুঞ্জবাবুর ভ্রাতা), শ্রীপরমানন্দ দাসাধিকারী বিদ্যারত্ন (পূর্ব্বনাম শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী), কানাইলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী, বরদরাজ ব্রহ্মচারী, উদ্ধারণ ব্রহ্মচারী, শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী (কাল), শ্রীব্রহ্মদাস অধিকারী, শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত (পূর্ব্বনাম শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী), শ্রীনন্দলাল অধিকারী, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীভক্তিসম্বন্ধ তূর্য্যাশ্রমী, শ্রীঅতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীরাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী (পক্কা), সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীভূষণ ব্রহ্মচারী, শ্রীভক্তিহৃদয় বন (বি, এইচ, বন) প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, অহিভূষণ ব্রহ্মচারী, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন, শ্রীগণেশচন্দ্র দেব, শ্রীনন্দনন্দন দাসাধিকারী, শ্রীনিমানন্দ দাসাধিকারী (আসাম), শ্রীকৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, কীর্ত্তনানন্দ।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬এ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা

বিনীত নিবেদক—
শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ (গৌড়ীয় মিশনের গভর্ণিং বডির চেয়ারম্যান)
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (সেক্রেটারী, গৌড়ীয়মিশন)

Gaudiya Mission, London.

Invited By His Majesty King-Emperor.

Their Majesties have been pleased to command Lord Chamberlain Earl of Cromer to invite Pandit A. C. Banerjee alias Pandit A. B. Goswami, Missionary-in-charge, Gaudiya Mission, London and President, Editorial Board, "Gaudiya", India at the Buckingham Palace on Tuesday, 22 June when he will be presented to Their Majesties by the Most Hon. The Marquess of Zetland, Secretary of State for India who recently presided over one of his lectures and introduced him to Their Highness the Duke and Duchess of Gloucester.

গৌড়ীয় মিশন, লণ্ডন

মহামান্য সম্রাটের আহ্বান

মহামান্য সম্রাট-দম্পতী লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশনের ভার-প্রাপ্ত প্রচারক ও 'গৌড়ীয়' পত্রের সম্পাদক-সঙ্ঘপতি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী) প্রভুকে আগামী ২২শে জুন মঙ্গলবার বাকিংহাম্ রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য আরল্ অব ক্রোমার লর্ড চেম্বারলেনকে আদেশ করিয়াছেন। উক্ত তারিখে মাননীয় ভারত-সচিব মারকোয়েস্ অব জেট্‌ল্যাণ্ড, ভক্তিসারঙ্গ প্রভুকে সম্রাট-দম্পতীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিবেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে মাননীয় ভারতসচিবের সভাপতিত্বে উক্ত গোস্বামী প্রভুর একটি বক্তৃতা হইয়াছিল। তিনি সম্প্রতি ডিউক্ ও ডাচেস্ অব্ গ্লসেষ্টারের সহিত তাঁহাকে পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপা ও আশীর্ব্বাদে বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর নিয়ামকত্বে গৌড়ীয়ের পাক্ষিক সংস্করণ প্রকাশিত হইল, মাসিক গৌড়ীয়ও বাহির হইতেছে।

গত ১৮ই জুন, ১৯৩৭ তারিখের কলিকাতা এলবার্ট হলের সভা বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহাশয় শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রৌতপথ সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা দিয়াছেন। বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত শ্রোতৃবৃন্দে সভাগৃহ পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ১৬ই মে, ১৯৩৭ হইতে ১৫ই জুন, ১৯৩৭ পর্য্যন্ত ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত ছনুরী, আটুলিয়া, পুঁড়া, দুর্গাবাটী, চাঁদপুর, গোপালপুর, বসিরহাট, বেড়াচাঁপা প্রভৃতি বহু স্থানে হরিকথা প্রচার করিয়া গত ১৬ই জুন কলিকাতা (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমনপূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের অভিনন্দন-সভায় যোগদান করিয়াছেন।

আগামী ৯ই আষাঢ় (১৩৪৪), ২৩শে জুন (১৯৩৭) বুধবার হইতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্ গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈকরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

গৌড়ীয়

১৭শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১২ই আষাঢ় ১৩৪১; ২৬শে জুন, ১৯৩৭ | ৪৩শ সংখ্যা

স্ত্রী-সম্ভাষণ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"ভোক্তাবা পুরুষাভিমানে স্বীয় ইন্দ্রিয়ভোগ্যজ্ঞানে যৌষিৎসঙ্গ বিষয়ীর যে আলাপ, তাহা স্ত্রী-সম্ভাষণ।—(চৈঃ চঃ অ ৩।৪৪)

স্ত্রী-সম্ভাষণ বা স্ত্রীসঙ্গের নিন্দা তন্ত্রশাস্ত্রে কেন, সৎকর্ম্মী ও মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের অনুশাসনেও বিশেষভাবেই দেখিতে পাওয়া যায়; তবে সৎকর্ম্মী বা মায়াবাদি-সম্প্রদায় স্ত্রীসঙ্গ বা স্ত্রীসম্ভাষণ-ব্যাপারটির যেরূপ স্থূল একদেশী বিচার করিয়া থাকেন, ভক্তিসিদ্ধান্তের বিচার সেরূপ সঙ্কীর্ণ নহে। যাঁহারা মায়াদাস, তাঁহারা মায়ের আকর্ষণজনিত স্থূল বা সূক্ষ্ম সঙ্গকেই "স্ত্রীসঙ্গ" বা "স্ত্রীসম্ভাষণ" বলিয়া থাকেন। ইহারা সেই স্থূল স্ত্রীসঙ্গাকর্ষণের নিন্দা করিয়া বলিয়া থাকেন,—

অবেদাপূর্ণে কুমিভানদহনে মদ্গরগর্ভসিনিবিষ্টাহম্।
কলেবরে মূত্র পুরীষে ভাবিতে রমন্তি মূঢ়া বিরমন্তি
পণ্ডিতাঃ॥

এই জাতীয় প্রাকৃতবিচারসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মুখে এইরূপ অনেক কথাও শুনিতে পাওয়া যায়,—

দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী পলক পলক লহু চুষে।
দুনিয়া সব খাওয়া হোকে পর ঘর বাঘিনী পোষে॥

একখানি আধুনিক ধর্ম্মোপদেষ্টার ধর্ম্মোপদেশে উক্ত হইয়াছে—

"যে স্ত্রীসঙ্গ ছেড়েছে, সে কি ছেড়েছে?"

কাম-নীতি-ত্যাগের কথা ইহাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা। কিন্তু শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভু স্বনিষ্কপট "প্রতিষ্ঠাশা সূতী খনতরবী" শ্লোকে প্রতিষ্ঠাকে খুনটা খনতরই বলিয়াছেন। প্রতিষ্ঠাচণ্ডালিনীর সঙ্গ যে সূকর, ইহা সহজী বা মায়াবাদি-সম্প্রদায় সম্পূর্ণভাবে ধরিতে পারেন না। এজন্যই ভক্তিসিদ্ধান্তের বিচারের স্ত্রীস্বাধীন ও কবি-জানি-সম্প্রদায়ের বিচারের স্ত্রীদাসত্বে পার্থক্য আছে।

পরম পূজ্যপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি প্রথম অধ্যায়ে ২৯শ সংখ্যায়—"যে স্ত্রীগণ মুনিগণে করেন নিন্দন। তাঁহাও রামের রাসে করেন স্তবন॥" পদের যে সকল তথ্য গুম্ফিত করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বর্ণিত স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীর নিন্দাসূচক যাবতীয় শ্লোক ও উহার অনুবাদ-প্রবন্ধ হইয়াছে। যদিও ঐ সকল প্রবন্ধে কর্ত্তাভজা কর্ত্ত-জানসাহজিক বহু মূল স্ত্রীসঙ্গাদির নিন্দা আছে, তথাপি ভক্তিপ্রতিকূল বিচারেই সেই সকল গ্রহণীয়। কলেবরবৃদ্ধি ভয়ে উদ্ধৃত হইলেও একদেশী তাঁহা বিচারে কেহ প্রবাহিত হন না, তাঁহার বিচার তখন সার্ব্বদেশিক হয়।

যখন চাকায় সর্ব্বনিক্ষা-প্রবর্ত্তনীর কোন আদর্শবিশেষ লইয়া প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ স্ত্রীসম্ভাষণ-সম্বন্ধে কুতর্ক উত্থাপন করিয়াছিলেন, তখন গৌড়ীয় ১১শ বর্ষ ৩৪শ সংখ্যায় এই সকল বিচার প্রকাশিত হইয়াছিল—

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য হইতে জানা যায়,—

আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষবিষাদপি।

অর্থাৎ নারকব্যক্তি স্ত্রীলোক-ও বিষধীর আকারকেও ভয় করিবেন।

এই কথার মূল অর্থ গ্রহণ করিলে স্বয়ং আচার্য্য-লীল শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ ও ভক্তগণের চরিত্রেই তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। ভোক্তৃঅভিমানে ভোগ্য-জ্ঞানে বস্তুর বহির্দ্দর্শন হইতেই দ্বিতীয়াভিনিবেশজ ভয়ের উৎপত্তি হয়, তাহাই প্রকৃতি-দর্শন বা বিষয়ি-দর্শন। শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিসেবোন্মুখ রায়রামানন্দ প্রতাপরুদ্রকেই পরে দর্শন করিয়াছিলেন, শ্রীনিবাসাঙ্গনে বীরহাম্বীরের দ্বারা হরিকথা-প্রচারের সময়-হত্যা করাইয়াছিলেন, শ্রীরসিকানন্দ প্রভু দ্বারা বৈষ্ণবাপরাধ ভঞ্জন ও তদীয় বিষয়ী প্রতিগ্রহকে দর্শন ও কৃপা করিয়াছিলেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসীর বিচার ও বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর বিচার সম্পূর্ণ পৃথক্। ইহাই শ্রীরূপশিক্ষায় দৃষ্ট হয়,—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

যদি সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রী-দর্শনই 'প্রকৃতি-সম্ভাষণ' বলিয়া বিচারিত হয় এবং সেই বিচারানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভু ছোট হরিদাসের পরম পূজ্য, জগন্মাতা, দুষ্কা, দুর্দ্দর্শনী শ্রীমাধবী-মাতার নিকট ভিক্ষা-গ্রহণ-মাত্রকেই সন্ন্যাসি-বৈষ্ণবের পক্ষে 'স্ত্রী-সম্ভাষণ' বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী শ্রীব্রজপুরীর নদীয়া-নগরে শচীমাতার নিকট ভিক্ষা-গ্রহণকে (চৈঃ চঃ মধ্য ৩য় অঃ ২৩৫-২৩৮), কিংবা সার্ব্বভৌম-পত্নী ষাঠীর মাতা বা ষাঠীর হস্তে শ্রীপরমানন্দ পুরীর ভক্ষণাগত পাঁচদিন, শ্রীঘাসোদরস্বরূপ ও অন্যান্য আটজন সন্ন্যাসীর প্রত্যেকের দুই দিবস করিয়া ষোলদিন ভিক্ষা-গ্রহণকে (চৈঃ চঃ ম ১৪/১২২-১২৭) শ্রীমন্মহাপ্রভু স্ত্রী-দর্শন বা তাঁহাদের নিকট ঐরূপ ভিক্ষা-গ্রহণ-মাত্রকেই 'স্ত্রী-সম্ভাষণ' বলিতেন।

যদি স্ত্রী-মূর্ত্তির নিকট অকপট ভগবৎসেবার্থ গমনমাত্রই বা তাঁহার নিকট হইতে ভগবৎ-সেবার্থ ভিক্ষাদি-যাচ্ঞা মাত্রই সন্ন্যাসি-বৈষ্ণবের পক্ষে স্ত্রী-সম্ভাষণের 'আইন' বলিয়া বৈষ্ণবসমাজে লিপিবদ্ধ, প্রচারিত হয়, তাহা হইলে মহাপ্রভুর শিক্ষায় থাকিত, তাহা হইলে মহাপ্রভুর পার্ষদ, শ্রীচৈতন্য-কল্পতরুর "অতিতম শাখা" শ্রীভগবান্ আচার্য্য ছোট হরিদাসকে ডাকিয়া আনিয়া বলিতেন না,—

মোর নামে শিখি-মাহিতির ভগিনী-স্থানে গিয়া।
তণ্ডুল-চাউল এক-মান আনহ মাগিয়া॥

(চৈঃ চঃ অঃ ২য় পঃ)

---

* ভগবান্ আচার্য্য ব্রহ্মবান্ধব তাহারই।
শিখিমাহিতি, আর মুরারি মাহিতি॥
মাধবী দেবী—শিখিমাহিতির ভগিনী।
শ্রীরাধার দাসী মধ্যে যাঁর নাম গণি॥

(চৈঃ চঃ আদি ১০ম পঃ)

শ্রীভগবান্ আচার্য্য কি বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণের ধর্ম্মও কি প্রকারে তাঁহাদের স্ত্রীসম্ভাষণ হয়, তাহা জানিতেন না ? স্ত্রীসম্ভাষণ অপরাধে অপরাধী ও মহাপ্রভুর অপ্রিয়ভাজন করাইবার জন্যই কি মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীভগবান্ আচার্য্য ছোট হরিদাসকে মাধবী মাতার নিকট প্রেরণের ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন ? আর শ্রীভগবান্ আচার্য্যের অজ্ঞতার জন্য শ্রীভগবান্ আচার্য্যকে মহাপ্রভু-শাসন করিবার পরিবর্ত্তে "প্রশংসিয়া" তাঁহার ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন কেন ?

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদর্শ

সন্ন্যাসিগণ চিরদিনই গৃহস্থের গৃহ হইতে ভিক্ষা গ্রহণ-পূর্ব্বক গৃহস্থ-সম্প্রদায়ের মঙ্গল ও সুকৃতি সাধন করেন। সন্ন্যাসিগণ যখন গৃহস্থের গৃহ হইতে ভিক্ষা করেন, তখন গৃহলক্ষ্মীগণও ভিক্ষাদি প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীগৌর-সুন্দর গৃহলক্ষ্মীগণ শচীমাতা এবং লক্ষ্মীদেবীর সাহায্যে সন্ন্যাসিগণকে ভিক্ষা প্রদান করিতেন,—

কোন দিন সন্ন্যাসী আইসে দশ বিশ।
সবা' নিমন্ত্রেন প্রভু হইয়া হরিষ॥
সেইক্ষণে কহি' পাঠায়েন জননীরে।
দুই সন্ন্যাসীর ভিক্ষা কাট করিবারে॥
তবে লক্ষ্মীদেবী গিয়া পরম সন্তোষে।
রান্ধেন বিশেষ, তবে প্রভু আসি' বৈসে॥
সেই মহা সুতিথি—পরম ভাগ্যবান্।
লক্ষ্মী-নারায়ণ যারে করে অন্নদান॥

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৪শ অঃ)

ত্রিদণ্ডি-বৈষ্ণব-যতিরাজ আচার্য্য শ্রীরামানুজের আদর্শ

লোক-শিক্ষক আচার্য্য শ্রীরামানুজ ত্রিদণ্ডি-বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী ছিলেন, তিনি বৈষ্ণবশাস্ত্র ও সন্ন্যাসীর বিধি জানিতেন না, এইরূপ বলা মূর্খের পক্ষেই শোভনীয়। তিনি একদময় তাঁহার সন্ন্যাসি-শিষ্যগণের সহিত 'মহা-যাদব' নামক গ্রামে তাঁহার গৃহস্থ শিষ্য শ্রীকুরেশাচার্য্যের পরম লাবণ্যবতী পত্নী-নাম্নী পত্নী বা নিজ শিষ্যার নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন শ্রীরামানুজ কুরেশাচার্য্যের গৃহে নিজ-সন্ন্যাসি-শিষ্যগণের সহিত উপস্থিত হইলেন, তখন লক্ষ্মীদেবী একাকিনী ছিলেন এবং স্নান করিয়া চীরখণ্ড-আবরণ-পূর্ব্বক সূর্য্যের উত্তাপে বস্ত্র বিশুষ্ক করিয়া নিয়াছিলেন। এজন্য লক্ষ্মীদেবী নিজগুরুর সম্মুখীন হইতে না পারিয়া করতালিধ্বনি দ্বারা ইঙ্গিত পূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। যতিরাজ তৎক্ষণাৎ বহির্দ্দেশ হইতে নিজ-উত্তরীয় গৃহাভ্যন্তরে নিক্ষেপ করিলে লক্ষ্মীদেবী গাত্র আচ্ছাদন-পূর্ব্বক গুরুদেবের সম্মুখে আগমন, গুরুদেবকে অভিবাদন, অভিভাষণ, নানাপ্রকার প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা এবং গুরুদেবের প্রয়োজনীয় বস্তু প্রদানাদি করিলেন। পরে শ্রীবিষ্ণুনৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া গুরুদেবকে ভোগ দিলেন। ইহাতে কি ত্রিদণ্ডি-যতিরাজ বৈষ্ণবাচার্য্যের স্ত্রী-সম্ভাষণ হইয়াছিল ? যাঁহারা 'প্রপন্নামৃত', 'মধ্বদিগ্বিজয়', 'ভক্তভীর্থ-চরিত' প্রভৃতি বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণের কৃতা-সম্বলিত গ্রন্থাদি আলোচনা করেন নাই বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কোন কথায় প্রকৃত খবর রাখেন না, তাঁহাদের স্বকপোল-চরিত মূর্খতা-বিজৃম্ভিত সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য।

"শ্রীচৈতন্য চরিত-মহাকাব্য"

শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যের ১৩শ সর্গের ১১৭-১২২ শ্লোকে বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণের শ্রীশচীমাতার সহিত আলাপ, শচীমাতাকে দর্শন ও শচীমাতার নিকট হইতে ভিক্ষাগ্রহণ-প্রসঙ্গের কথা উল্লেখ আছে। 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে'র চতুর্থ অঙ্কে সন্ন্যাসী কেশবভারতীকে শ্রীশচীমাতার ভিক্ষা-দান-প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।

শ্রীজাহ্নবা-ঠাকুরাণী

স্বয়ং নিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী বহু ত্যাগী বৈষ্ণব শিষ্য করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা তিনি জগতে প্রকৃতি-সম্ভাষণের আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন কি ?

শ্রীগঙ্গামাতার দৃষ্টান্ত

গৌরপার্ষদ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য শ্রীহরিদাস পণ্ডিত বা শ্রীমধুগোপালের শিষ্যা শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও পুটিয়াবাসকর্ত্তা শ্রীগঙ্গামাতা। উৎকলে এই গঙ্গামাতার প্রসিদ্ধ মঠ আছে। শ্রীগঙ্গামাতা অনেক ত্যাগী শিষ্য করিয়াছিলেন। শ্রীহরিদাস পণ্ডিত শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া বা শ্রীগঙ্গামাতাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া বা শ্রীগঙ্গামাতা ত্যাগি-বৈষ্ণবগণকে শিষ্যত্বে অঙ্গীকার করিয়া প্রকৃতি-সম্ভাষণ ও মহাপ্রভুর শিক্ষার

বিচারাচরণ করিয়াছিলেন কি? আজকালকার মর্কট-বৈরাগি-সম্প্রদায়ের কথা বলিতেছি না।

ভোগবুদ্ধিতে পুরুষাকার-দর্শনেও স্ত্রী-দর্শন সম্ভব

কামুকগণ জগৎকেই কামিনীময় দর্শন করে। মহাপ্রভুর বিচার তাহা নহে। ভোগ-প্রবৃত্তির রুচিযুক্ত দর্শনই স্ত্রী-দর্শন, তাহা বাহ্য পুরুষাকার-দর্শনেও হইতে পারে। বৈষ্ণবগণ সকলকে গুরু-বুদ্ধিতে দর্শন করেন। শ্রীঈশ্বরপুরী বা শ্রীপরমানন্দ পুরী প্রভৃতি অষ্ট সন্ন্যাসীর গৃহস্থের বাড়ী হইতে পরম পূজ্য বৈষ্ণবগণের হস্ত হইতে ভিক্ষা-গ্রহণে ভোগপ্রবৃত্তির রুচি ছিল না, তাহা এক কৃষ্ণশক্তির আর এক কৃষ্ণ-শক্তিকে সেবাময়ী গুরুবুদ্ধিতে দর্শন।

কৃষ্ণদাস বিপ্র শুটবারি-স্ত্রীলোকের প্রলোভনে পতিত হইয়াছিলেন বলিয়া মহাপ্রভু কৃষ্ণদাসকে বর্জন করেন। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অনুরোধে কৃষ্ণদাসকে পুনরায় সেবাধিকার প্রদান করেন যে-ব্যক্তির 'স্ত্রীধনে' লোভ জন্মিয়াছিল, সেই ব্যক্তি বৈষ্ণবগণের দ্বারা প্রেরিত হইলেন শচীমাতার নিকট!—

> তবে গৌড়দেশে আইলা দাস কৃষ্ণদাস।
> নবদ্বীপে গেলা তেঁহ শচী-আই-পাশ॥
> মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁরে কৈল নমস্কার।
> দক্ষিণ হৈতে আইলা প্রভু—কহে সমাচার॥
>
> (চৈঃ চঃ ম ১০।৭৫-৭৬)

একবার যে ত্যাগি-বৈষ্ণবের স্ত্রীলোকের দর্শনে পতন হইয়াছে, তাঁহাকে নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ ও রামোদর একত্র যুক্তি করিয়া শচীমাতার নিকটে প্রেরণের দ্বারা কি প্রকৃতি-সম্ভাষণের সাহায্য করিয়াছিলেন?—নিশ্চয়ই নহে; অপ্রাকৃত বাৎসল্যরসের আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীশচীমাতা প্রাকৃত বৎসলরসের ভোগ্য আশ্রয় বস্তুর ন্যায় প্রকৃতি নহেন। **শ্রীশচীমাতা যেরূপ বাৎসল্যরসের মূল আশ্রয়-বিগ্রহ, মাধবীমাতাও তেমনি মধুর রসের মূল আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীমতীর গণে গণিতা।** মহাপ্রভু কোন বিধবা যুবতী যুবতীর বালককে স্নেহ করায় রামোদর পণ্ডিত মহাপ্রভুর এই কার্য্যের সমালোচনা করিয়াছিলেন, সেজন্য মহাপ্রভু ব্রহ্মচারী রামোদরকে শচীমাতার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন—

> প্রভু কহে,—রামোদর চলহ নদীয়া।
> মাতার সমীপে তুমি রহ তাঁহা যাঞা॥
>
> (চৈঃ চঃ ম ৩য় পঃ)

ইহার দ্বারা মহাপ্রভু জানাইলেন,—অপ্রাকৃত প্রকৃতিগণ প্রাকৃত প্রকৃতি নহেন। **গুরুবুদ্ধিতে দর্শন—প্রকৃতি-দর্শন নহে, নতুবা একজন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীকে স্ত্রীলোকের নিকট অবস্থান স্ত্রীলোককে কেশাবেক্ষণের জন্য মহাপ্রভু কিরূপে আদেশ করিলেন?"**

রামচন্দ্র খাঁর প্রেরিত গায়নগণের বেনাপোলের নির্জ্জন বনে ঠাকুর হরিদাসের নিকট তিনরাত্রি অবস্থান করিয়াছিল। শ্রীনামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস আপন মনে হরিনাম কীর্ত্তনে রত ছিলেন। **ঠাকুর হরিদাসের ভজন-গৃহদ্বারে বেশ্যা সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিল বলিয়া নামাচার্য্যের প্রকৃতি-সম্ভাষণ হয় নাই; কিন্তু ছোট হরিদাসের মাধবী মাতার গৃহদ্বারে মুহূর্ত্ত-কাল অবস্থানের আদর্শ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচারে স্ত্রী-সম্ভাষণের আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। অতএব বাহ্য-স্ত্রী-আকৃতি দর্শন বা তৎসমীপে অবস্থানই স্ত্রী-সম্ভাষণ নহে; ভোক্তা বা পুরুষ-অভিমানে স্বীয় ইন্দ্রিয়তোষ্যা-জ্ঞানে যোষিৎ-সহ বিষয়ীর যে আলাপ, তাহাই স্ত্রী-সম্ভাষণ।**

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নবদ্বীপ-লীলায় **শ্রীবাসের** ভ্রাতৃদুহিতা বালিকা নারায়ণীকে আদর করিতেন, ভোজনাবশেষ প্রদান করিতেন, হরিনাম শ্রবণ করাইতেন ও কীর্ত্তন করিতে বলিতেন বলিয়া মহাপ্রভুর চরিত্রে আদর্শের ব্যাঘাত হইয়াছে, কিংবা মহাপ্রভু রসীয়ানাগর ছিলেন—এই সকল বিচার কোন শুদ্ধভক্তই করেন নাই। মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলাতেও দেখিতে পাই, মহাপ্রভু যখন দেবদাসীর মুখে শ্রীগীতগোবিন্দের পদগান শুনিয়া অর্দ্ধবাহ্যদশায় প্রেমা-বেশে অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবা-বুদ্ধিতে তৎসহ মিলনার্থ ধাবিত হইয়াছিলেন, তখন গোবিন্দের মুখে 'স্ত্রীগান' শব্দ শুনিতে পাইয়া "গোবিন্দ আজি রাখিলা জীবন। স্ত্রীপরশ হইলে আমার হইত মরণ॥"—(চৈঃ চঃ ম ১০।৮৫)

প্রকৃতি বাক্য বলিয়াছিলেন ; কিন্তু সেই মহাপ্রভুরই আচরণে আবার দেখিতে পাওয়া যায়—শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে যখন শুক উড়িয়া স্ত্রীলোক অজ্ঞাতসারে মহাপ্রভুর স্কন্ধে পদার্পণ-পূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন এবং তাহা দেখিয়া গোবিন্দ ঐ স্ত্রীলোকটিকে নিবারণ করিয়াছিলেন, তখন মহাপ্রভু গোবিন্দকে বলিয়াছিলেন,—

'আদিবস্তা' এই স্ত্রীরে না কর বর্জ্জন।
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন ॥

—(চৈঃ চঃ ম ১৪।২৩)

প্রথম আদর্শে স্ত্রী-স্পর্শের ভয়ে মহাপ্রভু যে ভাব প্রদর্শন করিলেন, দ্বিতীয় আদর্শে সেরূপ ভাব প্রদর্শন করিলেন না কেন ? প্রথমটি যদি স্ত্রী-স্পর্শের আদর্শ হয়, তবে দ্বিতীয়টি কেন হইবে না ? ইহার উত্তর বাহ্য আকার দেখিয়া নির্ণয় করা যায় না। মর্কট-বৈরাগিগণ বাহ্যদৃষ্টিতে কপটতা করিয়া স্ত্রী-সম্ভাষণ পরিত্যাগ করিলেও তাঁহারা অন্তরে সর্ব্বক্ষণই স্ত্রী-সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। কপটতা বা লোকের চক্ষে ধূলি দেওয়া সাধুত্ব নহে।

রামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের বেশ্যা-সহ নির্জ্জনবনে ত্রিরাত্র অবস্থানপূর্ব্বক হরিনাম-কীর্ত্তন ; রায় রামানন্দের দেবদাসীগণের শুশ্রূষা-বিধান কিংবা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বালিকা নারায়ণীকে আদর, উচ্ছিষ্ট-দান, সেবাগ্রহণ বা সুন্দরী বিধবার পুত্রকে আদর ; ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের বেশগ্রহণলীলাবিকাশের পরও গোলোক-প্রতীতিতে "ভক্তিভবনে" বাস, নানা-প্রকার দৈহিক পরিচর্য্যা-গ্রহণ, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুকে "তাঁহার বৈরাগ্যের সিদ্ধি হউক"—এইরূপ আশীর্ব্বাদ, শ্রীল প্রভুপাদের ব্রহ্মচারী-লীলায় গুরুবুদ্ধিতে কৃষ্ণশক্তিগণকে আদর, তাঁহাদের সেবাগ্রহণ, শ্রীল ভক্তিবিনোদানুকম্পিতা শক্তি-গণের সহিত কৃষ্ণদাসদর্শনে বিশ্রম্ভ আলাপ ও অবস্থানাদির আদর্শ ; আর কৃষ্ণদাসবিপ্রের ভট্টথারি-স্ত্রীর প্রলোভনে পতন বা ছোট হরি-দাসের আদর্শ এক নহে। বাহ্য প্রতীতি সকলক্ষেত্রেই সমভাবে বিচার্য্য হয় না। প্রাকৃত সহজিয়া মর্কট বৈরাগী প্রচ্ছন্ন সম্ভোগবাদী, প্রচ্ছন্নকামুক, অনর্থগ্রস্তচিত্ত, কাম-ক্রোধাদির বিষয় কপট গুরু, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী বা বানপ্রস্থ নামধারিগণ বিষ্ণুকে ভোগ্য দর্শন করায় সর্ব্বক্ষণ প্রকৃতি-সম্ভাষণই করিতেছে। আবার কতকগুলি অতিমৎসর ভণ্ড, কামুক, ব্যভিচারী, লম্পট ব্যক্তিগণ নিজ ছিদ্র ঢাকিবার জন্য—"ঐ চোর, "ঐ চোর" বলিয়া প্রকৃত অকপট সাধুর নির্ম্মল চরিত্রে দোষারোপ করিবারও পাষণ্ডতা করিয়া থাকে। উহাতে প্রকৃত সাধুর মহত্ত্ব আরও বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। মৎসর কামুক পাষণ্ড রামচন্দ্র খাঁ রামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের সুবিমল চরিত্রে এইরূপ কলঙ্ক আরোপ করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যতিরেকভাবে রামাচার্য্যের মহত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যে সকল ব্যক্তিগণ অনেক সময় রায় রামানন্দের দেবদাসীগণের সেবা বা মহাপ্রভুর বালিকা নারায়ণীকে আদর প্রভৃতির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া নানাপ্রকার বাউল ও সহজিয়া মত স্থাপন করিতে চাহে। এমন কি, কতক-গুলি লম্পটচরিত্র ব্যক্তি শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর অপ্রাকৃত সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর চরিত্রের সহিত মীরাবাঈ প্রভৃতি স্ত্রী-চরিত্রের সম্মিলন করাইবার ষড়যন্ত্র করিয়া থাকে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের চরিত্র-প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন যে, দুই প্রকৃতির ব্যক্তিগণ মহাপ্রভুর বালিকা নারায়ণীকে আদর ও উচ্ছিষ্টাদি-দানে কৃপার উদাহরণকে অন্যরূপ কথায় সজ্জিত করিয়া দুষ্টমত প্রচার করিয়াছে ; বস্তুতঃ শুদ্ধভক্তসমাজে এইরূপ কোন প্রকার কথার প্রচলন নাই। "কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ।"

মহাভাগবত সদ্গুরু কর্ণে মন্ত্রপ্রদানকালে কতগুলি স্ত্রী বা যুবতী-সেবী শিষ্যের সহিত অবস্থান করেন। তাহাতে কি তাঁহার প্রকৃতি-সম্ভাষণ হয় ? যিনি বিশ্বকে কৃষ্ণ-সেবোন্মুখরূপে দর্শন করেন, তিনিই গুরু বা আচার্য্য-পদবাচ্য।

কামাদি রিপুতাড়িত ব্যক্তিগণ যে "গুরু-প্রণালী" দুর্নৈতিক মতের প্রচলন করিয়াছে বা বাউল, সহজিয়া, কর্ত্তা-ভজা প্রভৃতি যে-সকল পাষণ্ড সদাচারের প্রশ্রয় দিয়াছে,

সদ্‌গুরুপাদপদ্মের ঐরূপ দুর্নীতি ও পাষণ্ডতার আরোপ অবৈষ্ণব দুর্নীতি ব্যক্তিগণের দ্বারাই সাধিত হয়। রামচন্দ্র খাঁর ন্যায় ভগবৎ-কার্পণ্যবিশিষ্ট ব্যক্তি তাহাদের ন্যায় আমাদের শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে কামিনীবিৎ (!) মনে করিয়া নামাচার্য্যের বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠাকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। অতএব "ভোক্তা বা প্রকৃষ্টাভিমানে স্বীয় ইন্দ্রিয়-তোষণার্থে যোষিৎসঙ্গ বিষয়ীর যে আলাপ, তাহাই প্রকৃতি-সম্ভাষণ"

অন্তরে সম্ভোগবাঞ্ছী মর্কটবৈরাগী যদি কোন স্ত্রীলোকের চিত্তে বাহ্যদৃষ্টিতে কৃপাপাত না করে, বা অপ্রাকৃত ভগবৎ-সম্বন্ধের অবৈধ অনুকরণ বা প্রতিযোগিতা করিয়া প্রকৃতি-বশীভূত হইয়াও যে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ—এইরূপ ভাব প্রদর্শন করে, তথাপি তাহাকে পুরুষাভিমানী প্রকৃতি-সম্ভাষণকারী বলিয়াই জানিতে হইবে। সে ব্যক্তি কপট, ভণ্ড, ভোগোন্মুখ, বিকলপ্রজ্ঞ, অনর্থ-তাড়িত প্রাকৃত-কাম-কিঙ্কর বৈষ্ণব।

উহাঁরেরা কপর্দ্দক মহাদেবের পার্ব্বতীকে ক্রোড়ে স্থাপন ও আলিঙ্গন করিয়া অবস্থান, রায় রামানন্দ ও সুবলাদি বিদ্যানিধির ন্যায় রমণীর সহিত নির্জ্জনে বাসের অবৈধ-প্রতিযোগিতা করিয়া বা তাঁহাদের চরিত্রে দোষারোপ করিয়া কেহ কোনও দিনই তাঁহাদের বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠাকে খর্ব্ব করিতে পারে নাই। সে দিন এক ভাগবত-বৈষ্ণব আচার্য্যবিদ্বেষী কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—শ্রীল * * প্রভুকে যদি শত শত রমণী-বেষ্টিত হইয়াও থাকিতে দেখি, তাহাদের সেবা গ্রহণ করিতে দেখি, তথাপি তাঁহার নিকট আমাদের ঘৃণ্যা ভার্য্যা ও আত্মীয় স্বজনকে পাঠাইতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করিব না, কারণ তাঁহার সর্ব্বত্র গুরুদর্শন, গুরুকৃষ্ণের ভোগোপকরণ-দর্শন, আত্মদর্শন হইয়াছে; আর তুমি যদি যাতাহারী হইয়াও থাক, চক্ষুকর্ণ বন্ধ করিয়াও থাক, 'কিছু স্পর্শ করিব না, বস্তু পদাদি ধারিয়া থাকিব,—বল, তথাপি প্রচ্ছন্নকামুক, দ্বিতীয়াভিনিবেশী, কপট, সম্ভোগবাঞ্ছী তোমাকে ও তোমার সমশীল ব্যক্তিগণকে কোনও দিনই বিশ্বাস করিব না। ব্রহ্মচারিলীলাভিনয়কারী শ্রীল প্রভুপাদ কোক-পুরুষাভিমান-বিহীন হইয়া সর্ব্বত্র ভজন সেবোপকরণরূপে নিখিল নারীবর্গকে দর্শন করিতেন বলিয়া তাঁহাকে অপ্রাকৃত আদর্শ-চরিত্র গুরুপাদপদ্ম বলিয়াই পূজা করিব; কিন্তু ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী বা সদ্‌গৃহস্থের সজ্জাগ্রহণকারী মর্কট তোমাকে ও তোমার বন্ধুবান্ধবকে নরকযাত্রী স্ত্রীজিত ও স্ত্রীসঙ্গিগণের কবলে কবলিত বলিয়াই জানিব। তোমার বস্তু-অবস্থান-মূলে গুরুদেবকে সেবা করিবার অভিনয়ও যোষিৎসঙ্গই; কেন না, তুমি গুরুদেবের দ্বারা নিজের ধর্ম, অর্থ ও কাম বা অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিয়া লইতে চাহ। সুতরাং তোমার মৃত গুরু (?) 'তোমার যোষিৎ'। তুমি ও তোমার সমশীল ব্যক্তিগণ গুরুদেবের নিকট ধনক-যোষিৎ, কামিনী-যোষিৎ ও প্রতিষ্ঠা-যোষিৎ চাহিয়াছিলে। তাই যাহাকল্পতরু গুরুদেব তোমাদিগকে ঐসকল দিয়াই বঞ্চনা করিয়াছেন।

শ্রীগুরুদেবকে তুমি কতটা ভাল বাসিয়াছ তাহা একটি কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত হইয়াছে। সর্ব্ববাধিসঙ্কুল মর্কট-যোষিৎসঙ্গীর দুঃসঙ্গকে অর্থ ও স্বার্থের জন্য রুচির সহিত বরণ করিয়া ও তাহার কবলে কবলিত হইয়া তুমি শ্রীগুরুদেবের সহিত তৎপদানুগ্রাহী আদর্শ সুনির্ম্মল-চরিত্র বৈষ্ণবগণকে পরিত্যাগ করিয়াছ। শ্রীমদ্ভাগবতের এই বাণী পরিষ্কার করায় তোমাতে সম্পূর্ণ গুরুবিরোধ, গুরু-ভোগ ও বৈষ্ণব-বিরোধ-চেষ্টা পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশিত হইয়াছে।

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্য প্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্‌যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥
(ভাঃ ৩।৩১।৩৩)

শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যাভিনন্দন-সভায় বক্তৃতা

গত ১৬ই জুন, ১৯৩৭ বুধবার সন্ধ্যায় কলিকাতা-(বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয়মঠের সাহস্বত-স্মরণ-সদনে যে আচার্য্যাভিনন্দন-সভার অধিবেশন হইয়াছিল (গৌড়ীয় ১৫শ খণ্ড ৫৫তম সংখ্যা দ্রষ্টব্য), তাহাতে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরিব্রাজকাচার্য্য গোস্বামিমহারাজ যে অভিভাষণটি প্রদান করিয়াছিলেন এবং

উক্ত সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ শ্রীল আচার্যদেবকে অভিনন্দিত করিয়া যে বক্তৃতাটি প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্ভূত নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের প্রত্যভিভাষণ

নামস্ফোর মধুরপি পচীপুত্রমত্রবরূপং
রূপং মন্তাব্রজযুবপুরীং রাধুরীং গৌড়ধাটীম্।
যাবাদুক্তং গিরিবরমহো রাধিকা-মাধবাখ্যং
প্রাপ্তো যত্ত প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি ॥

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ত্রিদণ্ডিস্বামী প্রমুখ বৈষ্ণবমণ্ডল, সতীর্থ ব্রাহ্মণমণ্ডল, শ্রদ্ধাস্পদ সজ্জনমণ্ডলি ও মাননীয়া মাতৃমণ্ডলি, আপনারা আজ যে বিভিন্ন অভিনন্দন, প্রস্তাভিভাষণ প্রভৃতি কীর্ত্তন ও শ্রবণ ক'রলেন, আপনাদের অনুগমনে সেই সকল অভিনন্দনাবলীর শ্রোতা ও আপনাদের দাসানুদাস সূত্রে আমার নিত্যারাধ্য ও সর্ব্বচরণ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে তাহা পৌঁছাইয়া দিবার সৌভাগ্য ও সুযোগ লাভ ক'রিলাম। এ সৌভাগ্য ও সুযোগ আজ যে আপনারা প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাদিগকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও আপনাদের দাস-সূত্রে আমার অদম্য দণ্ডবৎপ্রণতি জ্ঞাপন ক'রছি।

আমার ব্যক্তিগত পরিচয় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু আমাকে জানিয়েছেন,—

"জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয়॥
এমন নির্ঘৃণ-মোরে কেবা কৃপা করে।
এক-নিত্যানন্দ বিনু জগৎ ভিতরে॥

আমার ব্যক্তিগত নিত্য ও নিষ্কপট অভিমান যদি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর কথিত পরিচয় অনুসারে না হয়, তাহা হইলে আমার মত দুর্ভাগ্য আর কাহারও নাই। প্রত্যেক শুদ্ধবৈষ্ণবের দাসানুদাসের এই অভিমানই থাকা দরকার ও থাকবে।

এরূপ নিষ্কপট ভাবে অধমাধম মানব কৃপাবশে সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু না হ'লে হরিকীর্ত্তন করবার যোগ্যতা হ'তে পারে না। প্রত্যেক জীবের স্বরূপেই এই অভিমান অনুস্যূত হ'য়েছে। বাস্তবিক পক্ষে সমস্ত সম্মান, সমস্ত মর্য্যাদা, সমস্ত গৌরব, বিশ্বের মানব-জাতি যাহা দিতে পারে ও দিতে পারে না—বিশ্বের কথা দূরে থাকুক, ইহার উর্দ্ধতন বেদ পরযোমের যে সম্মান বা মর্য্যাদা যাঁর নিকট অতি তুচ্ছীকৃত হয়, পরযোমের উর্দ্ধস্থ এবং পুরেরও উর্দ্ধতন গোলোকের যে মর্য্যাদা, যে সম্মান আমার শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে দিয়ে স্বয়ংরূপও ধন্যাতিধন্য হন, সেই সমস্ত সম্মান ও মর্য্যাদা মানবজাতির প্রাপ্য নহে। সমস্ত মর্য্যাদার প্রাপক একমাত্র আমার গুরুপাদপদ্ম। এই গুরু-পাদপদ্ম একমাত্র আমার নিত্যারাধ্য, প্রত্যেক সেবকের নিত্যারাধ্য।

কলি শব্দের অর্থ বিবাদ। যেখানে দুই তরফ, দুই পার্টি, বাদী বিবাদী, আসামী ফরিয়াদী, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার বেষ্টনী যেখানে নাই—যেখানে দীনতা, বস্তুকে দূর জ্ঞান না ক'রে সেবা-জ্ঞান, যেখানে বস্তুর চেতনতা স্বপ্রকাশ, যেখানে বস্তুকে মাপা যায় না, যেখানে প্রতি বস্তুতে আশ্রয়বিগ্রহিত বিষয়-দর্শন, এইরূপ স্বরূপের অভিমান যেখানে নিত্যাবির্ভূত, সেখানে প্রকৃত বৈষ্ণবতা, গুরুত্ব ও আচার্য্যত্ব। প্রকৃত-গুরু বা আচার্য্য কখনও কাহাকেও নিজের অপেক্ষা ছোট মনে করেন না, তিনি শিষ্য করেন না, তরুর বৈষ্ণবরূপেই সকলকে দর্শন করেন। "এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম সবারে প্রণতি", ইহা শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আমাদিগকে জানায়েছেন। এই "সবার" ব'লতে "সর্ব্বা যত্রিবং ব্রহ্ম।" সবার মধ্যে স্বয়ং রূপের বিচিত্রতা ও স্বরূপ-বৈভবের বিচিত্রতা-দর্শন—প্রকৃতির অন্তর্গত বিচিত্রতা দর্শন নহে। যেখানে পরিমাপ ক'রবার প্রবৃত্তি নাই—এমন যে স্বপ্রকাশ নিত্যচেতনের বিচিত্রবিলাস দর্শন, তাহাই বৈষ্ণব দর্শন। সহজ স্বরূপ ও তদ্রূপবৈভব-দর্শনই বৈষ্ণব দর্শন। এখানে যে দর্শনকারী, তিনি আপনাকে দ্রষ্টা বা পরিমাপকারী বা আপনাকে হৃষীক-চালক জ্ঞান করেন না। তাঁহার নিজের স্থূল বা সূক্ষ্ম সমস্ত ইন্দ্রিয়ের একমাত্র পরিচালক হৃষীকেশের পরিচালনায়ই প্রমত্ত। তাঁহার কখনও নিজেকে গুরু, বৈষ্ণব, গোস্বামী, পরমহংসজ্ঞান থাকতে পারে না। এই কৃপাবশে সুনীচতা যাঁর হ'য়েছে, তিনি হরিকীর্ত্তন ক'রতে পারেন।

নিজসূত্রে আজ যে-সকল অভিনন্দনাদি শোনবার

সৌভাগ্য হ'য়েছে, সেই সকল অভিনবনের দাতা কৃষ্ণ-কীর্ত্তনকারী গুরুবর্গের নিকট প্রার্থনা ক'রছি. এই শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে নিষ্কপটে এই প্রার্থনা জানাচ্ছি, যদি আপনারা এই নিরুপায় জীবকে একদিনের জন্যও আপনাদের পদধূলিরূপে সর্ব্বপ্রান্তে স্থান দিয়ে থাকেন, তা' হ'লে যতদিন প্রাণ থাকবে ততদিন যেন আপনাদের নিষ্কপট ও অকৈতব সহায়তা হ'তে বঞ্চিত না হই—নিত্যারাধ্য গুরু-দেবের সেবা হ'তে কোনক্রমে বঞ্চিত না হই।

'একাকী আমার নাহি পায় বল, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে' এই নিবেদন আপনাদের পাদপদ্মে জ্ঞাপন ক'রছি। আপনারা আমাকে আপনাদের আজ্ঞাবাহী ক্রীতদাস জ্ঞানে আমার নিত্যারাধ্য সর্ব্বস্বপদ প্রভুপাদের ও গুরুবর্গের পাদপদ্ম-সেবার অধিকার প্রদান করুন, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজের বক্তৃতা

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

পরমপূজ্য গৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভো, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিপাদবৃন্দ, বৈষ্ণববৃন্দ ও শ্রদ্ধেয় সজ্জনমণ্ডলি। আমি অদ্য যাঁহা কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হ'য়ে এই সভায় যোগদানের সৌভাগ্য লাভ ক'রেছি বা যিনি তাঁর অহৈতুকী দয়ার পরিচয় দান ক'রে নিজগুণে কেপে হ'য়ে আকর্ষণ ক'রে আমাকে এস্থানে এনেছেন, তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আমার সকাতর প্রার্থনা—আমি সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য হ'লেও যেন নিত্যকাল নিষ্কপটে বাস্তব-সত্যের অনুকীর্ত্তনকারী যে বর্ত্তমান আচার্য্যদেব, তাঁর আনুগত্যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে যা শ্রবণ করবার সৌভাগ্য পেয়েছি, তা' কীর্ত্তন ক'রতে পারি।

বর্ত্তমান গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যের বিষয়ে কিছু কীর্ত্তন করবার ভার আমার উপর অর্পিত হ'য়েছে, ইহা আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি নিতান্ত অযোগ্য। তথাপি শ্রৌতপথে যা কিছু শুনবার সুযোগ পেয়েছি, তা কীর্ত্তন করবার চেষ্টা ক'রবো।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে একদিন বড় আশা-ভরসা নিয়ে উপস্থিত হ'য়েছিলাম। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে একটি কথা শ্রবণ ক'রে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদনের বিচার এসেছিল, অবশ্য 'আত্মনিবেদন করেছি', এত বড় কথা ব'লতে পারি নে, আত্মনিবেদনের অভিনয় মাত্রই হ'য়েছে, তবে জন্মজন্মান্তরেও যাতে আত্মসমর্পণ ক'রতে পারি, ইহাই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখে যেদিন শুনলাম—"একটি পয়সাও যিনি গুরুপাদপদ্মে দিতে বাকী রাখেন, তিনি শিষ্য নহেন, আর যে গুরু একটি পয়সাও শিষ্যের নিকট হ'তে গ্রহণ করেন, তিনিও তখনই গুরু নহেন," সেইদিনই আমার সর্ব্বস্ব শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণের বিচার এসেছিল, কিন্তু তা' পারি নাই। আমার সেই গুরুপাদপদ্মের কথা কীর্ত্তন করবার ও তাঁর শ্রীপাদ-পদ্মের মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করবার ভার যিনি গ্রহণ ক'রছেন, তিনি যে আমার কতবড় বান্ধব, তাহা বর্ণনার ভাষা নাই। আমরা কোন প্রাকৃত বিষয় ভোগ করবার জন্য বা ঘর-দুয়ার বাড়ীর কাপ বাটোয়ারার জন্য, বড় বড় ধনীর কোটীর বাস করার জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মে আসি নাই। বাস্তব সত্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম, যা'তে নিত্যকাল সেই গুরুপাদপদ্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ক'রতে পারি, তাহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনার বিষয় হউক। "কীর্ত্তনের বড় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত" এই কথাটি শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের শ্রীমুখে অনেকবার শুনেছি। শ্রীগুরুদেব কীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষ অপসারণ করবার জন্য বহু ব্যক্তিকে আকর্ষণ ক'রেছেন। আমি বিদ্যাবুদ্ধিহীন নিতান্ত অজ্ঞ হ'লেও আমার হৃদয়ে এত বল, এত বড় আশা বেঁধে আছি; এখনও সেই আশা, সেই বল আমার যায় নাই; আমি শুনেছি,—

"নিতাইচরণ সত্য, নিতাই-সেবক নিত্য,
নিতাইপদ সদা কর আশ।"

কায়মনোবাক্যে বাস্তবসত্যকীর্ত্তনকারী আচার্য্যদেবের আনুগত্যেই বাস্তব বস্তু সংকীর্ত্তিত বা সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তিত হন। হরিকীর্ত্তনের সুযোগ সকল জন্মে হয় না। এই সুযোগ যেন হেলায় না হারাই, আচার্য্যদেব, আপনার নিকট ইহাই আমার সকাতর প্রার্থনা। বহুজীবের অন্ত দ্বৈতভাব প্রবল থাকায় ইতরব্যোমের শব্দের সহিত পরব্যোমের শব্দকে সমপর্য্যায়ে গণনা করিতে গিয়া সে মহাভ্রমে পতিত হয়। নিত্যশুদ্ধ অদয় জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত যিনি, তিনিই বাস্তবসত্য কীর্ত্তনের পূর্ণতম অধিকারী।

এ জগতে বাস্তবসত্য ভগবানের কথা কেহ কীর্ত্তন করিতে পারেন, এ বিশ্বাস আমার ছিল না; কিন্তু আমার জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত সুকৃতি-ফলে যখন শ্রীগুরুমুখপদ্ম হ'তে কিছু শুনবার সৌভাগ্য হ'লো তখন বুঝলাম, বাস্তবসত্য-বাণী কীর্ত্তন করবার লোক জগতে আছেন, তাঁর সেবকও আছেন। সেইবাণীই আমার মনোধর্ম্মের প্রাকৃত অহমিকাকে সমূলে উৎপাটিত ক'রতে পারেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেই বাণী শ্রবণ ক'রলে প্রাকৃত অনুভূতি সমূলে ধ্বংস হ'য়ে যায়, তখনই অবরজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা বা বিদ্বজ্জ্ঞান লাভরূপ বাস্তব দীক্ষা লাভ হয়, নতুবা দীক্ষার অভিনয়মাত্রই হ'য়ে থাকে, দিব্যজ্ঞান হয় না। আমরা সকলেই যা'তে ধর্ত্তিত জ্ঞানে প্রতারিত না হ'য়ে এক অবরজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে—শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের দাসানুদাস হ'য়ে, তাঁদের পাচকাবয়দার হ'য়ে থাকতে পারি—বাস্তবসত্যের বাণী কীর্ত্তন ক'রতে পারি, তাহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ ব'লেছেন—গৌড়ীয়, গৌড়ীয়মঠ ও মঠের সেবকবৃন্দের সেবা কর, মঙ্গল হ'বে। গৌড়ীয়ের আনুগত্য ছেড়ে আমার প্রাকৃত অহমিকার বাহিরতা নিয়ে যা' কিছু ক'রতে যাব, তা' ব্যর্থ হ'য়ে যাবে।

বাঙ্গলা ১৩২২ সালে আমি ঘুরতে ঘুরতে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগুরুপাদপদ্মে গিয়ে উপস্থিত হ'য়েছিলাম। যাং ১৯২৭ সালে ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের নিকট 'এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। অভিজন হলো দশ কুটৈক শরণ।"—এই কথাটি শুনবার সৌভাগ্য হয়। তিনি আমাকে কৃপা ক'রে চাকায় নিয়ে গিয়েছিলেন। আমিই সর্ব্বপ্রথমে একটি পয়সা ক'রে বাস্ত ভিক্ষা আরম্ভ করি। কিন্তু আজ এ কি বিভীষিকা! না, বিভীষিকাই বা বলি কেন, আমি যে সত্য সত্যই চোর বল্লা, তা' ধরবার সুযোগ হ'য়েছে। আকৃতি—সাধুমূর্ত্তি ধারণ করবার জন্যই সাধুর কাছে আসা হয়, কিন্তু যদি অন্তরে দুষ্প্রবৃত্তি নিয়ে যাইতে সাধুর বেশ নিয়ে থাকি, তা' হ'লে জগতে তাতা প্রচারিত হইত। তা' হ'লে জগতের নিরীহ লোক আর প্রতারিত হ'তে পারবে না। আমি কোন সময় শ্রীগুরু ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর সঙ্গে বিচার ক'রছিলাম যে, প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ ছাড়া আমি আর অন্তর কোথাও দণ্ডবৎ ক'রতাম না, কিন্তু প্রভুপাদ যখন ব'লেন—শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ বৌদ্ধাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত ব'লে কি শ্রীবিগ্রহের দোষ হ'য়েছে? এ নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি-অণুপরমাণুতে শ্রীভগবান্ ও তাঁহার স্বরূপশক্তির চিদ্বিলাস-দর্শনই বৈষ্ণব-দর্শনের পরাকাষ্ঠা। প্রভুপাদ সর্ব্বত্র অচিদ্বিলাস দর্শনের পরিবর্ত্তে যে চিদ্বিলাস-দর্শনের উপদেশ দিলেন, সে উপদেশ শুনলাম কই! এবার সেই চোর আমি ধরা প'ড়েছি। প্রাকৃত অভিমান সমূলে উৎপাটিত না হ'লে সর্ব্বভূতে ভগবদ্দর্শনের বিচার কোথা হ'তে আসবে? প্রকৃত দীক্ষা-লাভই বা কি ক'রে হ'বে?

যিনি প্রকৃত প্রফেসার, তিনি তাঁর ছাত্রকেও প্রফেসার ক'রে দিতে চান। যিনি বাস্তবসত্যবাণী নিজে আচরণ ক'রে অন্যকে আচারে প্রতিষ্ঠিত করেন, তিনিই আচার্য্য। আমাদের আজ পরম আনন্দের বিষয়—যিনি আজ শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের মাহাত্ম্য প্রচার করবার শুরুভার গ্রহণ ক'রেছেন, যিনি আচার্য্যের আসন সংরক্ষণ ক'রে আজ মায়ুগ্ধ পতিত জীবগণকে উদ্ধার করবার জন্য কৃতসঙ্কল্প, তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আমি পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎপ্রতিবিধান-দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত ক'রছি। আচার্য্যের আনুগত্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনই আমার একমাত্র প্রার্থনীয় বিষয়।

কলিকাতা এলবার্টহলে বিরাট্ সভা

গত ১৮ই জুন, ১৯৩৭ শুক্রবার অপরাহ্ণ দিবস সন্ধ্যা ৭ঘটিকায় বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের মুখপত্র সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়'পত্রের সম্পাদক বাগ্মিপ্রবর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় কলিকাতা এলবার্টহলে "শ্রীচৈতন্যদেব ও প্রোতপথ" সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি শারীরিক অসুস্থতা-বশতঃ যোগদান করিতে অসমর্থ হওয়ায় শ্রীযুক্ত মাখনলাল বিশ্বাস মহোদয়ের

প্রস্তাবে ও রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন বি-ই মহোদয়ের সমর্থনে অধ্যাপক সাহিত্যভূষণ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভার কার্য্যারম্ভে সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিতাই দাস ব্রহ্মচারী গাগালহার ভক্তিশাস্ত্রীজী "যশোদাতনয়ন" এই মহাজনপদটি উদ্বোধন-সঙ্গীতরূপে কীর্ত্তন করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় সৈদ্ধ পূর্ণ ভাষায় ভগবৎকথা-প্রবণের গুরুত্বসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয়কে বক্তৃতা-প্রদানের জন্য অনুরোধ করিলে সম্পাদক মহোদয় তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনীভাষায় "সার্ব্বজনীন সনাতন ধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম অনাদিকাল হইতে কিরূপে শাস্ত্র ও মহাজন-দ্বারা জগতে প্রকাশিত আছে এবং শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং তাহা আচরণ ও প্রচার করিয়া কিরূপে মানবমাত্রেরই সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য করিয়াছেন, শ্রৌতপথ কাহাকে বলে, তাহার সার্থকতা কি, কিভাবে সেই শ্রৌতপথের মর্য্যাদা সংরক্ষিত হয়, শ্রৌতপথ-পরিত্যাগে কিপ্রকার অমঙ্গল সাধিত হয়, আচার্য্যের প্রয়োজনীয়তা, তাঁহার আদর্শ, তদনুসরণেই স্বরূপতার সদ্ব্যবহার-দ্বারে বাস্তবমঙ্গলোপলব্ধি" ইত্যাদি বহু বিষয় কীর্ত্তন করেন। সম্পাদক মহোদয়ের বক্তৃতার পর সভাপতি মহোদয় অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষায় উক্ত বক্তৃতার প্রশংসায় শতমুখ হইয়া শ্রোতৃবৃন্দের নিকট উহার সংক্ষিপ্ত সার মর্ম্ম পদ্যাকারে ঢেনা-সুরে নিম্নলিখিত অভিভাষণটি প্রদান করেন।

সভাপতির অভিভাষণ

সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা আজ যে কার্য্যের জন্য উপস্থিত হ'য়েছি, তা' সফল হ'য়েছে। আমি এই সভায় আপনাদেরই মত শ্রোতা হ'য়ে উপস্থিত হ'য়ে ছিলাম। আজ শ্রীগৌড়ীয় মঠের মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় আমাদিগকে শ্রৌতপথ বা সনাতন ধর্ম্ম কি, তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছেন। শ্রীচৈতন্যদেব যে ধর্ম্ম প্রচার ক'রেছেন, শ্রীগৌড়ীয় মঠ তাঁ'রই ধারা বজায় রাখছেন। ইহা আমাদের বড়ই আনন্দের ও গৌরবের বিষয়। আমাদের বেদকে শ্রুতি কেন বলা হয়, তা' বক্তা বিশেষ ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমাদের বেদ ব্যর্থ নয়। গুরুপরম্পরায় সেই বেদ-জ্ঞান যিনি প্রাপ্ত হ'য়েছেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী। তিনিই ঐ জ্ঞান বিতরণ ক'রতে পারেন, অন্য কেহই পারেন না। তাঁদের আনুগত্য না ক'রলে লোকে ভুল পথে চ'লে যাবে। সনাতন ধর্ম্ম—শ্রৌতপরম্পর্য্যে প্রতিষ্ঠিত। সেই সনাতন ধর্ম্ম প্রচারার্থই যুগে যুগে আচার্য্যের আগমন হ'য়ে থাকে।

শ্রীমন্মহাচার্য্য বেদান্তের যথা শ্রৌতপরম্পর্য্যে ব্যাখ্যা ক'রেছেন, তাহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তি। তা' জান্‌তে হ'লে গুরুপরম্পরায় আগত আচার্য্যের একান্ত প্রয়োজন। সেই আচার্য্য বা গুরু কে?—যিনি ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছা মিশিয়ে দিতে পেরেছেন; যিনি ভগবানের একান্ত নিজজন। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" এই যে গীতা উপনিষদের কথা স্বয়ং ভগবান্ ব'লেছেন, যা' সমস্ত গীতার মধ্যে সার কথা—সব ছেড়ে দাও, সর্ব্বতোভাবে আমার পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ কর,—সেই ভাবে সর্ব্বস্ব শ্রীভগবৎপাদপদ্মে সমর্পণ ক'রে, কিঞ্চিন্মাত্রও অভিলাষী না হ'য়ে যে গুরুদেব অবতীর্ণ হন—যুগে যুগে আগমন করেন, তিনিই ভাগবতধর্ম্মের কথা প্রচার ক'রে যান। সেইজন্য উহার নাম শ্রুতি। আমরা ক্ষুদ্রজীব, বদ্ধজীব, তাঁর কথা বুঝতে পারি না; তাই পাছে ভুল বুঝি, এজন্য গুরুদেব আমাদিগকে কৃপা ক'রে তাঁর প্রকৃত তাৎপর্য্য জানিয়ে যেন। তাঁর কৃপা না হ'লে বিকৃতবুদ্ধি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সেজন্য উত্তম বৈষ্ণবের শ্রীমুখে কীর্ত্তন শুনতে হবে। সে কীর্ত্তন হৃদয়ের মর্ম্মস্থলকে স্পর্শ ক'রবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে জানিয়েছেন—'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।' আমাদের মত দুর্ভাগা জনাই মাধাইকে উদ্ধার করার জন্য নিত্যানন্দের আগা দরকার—আচার্য্যের একান্ত আবশ্যক। (এই কথাগুলি সভাপতি মহোদয় অত্যন্ত আবেগভরে বাষ্পগদগদকণ্ঠে বলিতে ছিলেন, সভাস্থিত ব্যক্তিগণও তৎকালে মুহুর্মুহুঃ সম্মতি-সূচক করতালি ধ্বনি করিতেছিলেন)। আচার্য্যের একান্ত আনুগত্য ব্যতীত—শ্রৌতপথের অনুসরণ ব্যতীত শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচার্য্য বিষয় আমরা কিছুই বুঝতে পা'রব না। পণ্ডিত মহাশয় আজ, এই কথা আমাদিগকে বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সেজন্য তাঁর কাছে আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। তাঁর উপদেশ গ্রহণ ক'রে যেন আমরা কৃতার্থ হ'তে পারি,—ইহাই ভগবানের পাদপদ্মে আমাদের প্রার্থনা হউক।

অতঃপর উপদেষ্টক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন মহোদয় সভাপতি মহাশয়ের জ্ঞানগরীয়া, সাহিত্যিকতা, সজ্জন-সমাজে উচ্চ সম্মান, বংশমর্য্যাদা ও বিবিধ সদ্‌গুণ এবং শ্রোতৃবৃন্দের শ্রোত-পথের সন্নিধানপূর্ব বক্তৃতা-শ্রবণ-বিষয়ে একান্ত আগ্রহ ও সৌজন্যের কথা উল্লেখ পূর্ব্বক শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা ও গৌড়ীয়মঠের গভর্ণিং-বডির পক্ষ হইতে সার্দ্ধ স্বাগত জ্ঞাপন করেন। সভার প্রতিও অল্পকার বক্তৃতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অনন্তর অল্পকার পূর্ব্বনির্দ্ধারিত সভাপতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের শারীরিক অসুস্থতা-জন্য অনুপস্থিতির কারণ দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক তদীয় স্বাক্ষরিত নিম্নলিখিত পত্রখানি সভা-মধ্যে পাঠ করেন।

শ্রীহরিঃ ১৮ই জুন, ১৯৩৭

শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল মহোদয়েষু—

মহাশয়। শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন আজিকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় আমি দুঃখিত। অনিচ্ছা-কৃত আমার এই অপরাধ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনারা ক্ষমা করিবেন। নিবেদন ইতি। ভবদীয়

(স্বাঃ) শ্রীপ্রমথনাথ শর্ম্মণঃ

অনন্তর শ্রোতৃবৃন্দের মধ্য হইতে রায় শ্রীযুক্ত নলিনী-মোহন লাহিড়ী এম্, আর, এ, এস্ বিদ্যাবারিধি মহাশয় শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ভক্তিধর্ম্মকে আমার নিত্য আরাধ্যরূপে বর্ণনা করিয়া প্রত্যেক গৃহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রাখিবার নিতা প্রয়োজনীয়তা, নাম সংকীর্ত্তনের বহুল প্রচারের আবশ্যকতা প্রভৃতি বর্ণন করেন। প্রসঙ্গক্রমে 'তৃণাদপি সুনীচেন' ও 'হরের্নাম' শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যাও কীর্ত্তন করেন।

তৎপর শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী উপসংহার-সঙ্গীত-রূপে মহাশয় কীর্ত্তন করিলে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনির মধ্যে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

সভায় শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিত সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারী ভক্তবৃন্দ এবং কলিকাতা নগরের বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভাগৃহটি শ্রোতৃবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তন্মধ্যে নিম্নে মাত্র কতিপয় নাম প্রকাশিত হইল :—

ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ যাচক মহারাজ, শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ-রক্ষক শ্রীপাদ প্রেমহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু, শ্রীগৌড়ীয়মঠের জেনারেল সেক্রেটারী অধ্যাপক মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর এম্-এ, শ্রীগৌড়ীয়মঠের এডিটার ও সেক্রেটারী শ্রীপাদ জগদ্গুরুদাস ভক্তিবান্ধব বি-এ, অধ্যাপক আচার্য্য মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বসন্তকুমার ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল্, পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যা-সাগর ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ বি-এ, শ্রীপাদ ভগবদ্ভক্তিহৃদ্ ভক্তিসৌরভ বি-এল্, অলোয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায়চৌধুরী, রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত কীরোদচন্দ্র সেন বি-ই, বালিঘাটির জমিদার শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়চৌধুরী বি-এসসি বি-এল্, শ্রীগৌড়ীয়মিশনের গভর্ণিং বডির সদস্য উপদেষ্টক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ, শ্রীপাদ শিবব্রতবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি এ, শ্রীপ্রমোদকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তি-কমল, উপদেষ্টক শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিবৈভবের, উপদেষ্টক শ্রীপাদ নিতাই দাস ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সুদর্শনবাচস্পতি কাব্য-ব্যাকরণ পুরাণ-সাংখ্য-বেদ দর্শনতীর্থ, ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম্-এ, পি এইচ্-ডি অধ্যাপক প্রেসিডেন্সী কলেজ, কবিরাজ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গুপ্ত এম্-এ; অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস; শ্রীসুরেন্দ্রলাল ঘোষ; শ্রীবীরেন্দ্র নাথ সেন; শ্রীতারা-নাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীরাধিকামোহন সেন, শ্রীহংসানন্দ বাবাজী, শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়, শ্রীনর্ম্মদাপ্রসাদ রায়, শ্রীনালমণি, ইঞ্জিনিয়ারী লাল ঘোষ, শ্রীমাখনলাল বিশ্বাস, শ্রীগোবিন্দনাথ গুহ, শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীবিনয়েন্দ্রপ্রসাদ বাক্চী, শ্রীসুমুদ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কবিরাজ শ্রীবিহারীলাল মজুমদার, শ্রীসুরেশ বসু, শ্রীঅনিলচন্দ্র বাগচি, শ্রীনিখিলেন্দ্র অধিকারী এম্-এ, শ্রীহরিপদ মজুমদার ভিষগ্‌রত্ন, শ্রীহারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, রায় শ্রীনলিনীমোহন লাহিড়ী এম্-আর-এ-এস্ বিদ্যা-বারিধি, ডক্টর এস, সি চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু এম্-এ, শ্রীকামিনীকুমার ঘোষ কাব্যতীর্থ (শিক্ষক, বজপাড়া হাইস্কুল নোয়াখালি), শ্রীযোগীন্দ্রকুমার দত্ত (নোয়াখালি) ইত্যাদি।

অভাবনীয় অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক দৈবানুগ্রহ

লণ্ডনে স্বয়ং প্রকাশ শ্রীবাসুদেব মূর্ত্তির আবির্ভাব

শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

33 Fairholme Road
West Kensington
London, W. 14
Wednesday, 16.6.37.

বহুপাপপঙ্কজপলাশবিনাশকর্ত্তা।
তর্ব্বাগয়ং প্রবিতনুস্তবরন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন ধিক্কৃতবতো হতবোঽপি কন্ত-
স্ত্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্।

শ্রীশ্রীচাতকচরণে অনন্তকোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণাম পূর্ব্বক নিবেদনমিদং—

বাসুদেব প্রভো, এ অযোগ্য ভৃত্যের সাষ্টাঙ্গদণ্ডবৎ গ্রহণ করুন এবং আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার শ্রীপাদপদ্মের কিছু সেবা করিয়া মরিতে পারি। আজ প্রাতে একটি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা আপনার অবগতির জন্য জানাইতেছি। • •।

অদ্য প্রাতে প্রায় ৯টার সময় প্রণামসেবনান্তে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে করিতে যখন West Kensingtonএর রাস্তার উপর দিয়া যাইতেছিলাম, তখন হঠাৎ একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি আমার দৃষ্টিগোচর হন। শ্রীমূর্ত্তিটি চতুর্ভুজ ও আমার হাতের অঙ্গুলির ন্যায় অঙ্গুলি পরিমাণ দীর্ঘ। তাঁহার দক্ষিণদিকের নিম্ন হস্তে গদা ও ঊর্দ্ধহস্তে পদ্ম এবং বামদিকের ঊর্দ্ধহস্তে চক্র ও নিম্নহস্তে পদ্ম। শ্রীমূর্ত্তিটি অতীব মনোরম এবং সাক্ষাৎ চিন্ময়বিগ্রহরূপে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ২০শ পঃ পড়িয়া দেখিলাম—ইহা "বাসুদেব" মূর্ত্তি। বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেছি। পূর্ব্বাহ্ণ হইতেই শ্রীমূর্ত্তির সেবা করিতেছি। শ্রীল প্রভুদত্ত গণ্ডকী, গোমতী ও গোবর্দ্ধনশিলাধারী শিলার সহিত অদ্য হইতে ইঁহারও সেবা আরম্ভ করিলাম। আপনার কৃপা হইলে আপনাদের পদরজঃ মস্তকে ধারণ করিয়া আমার জীবন-সন্ধ্যার অবশিষ্ট ক'টা দিন যেন শ্রীবাসুদেবসেবাতে অতিবাহিত করিতে পারি।

শ্রীমূর্ত্তিটি গঠন দেখিয়া মনে হয়, ইহা দাক্ষিণাত্য প্রদেশের উপাসিত শ্রীমূর্ত্তি।

• • •

এদেশে শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রচার হয়—ইহা শ্রীল প্রভুপাদের বড়ই আন্তরিক ইচ্ছা জানিয়া যখন তিনি দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমি তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া এখানে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম। এখানে তাঁহার কৃপাও উপলব্ধি করিতেছি। কিন্তু আমার ন্যায় প্রাণহীন জড়সিদ্ধের দ্বারা কিরূপ সেবা সম্ভব, জানি না। তাই আপনার ন্যায় চিন্ময় শ্রীমূর্ত্তির শুভাগমন প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিনিধিস্বরূপ আপনার শুভাগমন হইলে আমি আমার কার্য্য কতকটা সফলতা-মণ্ডিত হইবার আশা করি। আমার দণ্ডবৎ গ্রহণ করুন ও বৈষ্ণবগণকে জানাইবেন। ইতি।

• •

দাসাভাস
অপ্রাকৃত

শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু যে-সময়ে লণ্ডনে স্বয়ংপ্রকাশ বিগ্রহবিগ্রহ শ্রীভগবান্ বাসুদেব শ্রীমূর্ত্তিকে পাইয়া আশ্রয়-বিগ্রহ-বাসুদেবানুগতো তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই এখানে কলিকাতা (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত "বাসুদেবানন্তদাতে থাকিয়া ও' সদা লহ নাম" এই কৃপাশীর্ব্বাণী মস্তকে ধারণ করিয়া আশ্রয়বিগ্রহ-বাসুদেবপাদপদ্মে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার জন্য অভিনন্দন-সভার আয়োজন করিতেছিলেন। শ্রীভগবদিচ্ছায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সঙ্কীর্ত্তনসূত্রে এইরূপ অপূর্ব্ব মিলন-সংঘটনের যোগসূত্র লক্ষ্য করিয়া আমরা বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিমন্দাকিনীধারা-প্রবাহের মূল মহাপুরুষ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীমুখোক্ত—

"অতি অল্পকালের মধ্যেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম সমগ্র পৃথিবীকে পবিত্র করিবে। ভজনানন্দের অমৃতধারা দেশ-বিদেশে উচ্ছলিত হইবে।"

"যাহা যেদিন ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, জর্ম্মানীতে, রুশিয়ায় ও আমেরিকায় ভাগ্যবন্ত পুরুষসকল নিশান-ডঙ্কা-ঝোল-করতালাদি লইয়া মুহুর্মুহুঃ নিজ নিজ নগরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়ঘোষণাপূর্ব্বক হরিনাম-কীর্ত্তনের তরঙ্গ উঠাইবেন, সেদিন কবে হইবে। যাহা যেদিন বিলাতীয় শ্বেতবর্ণ পুরুষসকল একদিক হইতে 'জয় শ্রীশচীনন্দন কি জয়' এইরূপ ধ্বনি করতঃ প্রধাবিত হইয়া অন্যদিকে অন্যদেশীয় ভক্তবৃন্দের সহিত আলিঙ্গন পূর্ব্বক ভ্রাতৃভাব করিবেন, সেদিন কবে হইবে! যেদিন তাঁহারা বলিবেন,—হে আর্য্য ভ্রাতৃগণ! আমরা প্রেমসূত্রে শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় করিয়াছি, এখন তোমরা কৃপা করিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন দাও, সেদিন কবে হইবে! যেদিন পবিত্র চিন্ময় বৈষ্ণবপ্রেমই সর্ব্বজীবের একমাত্র ধর্ম্ম হইবে ও সমুদ্রে নদীগণের ন্যায় সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম অনন্ত বৈষ্ণবধর্ম্মে আসিয়া মিলিত হইবে, সেদিন কবে হইবে।"

—এই ভবিষ্যদ্বাণীর সাফল্যের অমূল সম্ভাবনা লক্ষ্য করিতেছি। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের লণ্ডনে শ্রীবিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথায় শ্রীঅধোক্ষজ পুরুষোত্তম বিগ্রহের সেবাপ্রকাশের যে মনোহভীষ্ট ছিল, তাহা আজ স্বয়ং-ভগবান্ অধোক্ষজ শ্রীবাসুদেবই প্রভুপাদের প্রিয়সেবক ভক্তিনায়ক গোস্বামী প্রভুর সেবা অঙ্গীকার পূর্ব্বক স্বতঃ প্রকাশ হইয়া পূরণ করিতেছেন। "ভক্তবাঞ্ছা সত্যকারী প্রভু বিশ্বম্ভর" তাঁহার প্রিয়তমের সকল অভিলাষই স্বয়ং আসিয়া পূর্ণ করেন। শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চিরকীর্ত্তনীয় শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীঅধোক্ষজ-মূর্ত্তি স্বয়মাবির্ভূত হইয়া শ্রীধামমাহাত্ম্য প্রচার করিলেন, আর আজ ব্রহ্মদেশ বলিয়া যেখান স্মার্ত্তসমাজে অত্যন্ত দূষিত, সেখানে শ্রীল প্রভুপাদের বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ ও শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা-প্রবণ স্মার্ত্তসমাজ নানাপ্রকারে বিঘ্নাচরণ করিয়াছে, আজ সেইখানে স্বয়ং ভগবান্ই স্বয়ঃপ্রকটিত হইয়া তাঁহার নিজজনের মনোহভীষ্ট পরিপূর্ণ করিলেন। আমরা আশা করি, এইবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের লণ্ডনে বিষ্ণুমন্দির-নির্ম্মাণ-পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইয়া বিশ্বে শ্রীচৈতন্যবাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করাইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর "সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম"—এই মহাবাক্য ব্যর্থ হইবার নহে।

ব্রজের গোপাল "কবে আমা যাবে আসি করিবে চেতন" বলিয়া শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরীপাদের আশাপথ চাহিয়াছিলেন, আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীবাসুদেবপ্রিয় অপ্রাকৃত প্রভুর নিকটও আজ তেমনি শ্রীল বাসুদেব-প্রভুর প্রভু বিষয়বিগ্রহ শ্রীবাসুদেব প্রকট হইয়া তাঁহার সেবা গ্রহণ করিলেন। "বাসুদেবানন্দধামে থাকিয়া ত' সদা লহ নাম" শ্রীল প্রভুপাদের এই কৃপাশীর্ব্বাণী-দ্বারা আমাদের মস্তকে অবতরণে বর্ষিত হউন, আমরা বিষয় ও আশ্রয়বিগ্রহ বাসুদেব-স্মরণে যেন দিগ্‌বিদিগ্ বুধরিত করিতে পারি, তাহা হইলেই শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্টের প্রকৃত সেবা হইবে।

———:০:———

ঢাকা কমলাপুর শ্রীশ্রীগোপালজী মঠের বার্ষিক মহোৎসব গত ২৩শে জুন, ১৯৩৭ বুধবার মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। মধ্যাহ্নে পণ্ডিত শ্রীমৎ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ন্যায়কাব্যপুরাণতীর্থ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১১শ পরিচ্ছেদ পাঠ করেন।

———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীগোস্বামী
প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত যোগ্যতমাধস্তন শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-পাত্ররাজ

শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুচরণের

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যরূপে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভাগমনোপলক্ষে

ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি

আচার্য্যবর! আমাদের সকলের জীবাতুস্বরূপ নিত্যারাধ্য নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের বিরহসিন্ধু অনুক্ষণ আমাদের হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতেছে। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটে গৌড়ীয়গণন অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন হইয়াছে, তাহাতে আবার গৌড়ীয়গণ বিরহসিন্ধুতে পতিত হইয়া দিশাহারা ও আশ্রয়হীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এরূপ সময়ে গৌড়ীয়গগনে শ্রীল প্রভুপাদের পরিপূর্ণ কৃপালোকোদ্ভাসিত আপনার ন্যায় প্রোজ্জ্বল আচার্য্যজ্যোতিষ্কের আবির্ভাব সকলের হৃদয়ে নবীন আশার অঙ্কুরোদয় করাইয়াছে।

হে গৌড়ীয়মঠাচার্য্য! আপনি শ্রীল প্রভুপাদের নিত্যসঙ্গী এবং সুদীর্ঘকাল শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিশ্বাসী অন্তরঙ্গরূপে তাঁহার পাদমূলে অপতিত-ভাবে অবস্থান করিয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব ও রসতত্ত্বে প্রবীণ হইয়া তাহাতে আপনি যে শ্রীল প্রভুপাদের পতাকা ধারণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যরূপে শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট আচার ও প্রচার-সেবায় সকলকে আকর্ষণ করিতেছেন ও করিবেন, এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

হে আচার্য্যপাদ! গৌড়ীয়সম্প্রদায়ের পূর্ব্বগুরু শ্রীমদ্ভাচার্য্য শ্রীব্যাসবাণী উদ্ধার করিয়া আচার্য্যের যে সকল লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহা আপনাতে পরিপূর্ণ-ভাবে প্রকটিত। আপনাতে শ্রীল প্রভুপাদের ভক্তিসিদ্ধান্ততত্ত্বজ্ঞান পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত। আপনি শ্রীগুরুপাদপদ্মে একনিষ্ঠ ভক্তিসম্পন্ন, সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত, অসৎসঙ্গ-পরিবর্জ্জনরূপ বৈষ্ণবাচারে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত। আপনি শাস্ত্রতাৎপর্য্য আহরণ করিয়া শ্রৌতপথে আচার ও প্রচার-পরায়ণ, সুতরাং 'আচার্য্য'-নামের পূর্ণপ্রগ্রহবৃত্তি আপনাতে বিকশিত।

হে স্বরূপরূপানুগ আচার্য্যবর! শ্রীরূপের অগ্রজ শ্রীসনাতন শ্রীনামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে বলিয়াছিলেন,—

> আচার করয়ে কেহ, না করে প্রচার। প্রচার করয়ে কেহ, না করে আচার॥
> আচার, প্রচার,—নামের করহ দুই কার্য্য। তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য॥

গোকুল-মহোৎসব শ্রীনামের—শব্দব্রহ্মের—শ্রীচৈতন্যবাণীর **"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"**—এই মহা-বাক্যের আচার ও প্রচারে প্রবাণ পুরুষই আচার্য্য; 'যেই **কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা**, সেই **গুরু** হয়'—এই শ্রীচৈতন্যবাণী অনুসারে এবং শ্রীরূপের 'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং'—শ্লোকের অনুগমনে **অন্যাভিলাষ, কর্ম্মজ্ঞানাদির**

আবরণ-রহিত অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনকারী ও সেই শিক্ষা প্রচারকারী পুরুষই স্বরূপরূপানুগবর আচার্য্য। শ্রীল প্রভুপাদের পদাঙ্কানুসরণে আপনার চরিত্রে সেই শ্রীরূপশিক্ষাসার প্রকাশিত।

হে পরবিদ্যাভূষণ প্রভো! শ্রীস্বরূপ-রূপ-রঘুনাথ-কবিরাজ-নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতীর জীবাতুস্বরূপএবং পরবিদ্যাবধূর জীবন ও মুক্তকুলের উপাস্যমান অপ্রাকৃত শব্দানুশীলনকেই আপনি তাঁহাদের অনুগমনে আশ্রয়-সমাশ্লিষ্ট বিষয়-বিগ্রহরূপে, নাম-নামি, নাম-রূপ, নাম-গুণ, নাম-পরিকর, নাম-লীলাবিগ্রহরূপে জীবন-সর্ব্বস্ব করিয়াছেন। সেশ্বর বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে, শ্রুতির তাৎপর্য্যজ্ঞানে শ্রীগুরুকৃপায় আপনার অদ্ভুত সহজপারঙ্গতি এবং শ্রীরূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-খণ্ডনে আপনাতে প্রভুপাদের সঞ্চারিত কৃপাশক্তি আমাদিগকে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়াম্নায়ের শ্রীল বিশ্বনাথানুগ **গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য বিদ্যাভূষণের** কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। বলদেবাভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিদ্যার ভূষণস্বরূপ আপনি বেদান্তবিরোধিমতবাদসমূহ শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকাল হইতেই খণ্ডন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ করিতেছেন।

আম্নায়মর্য্যাদাসংরক্ষক আচার্য্যদেব! শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মুণ্ডকশ্রুতি ও শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্ধবগীতার ভগবদ্বাণী হইতে জানাইয়াছেন যে, "যাঁহারা ব্রহ্মা হইতে গুরুপরম্পরাক্রমে বেদ-সংজ্ঞিতা বাণীর প্রকৃত অনুব্যাখ্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই বিশুদ্ধমত স্বীকার করেন। অপর সকলে মনুভেদক্রমে নানাবিধ পাষণ্ডমতের দাস হইয়া পড়িয়াছে। ব্রহ্মসম্প্রদায়ে গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত বেদ-সংজ্ঞিতা বিশুদ্ধা বাণীই ভগবদ্ধর্ম্ম সংরক্ষণ করিয়াছে। সেই বাণীর নাম 'আম্নায়'। যে সকল লোক 'পরমেষ্ঠ্যেকশিষ্যেণ সাক্ষাচ্ছিষ্যেণ ব্রহ্মণা জগৎপতিঃ' ইত্যাদি বাক্যক্রমে প্রদর্শিত ব্রহ্মসম্প্রদায় স্বীকার করেন না, তাঁহারা ভগবদুক্ত পাষণ্ডমত-প্রচারক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্প্রদায় স্বীকার পূর্ব্বক যাঁহারা গোপনে গুরুপরম্পরা-সিদ্ধপ্রণালী স্বীকার করেন না, তাঁহারা কলির গুপ্তচর, ইহাতে সন্দেহ কি? শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামী দৃঢ় করিয়া স্বীকৃত 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় গুরুপ্রণালীর ক্রম লিখিয়াছেন। বেদান্তসূত্র-ভাষ্যকার শ্রীবিদ্যাভূষণও সেই প্রণালীকেই স্থির রাখিয়াছেন। যাঁহারা এই প্রণালীকে অস্বীকার করেন, তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুচরগণের প্রধান শত্রু, ইহাতে আর সন্দেহ কি?" ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই বাণী-অনুসারে আপনি গুরুত্রববাদ বা তথাকথিত মহান্তবাদকে নিরাস করিয়া শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াম্নায়ের বিশুদ্ধ ধারা সংরক্ষণার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন। সিমাইটবের এক-জগদ্‌গুরুবাদ হইতে ভারতীয় শ্রৌতধর্ম্মের মহান্তগুরুসিদ্ধান্তের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনকারী ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিচার এবং "শ্রীরূপ রঘুনাথের কথা প্রচার করুন" আপনার প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের এই সাক্ষাৎ উপদেশ অনুসরণে আপনি শ্রৌত আচার্য্যের নিত্যত্ব সংরক্ষণ করিয়াছেন। পৃথিবীতে সকল সময়ই এইরূপ মহান্তগুরু বা আচার্য্যের আবির্ভাব স্বতঃসিদ্ধ সত্য। তাহা না হইলে জগচ্চক্রই বন্ধ হইয়া যায়।

আচার্য্যবর! গুরুত্রববাদ-স্বীকার-রূপ প্রাকৃত-সহজিয়া-মতবাদ, এক-জগদ্‌গুরু-স্বীকার-রূপ সনাতনধর্ম্মবিরোধিমতবাদ, অচিদ্বিলাসী বা চিদ্বিলাসবিরোধী ভোগী ও ত্যাগী মহান্তবাদ, আচারবান্ আচার্য্যের নিত্যত্ব অস্বীকাররূপ নাস্তিক্যবাদ-সমূহকে নিরাস করিয়া আপনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়রূপমাধ্বগুরুবয়-রূপে প্রকটিত হইয়াছেন। আপনার কায়মনোবাক্যের আচরণে ও বাণীতে আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা

তুণাদপি সুনীচভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তন করেন, তিনিই আচার্য্য। আপনাতে সেই লক্ষণ দেদীপ্যমান। "আচার্য্যমাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥" —যাঁহারা ইহা অস্বীকার করেন, তাহারা ভাগবতবিরোধী। 'আচার্য্য', 'পরমহংস', 'বিষ্ণুপাদ', 'ভগবচ্চরণ' এই সকল সমপর্য্যায়ের কথা। ইহাই ভাগবতসিদ্ধান্ত।

হে আচার্য্যপাদ! "ভক্তিবিনোদ-ধারা কখনও বন্ধ হ'বে না" এবং "অচিরেই পঞ্চাশলক্ষ সত্যানুরাগী ব্যক্তি আসিতেছেন"—শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণী কখনই মিথ্যা হইবার নহে। তাই শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর কৃপাদেশ ও প্রেরণায় শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতীর অধস্তনরূপে—শ্রীস্বরূপরূপানুগ-ভক্তিবিনোদধারার রক্ষকরূপে আপনার উদয়কে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত করিতেছি। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বিশ্বের এক সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। বহুরূপী ভোগবাদ, মায়াবী প্রচ্ছন্ন নির্ব্বিশেষবাদ, বিশ্ববিমোহনকারী চিজ্জড়সমন্বয়বাদ, ঐশ্রজালিক প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ, অনাদিবহির্ম্মুখতার সহজ বান্ধব প্রাকৃত-সাহজিক-মতবাদ, অদৈব-সজাতীয়াশয় কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদ ও নানা মনোহর সজ্জায় সজ্জিত প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষবাদ আজ সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করিয়াছে। বহির্ম্মুখগণবাদ অহংকারে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা লইয়া গুরু, নিয়ামক ও প্রভু সাজিয়াছে—বিশ্বশান্তির প্রস্তাবনার আলেয়ার অনুসরণ করাইতেছে। এরূপ সঙ্কটাপন্ন সময়ে ভক্তিবিনোদ-গৌরশক্তির পূর্ণতম-কৃপাশক্তি-সঞ্চারিত, নিরপেক্ষ নির্ভীক আচার-প্রচারের অতিমর্ত্ত্য ব্যক্তিত্ব-সমন্বিত, সকল অপসিদ্ধান্ত-নিরাসে শ্রীচৈতন্যবাণীর ন্যায় সিদ্ধান্ত-কেশরী আচার্য্যের অভ্যুদয় ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদের অমন্দোদয়দয়াভক্তিবিনোদ-দয়াবিতরণকারিণী মহাবিপ্রলম্বিনী বাণীধারার সংরক্ষণ হইতে পারে না। আপনাতে ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতীর সেই সর্ব্ববিঘ্নবিপ্রলম্বিনী কৃপাশক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে বলিয়া আমরা আজ আপনাকে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যরূপে অভিনন্দিত করিতেছি। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়াম্নায়ের জয় সমগ্র বিশ্বে বিঘোষিত হউক। বাস্তব সত্যের জয় হউক। জয় শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর জয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা।
২রা আষাঢ়, ১৩৪৪।

শ্রীগুরুবৈষ্ণব-কৃপাভিখারী—
শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ।

লণ্ডনে সম্রাট্ দম্পতি, সম্রাট্ জননী ও শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু

লণ্ডন গৌড়ীয় মিশনের ভারপ্রাপ্ত প্রচারক ও 'গৌড়ীয়' পত্রের সম্পাদক-সঙ্ঘপতি মহা-মহোপদেশক- পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু গত ২২শে জুন, ১৯৩৭ মঙ্গলবার বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রিত হইয়া ভারতসচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড মহোদয়ের সৌজন্যে মহামান্য সম্রাট্ দম্পতি ও সম্রাট্ জননী মহামান্যা মহারাণী মেরী মহোদয়ার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন ও পরিচিত হইয়াছেন।

গোস্বামিপ্রভু লণ্ডন হইতে নিম্নলিখিত তারটি প্রেরণ করিয়াছেন—

DE SD 363 LondonPo 22 IRC 11

Lo- Gaudiya Calcutta-

Presented to their Majesties and Queen Mar

Bhakti Saranga.

চয়ন

("পাঞ্চজন্যের" ২০।৬।৩৭ রবিবার সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)

GAUDIYA MISSION PREACHER

INVITATION TO BUCKINGHAM PALACE

London, June 16.

Their Majesties have been pleased to command Lord Chamberlain Earl of Cromer to invite Pandit A. C. Banerjee alias Pandit A. B. Goswami, Missionary-in-Charge Gaudiya Mission, London and President, Editorial Board, "Gaudiya", India at the Buckingham Palace on Tuesday, June 22 when he will be presented to Their Majesties by the Marquess of Zetland, Secretary of state for India who recently presided over one of his lectures and introduced him to their Royal Highnesses the Duke and Duchess of Gloucester.

বিবিধ সংবাদ

হরিদ্বার শ্রীনারমত-গৌড়ীয়মঠ

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাকুষম গোস্বামিমহারাজের নির্দ্দেশে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের তত্ত্বাবধানে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশে হরিদ্বার-শ্রীনারমত-গৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির ও দেবদেবীগণাদি নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গত ভ্রমণ-পরিক্রমা-কালে এই মঠের সর্ব্বপ্রথম ভিত্তি সংস্থাপন করেন। পরলোকগত বিজনৌরের-ধর্ম্মপ্রাণ অধিবাসী রায়সাহেব লালা সারকাপ্রসাদ ও তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী এই মঠের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অতি নিকটে দরদের মধ্যস্থলে একটি বহুমূল্য স্থান নিঃস্বত্বে দান করিয়াছিলেন।

—•—

শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক উৎসব

গত ৯ই আষাঢ় (১৩৪৪) ২৩শে জুন (১৯৩৭) বুধবার শ্রীশ্রীগদাধরদেবের আবির্ভাব-দিবস হইতে শ্রীশ্রীবিষ্ণবৈষ্ণব-রাজসভার বর্ত্তমান পাত্রগণ শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীপ্রেষ্ঠ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাকুষম শ্রীপ্রভুর সংকীর্ত্তনদেবাধ্যক্ষতায় শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। আগামী ২৯শে আষাঢ়, ১২ই জুলাই সোমবার শ্রীরথযাত্রাকরী পর্য্যন্ত এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে থাকিবে। ২৯শে আষাঢ় (১৩৪৪), ৮ই জুলাই (১৯৩৭) বৃহস্পতিবার বিজয়া নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব বার্ষিক বিরহ- মহামহোৎসব হইবে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, ব্যাখ্যা, ভাগবত-

হইতেছে। শ্রীহরিসংকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইতেছে। শ্রীল আচার্যদেবের ইচ্ছায় শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তি-মৈত্রে প্রভু, শ্রীঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনীলমণি দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী সভ্য মহাশয়গণ মৃদঙ্গের সঙ্গত করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীপাদ ঈশান প্রভু দাস ভক্তিবিপ্রব প্রমুখ বৈষ্ণবমণ্ডলী উভয় উৎসবে যোগদান করিবেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

গত ১৯শে জুন, ১৯৩৭ শনিবার কলিকাতা (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-প্রবণসদনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ 'স্বতন্ত্রতা ও আনুগত্য' বিষয়ে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজী স্বতন্ত্রতা-শব্দের তাৎপর্য্য, উহার সদ্ব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার কাহাকে বলে, আনুগত্য শব্দের সার্থকতা কোথায়, আনুগত্য ও অনুগতের লক্ষণ কিরূপ ইত্যাদি বর্ণন-প্রসঙ্গে বৈষ্ণবী ভাষায় ভগবদ্বী, অর্থাৎ যে সর্ব্ব ভগবানে, অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি, রূপগোস্বামিপাদ, দীক্ষাকালে গুরু করে, অথাপি তে দেব, সাধবো ব্যবহার করে, তাতে কৃষ্ণ ভজে করে, কোটিব্রহ্ম করে যদি, জন্মকর্ম্মবিনী প্রতিষ্ঠাবাধিনী প্রভৃতি শ্লোক ও পয়ার ব্যাখ্যা করেন। সভায় বহু শিক্ষিত শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল।

—•—

গত ২০শে জুন, ১৯৩৭ রবিবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ ২নং মোহনবাগান লেনস্থ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসুমল্লার মহাশয়ের গৃহে শ্রীসনাতন গোস্বামি-প্রভুর কারাগারে শ্রীমন্মহাপ্রভু-সহ মিলন-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে কতিপয়ের নাম,—শ্রীরাধাবিহারী বসুমল্লার বি-এল, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসুমল্লার, শ্রীশক্তিমাধুর্য্য মুখোপাধ্যায় বি-এল, শ্রীমুক্তিমাধুর্য্য মুখোপাধ্যায় বি-কম্, শ্রীমহবিন্দ ঘোষ এম্-এস্সি (হেড্ এনাটোমিষ্ট), শ্রীবলাইচাঁদ বসু এম্-বি, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মিত্র বি-এস্সি এল্-বি, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীনবীগোপাল ঘোষ, শ্রীকমলকুমার বসু, শ্রীমঙ্গলাচরণ সেন ইত্যাদি।

কলিকাতা (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ প্রাতে, অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতা ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত ইষ্টগোষ্ঠী, শাস্ত্রবিচার সম্বন্ধীয় পত্রিপ্রশ্নের মীমাংসা প্রভৃতি নিয়মিত-ভাবেই হইয়া থাকে। শ্রীল আচার্যদেবের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণের জন্য প্রত্যহই বিভিন্নস্থান হইতে বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসিয়া থাকেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ শ্রৌত মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বৈভব সাগর মহারাজ, আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তি-সুধাকর প্রভু প্রমুখ বৈষ্ণবগণ অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তন-দ্বারা শ্রীমঠ মুখরিত করিয়া রাখিয়াছেন।

—•—

ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর আদেশে ও নিয়ামকত্বে দৈনন্দিন সেবাকার্য্য এবং পাঠ, কীর্ত্তন ও সাপ্তাহিক অধিবেশন বিশেষ সুশৃঙ্খলতার সহিত চলিতেছে।

গত ২০।৬।৩৭ তারিখ রবিবার ও পূর্ব্ব রবিবার দিবসের সাপ্তাহিক অধিবেশনে "শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা" সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছে। পূর্ব্বদিবস শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু এবং গতকল্য (২০।৬।৩৭) শ্রীপাদ রাধা-গোবিন্দ কাব্যতীর্থ ও শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু উভয়েই বক্তৃতা করিয়াছেন। শ্রোতার সমাগমও যথেষ্ট হইয়াছিল। পাঠের আদিতে ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছে। গতকল্য (২০।৬।৩৭) শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণতীর্থ বক্তৃতান্তে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

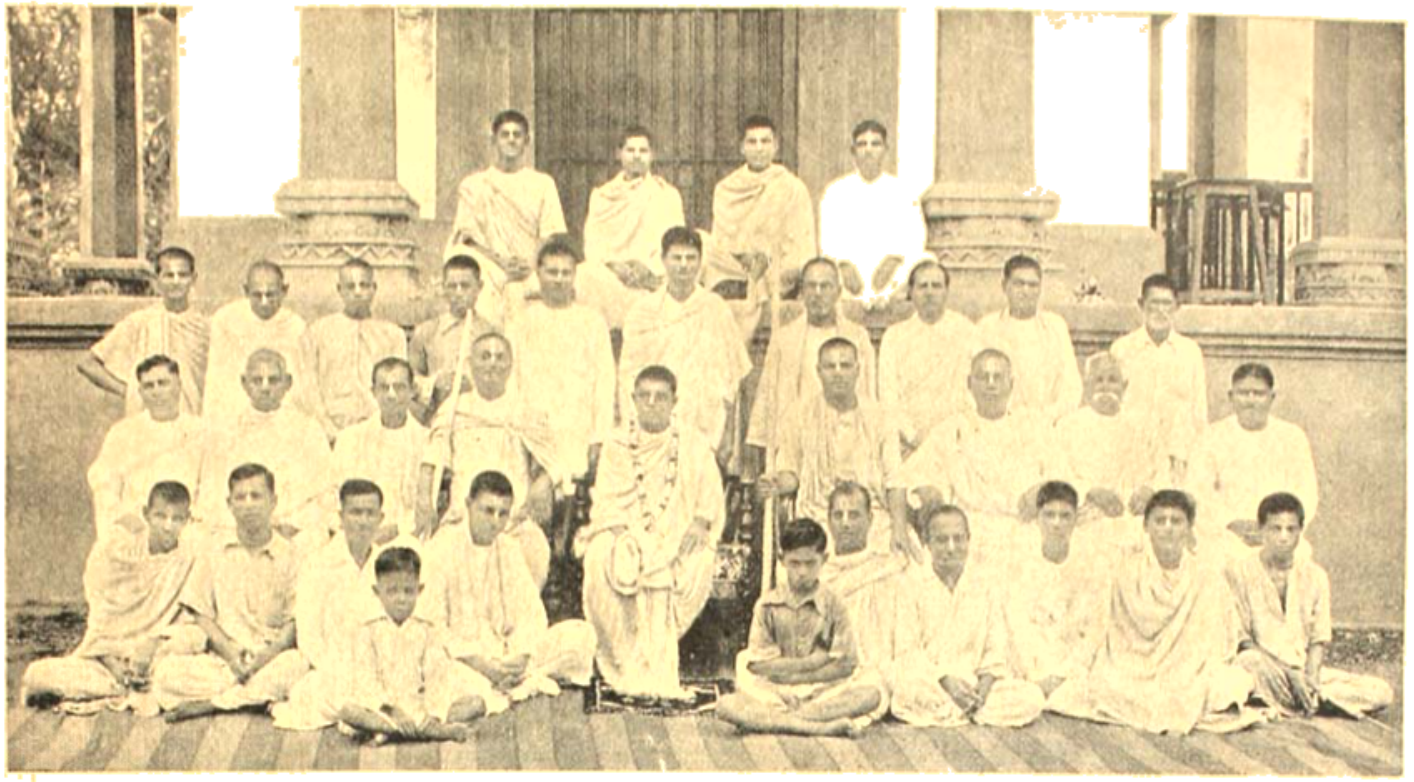

ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠে ভক্তগণ-পরিবেষ্টিত শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরিব্রাজকপ্রবর গোস্বামি-মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্ গৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈকরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-
সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

গৌড়ীয়

১৭শ খণ্ড | শ্রীগৌরাব্দ ৪৯, শনিবার, ১৪ই আষাঢ় ১৩৪৪; ৩রা জুলাই, ১৯৩৭ | ৪৭শ সংখ্যা

মহান্তগুরু ও 'মহান্তগিরি'

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার দাসানুদাসগণ জীবের পারমার্থিক মঙ্গল-লাভের জন্য মহান্ত-গুরুর অবতার স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রথম শ্লোকেই 'গুরূন্'-শব্দে মন্ত্রপ্রদাতাগুরু ও শিক্ষাগুরুকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে অভিন্নতত্ত্ব বলা হইয়াছে। আবার আদি-লীলা প্রথম পরিচ্ছেদের ৩২শ সংখ্যায় 'গুরুরূপে'-শব্দে দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুর কথা উক্ত হইয়াছে। অনুভাষ্যে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"দীক্ষা ও শিক্ষাগুরু উভয়েই অভিন্ন গুরুতত্ত্ব। দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুর লীলাভেদ থাকিলেও শিষ্যের নিকট উভয়েই সমতত্ত্ব ও সমভাবে পূজ্য।" —(অনুভাষ্য চৈঃ চঃ আ ১।৩২)

ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-বিমুখ কতিপয় ব্যক্তি আজকাল এক অভিনব মত প্রকাশ করিয়া বলেন যে, দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুতে অনেক ভেদ আছে। শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরুর সহিত সমতত্ত্ব বা সমভাবে পূজ্য নহেন। 'শিক্ষাগুরু' কথাটি তাঁহাদের বিচারে তাঁহাদের আধ্যক্ষিকতার ও কৃপার পাত্র আসামী-বিশেষ! বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার ও আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত অন্যরূপ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ॥
(চৈঃ চঃ আ ১।৪৫, ৪৭)

শ্রীগুরুতত্ত্ব চৈত্যগুরু ও মহান্তগুরু—এই দুই লীলায়

প্রকাশিত চৈত্যগুরু হইতে বৈশিষ্ট্য-প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে 'মহান্তগুরু' শব্দের প্রয়োগ। অন্তর্যামী শিক্ষাগুরুই চৈত্যগুরু, আর ভক্তশ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরুই মহান্তগুরু। শ্রীমদ্ভাগবতেও উদ্ধবগীতায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্-
আচার্য্যচৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥

(ভাঃ ১১।২৯।৬)

হে ঈশ, ব্রহ্মার সমান আয়ুলাভ করিলেও তোমার স্তুতিরূপ আনন্দ-দ্বারা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে সমর্থ হন না, যেহেতু, তুমি আমার কৃপালাভেচ্ছু জীবের সমস্ত অশুভ নাশ ও স্বগতি প্রকাশ করিবার জন্য বাহ্যে আচার্যরূপে এবং অন্তরে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত আছ।

বাহ্যে যিনি আচার্যরূপে আবির্ভূত হন, তিনি মহান্তগুরু; আর যিনি অন্তরে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত, তিনি চৈত্যগুরু।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ ইংরাজী ১৯১৯ অব্দের ২৯শে মে পুরীধামে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে মহান্তগুরু-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে একটি প্রবন্ধ স্বয়ং রচনা করেন, তাহা 'গৌড়ীয়ে'র সম বর্ষের ৪২শ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে ঐ প্রবন্ধের কিয়দংশ প্রকাশিত হইল—

মহান্ত-গুরুতত্ত্ব

[শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী,
২৯শে মে বুধবার, ১৯২৯]

শ্রীচৈতন্যদেবের অবিসংবাদিত শিক্ষায় যাঁহারা পারদর্শী হইয়াছেন, তাঁহাদের শিক্ষকতার পরিভাষায় আমরা "চৈত্য-গুরু" ও "মহান্তগুরু" শব্দদ্বয় দেখিতে পাই। ভগবান্ প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে চৈত্যগুরুরূপে অবস্থান পূর্ব্বক জীবের সুসৎ প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করেন, তাদৃশ প্রযোজক কর্ত্তৃত্বে চৈত্যগুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়। চৈত্যগুরু মহান্তগুরু নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত মহান্তগুরুর সেবক-সম্প্রদায় স্বয়ং প্রদর্শক গুরুর কার্য্য করেন।

শাস্ত্র-কীর্ত্তনকারী, শাস্ত্র-ব্যাখ্যাকারী, শাস্ত্রীয় শাসনানুমোদিত অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তি অনর্থযুক্ত অপ্রত অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের চঞ্চল চিত্তের গতিপথ বিধান করিয়া থাকেন। তাদৃশ শিক্ষাগুরু বিদ্যাজ্ঞান-দাতা গুরু-প্রাপ্তির পূর্ব্বে সাহায্য করেন বলিয়া তাঁহাকে 'বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু' নামে অভিহিত করা হয়।

শাস্ত্র-শ্রবণ, সাধুমুখনিঃসৃত ভগবৎকথা-কীর্ত্তনের অনুগমন প্রবৃত্তিতে রুচি উৎপত্তি হইলে জীব আপনাকে বিদ্যাজ্ঞানের সংগ্রহকার্য্যে নিযুক্ত করেন। এখানেও চৈত্যগুরু জীবকে তাহাদের নির্দ্দেশে শ্রৌত পথের উপকারিতা প্রদর্শন করেন। চৈত্যগুরুর কৃপা ব্যতীত বর্ত্মপ্রদর্শক, মহান্ত-শিক্ষাগুরু এবং মহান্ত-শিক্ষাগুরুগণের পাদপদ্ম-সেবা লাভ করিবার কোন প্রকারই যোগ্যতা হয় না। কৃষ্ণপ্রসাদজ সুকৃতি উদিত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবগণ চৈত্য-গুরুর নিষ্কপট কৃপা লাভ করিতে পারেন না। যে কালে জীবের হৃদয়ে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-রূপ কৈতব-চতুষ্টয়ের প্রবল থাকে, তৎকালে চৈত্যগুরু জীবকে দুর্ব্বোধি-বৈতবানন্দ বিবেকানন্দ করায়। কিন্তু ভক্তিবিবেকের মহিমা-লাভের যোগ্যতা হইলে চৈত্যগুরু কৃপা করিয়া অমায়ায় বৈষ্ণব-মহান্ত দীক্ষা ও শিক্ষা-গুরুগণের প্রতি বিশ্বাস লাভ করিবার প্রয়াস প্রদান করেন।

মহান্তগুরু আদিশিক্ষাগুরুরূপে জীবের ত্রিগুণ-তাড়িত অহঙ্কার শোধনকল্পে যত্ন করিয়া থাকেন এবং সেই যত্নের ফলে জীব মহান্তদীক্ষাগুরুর সান্নিধ্য লাভ করেন। বলা বাহুল্য, শ্রীগুরুদেব বৈকুণ্ঠ-লীলাময় হইয়াও ইহ জগতে অবতরণ করেন। তাদৃশ অবতরণের অবলম্বনরজ্জু—ভগবদ্ভক্তি। তিনি নিমজ্জমান প্রাণিগণকে উদ্ধার করিতে গিয়া কোনদিনই ভগবানের সেবা পরিহার পূর্ব্বক আত্মবলিদানে প্রস্তুত হন না। কিন্তু তাদৃশ অভিনয় দেখাইতে গিয়া আপনাকে যে গর্হ্যবুদ্ধিতে বিপন্ন করিবার লীলা প্রদর্শন করেন, তাহাতে আমরা তাঁহাকে ভগবৎকৃপাবতার না জানিয়া নিজ দুর্ব্বাসনীয় অপরাধক্রমে আমাদেরই

ন্যায় জীব বিশেষ কল্পনা পূর্ব্বক অসূয়ার অনুষ্ঠানে গুরুপাদপদ্মসেবা-বিমুখ হইয়া পড়ি।

শ্রৌত পথেই গুরুগ্রহণ-প্রথা বর্ত্তমান। অশ্রৌত বা তর্কপথে গুরুগ্রহণানুষ্ঠান আদৃত হয় না। যাঁহারা সেরূপ আদর্শ করিবার বুদ্ধি লাভ করেন নাই, তাঁহারা চৈত্যগুরুর দ্বারা বিমূঢ় হইয়া তর্কপন্থা অবলম্বন করেন। অশ্রৌত তর্কপথাবলম্বী অহঙ্কার-বশে স্বয়ং গুরু হইবার চেষ্টা প্রদর্শনেও কুণ্ঠিত হন না।

তার্কিক কখনই গুরু হইতে পারেন না; শ্রৌতপন্থীই গুরু হইতে পারেন। তর্কের আম্নায়-পারম্পর্য্যের মূলে কাপট্য-জনকের পুত্ররূপে তর্কপন্থার উদ্ভব হয়। আম্নায়-গুরু-পারম্পর্য্য সেরূপ নহে, তাহার মূল আছে। তর্কপন্থা অনুদ্ঘাটিত-মূল ভাসমান বৈবালের ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া সাময়িক ভাবে স্রোতঃপ্রোত রুদ্ধ করিতে পারে।

চৈত্যগুরুর কৃপায় মহান্ত গুরু নির্দ্দিষ্ট হন। চৈত্যগুরুর কৃপা—বিবিধা। সেই দুই প্রকার কৃপা-ফলে কেহ বা আধ্যক্ষিক, কেহ বা অধোক্ষজ-সেবক। যাঁহারা জড়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণই জীবের একমাত্র আরাধ্য চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের নামই 'অজ্ঞাতিলাষী'। ভাগ্যক্রমে তাঁহাদিগের মধ্যে প্রযোজক কর্ত্তার নিয়মনপ্রভাবে সৎকর্ম্ম-প্রবৃত্তির আদর দেখা যায়। সেইকালে তিনি কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন করেন। "আমি কর্ত্তা"—এই অভিমানে প্রকৃতির ত্রিবিধগুণে অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকে স্থায়িত্ব করিবার বাসনায় অহঙ্কার-বিমূঢ়তাকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া ধারণাপূর্ব্বক প্রেয়ঃ-পথের পথিক হন। আবার শ্রেয়ঃপন্থায় বিভিন্ন তারতম্য-বিচারে কতকগুলি আপাত প্রেয়ো-বিচারকেই শ্রেয়োরূপে পরিবর্ত্তন করেন। উহাই চৈত্যগুরুর মায়া-বিস্তাররূপা কপট কৃপা। যাঁহারা মুণ্ডক শ্রুতি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, প্রযোজক কর্ত্তা প্রযোজক কর্ত্তৃত্বাধীনে অবস্থান করিলে তাঁহার শ্রেয়োলাভ ঘটে, আর প্রযোজক কর্ত্তার প্রতি সেবাবিদ্বেষ হইলেই জীব প্রযোজ্য কর্ত্তৃত্বে আত্মনিয়োগ করিয়া প্রযোজক কর্ত্তার প্রতি উদাসীন হন এবং তাদৃশ উদাসীন তাঁহাকে ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত করে।

দিব্যজ্ঞানদাতা মহান্তগুরু অনেক নহেন। যেহেতু তিনি অধ্বর জ্ঞানের প্রিয়তম সেবক। অধ্বরজ্ঞানের সেবক সূত্রে তাঁহার বেদিতব্য বিষয় বহু না থাকায় তিনিও অসমোর্দ্ধ, তিনি বিষয়জাতীয় অসমোর্দ্ধ না হইলেও আশ্রয়-জাতীয় অসমোর্দ্ধের লীলা-প্রবর্দ্ধনকারী।

শিক্ষাগুরু শিক্ষাগুরুর বাস্তব জ্ঞানলব্ধ শরণাগত শিষ্যকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহার অনুকূল শিক্ষা দিব্যজ্ঞানের প্রয়োগ-বিচারকে নিয়মিত করে। এই জন্য শিক্ষাগুরুর বহুত্ব থাকিলেও অধ্বরজ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরুর সহিত তাঁহাদের মতভেদ নাই, পরন্তু তাঁহারা দীক্ষাদাতার অকৃত্রিম বন্ধু।

দিব্যজ্ঞান-লাভে জীবের স্বরূপ উদ্বোধন হয়। উন্মেষিত স্বরূপে অবস্থিত হইয়া ইহজগতে ও পরজগতে যে প্রকার হরিসেবা করিতে হইবে, তাহার উপদেশকগণের নামই শিক্ষা-গুরুবর্গ। এই সেনাবাহিনীর অগ্রগামী (Precursor) ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক-গুরু শিক্ষাগুরুরই প্রাগ্‌ভাব মধ্যে দীক্ষাদাতা মহান্তগুরু অবস্থান করেন।

ভগবানের জীবে-দয়া-দ্বারার প্রণাম-বিতরণ-কারিরূপে শ্রীগুরুতত্ত্ব জগতের মঙ্গল বিধান করেন। যাহারা জ্ঞানের বিকারে বিকৃত, কর্ম্মালাসে আবদ্ধ, যথেচ্ছাচারিতার স্রোতে প্রবহমান, সেই সকল ব্যক্তির সদ্‌বুদ্ধি প্রদান ও জীব-মাত্রকেই কৃষ্ণ-সেবা-তৎপর করিবার উদ্দেশে শ্রীগুরুদেবের ইহ-জগতে আগমন। তিনি পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় অনাসক্ত-ভাবে সংসারের বিষয় সকল গ্রহণ করিয়াও সকল বিষয়ের বাস্তব-ভোগ-ধারণা অপসারণ পূর্ব্বক জীবকুলকে কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করেন। তাহাতে তাঁহাকে বিষয়াসক্ত জড়াভিনিবিষ্ট প্রায় জনগণ বিষয়বিরক্ত বলিয়া ঘৃণা করেন। আবার তৎসেবা মূঢ় মৎসর জনগণ হিংসা-প্রবৃত্তি-দ্বারা চালিত হইয়া ভগবদ্ভক্তের নির্ব্বিষয়িণী চেষ্টাকে তাঁহাদেরই

ন্যায় বিষয়-চেষ্টার অন্যতম জ্ঞানে তাঁহার সেবা-বিমুখ হন। এখানে বৈষ্ণবগুরু তাঁহাদিগকে তাঁহাদের প্রেয়োলিপ্সার অনুমোদন করিয়া স্বার্থান্ধ-লোক বিষয়-চতুষ্টয়ে 'প্রয়োজন' বোধ করান। সেকালে তাঁহারা ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হন এবং নিত্যস্তুতি ভজন ও ভজনীয় বস্তু সম্বন্ধে ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। ভগবান্ চৈত্য-গুরুরূপে যাঁহার অকপট মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনিই ভগবদ্ভক্তকে মহান্ত-গুরুরূপে নির্দ্দেশ করিবার সদ্বুদ্ধি প্রাপ্ত হন। ভক্তের ন্যায় বিশ্ব পরিদর্শনকারক, মঙ্গল সজ্জন-কুলসার অন্য কেহই নাই। ভগবদনুগ্রহক্রমে জীব মহান্ত মহাভাগবত শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ-নখ শোভা সন্দর্শন করিয়া জীবন ধন্য করিতে সমর্থ হন।

একগুরুবাদিগণ একমাত্র মেরিটনকেই জগদ্গুরুর প্রতিষ্ঠা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার আশ্রিত অকৃত্রিম সুহৃদ্বর্গকে 'মহান্ত-গুরু' বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন না। তাঁহারা বলেন,—"মহান্তগুরুমাত্রেরই দোষযুক্ত হইবার নিশ্চয়তা থাকায় খৃষ্ট ব্যতীত অপর কাহাকেও গুরু বলিয়া স্বীকার করা যাইবে না। খৃষ্টের প্রকৃত অনুগামী হাদশ জন শিষ্য অথবা কালে কালে উদিত তাঁহাদেরই বিশুদ্ধ অনুগত জনগণ 'জগদ্গুরু' হইতে পারেন না"—তাঁহাদের এইরূপ গুরুবাদের বিচার অথবা একজনবাদের বিচার পাপে সংশ্লিষ্ট হইবার আশঙ্কায় কম্পিত হইয়াছে মাত্র। ন্যূনাধিক পাপপরবশ জনগণ মুক্তের পরিচয় বিষয়ে অনভিজ্ঞতানিবন্ধন একগুরু-তত্ত্বের উদ্দেশ বুঝিতে অসমর্থ হইয়া ন্যূনাধিক পাপে লালিত-পালিত এবং তাঁহাদিগের অধস্তন গুরু-বর্গের প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া থাকেন। কাজেই তাঁহারা মহান্ত গুরুর পারমার্থিকতা ও প্রপঞ্চাবতরণ-বিষয়ে সন্দেহযুক্ত হন। এই অপরাধ-ফলে তাঁহাদের বিচারে "জড় হইতে চেতনের সৃষ্টি" প্রভৃতি পারমার্থিক অজ্ঞতা উপস্থিত হইয়াছে। এজন্য তাঁহারা মহান্তগুরুর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। তাঁহারা জানেন, বৈষ্ণবগুরু কোন কোন স্থলে সমতানী করিয়া থাকেন। এইরূপ ভগবান্ অপেক্ষা সমতানের অধিক সামর্থ্য কল্পনারূপ অপরাধ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছে। এক-জনগুরুবাদে কখনই এরূপ সঙ্কীর্ণা শিক্ষা প্রদত্ত হয় না। সিমাইটগণের মধ্যে অধিকাংশ স্থলেই আশঙ্কা-মূলে একগুরুবাদ, এক-জনবাদ প্রভৃতি মতবাদের যে সকল প্রস্তাব পরমার্থের বাধা দিয়াছে, তাহা অপসারিত হওয়া আবশ্যক। সিমাইটগণের বিচার বলিতে অসুরবর্গ, ইবিওনিয়ন্স, ন্যাজারিনিয়ন্স, হিব্রু, কিনিসিয়ন্স, ইরাণী প্রভৃতি জাতি-সমূহের পূর্ব্বাশ্রিত বিচার।

সিমেটিক চিন্তাস্রোত জড়সাকারবাদ নিরসনপূর্ব্বক চিৎসাকারবাদ সংস্থাপন না করায় জড়নিরাকারবাদ তাঁহাদের সেমুখী বৃত্তিকে অবরুদ্ধ করিয়াছে। জড়-নিরাকারবাদী জড়সাকারবাদীর সহিত প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করিয়া যে তুমুল সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, বিষ্ণুভক্ত মহান্তগুরুবর্গ দ্বারা সেই বিবাদ প্রশমিত হইয়াছে। পৌত্তলিকবাদ ও জন্মান্তরবাদের অকর্ম্মণ্যতার বিচার তাঁহাদিগের আনুষ্ঠানিক সেবাপদ্ধতিতে সুষ্ঠুভাবে বর্ত্তমান থাকিলেও শিক্ষাগুরুর অভাবে অনেকস্থলে মহান্তগুরু-প্রদত্ত অধ্য-জ্ঞানও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে।"

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে মহান্তগুরু-গ্রহণে অপরিহার্য্য আবশ্যকতা বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়া-ছেন। মহান্তগুরুর নিত্য অধিষ্ঠান ও নিত্যাবির্ভাব না থাকিলে জীবের, মহান্তগুরুর পদাশ্রয় অসম্ভব হইয়া পড়ে। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু বলিতেছেন,—

"প্রবণগুরুভজনশিক্ষাগুর্ব্বোঃ প্রায়িকমেকত্বমিতি। শিক্ষাগুরোর্বহুত্বমপি জ্ঞেয়ম্। (২০৮ সংখ্যা) তত্র প্রবণগুরুসম্বন্ধেনৈব শাস্ত্রীয়জ্ঞানোৎপত্তিঃ স্যাৎ। অনুগ্রহঃ স্বয়ঞ্চীকারঃ। (২০৯ সংখ্যা) যে গুরোরুচ্চরণং সর্ব-বহায় ভগবদ্ভক্তমুখাকর্ণনং প্রবর্ত্তন্তে তে তেষু তেষু উপায়েষু খিদ্যন্তে। অতো ব্যসনশতাবিষ্টা ভবন্তি, অতএব ইহসংসারে তিষ্ঠন্ত্যেব, অকৃত-কর্ণধরা জলধৌ যথা, তদ্বৎ। গুরুভক্ত্যা স বিনতি মহাৎ সেব্যতে বুধৈঃ। বিনতোঽপি ন লভ্যেত জীবৈরহমিকাপরৈঃ। (২১০ সংখ্যা) পরমার্থ-

গুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিক-গুর্ব্বাদিপরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ।'

"মন্ত্রগুরু ও ভজনশিক্ষাগুরু প্রায়ই একত্র। শিক্ষা-গুরুর বহুত্ব। এ বিষয়ে শ্রবণগুরুজন হইতেই শাস্ত্রীয় জ্ঞানলাভ ঘটে। মন্ত্রদীক্ষারূপ অনুগ্রহ। যাঁহারা গুরু-পাদপদ্ম অবজ্ঞা করিয়া ভগবানের সান্নিধ্যপ্রার্থী, তাঁহারা সেই সেই উপায়ে বিঘ্ন হন। সুতরাং শত শত যাদব আসিয়া গুরুভক্তিরহিত জীবকে গুরুসঙ্গের কেবল সংসারেই বাস করায়। সমুদ্রে কর্ণধার-রহিত নৌকার ন্যায় তাহার সংসার হইতে উদ্ধার হয় না। গুরু-সেবাদ্বারাই কৃষ্ণলাভ হয়। ভক্তগণ স্বয়ংবিদ্বারা তাঁহার সেবা করেন। আমি অধিক বুঝি, আর অন্য গুরুতে কি অধিক উপদেশ দিবেন,—এইরূপ অহঙ্কারে অপরাধবশতঃ কৃষ্ণভক্তি-লাভ হয় না। ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক, অযোগ্য গুরুক্রবের পরিবর্ত্তে পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় করিবে।'—(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আ ১।৩৪ সংখ্যার অনুভাষ্যে শ্রীল প্রভুপাদের বঙ্গানুবাদ)

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট-লীলাবিহারের কএক-দিবস পূর্ব্বে (১৮ই ডিসেম্বর ১৯৩৫, প্রাতঃকালে) দিল্লীতে অবস্থিত শিখানামধারী হস্তপরায়ণ এক ব্যক্তির কথা ও আমাদের আধ্যক্ষিক শিক্ষিতাভিমানী ও স্বয়ংসিদ্ধ তর্কপ্রিয়তাকারী এক ব্যক্তির লিখিত পত্র-সম্বন্ধে অনেক কথা আলোচনা-প্রসঙ্গে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে তাঁহার ভজন-গৃহে কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ, আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ও কিছু সময় পরে আগত শ্রীসনানন্দ ব্রহ্মচারীজীর নিকট হস্তপরায়ণ ব্যক্তিগণের আচার্য্য-স্বীকার সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন, উহার কিয়দংশ ডায়েরী হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"নদীপারের জন্য যেমন একটা বোট, একটা মাঝি রাখ্‌তে হয়; সেরূপ একটা গুরু রাখারও দরকার"—এরূপভাবেই এই সকল লোক 'গুরু' ক'রেছে। এরা আমাকে কোন-দিনই দেখে নাই, আমিও কোনদিনই তা'দের সঙ্গ করি নাই। জীবনের শেষ কটাদিনও এদের আর সঙ্গ ক'রব না। তা'রা মনে করে—রাজা-রক্ষার জন্য একটা নামে মাত্র রাজার যেমন দরকার, আমার রাজাকে মোহন করবার জন্য একটা ব—রূপ দরকার, 'ব' রাজাকে ব'লবেন—'You are running after private happiness, but we are seeking public happiness'. কিন্তু আমরা বলি, We want Krishna's happiness. B···র বলে একটা sectarian happiness আর C···দের আর একটা Sectarian happiness. আমরা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকারিগণের Partyতে যোগদান ক'রব। অভক্তদের একটা party, হরিগুরু-বৈষ্ণবের ও আর একটা party আছে ব'লে মনে হয়। বস্তুতঃ হরিগুরুবৈষ্ণবগণ কোন partyর মধ্যে নাই। অভক্ত-সম্প্রদায় বলে, আমরা spiritual বিষয়ের জন্য আমাদের আধ্যক্ষিকতা বজায় রেখে আচার্য্যের নিকট submit ক'র্‌তে পারি—আচার্য্যকে দরকার হ'লে B···র দ্বারা মোহন্তও ক'র্‌তে পারি; কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে আমরা public partyকেই follow ক'রব। কিন্তু আমরা আধ্যক্ষিকগণের ঐ সকল কথা সমর্থন করি না। তা'রা গুরু করে নাই, তারা ভক্তিরাজ্যে আসে নাই। আমাদের একমাত্র determination—

আমি ত' তোমার,　　তুমি ত' আমার
কি কাজ অপর ধনে।

'সর্ব্বতোভাবে ছিড়ে সবে সদ্যঃ স্বতোবরে' কথাটা সর্ব্বদা স্মরণ রাখ্‌তে হ'বে। শ্রীমদ্ভাগবত প'ড়্‌তে গিয়ে যদি ভূগোল ও জ্যোতিষ প'ড়্‌তে যাই, তবে আমার অন্য জাতীয় আশয়। গুরু বা সাধুকে দেখ্‌তে গিয়ে যদি তাঁ'র চেহারা, তাঁ'র বয়স, তাঁ'র ভাষা-জ্ঞান, তাঁর বক্তৃতাশক্তি—এ সকল দেখ্‌তে যদি, তা' হ'লে সাধু ও গুরু-দর্শন হ'লো না। যেহেতু ভাগবত আমার আধ্যক্ষিক বিচারানুসারে ভূগোল ও জ্যোতিষ ব'ল্‌তে পারে না, সেহেতু ভাগবতকে neglect ক'রব।

(আমাদের পত্রলেখকের কথা উল্লেখ করিয়া) ইনি নিজেই গুরু সেজে ব'সেছেন, নিজের ছবি নিজে প্রচার ক'র্‌ছেন, দল এসে গেছে, কি ক'রে শ্রীরূপানুগ মহাজনগুরুর পাদপদ্মনখচন্দ্রমা দর্শন ক'রতে পার্‌বেন? তাই গুরুর উপর তাঁ'র সন্দেহ। ইনি চাচ্ছেন—কতকগুলি অশিক্ষিত লোক নিয়ে একটা দল ক'র্‌বেন, দলের নেতা হ'বেন, সংসা-

হের সুবিধা ক'রে নেবেন আর উনি (তৎকালে দিল্লীমঠে অবস্থানকারী) চাচ্ছেন—সাধা চামড়ার উপর প্রভুত্ব কায়েম ক'রবেন, নিজে কালচামেড়া কি না! এই দলে জুটেছে কতকটা ছেলেছোক্‌রা, তা'রা নূতন ইংরাজী শিখেছে, তাদের পৃথিবী মেড়াবার সাধ হ'য়েছে। এরা আমার কোন কথাই শুনে নাই; এরা রস নিয়ে এসেছে; তাই এদের কানে কথা পৌঁছে নাই। আমাদের কথা হ'চ্ছে এই—

'গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালিষু সুজনে ভূসুরগণে
সমন্ত্রে শ্রীনামি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বসরণে।
সদা হৃদ্যং হিত্বা কুহক রতিবপূর্যাবতিতরা-
মরে স্বাতন্ত্র্যার্তিস্কটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ॥
কদা নানস্থানং হরিরিহ যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥
বিরচ্য যদি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াম্বু-
গতিস্তিষ্ঠ ন ভবতঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপত্য তু শতকোটি নির্ভরং বা নবাম্ভ-
স্তবাপি কিল পয়োদঃ তৃষ্যতে চাতকেন॥'

আমরা কেবল গুরু (?) কথা বর্ণকার্য্যের সময় শুনব, অন্যান্য কার্য্যগুলি publicএর অনুকূলে ক'রব, তা' নয়। Mundane work গুলিও আমরা হরিসেবার অনুকূলে ক'রব, উহা public এর অনুকূলে ক'রব না।"

যাহারা পারমার্থিকতা বা বৈষ্ণবতার পোষাকে আধ্যক্ষিকতা ও গণমতের বিষ্ণুদাস, তাহারা মহাভাগবত-পাদপদ্মের আনুগত্যরূপ একমাত্র অধিতীয় অপরিহার্য্য গুরুতত্ত্বকে 'গরিমসীন মহাভগিরি' প্রভৃতি বলিয়া লোকা দিয়া গণমতের পূজা করিতে উদ্যত হয়। আধুনিক তথাকথিত মহাভগিরির বিলাস-বাভিচারের উপর ভুক্তোজী ও ভুক্তোজী উভয় সম্প্রদায়ের বিষয়ী ব্যক্তিগণই চটা; সুতরাং ভক্তিশাস্ত্রের মহাভাগবতগুরুতত্ত্বকে অভক্ত, স্মার্ত্ত বা নির্ব্বিশেষবাদিসম্প্রদায়ের 'গরীয়সীন মহাভগিরি' বলিয়া লোকের বিবর্ত্তবুদ্ধি উৎপাদন করিতে পারিলে উন্নার্গগামী, স্বেচ্ছাচারী, গুরুপাদপদ্মের আনুগত্য পরিত্যাগকারী লোকবঞ্চক ব্যক্তিগণের মৎসরাসন পরিতৃপ্ত হইবে, এই আশা উহারা পোষণ করিতেছে। বিবর্ত্তবুদ্ধি উৎপাদন পূর্ব্বক আনুগত্যধর্ম্মের প্রতি গণমতকে উত্তেজিত করিয়া গণমতকে নিজ পক্ষে আনয়ন বা গণমতের পূজাই ইহাদের মতে গুরু-পূজা! ইহারা সর্ব্বনিয়ামক, অপ্রাকৃত মহাভাগবত-গুরুপাদপদ্মাশ্রয়ভারকে 'গুরু' করিবার পরিবর্ত্তে গণমতকে 'গুরু' করিয়াছে, বিষ্ণুমন্ত্রগুরুকে 'গুরু' করিয়াছে; নিয়ামক ও শাসককে গুরু করিতে পারে নাই, ইহা আমরা শ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাৎ বাণী হইতেই জানিয়াছি। যাহা হউক, লোককে বোকা দিতে পারিলেই বাস্তবসত্য বিপর্য্যস্ত হয় না। লোকবঞ্চা—গৌরভজন নহে।

তথাকথিত মহাভগিরি বা মোহান্তগিরিকে আমূল উৎপাটনের জন্যই আচার-প্রচার-পরায়ণ অসমোর্দ্ধ মহাভাগবত-গুরুপাদপদ্ম যুগে যুগে জগতে অবতীর্ণ হন। এই প্রবাহ কখনও রুদ্ধ হয় না। পৃথিবী কোন সময়েই অপ্রাকৃত মহাভাগবতগুরুপাদপদ্মের নিত্যাবির্ভাব হইতে বঞ্চিত হন না, ইহাই পরম করুণাময় ভগবানের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করুণা।

যাঁহারা মনে মনে 'গুরু' হইবার বাসনার কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-বিষ্ঠাকূপে নিমজ্জমান থাকিয়া জগতের বোকা লোককে বঞ্চনা করিবার জন্য ভণ্ডামী করেন, তাঁহারাই পাছে এক সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র নিয়ামক ও শাসক আচার্য্য - পাদপদ্ম - স্বীকারে নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতার বলিদান দিতে হয়, এই আশঙ্কায় মনে মনে গুরু ও 'গরীয়সীন্ মহান্ত' হইবার গুপ্ত ষড়যন্ত্র করিয়া থাকেন, কেহ বা নিজের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশাকে ধামা চাপা দিবার জন্য ও পুত্র পৌত্র পরিজনাদিক্রমে প্রচ্ছন্ন মহাভগিরিকে জীবিত রাখিবার জন্য আচার্য্যের নিত্যাবির্ভাব অস্বীকার করিয়া কর্ম্মজড় ও নির্ব্বিশেষ গণমতের পূজক হইয়া তাহাদের দলেই ভিড়িয়া পড়েন। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ তখন তাঁহাদের শত্রু, আর কর্ম্মজড় নির্ব্বিশেষবাদী গণতন্ত্রগুলিকা তখন তাঁহাদের মিত্র হইয়া পড়ে।

———:০:———

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

—:০:—

প্রশ্ন

ভগবৎপার্ষদ, আচার্য্য ও মহাপুরুষগণের পার্ষদ ও মহাসেবাকারী ভক্তগণের ও প্রিয়তাজনগণের, জীবন্মুক্ত পুরুষগণের পতন এবং হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিরোধিতা সম্ভব কি? দিব্যপ্রণালী প্রাপ্ত হইলেও তাহাতে অসিদ্ধ বা অমুক্তাবস্থার চিন্তাস্রোত উপস্থিত হয় কি? কৃপা পূর্ব্বক ইহার শাস্ত্রীয় উত্তর প্রদানে কৃতার্থ করিবেন।

বৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীহরিপদ দাসাধিকারী

উত্তর

এই সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ যে সকল কথা শাস্ত্রের যুক্তি-মূলে লিখিয়াছেন ও বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

দৈবমায়া বলাৎকারে, বলাইবা সেই ভোগে,
ভবকূপে দিলেক ডারিয়া।

এই বাক্যের যোগ্যতা ও সার্থকতা আমাদের সকলের দ্বারাই হইতে পারে; এমন কি, ... যিনি বহু বৎসর আমার নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিও আজ মায়ার টানে চলিয়া গেলেন! তিনি কতই না 'কল্যাণকল্পতরু' গান করিয়াছেন, কিন্তু সবলই শুন্যে ঘৃতাহুতি হইল! আমি মূঢ় অনাচার, তাই আমার সকলকে তাঁহার এই অবংপতন। তাঁহাকে ভক্তি শিখাইতে পারিলাম না। ... সুতরাং আমাদের সকলেরই অধঃপতনে যোগ্যতা আছে।"

—('পত্রাবলী' ৩য় খণ্ড, ২৩ ও ২৪ পৃষ্ঠা)

শ্রীল প্রভুপাদ জীবস্বরূপের কথা এইরূপভাবে লিখিয়াছেন,—

"জীবের অণুত্ব-নিবন্ধন দুষ্পারা মায়া ও প্রভু—এই দুইটি আরাধ্য বস্তুর অধীনতা স্বীকার করিবার যোগ্যতা আছে। অজ্ঞাতিনাশ, সর্ব্বজ্ঞ-ভোগ ও অভেদজ্ঞানরূপ মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির পরিচালনের দ্বারা চালিত হইবার যোগ্যতা জীবের আছে। জীব—অণুচিৎ, বৃহৎশক্তি মায়া তাহাকে আবরণ করিতে পারে। তদ্দ্বারা তাহার সেবাবৈমুখ্য বা সেবা-বৈচিত্র্য লাভ ঘটে। জীব স্বতন্ত্র ইচ্ছাবিশিষ্ট অণুচিৎ। স্বতন্ত্র ইচ্ছার বশে সে অভক্ত ও ভক্ত—এই দুই প্রকারে অবস্থান করে। ... জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাশ করিবার প্রয়াস পাইলে উহা প্রাকৃত-গুণমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে।"

—(ঐ ২৮ পৃষ্ঠা)

"যে যা'কছে আমার স্বতন্ত্রতা আছে, তা'র সঙ্গে আমার কোন দ্বন্দ্ব নাই। সে যদি অমঙ্গলকেই মঙ্গল মনে করে, তবে আমার কি সাধ্য আছে তা'কে মঙ্গলের দিকে ল'য়ে যাই। আমি ত' কারো স্বতন্ত্রতায় বাধা দিব না। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের কথাটি কখনই ভুলে যাবেন না—'যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ'। Unconditional surrender should be made to Gurudev. When there is a slightest departure, then it is totally lost. He is deviated from the path of ভক্তি।

স্বতন্ত্রতা ঘোড়া, হাতী, কেঁড়া ও প্রত্যেক মানুষেরই আছে,—

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যত্তচিন্ত্য-মহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥

বৈষ্ণব হ'য়ে যাওয়ার পরও আবার সংসার-বাসনা হয়; স্বতন্ত্র জীবকে একটা কাযের তাড়নার জন্য নিয়ে যাচ্ছে, আবার অনুকূলভাবে ভগবৎকৃপায় নিয়ে আসছে। অচিন্ত্য মহাশক্তি ভগবানে অপরাধ হওয়ার দরুণ জীবন্মুক্ত হ'য়েও আবার সংসার বাসনা করে। কোন একটি প্রাকৃত-শক্তিতে আকৃষ্ট হ'য়ে প'ড়ে গেলেই আবার সংসারবাসনা এসে পড়ে। মনুষ্য-জাতির এত degradation হ'য়েছে কেন? Why are they seeking those interests which are no interests at all? তা'র উত্তর—স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার।

আমি জানি দিব্যজ্ঞান কি, দিব্যজ্ঞানের কথা জেনেও আমি আবার স্মার্ত্ত-শ্রাদ্ধ ক'রতে

যোগাযোগ। ... যারা ঐ principle 'যত দেবে পাবে ত'কর্ণধার বেবে তথা তরো' যদি ধরায়, কারণ man cannot serve two masters—God and Mammon. ... যখনই misguided হ'য়ে গেলাম, তখনই সর্ব্বনাশ হ'লো। Misguided হ'য়ে যাওয়া ত' আমার কর্ত্তব্য নয়। ভক্তিশাস্ত্রে লেখা আছে—যে রাক্ষস-ভাবে ক'রবে, সে ভক্তিপথ হ'তে পতিত হ'য়ে গেছে, সে ভগবদ্ভক্তি হ'তে বিমুখ হ'য়েছে। কিন্তু এমন বিমুখ হ'য়ে গেছে যে, নরকে যাওয়ার পথাতেই লোকের রুচি। ভগবানে ও গুরুতে শ্রদ্ধা থাকলে আর কোন শ্রাদ্ধের আবশ্যকতা হ'তে পারে না। তথাকথিত শ্রাদ্ধাদি কেবল কর্ণাদানে বঞ্চনা মাত্র। 'নিষ্কিঞ্চনানাং নৃপতে যাবৎ', 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য'—এই দু'টি কথা নিয়েই বৌদ্ধদের সহিত বৈষ্ণবের একটা Wide gulf হ'য়ে গিয়েছে। ... বিষয়টা বুঝতে লোকের পরে পরে ভুল হ'চ্ছে। জীবন্মুক্ত হ'য়েও—বৈষ্ণবের চেহারা নিয়েও প্রাকৃত সহজিয়া হ'য়ে যেতে হয়, যদি ভগবদ্ভজনে অপরাধ হয়।"

—('শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা', ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬, শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী. পুরী)

বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের মূল কথাটি বুঝিলেই এই সকল সমস্যার মীমাংসা ও সন্দেহ ভঞ্জন হয়। জীবন্মুক্তাবস্থায়ও জীবের পতন-সম্ভাবনা আছে। কারণ জীব অণু, স্বতন্ত্র ও তটস্থশক্তিজাত। অধিক কি, শিবাদির ন্যায় ভগবৎ-প্রেষ্ঠ ও জয়বিজয়াদির ন্যায় ভগবৎপার্ষদগণেরও স্খলনলীলা ও পতনের ইতিহাস পাওয়া যায়। ছোট হরিদাসের যে আদর্শটি মহাপ্রভু গ্রহণ করিয়াছেন, উহাকে পার্ষদত্ব বলা যায় না। শ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণদাস বিপ্র, শ্রীকমলাকান্ত বিশ্বাস প্রভৃতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও অদ্বৈত প্রভুর পার্ষদলীলাভিনয়কারিগণের যে অপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীর বা সিদ্ধান্তের সহিত পার্থক্য লাভ করিয়াছে, তাহা মহাপ্রভু ও অদ্বৈত প্রভুর পার্ষদত্ব নহে।

'বৃহদ্ভাগবতামৃত' শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু ও 'বৈষ্ণবতোষণী' শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উক্ত প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন। বৃহদ্ভাগবতামৃত ১ম খণ্ড ২য় অধ্যায়ে ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন,—"অনাদিসিদ্ধ একমাত্র বিষ্ণুই সর্ব্বা শ্রীকৃষ্ণ হইতে শিবের ভেদবুদ্ধিকারী অপরাধী বলিয়া গণিত। শ্রীভগবান্ শিবের প্রতি অপরাধ বরং ক্ষমা করেন, কিন্তু শিবের প্রতি যে অপরাধ, তাহা ক্ষমা করেন না। শিবকৃত বরে উন্মত্ত ত্রিপুরাসুরের ভয় হইতে ও বৃকাসুরাদি হইতে অতিশয় বিপদ্গ্রস্ত শিবকে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কট হইতে উদ্ধার করেন এবং অমৃততুল্য মধুর বাক্যদ্বারা আনন্দিত করেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার মাহাত্ম্য বর্দ্ধনের নিমিত্ত তাঁহার বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক পরশুরামাদিরূপে নিজ-অন্তরঙ্গ ভক্তের ন্যায় ভক্তির সহিত শিবের আরাধনা করিয়া থাকেন।" ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া নারদ শিবলোকে গমনপূর্ব্বক 'রুদ্রযড়ঙ্গ' নামক বেদময় পাঠ করিয়া স্তব ও শিবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রীতির কথা গান করিতে লাগিলেন। নারদ বলিলেন,—"আপনি কৃষ্ণপ্রিয়তম, প্রধান প্রধান বৈষ্ণবগণ আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন মূর্ত্তিতে সতত্বই না আপনার আরাধনা করিয়াছেন। আপনাতে যে নিষ্পাপিক কৃষ্ণপ্রেম রহিয়াছে, তাহা আর কি বলিব? আপনার অনুগ্রহে দক্ষ-প্রচেতাঃ প্রভৃতি এবং বহু বহু ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাস্পদতা লাভ করিয়াছেন। আপনার পত্নী পার্ব্বতীদেবীর প্রসাদেও কতশত লোক শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তা প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

নারদের এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীশিব বলিলেন,—"নারদ, আমি লোকেশ্বর, জ্ঞানদাতা, মুক্ত, মুক্তিপ্রদ, ভক্তশ্রেষ্ঠ, বিষ্ণুভক্তিপ্রদ ইত্যাদি অহঙ্কারে সমাবৃত। আমাতে যদি হরির বিষ্ণুধামও কৃপা থাকিত, তবে কি পারিজাত-হরণ বা উষাহরণাদিতে তাঁহার সহিত আমার যুদ্ধ হইত, অথবা সেই প্রভু কি তাঁহার দাস আমার আরাধনা করিতেন, অথবা 'তুমি কল্পিত নিজ-আগমসমূহদ্বারা লোকসমূহকে বঞ্চিত কর', আমাকে এই প্রকার আদেশ করিতেন?"

শ্রীমন্মহাদেবের এই উক্তি উদ্ধার করিয়া শ্রীসনাতন-শ্রীরূপাদি গোস্বামিপ্রভু ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ দেখাইয়াছেন যে, শিব কৃষ্ণপ্রিয়তম বৈষ্ণবচূড়ামণি সঙ্কর্ষণ-পার্ষদ-রূপে বন্দিত হইলেও যখন তিনি ভগবদ্বিদ্বেষেই

বঞ্চনা-লীলা বা রুদ্র-লীলা প্রকাশ করেন, তখন তাঁহার সেই রুদ্রস্বরূপকে শুদ্ধভক্তগণ কৃষ্ণপ্রেয়-তম-স্বরূপ বা ভগবৎপার্ষদস্বরূপ বলিয়া বিচার করিতে পারেন না; যদি করেন, তবে বিমুখতা বা মায়াবাদকেই বৈষ্ণবতা বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। যেখানে মঙ্গলময়ী শ্রৌতবাণীর সহিত বৈষ্ণবের আচারের আদর্শ বাস্তবিকই পার্থক্য স্থাপন করিতেছে, সেখানে হয় বৈষ্ণবের বঞ্চনালীলা, না হয় জীবন্মুক্তাবস্থায়ও স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ঘটিয়াছে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'চৈতন্যধর্ম্মে' ব্রজনাথের মুখে প্রশ্ন করাইয়াছেন,—

"ব্রজনাথ—প্রভো, দেবদেব মহাদেব বৈষ্ণবপ্রধান, তিনি কিরূপে এইরূপ কদর্য্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন?

বাবাজী মহাশয়—অসুর-প্রবৃত্তিগণ শুদ্ধভক্তি পরিত্যাগ করিয়া সেই মায়াবাদ আশ্রয় করিলে আমার সদৃশ ভক্তগণ শুদ্ধভক্তি নিঃসংশয়ে আস্বাদন করিবেন। ● ● ● যে পরমেশ্বরের কৌশলে জগচ্চক্র চলিতেছে এবং যিনি জগতের সমষ্টি জীবের মঙ্গলসাধনের জন্য কৌশলরূপ সুদর্শনচক্র হস্তে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার আজ্ঞায় যে কি ভাবিমঙ্গল আছে, তাহা তিনিই জানেন।"—(চৈতন্যধর্ম্ম ১৮শ অঃ ৩১৯ পৃষ্ঠা।)

চৈতন্যধর্ম্মের অন্যত্র লিখিত হইয়াছে,—

"বুদ্ধদেবও ভগবদবতার। তিনি যেরূপ মতের প্রচার ও প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া কোন্ আর্য-সন্তান তাঁহাকে নিন্দা করিয়া থাকেন? ● ● ● 'ঈশ্বরের এইরূপ কার্য্য ভাল হয় নাই, এরূপ হইলে ভাল হইত'—এমন কথা বলা সুবিজ্ঞ লোকের পক্ষে উচিত নয়। অসুর-স্বভাব ব্যক্তি-দিগকে মায়াবাদে আবদ্ধ রাখা যে কি প্রয়োজন, তাহা সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরই জানেন। জীব সৃষ্টি করা ও প্রলয়ে সর্ব্বজীবের ধ্বংস করা যে কি প্রয়োজন, তাহা আমাদের জানার উপায় নাই। সমুদয়ই ভগবল্লীলা।"—(চৈতন্যধর্ম্ম ১০ম অঃ ১৮৩ পৃঃ)

এই সিদ্ধান্ত শুনিয়া শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদে আস্থা-সম্পন্নব্যক্তিগণ—যাঁহারা আপনাদিগকে শঙ্করাচার্য্যের পরম অনুরক্ত ভক্ত বিচার করেন, কিছুতেই সন্তুষ্ট হন না। বৌদ্ধগণও বুদ্ধের ঐরূপ প্রশংসায় সন্তুষ্ট হন না। বৌদ্ধ ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ই বলেন,—'আমাদের নায়ক আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছেন',—ইহা আমাদের নায়ক বা গুরুনিন্দা। আমাদের নায়ক আচার্য্য বা গুরুদেবের বৌদ্ধিক প্রশংসা করিয়া তাঁহার শিক্ষার বা অভিধর্ম্মে বঞ্চনা আছে,—ইহা বলা সম্পূর্ণ আচার্য্যনিন্দা। মায়াবাদিগণ মনে করেন,—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণাবতার আচার্য্য শঙ্কর সাক্ষাৎ ভগবান্ ও আচার্য্য-লীলায় ব্যাসের প্রিয়তম শিষ্য। বৌদ্ধগণও বলেন,—বুদ্ধই একমাত্র বোধয়িতা। শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, শ্রীরামানুজ-মধ্বাচার্য্যাদি আচার্য্যগণ, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত—শ্রীবুদ্ধদেব ভগবান্ বিষ্ণুর অবতার এবং শ্রীশঙ্করের কৃপাপ্রিয়তম হইলেও তাঁহাদের বঞ্চনা-লীলা শুদ্ধভগবদ্ভক্তগণের স্বীকার্য্য নহে, তাহা অভক্ত ও অদ্বৈত-প্রকৃতিবাদিগণেরই বরণীয় হইয়াছে।

শ্রীভগবানের লীলায় যাহা দৃষ্ট হয়, ভগবৎপ্রকাশবিগ্রহ বা ভগবৎপ্রতিনিধিগণের লীলাতেও সেইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভগবৎপ্রেরিত প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের সেবক-সম্প্রদায়ের দ্বারাও ঐরূপ বহির্ম্মুখ-বঞ্চনা করিতে পারেন। বহির্ম্মুখগণ বঞ্চিতাবস্থায় পতিত হইয়া বঞ্চনা বা মায়াকে বুঝিতে না পারিলেও উন্মুখগণ উহাতে সাধারণ সংশয়ের অপূর্ব্ব মীমাংসা দেখিতে পান। আচার্য্য তাঁহার বিশেষ ভক্তগণের দ্বারা ঐরূপ লোক-বঞ্চনা করিয়া শুদ্ধ-ভক্তির সম্পুটকে শুদ্ধভক্তগণের নিকট সংরক্ষিত রাখেন।

মহাপ্রভু যাঁহাকে গুরুস্থানীয় বিচার করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার যাঁহাকে 'ভক্তিকল্পতরুর মূল' বলিয়াছেন, সেই নবদ্বীপ সন্ন্যাসীর অগ্রতম শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী যে গৌরপার্ষদ, এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি? সেই ভগবৎপার্ষদ, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য, কেশবভারতীর গুরু-ভ্রাতা, মহাপ্রভুর দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রশংসিত, অধিক কি, ভক্তিকল্পতরুর মূল স্বরূপ শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী যখন মৃগ-চর্ম্মাম্বর পরিধান করিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন মহাপ্রভু যে বিচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-কার এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

আর দিনে মুকুন্দ দত্ত কহে প্রভুর স্থানে।
ব্রহ্মানন্দভারতী আইলা তোমার দরশনে॥

আন্তে' দেহ, যদি তাঁরে আনিবে এথাই।
প্রভু কহে,—গুরু হেঁহ, যাব তাঁ'র ঠাঞি॥
এত বলি' মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
চলি' আইলা ব্রহ্মানন্দ ভারতীর আগে॥
ব্রহ্মানন্দ পরিয়াছে মৃগচর্ম্মাম্বর।
তাহা দেখি' প্রভু দুঃখ পাইলা অন্তর॥
দেখিয়া ত' ছল কৈল যেন দেখে নাঞি।
মুকুন্দেরে পুছে—কাঁহা ভারতী গোসাঞি॥
মুকুন্দ কহে,—এই আগে দেখ বিদ্যমান।
প্রভু কহে—হেঁহ নহেন, তুমি অগেয়ান॥
অন্যেরে অন্য কহ, নাহি তোমার জ্ঞান।
ভারতী গোসাঞি কেনে পরিবেন চাম॥
(চৈঃ চঃ ম ১০।১৫১-১৫৭)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'হেঁহ নহেন' 'তুমি অগেয়ান', 'অন্যেরে অন্য কহ', 'নাহি তোমার জ্ঞান' 'ভারতী গোসাঞি কেনে পরিবেন চাম' প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা কি ইহাই প্রমাণিত হয় না যে, ভক্তিকল্পতরুর মূলত্ব ও গৌরপার্ষদত্বে মৃগচর্ম্মাম্বর ধারণরূপ অসদাচার নাই; যেখানে এইরূপ আচরণ দেখা যাইতেছে, সেখানে পার্ষদত্ব নাই, সেখানেই গৌরপার্ষদ লোক-বঞ্চনা করিতেছেন। গৌরপার্ষদ কখনও চর্ম্মাম্বর পরিধান করিতে পারেন না। যেখানে প্রত্যক্ষ দৃষ্টি গৌরপার্ষদের চর্ম্মাম্বর-পরিধানরূপ ব্যাপার দেখিতেছে, সেখানে 'ইনি গৌরপার্ষদ হইতে অন্য', আমাদের বঞ্চনার জন্য প্রকাশিত, আমরা তাঁহাকে বহুমাননা করিব না—ইহাই মহাপ্রভুর শিক্ষায় দেখিতে পাওয়া যায়। মহাপ্রভু শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতীকে পূর্ব্বে 'গুরু' বলিয়া বিচার করিয়া তাঁহার নানা প্রশস্তি গান করিয়াছেন বলিয়া মৃগচর্ম্মাম্বরধারণরূপ আচরণকে কি গুরুত্ব বলিয়া প্রশস্তি করিয়াছেন? আবার যে মুহূর্ত্তে সেই আচরণ অপসারিত হইল, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার প্রশস্তি গান করিয়াছেন। মুকুন্দ দত্ত—মহাপ্রভুর পার্ষদ ও সখা, মহাপ্রভু তাঁহাকে কত আদর করিয়াছেন। কিন্তু যখন মুকুন্দ সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মতেরই সম্ভাবণ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার সেই আচরণকে 'বক ও আঠিয়া বেটা' বলিয়া কি মহাপ্রভু লোক-শিক্ষা দেন নাই? মুকুন্দদত্তের সমন্বয়বাদ-সমাদর-লীলাকেও কি গৌরপার্ষদত্ব বলা যাইবে?

'গৌড়ীয়ে'র পঞ্চদশ বর্ষের ১৭শ সংখ্যায় যে 'অন্তরঙ্গ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুক্রমে তাঁহা দ্বারা সম্পূর্ণ ভাবে সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল এবং শ্রীল প্রভুপাদ যে প্রবন্ধের বহু প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত আছে,—

'পার্ষদ' বা 'অন্তরঙ্গ' বলিতে সমচিত্তবৃত্তি বিশিষ্ট সজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধ ব্যক্তিকেই বুঝাইবে। গুরুপাদপদ্ম যাঁহাদিগকে অধিক লুচী বা রসগোল্লা খাওয়াইয়া আদর করেন, নিজের রক্ত দান করেন, যাঁহাদের সেবা (?) পরিশেষে করেন, যাঁহাদের সংসার বৃদ্ধি করিয়া দেন, যাঁহাদিগকে অধিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা যোগাইয়া দেন, তাঁহারাই 'গুরুদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ,'—ইহা আত্মমঙ্গল-বিমুখ ব্যক্তিগণের বিচার। যাঁহারা মহাপুরুষগণের অধিক পদ-সম্বাহন করিয়া থাকেন, কিম্বা মহাপুরুষগণের সহিত সম-আসনে, সম-শয্যায় বা একান্তে বাস করিতে পারেন, তাঁহারাই 'অন্তরঙ্গ পার্ষদ' হইলে মশা ছারপোকা বা মৎকুণ প্রভৃতি মহাপুরুষের সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ-পার্ষদ-মধ্যে পরিগণিত হয়!! কারণ উহারা সাধু বা মহাপুরুষের শয্যায়, এমন কি, মস্তকে অবস্থান করিয়া সর্ব্বদাই সাধুর সঙ্গ করিয়া থাকে এবং সাধুর শুদ্ধসাত্ত্বিক রক্ত শোষণ (?) করিয়া স্ব-স্ব-শরীর পোষণ করে। সাধুর, মহাপুরুষের বা আচার্য্যের সঙ্গ সেবা বা তাঁহার সহিত নিরন্তর বাসের অভিনয় করিয়া যদি আমরা সাধু বা মহাপুরুষের দ্বারা বহুরূপী লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হই, তাহা হইলে আমাদের সাধুগুরু সেবার অভিনয়ও মশক ও ছারপোকা কর্ত্তৃক সাধুর অঙ্গসেবার ন্যায় রক্তশোষণ মাত্র। অতএব সাধুগুরুর পরিচর্য্যার নামে তাঁহাদের শুদ্ধ সাত্ত্বিক রক্তশোষণের চেষ্টা ও তাঁহাদের বঞ্চনা-কেই স্নেহ মনে করার ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ-তম দুর্ভাগ্য যেন আমাদিগের সুবুদ্ধি নষ্ট না করে।

পৃথিবীতে অর্থ-ত্যাগই প্রীতির মাপকাঠি। সুতরাং এই যুক্তির অনুসরণে যে শিষ্যকে গুরুদেব যত অধিক ধ্রুবিণ প্রদান করেন, সেই শিষ্য গুরুদেবের ততটা শ্রেষ্ঠ বা

অন্তরঙ্গ। সুতরাং যিনি যতটা গুরুদেবকে অধিক সেবক (?) করিতে পারেন ও বঞ্চিত হইতে পারেন, তিনি ততটা গুরুদেবের অধিক প্রিয় বা অন্তরঙ্গ। অন্তরঙ্গ অভিমানী ব্যক্তিগণের চিত্তস্তরে নিজের সুবিধার অংশ কিছু কম হইলেই সেবার প্রতি বৈরাগ্য উপস্থিত হয় বা 'অনেক সেবা করিয়াছি, এখন সেলফ্ ভোগ করা যাউক'—এইরূপ স্পৃহার উদয় হয়; কিন্তু অন্তরঙ্গ সেবকের বিচার মহাপ্রভুর ভাষায় ও মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ শ্রীরূপের ভাষায় এইরূপ দেখিতে পাই—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥
বিতরতু বয়ি দয়াং দীনবন্ধো ভবান্যা
গতিরিহ ন ভবত্তঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটি নির্ভরং বা নবাম্ভ-
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্তূয়তে চাতকেন॥"

সদ্গুরুর পাদপদ্ম হইতে সিদ্ধপ্রণালীপ্রাপ্ত ব্যক্তি কিন্তু সিদ্ধ নহেন। তাহা সাধক জীবনেরই কথা। আমাদের সকলেরই স্বরূপের পরিচয় নিত্য কৃষ্ণদাস। শ্রীগুরুদেব কাহাকেও 'হরিদাস', 'নিত্যানন্দ-দাস' বা 'গোপীজনবল্লভ-দাস'—এই পরিচয় প্রদান করিলেই যে তিনি সেই দিনই সিদ্ধদশা লাভ করিলেন, তাহা নহে। সিদ্ধের পরিচয় ও সিদ্ধি এক নহে। ইহাই সিদ্ধের লক্ষণ যে, তিনি নিজেকে সিদ্ধ বলেন না বা তাঁহার সিদ্ধ-পরিচয় প্রচার করেন না।

এমনও সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে যে, গৌরপার্ষদ সদ্গুরু শিষ্যকে তাঁহার সিদ্ধপরিচয় জানাইয়াছেন, কিন্তু সেই শিষ্য পুরুষাভিমানে মত্ত হইয়া সাধারণ নীতিবিগর্হিত ব্যভিচারে প্রমত্ত হইয়াছে। স্বয়ং বিষ্ণুতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দাত্মজ শ্রীবীরভদ্র প্রভুর নিকট সিদ্ধপরিচয় পাইয়াও পুরুষাভিমানে প্রমত্ত স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারকারী ব্যক্তিগণ কি নেড়ানেড়ী ও প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া যায় নাই?

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আত্মচরিত পাঠে জানা যায়, তিনি কাহাকেও কাহাকেও শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারক বলিয়াছেন, কাহাকেও কৃষ্ণশক্তি নিত্য গুরুদেব বলিয়া প্রভূত প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শুনিতে পাওয়া গিয়াছে এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণও নির্দ্দেশ করিয়াছে যে, তাঁহাদের মধ্যে বৈষ্ণবতার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্ম্ম পরবর্ত্তিকালে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ন্যায় অভিজ্ঞ মহাপুরুষের সুপারিসপত্র দেখাইয়া সেই সকল ব্যক্তি ও তাঁহাদের ভাবক-সম্প্রদায় যদি স্বরূপাবস্থিতি হইতে বিচ্যুতিকেই বৈষ্ণবতা বলেন, ভোগকেই সেবা বলেন, অনাচারকেই সদাচার বলেন, ব্যভিচারকেই বৈষ্ণবধর্ম্ম বলেন, বৈষ্ণব-বিদ্বেষকেই বৈষ্ণব-পূজা বলেন, তবে তাহা আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তিগণ কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারেন না। ঐসকল সুপারিসপত্র অভিজ্ঞ, ভক্তিবিবেক-রহিত, কোমলশ্রদ্ধ বা প্রাকৃত ব্যক্তিগণকে বঞ্চনা করিতে পারে; কিন্তু একান্ত সত্যানুসন্ধিৎসু আত্ম-মঙ্গলকামিগণকে উহা বঞ্চনা করিতে পারে না। কোন অপ্রাকৃত মঞ্জরীর পুরুষাভিমান আসিতে পারে না, মঞ্জরী কখনও প্রাকৃত-পুরুষাভিমানে প্রমত্ত হইয়া দুর্নৈতিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না, অর্থ ও স্বার্থের জন্য ছলনা, স্ত্রীসঙ্গীয় সঙ্গ করিতে পারেন না,—ইহাই মঞ্জরীদের কষ্টিপাথর। মঞ্জরীর সখীর আনুগত্যে বৃষভানুনন্দিনীর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ব্যতীত অন্য কোন কামনা নাই; সার্টিফিকেট দেখাইয়া লোকের মুখ বন্ধ করিলে বা তাহাদিগকে তাক্ লাগাইয়া দিলেই মঞ্জরীত্বের প্রমাণকে দৃঢ় করে না। শ্রীগুরুদেবের কৃপাশীর্ব্বাদকে বরণ করিতে হয়, কিন্তু উহাকে অস্ত্র করিয়া 'আমরা সেই পথে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছি'—এইরূপ বিচার প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের।

আচার্য্যের আশীর্ব্বাদ, হরিসেবায় উৎসাহদান প্রভৃতি কৃপা বস্তুবুদ্ধির জন্য নহে। শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্য কাহাকেও শ্রীনরোত্তম-রামচন্দ্র কবিরাজের ন্যায় অভিন্নাত্মা বলিয়াছেন, কাহাকেও বা সিদ্ধ প্রণালী দিয়াছেন, কাহাকেও ভাগবতকুথা, ভাগবতত্ত্ব উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন দেখিয়া তিনি বা তাঁহার ভাবক সম্প্রদায় যদি তদ্দ্বারা দম্ভ বৃদ্ধি করেন কিম্বা ঐ নদির উদ্ধার করিয়া তাঁহার ভগবদ্ভক্তির প্রামাণিকতার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইতে চাহেন, তবে বহুত অনেক সময় অন্যপ্রকার দৃষ্টান্ত সেই প্রমাণের মূল্য অত্যন্ত লঘু করিয়া দিতে পারে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, শ্রীল প্রভুপাদ কোন

এক ব্যক্তিকে উৎসাহ প্রদানের জন্য 'ভক্তিবিজয় গোস্বামী' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি ও তাঁহার তাবৎ সম্প্রদায় মনে করিলেন যে, প্রভুপাদের নামের দ্বারা তিনি ভক্তিকে জয় করিয়াছেন ও গোস্বামী হইয়াছেন। কিন্তু সেইব্যক্তি পরবর্ত্তিকালে বিধর্মী হইয়া গিয়াছেন—এরূপ ঘটনাও প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছে।

আর এক ব্যক্তিকে শ্রীল প্রভুপাদ সিদ্ধপ্রণালী শিখাইতেন, এবং রামচন্দ্র কবিরাজ ও নরোত্তমের ন্যায় ওরসিদ্ধ অভিন্নাত্মা বা সিদ্ধভাবাপন্ন এইরূপ বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার পত্রাবলীতে যাহা বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। ('শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী' ৩য় খণ্ড, ২০, ২৩, ২৪ ও ২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

এখানে ধর্ম্ম বিষয়কে ভগবদ্বস্তুতে চিরস্থায়িভাবে অধিষ্ঠিত না থাকিবার কারণরূপে শ্রীগুরুদেবের অর্ব্বাচীনতা অন্তর্ধামিত্বের অভাব আরোপ করা যায়, তাহা হইলে কেন দোষারোপ শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীনিবাসাচার্য্য সকলের উপরই পতিত হইতে পারে। শ্রীমন্মহাপ্রভু কি কৃষ্ণদাস বিপ্র প্রকৃতিকে দুষ্টবুদ্ধির প্রলোভনে পতিত হইবার জন্য নিজ অনুগত সেবক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন? শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর সন্তান ও শিষ্যগণ পূর্ব্বে তাঁহার অনুগত, পরেই বা স্বতন্ত্র হইয়া অদ্বৈত শ্রাদ্ধাদি করেন কেন? শ্রীঈশ্বরপুরীপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত শিষ্যগণ 'নেড়ানেড়ী'রূপে পরিণত হয় কেন? কবিরাজ শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর বিদ্বেষী হয় কেন? অতএব তটস্থশক্তিজাত জীবমাত্রেরই যে পতন-দোষাশঙ্কা এবং ভক্তপাদপদ্মেরও যে স্বতন্ত্র জীবের স্বতন্ত্রতায় বাধা না দেওয়া রূপ কৃত্য আছে, তাহা অস্বীকার করিলে জীবস্বরূপ ও পরমেশ্বরের স্বরূপবিচারকে পরিত্যাগ করিতে হয়। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রেও আমরা পূর্ব্বে শুনিয়াছি,—"জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাশ করিবার প্রয়াস পাইলে উহা প্রাকৃতগুণমধ্যে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। স্বতন্ত্র ইচ্ছাবিশিষ্ট জীব স্বতন্ত্র ইচ্ছার বশেই ভক্ত ও অভক্ত এই দুই-প্রকার অবস্থায় অবস্থান করে। মহাপ্রভুর ছোট হরিদাস সম্বন্ধে কথিত 'স্বকর্ম্ম-ফলভুক্ পুমান্' কথাটিও জীবের স্বতন্ত্রতারই সাক্ষ্য প্রদান করে। কেহ কেহ বলেন,—এই ছোট হরিদাস ব্রজলীলায় নিত্যসিদ্ধ বাস্তবের রচিত 'পল্লব' নামের ভৃত্য ছিলেন—

বৃন্দাবনে স্থিতৌ প্রাগ্ যৌ ভৃত্যৌ পল্লবকপল্লবৌ।
গৌরাঙ্গসেবকাবদ্য হরিদাস-বৃহদ্বিধূ॥

—(গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ১৩৮ সংখ্যা)

পল্লব-পল্লব-নামাত্মিক নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণভক্ত। সুতরাং তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ এবং দাসত্বের যাবতীয় সেবকের মূল আশ্রয়বিগ্রহ বা গুরু। সেই ব্রজলীলার পল্লব ছোট হরিদাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া যে আদর্শ প্রদর্শন করেন এবং যে আদর্শকে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিন্দা করেন, তাহা কি তাঁহার গৌরপ্রেষ্ঠত্ব? বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত কখনও তাহা স্বীকার করেন না। শ্রীগুরুদেবকে মুকুন্দ-প্রেষ্ঠরূপে বিচার করিবার কথা শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন; কিন্তু শ্রীরূপানুগবর শ্রীল জীব গোস্বামি-প্রভু 'সম্বর্ত্তে', শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'বৈষ্ণবধর্ম্মে' গুরুক্রমের চরিত্রে বৈষ্ণব-বিদ্বেষ দেখা গেলে তাঁহাকেই আবার পরিত্যাগ করিবার কথা বলিয়াছেন। মুকুন্দ-প্রেষ্ঠকে কি ত্যাগ করা যায়? আর মুকুন্দ-প্রেষ্ঠেই বা পরবর্ত্তিকালে দোষের সম্ভাবনা হইতে পারে কি? ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নিজ আচরণে ইহার সাক্ষ্য দেখাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন,—'যিনি গুরু ছিলেন, তিনি আত্মগোপন করিয়াছেন।' শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—'অন্যেরে অন্য কহ' অর্থাৎ ভারতী গোসাঞি 'গুরু' বটেন—মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ বটেন, কিন্তু চর্ম্মাম্বর-পরিহিত ভারতী গোসাঞি মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ নহেন। মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্ব বা গুরু-প্রেষ্ঠত্ব আত্মগোপন করিলেও তাহাকে অভ্রান্তিদোষের বশবর্ত্তী হইয়া মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্ব বা গুরুপ্রেষ্ঠত্ব বিচার করিলে এবং তদ্রূপ যাঁহারা পূর্ব্বে সেইরূপ আদর্শ ও আচরণকে একবাক্যে নিন্দা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই কপটতা করিয়া কোন ছলভিত্তিমূলে সেই আদর্শকে পুনরায় স্থাপন করিলে শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই মহিমা খর্ব্ব করা হয়।

—:০:—

শ্রীশ্রীআচার্য্যাষ্টক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীপ্রেষ্ঠ শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস

শ্রীশ্রীল-অনন্তবাসুদেব-পরবিদ্যাভূষণ-

প্রভুবরস্য শুভাভিষেকস্মাভিনন্দনম্-

পঞ্চমমিদং সমর্পিতম্

(১)

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীড্যোঃ
কারুণ্য-শক্ত্যা সুপ্রকাশিতো যঃ।
লোকাবনার্থং গুরুদেবমূর্তিঃ
শ্রীবাসুদেবো জয়তু প্রভুঃ সঃ॥

(২)

যোগ্যো য আচার্য্যকৃতৌ নিতান্তং
কৃতঃ সমীপে সততং নিধায়।
শিক্ষাপ্রদানৈর্গুরুদেবপাদৈঃ
শ্রীবাসুদেবো জয়তু প্রভুঃ সঃ॥

(৩)

দম্ভাদরৈর্যঃ গুরুবদ্বিমুক্তঃ
সত্যানুরক্তঃ মৃষবাদবিরক্তঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-কৃপৈকবিত্তঃ
শ্রীবাসুদেবো জয়তু প্রভুঃ সঃ॥

(৪)

নানাবিধৈঃ শাস্ত্র-প্রচার-কার্য্যৈ-
র্ঘোরোর্ম্মিবাত্যৈর্গত-যাতনাভৈঃ।
শ্রীমদ্গুরোঃ শুদ্ধকৃপৈকপাত্রঃ
শ্রীবাসুদেবো জয়তু প্রভুঃ সঃ॥

(৫)

স্বভজনাযোগ্যতয়ং প্রমাণৈ-
র্গাঢ়ার্ত্তিয়াসৈশ্চ প্রবদ্ধ-শুদ্ধা।
শ্রীমৎ প্রবোধোদধিবিধিং কথোক্তি
শ্রীবাসুদেবো জয়তু প্রভুঃ সঃ॥

(৬)

বিশুদ্ধভক্তৈকপদেপ্সয়াহো
স্বরোর্ধ্বনস্যাদ-প্রপূর্তিধাত্রা।
ঔদার্য্য-বাদার্য্য-গুণাবতংসঃ
শ্রীবাসুদেবো জয়তু প্রভুঃ সঃ॥

(৭)

মুরজ-বাদ্যাতিপটুর্বিশঙ্কি-
র্দিতেন্দ্রিয়ঃ শান্ত-সুধাম্বুধৌ মগ্নঃ।
বেদান্ত-সিদ্ধান্তকবিঃ কৃতজ্ঞঃ
শ্রীবাসুদেবো জয়তু প্রভুঃ সঃ॥

(৮)

মায়াপুর-শ্রীপরবিদ্যাপীঠ-
স্থিতং প্রতিজ্ঞাত্রয়পং হিতৈষী।
বিদ্যানুরাগী সুজনাগ্রগণ্যো
শ্রীবাসুদেবো জয়তি প্রভুঃ সঃ॥

শ্রীমায়াপুর-চৈতন্যমঠ-কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠস্থ-সেবকবৃন্দেন।

চয়ন

লণ্ডন-গৌড়ীয় মিশন

সম্রাট্ দম্পতির সহিত প্রচারকের সাক্ষাৎকার

['কেশরী'—১১ই আষাঢ়, ১৩৪৩ শুক্রবার সংখ্যা]

(ডাকযোগে প্রাপ্ত)

লণ্ডন, ২৩শে জুন

গৌড়ীয়মিশনের পাশ্চাত্যের ভারপ্রাপ্ত প্রচারক ও গৌড়ীয়মিশন-প্রতিষ্ঠিত ভাইস্-প্রেসিডেন্ট মহামহোপদেশক পণ্ডিত (ট্রিপাদ) অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী তাঁহার প্রচারকার্য্য দ্বারায় সম্প্রতি লণ্ডনে বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছেন। এজন্য গত ২২শে জুন অপরাহ্ণে মাননীয় লর্ড চেম্বারলেন, আর্ল অব্ ক্রোমারের দ্বারা আহূত হইয়া তিনি বাকিংহাম রাজবাটীতে উপনীত হন। সেখানে ভারতসচিব মাননীয় মার্কুইস্ অব্ জেটল্যাণ্ড মহোদয়ের সমভিব্যাহারে মহামান্য ভারত-সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। মহামান্য রাজদম্পতি গৌড়ীয়মিশনের কার্য্যাবলীর কথা শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

রাজমাতা কুইন মেরীও তখন বাকিংহাম প্যালেসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি গোস্বামী প্রভুর কথা শ্রবণ করিবার জন্য অনুগ্রহ পূর্ব্বক কিছু সময় প্রদান করেন।

—•—

ভারত-সম্রাট্ সমীপে গৌড়ীয়মিশনের প্রচারক

['দৈনিক বসুমতী'—১৫ই আষাঢ়, ১৩৪৩ মঙ্গলবার সংখ্যা]

লণ্ডন, ২৩শে জুন

গৌড়ীয়মিশনের পাশ্চাত্যের ভারপ্রাপ্ত প্রচারক ও গৌড়ীয়মিশন-প্রতিষ্ঠিত ভাইস্-প্রেসিডেন্ট মহামহোপদেশক পণ্ডিত অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী (বি: এ, বি, গোস্বামী) তাঁহার প্রচারকার্য্য-দ্বারা সম্প্রতি লণ্ডনে বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছেন। গত ২২শে জুন অপরাহ্ণে তিনি বাকিংহাম রাজবাটীতে উপনীত হন। সেখানে ভারতসচিব মার্কুইস্ অব্ জেটল্যাণ্ড মহোদয়ের সমভিব্যাহারে ভারতসম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর সহিত তিনি সাক্ষাৎকার করেন।

—•—

শ্রীগোপালজীমঠে বার্ষিক উৎসব

['আনন্দ-বাসর'—১২ই আষাঢ়, ১৩৪৩ শনিবার সংখ্যা]

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠের পাঁচা-ঘাট সহরের উপকণ্ঠে কমলাপুর গ্রামে অবস্থিত শ্রীগোপালজী মঠে গত ৯ই আষাঢ় বুধবার অনন্তবাসী নিখিল শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্রভাক্ত ও গৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর আদেশ ও নির্দ্দেশক্রমে বিশেষ সমারোহের সহিত বার্ষিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উৎসবদিবস প্রাতঃ ১০ ঘটিকায় শ্রীধাম মায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ মহাশয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। পাঠের পূর্ব্বে ও পরে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। পরে গোপালজীর ভোগান্তে প্রায় ৩৫০ শত স্ত্রী-পুরুষ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। বৈকালে আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার উপস্থিত (রায় সাহেব শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য অবসরপ্রাপ্ত ডি-এস্-পি এবং আরও কতিপয়) স্থানীয় সজ্জনমণ্ডলীর নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের ও গীতার কতিপয় শ্লোক উদ্ধার করিয়া কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত এক গবেষণামূলক আলোচনা দ্বারা সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। তাঁহা হইতেও অনেক সজ্জন ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়া উৎসবটিকে সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করেন। উৎসবানুকূল্য প্রদানকারী ব্যক্তিদের তালিকা—

শ্রীযুক্ত বিরাজবাবুর মাতা, শ্রীচন্দ্রকুমার দে, শ্রীসুপতিরঞ্জন নাথ এম, এ, বি-এল, শ্রীলালমোহন দাসাধিকারী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, রায়সাহেব শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅনাথবন্ধু কর, শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাসাধিকারী, শ্রীগোপীমোহন দে, শ্রীবিরাজমোহন দে, শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র চাকলাদার, শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র কর পাল, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পাল, শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র সরকার, শ্রীকেশবচন্দ্র পোদ্দার, শ্রীঅক্ষয়কুমার দে, শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত, শ্রীপ্রাণবিলাস দাসাধিকারী, শ্রীমতী মন্দাকিনী, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীসুরেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শ্রীবিমলাকান্ত বাড়ুরী,

শ্রীমুরারিমোহন আঢ্য, শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র শাঁখারী, শ্রীঅমৃতলাল পোদ্দার, শ্রীপ্রিয়নাথ সেন, শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র চাকলাদার, শ্রীগোবিন্দচন্দ্র পোদ্দার, শ্রীবীরেন্দ্রকুমার সোম, শ্রীপূর্ণচন্দ্র সীল, শ্রীমনোমোহন সীল, শ্রীকৃষ্ণলাল পোদ্দার, শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র দাস (দক্ষিণখণ্ড), শ্রীব্রজকিশোর বসাক ।

বিবিধ সংবাদ

অধ্যাপক মহোপদেশক আচার্য শ্রীপাদ মধুসূদন দাস ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ বি-এল ও আচার্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যজ্যোতীর্থ বি-এ মহোদয় প্রায় ১মাস কাল শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর আনুগত্যে কলিকাতা (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রবণ-কীর্তন করিয়া যথাক্রমে গত ১৯শে ও ২১শে জুন (১৯৩৭) ময়মনসিংহ ও আসানসোলে যাত্রা করিয়াছেন ।

গত ১৯শে জুন রাত্রের মেলে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক ও শ্রীপাদ নিরঙ্কুশভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী বি-এ মহোদয় ঢাকা যাত্রা করেন ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাযাবর মহারাজ গত ২১শে জুন (১৯৩৭) কতিপয় মঠসেবক-সমভিব্যাহারে আসানসোলে হরিকথা প্রচারার্থ যাত্রা করিয়াছেন । স্বামীজীর প্রচার-কার্যে সহায়তা করিবার জন্য শ্রীমৎ সুদর্শন ব্রহ্মচারীজীও গত ২০শে জুন আসানসোল যাত্রা করেন।

২০শে জুন সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের কবিরাজ শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র ঘোষ মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন পূর্ব্বক শ্রীল আচার্যদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করেন ।

ঐ দিবস (২০।৬।৩৭) শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসৌধের প্রভু, ব্রহ্মচারী শ্রীনীলমণি, শ্রীঠাকুরদাস ও শ্রীরাধাকৃষ্ণদাস শ্রীপুরুষোত্তম যাত্রা করেন ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসৌধের প্রৌঢ়ী মহারাজ গয়া, ধানবাদ ও মেদিনীপুর হইয়া শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসবে যোগদান করিতেছেন ।

গত ২৭শে জুন (১৯৩৭) শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের সেবাব্যাকুলতায় এবং শ্রীপাদ গিরি মহারাজের সেবোৎসাহে এলেপো জাহাজে শ্রীশ্রীমন্ত্রপ্রভু ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহ যেরূপে শুভযাত্রা করিয়াছেন । ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ভগবান শ্রীবিগ্রহের অনুব্রজ্যা করিয়াছেন ।

ঐ দিবস (২৭।৬।৩৭) মলোয়ার অধিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী মহোদয় পুরোষা যাত্রা করিয়াছেন ।

গত ২৮শে জুন রাত্রে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅধরীষ ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিপদ দাসাধিকারী ভক্তিবিনুদ ও ভক্ত শ্রীবসুদেব-সহ শ্রীপুরুষোত্তম যাত্রা করিয়াছেন । স্বামীজী কএকদিন কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রাতে ও সন্ধ্যায় পাঠ কীর্তন করিয়াছেন ।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতী-প্রেষ্ঠ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর নির্দ্দেশে অষ্টসখিগিরিরাজ গোবর্দ্ধন শ্রীচটকপর্ব্বতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক মহোৎসব পাঠ-কীর্তন-বক্তৃতা-ইষ্টগোষ্ঠি-নগরসংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণাদি শুভকার্য-যাজনমুখে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইতেছে। বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তবৃন্দ আসিয়া উৎসবে যোগদান করিতেছেন ।

'গৌড়ীয়'-সম্পাদক (শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ) মহাশয় ঢাকা নারিন্দা-পল্লীস্থ শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে গত ১৩ই আষাঢ় (১৩৪৪), ইং ২৭শে জুন (১৯৩৭) সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকায় "ধর্ম্ম কি সুবিধাবাদের যাদন ?" শীর্ষক একটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সভায় বহু শিক্ষিত শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত সতীশগোবিন্দ সেন (সেক্রেটারী ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্) মহোদয় প্রমুখ শ্রোতৃবৃন্দ বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ আকৃষ্ট হন। ইঁহারা অবসর পাইলেই শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠে আসিয়া 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহোদয়ের নিকট বিবিধ পরিপ্রশ্নমুখে হরিকথা শ্রবণ করেন ।

গত ২৪শে জুন বৃহস্পতিবার অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ মহাশয় কলিকাতা, (বাগবাজার)-শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমনপূর্ব্বক শ্রীআচার্য-পাদপদ্ম বন্দনা করেন। আচার্যদেব তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ হরিকথা আলাপ করিয়াছিলেন ।

গৌড়ীয়মিশন সম্পর্কে

সাধারণের প্রতি সবিনয় নিবেদন

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক ও শিষ্যগণকর্ত্তৃক সর্ব্ববাদিসম্মতক্রমে নির্ব্বাচিত উক্ত মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য পরম-হংস শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর প্রতিষ্ঠায় ঈর্ষান্বিত হইয়া কতিপয় বিরোধী ব্যক্তি গৌড়ীয়মঠ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের বহু অর্থ, মূল্যবান্ দলিল এবং পূর্ব্ববর্ত্তী কালের হিসাবের খাতা বহি প্রভৃতি, যাহা তাঁহারা অন্যায়ভাবে স্থানান্তরিত করিয়াছেন, তৎসমু-দয়ের সাহিত্য এড়াইবার তুলা তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান সর্ব্ববাদিসম্মত কার্য্যপ্রণালীসম্পর্কে জনসাধারণকে ভুল বুঝাইবার জন্য নানাপ্রকার মুদ্রিত পত্রিকাদি বিতরণ করিতেছেন। আমরা এ পর্য্যন্ত এই সকল মুদ্রিত মিথ্যা মূলক প্রচারের কোন প্রকার প্রতিবাদ করি নাই। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় প্রকৃত সত্য স্বীয় উজ্জ্বলপ্রভায় আত্মবিকাশ করিবে। মিথ্যার অন্ধকার তাঁহাকে ক্ষণিক আবরণ করিলেও বেশী দিন ঢাকিয়া রাখিতে পারিবে না, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সাধারণকে ভুল বুঝাইবার উদ্দেশ্যে "বালিগঞ্জ অঞ্চলে নূতন একটী শ্রীগৌড়ীয়মঠ স্থাপন" প্রভৃতি কতকগুলি কথা তাঁহারা জনসাধারণের মধ্যে মৌখিক প্রচার করিতেছেন এবং তজ্জন্য কতকগুলি কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আনুগত্যে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ এবং তাহার কোন শাখা-মঠ বা প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহারা যে সর্ব্বপ্রকার সংস্রব ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন—একথা গোপন করিয়া জনসাধারণকে প্রতারিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন—এই প্রকার সংবাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভ্যমণ্ডলীর কর্ণগোচর হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষ হইতে এবং অনুমতি-অনুসারে সর্ব্বসাধারণকে আমরা জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে—উক্ত বিরোধী ব্যক্তিগণের প্ররোচনায় তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত কোন তথাকথিত গৌড়ীয়মঠকে মূল-শ্রীগৌড়ীয়মঠের শাখা বিবেচনা করিয়া তাঁহারা যেন ভ্রমে পতিত না হন।

এই সম্পর্কে ইহাও বক্তব্য যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে মঠের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং অন্যান্য মঠের স্বার্থবিরোধী কার্য্যের জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক সভ্যমণ্ডলী (Governing body) কর্ত্তৃক গত ৩রা জুন তারিখের অধিবেশনে সস্পেণ্ড করা হইয়াছে এবং তাঁহার স্থলে মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল মহাশয়কে সম্পাদক নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই মঠের সম্পর্কে কোন কার্য্য করিবার অধিকার তৎকাল হইতে উক্ত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নাই। আমরা আশা করি, তাঁহার সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সম্পর্কে কোন কার্য্য করিয়া জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রতারিত হইবেন না। তাঁহার কোন কৃতকার্য্যের জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ দায়ী নহেন।

এই সম্পর্কে এ কথাও জনসাধারণকে জানান প্রয়োজন যে, উক্ত কৃষ্ণবাবু মঠের বহু অর্থ তাঁহার নিকট থাকিলেও মঠের শ্রীবিগ্রহের দৈনিক সেবাপূজার এবং মঠের প্রচার-কার্য্যের জন্য বলা সত্ত্বেও তিনি সেই অর্থ না দিয়া মঠের অবশ্য-কর্ত্তব্য নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যগুলি বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম-এ)
সম্পাদক, গৌড়ীয় মিশন।
১১-৬-১৯৩৭

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্ গৌড়ীয়বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ৈকরক্ষক-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-
সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

গৌড়ীয়

১২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৬শে আষাঢ় ১৩৪৪; ১০ই জুলাই, ১৯৩৭ | ৪৮শ সংখ্যা

আচার্য্য কে ?

কে আচার্য্য হইবার যোগ্য ?—মূর্খ,—না পণ্ডিত ? ধনী,—না দরিদ্র ? ভোগী,—না ত্যাগী ? গৃহী,—না সন্ন্যাসী ? ব্রহ্মচারী,—না ব্যভিচারী ? শূদ্র,—না ব্রাহ্মণ ? স্ত্রী,—না পুরুষ ? বালক,—না বৃদ্ধ ? ভক্তিশাস্ত্র বলেন,—এরূপ বিশেষণে বিশেষায়িত কেহই আচার্য্য হইবার যোগ্য নহেন। তারপর প্রশ্ন হয়—ক্রিয়ানিপুণ ব্যক্তি আচার্য্য হইবেন,—না ভক্তিসিদ্ধান্তনিপুণ-ব্যক্তি আচার্য্য হইবেন ? লোকেন্দ্রিয়তর্পণকারী ব্যক্তি আচার্য্য হইবেন,—না কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণকারী ব্যক্তি আচার্য্য হইবেন ? এই প্রশ্নের উত্তরেও ভক্তিশাস্ত্র বলেন,—সিদ্ধান্তনিপুণ, কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ এবং কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণকারী বা পরব্রহ্মে সিদ্ধাত ব্যক্তিই আচার্য্য-পদবাচ্য। গুরু-কৃষ্ণের দ্বারা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ, আর গুরু-কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ—দুইটি এক নহে। একটি—মুক্তি, আর একটি—ভক্তি; একটি—কাম, আর একটি—প্রেম। অতএব কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর কৃষ্ণৈকশরণত্ব বা অনন্যভজনত্বই শ্রীল প্রভুপাদের তাহার আচার্য্যের ভগবৎ-প্রকাশবের পরিচায়ক। কিন্তু "চোখে অদৃষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণগণ আচার্য্যের দুষ্ট আচরণেও ঈর্ষা করেন।"

(শ্রীল প্রভুপাদ—অনুভাষ্য অঃ ১।৩৬)

আচার্য্যের লক্ষণ-সম্বন্ধে শ্রীব্যাসদেব ও তদনুগ শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ বলিয়াছেন,—

পঞ্চরাত্র-প্রবুদ্ধস্ত সিদ্ধান্তার্থস্ত তত্ত্ববিৎ।
সর্বলক্ষণহীনোঽপি স্বাচার্য্যঃ স বিশিষ্যতে॥
হত বিষ্ণৌ পরা ভক্তির্যথা বিষ্ণৌ তথা গুরৌ।
স এবাচার্য্যতত্ত্বজ্ঞঃ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে॥

—(ভারতীপঞ্চরাত্র)

আচার্য্যের তত্ত্বজ্ঞতায় **সর্ব্বসংশয়বিবর্জ্জিতঃ**।
সৌচাচার-পরো নিত্যং **পাষণ্ডকুলনিস্পৃহঃ** ॥
—(ঘাংত)

আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ ॥
—(বায়ুপুরাণ)

তাৎপর্য্য—যিনি পঞ্চরাত্র-বিষয়ক জ্ঞানে প্রবুদ্ধ এবং যিনি **ভক্তিসিদ্ধান্তার্থের তত্ত্ববিৎ**, তিনি অন্যান্য সকলগুণ হইলেও বিশেষরূপে আচার্য্য বলিয়া পণ্ডিত হইবেন। ইহাতে বিষ্ণুতে পরাভক্তি, বিষ্ণুর ন্যায় গুরুতেও পরাভক্তি, তাঁহাকেই আচার্য্য বলিয়া জানিতে হইবে,—ইহা সত্য করিয়া বলিতেছি। আচার্য্য নিত্যকালই সর্ব্বসংশয়-বর্জ্জিত, নিত্য সৌচাচারবিশিষ্ট ও পাষণ্ডকুলের প্রতি উদাসীন অর্থাৎ তাহাদের চীৎকারে ও অপচেষ্টায় সত্য হইতে অবিচলিত। যিনি শাস্ত্রের অর্থসমূহ সম্যগ্‌রূপে মন্থন করিয়া সকলকে আচারে স্থাপন করাইবার চেষ্টা করেন এবং স্বয়ং সেই সকল আচরণ করেন, তিনিই আচার্য্য-নামে কীর্ত্তিত হন।

পূর্ব্ব আচার্য্যগণের আদর্শে আচার্য্যত্ব প্রকাশের কি নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে? কাহারও ক্রিয়া-নৈপুণ্য, বিষয়-বুদ্ধি, কার্য্য-নির্ব্বাহ ও পরিচালন-ক্ষমতা কিংবা লোক-ক্ষোভণ বা লোকরঞ্জন-ক্ষমতা দেখিয়া কি আচার্য্য-নিরূপণ হইয়াছে? পণ্ডিত শ্রীনিবাস ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুর দীক্ষিত শিষ্য। শ্রীনিবাস প্রভু শ্রীশ্রীজীব গোস্বামীকে শিক্ষাগুরু বা শ্রবণগুরু বিচার করিতেন। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুই শ্রীনিবাসকে শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামি-প্রভুর নিকট শ্রীরাধা-বৃন্দাবনে দীক্ষিত করান। একদিন শ্রীশ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু উজ্জ্বলনীলমণির উদ্দীপন-বিভাবের—

"সখি! রোদিতো বিপক্ষঃ, শতপত্রাক্ষো যো ব্রজধারি।
সোঽয়ং কথয়তিক্ষং, ফুল্লো বল্লবজুষ্টয়তি॥"

—শ্লোকটির ব্যাখ্যা প্রকাশের ইচ্ছা করিলেন। ঐ শ্লোকের শ্রীরূপানুগ সিদ্ধান্ত কি হইবে জানিবার ইচ্ছায় শ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভু স্বয়ং হইয়াও বিনয়ের শ্রীনিবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুর ভাবানুসারে শ্রীনিবাসে ঐ ব্যাখ্যা স্ফূর্ত্তি হওয়ায় শ্রীনিবাস উক্ত শ্লোকের ভাব-ব্যাখ্যা করিলেন এবং শ্রীশ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু উজ্জ্বল-নীলমণি-গ্রন্থের টীকায় তাহা বিস্তারিতভাবে বর্ণন করিলেন। শ্রীনিবাসে রূপানুগ-সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়াই সমস্ত বৈষ্ণবের অনুমতি লইয়া তাঁহাকে 'শ্রীআচার্য্য'-পদবী প্রদান করিলেন—

এ শ্লোকের ভাবব্যাখ্যা স্ফূর্ত্তি না হইল।
শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীনিবাসে জিজ্ঞাসিল॥
শ্রীনিবাসে শ্রীরূপগোস্বামী স্ফূরাইলা।
কৈল ভাব-ব্যাখ্যা, শুনি' সবে হর্ষ হৈলা॥
এ শ্লোকের ভাব-ব্যাখ্যা অতি চমৎকার।
বিস্তারিলা শ্রীউজ্জ্বলগ্রন্থে টীকাকার॥
সবে শ্রীনিবাস-শক্তি দেখিয়া বিস্ময়।
পরস্পর বিবিধ প্রকারে প্রশংসয়॥
সর্ব্বজ্ঞানুমতি লইয়া শ্রীজীব ঈশানে।
'শ্রীআচার্য্য'-পদবী দিলেন শ্রীনিবাসে॥
শ্রীজীবগোস্বামি-আজ্ঞায় আচার্য্য অনুক্ষণ।
ব্রজবাসিবৈষ্ণবে করান অধ্যয়ন॥
(ভক্তিরত্নাকর ৪র্থ তরঙ্গ)

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'ঠাকুর মহাশয়' উপাধি প্রাপ্তি-সম্বন্ধেও এইরূপ ইতিহাস শ্রুত হয়। শ্রীলোকনাথ গোস্বামি-প্রভুর দীক্ষিত শিষ্য শ্রীল নরোত্তমকে শ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভু যখন ভক্তিশাস্ত্র অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীল নরোত্তমে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত **ভক্তিসিদ্ধান্ত স্ফূর্ত্তি** হইল দেখিয়া শ্রীশ্রীজীব-গোস্বামি-প্রভু অতি আনন্দিত হইয়া বৈষ্ণবগণের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীল নরোত্তমকে **'ঠাকুর মহাশয়'** উপাধি প্রদান করিলেন। **'ঠাকুর মহাশয়'** কথাটি আচার্য্যেরই নামান্তর। অতএব ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ ভাগবতই সর্ব্বত্র 'আচার্য্য' বলিয়া বিদিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীতেও দেখিতে পাওয়া যায়—

"যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয়।" (চৈঃ চঃ ম ৮।১২৭)

ক্রিয়া-নিপুণতা বা লোকরঞ্জন-ক্ষমতা কোনদিনই আচার্য্যের স্বরূপ-লক্ষণ নহে। আচার্য্য-শিরোমণি শ্রীল প্রভুপাদ এইজন্যই **'শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী'** নাম ধারণ করিয়াছিলেন। **ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-বিগ্রহই আচার্য্য-বিগ্রহ।**

শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু যা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় যখন আচার্য্যরূপে বিরোধিত হইলেন, তখন সকল নির্ম্মৎসর শুদ্ধবৈষ্ণবই সেই কথার আবৃত্তি করিলেন এবং তাঁহাদিগকে আচার্য্যোচিত সম্মান প্রদান করিলেন। একবার 'আচার্য্য' বলিয়া স্বীকার করিয়া পরে মৎসরতার উদয়ে বা প্রতিষ্ঠাশাদুর্ভিক্ষপরতন্ত্রতার পরামর্শে আচার্য্যের প্রতি অসূয়া প্রকাশ ও মর্য্যাদাবৃদ্ধির পরিচয় অর্থাৎ নামকীর্ত্তন-কারীর অপ্রতীর কণ্ঠরোধ করিবার অপচেষ্টা, অপ্রতিহতভাবে —সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ নিজাভ-প্রবণে কাতরতা নিজ দুর্ভাগ্য ও আত্মবঞ্চনার পরিচয় ব্যতীত আর কি ?

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর আরাধ্য শিক্ষাগুরু হইয়াও শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রতি শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে যে-সকল পত্রাদি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুকে এইরূপ আচার্য্যোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন—

"বস্তি মহীয়সমস্তসুখপ্রদ-পত্রমস্ত-

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যচরণেষু—

জীবস্যাহা সোঽয়ং মমকৃতা বিজ্ঞাপয়তি।"

(ভক্তিরত্নাকর ১৪শ তরঙ্গ)

এই পত্রের অভ্যন্তরে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু কি সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন ?—কর্ম্মনিষ্ঠতার সংবাদ,—না ভক্তিশাস্ত্রসিদ্ধান্তাদি প্রচারের সংবাদ — 'লেখালেখি'র সংবাদ ?

"শ্রীমদ্ভাগবতসিন্ধু - শ্রীমাধবমহোৎসবোত্তরচম্পূগ্রন্থনিমাণা-দ্যভ্যন্তরং শোধনানি কিঞ্চিদবশিষ্টানি বর্ত্তন্ত ইতি বর্ষাদ্যেতি সম্প্রতি ন প্রস্থাপিতানি, পশ্চাত্তু বৈষ্ণবকুলেন প্রস্থাপ্যন্তি। কিঞ্চাত্রত্যৈঃ সর্ব্বৈরপি যথাযথং নমস্কারাদয়ো জ্ঞেয়াঃ। তত্রত্যৈস্তু মম নমস্কারাদয়ো বাচ্যাঃ। ইতি তাদৃক্ষী।"

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুকে যত পত্র লিখিয়াছেন, সর্ব্বত্রই "**শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যচরণেষু**"—এইরূপ পাঠ আছে।

শ্রীনিত্যানন্দাত্মজ বিষ্ণুতত্ত্ব শ্রীবীরভদ্র প্রভু শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন,—

"**শ্রীল-শ্রীনিবাসাচার্য্য ! ত্বং শ্রীশ্রীমহাপ্রভোঃ শক্তিঃ, অতএব একয়া শক্ত্যা প্রভুশক্তিরূপাণি-শ্রীমদ্রূপগোস্বামিদ্বারা গ্রন্থং প্রকাশিতং, অপরয়া শক্ত্যা গৌড়মণ্ডলে মহাজনসংসেবি গ্রন্থ-বিস্তারং করোষি।**"—(ভক্তিরত্নাকর ১৪শ তরঙ্গ)

শ্রীবীরভদ্র প্রভুর এই উক্তি অনুসারে জানা যায়, যাঁহাকে আচার্য্য বলা হয়, তিনি **শ্রীমন্মহাপ্রভুর শক্তি**। শ্রীবীরভদ্র প্রভু বলিতেছেন,—মহাপ্রভুর শক্তি শ্রীমদ্ রূপগোস্বামী প্রভু আচার্য্য-লীলায় ভক্তিগ্রন্থরচনার সেবা করিয়াছেন, তদ্রূপ অপর শক্তি শ্রীনিবাসাচার্য্য-দ্বারাও গৌড়মণ্ডলের বৈষ্ণব সভায় গ্রন্থবিস্তারাদি কার্য্য হইতেছে। এই পারমার্থিক গ্রন্থ-বিস্তার বা 'লেখালেখি'র কার্য্যই আচার্য্যের কার্য্য। তাই ভক্তিরত্নাকরে আচার্য্যের লক্ষণ-সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হয়,—

কেহ কহে, গৌরপ্রেমস্বরূপ আচার্য্য।
আচার্য্যের দ্বারে প্রভু সাধে বহু কার্য্য॥
গোস্বামিগণের গ্রন্থ করিয়া প্রচার।
ভক্তিবিরোধীর গর্ব্ব করিল সংহার॥

(ভক্তিরত্নাকর ১৪শ তরঙ্গ)

শ্রীরূপ-শ্রীসনাতন - শ্রীশ্রীজীব-শ্রীকবিরাজ-শ্রীনরোত্তম-শ্রীবিশ্বনাথ-শ্রীবলদেব-শ্রীভক্তিবিনোদ ও শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ প্রভৃতি আচার্য্যগণের চরিত্রেও এই আদর্শই দেখিতে পাওয়া যায়। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের পারমার্থিক লেখালেখির যাবতীয় কার্য্য পরমারাধ্য আচার্য্যচরণ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরিষ্কারূপে প্রভুই করিয়াছেন এবং তাঁহার নিয়ামকত্বেই ঐ লেখাকার্য্যে কাহারও কাহারও অধিকার হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট-লীলা আবিষ্কারের পূর্ব্ব হইতেই সকল সময় ঐ পারমার্থিক আচার্য্যের কার্য্যের ভার শ্রীশ্রীল অনন্ত-বাসুদেব প্রভুর উপরই সর্ব্বতোভাবে ন্যস্ত করিয়াছেন।

আচার্য্য transparent medium—স্বচ্ছ মাধ্যম। যিনি আচার্য্য, তিনি কৃষ্ণশক্তি। কৃষ্ণশক্তি-ব্যতীত নাম-সংকীর্ত্তন প্রচারিত হইতে পারে না—

কলিকালের ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন॥

(চৈঃ চঃ অ ৭।১১)

তাই শ্রীমদ্ভাগবতের গৌড়ীয়ভাষ্যে শ্রীল প্রভুপাদ অতি স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন,—

"বাসুদেবামন্তরাত্মে থাকিয়া ত',
সদা লহ নাম।"

কৃষ্ণশক্তির আনুগত্যে—আচার্য্যের আনুগত্যে সদা কলিকালের ধর্ম্ম কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনের বা শব্দ-ব্রহ্মের অনুশীলন কর। ইহা দ্বারা "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই শ্রীচৈতন্যবাণীর অনুশীলন কাহার আনুগত্যে হইবে অর্থাৎ কে প্রকৃত আচার্য্য, তাহাও শ্রীল প্রভুপাদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ পরম প্রভুপাদচরণ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকে ১৩৩১বঙ্গাব্দে যে "মহা-মহোপদেশক' গৌরাশীর্ব্বাদ (২য় খণ্ডে দ্রষ্টব্য) প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে অতি স্পষ্টভাবে তদবধিন সম্প্রদায়রক্ষক আচার্য্যের স্বরূপ লক্ষণসমূহ বর্ণিত আছে।

অন্তর্যামী শ্রীল প্রভুপাদ পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন,—কলি বা তর্কযুগে বিবাদের দ্বারা শ্রুতিসন্নিবিষ্ট সিদ্ধান্তবাণী বিপর্য্যস্ত হইলে, একমাত্র যাঁহাতে আচারের সহিত নিত্যকাল ধর্ম্ম ও ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়েছে, যিনি সর্ব্বশাস্ত্রার্থের তত্ত্বজ্ঞ অর্থাৎ যিনি শব্দব্রহ্মে নিপুণ ও যিনি পরব্রহ্মে নিষ্ণাত অর্থাৎ শ্রুতি-কথিত আচার্য্য-স্বরূপ-লক্ষণযুক্ত, যিনি দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বিষয়ের পরীক্ষক, যুক্তবৈরাগ্যবিগ্রহস্বরূপ বলিয়া যিনি আচার্য্যত্ব-গ্রহণকে গুরুর সিংহাসন আক্রমণ-বিচারের পরিবর্ত্তে শ্রীল প্রভুপাদের আদর্শে শ্রীগুরু-দেবের কীর্ত্তন-সেবারূপ তৃণাদপি সুনীচত্ব বিচার করেন, শ্রীল প্রভুপাদ যাঁহাকে "গৌরাঙ্গ-গুরু-প্রেষ্ঠ ও তদবতীর্ণ-প্রপূরক" বলিয়া বৈষ্ণব-সভায় জানাইয়াছেন অর্থাৎ গৌরাঙ্গপ্রেষ্ঠ ও গুরু-প্রেষ্ঠই আচার্য্য-পদবাচ্য—ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন, যিনি বৈকুণ্ঠজ্ঞানদীপের দ্বারা দশ দিক্ উজ্জ্বল করিয়েছেন, যিনি অনন্তগুণমণ্ডিত, যিনি স্বরূপোদ্ধ ব্রহ্মচর্য্যে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত, সেই শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে 'মহামহোপদেশক' বিরুদবাণী ভূষিত করিয়া বরণ করিয়াছে।

শ্রীশ্রীনামামৃতাব্ধেঃ বিংশতিতমোল্লাস

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রী শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

সিদ্ধান্তবাণী শ্রুতিসন্নিবিষ্টা
কলৌ বিবাদেন প্রচালনানা।
ধর্ম্মং দিশত্যাচরণক্রমেণ
যস্মিন্ প্রতিষ্ঠাং ভজতে চিরেণ ॥ ১ ॥
সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞং দৃষ্টাদৃষ্টপরীক্ষকম্।
নিষ্ণিতং পরমে তত্ত্বে যুক্তবৈরাগ্যবিগ্রহম্ ॥ ২ ॥
বজ্রাদপি কঠোরস্য নৃশংসো সমুপাগতে।
মৃদুনি কুসুমাচ্চাপি সত্যসন্ধে সমাশ্রিতম্ ॥ ৩ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-গুরু-প্রেষ্ঠং তদবতীর্ণপ্রপূরকম্।
হরিপ্রিয়ঙ্গনৈর্গম্যং ব্রহ্মচর্য্যপ্রবর্দ্ধকম্ ॥ ৪ ॥
ভূষয়ন্তং পরাং বিদ্যাং সদানন্দরসাপ্লুতম্।
বৈকুণ্ঠজ্ঞানদীপেন ভাসয়ন্তং দিশো দশ ॥ ৫ ॥
অনন্তবাসুদেবাখ্যমনন্তগুণ-মণ্ডিতম্।
শ্রীনন্তং তং সন্ন্যস্য স্বাশ্রয়ং পরমোত্তমম্ ॥ ৬ ॥
লভতাং পরমাং কান্তিং মহামহোপদেশকঃ।
ইত্যেষা মহতী খ্যাতিঃ শ্রীকান্তং কৌস্তভো যথা ॥
গঙ্গা-পূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাশ্রয়ে ॥ ৮ ॥
বেদেষু-বসু-শুভ্রাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৯ ॥

সভাপতিঃ
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী—

মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণের যুগে একটি বিচার প্রবল ছিল যে, যিনি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য, শ্রুতির ভাষ্য, বিষ্ণু-সহস্রনামের ভাষ্য ও গীতার ভাষ্য রচনা করিবেন, তিনিই সম্প্রদায়রক্ষক আচার্য্য-পদে বিভূষিত হইবেন। মায়াবাদা-চার্য্য শ্রীশঙ্কর, আবার অন্যদিকে ভক্তিসংরক্ষক শ্রীমদ্ভা-

আচার্যগণ যথা — শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব প্রভৃতি এবং গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ঐ সকল গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদেরও ঐসকল গ্রন্থের ভাষ্য ও বিবৃতি রচনা করিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট-লীলা আবিষ্কারের কিছু পূর্বেও শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে বসিয়া উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিতেছিলেন এবং শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠ হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের 'অনুভাষ্য' শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর দ্বারা সম্পাদন করাইতেছিলেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের চটক-চটীরের অলিন্দে বসিয়া বলিতেছিলেন যে, শ্রীল বাসুদেব প্রভুর আনুগত্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মনোহভীষ্টরূপ ঐসকল কার্য্য যেন 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পন্ন করেন। এই প্রসঙ্গে অন্যান্য যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা প্রবন্ধান্তরে প্রকাশিত হইবে। তবে শ্রীল প্রভুপাদ ইহা স্পষ্টভাবেই জানাইয়াছিলেন যে, ঐসকল গ্রন্থাদি-রচনার কার্য্য একমাত্র শ্রীল বাসুদেব প্রভুর আনুগত্যেই হইবে। কারণ, অন্যান্য কর্ণধার ব্যক্তিগণের আদৌ 'literary taste' নাই, কেবল 'Commercial Interest' আছে। (এইগুলি শ্রীল প্রভুপাদের যথাযথ ভাষা।)

রাজা রামমোহন রায় প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্ম-সমাজে ও ভারতীয় কোন কোন মনোধর্ম-সম্প্রদায়ে 'গুরু' স্বীকৃত হন না। তাঁহারা বলেন—গুরুবাদ পৌত্তলিকতা-বিশেষ। এমন কি, তাঁহারা 'গুরু' শব্দটি পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে ঘৃণা বোধ করেন, যদিও, "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ", "যথা দেবে তথা গুরৌ" প্রভৃতি মন্ত্রে 'গুরু'-শব্দ শ্রুতিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা গুরুপূজাকে প্রাকৃত নাম-পূজা বা ম্যাপথিওসিস্ মনে করেন। কিন্তু সেই নির্বিশেষবাদী ব্রাহ্ম-সমাজে 'আচার্য্য'-শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। সেই আচার্য্য ভক্তিরাজ্যের আচার্য্য নহেন। তিনি অনেক সময়ই মৃতক, মৃতক না হইলেও তিনি সাধারণ মর্ত্যজীব বলিয়াই বিবেচিত। সাধারণের ন্যায় তাঁহারও ভ্রম-প্রমাদ, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ আছে, সংসার আছে। তবে তিনি প্রত্যহ কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে বেদীর উপর বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিরাকার ব্রহ্মের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন, উপাসনা করেন। "অন্ধকার হইতে আমাদিগকে আলোকে লইয়া যাও, পাপ হইতে পুণ্যে লইয়া যাও" তাঁহার ঐ সকল উক্তির অনুসরণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিরাকার ব্রহ্মের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। বিবাহাদি সামাজিক কার্য্যও এই আচার্য্যের উপাসনার সহযোগে হইয়া থাকে। এইরূপ আচার্য্য কতকটা একেশ্বরবাদী সিমাইট ধর্ম্মযাজকগণের ন্যায়চুয়া নকল সংস্করণ। এই সকল বেতনভোগী 'পুরোহিত' জাতীয় আচার্য্য অনেক সময় কমিটি দ্বারা বা লোকমতের দ্বারা নির্ব্বাচিত ও বহিষ্কৃত হন। নির্ব্বিশেষবাদিগণের মধ্যে নিত্য ও শুদ্ধা ভক্তির কোন কথা না থাকায় তাঁহারা আচার্য্যকে তাঁহাদেরই মত মর্ত্য জীববিশেষ, কেবল কার্য্য চালাইবার জন্য পুরোহিতজাতীয় ব্যক্তিবিশেষ মনে করিয়া থাকেন। জুতা সিলাইবার জন্য যেমন চামার দরকার, বিষ্ঠা পরিষ্কারের জন্য মেথর দরকার, নদীপারের জন্য মাঝি দরকার, চিমনি সাফাই জন্য ফেরারী বা গোসফার দরকার, পাক করার জন্য ব্রাহ্মণ পাচকের দরকার, তদ্রূপ কতকগুলি ব্যবহারিক ও আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মযাজনের জন্য আচার্য্য বা পুরোহিতের দরকার! এক শ্রেণীর লোকের আচার্য্যসম্বন্ধেও এইরূপ অনুনিহিত সিদ্ধান্ত। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রে কখনও এরূপ আচার্য্য বা গুরু স্বীকৃত হন না। শ্রুতি বলেন,—

"আচার্য্যাৎ হ্যেব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তি।"

"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ।"

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।

তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।

ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ।

শ্রীমদ্ভাচার্য্য তাঁহার বেদান্তভাষ্যের ৩।৩।৪৪-৪৭, ৫১ প্রভৃতি সূত্রে প্রত্যেকের পক্ষে মহাগুরুর পাদপদ্মে অভিগমনের একান্ত আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্বিষ্ণু স্বামিপাদ তাঁহার তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকায় এ-সম্বন্ধে অনেক বিচার করিয়াছেন। আমরা সেই সকল কথা প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিব। শ্রীমদ্বিষ্ণুস্বামী শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়াম্নায়ের পূর্ব্বাচার্য্য।

কোন কোন অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি বলেন,—গৃহস্থ বা ব্রহ্মচারীর অভিনয়কারী পুরুষ বৈষ্ণব হইলেও 'আচার্য্য' হইতে পারেন না। শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভৃতি গৃহস্থ-লীলাভিনয়কারী আচার্য্যকুল গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে প্রকাশিত আছেন। শ্রীরূপানুগ শ্রীশ্রীজীব-গোস্বামি-প্রভু শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর ভাগবতগণকে 'আচার্য্য' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং তদনুগ শুদ্ধ-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ও তাহা সাদরে বরণ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভুর শিষ্যবর্য রূপকবিরাজ ও তদনুগ-সম্প্রদায় আচার্য্যে গৃহস্থবুদ্ধি অর্থাৎ আচার্য্যকে আশ্রমান্তর্গত বিবেচনা করায় শ্রীনিবাস-দুহিতা আচার্য্যা শ্রীল হেমলতা ঠাকুরাণী রূপকবিরাজের গলার মালা ছিঁড়িয়া রূপকবিরাজকে অভিশাপ্তী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহাকারণে শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভুর নিকট সংবাদ উপস্থিত হইল যে, শ্রীনিবাসাচার্য্যের এক পুত্র হইয়াছে; শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু আচার্য্য-নন্দনের নাম রাখিলেন—শ্রীগতিগোবিন্দ,—

"পুত্র হৈয়া মাত্র ব্রজে সংবাদ হইল।
শ্রীজীবগোস্বামী তবে এ নাম থুইল॥"

(ভক্তিরত্নাকর ১৩শ তরঙ্গ)

শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামি-প্রভু ইহার পর 'শ্রীনিবাসাচার্য্যচরণেষু' বলিয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর নিকট পত্র প্রেরণ করিলেন, আচার্য্যকে গৃহস্থ-বুদ্ধি অর্থাৎ বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত বিচার করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিলেন না। কারণ, আচার্য্য বর্ণাশ্রমের অতীত ভাগবত-পরমহংস। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় শ্রীধর স্বামী ও শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামি-প্রভু উভয়েই বলিয়াছেন—"ভাগবতা যে পরমহংসাঃ"। 'ভাগবত' ও 'পরমহংস' একার্থ-পর্য্যায় শব্দ।

কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়ের বিচারে আবার 'সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী গৃহস্থের গুরু হইতে পারেন না; একমাত্র গৃহস্থই গৃহস্থের গুরু হইতে পারেন।' এই বিচারও শুদ্ধভক্তিশাস্ত্র-সম্মত বিচার নহে। কিন্তু কিরূপ আচার্য্যের নিকট অভিগমন করিতে হইবে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামি-প্রভুর দ্বারা তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্য হইতে জানাইয়াছেন,—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥
যদৃচ্ছয়া গুরুং প্রাপ্তমুপাসীত মহামতিঃ।

(ভাঃ ভঃ ঃিঃ ১ম ঃিঃ ২৭ ও ২৮ সংখ্যাধৃত শ্রীমদ্ভাগবতবাক্য)

অর্থাৎ যিনি উত্তম শ্রেয়ের জিজ্ঞাসু, তিনি বেদবাক্য শব্দব্রহ্মের তাৎপর্য্যে পারঙ্গত ও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিযোগ-পরায়ণ অর্থাৎ সর্ব্বদা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিপর শ্রীবৈষ্ণববরের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। ["সদাশ্রবণকীর্ত্তনাদিপরং শ্রীবৈষ্ণবপরং ইত্যর্থঃ" —শ্রীসনাতন গোস্বামী]

স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন—মদভিজ্ঞ (যিনি আমার ভক্তবাৎসল্যাদি মহিমা উপলব্ধি করিয়া আমাকে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন), মদাত্মক (যাঁহার চিত্ত আমাতেই সন্নিবিষ্ট), শান্ত (যুক্তিমুক্তি-শূন্যবিহীন) গুরুদেবেরই উপাসনা করিবে।

এইরূপ লক্ষণান্বিত শ্রীআচার্য্যদেব ব্রহ্মচারীই হউন, গৃহস্থই হউন, বানপ্রস্থই হউন, সন্ন্যাসীই হউন, অট্টালিকাতেই থাকুন, আর অনিকেতই হউন, তিনি ভাগবত পরমহংস, আচার্য্য ও গুরুদেব। ব্রহ্মচারী-বেশধারী কিরূপে 'পরমহংস' হইবেন, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রাজকার্য্য করিবার অভিনয় বা পুত্র-পৌত্রাদি বেষ্টিত হইয়া গৃহস্থলীলার অভিনয় করিয়া কিরূপে ভাগবতপরমহংস আচার্য্য হইবেন, তাহা প্রতীপনাদি-সম্প্রদায়ে বা প্রাকৃত-সহজিয়াব্যক্তিগণের মস্তকে প্রবেশ না করিলেও একমাত্র বাস্তবসত্য। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ ব্রহ্মচারি-লীলায়ই 'ভাগবত-পরমহংস' ও আচার্য্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রীল রঘুনাথ ভট্টগোস্বামী, শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি গৃহস্থ-লীলা প্রকাশ করিয়াও পরমহংসশিরোমণি-আচার্য্য। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণের অভিনয় করিয়াও 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' এই ব্রহ্মচারীর নাম এবং মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য 'দামোদর স্বরূপ' এই ব্রহ্মচারীর নাম সংরক্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে আধুনিক কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত সম্প্রদায়ের পাণ্ডিত্যম্মন্য ব্যক্তিগণের বিচারের অনুগত হইয়া বর্ণাশ্রমান্তর্গত সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী মনে

করিতে হইবে যাঁহারা বলেন, তাঁহারা ভক্তিরাজ্যের চতুঃসীমানায়ও উপস্থিত হন নাই।

শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামি-প্রভুর অনুকম্পিত বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন বা শ্রীসনাতনও শ্রীরূপের স্তুতি করিয়াছেন, শ্রীশ্রীজীব আপনাকে শ্রীরূপের অনুগত বলিয়াছেন এবং ইহারা সকলে একত্রে শ্রীবৃন্দাবন বাস করিয়া গ্রন্থাদি-লিখন-কার্য্য ও ভগবদ্ভজন করিয়াছেন। তাই বলিয়া তাঁহারা পরস্পর দেহাত্মবুদ্ধিক্রমে পূর্ব্বাশ্রমের ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি একত্রে বাসের আদর্শ বা স্বজন-প্রীতি দেখাইয়াছেন বলিয়া বিচার করেন, তাঁহারা কোন্ নরকের জীব, তাহা সুধীগণের বিচার্য্য।

আচার্য্য কখনও অনর্থযুক্ত জীব হইতে পারেন না। কোন প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে অনর্থযুক্ত জীবকে 'আচার্য্য' বলিয়া ঘোষণা করিবার কাহার কি অধিকার আছে? যিনি দীক্ষাদাতা বা হরিনামদাতা হইবেন, যদি তাঁহার নিজেরই দিব্যজ্ঞান-লাভ না হইয়া থাকে এবং তিনি নামাপরাধী হন, তাহা হইলে তাঁহা দ্বারা অপর লোককে দীক্ষিত করাইবার অভিনয় কি ভণ্ডামী নহে? ঐরূপ ভণ্ডামীর প্রশ্রয় দিয়া বহু আত্মম্ভরিকামী ব্যক্তির সর্ব্বনাশ করিবার অধিকার কাহারও নাই। যাঁহাদের শুদ্ধনাম উদিত হয় নাই, সেই সকল ব্যক্তি দ্বারা নামাপরাধরূপ বিষ ছড়াইবার কথা কি ভক্তিশাস্ত্র, মহাজন বা শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন? যাঁহারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশার কিঙ্কর, যাঁহারা গুরুপাদপদ্ম হইতে স্বতন্ত্র, যাঁহাদিগের হরিনাম-প্রদানকে স্বয়ং গুরুদেব নামাপরাধবিষ বলিয়া তাঁহার প্রকটকালেই বর্জ্জন করিবার আদেশ দিয়াছেন এবং স্বয়ং পুনরায় ঐ সকল নামাপরাধপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে নামাপরাধ-বিষ হইতে মুক্ত করিয়া পুনরায় শুদ্ধনামের দ্বারা কৃপা করিয়াছেন, যে-সকল ব্যক্তির দিনে তিন অবস্থা দেখা যায়, যাঁহারা কখনও বাজানী, কখনও ছোট হরিদাসের অনুচর, কখনও বা বিষয়ীর কিঙ্কর, এইরূপ ব্যক্তিগণ যদি জনে জনে দীক্ষাদাতা ও হরিনামপ্রদাতা আচার্য্য হইয়া পড়েন, তাহা হইলে জাতিগোস্বামি-সম্প্রদায় কি দোষ করিয়াছেন? বিষম-ইক্ষুর নামে জনে জনে আচার্য্যনামধারী হইয়া জাতিগোস্বামিবাদের ঘৃণ্য সংস্করণ পুনঃ প্রচলন করাই কি বিষনরকার চেষ্টা? যিনি নিজ-প্রতিষ্ঠা-বর্দ্ধনের জন্য এরূপ অনর্থযুক্ত কতিপয় জীবের দ্বারা শ্রীজগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতীগোস্বামী ঠাকুরের আচার, প্রচার ও আদর্শের বিরুদ্ধে এরূপ জাতিগোস্বামিবাদের ঘৃণ্য-সংস্করণ প্রচলনে ব্রতী হইবেন, তিনি কি সম্প্রদায়ের রক্ষক, —না ধ্বংসকারী? বাক্যবাগীশ, চালিয়াতি, মৎসরতা, দুর্নীতিকতা ঢাকিবার কৌশল প্রভৃতির দ্বারা কি সম্প্রদায় রক্ষা হয়?

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—"যিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দেন, তিনি আচার্য্য। কেবল সাংসারিক উন্নতি লাভ করিলে আচার্য্যত্ব লাভ হয় না। **গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে যাঁহারা আচার্য্যপদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্প্রদায়ের অনর্থসকল দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত। নিঃস্বার্থ না হইলে আচার্য্যাসন-প্রাপ্তির অধিকার হয় না।**" —(সজ্জনতোষণী ৪র্থ খণ্ড ৩ ও ১১৮ পৃষ্ঠা)

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশানুসারে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ "আচার ও আচার্য্য" প্রবন্ধে বলিয়াছেন,—

"প্রভুর সন্তান বলিয়া মাননীয় হইলেও পরমার্থ-বিরোধী হওয়ায় তাঁহাদিগকে শুদ্ধভক্তগণ আচার্য্যরূপে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা কেহ অদ্বৈত প্রভুর শ্রেষ্ঠত্বকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন, কেহ বা পঞ্চোপাসনামূলে অপরাধী বা মায়াবাদী। নেড়া-বাউল-সম্প্রদায়ে বীরভদ্র প্রভুর দোহাই দিয়া অথবা তৎপরিচয়ে যে-সকল উপধর্ম্ম বা অপধর্ম্ম সৃষ্ট হইয়াছে, তদ্দ্বারা আচার্য্য বা বিষ্ণুবস্তুর কল্পিত কথা হয় না।"

এক সময় কোন ব্যক্তি যখন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশ, অনুমতি ও ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র হইয়া অদ্বৈত-মতবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন—"কি করিয়া এই ব্যক্তির 'সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য' উপাধি থাকিবে? ইনি যে তাঁহার পূর্ব্ব পরীক্ষোত্তীর্ণ উপাধিকে পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিলেন এবং আজ হইতে মিশন-ধ্বংসের বীজ রোপণ করিলেন।"

অতএব কেহ 'প্রভু-সন্তান' বলিয়া ব্যবহারিকভাবে মাননীয় হইলেও পরমার্থ-বিরোধী হওয়ায় শুদ্ধভক্তগণের দ্বারা আচার্য্যরূপে গৃহীত হইতে পারেন না। কারণ, শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুর বাণীতে আমরা শুনিতে পাই—

আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি—সর্ব্বগুরু, তুমি—জগতের আর্য্য॥

"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" (ছাঃ আঃ)

আচার্য্য হইতে লব্ধজ্ঞান পুরুষই পরব্রহ্মকে জানেন। পরমহিতকারিণী শ্রুতিমাতা আমাদিগকে এই উপদেশ প্রদান করিতেছেন। সত্যযুগে, সর্ব্বকালে ভাগবত-পরমহংস রূপে আচার্য্যের অস্তিত্ব না থাকিলে কি করিয়া শ্রুতির এই বাক্য সার্থকতামণ্ডিত হইতে পারে? পরাৎপরতত্ত্ব বিশ্বনিয়ন্তা তাঁহাকে জানাইবার জন্য সর্ব্বকালে যদি শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্যের আবির্ভাব না করেন, তবে জগতের জীব কি করিয়া তাঁহাকে জানিতে পারিবেন? সকল যুগে উপযুক্ত আচার্য্যের অস্তিত্ব নাই কি ভগবানে নিত্যকরুণার অভাব প্রমাণিত হয় না?

অদ্বৈতের পূজ্যাচার্য্য ভগবৎপাদ শ্রীমদ্ব্যাস বেদান্তসূত্রের প্রথমসূত্রের বি তদ্ধক্ত ওঁ (তাত্ত্বিক) ভাষ্যে বলিতেছেন,—

"ন চ শ্রবণাদিমাত্রেণ ব্রহ্মদৃষ্টিরুপপদ্যতে। কিন্তু সতি কর্ত্তব্যে নিদিধ্যাসনে তদ্বৎ তদ্ভক্তি আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদেতি হ্যাহুঃ।"

এই ভাষ্যের তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা অনুসারে তাৎপর্য্য এই—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবলে কেবল শ্রবণ-মননাদি-দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান সাধিত হইতে পারে কি?—এই আশঙ্কা নিরাসের জন্য বলিতেছেন,—কেবল শ্রবণাদি-জ্ঞান সাধন নহে, আচার্য্য প্রসন্ন হইয়া যেরূপ উপাসনার উপদেশ করেন, তাহা শ্রবণপূর্ব্বক তদনুসারেই সেবা করা কর্ত্তব্য। যেহেতু আচার্য্যের অনুগ্রহ অনুসারেই ফল লাভ হইয়া থাকে। যদি গুরুর প্রসন্নতাই জ্ঞানের কারণ হইল, তাহা হইলে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ"—এই শ্রুতির প্রতিপাদ্য শ্রবণ-মননাদি জ্ঞান-সাধনতা ব্যর্থ হয়। তদুত্তরে মীমাংসা এই যে, শ্রবণ-মননাদিও আচার্য্যের অনুগ্রহ ভিন্ন হইতে পারে না অর্থাৎ শ্রবণ-মননাদি হইতেও আচার্য্যের উপদেশের কারণতা আছে। বিশেষতঃ শ্রুতি বলিয়াছেন,—আচার্য্য-বান্ই পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন।

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নিত্যধর্ম্ম হইলে আচার্য্যেরও নিত্যত্ব আছে। এখানে আর একটি সমস্যার উদয় হয়। "আচার্য্যের নিত্যত্ব ও তাঁহার উপদেশের নিত্যত্ব স্বীকার করিলাম, কিন্তু আচার্য্য যে সর্ব্বকালেই প্রকট-লীলায় থাকিবেন, তাহার কি প্রমাণ আছে? অপ্রকট-লীলায় প্রবিষ্ট আচার্য্যের উপদেশ ও বাণীর অনুসরণ করিয়া আমরা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি যাজন করিব।"

যাঁহারা এই বিচার করেন, তাঁহারা হয় অতিমুক্ত, না হয় অতিবদ্ধ। কারণ, সাধারণ জীবমাত্রেই এত অনর্থযুক্ত যে, তাহারা সর্ব্বদা সাক্ষাদ্ভাবে শ্রবণ করিতে ও চক্ষুর সম্মুখে আদর্শ না দেখিতে পাইলে কিছুতেই মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে পারে না। বিশেষতঃ অপ্রকট-লীলায় প্রবিষ্ট আচার্য্যের উপদেশ ও বাণীকে যখন লোকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বুঝিয়া থাকেন ও ব্যাখ্যা করেন, তখন উহার প্রকৃত মীমাংসার জন্য মহাভাগ্যবান্ আচার্য্যের নিত্যাবির্ভাব না থাকিলে লোকে নানাপ্রকার মনোধর্ম্মে প্রধাবিত হয়। শ্রীব্যাস আচার্য্যরূপে যে-সকল উপদেশ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য শ্রীশুকদেব বা শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যাদি আচার্য্যগণ প্রকাশিত না হইলে পরবর্ত্তিকালের ব্যক্তিগণ ব্যাসদেবের কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে পারিতেন না, অথবা ব্যাসদেবের কথা সম্পূর্ণ ভুল বুঝিতেন।

এখনও একশ্রেণীর ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়—যাঁহারা সাধু, ভাগবত বা আচার্য্যের অনুগত না হইয়াও অনাত্মাভিমানিকভাবে শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়, বিচার করেন। কোন আচার্য্যের রচিত টীকার সহিত শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করিলে পাছে ব্রহ্মজ্ঞানের আচার্য্যের প্রভাব পাঠকের উপর বিস্তৃত হয়—এই ভয়ে অনেকে টীকা-পাঠ পরিত্যাগ করাকে 'উদারতা' মনে করেন। অথচ নিজ নিজ শাস্ত্র পাঠ করিতে গেলে নিজের মনের সঙ্কীর্ণতা সেখানে যে সঙ্কীর্ণতা বিস্তার করিতে পারে —এ বিষয়টি তাঁহারা ভুলিয়া যান। তাঁহারা আচার্য্য অপেক্ষা নিজেদিগকে অধিকতর দোষমুক্ত, অনাগ্রহাদিক ও নিরপেক্ষ মনে করেন।

যাঁহারা বলেন,—যোগ্যতর আচার্য্য নাই, সুতরাং

আমাদের মনোধর্মই আচার্য্য বা আমরাই আমাদের আচার্য্য, তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের পত্রের এই বাণীটি তুলিয়া দিয়াছেন —"নিজের চিকিৎসা নিজে না করিলেই ভাল" —(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ৩য় খণ্ড ২২ পৃষ্ঠা)। প্রাকৃত জগতেও দেখিতে পাওয়া যায়, ডাক্তারও রোগাক্রান্ত হইলে নিজের চিকিৎসা নিজে না করিয়া অপর চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

যাঁহাদের নিজে নিজে 'গুরু' হইবার পিপাসা প্রবল অর্থাৎ যাঁহারা শ্রেয়স্কামী নহেন—প্রেয়স্পন্থী, তাঁহারা কোন সময়ই যোগ্য আচার্য্য দেখিতে পান না। যাঁহাকে তাঁহারা 'আচার্য্য' বলিয়া যৌখিক ভক্তি দেখাইতেন, তাঁহার চরণেও তাঁহাদের দুর্ব্বাবুদ্ধি পূর্ণমাত্রায় ছিল। গুরুদেব যখন তাঁহাদিগের প্রশংসা কম করিতেন, তখন গুরুদেবকে 'পক্ষপাতী', 'একচক্ষু' প্রভৃতি বলিয়া তাঁহাকে নরবুদ্ধিতেই দেখিতেন। গুরুদেব তাঁহাদের অন্যাভিলাষের বিরুদ্ধে কোন আদেশ করিলে 'গুরুদেবের অন্তর্যামিত্বের অভাব আছে' মনে করিয়া গুরুদেবের চরণে অনুক্ষণ অপরাধ করিতেন। একটা গুরু স্বীকার করিতে হয়, না করিলে গুরুগিরি নানাপ্রকার সুবিধাবাদ যোহনের সুবিধা হয় না, বৈষ্ণব-সমাজেও গুরু-প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায় না,—এজন্য কেহ কেহ মুখে গুরু স্বীকার করিবার অভিনয় করিয়া কার্য্যতঃ গুরুর প্রকট-কালেই স্বতন্ত্র অর্থাৎ আচার্য্যের সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতাযুক্ত অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বিমুখ হন। এই সকল প্রচ্ছন্ন নির্ব্বিশেষবাদী কখনও যোগ্য আচার্য্য দেখিতে পান না। এই সকল একদণ্ড্যাদুচরের আচার্য্যভক্তি নির্ব্বিশেষবাদেরই প্রকারভেদ। ইহারা কার্য্যতঃ গুরুত্বকেই বহুমানন করেন, আর আচার্য্য-সিদ্ধান্তকে কেবল আত্মসুবিধাবাদের অস্ত্র বলিয়া জানেন।

শ্রীমদ্বলদেবাচার্য্যপ্রভুপাদ "শিষ্যস্যেহ্যাভক্তি বলীয়স্ত্বমপি" (ব্রঃ সূঃ ৩।৩।৩৩)—এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বলিতেছেন,—

"গুরুপ্রসাদঃ সুপ্রসিদ্ধো যা বলবানিতি নিগদ্যতে। শ্রবণাদিভ্যো ব্রহ্মবিদ্যাং তাদৃশীমপি সত্যকামেন জাবালায়ের যে কাম্যে ক্রিয়াঙ্গত্বং হেয়ত্বং যে তপঃশব্দমুখ্যেভ্য আচার্য্যাৎ হেয়ং বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তীতি বচনাৎ। অত্র হি ন কিঞ্চন বিদ্যায়াস্তদুপজ্ঞানাৎ। উপকোশলবচনাচ্চ শিষ্যস্যেহ্যাৎ গুরুপ্রসাদ এব বলবান্ তদি তাবতালমিতি ন বক্তব্যং শ্রোতব্যো মন্তব্য ইত্যাদিস্মৃতিশ্চ কর্ত্তব্যা। যাবাহে চ—গুরুপ্রসাদো বলবান্ন তস্মাদ্বলবত্তরম্। তথাপি শ্রবণাদিরপি কর্ত্তব্যো মোক্ষসিদ্ধয়ে ইতি।"

গুরুর কৃপাই সুবিখ্যাত ও বলবান্ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; তথাপি সন্দেহ হইতেছে, গুরুপ্রসাদই কি কেবল বলবান্ কিংবা শ্রবণাদিরূপ শিষ্যপ্রযত্ন বলবান্? এই সন্দেহ-ভঞ্জনের জন্য বলিতেছেন,—গুরুপ্রসাদ কেবল ইতি-কর্ত্তব্যতামাত্র, শিষ্যপ্রযত্নই বলবান্, ইহা বলা যায় না। বাস্তবিক গুরুপ্রসাদই বলবান্। হেতু আচার্য্য-কৃপার বলবত্তাতেই সিদ্ধি। সত্যকাম গুরুগণের নিকট ব্রহ্ম-বিদ্যা শ্রবণ করিয়াও গুরুর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার উপদেশে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। যদি কেবল শ্রবণাদি বলবান্ সাধন হইত, তাহা হইলে গুরুগণের নিকট প্রবণ-মাত্রেই সত্যকামের ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হইত, গুরুর নিকট পুনর্ব্বার কৃপা-প্রার্থনা ও পরিশ্রমের প্রয়োজন ছিল না। আবার উপকোশল অগ্নির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণ করিয়াও মহান্ত আচার্য্যের নিকট অভিগমন-পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের দীক্ষা ও উপদেশ প্রার্থনা করেন। আচার্য্য সত্যকাম উপকোশলকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করেন, তাহাতেই উপকোশলের ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হয়। এইরূপ আমায়-ধারায় এক মহান্তগুরু শিষ্যকে উপদেশ প্রদান করেন, শিষ্য আবার আচার্য্য হইয়া অপরকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করেন। অতএব আচার্য্যের নিত্যত্ব ও তাঁহার প্রসাদের প্রাবল্য নিত্যকালই স্বীকার্য্য। আর যদিও আচার্য্য-প্রসাদের প্রাবল্য আছে, তথাপি শ্রবণ-মননাদি করিতে হইবে। বরাহপুরাণে উক্ত হইয়াছে—গুরুকৃপাই বলবান্, তাহা হইতে বলবত্তর সাধন আর কিছুই নাই, তথাপি মোক্ষসিদ্ধির জন্য শ্রবণাদি একান্ত কর্ত্তব্য।

আচার্য্য পরম কৃপাময়, তিনি হিংসক নহেন; তিনি আচার্য্য-সম্মান শিক্ষা দিবার জন্য এবং আচার্য্য যে ভগবৎ-স্বরূপ, তাহা জানাইবার জন্য নিজের পরিচর্য্যা নিজেই শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইহাই আচার্য্যের করুণা। ইহা দ্বারা যে আচার্য্যের আত্মম্ভরিতা-দোষ উপস্থিত হয়, তাহা নহে। আচার্য্য বলিয়া থাকেন,—

"ব্রহ্মোপাস্ব ব্রহ্মোপাস্বেত্যহমেবাস্মি। নান্যোঽস্তি কশ্চিদ্ব্যতিরিক্তঃ।

যথা ব্রহ্মোপচরেরধ্বা মামুপচরেরধ্যে চাগ্রেহস্ত-দ্বিধাঃ। প্রেমেস্ত ভাবুপাস্ত তাদুপ্তরস্ত তেভ্যঃ স্পৃহাং বিতে যাবদ্বিমুক্তি পৌঢ়ারধ্বত্রাবধিনেত্ত চ।"—(ভাঃ ২।৩।৪৭ শ্লোকের মর্ম্ম ভাষ্য)

শাস্ত্রাদেশ প্রতি বলিতেছেন—আচার্য্য শিষ্যকে বলিয়া থাকেন,—এই রূপ উপাসনা কর, ব্রহ্মের অনুশীলন কর, ব্রহ্ম স্মরণ কর; যেমন ব্রহ্মের উপাসনা করিবে, সেইরূপ আমারও শুশ্রূষা করিবে। যাঁহারা আমার ন্যায় ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশক, তাঁহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ কর, তাঁহারা তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন।

"ব্রহ্মের ন্যায় আমারও উপাসনা কর"—আচার্য্য এই কথা বলায় এবং শুদ্ধদ্বৈতবেদাচার্য্য শ্রীমদ্ভগবান্ প্রভৃতির এই উক্তি কীর্ত্তন করায় আচার্য্য কি মায়াবাদদোষে পতিত হইয়াছেন?—নিশ্চয়ই নহে। আচার্য্য ভগবৎ প্রকাশবিগ্রহ, আচার্য্যসেবা ব্যতীত কিছুতেই মঙ্গল-লাভ হইতে পারে না,—ইহা শিক্ষা দিবার জন্যই শ্রুতি ও আচার্য্যগণের এই প্রকার শিক্ষা।

——:০:——

ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রী

আচার্য্যের নামোচ্চারণের সময় তাঁহার নামের পূর্ব্বে 'প্রণব', 'শ্রী' ও 'বিষ্ণুপাদ' শব্দের উচ্চারণ এবং তৎপরে প্রণতি ও দণ্ডবৎপাত করিবার আদেশ শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে প্রদত্ত হইয়াছে,—

যথা তথা যত্র তত্র ন গৃহ্ণীয়াচ্চ কেবলম্।
অতস্ত্যো ন গৃহ্ণীমো গৃহ্ণীয়াচ্চ যতাত্মবান্॥
প্রণবঃ শ্রীস্ততো নাম বিষ্ণুপাদাবনন্তরম্।
পাদনখমনেতেন মন্ত্রমূদ্ধারণীমুতঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিঃ ৬০ সংখ্যাধৃত নারদপঞ্চরাত্র-বাক্য)

মহাত্মা ব্যক্তি যথায় তথায় যে-সে-প্রকারে অভক্তি-সহকারে আচার্য্যের নাম উচ্চারণ করিবে না। মস্তক অবনত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে 'প্রণব', 'শ্রী'অমুক এবং তৎপরে 'বিষ্ণুপাদ' সমন্বিত করিয়া নাম উচ্চারণ করিবে, অর্থাৎ "ওঁ শ্রীঅমুক বিষ্ণুপাদ"—এইরূপ বলিবে।

এখানে শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভু টীকায় 'গৃহ্ণীয়াৎ' শব্দের দ্বারা এরূপ আচারের অবশ্য কর্ত্তব্যতা জানাইয়াছেন।

আচার্য্যকে "বিষ্ণুপাদ" বলিবার কারণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীউদ্ধব-গীতায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

(ভাঃ ১১।১৭।২৭)

ভগবান্ উদ্ধবকে বলিলেন,—হে উদ্ধব, আচার্য্যকে মৎস্বরূপ জানিবে, আচার্য্যকে কখনও অবমাননা করিবে না, তাঁহাকে মরবুদ্ধিতে অসূয়া অর্থাৎ হিংসা করিবে না। আচার্য্য—সর্ব্বদেবময়।

ভগবানের ঐ বাণী হইতে আরও জানা যায়,—'আচার্য্য' বা 'গুরু' পর্য্যায় শব্দ অর্থাৎ যিনি আচার্য্য, তিনিই গুরু, যিনি গুরু, তিনিই আচার্য্য।

কিরূপ লক্ষণান্বিত মহাপুরুষ ভগবৎপ্রকাশতত্ত্ব বলিয়া কথিত হইবেন, শ্রীল প্রভুপাদ অনুভাষ্যে তাহা এইরূপ বলিয়াছেন,—

"আচার্য্যের অনন্যভজনই তাঁহার ভগবৎ-প্রকাশত্বের পরিচায়ক। লোকে অশ্রদ্ধা হইয়া ইন্দ্রিয়-পরায়ণগণ আচার্য্যের দুষ্ট আচরণেও দোষ করেন। আচার্য্যদের সেব্যের অভিন্নত্ব, সুতরাং তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিলে ভগবান্ তৎপরিকর-কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া জীবের দুর্গতি হয়।"

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ", "সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ" অর্থাৎ আচার্য্য ভগবৎস্বরূপ এবং সমস্ত শাস্ত্রেই আচার্য্য সাক্ষাৎ হরি বলিয়া কথিত এবং সাধুগণও আচার্য্যকে তাঁহাই জানেন—এই সকল শাস্ত্র ও মহাজনের উক্তিই আচার্য্যকে 'ওঁ বিষ্ণুপাদ' বলিবার সার্থকতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আচার্য্য 'ওঁ বিষ্ণুপাদ' অর্থাৎ 'বিষ্ণুতনু', 'ভগবচ্চরণ' বা 'সাক্ষাৎ হরি' হইলেও 'অষ্টোত্তরশত শ্রী'

বিশেষণে বিশেষাশ্রিত অর্থাৎ শক্তিতত্ত্ব, শক্তিমতত্ত্ব বা বিষয়বিগ্রহ নহেন; তিনি সেবা ভগবান্ নহেন,—সেবক ভগবান্। এইজন্যই "গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর", "তদ্ভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে", "কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্" ইত্যাদি উক্তি তাঁহার বিষ্ণুপাদত্বের সহিত শ্রীত্ব অর্থাৎ শক্তিত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। তিনি বিষ্ণু হইয়াও সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণবতত্ত্ব —তিনি ভগবৎপ্রকাশবিগ্রহ হইয়াও ভগবদ্দাস—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥
(চৈঃ চঃ আ ১।৪৪)

শ্রীচৈতন্যের প্রকাশবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ—ভগবত্তত্ত্ব বা বিষ্ণুতত্ত্ব। আচার্য্য সেই বিষ্ণুতত্ত্ব হইয়াও শ্রীচৈতন্যের দাস অর্থাৎ বৈষ্ণবতত্ত্ব। বিষ্ণু ও বৈষ্ণবতত্ত্বের যুগপৎ আবির্ভাব আচার্য্যত্বে প্রকাশিত। এইজন্যই ভগবান্ সতর্ক করিয়াছেন,—মর্ত্যবুদ্ধি করিয়া অতিমর্ত্য আচার্য্যের প্রতি অবজ্ঞা করিও না।

শ্রীল প্রভুপাদ কটক-সচ্চিদানন্দমঠে বঙ্গাব্দ ১৩৩৩, ২৪শে আষাঢ় তারিখের এক বক্তৃতায় আচার্য্যের স্বরূপ ও আচার্য্য-সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন :—

"সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ বিচার ক'র্‌বে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার ক'র্‌বে, কোন অংশে কম মনে ক'র্‌বে না। সাধু সকল—পণ্ডিত সকল বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ সকলের কর্ত্তব্য হ'চ্ছে—ভগবানের ন্যায় গুরুকে মানা—পূজা করা—সেবা করা। যদি তা' না করেন, তবে শিষ্যস্থান হ'তে ভ্রষ্ট হ'য়ে যাবেন। মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন—ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না জান্‌লে কোনদিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না। তা'র একটা প্রমাণ আছে শ্রুতিতে—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

তিনিই শ্রুতির মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারেন—যাঁ'র গুরু ও ভগবানে অভিন্নবুদ্ধি আছে।

'আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।'
যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥'

সচ্চিদানন্দ ভগবানের গায়ে হাত আছে, সেই হাত দিয়ে তিনি যেন তাঁ'র পা' টিপ্‌ছেন। ভগবানের হাতও তাঁ'র দেহ-ই—ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা ক'চ্ছেন। ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন।"—(শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৪র্থ খণ্ড ২২ পৃষ্ঠা)

শ্রীল প্রভুপাদ ১৩৪১ বঙ্গাব্দের ১লা আশ্বিন তারিখের একটি পত্রে লিখিয়াছেন,—"তটস্থাশক্তিপ্রকটিত জীব অনিত্য সংসারে ভোগী হয়, তখন সে গুরুপাদপদ্মে ভেদ দর্শন করে। গুরুদেব চিচ্ছক্তিতে নিত্য-অবস্থিত হইয়া তটস্থশক্তিতে বহু জীবের নিকট পরিদৃষ্ট হন। ভজন-পরিপক্কতায় অনন্যভজনীকে তাঁহার সেবা বার্ষভানবীর সহিত অভেদতত্ত্ব বলিয়া জানা যায়। মুক্তজীব ভেদাভেদপ্রকাশ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে মধুর রতিতে স্বয়ং প্রকাশ বলিবার পরিবর্ত্তে স্বয়ংরূপা ও স্বয়ংপ্রকাশার বিচার পর পর দর্শন করেন। 'গুরুরূপা সখী যাঁরে' বাক্যে জানা যায়—সখী শ্রীবার্ষভানবীরই কায়ব্যূহ এবং তাঁহা হইতে অভিন্না।"—(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ৩য় খণ্ড ৩১ পৃষ্ঠা)

আচার্য্যে বিষ্ণুত্ব ও বিষ্ণুসেবকত্ব যুগপৎ প্রকাশিত। 'বিষ্ণুই বিষ্ণুকে দিতে পারেন। তবে আচার্য্য "বিষ্ণুপাদ" বলিয়া লক্ষ্মীর ভোক্তা বিষ্ণু নহেন বা তিনি গোপীনাথও নহেন। স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব বলদেব ও নিত্যানন্দের দাস শ্রীমদ্ ভাগবতে কথিত আছে, কিন্তু আচার্য্যে সেইরূপ বিচার নাই। আচার্য্য নির্ব্বিশেষবাদী বাউল বা অহংগ্রহোপাসক নহেন।

অষ্টোত্তরশতশ্রী অর্থাৎ অষ্ট মূর্ত্যা (শ্রী) গোপীকে পুরোবর্ত্তিনী করিয়া শত (শ্রী) সখী অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-বিধানকারিগণের মুখের স্বরূপ যে আশ্রয়বিগ্রহে বর্ত্তমান, সেই শক্তিতত্ত্বই আচার্য্যতত্ত্ব।

আচার্য্য কখনও আচার্য্যব্রুব নহেন। যে আচার্য্য-নামধারী আপনাকে বিষ্ণুসজ্ঞায় সজ্জিত করিতে চাহে বা নিজেকে বিষয়-জাতীয় অভিমান করে, পরবেশে তুলসীমঞ্জরী গ্রহণ (?) করে, সে পাষণ্ডী।

'বিষ্ণুপাদ', 'বিষ্ণুচরণ', 'প্রভুপাদ' বা 'প্রভুচরণ' প্রভৃতি শব্দ আচার্য্যোচিত ভক্তি ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপক সম্মানার্থে 'চরণ' শব্দের প্রয়োগ। যেমন অনেক সময় বলা হয়—"বাণিচরণ বলিয়াছেন।" অথবা আমরা বলিয়া থাকি—"আমাদের গুরুপাদপদ্ম ইহা বলিয়াছেন" অর্থাৎ আচার্য্যদেব প্রভু বা নিয়ামক বলিয়া পাদপদ্ম স্বরূপ, আর আমরা তাঁর বা শিষ্য বলিয়া সেই পাদপদ্মের পরাগ বা ধূলি। যাঁহারা আনুগত্য-ধর্ম্মে নিত্য অধিষ্ঠিত থাকিতে চাহেন, তাঁহারা সকল সময়ই আপনাদের স্বরূপ 'গুরু ও বৈষ্ণবের পদধূলি' বলিয়াই জ্ঞান করেন। এইজন্যই আচার্য্যকে প্রভুপাদ, বিষ্ণুপাদ, ওঁবিষ্ণুপাদ প্রভৃতি বলা হয়। 'বৈষ্ণব'-দর্শনে 'শ্রীপাদ' ও আচার্য্য-দর্শনে 'ওঁ বিষ্ণুপাদ' শব্দের প্রয়োগ। কিন্তু প্রকৃত আচার্য্য ও প্রকৃত বৈষ্ণব নিজেকে কখনও 'বিষ্ণুপাদ' অর্থাৎ 'আমি বিষ্ণু হইতে অভিন্ন লোক-গুরু' কিংবা 'শ্রীপাদ' অর্থাৎ 'আমি বৈষ্ণব'—এইরূপ বিচার করেন না।

অনেকের কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—"আচার্য্যকে 'ওঁ বিষ্ণুপাদ' বলিলে যিনি উহা বলেন ও যিনি উহা স্বীকার করেন, উভয়েই 'নির্ব্বিশেষবাদী পাষণ্ড' হইয়া পড়েন! ইহাতে মায়াবাদ-দোষ উপস্থিত হয়।" বস্তুতঃ এরূপ বিচার সম্পূর্ণ ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। কারণ, আমরা শ্রীল প্রভুপাদের সংরক্ষিত সম্প্রদায়ে দেখিতে পাই যে, এক বৈষ্ণব আর এক বৈষ্ণবকে 'প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করেন, এমন কি, স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদও তাঁহার যে কোন শিষ্যকে 'প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং শিষ্যগণও প্রভুপাদের সেই আহ্বানে উত্তর এবং এক বৈষ্ণব আর এক বৈষ্ণবের আহ্বানে উত্তর প্রদান করিয়াছেন ও করেন। ইহার মর্ম্ম কি? যখন শিষ্যকে শ্রীল প্রভুপাদ 'প্রভু' বলিয়া ডাকিতেন, আর যখন এক বৈষ্ণব আর এক বৈষ্ণবকে 'প্রভু' বলিয়া ডাকেন, তখন কি তাঁহারা শ্রীগুরুদেবের ও বৈষ্ণবগণের 'প্রভু' হইয়াছেন মনে করেন? শ্রীগুরু ও বৈষ্ণবগণের প্রভু ত' তাঁহাদের গুরুদেব অর্থাৎ ওঁ বিষ্ণুপাদ-তত্ত্ব বা বিষয়বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্, অথবা প্রভুতত্ত্ব ত' নিত্যানন্দ বা অদ্বৈত-তত্ত্ব অর্থাৎ বিষ্ণুতত্ত্ব—

এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুই জন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥
(চৈঃ চঃ আ ৭।১৪৪)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই বাক্য অনুসরণ করিলে গুরু ও বৈষ্ণবগণ যখন শিষ্যকে ও অপর বৈষ্ণবকে 'প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করেন এবং তাঁহারা যখন প্রত্যুত্তর প্রদান করেন, তখন আহ্বানকারী ও উত্তরপ্রদানকারী উভয় সম্প্রদায়ই কি মায়াবাদে পতিত হন? বস্তুতঃ সেখানে 'প্রভু' শব্দে আহ্বানকারী গুরুদেব ও বৈষ্ণবগণ জানেন,—ইঁহারা সকলেই আমার গুরুদেবের বৈভবপ্রকাশ। আর উত্তর-প্রদানকারীও জানেন—আমি গুরু বা প্রভু নহি; কারণ, "আমি ত' বৈষ্ণব—এ বুদ্ধি হইলে অমানী না হ'ব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে, হইব নিরয়গামী।" আমি আমার নিত্যপ্রভুর পাদপদ্মের ধূলি। 'প্রভু' শব্দে একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম—"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।" শ্রীগুরুদেব আমাকে 'প্রভু' বলিয়া আহ্বান করিলে আমি যদি আমাকে 'আমার প্রভুর (গুরুদেবের) প্রভু' মনে করি, তাহা হইলে আমি কি আমাকে বিষয়তত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দর মনে করিয়া পাষণ্ড নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়িলাম না? অতএব শ্রীগুরুদেব বা বৈষ্ণবগণ কাহাকেও 'প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করিলে তদুত্তরপ্রদান-কারীর যদি গুরু-বৈষ্ণবের পদধূলি বলিয়া আত্মাভিমান না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার ঐ 'প্রভু' শব্দ শ্রবণ করিবার বা উহার উত্তর দিবার আদৌ অধিকার নাই। গুরু ও বৈষ্ণবের প্রভু-বিচারে উত্তর প্রদান করিলে উত্তরপ্রদানকারীর মায়াবাদ ও পাষণ্ডতা-অপরাধ উপস্থিত হইবে। তদ্রূপ আচার্য্যকে যখন তদনুগত-সম্প্রদায় 'বিষ্ণুপাদ' বলেন, তখন যদি তিনি মনে করেন (ইহা মনে করিলে তিনি আচার্য্যই নহেন)—'আমি বিষ্ণু, আমি নিত্যানন্দপ্রভু', তাহা হইলে তাঁহাতে পাষণ্ডতা ও মায়াবাদ উপস্থিত হইবে। কিন্তু আচার্য্য নিজের সম্বন্ধে এরূপ বিচার করেন—আমি সকল গুরু-বৈষ্ণবের—শ্রীগুরুপাদুকা-গণের পদধূলি। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের বৈভবপ্রকাশগণ আমার গুরুদেবকেই "বিষ্ণুপাদ" বলিতেছেন, হনু ও বাটপাড়ের ন্যায় মধ্যপথে

আমি ইহা অনুভব করিতে পারি না।" আচার্য্য জগতে ভক্তির সদাচার ও আনুগত্যধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্যই ঐরূপ সাধারণ বিধির মর্য্যাদা প্রদর্শন ও সংরক্ষণ করেন। নিজে প্রতিষ্ঠা-পৌরুষবিদ্যা ভোগ করিবার জন্য ঐরূপ বিচার গ্রহণ করেন না। তিনি ঐ সদাচার প্রবর্ত্তিত না রাখিলে জীবের ভক্তি-বৃত্তি বিলুপ্ত হইত।

এই জন্যই শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

"নাচ্‌তে ব'সে ঘোমটা টান্‌লে হ'বে না।" আমি গুরুর কার্য্য ক'র্‌ছি, কিন্তু যদি 'আমার জয় দিতে হ'বে না'—এ কথা প্রচার করি অর্থাৎ একটু ঘুরিয়ে অন্যভাবে বলি 'বেশী ক'রে আমার 'জয়' দাও', তা' হ'লে সেটা 'কপটতা' ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমি মূর্খ-সম্প্রদায়ের — হিংসা-পরায়ণ-সম্প্রদায়ের কোনও কথা শুনে গুরুর অবজ্ঞা ক'র্‌ব না। যখন শ্রীগৌরসুন্দর আমাকে আজ্ঞা ক'রেছেন—"আমার আজ্ঞায় 'গুরু' হঞা তার এই দেশ।" আমার গুরুদেবের কাছে এই আজ্ঞা পৌঁছেছে—গুরুদেব আবার আমাকে সেই আজ্ঞা ব'লেছেন—আমি সেই আজ্ঞা পালন ক'র্‌তে কপটতা ক'র্‌ব না—মূর্খ-সম্প্রদায়ের—কপট-সম্প্রদায়ের—কন্যাত্যাগি-সম্প্রদায়ের আদর্শ নেবো না—আমি কপটতা শিখ্‌বো না। বিষয়িগণ—মৎসরগণ—কর্ম্ম-ত্যাগি-গণ—আর্থপরগণ বুঝতে পারে না—ভগবানের ভক্তগণ কিরূপ জগতের সর্ব্ববিষয়ে পদাঘাত ক'রে ভগবানের আজ্ঞায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে লব মাত্রও ভগবানের নিষ্কপট সেবা হ'তে বিচ্যুত হন না।

কপট সম্প্রদায় — বৈষ্ণবব্রুব-সম্প্রদায় অন্তরে জড়প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষি-সম্প্রদায় মনে ক'র্‌ছেন — গুরুর আসনে ব'সে শিষ্যগণের স্তুতি শুন্‌ছে কিরূপ! প্রত্যেক বৈষ্ণব প্রত্যেক বৈষ্ণবকে 'শ্রেষ্ঠ' জ্ঞান করেন। শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়ে 'অমানী-মানদ'-ধর্ম্ম-সর্ব্বতোভাবে র'য়েছে, যারা তা'তে বৈষম্য দর্শন করে, তা'রা বিবাদ পেচক সদৃশ — অপরাধী।"—(বক্তৃতাবলী ৪র্থ খণ্ড ২৪-২৫ পৃষ্ঠা)।

কোন কোন ব্যক্তি বলেন,—"আমরা দীক্ষাগুরুদেবকে 'বিষ্ণুপাদ' বলিব, কিন্তু শিক্ষাগুরুকে সেইরূপ সম্মান প্রদান করিলে কিংবা সতীর্থ ভ্রাতাকে 'বিষ্ণুপাদ'-বুদ্ধিতে পূজিত করিলে দীক্ষাগুরুদেবের প্রতি অমর্য্যাদা-প্রদর্শন অর্থাৎ দীক্ষাগুরুদেবকে শিক্ষাগুরু সহিত-সমান করা তাঁহার নিজের সহিত সমান বিচার করার পাষণ্ডতা, মায়াবাদ ও গুর্ব্বপরাধ উপস্থিত হইবে।"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু ও আমাদের শ্রীল প্রভুপাদ এ বিষয়ের সুষ্ঠু বিচার করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন—

শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।

(চৈঃ চঃ আ ১।৪৭)

দীক্ষাগুরুর ন্যায় শিক্ষাগুরুও কৃষ্ণের স্বরূপ, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের "আচার্য্য-চৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি"—(ভাঃ ১১।২৯।৬) শ্লোকেও উক্ত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ অনুভাষ্যে বলিয়াছেন,—"আশ্রয়বিগ্রহ শিক্ষাগুরু অভিন্নের-বিগ্রহ, সুতরাং ঐ আশ্রয়বিগ্রহ সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরু হইতে পৃথক্ বস্তু নহেন, উভয়েই শ্রীগুরুদেব। তাঁহাদের প্রতি উচ্চাবচ-ভাব-প্রদর্শন বা উপলব্ধি অপরাধ আনয়ন করে। 'কৃষ্ণরূপে' ও 'স্বরূপে' ভাষাগত বৈষম্য নাই।" (চৈঃ চঃ আ ১।৪৭)

দীক্ষাগুরু সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা শ্রীনারদ প্রভুর অভিন্ন-বিগ্রহ, আর শিক্ষাগুরুগণ অভিন্নের-দ্বারা শ্রীব্রহ্মের অভিন্ন-বিগ্রহ। ইঁহারা শ্রীব্রহ্মের গুরুদেব বলিয়া শ্রীনারদ হইতে শ্রীব্রহ্ম ছোট—এরূপ বিচার শুদ্ধভাগবতগণের নাই, ইহা অর্ব্বাচীন প্রাকৃত-সহজিয়াগণের বিচার। যাঁহাকে বা যাঁহাদিগকে আমরা নিষ্কপটে শিক্ষাগুরু বলি, তিনি বা তাঁহারা আমাদের দীক্ষাগুরুপাদপদ্ম হইতে পৃথক্ তত্ত্ব—এরূপ নহেন, উভয়ের মধ্যে লীলাবৈচিত্র্যমাত্র বর্ত্তমান। কতকগুলি লোক গুরুদেবকগণকে 'শিক্ষাগুরু' বলিয়া আবার তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিবার ধৃষ্টতা করিয়া থাকে। শিক্ষাগুরুকে কিরূপে শিক্ষা দেওয়া যায়? অতএব ইহাদের কপটতা ও অসূয়া সহজেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ ইহাদের দীক্ষাগুরুতেও সম্পূর্ণ মর্ত্যবুদ্ধি আছে। কেবল নিজেকে পাষণ্ডদলভুক্ত হইতে বাঁচাইবার জন্য মুখে দীক্ষা-গুরুর প্রতি অভিমর্ত্য-বুদ্ধির ছলনা প্রকাশ করিয়া থাকে। যদি ইহাদের দীক্ষাগুরুতে অভিমর্ত্য-বুদ্ধি থাকিত, তাহা

হইলে ভক্তিরস-তত্ত্ব শিক্ষাগুরুতেও প্রাকৃতবুদ্ধি বা জ্ঞান থাকিত না।

দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুগণের অপ্রাকৃত-বৈষ্ণবের চরণে বিষ্ণুবজ্রও অপরাধ নাই। যেখানে প্রকৃত-বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ দৃষ্ট হয়, সেখানে "বৈষ্ণব-বিদ্বেষী হেন পরিত্যাজ্য এই" আচার্য্যবাক্যানুসারে দীক্ষাগুরুত্ব ও শিক্ষাগুরুত্ব স্বীকৃত হইবে না। **যেখানে দীক্ষাগুরুর সহিত শিক্ষাগুরুগণের চিত্তবৃত্তি একতাৎপর্য্যপর, সেখানেই শিক্ষাগুরুত্ব।** সেইরূপ দীক্ষাগুরুর অনুগ্রহীত ও সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট কোন যোগ্যতম শিক্ষাগুরু যদি আমাদের দীক্ষাগুরুর প্রতিভূরূপে জগতে গুরুগিরি বা গুরুপ্রেমবর্দ্ধনরূপ সেবাকার্য্য করেন, তাহা হইলে তিনি আমাদের দীক্ষাগুরু না হইলেও অভিন্ন-বিগ্রহ শিক্ষাগুরু শ্রীগণের আনুগত্যময়ী সেবা শিক্ষা দেওয়ায় দীক্ষাগুরু শ্রীনারায়ণের কৃপাসূত্রে তাঁহাকেও আমরা 'ওঁ বিষ্ণুপাদ-অষ্টোত্তরশতশ্রী' প্রভৃতি ভূষণে ভূষিত করিতে পারি। তিনি অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীনারায়ণ প্রভুর অভিন্নতত্ত্ব দীক্ষাগুরুদেবের কৈঙ্কর্য্য করায় শ্রীনারায়ণ-শিষ্য শ্রীগণেরই অভিন্ন-বিগ্রহ সেবাশিক্ষাগুরু। সুতরাং দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুর অভিন্নত্ব-বিচারে তাঁহাকেও 'বিষ্ণুপাদ' বলা যাইবে।

দীক্ষাগুরুতে ঈশ্বরত্ব অধিক প্রকটিত, আর শিক্ষাগুরুতে সেবকত্বের উজ্জ্বলতার দ্বারা সেবাত্ব আচ্ছাদিত। গোপীগণ, নন্দ ও যশোদা, সুদাম-শ্রীদাম, রক্তক-পত্রক-চিত্রক—ইঁহারা শিক্ষাগুরু। ইঁহাদিগকে কৃষ্ণও বলা যাইতে পারে; কিন্তু ইঁহারা কৃষ্ণত্বকে সেবার বিলাসে আচ্ছাদিত করিয়াছেন। ইঁহারা কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণশক্তি। ইঁহাদিগকে 'বিষ্ণুপাদ' লিখিলে নিন্দাবাদ হয় না। কিন্তু অপর আশ্রয়বিগ্রহগণ যদি আপনাকে নন্দ-যশোদা, শ্রীদাম-সুদাম বা রক্তক-পত্রক-চিত্রক প্রভৃতি আশ্রয়বিগ্রহ মনে করেন, তাহা হইলে অংশ্রয়োপাসনারূপ মায়াবাদ-অপরাধ উপস্থিত হয়। নিজেকে মূল-আশ্রয়-বিগ্রহ বা বিষয়-বিগ্রহ উভয়প্রকার অভিমানই মায়াবাদ। নন্দ-যশোদা কিংবা শ্রীনারায়ণ-শ্রীরূপ-শ্রীশ্রীজীব, শ্রীল কবিরাজ, শ্রীল নরোত্তম, শ্রীল বিশ্বনাথ, শ্রীল বলদেব, শ্রীল জগন্নাথ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদকে 'ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী', 'ভাগবত পরমহংস', 'প্রভুপাদ' প্রভৃতি বলা হয় বলিয়া আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের প্রতি ঐ সকল শব্দই প্রয়োগ করিলে তিনি কি তাহাতে আপত্তি করিতেন? বা ঐ সকল শব্দ তাঁহার প্রতি প্রয়োগ করা মায়াবাদ ও ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ হইয়াছে,—ইহা বলিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতেন? নিত্যসিদ্ধ পূর্ব্বগুরুগণ 'ওঁ বিষ্ণুপাদ' প্রভৃতি যে-সকল শব্দের দ্বারা স্তুত হইয়াছেন, সেই সকল শব্দ যখন নিজধর্ম্ম তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহারই প্রতি প্রয়োগ করিতেন, গ্রন্থে, অভিনন্দনে, সাময়িক পত্রে প্রচার করিতেন, তখন সেইগুলি ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও মায়াবাদ হইলে বা তদ্দ্বারা গুরুর আসন, গুরুর বিদ্বেষণ আত্মসাৎ করিবার কোন অভিসন্ধি থাকিলে শ্রীল প্রভুপাদ ঐ আদর্শকে মায়াবাদ বা গুর্ব্বজ্ঞা বলেন নাই কেন? বরং উহাকে ভক্তিসিদ্ধান্তই বলিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদই বিরুদ্ধবাদিগণের মতবাদ গৌড়ীয়ে, দৈনিক নদীয়াপ্রকাশে, বক্তৃতায়, প্রবন্ধে শত শত বার নিরাস করিয়াছেন। যাহা মায়াবাদ ও সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ, তাহা শ্রীল প্রভুপাদ কেন স্বীকার করিবেন? আচার্য্যগণ প্রত্যেকেই নিজ-গুরুপাদপদ্মে ভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশেষণসমূহ পৌঁছাইয়া দিয়া ঐ সকল বিশেষণের দ্বারা গুরুদেবেরই সেবা করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীব্যাসপূজার 'প্রতি-নিবেদনে' বলিয়াছিলেন—"শ্রীব্যাসের অনুগ-সম্প্রদায় তাঁহার আনুগত্যের পরিচয়ে আষাঢ়মানকাল আমার-পারম্পর্য্যে শ্রীব্যাসাসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। প্রাপঞ্চিক-বিচারে নিজ-অযোগ্যতার বিচার আসিয়া অধিরোহণ-কার্য্যে বাধা দেয় বটে, কিন্তু শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা-পালনরূপ শুশ্রূষাবলে আমাদিগকে যেন কোনদিন গুরুপাদপদ্ম-সেবাবিমুখ না হইতে হয়—ইহাই শ্রীব্যাসদেবের শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যের শ্রীচরণে আমাদের বিজ্ঞপ্তি।"

শ্রীল প্রভুপাদ আরও বলিয়াছেন,—"যে-সকল বাক্য আমার উদ্দেশ্যে কথিত হইয়াছে, তাহাতে প্রাপঞ্চিক-বিচারে আমার কোন যোগ্যতা নাই বলিয়া ঐসকল উক্তিই শ্রীগুরুদাস-সূত্রে আমার পূর্ব্বগুরুগণের প্রাপ্য বলিয়া গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহাদের শ্রীচরণকমলে সমর্পণ করিতেছি। বহির্প্রজা চালিত হইয়া ঐ বাণীসমূহ

আস্বাদন করিতে আমার কোন সামর্থ্য নাই, যেহেতু প্রভুর আদেশে "তৃণাদপি-সুনীচ" হীনশরীরী আমি এতাদৃশ গুরুতত্ত্ব-বর্ণনে অনিপুণ, সুতরাং এই সকল কথা শ্রীমদ্‌গুরুতত্ত্বের উদ্দেশে প্রেরণ করা ব্যতীত আমার আর গত্যন্তর নাই।

ভবতা মহতা সমর্পিতং ন হি বর্ত্তুং প্রভবামি বৈভবম্।
উচিতং গুরবেদ্বহং অত তা সুবরাকঃ প্রণয়াৎ
সমর্পয়ে ॥"

—(হরিভাবনী ৪র্থ খণ্ড 'প্রতিনিবেদন')

ইহাই আচার্য্যত্বের রহস্য যে, আচার্য্য পূর্ব্বগুরুবর্গের মর্য্যাদা, শিষ্যের কর্ত্তব্য-শিক্ষাদান ও আত্মরক্ষা-কল্পে সকল উপায়ন ও বিশেষতঃ গুরুবর্গের নিকট পৌঁছাইয়া দেন, নিজে মধ্যপথে ডাকাতি করেন না। কেহ 'বিষ্ণুপাদ', 'পরমহংস' বা 'ওঁবিষ্ণুপাদ' বলিতে উদ্যত হইলে বৈষ্ণবের ছলনার কপটতা করিয়া 'ঐসকল বলিও না' বলিয়া নিজকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবা হইতে বঞ্চিত ও ভক্তিবিধানকারীকে তাঁহার সেবা-বৃত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া নির্ব্বিশেষবাদী হন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুকে যখন কোন কোন ব্যক্তি নির্ব্বিশেষবাদিগণের বিচারে সন্ন্যাসী দেখিয়া "জয়তু নারায়ণ" প্রভৃতি বলিয়াছেন, তখন মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—

—'বিষ্ণু বিষ্ণু' ইহা না বলিবা।
ঈশ্বরমে কৃষ্ণজ্ঞান কভু না করিবা॥
সন্ন্যাসী চিৎকণ, জীব কিরণকণ সম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ হয় সূর্য্যোপম॥
যেই মূঢ় কহে, জীব ঈশ্বর হয় সম।
সেই ত' পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম॥

—(চৈঃ চঃ ম ১৮।১১১, ১১২, ১১৫)

সেই মহাপ্রভুই আবার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ও শ্রীহরিভক্তিবিলাসে আচার্য্যকে ভগবৎপ্রকাশ-বিগ্রহ ও তাঁহার নামের পূর্ব্বে 'ওঁ বিষ্ণুপাদ' বলিবার আদেশ প্রদান করিলেন। ইহা-দ্বারা আচার্য্য-দর্শনে জীব-দর্শন নাই,—ইহাই প্রমাণিত হইল। আশ্রয়বিগ্রহ-সমাশ্রিত বিষয়-বিগ্রহ-দর্শনই—গৌড়ীয়-দর্শন, আর আচার্য্যে জীব-দর্শন—কপটপাষণ্ড (রাক্ষস)-দর্শন। আচার্য্য—অভিন্নকৃষ্ণ, তিনি বিষ্ণুপাদ, কিন্তু তাঁহাতে কৃষ্ণকোটিত্ব বা বিষ্ণুকোটিত্বের বিচার নাই। শিক্ষাগুরুও কৃষ্ণকোটি নহেন,—সেবক-কোটি। সর্ব্বসেবাময় আচার্য্যত্বের অন্তর্ভুক্ত। আচার্য্য বলিব, অথচ 'বিষ্ণুপাদ' বলিব না—এইরূপ বিচার আচার্য্যের পদের (officeএর) প্রতি অপরাধ—ভক্তি-সিদ্ধান্তের নিকট অপরাধ। "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ"—এই উক্তির দ্বারা কি শ্রীমদ্ভাগবত ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ ন্যূনাধিকদিক্ বা জীবে ঈশ্বরকল্পনারূপ অপরাধের প্রশ্রয় দিয়াছেন?

আচার্য্যতত্ত্বটি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, মন্ত্রস্বীকারূপ অনুগ্রহের প্রকাশ, বা দিব্যজ্ঞান-প্রদানে, শক্তিসঞ্চার—ইহা বিষ্ণুর কার্য্য। আচার্য্য ঐসকল কার্য্য করিয়া বিষ্ণুর সেবা করেন। দীক্ষাদাতা আচার্য্য 'বিষ্ণুপাদ' বলিয়াই একজনের বহু দীক্ষাদাতা হন না; কারণ, বিষ্ণু বহু হইতে পারেন না। বিষ্ণুর নাম-বৈচিত্র্য, রূপ-বৈচিত্র্য, গুণ-লীলা-বৈচিত্র্য হইতে পারে; কিন্তু বিষ্ণুতত্ত্ব বহু হন না। অতএব "যার যার গুরু, তার তার কাছে, যার যার গৌর, তার তার কাছে" কিংবা "যার যার ইষ্ট, তার তার কাছে মিষ্ট" প্রভৃতি প্রাকৃত-সাহজিক-বিচার সম্পূর্ণ অভক্তিপর। আচার্য্যতত্ত্ব এক অদ্বিতীয় অখণ্ড বলিয়া বর্ত্তমান আচার্য্যকে পূর্ব্বাচার্য্যগণের ন্যায়ই 'বিষ্ণুপাদ' বলা হইবে, নতুবা আচার্য্যত্ব-স্বীকার কপটতা মাত্র। অসূয়া বা মৎসরতা ঐ কপটতাকে অনভিবিলম্বেই প্রকাশ করিয়া দেয়। আচার্য্য —বৈকুণ্ঠবস্তু। বৈকুণ্ঠবস্তুতে অন্যজ্ঞানের স্থান নাই।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম হইতে দীক্ষালব্ধ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদকে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ হইতে অভিন্ন-বিচারে ও আচার্য্য-দর্শনে 'বিষ্ণুপাদ', 'পরমহংস', 'প্রভুপাদ' প্রভৃতি শব্দের দ্বারাই ভূষিত করিয়া থাকেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদের অনুগ শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীল গৌরকিশোরের অনুগ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর। অতএব শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর সতীর্থের এক পুরুষ নিম্নে—এরূপ প্রাকৃত-বিচার পূজনীয় শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের হৃদয়ে স্থান পায় নাই। কাজেই কোন সতীর্থ শ্রীগুরুপাদপদ্মের যোগ্যতম অনুগত হইলেও আমরা যে কেবল তাঁহাকে আমাদের সহিত সমান বা কিঞ্চিৎ উন্নত বিচার করিয়া আমাদিগের সখা, বন্ধু বা

আদেশ তাঁহার পাশ্চাত্য-বিজয়ে একজাতৃত্ববাদ-স্থাপনেচ্ছুক নিখাইটের অন্তর্নিহিত বিচারের সংক্রামক ব্যাধিতে পীড়িত হইয়া তথাকথিত ব্রাদারহুড্ (Brotherhood) স্থাপন করিবে ও এতদনের নিকট মাথা বিকাইয়াছি" মুখে বলিয়া কার্য্যতঃ অবজ্ঞাকারী ও অতন্ত্র হইবার অভিসন্ধিতে আনুগত্য-ধর্ম্মকে চুলায় দিব—এইরূপ উদ্দেশ্য নির্ব্বিশেষবাদ ও নাস্তিকতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট-মহোৎসব

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

গত ২৫শে আষাঢ় (১৩৪৪), ৮ই জুলাই (১৯৩৭), বৃহস্পতিবার নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধিপ্রাঙ্গণ শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলান্তর্গত কোলদ্বীপস্থ শ্রীগোদ্রুম-দ্বীপস্থ স্বানন্দসুখদকুঞ্জ ও শ্রীমায়াপুরান্তর্গত শ্রীযোগপীঠস্থ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-সুখদকুঞ্জ এবং শ্রীশ্রীল ঠাকুরের তদনন্তর শ্রীমদ্ভক্তিসৌধকেন্দ্রস্থ শ্রীপুরুষোত্তমমঠে এবং এতদ্ব্যতীত শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার যাবতীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-ভক্তি-বিনোদ-গৌরবাণী-প্রেষ্ঠ আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর সংকীর্ত্তন-সেবা-ব্যঞ্জনায় কীর্ত্তনমুখে তদ্বিরোভিথি-পালনোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। নবদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠের শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক, 'গৌড়ীয়' পত্রের সম্পাদক-সঙ্ঘপতি মহা-মহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু শ্রীশ্রীল ঠাকুরের অপ্রকট-মহোৎসব সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং সপার্ষদে শ্রীগোদ্রুমে উপস্থিত থাকিয়া উৎসব সুসম্পন্ন করাইয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়-মঠ

শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীপাদ সখীচরণ বাসাধিকারী ভক্তিবিজয় প্রভুর আগ্রহে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকবৃন্দ গত ৩০শে জুন (১৯৩৭) বুধবার হইতে দিবসপঞ্চক তদীয় ভবনে শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ তীর্থ মহারাজ গত ৩০শে জুন, ১লা ও ৩রা জুলাই প্রথম তিন দিবস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা ৪র্থ অধ্যায় এবং শেষ দিবস শ্রীমদ্ভাগবত (শ্রীঅজামিল উপাখ্যান) পাঠ করেন। ২রা জুলাই ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত (১১শ স্কন্ধ ১৩শ অধ্যায়) এবং ৩রা জুলাই উপদেশক শ্রীপাদ নিতাই দাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। শ্রীপাদ ভক্তিবিজয়-প্রভু সপ্তাহী হরিকথামৃত-পানে পরম প্রীতি লাভ করিয়া ষষ্ঠদিবসে শ্রীমঠে (বাগবাজার-শ্রীগৌড়ীয় মঠে) একটি মহোৎসবের আয়োজন করেন এবং সভায় পারমার্থিক অসুস্থতা-সত্ত্বেও উৎসবে যোগদান পূর্ব্বক শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট হরিকথা-শ্রবণ এবং বৈষ্ণবগণ-সহ শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্যের জয়ধ্বনিমুখে মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নামব্রহ্ম ও বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে মহা-প্রসাদ সম্মান করিয়া মঠসেবকগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

ভ্রম-সংশোধন

গত ৪র্থ সংখ্যা গৌড়ীয়ের ১০১ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভে ২০শ পংক্তিতে "(১৮ই ডিসেম্বর ১৯০৪, প্রাতঃকালে)" স্থলে "(১৮ই ডিসেম্বর ১৯০৬, প্রাতঃকালে)" এইরূপ হইবে।

পাক্ষিক "শ্রীগৌড়ীয়" ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্ গৌড়ীয়াচার্য্যবর্য্য,
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-
সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

গৌড়ীয়

১২শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১লা শ্রাবণ ১৩৪৪, ১৭ই জুলাই, ১৯৩৭ | ৪৯শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

স্থান—যোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর

কাল—সন্ধ্যা, ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৩৬।

প্রত্যেক জীবহৃদয়ে ক্ষীরোদশায়ী অন্তর্যামী বিষ্ণু বাস করেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে জীব ও ভগবানের অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ এবং পরস্পরের নিত্য যুক্তাবস্থান কথিত আছে,—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

প্রত্যেক জীবাত্মায় দুইটি বস্তু আছেন—সেব্য ও সেবক। প্রত্যেক জীবের হরিসেবা-ব্যতীত অন্য কর্ত্তব্য নাই। ভগবান্‌কে ষোল আনা সেবা প্রদান করাই ভক্তের কর্ত্তব্য। কর্ম্মকাণ্ডিগণ প্রভুর সেবা নিজেরা গ্রহণ করেন। ভক্তি না থাকিলে ভগবান্‌কে বঞ্চনা করিয়া আমরা নিজেই জগৎ ভোগ করি। কর্ম্মকাণ্ডে অবস্থানকালে নিজেই ফলভোক্তা সাজিয়া আমরা অন্যের উপর প্রভুত্ব করি। ঐশ্বর্য্য-প্রভু-শ্রীর অভিমানে মত্ত থাকিলে এবং নিজকে প্রভু ও 'গুরু'বুদ্ধি করিলে জীবাত্মাকে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান স্থানে সম্মান প্রদানের পরিবর্ত্তে উহাদের নিকট হইতে সম্মান ও অভিবাদনাদি গ্রহণের স্পৃহা বলবতী হয়। অন্যে অভিবাদন করিলে তাহাকে প্রত্যভিবাদন করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক জীবহৃদয়ে জীবপ্রভু বিষ্ণু আছেন। সেই জীব-প্রভুকে উদ্বেগ দেওয়া কোনমতেই উচিত নহে। কোনও প্রাণীকে হীনজ্ঞানে অথবা অসূয়া বশতঃ কষ্ট দেওয়া ও অবজ্ঞা করা উচিত নয়। নিজের অন্তর্হিত প্রভুর প্রতি

সেবোন্মুখ হইয়া বাস করা কর্ত্তব্য। আমাদের চারিপাশ সকলকে বিষ্ণুর সেবক জ্ঞানে নমস্কার করা কর্ত্তব্য। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবের হৃদয়েও ভগবান্ আছেন। ভগবানের প্রতি সেবাবিমুখ হওয়ার ফলেই ইহারা lower creation হইয়াছে। চারি বর্ণাশ্রম বিষ্ণু হইতে উদ্ভূত।

মুখ-বাহুরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।

চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্। (ভাঃ ১১।৪।১৪)

জীব আত্মবিস্মৃত হইয়া নিজেই 'কর্ত্তা' সাজিয়া পড়েন। তখন কৃষ্ণেতরের সখবা শ্রীগোবিন্দের সেবক বৈষ্ণবগণের উপরও প্রভুত্ব বিস্তার করিবার ইচ্ছা হয়। কৃষ্ণদাস জীবকে ভোগ প্রদান করিলে কৃষ্ণসেবা হয় না। সেইজন্য শাস্ত্র বলেন—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।

অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে। (গীতা ৩।২৭)

কর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।

ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ।

(ভাঃ ১১।২।৪৭)

"লৌকিক প্রত্যক্ষসারে যিনি কর্চ্চামূর্ত্তিতে হরিপূজা করেন, কিন্তু হরিভক্ত ও হরির অধিষ্ঠান-স্বরূপ অন্যজীবকে শ্রদ্ধা ও দয়া করেন না, তিনি কনিষ্ঠ।

"প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।"

ভগবানের সেবকগণ তাঁহার সেবকের সেবা করেন। হরিসেবাবিমুখগণ ভক্তদাস নহেন। এই মায়িক জগতে—এই বিবাদের যুগে হরিকথা-ব্যতীত ইতরকথার প্রাবল্যই অধিক। সুতরাং আমাদের পক্ষে জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই বিবদমান জগতে ভগবান্ অনন্তের কথা প্রচার করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। শ্রীঅনন্তদেবের কৃপা হইলে এবং কৃপাপ্রার্থী ব্যক্তি নিকপট হইলে সেই জীব মায়ামুক্ত হইয়া তাঁহাকে লাভ করেন।

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ

সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।

তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং

নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে। (ভাঃ ২।৭।৪২)

অতএব আমাদের আলোচ্য—

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।

তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্।

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে গুরুমুখ হইতে শুনিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা জানিতে পারেন যে, অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই গুরুগণ, ঈশভক্ত, ঈশ, ঈশাবতার, ঈশপ্রকাশ ও ঈশশক্তিরূপে প্রকাশিত। পারমার্থিক গুরুব্যতীত আগন্তুক গুরুসকলও মানবের সম্মানার্হ। ভগবানের শক্তিবলেই আগন্তুক হিসাবে যেই রাজা, পুরোহিত ও শিক্ষক প্রভৃতি সকলেই যথাযোগ্য সম্মানের পাত্র। আগন্তুক জ্ঞান লাভ করিতে হইলেও আগন্তুক গুরুর আবশ্যকতা আছে, পরমার্থ-জগতের ত কথাই নাই। আধ্যক্ষিকচেষ্টায় ভগবান্‌কে জানা যায় না। আবার ইতরজগতে অবতীর্ণ ভগবদবতার ও ভক্তগণকে আগন্তুক ব্যক্তিগণের সঙ্গে সমান জ্ঞান করা উচিত নয়। মধ্যমাধিকার হইতেই হরিভজন আরম্ভ হয়। তাঁহার আচরণ যথা—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।

প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ।

(ভাঃ ১১।২।৪৬)

আমি ভগবানের সেবা করিলাম, অতএব তাঁহার বিনিময়ে তাঁহার নিকট হইতে কিছু আদায় করিয়া লইব,—ইহা নাস্তিকীয় বিচার। ভগবানের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিতে হইবে না, তাঁহাকে সেবা নিবেদন করিতে হইবে। লোক নাস্তিক হইয়া জল-বায়ু, পোষাকপরিচ্ছদ প্রভৃতি কতরূপে ভগবানের সেবা গ্রহণ করিতেছে। অভক্ত কর্ম্মী ও স্মার্ত্তের Ethical principleই ঈশ্বরকে নিজের ভোগের জন্য খাটাইয়া লওয়া। We think we are to receive or accept service from this Universe which is His creation. ইতরবস্তুগুলিও ভগবানের সেবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। সেগুলিকে আমাদের সেবায় নিযুক্ত করিলে ভগবানের প্রতি অবজ্ঞা করা হয়। Altruistic idea must be avoided. We must be altruist in the fullest and unalloyed sense. All so-called religionists seek after altruism.

শ্রীগুরুপাদপদ্মের চিন্তাধারা আগন্তুক চিন্তাস্রোতে বিপ্লব আনয়ন করে। শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমাদিগকে একাদশটি পরমগুরুর সন্ধান প্রদান করিয়া প্রভূত কৃপা করেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু শ্রীগুরুপাদপদ্মের বন্দনায় বলিয়াছেন—

নামচ্ছেঃ বহুধাপি শক্তীপুত্রকস্য স্মরণাৎ
ভগবতঃ প্রণয়িকপুত্রোঃ যাদৃগ্রোঃ সোঢ়বানীম্।
তাদাকুতঃ গিরিবরদরে। হাবিদ্যা-মাববাণাং
প্রাংশোনস্ত প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি।

আগতিক গুরুগণ আমাদিগকে মায়িকবস্তুর সন্ধান দান করে, অর্থ ও মোক্ষের সন্ধান দিতে পারে, কিন্তু ভগবৎ-প্রেষ্ঠ ব্যতীত ভগবানের সন্ধান কেহই দিতে পারেন না। পূর্ণতম গুরুপাদপদ্মের সন্ধান না পাইলে ছায়াস্বরূপ মায়িক-গুরুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। ভগবদ্বিত্ত শ্রীগুরুপাদপদ্ম—ভগবানের শ্রেষ্ঠ সেবক, ভগবানের পরম প্রিয়পাত্র। ভগবান্‌ও তাঁহার সেবা করেন। ভগবানের কৃপা হইলে গুরুভাগবত ও গ্রন্থভাগবতের সহিত সাক্ষাৎকার হয়। গুরুভাগবতের আনুগত্যে গ্রন্থভাগবত সেবনীয়। শ্রীমদ্-ভাগবতের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য এরূপভাবে কীর্ত্তিত—

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিতং নৈষ্কর্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।
(ভাঃ ১২।১৩।১৮)

শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রসিদ্ধ কৃপায় ভগবান্ কি বস্তু, তাহা শ্রৌতপথে জানিতে পারি। অপ্রাকৃত শব্দের শ্রবণের ফলেই অপ্রাকৃতবস্তুর অনুসন্ধানস্পৃহার উদয় হয়। মানবের শ্রবণ করিবার জন্যই শব্দের আবির্ভাব হয়। আমার কর্ণের আবশ্যকতা শব্দ শ্রবণের জন্য। শব্দ না থাকিলে আমরা বর্ণমালার ব্যবহার করিতে পারি না। বিষয়ের অভাবে ইন্দ্রিয় চালনা করিতে পারি না। অমনোযোগীকে মনোযোগী, বহির্মুখকে উন্মুখ করিবার জন্যই—বিপথ-গামীকে সুপথে চালিত করিবার জন্যই গুরুবর্গ অপ্রাকৃত শব্দের ব্যবহার ও অনুশীলন করেন। পাঠশালার বালক-ছাত্র যখন উপদেশ-শ্রবণে অমনোযোগী হয়, তখন পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে কান টানিয়া মনোযোগী করেন। অপ্রাকৃত শব্দবিৎ শ্রীগুরুদেবও বহির্মুখ ও কুকণ্ঠনে অমনোযোগী শিষ্যকে কর্ণে আঘাত প্রদান করিয়া আকর্ষণ করেন অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের জড়বিলক্ষণাত্মিকা বাণী শ্রবণ করিতে প্রথম প্রথম শিষ্যের বড়ই কষ্টবোধ হয়, কিন্তু শিষ্যকে বেদ শ্রবণ করাইবার পূর্ব্বে আচার্য্যকে মানবকের কর্ণবেধসংস্কার প্রদান করিতে হইবে। শিষ্যের প্রতি উহাই আচার্য্যের প্রথম কার্য্য। Attention is drawn by pulling the ear. For mundane objects we impart mundane words. কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ-নাম প্রদান করেন। সেই বৈকুণ্ঠনামই আমাদিগকে অপ্রাকৃত চিন্তার রাজ্যে লইয়া যায়।

কতকবৎসর যাবৎ শিশুদিগকে 'Kinder garten' systemএ শিক্ষা প্রদান করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। উদ্দেশ্য,—বিভিন্ন বস্তুর সাহায্যে শব্দের এবং শব্দের সাহায্যে বস্তুর পরিচয় শিক্ষা দেওয়া। শিশুর মন বাহ্য-জগতের সহিত অভিজ্ঞতাসূত্রে আবদ্ধ নহে বলিয়া তাহার তৎকালে কোন বিষয়ের প্রতি তেমন আগ্রহের উদয় হয় না। কাণের 'কা কা' শব্দ উহার কর্ণে প্রবেশ করিলে উহা কোথায় এবং কি প্রকার জন্তু, তাহা জানিবার স্পৃহা হয়। এস্থলেও দেখিতে পাইতেছি যে শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিয়া Ocular visionকে regulate করিতেছে। বর্ত্তমানযুগে শিশু বালক-বালিকাগণের Psychology যে যত study করিতে পারে, তাহার শিক্ষাপ্রদান তত ভাল হয়।

'নাম' বা সংজ্ঞাটি বাচ্যবস্তুর বাচক। "নামচ্ছেঃ" অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ object হরিনামের কথা জানিতে হইবে। সকল ভগবন্নাম অপেক্ষা কৃষ্ণনাম শ্রেষ্ঠ।

Our sight must be erroneous if we do not first hear from our spiritual master. Aural reception must be offered at first. বস্তুবিষয়ক impressionটী অধিকরূপে দিতে হইলে শ্রবণকারীর কর্ণ-বেধ সংস্কার করিতে হয়। সাধারণতঃ শিশুদিগের কোন কিছু শব্দ বা ইঙ্গিতের দিকে প্রথমেই কাণ প্রধাবিত হয়। উহাদের চক্ষুর দৃষ্টিটী vacant. শব্দের সঙ্গে empirical knowledge এর নিকট সম্বন্ধ আছে। Transcendental knowledge সম্বন্ধেও তাহাই। Absolute atmosphereএ থাকিতে ইচ্ছা করিলে Absoluteএর কথা শ্রবণ করা আবশ্যক। সকলপ্রকার মঙ্গলাভের মধ্যে বিষ্ণুর নাম শ্রবণ primary thing. সর্ব্বক্ষণ Absolute এর শ্রবণ হওয়া দরকার। Infinitesimal wholeএর survey হইলেই Absolute কে শ্রবণ করা হয়। "আমি দেখিতেছি,

আমি আস্বাদন করিতেছি,"—এগুলি প্রাকৃত দর্শন। সাংখ্যবাদীর মতে—"প্রকৃতের্মহান্, মহতোঽহঙ্কারঃ, অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি ইত্যাদি।" মানসিক দৃষ্টিতে যে দর্শন, তাহা eclipsed বিষ্ণুদর্শন। মায়া হইল বিষ্ণুর eclipsing agent. যেখানে নিজের চেষ্টা শুরু হইয়া ভগবানের চেষ্টার উপর হয়, সেখান হইতে জীবের সুবিধা হয়। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের কথা নিজের বুদ্ধির দ্বারা বুঝিতে চাহিয়াছিল। সুতরাং তাহার প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন সেবাবৃত্তি ব্যতীত প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রবণ হয় নাই। হিরণ্যকশিপুর অনুগত নাস্তিকগণ বিষ্ণুকে প্রত্যক্ষ করিতে চায়। তাহারা বিষ্ণুকে নিজের ন্যায় প্রাকৃত ও অন্য দেবতার সহিত সমজ্ঞান করিতে থাকে। কিন্তু শাস্ত্র বলেন—

অর্চ্চে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥

(পদ্মপুরাণ)

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৭।১১৪)

ব্রহ্মের আলোচনায় জানি—"বৃহত্বাৎ বৃংহণত্বাৎ ব্রহ্ম" ব্রহ্মের ধারণা প্রাকৃত বস্তুর অনুপাতে magnitudinal differenceএ অবস্থিত। ব্রহ্মানুসন্ধানটি—from finite towards infinite এ proceed করা। জ্ঞানীদের মতে all kinds of specifications are barriers. উহাদের ধারণায় একটা whole thing করার দরকার। জীবের ব্রহ্ম হইয়া যাওয়া অথবা "সকলই ব্রহ্ম"—ইহা Pantheistic ও Panentheistic idea. নাম-রূপ-গুণ-পরিকর ও লীলা—সকলই নামে আছে। Vishnu is All-pervading. তাঁহাকে অধোক্ষজ বাসুদেব রূপে দর্শন না হইলে ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও শিব ত্রিবিধ বলিয়া প্রতীত হয়। শ্রীবিষ্ণু সকল দেবতার নমস্য। বিষ্ণুতত্ত্বের পরিপূর্ণ তত্ত্ব শ্রীমন্মহাপ্রভুর বন্দনা এই শ্লোকদ্বয়ে ভাগবত গান করিয়াছেন—

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।

ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্। (শ্রীমদ্ভাগবত)

সাধন প্রণালীর মধ্যে ধ্যান, ধারণা, প্রাণায়ামের কথা শুনা যায়। ধ্যান-কার্য্যটি বিচারপূর্ণ অবস্থা। হিন্দী-ভাষায় একটি কথা সচরাচর পারমার্থিকগণের মধ্যে শ্রুত হয়—"সোচ্না চাহিয়ে" অর্থাৎ চিজ্জগতের বিষয়ে ধারণা বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। শ্রৌতবাণী শ্রবণের যোগ্যতা আবশ্যক, ইহাকে 'ধারণা' বলা যায়। প্রাণায়াম অর্থাৎ প্রাণবায়ু সংযমন ও প্রসারণ করা। প্রাণবায়ু যোগমার্গে সংযত ও প্রসারিত হয়। আমাদের নাসিক্যবায়ু পঞ্চ মহাভূতের অন্তর্গত, উহা বায়ুর all-pervasive অবস্থা পায় না। বিষ্ণুই জীবের মুখ্যপ্রাণবায়ুর অধিদেবতা। শুধু যে মানবেরই প্রাণবায়ুর আবশ্যকতা আছে, তাহা নহে, জলচর প্রাণিদেরও প্রাণবায়ুর দরকার। প্রাণকে পাশ্চাত্ত্য ভাষায় Pneuma বলে। প্রাণধারণের জন্য শুধু নাসিকা-দ্বারা বায়ু গ্রহণই পর্য্যাপ্ত নহে। আমাদের জীবন ধারণের জন্য বায়ু ব্যতীতও অন্যান্য gross materialsএর প্রয়োজন হয়। সুতরাং বিষ্ণুর ইচ্ছা ও কৃপাতেই যে আমাদের জীবন-ধারণ হইতেছে, ইহা বলা বাহুল্য।

'নামগ্রহে'—বিষ্ণু-নামের সহিত অন্য নামের তুলনা করা নামাপরাধ। "যেনে নেওয়া" ধর্ম্মে আবদ্ধ থাকিলে কোনও কালে সুবিধা হইবে না। চিজ্জগতের ব্যাপারে এই জড় জগতের মূর্খতা আবাহন করিতে হইবে না। "যত মত তত পথ" বা সকল প্রকার ধারণাই সমান ফল হইতে পারে না। হাওড়া হইতে হরিদ্বারে যাইতে পথে লক্ষ্ণৌ ও সাহারাণপুর প্রভৃতি ষ্টেশন পড়িয়া যাইবে। আমি যদি ভুলক্রমে হরিদ্বারের টিকেট ক্রয় না করিয়া উহার পূর্ব্বের কোনও ষ্টেশনের টিকেট ক্রয় করিয়া বসি, তাহা হইলে মনে মনে হরিদ্বারের কথা চিন্তা করিলেও কাল-কালে শেষ গন্তব্য ষ্টেসন হরিদ্বার পর্য্যন্ত যাওয়া যাইবে না বা পৌঁছান' হইবে না।

বৈকুণ্ঠ-শব্দ হইতে বৈকুণ্ঠ-শব্দী ভগবানের ভেদ নাই। বেদশাস্ত্র অদয় জ্ঞানের কথা বলিবার জন্যই তত্ত্ববস্তুকে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলিয়াছেন। Synthetic system হইতে analytic এবং diversity হইতে unityতে উপনীত হইতে হইবে। উহাই এষণম।

আচার্য্যই বৈকুণ্ঠনাম প্রদান করেন ও করিতে পারেন। তিনি ভগবানেরই অভিন্ন-সেবক-বিগ্রহ। তাঁহাকে মনুষ্য-জ্ঞানে অবজ্ঞা করিতে নাই, অবজ্ঞা করিলে সর্ব্বনাশ হয়।

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"

(ভাঃ ১১।১৭।২৭)

বৈকুণ্ঠনাম কৃষ্ণ জগতের কুণ্ঠতার মধ্যে আবদ্ধ নহে। মায়িক বা জাগতিক অকল্পবেদ্যরূপ নামকে allpervading-রূপে প্রকাশ হইতে বাধা প্রদান করিতেছে। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সদ্‌গুরুই কৃষ্ণকে দিতে পারেন। 'শরণাগতি'-পাঠে আমরা অবগত হই যে, বৈষ্ণব গুরুই কৃষ্ণকে দিতে পারেন। যথা—

"কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি'
ধাই তব পাছে পাছে॥"

কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগীর অথবা জাগতিক অধ্যাপকের নিকট গমন করিলে যাহার কথা প্রথম করিতে হইবে। ইঁহারা বিষ্ণুর নিত্যাস্তিত্ব ও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্ব স্বীকার করেন না। ইহারা ভগবদবতার ও আচার্য্যদেবে মর্ত্যবুদ্ধি করিয়া থাকেন।

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥"

দীক্ষাপ্রাপ্ত বৈষ্ণবব্রাহ্মণেরই বিষ্ণুসেবায় অধিকার আছে। অদীক্ষিত স্ত্রী ও শূদ্রগণের বিষ্ণুপূজায় অধিকার নাই। মানুষ রজস্তমোগুণতাড়িত হইলে 'বিষ্ণুভক্তি ছাড়া অন্য কথা বা উপায় আছে এবং বিষ্ণুভক্ত ছাড়াও ভাল লোক আছে'—এইরূপ বিচার করে। ইহারা ক্রমশঃ নাস্তিক হইয়া যায়। যাহাদের non-devotional attitude আছে; তাঁহারা নামের শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে পারেন না। শব্দ যদি প্রাকৃত বা ক্ষুদ্র হইল, তাহা হইলে উহা মায়াশক্তির অন্তর্গত হইয়া পড়িল। এজন্যই নামকে শব্দব্রহ্ম বলা হয়।

'অনয়া রাধিতো'র বিচার প্রণালীর কিন্তু 'অনয়া রাধিতো'র বিচার প্রণালীর নয়। বস্তুকে measure করা যায় না। চিচ্ছক্তি হ্লাদিনী বা আনন্দদায়িনী শক্তি। The word God or Theos has got a very limited idea. We find the perfect and highest conception of theism in Krishna only. The word 'Allah' means the greatest i.e. possessor of a partial quality. It is an adjective. But Krishna is the source of all powers. He is the Proper noun. The inculcators of Vishnu the Absolute Truth are perfectly sanguine of their full conception. Baikuntha must not be measured.

'নামশ্রেষ্ঠং মনুমহি' কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণমন্ত্র যাহা শ্রীগুরুদেব অনুগত শিষ্যকে প্রদান করেন, তাহার আলোচনা হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমার দর্শন হয়। যেকাল পর্য্যন্ত গুরুতে মর্ত্যবুদ্ধি থাকিবে, সেকাল পর্য্যন্ত পরিমাণের কথা ও মহিমা বুঝা যাইবে না। 'একমাত্র কৃষ্ণনামই শ্রেষ্ঠ'—ইহা শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রেষ্ঠ দান। শ্রীচৈতন্যদেবকে মানুষরূপে মনে করিলে অনন্তকালেও মঙ্গল হইবে না। "শচীসুতমত্র স্বয়ং, কৃপয়া তদাশ্রয়তুরুপুরাঃ মাধুরীঃ গৌরবাটীম্" শ্রীগুরু-কৃপাতেই এসকল পাওয়া যায়। মনুষ্য শুদ্ধ কৃষ্ণ-জ্ঞান-ভূমিকা, তথায় জাগতিক abstract ও concrete-এর idea পৌঁছিতে পারে না।

কৃষ্ণ-মন্ত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জগতে সাপের মন্ত্র, বাঘের মন্ত্র প্রভৃতি অনেক প্রকার প্রাকৃত মন্ত্রেরও কার্য্যকারিতা আছে। কিন্তু অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-মন্ত্রে সিদ্ধি হইলে সর্ব্বপ্রকার মনোবাঞ্ছা থাকিয়া যায়। তৎকালেই শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর কথা অর্থাৎ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' বুঝিতে পারা যায়। তৎকালেই শ্রীল সনাতনের Theology'র মধুরতাও উপলব্ধি হয়। গোকুলবাটী ও মথুরার আশে পাশের সকল স্থানই কৃষ্ণের বিহার-ক্ষেত্র। শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের নিত্যকুঞ্জ আছে, সেখানে তিনি সেবা-প্রভাবে কৃষ্ণকে আবদ্ধ করিয়াছেন। সেখান হইতে কৃষ্ণ এক মুহূর্ত্তও অন্যত্র যাইতে পারেন না। গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত অন্য কোনও স্থানে গোষ্ঠ নাই। গো+ষ্ঠ=গোষ্ঠ, অর্থাৎ যেখানে কৃষ্ণের গো-সকল বিচরণ ও অবস্থান করে। কৃষ্ণের গো-সকল কি রকম, তাহা সেখানে গেলে দেখা যায়। শাস্ত্ররস-রসিক শুদ্ধ কৃষ্ণজ্ঞান-নিষ্ঠ জাতিগুরুগণ কৃষ্ণের গো সমূহ হইয়াছেন। "রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকা-মাধবাশাং"

শ্রীগুরুদেবের কৃপা-বলেই নিত্যিয় গোবর্দ্ধনকে পাওয়া যায়। ব্রহ্মবাদিগণকে জ্ঞানবিধানের জন্যই কৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণ-লীলা। কৃষ্ণই অপর মূর্ত্তিতে গোবর্দ্ধন, মনোধর্ম্মযুক্ত হইলে গোবর্দ্ধনকে প্রস্তরবাশি-রূপে দর্শন হয়।

শ্রীমতী রাধিকাদেবী যেখানে ক্রীড়া করেন, তাহা কৃষ্ণপ্রেমের কাদা-মাটির তৈয়ারী ঘিনিষ নয়, উহা দিব্যচিন্ময়। "রাধিকা-মাধবাশ্রয়ে" অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধামাধবের অন্তরঙ্গসেবা-লাভের আশা যাঁহার কৃপায় পাওয়া যায়, তিনিই শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম।

শ্রীকৃষ্ণ অরিষ্টাসুরকে বধ করিয়া রাধাকুণ্ডে স্নান করিয়াছিলেন। অরিষ্টাসুর অর্থাৎ যাহাকে 'ধর্ম্মের ষাঁড়' অথবা ethical principle বা 'মাপাধর্ম্মের প্রতীক' বলা যায়, উহাকে বধ করিয়াছিলেন কৃষ্ণ। ঐ অসুরটি শ্রীরাধা-কুণ্ডে সখীর গোপিকাজ্ঞানে আক্রমণ করিয়া কৃষ্ণসেবার বাধা উৎপাদন করিয়াছিল। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় আমাদের সকলপ্রকার অমঙ্গল নষ্ট হইয়া সর্ব্ববিধ মঙ্গলের উদয় করায়। মাপাধর্ম্ম বা শুষ্কনীতি দ্বারা কৃষ্ণকে কখনও জানা যায় না। তাঁহাকে জানিতে পারা যায় একমাত্র কেবলা ভক্তির দ্বারা।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥
(গীতা ১৮।৫৫)

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ (গীতা ১৮।৫৪)

একমাত্র কৃষ্ণকথাই মূল্যবান্। গোলোকের পানের সংগ্রহ করিতে হইলে কৃষ্ণকথাই সম্বল। কৃষ্ণকথা ব্যতীত অন্য কোন কথার কাণাকড়িও মূল্য নাই। জগতে কৃষ্ণ-কথার বহুল প্রচার হওয়া আবশ্যক। কৃষ্ণের অবতারসমূহের কথার আলোচনা-ফলে জীবের সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বুদ্ধি দূরীভূত হইলে জীব বিরজা-ব্রহ্মলোকের কেবল-নির্ব্বিশেষত্ব অতিক্রম করিয়া ক্ষীরসাগরের তীরে বাহ্য-অন্তর্যামী পরমাত্মা তৃতীয় পুরুষাবতার অনিরুদ্ধবিষ্ণুর সাক্ষাৎকার পায়। আমরা বর্ত্তমানে কৃষ্ণের কথা ও কৃষ্ণভক্তের কথা পরিত্যাগ করিয়া হাড়মাসের থলি এই দেহের চিন্তায় দিনগুলি অতিবাহিত করিতেছি। আমাদিগের অন্তরঙ্গের সহিত পরিচয় হইতেছে। আত্মা বা Soulএর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হইতেছে না। বৈষ্ণব-অনুভূতি না হওয়ায় জগদ্বাসী আমরা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতেছি। পরম সত্যবস্তুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না। উহা তাহারও আক্রমণ-যোগ্য নহে। আমরা যদি নিজকে জাগতিক বহুধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির অন্যতম মনে করি, তাহা হইলে জাগতিক কথা লইয়া পরস্পর বিদ্বেষ ও প্রতিযোগিতামূলে আমাদের জীবন বৃথা অতিবাহিত হয়।

আমরা বর্ত্তমানে যে-স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, উহা যোগমায়াপুরপীঠ অথবা যোগপীঠ-শ্রীমায়াপুর। কৃষ্ণের স্বাধীনা লীলা যোগমায়া বা চিচ্ছক্তির দ্বারাই সংঘটিত হয়। আর জাগতিক অনুভব ও শুষ্কবিলাস জোগমায়া বা মহামায়ার দ্বারা পরিচালিত হয়। এই স্থান বৃন্দাবন-শ্রীযোগপীঠের অভিন্ন। শ্রীবৃন্দাবন যোগপীঠে রত্নমন্দিরে রত্নসিংহাসনে শ্রীগোবিন্দদেব প্রিয়সখীগণ-কর্ত্তৃক সেবিত হন।

শ্রীমদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীল-গোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥
শ্রীমান্নাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥

শ্রীমতী বার্ষভানবীর অমল ধাম হইতে নিযুক্ত হইতে পারিলেই জড়জগতের চিন্তাস্রোতঃ চিরতরে সমূলে বিনষ্ট হয়। অরিষ্টাসুরের বিনাশ না হইলে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা-সুখ লাভ হয় না। হরি-গুরু-বৈষ্ণববিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধের ব্যবহার না করিলে হরিজন হয় না।

'কাম' কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে, 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষি-জনে,
'লোভ' সাধু-সঙ্গে হরিকথা।
'মোহ' ইষ্টলাভ বিনে 'মদ' কৃষ্ণভজনে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥

নামশ্লোকঃ মহারাজ শচীপুত্রস্য সুন্দরং
রূপং তস্যাগ্রজস্যাপি মাধুরীং গৌরবাদীন্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো। রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

আজ এই পর্য্যন্ত।

—:০:—

নির্ম্মৎসর ভাগবতধর্ম্ম ও মৎসরতা

শ্রীলপাদপদ্মবং আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের শ্রীনামের পূর্ব্বে 'ওঁ বিষ্ণুপাদ', 'পরমহংস', 'আচার্য্য', 'চিদ্‌বিলাস', 'অষ্টোত্তরশতশ্রী' ও শ্রীনামের পরে 'গোস্বামী', 'প্রভুপাদ' প্রভৃতি শব্দ দেখিয়া মৎসর, হিংসক, ভক্তিবিদ্বেষী, পাষণ্ড, অজ্ঞাতিদ্রোহী, প্রাকৃত-নিত্যনিষেধবাদী কতিপয় ব্যক্তি তাহাদের সংবাদ-পত্রে 'অমুকের ছেলে অমুক' কিরূপে ঐ প্রকার বিশেষণের দ্বারা বিভূষিত হইতে পারেন,—এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের চিত্তকে কলুষিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সেই কথার উত্তর সংস্কৃত পদ্যে "কুতর্কেভেদিকা" নামক গ্রন্থে 'গৌড়ীয়' ৪র্থ বর্ষ ২১শ সংখ্যার ১ম পৃষ্ঠা ও ২২শ সংখ্যার ২১শ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট অনুগত জনগণের দ্বারা সর্ব্ববাদিসম্মত-ক্রমে 'আচার্য্য' বলিয়া স্বীকৃত ও পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে তাঁহার অধস্তন আচার্য্যবর্য্যরূপে স্বপ্রকাশিত ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ভাগবত চিদ্‌বিলাস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিপ্রভুচরণের গুরুসেবাময়ী বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া মৎসরানলে জর্জ্জরিত কতিপয় ব্যক্তি "আমরা গুরু হইতে পারিলাম না" মনে করিয়া নিরাশার সাগরে ভাসমান হইতে হইতে সম্প্রতি যে-সকল কপটতা, সত্যের অপলাপ-চেষ্টা, মঠমন্দিরে ছিদ্রান্বেষণ ও নানাপ্রকার অপরাধ-তৃণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আচার্য্যরূপে প্রকাশিত হইবার কালে ভক্তিপ্রতীপদলে যে-সকল অভিনয় পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি দেখা যাইতেছে। আচার্য্যের নামের পূর্ব্বে 'ওঁ বিষ্ণুপাদ' 'পরমহংস' 'চিদ্‌বিলাস' বা 'অষ্টোত্তরশতশ্রী' লিখিবার সার্থকতা কি? 'আচার্য্য' শব্দের অর্থ কি? শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর নির্দ্দেশানুসারে তদনুগ শ্রীপাদ ভাগবতানন্দ ব্রহ্মচারীজী প্রায় ১২ বৎসর পূর্ব্বে যে-সকল কথা 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশ করিয়াছিলেন, একণে পরে পূর্ব্ব ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখিয়া নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল—

হে শুক্র! ন হি গুরুপাদপদ্মং
বিস্তব্ধবুদ্ধ্যা সমুপৈসি নূনম্।
শিষ্যঃ কথং শ্রীগুরুনামধেয়-
মুচ্চারয়েত্তত্র ন চাস্তচিত্তঃ॥

গুরুদ্রোহিংস্বয়াধীতা ন ধর্ম্মাদ্ বৈষ্ণবী-স্মৃতিঃ।
স্মৃতিভ্রংশস্ততস্তস্মাদ্ বুদ্ধিনাশাচ্চ নশ্যসি॥
বৈষ্ণবস্মৃতিরাজে চ হরিভক্তিবিলাসকে।
নারদপঞ্চরাত্রস্থ ধৃতং যদ্বচনং বচঃ॥
দুরদৃষ্টান্ত দৃষ্টান্তে দুষ্টাচারস্য তদ্‌যতঃ।
স্পষ্টমুল্লিখিতং পদ্ম দৃষ্টে নষ্টমতেহিতম্॥
"যথা তথা যত্র তত্র ন গৃহ্ণীয়াচ্চ কেবলম্।
অভক্ত্যা ন গুরোর্নাম গৃহ্ণীয়াচ্চ যতাত্মবান্।
প্রণবঃ শ্রীস্ততোনাম বিষ্ণুশব্দাদনন্তরম্।
পাদশব্দসমেতঞ্চ নতমূর্দ্ধাঞ্জলিযুতঃ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১।৬০)—

অতএব বিনির্ণীতং শাস্ত্রেষ্বেষপরায়ণৈঃ!
অত্র যৎ তত্র শাস্ত্রেষু পরিহাসাস্পদং মহৎ॥
পরমহংসশব্দোঽয়ং শাস্ত্রেষ্বেবাভিধীয়তে।
কূপমণ্ডূককল্পেন ভ্রান্তৈস্তদপূজনম্॥
সত্যে বভূব কিল হংস ইতি প্রসিদ্ধঃ
একৈব জাতিরিতি ভাগবতে নিরুক্তম্।
হংসেষু যে তু পরতত্ত্বপরায়ণান্তে
খ্যাতাঃ পুরা পরমহংসবরাঃ পুরাণে॥
আচার্য্যসঙ্গস্তব যর্হি জাতঃ
আচার্য্যশব্দশ্রবণেন মুগ্ধঃ।
আচারকার্য্যেণ সমং প্রচারঃ
আচার্য্যচিহ্নং কথিতং সদার্য্যৈঃ॥
"আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥"
আচারো ভগবদ্‌সেবা তথা দুঃসঙ্গবর্জ্জনম্।
অনাচারমসৎসঙ্গী স্বমাচারং হি মন্যসে॥

চিদ্বিলাসপদে মূঢ়ঃ কথং বা ত্বং প্রবর্ত্তসে।
ভক্তিসন্দর্ভগর্ভার্থমবিজ্ঞস্তমনর্থধীঃ ॥
বৃন্দাবন-বিলাস-শ্রীবিলাসমন্ত্রিঃ স্বয়ম্।
চিদ্বিলাসগুরুঃ সাক্ষাজ্জীবপাদ-প্রভুর্মতঃ ॥
শুদ্ধাশ্চ বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে চিদ্বিলাসমতাশ্রয়াঃ।
চিদ্বৈভবাদিনো মূঢ়া ভক্তিশাস্ত্রে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
শিক্ষাস্তে প্রণতঃ সাক্ষাৎ পশ্যন্তীহ সচেতসঃ।
অষ্টোত্তরশতশ্রীভিঃ সংযুক্তং শ্রীগুরুং সদা ॥
অষ্টোত্তরং যদা গ্রন্থিশতং ছিন্নং ভবিষ্যতি।
অষ্টোত্তরশতশ্রীভিস্তদা শাস্ত্রতে তদা ॥
"অষ্টোত্তরশতং বিষ্ণোর্মুখ্যস্থানানি ভূতলে।"
"ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং প্রভো!
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা।"
"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥
(ভাঃ ৯।৪।৬৮ ; ৯।৪।৬৮)
তব ভাগবতত্বেঽপি শ্রুতিযুগে ন চাগতা।
কলিচিপি ধন্যাৎ সা সদুপদেশসংহতিঃ ॥
বিদ্যোরষ্টোত্তরং তীর্থশতং গুরৌ ব্যবস্থিতম্।
শিষ্যাঃ পশ্যন্তি যত্নাদ্বীর্ষয়াদি সমাকুলঃ ॥
জয়শ্রীময়নোল্লাস-সেবাসৌন্দর্য্য-সম্পদম্।
কথং জ্ঞাতুং সমর্থোঽসি ক্ষুৎসিতয়া শ্রিয়া যুতঃ ॥
দেহসেগাদিসক্তস্ত কিমপ্রাকৃতবস্তুনা।
আত্মকবণিঃ কিন্বা সমুদ্রপোতবার্ত্তয়া ॥
উদেতি সবিতা যস্মাৎ পূর্ব্বস্যাং পরিদৃশ্যতে।
অতঃ পূর্ব্বা দিগেবাস্যাং হেতুঃ সূর্য্যোদয়স্য হি ॥
এবমেবাসতী যুক্তিস্তবাপি মন্দচেতসঃ।
বৈষ্ণবে জাতিবোধস্য সাধিকা সংপ্রবর্ত্ততে ॥
নগ্নাং তে জননীং দদর্শ যদি বা কশ্চিজ্জনঃ শৈশবে
তন্ন্যায়াদপি যুজ্যতে পরমতঃ সম্প্রত্যহো নগ্নতা।
তদ্বদ্যুক্তির্যথা ভবেৎ প্রিয়তরা পুত্রস্য তে ধীমতঃ
তৎকস্মাৎ কুলজাতিবুদ্ধিরিহ বা দীক্ষাযুতে বৈষ্ণবে ॥
মূঢ়! ত্বং কিং বিজানাসি শাস্ত্রার্থং তমসাবৃতঃ।
পিব শ্রীরূপসন্দেশামৃতং কর্ণপুটৈর্মুহুঃ ॥

"বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥
কনককামিনীলিপ্সুঃ শাস্ত্রবেশোপজীবিকঃ।
মন্যসে কথমাত্মানং সম্প্রদায়স্য রক্ষকম্ ॥
শুদ্ধা হি বৈষ্ণবাচার্য্যাঃ সম্প্রদায়ৈকরক্ষকাঃ।
ভক্তকঃ সন্ বহির্ব্বস্তু কেবলং রক্ষকায়সে ॥

নিম্নে তাৎপর্য্যানুবাদ প্রদত্ত হইল—

"ওরে মূর্খ, তুই গুরুপাদপদ্মে নিশ্চয়ই বিশুদ্ধ বুদ্ধির সহিত অভিগমন করিস্ নাই, তাই 'ওঁ বিষ্ণুপাদ' শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিস্ না। কি করিয়া আচার্য্যে অনুগত ব্যক্তি আচার্য্যের নাম গ্রহণ করেন, তাহা তুই জানিস্ না। তুই গুরুদ্রোহী, তুই বৈষ্ণব-স্মৃতি পাঠ করিস্ নাই। তাই তোর স্মৃতিভ্রংশ হইয়াছে, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ হইয়াছে, বুদ্ধিনাশ হইতে তুই বিনাশ পাইবি। বৈষ্ণব-স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীমান্-গুরুবর্গের যে উত্তম বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তোর দুর্দ্দৈব-বশতঃ তুই তাহা লক্ষ্য করিস্ নাই। তুই দুরাচার, কি করিয়া তুই তাহা লক্ষ্য করিবি? ওরে দুষ্ট, ওরে দুর্ম্মতি, দেখ্ কিরূপ হিতবাক্য স্পষ্ট লিখিত আছে,—

'যেখানে-সেখানে, যেরূপ-সেরূপভাবে, অভক্তির সহিত, নগ্ন করিয়া গুরুর নাম গ্রহণ করিতে নাই, করিলে প্রত্যবায় হয়। প্রথমে প্রণব ('ওঁ'), তৎপরে 'শ্রী', তৎপরে নাম ও 'বিষ্ণুপাদ' শব্দের সহিত মস্তক অবনত করিয়া অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া যত্নবান্ ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবের নাম গ্রহণ করিবেন।'

তুই শাস্ত্র-বিদ্বেষী, শাস্ত্রে অজ্ঞ, দেখিলি, শাস্ত্র কি বলিয়াছেন। আচার্য্যের নামের পূর্ব্বে 'ওঁ বিষ্ণুপাদ' বলিতেই হইবে।

তুই কূপমণ্ডূক। অপ্রাকৃত-শাস্ত্র-সরোবরে কখনও তুই বিচরণ করিস্ নাই, তাই কি করিয়া তুই 'পরমহংস' শব্দ কোথায় প্রযুক্ত হইবে বুঝিতে পারিবি? শোন্, শোন্, বলিতেছি,—শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে সত্যযুগে 'হংস' নামে মাত্র এক জাতি ছিল, মানবসমাজকেই তখন

'হংস' বলিত। সেই হংসগণের মধ্যে যাঁহারা পরতত্ত্বপরায়ণ, তাঁহারাই পুরাকালে পুরাণে 'পরমহংসশ্রেষ্ঠ' বলিয়া খ্যাত হইতেন।

তুই ত' আচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণের অভিনয় মাত্র করিয়াছিস্। তোর ত' আর আচার্য্যের প্রকৃত সঙ্গ হয় নাই, তাই 'আচার্য্য' শব্দ শুনিয়া তুই বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিস্। সাধু আর্য্য পূর্ব্বগণ আচার ও প্রচারে সমতাৎপর্য্যপরতাকেই আচার্য্য-লক্ষণ বলেন। যাঁর যিনি শাস্ত্রের অর্থসমূহ সম্যগ্‌রূপে চয়ন করিয়া সকলকে আচারে স্থাপন করেন এবং স্বয়ং তাহা আচরণ করেন, তিনিই 'আচার্য্য' বলিয়া কীর্ত্তিত হন। ভগবৎসেবাই—আচার, আর তদ্বিপরীত-কর্ম্মই—অনাচার। তুই অসৎসঙ্গী হইয়া অনাচারকেই আচার মনে করিস্।

ওরে মূঢ়, ঐসকল হতবিশ্বাসীর সঙ্গে তোর বুদ্ধি অনর্থের দ্বারা গ্রস্ত হইয়াছে। তুই কি করিয়া 'চিদ্‌বিলাস' শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিবি? পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর তত্ত্বিদবর্য্যের মর্য্যাদাই বা তুই কি করিয়া বুঝিবি? শ্রীবৃন্দাবন-বিলাস-শ্রীবিলাসমঞ্জরী স্বয়ং শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রভু। তিনি চিদ্‌বিলাস-গুরু। সমস্ত শুদ্ধবৈষ্ণব চিদ্‌বিলাস-সিদ্ধান্তাশ্রিত বলিয়া ভক্তিশাস্ত্রে প্রকীর্ত্তিত। আর মূঢ় মায়াবাদিগণ—চিন্মাত্রবাদী, উহারা চিদ্‌বিলাস-বিরোধী; তুইও প্রজ্ঞান-নির্ব্বিশেষবাদী বলিয়া আচার্য্যকে 'চিদ্‌বিলাস' বলিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িস্!

ওরে মূঢ়, অনুগতবর্গ আচার্য্যকে সর্ব্বদাই 'অষ্টোত্তর-শতশ্রীযুক্ত' বলিয়া জানেন। যখন তোর অষ্টোত্তরশত হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইবে, তখন তুই 'অষ্টোত্তরশতশ্রী' শব্দের অর্থ জানিতে পারিবি। পৃথিবীতে অষ্টোত্তরশত মুখ্য বিষ্ণুতীর্থ আছেন। সর্ব্বজ্ঞেশ্বর আচার্য্যে সেই অষ্টোত্তরশত বিষ্ণুমহাতীর্থ অবস্থিত। অনুগত-সম্প্রদায় আচার্য্যে অষ্টোত্তরশত তীর্থের পবিত্রতা দর্শন করেন বলিয়া তুই ঈর্ষা করিতেছিস্। ওরে মন্দবুদ্ধি, অপ্রাকৃত মনোধর্ম্মী সেবা-সৌষ্ঠব-সম্পৎ তুই কি করিয়া জানিতে সমর্থ হইবি। তুই যে দুষ্কৃতির বিষয়ে প্রমত্ত! তুই দেহ-গেহাসক্ত, অপ্রাকৃত বস্তুর কথা তুই কি বুঝিবি। আবার ব্যাপারী হইয়া জাহাজের খবর তুই কি করিয়া বুঝিতে পারিবি!

তুই মনে করিয়াছিস্ আচার্য্য 'অমুকের ছেলে অমুক'। তাঁহার অত বয়স, অতটুকু অভিজ্ঞতা; তুই তাঁহাকে বাল্যে হইতে দেখিয়াছিস্, তাঁহার সঙ্গে অধ্যয়ন করিয়াছিস্, কিংবা তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিস্ ইত্যাদি। ওরে মূর্খ, সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হয়, ইহা ত' সকলেই দেখিতে পায়। তাই বলিয়া কি পূর্ব্বদিক্ সূর্য্যের জননী? পূর্ব্বদিক্ কি সূর্য্যোদয়ের হেতু হইল? আচার্য্য বা বৈষ্ণবকে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র, ব্রহ্মচারী-গৃহস্থ-বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী বুদ্ধি, আচার্য্যকে নিজের সহিত সমবুদ্ধি ও আচার্য্যকে লঙ্ঘিয়া লইবার বুদ্ধি 'বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি'-রূপ অপরাধ। তুই নারকী, তাই আচার্য্যকে তোরই মত মানুষ মনে করিতেছিস্! ওরে মূর্খ, কোন ব্যক্তি তোর জননীকে তাঁহার জননীত্বের পূর্ব্বে শৈশবকালে উলঙ্গ দেখিয়াছিল। তুই জন্মিবার পরও যদি তোর মাতাকে নগ্না বলা যায়, তাহা হইলে কি সেই কথা যুক্তিযুক্ত হইবে?—অথবা তোর তাহাতে সন্তোষ হইবে? তবে কেন তুই আচার্য্যকে 'ব্রহ্মচারী' প্রভৃতি বা 'শূদ্র' প্রভৃতি আশ্রমী ও বর্ণীয় অন্তর্ভুক্ত করিতেছিস্? ওরে মূর্খ, তুই অন্ধকারে আবৃত হইয়া শাস্ত্রের অর্থ কিরূপে বুঝিবি? শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুর উপদেশামৃত একটুকু কর্ণ-পুটে পান কর্।

বিষম বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ ধারণ করিতে পারেন অর্থাৎ ঐগুলিকে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের অনুকূলে নিযুক্ত করিতে পারেন, তিনিই 'গোস্বামী'।

ওরে মূর্খ, তুই যে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-লোলুপ। তুই হরি-গুরু-শাস্ত্র—এইগুলিকে দিয়া উপজীবিকা অর্থাৎ বিষয় বৃদ্ধি করিয়াছিস্, শালগ্রামকে দিয়া বাজার ভাঙ্গিয়াছিস্; গুরু-বৈষ্ণব তোর বাজার ভাঙ্গিবার শালগ্রাম! তুই জাতিগোস্বামিবাদ-বর্দ্ধনের জন্য বাজার-সম্পদের লইয়া বাজার যাইবি; এইজন্য গুরু-বৈষ্ণবকে শালগ্রামের ন্যায় তোর হাতের নোড়ামাত্র জ্ঞান করিয়াছিস্, তাই গুরু-বৈষ্ণবগণ তোকে ফাঁকি দিয়াছেন—বঞ্চনা করিয়াছেন।

তুই কি করিয়া নিজকে সম্প্রদায়ের রক্ষক মনে করিস্। শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্যগণই সম্প্রদায়ের রক্ষক। তুই ভক্ষক হইয়া কেবল রক্ষকের মত অভিনয় করিতেছিস্।"

এক বৃদ্ধ পূর্ব্বে 'গৌড়ীয়ে' এই সকল কথা লিখিত হইয়াছিল। মুখে আচার্য্য স্বীকার করিব, কিন্তু স্বীকার করিয়া তাহার অসৎসঙ্গিগণের পরামর্শে কথা উল্টাইয়া ফেলিব! সাক্ষাৎ শ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখে, ভগবদ্বিগ্রহের সম্মুখে, শত শত বৈষ্ণব-বৃন্দের সম্মুখে, শ্রীনামের সম্মুখে, শ্রীনামের সম্মুখে, ভক্তিজননী গৌরকন্যতিথির সম্মুখে 'আচার্য্য' বলিয়া পুনঃ পুনঃ স্বীকার, পুনঃ পুনঃ জয়ধ্বনি করিয়া পরে দুষ্টাশয়চক্রবর্ত্তিনী মাৎসর্য্যচণ্ডালিনীর পরামর্শে, অসৎসঙ্গ-ঘোষিৎসঙ্গিগণের পরামর্শে দন্তে তৃণাঞ্জলি দিয়া, বক্ষে তৃণাঞ্জলি দিয়া, শ্রীগুরুপাদপদ্মকে অবহেলা করিয়া নিজেরা উল্টাইয়া ফেলিব,—এরূপ নাস্তিকতা, শুদ্ধবৈষ্ণব-দ্রোহিতা পৃথিবীর ইতিহাসে, বিশেষতঃ দম্ভগুরু-প্রতিষ্ঠাভিমানকারিগণের মধ্যে কখনও হইয়াছে কি? নির্ম্মৎসর ভাগবতসম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ মৎসরতার তাণ্ডবনৃত্য কেহ কখনও দেখিয়াছেন কি। দেখার কথা দূরে থাকুক, শুনিয়াছেন কি? দম্ভ মাৎসর্য্য-চণ্ডালিনী! তোকে এইজন্যই শ্রীরূপানুগবর আচার্য্যগণ 'গণিকা' বলিয়াছেন। তুই প্রচ্ছন্ন গণিকা। বাহিরে খুব সতী-সাধ্বী, তিলক-কোঁটা-মালা-কোপাধারিণী, কিন্তু তোর অসীম শক্তি; তুই রাবণের ন্যায় ত্রিদণ্ডধারণের অভিনয়-কারীকেও, একলব্যের ন্যায় গুরুভক্তির আদর্শ প্রদর্শনকারী ব্যক্তিকেও তোর পদানত করিয়া আচার্য্য-বিরোধরূপ নির্ব্বিশেষবাদের সাগরে হাবুডুবু খাওয়াইতে পারিস্। তবে শোন্, তোর বাহাদুরী আত্মমঙ্গলকামী সাধুগণের কাছে টিঁকিবে না। ঐ শোন্ মহাজন কি গাহিয়াছেন—

"অন্ধের প্রতিজ্ঞা, সূকরের বিষ্ঠা,
না পেল রাবণ মুঞি রাঘব।"

তুই শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা নষ্ট করিতে অসমর্থ হইয়া দ্বিতীয় সজ্ঞায় মায়াসীতা হরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলি; কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া প্রতিষ্ঠা ত' পাইলিই না, পরন্তু নির্ব্বিশেষ গতি লাভ করিলি! তুই মহান্ত-আচার্য্যকে বিষে করিয়া, অর্জ্জুনের প্রতি বিদ্বেষযুক্ত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের প্রতীক প্রতিষ্ঠা কাল্পনিক গুরুভক্তি দেখাইতে গিয়াছিলি; তুই মনে করিয়াছিলি—মহান্ত-আচার্য্য হইলেই তিনি নানা দোষযুক্ত হইবেন। সুতরাং প্রতীকে ভক্তি (?) করা যাউক, সে আর আমাকে ত' কিছু ভাল-মন্দ বলিবে না, শাসন ও সংশোধন করিবে না। কিন্তু সেই প্রতীকোপাসনারূপ আচার্য্যভক্তির (?) নামে আচার্য্যবিদ্বেষের ফলে তুই বিনষ্ট হইলি—নির্ব্বিশেষ-বাদী হইলি। তুই মনে করিয়াছিস্—'আচার্য্য' বলিলেই তারকেশ্বরের মহান্ত হইবে। বিদ্যার্ত্ত ও মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের মহান্তগিরি ও প্রাকৃত-সহজিয়াগণের মহান্তগিরি, ওরে মাৎসর্য্যচণ্ডালিনি, তুই জনে-জনেকে গুরু বা আচার্য্য হইবার আদেশ দিয়া কি রক্ষা করিতে চাহিতেছিস্? গুরুদেব যাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, যাহারা বাতাসী, যাহারা প্রতিষ্ঠাশী, যাহাদের সম্বন্ধে অসংখ্য পত্রের লিখিত আছে, তাহারা আজ দিব্যজ্ঞানদাতা হইবে!—পারমার্থিক পত্রের নিয়ামক হইবে। রোগী চিকিৎসক হইবে। তাহা হইলে বেশ করিয়া তাহাদের গলদগুলি ঢাকিয়া রাখিবার ষড়যন্ত্র করা যাইবে ও শ্রীল প্রভুপাদের পরমশ্রেষ্ঠ 'গৌড়ীয়ের'—ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর বন্ধ করা যাইবে।

মাৎসর্য্যচণ্ডালিনি, তুই 'আচার্য্যের বিশেষণগুলি কাহাকেও লইতে দিব না', লোককে এই ভেগা দিয়া কতকগুলি প্রাকৃত-সহজিয়া ও ভণ্ড বায়সের গায়ে ঐ ময়ূরপুচ্ছগুলি পরাইয়া দিতে চাহিতেছিস্। আর সকলের শেষে তোর নামটি লুক্কায়িত রাখিয়া কার্য্যতঃ সকলের উপর মোড়লগিরি করিয়া তাহাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া গুণের পুত্র-পৌত্র, জড়বিলাসী ব্রাহ্মধর্ম্মের ইন্দ্রিয়তর্পণের রসদ যোগাইতে চাহিতেছিস্। ধন্য মাৎসর্য্যচণ্ডালিনি! তবে—

"আচার্য্যের হুঙ্কারে পাপ-পাষণ্ডী পলায়"
"পলায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে"

—এই বাক্যগুলিকে তুই সত্য করিয়াছিস্।

সাময়িক সংবাদ

'গভর্ণিং বডি'র মন্তব্য

গত ৩রা জুন, ১৯৩৭ তারিখের গৌড়ীয়-মিশনের কার্য্য-পরিচালক-সমিতি (Governing Body) বহু-অভিজ্ঞ-মিশনাদি পরিচালন-সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার ২নং ও ৩নং অনুচ্ছেদের মর্ম্ম প্রকাশিত হইল। ১নং অংশ পূর্ব্বে "নিবেদন"-শীর্ষক প্রবন্ধে ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, পাঠকগণ অবগত আছেন।

"বিভিন্ন সংবাদপত্র-সমূহে গৌড়ীয়-মিশন সম্বন্ধে যে সমস্ত বিকৃত, কল্পিত, মিথ্যা ও দ্বেষপূর্ণ মত প্রচারিত হইয়াছে, তাহা অদ্যকার এই সভা বিশেষভাবে গর্হণ করিতেছেন ও ইহা স্থির করিলেন যে, অদ্যকার গঠিত Sub-committee ঐ সমস্ত প্রতিবিধান করার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন।"

"কৃতপূর্ব্ব সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণের স্থলে বর্ত্তমানে মহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্, এ, ওরফে শ্রীপাদ নারায়ণদাস অধিকারী ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন গৌড়ীয়-মিশনের জেনারেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত হইলেন।

গৌড়ীয় মিশনের Asstt. Secretaryরূপে শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাস অধিকারী ওরফে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার ঘোষ বি, এ, নির্ব্বাচিত হইলেন এবং রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ-চন্দ্র সেন, শ্রীপাদ বনমালী ভক্তিশাস্ত্রী এম্, এ, বি, এল্, শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী, জমিদার, শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেশ্বরী প্রসাদ বি-এল্, ব্যারিষ্টার-এট্, পাটনা হাইকোর্ট—ইহারাও বিভিন্ন বিভাগে সহকারী সম্পাদক-রূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয়ের শ্রীগৌড়ীয় মঠের রক্ষক-পদে নিয়োগ সভার কার্য্যবিবরণীর মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হইল।"

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরিব্রাজকপ্রবর গোস্বামি-মহারাজ গত ৮ই জুলাই (১৯৩৭) শ্রীগোলোকে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহোৎসব সুসম্পন্ন করাইয়া তৎপরদিবস প্রাতেই কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়-মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ শুভ্রযু মঠসেবক ও সমবেত সজ্জনবৃন্দসমীপে শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীর বৈশিষ্ট্য-কীর্ত্তন-দ্বারা অমৃতময়ী বিধান করিতেছেন।

পাক্ষিক "শ্রীগৌড়ীয়"

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সংকীর্ত্তনসেবাধ্যক্ষতায় সম্প্রতি শ্রীগৌড়ীয়পত্রের একটি পাক্ষিক সংস্করণ বাহির হইয়াছে। প্রতি একাদশীতে সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তনের বহুল সুযোগ-প্রদান-কল্পে এই পত্রের আবির্ভাব। গত ৫ই আষাঢ় (১৩৪৪), ১৯শে জুন (১৯৩৭) শনিবার শ্রীহরিবাসর দিবসে এই পত্রের ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে; তৎপর ২য় সংখ্যাও যথা-সময়ে বাহির হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধমালায় এই পত্রের কলেবর সমৃদ্ধ হইতেছে। এই পত্রের বহুল প্রচার-বিষয়ে সহৃদয় সজ্জনবৃন্দের সহানুভূতি একান্ত প্রার্থনীয়।

গত ১১ই জুলাই (১৯৩৭) হইতে কটক-শ্রীভক্তিবান্ধব মঠের বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-গৌরব বৈখানস মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব ভক্তিমেধস প্রভৃ প্রমুখ প্রচারকবৃন্দ পাঠ-কীর্ত্তন ও বক্তৃতা-মুখে শ্রীমঠে ও সহরের বহু স্থানে প্রচারকার্য্য করিতেছেন।

মিশনের কার্য্যাদি পরিদর্শনে শ্রীপাদ কৃতিরত্ন প্রভৃ

শ্রীগৌড়ীয়মিশনের জেনারেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় গত ৮ই জুলাই বৃহস্পতিবার সায়াহ্নে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়-মঠ হইতে কৃষ্ণনগর-শ্রীকুলকুটীর, গোদ্রুম ও শ্রীধাম মায়াপুরে গমনপূর্ব্বক তত্রত্য মঠসমূহের কার্য্যাদি পরিদর্শন ও পরি-চালনাদির ব্যবস্থা করিয়া গত ১৪ই জুলাই শুক্রবার কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। অতঃপর এখানকার সেবাকার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ ও পরিচালনের সুব্যবস্থা করিয়া কৃতিরত্ন প্রভৃ শীঘ্রই ঢাকা-শ্রীবাঙ্গগৌড়ীয় মঠের সেবাকার্য্যাদি পরিদর্শন ও পরিচালনাদির সুব্যবস্থা করিবার জন্য ঢাকা যাত্রা করিতেছেন।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহ-মহোৎসব-

গত ২৪শে আষাঢ় ১৩৪৩), ৮ই জুলাই (১৯৩৬), বৃহস্পতিবার বর্ত্তমান যুগে শ্রীশ্রীগৌর-বাণী-প্রচারের মূল-মহাপুরুষ আমাদের পরমারাধ্য পরাবরের গুরুদেব নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমৎ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ত্রয়োবিংশ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার যাবতীয় মঠে তদ্ভক্তি-বিরহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের যোগ্যতম অনন্যতম গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুরের সেবাধ্যক্ষতায় সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীগোদ্রুম-স্বানন্দসুখদকুঞ্জে—উষঃকালে মঙ্গলারতিকের পর শ্রীশ্রীল ঠাকুরের সমাধিমন্দির পরিক্রমা, স্তবপঠন ও তদনন্তর কীর্ত্তন হইলে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী রাগালঙ্কার 'উঠিল অরুণ পূরব ভাগে' এবং উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী রাসকাব্যপুরাণতীর্থ 'শ্রীহরিভক্তিবিনোদবিরহকম্', 'বৈষ্ণব ঠাকুর করুণা সাগর' ও 'কিরূপে পাইব সেবা প্রভৃতি পদাবলী কীর্ত্তন করেন। তৎপর পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ত্রিদণ্ডাশ্রম শ্রীহরিভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ 'শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপা ও করুণা' বিষয়ক একটি আবেগময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন; বক্তৃতার মধ্যে 'যশোমতীনন্দন' শ্রীতিটি এবং বক্তৃতান্তে একতত্ত্ব কীর্ত্তন হয়। (স্বামীজী উৎসবের পূর্ব্বদিবস শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল, শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দসহ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীগোদ্রুমের উৎসবে যোগদান করেন।) পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনি-মধ্যে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব মহা-মহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তি-সুধাকর এম্-এ, ভূতপূর্ব্ব প্রাণ্ড জুডিশিয়েল ইন্সিনীয়ার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন বি-ই, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কবিরত্ন, শ্রীযুক্ত রাধালচন্দ্র বসু প্রভৃতি মঠসেবক সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে শ্রীগোদ্রুমে শুভবিজয় করেন। শ্রীমন্দিরস্থ শ্রীপাদ ভগবান্ দাস ব্রহ্মচারী শ্রীআচার্য্যদেবের গলদেশে পুষ্পমালা অর্পণ করিয়া অভ্যর্থনা করেন। তৎপর আচার্য্যদেব ভক্তগণসহ পঞ্চতত্ত্বকীর্ত্তনমুখে শ্রীল ঠাকুরের সমাধি মন্দির পরিক্রমা ও দণ্ডবৎপ্রণতি করিয়া শ্রীপ্রাঙ্গণে উপবিষ্ট হইলে তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী 'হে আনিল প্রেমধন' ও 'শ্রীরাধিকাচরণপদ্ম' শ্রীতিদ্বয়, শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারীজী 'রাধাভজনে যদি মতি নাহি ভেলা' শ্রীতিটি এবং শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারীজী 'হরিহরি কবে মোর হবে হেন দিন, বিমল বৈষ্ণবে মতি উপজিবে বাসনা রহিবে কীন' প্রভৃতি পদাবলী কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপানির্দ্দেশে ভক্তবৃন্দ শ্রীল ঠাকুরের সমাধিমন্দির পরিক্রমণান্তে নগরসংকীর্ত্তনে বহির্গত হন এবং শ্রীপাদ রাসতীর্থ ও রাসালঙ্কার প্রভৃতির মূল-গায়কত্বে সংকীর্ত্তনমুখে যথাযথস্থ শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধিস্থান, 'ভক্তিকুঞ্জ' ও স্বরূপগঞ্জ পর্য্যন্ত ভ্রমণান্তে বেলা ১১৯ ঘটিকায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এই সময় ভোগারাত্রিক আরম্ভ হয়। শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর প্রভু ১২টা পর্য্যন্ত ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন করেন। তৎপর অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রায় ৩।৪ শত পুরুষ ও মহিলাকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অনন্তর সন্ধ্যা-রাত্রিক কীর্ত্তন ও শ্রীমন্দির-পরিক্রমণান্তে পুনরায় মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীপাদ তীর্থমহারাজের হরিকথা হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেবের সংকীর্ত্তনসেবাধ্যক্ষতায় ও শ্রীচৈতন্য-মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভৃতির পর্য্যবেক্ষণে এবং শ্রীপাদ অমলমন ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্ব্বস্ব, শ্রীভগবান্ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীধামদাস অধিকারী ও শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সেবকগণের সেবানুকূলতায় উৎসবটি বিশেষ সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

উৎসবে বহু ভক্ত ও সজ্জন উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে মাত্র কতিপয় নাম প্রদত্ত হইল,—শ্রীগৌড়ীয় মিশনের গভর্ণিং বডির চেয়ারম্যান ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীহরিভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয়মিশনের জেনারেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, কবিরত্ন, শ্রীগৌড়ীয়মিশনের জেনারেল সেক্রেটারী মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ,

শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু, মহোপদেশক শ্রীপাদ শুদ্ধবিলাস ভক্তিসুধাকর, শ্রীপাদ নন্দ-গোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ, শ্রীপাদ নন্দবিনোদ ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিবেদান্তি, শ্রীপাদ কৃষ্ণকাঙ্ক্ষা ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্নাকর, শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল, উপদেশক শ্রীপাদ অমৃতানন্দ দাসাধিকারী সেবাবিলাস, শ্রীপাদ কৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী, শ্রীপাদ বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিকেতন, শ্রীপাদ নৃত্যগোপাল দাসাধিকারী ভক্তানন্দ, শ্রীপাদ গৌর-দাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীযুক্ত রায় গোপাল বিদ্যাভূষণ এম্-এ, শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ চট্টোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ, শ্রীপাদ ঋতধ্বজ ব্রহ্মচারী ভক্তিসৌধ, শ্রীপাদ সত্যরঞ্জন দাসাধি-কারী বি-এ, শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার ঘোষ ভক্তাশ্রম, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন বসু বি-এ, শ্রীযুক্ত নিত্য গোপাল গঙ্গো-পাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার, শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীজগবন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দর গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ অবিদ্যাহরণ দাসাধিকারী প্রভৃতি।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে—শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিমহারাজের আনুগত্যে, শ্রীগোক্রমধামানন্দসুখদকুঞ্জ, শ্রীব্রজধামানন্দসুখদকুঞ্জ ও শ্রীপুরুষোত্তম মঠের মহোৎসব-স্মৃতিমুখে মঠসেবকগণ প্রাতে মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে গৌড়ীয় ৭ম বর্ষ ৩০তম সংখ্যা হইতে 'শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদষট-কম্' কীর্ত্তন ও 'সুমেধাস্তিথি' প্রবন্ধ পাঠ, 'সাময়িক' সংখ্যা গৌড়ীয় হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ঈশ্বর মহারাজ কর্ত্তৃক শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে লিখিত ও শ্রীল প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক পরমাদৃত 'শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদষট্কম্' কীর্ত্তনান্তে 'হেলোদ্ধূলিত' শ্লোক ব্যাখ্যা মুখে শ্রীশ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্বরচিত প্রধানতম 'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা' পারায়ণ আরম্ভ করেন এবং উহার পারায়ণ সমাপ্ত হইলে শ্রীশ্রীল ঠাকুরের হরিনাম-চিন্তামণি প্রবন্ধের পারায়ণ হয়। সন্ধ্যায় শ্রীনামশ্রবণ-সদনে বিচিত্র বস্ত্রাভরণ ও পত্র-পুষ্পাদি খচিত উচ্চাসনে শ্রীল ঠাকুরের আলেখ্যার্চ্চা সংস্থাপন করিয়া একটি সভার আয়োজন হয়। সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে শ্রীভক্তিবিনোদ দশকম্ ও 'হরিহরি···বিফল জনমে' প্রভৃতি পদাবলী কীর্ত্তিত হইলে প্রথমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ এবং তৎপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ আবেগময়ী ভাষায় শ্রীশ্রীল ঠাকুরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীপাদ ঈশ্বর মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রপন্নানন্দ 'সুমেধা স্তিথি' প্রবন্ধ পাঠ এবং 'যে আনিল প্রেমধন' এই বিরহ-গীতি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। রাত্রে শয়নারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে সমাগত ভক্ত ও সজ্জনবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠে—(গত ৯ই জুলাই তারিখে শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈত্রের প্রভু প্রেরিত তড়িদ্বার্ত্তার প্রকাশ—) শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ বৈখানস মহারাজ ও তাঁহাদের সহকারী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈত্রের প্রভুর সেবানুশাসনতায় শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রে অষ্টাদশভূজবিরাজগোবর্দ্ধন চটকপর্ব্বতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে শ্রীচটকপর্ব্বত হইতে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠলোকগণ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ বৈখানস মহারাজকে অগ্রণী করিয়া উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈত্রের প্রভুর মূলগায়কত্বে একটি নগর-সংকীর্ত্তন বাহির করেন। সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের সমাধিপীঠ, সাক্ষীগোপাল মঠ, ভক্তিকুটী, টোটা গোপীনাথ, সিদ্ধবকুল, গম্ভীরা—শ্রীকাশীমিশ্রালয়, শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-স্থল, শ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দির, শ্রীজগন্নাথ বল্লভ উদ্যান প্রভৃতি স্থান পরিক্রমা করিয়া শ্রীপুরুষোত্তম মঠে প্রত্যা-বর্ত্তন করেন। সমস্ত দিনই সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ, শ্রীপাদ বৈখানস মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তি-মৈত্রের ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ সতীমাতা দাসাধিকারী বি-এল্ শ্রীশ্রীল ঠাকুরের মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। প্রায় ৬০০ ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। এবার মঠের মাননীয় মহান্ত মহারাজ, অধিকার শ্রীযুক্ত হনুমান খুঁটিয়া মহোদয় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়া মঠসেবকগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী

শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আলেখ্যাকার ফোটো-চিত্র অতীব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠে—(মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারীজী প্রেরিত গত ৯ই জুলাই তারিখের তড়িদ্বার্তার প্রকাশ—) মহাসেবকগণের সেবোদ্যমে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব সুচারুরূপেই সম্পন্ন হইয়াছে। 'হরিসঙ্কীর্তন' একটি উত্তমরূপে সাজান হইয়াছিল। স্থানীয় প্রত্যেক সংবাদ পত্রে উৎসবের বিষয় ঘোষণা করা হয়। সভায় একটি বিশেষ সভার অধিবেশনে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারীজী ইংরাজী ভাষায় এবং পণ্ডিত শ্রীপাদ বনমালিক বিদ্যানিধি তেলেগু ভাষায় শ্রীশ্রীল ঠাকুরের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। সহরের বহু সম্ভ্রান্ত অধিবাসী, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, ব্যারিষ্টার, ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিপুটিগণ, সওদাগর, ছাত্র ও ভদ্রমহিলা উৎসবে যোগদান এবং মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। শ্রীমদ্ রাঘবেন্দ্র, রাঘবেন্দ্রং, বিদ্যানিধি, সুরেশ বাবু, শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকবৃন্দ সময়োপযোগী কীর্তন ও অন্যান্য সেবাকার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন।

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের তিরোভাবের দ্বাদশবর্ষে তদীয় বিরহ বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর সেবাধ্যক্ষতায় ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহ-মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। সন্ধ্যায় একটি বিশেষ সভায় আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীন কৃষ্ণ ব্রহ্মবাসী বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ বিগ্রহ-বাস্তববিগ্রহ বাসাধিকারী মহোপদেষ্টা শ্রীশ্রীল ঠাকুরের মাহাত্ম্য বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন, 'গৌড়ীয়' পত্র হইতেও তৎসম্বন্ধীয় বিশেষ বিশেষ অংশ পাঠ করা হয়। সহরের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও মহোদয়গণ উৎসবে যোগদান করেন। সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

ভুবনেশ্বর ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয় মঠে—শ্রীশ্রীল আচার্য্য দেবের সেবাধ্যক্ষতা ও নির্দ্দেশানুসারে পণ্ডিত শ্রীমৎ কেশবানন্দ ব্রহ্মচারীজী ভুবনেশ্বর ত্রিদণ্ডিগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব সুসম্পন্ন করিয়াছেন। সন্ধ্যায় একটি বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। ব্রহ্মচারীজী ভক্তিহীন, বিরহ-গীতি কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ-মুখে শ্রীল ঠাকুরের অভিধেয় চরিত্র কীর্ত্তন করেন। সভায় উপস্থিত সজ্জনবৃন্দের মধ্যে শ্রীযুক্ত জয়কর দাস (অবসরপ্রাপ্ত একসাইজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট), অবসরপ্রাপ্ত পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত গোকুলানন্দ দাস, অধিবাস শ্রীযুক্ত ভাগীরথ পট্টনায়ক, পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাস, শ্রীযুক্ত পরীক্ষিত মহাপাত্র, থানা অফিসার প্রমুখ বহু ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করেন। সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ব্রহ্মচারী শ্রীগোবিন্দের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়া।

প্রচার-প্রসঙ্গ

বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামি-মহারাজের আনুগত্যে ব্রজমণ্ডলে গৌরবাণী-প্রচারের ভারপ্রাপ্ত ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর বাচক মহারাজ ও শ্রীপাদ সুবর্ণন ব্রহ্মচারীজী অদ্য ৬ জন মঠসেবকসহ গত ২১।৫।০৮ তারিখে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত আসানসোল সহরে গমন করিয়া সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন।

গত ২৪শে ও ২৫শে জুন বৃহস্পতি ও শুক্রবার স্থানীয় বিদ্যালয়ের সহকর্ম্মী শ্রীযুক্ত কমলাকিঙ্কর সিংহ মহাশয়ের আগ্রহে বুধা নামক পল্লীতে ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের গৃহে শ্রীপাদ সুবর্ণন ব্রহ্মচারীজী ছায়াচিত্রযোগে আমায়-পারম্পর্য্য, কৃষ্ণলীলা ও শ্রীনামতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন।

২৬শে জুন শনিবার সন্ধ্যায় স্থানীয় সজ্জন শ্রীযুক্ত হরেরাম ঘোষ হাওরা মহাশয়ের গৃহে উক্ত ব্রহ্মচারীজী ছায়াচিত্রযোগে কৃষ্ণলীলা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীল ত্রিদণ্ডিস্বামীজীর মূলপাদপদ্মে সুমধুর নাম-কীর্ত্তন শ্রোতৃবৃন্দের খুবই উল্লাসকর হইয়াছিল।

গত ১৭ জুন রবিবার অপরাহ্ণে শ্রীপাদ বাচক মহারাজ নগরের অপরাংশে পুরাতন রেলের নিকটবর্ত্তী রেলওয়ে কর্ম্মচারিগণের আবাস ভবনে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী কীর্ত্তনমুখে শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রয়োজনীয় প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দিয়াছেন। ঐ সভায় উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় ও গৃহস্বামী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বাবুর বাস্তব সত্য প্রচারে

আগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বাদাধিকারীকৃষ্ণ মূলবয়াস্টনেপুণ্য ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন সকলেরই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল।

ঐদিবস সন্ধ্যায় শ্রীপাদ সুবর্ণন ব্রহ্মচারীকৃষ্ণ সজ্জনবর শ্রীযুক্ত পশুপতি পরাই মহাশয়ের ভবনে ছায়াচিত্রযোগে ২ ঘণ্টাকাল শ্রীকৃষ্ণ-লীলা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

গত ৪ঠা ও ৫ই জুলাই (১৯৩৭), কলিকাতা-প্রবাসী শ্রীমঠের কবিরাজ শ্রীযুক্ত লোচনানন্দ ঠাকুর মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে তদীয় বাসভবনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও রায়-রামানন্দ-সংবাদ পাঠ করেন। প্রথমদিন শ্রীপাদ ঈশানপ্রভু দাস অধিকারী ভক্তিবিনোদ এবং দ্বিতীয়দিবস উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী ব্যাখ্যানসহ পাঠের পূর্ব্বে ও পরে কীর্ত্তন করেন। উপস্থিত মহাশয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে নিম্নে কতিপয় ব্যক্তির নাম প্রদত্ত হইল,—

কবিরাজ শ্রীযুক্ত লোচনানন্দ ঠাকুর, ভাষা-ব্যাকরণতীর্থ, আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য ; কবিরাজ শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ; কবিরাজ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী এ, এম-বি ; কবিরাজ শ্রীযুক্ত পরমেশ্বর রায় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী ; শ্রীযুক্ত অক্ষয়ানন্দ ঠাকুর ব্যাকরণতীর্থ ; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রানন্দ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বিনোদ রায়, শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ চৌধুরী, ডাঃ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন ; শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল গোস্বামী (বোষপাড়া) ; শ্রীযুক্ত নরহরি দাস বাবাজী।

চয়ন

["The Civil & Military Gazette"—লাহোর, ২৪ এ মে, ১৯৩৭ রবিবার সংখ্যা]

LORD ZETLAND & THE GAUDIYA MISSION

LONDON, April 17 (By Air Mail)

The Secretary of State for India presided yesterday at Caxton Hall, Westminster, over a public meeting in connection with the Gaudiya Mison's invasion of London, and in introducing the Missionary in charge, offered him a warm welcome. Lord Zetland also thanked Dr. A. A. Bake, the Orientalist, for opening the proceedings with an appropriate song. * * * Dr. Bake first rendered the English version in ordinary recital, and then sang the Bengali text to an Indian sitting. The passage consisted of an invocation to the Deity, and an exordium on music as symbolising the ideal harmony of mankind.

It should be explained that the missionary in question, Mahamahopadeshaka Pandita A. B. Goswami, who is also President of the Gaudiya, editorial board, opened his mission at the end of January last, and has given a series of six lectures since under his own roof. It added a touch of coincidental interest that yesterday's meeting was held to commemorate the 451st Anniversary of Mahaprabhu Sri Krishna Chaitanya, and allusion was made in the course of the subsequent lecture to the fact that the movement had its roots as far back as the era of Martin Luther.

Spiritual Culture

But a still more touching element of appeal lay in the fact that the beginning of the present year saw the lamented departure of Paramahansa, Srimad Bhakti Siddhanta Saraswaty Goswami Maharaj, the mission's President Acharya, and a pamphlet distributed to the guests as they arrived paid this venerable person honour from many points of view. Among other claims oh our attention it was stated that he had "dived deep into the richmines of spiritual culture in India and established sixtysix preaching centres for the cultivation of true roligious life in India and abroad. He carried the banner of Gaudiya religion and culture beyond the seas and assisted in the arrangement for establishing a Hindu temple in London.

The lecture that followed was listened to with profound attention by an audience including statesmen, Peers, ex-administrators, scholars, students, travellers, and people of many classes who were interested in the higher study of non-institutional religion. It embodied no thesis or argument, being simply a series of edifying thoughts and principles drawn from highly eclectic sources, and all in the direction of inculcating the need for "devotion to God". Amongst Hindu peoples Buddhists and Jains alike, said the Pandit, there were three main avenues leading to salvation—the pathways of knowledge, of works, and of pure veneration. It was to the last of these that he confined his attention that afternoon.

Links with Christianity

When he went on to apologise for his defective English, this plea for indulgence proved unnecessary, for his mastery of our tongue showed itself quite adequate and expressive, and no one present appeared to have any embarrassment in apprehending his meaning, even in those reaches of the higher mysticism which are the region of the Gaudiya cult. He frequently quoted the Christian Redeemer, and succeeded in tracing parallels of thought and inculcation between Krishna and Christianity. In fact, as his predecessors have insisted for years, the esoteric or ontological aspect of all true religions seemed to him to be Divine Love, and the one religion which warranted the highest form of devotion to the Creator and Father of all, was the one that made most appeal to intelligent human beings. He saw no conflict between soul and body, or between reasoning and the spirit so long as both were attuned to the same high ideals, and dominated by the same deep regard for the needs and brotherhood of humanity. In fact, any cult which sought to concentrate on one historical figure was a contradiction of the true Theistic tradition. The Pandit concluded with a sincere blessing on all true devotees, whatever their creed or standpoint.

Lord Zetland expressed the indebtenness of the gathering, and the fullness with which the subject had been treated was shown by the fact that in spite of a notification that questions were invited, there were none to put.

———:০:———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ, কটক, ২৬শে আষাঢ়, ১৩৪৪।

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ২৭শে আষাঢ়, ১১ই জুলাই রবিবার হইতে আরম্ভ করিয়া ৯ই শ্রাবণ, ২৫শে জুলাই রবিবার পর্য্যন্ত গৌড়ীয়াচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস **শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবান্ধবদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুপাদের** আবির্ভাব শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক মহামহোৎসব উপলক্ষে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমুখ ভক্তিগ্রন্থ পাঠ-কীর্ত্তনাদি ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান হইবে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে শ্রদ্ধালু সজ্জনবৃন্দের যাবতীয় প্রশ্নের সদুত্তর প্রদত্ত হইবে।

৯ই শ্রাবণ, ২৫শে জুলাই, রবিবার সাধারণ মহামহোৎসব হইবে। মহাশয়ের সবান্ধবে শ্রীমঠে যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিসৌরভ বৈখানস

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিশাস্ত্রী ;

সহকারী সভাপতি, গৌড়ীয়মিশনের কার্য্যকরী সমিতি)

শ্রীনিবিকার সান্যাল (ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য ;

সম্পাদক, গৌড়ীয়মিশনের কার্য্যকরী সমিতি)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্ গৌড়ীয়াচার্য্যবর্য্য-
সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-
সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

গৌড়ীয়

১৭শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৮ই শ্রাবণ, ১৩৪৪; ২৪শে জুলাই, ১৯৩৭ | ৭০তম সংখ্যা

পঞ্চদশ বর্ষশেষে

[শ্রীপ্রপন্নানন্দ ব্রহ্মচারী]

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর কৃপাশীর্ব্বাদে 'গৌড়ীয়' পঞ্চদশ বর্ষকাল শুদ্ধভক্তিকথা প্রচার করিয়া পারমার্থিক ইতিহাসে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। গৌড়ীয়ের বিপ্রলম্ভী বাণী ও সিদ্ধান্ত কেবল যে বাহিরের লোকের চিত্তস্রোতঃকে নিয়মিত করিয়াছে, তাহা নহে, যাহারা গৌড়ীয় মিশনের মধ্যে নানাপ্রকার বহুরূপ ধূসর পরিয়া আত্মরক্ষা ও পরবঞ্চনা করিতেছিল, নানা আকারে হরিগুরুবৈষ্ণবকে বঞ্চনা করিবার দুর্দ্ধি বিরূপ ভোগবুদ্ধি পোষণ করিতেছিল, সেই সকল ব্যক্তিগণের কপটতা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ গৌড়ীয়-সূর্য্যের ভাস্বরকিরণে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

'গৌড়ীয়' যে কিরূপ গৌড়ীয় মিশনের অন্তর ও বাহিরকে নিয়মিত করিয়াছেন, 'গৌড়ীয়ে'র এক একটি প্রবন্ধ কিরূপ 'সত্ত্ব এষাং হিকস্মি মনোবাদদুষ্কৃতিঃ'—শ্রীল প্রভুপাদের বড় আদরের এই ভাগবতীয় শ্লোকাংশের অসৎ, মৎসর ও কপট ব্যক্তিগণের কপটতা, মৎসরতা ও মনোবাদের কৃতান্ত-স্বরূপ হইয়াছে, তাহার পরিচয় শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালেই বহুবার প্রকাশিত ও গৌড়ীয় মিশনের প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির নিকট পরিবিদিত হইয়াছে। সেই 'আত্মরক্ষা', 'আমি বঞ্চিত হই কেন?', সেই 'ঠকিয়াছি কি জিতিয়াছি', সেই যুগান্তরকারী পাষণ্ড-ধর্ম্মস্তেনী 'সেবার ধরিয়ান', সেই 'আনেথা', সেই অব-বক-কেশী-পূতনা-প্রণব-স্বরূপ-প্রধর্ষনকারী 'অস্তরঙ্গ' প্রভৃতি প্রবন্ধাবলী ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর যে সকল ভবিষ্যবাণী বলিয়াছেন, তাহা আজ বর্ণে বর্ণে সত্য হইতেছে।

সেই সকল সুদর্শনাস্ত্রের জ্বালায় কপট ব্যক্তিগণ আজও জর্জ্জরিত হইতেছে। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকট-কালেই 'সেবার প্রতিষ্ঠান' যাহাদের দর্শ্বভেদী বাণস্বরূপ হইয়াছিল এবং যাহারা শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা, শ্রীধাম মায়াপুরে ভক্তিবিজয়-ভবনে অত্যন্ত ভৎর্সিত হইয়াছিল, সেই সকল ব্যক্তিই গৌড়ীয়-সুদর্শনের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া নিজদিগকে 'গৌড়ীয়'-বিরোধী 'অগৌড়ীয়' বলিয়া আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। যে-সকল অসৎ রোগগ্রস্ত দুশ্চিকিৎস্য ব্যক্তিগণের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ 'সেবার প্রতিষ্ঠান', 'বড় আমি ও ভাল আমি', 'আলেখ্য' ও 'অন্তরঙ্গ' প্রভৃতি প্রবন্ধ লেখাইয়াছিলেন, সেই সকল রোগী অধিকতর মুৎসিৎ রোগাক্রান্ত হইয়া 'গৌড়ীয়ে'র চিকিৎসা অস্বীকার করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের সুযোগ গ্রহণ করিয়া আনুষঙ্গিক প্রান্য বার্ত্তাবহকে 'গৌড়ীয় বার্ত্তা' ও তাহার নিয়ামক বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, শতচেষ্টা ও শত অনুরোধ সত্ত্বেও যাহাদের একটি প্রবন্ধও কখনও 'গৌড়ী-য়ে'র জন্য শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা অনুমোদন করান' যায় নাই, এমন কি, কদাচিৎ শ্রীল প্রভুপাদের নিকট উহাদের দুই একটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত করা হইলেও শ্রীল প্রভুপাদ পড়িয়া বা শুনিবামাত্র উহা waste paper basketএ ফেলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু পরম কৃপাময় পরমারাধ্য শ্রীল বাহুদেব প্রভু উহাকে নিজে সংশোধন করিয়া ঐসকল প্রবন্ধের 'থোড় মলঠে' বদলাইয়া কখন কখনও দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে পাঠাইয়া দিতেন, আজ সেই সকল পরিত্যক্ত ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটে মৎসরতার তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায় যে, 'গৌড়ীয়' মৎসর-সম্প্রদায়ের মুখ-স্বরূপ। মৎসর সম্প্রদায় 'গৌড়ীয়' সুদর্শনের জ্বালা হইতে কবে অব্যাহতি পাইব'—এই ভরসায় শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের দিন গণিতেছিল, তাহাদের সাধ মিটিয়াছে। তাহারা শ্রীল প্রভুপাদের পুনঃপুনঃ কথিত চরম বাণীকে লঙ্ঘন করিয়া প্রভুপাদের পূর্ণ বিদ্রোহী হইয়াছে। তাহারা শ্রীগুরুদেবকে মর্ত্যবুদ্ধি করিয়াছে। তাহাদের অপরাধের মাত্রা ঈশ্বর পর্য্যন্ত ঠেকিয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার চরম বাণীতে আদিতে, মধ্যে ও অন্তে যাঁহার উপর 'গৌড়ীয়ে'র সেবার ভার প্রদান করিয়া গিয়াছেন, যাঁহার সুনিষ্ণাত গৌড়ীয় মিশনের একমাত্র প্রামাণিক, যিনি শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে চিরদিন গৌড়ীয়ের সেবকগণের নিয়ামকত্ব করিয়াছেন—যাঁহার কৃপায় শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী, পত্রাবলী, হরিকথা-সমূহ আজ সংরক্ষিত হইয়াছে, নতুবা শ্রীল প্রভুপাদের বাণী ও সিদ্ধান্তসমূহ আজ আকাশে বিলীন হইয়া যাইত, কিম্বা কীটের ভোগ্য সম্পত্তি হইয়া যাইত, সেই আচার্য্যের চরণে অমার্জ্জনীয় জীবনতম অপরাধ গৌড়ীয় মিশনের প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসুর নিকট মৎসর, কপট, পাশবিক বলাশ্রিত নাস্তিক অসুরব্যক্তিগণের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিতেছে।

ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর পরম প্রিয় যে ত্রিদণ্ডিপাদ-প্রবর শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের অতীষ্টানুসারে ইংরাজী ভাষায় 'ভৈষবধর্ম', 'শিক্ষাষ্টক', 'নামাষ্টক', 'মনঃ-শিক্ষা', 'উপদেশামৃত', 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত', 'শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; যে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর উপর শ্রীল প্রভুপাদ আচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর আনুগত্যে ইংরাজী সাহিত্য রচনার ভার প্রদান করিয়া গিয়াছেন—একমাত্র যাঁহার রচিত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' গ্রন্থ পাঠ করিয়া আদেশীর সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয় মঠাশ্রিত হইয়াছেন বলিয়া অসংখ্যবার স্বীকার করিয়াছেন, অপর কোন নাস্তিক ও বাক্যবাগীশ ব্যক্তির কথায় পাশ্চাত্য-দেশের একটি লোকও সত্যানুসন্ধিৎসু হন নাই—সেই প্রভুপাদের শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর আদর্শ-সেবা, শ্রীগুরু-পাদপদ্মে অপূর্ব্ব শরণাগতিকে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সেব-বাণীর মধ্যে অশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

যে শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক সেবাবিগ্রহ পরমপূজ্যপাদ শ্রীপাদ নরহরিপ্রভুকে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার চরম বাণীতে 'অজাত শত্রু' ও 'আদর্শ সর্ব্বসৎগুণসমন্বিত' বলিয়াছেন, তাঁহাকে আজ শ্রীল প্রভুপাদের পরিত্যক্ত কতিপয় মৎসর, নাস্তিক ব্যক্তি 'শ্রীল প্রভুপাদের বিরোধী' বলিয়া তদ্দ্বারা নিজেদেরই আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছে। ইহারা যে এতকাল পূজনা ও প্রণামের লজ্জায় কৃষ্ণসেবার অভিনয় করিয়া, কেহ বা একলব্যের আদর্শে গুরুনিষ্ঠা দেখাইয়া, কেহবা রাবণের ন্যায় ভণ্ড সন্ন্যাসী সাজিয়া, কেহ বা মশক-মৎকুণের ন্যায় গুরুদেবের রক্তপানকারী অবধূত ও প্রেতাভিমানী, কেহ বা গুরুদেবের সালোক্য, সারূপ্য,

সাক্ষী ও সাযুজ্যকামী হইয়া শ্রীগুরুদেবকে 'খানাবাড়ীর রাঘব', 'বাগানের মালী' বা ভক্ত-বেষের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপপূর্ব্বক অর্থ-সম্পত্তি ও ভোগ্য বিষয়ের পরিবর্দ্ধনের আশ্রয়ে তাঁহাকে বিচার করিয়াছিল, তাহা গুরুদেবই একটু অন্তরালে থাকিয়া আজ আচার্য্য-ভাস্করের অনুগোদয়ের মধ্যে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

এই সকল বাক্তি প্রাকৃত নির্ব্বিশেষবাদী। অপরাধ শ্রীগুরুপাদপদ্ম পর্য্যন্ত ঠেকিলে রামচন্দ্র পুরীর ন্যায় নির্ব্বিশেষ গতিই লাভ হয়। দম্ভাদী-অভিমানী রামচন্দ্র-পুরী পরমেশ্বর শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যভোজনের কল্পনায় মৎসর হইয়াছিল। কামুক, মৎসর রামচন্দ্র খাঁ ঠাকুর হরিদাসের বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আচার্য্য-প্রতিষ্ঠায় মৎসর হইয়া নির্ব্বিশেষ গতিকেই আদর্শ মনে করিয়াছিল। তাই শ্রীগুরুদেবের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া কেহ বা পূর্ব্বাশ্রমে পলায়নে, কেহ বা বিল্লীতে আত্মবিনাশের চেষ্টা করিয়াছে, বস্ত্র পরিত্যাগ, সদাচার ত্যাগ, অতিবর্ণ ত্যাগ করিয়াছে বলিয়া পরে বহুজন-সমক্ষে স্বীকার করিয়াছে, ইহারাই কিনা আজ 'গৌড়ীয়' সাহিত্যিকতার বিরোধী! হইবেই বা না কেন? গৌড়ীয়-সাহিত্যই ত' চিহ্নিলাদ। ইহাদের কানে জল ঢুকাইবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের দ্বারা কলিকাতা এলবার্টহলে 'গৌড়ীয় সাহিত্য' প্রচার করিয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর অনুগত টীকাকার 'সাহিত্যের' যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর আনুগত্যে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক কীর্ত্তন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পরম-প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু 'প্রতিষ্ঠাশা-ভক্ত অনুমান-ঘর না পেলে রাবণ বুঝিয়া রাঘব'—শ্রীল প্রভুপাদের এই রীতি অনুসারে রাবণের চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট কতিপয় ব্যক্তি বলিয়াছিল,—"আমাদের ন্যায় বাক্যবাগীশ ও বাক্তিক প্রজ্ঞান-রাবণ থাকিতে সাদা কাপড়-পরিহিত ব্যক্তির দ্বারা এলবার্টহলে বক্তৃতা দেওয়ান' হইল কেন?" এখনও মনে পড়ে, এই কথা শুনিয়া শ্রীল প্রভুপাদ মৎসরদিগকে বলিয়াছিলেন,—'যাহারা এরূপ বলিতেছে, তাহারা শ্বেতবস্ত্র-পরিহিত ব্যক্তির জুতার ফিতা খুলিবারও যোগ্য নহে। তাঁহার উচ্ছিষ্টের দুই একটি কণা লইয়াই ইহারা বিভিন্ন স্থানে বাক্যবাগীশতা করিয়া থাকে।' বিলাত-প্রবাসী জনৈক বাক্তিক পণ্ডিতম্মন্য 'সিএইচ, ডি' উপাধিধারীও একথা তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত পত্রে সানন্দে স্বীকার করিয়াছেন।

যে পরমপূজনীয় ভক্তিরক্ষক শ্রীহরি মহারাজের দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের পূর্ব্বে 'শ্রীগুরু-বন্দনাদশক' এই সঙ্গীতটি কীর্ত্তন করাইয়া স্বীয়পাদকে নিজ কৃপাপ্রসাদে আত্মসাৎ করিয়াছেন, যিনি শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর বন্দনা-গীতি রচনা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের প্রদত্ত 'ভক্তিরক্ষক শ্রীহরি' নাম সার্থক করিয়াছেন এবং প্রাকৃত নির্ব্বিশেষবাদী রাবণগণের হস্ত হইতে শুদ্ধভক্তিসম্পদকে সংরক্ষণ করিয়াছেন, সেই স্বামিপাদের আদর্শ গ্রহণ না করিয়া যাহারা বহির্মুখ-লোকরঞ্জনকারী চিজ্জড়সমন্বয়বাদী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহারা অপ্রাকৃত-ভক্তিসার-দানকারী সাহিত্যের কথা কি বুঝিবে? শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত সাহিত্য-সম্রাট্ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আশীর্ব্বাদ যাহাদের উপর বর্ষিত, তাঁহারাই গৌড়ীয়-সাহিত্যের মূল্য বুঝিতে পারিবেন; মর্কট মুক্তার মূল্য কি বুঝিবে, আর উহার ব্যবহারই বা কি জানিবে?—মুক্তাকে বন্দরী ভাবিয়া দূরে নিক্ষেপ করিবে। এই জন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

"এ সব সিদ্ধান্ত হয় আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ-কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ॥
অভক্ত-উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ-বিশেষ॥"

'গৌড়ীয়'-সম্পাদক পরমপূজ্যপাদ শ্রীল অপ্রাকৃত ভক্তিসারজের মহিমা শ্রীগুরুদেবের পরিত্যক্ত অসার-সম্প্রদায় কি বুঝিবে? তাঁহার কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ত্যাগ, নিষ্কপট সেবা, শরণাগতি ও আচার-প্রচারময় ব্যক্তিত্ব আদর্শস্থানীয়। তিনি কোনদিনই জনৈক স্বামিকাভিমানী ব্যক্তির গাত্রীঘাতাকে অগ্রণী করিয়া প্রতিযোগীর সহিত যুদ্ধ করিবার আদর্শের ন্যায় গুরুকে বিনা নিজের প্রতিষ্ঠা-বর্দ্ধনের চিত্তবৃত্তিকে 'গুরুভক্তি' মনে করেন নাই। যেহেতু ঐরূপ কপটতা গুরুকে বিনাশ করিয়া আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা মাত্র। কার্য্যতঃও তাহাই হইয়াছে।

সুখের বিষয় গৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব প্রভুর সংকীর্ত্তনসেবাধ্যক্ষতায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' ব্যতীত জগতে এই আর

(১৩৪৪), ১৯শে জুন (১৯৩৭) তারিখে নিজস্ব প্রেসের তিথি হইতে প্রতি একাদশীতে এখান হইতে পাক্ষিক "গৌড়ীয়" প্রকাশিত হইতেছেন। চক্ষুবিহীন জাতি-সম্প্রদায় ভক্তগণ আমার আক্রমণ ও অনুকরণকারী কতিপয় দিঙ্মণ্ডলাবস্থিতির অসার যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক 'একায়ন পারমার্থিক' এই নামে প্রচার করিয়া ও শ্রীগুরুদেবের আদেশ ও বাণীকে বিদ্বেষ ও উপহসন করিবার দুরাশা করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতনিন্দিত শৃগাল বাসুদেবের পুতীপের পন্থা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছে! কারণ, বিশ্ববিগ্রহ ভগবান্ শ্রীবাসুদেব-কৃষ্ণের চরণে অপরাধ করিলে বরং তাহা হইতে নিষ্কৃতি আছে, কিন্তু 'গৌড়ীয়'—শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ বৈষ্ণব, শ্রীকৃপানুগ-বৈষ্ণব-'গৌড়ীয়'-নামের অনুকরণ করিলে তাহা পুণ্ড্র-বাসুদেবের চিন্তবৃত্তি অপেক্ষাও অতীব ঘৃণ্য ও অমার্জনীয়তম। গৌড়ীয়ের চরণে অপরাধের নিষ্কৃতি নাই। আমরা শ্রীস্বরূপরূপানুগবর শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর মুদ্রাযন্ত্রিক ধৃষ্টিতাকুপ্রসূত-দ্বারা সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক গৌড়ীয়ের অপ্রাকৃত কলেবর সাজাইয়া ষোড়শ বর্ষে শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট পরিপূরণের যোগ্যতা সকল নিকপট বৈষ্ণবের চরণে প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীল ভক্তিবিনোদগৌরবাণী আমাদের এই ক্ষুদ্র সেবাচেষ্টা নিজগুণে কৃপাপূর্বক গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে তাঁহার সেবার যোগ্যতা ও প্রীতি প্রদান করুন।

"এবাকী আমার নাহি পায় বল —
হরিনাম-সংকীর্তনে।"

—এই ভক্তিবিনোদবাণী আমাদিগকে সর্ব্ব নিকপট বৈষ্ণবমূলের শ্রীচরণে অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা প্রদান করুন।

—:o:—

চয়ন

PREACHER-IN-CHARGE OF GAUDIYA MISSION

A. B. Goswami

Presented To Their Majesties

["বোম্বে সেক্রিনেল" ও "বোম্বে ক্রণিকল্"—১লা জুলাই ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার সংখ্যা]

LONDON : (By Air Mail)

Mr. A. B. Goswami (alias A. C. Banerji) the Preacher-in-charge of the Gaudiya Mission in the west, and Vice-President of the Governing Body of the Gaudiya Mission, who has become well-known in London in connection with his preaching activities, was commanded, on 22nd June, by Lord Chamberlain, Earl of Cromer, to the Buckingham Palace where he was presented by the Marquess of Zetland before Their Majesties, who were pleased to give him audience regarding the activities of the Gaudiya Mission.

Their Majesties were pleased to give audience also to Mr. A. B. Goswami and said a few words about the great personality of the late Founder-President His Divine Grace Paramahamsa Shrimad Dhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupad.

Queen Mary, who was in the Buckingham Palace at the time, also was pleased to grant an audience to Mr. A. B. Goswami who has impressed the Queen Mother with the noble message of the Gaudiya Mission.

गौडीय मठाचे धर्मोपदेशक

["लोकमान्य"—बोधे, ७ जुलाई १९३७, शनिवार]

लंडन (एअर मेल)—गौडीय मठाचे पश्चिमात्य देशांतील धर्मोपदेशक श्री. प. बी. गोस्वामी उर्फ प. सी बानर्जी यांचा लंडन येथें त्यांच्या धर्मोपदेशावरुन बराच गौरव केला जात आहे. काल रोजीं ते लॉर्ड चेंबरलेन समवेत बकिंगहॅम पॅलेसमध्यें गेले, तेथें भारत मंत्री लॉर्ड झेटलंड यांनी त्यांचा राजे सहाबे जार्ज यांशी परिचय करुन दिला. राजे सहाबे जॉर्ज यांनीं त्यांचा मठाचे आजचे अधिपती आचार्य परमहंस श्रीला भक्ति वासुदेव

পরিব্রাজকাচার্য ৺ বিশ্বজিৎ সংস্থাপক পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ পাশ্চাত্যবিদ্যো হি

মাহিতো শ্রী. গোস্বামী যাঁচে তাঁদুল রাজে সহায়ে. আজ যানো ঐকলো.

লণ্ডনে অপ্রাকৃত ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী প্রচার

গত ৭ই জুলাই (১৯৩৭) বুধবার International Assembly World Fellowship of Faithsএর General Secretary মহাশয়ের আহ্বানে গৌড়ীয়-সম্পাদক-সঙ্ঘপতি পরমপূজনীয় মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু লণ্ডনের বিখ্যাত "City Temple"এ সন্ধ্যা ৮ঘটিকার সময় "Fellowship of Worship" সম্বন্ধে এক শ্রোত-সংবেদনময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন। দুই সহস্রাধিক শ্রোতা শ্রীগৌড়ীয় মিশনের প্রচারের ভারপ্রাপ্ত এই যোগ্যতম বক্তার মুখে চেতনময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। ঐ দিবসই শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর বক্তৃতার পর ঐ স্থান হইতে উক্ত বিষয়াবলম্বনে নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ বক্তৃগণ বক্তৃতা প্রদান করেন,—

(১) Dr Frank Buchanon (Founder of the Oxford Movement). (২) The Rt. Hon. Lord Melchett (Author and Banker), (৩) Madame Clarence Gasque (International Director), (৪) Sir Mahammad Zafrullah Khan (Member of the Viceroy's Executive Council, Indian Representative to the King's Coronation).

বিবিধ সংবাদ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদগৌরবাণীমনোহভীষ্টসংস্থাপক আচার্যবর্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামি-মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে গ্রন্থ, পত্রিকা বা উপযুক্ত প্রচারক দ্বারা বিশ্বের সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রচার প্রণালিত হইতেছে। 'গৌড়ীয়'-সঙ্ঘপতি মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি-প্রভু লণ্ডনে, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য-মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈত্রের প্রভু পুরী, ব্রহ্মদেশে, কটক হইতে মধুসূদনের বারিপদা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ উত্তর আমেরিকার মিল্টিলা (Melkttla) প্রভৃতি অঞ্চলে, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ ও শ্রীপাদ ব্রহ্মচারী প্রভুর প্রচারকদ্বয় আসানসোল হইয়া আসামের শিলং বর্ত্তমানে রানবাদ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ শ্রৌতী মহারাজ পুরী হইয়া রানবাদে, শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাসাধিকারী প্রমুখ প্রচারকদ্বয় রানবাদের বিভিন্ন স্থানে, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ বৈখানস মহারাজ পুরী হইয়া কটক সহরের বিভিন্ন স্থানে, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কলিকাতা (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট প্রচার করিতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ গত ২০।৭।৩৭ তারিখে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ রানবাদ যাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ প্রাতে, অপরাহ্ণে ও রাত্রে

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সময়েও ইষ্টগোষ্ঠী হইতেছে। শ্রীধাম তীর্থ মহারাজ শ্রীমঠে হরিকথামৃতের বন্যা আনয়ন করিয়াছেন। স্বামীজী বর্ত্তমানে অপরাহ্ণেও শাস্ত্র-ব্যাখ্যা-দ্বারা ভজনরাজ্যের বহু জটিল বিষয়ের সুমীমাংসা করিতেছেন। প্রত্যহই বহু শুভ্রবু ব্যক্তি স্বামীজীর নিকট হরিকথা-শ্রবণে বহুবিধ সংশয়-বিমুক্ত হইতেছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকটও প্রত্যহ বহু ব্যক্তি আসিয়া হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন। আচার্য্যদেব গত ১৮ই জুলাই রবিবার কতিপয় ভক্তসমীপে 'নারদ' শব্দের এইরূপ অর্থ-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিতেছিলেন—'নার' শব্দে জীবনিচয়, তাহা দান করেন যিনি, অর্থাৎ সর্ব্বজীবাশ্রয়বিগ্রহ বন্ধু-সঙ্গ-সৌভাগ্য দান করেন যিনি তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম; শ্রীরূপ-রঘুনাথাদি মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদগণ বহির্দর্শনে মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গের সাক্ষাদ্ভাবে কোন সেবা না করিয়াও—বহু যোজন দূরে অবস্থান করিয়াও কি করিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদরূপে গণ্য হইলেন, আর কালাকৃষ্ণদাস, বলভদ্র ভট্টাচার্য্যাদি সাক্ষাদ্ভাবে সেবা করিয়া—সর্ব্বক্ষণ সমীপে থাকিয়াও কেন তাঁহার অন্তরঙ্গ হইতে পারিলেন না? 'অন্তরঙ্গ' শব্দের তাৎপর্য্য কি? শ্রীগোবিন্দের অন্তরঙ্গ, শ্রীরূপ-রঘুনাথের বহুদূর হন, তাঁহারা শক্তিজাতীয়, শ্রীমতীর নিজজন ইত্যাদি বহু কথা হয়। এতদ্ব্যতীত চিদ্বিলাসবিরোধী বাস্তিকা, সংশয়, অজ্ঞেয়তা, সঙ্গ-নিঃসঙ্গ-শ্রীবৃন্দাবাদ এবং চিদ্বিলাসবিচারানুকূল একম্ পুরুষোত্তম, লক্ষ্মীনারায়ণ, সীতা-রাম, রাধাকৃষ্ণ, মথুরেশ ও ব্রজেন্দ্রনন্দন-তত্ত্বের বিচার-বৈশিষ্ট্যের কথাও আলোচিত হইয়াছিল।

নির্য্যাণ

গত ৩১শে আষাঢ় (১৩৪৪), ১৫ই জুলাই (১৯৩৭) বৃহস্পতিবার রাত্রি ১২-১৫ মিনিটের সময় শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত সেবকপ্রবর শ্রীপাদ ব্রজগোপাল দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে বৈষ্ণববৃন্দের মুখে শ্রীহরিনাম-শ্রবণ ও শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে শ্রীধামবরেণ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় লাভ করিয়া প্রায় চতুর্দ্দশ বর্ষকাল এই ভক্তপ্রবর মঠবাসী হইয়া অপরিত্যক্তভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোহভীষ্ট সেবা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার স্নিগ্ধ শান্ত-সৌম্য মূর্ত্তি, স্নিগ্ধ সরল অমায়িক ব্যবহার, মৃদু গম্ভীর মধুর আলাপ, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় অদম্য উৎসাহ, কঠোর পরিশ্রম, অব্যর্থকালত্ব, আলস্যহীনতা, অপূর্ব্ব সঙ্কিপ্ততা, অকৃত্রিম বৈরাগ্য, হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে ঐকান্তিক অনুরাগ, সংখ্যা-নামনিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্গুণ বৈষ্ণব-জগতে আদর্শস্থানীয়। তিনি বহুদিন যাবৎ কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয় পত্র প্রচার ও গ্রন্থ-বিভাগের সেবাকার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি শ্রীচৈতন্য মঠের গৌড়মণ্ডল, ব্রজমণ্ডল, ও ক্ষেত্রমণ্ডলস্থ বিভিন্ন শাখা মঠেও বহুদিন যাবৎ অবস্থান-পূর্ব্বক তত্তৎ মঠের বিভিন্ন সেবাকার্য্যে প্রচুর কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবকে প্রচুর সুখ দান করিয়াছেন। সুমুখ-হরিবিমুখের সঙ্গ-ত্যাগ তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল, এজন্য শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রতি প্রচুর কৃপাশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহাকে শ্রীযোগপীঠের রক্ষকতা-রূপ সেবাভার দিয়াছিলেন। তিনি সেই সেবাকার্য্যও অক্লান্তভাবে পরমোৎসাহের সহিত সম্পাদন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের প্রচুর স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। ভক্তিশাস্ত্র প্রভু বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য-পাদপদ্মেরও পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন। গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশের বহুল প্রচারবিষয়ে তাঁহার সেবোৎসাহ সম্পাদক-সঙ্ঘকে তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রাখিয়াছে। আমরা গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশের একজন আদর্শ-সেবককে হারাইয়া অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। কিন্তু "অতন্দ্র ভক্তের ইচ্ছা হইল সঙ্গ ভঙ্গ"। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ তাঁহাকে আর অধিককাল এ ধরাধামে থাকিতে দিলেন না, প্রভুপাদ নিজই তাঁহাকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ করিলেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের নিকট হরিকথা শুনিয়া, তাঁহার আদর্শ সেবাময় জীবন দর্শন করিয়া বহু ব্যক্তি শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-কৃপালাভের সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারা সকলেই তাঁহার অকালপ্রয়াণে ব্যথিত।